~~৫/৯/২~~ ৫।৬।৭

শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

মূল, অন্বয়, তৎসহ ‘গীতা-বোধ-বিবর্দ্ধিনী’ সংস্কৃত ব্যাখ্যা, বাঙ্গালা
প্রতিশব্দ, বাঙ্গালা ব্যাখ্যা, শঙ্করাচার্য্য, রামানুজ, হনুমান্ ও
বলদেবকৃত ভাষ্য, আনন্দগিরি, শ্রীধর, মধুসূদন, নীলকণ্ঠ
ও বিশ্বনাথকৃতটীকা, যামুনমুনিকৃত ‘গীতার্থসংগ্রহ’
ও বঙ্গানুবাদ, ‘গীতার্থ-সার-দীপিকা’ নামে সুবিস্তৃত বাঙ্গালা তাৎপর্য্য, নানা শাস্ত্রীয়প্রমাণ
ও বহুবিধ টিপ্পনী সমেত।

বহু সদ্‌গুণালঙ্কৃত কাশীমবাজার অধিপতি শ্রীমন্ মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী
বাহাদুরের ব্যয়ে মুদ্রিত ও প্রচারিত।

দ্বিতীয় ষট্‌ক ভক্তিযোগ।

শ্রীযুক্ত দামোদর মুখোপাধ্যায় বিদ্যানন্দ এম্, আর্, এ, এস্,
কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও
কলিকাতা, ৫নং বিন্দুপালিতের লেন হইতে তৎকর্ত্তৃক প্রকাশিত।
শকাব্দা ১৮২৬।

কলিকাতা, ৩০৯ নং অপার চিৎপুর রোড,
"কৃষ্ণপ্রেসে"
শ্রীচতুর্ভুর্জ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত।

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীভগবানুবাচ।

ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুঞ্জন্ মদাশ্রয়ঃ।
অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি তচ্ছৃণু॥ ১॥

অন্বয়।—শ্রীভগবান্ উবাচ। পার্থ ময়ি (পরমেশ্বরে) আসক্তমনাঃ (অভিনিবিষ্টং মনো যস্য সঃ নিবিষ্টচিত্তঃ) মদাশ্রয়ঃ (মদেকশরণঃ) [সন্] যোগং যুঞ্জন্ (মনঃ সমাধানং কুর্ব্বন্) সমগ্রং (সর্ব্বৈশ্বর্য্যাদিসহিতম্) মাং অসংশয়ং (সন্দেহপরিশূন্যভাবেনৈব) যথা জ্ঞাস্যসি তৎ শৃণু॥ ১॥

প্রতিশব্দ।—শ্রীভগবান্ বলিলেন। আমাতে নিবিষ্টচিত্ত আমার-শরণাগত [হইয়া] যোগানুষ্ঠান করিতে-করিতে পূর্ণরূপ আমাকে নিঃসন্দিগ্ধভাবে যে-উপায়ে জানিবে তাহা শুন॥ ১॥

ব্যাখ্যা।—শ্রীভগবান্ বলিলেন, হে সখে! আমাতেই চিত্তসন্নিবেশ ও সর্ব্বতোভাবে আমারই শরণাগত হইয়া যোগানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলে, যেরূপে নিঃসংশয়িতভাবে আমার বিভূতি-বলাদিসম্পন্ন পূর্ণভাব পরিজ্ঞাত হইতে পারিবে, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর॥ ১॥

শঙ্করাচার্য্য।—"যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা। শ্রদ্ধাবান্ ভজতে য়া মাং স মে যুক্ততমো মতঃ॥" ইতি প্রশ্নবীজমুপন্যস্য স্বয়মেব ঈদৃশং মদীয়ং তত্ত্বমেবং গতান্তরাত্মা স্যাদিত্যেতদ্বিবক্ষুঃ শ্রীভগবানুবাচ। ময়ীতি। ময়ি বক্ষ্যমাণবিশেষণে পরমেশ্বরে াসক্তং মনো যস্য স ময্যাসক্তমনাঃ, হে পার্থ! যোগং যুঞ্জন্ মনঃসমাধানং কুর্ব্বন্ মদাশ্রয়োহমেব পরমেশ্বর আশ্রয়ো যস্য স মদাশ্রয়ো যো হি কশ্চিৎ পুরুষার্থেন কেনচিদর্থী ভবতি, তৎসাধনং কর্ম্মাগ্নিহোত্রাদি তপোদানং বা কিঞ্চিদাশ্রয়ং প্রতিপদ্যতে। অয়ন্তু যোগী মেবাশ্রয়ং প্রতিপদ্যতে হিত্বান্যৎ সাধনান্তরং ময্যেবাসক্তমনাঃ ভবতি, যস্ত্বমেবম্ভূতঃ সন্ সংশয়ং সমগ্রং সমস্তং বিভূতিবলশক্ত্যৈশ্বর্য্যাদিগুণসম্পন্নং মাং যথা যেন প্রকারেণ জ্ঞাস্যসি শয়মন্তরেণৈবমেব ভগবানিতি তচ্ছৃণুচ্যমানং ময়া॥ ১॥

আনন্দগিরি।—কর্ম্মসন্ন্যাসাত্মকসাধনপ্রধানং ত্বম্পদার্থপ্রধানং বা প্রথমষট্কং
ব্যাখ্যায় মধ্যমষট্কমুপাস্যনিষ্ঠং তৎপদার্থনিষ্ঠং বা ব্যাখ্যাতুমারভমাণঃ সমনন্তরাধ্যায়মবতারয়তি যোগিনামিতি। অতীতাধ্যায়ান্তে মদ্গতেনান্তরাত্মনা যো ভজতে মামিতি প্রশ্নবীজং প্রদর্শ্য
কীদৃশং ভগবতস্তত্ত্বং কথং বা মদ্গতান্তরাত্মা স্যাৎ? ইত্যর্জ্জুনস্য প্রশ্নদ্বয়ে জাতে স্বয়মেব ভগবান্
অপৃষ্টমেব তদ্বক্তুং ইচ্ছন্নুক্তবানিত্যর্থঃ। পরমেশ্বরস্য বক্ষ্যমাণবিশেষণং সকলজগদায়তনত্বাদিনানাবিধবিভূতিভাগিত্বম্, তত্রাসক্তির্ম্মনসো বিষয়ান্তরপরিহারেণ তন্নিষ্ঠত্বম্। মনসো ভগবত্যেবাসক্তৌ হেতুমাহ যোগমিতি। বিষয়ান্তরপরিহারে হি গোচরমালোচ্যমানো ভগবত্যেব
প্রতিষ্ঠিতো ভবতীত্যর্থঃ। তথাপি স্বাশ্রয়ে পুরুষো মনঃ স্থাপয়তি নান্যত্রেত্যাশঙ্ক্যাহ মদাশ্রয়
ইতি। যোগিনো যদীশ্বরাশ্রয়ত্বেন তস্মিন্নেবাসক্তমনস্ত্বমুপন্যস্তং তদুপপাদয়তি যো হীতি।
ঈশ্বরাখ্যাশ্রয়স্য প্রতিপত্তিমেব প্রকটয়তি হিত্বেতি। অস্তু যোগিনস্ত্বদাশ্রয়প্রতিপত্ত
মনসস্ত্বয্যেবাসক্তিস্তথাপি মম কিমায়াতম্? ইত্যাশঙ্ক্য দ্বিতীয়ার্দ্ধং ব্যাচষ্টে যস্ত্বমেবমিতি
এবম্ভূতো যথোক্তধ্যাননিষ্ঠপুরুষবদেবমপ্যাসক্তমনা যস্ত্বং স ত্বং তথাবিধঃ সন্নসংশয়মবিদ্যমান
সংশয়ো যত্র জ্ঞানে তদ্যথা স্যাৎ তথা মাং সমগ্রং জ্ঞাস্যসীতি সম্বন্ধঃ। সমগ্রমিত্যস্যার্থমা
সমস্তেতি। বিভূতির্নানাবিধৈশ্বর্য্যোপায়সম্পত্তিঃ, বলং শরীরগতং সামর্থ্যম্, শক্তির্মনোগত
প্রাগল্ভ্যম্, ঐশ্বর্য্যমীশিতব্যবিষয়মীশনসামর্থ্যম্, আদিশব্দেন জ্ঞানেচ্ছাদয়ো গৃহ্যন্তে
অসংশয়মিতি পদস্য ক্রিয়াবিশেষণত্বং বিশদয়ন্ ক্রিয়াপদেন সম্বন্ধং কথয়তি সংশয়মিতি
বিনা সংশয়ং ভগবত্তত্ত্বপরিজ্ঞানমেব স্ফোরয়তি এবমেবেতি। ভগবত্তত্ত্বে জ্ঞাতব্যে ক
মম জ্ঞানমুপদেক্ষ্যতি? ন হি ত্বামৃতে তদুপদেষ্টা কশ্চিদস্তি? ইত্যাশঙ্ক্যাহ তচ্ছৃণ্বিতি॥ ১॥

রামানুজ।—প্রথমেনাধ্যায়ষট্কেন পরমপ্রাপ্যভূতস্য পরস্য ব্রহ্মণো নিরবদ্য
নিখিলজগদেককারণস্য সর্ব্বজ্ঞস্য সর্ব্বভূতস্য সত্যসঙ্কল্পস্য মহাবিভূতেঃ শ্রীমতো নারায়ণ
প্রাপ্ত্যুপায়ভূতং তদুপাসনং বক্তুং তদঙ্গং ভূতমাত্মজ্ঞানপূর্ব্বকর্ম্মানুষ্ঠানসাধ্যং প্রাপ্তুঃ প্রত
গাত্মনো যাথাত্ম্যদর্শনমুক্তম্, ইদানীং মধ্যমেন ষট্কেন পরব্রহ্মভূতং পরমপুরুষস্বরূপং (পরমেশ্ব
স্বরূপম্) তদুপাসনঞ্চ ভক্তিশব্দবাচ্যমুচ্যতে। তদেতদুত্তরত্র, "যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্ব্বমি
ততম্। স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ॥" ইত্যারভ্য "বিমুচ্য নির্ম্মমঃ শান্তো ব্র
ভূয়ায় কল্পতে। ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি॥ সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভ
লভতে পরাম্" ইতি বক্ষ্যতি। উপাসনন্তু ভক্তিরূপাপন্নমেব, (ভক্তিরূপমত্রাপি বিহিতম্, "
দেব) পরমপ্রাপ্ত্যুপায়ভূতমিতি বেদান্তবাক্যসিদ্ধম্। "তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি", "ত
বিদ্বানমৃত ইহ ভবতি" ইত্যাদিনাভিহিতম্, বেদনন্তু "আত্মা বারে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্ত
নিদিধ্যাসিতব্যঃ।" "আত্মানমেব লোক উপাসীত সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ। স্মৃতিলাভে স
গ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষঃ।" "ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিঃ" ইত্যাদিভিরৈকার্থ্যাৎ স্মৃতিসন্তানরূপদর্শনস
নাকারং ধ্যানমুপাসনশব্দবাচ্যমিত্যবগম্যতে। পুনশ্চ "নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মে
ন বহুনা শ্রুতেন। যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনূং স্বাম্" ইতি বিশে

(বিশেষণাৎ) তৎপরেণাত্মনাবরণীয়তা হেতুভূতং স্মর্য্যমাণবিষয়স্যাত্যর্থপ্রিয়ত্বেন স্বয়মপ্যত্যর্থপ্রিয়রূপং স্মৃতিসন্তানমেবোপাসনশব্দবাচ্যমিতি হি নিশ্চীয়তে। তদেব হি ভক্তিরিত্যুচ্যতে। "স্নেহপূর্ব্বমনুধ্যানং ভক্তিরিত্যুচ্যতে বুধৈঃ" ইতিবচনাৎ। অতঃ "তমেবং বিদ্বানমৃত ইহ ভবতি নান্যঃ পন্থা অয়নায় বিদ্যতে", "নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া। শক্য এবংবিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি মাং যথা ॥ ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবং বিধোঽর্জ্জুন। জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ ॥" ইত্যনয়োরেকার্থত্বং সিদ্ধং ভবতি। তত্র সপ্তমে তাবদুপাস্যভূতপরমপুরুষস্বরূপযাথাত্ম্যং প্রকৃত্যা তত্তিরোধানং তন্নিবৃত্তয়ে ভগবৎপ্রাপ্তিরূপাসকবিধাভেদো জ্ঞানিনঃ শ্রৈষ্ঠ্যঞ্চোচ্যতে শ্রীভগবানুবাচ। ময়ীতি। ময্যাভিমুখ্যেনাসক্তমনাঃ মৎপ্রিয়ত্বাতিরেকেণ মৎস্বরূপেণ গুণৈশ্চ চেষ্টিতেন মদ্বিভূত্যা বিশ্লেষে সতি তৎক্ষণাদেব বিশীর্য্যমাণস্বভাবতয়া ময়ি সুগাঢ়ং বদ্ধমনাঃ মদাশ্রয়স্তথা স্বয়ঞ্চ ময়া বিনা বিশীর্য্যমাণতয়া মদাশ্রয়ঃ মদেকাধারঃ মদ্যোগং যুঞ্জন্ যোক্তুং প্রবৃত্তো যোগবিষয়ভূতং মামসংশয়ং নিঃসংশয়ং সমগ্রং সকলং যথা জ্ঞাস্যসি যেন জ্ঞানেনোক্তেন জ্ঞাস্যসি তজ্ জ্ঞানমবহিতমনাঃ শৃণু ॥ ১ ॥

হনুমান্ ।—"যোগিনাম্" ইত্যাদিশ্লোকেন প্রশ্নবীজমুপন্যস্য স্বয়মেবেদৃশং মদীয়ং তত্ত্বং মহতান্তরাত্মনা স্যাদিত্যেতদ্বক্তুং শ্রীভগবানুবাচ। ময্যাসক্তমনাঃ পার্থেত্যাদি। ময়ি বক্ষ্যমাণবিশেষণে পরমেশ্বরে আসক্তং মনো যস্য স ময্যাসক্তমনাঃ, পার্থ! যোগং যুঞ্জন্ মনঃ সমাধানং কুর্ব্বন্ মদাশ্রয়ঃ অহমেব পরমেশ্বর আশ্রয়ো যস্য ভবতি যস্ত্বেবংভূতঃ সোঽসংশয়ং সমগ্রং সমস্তবিভূতিবলশক্ত্যৈশ্বর্য্যাদিগুণৈঃ সম্পন্নম্, যথা যৎপ্রকারেণ, এবমেবায়ং ভগবানিতি জ্ঞাস্যসি, তৎ শৃণু বক্ষ্যমাণং ময়া ॥ ১ ॥

শ্রীধর ।—বিজ্ঞেয়মাত্মনস্তত্ত্বং সংযোগং সমুদাহৃতম্। ভজনীয়মথেদানীমৈশ্বরং রূপমীর্য্যতে ॥ পূর্ব্বাধ্যায়ান্তে "মদ্গতেনান্তরাত্মনা যো মাং ভজতে, স মে যুক্ততমো মতঃ" ইত্যুক্তম্, তত্র কীদৃশস্ত্বম্, যস্য ভক্তিঃ কর্ত্তব্যা? ইত্যপেক্ষায়াং স্বস্বরূপং নিরূপয়িষ্যন্ শ্রীভগবানুবাচ। ময়ীতি। ময়ি পরমেশ্বরে আসক্তমভিনিবিষ্টং মনো যস্য সঃ মদাশ্রয়ঃ অহমেবাশ্রয়ো যস্য অনন্যশরণঃ সন্ যোগং যুঞ্জন্নভ্যসন্নসংশয়ং যথা ভবত্যেবং মাং সমগ্রং বিভূতিবলৈশ্বর্য্যাদিসহিতং যথা জ্ঞাস্যসি তদিদং ময়া বক্ষ্যমাণং শৃণু ॥ ১ ॥

বলদেব ।—সপ্তমে ভজনীয়স্য স্বৈশ্বর্য্যং প্রকীর্ত্ত্যতে। চাতুর্ব্বিধঞ্চ ভজতাং তথৈবাভজতামপি ॥ আদ্যেন ষট্কেনোপাসকস্য জীবস্য স্বরূপং তৎপ্রাপ্তিসাধনঞ্চ প্রাধান্যেনোক্তম্। মধ্যেন তূপাস্যস্য স্বস্য তত্তচ্চ তথোচ্যতে। তত্র ষষ্ঠান্তনির্দ্দিষ্টং তব ভজনীয়ং রূপং কীদৃশং কথং বা ভজতোঽন্তরাত্মা তদ্গতঃ স্যাৎ? ইত্যেতৎ পার্থেনাপৃষ্টমপি কৃপালুত্বেন স্বয়মেব বিবক্ষুঃ শ্রীভগবানুবাচ। ময়ীতি। ব্যাখ্যাতলক্ষণে স্বোপাস্যে ময্যাসক্তমতিমাত্রনিরতং মনো যস্য স ত্বমন্যো বা ত্বাদৃশঃ মদাশ্রয়ো মদ্দাস্যসখ্যাদ্যেকতমেন ভাবেন মাং শরণং গতঃ যোগং মৎস্মরণাদিলক্ষণং যুঞ্জন্ কর্ত্তুং প্রবৃত্তঃ। অসংশয়ং যথা স্যাৎ? তথা। কৃষ্ণ এব পরং তত্ত্বমতোঽন্যদ্বেতি সন্দেহশূন্যো মৎপারতম্যনিশ্চয়বানিত্যর্থঃ। সমগ্রং সাধিষ্ঠানং

সবিভূতি সপরিকরঞ্চ মাং সর্ব্বেশ্বরং যেন জ্ঞানেন জ্ঞাস্যসি তন্ময়োচ্যমানমবহিতমনাঃ শৃণু, হে পার্থ! ন চ সমগ্রমিতি কার্ৎস্নেন স জ্ঞানমাদিশতীতি বাচ্যম্, অনন্তস্য তস্য তথা জ্ঞানাসম্ভবাৎ। স্মৃতিশ্চ। “কার্ৎস্নেন নাজোঽপ্যভিধাতুমীশঃ” ইতি ॥ ১ ॥

মধুসূদন।—যদ্ভক্তিং ন বিনা মুক্তির্যঃ সেব্যঃ সর্ব্বযোগিনাম্। তং বন্দে পর মানন্দঘনং শ্রীনন্দনন্দনম্॥ এবং কর্ম্মসন্ন্যাসাত্মকসাধনপ্রধানেন প্রথমষট্কেন জ্ঞেয় ত্বম্পদলক্ষ্যং সংযোগং ব্যাখ্যায়াধুনাধ্যেয়ব্রহ্মপ্রতিপাদনপ্রধানেন মধ্যমেন ষট্কেন তৎপদার্থো ব্যাখ্যাতব্যঃ। তত্রাপি “যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা। শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥” ইতি প্রাগুক্তস্য ভগবদ্ভক্তজনস্য ব্যাখ্যানায় সপ্তমোঽধ্যা আরভ্যতে। তত্র কীদৃশং ভগবতো রূপং ভজনীয়ম্? কথং বা তদ্গতোঽন্তরাত্মা স্যাৎ ইত্যেতৎ দ্বয়ং প্রষ্টব্যমর্জ্জুনেনাপৃষ্টমপি পরমকারুণিকতয়া স্বয়মেব বিবক্ষুঃ শ্রীভগবানুবাচ ময়ীতি। ময়ি পরমেশ্বরে সকলজগদায়তনত্বাদিবিবিধবিভূতিভাগিন্যাসক্তং বিষয়ান্তরপরি হারেণ সর্ব্বদা নিবিষ্টং মনো যস্য তব স ত্বম্, অতএব মদাশ্রয়ো মদেকশরণঃ রাজাশ্র ভার্য্যাদ্যাসক্তমনাশ্চ রাজভৃত্যঃ প্রসিদ্ধো মুমুক্ষুস্তু মদাশ্রয়ো মদাসক্তমনাশ্চ ত্বং ত্বদ্বিধো যোগং যুঞ্জন্ মনঃ সমাধানং ষষ্ঠোক্তপ্রকারেণ কুর্ব্বন্নসংশয়ং যথা ভবত্যেবং সমগ্র সর্ব্ববিভূতিবলশক্ত্যৈশ্বর্য্যাদিসম্পন্নং মাং যথা যেন প্রকারেণ জ্ঞাস্যসি, তৎ শৃণু উচ্যমান ময়া ॥ ১ ॥

নীলকণ্ঠ।—পূর্ব্বাধ্যায়ান্তে “যো মাং ভজতে স মে যুক্ততমো মতঃ” ইত্যুক্তম্ ; ত কীদৃশং পূর্ব্বোক্তনিষ্কামকর্ম্মযোগাপেক্ষয়া বিলক্ষণং তব ভজনম্ কেন বা গুণেন পূর্ব্বযোগ পেক্ষয়া তস্য যুক্ততমত্বম্? ইত্যেতামর্জ্জুনস্যাশঙ্কাং স্বয়মেব পরিহরন্ শ্রীভগবানুবাচ ময়ীতি। কশ্চিদ্রাজাশ্রয়ো ধনমানাসক্তমনা ভবতি, অয়ন্তু মদাশ্রয়েণ মামেব পরমপুরুষার্থভূ প্রাপ্তুমিচ্ছন্নিত্যর্থঃ। ঈদৃশো যোগং যুঞ্জন্ সমাধিমনুতিষ্ঠন্ ত্বম্পদার্থবিবেককালে যদ্য সার্ব্বজ্ঞ্যমস্তি “সর্ব্বভূতস্থমাত্মানম্” ইত্যাদিবচনাৎ, তথাপি স্বস্মাদন্য ঈশ্বরোঽস্তি ন বে পাতঞ্জল-কাপিলয়োর্ব্বিবাদস্তার্কিক-মীমাংসকয়োর্ব্বা সেশ্বর-নিরীশ্বরয়োর্ম্মতভেদাৎ সং কারণাজ্ঞানাচ্চ ; অসমগ্রং তৎ সার্ব্বজ্ঞ্যমিতি মত্বা আহ অসংশয়ং সমগ্রমিতি। মাং ত পদার্থমীশ্বরং যথা জ্ঞাস্যসি তৎ তং প্রকারং শৃণু। অত্র বক্ষ্যমাণরীত্যা সর্ব্বং ব্রহ্ম বা দেবাত্মকম্ ইতি ভজনে বৈলক্ষণ্যং কারণজ্ঞাতৃত্বমস্য যোগিনঃ পূর্ব্বযোগ্যপেক্ষয়া আধি মিতি ভাবঃ ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ।—কদা সদানন্দ-ভুবো মহাপ্রভোঃ কৃপামৃতাব্ধেশ্চরণৌ শ্রয়াম যথা তথা প্রোজ্ঝিতমুক্তিতৎপথা ভক্ত্যধ্বনা প্রেমসুধাময়ামহে॥ সপ্তমে ভজনী শ্রীকৃষ্ণৈশ্বর্য্যমূচ্যতে। ন ভজন্তে ভজন্তে যে তে চাপ্যুক্তাশ্চতুর্ব্বিধাঃ॥ প্রথমেনাধ্য ষট্কেনান্তঃকরণশুদ্ধ্যর্থকনিষ্কামকর্ম্মসাপেক্ষৌ মোক্ষফলসাধকৌ জ্ঞানযোগাবুক্তৌ। ইদা মনেন দ্বিতীয়াধ্যায়ষট্কেন কর্ম্মজ্ঞানাদিমিশ্রশ্রবণাৎ নিষ্কামত্বসকামত্বাভ্যাঞ্চ সালোক্য

সাধকঃ, তথা সর্ব্বমুখ্যঃ কর্ম্মজ্ঞানাদিনিরপেক্ষ এব প্রেমবৎ পার্ষদত্বলক্ষণমুক্তিফলসাধকঃ, তথা "যৎকর্ম্মভির্যত্তপসা জ্ঞানং বৈরাগ্যয়োশ্চ যৎ" ইত্যাদৌ "সর্ব্বং মদ্ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তো লভতেঽঞ্জসা। স্বর্গাপবর্গং মদ্ধাম" ইত্যাদ্যুক্তেঃ বিনাপি সাধনান্তরং স্বর্গাপবর্গাদিনিখিলসাধকশ্চ পরমঃ স্বতন্ত্রঃ সর্ব্বসুকরোঽপি সর্ব্বদুষ্করঃ শ্রীমদ্ভক্তিযোগ উচ্যতে। ননু "তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুমেতি" ইতি শ্রুতেঃ, জ্ঞানং বিনা কেবলয়া ভক্ত্যৈব কথং মোক্ষঃ ব্রূষে? মৈবম্, তমেব তৎপদার্থং পরমাত্মানমেব বিদিত্বা সাক্ষাদনুভূয়, ন তু ত্বম্পদার্থমাত্মানম্, নাপি প্রকৃতিম্. নাপি প্রাকৃতং বস্তুমাত্রং বিদিত্বা মৃত্যুমত্যেতীতি অস্যাঃ শ্রুতেরর্থঃ। তত্র সিতশর্করারসগ্রহণে যথা রসনৈব কারণম্. ন তু চক্ষুঃশ্রোত্রাদিকম্, তথৈব পরব্রহ্মাস্বাদে ভক্তিরেব কারণম্। ভক্তের্গুণাতীতত্বাৎ তয়ৈব গুণাতীতস্য ব্রহ্মণো গ্রহণং সম্ভবেৎ, ন তু দেহাদ্যতিরিক্তাত্মজ্ঞানেন সাত্ত্বিকেন। "ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ" ইতি ভগবদুক্তেরিতি। "ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ" ইত্যত্র সবিশেষং প্রতিপাদয়িষ্যামঃ। জ্ঞানযোগয়োর্মুক্তিসাধনত্বপ্রসিদ্ধিস্তু তত্রস্থ গুণীভূতভক্তিপ্রভাবাদেব, তয়া বিনা তয়োরকিঞ্চিৎকরত্বস্য বহুশঃ শ্রবণাৎ। কিঞ্চাস্যাং শ্রুতৌ বিদিত্বা ইত্যনন্তরং একারস্যাপ্রয়োগাদেবাযোগব্যবচ্ছেদাভাবে জ্ঞাপিতে সতি, তস্মাদেব পরমাত্মনো বিদিতাৎ ক্বচিদবিদিতাদপি মোক্ষ ইত্যর্থো লভ্যতে। ততশ্চ ভক্ত্যুত্থেন নির্গুণেন পরমাত্মজ্ঞানেন মোক্ষঃ। ক্বচিত্তু ভক্ত্যুত্থং তজ্জ্ঞানং বিনাপি কেবলেন ভক্তিমাত্রেণ মোক্ষ ইত্যর্থঃ পর্য্যবস্যতি। যথা মৎস্যণ্ডিকা-পিণ্ডাদ্রসনাদোষেণালব্ধস্বাদাদপি ভুক্তাৎ তদেকনাশ্যো ব্যাধির্নশ্যত্যেবাত্র ন সন্দেহঃ। "মৎস্যণ্ডিকানি তে খণ্ডবিকারে শর্করাসিতে" ইত্যমরঃ। শ্রীমদুদ্ধবেনাপ্যুক্তম্, "নন্বীশ্বরোঽপি ভজতোঽবিদুষোঽপি সাক্ষাচ্ছ্রেয়স্তনোর্গদরাজ ইবোপযুক্তঃ" ইতি। মোক্ষধর্ম্মে নারায়ণেঽপ্যুক্তম্. "যা বৈ সাধনসম্পত্তিঃ পুরুষার্থচতুষ্টয়ে। তয়া বিনা তদাপ্নোতি নরো নারায়ণাশ্রয়ঃ॥" ইতি। একাদশেঽপ্যুক্তম্, "যৎ কর্ম্মভির্যত্তপসা জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চ যৎ" ইত্যাদৌ, "সর্ব্বং মদ্ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তো লভতেঽঞ্জসা" ইতি। অতএব, "যন্নাম সকৃচ্ছ্রবণাৎ পুক্কসোঽপি বিমুচ্যতে সংসারাৎ" ইত্যাদিবহুশো বাক্যৈর্ভক্ত্যৈব মোক্ষঃ প্রতিপাদ্যতে ইতি। অথ প্রকৃতমনুসরামঃ। "যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা। শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ॥" ইতি ত্বদ্বাক্যেন ত্বন্মনস্কত্বে সতি ত্বদ্ভজনবিষয়কশ্রদ্ধাবত্ত্বমিতি ত্বয়া স্বভক্তবিশেষলক্ষণমেব কৃতমিত্যবগম্যতে। কিন্তু স চ কীদৃশো ভক্তস্ত্বদীয়জ্ঞানবিজ্ঞানয়োরধিকারী ভবতি? ইত্যপেক্ষায়ামাহ শ্রীভগবানুবাচ। ময্যাসক্তেতি দ্বাভ্যাম্। যদ্যপি "ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিরেকত্র চৈষ ত্রিক এককালঃ। প্রপদ্যমানস্য যথাশ্নতঃ স্যুস্তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্ষুদপায়োঽনুঘাসম্॥" ইত্যুক্তের্মদ্ভজনপ্রক্রমত এব মদনুভবপ্রক্রমোঽপি ভবতি। তদপ্যেকগ্রাসমাত্রভোজিনো যথা তুষ্টিপুষ্টী ন স্পষ্টে ভবতঃ, কিন্তু বহুতরগ্রাসে ভোজিন এব। তথৈব ময়ি শ্যামসুন্দরে পীতাম্বরে আসক্তং আসক্তিভূমিকারূঢ়ং মনো যস্য তথাভূত এব

ত্বং মাং জ্ঞাস্যসি, যথা স্পষ্টমনুভবিষ্যসি, তৎ শৃণু। কীদৃশঃ? যোগং ময়া সহ সংযোগং যুঞ্জন্ শনৈঃ শনৈঃ প্রাপ্নুবন্ মদাশ্রয়ঃ মামেব, ন তু জ্ঞানকর্ম্মাদিকং আশ্রয়মাণঃ অনন্যভক্তঃ ইত্যর্থঃ। অত্র অসংশয়ং সমগ্রমিতি পাদাভ্যাং মদীয়নির্ব্বিশেষব্রহ্মস্বরূপজ্ঞানম্। "ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্। অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে॥" ইত্যগ্রিমোক্তেঃ সংশয়মেব। তথা জ্ঞানিনামুপাস্যং তদ্ব্রহ্ম পরমমহতো মম মহিমস্বরূপমেব। যদুক্তং ময়ৈব সত্যব্রতং প্রতি মৎস্যরূপেণ, "মদীয়ং মহিমানঞ্চ পরং ব্রহ্মেতি শব্দিতম্। বেৎস্যস্যানুগৃহীতং মে" ইতি অত্রাপি "ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্" ইতি। অতো মজ্‌জ্ঞানাপেক্ষয়া তজ্‌জ্ঞানমসমগ্রমিতি দ্যোতিতম্॥ ১॥

তাৎপর্য্য।—শ্রীভগবান্ পূর্ব্বাধ্যায়ের উপসংহারভাগে যে ভক্তিযোগের সূচনা করিয়াছেন, অধুনা তাহারই প্রণালী ও বিধেয়তা কীর্ত্তন করিতেছেন। গীতার প্রথম ষট্‌ক কর্ম্মযোগ ব্যাখ্যায় পর্য্যবসিত হইয়াছে; এক্ষণে মধ্য ষট্‌কে অতি সুমধুর ভক্তিযোগ অবতারিত হইতেছে।

শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য, আনন্দগিরি, হনুমান্, শ্রীধরস্বামী ও মধুসূদনের অভিপ্রায়। কর্ম্ম ও সন্ন্যাসের সাধনীভূত ত্বম্পদার্থ প্রথম ষট্‌কে নিরূপিত হইয়াছে; এক্ষণে মধ্য ষট্‌কে উপাস্যস্বরূপ তৎপদার্থ নিরূপণ আরব্ধ হইতেছে। শ্রীভগবান্ প্রথম ষট্‌কের উপসংহারকালে (৬ষ্ঠ অধ্যায়, ৪৭ শ্লোক) "যোগিনামপি সর্ব্বেষাং" ইত্যাদ্যশ্লোকে যে প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিয়াছেন, তাহা হইতে দুইটি প্রশ্ন সমুত্থিত হওয়া সম্ভব। প্রথম—ভগবত্তত্ত্ব কিরূপ? দ্বিতীয়—কিরূপে অন্তরাত্মা ভগবদ্‌গত হইতে পারে? অর্জ্জুনের হৃদয়ে উল্লিখিত-রূপ আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছে মনে করিয়া, পরম কারুণিক শ্রীভগবান্, জিজ্ঞাসিত না হইয়াও, স্বয়ং তাহার উত্তর প্রদানে অগ্রসর হইতেছেন। আমাতে, অর্থাৎ স্থাবর-জঙ্গমাত্মক এই জগতের সর্ব্বব্যাপিত্বাদি বহুবিধ বিভূতি সমন্বিত পরমেশ্বরে, সংসারের বিষয়ান্তর পরিহার পূর্ব্বক, সন্নিবিষ্টচিত্ত, সুতরাং একমাত্র আমারই শরণাগত হইলে, ষষ্ঠাধ্যায়োক্ত প্রণালীক্রমে যোগানুষ্ঠান করিতে করিতে, যে উপায়ে সর্ব্বসংশয়শূন্য হইয়া আমার স্বরূপ উপলব্ধি হয় এবং আমার পরিপূর্ণভাব হৃদ্‌গত হয়, তাহাই আমি বিবৃত করিতেছি, শ্রবণ কর। বিষয়ান্তর পরিহারপূর্ব্বক শ্রীভগবানে আসক্তচিত্ত হইলেও, মানব অন্য কাহাকেও স্বকীয় আশ্রয়স্বরূপ জ্ঞান করিতে পারে। স্বকীয় পুরুষার্থ দ্বারা কোনরূপ ফললাভাভিলাষে তৎসাধন স্বরূপ অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ বা তপোদানাদি ক্রিয়াকে অবলম্বন করিয়া, আপনাকে

তদাশ্রিত বোধ করিতে পারে। রাজভৃত্য সম্পূর্ণরূপে আপনাকে প্রভু ভূপতির আশ্রিত জানিয়াও, ভার্য্যাদি বিবিধ বিষয়ে আসক্ত হইয়া থাকে। সুতরাং আপনাকে একাশ্রিত জানিলেও, অপরাসক্তি অসম্ভব নহে। কিন্তু এরূপ হইলে তাহার একনিষ্ঠা থাকে না এবং পরমেশ্বরাসক্তি পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না। এই জন্যই মূলে "ময্যাসক্তমনাঃ" ও "মদাশ্রয়ঃ" এই উভয় পদ প্রযুক্ত হইয়াছে। একান্ত ধ্যাননিষ্ঠ মুক্তিকামী পুরুষ অন্যান্য সাধন সমূহ পরিত্যাগ করিয়া, সর্ব্বসংশয়পরিশূন্য হইয়া, আমার স্বরূপ পরিজ্ঞানের অধিকার লাভ করেন। এইরূপ স্বরূপ পরিজ্ঞান হইলে মুমুক্ষু পুরুষের হৃদয়ে যে সুনির্ম্মল জ্ঞানচন্দ্রের বিকাশ হয়, কোন-রূপ সন্দেহজলদে তাহা আর সমাচ্ছন্ন হয় না। পরমেশ্বর যে নানাবিধ ঐশ্বর্য্যোপায়রূপ সম্পত্তিসম্পন্ন, তাঁহার বল যে সীমাশূন্য, তদীয় মানসিক শক্তি যে কল্পনাতীত, তাঁহার বিভূতি * যে প্রভূত এবং তাঁহার জ্ঞানেচ্ছাদিও যে অনন্ত, এ সকলই সেই ভাগ্যবান্ যোগী স্বকীয় হৃদয়ে ধারণা করিতে সক্ষম হইয়া থাকেন। যে উপায়ে তাদৃশভাবে ভগবৎপরিজ্ঞান সম্ভব, তাহাই কীর্ত্তিত হইতেছে।

---

* বিভূতি ও ঐশ্বর্য্য। এতদুভয়ই একার্থবোধক। কোষকার অমরসিংহ উভয় শব্দই তুল্যার্থরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। কূর্ম্মপুরাণেও এতৎসম্বন্ধে এই উক্তি দৃষ্ট হয়। "পরাৎপরতরং তত্ত্বং পরংব্রহ্মৈকমব্যয়ম্। নিত্যানন্দং স্বয়ং জ্যোতিরব্যয়ং তমসঃ পরম্॥ ঐশ্বর্য্যং তস্য যন্নিত্যবিভূতিরিতি গীয়তে॥" ঐশ্বর্য্য আট প্রকার। যথা; "অনিমা লঘিমা ব্যাপ্তি প্রাকাম্য মহিমা তথা। ঈশিত্বঞ্চ বশিত্বঞ্চ তথা কামাবসায়িতা॥" এইগুলি অষ্টসিদ্ধি নামেও অভিহিত হইয়া থাকে। এই অষ্টসিদ্ধি সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে নিম্নলিখিত ভগবদুক্তি পরিদৃষ্ট হইতেছে। যথা; "অণিমা মহিমা মুর্ত্তের্ল ঘিমা প্রাপ্তিরিন্দ্রিয়ৈঃ। প্রাকাম্যং শ্রুতদৃষ্টেষু শক্তিপ্রেরণমীশিতা॥ গুণেষসঙ্গো বশিতা যৎকামস্তদবস্যতি। এতা মে সিদ্ধয়ঃ সৌম্য অষ্টৌ চৌৎপত্তিকীর্ম তাঃ॥" (শ্রীমদ্ভাগবত ১১ স্কন্ধ, ১৫ অধ্যায়। ৪। ৫।) উল্লিখিত অংশের টীকায় শ্রীমৎশ্রীধরস্বামী লিখিয়াছেন, "অণিমা মহিমা লঘিমা চ মুর্ত্তের্দে হস্য তিস্রঃ সিদ্ধয়ঃ। প্রাপ্তির্নাম সিদ্ধিঃ সর্ব্বপ্রাণিনামিন্দ্রিয়ৈঃ সহ তত্তদধিষ্ঠাতৃদেবতারূপেণ সম্বন্ধ ইত্যর্থঃ। শ্রুতেষু পারলৌকিকেষু দৃষ্টেষু দর্শনযোগ্যেষপি সর্ব্বেষু ভূবিবরাদিপিহিতেষ্বপি প্রাকাম্যং ভোগদর্শনসামর্থ্যং সিদ্ধিঃ। শক্তীনাং ময়া তদংশভূতানাং প্রেরণং তত্রেশ্বরে মায়ায়া অন্যেষু তদংশানাং প্রেরণং ঈশিতা নাম সিদ্ধিঃ। বিষয়ভোগেষসঙ্গো বশিতা সিদ্ধিঃ যৎ সুখং কাময়তে তত্তদবস্যতি তস্য সীমানং প্রাপ্নোত্যষ্টমী সিদ্ধিঃ। ঔৎপত্তিকীঃ স্বাভাবিক্যো নিরতিশয়শ্চেত্যর্থঃ॥" অণিমা, মহিমা ও লঘিমা এই তিনটি দেহের সিদ্ধি। প্রাণিগণের ইন্দ্রিয়ের সহিত তত্তৎ ইন্দ্রিয়গণের দেবতারূপে সম্বন্ধের নাম প্রাপ্তি বা ব্যাপ্তি। স্বর্গলোকাদি শ্রুত বিষয় এবং ভূলোকাদি দর্শনযোগ্য বিষয় সকলই ভোগ ও দর্শন সামর্থ্যের নাম প্রাকাম্য। মায়ার প্রভাবে স্বকীয় শক্তি বা তদংশ প্রেরণ করার নাম ঈশিতা। বিষয় ভোগের অসঙ্গের নাম বশিতা। যে সুখ কামনা হইবে, তাহারই সীমা পর্য্যন্ত প্রাপ্তির নাম কামাবসায়িতা। এই আট প্রকার সিদ্ধি ভগবানের নিরতিশয় স্বাভাবিক।

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্যের অভিপ্রায়। গীতাশাস্ত্রের প্রথম অধ্যায় ষট্‌কে পরম প্রাপ্যভূত, পরব্রহ্ম, নিরবদ্য, নিখিল জগতের একমাত্র কারণ, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বভূত, সত্য-সঙ্কল্প, মহাবিভূতিসম্পন্ন, শ্রীমান্ নারায়ণকে প্রাপ্তির উপায়-স্বরূপ তাঁহার উপাসনা-বিষয়ক প্রসঙ্গ কীর্ত্তনকালে তদুপায়ভূত আত্মজ্ঞান-পূর্ব্বক কর্ম্মানুষ্ঠানের বিষয় কীর্ত্তিত হইয়াছে এবং তল্লাভার্থ প্রত্যগাত্মার যাথাত্ম্য-দর্শনের বিধেয়তাও কথিত হইয়াছে। ইদানীং মধ্য ষট্‌কে পরব্রহ্ম-ভূত পরম পুরুষের স্বরূপ-জ্ঞান এবং তাঁহার ভক্তি-শব্দবাচ্য উপাসনা কীর্ত্তিত হইতেছে।

এই স্থলে আচার্য্য মহোদয় গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়স্থ ষট্‌চত্বারিংশ শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। উক্ত শ্লোকের বিস্তৃত তাৎপর্য্য যথাস্থানে লিখিত হইবে। এক্ষণে তাহার ভাবার্থ মাত্র প্রদত্ত হইতেছে। যাঁহা হইতে ভূত-গণের প্রবৃত্তি সমূহ সঞ্জাত হয় এবং যাঁহার দ্বারা পরিদৃশ্যমান সকল বস্তু ব্যাপ্ত রহিয়াছে, মনুষ্যেরা স্বকর্ম্ম দ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করেন। তদনন্তর ভাষ্যকার উক্ত অধ্যায়স্থ ত্রিপঞ্চাশৎ ও চতুঃপঞ্চাশৎ শ্লোক পর্য্যন্ত উল্লেখ করিয়া আত্মমত সংস্থাপন করিয়াছেন। উল্লিখিত স্থানে, সদোষ হইলেও স্বধর্ম্মবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানের বিধেয়তা, কর্ম্মফল ত্যাগরূপ নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি, বিশুদ্ধ বুদ্ধি সহকারে আত্মনিয়মন, শব্দাদি বিষয়ত্যাগ, রাগদ্বেষত্যাগ, নির্জ্জনস্থানে বাস, মিতভোজন, সংযম ধ্যান ও বৈরাগ্য আশ্রয়, অহঙ্কারাদি ও পরিগ্রহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক মমতা শূন্য শান্ত ব্যক্তির ব্রহ্মত্ব, বিবৃত হইয়াছে এবং তাদৃশ ব্যক্তি সর্ব্বভূতে সমদর্শন লাভ করিয়া, অতি শ্রেষ্ঠ মদ্ভক্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, ইহাও কথিত হইয়াছে। বেদান্তবাক্য দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, ভক্তিরূপ উপাসনাই

এই জন্যই তৎসমস্ত ঐশ্বর্য্যরূপে কথিত হইয়া থাকে। উল্লিখিত সিদ্ধি সমূহের শ্রীমদ্বাচস্পতি মিশ্র মহোদয়ের ব্যাখ্যা আছে; শ্রীমজ্‌জীবগোস্বামী মহাশয় তাহা গ্রহণ করিয়াছেন। এস্থলে তাহাও উদ্ধৃত হইল। অণিম্না ভবত্যণুঃ, যতঃ শিলামপি প্রবিশতি। মহিম্না মহান্ ভবতি, যতঃ সর্ব্বং ব্যাপ্নোতি। লঘিম্না লঘুর্ভবতি, যতঃ সূর্য্যমরীচিরবলম্ব্য সূর্য্যলোকং যাতি, প্রাপ্ত্যঙ্গুল্যগ্রেণ স্পৃশতি চন্দ্রমসম্। প্রাকাম্যমিচ্ছানভিঘাতঃ যতো ভূমাবুন্মজ্জতি যথোদকে। ঈশিত্বং যতো ভূতভৌতিকানাং প্রভবব্যূহব্যয়-নামীষ্টে, ব্যূহমেলনম্। বশিত্বং উপস্থিতেষু দৃষ্টান্তানুশ্রবিকবিষয়েষু। কামাবসায়িত্বং সত্যসঙ্কল্পতা, যথা স্বসঙ্কল্পো ভবতি তথৈব ভূতানি ভবন্তি। তন্ত্রশাস্ত্রেও অষ্টৈশ্বর্য্যের এতদ্রূপ বৃত্তান্ত আছে। (২৪১ পৃষ্ঠায় টিপ্পনী দ্রষ্টব্য)।

ব্রহ্মপ্রাপ্তির পরমোপায়ভূত। "তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি" অর্থাৎ তাঁহাকে জানিয়া মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায়; "তমেব বিদ্বানমৃত ইহ ভবতি" অর্থাৎ যে ব্যক্তি তাঁহাকে জানিয়াছেন, তিনি ইহ জীবনেই অমর হইয়াছেন; "আত্মা বারে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ" অর্থাৎ আত্মা দর্শন, শ্রবণ ও নিদিধ্যাসনের বিষয়। এই সকল শ্রৌত বাক্য পর্য্যালোচনা করিলে উপলব্ধ হয় যে, আত্মা ধ্যানোপাসনার বিষয়ীভূত। পুনশ্চ শ্রুতি আলোড়ন করিয়া ইহাও দৃষ্ট হয় যে, "নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যঃ ন মেধয়া বহুনা শ্রুতেন। যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্।" বেদালোচনা, মেধা, বহুশাস্ত্রদর্শন কিছুতেই আত্মাকে পাওয়া যায় না। যাঁহাকে তিনি স্বয়ং বরণ করেন, তিনিই তাঁহাকে লাভ করেন। (এই সকল শ্রুতির মর্ম্ম পূর্ব্বে নানাস্থানে বিস্তারিতরূপে আলোচিত হইয়াছে; এই জন্য এস্থানে সংক্ষেপে উল্লিখিত হইল। ৫৭৮ পৃঃ টিঃ দ্রঃ)। এই সকল বচন দ্বারা ভগবজ্জ্ঞান সম্বন্ধে যে উপাসনা সূচিত হইতেছে, বস্তুতঃ তাহা প্রীতি-সহকৃত অনুধ্যান ভিন্ন আর কিছুই নহে। এইরূপ ভাবকেই ভক্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়; শাস্ত্রেও কথিত আছে, "বুধগণ স্নেহ পূর্ব্বক অনুধ্যানকেই ভক্তি বলিয়া থাকেন।" শ্রীভগবান্‌ও অর্জ্জুনকে স্বকীয় বিশ্বরূপ প্রদর্শন করিয়া বলিয়াছেন, "তুমি আমার যে রূপ দেখিলে, এবংবিধ রূপ বেদ দ্বারা, তপস্যা দ্বারা, দান দ্বারা বা যজ্ঞ দ্বারা দেখা যায় না। আমার এবংবিধ রূপ জানিতে, দেখিতে এবং তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে কেবল আমার প্রতি অনন্য ভক্তিই সমর্থ। (গীতা, ১১শ অধ্যায়, ৫৩। ৫৪ শ্লোক)। সুতরাং পূর্ব্বকথিত উপাসনা ও ভক্তি যে সমানার্থ, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। ভক্তিরূপ উপাসনাই ভগবল্লাভের একমাত্র উপায়। এই সপ্তমাধ্যায়ে পরমোপাস্য ভগবানের স্বরূপ এবং উপাসক ভেদের বিষয় কীর্ত্তিত হইতেছে।

শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর অভিপ্রায়। প্রথম অধ্যায় ষট্‌কে অন্তঃকরণ শুদ্ধির নিমিত্ত নিষ্কাম কর্ম্ম সাপেক্ষ মোক্ষফল বিধায়ক কর্ম্মযোগের বিষয় কথিত হইয়াছে। এক্ষণে এই অধ্যায় ষট্‌কে স্বর্গাপবর্গাদি সাধক, সর্ব্বসুকর হইলেও, অতি দুষ্কর ভক্তিযোগ কথিত হইতেছে। অন্য কোন সাধনা না করিলেও, কেবল একমাত্র ভক্তি দ্বারাই সালোক্যাদি * লাভ করা যায় এবং

---

* মুক্তি।—দেহেন্দ্রিয়ের অধীনতা ছিন্ন করিয়া আত্মা যখন স্বাধীন হন, তখনই তাঁহাকে মুক্ত বলা যায়।

কর্ম্মজ্ঞানাদির অপেক্ষা না করিয়া, কেবল ভক্তিবলেই পরম সুখময় ভগবৎ পার্ষদত্ব প্রাপ্ত হওয়া যায়। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন, কর্ম্ম, তপ, জ্ঞান, বৈরাগ্য ইত্যাদি উপায়ে যে ফল লব্ধ হয়, আমার ভক্তগণ ভক্তিযোগ প্রভাবে তৎসমস্তই লাভ করেন। মানব সুখসৌভাগ্যাদি ভোগের নিমিত্ত এতই ব্যাকুল যে, পরম সুখময় ভক্তিমার্গ পরিগ্রহ না করিয়া, ইহ কালে ও পরকালে অচিরস্থায়ী সুখ প্রাপ্তির উপায়স্বরূপ বিবিধ ক্রিয়াকাণ্ডের অনুসরণে প্রলুব্ধ হয়। ভক্তিযোগ নিতান্ত সহজ-সাধ্য হইলেও, মনুষ্য ভ্রমবশে বিষয়ান্তরেই ব্যাপৃত হইয়া থাকে। এই জন্যই ভক্তিযোগকে, সুকর হইলেও, দুষ্কর বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। শ্রুতি বলিয়াছেন, "তাঁহাকে জানিয়া মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায়।" অতএব এস্থলে আপত্তি হইতে পারে যে, জ্ঞান বিনা কেবল ভক্তির দ্বারা মুক্তিলাভ কখনই সম্ভব নহে। এ আপত্তি সমীচীন নহে। এস্থলে শ্রুতিতে যে "তমেব"

বৈদান্তিকগণ মুক্তির লক্ষণার্থ বলেন যে, "নিত্যসুখাবাপ্তিঃ"। দেহেন্দ্রিয়মধ্যগত আত্মার কখন সুখ কখন বা দুঃখভোগ অপরিহার্য্য। বিশেষতঃ যদিও সংসার-দশায় কদাচিৎ সৌদামিনীর ন্যায় ক্ষণিক সুখ সঙ্ঘটিত হয়, বিবেচনা করিয়া দেখিলে হৃদয়ঙ্গম হইবে, তাহা অতি অকিঞ্চিৎকর ও ভ্রান্তিমাত্র। যে সুখ নিত্য অর্থাৎ যাহার ক্ষয় নাই, সীমা নাই, তাদৃশ সুখ প্রাপ্তির নামই মুক্তি। নৈয়ায়িকগণ "আত্যন্তিকদুঃখনিবৃত্তিঃ" বলিয়া মুক্তির লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অর্থাৎ নিরতিশয় দুঃখরাহিত্য। সর্ব্বতোভাবে দুঃখের সংস্পর্শবিহীনতাই মুক্তি। অন্ধকার ও আলোক যেমন পর্য্যায়ক্রমে পর্য্যটন করে এবং একের আগমনে অপরের অভাব হয় সুখ-দুঃখও তদ্রূপ। দুঃখের একান্তাভাবই সুখ। সুতরাং নৈয়ায়িক ও বৈদান্তিক উভয় পক্ষের লক্ষণই বস্তুতঃ সমান। মুক্তি প্রধানতঃ পাঁচভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে। যথা; "সার্ষ্টি সারূপ্য সালোক্য সামীপ্যৈকত্বমপ্যুত।" (শ্রীমদ্ভাগবত) ঈশ্বরের সহিত সমানৈশ্বর্য্যাদিসম্পন্ন হওয়ার নাম সার্ষ্টি। ঈশ্বরের সহিত একলোকে বাসের নাম সালোক্য। ঈশ্বরের সহিত সমানরূপ হওয়ার নাম সারূপ্য। ঈশ্বরের সহিত যুক্ত হওয়ার নাম সাযুজ্য। কাষ্ঠহীন অগ্নির ন্যায় বিলীন হওয়ার নাম নির্ব্বাণ। মুক্তি দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছে। এক বৈষ্ণবের গ্রহণীয়, অপর অন্যের প্রার্থনীয়। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে উক্ত আছে, "মুক্তিস্তু দ্বিবিধা সাধ্বি শ্রুত্যুক্তা সর্ব্বসম্মতা। নির্ব্বাণপদদাত্রী চ হরিভক্তিপ্রদা নৃণাম্॥ হরিভক্তিস্বরূপাঞ্চ মুক্তিং বাঞ্ছন্তি বৈষ্ণবাঃ। অন্যে নির্ব্বাণরূপাঞ্চ মুক্তিমিচ্ছন্তি সাধবঃ॥" নির্ব্বাণমুক্তি বৈষ্ণবের স্পৃহনীয় নহে; অন্যান্য সাম্প্রদায়িক সাধুগণ তাহার কামনা করিয়া থাকেন। হরিভক্তিরূপ অতুল সুখ হইতে ভক্তেরা কখনই বিচ্যুত হইতে চাহেন না; এজন্যই তাঁহারা নির্ব্বাণ মুক্তি উপেক্ষা করেন। সাধক রামপ্রসাদ গাহিয়াছিলেন; "চিনি হতে চাই না মাগো চিনি খেতে ভাল বাসি।" ইহাই যথার্থ ভক্তের ভাব। ভক্তগণ অত্র বা পরত্র, জীবনে বা মরণে সর্ব্বকালেই পরমেশ্বরকে স্বতন্ত্রভাবে অনুভবরূপ পরম সুখের কামনা করেন; নির্ব্বাণরূপ তন্ময়তা তাঁহাদের পক্ষে অবজ্ঞার বিষয়। (মুক্তি বা মোক্ষ সম্বন্ধে আরও বিস্তারিত বিবরণ পরে লিখিত হইবে)।

পদ আছে "তৎ" পদার্থরূপ পরমাত্মাই তাহার লক্ষিত; ত্বম্পদার্থরূপ জীবাত্মা, অথবা প্রকৃতি, অথবা প্রাকৃতিক বস্তুমাত্র পরিজ্ঞাত হইয়া, মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায় না; আলোচ্য শ্রৌত বাক্যেরও তাহা মর্ম্ম নহে। শর্করার সুমিষ্টাস্বাদ রসনার দ্বারাই উপলব্ধ হইয়া থাকে, চক্ষু কর্ণাদি তাদৃশ স্বাদ গ্রহণের কারণ নহে। তদ্রূপ পরব্রহ্মরূপ মিষ্টাস্বাদ গ্রহণ বিষয়ে ভক্তিই একমাত্র কারণ। ভক্ত গুণাতীত; স্বত্ব, রজঃ, তমঃ কিছুই তাঁহাতে থাকে না। এই জন্যই গুণাতীত ব্রহ্মকে গ্রহণ ও ধারণা করা ভক্তেরই সাধ্য। আত্মাকে দেহাদির অতিরিক্ত বস্তু বলিয়া জানাই আত্মজ্ঞান। এরূপ আত্মজ্ঞানে, রজঃ ও তমঃ গুণ না থাকিলেও, সত্ত্ব গুণ বিদ্যমান থাকে; তাদৃশ আত্মজ্ঞানীকে গুণাতীত বলা যায় না। সুতরাং তাঁহার দ্বারা গুণাতীত ব্রহ্মের ধারণা কখনই সম্ভবপর নহে। শ্রীভগবান্‌ও এই গীতাশাস্ত্রে (উত্তরভাগে) ব্যক্ত করিয়াছেন যে, "আমি কেবল একমাত্র ভক্তির গ্রহণীয়," "কেবল ভক্তির দ্বারাই আমাকে যথাবৎ পরিজ্ঞাত হওয়া যায়।" ইত্যাদি। জ্ঞানযোগ দ্বারাও মুক্তি সংসাধিত হইতে পারে, এরূপ প্রসিদ্ধি আছে বটে, কিন্তু জ্ঞানযোগের অন্তর্নিহিত গুণীভূত ভক্তির প্রভাবেই তাহা সঙ্ঘটিত হইয়া থাকে। ভক্তি বিনা জ্ঞান যে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর, ইহার অনেক শ্রৌত প্রমাণ আছে। সমালোচ্য শ্রুতির দ্বারাও এই উক্তি সমর্থিত হইতে পারে। এই শ্রুতির মধ্যে ('তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুমেতি'—এই শ্রুতির অর্থ এখানেও লিখিত হইল; পূর্ব্বেও নানাস্থানে আলোচিত হইয়াছে।) 'বিদিত্বা' এই পদের পর যদি একটি 'এব' পদ থাকিত, তাহা হইলে "জানিলেই" এইরূপ দৃঢ়ার্থ সূচিত হইত। তাহা না থাকায় এইরূপ অর্থ নিষ্পন্ন হয় যে, কেহ হয়ত তাঁহাকে জানিয়া মৃত্যু অতিক্রম করিয়াছেন, কেহ বা হয়ত না জানিয়াও তাহা অতিক্রম করিয়াছেন। অর্থাৎ ভক্তিসম্ভূত নির্গুণ পরমাত্মজ্ঞানের প্রভাবেই কেহ মোক্ষ লাভ করিয়াছেন; আবার কেহ কেহ ভক্তিসম্ভূত তাদৃশ জ্ঞানাভাবেও, কেবল ভক্তির দ্বারাই মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়াছেন। উল্লিখিত শ্রুতি এইরূপ অর্থেই পর্য্যবসিত হইতেছে। মৎস্যণ্ডিকা অর্থাৎ মিছরি সেবনে শরীরের কোন কোন ব্যাধি বিনষ্ট হইয়া থাকে। যদি রসনার স্বাদগ্রহণাসামর্থ্য হেতু মিছরির স্বাদগ্রহণ না হয়, তাহা হইলেও ভুক্ত মিছরি অবশ্যই দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া রোগনাশরূপ স্বকার্য্য সাধন

করিবে। সেইরূপ জানিতে পার বা না পার, ভক্তিই ভক্তকে অবশ্যই মোক্ষধনের অধিকারী করিবে। ভক্তোত্তম শ্রীমদুদ্ধব বলিয়াছেন, "পীড়িত ব্যক্তি না জানিলেও, সেবিত যথোপযুক্ত ঔষধ তাহার শরীরের পক্ষে যেমন হিতসাধন করে, তদ্রূপ অবিদ্বান্ ব্যক্তি না বুঝিয়া ঈশ্বর ভজনা করিলেও, সাক্ষাৎ শ্রেয়ঃ লাভ করিয়া থাকেন। ইহাও উক্ত হইয়াছে যে, "যাঁহার নাম একবার শ্রবণ করিলেই অতি অধম পুরুষও সংসার বন্ধন হইতে বিমুক্ত হয়।" ইত্যাদি বহুবিধ বাক্য ভক্তি দ্বারাই মোক্ষসাধ্য এই তত্ত্ব প্রতিপাদন করিতেছে।

শ্রীভগবান্ পূর্ব্বাধ্যায়ের উপসংহারকালে "যোগিনামপি সর্ব্বেষাং" ইত্যাদি বাক্যে, ত্বন্মনস্ক, ত্বদ্‌জনবিষয়ক শ্রদ্ধান্বিত স্বভক্তের বিশেষ লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কীদৃশ ভক্ত ভগবদ্বিষয়ক জ্ঞান-বিজ্ঞানের অধিকারী হইতে পারেন, ইত্যাকার আশঙ্কার উত্তরস্বরূপে অধুনা দুই শ্লোক অবতারিত করিতেছেন। যেরূপ "ভোক্তার তুষ্টি, পুষ্টি ও ক্ষুন্নিবৃত্তি তিনই এক সঙ্গে ঘটিয়া থাকে, সেইরূপ ভক্তি, পরেশানুভব এবং বিরক্তি এই তিনই এককালে সঙ্ঘটিত হয়।" এই উক্তির দ্বারা ঈশ্বর-ভজনের সঙ্গে সঙ্গেই ঈশ্বরানুভব ঘটিতে পারে, বুঝা যাইতেছে সত্য; কিন্তু একগ্রাসমাত্র আহার করিলে, ভোক্তার তুষ্টি-পুষ্টি স্পষ্টরূপে অনুভূত হয় না; বহুতর গ্রাস উদরসাৎ না হইলে তাহা সিদ্ধ হইতে পারে না। তদ্রূপ যে ব্যক্তি শ্যামসুন্দর পীতাম্বররূপধারী আমার প্রতি আসক্ত হইয়াছে, অর্থাৎ যে ব্যক্তি পুনঃপুনঃ আমার চিন্তায় নিবিষ্ট হইয়া থাকে, সেই ব্যক্তিই ক্রমশঃ ভক্তি, পরেশানুভব ও বিরক্তি লাভ করিয়া মুক্ত হইয়া থাকেন। পরমেশ্বরকেই তিনি একমাত্র আশ্রয়স্বরূপ জ্ঞান করেন। জ্ঞান বা কর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া কেবল একমাত্র ভগবদ্ভক্তিতেই আত্মোৎসর্গ করা বিধেয়। নির্ব্বিশেষ রূপে ব্রহ্ম-স্বরূপ-জ্ঞান প্রতিপাদনার্থ এস্থলে "অসংশয়ং সমগ্রম্" এই দুই পদ প্রযুক্ত হইয়াছে ॥ ১ ॥

শ্রীমৎশ্রীধরস্বামীর প্রারম্ভ বাক্য।—যোগসহকৃত জ্ঞাতব্য আত্মতত্ত্বের প্রসঙ্গ কীর্ত্তিত হইয়াছে। এক্ষণে ভজনীয় ভগবানের রূপ কথিত হইতেছে।

শ্রীমদ্বলদেবের প্রারম্ভ বাক্য।—সপ্তমাধ্যায়ে ভজনীয় ভগবানের ঐশ্বর্য্য কীর্ত্তিত হইতেছে এবং চতুর্ব্বিধ ভজনশীল ও অভজনশীলের বৃত্তান্ত কথিত হইতেছে।

শ্রীমন্মধুসূদন সরস্বতীর প্রারম্ভ বাক্য।—যাঁহার প্রতি ভক্তি বিনা মুক্তির কোন উপায় নাই, যিনি সকল যোগীরই সেবনীয়, সেই পরমানন্দঘন শ্রীনন্দ-নন্দনকে বন্দনা করি।

শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর প্রারম্ভ বাক্য।—কবে আমরা সদানন্দ নিকেতন মহাপ্রভুর কৃপামৃত সাগরস্বরূপ চরণে আশ্রয় লাভ করিব এবং মুক্তি ও তৎসাধন সমূহ পরিবর্জ্জন করিয়া, ভক্তিমার্গ অবলম্বনে প্রেম-সুধার অধিকারী হইব? সপ্তমাধ্যায়ে ভজনীয় শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য সমূহ এবং ভজনশীল ও অভজনশীল ভেদে চতুর্ব্বিধ উপাসকের বিষয় বিবৃত হইয়াছে।

জ্ঞানং তেঽহং সবিজ্ঞানমিদং বক্ষ্যাম্যশেষতঃ।
যজ্জ্ঞাত্বা নেহ ভূয়োঽন্যজ্জ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে॥ ২॥

অন্বয়।—অহং (পরমেশ্বরঃ) তে (তুভ্যম্) সবিজ্ঞানম্ (অনুভবসংযুক্তম্) ইদম্ (মদ্বিষয়কম্) জ্ঞানম্ অশেষতঃ (সাকল্যেন) বক্ষ্যামি (কথয়িষ্যামি) যৎ (জ্ঞানম্) জ্ঞাত্বা (মনোবৃত্তিবিষয়ীকৃত্য) ইহ (ব্যবহারভূমৌ) ভূয়ঃ (পুনঃ) অন্যৎ জ্ঞাতব্যম্ ন অবশিষ্যতে (অবশিষ্টং ভবতি)॥ ২॥

প্রতিশব্দ।—আমি তোমাকে বিজ্ঞান-সহিত এই জ্ঞানের-কথা সম্পূর্ণরূপে বলিব যাহা জানিলে সংসারে পুনরায় অন্য জানিবার-বিষয় অবশিষ্ট থাকে না॥ ২॥

ব্যাখ্যা।—পরমেশ্বরবিষয়ক অনুভবজনিত বিজ্ঞান সহকৃত শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশলব্ধ অপরোক্ষ জ্ঞান তোমার নিকট বিবৃত করিব; এই তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইলে জগতে আর কোনই জ্ঞাতব্য থাকে না॥ ২॥

শঙ্করাচার্য্য।—তচ্চ মদ্বিষয়ম্, জ্ঞানমিতি। জ্ঞানং তে তুভ্যমহং সবিজ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং স্বানুভবসংযুক্তমিদং বক্ষ্যামি কথয়িষ্যাম্যশেষতঃ কার্ৎস্নেন। তজ্জ্ঞানং বিবক্ষিতং স্তৌতি শ্রোতুরভিমুখীকরণায়, যৎ জ্ঞাত্বা যৎ জ্ঞানং জ্ঞাত্বা নেহ ভূয়ঃ পুনঃ জ্ঞাতব্যং পুরুষার্থসাধনমবশিষ্যতে নাবশেষো ভবতীতি তত্ত্বজ্ঞো যঃ স সর্ব্বজ্ঞো ভবতীত্যর্থঃ। ২।

আনন্দগিরি।—জ্ঞাস্যসীত্যুক্ত্যা পরোক্ষজ্ঞানশঙ্কায়াং তন্নিবৃত্ত্যর্থং তদুক্তিপ্রকারমেব বিবৃণোতি তচ্চেতি। ইদমপরোক্ষং জ্ঞানং চৈতন্যম্। তস্য সবিজ্ঞানস্য প্রতিলম্ভে কিং স্যাৎ ? ইত্যাশঙ্ক্যাহ যজ্জ্ঞাত্বেতি। ইদমা চৈতন্যস্য পরোক্ষত্বং ব্যাবর্ত্ত্যতে, তদেব সবিজ্ঞানমিতি বিশেষণেন স্ফুটয়তি, অশেষতঃ অনবশেষেণ। তদ্বেদনফলোপন্যাসেন শ্রোতারং তৎশ্রবণপ্রবণং করোতি তজ্জ্ঞানমিতি। একবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানশ্রুতিমাশ্রিত্যোত্তরার্দ্ধতাৎপর্য্যমাহ যজ্জ্ঞাত্বেতি ॥ ২ ॥

রামানুজ।—জ্ঞানমিতি। অহন্তেতে মদ্বিষয়মিদং জ্ঞানং বিজ্ঞানেন সহাশেষতো বক্ষ্যামি, বিজ্ঞানং বিবিক্তাকারবিষয়ং জ্ঞানং যথাহং মদ্ব্যতিরিক্তাৎ সমস্তচিদচিদ্বস্তুজাতান্নিখিলহেয়প্রত্যনীকতয়াঽনবধিকাতিশয়াসঙ্খ্যেয়কল্যাণগুণগণানন্তমহাবিভূতিতয়া চ বিবিক্তঃ, তেন বিবিক্তবিষয়জ্ঞানেন সহ মৎস্বরূপবিষয়জ্ঞানং বক্ষ্যামি, কিং বহুনা যজ্জ্ঞানং জ্ঞাত্বা ময়ি পুনরন্যজ্জ্ঞাতব্যং নাবশিষ্যতে ॥ ২ ॥

হনুমান্।—[অথ] তচ্চ মদ্বিষয়ং জ্ঞানং তে তুভ্যমহং সবিষয়ং জ্ঞানং বিজ্ঞান সহিতং স্বানুভবযুক্তমিদং বক্ষ্যাম্যশেষতঃ। তজ্জ্ঞানং বিবক্ষিতং স্তৌতি জ্ঞানমিতি। শ্রোতুরভিমুখীকরণায় যজ্জ্ঞাত্বা যজ্জ্ঞানং জ্ঞাত্বা নেহ ভূয়ঃ পুনর্জ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে, তত্ত্বজ্ঞো যঃ স সর্ব্বজ্ঞো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

শ্রীধর।—বক্ষ্যমাণং স্তৌতি জ্ঞানমিতি। জ্ঞানং শাস্ত্রীয়ং বিজ্ঞানমনুভবস্তৎসহিতমিদং মদ্বিষয়মশেষতঃ সাকল্যেন বক্ষ্যামি, যজ্জ্ঞাত্বা ইহ শ্রেয়োমার্গে বর্ত্তমানস্য পুনরন্যজ্জ্ঞাতব্যমবশিষ্টং ন ভবতি তেনৈব কৃতার্থো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

বলদেব।—বক্ষ্যমাণং জ্ঞানং স্তৌতি জ্ঞানমিতি। ইদং চিদচিচ্ছক্তিমৎস্বরূপবিষয়কং জ্ঞানম্, তচ্চ সবিজ্ঞানং বক্ষ্যামি, তচ্ছক্তিদ্বয়বিবিক্তস্বরূপবিষয়কং জ্ঞানং বিজ্ঞানং তেন সহিতং তে তুভ্যং প্রপন্নায়াশেষতঃ সামগ্র্যেণোপদেক্ষ্যামীত্যর্থঃ। যৎস্বরূপং সর্ব্বকারণম্, যচ্চ ধ্যেয়ং তদুভয়বিষয়কং জ্ঞানমত্র বক্তুং প্রতিজ্ঞাতম্, যজ্জ্ঞানং জ্ঞাত্বেহ শ্রেয়োবর্ত্মনি নিবিষ্টস্য জিজ্ঞাসোস্তবান্যজ্জ্ঞাতব্যং নাবশিষ্যতে, সর্ব্বস্য তদন্তর্ভাবাৎ ॥ ২ ॥

মধুসূদন।—জ্ঞাস্যসীত্যুক্তে পরোক্ষমেব তজ্জ্ঞানং স্যাদিতি শঙ্কাং ব্যাবর্ত্তয়ন্ স্তৌতি শ্রোতুরাভিমুখ্যায় জ্ঞানমিতি। ইদং মদ্বিষয়ং স্বতোঽপরোক্ষং জ্ঞানং অসম্ভাবনাদিপ্রতিবন্ধেন ফলমজনয়ৎ পরোক্ষমিত্যুপচর্য্যতে, অসম্ভাবনাদিনিরাসে তু বিচারপরিপাকান্তে তেনৈব প্রমাণেন জনিতং জ্ঞানং প্রতিবন্ধাভাবাৎ ফলং জনয়দপরোক্ষমিত্যুচ্যতে, বিচারপরিপাকনিষ্পন্নত্বাচ্চ তদেব বিজ্ঞানম্, তেন বিজ্ঞানেন সহিতমিদমপরোক্ষমেব জ্ঞানং শাস্ত্রজন্যং তে তুভ্যমহং পরমাপ্তঃ বক্ষ্যাম্যশেষতঃ সাধনফলাদিসহিতত্বেন নিরবশেষং কথয়িষ্যামি। শ্রৌতীমেকবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানপ্রতিজ্ঞামনুসরন্নাহ, যজ্জ্ঞানং নিত্যচৈতন্যরূপং জ্ঞাত্বা বেদান্তজন্যমনোবৃত্তিবিষয়ীকৃত্য, ইহ ব্যবহারভূমৌ ভূয়ঃ পুনরপি অন্যং

কিঞ্চিদপি জ্ঞাতব্যং নাবশিষ্যতে, সর্ব্বাধিষ্ঠানসন্মাত্রজ্ঞানেন কল্পিতানাং সর্ব্বেষাং বাধে সন্মাত্রপরিশেষাৎ তন্মাত্রজ্ঞানেনৈব ত্বং কৃতার্থো ভবিষ্যসীত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ২ ॥

নীলকণ্ঠ।—এতদেবাহ জ্ঞানমিতি। "জ্ঞানং শুদ্ধপ্রজ্ঞানঘনং ব্রহ্ম," "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম", "বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম" ইতি শ্রুতেঃ, তে তুভ্যমহং বক্ষ্যামি। অশেষতঃ সাধনকলাপসহিতম্। কিং বচনমাত্রজেন পরোক্ষজ্ঞানেন শব্দস্য স্ববিষয়ে পরোক্ষজ্ঞানজনকত্ব-নিয়মাদিত্যাশঙ্ক্যাহ। সবিজ্ঞানং অনুভবসহিতম্, "দশমস্ত্বমসি" ইত্যাদৌ শব্দাদপ্যপরোক্ষজ্ঞানোৎপত্তিদর্শনাৎ, "কস্মিন্ নু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতম্" ইতি। একবিজ্ঞানাৎ সর্ব্ববিজ্ঞানপ্রতিজ্ঞাং শ্রৌতীমেব বর্ণয়তি যৎ জ্ঞাত্বেতি। জগৎকারণাধিষ্ঠানস্য জ্ঞানরূপস্য ব্রহ্মণো জ্ঞানে সংশয়োচ্ছেদাৎ সর্ব্বস্যাত্মমাত্রত্বেন জ্ঞাতব্যানবশেষো যুক্ত ইত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ।—তত্র মদ্ভক্তেরাসক্তিভূমিকাতঃ পূর্ব্বমপি মে জ্ঞানমৈশ্বর্য্যময়ং ভবেৎ। তদুত্তরং বিজ্ঞানং মাধুর্য্যানুভবময়ং ভবেৎ। তদুভয়মপি ত্বং শৃণ্বিত্যাহ জ্ঞানমিতি। অন্যজ্জ্ঞাতব্যং নাবশিষ্যত ইতি মন্নির্ব্বিশেষব্রহ্মজ্ঞানবিজ্ঞানে অপ্যেতদন্তর্ভূতে এবেত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

তাৎপর্য্য।—শ্রীভগবান্ স্বকীয় ভক্ত সখাকে ভগবত্তত্ত্ব সম্পূর্ণরূপে বুঝাইয়া তাঁহার হৃদয়ের নিভৃত প্রদেশস্থ সন্দেহ-কণিকাও বিদূরিত করিবেন সঙ্কল্প করিয়াছেন। সেই ভগবত্তত্ত্ব কিরূপ প্রণালীতে পরিব্যক্ত করিবেন এবং তাঁহার ফল কি হইবে, তাহাই এক্ষণে বিবৃত করিতেছেন।

এই শ্লোকে শ্রীভগবান্ জ্ঞান ও বিজ্ঞান এই দুইটি শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। শাস্ত্রসমূহের আলোচনা ও গুরূপদেশের অনুসরণ ক্রমে যে ধারণা জন্মে তাহাই জ্ঞান। বিচারের পরিপাক দশায় অপরোক্ষভাবে স্বতঃ হৃদয়ে যে অনুভূতি আবির্ভূত হয় তাহাই বিজ্ঞান।

শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, "হে অর্জ্জুন! মদ্বিষয়ক তত্ত্বকথা তোমার নিকট আমি অংশক্রমে বা অঙ্গহীনরূপে বিবৃত করিব না। এতৎসম্বন্ধীয় শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশজনিত এবং স্বানুভব লব্ধ তত্ত্ব উভয়ই তোমার নিকট নিঃশেষরূপে পরিব্যক্ত হইবে। তাহার সাধন প্রণালী ও পরিণাম ফল কিছুই তোমার নিকট প্রচ্ছন্ন থাকিবে না। এই নিত্য চৈতন্য স্বরূপ পরম জ্ঞানের অধিকারী হইলে, এই বিশ্ব-সংসারে তোমার আর কোনই জ্ঞাতব্য থাকিবে না এবং কখনই আর কোন জ্ঞান লাভের প্রয়োজনও উপস্থিত হইবে না। এই একমাত্র জ্ঞান দ্বারা তুমি ধন্য ও চরিতার্থ হইয়া যাইবে। সকল জ্ঞানের যিনি উৎস, সকল তত্ত্ব যাঁহাতেই পর্য্যবসিত, যিনি স্বয়ং জ্ঞানময়

সেই পরমেশ্বরতত্ত্ব নিঃসন্দিগ্ধরূপে হৃদ্গত করিতে পারিলে, গোষ্পদতুল্য অন্য ক্ষুদ্র জ্ঞানে আর কি প্রয়োজন থাকিতে পারে ?

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য মহোদয়ের অভিপ্রায়। বিবিক্তাকার বিষয়ক জ্ঞানকে বিজ্ঞান বলে। ঈশ্বর জগতের চিং অচিৎ যাবতীয় বস্তুতেই বিরাজমান হইলেও, স্বকীয় অনন্তত্ব, মহত্ব ও বিভূতিমত্ত্বাদি হেতু তৎসমস্ত হইতে বিবিক্ত অর্থাৎ পৃথক্। পরমেশ্বরবিষয়ক এইরূপ জ্ঞানই বিজ্ঞান। ভগবানের স্বরূপ উপলব্ধিই জ্ঞান। আমি তোমার নিকট উল্লিখিতরূপ বিজ্ঞান সহকৃত স্বরূপ জ্ঞানের বিষয় বিবৃত করিব। তদধিক কোনই জ্ঞাতব্য থাকিতে পারে না।

শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর অভিপ্রায়। মদ্বিষয়িণী আসক্তি জন্মিবার পূর্ব্বে ভক্তের হৃদয়ে মদ্বিষয়ক ঐশ্বর্য্যময় জ্ঞান জন্মে, তদনন্তর আমার মাধুর্য্যময় ভাব উপলব্ধিরূপ বিজ্ঞানের উদ্ভব হয়। এতদুভয়ই তুমি শ্রবণ কর। সংসারের সকল জ্ঞানই এই অনির্ব্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্তর্ভূর্ত; সুতরাং এই পরম তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইলে, আর কোনই জ্ঞাতব্য থাকিতে পারে না ॥ ২ ॥

* * *

মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্‌যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ ॥ ৩॥

অন্বয়।—মনুষ্যাণাং সহস্রেষু [মধ্যে] কশ্চিৎ সিদ্ধয়ে (আত্মজ্ঞানায়) যততি (যত্নং করোতি) যততাম্ (প্রযত্নং কুর্ব্বতাম্) অপি সিদ্ধানাম্ (প্রাগর্জ্জিতসুকৃতিবশাল্লব্ধজ্ঞানানাম্ মধ্যে) কশ্চিৎ মাম্ (পরমাত্মানম্) তত্ত্বতঃ (যথাবৎ) বেত্তি (জানাতি) ॥ ৩ ॥

প্রতিশব্দ।—মানবদিগের সহস্রের [মধ্যে] কেহ জ্ঞানার্থ যত্ন করে যত্নপরায়ণ সিদ্ধগণেরও মধ্যে কেহ আমাকে স্বরূপতঃ জানে ॥ ৩ ॥

ব্যাখ্যা।—অসঙ্খ্য মানবের মধ্যে কদাচিৎ কোন ব্যক্তি আত্মজ্ঞান লাভার্থ যত্নশীল হইয়া থাকেন; তাদৃশ সাধন-পথানুবর্ত্তী মানবের মধ্যে কদাচিৎ কেহ আমাকে স্বরূপতঃ পরিজ্ঞাত হইয়া থাকেন ॥ ৩ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—অতো বিশিষ্টফলত্বাৎ দুর্লভতরং জ্ঞানং কথম্? ইত্যুচ্যতে মনুষ্যাণামিতি। মনুষ্যাণাং মধ্যে সহস্রেষ্বনেকেষু কশ্চিদ্‌যততি সিদ্ধয়ে সিদ্ধ্যর্থং যততি প্রযত্নং করোতি। তেষাং যততামপি সিদ্ধানাং সিদ্ধা এব হি তে, যে মোক্ষায় মোক্ষমার্গে যতন্তে, তেষাং কশ্চিদেব মাং বেত্তি তত্ত্বতো যথাবৎ। ৩॥

আনন্দগিরি।—ভগবত্তত্ত্বজ্ঞানস্য বিশিষ্টফলত্বমুক্ত্বা ফলিতমাহ অত ইতি। জ্ঞানস্য দুর্লভত্বং প্রশ্নপূর্ব্বকং প্রকটয়তি কথমিত্যাদিনা। সহস্রশব্দস্য বহুবাচকত্বমুপেত্য ব্যাকরোতি অনেকেষ্বিতি। সিদ্ধয়ে সত্ত্বশুদ্ধিদ্বারা জ্ঞানোৎপত্ত্যর্থমিত্যর্থঃ। সিদ্ধ্যর্থং যতমানানাং কথং সিদ্ধত্বম্? ইত্যাশঙ্ক্যাহ সিদ্ধা এবেতি। সর্ব্বেষামেব তেষাং জ্ঞানোদয়াৎ তস্য সুলভত্বম্ ইত্যাশঙ্ক্যাহ তেষামিতি ॥ ৩॥

রামানুজ।—বক্ষ্যমাণস্য জ্ঞানস্য দুষ্প্রাপতামাহ মনুষ্যাণামিতি। মনুষ্যাঃ শাস্ত্রাধিকারযোগ্যাস্তেষাং সহস্রেষু কশ্চিদেব সিদ্ধিপর্য্যন্তং যততে, সিদ্ধিপর্য্যন্তং যতমানানাং সহস্রেষু কশ্চিদেব মাং বিদিত্বা মত্তঃ সিদ্ধয়ে যততে। মদ্বিদাং সহস্রেষু কশ্চিদেব তত্ত্বতো যথাবস্থিতং মাং বেত্তি,ন যঃ কশ্চিদিত্যভিপ্রায়ঃ। "স মহাত্মা সুদুর্ল্লভঃ," "মান্তু বেদ ন কশ্চন"ইতি বক্ষ্যতে ॥৩॥

হনুমান্।—ততো বিশিষ্টফলত্বাৎ দুর্ল্লভং জ্ঞানং কথম্? ইত্যত্রোচ্যতে মনুষ্যাণামিতি। মনুষ্যাণাং মধ্যে সহস্রেষু লোকেষু কশ্চিদ্যততি, সিদ্ধয়ে সিদ্ধ্যর্থম্, তেষাং যততামপি সিদ্ধানাং সিদ্ধা বা এব হি তে, যে মোক্ষায় যতন্তে, তেষাং কশ্চিদেবং ভবেদিতি। তত্ত্বতঃ যথাবৎ ॥ ৩॥

শ্রীধর।—মদ্ভক্তিং বিনা তু মজ্‌জ্ঞানং দুর্লভমিত্যাহ মনুষ্যাণামিতি। অসঙ্খ্যাতানাং জীবানাং মধ্যে মনুষ্যব্যতিরিক্তানাং শ্রেয়সি প্রবৃত্তিরেব নাস্তি, মনুষ্যাণান্তু সহস্রেষু মধ্যে কশ্চিদেব পুণ্যবশাৎ সিদ্ধয়ে আত্মজ্ঞানায় প্রযততে, প্রযত্নং কুর্ব্বতামপি সহস্রেষু প্রাক্তনপুণ্যবশাদাত্মানং বেত্তি, তাদৃশানাঞ্চাত্মজ্ঞানাং সহস্রেষু কশ্চিদেব মাং পরমাত্মানং মৎপ্রসাদেন তত্ত্বতো বেত্তি, তদেবমতিদুর্লভমপ্যাত্মতত্ত্বং তুভ্যমহং বক্ষ্যামীতর্থঃ ॥ ৩॥

বলদেব।—স্বজ্ঞানস্য দৌর্লভ্যমাহ মনুষ্যাণামিতি। উচ্চাবচদেহাত্মসঙ্খ্যাতা জীবাস্তেষু কতিচিদেব মনুষ্যাস্তেষাং শাস্ত্রাধিকারযোগ্যানাং সহস্রেষু মধ্যে কশ্চিদেব সৎপ্রসঙ্গবশাৎ সিদ্ধয়ে স্বপরাত্মাবলোকনায় যততে ন তু সর্ব্বঃ। তাদৃশানাং যততাং যতমানানাং সিদ্ধানাং লব্ধস্বপরাত্মাবলোকনানাং সহস্রেষু মধ্যে কশ্চিদেবৈকো মাং কৃষ্ণং তত্ত্বতো বেত্তি। অয়মর্থঃ। শাস্ত্রীয়ার্থানুষ্ঠায়িনো বহবো মনুষ্যাঃ পরমাণুচৈতন্যং স্বাত্মানং প্রাদেশমাত্রং মৎস্বাংশং পরমাত্মানঞ্চানুভূয় বিমুচ্যন্তে। মাং তু যশোদাস্তনন্ধয়ং কৃষ্ণমধুনা ত্বৎসারথিং কশ্চিদেব তাদৃশসৎপ্রসঙ্গাবাপ্তমদ্ভক্তিস্তত্ত্বতো যাথাত্ম্যেন বেত্তি অবিচিন্ত্যানন্তশক্তিকত্বেন নিখিলকারণত্বেন সার্ব্বজ্ঞ্যসার্ব্বৈশ্বর্য্যস্বভক্তবাৎসল্যাদ্যসঙ্খ্যেয়কল্যাণগুণরত্নাকরত্বেন পূর্ণব্রহ্মত্বেন চানুভবতীত্যর্থঃ। বক্ষ্যতি চ "স মহাত্মা সুদুর্লভো মান্তু বেদ ন কশ্চন" ইতি ॥ ৩ ॥

মধুসূদন।—মনুষ্যাণামিতি। অতিদুর্ল্লভং চৈতন্মদনুগ্রহমন্তরেণ মহাফলং জ্ঞানম্, যতঃ মনুষ্যাণাং শাস্ত্রীয়জ্ঞানকর্ম্মযোগ্যানাং সহস্রেষু মধ্যে কশ্চিদেকোঽনেকজন্মকৃতসুকৃতসমাসাদিতনিত্যানিত্যবস্তুবিবেকঃ সন্ যততি যততে, সিদ্ধয়ে সত্ত্বশুদ্ধিদ্বারা জ্ঞানোৎপত্তয়ে। যততাং যতমানানাং জ্ঞানায় সিদ্ধানাং প্রাগর্জ্জিতসুকৃতানাং সাধকানামপি মধ্যে কশ্চিদেকঃ শ্রবণমননিদিধ্যাসনপরিপাকান্তে মামীশ্বরং বেত্তি সাক্ষাৎকরোতি, তত্ত্বতঃ প্রত্যগভেদেন "তত্ত্বমসি" ইত্যাদিগুরূপদিষ্টমহাবাক্যেভ্যঃ। অনেকেষু মনুষ্যেষু আত্মজ্ঞানসাধনানুষ্ঠায়ী পরমদুর্ল্লভঃ, সাধনানুষ্ঠায়িষ্বপি মধ্যে ফলভাগী পরমদুর্ল্লভ ইতি কিং বক্তব্যমস্য জ্ঞানস্য মাহাত্ম্যমিত্যভিপ্রায়ঃ॥ ৩॥

নীলকণ্ঠ।—এতদেব জ্ঞানং দৌর্ল্লভ্যপ্রদর্শনেন স্তৌতি মনুষ্যাণামিতি। যততাং যতমানানাম্॥ ৩॥

বিশ্বনাথ।—এতচ্চ সবিজ্ঞানং মজ্‌জ্ঞানং পূর্ব্বমধ্যায়ষট্‌কে প্রোক্তলক্ষণৈর্জ্ঞানিভির্যোগিভিরপি দুর্ল্লভমিতি বদন্ প্রথমং বিজ্ঞানমাহ মনুষ্যাণামিতি। অসঙ্খ্যাতানাং জীবানাং মধ্যে কশ্চিদেব মনুষ্যো ভবতি। মনুষ্যাণাং সহস্রেষু মধ্যে কশ্চিদেব শ্রেয়সি যততে। তাদৃশানামপি মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদেব মাং শ্যামসুন্দরাকারং তত্ত্বতো বেত্তি সাক্ষাদনুভবতীতি নির্ব্বিশেষব্রহ্মানুভবানন্দাৎ সহস্রগুণাধিকঃ সবিশেষব্রহ্মানুভবানন্দঃ স্যাদিতি ভাবঃ॥ ৩॥

তাৎপর্য্য।—আমার প্রতি অত্যাসক্তি ব্যতীত এই পরম জ্ঞান লাভ করা কখনই সম্ভব নহে। জগৎ অসংখ্য জীবের নিবাস ভূমি; সেই জীব সমূহের মধ্যে কেবল মনুষ্যেরাই শাস্ত্রসঙ্গত জ্ঞান-কর্ম্মানুষ্ঠানের উপযোগী; অন্যান্য জীব জ্ঞানার্জ্জনে অসমর্থ। সেই মানব জাতির মধ্যেও প্রায় সকলেই সংসারিক সুখে প্রলিপ্ত থাকিয়া অকিঞ্চিৎকর আমোদে কালপাত করে; কদাচিৎ কোন ভাগ্যবান্ ব্যক্তি অনেক জন্মার্জ্জিত পুণ্য-প্রভাবে নিত্যানিত্য-বস্তু-বিবেক-সম্পন্ন হইয়া, আত্মজ্ঞান লাভার্থ প্রযত্ন-পরায়ণ হইয়া থাকেন। তাদৃশ সত্ত্বশুদ্ধি-সম্পন্ন সিদ্ধি-পথ-প্রবাহী সাধকদিগের মধ্যে কদাচিৎ কোন ব্যক্তি, শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন পরিপাকান্তে, আমাকে যথাবৎ পরিজ্ঞাত হইয়া থাকেন। ফলতঃ এই সংসারে আত্মজ্ঞান সাধনানুষ্ঠান নিরত ব্যক্তি নিতান্ত দুর্লভ; আবার সাধনানুষ্ঠান নিরতগণের মধ্যে ফলভাগী পরম দুর্লভ। সুতরাং এই জ্ঞানের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না। এই অতি দুর্লভ আত্মতত্ত্ব আমি তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি। বৈষ্ণবটীকাকৃদ্গণ "তত্ত্বতো বেত্তি" এই অংশের "সাক্ষাদনুভব করিয়া থাকেন," এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। যে ব্রহ্মানুভব নির্ব্বিশেষ অর্থাৎ যাহাতে জীবাত্মা

ও পরমাত্মা অভিন্ন রূপে উপলব্ধ হয়, তাদৃশ ব্রহ্মানুভব জনিত আনন্দের অপেক্ষা সবিশেষ অর্থাৎ সাধ্য-সাধকের স্বাতন্ত্র্য বোধ জনিত ব্রহ্মানন্দ সহস্র গুণে শ্রেষ্ঠ, ইহাই ভাবার্থ। অদ্বৈতবাদের ভাব পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। পাঠকগণ উভয়ই পর্য্যালোচনা করিবেন ॥ ৩ ॥

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥ ৪ ॥

অন্বয়।—ভূমিঃ (পৃথিবী) আপঃ (জলম্) অনলঃ (অগ্নিঃ) বায়ুঃ (পবনঃ) খম্ (আকাশম্) মনঃ (তৎকারণং অহঙ্কারো গৃহ্যতে) বুদ্ধিঃ (তৎকারণং মহত্তত্ত্বং গৃহ্যতে) এব চ অহঙ্কারঃ (তৎকারণং অবিদ্যা গৃহ্যতে) ইতি ইয়ং মে (মম) প্রকৃতিঃ (ঐশ্বরী মায়া) অষ্টধা (অষ্টবিধা) ॥ ৪ ॥

প্রতিশব্দ।—ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার এই আমার প্রকৃতি আট প্রকার ॥ ৪ ॥

ব্যাখ্যা।—আমার প্রকৃতি ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার এই আট ভাগে বিভক্ত ॥ ৪ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—অতঃ শ্রোতারং প্ররোচনেনাভিমুখীকৃত্যাহ ভূমিরিতি। ভূমিরিতি পৃথিবীতন্মাত্রমুচ্যতে, ন স্থূলা, "ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা" ইতি বচনাৎ, তথাবাদয়োঽপি তন্মাত্রাণ্যেবোচ্যন্তে আপোঽনলো বায়ুঃ খং মনঃ। মন ইতি মনসঃ কারণমহঙ্কারো গৃহ্যতে, বুদ্ধিরিত্যহঙ্কারকারণং মহত্তত্ত্বম্, অহঙ্কার ইত্যবিদ্যাসংযুক্তমব্যক্তম্, যথা বিষসংযুক্তমন্নং বিষমুচ্যতে, এবমহঙ্কারবাসনাবদব্যক্তং মূলকারণমহঙ্কার ইত্যুচ্যতে প্রবর্ত্তকত্বাদহঙ্কারস্য, অহঙ্কার এব হি সর্ব্বস্য প্রবৃত্তিবীজং দৃষ্টং লোকে, ইতীয়ং যথোক্তা প্রকৃতির্মে মমৈশ্বরী মায়া শক্তিরষ্টধা ভিন্না ভেদমাগতা ॥ ৪ ॥

আনন্দগিরি।—জ্ঞানার্থং প্রযত্নস্য তদ্দ্বারা জ্ঞানলাভস্য তদ্ভয়দ্বারেণ মুক্তেশ্চ দুর্লভত্বাভিধানস্য শ্রোতৃপ্ররোচনং ফলমিতি মত্বাহ শ্রোতারমিতি। আত্মনঃ সর্ব্বাত্মকত্বেন পরিপূর্ণত্বমবতারয়ন্নাদাবপরাং প্রকৃতিমুপন্যস্যতি আহেতি। ভূমিশব্দস্য ব্যবহারযোগ্যস্থূলপৃথিবীবিষয়ত্বং ব্যাবর্ত্তয়তি ভূমিরিতীতি। তত্র হেতুমাহ ভিন্নেতি। প্রকৃতিসমভিব্যাহারাৎ গন্ধতন্মাত্রস্থূলপৃথিবী প্রকৃতিরুত্তরবিকারো ভূমিরিত্যুচ্যতে ন বিশেষ ইত্যর্থঃ। ভূমিশব্দবদবাদি-

শব্দানামপি সূক্ষ্মভূতবিষয়ত্বমাহ তথেতি। তেষামপি প্রকৃতিসমানাধিকৃতত্বাবিশেষাৎ তন্মাত্রাণাং পূর্ব্বপূর্ব্বপ্রকৃতীনামুত্তরোত্তরবিকারাণাং ন বিশেষত্বসিদ্ধিরিত্যর্থঃ। মনঃশব্দস্য সংকল্পবিকল্পাত্মককরণবিষয়ত্বমাশঙ্ক্যাহ মন ইতীতি। ন খল্বহঙ্কারাভাবে সঙ্কল্পবিকল্পয়োরসম্ভবাৎ তদাত্মকং মনঃ সম্ভবতীত্যর্থঃ। নিশ্চয়লক্ষণা বুদ্ধিরিত্যুপগমাদ্বুদ্ধিশব্দস্য নিশ্চয়াত্মককরণবিষয়ত্বমাশঙ্ক্যাহ বুদ্ধিরিতীতি। ন হি হিরণ্যগর্ভসমষ্টিবুদ্ধিরূপমন্তরেণ ব্যষ্টিবুদ্ধিঃ সিধ্যতীত্যর্থঃ। অহঙ্কারস্যাভিমানবিশেষাত্মকত্বেনান্তঃকরণপ্রভেদত্বং ব্যাবর্ত্তয়তি অহঙ্কার ইতি। অবিদ্যাসংযুক্তমিত্যবিদ্যাত্মকমিত্যর্থঃ। কথং মূলকারণস্যাহঙ্কারশব্দত্বম্? তাশঙ্ক্যোক্তমর্থং দৃষ্টান্তেন স্পষ্টয়তি যথেত্যাদিনা। মূলকারণস্যাহঙ্কারশব্দত্বে হেতুমাহ প্রবর্ত্তকত্বাদিতি। তস্য প্রবর্ত্তকত্বং প্রপঞ্চয়তি অহঙ্কার এবেতি। সত্যেবাহঙ্কারে মমকারো ভবতি। তয়োশ্চ ভাবে সর্ব্বা প্রবৃত্তিরিতি প্রসিদ্ধমিত্যর্থঃ। উক্তাং প্রকৃতিমুপসংহরতি ইতীয়মিতি। ইয়মিত্যপরোক্ষা সাক্ষিদৃশ্যেতি যাবৎ, ঐশ্বরী তদাশ্রয়া তদৈশ্বর্য্যোপাধিভূতা। প্রক্রিয়তে মহদাদ্যাকারেণেতি প্রকৃতিস্ত্রিগুণং জগদুপাদানং প্রধানমিতি মতং ব্যুদস্যতি মায়েতি। তস্যাস্তৎকার্য্যাকারেণ পরিমাণযোগ্যত্বং দ্যোতয়তি শক্তিরিতি। অষ্টধেতি অষ্টভিঃ প্রকারৈরিতি যাবৎ ॥ ৪ ॥

রামানুজ।—অস্য বিচিত্রানন্তভোগ্যভোগোপকরণভোগস্থানরূপেণাবস্থিতস্য জগতঃ প্রকৃতিরিয়ং গন্ধাদিগুণকপৃথিব্যপ্তেজোবায্বাকাশাদিরূপেণ মনঃপ্রভৃতীন্দ্রিয়রূপেণ চ মহদহঙ্কাররূপেণ চাষ্টধা ভিন্না মদীয়েতি বিদ্ধি ॥ ৪ ॥

হনুমান্।—শ্রোতারং প্ররোচনেনাভীমুখীকৃত্যাহ ভূমিরিতি। ভূমির্গন্ধতন্মাত্রম্, আপো রসতন্মাত্রম্, অনলো রূপতন্মাত্রম্, বায়ুঃ স্পর্শতন্মাত্রম্. খং শব্দতন্মাত্রম্, মন ইতি মনসঃ কারণমহঙ্কারঃ, বুদ্ধির্মহান্ বুদ্ধিরিত্যহঙ্কারো ব্যক্তমহঙ্কার ইত্যবিদ্যাসংযুক্তমিত্যব্যক্তম্। ননু প্রসিদ্ধং ভূম্যাদিশব্দেন মহাভূতানাং গ্রহণং যুক্তম্, মনঃশব্দেনাপি ইন্দ্রিয়স্য বুদ্ধ্যহঙ্কারশব্দাভ্যামধ্যবসায়বৃত্তেরভিমানবৃত্তেশ্চ গ্রহণম্? নৈবোপপদ্যতে, প্রকৃতিরিতি চ বক্ষ্যমাণত্বাদিতীয়মস্যেশ্বরস্য শক্তিভূতাবিদ্যাত্মিকা ভিন্না বিভক্তা প্রকৃতিঃ কারণমষ্টপ্রকারঃ ॥ ৪ ॥

শ্রীধর।—এবং শ্রোতারমভিমুখীকৃত্যেদানীং প্রকৃতিদ্বারা সৃষ্ট্যাদিকর্ত্তৃত্বেনেশ্বরতত্ত্বং প্রতিজ্ঞাতং নিরূপয়িষ্যন্ পরাপরভেদেন প্রকৃতিদ্বয়মাহ ভূমিরিতি দ্বাভ্যাম্। ভূম্যাদীনি পঞ্চ ভূতসূক্ষ্মাণি, মনঃশব্দেন তৎকারণভূতোঽহঙ্কারঃ, বুদ্ধিশব্দেন তৎকারণং মহত্তত্ত্বম্, অহঙ্কারশব্দেন তৎকারণমবিদ্যা ইত্যেবমষ্টধা ভিন্না। যদ্বা ভূম্যাদিশব্দৈঃ পঞ্চমহাভূতানি, সূক্ষ্মৈঃ সহৈকীকৃত্য গৃহ্যন্তে, অহঙ্কারশব্দেনৈবাহঙ্কারস্তেনৈব তৎকার্য্যাণীন্দ্রিয়াণ্যপি গৃহ্যন্তে। বুদ্ধিরিতি মহত্তত্ত্বম্. মনঃশব্দেন তু মনসৈবোন্নেয়মব্যক্তস্বরূপম্ প্রধানমিত্যনেন প্রকারেণ মে প্রকৃতির্মায়াখ্যা শক্তিরষ্টধা ভিন্না বিভাগং প্রাপ্তা, চতুর্ব্বিংশতিভেদভিন্নাপ্যষ্টস্বেবান্তর্ভাববিবক্ষয়াষ্টধা ভিন্নেত্যুক্তম্। তথা চ ক্ষেত্রাধ্যায়ে ইমামেব প্রকৃতিং চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বাত্মনা প্রপঞ্চয়িষ্যতি, "মহাভূতান্যহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেবচ। ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ ॥" ইতি ॥ ৪ ॥

বলদেব ।—এবং শ্রোতারং পার্থমভিমুখীকৃত্য স্বস্য কারণস্বরূপং চিদচিচ্ছক্তিমদ্বক্তুং তে শক্তী প্রাহ ভূমিরিতি দ্বাভ্যাম্,। চতুর্ব্বিংশতিধা প্রকৃতির্ভূম্যাদ্যাত্মনাষ্টধা ভিন্না মে মদীয়া বোধ্যা তন্মাত্রাদীনাং ভূম্যাদিষন্তর্ভাবাদিহাপি চতুর্ব্বিংশতিধৈবাবসেয়া। তত্র ভূম্যাদিষু পঞ্চসু ভুতেষু তৎকারণানাং গন্ধানাং পঞ্চানাং তন্মাত্রাণামন্তর্ভাবঃ। অহঙ্কারে তৎকার্য্যাণামেকাদশানামিন্দ্রিয়াণাম্। বুদ্ধিশব্দো মহত্তত্ত্বমাহ। মনঃশব্দস্তু মনোগম্যমব্যক্তরূপং প্রধানমিতি। শ্রুতিশ্চৈবমাহ, "চতুর্ব্বিংশতিসংখ্যানমব্যক্তং ব্যক্তমুচ্যতে" ইতি। স্বয়ঞ্চ ক্ষেত্রাধ্যায়ে, বক্ষ্যতি, "মহাভূতান্যহঙ্কারঃ" ইত্যাদিনা ॥ ৪ ॥

মধুসূদন ।—এবং প্ররোচনেন শ্রোতারমভিমুখীকৃত্যাত্মনঃ সর্ব্বাত্মকত্বেন পরিপূর্ণত্বমবতারয়ন্নাদাবপরাং প্রকৃতিমুপন্যস্যতি ভূমিরিতি। সাঙ্খ্যৈর্হি পঞ্চতন্মাত্রাণ্যহঙ্কারো মহানব্যক্তমিত্যষ্টৌ প্রকৃতয়ঃ, পঞ্চমহাভূতানি, পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়াণি, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়াণি উভয়সাধারণং মনশ্চেতি ষোড়শবিকারা উচ্যন্তে, এতান্যেব চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বানি, তত্র ভূমিরাপোনলো বায়ুঃ খমিতি পৃথিব্যপ্তেজোবায়্বাকাশাখ্যপঞ্চমহাভূতসূক্ষ্মাবস্থারূপাণি গন্ধরসরূপস্পর্শশব্দাত্মিকানি পঞ্চতন্মাত্রাণি লক্ষ্যন্তে। বুদ্ধ্যহঙ্কারশব্দৌ তু স্বার্থাবেব, মনঃশব্দেন চ পরিশিষ্টমব্যক্তং লক্ষ্যতে, প্রকৃতিশব্দসামানাধিকরণ্যেন স্বার্থহানেরাবশ্যকত্বান্মনঃশব্দেন বা স্বকারণমহঙ্কারো লক্ষ্যতে। পঞ্চতন্মাত্রসন্নিকর্ষাৎ বুদ্ধিশব্দস্ত্বহঙ্কারকারণে মহতত্ত্বে মুখ্যবৃত্তিরেবাহঙ্কারশব্দেন চ সর্ব্ববাসনাবাসিতমবিদ্যাত্মকমব্যক্তং লক্ষ্যতে, প্রবর্ত্তকত্বাদ্যসাধারণধর্ম্মযোগাচ্চ। ইত্যুক্তপ্রকারেণ ইয়মপরোক্ষা সাক্ষিভাস্যত্বাৎ প্রকৃতির্মায়াখ্যা পরমেশ্বরী শক্তিরনির্ব্বচনীয়স্বভাবাৎ ত্রিগুণাত্মিকা অষ্টধা ভিন্না অষ্টভিঃ প্রকারৈর্ভেদমাগতা, সর্ব্বোঽপি জড়বর্গোঽত্রৈবান্তর্ভবতীত্যর্থঃ। স্বসিদ্ধান্তে চ ঈক্ষণসঙ্কল্পাত্মকৌ মায়াপরিণামাবেব বুদ্ধ্যহঙ্কারৌ পঞ্চতন্মাত্রাণি চ পঞ্চীকৃতপঞ্চমহাভূতানীত্যসকৃদবোচাম ॥ ৪ ॥

নীলকণ্ঠ ।—এবমেকবিজ্ঞানাৎ সর্ব্ববিজ্ঞানং প্রতিজ্ঞায় তদুপপত্তয়ে সর্ব্বস্য জড়াজড়প্রপঞ্চস্য জ্ঞানাত্মকব্রহ্মপ্রভবত্বমাহ ত্রিভিঃ ভূমিরিতি। অত্র ভূম্যাদিপদৈস্তত্তৎকারণান্যেব গৃহ্যন্তে, প্রকৃতিরিত্যধিকারাৎ স্থূলভূম্যাদেশ্চ বিকৃতিমাত্রত্বাৎ। তথা চ ভূমিরিতি গন্ধতন্মাত্রম্, আপ ইতি রসতন্মাত্রম্, অনল ইতি রূপতন্মাত্রম্, বায়ুরিতি স্পর্শতন্মাত্রম্, খমিতি শব্দতন্মাত্রম্, মন ইতি তৎকারণমহঙ্কারঃ, বুদ্ধিরিতি সমষ্টিবুদ্ধির্মহত্তত্ত্বম্, (অহঙ্করোমীত্যনয়েত্যহঙ্কারো মূলপ্রকৃতিঃ। করণে ঘঞো দুর্লভত্বেঽপ্যগত্যা বাহুলকাৎ তদ্বোধ্যম্), ইয়ং মে মত্তঃ অভিন্না অপৃথক্সিদ্ধা, শুক্তিশকলাদিব রজতং অষ্টধা অষ্টপ্রকারা প্রকৃতিঃ জড়প্রপঞ্চোপাদানভূতা। যদ্বা নাত্রাব্যক্তমহদহঙ্কারপঞ্চতন্মাত্রাণ্যেবাষ্টৌ সাঙ্খ্যাভিমতা এব প্রকৃতয়ো গ্রাহ্যা ইতি নিয়মোঽস্তি। "মনসা হ্যেব পশ্যতি মনসা শৃণোতি" ইতি মনস ইন্দ্রিয়ান্তরপ্রকৃতিত্বশ্রবণেন সন্তু নবাপি প্রকৃতয়ঃ। তথাচৈবং যোজ্যম্, ইয়ং মে মদভিন্না প্রকৃতিরব্যাকৃতাখ্যা ভূম্যাদিভেদেনাষ্টধেতি। মূলপ্রকৃতেরত্র ভূম্যাদিভিঃ সহ পাঠাজ্জন্যত্বমবগম্যতে ন সাঙ্খ্যানামিবাজন্যত্বম্,

"তস্মাদব্যক্তমুৎপন্নং ত্রিগুণং দ্বিজসত্তম" ইতি, "অব্যক্তং পুরুষে ব্রহ্মন্ নিষ্কলে সম্প্রলীয়তে" ইতি চ, তস্যা অপি প্রভবপ্রলয়য়োঃ স্মরণাৎ ॥ ৪ ॥

তাৎপর্য্য।—এইরূপে শিষ্যের হৃদয়ে ভগবজ্জ্ঞানাকাঙ্ক্ষা উদ্দীপ্ত করিয়া, এক্ষণে দুই শ্লোকে সৃষ্ট্যাদি ব্যাপারে ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্ব নির্দ্দেশ করিবার অভিপ্রায়ে, পরা এবং অপরাভেদে প্রকৃতির বিবরণ ব্যক্ত করিতেছেন। সাঙ্খ্যদর্শন শাস্ত্রানুসারে পঞ্চ সূক্ষ্মভূত বা পঞ্চ তন্মাত্র হইতে পঞ্চ মহাভূত সঞ্জাত হয়। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ এই পাঁচটি পঞ্চ তন্মাত্র নামে পরিচিত। যে তন্মাত্র হইতে যে মহাভূত সঞ্জাত হয়, সেই তন্মাত্র সেই মহাভূতের গুণ। অকাশ ভিন্ন বায়ু প্রভৃতি মহাভূত সমূহ পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাভূতের গুণও প্রাপ্ত হয়। যথা; শব্দ তন্মাত্র হইতে আকাশ মহাভূত সমুৎপন্ন হয়; আকাশের গুণ শব্দ। স্পর্শ তন্মাত্র হইতে বায়ু মহাভূত জন্মে; বায়ুর গুণ শব্দ ও স্পর্শ। রূপ তন্মাত্র হইতে তেজ মহাভূত জন্মে; তেজের গুণ শব্দ, স্পর্শ ও রূপ। রস তন্মাত্র হইতে জল মহাভূত জন্মে; জলের গুণ শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস। গন্ধ তন্মাত্র হইতে পৃথিবী মহাভূত জন্মে; পৃথিবীর গুণ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ। এইরূপ তন্মাত্র সম্মিলনে যে পঞ্চ মহাভূত জন্মে, তাহারই সংযোগ বিয়োগে বিশ্ব উৎপন্ন হয়। অতএব এ স্থলে "ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খম্" এই পঞ্চ মহাভূতের উল্লেখে তৎকারণ স্বরূপ পঞ্চ তন্মাত্রই লক্ষিত হইয়াছে। আর মন শব্দে তাহার কারণ স্বরূপ অহঙ্কার, বুদ্ধি শব্দে তাহার কারণ স্বরূপ মহত্তত্ত্ব এবং অহঙ্কার শব্দে তাহার কারণ স্বরূপ অবিদ্যা লক্ষিত হইয়াছে। এই রূপে ঈশ্বরের অপরা প্রকৃতি অষ্ট ভাগে বিভক্ত। সাঙ্খ্যমতে পঞ্চ তন্মাত্র, অহঙ্কার, মহৎ এবং অব্যক্ত এই আট প্রকৃতি কথিত হইয়াছে। যদি এস্থলে ভূম্যাদি পদে পঞ্চ সূক্ষ্ম ভূত সহকৃত পঞ্চমহাভূতই লক্ষিত বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে অহঙ্কার শব্দে অহঙ্কার ও তৎকার্য্যভূত ইন্দ্রিয়সমূহও গ্রহণ করা আবশ্যক এবং বুদ্ধি শব্দে মহৎতত্ত্ব ও মন শব্দে অব্যক্ত স্বরূপ প্রধান প্রকৃতি গ্রহণ করা আবশ্যক। এই গীতা শাস্ত্রের ত্রয়োদশাধ্যায়ে শ্রীভগবান্ প্রকৃতিকে চতুর্ব্বিংশতি ভাগে উল্লেখ করিয়াছেন। বস্তুতঃ সে চতুর্ব্বিংশতি ভাগ এই অষ্ট

ভাগেরই অন্তর্ভূত ; এজন্য এস্থলে আট প্রকারেরই উল্লেখ করিলেন। (১৪, ৩৭, এবং ২০১ পৃষ্ঠায় মায়া অবিদ্যা, প্রকৃতি প্রভৃতি শব্দের টিপ্পনী দ্রষ্টব্য এবং ২৫৯ পৃষ্ঠায় সাঙ্খ্যদর্শন বিষয়ক টিপ্পনী আলোচ্য)* ॥ ৪ ॥

---

* প্রকৃত্যাদি তত্ত্ব সম্বন্ধে সাংখ্যশাস্ত্রে যেরূপ উল্লেখ আছে তাহা এস্থলে বিস্তারিত রূপে উদ্ধৃত হইতেছে। বোধ হয় ইহা পাঠ করিলে এই রহস্য সকলের হৃদ্গত হইতে পারিবে। সাংখ্য শাস্ত্রে পঁচিশটি পদার্থ বা তত্ত্বের উল্লেখ পরিদৃষ্ট হয়। যথা ; "মূলপ্রকৃতিরবিকৃতির্মহদাদ্যাঃ প্রকৃতিবিকৃতয়ঃ সপ্ত। ষোড়শকস্তু বিকারো ন প্রকৃতির্ন বিকৃতিঃ পুরুষঃ ।" (সাঙ্খ্য কারিকা, ৩) অর্থাৎ মূল প্রকৃতি, মহদাদি সাত প্রকার প্রকৃতি বিকৃতি, ষোল প্রকার বিকৃতি এবং প্রকৃতি ও বিকৃতির অতীত পুরুষ এক প্রকার। একুনে এই পঞ্চবিংশতি প্রকার পদার্থ সাংখ্যশাস্ত্রে পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। এতন্মধ্যে প্রকৃতিকেই মূল অর্থাৎ আদি কারণ স্বরূপে উল্লেখ করা হইয়া থাকে। সর্ব্বদর্শন সংগ্রহের সাংখ্য প্রসঙ্গে কথিত আছে যে, "প্রকরোতীতি প্রকৃতিঃ" অর্থাৎ তিনি করেন বলিয়া তাঁহার নাম প্রকৃতি। সাংখ্যশাস্ত্রে লিখিত আছে যে, "মূলে মূলাভাবাদমূলং মূলম্।" (সাংখ্য প্রবচন ১৷৬৭) মূল প্রকৃতির মূল না থাকায়, তাহা অমূল মূল। অর্থাৎ কারণের কারণ অনুসন্ধান করিতে করিতে যে স্থলে তাহা পর্য্যবসিত হয়, সেই আদি কারণের নাম প্রকৃতি। বিজ্ঞান ভিক্ষু লিখিয়াছেন, "প্রকৃতিরিহ মূলকারণস্য সংজ্ঞামাত্রম্।" এই মূল প্রকৃতি সূক্ষ্ম অর্থাৎ চক্ষুরাদির অগোচর। কার্য্যসমূহ পর্য্যালোচনা করিলেই তাহা উপলব্ধ হয়। প্রকৃতির মহদাদি কার্য্যসমূহ প্রকৃতির স্বরূপ ও বিরূপ। যথা "সৌক্ষ্ম্যাত্তদনুপলব্ধির্নাভাবাৎ কার্য্যতস্তদুপলব্ধেঃ। মহদাদি তচ্চ কার্য্যং প্রকৃতিস্বরূপং বিরূপঞ্চ ॥" (সাংখ্য কারিকা। ৮) প্রকৃতি সম্বন্ধে উল্লিখিত গ্রন্থে আরও লিখিত হইয়াছে যে, "ত্রিগুণমবিবেকিবিষয়ং সামান্যমচেতনং প্রসবধর্ম্মি। ব্যক্তং তথা প্রধানং তদ্বিপরীতস্তথা চ পুমান্॥" (সাংখ্য কারিকা, ১১) অর্থাৎ প্রধান বা মূল প্রকৃতি ত্রিগুণ অর্থাৎ সত্ত্ব-রজস্তমোগুণান্বিতা, অবিবেকী, বিষয়, সামান্য, অচেতন, প্রসবধর্ম্মি অর্থাৎ সরূপ বিরূপ সমুৎপাদক। কিন্তু পুরুষ অর্থাৎ আত্মা তদ্বিপরীত। সাংখ্য প্রবচনে কথিত আছে যে, "সত্ত্ব-রজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ।" অর্থাৎ সত্ত্বরজ ও তমোগুণের সাম্যাবস্থাকে প্রকৃতি বলে। উল্লিখিত লক্ষণাক্রান্তা প্রকৃতি হইতে মহদাদি তত্ত্বের আবির্ভাব হয়। তাহাই এক্ষণে কথিত হইতেছে। "প্রকৃতের্মহাংস্ততোঽহঙ্কারস্তস্মাদ্গণশ্চ ষোড়শকঃ। তস্মাদপি ষোড়শকাৎ পঞ্চভ্যঃ পঞ্চভূতানি।" (সাংখ্য কারিকা। ২২) প্রকৃতি হইতে মহৎ, তাহা হইতে অহঙ্কার, তাহা হইতে ষোড়শগণ, সেই ষোড়শের পাঁচটি হইতে পঞ্চভূত উৎপন্ন হইয়াছে। মহত্তত্ত্বরূপ প্রকৃতির প্রথম বিকাশ বুদ্ধিতত্ত্ব নামেও অভিহিত হইয়া থাকে। ইহার সাত্ত্বিকভাবে ধর্ম্ম জ্ঞান বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য এবং তামসভাবে তাহার বিপরীত ধর্ম্ম সমূহ প্রকাশিত হয়। উল্লিখিত রূপ বুদ্ধিতত্ত্ব বা মহতত্ত্ব সমুদিত হইলেই অহংজ্ঞানরূপ অভিমানের আবির্ভাব হয়। তাহারই নাম অহঙ্কারতত্ত্ব। এই অহংতত্ত্ব হইতে একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চতন্মাত্রের উদ্ভব হয়। এই একাদশ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ও ত্বক এই পাঁচটি বুদ্ধীন্দ্রিয় এবং বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয়। মন উভয়াত্মক ; অর্থাৎ জ্ঞানেন্দ্রিয় কর্ম্মেন্দ্রিয় উভয়ত্র বিরাজমান। ইহা সঙ্কল্পাত্মক। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ, এই পাঁচটিকে তন্মাত্র বলে। তন্মাত্র নিরতিশয় সূক্ষ্ম। এই পঞ্চ তন্মাত্র হইতে ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম আবির্ভূত হইয়াছে। তন্মাত্রের স্থূলাবস্থার নাম মহাভূত। সাংখ্যশাস্ত্রানুসারে উল্লিখিত ক্রমে জগতের জড় পদার্থ সমূহ সৃষ্ট হইয়াছে এবং সৃষ্ট জড় সমূহ

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥ ৫ ॥

অন্বয়।—ইয়ং অপরা (নিকৃষ্টা) ইতঃ পরাং (শ্রেষ্ঠাম্) অন্যাং জীবভূতাং (জীবস্বরূপাম্) মে (মম) প্রকৃতিং বিদ্ধি (জানীহি)

ক্রমশঃ পারম্পর্য্যক্রমে উল্লিখিত আদি কারণ স্বরূপ অমূল মূল প্রকৃতিতে সংলগ্ন রহিয়াছে। সাংখ্য প্রবচনের একটি সূত্রে এই সৃষ্টিতত্ত্ব সুন্দররূপে পরিব্যক্ত হইয়াছে। তদ্‌যথা; "সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ, প্রকৃতের্ম্মহান্, মহতেঽহঙ্কারোঽহঙ্কারাৎ পঞ্চতন্মাত্রাণ্যুভয়মিন্দ্রিয়ম্, তন্মাত্রেভ্যঃ স্থূলভূতানি" ইত্যাদি। (সাংখ্য প্রবচন। ৬১ সূত্র) পাঠকগণের বোধ সৌকর্য্যার্থ আমরা নিম্নে এই পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব তালিকাকারে প্রদর্শন করিতেছি।

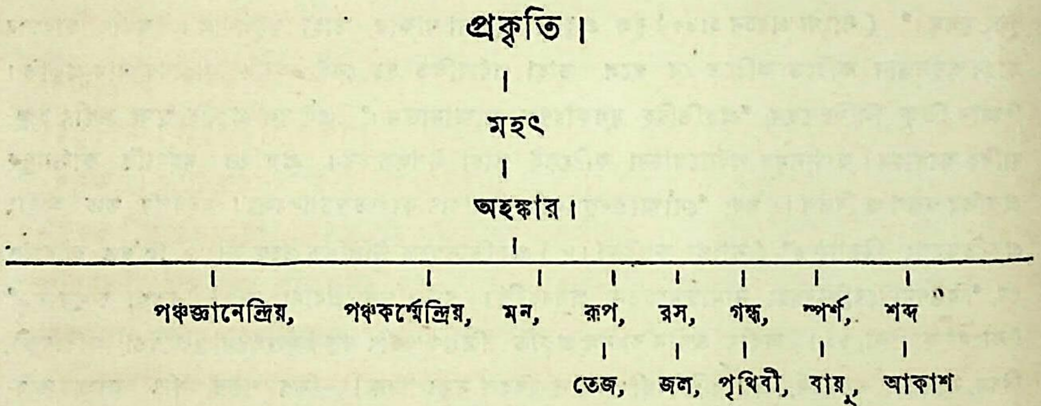

গীতাশাস্ত্রে এই জড়রূপা বন্ধনাত্মিকা প্রকৃতিকে শ্রীভগবান্ অপরানামে অভিহিত করিয়াছেন। পরবর্ত্তী শ্লোকে পরা প্রকৃতির প্রসঙ্গ পরিকীর্ত্তিত হইবে।

ভগবান্ মনু সৃষ্টি সম্বন্ধে নিম্নলিখিত রূপ বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। উল্লিখিত সাংখ্যতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করার সুবিধা হইবে বিবেচনায় আমরা মানব ধর্ম্ম শাস্ত্র হইতে তাহা উদ্ধৃত করিলাম। "উদ্বর্হাত্মনশ্চৈব মনঃ সদসদাত্মকম্। মনসশ্চাপ্যহঙ্কারমভিমন্তারমীশ্বরম্ ॥ মহান্তমেব চাত্মানং সর্ব্বাণি ত্রিগুণানি চ। বিষয়াণাং গ্রহীতৃণি শনৈঃ পঞ্চেন্দ্রিয়াণি চ॥ তেষাস্ত্ববয়বান্ সূক্ষ্মান্ ষণ্ণামপ্যমিতৌজসাম্। সন্নিবেশ্যাত্মমাত্রাসু সর্ব্বভূতানি নির্ম্মমে॥ যন্মূর্ত্ত্যবয়বাঃ সূক্ষ্মাস্তস্যেমান্যাশ্রয়ন্তি ষট্। তস্মাচ্ছরীরমিত্যাহুস্তস্য মূর্ত্তিং মনীষিণঃ॥ তদা বিশন্তি ভূতানি মহান্তি সহ কর্ম্মভিঃ। মনশ্চাবয়বৈঃ সূক্ষ্মৈঃ সর্ব্বভূতকৃদব্যয়ম্॥ তেষামিদন্ত সপ্তানাং পুরুষাণাং মহৌজসাম্। সূক্ষ্মাভ্যো মূর্ত্তিমাত্রাভ্যঃ সংভবত্যব্যয়াদ্ব্যয়ম্॥ আদ্যাদ্যস্য গুণন্ত্বেষামবাপ্নোতি পরঃ পরঃ। যো যো যাবতিথশ্চৈষাং স স তাবদ্‌গুণঃ স্মৃতঃ॥" (মনুসংহিতা ১ অধ্যায় ১৪—২০।) ব্রহ্মা পরমাত্মা হইতে সৎ এবং অসৎ স্বভাব মনের সৃষ্টি করিলেন এবং সেই মন সৃষ্টির পূর্ব্বে অহঙ্কার তত্ত্বের সৃষ্টি করিলেন। অহঙ্কারতত্ত্ব সৃষ্টির পূর্ব্বে আত্মস্বরূপ মহত্তত্ত্ব সৃষ্টি করিলেন। সত্ত্ব রজ ও তমোগুণযুক্ত পদার্থ সমূহ এবং শব্দ স্পর্শ রূপ রস ও গন্ধ এই বিষয় সমূহের গ্রাহক কর্ণ, ত্বক্, চক্ষু; রসনা ও নাসিকা এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের এবং বাক্ পাণি পাদ পায়ু ও উপস্থ

মহাবাহো (অর্জ্জুন) যয়া (পরয়া প্রকৃত্যা) ইদং জগৎ (অচেতনজাতম্) ধার্য্যতে ॥ ৫ ॥

প্রতিশব্দ।—এই নিকৃষ্টা ইহা হইতে প্রকৃষ্টা অন্যা চেতনাত্মিকা আমার প্রকৃতি জানিবে অর্জ্জুন যাহার দ্বারা এই জগৎ ধৃত হইতেছে ॥৫॥

ব্যাখ্যা।—পূর্ব্বে যে প্রকৃতির বিবরণ নির্দ্দেশ করিলাম তাহা নিকৃষ্ট, তদতিরিক্ত জীবস্বরূপা আমার অন্যরূপ শ্রেষ্ঠা প্রকৃতি আছে; হে অর্জ্জুন! সেই প্রকৃতিই এই জগৎকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে ॥৫॥

শঙ্করাচার্য্য।—অপরেতি। অপরা ন পরা নিকৃষ্টা শুদ্ধানর্থকরী সংসারবন্ধনাত্মিকেয়মিতোঽন্যাম্, যথোক্তায়াস্তু অন্যাং বিশুদ্ধাং প্রকৃতিং মমাত্মভূতাং বিদ্ধি মে পরাং প্রকৃষ্টাং জীবভূতাং ক্ষেত্রজ্ঞলক্ষণাং প্রাণধারণনিমিত্তভূতাম্, হে মহাবাহো! যয়া প্রকৃত্যা ইদং ধার্য্যতে জগদন্তঃপ্রবিষ্টয়া ॥ ৫ ॥

আনন্দগিরি।—অচেতনবর্গমেকীকর্ত্তুং প্রকৃতেরষ্টধাপরিণামমভিধায় বিকারাবচ্ছিন্নং কার্য্যকল্পং চেতনবর্গমেকীকর্ত্তুং পুরুষস্য চৈতন্যস্য বিদ্যাশক্ত্যবচ্ছিন্নস্যাপি প্রকৃতিত্বং কথয়িতুমুক্তাং প্রকৃতিমনূদ্য দর্শয়তি অপরেতি। নিকৃষ্টত্বং স্পষ্টয়তি অনর্থকরীতি। অনর্থকরত্বমেব স্ফোরয়তি সংসারেতি। কথঞ্চিদপ্যনন্যত্বব্যাবৃত্ত্যর্থস্তুশব্দঃ অন্যামত্যন্তবিলক্ষণামিতি যাবৎ। অন্যত্বমেব স্পষ্টয়তি বিশুদ্ধামিতি। প্রকৃতিশব্দস্যাত্র প্রযুক্তস্যার্থান্তরমাহ মমেতি। প্রকৃষ্টত্বমেব ভোক্তৃত্বেন স্পষ্টয়তি জীবভূতামিতি। প্রকৃত্যন্তরাদস্যাঃ প্রকৃতেরবান্তরবিশেষমাহ যয়েতি। ন হি জীবরহিতং জগদ্ধারয়িতুং শক্যমিত্যাশয়েনাহ অন্তরিতি ॥৫॥

রামানুজ।—অপরেয়মিতি। ইয়ং মমাপরা প্রকৃতিঃ। ইতস্ত্বন্যামিতোঽচেতনায়াঃ চেতনভোগ্যভূতায়াঃ প্রকৃতের্ব্বিসজাতীয়াকারাং জীবভূতাং পরাং তস্যা ভোক্তৃত্বেন প্রধানভূতাং চেতনরূপাং মদীয়াং প্রকৃতিং বিদ্ধি যয়েদমচেতনং কৃৎস্নং জগদ্ধার্য্যতে। ৫ ॥

শ্রীধর।—অপরামিমাং প্রকৃতিমুপসংহরন্ পরাং প্রকৃতিমাহ অপরেয়মিতি। অষ্টধা যা প্রকৃতিরুক্তা ইয়মপরা নিকৃষ্টা জড়ত্বাৎ পরার্থত্বাচ্চ, ইতঃ সকাশাৎ পরাং প্রকৃষ্টামন্যাং

এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সৃষ্টি করিলেন। অনন্ত কার্য্য সম্পাদনে সমর্থ অতি সূক্ষ্ম অহঙ্কার ও তন্মাত্রের যোগদ্বারা মনুষ্য, তির্য্যক্, স্থাবরাদি সর্ব্বভূত নির্ম্মাণ করিলেন। অহঙ্কারের বিকার ইন্দ্রিয় সমূহ এবং তন্মাত্রের বিকার পঞ্চ মহাভূত। পঞ্চ তন্মাত্র ও অহঙ্কার এই ছয় হইতে সমুৎপন্ন হয় বলিয়া, মনস্বিগণ ব্রহ্মের মূর্ত্তিকে শরীর শব্দে অভিহিত করিয়া থাকেন। শব্দ তন্মাত্র হইতে আকাশ উৎপন্ন, আকাশের কর্ম্ম স্থানদান। স্পর্শ তন্মাত্র হইতে বায়ু উৎপন্ন, বায়ুর কর্ম্ম বিন্যাস। রূপ তন্মাত্র হইতে তেজ উৎপন্ন, তেজের কর্ম্ম পাক। রস তন্মাত্র হইতে জল উৎপন্ন, জলের কর্ম্ম পিণ্ডীকরণ। গন্ধ তন্মাত্র হইতে পৃথিবী উৎপন্ন, পৃথিবীর কর্ম্ম ধারণ। অহঙ্কার হইতে মন সমুৎপন্ন। ইত্যাদি।

জীবভূতাং জীবস্বরূপাং মে প্রকৃতিং জানীহি। পরত্বে হেতুঃ, যয়া চেতনয়া ক্ষেত্রজ্ঞস্বরূপয়া স্বকর্ম্মদ্বারেণেদং জগদ্ধার্য্যতে ॥ ৫ ॥

বলদেব।—অপরেয়মিতি। এষা প্রকৃতিরপরা নিকৃষ্টা জড়ত্বাদ্ভোগ্যত্বাচ্চ, ইতো জড়ায়াঃ প্রকৃতেরন্যাং পরাং চেতনত্বাদ্ভোক্তৃত্বাচ্চোৎকৃষ্টাং জীবভূতাং মে মদীয়াং প্রকৃতিং বিদ্ধি। হে মহাবাহো পার্থ! পরত্বে হেতুর্যয়েতি। যয়া চেতনয়া ইদং জগৎ স্বকর্ম্মদ্বারা ধার্য্যতে শয্যাসনাদিবৎ স্বভোগায় গৃহ্যতে। শ্রুতিশ্চ "হরেরেবেয়ং শক্তিঃ দ্বয়ী" ইত্যাহ। প্রধানক্ষেত্রজ্ঞপতির্গুণেশ ইতি ॥ ৫ ॥

মধুসূদন।—এবং ক্ষেত্রলক্ষণায়াঃ প্রকৃতেরপরত্বং বদন্ ক্ষেত্রজ্ঞলক্ষণাং পরাং প্রকৃতিমাহ অপরেয়মিতি। যা প্রাগষ্টধা উক্তা প্রকৃতিঃ সর্ব্বাচেতনবর্গরূপা সেয়মপরা নিকৃষ্টা জড়ত্বাৎ পরার্থত্বাৎ সংসারবন্ধনরূপত্বাচ্চ, ইতস্তুচেতনবর্গরূপায়াঃ ক্ষেত্রলক্ষণায়াঃ প্রকৃতেরন্যাং বিলক্ষণাং তু-শব্দাদযথাকথঞ্চিদপ্যভেদাযোগ্যাং জীবভূতাং চেতনাত্মিকাং ক্ষেত্রজ্ঞলক্ষণাং মে মমাত্মভূতাং বিশুদ্ধাং পরাং প্রকৃষ্টাং প্রকৃতিং বিদ্ধি। হে মহাবাহো! যয়া ক্ষেত্রজ্ঞলক্ষণয়া জীবভূতয়া অন্তরনুপ্রবিষ্টয়া প্রকৃত্যা ইদং জগৎ অচেতনজাতং ধার্য্যতে স্বতো বিশীর্য্য উত্তভ্যতে, "অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি" ইতি শ্রুতেঃ। ন হি জীবরহিতং ধারয়িতুং শক্যমিত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৫ ॥

নীলকণ্ঠ।—এবং ক্ষেত্রাত্মিকাং প্রকৃতিমুক্ত্বা ক্ষেত্রজ্ঞাত্মিকাং তামাহ অপরেয়মিতি। ইয়ং প্রাগুক্তা সা অপরা অশ্রেষ্ঠা জড়ত্বাৎ, ইতস্তু বিলক্ষণামন্যাং পরাং চেতনত্বেন মদনন্যত্বাৎ উৎকৃষ্টাং মে মৎসম্বন্ধিনীং প্রকৃতিং জীবভূতাং প্রাণধারণনিমিত্তভূতাং ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যাং বিদ্ধি জানীহি, হে মহাবাহো! যয়া প্রকৃত্যা অন্তঃপ্রবিষ্টয়া ইদং জগৎ স্থাবরজঙ্গমশরীরাত্মকং ধার্য্যতে ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ।—অথ ভক্তিমতে জ্ঞানং নাম ভগবদৈশ্বর্য্যজ্ঞানমেব, ন তু দেহাদ্যতিরিক্তাত্মজ্ঞানমেবেতি। অতঃ স্বীয়ৈশ্বর্য্যজ্ঞানং নিরূপয়ন্ পরাপরভেদেন স্বীয়প্রকৃতিদ্বয়মাহ ভূমিরিতি দ্বাভ্যাম্। ভূম্যাদিশব্দৈঃ পঞ্চমহাভূতানি সূক্ষ্মভূতৈর্গন্ধাদিভিঃ সহৈকীকৃত্য সংগৃহ্যন্তে, অহঙ্কারশব্দেন তৎকার্য্যভূতানীন্দ্রিয়াণি তৎকারণভূতমহত্তত্ত্বমপি গৃহ্যতে। বুদ্ধিমনসোঃ পৃথগুক্তিস্তত্ত্বেষু তয়োঃ প্রাধান্যাৎ। ইয়ং প্রকৃতির্বহিরঙ্গাখ্যা শক্তিঃ, অপরা অনুৎকৃষ্টা, জড়ত্বাৎ। ইতোঽন্যাং প্রকৃতিং তটস্থাং শক্তিং জীবভূতাং পরামুৎকৃষ্টাং বিদ্ধি চৈতন্যত্বাৎ। অস্যা উৎকৃষ্টত্বে হেতুঃ, যয়া চেতনয়া ইদং জগৎ চেতনং ধার্য্যতে স্বভোগার্থং গৃহ্যতে ॥ ৪ । ৫ ॥

তাৎপর্য্য।—পূর্ব্ব শ্লোকে অপরা প্রকৃতির লক্ষণ বিবৃত হইয়াছে; এক্ষণে পরা প্রকৃতির বিষয় কথিত হইতেছে। পূর্ব্বোল্লিখিত অষ্ট প্রকার প্রকৃতি অচেতনরূপা; সুতরাং জড়ত্ব ও সংসার বন্ধনের হেতুত্ব নিবন্ধন

তাহা অপরা অর্থাৎ নিকৃষ্টা নামে অভিহিত হইয়া থাকে। পরে (গীতার ১৩শ অধ্যায়ে) শ্রীভগবান্ ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের বিবরণকালে শরীর ও শরীর-তত্ত্বজ্ঞের বিবরণ করিয়াছেন। শ্রীভগবান্ অধুনা দুই শ্লোকে যে অপরা ও পরা প্রকৃতির উল্লেখ করিতেছেন, তন্মধ্যে অপরা প্রকৃতিই ক্ষেত্র-লক্ষণাক্রান্তা; সুতরাং জড়ধর্ম্মান্বিতা। পরা প্রকৃতিই ক্ষেত্রজ্ঞলক্ষণাক্রান্তা; সুতরাং চেতনধর্ম্মাক্রান্তা। হে ভুজবলশালিন্! এই ক্ষেত্রজ্ঞলক্ষণা, বিশুদ্ধা প্রকৃতি অচেতন জগদ্ব্যাপারের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া, সকলকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে। যদি জীবস্বরূপা পরা প্রকৃতি জড়জগতের সর্ব্বত্র অনুপ্রবিষ্ট না হইত, তাহা হইলে এই জড় ব্যাপার থাকিতে পারিত না। এই জন্যই প্রাগুক্ত জড়ধর্ম্মাক্রান্তা সংসারের হেতুভূতা প্রকৃতির নিকৃষ্টতা এবং চেতনধর্ম্মাক্রান্তা ক্ষেত্রজ্ঞস্বরূপা প্রকৃতির শ্রেষ্ঠতা প্রকীর্ত্তিত হইল। শ্রুতি বলিয়াছেন, "অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি॥" অর্থাৎ "জীবাত্মারূপে অনুপ্রবেশ করিয়া নামরূপে প্রকটিত করিব।" এই শ্রৌত বাক্য দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে, পরম পুরুষ জীবাত্মারূপে সর্ব্বত্র প্রবেশ করেন বলিয়াই, ভূতপদার্থ সমূহ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র নাম ও রূপ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। বেদান্তদর্শনের ভাষ্যে শ্রীমচ্ছঙ্কর ভগবান্ লিখিয়াছেন, "ন চ ব্রহ্মণোঽন্যন্নামরূপাভ্যামর্থান্তরং সম্ভবতি সর্ব্বস্য বিকারজাতস্য নামরূপাভ্যামেব ব্যাকৃতত্বাৎ।" (ব্রহ্মসূত্র, ১অ, ৩পা, ৪১সূত্রভাষ্য)। কেবল ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কিছুই নামরূপ ভিন্ন নহে; কেবল ব্রহ্মই নামরূপ ভিন্ন; যাবতীয় বিকারজাত নাম এবং রূপ দ্বারাই ব্যক্ত হয়। জীবরূপা পরা প্রকৃতি অনুপ্রবিষ্ট হয় বলিয়া, বিকাররূপ জড়জাত নামরূপ লাভ করে; সুতরাং চেতনাত্মিকা প্রকৃতিই যে শ্রেষ্ঠা তৎপক্ষে কোনই সন্দেহ নাই *।

---

* সাংখ্যশাস্ত্রে ব্যক্তাব্যক্তজ্ঞ এই তিনটি পদার্থের উল্লেখ আছে। দৃশ্যমান জড় জগৎকে ব্যক্ত বলে। এই জগতের কারণ স্বরূপ মূল প্রকৃতিকে অব্যক্ত বলে। আর জড়াতীত চেতনরূপ পুরুষ বা আত্মাকে জ্ঞ বলে। এই পুরুষ অনাদি চেতন অনন্ত। অন্যান্য তত্ত্ব যেরূপ প্রকৃতি বিকৃতির অধীন পুরুষ বা আত্মা সেরূপ নহে। পুরুষ অপরিণামী চেতনস্বরূপ এবং সুখ দুঃখাদি শূন্য। পুরুষের ধর্ম্ম প্রকৃতির বিপরীত। প্রকৃতি জড় ধর্ম্মাক্রান্তা, পুরুষ চৈতন্য ধর্ম্মাক্রান্ত। এই জড় জগৎ প্রকৃতির কার্য্য। কিন্তু পুরুষ নিষ্ক্রিয়। প্রকৃতি গুণময়ী এই জন্য অবিবেকী। এই জড়াতীত চেতন রূপ আত্মা বা পুরুষ ভোক্তৃভাবে সর্ব্বত্র বিরাজমান। "সংঘাতপরার্থত্বাৎ ত্রিগুণাদিবিপর্য্যয়াদধিষ্ঠানাৎ। পুরুষোঽস্তি ভোক্তৃভাবাৎ কৈবল্যার্থং প্রবৃত্তেশ্চ॥" (সাংখ্যকারিকা। ১৭) এই কারিকা দ্বারা পুরুষের বিদ্যমানতা প্রকটিত হইয়াছে। সংঘাত অর্থাৎ বস্তুমাত্রই পরার্থ। পুষ্প একটি পদার্থ, শোভা ও সুগন্ধ তাহার গুণ। কিন্তু সেই

বৈষ্ণবাচার্য্যগণ এই পরা প্রকৃতিকে তটস্থা শক্তি নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। তটস্থা শক্তির চৈতন্যত্ব হেতু তাহা জীবভূতা ও উৎকৃষ্টা। ঐশ্বরিকশক্তি বহিরঙ্গরূপে জড়জগতের সৃষ্টি করে এবং পঞ্চ তন্মাত্র ও পঞ্চ মহাভূত, অহঙ্কার, ইন্দ্রিয়গ্রাম, মহত্তত্বাদিরূপে পরিব্যক্ত হয়। ঐ শক্তিই অপরা অর্থাৎ নিকৃষ্টা। আর ঐশ্বরিক শক্তি অন্তরঙ্গরূপে স্বকীয় ভোগ সাধনার্থ জড়জগতের সর্ব্বত্র প্রবিষ্ট হয় অর্থাৎ সকলকে ধারণ ও গ্রহণ করে। সেই শক্তিই পরা অর্থাৎ শ্রেষ্ঠা। কারণ শেষোক্ত শক্তি না থাকিলে প্রথমোক্ত শক্তি অনর্থকরূপে পর্য্যবসিত হইয়া থাকে ॥ ৫ ॥

এতদ্‌যোনীনি ভূতানি সর্ব্বাণীত্যুপধারয়।
অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা ॥ ৬ ॥

অন্বয়।—সর্ব্বাণি ভূতানি (স্থাবরজঙ্গমাত্মকানি) এতদ্-যোনীনি (প্রাগুক্তে পরাপরাভেদে দ্বিবিধে যোনী কারণভূতে যেষাং তানি)

শোভা ও সুগন্ধ পুষ্প স্বয়ং উপভোগ করে না, পরে তাহা উপভোগ করে। ত্রিগুণাদি বিপর্য্যয় অর্থাৎ প্রকৃতি যেরূপ ত্রিগুণাত্মিকা পুরুষে তাহার বৈপরীত্য। জড় পদার্থ সমূহে ইত্যাকার বিষয় সমূহ পর্য্যালোচনা করিলে উপলব্ধ হয় যে. চেতন রূপ পুরুষ অবশ্যই.ইহাতে অধিষ্ঠিত আছেন। এই আত্মা বা পুরুষ সকল শরীরে বর্ত্তমান, প্রত্যেক প্রাণি শরীরে তিনি স্বতন্ত্রভাবে অধিষ্ঠিত ; সুতরাং আত্মা এক নহে। পুরুষ নির্লিপ্ত ও নিষ্ক্রিয় হইলেও, সৃষ্টি ব্যাপারে প্রকারান্তরে তাঁহার ক্ষমতা আছে। এই চেতনাত্মক আত্মার সন্নিহিত হইলে অচেতন পদার্থও চেতনবৎ হয়। এই জন্যই জড়া প্রকৃতি চেতনাত্মক পুরুষের সন্নিহিত হইলে সৃষ্টি ব্যাপারে বিনিযুক্ত হয়। "তস্মাৎ তৎসংযোগাদচেতনং চেতনাবদিব লিঙ্গম্। গুণকর্ত্তৃত্বে চ তথা কর্ত্তেব ভবত্যুদাসীনঃ।" (সাংখ্যকারিকা। ২০) এইরূপ স্থলে সাংখ্যশাস্ত্রে একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে। অন্ধ ও পঙ্গু উভয়েই এক স্থান হইতে স্থানান্তরে গমনার্থী। কিন্তু উভয়েই প্রকারান্তরে অপটু। যদি তাহারা পরস্পর পরস্পরের সহায়তা করে, তাহা হইলে সহজেই তাহাদের উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে। পঙ্গুব্যক্তি অন্ধের স্কন্ধারূঢ় হইলে উভয়ের অপটুতা সত্ত্বেও পথ দর্শন সহকারে গমনক্রিয়ার ব্যাঘাত হয় না। অন্ধের চরণ ও পঙ্গুর নয়ন মিলিত হইয়া অনায়াসে উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে। প্রকৃতি জড় হইলেও চেতন পুরুষসহযোগে এই সৃষ্টি ব্যাপার সুনির্ব্বাহিত করে। অতএব সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সৃষ্টি ব্যাপারে পুরুষের কোনরূপ প্রাধান্য না থাকিলেও পরোক্ষভাবে পুরুষ বা আত্মাই সৃষ্টির কারণ স্বরূপে পরিগণিত হইয়া থাকেন। গীতা শাস্ত্রে এইরূপ চেতন সান্নিধ্য হেতু চেতনাত্মিকা প্রকৃতি পরা নামে অবিহিত হইয়াছেন। ফলতঃ কি জড় কি জড় দেহের সৃষ্টি, কি তাহাতে চেতনরূপ আত্মার সংস্থান সকলই সেই পরমাত্মার কার্য্য।

ইতি উপধারয় (জানীহি) অহং (পরব্রহ্ম) কৃৎস্নস্য (সমস্তস্য) জগতঃ (বস্তুজাতস্য) প্রভবঃ (উৎপত্তিকারণম্) তথা প্রলয়ঃ (সংহারকারণম্) ॥ ৬ ॥

প্রতিশব্দ।—সকল ভূত-সমূহ এই কারণ-সম্ভূত ইহা জানিবে আমি সকল জগতের উৎপত্তি-কারণ ও বিনাশ-কারণ ॥ ৬ ॥

ব্যাখ্যা।—যাবতীয় জড়পদার্থ উল্লিখিতরূপ ত্রিবিধ প্রকৃতিজাত, ইহা তুমি স্থির জানিবে ; সুতরাং আমিই এই বিশ্বব্যাপারের উৎপত্তি ও বিনাশের একমাত্র কারণ-স্বরূপ ॥ ৬ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—এতদিতি। এতদ্‌যোনীন্যেতে পরাপরে ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞলক্ষণে প্রকৃতী যোনী যেষাং ভূতানাং তান্যেতদ্ যোনীনি ভূতানি সর্ব্বাণীত্যেবমুপধারয় জানীহি, যস্মান্মম প্রকৃতির্যোনিঃ কারণং সর্ব্বভূতানাম্, অতোঽহং কৃৎস্নস্য সমস্তস্য জগতঃ প্রভবঃ উৎপত্তিঃ প্রলয়ো বিনাশস্তথা প্রকৃতিদ্বয়দ্বারেণাহং সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরো জগতঃ কারণমিত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

আনন্দগিরি।—উক্তপ্রকৃতিদ্বয়ে কার্য্যলিঙ্গকমনুমানং প্রমাণয়তি এতদ্‌যোনীতি। প্রকৃতিদ্বয়স্য জগৎকারণত্বে কথমীশ্বরস্য জগৎ কারণত্বং তদুপগতম্ ? ইত্যাশঙ্ক্যাহ অহমিতি। এতদ্‌যোনীত্যুক্তে সমনন্তরপ্রকৃতজীবভূতপ্রকৃতাবেতচ্ছব্দস্যাব্যবধানাৎ প্রবৃত্তিমাশঙ্ক্য ব্যাকরোতি এতদিতি। সর্ব্বাণি চেতনাচেতনানি জনিমন্তীত্যর্থঃ। সর্ব্বভূতকারণত্বেন প্রকৃতিদ্বয়মঙ্গীকৃতঞ্চেৎ কথমহমিত্যাত্থাক্তম্ ? ইত্যাশঙ্ক্যাহ যস্মাদিতি। মম প্রকৃতী পরমেশ্বরস্যোপাধিতয়া স্থিতে ইত্যর্থঃ। তর্হি প্রকৃতিদ্বয়ং কারণমীশ্বরশ্চেতি জগতোঽনেকবিধকারণাঙ্গীকরণং স্যাৎ ? ইত্যাশঙ্ক্যাহ প্রকৃতীতি। অপরপ্রকৃতিরচেতনত্বাৎ পরপ্রকৃতেশ্চেতনত্বেঽপি কিঞ্চিজ্‌জ্ঞত্বাৎ ঈশ্বরস্যৈব সর্ব্বজ্ঞস্য সর্ব্বকারণত্বং যুক্তমিত্যাহ সর্ব্বজ্ঞেতি। ৬ ॥

রামানুজ।—এতদিতি। এতচ্চেতনাচেতনসমষ্টিরূপমদীয়প্রকৃতিদ্বয়যোনীনি ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তানি উচ্চাবচভাবেনাস্থিতানি চিদচিন্মিশ্রাণি সর্ব্বাণি ভূতানি মদীয়ানীত্যুপধারয়, মদীয়প্রকৃতিদ্বয়যোনীনি হি তানি মদীয়ান্যেব। তথা প্রকৃতিদ্বয়যোনিত্বেন কৃৎস্নস্য জগতস্তয়োর্দ্বয়োরপি মদ্‌যোনিত্বেন মদীয়ত্বেন চ কৃৎস্নস্য জগতোঽহমেব প্রভবঃ অহমেব প্রলয়ঃ অহমেব শেষীত্যুপধারয়। তয়োশ্চিদচিৎসমষ্টিভূতয়োঃ প্রকৃতিপুরুষয়োরপি পরমপুরুষযোনিত্বং শ্রুতিস্মৃতিসিদ্ধম্। "মহানব্যক্তে লীয়তে। অব্যক্তমক্ষরে লীয়তে। অক্ষরং তমসি লীয়তে। তমঃ পরে দেবে একীভবতি, বিষ্ণোঃ স্বরূপাৎ পরতোদিতে দ্বে রূপে প্রধানং পুরুষশ্চ বিপ্র" ইতি। "প্রকৃতির্যা ময়াখ্যাতা ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপিণী। পুরুষশ্চাপ্যুভাবেতৌ লীয়েতে পরমাত্মনি ॥ পরমাত্মা চ সর্ব্বেষামাধারঃ পরমেশ্বরঃ। বিষ্ণুনামা স বেদেষু বেদান্তেষু চ গীয়তে ॥" ইত্যাদিকা হি শ্রুতিস্মৃতয়ঃ ॥ ৬ ॥

হনুমান্।—অপরেতি। অপরা নিকৃষ্টা অশুদ্ধা বন্ধাত্মিকেত্যর্থঃ। যথোক্তায়া ইতশ্চাস্যা অন্যাং মমাত্মভূতাং মমৈবেশ্বরস্য পরাং প্রকৃষ্টাং জীবভূতামাত্মভূতাম্। মহাবাহো! যয়েদং ধার্য্যতে অন্তঃপ্রবিষ্টয়া জগৎ। এষা পরাপরত্বেন বিভক্তা প্রকৃতির্যোনিঃ কারণং যেষাং তানি এতদ্যোনীনি ভূতানি সর্বাণীত্যুপধারয় অবগচ্ছ। অতঃ পরং প্রকৃতিরূপেণাবস্থিতোঽয়ং বিশ্বস্য জগতঃ প্রভবঃ উৎপত্তিস্থানং প্রলয়স্তথা ॥ ৫। ৬ ॥

শ্রীধর।—অনয়োঃ প্রকৃতিত্বং দর্শয়ন্ স্বস্য তদ্দ্বারা সৃষ্ট্যাদিকারণত্বমাহ এতদিতি। এতে ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞস্বরূপে প্রকৃতী যোনী কারণভূতে যেষাং তানি এতদ্যোনীনি স্থাবরজঙ্গমাত্মকানি সর্ব্বাণি ভূতানীতি উপধারয় বুধ্যস্ব. তত্র জড়া প্রকৃতির্দেহরূপেণ পরিণমতে চেতনা তু মদংশভূতা ভোক্তৃত্বেন দেহেষু প্রবিশ্য স্বকর্ম্মণা তানি ধারয়তি, তে চ মদীয়ে প্রকৃতী মত্তঃ সম্ভূতে, অতোঽহমেব কৃৎস্নস্য সপ্রকৃতিকস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রকর্ষেণ ভবত্যস্মাদিতি প্রভবঃ পরমকারণমহমিত্যর্থঃ, তথা প্রলীয়তেঽনেনেতি প্রলয়ঃ সংহর্ত্তাপ্যহমেবেত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

বলদেব।—এতচ্ছক্তিদ্বয়দ্বারৈব সর্ব্বজগৎকারণতাং স্বস্যাহ এতদিতি। সর্ব্বাণি স্থিরচরাণি ভূতান্যেতদ্যোনীতি উপধারয় বিদ্ধি। এতেঽপরপরে ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞশব্দবাচ্যে মচ্ছক্তী যোনী কারণভূতে যেষাং তানীত্যর্থঃ। তে চ প্রকৃতী মদীয়ে মত্ত এব সম্ভূতে। অতঃ কৃৎস্নস্য সপ্রকৃতিকস্য জগতোঽহমেব প্রভব উৎপত্তিহেতুঃ, প্রভবত্যস্মাদিতি ব্যুৎপত্তেঃ। তস্য প্রলয়ঃ সংহর্ত্তাপ্যহমেব, প্রলীয়তেঽনেনেতি ব্যুৎপত্তেঃ ॥ ৬ ॥

মধুসূদন।—উক্তপ্রকৃতিদ্বয়ে কার্য্যলিঙ্গকমনুমানং প্রমাণয়ন্ স্বস্য তদ্দ্বারা জগৎসৃষ্ট্যাদিকারণত্বং দর্শয়তি এতদ্যোনীতি। এতে অপরত্বেন পরত্বেন চ প্রাগুক্তে ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞলক্ষণে প্রকৃতী যোনী যেষাং তান্যেতদ্যোনীনি ভূতানি ভবনধর্ম্মকাণি সর্ব্বাণি চেতনাচেতনাত্মকানি জনিমন্তি নিখিলানীত্যেবমুপধারয় জানীহি, কার্য্যাণাং চিদচিদ্গ্রন্থিরূপত্বাৎ তৎকারণমপি চিদচিদ্গ্রন্থিরূপমনুমন্তব্যমিত্যর্থঃ। এবং ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞলক্ষণে মমোপাধিভূতে যতঃ প্রকৃতিজগতস্ততস্তদ্দ্বারাহং সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বেশ্বরোঽনন্তশক্তির্মায়োপাধিঃ কৃৎস্নস্য চরাচরাত্মকস্য জগতঃ সর্ব্বস্য কার্য্যবর্গস্য প্রভব উৎপত্তিকারণম্, প্রলয়স্তথা বিনাশকারণম্, স্বাপ্নিকস্যেব প্রপঞ্চস্য মায়িকস্য মায়াশ্রয়ত্ববিষয়ত্বাভ্যাং মায়াব্যহমেবোপাদানং দ্রষ্টা চেত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

নীলকণ্ঠ।—এতদিতি। এতে পরাপরে ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞরূপে প্রকৃতী যোনিঃ উৎপত্তিলয়স্থানং যেষাং ভূতানাং তানি এতদ্যোনীনি ভূতানি চতুর্ব্বিধানি ইত্যেতদুপধারয় সম্যগ্ জানীহি। কিং পাতঞ্জলানামিব এতে প্রকৃতী ঈশ্বরাদন্যে ইত্যাশঙ্ক্যাহ অহমিতি। কৃৎস্নস্য স্বস্বপ্রকৃতিসহিতস্য জগতো জড়াজড়রূপস্য, প্রভবঃ প্রভবত্যস্মাদিতি প্রভবঃ উৎপত্তিকারণম্, তথা প্রলীয়তেঽস্মিন্নিতি প্রলয়ঃ লয়স্থানঞ্চ, অতস্তে উভে অপি প্রকৃতী মত্তো নাতিরিচ্যেতে ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ।—এতচ্ছক্তিদ্বয়দ্বারৈব স্বস্য জগৎকারণত্বমাহ এতদিতি। এতে মায়াশক্তি-জীবশক্তী ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞরূপে যোনী কারণভূতে যেষাং তানি স্থাবরজঙ্গমাত্মকানি ভূতানি জানীহি। অতঃ কৃৎস্নস্য সর্ব্বস্যাস্য জগতঃ প্রভবঃ মচ্ছক্তিদ্বয়প্রভূতত্বাৎ অহমেব স্রষ্টা। প্রলয় তচ্ছক্তিমত্তিময্যেব প্রলীনভাবিত্বাদহমেবাস্য সংহর্ত্তা॥ ৬॥

তাৎপর্য্য।—এইরূপে প্রকৃতিদ্বয়ের প্রকার ভেদ প্রদর্শন করিয়া এক্ষণে শ্রীভগবান্ সৃষ্টিব্যাপারে স্বকীয় কারণত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন। এই বিশাল বিশ্বব্যাপারের সর্ব্বত্র যে সকল স্থাবর জঙ্গমাত্মক চেতনাচেতন পদার্থ পুঞ্জ পরিদৃষ্ট হয়, তৎসমস্তই প্রাগুক্ত অপরা ও পরা রূপা ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ লক্ষণাক্রান্তা প্রকৃতি হইতে সঞ্জাত। এই তত্ত্ব ব্যভিচার-বিরহিত সত্য বলিয়া গ্রহণ করিবে। জড়রূপা প্রকৃতি দেহরূপ পরিণাম পরিগ্রহ করেন এবং আমার অংশভূতা চেতনা প্রকৃতি ভোক্ত্রীরূপে শরীর মধ্যস্থ হইয়া সকলকে ধারণ করেন। এতদুভয়ই আমা হইতে সম্ভূত। অতএব আমিই প্রকৃতি সহকৃত এই বিশ্বব্যাপারের পরম কারণ, অর্থাৎ সংসারের সৃষ্টিকর্ত্রী প্রকৃতি ও তৎসৃষ্ট এই জগৎ সকলেরই আমিই মূল; আমা হইতেই তৎসমস্ত সঞ্জাত। কেবল যে আমি বিশ্বের উৎপত্তি কারণ এমন নহে; এই সংসারের আমিই সংহর্ত্তা। যে দ্বিবিধ প্রকৃতির সাহায্যে জড়জগৎ সংঘটিত করিয়া থাকি, কাল সহকারে আবার সেই প্রকৃতিদ্বয়ের দ্বারাই এই বিশ্বের প্রলয় দশা সমুপস্থিত করিয়া সকলই আমি বিনষ্ট করিয়া থাকি। অতএব এই সংসারের উৎপত্তি ও প্রলয় উভয়ই আমার দ্বারা সম্পাদিত হয় এবং আমাতেই পর্য্যবসিত হয়।

সাক্ষাৎসম্বন্ধে পরব্রহ্ম সৃষ্টি ও প্রলয় কার্য্যে নির্লিপ্ত না থাকিলেও, বস্তুতঃ তদুভয় তাঁহারই কার্য্য। কেন না যে মায়াশক্তি ও জীবশক্তির দ্বারা বিশ্বের জড় ও চেতন পদার্থ সংরচিত হয়, বস্তুতঃ তদুভয় সেই পরম পুরুষের শক্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে; সুতরাং সেই পরমেশ্বরকেই উৎপত্তির কারণরূপে গ্রহণ করা সঙ্গত। প্রলয় * কালেও এই জড় চৈতন্যাত্মিকা জগৎ ক্রমশঃ সেই পরমেশ্বরে প্রলীন হইয়া থাকে এবং তাঁহারই বাসনা ও বিধিবশে তাহা সংঘটিত হয়। সুতরাং তাঁহাকেই সংহার কর্ত্তা বলিয়া জ্ঞান করা বিধেয়॥ ৬॥

---

* প্রাকৃতিক প্রলয় সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে যে বৃত্তান্ত আছে, তাহা পাঠ করিলে প্রকৃতি ও মহদাদি

মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব ॥ ৭ ॥

অন্বয়।—ধনঞ্জয় (অর্জ্জুন) মত্তঃ (মৎসকাশাৎ) পরতরম্ (শ্রেষ্ঠম্) কিঞ্চিৎ ন অস্তি (কিঞ্চিদপি ন বিদ্যন্তে) সূত্রে (গুণে) মণিগণাঃ ইব ইদং সর্ব্বং (জগৎ) ময়ি (পরমেশ্বরে) প্রোতম্ (গ্রথিতম্) ॥ ৭ ॥

প্রতিশব্দ।—পার্থ আমা-হইতে প্রশস্ততর কিছু না-আছে সুতায় মণি সমূহের ন্যায় এই সকল আমাতে গ্রথিত ॥ ৭ ॥

ব্যাখ্যা।—হে কিরীটিন্! আমার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই; রত্ন-মালিকার সূত্রে যেমন মণি-মুক্তাদি গ্রথিত থাকে, তদ্রূপ আমাতেই এই বিশ্ব-ব্যাপার সংলগ্ন রহিয়াছে ॥ ৭ ॥

তত্ত্ব সমূহ যেরূপে প্রলীন হয়, তাহা হৃদয়ঙ্গম হইবে। নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইতেছে। "চতুর্যুগসংস্রন্ত ব্রহ্মণো দিনমুচ্যতে। স কল্পো যত্র মনবশ্চতুর্দ্দশ বিংশাং পতে ॥ তদন্তে প্রলয়স্তাবান্ ব্রাহ্মী রাত্রিরুদাহৃতা। ত্রয়ো লোকা ইমে যত্র কল্পন্তে প্রলয়ায় হি ॥ এষ নৈমিত্তিকঃ প্রোক্তঃ প্রলয়ে যত্র বিশ্বসৃক্। শেতেঽনন্তাসনো বিশ্বমাত্মসাৎকৃত্য চাত্মভূঃ ॥ দ্বিপরার্দ্ধে ত্বতিক্রান্তে ব্রহ্মণঃ পরমেষ্ঠিনঃ। তদা প্রকৃতয়ঃ সপ্ত কল্পন্তে প্রলয়ায় বৈ ॥ এষ প্রাকৃতিকো রাজন্ প্রলয়ো যত্র লীয়তে। অণ্ডকোষস্তু সঙ্ঘাতো বিঘাত উপসাদিতে ॥ পর্জ্জন্যঃ শতবর্ষাণি ভূমৌ রাজন্ ন বর্ষতি। তদা নিরন্নে হ্যন্যোন্যং ভক্ষ্যমাণাঃ ক্ষুধার্দ্দিতাঃ। ক্ষয়ং যাস্যন্তি শনকৈঃ কালেনোপদ্রুতাঃ প্রজাঃ ॥ সামুদ্রং দৈহিকং ভৌমং রসং সংবর্ত্তকো রবিঃ। রশ্মিভিঃ পিবতে ঘোরৈঃ সর্ব্বং নৈব বিমুঞ্চতি ॥ ততঃ সংবর্ত্তকো বহ্নিঃ সঙ্কর্ষণমুখোত্থিতঃ। দহত্যনিলবেগোত্থঃ শূন্যান্ ভূবিবরানথ ॥ উপর্য্যধঃ সমন্তাচ্চ শিখাভির্বহ্নিসূর্য্যয়োঃ। দহ্যমানং বিভাত্যণ্ডং দগ্ধগোময়পিণ্ডবৎ ॥ ততঃ প্রচণ্ডঃ পবনো বর্ষাণামধিকং শতম্। পরঃ সংবর্ত্তকো বাতি ধূম্রং খং রজসাবৃতম্ ॥ ততো মেঘকুলান্যঙ্গ চিত্রবর্ণান্যনেকশঃ। শতং বর্ষাণি বর্ষন্তি নদন্তি রভসস্বনৈঃ ॥ তত একোদকং বিশ্বং ব্রহ্মাণ্ডবিবরান্তরম্। তদা ভূমের্গন্ধগুণং গ্রসন্ত্যাপ উদপ্লবে ॥ গ্রস্তগন্ধা তু পৃথিবী প্রলয়ত্বায় কল্পতে। অপাং রসমথো তেজস্তা লীয়ন্তে চ নীরসাঃ। গ্রসতে তেজসো রূপং বায়ুস্তদ্রহিতঃ তদা। লীয়তে চানিলে তেজো বায়োঃ খং গ্রসতে গুণম্ ॥ স বৈ বিশতি খং রাজন্ ততশ্চ নভসো গুণম্। শব্দং গ্রসতি ভূতাদির্নভস্তমনুলীয়তে ॥ তৈজসশ্চেন্দ্রিয়াণ্যঙ্গ দেবান্ বৈকারিকো গুণৈঃ। মহান্ গ্রসত্যহঙ্কারং গুণাঃ সত্ত্বাদয়শ্চ তম্ ॥ গ্রসতে ব্যাকৃতং রাজন্ গুণান্ কালেন চোদিতম্। ন তস্য কালাবয়বৈঃ পরিণামাদয়ো গুণাঃ। অনাদ্যনন্তমব্যক্তং নিত্যং কারণমব্যয়ম্ ॥ ন যত্র বাচো ন মনো ন সত্ত্বং তমো রজো বা মহদাদয়োঽমী। ন প্রাণবুদ্ধীন্দ্রিয়দেবতা বা ন সন্নিবেশঃ খলু লোককল্পঃ ॥ ন স্বপ্নজাগ্রন্ন চ তৎ সুষুপ্তং ন খং জলং ভূরনিলোঽগ্নিরর্কঃ। সংসুপ্তবচ্ছূন্যবদপ্রতর্ক্যং তন্মূলভূতং পদমামনন্তি ॥ লয়ঃ প্রাকৃতিকো হ্যেষ পুরুষাব্যক্তয়োর্যদা। শক্তয়ঃ সংপ্রলীয়ন্তে বিবশাঃ কালবিদ্রুতাঃ ॥" (শ্রীমদ্ভাগবত ১২ স্কন্ধ। ৪ অধ্যায়। ২—২০ শ্লোক) ইহার ভাবার্থ

শঙ্করাচার্য্য।—যস্মাদেতৎ তত মত্ত ইতি। মত্তঃ পরমেশ্বরাৎ পরতরং অন্যৎ কারণান্তরং কিঞ্চিন্নাস্তি ন বিদ্যতে অহমেব জগৎ কারণমিত্যর্থঃ। হে ধনঞ্জয়! যস্মাদেবং তস্মান্ময়ি পরমেশ্বরে সর্ব্বাণি ভূতানি সর্ব্বমিদং জগৎ প্রোতমনুস্যূতমনুগতমনুবিদ্ধং গ্রথিতমিত্যর্থঃ। দীর্ঘতন্তুষু পটবৎ সূত্রে চ মণিগণা ইব॥ ৭॥

আনন্দগিরি।—প্রধানাৎ পরতোঽক্ষরাৎ পুরুষবৎ পরমাত্মনোঽপি পরাদন্যৎ পরং স্যাদিত্যাশঙ্ক্য প্রকৃতিদ্বয়দ্বারা সর্ব্বকারণত্বমীশ্বরস্যোক্তমুপজীব্য পরিহরতি যস্মাদিতি। নান্যদস্তি পরমিত্যত্র হেতুমাহ ময়ীতি। পরতরশব্দার্থমাহ অন্যদিতি। স্বাতন্ত্র্যব্যাবৃত্ত্যর্থমন্তরশব্দঃ নিষেধফলং কথয়তি অহমেবেতি। সর্ব্বজগৎকারণত্বেন সিদ্ধমর্থং দ্বিতীয়ার্দ্ধব্যাখ্যানেন বিশদয়তি যস্মাদিতি। অতো দীর্ঘেষু তির্য্যক্ষু চ পটঘটিতেষু তন্তুষু পটস্যানুগতিরবগম্যতে. তদ্বন্ময্যেবানুগতং জগদিত্যাহ দীর্ঘেতি। যথা চ মণয়ঃ সূত্রেঽনুস্যূতাস্তেনৈব ধ্রিয়ন্তে তদভাবে বিপ্রকীর্য্যন্তে, তথা ময্যেবাত্মভূতে সর্ব্বং ব্যাপ্তম্, ততো নিষ্কৃষ্টং বিনষ্টমেব স্যাদিতি শ্লোকোক্তং দৃষ্টান্তমাহ সূত্রেতি॥ ৭॥

রামানুজ।—মত্ত ইতি। যথা সর্ব্বকারণস্যাপি প্রকৃতিদ্বয়স্য কারণত্বেন সর্ব্বাচেতনবস্তুশেষিণশ্চেতনস্যাপি শেষিত্বেন কারণতয়া শেষিতয়া চাহং পরতরস্তথা জ্ঞানশক্তিবলাদিগুণযোগেন চাহমেব পরতরঃ মত্তো অন্যতব্যতিরিক্তং কিং নচিজ্‌জ্ঞানবলাদিগুণান্তর্যোগিপরতরং নাস্তি। ময়ীতি সর্ব্বমিদং চিদচিদ্বস্তুজাতং কার্য্যাবস্থং কারণাবস্থঞ্চ মচ্ছরীরভূতং সূত্রে মণিগণবদাত্মতয়াবস্থিতে ময়ি প্রোতং আশ্রিতম্. "যস্য পৃথিবী শরীরং যস্য আত্মা শরীরং এষ সর্ব্বভূতান্তরাত্মাঽপহতপাপ্মা দিব্যো দেব একো নারায়ণঃ" ইত্যাত্মশরীরভাবেনাবস্থানঞ্চ জগদ্ব্রহ্মণোরন্তর্য্যামিব্রাহ্মণাদিষু প্রসিদ্ধম্॥ ৭॥

হনুমান্।—মত্ত ইতি। মত্তঃ পরমেশ্বাৎ পরমন্যৎ কিঞ্চিন্নাস্তি। ধনঞ্জয়! ময়ি সর্ব্বাধারে সর্ব্বমিদং প্রোতমনুস্যূতম্, সূত্রে মণিগণা ইব॥ ৭॥

এই যে, চারিযুগ সহস্রকে ব্রহ্মার এক দিন বলে, তাহাই কল্প এবং তাহাতে ক্রমশঃ চতুর্দ্দশ মনুর আবির্ভাব হয়। সেই কল্পের অবসানে চারিযুগ সহস্রে ব্রহ্মার এক রাত্রি হয়; তখন এই ত্রিলোকে প্রলয় দশা উপস্থিত হয়। ইহাই নৈমিত্তিক প্রলয় নামে কথিত হয়। এই সময়ে শ্রীমন্নারায়ণ বিশ্বসংসারকে আত্মসাৎ করিয়া আত্মভূ ব্রহ্মার সহিত অনন্তশয্যায় শয়ন করেন। এইরূপে ব্রহ্মার আয়ুর দ্বিপার্দ্ধ অতীত হইলে, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র এই সপ্ত প্রকৃতির প্রলয় উপস্থিত হয়। হে রাজন্, (পরীক্ষিত)! ইহাই প্রাকৃতিক প্রলয়; এই সময়ে মহদাদি কার্য্যভূত প্রকৃতি ও তাহার কার্য্যস্বরূপ ব্রহ্মাণ্ডের লয় হয়। হে রাজন্! সেই সময়ে শতবর্ষ-কাল মেঘ হইতে ভূতলে বারিধারা নিপতিত হয় না; সুতরাং ক্ষুৎপীড়িত প্রজাপুঞ্জ অন্নাভাবে পরস্পর পরস্পরকে ভক্ষণ করিয়া ক্রমশঃ ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে থাকিবে। সংবর্ত্তক নামক সূর্য্য ঘোর রশ্মি বিস্তার করিয়া সামুদ্র, দৈহিক ও পার্থিব রস সমুদায় পান করিবেন, কিছুই মুক্ত করিবেন না। অতঃপর সঙ্কর্ষণ বদনবিনির্গত সংবর্ত্তক নামক বহ্নি বায়ুবেগে উদ্ধত হইয়া শূন্যে ও ভূবিবর সমূহ দগ্ধীভূত করিবেন। তখন ঊর্দ্ধ, অধঃ ও চতুর্দ্দিক সূর্য্য ও অগ্নিশিখায় দহ্যমান হইয়া এই ব্রহ্মাণ্ড দগ্ধগোময় পিণ্ডবৎ হইবে। তদনন্তর সংবর্ত্তক নামক

শ্রীধর।—যস্মাদেবং তস্মান্মত্ত ইতি। মত্তঃ সকাশাৎ পরতরং শ্রেষ্ঠং জগতঃ সৃষ্টিসংহারয়োঃ স্বতন্ত্রং কারণং কিঞ্চিদপি নাস্তি, স্থিতিহেতুরপ্যহমেবেত্যাহ ময়ীতি। ময়ি সর্ব্বমিদং জগৎ প্রোতং গ্রথিতমাশ্রিতমিত্যর্থঃ। দৃষ্টান্তঃ স্পষ্টঃ ॥ ৭ ॥

বলদেব।—নন্থ স্থিরচরয়োরপরপরয়োঃ প্রকৃত্যোরপি ত্বমেব তচ্ছক্তিমান্ যোনিরিত্যুক্তে নিখিলজগদ্বীজত্বং তব প্রতীতং ন তু সর্ব্বপরত্বম্, তচ্চ তদ্বীজাৎ ত্বত্তোঽন্যস্যৈব, "ততো যদুত্তরতরং তদরূপমনাময়ং য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্ত্যথেতরে দুঃখমেবাপি যন্তি" ইতি শ্রবণাদিতি চেৎ তত্রাহ মত্ত ইতি। মত্তস্ত্বৎসখাৎ কৃষ্ণাৎ পরতরং শ্রেষ্ঠমন্যৎ কিঞ্চিদপি-নাস্ত্যহমেব সর্ব্বশ্রেষ্ঠং বস্ত্বিত্যর্থঃ। নন্থ "ততো যদুত্তরতরম্" ইত্যাদাবন্যথাশ্রুতমিতি চেৎ? মন্দমেতৎ, ক্ষোদাক্ষমত্বাৎ। তথাহি "বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ তমেব বিদ্বানমৃত ইহ ভবতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়" ইতি শ্বেতাশ্বতরৈঃ সর্ব্বজগদ্বীজস্য মহাপুরুষস্য বিষ্ণোর্জ্ঞানমমৃতস্য পন্থাস্ততো নাস্তীত্যুপদিশ্য তদুপপাদনায় "যস্মাৎ পরং নাপরমস্তি কিঞ্চিদ্যস্মান্নাণীয়ো ন জ্যায়োঽস্তি কিঞ্চিৎ" ইতি। তস্যৈব পরতমত্বং তদিতরস্য তদসম্ভবঞ্চ প্রতিপাদ্য, ততো যদুত্তরেত্যাদিনা পূর্ব্বোক্তমেব নিগমিতম্। ন তু ততোঽন্যচ্ছ্রেষ্ঠমস্তীতি উক্তম্। তথা সতি তেষাং মৃষাবাদিত্বাপত্তেঃ। এবমাহ সূত্রকারঃ, "তথান্যপ্রতিষেধাৎ" ইতি। মদন্যস্য কস্যচিদপি শ্রৈষ্ঠ্যাভাবাদহমেব মদন্যসর্ব্বাশ্রয় ইত্যাহ ময়ীতি। প্রোতং গ্রথিতং স্ফুটমন্যৎ। এতেন বিশ্বপালকত্বঞ্চ স্বস্যোক্তম্ ॥ ৭ ॥

প্রচণ্ড পবন শতবর্ষের অধিককাল প্রবাহিত হইতে থাকিবে; তাহাতে নভোমণ্ডল ধূলিপটল সমাচ্ছন্ন হইয়া ধূম্রবর্ণ ধারণ করিবে। তদনন্তর বিচিত্রবর্ণসম্পন্ন অনেক প্রকার মেঘ শতবর্ষ বর্ষণ করিবে এবং উৎকটরবে গর্জ্জন করিবে। তখন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড-জলে প্লাবিত হইবে এবং জলপ্লাবন হেতু ভূমির গন্ধ গুণ জলে গ্রাস করিবে। গন্ধবিরহিত পৃথিবী প্রলয়দশায় উপস্থিত হইবে এবং জলের রস গুণ তেজে বিলীন হওয়ায় নীরস জলও লয় প্রাপ্ত হইবে। তখন তেজের রূপ বায়ু গ্রাস করিবে এবং রূপবিহীন তেজ বায়ুতে বিলীন হইবে। আকাশে বায়ুর স্পর্শ গুণ গ্রাস করিবে এবং বায়ু আকাশে প্রবেশ করিবে। তামস অহঙ্কার আকাশের শব্দ গুণ গ্রাস করিলে আকাশ তাহাতে বিলীন হইবে। ইন্দ্রিয় সকল তৈজস অহঙ্কারে, অঙ্গদেবতাসমূহ বৈকারিক অহঙ্কারে বিলীন হইবে। মহত্তত্ত্ব অহঙ্কারকে এবং সত্ত্বাদিগুণ সেই মহত্তত্ত্বকে গ্রাস করিবে। হে রাজন্! কাল নিযোজিত প্রধান সত্ত্বাদি গুণ সকলকে গ্রাস করিবে। সেই প্রধান অর্থাৎ প্রকৃতির আর লয় নাই। দিবারাত্রি প্রভৃতির দ্বারা সেই প্রধানের পরিণামাদি গুণ সঞ্জাত হয় না; তিনি অনাদি, অনন্ত, অব্যক্ত, নিত্য, কারণ এবং অব্যয়। তাঁহাতে বাক্য নাই, মন নাই, সত্ত্বরজস্তমোগুণ নাই বা মহদাদি নাই। প্রাণ, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় বা দেবতা নাই এবং লোকরূপ রচনাবিশেষও নাই। তাঁহাতে স্বপ্ন, জাগ্রৎ, সুষুপ্তি অবস্থা নাই এবং তাঁহাতে আকাশ, জল, ভূমি, বায়ু, অগ্নি, সূর্য্য কিছুই নাই। তিনি সংসুপ্তের ন্যায় শূন্যবৎ অপ্রতর্ক্য। তাঁহাকে সমুদায়ের মূল বলিয়া কীর্ত্তন করা হয়।" এইরূপে যখন কালপ্রভাবে পুরুষ ও প্রকৃতির শক্তি সমূহ বিবশ হইয়া প্রলীন হইয়া যায়, তখনই প্রাকৃতিক প্রলয় উপস্থিত হয়।

মধুসূদন।—মত্ত ইতি। যস্মাদহমেব মায়য়া সর্ব্বস্য জগতো জন্মস্থিতিভঙ্গহেতুস্তস্মাৎ পরমার্থতঃ। নিখিলদৃশ্যাকারপরিণতমায়াধিষ্ঠানাৎ সর্ব্বভাসকান্মত্তঃ সদ্রূপেণ স্ফুরণরূপেণ চ সর্ব্বানুস্যূতাৎ স্বপ্রকাশপরমানন্দচৈতন্যঘনাৎ পরমার্থসন্মাত্রাৎ স্বপ্নদৃশ ইব স্বাপ্নিকং মায়াবিন ইব মায়িকং শুক্তিশকলাবচ্ছিন্নচৈতন্যাদিবদজ্ঞানকল্পিতং রজতং পরতরং পরমার্থসত্যমন্যৎ কিঞ্চিদপি নাস্তি। হে ধনঞ্জয়! ময়ি কল্পিতং পরমার্থতো ন মত্তো ভিদ্যত ইত্যর্থঃ। “তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ” ইতিন্যায়াৎ, ব্যবহারদৃষ্ট্যা তু ময়ি সদ্রূপে স্ফুরণরূপে চ সর্ব্বমিদং জড়জাতং প্রোতং গ্রথিতং মৎসত্তয়া সদিব মৎস্ফুরণেন চ স্ফুরদিব ব্যবহারায় মায়াময়ায় কল্পতে। সর্ব্বস্য চৈতন্যগ্রথিতত্বমাত্রে দৃষ্টান্তঃ সূত্রে মণিগণা ইবেতি। অথবা সূত্রে তৈজসাত্মনি হিরণ্যগর্ভে স্বপ্নদৃশি স্বপ্নপ্রোতা মণিগণা ইবেতি সর্ব্বাংশেঽপি দৃষ্টান্তো ব্যাখ্যেয়ঃ। অন্যে তু “পরমতঃ সেতূন্মানসম্বন্ধভেদব্যপদেশেভ্যঃ” ইতি সূত্রোক্তস্য পূর্ব্বপক্ষস্যোত্তরত্বেন শ্লোকমিমং ব্যাচক্ষতে। মত্তঃ সর্ব্বজ্ঞাৎ সর্ব্বশক্তেঃ সর্ব্বকারণাৎ পরতরং প্রশস্ত(স্য)তরং সর্ব্বস্য জগতঃ সৃষ্টিসংহারয়োঃ স্বতন্ত্রং কারণমন্যন্নাস্তি। হে ধনঞ্জয়! যস্মাদেবম্, তস্মান্ময়ি সর্ব্বকারণে সর্ব্বমিদং কার্য্যজাতং প্রোতং গ্রতিতং নান্যত্র। সূত্রে মণিগণা ইবেতি দৃষ্টান্তস্তু গ্রথিতত্বমাত্রে, ন তু কারণত্বে, কনকে কুণ্ডলাদিবদিতি তু যোগ্যো দৃষ্টান্তঃ। ৭।

নীলকণ্ঠ।—এবমেকবিজ্ঞানাৎ সর্ব্ববিজ্ঞানং প্রকৃতমাত্মনো জগদুৎপাদনত্বেনোপপাদ্য তত এবাত্মনো নির্ব্বিকারত্বহানে প্রাপ্তে প্রাহ মত্ত ইতি। কারণাৎ মৃদাদেঃ পরং পৃথগ্‌ভূতং ঘটাদিব্যবহারে তয়োর্ভেদানুভবাৎ পরতরন্তু গবাশ্বাদিমৃদনুপাদানকত্বাৎ, এবং ব্রহ্মণঃ পরতরং তদনুপাদানকং কিঞ্চিদপি নাস্তি, হে ধনঞ্জয়! এবং প্রপঞ্চে ব্রহ্মাব্যতিরেকং প্রদর্শ্য ব্রহ্মণি প্রপঞ্চব্যতিরেকং সদৃষ্টান্তমাহ ময়ীতি। ময়ি সদ্রূপেণ স্ফুরণরূপেণ চ সূত্রবৎ সর্ব্বত্রানুস্যূতে যদিদং সর্ব্বং মণিগণবৎ পরস্পরব্যাবৃত্তং তৎ প্রোতম্। তেন ব্যাবৃত্তেভ্যোঽনুবৃত্তং ভিন্নমিতি ন্যায়েন প্রপঞ্চাতীতোঽহমতো ন মম বিকারিত্বমিত্যর্থঃ। ৭।

বিশ্বনাথ।—যস্মাদেবং তস্মাদহমেব সর্ব্বমিত্যাহ মত্ত ইতি। মত্তঃ পরতরমন্যৎ কিঞ্চিদপি নাস্তি কার্য্যকারণয়োরৈক্যাৎ শক্তিশক্তিমতোরৈক্যাচ্চ। তথাচ শ্রুতি, “একমেবাদ্বয়ং ব্রহ্ম নেহ নানাস্তি কিঞ্চন” ইতি। এবং স্বস্য সর্ব্বাত্মকত্বমুক্ত্বা সর্ব্বান্তর্য্যামিত্বঞ্চাহ ময়ীতি। সর্ব্বমিদং চিজ্জড়াত্মকং জগৎ মৎকার্য্যত্বাৎ মদাত্মকমপি পুনর্ময্যন্তর্য্যামিণি প্রোতং গ্রথিতম্. যথা সূত্রে মণিগণাঃ প্রোতাঃ। মধুসূদনসরস্বতীপাদাস্তু “সূত্রে মণিগণা ইবেতি দৃষ্টান্তস্তু গ্রথিতত্বমাত্রে ন তু কারণত্বে। কনকে কুণ্ডলাদিবদিতি তু যোগ্যো দৃষ্টান্তঃ” ইত্যাহুঃ। ৭।

তাৎপর্য্য।—শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য, আনন্দগিরি, শ্রীধরস্বামী ও হনুমানের অভিপ্রায়। যদি এরূপ আশঙ্কা হয় যে, যিনি অমূল-মূলা প্রকৃতি তাঁহার অপেক্ষাও যখন পুরুষ শ্রেষ্ঠ, তখন যে সেই পরমাত্মার অপেক্ষা আর কেহ

শ্রেষ্ঠ নাই, একথা কে বলিতে পারে? এইরূপ অমূলক আশঙ্কার পরিহারার্থ শ্রীভগবান্ বলিতেছেন যে, আমার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই। আমিই জগতের অদ্বিতীয় কারণ; মদ্ব্যতীত কারণান্তর কিছুই নাই। যখন আমিই একমাত্র চরম কারণ, তখন হে ধনঞ্জয়! এই জগদ্ব্যাপার সর্ব্বথা আমাতেই অনুস্যূত, অনুগত এবং অনুবিদ্ধ বলিয়া জানিবে। যেমন পটাবয়ব স্বরূপ দীর্ঘতন্তু সমূহে পটের অনুগতি দৃষ্ট হয়, তদ্বৎ এই বিশ্বব্যাপার আমারই অনুগত। মণিসমূহ যেমন মালিকা-সূত্রে অনুস্যূত হইয়া থাকে. এবং সূত্র যেমন সেই পৃথক্ রত্নরাজিকে ধারণ ও বন্ধন করিয়া রাখে এবং সূত্রাভাবে তৎসমস্ত যেমন বিশৃঙ্খল হইয়া স্থানভ্রষ্ট হইয়া যায়, তদ্রূপ এই বিশ্বসংসার পরমাত্মস্বরূপ আমাতে সর্ব্বতোভাবে সংলিপ্ত রহিয়াছে। আমার সম্বন্ধ শূন্য হইলে সকলেই বিনষ্ট হইয়া যায়।

শ্রীমন্মধুসূদন সরস্বতী ও শ্রীমন্নীলকণ্ঠের অভিপ্রায়। আমিই মায়ার দ্বারা সকল জগতের জন্ম, স্থিতি ও ভঙ্গের হেতু স্বরূপ অর্থাৎ এই বিশ্বব্যাপারের সৃষ্টি স্থিতি লয় আমিই মায়ার দ্বারা সংসিদ্ধ করিয়া থাকি। মায়ার অধিষ্ঠান বশতঃ আমি নিখিল দৃশ্যাকার ধারণ করি এবং আমি সর্ব্বভাসক। সদ্রূপ ও স্ফুরণরূপে আমি সর্ব্বত্র অনুস্যূত। আমি স্বপ্রকাশ পরমানন্দ চৈতন্য ও জ্ঞান এবং পরমার্থতঃ সন্মাত্র। আমার অপেক্ষা পরমার্থতঃ সত্য আর কিছুই নাই। স্বপ্নদ্রষ্টা নিদ্রিতাবস্থায় বহুব্যাপার দর্শন করে এবং তৎকালে তৎসমস্ত সত্য বলিয়াই মনে করে বটে। ঐন্দ্রজালিক স্বকীয় বিদ্যাপ্রভাবে নানাবিধ অদ্ভুত কাণ্ড প্রদর্শন করিয়া দর্শকগণকে বিস্ময়াবিষ্ট করে এবং তৎসমস্ত ব্যাপার তৎকালে সত্য বলিয়াই মনে হয় বটে। শুক্তি সন্দর্শনে কখন কখন কাহারও মনে রজত জ্ঞান হয় এবং রজতবৎ ব্যবহারার্থ সে ব্যক্তির আগ্রহ জন্মে বটে। কিন্তু নিদ্রার ঘোর কাটিয়া গেলেই স্বপ্ন ও স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থপুঞ্জ অলীক বলিয়া উপলব্ধ হয়। যাদুকরের মোহাচ্ছাদন অপনীত হইলেই তৎপ্রদর্শিত সকল কাণ্ডই ভ্রমাত্মক বলিয়া জ্ঞান জন্মে। অজ্ঞানের অন্ধকার বিগত হইলেই শুক্তির প্রকৃত মর্য্যাদা হৃদয়ঙ্গম হয়। পরব্রহ্ম পরমার্থতঃ সত্য, সুতরাং তৎসম্বন্ধে স্বপ্নদৃষ্ট ব্যাপারবৎ, মায়িক প্রদর্শিত কাণ্ডবৎ অথবা শুক্তিতে রজতবৎ কোনই ভ্রম ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। সেই পরমাত্মার সদ্রূপে ও স্ফুরণরূপে এই জড়জাত গ্রথিত রহি-

য়াছে। চৈতন্যাত্মক পরব্রহ্মের চৈতন্য সর্ব্বত্র অনুপ্রবিষ্ট হওয়ায়, সর্ব্বত্র চৈতন্যের উদ্বোধ হইতেছে। রত্নমালিকা নিহিত সূত্রে যেরূপ মণিমাণিক্যাদি সংবদ্ধ থাকে; তদ্রূপ সেই চৈতন্যময়ের চৈতন্যসূত্রে এই বিশ্বসংসার গ্রথিত রহিয়াছে। অপর প্রকারেও মূলোক্ত মণি ও সূত্রবিষয়ক দৃষ্টান্তের ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। সূত্রে অর্থাৎ স্বপ্নদ্রষ্টৃরূপ হিরণ্যগর্ভ তৈজস আত্মায় স্বপ্নগ্রথিত মণিগণ, এরূপ অর্থও অসঙ্গত হয় না।

বেদান্তদর্শনে একটি সূত্র আছে, যথা; "পরমতঃ সেতূন্মানসম্বন্ধভেদ-ব্যপদেশেভ্যঃ।" (ব্রহ্মসূত্র। ৩অ, ২পা, ৩১সূত্র)। এই সূত্রের তাৎপর্য্য এই যে, পরমাত্মা ভিন্ন অন্য কিছুই নাই, একথা শ্রুতিসম্মত নহে; সুতরাং প্রতিবাদার্হ; কেন না শ্রুতিতে সেতু, উন্মানরূপ সম্বন্ধ ও ভেদের উল্লেখ আছে। অতএব যখন শ্রুতিতে ব্রহ্ম ব্যতীত পদার্থান্তরের নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তখন ব্রহ্ম ভিন্ন স্বতন্ত্র তত্ত্ব নাই, এতাদৃশ মীমাংসা কখনই সঙ্গত বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না। এই সূত্রটি পূর্ব্বপক্ষস্বরূপ, ইহার পরবর্ত্তী তিনটি সূত্রে ("সামান্যাত্তু", "বুদ্ধ্যর্থঃ পাদবৎ", "স্থানবিশেষাৎ প্রকাশাদিবৎ" এই সূত্রত্রয়ে) উক্ত পূর্ব্বপক্ষের বিহিত উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে ও ব্রহ্মভিন্ন বস্ত্বন্তরের বিদ্যমানতা কেবল কল্পনাত্মক বলিয়া প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। কেহ কেহ উল্লিখিত পূর্ব্বপক্ষের উত্তরমর্ম্মে মূলোক্ত শ্লোকের অর্থ বিনির্ণয় করেন। তাঁহাদের মতানুযায়ী ব্যাখ্যা যথা; আমি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বকারণস্বরূপ, এই জগদ্ব্যাপারের সৃষ্টি-সংহার বিষয়ে আমার অপেক্ষা প্রশস্ততর স্বতন্ত্র অন্য কোনই কারণ নাই। হে ধনঞ্জয়! অতএব সর্ব্বকারণস্বরূপ আমাতেই এই সকল কার্য্যজাত গ্রথিত রহিয়াছে; মদ্ভিন্ন অন্যত্র তাহারা সংবদ্ধ নহে। "সূত্রে মণিগণাঃ" এই দৃষ্টান্ত কেবল গ্রথিতত্ব সম্বন্ধ জ্ঞাপনার্থ প্রযুক্ত হইয়াছে; কারণত্ব প্রদর্শনার্থ ইহার প্রয়োগ হয় নাই। সূত্র ও মণি কিছুই মালিকারচনার কারণ নহে। রত্নমালিকা তদধিকারীর বাসনাক্রমেই রচিত হইয়া থাকে, সূত্রের বা রত্নের তদ্বিষয়ে কর্ত্তৃত্ব নাই। কিন্তু জগদ্রূপ মাল্যরচনা বিষয়ে পরব্রহ্মরূপ সূত্রই কর্ত্তা। সেই সর্ব্বশক্তিমান্ পরাৎপরের কর্ত্তৃত্বে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বিরচিত, সংরক্ষিত ও কালসহকারে বিনষ্ট হইতেছে। অতএব সমালোচ্য দৃষ্টান্ত সর্ব্বাংশে এস্থলে প্রযোজ্য নহে। কেবল প্রোতত্ব অর্থাৎ গ্রথিতত্ব ব্যাপারেরই এস্থলে সামঞ্জস্য আছে।

শ্রীমৎ সরস্বতীপাদ কনককুণ্ডলের দৃষ্টান্ত এস্থলে যথোপযুক্ত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কুণ্ডল রূপান্তর ধারণ করিলেও, তাহার কনকত্ব অপরিহার্য্য। বলয়, হার, কুণ্ডল প্রভৃতি স্বর্ণালঙ্কার নানা আকারে ও নানা নামে পরিচিত হইতে পারে; কিন্তু তৎসমস্তের উপাদানভূত স্বর্ণ সর্ব্বত্রই সমান। তদ্রূপ বিশ্বব্যাপারের বিভিন্ন পদার্থ বিভিন্ন নাম ও বিভিন্ন রূপ প্রাপ্ত হইলেও, তৎসমস্তের কারণস্বরূপ বিশ্ববিধাতা সর্ব্বত্র সমভাবে বিরাজমান। সূত্র ও মণির দৃষ্টান্তে তদুভয়ের অভিন্নত্ব নাই। সূত্র মণি নহে এবং মণিও সূত্র নহে; অথবা সূত্র মণিতে অথবা মণি সূত্রে ব্যাপ্ত ও সর্ব্বপ্রকারে সংলিপ্ত নহে।

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্যের অভিপ্রায়। শ্রীভগবান্ সর্ব্ব সৃষ্ট ব্যাপারের কারণস্বরূপ প্রকৃতিদ্বয়েরও কারণ। সেই পরব্রহ্ম জ্ঞানশক্তি বলাদি গুণসংযোগ হেতু অদ্বিতীয় ও অতুলনীয়; তাঁহার অপেক্ষা পরতর আর কিছুই নাই। এই বিশ্বের কি কার্য্যাবস্থ কি কারণাবস্থ সকল প্রকার চিদচিৎ বস্তুজাত আমার শরীরভূত এবং সূত্রে মণিগণের ন্যায় আত্মরূপে অধিষ্ঠিত আমাতেই আশ্রিত। পৃথিবী যাঁহার শরীর, আত্মা যাঁহার শরীর তিনি সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা। ইত্যাদি উক্তির দ্বারা পরমপুরুষ শ্রীমন্নারায়ণের সর্ব্বময়ত্ব ও অন্তর্যামিত্ব সিদ্ধ হইতেছে।

শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর অভিপ্রায়। কার্য্য এবং কারণ, শক্তি এবং শক্তিমান্ এতদুভয়ের একতা হেতু আমার অপেক্ষা পরতর আর কিছুই নাই। শ্রুতি বলিয়াছেন, "একমেবাদ্বয়ং ব্রহ্ম নেহ নানাস্তি কিঞ্চন", একমাত্র অদ্বয় ব্রহ্ম ব্যতীত নানারূপ কিছুই নাই। এইরূপে স্বকীয় সর্ব্বাত্মকত্ব প্রকাশিত করিয়া অধুনা আলোচ্যমান শ্লোকে স্বকীয় সর্ব্বান্তর্য্যামিত্ব পরিব্যক্ত করিতেছেন। চিৎ এবং জড়াত্মক সর্ব্বজগৎ আমারই কার্য্য, সুতরাং মদাত্মক, এবং সূত্রে মণিগণের ন্যায় অন্তর্যামীরূপ আমাতেই গ্রথিত ॥ ৭ ॥

রসোঽহমপ্সু কৌন্তেয় প্রভাস্মি শশি-সূর্য্যয়োঃ।
প্রণবঃ সর্ব্ববেদেষু শব্দঃ খে পৌরুষং নৃষু॥ ৮ ॥

অন্বয়।—কৌন্তেয় (পার্থ) অহং (পরব্রহ্ম) অপ্সু (জলেষু) রসঃ (রসতন্মাত্ররূপঃ) শশি-সূর্য্যয়োঃ (চন্দ্রে সূর্য্যে চ) প্রভা (জ্যোতিঃ)

সর্ব্ববেদেষু (ঋক্‌সামযজুরথর্ব্বরূপেষু) প্রণবঃ (ওঙ্কারঃ) খে (আকাশে) শব্দঃ নৃষু (পুরুষেষু) পৌরুষম্ (উদ্যমঃ) অস্মি ॥ ৮ ॥

প্রতিশব্দ।—পার্থ আমি জলে রস চন্দ্র-সূর্য্যে প্রভা সকল-বেদে ওঙ্কার আকাশে শব্দ মনুষ্যে উদ্যম হই ॥ ৮ ॥

ব্যাখ্যা।—হে পার্থ! আমিই জলের রস, চন্দ্র সূর্য্যের প্রভা, সর্ব্ববেদের প্রণব, আকাশের শব্দ, মনুষ্যগণের পৌরুষ ॥ ৮ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—কেন কেন ধর্ম্মেণ বিশিষ্টে ত্বয়ি সর্ব্বমিদং প্রোতম্? ইত্যুচ্যতে রস ইতি। রসোঽহমপাং যঃ সারঃ রসস্তস্মিন্ রসভূতে ময্যাপঃ প্রোতা ইত্যর্থঃ, এবং সর্ব্বত্র। যথাহমপ্সু রসঃ, এবং প্রভাস্মি শশিসূর্য্যয়োঃ, প্রণবঃ ওঙ্কারঃ সর্ব্ববেদেষু, তস্মিন্ প্রণবভূতে ময়ি সর্ব্বে বেদাঃ প্রোতাঃ, তথা খে আকাশে শব্দঃ সারভূতঃ, তস্মিন্ ময়ি খং প্রোতম্, তথা পৌরুষং পুরুষস্য ভাবঃ পৌরুষম্, যতঃ পুংবুদ্ধিঃ নৃষু, তস্মিন্ ময়ি পুরুষাঃ প্রোতাঃ ॥ ৮ ॥

আনন্দগিরি।—অবাদীনাং রসাদিষু প্রোতত্বপ্রতীতেস্ত্বয্যেব সর্ব্বং প্রোতমিত্যযুক্তমিতি মত্বা পৃচ্ছতি কেনেতি। তত্রোত্তরমুত্তরগ্রন্থেন দর্শয়তি উচ্যত ইতি। সারো মধুরো হেতুরিতি যাবৎ। রসোঽহমিতি কথম্? তত্রাহ তস্মিন্নিতি। রসঃ অপ্সু যো সারস্তস্মিন্ ময়ি মধুররসে কারণভূতে প্রোতা আপ ইতিবদুত্তরত্র সর্ব্বত্র ব্যাখ্যানং কর্ত্তব্যমিত্যাহ এবমিতি। উক্তমর্থং দৃষ্টান্তং কৃত্বা প্রভাস্মীত্যাদি ব্যাচষ্টে যথেতি। চন্দ্রাদিত্যয়োর্যা প্রভা তদ্ভূতে ময়ি তৌ প্রোতাবিত্যর্থঃ। তত্র বাক্যার্থং কথয়তি তস্মিন্নিতি। প্রণবভূতে তস্মিন্ বেদানাং প্রোতত্ববদাকাশে যঃ সারভূতঃ শব্দস্তদ্রূপে পরমেশ্বরে প্রোতমাকাশমিত্যাহ তথেতি। পৌরুষং নৃষ্বিতি ভাগং পূর্ব্ববদ্বিভজতে তথেত্যাদিনা। পুরুষত্বমেব বিশদয়তি যত ইতি। পুংস্তসামান্যাত্মকে পরস্মিন্নীশ্বরে প্রোতাস্তদ্বিশেষাস্তদুপাদানত্বেন তৎস্বভাবত্বাদিত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

হনুমান্।—রস ইতি। রসো মাধূর্য্যমহমপ্সু কৌন্তেয়! প্রভা প্রকাশঃ অস্মিন্ অহং ভবামি শশিসূর্য্যয়োঃ, প্রণব ওঙ্কারঃ সর্ব্ববেদেষু শব্দঃ আকাশে পৌরুষং পুংস্ত্বং পুংবুদ্ধির্নৃষু পুরুষেষু? ॥ ৮ ॥

শ্রীধর।—জগৎস্থিতিহেতুত্বমেব প্রপঞ্চয়তি রসোঽহমিতি পঞ্চভিঃ। অপ্সু রসোঽহং রসতন্মাত্রস্বরূপয়া বিভূত্যা আশ্রয়ত্বেনাপ্সু স্থিতোঽহমিত্যর্থঃ। তথা শশিসূর্য্যয়োঃ প্রভাস্মি, চন্দ্রে সূর্য্যে চ প্রকাশরূপয়া বিভূত্যা তদাশ্রয়ত্বেন স্থিতোঽহমিত্যর্থঃ। অন্যত্রাপ্যেবং দ্রষ্টব্যম্। সর্ব্বেষু বেদেষু বৈখরীরূপেষু তন্মূলভূত ওঙ্কারোঽস্মি, খে আকাশে শব্দঃ শব্দতন্মাত্ররূপোঽস্মি, নৃষু পুরুষেষু পৌরুষমুদ্যমোঽস্মি, উদ্যমে হি পুরুষাস্তিষ্ঠন্তি ॥ ৮ ॥

বলদেব।—তত্ত্বং দর্শয়তি রসোঽহমিতি পঞ্চভিঃ। অপ্সু রসোঽহং রসতন্মাত্রয়া

বিভূত্যা তাঃ পালয়ন্ তাস্বহং বর্ত্তেত তাং বিনা তাসামস্থিতেঃ। শশিনি সূর্য্যে বাহং প্রভাস্মি প্রভয়া বিভূত্যা তৌ পালয়ন্ তয়োরহং বর্ত্তে। এবং পরত্র দ্রষ্টব্যম্। বৈখরীরূপো সর্ব্ববেদেষু তন্মূলভূতঃ প্রণবোঽহম্। খে নভসি শব্দস্তন্মাত্রলক্ষণোঽহম্। নৃষু পৌরুষং ফলবান্নুদ্যমোঽহম্, তেনৈব তেষাং স্থিতেঃ ॥ ৮ ॥

মধুসূদন।—অবাদীনাং রসাদিষু প্রোতত্বপ্রতীতেঃ কথং ত্বয়ি সর্ব্বমিদং প্রোতম্? ইতি চ ন শঙ্ক্যং রসাদিরূপেণ চ মমৈব স্থিতত্বাদিত্যাহ পঞ্চভিঃ রসোঽহমিতি। রসঃ পুণ্যো মধুরঃ তন্মাত্ররূপঃ সর্ব্বাসামপাং সারঃ কারণভূতো যোঽপ্সু সর্ব্বাস্বনুগতঃ, সোঽহম্, হে কৌন্তেয়! তদ্রূপে ময়ি সর্ব্বা আপঃ প্রোতা ইত্যর্থঃ। এবং সর্ব্বেষু পর্য্যায়েষু ব্যাখ্যাতব্যম্। ইয়ং বিভূতিরাধ্যানায়োপদিশ্যত ইতি নাতীবাভিনিবেষ্টব্যম্। তথা প্রভাপ্রকাশঃ শশিসূর্য্যয়োরহমস্মি প্রকাশসামান্যরূপে ময়ি শশিসূর্য্যৌ প্রোতাবিত্যর্থঃ, তথা প্রণব ওঙ্কারঃ সর্ব্ববেদেষু অনুস্যূতোঽহম্। তদ্যথা শঙ্কুনা "সর্ব্বাণি পর্ণানি সংতৃণ্ণান্যেবমোঙ্কারেণ সর্ব্বা বাক্" ইতিশ্রুতেঃ। সংতৃণ্ণানি গ্রথিতানি সর্ব্বাঃ বাক্ সর্ব্বো বেদ ইত্যর্থঃ। শব্দপুণ্যস্তন্মাত্ররূপঃ খে আকাশেঽনুস্যূতোঽহম্. পৌরুষং পুরুষত্বসামান্যং নৃষু পুরুষেষু যদনুস্যূতং তদহং সামান্যরূপে ময়ি সর্ব্বে বিশেষা প্রোতাঃ, শ্রৌতৈর্দুন্দুভ্যাদিদৃষ্টান্তৈরিতি সর্ব্বত্র দ্রষ্টব্যম্ ॥ ৮ ॥

নীলকণ্ঠ।—নন্বেবং প্রপঞ্চপরমাত্মনোর্মণিসূত্রবদুপাদানোপাদেয়ভাবোঽপি ন স্যাৎ, ন হি উপাদানঞ্চ অননুবৃত্তঞ্চেতি ঘটতে, মৃদ্ঘটাদাবদর্শনাদিত্যাশঙ্ক্য স্বপ্নমায়েন্দ্রজালরজ্জুরগতুল্যত্বং প্রপঞ্চস্যোপপাদ্যোভয়মপ্যবিরুদ্ধমিত্যুপদিষ্টঃ চেদয়মকস্মাদুদ্বিগ্নো ভবিষ্যতীতি মত্বা দৃষ্টান্তান্তরৈরেবানুবৃত্তিং ব্যাবৃত্তিং চিজ্জড়য়োর্দ্দর্শয়তি রস ইতি। যথা রসোঽপ্সু একমপ্যপ্ পরমাণুমপরিত্যজ্যানুস্যূতো দৃশ্যতে, অতো রসরূপে ময়ি আপঃ প্রোতাঃ, এবং প্রভায়াং চন্দ্রাদয়ঃ প্রোতাঃ, প্রণবে সর্ব্বে বেদাঃ প্রোতাঃ, তদ্যথা শঙ্কুনা "সর্ব্বাণি পর্ণাণি সতৃণ্ণানি এবমোঙ্কারেণ সর্ব্বা বাক্ সংতৃণ্ণা" ইতি বাঙ্মাত্রপ্রণবানুস্যূতিশ্রবণাৎ. সংতৃণ্ণানি সংগ্রথিতানি, এবমাকাশে শব্দঃ সারভূতস্তস্মিন্ ময়ি খং প্রোতম্. এবং সর্ব্বপুরুষেষু সারং পৌরুষং শৌর্য্যধৈর্য্যাদিরূপম্, তত্র পুরুষাঃ প্রোতাঃ, এবমগ্রেঽপি দ্রষ্টব্যম্ ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ।—স্বকার্য্যে জগত্যত্র যথাহমন্তর্য্যামিরূপেণ প্রবৃষ্টো বর্ত্তে, তথা ক্বচিৎ কারণরূপেণ, ক্বচিৎ কার্য্যেষু মনুষ্যাদিষু সাররূপেণাপ্যহং বর্ত্তে ইত্যাহ রসোঽহমিতি চতুর্ভিঃ। অপ্সু রসস্তৎকারণভূতো মদ্বিভূতিরিত্যর্থঃ। এবং সর্ব্বত্রাগ্রেঽপি প্রভারূপপ্রণবঃ ওঙ্কারঃ সর্ব্ববেদকারণম্। খে আকাশে শব্দস্তৎকারণং নৃষু পৌরুষং সফল উদ্যমবিশেষ এব মনুষ্যসারঃ ॥ ৮ ॥

তাৎপর্য্য।—যদি অর্জ্জুন আপত্তি করেন যে, জলাদি ভূতপদার্থে রসাদি তন্মাত্রসমূহ প্রোত আছে, ইহাই সর্ব্বদা প্রতীয়মান হইয়া থাকে; তবে শ্রীভগবানে ভূতজাত প্রোত আছে, এ উক্তি কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে?

এইরূপ আশঙ্কার উত্তর স্বরূপে অতঃপর পাঁচটি শ্লোক অবতারিত করিয়া শ্রীভগবান্ কোন্ কোন্ ধর্ম্মে কোন্ কোন্ ভূতে বিরাজমান আছেন তাহাই কীর্ত্তন করিতেছেন। হে সোদরপ্রতিম সখে! তুমি স্থূল জ্ঞান সহকারে মহাভূত সমূহে যে তন্মাত্রের অবস্থান অনুমান করিতেছ এবং যে তন্মাত্রকে তদীয় মহাভূতের প্রাণস্বরূপ বলিয়া বোধ করিতেছ, তাহার সত্যতা সম্বন্ধে কোনই দ্বিরুক্তি নাই। কিন্তু ভ্রাতঃ! অপ্ মহাভূতের যাহা সার, অর্থাৎ মধুরত্বাদি হেতু যাহা জলের সাররূপে অবস্থিত, আমাকেই সেই রস তন্মাত্র বলিয়া জানিবে। আমি যখন সকল ব্যাপারেরই কারণ এবং মধুররসের উৎসস্বরূপ, তখন রসের পরিণামস্বরূপ জল যে আমাতেই প্রোত একথা বলাই বাহুল্য। যে শশধর রজনীকালে নভোমণ্ডলে সমুদিত হইয়া স্বকীয় সুশীতল প্রভায় বসুন্ধরা মধুরালোকাকীর্ণ ও সুস্নিগ্ধ করিয়া থাকেন, এবং যে দিবাকর প্রতিদিন আকাশ প্রদেশ হইতে প্রচণ্ড প্রভায় দিঙ্মণ্ডল সমুদ্ভাসিত করিয়া থাকেন, আমাকেই তাঁহাদের প্রভা বলিয়া জানিবে। সুতরাং প্রভাভূত আমাতেই শশি-সূর্য্য প্রোত। সকল জ্ঞানের ভাণ্ডার স্বরূপ বেদশাস্ত্রের * সারপদার্থ ওঙ্কার (ওঙ্কারের বিশেষ বৃত্তান্ত ৮ অধ্যায়ের ১৩ শ্লোকের টিপ্পনীতে দ্রষ্টব্য)। আমিই সেই ওঙ্কাররূপ পরব্রহ্ম। অতএব ওঙ্কাররূপ আমাতেই বেদশাস্ত্র প্রোত। শ্রুতি বলিয়াছেন, "সকল বেদ সেই ওঙ্কারে গ্রথিত।" তন্মাত্র রূপ শব্দই আকাশের সার। আমিই আকাশের শব্দস্বরূপ। অতএব শব্দ তন্মাত্র রূপ আমাতেই আকাশ প্রোত। যে পুরুষত্ব মনুষ্যগণকে উদ্যমশীল ও ক্রিয়াশীল করিয়া রাখে, আমিই তাহাদের সেই পুরুষত্ব। অতএব পৌরুষরূপ আমাতেই মনুষ্যগণ প্রোত। জগতের পদার্থ নিচয় যে যে রূপে সেই পরব্রহ্মে প্রোত, তাহার কিয়দংশমাত্র এস্থলে প্রদর্শিত হইল; পরবর্ত্তী কয়েকটি শ্লোকে আরও কোন কোন পদার্থ বিষয়ে ভগবদভিপ্রায় পরিব্যক্ত হইতেছে ॥ ৮ ॥

---

* বেদ হিন্দুদিগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সনাতন ধর্ম্মগ্রন্থ। ইহার তুল্য প্রাচীন ও প্রামাণিক গ্রন্থ হিন্দুদিগের আর কিছুই নাই। এই বেদ অপৌরুষেয় অর্থাৎ কোন পুরুষ কর্ত্তৃক ইহা সৃষ্ট হয় নাই। মনুসংহিতায় লিখিত আছে, ব্রহ্মা যজ্ঞকার্য্য সিদ্ধির নিমিত্ত অগ্নি, বায়ু ও সূর্য্য হইতে বেদসমূহ আকর্ষণ করিয়াছিলেন। (মনুসংহিতা, ১ম অধ্যায়, ২৩ শ্লোক)। এই বিশাল বেদশাস্ত্রে হিন্দুর বিবিধ যজ্ঞ, বিবিধ দেবতার সমীপে প্রার্থনা, বিবিধ দ্রব্য প্রস্তুত প্রণালী, বিবিধ সদুপদেশ, ইহ ও পরকালে শ্রেয়োলাভার্থ বহুবিধ

পুণ্যো গন্ধঃ পৃথিব্যাঞ্চ তেজশ্চাস্মি বিভাবসৌ।
জীবনং সর্ব্বভূতেষু তপশ্চাস্মি তপস্বিষু ॥ ৯ ॥

অন্বয়।—[অহম্] পৃথিব্যাম্ (ধরণ্যাম্) চ পুণ্যঃ (পবিত্রঃ) গন্ধঃ (গন্ধরূপতন্মাত্রম্) বিভাবসৌ (অগ্নৌ) তেজঃ চ সর্ব্বভূতেষু (সর্ব্বেষু প্রাণিষু) জীবনম্ (আয়ুঃ) তপস্বিষু (বানপ্রস্থাদিষু) তপঃ (ক্ষুৎপিপাসাদি-সহন-সামর্থ্যম্) চ অস্মি ॥ ৯ ॥

প্রতিশব্দ।—[আমি] পৃথিবীরও পবিত্র গন্ধ অগ্নির তেজ ও সকল প্রাণীতে আয়ু এবং যতিগণের দ্বন্দ্ব-সহন-সামর্থ্য হই ॥ ৯ ॥

ব্যাখ্যা।—আমিই পৃথিবীর অবিকৃত গন্ধস্বরূপ, পাবকের তেজঃস্বরূপ, যাবতীয় প্রাণীর পরমায়ু স্বরূপ এবং বানপ্রস্থাদি সন্ন্যাসীগণের তপঃ-শক্তি স্বরূপ ॥ ৯ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—পুণ্য ইতি। পুণ্যঃ সুরভিগন্ধঃ পৃথিব্যাঞ্চাহং তস্মিন্ ময়ি গন্ধভূতে পৃথিবী প্রোতা, পুণ্যত্বং গন্ধস্য স্বভাবতএব পৃথিব্যাং দর্শিতমবাদিষু রসাদেঃ পুণ্যত্বোপলক্ষণার্থম্, অপুণ্যত্বস্তু গন্ধাদীনামবিদ্যাধর্ম্মাদ্যপেক্ষং সংসারিণাং ভূতবিশেষসংসর্গনিমিত্তং ভবতি। তেজো দীপ্তিশ্চাস্মি বিভাবসাবগ্নৌ, তথা জীবনং সর্ব্বভূতেষু যেন জীবন্তি সর্ব্বাণি ভূতানি তজ্জীবনম্, তপশ্চাস্মি তপস্বিষু তস্মিন্ তপসি ময়ি তপস্বিনঃ প্রোতাঃ ॥ ৯ ॥

প্রক্রিয়া ও উপায়, ইত্যাদি অনেক প্রসঙ্গ বিবৃত আছে। কথিত আছে, চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার এক এক মুখ হইতে এক এক বেদ বিনিঃসৃত হইয়াছে। যথা; "তস্মাদণ্ডাদ্বিনির্ভিন্নাদ্ব্রহ্মণোহব্যক্তজন্মনঃ। ঋচো বভূবুঃ প্রথমং প্রথমাদ্বদনান্মুনে॥ জবাপুষ্পনিভাঃ সদ্যস্তেজোরূপা হ্যসংবৃতাঃ। পৃথক্ পৃথক্ বিভিন্নাশ্চ রজোরূপা মহাত্মনঃ॥ যজূংষি দক্ষিণাদ্বক্ত্রাদনিবদ্ধানি কানিচিৎ। যাদৃক্ বর্ণং তথা বর্ণান্যসংহতিতরাণি বৈ॥ পশ্চিমং যদ্বিভোর্ব্বক্ত্রং ব্রহ্মণঃ পরমেষ্ঠিনঃ। আবির্ভূতানি সামানি ততঃ কুন্দসিতান্যথঃ। অথর্ব্বাণমশেষেণ ভৃঙ্গাঞ্জনচয়প্রভম্। ঘোরাঘোরস্বরূপং তদাভিচারিকশান্তিমৎ॥ উত্তরাৎ প্রকটীভূতং বদনাত্তত্ বেধসঃ। মুখং সত্ত্ব তমঃপ্রায়ং সৌম্যাসৌম্যস্বরূপবৎ॥ ঋচো রজোগুণাঃ সত্ত্বযজুষাঞ্চ গুণো মুনে। তমোগুণানি সামানি তমঃ সত্ত্বমথর্ব্বসু॥" (মার্কণ্ডেয় পুরাণ) বেদশাস্ত্র চারিভাগে বিভক্ত। যথা; ঋক্, সাম, যজু ও অথর্ব্ব। ঋক্‌বেদ শ্লোকময়—প্রত্যেক শ্লোকই এক একটি ঋক্। কতকগুলি ঋক্ একত্রিত হইলে একটি সূক্ত নামে অভিহিত হয় এবং কতকগুলি সূক্ত একত্রিত করিয়া একটি মণ্ডল নামে কথিত হয়। ঋগ্বেদ সংহিতায় দশটি মণ্ডল আছে। সামবেদে ঋক্‌বেদের অধিকাংশ ঋক্ সংগীত করিবার অভিপ্রায়ে গৃহীত হইয়াছে। সামবেদ ত্রয়োদশটি শাখায় বিভক্ত। তন্মধ্যে কৌথুমী শাখা বঙ্গদেশে বিশেষরূপ প্রচলিত। যজুর্ব্বেদ সংহিতায় যজ্ঞ কার্য্যের ব্যবস্থা ও মন্ত্র সমূহ বিন্যস্ত আছে।

আনন্দগিরি।—"ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতম্" ইত্যস্যৈব পরিপূরণার্থে প্রকারান্তরমাহ পুণ্য ইতি। পৃথিব্যাং পুণ্যশব্দিতো যঃ সুরভিগন্ধঃ সোঽহমস্মীত্যত্র বাক্যার্থং কথয়তি তস্মিন্নিতি। কথং পৃথিব্যাং গন্ধস্য পুণ্যত্বম্? তত্রাহ পুণ্যত্বমিতি। যত্তু পৃথিব্যাং গন্ধস্য স্বাভাবিকং পুণ্যত্বম্ দর্শিতং তদবাদিষু রসাদেঃ স্বাভাবিকপুণ্যত্বস্যোপলক্ষণার্থমিত্যাহ পৃথিব্যামিতি। প্রথমোৎপন্নাঃ পঞ্চাপি গুণাঃ পুণ্যা এব সিদ্ধাদিভিরেব ভোগ্যত্বাদিতি-ভাবঃ। কথং তর্হি গন্ধাদীনামপুণ্যত্বপ্রতিভানম্? তত্রাহ অপুণ্যত্বস্থিতি। তদেব স্ফুটরতি সংসারিণামিতি। গন্ধাদয়ঃ স্বকার্য্যৈর্ভূতৈঃ সহ পরিণমমানাঃ প্রাণিনাং পাপাদিবশাদপুণ্যাঃ সংপদ্যন্ত ইত্যর্থঃ। পঞ্চাগ্নৌ তেজঃ তদ্ভূতে ময়ি প্রোতোঽগ্নিরিত্যাহ তেজ ইতি। জীবনভূতে চ ময়ি সর্ব্বাণি ভূতানি প্রোতানীত্যাহ তথেতি। জীবনশব্দার্থমাহ যেনেতি। অন্নরসেনামৃতাখ্যেনেত্যর্থঃ। তপশ্চাস্মীত্যাদেস্তাৎপর্য্যমাহ তস্মিন্নিতি। চিত্তৈকাগ্র্যমনাশকাদির্ব্বা তপস্তদাত্মনীশ্বরে প্রোতাস্তপস্বিনো বিশেষণাভাবে বিশিষ্টস্য বস্তুনোঽভাবাদিত্যর্থঃ॥ ৯॥

হনুমান্।—পুণ্য ইতি। পুণ্যো যো গন্ধঃ সুরভিঃ পৃথিব্যাঞ্চ, তেজো দীপ্তিশ্চাস্মি, বিভাবসৌ বহ্নৌ, জীবনং প্রাণঃ সর্ব্বভূতেষু, তপশ্চ স্বধর্ম্মশ্চাস্মি তপস্বিষু॥ ৯॥

শ্রীধর।—কিঞ্চ পুণ্য ইতি। পুণ্যোঽবিকৃতো গন্ধো গন্ধতন্মাত্রং পৃথিব্যাশ্রয়ভূতোঽহমিত্যর্থঃ। যদ্বা বিভূতিরূপেণাশ্রয়ত্বস্য বিবক্ষিতত্বাৎ সুরভিগন্ধস্যৈবোৎকৃষ্টতয়া বিভূতিত্বাৎ পুণ্যো গন্ধ ইত্যুক্তম্, তথা বিভাবসৌ অগ্নৌ যত্তেজো দুঃসহা দীপ্তিস্তদহম্, সর্ব্বভূতেষু জীবনং প্রাণধারণমায়ুরহমিত্যর্থঃ, তপস্বিষু বানপ্রস্থাদিষু দ্বন্দ্বসহনরূপং তপোঽস্মি॥৯॥

বলদেব।—পুণ্য ইতি। পুণ্যোঽবিকৃতো গন্ধতন্মাত্রলক্ষণঃ। চকারো রসাদীনামহমপি পুণ্যত্বসমুচ্চায়কঃ। বিভাবসৌ বহ্নৌ তেজঃ সর্ব্ববস্তুপচনপ্রকাশনাদিসামর্থ্যরূপম্, চশব্দাদ্বায়ৌ যঃ পুণ্যঃ স্পর্শ উষ্ণস্পর্শব্যাকুলানামাপ্যায়কঃ সোঽহমিতি বোধ্যম্। জীবনমায়ুঃ। তপো দ্বন্দ্বসহনম্॥ ৯॥

মধুসূদন।—পুণ্যো গন্ধ ইতি। পুণ্যঃ সুরভিরবিকৃতো গন্ধঃ সর্ব্বপৃথিবীসামান্যরূপস্তন্মাত্রাখ্যঃ পৃথিব্যামনুস্যূতোঽহং চকারো রসাদীনামপি পুণ্যত্বসমুচ্চয়ার্থঃ। শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধানাং হি স্বভাবতএব পুণ্যত্বমবিকৃতত্বম্, প্রাণিনামধর্ম্মবিশেষাৎ তু তেষাম-

---

এক এক অধ্যায়ে এক এক যজ্ঞের ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়। যজুর্ব্বেদ দুই ভাগে বিভক্ত; শুক্ল ও কৃষ্ণ। অথর্ব্ববেদ সংহিতাতেও নানা প্রকার ক্রিয়ার ব্যবস্থা আছে। মারণ, বশীকরণ ইত্যাদি হিংসাত্মক আভিচারিক ক্রিয়াই অথর্ব্ববেদের লক্ষ্য। ঋগ্বেদ শ্লোকাত্মক, সামবেদ গানাত্মক, যজুর্ব্বেদ গদ্যাত্মক এবং অথর্ব্ববেদে তিনই দেখা যায়।

বেদের একটি নাম শ্রুতি। শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতমণ্ডলী একজন অপরের নিকট শ্রবণ করিয়া বেদবিষয়ক শিক্ষা লাভ করিতেন এবং মুখে মুখেই শিষ্যগণকে বেদবিষয়ক উপদেশ প্রদান করিতেন। এই জন্য

পুণ্যত্বং ন তু স্বভাবত ইতি দ্রষ্টব্যম্। তথা বিভাবসাবগ্নৌ যত্তেজঃ সর্ব্বদহনপ্রকাশনসামর্থ্যরূপমুষ্ণস্পর্শসহিতং সিতভাস্বরং রূপং পুণ্যম্, তদহমস্মি, চকারাদেবা বায়ৌ পুণ্যঃ উষ্ণস্পর্শাতুরাণামাপ্যায়কঃ শীতস্পর্শঃ সোঽপ্যহমিতি দ্রষ্টব্যম্। সর্ব্বভূতেষু সর্ব্বেষু প্রাণিষু জীবনং প্রাণধারণমায়ুরহমস্মি তদ্রূপে ময়ি সর্ব্বে প্রাণিনঃ প্রোতা ইত্যর্থঃ। তপস্বিষু নিত্যং তপো[যু]যুক্তেষু বানপ্রস্থাদিষু যৎ তপঃ শীতোষ্ণক্ষুৎপিপাসাদিদ্বন্দ্বসহনসামর্থ্যরূপং তদহমস্মি তদ্রূপে ময়ি তপস্বিনঃ প্রোতাঃ, বিশেষণাভাবে বিশিষ্টাভাবাৎ তপশ্চেতি চকারেণ চিত্তৈকাগ্র্যমান্তরং জিহ্বোপস্থাদিনিগ্রহলক্ষণং বাহ্যঞ্চ সর্ব্বং তপঃ সমুচ্চীয়তে ॥ ৯ ॥

নীলকণ্ঠ।—পুণ্য ইতি। রসাদিষ্বপি দ্রষ্টব্যম্. অপুণ্যস্তু সর্ব্বস্যাবিদ্যামাত্রবিলসিতত্বাৎ, বিভাবসৌ বহ্নৌ তেজঃ দহনশক্তিঃ, জীবন্ত্যনেনেতি জীবনমন্নং বিরাজম্, তত্র হি সর্ব্বাণি ভূতানি প্রোতানি। অন্যে তু জীবনং আয়ুরিতি ব্যাচক্ষতে। তপশ্চেতি তপো ধর্ম্মঃ তদ্রূপে ময়ি তপস্বিনঃ প্রোতাঃ, এবমগ্রেঽপি দ্রষ্টব্যম্ ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ।—পুণ্য ইতি। পুণ্যোঽবিকৃতঃ, "গন্ধঃ পুণ্যস্তু চার্ব্বপি" ইত্যমরঃ। চকারো রসাদীনামপি পুণ্যত্বসমুচ্চয়ার্থঃ। তেজঃসর্ব্ববস্তুপাচনপ্রকাশনশীতত্রাণাদিসামর্থ্যরূপঃ সারঃ, জীবনমায়ুরেব সারঃ, তপো দ্বন্দ্বসহনাদিকমেব সারঃ ॥ ৯ ॥

তাৎপর্য্য।—শ্রীভগবান্ পূর্ব্ব শ্লোকে স্বকীয় সর্ব্বময়তা ও সর্ব্বভূতের সারত্ব প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করিয়া কয়েকটিমাত্র প্রাকৃতিক বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। এক্ষণে আরও কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ করিতেছেন। পৃথিবী-মহাভূতের সার গন্ধতন্মাত্র। আমিই অবিকৃত সুরভিগন্ধরূপে পৃথিবীতে অনুস্যূত রহিয়াছি। রসাদিরও পুণ্যত্ব সূচনার্থ এস্থলে 'পৃথিব্যাঞ্চ' এই পদে চকার প্রযুক্ত হইয়াছে। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ ইহারা স্বভাবতঃ পুণ্যত্ব ও অবিকৃতত্ব ধর্ম্মসংযুক্ত। প্রাণিবর্গের অধর্ম্মবিশেষ হেতু

বেদের শ্রুতি নাম হইয়াছিল। বেদ কখন লিখিত হইত না। এই জন্য কাল সহকারে বেদ সকল সংমিশ্রিত হইয়া গিয়াছিল এবং বিভিন্ন সমাজে বিভিন্নভাবে আলোচিত হইতেছিল। মহর্ষি বাদরায়ণি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন এই বেদের বিভাগ সাধন করিয়াছিলেন। এজন্য তাঁহার বেদব্যাস এই নাম হইয়াছিল। "অষ্টাবিংশে পুনঃ প্রাপ্তে হ্যস্মিন্ বৈ দ্বাপরে দ্বিজাঃ। পরাশরসুতো ব্যাসঃ কৃষ্ণদ্বৈপায়নোঽভবৎ ॥ স এব সর্ব্ববেদানাং পুরাণানাং প্রদর্শকঃ। পারাশর্য্যো মহাযোগী কৃষ্ণদ্বৈপায়নো হরিঃ ॥ আরাধ্য দেবমীশানং দৃষ্ট্বা সাম্বং ত্রিলোচনম্। তৎপ্রসাদাদসৌ ব্যাসো বেদানামভবৎ প্রভুঃ ॥ অথ শিষ্যান্ প্রজগ্রাহ চতুরো বেদপারগান্। জৈমিনিঞ্চ সুমন্তঞ্চ বৈশম্পায়নমেব চ ॥ পৈলং তেষাং চতুর্থঞ্চ পঞ্চমং মাং মহামুনিঃ। ঋগ্বেদশ্রাবকং পৈলং প্রজগ্রাহ মহামুনিঃ ॥ যজুর্ব্বেদপ্রবক্তারং বৈশম্পায়নমেব চ। জৈমিনিং সামবেদস্য শ্রাবকং সোঽন্বপদ্যত ॥ তথৈবাথর্ব্ববেদস্য সুমন্তমৃষিসত্তমম্। ইতিহাসপুরাণ্যানি প্রবক্তুং মামযোজয়ৎ ॥ এক আসীদ্‌যজুর্ব্বেদস্তঞ্চতুর্দ্ধা ব্যকল্পয়ৎ। চাতুর্হোত্রমভূদ্‌যস্মিংস্তেন

তত্তাবতের অপুণ্যত্ব ও বিকৃতত্ব সংঘটিত হইয়া থাকে। এস্থলে শ্রীভগবান্ প্রদর্শন করিতেছেন যে, পুণ্যস্বরূপ, পবিত্রস্বরূপ, অবিকারস্বরূপ তন্মাত্র মহাভূতের সার; আমি তদ্রূপে মহাভূতের সর্ব্বত্র অনুস্যূত রহিয়াছি। এইরূপ অগ্নির সর্ব্ববস্তু দহন, পাচন, প্রকাশন, শীতনিবারণ, আলোক প্রদান, উজ্জ্বলতা বিধান প্রভৃতি ধর্ম্ম সার ও পুণ্যস্বরূপ। অগ্নির সেই সারস্বরূপ ও পুণ্যস্বরূপ তেজ আমাকেই জানিবে। এস্থলে 'তেজশ্চ' এই পদের চকার দ্বারা ইহাই সূচিত হইতেছে যে, বায়ুর উষ্ণত্ব, শৈত্য, মধুরত্ব প্রভৃতি পুণ্য সমূহও আমি। অন্যান্য মহাভূতের সহিত শ্রীভগবানের এতদ্বৎ সম্বন্ধ বুঝিতে হইবে। সকল প্রাণির আয়ুই তাহাদের সার; কারণ যতক্ষণ আয়ু ততক্ষণই তাহাদের প্রাণিত্ব। আমিই আয়ু রূপে সর্ব্বপ্রাণিতে বিরাজিত; পরমায়ুরূপ আমাতেই প্রাণিপুঞ্জ প্রোত রহিয়াছে। বানপ্রস্থাদি ধর্ম্মাবলম্বী নিত্য তপ সম্পন্ন তপস্বিগণ শীতোষ্ণ, ক্ষুৎপিপাসা ইত্যাদি দ্বন্দ্ব সহনে সমর্থ এবং এই সামর্থ্যই তাঁহাদের তপ। আমিই তাঁহাদের তাদৃশ তপস্বরূপ। তপরূপ আমাতেই তপস্বিগণ প্রোত রহিয়াছেন। মূলস্থিত 'তপশ্চ' এই পদস্থিত চকার দ্বারা আন্তর ও বাহ্য উভয় প্রকার তপই গৃহীত হইতেছে। চিত্তের একাগ্রতা ও তজ্জনিত দ্বন্দ্বসহন সামর্থ্যাদি আন্তর তপ এবং আসন, জিহ্বোপস্থাদি নিগ্রহ, নেত্রস্থিরীকরণ ইত্যাদি বাহ্যতপ। এস্থলে উভয় প্রকার তপই লক্ষিত।

শ্রীমৎ শ্রীধরস্বামী পুণ্যগন্ধ প্রসঙ্গে পক্ষান্তরে লিখিয়াছেন যে, বিভূতিকল্প শ্রীভগবান্ পৃথিবীর আশ্রয় স্বরূপ, এরূপ অর্থ গ্রহণ করিলে, সুরভিগন্ধের সর্ব্বোৎকৃষ্টতারূপ বিভূতিত্ব নিবন্ধন, মূলে 'পুণ্যো গন্ধঃ' পদপ্রযুক্ত হইয়াছে ॥ ৯ ॥

যজ্ঞমথাকরোৎ॥ অধ্বর্য্যবং যজুর্ভিঃ স্তাদৃগ্‌ভির্হৌত্রং দ্বিজোত্তমাঃ। ঔদ্গাত্রং সামভিশ্চক্রে ব্রহ্মত্বঞ্চাপ্যথর্ব্বভিঃ॥ ততঃ স ঋচ উদ্ধৃত্য ঋগ্বেদং কৃতবান্ প্রভুঃ। যজূংসি চ যজুর্ব্বেদং সামবেদঞ্চ সামভিঃ॥ একবিংশতিভেদেন ঋগ্বেদং কৃতবান্ পুরা। শাখানান্তু শতেনাথ যজুর্ব্বেদমথাকরোৎ॥ সামবেদং সহস্রেণ শাখানাঞ্চ বিভেদতঃ। অথর্ব্বাণমথো বেদং বিভেদ নবকেন তু॥ ভেদৈরষ্টাদশৈর্ব্যাসঃ পুরাণং কৃতবান্ প্রভুঃ। যোহয়মেকশ্চতুষ্পাদো বেদঃ পূর্ব্বং পুরাতনাৎ॥" (কূর্ম্মপুরাণ)

হিন্দুর প্রমাণ, তর্ক, শাস্ত্রীয় আলোচনা সকলই বেদে পর্য্যবসিত। যেখানে শাস্ত্রীয় তর্কে বিরোধ বা মতান্তর উপস্থিত হয়, সেখানে একপক্ষ শ্রৌত প্রমাণ প্রয়োগ করিলেই অপর পক্ষকে অবশ্যই নিবৃত্ত হইতে হইবে; কারণ অপৌরুষেয় ব্রহ্মস্বরূপ বেদবাক্যের উপর আর কোনই তর্ক সম্ভাবিত নহে। এই

বীজং মাং সর্ব্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্।
বুদ্ধির্বুদ্ধিমতামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্ ॥ ১০ ॥

অন্বয়।—পার্থ (কৌন্তেয়) মাম্ (পরমেশ্বরম্) সর্ব্ব-ভূতানাম্ (সকলস্থাবরজঙ্গমানাম্) সনাতনম্ (নিত্যম্) বীজম্ (কারণম্) বিদ্ধি (জানীহি) অহম্ বুদ্ধিমতাম্ (বিবেকশক্তিমতাম্) বুদ্ধিঃ (বিবেকশক্তিঃ) তেজস্বিনাম্ (প্রগল্ভানাম্) তেজঃ (প্রাগল্ভ্যম্) অস্মি ॥ ১০ ॥

প্রতিশব্দ।—অর্জ্জুন আমাকে সকল-বস্তুর অনাদি কারণ জানিবে আমি বুদ্ধিমানদিগের প্রজ্ঞা প্রগল্ভদিগের তেজ হই ॥ ১০ ॥

ব্যাখ্যা।—হে অর্জ্জুন! আমাকেই এই স্থাবরজঙ্গম সকল পদার্থের অনাদি কারণ বলিয়া জানিবে; আমিই বুদ্ধিমানগণের বুদ্ধি এবং তেজস্বিগণের তেজঃ স্বরূপ ॥ ১০ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—বীজমিতি। বীজং প্ররোহকারণং মাং বিদ্ধি সর্ব্বভূতানাং, হে পার্থ! সনাতনং চিরন্তনম্। কিঞ্চ বুদ্ধির্ব্বিবেকশক্তিরন্তঃকরণস্য বুদ্ধিমতাং বিবকশক্তিমতামস্মি, তেজঃ প্রাগল্ভ্যং তদ্বতাং তেজস্বিনামহম্ ॥ ১০ ॥

আনন্দগিরি।—নম্বু সর্ব্বাণি ভূতানি স্বকারণে প্রোতানি কথং তেষাং ত্বয়ি প্রোতত্বম্? তত্রাহ বীজমিতি। বীজান্তরাদ্যপেক্ষয়ানবস্থাং বারয়তি সনাতনমিতি। চৈতন্যস্যাভিব্যঞ্জকং তত্ত্বনিশ্চয়সামর্থ্যং বুদ্ধিস্তদ্বতাং যা বুদ্ধিস্তদ্ভূতে ময়ি সর্ব্বে বুদ্ধিমন্তঃ প্রোতা ভবন্তীত্যাহ কিঞ্চেতি। প্রাগল্ভ্যবতাং যৎ প্রাগল্ভ্যং তদ্ভূতে ময়ি তদ্বন্তঃ প্রোতা-ইত্যাহ তেজ ইতি। তদ্ধি প্রাগল্ভ্যং যৎপরাভিভবসামর্থ্যং পরৈশ্চাপ্রধৃষ্যত্বম্ ॥ ১০ ॥

হনুমান্।—বীজমিতি। বীজং রোহণসামর্থ্যং মাং সর্ব্বভূতানাং বিদ্ধি, পার্থ! সনাতনং চিরন্তনম্, বুদ্ধির্বুদ্ধিমতামস্মি, তেজঃ প্রাগল্ভ্যং তেজস্বিনামহম্ ॥ ১০ ॥

সনাতন শাস্ত্রের আলোচনা কালসহকারে এ হতভাগ্য দেশে ক্রমশঃ মন্দীভূত হইয়া আসিয়াছে। এমন কি বেদালোচনা ও বেদাধ্যাপন বিষয়ক প্রকৃষ্ট চতুষ্পাঠী এ বঙ্গদেশে নাই বলিলেই হয়। শাস্ত্রেও উক্ত আছে যে, বেদশাস্ত্র চিরকাল বসুন্ধরায় থাকিবেন না। যথা; কলের্দ্দশসহস্রান্তে যযৌ ত্যক্ত্বা হরেঃ পদম্। বৈষ্ণবাশ্চ পুরাণানি শঙ্খানি শ্রাদ্ধতর্পণম্॥ বেদোক্তানি চ কর্ম্মাণি যযুস্তৈঃ সার্দ্ধমেব চ। হরিপূজা হরের্নাম তৎকীর্ত্তিগুণকীর্ত্তনম্॥ বেদাঙ্গানি চ শাস্ত্রানি যযুস্তৈঃ সার্দ্ধমেব চ। সত্বঞ্চ ধর্ম্মঃ সত্যশ্চ বেদাশ্চ গ্রামদেবতাঃ॥ (ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ। প্রকৃতিখণ্ড ৬ অধ্যায়ঃ।) হায় সেই দারুণ দুঃসময় আগত-প্রায়! এস্থলে আচার্য্য শ্রীসত্যব্রত সামশ্রমী মহাশয়ের বেদবিষয়ক

শ্রীধর।—কিঞ্চ বীজমিতি। সর্ব্বেষাং চরাচরাণাং ভূতানাং বীজং সজাতীয়কার্য্যোৎপাদনসামর্থ্যম্. সনাতনং নিত্যং উত্তরোত্তরসর্ব্বকার্য্যেষ্বনুস্যূতম্, তদেব বীজং মদ্বিভূতিং বিদ্ধি ন তু প্রকৃতিব্যক্তিরিব নশ্যৎ, তথা বুদ্ধিমতাং বুদ্ধিঃ প্রজ্ঞাহমস্মি, তেজস্বিনাং প্রগল্‌ভানাং তেজঃ প্রাগল্‌ভ্যমহম্॥ ১০ ॥

বলদেব।—বীজমিতি। সর্ব্বভূতানাং চরাচরাণাং যদেকবীজং সনাতনং নিত্যং ন তু প্রতিব্যক্তিভিন্নমনিত্যং বা। তৎ প্রধানাখ্যং, সর্ব্ববীজং মামেব বিদ্ধি, তদ্রূপয়া বিভূত্যা তান্যহং পালয়ামি। তৎপরেণ হি তানি পুষ্যন্তে। বুদ্ধিঃ সারাসারবিবেকবতী, তেজঃ প্রাগল্‌ভ্যং পরাভিভবসামর্থ্যং পরানভিভাব্যত্বঞ্চ ॥ ১০ ॥

মধুসূদন।—বীজমিতি। সর্ব্বাণি ভূতানি স্বস্ববীজেষু প্রোতানি, নতু ত্বয়ীতি চেন্নেত্যাহ বীজমিতি। যৎ সর্ব্বভূতানাং স্থাবরজঙ্গমানামেকং বীজং কারণং সনাতনং নিত্যং বীজান্তরানপেক্ষম্, নতু প্রতিব্যক্তিভিন্নমনিত্যং বা তদব্যাকৃতাখ্যং সর্ব্ববীজং মামেব বিদ্ধি নতু মদ্ভিন্নং হে পার্থ! অতো যুক্তমেকস্মিন্নেব ময়ি সর্ব্ববীজে প্রোতত্বং সর্ব্বেষামিত্যর্থঃ। কিঞ্চ বুদ্ধিস্তত্ত্বাতত্ত্ববিবেকসামর্থ্যং তাদৃশবুদ্ধিমতামহমস্মি, বুদ্ধিরূপে ময়ি বুদ্ধিমন্তঃ প্রোতাঃ বিশেষণাভাবে বিশিষ্টাভাবস্যোক্তত্বাৎ, তথা তেজঃ প্রাগল্‌ভ্যং পরাভিভবসামর্থ্যং পরৈশ্চানভিভাব্যত্বং তেজস্বিনাং তথাবিধপ্রাগল্‌ভ্যযুক্তানাং যত্তদহমস্মি, তেজোরূপে ময়ি তেজস্বিনঃ প্রোতা ইত্যর্থঃ॥ ১০ ॥

নীলকণ্ঠ।—বীজমিতি। বীজং কারণম্. সর্ব্বভূতানাং পিণ্ডব্রহ্মাণ্ডাত্মকানাম্, বীজে ময়ি পিণ্ডাদিকং প্রোতম্, কনকে কুণ্ডলাদিবৎ, সনাতনং নিত্যং বীজান্তরাদনুৎপন্নম্, বুদ্ধিরূপে ময়ি বুদ্ধিমন্তঃ প্রোতাঃ, তেজঃ প্রাগল্‌ভ্যং তদ্রূপে ময়ি প্রাগল্‌ভাঃ প্রোতাঃ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ।—বীজমিতি। বীজমবিকৃতং কারণং প্রধানাখ্যমিত্যর্থঃ। সনাতনং নিত্যং বুদ্ধিমতাং বুদ্ধিরেব সারঃ॥ ১০ ॥

তাৎপর্য্য।—অর্জ্জুন যদি বলেন যে, সর্ব্বপ্রকার ভৌতিক পদার্থ স্ব স্ব বীজেই প্রোত ইহা সকলেই জ্ঞাত আছে, অতএব তুমি যে বলিতেছ, তুমিই

উক্তি হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল। এই জগতের মধ্যে আর্য্যদিগের প্রত্যক্ষ যদি কোন সার পদার্থ থাকে, তবে তাহা বেদ; যদি কোন পদার্থকে উপাদেয় বলিয়া পরিচয় প্রদান করিতে হয়, তবে তাহা বেদ ভিন্ন আর কিছুই নহে; আর্য্যজাতির যদি কোন অবিনশ্বর সম্পত্তির অন্বেষণ করা যায়, তাহা হইলে একমাত্র বেদই সেই সম্পত্তি; আর্য্যগণের ধর্ম্মমূল যদি কিছু থাকে, তবে তাহাই বেদ; বেদই আর্য্য ধর্ম্মের ভিত্তি ও একমাত্র অবলম্বন; সকল জাতিতেই সকল ধর্ম্মেরই পরমশত্রু পাপীয়সী নাস্তিকতা রাক্ষসী প্রায় সদা সর্ব্বত্রই উপস্থিত রহিয়াছে, ঐ রাক্ষসীর স্বভাব সুলভ চিরপ্রসারিত করযুগল হইতে পরিত্রাণ পাইবার যদি কিছু উপায় থাকে, তবে তাহা আগম; আর্য্যসন্তানের বেদই একমাত্র সেই আগম। আর্য্যগণ এই বেদের প্রভাবেই সাংসারিক সুখ সম্পত্তির সর্ব্বথা অধিকারী থাকিয়াও, পরাৎপর পরমেশ্বরের লাভে সমর্থ হইয়া থাকেন; গোভিল, আশ্বলায়ন, মনু প্রভৃতি মহর্ষিগণ এই বেদেরই বিধি ও নিষেধ

সর্ব্বত্র প্রোত, তোমার এ উক্তি কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে ? এইরূপ আশঙ্কার উত্তর স্বরূপে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন যে, আমি সর্ব্বভূতের বীজস্বরূপ। যাবতীয় স্থাবর-জঙ্গমাত্মক ভৌতিক পদার্থের আমিই একমাত্র বীজ অর্থাৎ কারণ। যে ক্ষুদ্র বীজ হইতে প্রকাণ্ড বৃক্ষের সমুদ্ভব হয়, সেই বীজ বৃক্ষান্তরের বীজবিশেষ হইতে সমুদ্ভূত। এইরূপ প্রণালীতে কার্য্য-কারণ পর্য্যালোচনা করিলে অনন্ত কার্য্যের অনন্ত কারণ উপলব্ধ হয়। কিন্তু আমি সনাতন কারণ, অর্থাৎ নিত্য বিরাজিত আদি বীজ; আমার উদ্ভব বীজান্তর সাপেক্ষ নহে। প্রত্যেক স্বতন্ত্র ব্যক্তিতে অনুস্যূত থাকিলেও, আমি কখনই অনিত্য নহি; অব্যাকৃত রূপ আমাকেই সকল ভূতের বীজ বলিয়া জানিবে। বিশ্বের কোন পদার্থই এই সর্ব্ববীজ স্বরূপ ভগবদাশ্রয় বিরহিত নহে। অতএব সর্ব্ববীজ স্বরূপ ভগবানে সকল ভূত প্রোত এই উক্তি সর্ব্বথা যথার্থ। আমি বুদ্ধিমানদিগেরও বুদ্ধিস্বরূপ। যে সামর্থ্য প্রভাবে জীব তত্ত্বাতত্ত্ব-বিবেক লাভ করিতে পারে, তাহারই নাম বুদ্ধি। তাদৃশ বিবেক-সামর্থ্য-সম্পন্ন বুদ্ধিমানদিগেরও আমি বুদ্ধিস্বরূপ। অর্থাৎ বুদ্ধিরূপ আমাতেই বুদ্ধিমানগণ প্রোত। তদ্রূপ তেজস্বিগণের অপরকে অভিভূত করিবার সামর্থ্যরূপ যে তেজ, তাহাও আমি। যে শক্তি প্রভাবে প্রগল্‌ভগণ অপরের অভিভব সাধন করেন, তাহাই তাঁহাদের তেজ। আমি তেজশক্তিরূপে অনুস্যূত আছি বলিয়াই তাঁহারা তাদৃশ তেজস্বিতা লাভ করিয়া থাকেন। অতএব তেজরূপ আমাতেই তেজস্বিগণ প্রোত ॥ ১০ ॥

বাক্যগুলি স্মরণ ও অনুশীলন করত সূত্র ও সংহিতা প্রভৃতি স্মৃতিশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন; মার্কণ্ডেয়, ব্যাস প্রভৃতি উপদেষ্টারা এই আখ্যায়িকা ভাগ পল্লবিত করিয়া বিবিধ বিস্তৃত বহুতর পুরাণ শাস্ত্রের প্রচারক হইয়াছেন; কঠ, বাল্মীকি প্রভৃতি মহর্ষিগণও এই বেদেরই কবিত্ব আদর্শ করিয়া আদি কবি বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন; যাঁহাদের প্রসাদ বলে দণ্ডী, কালিদাসাদি মহাত্মারাও কবি হইতে ইচ্ছা করিয়াছেন; পাণিন্যাদি মুনিগণ যাহার বোধ সৌকর্য্যার্থ আজন্ম সচেষ্ট হইয়া ব্যাকরণ শাস্ত্রের প্রচার করিয়াছেম, ষ্ঠৌলষ্ঠিবী শাকপূণি, যাস্ক প্রভৃতি ঋষিগণ যাহাদ শব্দার্থ হৃদয়ঙ্গম করাইবার নিমিত্ত অঙ্গ শাস্ত্রের প্রচার করিয়াছেন; যাহার ভাব-গত বিবাদ মীমাংসা করণার্থ জৈমিনি প্রভৃতি মহামুনিরা আজন্ম শিষ্য পরম্পরায় আয়াস পাইয়াছেন; মহর্ষি কপিলাদি যোগিগণ ঈশ্বরাদি বিষয়ে যেরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করুন না কেন, একমাত্র যে বেদের দোহাই দিয়াই আস্তিক শিরোভূষণ হইয়া রহিয়াছেন; বৌদ্ধাদি শাস্ত্র প্রণেতৃ দার্শনিক বিজ্ঞান, পরলোক, স্বর্গ, নরক প্রভৃতি স্বীকার করিয়াও যে বেদের অবমাননা করায় চিরদিনের জন্য আর্য্য সমাজে তিরস্কৃত রহিয়াছেন; যে বেদের রচনাদি অনুকরণেও

বলং বলবতাঞ্চাহং কাম-রাগ-বিবর্জ্জিতম্।
ধর্ম্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোঽস্মি ভরতর্ষভ ॥ ১১ ॥

অন্বয়।—ভরতর্ষভ (ভরতবংশাবতংস) অহম্ (পরমেশ্বরঃ) বলবতাম্ (ধর্ম্মানুষ্ঠান-সমর্থানাম্) কাম-রাগ-বিবর্জ্জিতম্ (বাসনাবিহীনম্) বলম্ (স্বধর্ম্মানুষ্ঠান-সামর্থ্যম্) ভূতেষু (প্রাণিষু) ধর্ম্ম-অবিরুদ্ধঃ (শাস্ত্র-সম্মতঃ) কামঃ (অভিলাষঃ) অস্মি ॥ ১১ ॥

প্রতিশব্দ।—ভরতবংশধর ! আমি ধর্ম্মানুষ্ঠান-পরায়ণগণের তৃষ্ণানুরাগবিরহিত স্বধর্ম্মপালন-ক্ষমতা প্রাণিসকলে শাস্ত্রবিহিত অভিলাষ হই ॥ ১১ ॥

ব্যাখ্যা।—হে অর্জ্জুন ! আমি ধর্ম্ম পরিপালনে আগ্রহান্বিত ব্যক্তিবর্গের আকাঙ্ক্ষা ও অনুরাগবিহীন স্বধর্ম্মানুষ্ঠান-সামর্থ্য স্বরূপ এবং প্রাণিগণের হৃদয়নিহিত ধর্ম্মসঙ্গত বাসনা স্বরূপ ॥ ১১ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—বলমিতি। বলং সামর্থ্যমোজো বলবতামহম্. তচ্চ বলং কামরাগবিবর্জ্জিতং কামশ্চ রাগশ্চ কামরাগৌ কামস্তৃষ্ণা অসন্নিকৃষ্টেষু বিষয়েষু, রাগো রঞ্জনা প্রাপ্তেষু বিষয়েষু. তাভ্যাং কামরাগাভ্যাং বিবর্জ্জিতং দেহাদিধারণমাত্রার্থং বলং সত্ত্বমহমস্মি ন তু যৎ সংসারিণাং তৃষ্ণা রাগকারণম্। কিঞ্চ ধর্ম্মাবিরুদ্ধো ধর্ম্মেণ শাস্ত্রার্থেন অবিরুদ্ধো যঃ প্রাণিষু ভূতেষু কামো যথা দেহধারণমাত্রাদ্যর্থোঽশনপানাদিবিষয়ঃ কামোঽস্মি। হে ভরতর্ষভ ! ॥ ১১ ॥

আনন্দগিরি।—যচ্চ বলবতাং বলং তদ্ভূতে ময়ি তেষাং প্রোতত্বমিত্যাহ বলমিতি। কামক্রোধাদিপূর্ব্বকস্যাপি বলস্যানুমতিং বারয়তি তচ্চেতি। কামরাগয়োরেকার্থত্বমাশঙ্ক্যার্থভেদমাবেদয়তি কামস্তৃষ্ণেত্যাদিনা। বিশেষণসামর্থ্যসিদ্ধং ব্যাবর্ত্ত্যং দর্শয়তি

বিবিধ আধুনিক গ্রন্থ আর্য্য-ললাট-ফলকে দুস্ত্যজরূপে খোদিতভাবে দেদীপ্যমান দেখা যায়, যে বেদকে আদিম আর্য্যগণ কার্য্যবিশেষে শাস্ত্র ও শস্ত্র উভয় প্রকারেই ব্যবহার করিতেন; তাঁহাদের সন্ততিগণ যাহার মূলান্বেষণে অদ্যাপি শুদ্ধীভাব অবলম্বন করেন, এই আর্য্য-ভূমিতে কত শতবার রাজবিপ্লব রাষ্ট্রপ্লাবনাদি পরিবর্ত্তনকারী অমোঘ কারণকূট ব্যতীত হইল, পরং অদ্যাপি যে বেদের দৃঢ়বন্ধন মূলতঃ যথাবৎ সর্ব্বত্র সমুজ্জ্বল রহিয়াছে, যাহার অনুশাসনে অনন্যোপায় আর্য্যদিগকে গর্ভাধান প্রভৃতি অন্ত্যেষ্টি পর্য্যন্ত অর্থাৎ ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্ব হইতে ভূমিসাৎ হইবার পর পর্য্যন্তও অবশ্যই থাকিতে হয়; আজিও যাহার শাসন প্রতি আর্য্য দেহে প্রতি আর্য্য মনে দৃঢ় অঙ্কিত রহিয়াছে; সেই আর্য্য-জীবন-সর্ব্বস্ব বেদ যে আর্য্যজাতির সর্ব্বথা অনুশীলনীয় ইহা কে অস্বীকার করিবেন ? এবং ঈদৃশ অস্বীকারকারীকে আর্য্য-সমাজ-চ্যুত করিতে কেই বা উপেক্ষা করিবেন ?"

ন স্থিতি। শাস্ত্রার্থাবিরুদ্ধকামভূতে ময়ি তথাবিধকামবতাং ভূতানাং প্রোতত্বং বিবক্ষিত্বাহ কিঞ্চেতি। ধর্ম্মাবিরুদ্ধং কামমুদাহরতি যথেতি॥ ১১॥

রামানুজ।—অতঃ সর্ব্বস্য পরমপুরুষশরীরত্বেনাত্মভূতপরমপুরুষপ্রকারত্বাৎ সর্ব্বপ্রকারত্বাৎ সর্ব্বপ্রকারঃ পরমপুরুষএবাবস্থিত ইতি সর্ব্বৈঃ, শব্দৈস্তৈস্তৈবেহাভিধানমিতি তৎসামানাধিকরণ্যেনাহ রসোঽহমিতি চতুর্ভিঃ। এতে সর্ব্বে বিলক্ষণাভাবা মত্ত এবোৎপন্না মচ্ছেষভূতা মচ্ছরীরতয়া ময্যেবাবস্থিতাঃ। অতস্তত্তৎপ্রকারোঽহমেবাবস্থিতঃ। কিঞ্চিদ্বিশিষ্যাভিধীয়তে॥ ৮। ৯। ১০। ১১॥

হনুমান্‌।—বলমিতি। কামরাগবিবর্জ্জিতং কামশ্চ রাগশ্চ তাভ্যাং বিবর্জ্জিতম্, কামো অদৃশ্যমানেষু তৃষ্ণা [যথা], রাগো রঞ্জনা প্রাপ্তেষু বিষয়েষু ইতি বিশেষঃ। ধর্ম্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোঽস্মি ভরতর্ষভ!॥ ১১॥

শ্রীধর।—কিঞ্চ বলমিতি। কামোঽপ্রাপ্তেষু বস্তুষ্বভিলাষো রাজসঃ, রাগঃ পুনরভিলষিতেঽর্থে প্রাপ্তেঽপি পুনরধিকেঽর্থে চিত্তরঞ্জনাত্মকস্তৃষ্ণাপর্য্যায়স্তামসঃ, তাভ্যাং বিবর্জ্জিতং, বলবতাং বলমস্মি, সাত্ত্বিকং স্বধর্ম্মানুষ্ঠানসামর্থ্যমহমিত্যর্থঃ। ধর্ম্মেণাবিরুদ্ধঃ স্বদারেষু পুত্ত্রোৎপাদনমাত্রোপযোগী কামোঽহমিতি॥ ১১॥

বলদেব।—বলমিতি। কামঃ স্বজীবিকাদ্যভিলাষঃ, রাগস্তু প্রাপ্তেঽপ্যভিলষিতেঽর্থে পুনস্ততোঽপ্যধিকেঽর্থে চিত্তরঞ্জনাত্মকোঽতিতৃষ্ণাপরনামা, তাভ্যাং বিবর্জ্জিতং বলং স্বধর্ম্মানুষ্ঠানসামর্থ্যমিত্যর্থঃ। ধর্ম্মাবিরুদ্ধঃ স্বপত্ন্যাং পুত্ত্রোৎপত্তিমাত্রহেতুঃ॥ ১১॥

মধুসূদন।—বলমিতি। অপ্রাপ্তো বিষয়ঃ প্রাপ্তিকারণাভাবেঽপি প্রাপ্যতামিত্যাকারশ্চিত্তবৃত্তিবিশেষঃ কামঃ প্রাপ্তো বিষয়ঃ, ক্ষয়কারণে সত্যপি ন ক্ষীয়তামিত্যেবমাকারশ্চিত্তবৃত্তিবিশেষো রঞ্জনাত্মা রাগঃ, তাভ্যাং বিশেষেণ বর্জ্জিতং সর্ব্বথা তদকারণং রজস্তমোবিরহিতং যৎ স্বধর্ম্মানুষ্ঠানায় দেহেন্দ্রিয়াদিধারণসামর্থ্যং সাত্ত্বিকং বলং বলবতাং তাদৃশসাত্ত্বিকবলযুক্তানাং সংসারপরাঙ্মুখাণাং তদহমস্মি তদ্রূপে ময়ি বলবন্তঃ প্রোতা ইত্যর্থঃ। চ-শব্দস্তু-শব্দার্থে ভিন্নক্রমঃ। কামরাগবিবর্জ্জিতমেব বলং মদ্রূপত্বেন ধ্যেয়ম্, নতু সংসারিণাং কামরাগকারণং বলমিত্যর্থঃ। ক্রোধার্থো বা রাগশব্দো ব্যাখ্যেয়ঃ। ধর্ম্মো ধর্ম্মশাস্ত্রং তেনাবিরুদ্ধোঽ-

---

বেদ সাধারণতঃ দুই ভাগে বিভক্ত, মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ। মন্ত্রগুলি প্রায়শঃ কোন দেবতার উদ্দেশে লক্ষিত। মন্ত্র ছন্দোবদ্ধ হইলেই তাহাকে ঋক্ বলা যায়, তাহা গদ্যাকার হইল তাহাকে যজু বলে এবং গান করিবার উদ্দেশে ছন্দোবদ্ধ হইলে সাম বলে; বেদের যে গদ্যাংশে আদেশ ও উপদেশ বিধিবদ্ধ আছে, তাহাই ব্রাহ্মণ ভাগ। যজ্ঞীয় উপদেশ, আখ্যায়িকা, বিচার ইত্যাদি বস্তুর বিষয় ব্রাহ্মণভাগে বিন্যস্ত। বেদশাস্ত্রের বিভাগ ও বিস্তার নিম্নোদ্ধৃত বাক্যে পরিদৃষ্ট হইবে। বিভেদ প্রথমং বিপ্র. পৈল ঋগ্বেদপাদপম্। ইন্দ্রপ্রমিতয়ে প্রাদাৎ বাস্কলায় চ সংহিতে॥ চতুর্দ্ধা স বিভেদাথ বাস্কলো নিজসংহিতাম্। বোধ্যাদিভ্যোদদৌ তাস্ত শিষ্যেভ্য স মহামতিঃ॥ বোধ্যাগ্নি মাঠুরৌ তদ্বৎ জাতূকর্ণ-পরাশরৌ। প্রতিশাখাস্ত শাখায়াস্তস্যাস্তে জগৃহুর্মুনে॥ ইন্দ্রপ্রমিতি-

প্রতিষিদ্ধো ধর্ম্মানুকূলো বা, যো ভূতেষু প্রাণিষু কামঃ শাস্ত্রানুমতজায়াপুত্রবিত্তাদিবিষয়োঽভিলাষঃ সোঽহমস্মি। হে ভরতর্ষভ! শাস্ত্রাবিরুদ্ধকামভূতে ময়ি তথাবিধকামযুক্তানাং ভূতানাং প্রোতত্বমিত্যর্থঃ॥ ১১॥

নীলকণ্ঠ।—বলমিতি। বলরূপে ময়ি বলবন্তঃ প্রোতাঃ, কামরাগবিবর্জ্জিতং কামস্তৃষ্ণা, রাগঃ রঞ্জনা, তৌ হি আবিদ্যকৌ, অতো নিরবিদ্যস্য বলং তদ্বর্জ্জিতম্, এবং ধর্ম্মাবিরুদ্ধকামরূপে ময়ি ঈদৃশাঃ কামবন্তঃ প্রোতাঃ॥ ১১॥

বিশ্বনাথ।—বলমিতি। কামঃ স্বজীবিকাদ্যভিলাষঃ, রাগঃ ক্রোধস্তদ্বিবর্জ্জিতম্, ন তদ্দ্বয়োত্থমিত্যর্থঃ। ধর্ম্মাবিরুদ্ধঃ স্বভার্য্যায়াং পুত্রোৎপত্তিমাত্রোপযোগী॥ ১১॥

তাৎপর্য্য।—অপ্রাপ্ত বস্তু সমূহ লাভের নিমিত্ত রজোগুণাত্মক অভিলাষকে কাম বলে। অভিলষিত বিষয় প্রাপ্ত হইলে, পুনরায় অধিক পরিমাণে তল্লাভের নিমিত্ত যে তামসী প্রবৃত্তির উদ্ভব হয় তাহার নাম রাগ। অসন্নিকৃষ্ট বিষয়ের নিমিত্ত তৃষ্ণাকে কাম বলে; অর্থাৎ যে বস্তু উপস্থিত নাই, তাহা পাইবার নিমিত্ত হৃদয়ে যে বলবতী বাসনা সঞ্জাত হয়, তাহারই নাম কাম। বিষয়ভোগ হেতু তৎসম্বন্ধে চিত্ত নিরতিশয় অনুরক্ত হইয়া উঠিলে, তাহার আধিক্যের নিমিত্ত যে আকাঙ্ক্ষা জন্মে, তাহারই নাম রাগ। কাম প্রবৃত্তির প্রাবল্যে মনুষ্য অপ্রাপ্ত বিষয় লাভার্থ এতই ব্যাকুল হয় যে, তৎপ্রাপ্তি সম্বন্ধে কোনই সম্ভাবনা না থাকিলেও, সে স্বকীয় চিত্তকে তল্লাভ-বাসনা-বিহীন করিতে পারে না। কাম প্রবৃত্তির প্রাবল্যে, যে যে বিষয় লাভ ও উপভোগ করিয়া, মানব অকিঞ্চিৎকর আনন্দ প্রাপ্ত হইয়াছে, তত্তদ্বিষয় ক্ষয়শীল ও অচিরস্থায়ী জানিয়াও, সে তৎসমস্তকে অক্ষয় ও অনশ্বর করিবার নিমিত্ত নিরতিশয় আগ্রহান্বিত হইয়া উঠে। এই কাম প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া অতি হীনপদস্থ ভারবাহী মানব, অশ্বদ্বয়-বাহিত যানারোহণের কামনা

রেকাস্তু সংহিতাং স্বস্তুতং ততঃ। মাণ্ডূকেয়ং মহাত্মানং মৈত্রেয়াধ্যাপয়ৎ তদা॥ তস্য শিষ্য-প্রশিষ্যেভ্যঃ পুত্রশিষ্যক্রমাদ্যযৌ। বেদমিত্রস্তু শাকল্যঃ সংহিতাং তামধীতবান্॥ চকার সংহিতাঃ পঞ্চ শিষ্যেভ্যঃ প্রদদৌ চ তাঃ। তস্য শিষ্যাশ্চ যে পঞ্চ তেষাং নামানি মে শৃণু॥ মুদ্গলো গোখলুশ্চৈব বাৎস্যঃ শালীয় এব চ। শৌশিরঃ পঞ্চমশ্চাসীন্মৈত্রেয় সুমহামতিঃ॥ সংহিতাঃ ত্রিতয়ঞ্চক্রে শাকপূর্ণিরথেতরঃ। নিরুক্তমকরোৎ তদ্বচ্চতুর্থং মুনিসত্তম॥ ক্রৌঞ্চো বৈতালিকস্তদ্বদ্বলাকশ্চ মহামতিঃ। নিরুক্তকৃচ্চতুর্থোঽভূদ্বেদবেদাঙ্গপারগঃ॥ ইত্যেতাঃ প্রতিশাখাভ্যো হ্যনুশাখা দ্বিজোত্তম। বাস্কলিশ্চাপরাস্তিস্রঃ সংহিতাঃ কৃতবান্ দ্বিজঃ॥ শিষ্যঃ কালায়নির্গার্গ্যস্তৃতীয়শ্চ তথা জবঃ। ইত্যেতে বহ্ব্চাঃ প্রোক্তাঃ সংহিতা যৈঃ প্রবর্ত্তিতাঃ॥ (বিষ্ণুপুরাণ, ৩ অংশ, বেদবিভক্তি নামক ৪ অধ্যায়) যজুর্ব্বেদস্য সংহিতা যথা। যজুর্ব্বেদতরোঃ শাখাঃ সপ্তবিংশন্মহামতিঃ। বৈশম্পায়ননামাসৌ ব্যাস শিষ্যশ্চকার বৈ॥ শিষ্যেভ্যঃ প্রদদৌ

করে ; ভিক্ষোপজীবী দীন হীন জন পরিচারক-পরিবৃত হইয়া স্বর্ণ সৌধে সমাসীন হইতে বাসনা করে ; এবং পরান্নপুষ্ট দাসও প্রভুপদবী প্রাপ্ত হইয়া চতুর্দ্দিকে স্বকীয় আধিপত্য ও পদ-গৌরব বিকীরণ করিতে আকাঙ্ক্ষা করে। এতাদৃশ বিসদৃশ পরিবর্ত্তন সমূহ সম্ভবপর কি না, অথবা ঈদৃশ ঈপ্সিত অবস্থোন্নতির কোন সমুচিত কারণ বা লক্ষণ তাহাদের জীবনক্ষেত্রে উপস্থিত আছে কি না, ইহা বিবেচনা করিয়া দেখা তাহারা আবশ্যক বলিয়া জ্ঞান করে না। কামান্ধ হইলে মনুষ্য এইরূপ কাণ্ডজ্ঞান পরিশূন্য হইয়া থাকে। রাগের বশীভূত হইয়াও মানব নানাবিধ হাস্যজনক ব্যবহার করে। রাগান্ধ ধনবান্, কালের অপরিহার্য্য আক্রমণেও যাহাতে শিথিল ও স্খলিত না হয় এইরূপ অভিপ্রায়ে, উপাদানের সংগ্রহ ও সংযোগ করিয়া অট্টালিকা বিনির্ম্মাণ করেন ; মরণান্তেও স্বকীয় ধন-সম্পত্তি উত্তরাধিকারীগণের হস্ত হইতেও বিগত না হয়, এইরূপ অভিপ্রায়ে সাবধান ব্যবহারজীবীগণের সহিত মন্ত্রণা করিয়া, চরম পত্র প্রস্তুত করেন ; এবং মসীরাশি প্রয়োগ করিয়া স্বকীয় তুষার-ধবল কেশরাশিকে কৃষ্ণবর্ণে প্রচ্ছন্ন করেন ও অস্থি-বিনির্ম্মিত কৃত্রিম দন্ত ধারণ করিয়া স্বকীয় অপগত যৌবন-শ্রী চিরস্থায়ী হইয়াছে বলিয়া বোধ করেন। কিন্তু যাঁহাদের হৃদয় সাত্ত্বিক ভাবের প্রাবল্যে বলীয়ান্, তাঁহাদের হৃদয়ে উল্লিখিতরূপ কাম ও রাগ কখনই প্রবেশ লাভ করিতে পারে না। স্বধর্ম্মানুষ্ঠানের দ্বারা দেহেন্দ্রিয়াদি ধারণের সামর্থ্যরূপ যে বল তাহা নিরবচ্ছিন্ন সাত্ত্বিক,—রজঃ ও তমোগুণের সংস্পর্শ-পরিশূন্য। এইরূপ সংসার-পরাঙ্মুখ, সাত্ত্বিক বল-সম্পন্ন ব্যক্তিদিগের আমিই বল। সাত্ত্বিক বলরূপ আমাতেই তাদৃশ কামরাগ বিবর্জ্জিত সাত্ত্বিক বলশালী ব্যক্তিগণ প্রোত।

তাশ্চ জগৃহুস্তেঽপ্যনুক্রমাৎ॥ যাজ্ঞবল্ক্যস্তু তস্যাভূদ্‌ব্রহ্মরাতসুতো দ্বিজঃ॥ শিষ্যঃ পরমধর্ম্মজ্ঞো গুরুবৃত্তিপরঃসদা। ঋষির্য্যোঽদ্য মহামেরোঃ সমাজে নাগমিষ্যতি। তস্য বৈ সপ্তরাত্রন্তু ব্রহ্মহত্যা ভবিষ্যতি। পূর্ব্বমেব মুনিগণৈঃ সময়োঽয়ং কৃতো দ্বিজ॥ বৈশম্পায়ন একস্তু তং ব্যতিক্রান্তবাংস্ততঃ। স্বস্রীয়ং বালকং সোঽথ পদা স্পৃষ্টমঘাতয়ৎ॥ স শিষ্যানাহ ভোঃ শিষ্যাঃ ব্রহ্মহত্যাপহং ব্রতম্। চরধ্বং মৎকৃতে সর্ব্বে ন বিচার্য্যমিদং তথা॥ অথাহ যাজ্ঞবল্ক্যস্তং কিমেভির্ভগবন্ দ্বিজাঃ। ক্লেশিতৈরল্পতেজোভিশ্চরিষ্যেঽহমিদং ব্রতম্॥ ততঃ ক্রুদ্ধো গুরুঃ প্রাহ যাজ্ঞবল্ক্যমহামতিম্। মুচ্যতাং যৎ ত্বয়াধীতং মত্তো বিপ্রাবমন্তক। নিস্তেজসো বদস্যেতান্ যত্ত্বং ব্রাহ্মণপুঙ্গবান্। তেন শিষ্যেণ নার্থোঽস্তি

6

শ্লোকের দ্বিতীয়ার্দ্ধের প্রথমেই 'ধর্ম্মাবিরুদ্ধঃ' এই বাক্য আছে। ধর্ম্মের অবিরুদ্ধ, অর্থাৎ ধর্ম্ম সঙ্গত, সুতরাং ধর্ম্মশাস্ত্র প্রতিপাদিত বিষয় সমূহই এস্থলে লক্ষিত। প্রাণিগণের যে কাম ধর্ম্মশাস্ত্রের অনুমোদিত তাহা আমারই স্বরূপ। দাঁরপরিগ্রহ ও সন্তানোৎপাদন উভয়ই ধর্ম্মশাস্ত্র সম্মত ব্যবস্থা। বরং ইহার অকরণে প্রত্যবায়ভাগী হইতে হয়, ইহাই ধর্ম্মশাস্ত্রের মত। সুতরাং নিয়মিতকালে, কামোত্তেজনা সহকারে, স্বকীয় বিবাহিতা বনিতায় উপগত হওয়া কখনই অধর্ম্মজনক কার্য্যরূপে পরিগণিত হইতে পারে না। এতাদৃশ কাম ধর্ম্মসঙ্গত ও সুবিহিত। গৃহস্থাশ্রমাবলম্বীর স্ত্রী-পুত্রাদির ভরণপোষণ, অভ্যাগত অতিথ্যাদির সেবা, কর্ত্তব্য ব্রতনিয়মাদির পরিপালন ইত্যাদি কার্য্যের নিমিত্ত বিহিত ধনোপার্জ্জন ও বিত্তসঞ্চয় অবশ্য করণীয়। তাদৃশ বিত্তার্জ্জন ও সংরক্ষণ কখনই অধর্ম্মজনক কার্য্যরূপে পরিগণিত হইতে পারে না। শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, হে ভরতর্ষভ! আমিই মনুষ্যগণের এইরূপ ধর্ম্মসঙ্গত কামস্বরূপ। অর্থাৎ উল্লিখিত শাস্ত্রসম্মত কাম স্বরূপ আমাতে তাদৃশ কামযুক্ত প্রাণিসমূহ প্রোত রহিয়াছে। নৃপকুলশ্রেষ্ঠ ভরতরাজের প্রতিষ্ঠিত বংশাবলী চিরদিনই স্বধর্ম্মপরায়ণ ও ধর্ম্মসঙ্গত কামের অধীন। অর্জ্জুন সেই বংশের শ্রেষ্ঠপুরুষ; সুতরাং ভগবানে প্রোত একথা বলাই বাহুল্য।

শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ও কোন কোন টীকাকার কামশব্দের স্বকীয় জীবিকাদি লাভের অভিলাষ, এবং রাগ শব্দের ক্রোধ এইরূপ অর্থ করিয়াছেন ॥১১॥

* * *

যে চৈব সাত্ত্বিকা ভাবা রাজসাস্তামসাশ্চ যে।
মত্ত এবেতি তান্ বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে ময়ি ॥১২॥

অন্বয়।—যে চ এব সাত্ত্বিকাঃ (সত্ত্বনির্বৃ্তাঃ—শমদমাদয়ঃ) ভাবাঃ (পদার্থাঃ) যে রাজসাঃ (রজোনির্বৃ্তাঃ—হর্ষদর্পাদয়ঃ) তামসাঃ

মমাজ্ঞাভঙ্গকারিণা॥ যাজ্ঞবল্ক্যস্ততঃ প্রাহ ভক্তৈতৎ তে ময়োদিতং। মমাপ্যলং ত্বয়াধীতং যন্ময়া তদিদং দ্বিজ॥ শ্রীপরাশর উবাচ। ইত্যুক্ত্বা রুধিরাক্তানি স্বরূপাণি যজূংষি সঃ। ছর্দ্দয়িত্বা দদৌ তস্মৈ যযৌ চ স্বেচ্ছয়া মুনিঃ॥ যজূংষ্যথ বিসৃষ্টানি যাজ্ঞবল্ক্যেন বৈ দ্বিজ। জগৃহুস্তিত্তিরা ভূত্বা তৈত্তি-

(তমোনির্ব্বৃতাঃ—শোকমোহাদয়ঃ) চ তান্ মত্তঃ (পরমেশ্বরাৎ) এব [জাতান্] ইতি বিদ্ধি (জানীহি) [এবমপি] ন তু অহং তেষু (ভাবেষু) [অহং ন তদধীন ইতি ভাবঃ] তে (ভাবাঃ) ময়ি (পরমেশ্বরে) [বর্ত্তন্তে—মদধীনা ইত্যর্থঃ] ॥ ১২ ॥

প্রতিশব্দ।—যাহারা সত্ত্বগুণান্বিত পদার্থ যাহারা রজোগুণান্বিত এবং তমোগুণান্বিত সে-সকল আমা-হইতেই [জন্মিয়াছে] ইহা জানিবে [এরূপ হইলেও] নহি কিন্তু আমি সে-সকলে [আমি তাহাদের অধীন নহি] তাহারা আমাতে [আমার অধীন] ॥ ১২ ॥

ব্যাখ্যা।—যাবতীয় সাত্ত্বিক রাজসিক ও তামসিক পদার্থ আমা হইতেই সমুৎপন্ন সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া আমি তাহাদের অধীন নহি, তাহারাই আমার অধীন ॥ ১২ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—কিঞ্চ যে চৈবেতি। যে চৈব সাত্ত্বিকাঃ সত্ত্বনির্ব্বৃতাঃ ভাবাঃ পদার্থাঃ রাজসাঃ রজোনির্ব্বৃতাস্তামসাস্তমোনির্ব্বৃতাশ্চ যে কেচিৎ প্রাণিনাং স্বকর্ম্মবশাৎ জায়ন্তে ভাবাঃ, তান্ মত্ত এব জায়মানানিত্যেবং বিদ্ধি, সর্ব্বান্ সমস্তানেব, যদ্যপি তে মত্তো জায়ন্তে তথাপি ন ত্বহং তেষু তদধীনস্তদ্বশো যথা সংসারিণস্তে পুনর্ময়ি মদ্বশা মদধীনাঃ ॥ ১২ ॥

আনন্দগিরি।—চিদানন্দয়োরভিব্যঞ্জকানাং ভাবানাং ঈশ্বরাত্মত্বাভিধানাদন্যেষামতদাত্মত্বপ্রাপ্তাবুক্তং কিঞ্চেতি। প্রাণিনাং ত্রৈবিধ্যে হেতুং দর্শয়ন্ বাক্যার্থমাহ যে কেচিদিতি। তর্হি পিতুরিব পুত্রাধীনত্বং ততো জায়মানানাং তদধীনত্বং তবাপি স্যাদিতি বিক্রিয়াবত্ত্বদূষ্যত্বপ্রসক্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ যদ্যপীতি। মম পরমার্থত্বাৎ তেষাং কল্পিতত্বান্ন তদ্গুণ-

---

রীয়াস্ত তে ততঃ॥ ব্রহ্মহত্যাব্রতং চীর্ণং গুরুণা চোদিতৈস্তু যৈ। চরকাধ্বর্য্যবস্তে তু চরণান্মুনিসত্তম॥ যাজ্ঞবল্ক্যোঽপি মৈত্রেয় প্রাণায়াম-পরায়ণঃ। তুষ্টাব প্রযতঃ সূর্য্যং যজূংষ্যভিলষং স্ততঃ॥ শ্রীযাজ্ঞবল্ক্য উবাচ। নমঃ সবিত্রে দ্বারায় মুক্তেরমিততেজসে। ঋক্ যজুঃ সাম ভূতায় ত্রয়ীধামবতে নমঃ॥ শ্রীপরাশর উবাচ। ইত্যেবমাদিভিস্তেন স্তূয়মানঃ স্তবৈরবিঃ। বাজিরূপধরঃ প্রাহ ব্রিয়তামভিবাঞ্ছিতং। যাজ্ঞবল্ক্য স্ততঃ প্রাহ প্রণিপত্য দিবাকরং। যজূংষি তানি মে দেহি যানি সন্তি ন মে গুরৌ। শ্রীপরাশর উবাচ। এবমুক্তো দদৌ তস্মৈ যজূংষি ভগবান্ রবি। অযাতযামসংজ্ঞানি যানি বেত্তি ন তদ্গুরুঃ॥ যজূংষি যৈরধীতানি তানি বিপ্রৈর্দ্বিজোত্তম। বাজিনস্তে সমাখ্যাতাঃ সূর্য্যোঽশ্বঃ সোঽভ্যবদ্যত॥ শাখাভেদাস্ততেষাং বৈ দশ পঞ্চ চ বাজিনাম্। কাণ্বাদ্যাঃ সুমহাভাগ-যাজ্ঞবল্ক্য-প্রবর্ত্তিতা॥ (বিষ্ণুপুরাণ, ৩. অংশ, ৫ অধ্যায়ঃ)। সামবেদস্য সংহিতা, যথা।

দোষৌ ময়ি স্যাতামিত্যর্থঃ। তেষামপি তদ্বদেব স্বতন্ত্রতাসম্ভবাৎ কিমিতি কল্পিতত্বম্? ইত্যাশঙ্ক্যাহ তে পুনরিতি। ত্রিবিধানাং ভাবানাং ন স্বাতন্ত্র্যমীশ্বরকার্য্যত্বেন তদধীনত্বাৎ, তথা চ কল্পিতত্বাধিষ্ঠানসত্তাপ্রতীতিভ্যামেব তত্ত্বাৎ তন্মাত্রসিদ্ধিরিত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

রামানুজ।—য ইতি। সাত্ত্বিকাঃ রাজসাস্তামসাশ্চ জগতি ভোগ্যত্বেন দেহত্বেন যোগ্যত্বেন ইন্দ্রিয়ত্বেন তত্তদ্ধেতুত্বেন চাবস্থিতা যে ভাবাস্তান্ সর্ব্বান্ মত্ত এবোৎপন্নান্ বিদ্ধি। তে মচ্ছরীরতয়া ময্যেবাবস্থিতা ইতি চ নত্বহং তেষু নাহং কদাচিদপি তদায়ত্ত-স্থিতিঃ, অন্যত্রাত্মায়ত্তস্থিতিত্বেঽপি শরীরস্য শরীরেণাত্মনঃ স্থিতাবপি উপকারো বিদ্যতে, মম তু তৈর্ন কশ্চিৎ তথাবিধ উপকারঃ, কেবলং লীলৈব প্রয়োজনমিত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

হনুমান্।—যে চৈবেতি। যে চৈব সাত্ত্বিকাঃ সত্ত্বগুণনির্বৃত্তাঃ ভাবাঃ প্রাণিনঃ রাজসাঃ রজোগুণনির্বৃত্তাঃ, তামসাঃ তমোগুণনির্বৃত্তাশ্চ; এতে মত্ত এব ঈশ্বরাজ্জাতাঃ, তান্ বিদ্ধি। যদ্যপ্যেবং ন ত্বহং তেষু তদ্বশোঽহং ন ভবামি তে অপি মদ্বশা ইত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

শ্রীধর।—কিঞ্চ যে চৈবেতি। যে চান্যেঽপি স্বাত্ত্বিকাভাবাঃ শমদমাদয়ঃ, রাজসাশ্চ হর্ষদর্পাদয়ঃ, তামসাশ্চ যে শোকমোহাদয়ঃ প্রাণিনাং স্বকর্ম্মবশাজ্জায়ন্তে, তান্ সর্ব্বান্ মত্তএব জাতান্ বিদ্ধি মদীয়প্রকৃতিগুণত্রয়কার্য্যত্বাৎ, এবমপি তেষ্বহং ন বর্ত্তে জীববৎ তদধীনোঽহং ন ভবামীত্যর্থঃ। তে তু মদধীনাঃ সন্তো ময়ি বর্ত্তন্ত ইত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

বলদেব।—এবং কাশ্চিদ্বিভূতীরভিধায় সমাসেন সর্ব্বাস্তাঃ প্রাহ যে চৈবেতি। যে মিথো বিলক্ষণস্বভাবাঃ স্বাত্ত্বিকাদয়ো ভাবাঃ প্রাণিনাং শরীরেন্দ্রিয়বিষয়াত্মনা তৎ কারণত্বেন চাবস্থিতাস্তান্ সর্ব্বান্ তত্তচ্ছক্ত্যুপেতান্ মত্ত এবোপপন্নান্ বিদ্ধি। ন ত্বহং তেষু বর্ত্তে নৈবাহং তদধীনস্থিতিঃ, তে ময়ি মদধীনস্থিতয় ইত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

মধুসূদন।—কিমেবং পরিগণনেন যে চৈবেতি। যে চান্যেঽপি ভাবাশ্চিত্তপরিণামাঃ সাত্ত্বিকাঃ শমদমাদয়ঃ, যে চ রাজসা হর্ষদর্পাদয়ঃ, যে চ তামসাঃ শোকমোহাদয়ঃ, প্রাণিনামবিদ্যাকর্ম্মাদিবশাজ্জায়ন্তে, তান্ মত্ত এব জায়মানানিতি "অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভব" ইত্যাদ্যুক্তপ্রকারেণ বিদ্ধি সমস্তানেব। অথবা সাত্ত্বিকা রাজসাস্তামসাশ্চ ভাবাঃ সর্ব্বেঽপি জড়বর্গা

সামবেদতরোঃ শাখা ব্যাসশিষ্যঃ স জৈমিনিঃ। ক্রমেণ যেন মৈত্রেয় বিভেদ শৃণু তন্মম॥ সুমন্তুস্তস্য পুত্রোঽভূৎ সুত্বানপ্যস্য বৈ সুতঃ। অধীতবন্তাবেকৈকাং সংহিতাং তৌ মহামুনী॥ সাহস্রং সংহিতাভেদং সুকর্ম্মা তৎসুতস্ততঃ। চকার তঞ্চ তচ্ছিষ্যৌ জগৃহ্বাতে মহাব্রতৌ॥ হিরণ্যনাভিঃ কৌশল্যঃ পৌষ্যঞ্জিশ্চ দ্বিজোত্তমঃ। উদীচ্যাঃ সামগাঃ শিষ্যাস্তস্য পঞ্চশতাঃ স্মৃতাঃ॥ হিরণ্যনাভাত্তাবত্যঃ সংহিতা যৈর্দ্বিজোত্তম। গৃহীতা স্তেঽপি চোচ্যন্তে পণ্ডিতৈঃ প্রাচ্যসামগাঃ॥ লোকাক্ষিঃ কুথুমিশ্চৈব কুষীদির্লাঙ্গলিস্তথা। পৌষ্যঞ্জি শিষ্যাস্তদ্ভেদৈঃ সংহিতা বহুলীকৃতা॥ হিরণ্যনাভশিষ্যশ্চ চতুর্ব্বিংশতি সংহিতাঃ। প্রোবাচ কৃতিনামাসৌ শিষ্যেভ্যঃ সুমহামতিঃ॥ তৈশ্চাপি সামবেদোঽসৌ শাখাভির্ব্বহুলী কৃতাঃ। অথর্ব্ববেদস্য সংহিতা যথা। অথর্ব্বণামথো বক্ষ্যে সংহিতানাং সমুচ্চয়ম্। অথর্ব্ববেদং স মুনিঃ

ব্যাখ্যেয়াঃ.বিশেষহেত্বভাবাৎ এবকারশ্চ সমস্তাবধারণার্থঃ। এবমপি না ত্বহং তেষু মত্তো জাতত্বেঽপি তদ্বশস্তদ্বিকারদূষিতো রজ্জুখণ্ড ইব কল্পিতসর্পবিকারদূষিতোঽহং ন ভবামি সংসারীব, তে তু ভাবা ময়ি রজ্জ্বামিব সর্পাদয়ঃ কল্পিতা মদধীনসত্তাস্ফুর্ত্তিকা মদধীনা ইত্যর্থঃ॥ ১২॥

নীলকণ্ঠ।—যে চৈবেতি। সাত্ত্বিকাঃ ধর্ম্মজ্ঞানবৈরাগ্যৈশ্বর্য্যাদয়ঃ, রাজসাঃ লোভপ্রবৃত্ত্যাদয়ঃ, তামসাঃ নিদ্রালস্যাদয়ঃ, তান্ সর্ব্বান্ মত্ত এব রসতন্মাত্রাদিরূপাৎ সূত্রাত্মনো নির্গতা ইতি বিদ্ধি। নন্বেবং তব সর্ব্বজগদাত্মনো বিকারিত্বাপত্ত্যা কৌটস্থ্যহানিরিত্যাশঙ্ক্যাহ, ন ত্বহং তেষু তে ময়ীতি। যেম্ববাদয়ঃ প্রোতাস্তেষু সূত্রাবয়বভূতেষু রসাদিষু অনৃতজড়রূপেষু অবাধিতাত্মচিন্মাত্ররূপো ঘটশরাবোদঞ্চনাদাবিব মৃৎ নাস্মি, অনৃতস্যাস্য সত্তাস্ফুরণে এব স্বকীয়ে প্রযচ্ছামি ন ত্বনৃতাত্মা ভবামীত্যর্থঃ। তে তু ময্যেবাধ্যস্তা মদনন্যাঃ, যথা রজ্জ্বামধ্যস্তাঃ সর্পাদয়ো রজ্জনন্যাঃ, "তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ" ইতি ন্যায়াৎ, অনন্যত্বং ব্যতিরেকেণাভাবঃ, ন খল্বনন্যত্বমিত্যভেদং ব্রূমঃ কিন্তু ভেদং নিষেধামঃ, কুতঃ আরম্ভণশব্দাৎ বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়মিতি বিকারস্য বাগালম্বনত্বেন স্বপ্নমায়েন্দ্রজালিকবিষয়সাম্যশ্রুতেঃ, ন হি আত্মনো বিচিত্রপ্রপঞ্চাত্মত্বে তে ময়ীত্যংশাবিরোধেঽপি ন ত্বহং তেম্বিত্যংশে বিরোধপরিহারো যুজ্যতে কার্য্যস্য কারণাত্মকত্বাবশ্যং ভাবাৎ, তস্মাদ্বিবর্ত্তবাদাশ্রয়েণৈব ব্রহ্মণো জগদুপাদানত্বকূটস্থত্বে নির্ব্বহত ইতি সাধূক্তং নত্বহং তেষু তে ময়ীতি॥ ১২॥

বিশ্বনাথ।—এবং বস্তুকারণভূতাঃ বস্তুসারভূতাশ্চ রাক্ষসাদ্যাশ্চ বিভূতয়ঃ কাশ্চিদুক্তাঃ, কিম্বলমতি বিস্তরেণ। মদধীনং বস্তুমাত্রমেব মদ্বিভূতিরিত্যাহ যে চৈবেতি। সাত্ত্বিকাভাবাঃ শমদমাদয়ঃ দেবাদ্যাশ্চ, রাজসা হর্ষদর্পাদয়োঽসুরাদ্যাশ্চ, তামসাঃ শোকমোহাদয়ো রাক্ষসাদ্যাশ্চ। তান্ মত্ত এবেতি মদীয়প্রকৃতিগুণাকার্য্যত্বাৎ। তেম্বহং ন বর্ত্তে, জীববৎ তদধীনোঽহং ন ভবামীত্যর্থঃ। তে তু ময়ি মদধীনাঃ সন্ত এব বর্ত্তন্তে॥ ১২॥

সুমন্তুরমিতদ্যুতিঃ॥ শিষ্যমধ্যাপয়ামাস কবন্ধং সোঽপি তদ্দ্বিধা। কৃত্বা তু বেদদর্শায় তথা পথ্যায় দত্তবান্॥ বেদদর্শস্য শিষ্যাস্তু মোদো ব্রহ্মবলিস্তথা। শৌল্কায়নি পিপ্পলাদস্তথান্যো মুনিসত্তমঃ॥ পথ্যস্যাপি ত্রয়ঃ শিষ্যাঃ কৃতা যৈর্দ্বিজ সংহিতাঃ। জাজলিঃ কুমুদাদিশ্চ তৃতীয় শৌনকো দ্বিজ॥ শৌনকস্তুদ্বিধা কৃত্বা দদাবেকান্তু বভ্রবে। দ্বিতীয়াং সংহিতাং প্রাদাৎ সৈন্ধবায়নসংজ্ঞিনে॥ সৈন্ধবা মুঞ্জকেশাশ্চ ভিন্নবেদা দ্বিধা পুনঃ। নক্ষত্রকল্পো বেদানাং সংহিতানান্তথৈব চ॥ চতুর্থঃ স্যাদঙ্গিরসঃ শান্তিকল্পশ্চ পঞ্চমঃ। শ্রেষ্ঠাশ্চাথর্ব্বণামেতে সংহিতানাং বিকল্পকাঃ॥ (বিষ্ণুপুরাণ, ৩ অংশ, ৬ অধ্যায়)। বেদে প্রধানতঃ নিম্নলিখিত দেবতার উদ্দেশে স্তুতি দেখিতে পাওয়া যায়। যথা; ইন্দ্র, অগ্নি, সোম, সবিতা, বরুণ, রুদ্র, উষা, পুষা, দাব্যা পৃথিবী, মিত্রাবরুণ, সূর্য্য প্রভৃতি। বেদে যে সকল যজ্ঞ ক্রিয়া বিষয়ক উপদেশ ও ব্যবস্থা আছে, তম্মধ্যে কয়েকটির নাম লিখিত হইতেছে। যথা; দর্শপূর্ণমাস, পিণ্ডপিতৃযজ্ঞ, অগ্নিহোত্র, চাতুর্ম্মাস্য, অগ্নিষ্টোম, গবাময়ন সত্র, বাজপেয়, রাজসূয়, সৌত্রামণী, অশ্বমেধ, পুরুষমেধ, পিতৃমেধ ইত্যাদি। বৈদিক অধিকাংশ যজ্ঞই এক্ষণে হিন্দুসমাজে অপ্রচলিত হইয়াছে। যাহাও প্রচলিত আছে, তাহাও অঙ্গহীন।

তাৎপর্য্য।—শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য ও শ্রীমদানন্দগিরির অভিপ্রায়। প্রাণিদিগের মধ্যে যে সাত্ত্বিক অর্থাৎ সত্ত্বনির্ব্বৃত, রাজসিক অর্থাৎ রজোনির্ব্বৃত এবং তামসিক অর্থাৎ তমোনির্ব্বৃত এই ত্রিবিধ ভাব পরিদৃষ্ট হয়, তৎসমস্ত তাহাদের স্বকর্ম্ম বশেই সঞ্জাত হইয়া থাকে। স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে তৎসমস্তের উদ্ভব হইলেও, বস্তুতঃ আমা হইতে সকলই সমুৎপন্ন। তৎসমস্ত আমা হইতে সঞ্জাত হইলেও, আমি তাহাদের অধীন নহি। পুত্র পিতার দ্বারা জাত হইলেও, স্নেহাদি কারণে পিতাকেও পুত্রের অধীন হইতে হয়। কিন্তু পদার্থ-সমূহ ভগবজ্জাত হইলেও, শ্রীভগবান্ তদধীন নহেন। শ্রীভগবান্ পরমার্থতঃ সত্য; পদার্থপুঞ্জ কল্পিতমাত্র। সুতরাং তত্তাবতের কোন গুণ-দোষই শ্রী ভগবানে সংলিপ্ত হয় না এবং কোনরূপেই তাঁহাকে বশীভূত করিতে পারে না। উল্লিখিত ত্রিবিধভাব ঈশ্বরেরই কার্য্য এবং তদধীন, এই জন্য তাহাদের স্বতন্ত্রতা নাই; কল্পিত হইলেও তাহারা সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরেরই বশীভূত।

শ্রীমৎশ্রীধরস্বামী ও শ্রীমন্মধুসূদন সরস্বতীর অভিপ্রায়। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় ব্যাপার যে ভাবে শ্রীভগবানে প্রোত আছে, তাহার কিয়দংশ তিনি পূর্ব্বে প্রদর্শন করিয়াছেন। কেবল যে বাহ্য বিষয় সমূহই তাঁহাতে প্রোত এমন নহে; মানবের আন্তরিক শক্তি ও ধর্ম্ম সমূহও তাঁহারই কর্ত্তৃত্বাধীনে সমুদ্ভূত হইয়া থাকে। তিনিই বুদ্ধিমানের বুদ্ধি, তেজস্বিগণের তেজ, ধর্ম্মপ্রাণগণের ধর্ম্মবল, এবং প্রাণিগণের ধর্ম্মসঙ্গত কাম। এই সকল বাক্য দ্বারা শ্রীভগবান্ প্রাণিবৃন্দের আন্তরিক শক্তির উপরও স্বকীয় সম্পূর্ণ আধিপত্যের বিষয় পরিব্যক্ত করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত চিত্তের পরিণাম সমূহও যে তাঁহারই অধীন এবং তাঁহারই দ্বারা সঞ্জাত, ইহাই এক্ষণে ব্যক্ত করিতেছেন। প্রাণিগণের শম-দমাদি সাত্ত্বিকভাব, হর্ষ-দর্পাদি রাজসিক ভাব, শোক-মোহাদি তামসিক ভাব দৃষ্ট হয়। এই ত্রিবিধ ভাবই প্রাণিগণের অবিদ্যা কর্ম্মবশে সমুদ্ভূত হইয়া থাকে। সেই অবিদ্যা ভগবানের অধীন; সুতরাং তৎসমস্ত ভগবান্ হইতেই সঞ্জাত। শ্রীভগবান্ এই গীতা শাস্ত্রের সপ্তমাধ্যায়স্থ ষষ্ঠসংখ্যক শ্লোকে বলিয়াছেন যে, প্রকৃতি বা অবিদ্যার জড়াত্মক ও জীবাত্মক এই ভাবদ্বয় হইতেই সমস্ত স্থাবর জঙ্গম সংগঠিত হইয়াছে। তদুভয় প্রকৃতিই আমা হইতে জাত। অতএব আমিই সপ্রকৃতিক যাবতীয় চেতনাচেতন বিশ্বব্যাপারের

একমাত্র স্রষ্টা ও প্রলয় কর্ত্তা। বর্ত্তমান শ্লোকে ও ইহার পূর্ব্বগত কয়টি শ্লোকে সেই স্থূল বাক্য অধিকতর বিশদীকৃত হইয়াছে। প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা। সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণের সাম্যাবস্থাই প্রকৃতি। সুতরাং সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণ বা তজ্জনিতভাব সমূহও প্রকৃতিরই কার্য্য। প্রকৃতি ঈশ্বরের অধীন; অতএব চিত্তের পরিণাম সমূহও শ্রীভগবান্ হইতেই প্রাদুর্ভূত। তৎসমস্ত শ্রীভগবান্ হইতে সঞ্জাত হইলেও, তিনি কখনই সেই সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভাবরূপ জড়বর্গের অধীন বা তজ্জনিত বিকারগ্রস্ত হন না। রজ্জুতে সর্প-বিকার কল্পিত হইলে, রজ্জুর সর্পত্ব হয় না। তদ্রূপ তৎসমস্ত শ্রীভগবানে কল্পিত হইলেও, তজ্জন্য ভগবানের তদধীনতারূপ বিকার হয় না। তৎসমস্ত শ্রীভগবানে কল্পিত; সুতরাং সম্পূর্ণরূপে ভগবানেরই অধীন। রজ্জুতে কল্পিত সর্পাদি যেমন রজ্জুর দ্বারাই স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ শ্রীভগবানে কল্পিত জড়বর্গ ভগবানের দ্বারাই স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়; অতএব ভগবদধীন।

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য ও শ্রীমদ্বলদেবের অভিপ্রায়। কতকগুলি বিভূতির বিষয় পূর্ব্বে বিবৃত করিয়া এক্ষণে শ্রীভগবান্ এক সঙ্গে 'যে চৈব' ইত্যাদি বাক্যে সকল কথাই ব্যক্ত করিতেছেন। সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক ভাব সমূহ বিলক্ষণ-স্বভাব অর্থাৎ বিরুদ্ধ ধর্ম্মাক্রান্ত এবং প্রাণিগণের ভোগ্য, দেহ, ইন্দ্রিয়, এবং তত্তাবতের হেতুরূপে অবস্থিত। তৎসমস্তই আমা হইতে উৎপন্ন এবং আমাতেই অবস্থিত; কিন্তু আমি কদাচ তাহাদের আয়ত্ত অর্থাৎ অধীন নহি। আত্মা শরীর মধ্যে অবস্থিত থাকায় শরীরের উপকার আছে; কিন্তু তাহাতে আমার তাদৃশ কোনই উপকার নাই। আমি লীলার নিমিত্ত নানা ভূত সৃষ্টি করিয়া তন্মধ্যে বিরাজমান থাকি মাত্র।

শ্রীমন্নীলকণ্ঠের অভিপ্রায়। ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য-আদি সাত্ত্বিক ভাব; লোভ প্রবৃত্তি আদি রাজসিক ভাব; নিদ্রালস্যাদি তামসিক ভাব। রস তন্মাত্রাদি রূপ সূত্রস্বরূপ আত্মা হইতে এই সমস্ত ভাব পদার্থ নির্গত হইয়াছে। যদি বল "এইরূপে সর্ব্ব-জগদাত্মত্ব হেতু তোমাতে (শ্রীভগবানে) বিকারিত্ব দোষ ঘটিতেছে।" তদুত্তরে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন যে, আমা হইতে উদ্ভূত হইলেও, আমি তাহাদের অধীন নহি, তাহারাই আমার অধীন।

জল প্রভৃতি ভূত পদার্থ সমূহ যে যে পদার্থে প্রোত আছে, সেই মিথ্যা জড়-রূপ সূত্রাবয়বভূত রসাদি পদার্থ সমূহে আমি অসংবাদিত চিন্ময়রূপে বিরাজমান আছি এবং আমারই সত্তা হেতু তৎসমস্ত স্ফুরণ প্রাপ্ত হয়। তৎসমূহে আমি ঘটশরাবাদির উপাদানভূত মৃত্তিকার ন্যায় বিরাজমান নহি। আমার সত্তা দ্বারা মিথ্যা পদার্থের স্ফুরণ প্রদান করি মাত্র, কিন্তু তাই বলিয়া আমি স্বয়ং মিথ্যা হইয়া যাই না। তৎসমস্ত মিথ্যা পদার্থ আমাতেই অধ্যস্ত, আমা হইতে তাহারা অনন্য, অর্থাৎ স্বতন্ত্রভাবে সত্তাবিশিষ্ট নহে। রজ্জুতে যে সর্পাদির অধ্যাস তাহা রজ্জু হইতে অব্যতিরিক্ত।

শ্রীমদ্বিশ্বনাথের অভিপ্রায়। বস্তুর কারণভূত এবং সারভূত কতকগুলি বিভূতির বিষয় কথিত হইল। কিন্তু অতি বিস্তারিত বিবরণের প্রয়োজন কি? আমার অধীন বস্তুমাত্রই আমার বিভূতি। শমদমাদি এবং দেবাদি সাত্ত্বিক, হর্ষদর্পাদি এবং অসুরাদি রাজসিক, শোকমোহাদি এবং রাক্ষসাদি তামসিক। এ সকলই আমার প্রকৃতির গুণ-জাত, সুতরাং আমা হইতেই সমুৎপন্ন। জীব যেমন যখন যে আধার-মধ্যস্থ হয় তখন তদধীনতা প্রাপ্ত হয়; অর্থাৎ কখন মানব দেহ মধ্যস্থ হইয়া তদধীন ভাবে কালপাত করে, কখন বা তির্য্যকত্ব লাভ করিয়া তদীয় বশবর্ত্তিতায় জীবন ব্যয় করে; আমি পদার্থ সমূহে বিরাজমান থাকিলেও, কখনই সেরূপে তদধীন হই না। পদার্থ সমূহ আমারই অধীনতা-পাশে চির বদ্ধ ॥ ১২ ॥

* * *

ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্ব্বমিদং জগৎ।
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়।—এভিঃ (প্রাগুক্তৈঃ) ত্রিভিঃ (ত্রিবিধৈঃ) গুণময়ৈঃ (সত্ত্বরজস্তমোগুণবিকারৈঃ) ভাবৈঃ (পদার্থৈঃ) ইদং সর্ব্বং জগৎ (প্রাণিজাতম্) মোহিতম্ (বিবেকবিহীনতাপ্রাপ্তম্) [সৎ] এভ্যঃ (গুণময়ভাবেভ্যঃ) পরম্ (ব্যতিরিক্তম্) অব্যয়ম্ (নির্ব্বিকারম্) মাম্ (পরমেশ্বরম্) ন অভিজানাতি (জ্ঞানবিষয়ীভূতং করোতি) ॥ ১৩ ॥

প্রতিশব্দ।—এই তিন গুণাত্মক পদার্থ-দ্বারা এই সকল প্রাণি

বিবেকশূন্য [হইয়া] এ-সকল-হইতে ব্যতিরিক্ত বিকাররহিত আমাকে জানে না ॥ ১৩ ॥

ব্যাখ্যা।—পূর্ব্বোক্তরূপ গুণত্রয়ের বিকারভূত পদার্থসমূহ এই সমস্ত প্রাণিমণ্ডলকে এরূপ মোহাচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে যে, তাহারা গুণাতীত ও জন্মমরণাদি সর্ব্ববিক্রিয়া বিরহিত আমাকে জানিতেই পারে না ॥ ১৩ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—এবম্ভূতমপি পরমেশ্বরং নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবং সর্ব্বভূতাত্মানং নির্গুণং সংসারদোষবীজপ্ররোহকারণং মাং নাভিজানাতি জগদিত্যনুক্রোশং দর্শয়তি ভগবান্, তচ্চ কিং নিমিত্তং জগতো বিজ্ঞানম্? উচ্যতে ত্রিভিরিতি। ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈর্গুণবিকারৈঃ রাগদ্বেষমোহাদিপ্রকারৈর্ভাবৈঃ পদার্থৈরেভির্যথোক্তৈঃ সর্ব্বমিদং প্রাণিজাতং জগৎ মোহিতমবিবেকতামাপাদিতং সৎ নাভিজানাতি; মামেভ্যো যথোক্তেভ্যো গুণেভ্যঃ পরং ব্যতিরিক্তং বিলক্ষণঞ্চাব্যয়ং ব্যয়রহিতং জন্মাদিসর্ব্বভাববিকারবর্জ্জিতমিত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

আনন্দগিরি।—সতীশ্বরস্য স্বাতন্ত্র্যে নিত্যশুদ্ধত্বাদৌ চ কুতো জগতস্তদাত্মকস্য সংসারিত্বমিত্যাশঙ্ক্য তদজ্ঞানাদিত্যাহ এবম্ভূতমপীতি। যদ্যপ্রপঞ্চোঽবিক্রিয়শ্চ ত্বম্, কস্মাৎ ত্বামাত্মভূতং স্বয়ংপ্রকাশং সর্ব্বো জনস্তথা ন জানাতি? ইতি মত্বা শঙ্কতে তচ্চেতি। শ্লোকেনোত্তরমাহ উচ্যত ইতি। এভ্যঃ পরমিত্যপ্রপঞ্চকত্বমুচ্যতে, অব্যয়মিতি। সর্ব্ববিক্রিয়ারাহিত্যম্ ॥ ১৩ ॥

রামানুজ।—তদেবং চেতনাত্মকং কৃৎস্নং জগৎ মদীয়ং কালে কালে মত্ত এবোৎপদ্যতে। ময়ি চ প্রলীয়তে ময্যেবাবস্থিতং মচ্ছরীরভূতং মদাত্মকঞ্চেত্যহমেব কার্য্যাবস্থায়াং কারণাবস্থায়াঞ্চ সর্ব্বশরীরতয়া সর্ব্বপ্রকারোঽবস্থিতঃ, অতঃ কারণত্বেন শেষিত্বেন চ জ্ঞানাদ্যসংখ্যেয়কল্যাণগুণৈশ্চাহমেব সর্ব্বৈঃ প্রকারৈঃ পরতরো মত্তোঽন্যৎ কেনাপি কল্যাণগুণগণেন পরতরং ন বিদ্যতে, এবং ভূতং মাং তেভ্যঃ সাত্ত্বিকরাজসতামসেভ্যো ভাবেভ্যঃ পরং মদসাধারণৈঃ কল্যাণগুণৈস্তত্তদ্ভোগ্যতাপ্রকারৈশ্চ পরং উৎকৃষ্টতমম্, অব্যয়ং সদৈকরূপমপি তৈরেব ত্রিভির্গুণময়ৈর্হীনতরৈঃ ক্ষণবিধ্বংসিভিঃ পূর্ব্বকর্ম্মানুগুণদেহেন্দ্রিয়ভোগ্যত্বেনাবস্থিতৈঃ পদার্থৈঃ মোহিতং দেবতির্য্যঙ্মনুষ্যস্থাবরাত্মনাবস্থিতং ত্রিজগদিদং নাভিজানাতি ॥ ১৩ ॥

হনুমান্।—ত্রিভিরতি। ত্রিভির্গুণৈঃ সত্ত্বরজস্তমোময়ৈর্ভাবৈঃ প্রাণিভিরেভিঃ সর্ব্বমিদং জগদ্বর্ত্ততে, মম মায়য়া মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যো গুণেভ্যঃ পরং কারণত্বেন স্থিতমব্যয়ম্ ॥ ১৩ ॥

শ্রীধর।—এবং ভূতমীশ্বরং ত্বাময়ং জনঃ কিমিতি ন জানাতি? ইত্যত আহ ত্রিভি-

রিতি। ত্রিভিস্ত্রিবিধৈরেভিঃ পূর্ব্বোক্তৈর্গুণময়ৈঃ কামলোভাদিভির্গুণবিকারৈর্ভাবৈঃ স্বভাবৈর্মোহিতমিদং জগৎ অতো মাং নাভিজানাতি। কথং ভূতম্? এভ্যো ভাবেভ্যঃ পরং এভিরস্পৃষ্টম্, এতেষাং নিয়ন্তারম্ অতএবাব্যয়ং নির্ব্বিকারমিত্যর্থঃ॥ ১৩॥

বলদেব।—অথ শক্তিদ্বয়বিবিক্তং স্বস্য ধ্যেয়স্বরূপং দর্শয়ন্ তস্যাজ্ঞানে তদাসক্তিমেব হেতুমাহ ত্রিভিরিতি। এভিঃ পূর্ব্বোদিতৈর্গুণময়ৈর্মন্মায়াগুণকার্য্যৈস্ত্রিবিধৈঃ সাত্ত্বিকাদিভির্ভাবৈর্ভবনধর্ম্মিভিঃ ক্ষণপরিণামিভিস্তত্তৎকর্ম্মানুগুণশরীরেন্দ্রিয়বিষয়াত্মনাবস্থিতৈর্মোহিতমবিবেকিতাং নীতং সৎ সর্ব্বমিদং জগৎ সুরাসুরমনুষ্যাদ্যাত্মনাবস্থিতং জীববৃন্দং কর্ত্তৃ এভ্যঃ সাত্ত্বিকাদিভ্যো ভাবেভ্যঃ পরং তৈরস্পৃষ্টমনন্তকল্যাণগুণরত্নাকরং বিজ্ঞানানন্দঘনং সর্ব্বেশ্বরমব্যয়মপ্রচ্যুতস্বভাবং মাং কৃষ্ণং নাভিজানাতি প্রত্যুতাস্যয়তি॥ ১৩॥

মধুসূদন।—তব পরমেশ্বরস্য স্বাতন্ত্র্যে নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবত্বে চ সতি কুতো জগতস্তদাত্মকস্য সংসারিত্বং এবংবিধমৎস্বরূপাপরিজ্ঞানাদিতি চেৎ তদেব কুতঃ? ইত্যত আহ ত্রিভিরিতি। এভিঃ প্রাগুক্তৈস্ত্রিভিস্ত্রিবিধৈর্গুণময়ৈঃ সত্ত্বরজস্তমোগুণবিকারৈর্ভাবৈঃ সর্ব্বৈরপি ভবনধর্ম্মিভিঃ সর্ব্বমিদং জগৎ প্রাণিজাতং মোহিতং বিবেকাযোগ্যত্বমাপাদিতং সদেভ্যো গুণময়েভ্যো ভাবেভ্যঃ এষাং পরং কল্পনাধিষ্ঠানমত্যন্তবিলক্ষণমব্যয়ং সর্ব্ববিক্রিয়াশূন্যমপ্রপঞ্চমানন্দঘনমাত্মপ্রকাশমব্যবহিতমপি মাং নাভিজানাতি, ততশ্চ স্বরূপাপরিচয়াৎ সংসরতীবেত্যহো দৌর্ভাগ্যমবিবেকিজনস্যেত্যনুক্রোশং দর্শয়তি ভগবান্॥ ১৩॥

নীলকণ্ঠ।—কথং তর্হি স্থূলসূক্ষ্মপ্রপঞ্চবাধেন জনা আত্মানং নাবগচ্ছন্তি? ইত্যাশঙ্ক্যাহ ত্রিভিরিতি। এভিঃ পূর্ব্বোক্তৈস্ত্রিভিস্ত্রিবিধৈঃ ভাবৈঃ প্রকাশপ্রবৃত্তিনিয়মাদ্যৈর্গুণময়ৈঃ সত্ত্বরজস্তমোগুণবিকারৈঃ ইদং চরাচরং প্রাণিজাতং জগচ্ছব্দবাচ্যং মোহিতং সৎ এভ্যো গুণেভ্যঃ পরং মাং ন জানাতি; যথা রজ্জ্বাং সর্পভ্রমেণ ব্যাকুলঃ সর্পাৎ পরাং রজ্জুং ন জানাতি তদ্বৎ। পরত্বে হেতুঃ অব্যয়ম্, এতে ভাবাঃ পরিণামিত্বাৎ ব্যয়বন্তঃ। অহন্তু তদ্বিপরীতঃ সাক্ষী ইত্যব্যয়ঃ॥ ১৩॥

বিশ্বনাথ।—নন্বেবং ভূতং ত্বাং পরমেশ্বরং কথময়ং জনো ন জানাতি? ইত্যত আহ ত্রিভিরিতি। গুণময়ৈঃ শমদমাদিহর্ষাদিশোকাদ্যৈঃ ভাবৈঃ স্বাভাবীভূতৈর্জগৎ জগজ্জাতজীববৃন্দং মোহিতং সৎ মাং নির্গুণত্বাদেভ্যঃ পরং অব্যয়ং নির্ব্বিকারম্॥ ১৩॥

তাৎপর্য্য।—যদি এস্থলে এরূপ আশঙ্কা উপস্থিত হয় যে, পরমেশ্বর জড় জগতের সহিত সম্বদ্ধ থাকিলেও, তাহার অধীন নহেন এবং তাহা হইতে স্বতন্ত্র, তখন মনুষ্য কেন তাঁহাকে চিনিতে ও জানিতে না পারিয়া নিরুদ্ধ-দর্শন বলীবর্দ্দের ন্যায় জীবনপাত করে? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরস্বরূপে এই শ্লোক অবতারিত হইতেছে। পূর্ব্ব-শ্লোকে যে সত্ত্ব, রজঃ ও তমো-

গুণাত্মক পদার্থত্রয়ের প্রসঙ্গ কথিত হইয়াছে, তৎপ্রভাবে জগৎ শব্দ বাচ্য এই বিশ্ব চরাচর বিবেক-বিহীন ও অজ্ঞানাচ্ছন্ন হইয়া থাকে। আমি যে সেই গুণময় পদার্থপুঞ্জ হইতে বিশেষ রূপ বিলক্ষণ ও তৎসমূহের সংস্পর্শ শূন্য এবং ব্যয়রহিত অর্থাৎ জন্মাদি সর্ব্ব-ভাব-বিকার-বিবর্জ্জিত, মোহাচ্ছন্ন প্রাণিগণ তাহা জানিতে পারে না। রজ্জুতে সর্পভ্রম হইলে, মানব সর্পভয়ে ব্যাকুলিত হইয়া প্রকৃত পদার্থ বিনির্ণয়ে অক্ষম হয়। তদ্রূপ গুণবিকার জনিত মোহে নিরুদ্ধ-জ্ঞান মানব সেই গুণাতীত পরব্রহ্মকে দেখিতে, চিনিতে ও বুঝিতে পারে না। বস্তুতঃ পরব্রহ্ম পরমার্থতঃ ও পরিদৃশ্যমান্ সত্য হইলেও এবং সর্ব্বত্র বিরাজিত থাকিলেও, গুণবিকারের আপাত মনোহর আনন্দে প্রমত্ত হইয়া, মানব পরম সুখময় ব্রহ্মানন্দ উপভোগে বঞ্চিত হয়। শোভাময় সরোবর সমীপস্থ কুসুম লতিকায় দোদুল্যমান প্রসূন সমূহকে মলয়-মারুত সহকারে হেলিত দোলিত ও নর্ত্তিত হইতে দেখিয়া, মানবের মন তদীয় বাহ্য সৌন্দর্য্যে বিমোহিত হইয়া উঠে এবং সেই দ্রষ্টার অন্তর তাহার সুরভিশ্বাস সম্ভোগের নিমিত্ত ব্যাকুলিত হইতে থাকে। কিন্তু যে শোভার সারভূত পরম পদার্থে সেই প্রসূন প্রোত, যে অদ্বিতীয় শিল্পীর সুকৌশলে সেই কুসুম জাত, তাঁহার অনুধ্যানে কে ব্যস্ত হয়? সর্ব্বত্রই পরিদৃষ্ট হয় যে, গুণবিকারময় বাহ্যাচ্ছাদন সেই গুণবিকারাতীত পরম পুরুষকে মানব-নয়ন হইতে প্রচ্ছন্ন করিয়া রাখে। পরবর্ত্তী শ্লোকে এই রহস্য বিশেষ রূপে আলোচিত হইতেছে॥ ১৩॥

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥ ১৪॥

অন্বয়।—মম (পরমেশ্বরস্য) এষা (যথোক্তা) দৈবী (অলৌকিকী) গুণময়ী (গুণবিকারাত্মিকা) মায়া (শক্তিঃ) হি (নিশ্চিতম্) দুরত্যয়া (দুরতিক্রমণীয়া) যে (জীবাঃ) মাম্ (পরমেশ্বরম্) এব প্রপদ্যন্তে (ভজন্তি) তে এতাং মায়াং তরন্তি (অতিক্রামন্তি)॥ ১৪॥

প্রতিশব্দ।—আমার কথিত-রূপ অলৌকিকী গুণাত্মিকা মায়া নিশ্চয় দুস্তরা যাঁহারা আমাকে-ই ভজনা করেন তাঁহারা এই মায়া অতিক্রম-করেন ॥ ১৪ ॥

ব্যাখ্যা।—উল্লিখিতরূপ ত্রিগুণাত্মিকা ঐশ্বরী মায়া বাস্তবিকই দুরতিক্রমণীয়া, কিন্তু যাঁহারা আমার শরণাগত হইয়া কেবল আমারই ভজনা করেন, তাঁহারাই এই মায়াকে অতিক্রম করিয়া থাকেন ॥ ১৪ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—কথং পুনর্দৈবীমেতাং ত্রিগুণাত্মিকাং বৈষ্ণবীং মায়ামতিক্রামন্তি? ইত্যুচ্যতে দৈবীতি। দৈবী দেবস্য মমেশ্বরস্য বিষ্ণোঃ স্বভাবভূতা হি যস্মাৎ এষা যথোক্তা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া দুঃখেনাত্যয়োঽতিক্রমণং যস্যাঃ সা দুরত্যয়া, তত্রৈবং সতি সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেব মায়াবিনং স্বাত্মভূতং সর্ব্বাত্মনা যে প্রপদ্যন্তে তে মায়ামেতাং সর্ব্বভূতচিত্তমোহিনীং তরন্ত্যতিক্রামন্তি সংসারবন্ধনাৎ মুচ্যন্ত ইত্যর্থঃ। ১৪।

আনন্দগিরি।—যথা জ্ঞানাদিসিদ্ধমায়াপারবশ্যপরিবর্জ্জনাযোগাজ্জগতো ন কদাচিদপি তত্ত্ববোধসমুদয়সম্ভাবনা? ইত্যাশঙ্কতে কথং পুনরিতি। ভগবদেকশরণতয়া তত্ত্বজ্ঞানদ্বারেণ মায়াতিক্রমঃ সম্ভবতীতি পরিহরতি উচ্যত ইতি। কথং দুরত্যয়ত্বেন তদত্যয়ঃ স্যাদিতি তত্রাহ মামেবেতি। প্রধানস্যেব স্বাতন্ত্র্যং মায়ায়া ব্যুদস্যতি দেবস্যেতি। স্বাতন্ত্র্যে মায়াত্বানুপপত্তিং হিশব্দদ্যোতিতাং হেতুং করোতি যস্মাদিতি। অনুভবসিদ্ধা-সা নাকস্মাদপলাপমর্হতীত্যাহ এষেতি। জগতস্তত্ত্বপ্রতিবন্ধকীভূতা গুণাঃ সত্ত্বাদয়ঃ। মমেতি প্রাগুক্তমেব মায়ায়াঃ সম্বন্ধমনূদ্য বিধিৎসিতং দুরত্যয়ত্বং বিভজতে দুঃখেনেতি। মামেবেত্যাদি ব্যাচষ্টে তত্রেতি। তস্মিন্ মায়ারূপে যথোক্তরীত্যা দুরত্যয়ে সতীতি যাবৎ, মামেবেত্যেবকারেণ মায়ায়া বেদ্যকোটিনিবেশাভাবো বিবক্ষ্যতে, সর্ব্বাত্মনা কর্ম্মানুষ্ঠানাদিব্যগ্রতামন্তরেণেত্যর্থঃ। মায়াতিক্রমে মোহাতিক্রমো ভবতীতি মত্বা বিশিনষ্টি সর্ব্বেতি। মায়াতৎপ্রযুক্তমোহয়োরতিক্রমেঽপি কথং পুরুষস্য পুরুষার্থসিদ্ধিঃ? ইত্যাশঙ্ক্যাহ সংসারেতি ॥ ১৪ ॥

রামানুজ।—কথং স্বতএবানধিকাতিশয়ানন্দে নিত্যে সদৈকরূপে লৌকিকবস্তুভোগ্যতাপ্রকারৈশ্চোৎকৃষ্টতমে ত্বয়ি স্থিতেঽত্যন্তবিহীনেষু গুণময়েষ্বস্থিরেষু ভাবেষু সর্ব্বস্য ভোক্তৃবর্গস্য ভোগ্যত্ববুদ্ধিরুপজায়তে ইত্যত আহ দৈবীতি। মমৈষা গুণময়ী সত্ত্বরজস্তমোময়ী মায়া যস্মাদ্দৈবী দেবেন ক্রীড়াপ্রবৃত্তেন ময়ৈব নির্ম্মিতা তস্মাৎ সর্ব্বৈর্দুরত্যয়া দুরতিক্রমা। অস্যা মায়াশব্দবাচ্যত্বমাসুররাক্ষসশস্ত্রাদীনামিব বিচিত্রকার্য্যকরত্বেন, যথাচ—"ততো ভগবতা তস্য রক্ষার্থং চক্রমুত্তমম্। আজগাম সমাজ্ঞপ্তং জ্বালামালি সুদর্শনম্॥ তেন মায়াসহস্রং তচ্ছম্বরস্যাশুগামিনা। বালস্য রক্ষিতাদেহমেকৈকাংশেন সূদিতম্॥" ইত্যাদৌ, অতো মায়াশব্দো ন মিথ্যার্থবাচী। ঐন্দ্রজালিকাদিষ্বপি কেনচিন্মন্ত্রৌষধাদিনা মিথ্যার্থ-

বিষয়ায়াঃ পারমার্থিক্যা এব বুদ্ধেরুৎপাদকত্বেন মায়াবীতি শব্দপ্রয়োগঃ। তথা মন্ত্রৌষধাদিভেদেন মায়াশব্দপ্রয়োগেষনুগতস্যৈব শব্দার্থতাৎ [তথা মন্ত্রৌষধাদিরেব চ তত্র সর্ব্বপ্রয়োগেষনুগতস্যৈকস্যৈব শব্দার্থত্বাৎ]। তত্র মিথ্যার্থেষু মায়াশব্দো [মায়াশব্দপ্রয়োগঃ] মায়াকার্য্যবুদ্ধিবিষয়ত্বেনোপচারিকঃ, মঞ্চাঃ ক্রোশন্তীতিবৎ। এষা গুণময়ী পারমার্থিকী ভগবন্মায়ৈব। "মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্" ইত্যাদিকমভিধীয়তে। অস্যাঃ কার্য্যং ভগবৎস্বরূপতিরোধানং স্বস্বরূপভোগ্যত্ববুদ্ধিশ্চ। অতো ভগবন্মায়য়া মোহিতং সর্ব্বং জগদ্ভগবন্তমনবধিকাতিশয়ানন্দস্বরূপং নাভিজানাতি। মায়াবিমোচনোপায়মাহ মামেতি। মামেব সত্যসঙ্কল্পং পরমকারুণিকমনালোচিতবিশেষাশেষলোকশরণ্যং যে শরণং প্রপদ্যন্তে, ত এতাং মদীয়াং গুণময়ীং মায়াং তরন্তি মায়ামুৎসৃজ্য মামেবোপাসত ইত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

হনুমান্।—দৈবীতি। দেবস্য মমেশ্বরস্য বিষ্ণোঃ স্বভাবভূতা দৈবী অপ্রাকৃতা হি যস্মাদেষা গুণাত্মিকা মম মায়া দুরত্যয়া দুস্তরা তস্মান্মামেব যে প্রপদ্যন্তে শরণং গচ্ছন্তি মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥ ১৪ ॥

শ্রীধর।—কে তর্হি ত্বাং জানন্তি ? ইত্যত আহ দৈবীতি। দৈবী অলৌকিকী অত্যদ্ভূতেত্যর্থঃ, গুণময়ী সত্ত্বাদিগুণবিকারাত্মিকা মম পরমেশ্বরস্য শক্তির্মায়া দুরত্যয়া দুস্তরা, হি প্রসিদ্ধমেতৎ, তথাপি মামেবেত্যেবকারেণাব্যভিচারিণ্যা ভক্ত্যা যে প্রপদ্যন্তে ভজন্তি, মায়ামেতাং সুদুস্তরামপি তে তরন্তি, ততো মাং জানন্তীতি ভাবঃ ॥ ১৪ ॥

বলদেব।—নন্ু ত্রিগুণায়াস্তন্মায়ায়া নিত্যত্বাৎ তদ্ধেতুকস্য মোহস্য বিনিবৃত্তির্দুর্ঘটেতি চেৎ তত্রাহ দৈবীতি। মম সর্ব্বেশ্বরস্যাবিতর্ক্যাতিবিচিত্রানন্তবিশ্বস্রষ্টুরেষা মায়া দৈবী। অলৌকিক্যত্যদ্ভুতেত্যর্থঃ তাদৃগ্বিশ্বসর্গোপকরণত্বাৎ। শ্রুতিশ্চৈবমাহ, "মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্" ইত্যাদ্যা। গুণময়ী সত্ত্বাদিগুণত্রয়াত্মিকা। শ্লেষেণ ত্রিগুণিতা রজ্জুরিবাতিদৃঢ়তয়া জীবানাং বন্ধহেতুঃ, অতো দুরত্যয়া তেষাং দুরতিক্রমা। রজ্জুপক্ষে ছেত্তুমুদ্গ্রথিতুঞ্চ তৈরশক্যেত্যর্থঃ। যদ্যপ্যেতাদৃশী তথাপি মদ্ভক্ত্যা তদ্বিনিবৃত্তিঃ স্যাদিত্যাহ মামিতি। মাং সর্ব্বেশ্বরং মায়ানিয়ন্তারং স্বপ্রপন্নবাৎসল্যনীরধিং কৃষ্ণং যে তাদৃশসৎপ্রসঙ্গাৎ প্রপদ্যন্তে শরণং গচ্ছন্তি, তে এতামর্ণবমিবাপারাং মায়াং গোষ্পদোদকাঞ্জলিমিবাশ্রমেণ তরন্তি। তাং তীর্ত্বানন্দৈকরসং প্রসাদাভিমুখং স্বস্বামিনং মাং প্রাপ্নুবন্তীতি। মামেবেত্যেবকারো মদন্যেষাং বিধিরুদ্রাদীনাং প্রপত্ত্যা তস্যাস্তরণং নেত্যাহ। শ্রুতিশ্চৈবমাহ, "ত্বমেব বিদিত্বা" ইত্যাদ্যা। মুচুকুন্দং প্রতি দেবাশ্চ "বরং বৃণীষ্ব ভদ্রং তে ঋতে কৈবল্যমদ্য নঃ। এক এবেশ্বরস্তস্য ভগবান্ বিষ্ণুরব্যয়ঃ" ইতি। ঘণ্টাকর্ণং প্রতি শিবশ্চ। "মুক্তিপ্রদাতা সর্ব্বেষাং বিষ্ণুরেব ন সংশয়ঃ" ইতি ॥ ১৪ ॥

মধুসূদন।—নন্ু যথোক্তানাদিসিদ্ধমায়াগুণত্রয়বদ্ধস্য জগতঃ স্বাতন্ত্র্যাভাবেন তৎপরিবর্জ্জনাসামর্থ্যান্ন কদাচিদপি মায়াতিক্রমঃ স্যাদ্বস্তুবিবেকাসামর্থ্যহেতোঃ সদাতনত্বাদিত্যাশঙ্ক্য ভগবদেকশরণতয়া তত্ত্বজ্ঞানদ্বারেণ মায়াতিক্রমঃ সম্ভবতীত্যাহ দৈবীতি।" একো-

দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ” ইত্যাদিশ্রুতিপ্রতিপাদিতে স্বতোদ্যোতনবতি দেবে স্বপ্রকাশচৈতন্যানন্দে নির্ব্বিভাগে তদাশ্রয়তয়া তদ্বিষয়তয়া চ কল্পিতা আশ্রয়ত্ববিষয়ত্বভাগিনী নির্ব্বিভাগচিতিরেব কেবলেত্যুক্তেঃ, এষা সাক্ষিপ্রত্যক্ষত্বেনাপলাপানর্হা হিশব্দাৎ ভ্রমোপাদানত্বাদ্যর্থাপত্তিসিদ্ধা চ গুণময়ী সত্ত্বরজস্তমোগুণত্রয়াত্মিকা ত্রিগুণরজ্জুরিবাতিদৃঢ়ত্বেন বন্ধনহেতুঃ, মম মায়াবিনঃ পরমেশ্বরস্য সর্ব্বজগৎকারণস্য সর্ব্বজ্ঞস্য সর্ব্বশক্তেঃ স্বভূতা স্বাধীনত্বেন জগৎসৃষ্ট্যাদিনির্ব্বাহিকা মায়া তত্ত্বপ্রতিভাসপ্রতিবন্ধেনাতত্ত্বপ্রতিভাসহেতুরাবরণবিক্ষেপশক্তিদ্বয়বত্যবিদ্যা সর্বমপ্রপঞ্চপ্রকৃতিঃ, “মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনান্তু মহেশ্বরম্” ইতিশ্রুতেঃ। অত্রৈবংপ্রক্রিয়া জীবেশ্বরজগদ্বিভাগশূন্যে শুদ্ধে চৈতন্যেঽধ্যস্তানাদিরবিদ্যাসত্ত্বপ্রাধান্যেন স্বচ্ছদর্পণ ইব মুখাভাসং চিদাভাসমাগৃহ্লাতি, ততশ্চ বিম্বস্থানীয়ঃ পরমেশ্বর উপাবিদোষানাস্কন্দিতঃ প্রতিবিম্বস্থানীয়শ্চ জীব উপাধিদোষাস্কন্দিতঃ, ঈশ্বরাচ্চ জীবভোগায়াকাশাদিক্রমেণ শরীরেন্দ্রিয়সংঘাতস্তদ্ভোগ্যশ্চ কৃৎস্নঃ প্রপঞ্চো জায়ত ইতি কল্পনা ভবতি, বিম্বপ্রতিবিম্বমুখানুগতমুখবচ্চ ঈশজীবানুগতং মায়োপাধিচৈতন্যং সাক্ষীতি কল্প্যতে। তেনৈব সাধ্যস্তা মায়া তৎকার্য্যঞ্চ কৃৎস্নং প্রকাশ্যতে অতঃ সাক্ষ্যভিপ্রায়েণ দৈবীতি। বিম্বেশ্বরাভিপ্রায়েণ তু মমেতি ভগবতোক্তম্। যদ্যপ্যবিদ্যাপ্রতিবিম্ব এক এব জীবস্তথাপ্যবিদ্যাগতানামন্তঃকরণসংস্কারাণাং ভিন্নত্বাৎ তদ্ভেদেনান্তঃকরণোপাধেস্তস্যাত্র ভেদব্যপদেশঃ; মামেব যে প্রপদ্যন্তে দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ ন প্রপদ্যন্তে, চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মামিত্যাদিঃ। শ্রুতৌ চ “তদ্যো যো দেবানাং প্রত্যবুদ্ধ্যত স এব তদভবৎ তথর্ষীণাং তথা মনুষ্যাণাম্” ইত্যাদিঃ। অন্তঃকরণোপাধিভেদাপর্য্যালোচনে তু জীবত্বপ্রয়োজকোপাধেরেকত্বাদেকত্বেনৈবাত্র ব্যপদেশঃ, “ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষু প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি, মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ॥” ইত্যাদিঃ। শ্রুতৌ চ, “ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ তদাত্মানমেব বেদাহং ব্রহ্মাস্মীতি, তস্মাৎ তৎ সর্ব্বমভবৎ, একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ, অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য, বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ। ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্প্যতে॥” ইত্যাদিঃ। যদ্যপি দর্পণগতশ্চৈত্রপ্রতিবিম্বঃ স্বং পরঞ্চ ন জানাত্যচেতনাংশস্যৈব তত্র প্রতিবিম্বিতত্বাৎ, তথাপি চিৎপ্রতিবিম্বশ্চিত্ত্বাদেব স্বং পরঞ্চ জানাতি; প্রতিবিম্বপক্ষে বিম্বচৈতন্য এবোপাধিস্থত্বমাত্রস্য কল্পিতত্বাৎ, ভাসপক্ষে তস্যানির্ব্বচনীয়ত্বেঽপি জড়বিলক্ষণত্বাৎ স চ যাবৎস্ববিম্বৈক্যমাত্মনো ন জানাতি তাবজ্জলসূর্য্য ইব জলগতকম্পনাদিকমুপাধিগতং বিকারসহস্রমনুভবতি তদেতদাহ দুরত্যয়েতি। বিম্বভূতেশ্বরৈক্যসাক্ষাৎকারমন্তরেণ অত্যেতুং তরিতুমশক্যেতি দুরত্যয়া, অতএব জীবোঽন্তঃকরণাবচ্ছিন্নত্বাৎ তৎসম্বন্ধমেবাক্ষাদিদ্বারা ভাসয়ন্ কিঞ্চিজ্জ্ঞো ভবতি। ততশ্চ জানামি করোমি ভুঞ্জে চেত্যানর্থশতভাজনং ভবতি, স চেদ্বিম্বভূতং ভগবন্তমনন্তশক্তিং মায়ানিয়ন্তারং সর্ব্বমিদং সর্ব্বফলদাতারমনিশমানন্দঘনমূর্ত্তিমনেকানবতারান্ ভক্তানুগ্রহায় বিদধন্তমারাধয়তি পরমগুরুমশেষকর্ম্মসমর্পণেন তদা বিম্বসমর্পিতস্য প্রতিবিম্বে প্রতিফলাৎ সর্ব্বানপি পুরুষার্থানাসাদয়তি।

এতদেবাভিপ্রেত্য প্রহ্লাদেনোক্তম্। "নৈবাত্মনঃ প্রভুরয়ং নিজলাভপূর্ণো মানং জনাদবিদুষঃ করুণো বৃণীতে। যদ্যজ্জনো ভগবতে বিদধীত মানং তচ্চাত্মনে প্রতিমুখস্য যথা মুখশ্রীঃ॥" ইতি। দর্পণপ্রতিবিম্বিতস্য মুখস্য তিলকাদিশ্রীরপেক্ষিতা চেদ্বিম্বভূতে মুখে সমর্পণীয়া সা স্বয়মেব তত্র প্রতিফলতি নান্যঃ কশ্চিৎ তৎপ্রাপ্তাবুপায়োঽস্তি যথা, তথা বিম্বভূতেশ্বরে সমর্পিতমেব তৎপ্রতিবিম্বভূতো জীবো লভতে নান্যঃ কশ্চিৎ তস্য পুরুষার্থলাভেঽস্ত্যুপায় ইতি দৃষ্টান্তার্থঃ। তস্য যদা ভগবন্তমনন্তমনবরতমারাধয়তোঽন্তঃকরণং জ্ঞানপ্রতিবন্ধকপাপেন রহিতং জ্ঞানানুকূলপুণ্যেন চোপচিতং ভবতি, তদাতিনির্ম্মলে মুকুরমণ্ডল ইব মুখমতিস্বচ্ছেঽন্তঃকরণে সর্ব্বকর্ম্মত্যাগশমদমাদিপূর্ব্বকগুরূপসদনবেদান্তবাক্যশ্রবণমনননিদিধ্যাসনৈঃ সংস্কৃতে তত্ত্বমসীতিগুরূপদিষ্টবেদান্তবাক্যকরণিকাহংব্রহ্মাস্মীত্যনাত্মাকারশূন্যা নিরুপাধিচৈতন্যাকারা সাক্ষাৎকারাত্মিকা বৃত্তিরুদেতি, তস্যাঞ্চ প্রতিফলিতং চৈতন্যং সদ্য এব স্ববিষয়াশ্রয়ামবিদ্যামুন্মূলয়তি দীপ ইব তমঃ। ততস্তস্যা নাশাৎ তয়া বৃত্ত্যা সহাখিলস্য কার্য্যপ্রপঞ্চস্য নাশঃ, উপাদাননাশাদুপাদেয়নাশস্য সর্ব্বতন্ত্রসিদ্ধান্তসিদ্ধত্বাৎ। তদেতদাহ ভগবান্, "মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে" ইতি। "আত্মেত্যেবোপাসীত তদাত্মানমেবাবেৎ তমেব ধীরো বিজ্ঞায় তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি" ইত্যাদিশ্রুতিষ্বিবেহাপি মামেবেত্যেবকারোঽপ্যনুপরক্তপ্রতিপত্ত্যর্থঃ। মামেব সর্ব্বোপাধিরহিতং চিদানন্দং সদাত্মানমখণ্ডং যে প্রপদ্যন্তে বেদান্তবাক্যজন্যয়া নির্ব্বিকল্পকসাক্ষাৎকাররূপয়া নির্ব্বচনানর্হশুদ্ধচিদাকারত্বধর্ম্মবিশিষ্টয়া সর্ব্বসুকৃতফলভূতয়া নিদিধ্যাসনপরিপাকজপ্রসূতয়া চেতোবৃত্ত্যা সর্ব্বাজ্ঞানতৎকার্য্যবিরোধিন্যা বিষয়ীকুর্ব্বন্তি তে, যে কেচিৎ এতাং দুরতিক্রমণীয়ামপি মায়ামখিলানর্থজন্মভূবমনায়াসেনৈব তরন্তি অতিক্রামন্তি। "তস্য হ ন দেবাশ্চ নাভূত্যা ঈষত আত্মা হ্যেষাং স ভবতি" ইতিশ্রুতেঃ। সর্ব্বোপাধিনিবৃত্ত্যা সচ্চিদানন্দঘনরূপেণৈব তিষ্ঠন্তীত্যর্থঃ। বহুবচনপ্রয়োগো দেহেন্দ্রিয়াদিসংঘাতভেদনিবন্ধনাত্মভেদভ্রান্ত্যনুবাদার্থঃ। প্রপশ্যন্তীতি বক্তব্যে প্রপদ্যন্ত ইত্যুক্তেঃ। যে মদেকশরণাঃ সন্তো মামেব ভগবন্তং বাসুদেবমীদৃশমনন্তসৌন্দর্য্যসারসর্ব্বস্বমখিলকলাকলাপনিলয়মভিনবপঙ্কজশোভাধিকচরণকমলযুগলপ্রভমনবরতবেণুবাদননিরতবৃন্দাবনক্রীড়াসক্তমানসহেলোদ্ধৃতগোবর্দ্ধনাখ্যমহীধরং গোপালং নিষূদিতশিশুপালকংসাদিদুষ্টসঙ্ঘমভিনবজলদশোভাসর্ব্বস্বহরণচরণপরমানন্দঘনময়মূর্ত্তিমতিবৈরিঞ্চপ্রপঞ্চমনবরতমনুচিন্তয়ন্তো দিবসানতিবাহয়ন্তি, তে মৎপ্রেমমহানন্দসমুদ্রমগ্নমনস্তয়া সমস্তমায়াগুণবিকারৈর্নাভিভূয়ন্তে, কিন্তু মদ্বিলাসবিনোদকুশলা এতে মদুন্মূলনসমর্থা ইতি শঙ্কমানেব মায়া তেভ্যোঽপসরতি বারবিলাসিনীব ক্রোধনেভ্যস্তপোধনেভ্যঃ। তস্মান্মায়াতরণার্থী মামীদৃশমেব সন্ততমনুচিন্তয়েদিত্যপ্যভিপ্রেতং ভগবতঃ, শ্রুতয়ঃ স্মৃতয়শ্চ অত্রার্থে প্রমাণীকর্ত্তব্যাঃ॥ ১৪।

নীলকণ্ঠ।—দৈবীতি। দেবস্য জীবরূপেণ লীলয়া ক্রীড়তো মম সম্বন্ধিনীয়ং দৈবী, হি প্রসিদ্ধা, পিণ্ডব্রহ্মাণ্ডরূপেণ বিততা এষা মম চিন্মাত্রস্য মায়া মামহং ন জানামীতি সাক্ষিপ্রত্যক্ষত্বেনাপলাপানর্হা অনৃতস্য প্রপঞ্চস্যেন্দ্রজালাদেরিব প্রকাশিকা গুণময়ী সত্ত্বরজস্তমোগুণময়ী

দুরত্যয়া দুরতিক্রমা, যে মামেব সর্ব্বভূতস্থং ভগবন্তং বাসুদেবং প্রপদ্যন্তে বিষয়ীকুর্ব্বন্তি, ত এবৈতাং মায়াং তরন্তি অধিষ্ঠানজ্ঞানেনৈব সমূলস্য ভ্রমস্যোচ্ছেদো ভবতি ন তু জ্ঞানান্তরেণ বা বৃত্তিনিরোধেন বেত্যর্থঃ। অযমর্থঃ জীবেশ্বরবিভাগশূন্যে শুদ্ধচিন্মাত্রে কল্পিতো মায়াদর্পণঃ চিৎপ্রতিবিম্বরূপং জীবং বশীকৃত্য বিম্বচৈতন্যমনুরুধ্য প্রচলতি অয়স্কান্তমনুরুধ্যেব লোহশলাকা ইদমেব ঈশ্বরাধীনত্বং মায়ায়াঃ, ঈশ্বরস্য চ মায়াদ্বারা সর্ব্বস্রষ্টৃত্বমপি। তথা চ শ্রুতিঃ, "অস্মান্মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ তস্মিংশ্চান্যো মায়য়া সন্নিরুদ্ধঃ" ইতি। তথাচৈকৈব মায়া জীবেশ্বরয়োরুপাধির্দর্পণ ইব বিম্বপ্রতিবিম্বয়োঃ, বিম্বপ্রতিবিম্বভাবানাক্রান্তমুভয়ানুস্যূতং শুদ্ধচিন্মাত্রমন্যৎ তৃতীয়ং মুক্তপ্রাপ্যম্, জীবেশ্বরৌ চ উপাধিপক্ষপাতদশায়াম্ অল্পজ্ঞত্বসর্ব্বজ্ঞত্বশাস্যত্বশাসিতৃত্বাদিভাবং ভজতে, তাবেব তদভাবে উপাধিপ্রচারদর্শিনৌ উদাসীনবোধরূপতয়া জীবসাক্ষীশ্বরসাক্ষীতি শব্দাভ্যাং ব্যবহ্রিয়েতে; এবঞ্চ জীব ঈশ্বরারাধনাবাপ্তপ্রত্যক্তত্ত্বজ্ঞানেন মায়ায়াং নষ্টায়াং তৎকার্য্যস্যাপি নাশেন সাক্ষ্যাভাবাৎ সাক্ষিত্বমপি পরিত্যজ্য বিম্বপ্রতিবিম্বানুস্যূতং শুদ্ধং তৃতীয়ং চৈতন্যং প্রাপ্নোতীতি তদিদমুক্তং দৈবী মায়েতি। মম মায়েতি চৈকস্যা এব জীবেশ্বরসম্বন্ধিত্বং জীবস্যেশ্বরভজনেন মায়াতরণমিতি চ ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ।—নমু তর্হি ত্রিগুণময়মোহাৎ কথমুত্তীর্ণা ভবন্তি, তত্রাহ দৈবীতি। বিষয়ানন্দেন দীব্যন্তীতি দেবা জীবাস্তদীয়া তেষাং মোহয়িত্রীত্যর্থঃ। গুণময়ী শ্লেষেণত্রিবেষ্টনমহাপাশরূপা। মম পরমেশ্বরস্য মায়া বহিরঙ্গা শক্তির্দুরত্যয়া দুরতিক্রমা। পাশপক্ষে ছেত্তুং উদ্গ্রন্থয়িতুং বা কেনাপ্যশক্যেত্যর্থঃ। কিন্তু, মদ্বাচি বিশ্বসিহি ইতি স্ববক্ষঃস্পৃষ্ট্বাহ মাং শ্যামসুন্দরাকারমেব ॥ ১৪ ॥

তাৎপর্য্য।—আমার মায়ার গুণত্রয় দ্বারা এই বিশ্বচরাচর সংবদ্ধ। প্রাণিসমূহ সেই গুণময়ী মায়ার পাশে এরূপে সংবেষ্টিত যে, তাহা বিচ্ছিন্ন করিয়া স্বাধীনতা লাভ করা তাহাদের পক্ষে এক প্রকার অসম্ভব। অথচ সেই মায়ার আচ্ছাদনে দৃষ্টি-শূন্য থাকিয়া, তাহারা ভগবজ্‌জ্ঞানরূপ পরম পদার্থের দর্শনে চিরবঞ্চিত থাকিতেছে। প্রাণিগণের এতাদৃশ নিদারুণ দুর্দ্দশা অপনোদনের কি কোনই সমুচিত উপায় নাই? এইরূপ প্রশ্নের উত্তর স্বরূপে এই শ্লোক অবতারিত হইয়াছে। এই শ্লোকের সরল ভাবার্থ নিম্নে প্রকটিত হইতেছে। আমার এই মায়া অলৌকিক অর্থাৎ নিরতিশয় অদ্ভুত ব্যাপার; ইহা ত্রিগুণাত্মিকা অর্থাৎ সত্ত্বরজস্তমোগুণের বিকার-রূপা এবং সর্ব্বতোভাবে দুরতিক্রমণীয়া। কেবল যিনি অব্যভিচারিণী ভক্তি সহকারে আমার ভজনা করেন, তিনিই এই দুস্তরণীয়া মায়াকে অতিক্রম করেন এবং ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া চরিতার্থ হন। বৈষ্ণবী মায়ার নিবিড় অন্ধকার ভেদ করিয়া ব্রহ্মানু-

ভবরূপ বিমল আলোক সমাগম অসম্ভব। এই অত্যদ্ভুত মায়া-পারাবারের অপর পারে গমন করিয়া ব্রহ্মসাক্ষাৎকার রূপ অসুলভ সৌভাগ্য সঞ্চয় করা নিরতিশয় কঠিন ব্যাপার। কিন্তু যে সৌভাগ্যবান্ সাধক একান্ত ভক্তি সহকারে আপনাকে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণ পঙ্কজে সমর্পণ করেন, যিনি অনন্য মনে সর্ব্বশরণ্য শ্রীমন্নারায়ণের শরণ গ্রহণ করেন, তিনি অবহেলায় এই দুস্তরণীয় মায়াসিন্ধু অতিক্রম করিয়া কৃপাসিন্ধু দীনবন্ধুর চরণাশ্রয় লাভ করেন। যে মায়াপারাবার অপরের পক্ষে দুস্তরণীয়, ভগবদ্ভক্ত তাহা গোষ্পদের ন্যায় অনায়াসে অতিক্রম করেন। মায়ার তামসরাশি তাঁহার শ্রীকৃষ্ণচরণার্পিত নয়নের দর্শনশক্তি বিলুপ্ত করিতে পারে না।

শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য ও শ্রীমদানন্দগিরির অভিপ্রায়। আমি পরমেশ্বর বিষ্ণু; মায়া আমার স্বভাবোৎপন্না; এই জন্যই এই বৈষ্ণবী মায়া দৈবী। পূর্ব্ব শ্লোকে পদার্থের ত্রিগুণাত্মিকতার বিষয় কথিত হইয়াছে। পদার্থের তাদৃশ ভাব মায়ার প্রভাবেই সমুৎপন্ন হয়, এই জন্য মায়া গুণময়ী। অতি দুঃখে এই মায়াকে অতিক্রম করা যায়; এই জন্য ইহা দুরত্যয়া। “সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ” অর্থাৎ সমস্ত ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমারই শরণাগত হও, এই ভগবদুক্তির (গীতা ১৮ অধ্যায়, ৬৬ শ্লোক) মর্ম্মানুসারে সকল প্রকার ধর্ম্ম পরিহার পূর্ব্বক অনন্য মনে সর্ব্বাত্মা, মায়াবী (ঈশ্বর) রূপ আমার যিনি ভজনা করেন, তিনিই সর্ব্বপ্রাণিচিত্তবিমোহিনী এই মায়াকে অতিক্রম করেন, অর্থাৎ জন্মমরণাত্মক সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হন।

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্যের অভিপ্রায়। যে হেতু আমার এই সত্ত্বরজস্তমোময়ী মায়া দৈবী অর্থাৎ ক্রীড়া প্রযুক্ত (লীলাচ্ছলে) মদ্রূপ দেব-নির্ম্মিতা, অতএব সকলের পক্ষেই দুরতিক্রমা। অসুর-রাক্ষসাস্ত্রের ন্যায় ইহা বিচিত্র কার্য্যকরণে সক্ষম; এই জন্যই ইহা মায়া নামে কথিত হইয়া থাকে। সাধারণতঃ মায়া শব্দ মিথ্যাবাচক বলিয়া লোকে মনে করে। ঐন্দ্রজালিকাদি মন্ত্রৌষধাদির প্রভাবে মিথ্যা বিষয়কেও পরমার্থতঃ সত্যরূপে প্রদর্শিত করে; এই জন্যই তাহারা মায়াবী নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এরূপ স্থলে মিথ্যার্থে মায়া শব্দের প্রয়োগ হয় বটে; কিন্তু বস্তুতঃ তাহা মিথ্যার্থ বাচক নহে। মন্ত্রৌষধাদি সহকারে ঐন্দ্রজালিকাদি ভগবন্মায়ার,

ন্যায় বিচিত্র ব্যাপার সম্পন্ন করে বলিয়াই তাদৃশ স্থলে মায়াশব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। শ্রুতি বলিয়াছেন, "মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্।" অর্থাৎ মায়াকে প্রকৃতি এবং মায়াবীকে পরমেশ্বর বলিয়া জানিবে। ভগবৎ স্বরূপের তিরোধান এবং স্ব স্বরূপের ভোগ্যত্ব বুদ্ধির আবির্ভাবই মায়ার কার্য্য। অতএব এই ভগবন্মায়ায় মোহিত হইয়া সর্ব্ব-জগৎ সেই সীমাশূন্য অতিশয় আনন্দস্বরূপ ভগবানকে জানিতে পারে না। কিরূপে এই মায়ার হস্ত হইতে বিমুক্ত হইতে পারা যায়, অতঃ পর তাহার উপায় কথিত হইতেছে। যাহারা সত্যসঙ্কল্প, পরমকারুণিক, সর্ব্বশরণ্য আমার শরণাগত হয়, তাহারাই আমার এই গুণময়ী মায়া অতিক্রম করে, অর্থাৎ মায়া পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমারই উপাসনায় রত হয়।

শ্রীমদ্বলদেব ও শ্রীমদ্বিশ্বনাথের অভিপ্রায়। সর্ব্বেশ্বররূপ আমার অবিতর্ক্য, অতিবিচিত্র, অনন্ত বিশ্বসৃষ্টির কারণরূপা এই মায়া অলৌকিকী ও অত্যদ্ভুতা। এই মায়া সত্বাদি গুণত্রয়াত্মিকা; অতএব দুরতিক্রমণীয়া। গুণে অর্থাৎ রজ্জু দ্বারা ত্রিবেষ্টনে জীবগণকে দৃঢ়রূপে বদ্ধ করিয়া রাখেন, এজন্য ত্রিগুণাত্মিকা মায়া মহাপাশরূপা, এরূপ শ্লিষ্ট অর্থও করা যায়। ঈদৃশ কঠিনবন্ধন ছিন্ন করিতে বা উন্মোচন করিতে জীব অশক্ত। এরূপ হইলেও মদ্বিষয়িণী ভক্তি প্রভাবেই মায়ার বিনিবৃত্তি হইতে পারে। আমি সর্ব্বেশ্বর, মায়ার নিয়ন্তা, প্রপন্নবৎসল শ্যামসুন্দর শ্রীকৃষ্ণ। যাহারা এইরূপ বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া আমার শরণাগত হয়, তাহারা সমুদ্রের ন্যায় অপার মায়াকে গোষ্পদ মধ্যস্থ অঞ্জলি পরিমিত জলের ন্যায়, বিনা ক্লেশে পার হয়। মায়াজলধি অতিক্রম করিয়া তাহারা স্বামিস্বরূপ, পরমানন্দরসস্বরূপ, প্রসন্নতাময় আমাকে লাভ করে। মূলান্তর্গত "মামেব" পদস্থিত এবশব্দ দ্বারা ইহাই ব্যক্ত হইতেছে যে, আমি ভিন্ন, ব্রহ্মা শিবাদি অন্য কোন দেবতারই শরণাগত হইলে মায়াতিক্রম করা যায় না। শ্রুতি বলিয়াছেন, "তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি।" অর্থাৎ কেবল তাঁহাকে জানিয়াই মুক্তি লাভ করা যায়। মুচুকুন্দকে * দেবগণ বলিয়াছিলেন, "ভগবান্ অব্যয় বিষ্ণুই একমাত্র ঈশ্বর, তিনি ভিন্ন

---

* ইক্ষ্বাকু বংশীয় যুবনাশ্ব রাজার পুত্র মান্ধাতা। মুচুকুন্দ মান্ধাতার পুত্র। একদা দেবগণ অসুরদিগের দৌরাত্ম্যে উৎপীড়িত হইয়া, মুচুকুন্দ রাজার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। দেবতাদিগের প্রার্থনানুসারে তিনি স্বকীয় রাজ্যসম্পদ ও স্ত্রী-পুত্রাদি পরিত্যাগ করিয়া, দেবতাদিগের রক্ষার্থ স্বর্গপুরে

অন্য কেহই কৈবল্য দানে সমর্থ নহেন।" ঘণ্টাকর্ণকে [†] লক্ষ্য করিয়া শিব বলিয়াছিলেন, "বিষ্ণুই সকলের মুক্তিপ্রদাতা, ইহাতে কোনই সংশয় নাই।"

শ্রীমন্মধুসূদনের অভিপ্রায়। শ্রীমৎ সরস্বতীপাদ নানাবিধ শ্রুতি ও স্মৃতি ঘটিত প্রমাণ দ্বারা এই শ্লোকের যৌক্তিকতা সপ্রমাণিত করিয়াছেন। ভাবার্থ সম্বন্ধে তাঁহার কোনই মতভেদ নাই। তিনি প্রথমতঃ এই শ্রুতি উদ্ধৃত করিয়াছেন, "একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা।" ইহার ভাবার্থ এই যে, এক দেবতা অর্থাৎ আত্মা সর্ব্বভূতে গূঢ় অর্থাৎ দুরবগম্যরূপে অবস্থিত এবং তিনিই সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা। মায়া এই শ্রুতি প্রতিপাদিত দেবের আশ্রিত। শ্রুতি আরও বলিয়াছেন, "মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্।" অর্থাৎ মায়াকে প্রকৃতি ও মায়ার আশ্রয়ভূত পুরুষকে মহেশ্বর বলিয়া জানিবে। শ্রুতি আরও বলিয়াছেন, "তদ্‌যো যো দেবানাং প্রত্যবুধ্যত স এব তদভবত্তথর্ষীণাং তথা মনুষ্যাণাম্।" ইহার ভাবার্থ এই যে, যে যে দেব ব্রহ্মে প্রবুদ্ধ অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন হন, সেই সেই দেব ব্রহ্মই হন; ঋষিদিগের ও মনুষ্যদিগের মধ্যেও সেইরূপ হইয়া থাকে। বস্তুতঃ অবিদ্যা প্রতিবিম্বিত পদার্থে কোনই ভেদ নাই। ব্রহ্মজ্ঞান হইলে সকলেই সমান ফলের অধিকারী হইয়া থাকেন। ভগবদাশ্রিত মায়া সৃষ্ট এই বিশ্ব ব্যাপারে যে ভেদ ও বৈষম্য

গমন করেন এবং দেব-প্রহরী রূপে তথায় সুদীর্ঘকাল অবস্থান করেন। যখন শিখণ্ডি-বাহন কার্ত্তিকেয় দেব-সেনাপতিত্ব গ্রহণ করিলেন, তখন মুচুকুন্দ দেব-রক্ষণরূপ কর্ত্তব্য পালন হইতে অব্যাহতি লাভ করিলেন। তাঁহার বিদায়কালে দেবতারা তাঁহার সমীপাগত হইয়া বিবিধ বাক্যে তাঁহার কর্ত্তব্য-পরায়ণতা, ও ধর্ম্মশীলতায় প্রশংসাবাদ করিলেন এবং মুক্তি ব্যতীত অন্য যে বর মুচুকুন্দ প্রার্থনা করিবেন, তাহাই প্রদান করিতে সম্মত হইলেন। কারণ মুক্তিপ্রদান তাঁহাদের সাধ্যাতীত, ভগবান্ বিষ্ণু ব্যতীত আর কেহই মুক্তি প্রদানে সমর্থ নহেন। দেবগণের এই বাক্যই এস্থলে উদ্ধৃত হইয়াছে। (শ্রীমদ্ভাগবত, ১০ম স্কন্ধ, ৫১ অধ্যায়ে মুচুকুন্দের বিশেষ বিবরণ আছে।)

[†] ঘণ্টাকর্ণ সাধারণতঃ এতদ্দেশে ঘেঁটু ঠাকুর নামে পরিচিত। বিস্ফোটক, ব্রণ, বসন্তাদি রোগ শান্তির নিমিত্ত বঙ্গদেশের প্রায় সর্ব্বত্র চৈত্র মাসে ভাঁটিফুল ও শঙ্খাদি বাদ্য সহকারে ঘেঁটু পূজা হইয়া থাকে। "চৈত্রে মাসি চ সংপূজ্য ঘণ্টাকর্ণো ঘটাত্মকঃ। আরোগ্যায় স্নেহীমুখং সংক্রান্ত্যাং ছত্র কারয়েৎ॥" বসন্ত বিস্ফোটকাদির অধিষ্ঠাত্রী শীতলাদেবী শিবশক্তিরূপা; ঘণ্টাকর্ণ তাঁহার ভৈরব। এই জন্যই বসন্তাদি পীড়া শান্তির নিমিত্ত চৈত্রমাসে ইঁহার পূজার ব্যবস্থা আছে এবং পূজাকালে নিম্নলিখিতরূপ মন্ত্র ব্যবহারের আদেশ আছে। "ঘণ্টাকর্ণ মহাবীর সর্ব্বব্যাধি-বিনাশন। বিস্ফোটক ভয়ে প্রাপ্তে রক্ষ রক্ষ মহাবল॥"

পরিদৃষ্ট হয়, তাহা কল্পিতমাত্র। একই ব্রহ্ম সর্ব্বত্র সমভাবে বিরাজমান। দেবতা ও মনুষ্য, ঋষি ও চণ্ডাল সকলেই ব্রহ্ম আছেন। উপাধির ভিন্নত্ব হেতু ভাবের ভিন্নত্ব বোধ হয় মাত্র। অতঃপর ভক্তোত্তম প্রহ্লাদের * একটি

---

* বিষ্ণুলোকের দ্বাররক্ষকদ্বয় সনন্দাদি ব্রহ্মর্ষিগণের অভিসম্পাতে আসুর জন্ম লাভ করিয়াছিলেন এবং প্রথমতঃ দিতির গর্ভে হিরণ্যকশিপু ও হিরণ্যাক্ষ নামক দৈত্যরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। উভয় ভ্রাতাই নিরতিশয় ভগবদ্বিদ্বেষী ছিলেন। বিষ্ণু, বরাহ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া, হিরণ্যাক্ষকে সংহার করেন। ইহাতে স্বভাবতঃ হরিদ্বেষী হিরণ্যকশিপু নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ভগবানের বদ্ধবৈরী হইয়া উঠেন এবং আপনাকে সর্ব্বতোভাবে পরমেশ্বর-তুল্য ক্ষমতাশালী করিবার বাসনায় কঠোর তপস্যা আরম্ভ করেন। ব্রহ্মা তাঁহাকে অমরত্ব প্রদান করিলেন। দৈত্যরাজের দৌরাত্ম্যে বসুন্ধরা অস্থির হইতে থাকিল। হিরণ্যকশিপুর প্রহ্লাদ নামে অন্যতম পুত্র ছিলেন। এই দৈত্য-তনয় ভক্তকুল-চূড়ামণি ও হরি-পরায়ণগণের শিরোমণি স্বরূপ হইয়া উঠিলেন। হরি-বিরোধী দৈত্যপতি পুত্রের এবংবিধ হরিভক্তি দর্শনে নিতান্ত বিরক্ত হইয়া উঠিলেন এবং তাঁহাকে দণ্ডিত করিবার অভিপ্রায়ে বিবিধ প্রকারে নির্য্যাতন করিতে লাগিলেন। তাহাতেও পুত্রের হৃদয় হইতে হরিভক্তির অনুমাত্রও বিগত হইল না দেখিয়া, রাজা তাঁহাকে বধ করিবার আয়োজন করিলেন; কিন্তু হস্তী-পদতলে প্রক্ষেপণ, আভিচারিক অনুষ্ঠান, পর্ব্বত হইতে নিক্ষেপ, বিষপ্রয়োগ, অনশন ইত্যাদি সকল উপায়ই ব্যর্থ হইল। হরিভক্ত প্রহ্লাদের কোন উপায়েই মৃত্যু হইল না। তদনন্তর প্রহ্লাদ সমবয়স্ক দৈত্য-বালকদিগকে অত্যুপাদেয় সদুপদেশ দ্বারা হরিভক্ত করিয়া তুলিলেন। এই সংবাদ শুনিয়া দৈত্যরাজের ক্রোধ সীমাতিক্রম করিয়া উঠিল। তখন তিনি পুত্রকে বধ করিবার নিমিত্ত সভামধ্যে আনয়ন করিলেন। পুত্রের বিনয় বাক্যে কর্ণপাত না করিয়া "কে তোরে রক্ষা করে দেখি" বলিয়া সম্মুখস্থ স্তম্ভে আঘাত করিলেন। তখন সেই স্তম্ভ হইতে নরসিংহরূপে শ্রীভগবান্ আবির্ভূত হইলেন। হিরণ্যকশিপু এই অপূর্ব্ব দেবমূর্ত্তিকে খড়্গাঘাতোদ্যত হইবামাত্র নরসিংহরূপী ভগবান্ তাঁহাকে স্বকীয় উরু প্রদেশে স্থাপন করিয়া সুবিস্তৃত নখ দ্বারা তাঁহার বক্ষ বিদার করিলেন। তখন ইন্দ্রাদি দেবগণ তথায় সমাগত হইয়া করযোড়ে নরসিংহ দেবের স্তব করিতে লাগিলেন, কিন্তু কাহারও স্তবে সেই ক্রুদ্ধ নরসিংহের ক্রোধ শান্তি হইল না। তৎকালে ব্রহ্মার উপদেশক্রমে ভক্তোত্তম প্রহ্লাদ নৃসিংহদেবের স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রহ্লাদের এই স্তব অতীব সারবান্ এবং ভক্তি ও জ্ঞানের অতুলনীয় ভাণ্ডার স্বরূপ। সরস্বতীপাদ যে প্রহ্লাদ-বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা এই স্তবের অন্তর্ভূত। শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তম স্কন্ধে প্রহ্লাদ-চরিত্র বিস্তারিতরূপে বিবৃত আছে এবং তত্রত্য নবম অধ্যায়ে প্রহ্লাদকৃত স্তব বিন্যস্ত আছে। উল্লিখিত শ্লোক উক্ত অধ্যায়স্থ ১০ম সংখ্যক। এস্থলে উক্ত স্তব হইতে ঐ শ্লোক উদ্ধৃত ও তাহার বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল। "নৈবাত্মনো প্রভুরয়ং নিজলাভপূর্ণো মানং জনাদবিদুষঃ করুণো বৃণীতে। যদ্যজ্জনো ভগবতে বিদধীত মানং তচ্চাত্মনে প্রতিমুখস্য যথা মুখশ্রীঃ॥" পরম প্রভু ঈশ্বর আত্ম-সন্তোষার্থ জ্ঞানবিহীন সামান্য জনের পূজা প্রাপ্তির কামনা করেন না; কারণ তিনি স্বকীয় ঐশ্বর্য্যাদি সম্পত্তিতে পরিপূর্ণ ও সর্ব্বথা অভাববিহীন। তবে স্বকীয় স্বভাবসিদ্ধ দয়া ও কারুণ্য হেতুই তাদৃশ পূজা গ্রহণ করিয়া থাকেন। যে যে ধনাদির দ্বারা যাহারা ভগবানের সম্মান করে, তাহাতে তাহাদের আত্ম-তৃপ্তিই হইয়া থাকে। মুখে তিলকাদি ধারণ করিলে প্রতিবিম্বেরই শোভা হয়; সাক্ষাৎ প্রতিবিম্বের তাদৃশ শ্রী সম্পাদন কেহই করিতে পারে না।

বাক্য উদ্ধৃত করিয়া সর্ব্বপ্রকার পুরুষার্থ প্রাপ্তির উপায় প্রদর্শন করিয়াছেন। সর্ব্বকর্ম্মত্যাগ পূর্ব্বক শমদমাদি সহকারে শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন দ্বারা গুরুমুখোপদিষ্ট বেদান্ত মহাবাক্যের পরিজ্ঞান হইলে, নিরুপাধি চৈতন্যাকারা বৃত্তির উদয় হয় এবং দীপ যেমন আগমনমাত্র তিমির বিদূরিত করে, তদ্রূপ সেই চৈতন্যের আবির্ভাবমাত্র অবিদ্যাকে উন্মূলিত করে। অবিদ্যার নাশ হইলে সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বকার্য্য প্রপঞ্চেরও নাশ হয়। এই জন্যই শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন, "আমাকে যে ভজনা করে সেই এই মায়া অতিক্রম করে।" এই অভিপ্রায়ের সমর্থনার্থ কতকগুলি শ্রুতি উদ্ধৃত হইয়াছে। তদ্যথা; "আত্মত্বেবোপাসীত" অর্থাৎ আত্মাকেই উপাসনা করিবে, "তদাত্মানমেবাবেৎ"। অর্থাৎ সেই-আত্মাকেই জানিবে; "তমেব ধীরো বিজ্ঞায়" অর্থাৎ ধীর তাঁহাকে জানিয়া (এই শ্রুতির অনুদ্ধৃত অপরাংশ যথা; "তমেব ধীরো বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত ব্রহ্মণে। নানুধ্যায়াদ্বহূংশ্ছব্দান্ বাচো বিগ্লাপনং হি তৎ॥); "তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি," অর্থাৎ তাঁহাকে জানিয়া মুক্তি লাভ করেন। যিনি সর্ব্বান্তঃকরণে সর্ব্বতোভাবে আমাতে আত্ম সমর্পণ করেন, তিনিই মায়া অতিক্রমে সক্ষম। অপরিসীম শোভার আধার, যাবতীয় কলা সমূহের নিকেতন, নবোদ্ভিন্ননলিনীলাঞ্ছিত শোভাশালী শ্রীচরণ সম্পন্ন, অনবরত বংশীবাদননিরত, গোবর্দ্ধনগিরিধারী, *

---

* গোবর্দ্ধন ধারণ।—ইত্থং মঘবতা জ্ঞপ্তা মেঘা নির্ম্মুক্তবন্ধনাঃ। নন্দগোকুলমাসারৈঃ পীড়য়ামাসুরোজসা। বিদ্যোতমানা বিদ্যুদ্ভিঃ স্তনন্তঃ স্তনয়িত্নুভিঃ। তীব্রৈর্ম্মরুদ্গণৈর্নুন্না ববৃষুর্জলশর্করাঃ॥ অত্যাসারাতিবাতেন পশবো জাতবেপনাঃ। গোপা গোপ্যশ্চ শীতার্ত্তা গোবিন্দং শরণং যযৌ। কৃষ্ণ কৃষ্ণ! মহাভাগ! ত্বন্নাথং গোকুলং প্রভো। ত্রাতুমর্হসি দেবান্নঃ কুপিতাদ্ভক্তবৎসল॥ শিলাবর্ষনিপাতেন হন্যমানমচেতনম্। নিরীক্ষ্য ভগবান্ মেনে কুপিতেন্দ্রকৃতং হরিঃ॥ তত্র প্রতিবিধিং সম্যগাত্মযোগেন সাধয়ে। লোকেশমানিনঃ মৌঢ্যাদ্ধরিষ্যে শ্রীমদং তমঃ॥ তস্মান্মচ্ছরণং গোষ্ঠং মন্নাথং মৎপরিগ্রহম্। গোপায়ে স্বাত্মযোগেন সোঽয়ং মে ব্রত আহিতঃ॥ ইত্যুক্ত্বৈকেন হস্তেন কৃত্বা গোবর্দ্ধনাচলম্। দধার লীলয়া কৃষ্ণশ্ছত্রাকমিব বালকঃ॥ অথাহ ভগবান্ গোপান্ হেঽম্ব! তাত! ব্রজৌকসঃ। যথোপজোষং বিশত গিরিগর্ত্তং সগোধনাঃ॥ ন ত্রাস ইহ বঃ কার্য্যো মদ্ধস্তাদ্রিনিপাতনে। বাতবর্ষভয়েনালং তত্ত্রাণং বিহিতং হি বঃ। তথা নির্ব্বিবিশুর্গর্ত্তং কৃষ্ণাশ্বাসিতমানসাঃ। যথাবকাশং সধনাঃ সব্রজা সোপজীবিনঃ॥ ক্ষুত্তৃড়্ব্যথাং সুখাপেক্ষাং হিত্বা তৈর্ব্রজবাসিভিঃ। বীক্ষ্যমানো দধাদ্রিং সপ্তাহং নাচলৎ পদাৎ॥ কৃষ্ণযোগানুভাবং তং নিশাম্যেন্দ্রোঽতিবিস্মিতঃ। নিস্তম্ভো ভ্রষ্টসঙ্কল্পঃ স্বান্ মেঘান্ সংন্যবারয়ৎ॥ খং ব্যভ্রমুদিতাদিত্যং বাতবর্ষঞ্চ দারুণম্। নিশাম্যোপরতান্ গোপান্ গোবর্দ্ধনধরোঽব্রবীৎ॥ নির্য্যাত ত্যজত ত্রাসং গোপাঃ সস্ত্রীধনার্ভকাঃ। উপারতং বাতবর্ষং ব্যুদপ্রায়াশ্চ নিম্নগাঃ॥ ততস্তে নির্যযুর্গোপাঃ স্বং স্বমাদায় গোধনম্।

গোপাল, বৃন্দাবন-বিচরণ-বিলাসী, * শিশুপাল-কংসাদি দুর্জ্জনদমনকারী, নবীনজলধরশ্যাম, পরমানন্দঘনময় শ্রীভগবান্ বাসুদেবকে নিরন্তর চিন্তা করিতে করিতে যিনি জীবন যাপন করেন, তিনিই ভগবৎ প্রেমরূপ মহানন্দ-সাগরে নিমগ্নচিত্ত। তাঁদৃশ সাধুকে মায়ার গুণ-বিকারে কখনই অভিভূত করিতে পারে না। কোপন-স্বভাব তপোধনের সম্মুখ হইতে পতিতা বারবিলাসিনী যেরূপ সভয়ে সুদূরে প্রস্থান করে, তদ্রূপ মায়াও উল্লিখিত ভগবদ্ভক্তের সম্মুখ হইতে শঙ্কিত-ভাবে অপসৃত হয়। শ্রীভগবানের অভিপ্রায় এই যে, যাঁহার মায়াতিক্রম করিবার অভিলাষ থাকে, তিনি উল্লিখিত-ভাবে একান্তানুরাগ সহকারে সতত আমার অনুচিন্তন-পরায়ণ হউন।

শ্রীমন্নীলকণ্ঠ সূরির অভিপ্রায়। লীলার নিমিত্ত সর্ব্বজীবরূপে বিরাজমানা চিন্মাত্ররূপা অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডরূপে বিস্তৃতা গুণময়ী আমার এই মায়া, মোহাচ্ছন্ন মানবগণের পক্ষে দুরতিক্রমণীয়া, অর্থাৎ ঐন্দ্রজালিক পুরুষের ইন্দ্রজালের (ভোজবাজীর) ন্যায় সাধারণের অনভিগম্যা। যাঁহারা জন্মজন্মান্তরীণ পুণ্য-প্রভাবে সর্ব্বপ্রাণিতে ভগবান্ বাসুদেবরূপে আমাকে জানিতে পারেন, তাঁহারাই সর্ব্ববিমোহিনী মায়ার হস্ত হইতে সমুত্তীর্ণ হইয়া থাকেন। যতকাল মনুষ্য শুক্তিত্ব ও রজ্জুত্ব বিষয় নিশ্চয় করিতে না পারে, ততকালই শুক্তি ও রজ্জু, রজত ও সর্পরূপে মানবকে বিমোহিত করিয়া থাকে। ভ্রমাধিষ্ঠানের যথার্থ জ্ঞান হইলে আর পুরুষের ভ্রমজ্ঞান অবস্থিতি করিতে পারে না। ইহার তাৎপর্য্যার্থ এই যে, অয়স্কান্ত লৌহকে লক্ষ্য করিয়া

শকটোঢোপকরণং স্ত্রীবালস্থবিরাঃ শনৈঃ॥ ভগবানপি তং শৈলং স্বস্থানে পূর্ব্ববৎ প্রভুঃ। পশ্যতাং সর্ব্বভূতানাং স্থাপয়ামাস লীলয়া॥ (শ্রীমদ্ভাগবত, ১০ম স্কন্ধ, ২৫ অধ্যায়।) একদা ইন্দ্র নিতান্ত কুপিত হইয়া প্রভূত বারিবর্ষণ করিতে লাগিলেন, তাহাতে গোকুলবাসীগণ যৎপরোনাস্তি ক্লিষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইল। শ্রীকৃষ্ণ তাহাদিগকে অভয় প্রদান করিলেন এবং বালকে যেরূপে ছত্রাক ধারণ করে, তদ্রূপভাবে গোবর্দ্ধন পর্ব্বত ধারণ করিলেন। গোধনাদি সঙ্গে লইয়া গোকুলবাসীগণ পরম সুখে সেই পর্ব্বত-তলে আশ্রয় গ্রহণ করিল। এক সপ্তাহ শ্রীভগবান্ নিরন্তর পর্ব্বত ধারণ করিয়া রহিলেন। সকলে নিতান্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইল। দেবরাজও আশ্চর্য্য জ্ঞান করিয়া মেঘ সমূহকে বারি বর্ষণে বিরত হইতে আদেশ করিলেন। সূর্য্যদেব মেঘ-নির্মুক্ত হইয়া পুনঃ প্রকাশিত হইলে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গোকুলবাসীগণকে পরিজনাদি সঙ্গে লইয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন। পর্ব্বত-তলাশ্রিত জনগণ গোধনাদি সহ প্রস্থান করিলে, শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় গোবর্দ্ধন গিরিকে পূর্ব্ববৎ স্বস্থানে সংস্থাপিত করিলেন।

* বৃন্দাবন।—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি। প্রথমতঃ গোকুলে নন্দাদি প্রমুখ গোপগণের বসতি ছিল। তথায় কংস প্রেরিত দানবাদির ভয়ে ভীত হইয়া গোপরাজ নন্দ, বৃদ্ধ ও আনবানুগণের

যেমন লৌহ-শলাকা প্রচলিত হয়, তদ্রূপ জীবেশ্বর বিভাগশূন্য শুদ্ধ চিন্মাত্ররূপ ব্রহ্মে কল্পিত মায়াদর্পণ চিৎ-প্রতিবিম্বরূপ জীবকে বশীভূত করিয়া বিম্ব-চৈতন্যরূপ ঈশ্বরকে অবলম্বন করতঃ ব্যাপৃত হয়। ইহাই মায়ার ঈশ্বরাধীনতা। ব্রহ্ম মায়ানবচ্ছিন্ন অর্থাৎ তাঁহাতে মায়ার কোনই সংস্পর্শ নাই, তিনি মায়াতীত। মায়াবচ্ছিন্ন অর্থাৎ মায়ার সংস্পর্শসহকৃত চৈতন্যকে বিম্ব বা ঈশ্বর বলে। মায়ার দ্বারা প্রতিফলিত চিৎপ্রতিবিম্ব জীব নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ঈশ্বর এই মায়ার দ্বারাই সকল সৃষ্টিকার্য্য সম্পাদন করেন। শ্রুতিও বলিয়াছেন, "অস্মান্মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ তস্মিংশ্চান্যো মায়য়া সন্নিবদ্ধঃ" অর্থাৎ "মায়ী বা ঈশ্বর মায়া দ্বারা এই বিশ্বসংসারকে সৃষ্টি করিতেছেন। অন্যে অর্থাৎ জীব তদ্দ্বারা এই জগতে নিরুদ্ধ আছেন"। তথাচ বিম্ব ও প্রতিবিম্বের দর্পণ যেমন উপাধি, তদ্রূপ জীব ও ঈশ্বর এই উভয়ের একা মায়াই উপাধি। মুক্ত পুরুষগণ দর্পণতুল্য-মায়া-সংসর্গশূন্য হইয়া বিম্ব-প্রতিবিম্বভাব সমন্বিত জীবেশ্বরানুস্যূত শুদ্ধ চিন্মাত্ররূপ ব্রহ্মকেই অবলম্বন করেন। সংসারদশাতে জীব ও ঈশ্বর উপাধিবশতঃ অল্পত্ব, সর্ব্বজ্ঞত্ব, শাসনাধীনত্ব ও শাসন-কর্ত্তৃত্বাদিভাব প্রাপ্ত হন। জীব ও ঈশ্বর তত্ত্ব সম্যক্‌রূপে অপগত হইলে আমার এই মায়া যবনিকা অপহৃতা হইবে এবং কার্য্যরূপ এই জগতও আর নয়নগোচর হইবে না। তখন দৃশ্যমান পদার্থ সমূহের অভাব হেতু সাক্ষিত্ব (দ্রষ্টৃত্ব) ভাব পরিশূন্য হইয়া, সাধকগণ বিম্ব-প্রতিবিম্বানুস্যূত শুদ্ধ চৈতন্য তুরীয়ভাব প্রাপ্ত হইবেন। ইহাই আমার দৈবী মায়ার মাহাত্ম্য। জীব ও ঈশ্বরতত্ত্বানুসন্ধানই এই মায়া হইতে পরিত্রাণের পরম উপায় ॥ ১৪ ॥

পরামর্শানুসারে, গোকুল পরিত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে করিলেন। তাঁহার আদেশক্রমে যাবতীয় গোকুলবাসী শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবলরামাদির সহিত স্বস্থান পরিত্যাগ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে শুভাগমন করিলেন। এই বৃন্দাবনধামের শোভা বর্ণনাতীত। বিশ্বকর্ম্মা নিশাযোগে এই নগরী বিনির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। "পঞ্চযোজনপর্য্যন্তং ভারতে শ্রেষ্ঠমুত্তমম্। পুণ্যক্ষেত্রং তীর্থসারমতিপ্রিয়তমং হরেঃ॥ তত্র স্থানং মুমুর্ষূণাং পরং নির্ব্বাণকারণম্। গোলোকস্য চ গোপালং সর্ব্বেষাং বাঞ্ছিতং পদম্॥" (ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ, শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ড, ১৭ অধ্যায়, ১৫।১৬ শ্লোক)। অর্থাৎ শ্রীহরির প্রিয়তম, ভারতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুণ্যক্ষেত্র, যাবতীয় তীর্থের সারস্বরূপ এই বৃন্দাবন পঞ্চ যোজন বিস্তৃত। এই স্থান মুক্তিকামীগণের পক্ষে পরম নির্ব্বাণ মুক্তির হেতুভুত গোলোক লাভের সোপান এবং সকলের বাঞ্ছিত ফল প্রদানক্ষম। নিম্নে শ্রীবৃন্দাবন ধামের বর্ণনা উদ্ধৃত হইতেছে।

ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ॥ ১৫॥

অন্বয়।—দুষ্কৃতিনঃ (পাপকারিণঃ) মূঢ়াঃ (বিবেকশূন্যাঃ) মায়য়া অপহৃতজ্ঞানাঃ (অপহৃতং নিরস্তং জ্ঞানং বিবেকসামর্থ্যং যেষাং তে) নরাধমাঃ (হীনজনাঃ) আসুরম্‌ (হিংসাদিরূপং অসুরসুলভম্‌) ভাবম্‌ (স্বভাবম্‌) আশ্রিতাঃ (প্রাপ্তাঃ) [সন্তঃ] মাম্‌ (পরমেশ্বরম্‌) ন প্রপদ্যন্তে (ভজন্তি)॥ ১৫॥

প্রতিশব্দ।—পাপ-পরায়ণ বিবেকবিহীন মায়া-দ্বারা বিলুপ্ত-বিবেক-শক্তি মানব-কলঙ্কগণ অসুরের স্বভাব প্রাপ্ত [হইয়া] আমাকে ভজনা-করে না॥ ১৫॥

ব্যাখ্যা।—পাপনিরত মূঢ়মতি হীনজনগণ মায়ার প্রভাবে বিবেক সামর্থ্য বিরহিত এবং হিংসাদি রূপ আসুরিক স্বভাব প্রাপ্ত হইয়া আমার ভজন-বিরত হইয়া থাকে॥ ১৫॥

শঙ্করাচার্য্য।—ন মামিতি। যদি ত্বাং প্রপন্নাঃ মায়ামেতাং তরন্তি কস্মাৎ ত্বামেব সর্ব্বে ন প্রপদ্যন্তে? ইত্যুচ্যতে ন মামিতি। ন মাং পরমেশ্বরং দুষ্কৃতিনঃ পাপকারিণো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে, নরাধমাঃ নরাণাং মধ্যে অধমা নিকৃষ্টাস্তে চ মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবং হিংসানৃতাদিলক্ষণমাশ্রিতাঃ॥ ১৫।

আনন্দগিরি।—ভগবন্নিষ্ঠায়া মায়াতিক্রমহেতুত্বে তদেকনিষ্ঠত্বমেব সর্ব্বেষামুচিতমিতি পৃচ্ছতি যদীতি। পাপকারিত্বেনাবিবেকভূয়স্তয়া হিংসানৃতাদিভূয়স্ত্বাদ্ভূয়সাং জন্তূনাং ন ভগবন্নিষ্ঠত্বসিদ্ধিরিত্যাহ উচ্যত ইতি। মৌঢ্যং পাপকারিত্বে হেতুরতএব নিকৃষ্টাঃ সংমুষিতমিব তিরস্কৃতং জ্ঞানং স্বস্বরূপচৈতন্যমেষামিতি তে তথা॥ ১৫॥

রামানুজ।—কিমিতি। ভগবদুপাসনাপাদনীং ভগবৎপ্রপত্তিং সর্ব্বে ন কুর্ব্বন্তি ইত্যত্রাহ ন মামিতি। মাং দুষ্কৃতিনঃ পাপকর্ম্মাণো দুষ্কৃততারতম্যাচ্চতুর্ব্বিধা ন প্রপদ্যন্তে মূঢ়া নরাধমা মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতা ইতি। মূঢ়াঃ বিপরীতজ্ঞানাঃ পূর্ব্বোক্ত-

---

সদাশিব উবাচ। গুহ্যাদ্‌গুহ্যতরং হৃদ্যং পরমানন্দকারণম্‌। অত্যদ্ভুতং রহস্যানাং রহস্যং পরমং পরম্‌॥ দুর্লভানাঞ্চ পরমং দুর্লভং মোহনং পরম্‌। সর্ব্বশক্তিময়ং দেবি সর্ব্বস্থানেষু গোপিতম্‌। সাত্বতাং স্থানমূর্দ্ধন্যং বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভম্‌। নিত্যং বৃন্দাবনং নাম ব্রহ্মাণ্ডোপরিসংস্থিতম্‌॥ পূর্ণব্রহ্মসুখৈশ্বর্য্যনিত্যমানন্দমব্যয়ম্‌। বৈকুণ্ঠাদিতদংশাংশং স্বয়ং বৃন্দাবনং ভুবি॥ গোলকৈশ্বর্য্যং যৎকিঞ্চিৎ গোকুলে তৎপ্রকীর্ত্তিতম্‌। বৈকুণ্ঠাদিবৈভবং যৎ দ্বারকায়াং প্রকাশয়েৎ॥ যদ্‌ব্রহ্মপরমৈশ্বর্য্যং নিত্যং

প্রকারেণ মৎস্বরূপাপরিজ্ঞানাৎ প্রাকৃতেষ্বেব বিষয়েষু সক্তাঃ, পূর্ব্বোক্তপ্রকারেণ ভগবচ্ছেষত্বৈকরসমাত্মানং ভোগ্যজাতঞ্চ স্বশেষতয়া মন্যমানাঃ নরাধমাঃ সাম্যেন জ্ঞাতেঽপি মৎস্বরূপে মদৌন্মুখ্যানর্হাঃ, মায়য়াপহৃতজ্ঞানাস্তু মদ্বিষয়ং মদৈশ্বর্য্যবিষয়ঞ্চ জ্ঞানং প্রস্তুতমপ্যেষাং [যেষাম্] তদসংভাবনাপাদিনীভিঃ কূটযুক্তিভিরপহৃতং তে তথোক্তাঃ, আসুরং ভাবমাশ্রিতাস্তু মদ্বিষয়ং মদৈশ্বর্য্যবিষয়ঞ্চ জ্ঞানং সুদৃঢ়মুপপন্নং যেষাং তে দৈবী মায়ৈব ভবতি [যেষাং দ্বেষায়ৈব ভবতি] তে তথা উত্তরোত্তরাঃ পাপিষ্ঠতমাঃ ॥ ১৫ ॥

হনুমান্ ।—ন মামেতি। ন মাং দুষ্কৃতিনঃ পাপকর্ম্মাণঃ মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে ন শরণং গচ্ছন্তি নরাধমাঃ মায়য়া মদীয়য়া অপহৃতজ্ঞানাঃ অপহৃতং তিরোহিতং জ্ঞানং যেষাং তে অপহৃতজ্ঞানাঃ আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ ॥ ১৫ ॥

শ্রীধর ।—কিমিতি তর্হি সর্ব্বে ত্বামেব ন ভজন্তি ? ইত্যত আহ ন মামিতি। নরেষু যেঽধমাস্তে মাং ন প্রপদ্যন্তে ন ভজন্তি। অধমত্বে হেতুঃ মূঢ়া বিবেকশূন্যা । তৎকুতঃ ? দুষ্কৃতিনঃ পাপশীলাঃ। অতো মায়য়াপহৃতং নিরস্তং শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশাভ্যাং জাতমপি জ্ঞানং যেষাং তে তথা, অতএব "দম্ভো দর্পোঽভিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুষ্যমেব চ" ইত্যাদিনা বক্ষ্যমাণমাসুরং ভাবং স্বভাবং প্রাপ্তাঃ সন্তো ন মাং ভজন্তি ॥ ১৫ ॥

বলদেব ।—ননু চেৎ ত্বামেব প্রপন্না বিমুচ্যন্তে তর্হি পণ্ডিতা অপি কেচিৎ কিমিতি ত্বাং ন প্রপদ্যন্তে তত্রাহ ন মামিতি। দুষ্টাশ্চ তে কৃতিনঃ শাস্ত্রার্থকুশলাশ্চেতি দুষ্কৃতিনঃ কুপণ্ডিতাস্তে মাং ন প্রপদ্যন্তে। শ্রুতিশ্চৈবমাহ, "অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ দংদ্রম্যমানাঃ পরিযন্তি মূঢ়া অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ" ইতি। তে চতুর্ব্বিধাঃ। একে মায়য়া মূঢ়াঃ কর্ম্মজড়া ইন্দ্রাদিবন্মামপি বিষ্ণুং কর্ম্মাঙ্গং জীববৎ কর্ম্মাধীনং বা মন্যমানাঃ। অপরে মায়য়া নরাধমা বিপ্রাদিকুলজন্মনা নরোত্তমতাং প্রাপ্যাপ্যসৎকাব্যার্থাসক্ত্যা পামরতাভাজঃ। যদুক্তম্, "নূনং দৈবেন নিহতা যে চাচ্যুতকথাসুধাম্। হিত্বা শৃণ্বন্ত্যসদ্গাথা পুরীষমিব বিড়্ভুজঃ ॥" ইতি। অন্যে মায়য়াপহৃতজ্ঞানাঃ সাঙ্খ্যাদয়ঃ। তে হি সার্ব্বজ্ঞসার্ব্বৈশ্বর্য্যসর্ব্বস্রষ্টৃত্বমুক্তিদত্বাদিধর্ম্মৈঃ শ্রুতিসহস্রপ্রসিদ্ধমপি মামীশ্বরমপলপন্তঃ প্রকৃতিমেব সর্ব্বস্রষ্ট্রীং মোক্ষদাত্রীং চ কল্পয়ন্তি। তত্র তাদৃশকুটিলকুযুক্তিশতান্যুদ্ভাবয়ন্তী মায়ৈব হেতুঃ। কেচিত্তু মায়য়ৈবাসুরং ভাবমাশ্রিতা নির্ব্বিশেষচিন্মাত্রবাদিনঃ। অসুরা যথা নিখিলানন্দকরং মদ্বিগ্রহং শরৈর্ব্বিধ্যন্তি তথাদৃশ্যত্বাদিহেতুভিস্তে নিত্যচৈতন্যাত্মতয়া শ্রুতিপ্রসিদ্ধমপি তং খণ্ডয়ন্তীতি তত্রাপি তাদৃশবুদ্ধ্যুৎপাদনী মায়ৈব হেতুরিতি ॥ ১৫ ॥

বৃন্দাবনাশ্রয়ম্। তস্মাৎ ত্রৈলোক্যমধ্যে তু পৃথ্বী ধন্যেতি বিশ্রুতা॥ যৎ স্থান্মাথুরকং ধাম বিষ্ণোরেকান্তবল্লভম্। স্বস্থানমধিকং নাম ধ্যেয়ং মাথুরমণ্ডলম্॥ নিগূঢ়ং পরমং স্থানং পুর্য্যাভ্যন্তরসংস্থিতম্। সহস্রপত্রকমলাকারং মাথুরমণ্ডলম্॥ বিষ্ণুচক্রপরিভ্রামদ্ধাম বৈষ্ণবমদ্ভুতম্। কর্ণিকাপত্রবিস্তারং রহস্যক্রমমীরিতম্॥ প্রধানং দ্বাদশারণ্যং মাহাত্ম্যং কথিতং ক্রমাৎ। ভদ্রশ্রীলৌহভাণ্ডীরমহাতালখদীরকাঃ॥ বহুলং কুমুদং কাম্যং

মধুসূদন। যদ্যেবং তর্হি কিমিতি নিখিলানর্থমূলমায়োন্মূলনায় ভগবন্তং ভবন্তমেব সর্ব্বে ন প্রতিপদ্যন্তে? চিরসঞ্চিতদুরিতপ্রতিবন্ধাৎ ইত্যাহ ভগবান্ ন মামিতি। দুষ্কৃতিনঃ দুষ্কৃতেন পাপেন সহ নিত্যযোগিনঃ, অতএব নরেষু মধ্যেঽধমা ইহ সাধুভির্গর্হণীয়াঃ পরত্র চানর্থসহস্রভাজঃ, কুতো দুষ্কৃতমনর্থহেতুমেব সদা কুর্ব্বন্তি? যতো মূঢ়াঃ ইদমনর্থসাধনমিদমর্থসাধনমিতি বিবেকশূন্যাঃ, সতি প্রমাণে কুতো ন বিবিঞ্চন্তি, যতো মায়য়াপহৃতজ্ঞানাঃ শরীরেন্দ্রিয়সঙ্ঘাততাদাত্ম্যভ্রান্তিরূপেণ পরিণতয়া মায়য়া পূর্ব্বোক্তয়া অপহৃতং প্রতিবন্ধং জ্ঞানং বিবেকসামর্থ্যং যেষাং তে তথা, অতএব তে "দম্ভো দর্পোঽভিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুষ্যমেব চ" ইত্যাদিনা অগ্রে বক্ষ্যমাণমাসুরং ভাবং হিংসানৃতাদিস্বভাবমাশ্রিতা মৎপ্রতিপত্ত্যযোগ্যাঃ সন্তো ন মাং সর্ব্বেশ্বরং প্রপদ্যন্তে ন ভজন্তে। অহো দৌর্ভাগ্যং তেষামিত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ১৫ ॥

নীলকণ্ঠ।—কুতস্তর্হি সর্ব্বে ত্বাং প্রপদ্য মায়াং ন তরন্তি? ইত্যাশঙ্ক্যাহ ন মামিতি। যতো দুষ্কৃতিনঃ অতশ্চিত্তশুদ্ধ্যভাবাৎ মূঢ়াঃ আত্মানাত্মবিবেকহীনাঃ, অতএব নরাধমাঃ মাং ন প্রপদ্যন্তে, কুতো দুষ্কৃতিনঃ, যতো মায়য়া অপহৃতং তিরস্কৃতং জ্ঞানং অখণ্ডসংবিদ্রূপং ব্রহ্ম যেষাং তে অপহৃতজ্ঞানাঃ, এতেন মায়ায়া আবরণশক্তিরুক্তা। কিঞ্চ আসুরং অসুরাণাং বিরোচনাদীনাং ভাবঃ চিত্তাভিপ্রায়ম্, "আত্মৈবাহমহমপ্যাত্মা" ইত্যাদিনা শ্রুতং দেহেন্দ্রিয়সঙ্ঘাত এব সম্যক্ সন্তর্পণীয় ইত্যেবংবিধং আশ্রিতাঃ। এতেন মায়ায়া বিক্ষেপশক্তিরুক্তা, তদেবং মায়য়া স্বরূপানন্দং আবৃত্য দেহাত্মভ্রমে জনিতে সতি তদভিমানাদ্দেহাদিপুষ্ট্যর্থং দুষ্কৃতং কুর্ব্বন্তি, তেন চ মূঢ়াঃ সন্তো নরাধমা মাং ন প্রপদ্যন্তে, সর্ব্বানর্থমূলং মায়ৈবেত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ —ননু তর্হি পণ্ডিতা অপি কেচিৎ কিমিতি ত্বাং ন প্রপদ্যন্তে। তত্র যে পণ্ডিতাস্তে মাং প্রপদ্যন্ত এব; পণ্ডিতমানিন এব ন মাং প্রপদ্যন্তে ইত্যাহ ন মামিতি। দুষ্কৃতিনঃ দুষ্টাশ্চ তে কৃতিনঃ পণ্ডিতাশ্চেতি তে কুপণ্ডিতা ইত্যর্থঃ। তে চ চতুর্ব্বিধাঃ।—একে মূঢ়াঃ পশুতুল্যাঃ কর্ম্মিণঃ। যদুক্তম্, "নূনং দৈবেন নিহতা যে চাচ্যুতকথাসুধাম্। হিত্বা শৃণ্বন্ত্যসদ্গাথাঃ পুরীষমিব বিড়্ভুজঃ॥" ইতি। "মুকুন্দং কো বৈ ন সেবেত বিনা নরেতরম্" ইতি চ। অপরে নরাধমাঃ কঞ্চিৎ কালং ভক্তিমত্ত্বেন প্রাপ্তনরত্বাঃ অপ্যন্তে ফলপ্রাপ্তৌ ন সাধনোপযোগঃ ইতি মত্বা স্বেচ্ছয়ৈব ভক্তিত্যাগিনঃ। স্বকর্তৃকভক্তিত্যাগলক্ষণমেব তেষামধমত্বমিতিভাবঃ। অপরে শাস্ত্রাধ্যয়নাধ্যাপনাদিমত্ত্বেঽপি মায়য়া অপহৃতং জ্ঞানং যেষাং তে। বৈকুণ্ঠবিরাজিনী নারায়ণমূর্ত্তিরেব সার্ব্বকালিকী ভক্তিপ্রাপ্যা; নতু কৃষ্ণরামাদিমূর্ত্তির্মানুষীতি মন্যমানা ইত্যর্থঃ। যদ্বক্ষ্যতে, "অবজানন্তি মাং

মধু বৃন্দাবনং তথা। দ্বাদশৈতা বনে সখ্যাঃ কালিন্দ্যাঃ সপ্ত পশ্চিমে॥ পূর্ব্বে পঞ্চবনং প্রোক্তং তত্রাস্তি গুহ্যমুত্তমম্। মহাবনং গোকুলাখ্যং রম্যং মধুবনং তথা॥ পূর্ব্বে তু পঞ্চ ভদ্রাদ্যাস্তালাদ্যাঃ সপ্ত পশ্চিমে। অন্যচ্চোপবনং প্রোক্তং কৃষ্ণক্রীড়ারসস্থলম্॥ কদম্বখণ্ডিকং নন্দবনং নন্দীশ্বরং তথা। নন্দনানন্দখণ্ডক পালাশাশোককেতকম্॥ সুগন্ধিমাদনং কৈলমমৃতং ভোজনস্থলম্। সুখপ্রসাধনং বৎসহরণং শেষশায়নম্॥

মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্ ॥” ইতি। তে খলু মাং প্রপদ্যমানা অপি ন মাং প্রপদ্যন্তে ইতি ভাবঃ। অপরে অসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ আসুরাঃ জরাসন্ধাদয়ঃ, মদ্বিগ্রহং লক্ষীকৃত্য শরৈর্বিধ্যন্তি। তথৈব দৃশ্যত্বাদিহেতুমৎকুতর্কৈর্মদ্বিগ্রহং বৈকুণ্ঠস্থমপি খণ্ডয়ন্ত্যেব নতু প্রপদ্যন্ত ইত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥

তাৎপর্য্য।—শ্রীভগবান্ পূর্ব্বশ্লোকে বলিয়াছেন যে, আমার শরণাগত হইলেই এই মায়ার হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করা যায়। এক্ষণে স্বতঃই এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে যে, যদি তোমার ভজন-মার্গের অনুসরণ করিলে এই অশেষ অনর্থের হেতুভূতা মায়াকে উন্মূলিত করিতে পারা যায়, তবে এই ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় জীবই অনন্য মনে তোমার শ্রীচরণের শরণাগত হয় না কেন? এইরূপ প্রশ্নের উত্তর স্বরূপে শ্রীভগবান্ এই শ্লোকে প্রদর্শন করিতেছেন যে, মানবের চিরসঞ্চিত দুরিত রাশিই তাহাদের তাদৃশ সুখ-সৌভাগ্য লাভের একমাত্র অন্তরায়। যাহারা দুষ্কৃতিকারী অর্থাৎ পাপ-পরায়ণ, পাপের সহিত যাহাদের নিত্য সম্বন্ধ, মনুষ্য মধ্যে তাহারা নিতান্ত অধম। তাহারা জীবনে সাধুগণের নিকট নিন্দিত ও মরণান্তে অশেষ অনর্থ-ভাজন হইয়া থাকে। কোন্‌টি হিতজনক এবং কোন্‌টি অনর্থকর অনুষ্ঠান ইহা নির্ণয়ের অক্ষমতারূপ মূঢ়তাই তাহাদের তাদৃশ দুর্গতির হেতু। পূর্ব্বোক্তরূপ মায়ার দ্বারা তাহাদের বিবেক-সামর্থ্য এরূপ আচ্ছন্ন ও বিলুপ্ত হইয়াছে যে, পদে পদে আপনাদের অধঃপতন ও সর্ব্বনাশ হইতে দেখিয়াও, তাহারা সাবধান হইতে পারে না; অথবা আপনাদের কার্য্যের অবৈধতা দেখিতে পাইলেও, মায়া-পাশ বিচ্ছিন্ন করিতে সক্ষম হয় না। তাহারা মিথ্যানুরক্তি, হিংসা, দ্বেষ প্রভৃতি আসুরিক ভাবের অধীন হইয়া আমার ভজনা করে না। শ্রীভগবান্ এই গ্রন্থের উত্তরভাগে (১৬ শ অধ্যায়, ৪ শ্লোকে) আসুরিক ভাবের লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তথায় দম্ভ, দর্প, অভিমান, ক্রোধ পরুষতা এবং অজ্ঞানকে শ্রীভগবান্ আসুরী সম্পদ্ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। যে হতভাগ্য জীবেরা এইরূপে মায়ার দ্বারা বিলুপ্ত-জ্ঞান হইয়া ভগবচ্চরণ

শ্যামপুচ্ছ দধিগ্রামং চক্রভানুপুরং তথা। শঙ্কিতং বিপদঞ্চৈব বালক্রীড়ঞ্চ ধূসরম্ ॥ কেমুদ্রুমং খরো বীর-মৃৎস্থকঞ্চাপি নন্দনম্ ॥ ইত্থমেব বনে মধ্যাস্ত্রিংশচ্চোপবনং স্মৃতম্। পূর্ব্বোক্তং দ্বাদশারণ্যং প্রধানং বনমুত্তমম্ ॥ তত্রোত্তরে চতুর্থঞ্চ বনঞ্চ সমুদাহৃতম্। নানাবিধরসক্রীড়ানানালীলাময়স্থলম্ ॥ দলবিস্পষ্ট্যাবিস্তাররহস্যক্রমমীরিতম্। সহস্রপত্রকমলং গোকুলাখ্যং মহৎ পদম্ ॥ কর্ণিকাতন্মহদ্ধাম গোবিন্দস্থানমুত্তমম্। তত্রোপরি স্বর্ণপীঠে মণিমণ্ডপমণ্ডিতম্ ॥ তত্র তত্র ক্রমাদ্দিক্ষু বিদিক্ষু দলমীরিতম। যদ্দলং

সেবনরূপ সৌভাগ্য সম্ভোগে বঞ্চিত হয়; এবং অনর্থক অনর্থোৎপাদক অনুষ্ঠানে জীবন ব্যয়িত করে, তাহাদের ন্যায় দুর্ভাগ আর কে হইতে পারে ?

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্যের অভিপ্রায়। পাপকর্ম্ম-পরায়ণগণ দুষ্কৃতির তারতম্যানুসারে চতুর্ব্বিধ—মূঢ়, নরাধম, মায়াপহৃত-জ্ঞান, এবং আসুর ভাবাশ্রিত। যাহারা মৎস্বরূপের অপরিজ্ঞান হেতু প্রাকৃত বিষয়ে আসক্ত হইয়া জীবনপাত করে, তাদৃশ বিপরীত জ্ঞান-সম্পন্নগণই মূঢ়। আমার স্বরূপ বিষয়ক সামান্য জ্ঞান থাকিলেও, যাহাদের হৃদয় মৎপ্রতি উন্মুখ হয় নাই তাহারাই নরাধম। আমার ঐশ্বর্য্যাদি জ্ঞান প্রস্তুত হইলেও, তদ্বিষয়ক অসংভাবনাদি কুট যুক্তির দ্বারা যাহাদের তাদৃশ জ্ঞান অপহৃত হয়, তাহারাই মায়াপহৃত-জ্ঞান। আমার ঐশ্বর্য্যাদি সম্বন্ধে সুদৃঢ় জ্ঞান উপপন্ন হইলেও, যাহাদের তাদৃশ জ্ঞান মদ্বিষয়ক দ্বেষেই পরিণত হয়, তাহারাই আসুর-ভাবাশ্রিত। এই চারি প্রকারের ক্রমশঃ উত্তরোত্তর পাপিষ্ঠতর।

শ্রীমদ্বলদেব ও শ্রীমদ্বিশ্বনাথের অভিপ্রায়। এই মহাত্মদ্বয় পূজ্যপাদ রামানুজাচার্য্যের উল্লিখিত অভিপ্রায় অতি সুন্দররূপে বিশদীকৃত করিয়াছেন। যদি এরূপ আশঙ্কা হয় যে, তোমার শরণাগত হইলেই যখন মুক্তি হয়, তখন কোন কোন পণ্ডিত ব্যক্তি কেন তোমার ভজনা করেন না ? ইহারই উত্তর স্বরূপে কথিত হইতেছে যে, তাদৃশ ব্যক্তিরা কুপণ্ডিত রূপেই পরিচিত। যাঁহারা প্রকৃত প্রস্তাবে পণ্ডিত, তাঁহারা চিরদিনই কায়মনোবাক্যে আমার ভজন পরায়ণ; কিন্তু যাহারা কেবল পণ্ডিতাভিমানী তাহারা আমার ভজন-মার্গ পরিভ্রষ্ট। দুঃ দুষ্ট, কৃতী পণ্ডিত; অর্থাৎ কুপণ্ডিত, এই অর্থেই মূলস্থিত "দুষ্কৃতিনঃ" শব্দ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এতাদৃশ কুপণ্ডিত চারি প্রকার। এক, মূঢ় অর্থাৎ পশুতুল্য কর্ম্ম-পরায়ণ। শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে, "যে ব্যক্তি সুধাতুল্য হরি কথা ত্যাগ করিয়া অন্য অসৎকথা শ্রবণ করে, সেই পুরীষ-ভোজী জীব নিশ্চয়ই দৈব কর্ত্তৃক বিড়ম্বিত।" অপিচ "পশু ভিন্ন আর কে মুকুন্দ-সেবায় পরাঙ্মুখ ?" ঈদৃশ মূঢ়েরা শ্রীবিষ্ণুরূপ আমাকেও

দক্ষিণে প্রোক্তং পরং গুহ্যোত্তমোত্তমম্ । তস্মিন্ দলে মহাপীঠং নিগমাগমদুর্গমম্ । যোগীন্দ্রৈরপি দুষ্প্রাপং সর্ব্বাত্মা যচ্চ গোকুলম্ ॥ দ্বিতীয়ং দলমাগ্নেয়ং তদ্রহস্যং দ্বিধা তথা । নিকুঞ্জককুটীবীরকুটীরৌ তদ্দলে স্থিতৌ ॥ পূর্ব্বদলং তৃতীয়ং যৎ প্রধানং স্থানমুচ্যতে । গঙ্গাদিসর্ব্বতীর্থানাং স্পর্শাচ্ছতগুণং-ভবেৎ ॥ চতুর্থদলমৈশান্যাং সিদ্ধপীঠেপ্সিতপ্রদম । কাময়ন্নূতনা গোপী তত্র কৃষ্ণপতিং লভেৎ । যত্রালঙ্কারহরণং

ইন্দ্রাদির ন্যায় কর্ম্ম-সেবক ও জীবের ন্যায় কর্ম্মাধীন বলিয়া মনে করে। দ্বিতীয়, নরাধম। হৃদয়ে কিঞ্চিৎ কাল ভক্তির আবির্ভাব হওয়ায় নরত্ব উপভোগ করিলেও, শেষে সাধনাভাবে স্বেচ্ছায় ভক্তিত্যাগীগণই নরাধম। অথবা বিপ্রাদি কুলে জন্মহেতু নরোত্তমতা লাভ করিয়াও অসৎ কাব্যাসক্তি হেতু পামরতাভাগীগণই নরাধম। (শ্রীমদ্বলদেব পূর্ব্বোদ্ধৃত শাস্ত্রীয় উক্তি এই স্থলে গ্রহণ করিয়াছেন) তৃতীয়, সাংখ্যাদি মত-প্রবর্ত্তকগণ মায়াপহৃত-জ্ঞান। অসংখ্য শ্রুতির দ্বারা আমার সর্ব্বজ্ঞত্ব, সর্ব্বৈশ্বর্য্য-সম্পন্নত্ব, সর্ব্ব-স্রষ্টৃত্ব, মুক্তি-দায়িত্ব, ইত্যাদি ধর্ম্ম প্রসিদ্ধ ও সপ্রমাণিত হইলেও, সাংখ্যাদি মতাবলম্বীগণ আমার ঈশ্বরত্বের অপলাপ করিয়া প্রকৃতিকেই সর্ব্ব সৃষ্টি-কর্ত্ত্রী ও মোক্ষ-বিধাত্রীরূপে কল্পনা করেন। মায়ার প্রভাবেই তাঁহারা তাদৃশ শত শত কুটিল কুযুক্তি উদ্ভাবিত করিয়া থাকেন। অথবা শাস্ত্রা-ধ্যয়ন ও অধ্যাপনাদি করিলেও, যাঁহাদের জ্ঞান মায়ার দ্বারা বিলুপ্ত হইয়াছে তাঁহারাই মায়াপহৃত-জ্ঞান। বৈকুণ্ঠ-বিরাজিনী শ্রীমন্নারায়ণ-মূর্ত্তিই চিরদিন ভক্তির উপযোগিনী; রামকৃষ্ণাদি মনুষ্যমাত্র, সুতরাং তত্তৎ মূর্ত্তি ভক্তির অযোগ্যা; ইহাই তাদৃশ মায়াপহৃত-জ্ঞানগণের অভিপ্রায়। শ্রীভগবান্ এই গীতা শাস্ত্রের নবম অধ্যায়স্থ একাদশ শ্লোকে বলিয়াছেন, "অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীভাবমাশ্রিতম্।" অর্থাৎ মানব-দেহ-ধৃত আমাকে মূঢ় জনেরা অবজ্ঞা করে। তাহারা আমার ভজনা করিলেও, প্রকৃত প্রস্তাবে তাহাদিগকে কখনই আমার ভজন-নিরত বলা যায় না। চতুর্থ, আসুর ভাবাশ্রিতগণ। ইহারা মায়ার প্রভাবে নির্ব্বিশেষ চিন্মাত্র ব্রহ্ম স্বীকার করে। অসুরেরা সর্ব্বানন্দের নিকেতন স্বরূপ আমার মূর্ত্তিকে শরদ্বারা বিদ্ধ করে এবং আমার নিত্য চৈতন্যাত্মত্ব শ্রুতি-প্রসিদ্ধ হইলেও এবং তাদৃশ মূর্ত্তি বৈকুণ্ঠে চির-বিরাজিত থাকিলেও, তাহারা মূর্ত্তরূপ দৃশ্যত্ব হেতু তাহা খণ্ডিত করে। এ স্থলেও মায়াই এতাদৃশী বুদ্ধি উৎপাদনের হেতুভূতা। জরাসন্ধাদি ইহার দৃষ্টান্ত ॥ ১৫ ॥

তদ্দলে সমুদাহৃতম্। উত্তরে পঞ্চমং প্রোক্তং দলং সর্ব্বদলোত্তমম্॥ দ্বাদশাদিত্যমত্রৈব দলঞ্চ কর্ণিকাসমম্। বায়ব্যন্ত দলং ষষ্ঠং তত্র কালীহ্রদঃ স্মৃতঃ॥ দলোত্তমোত্তমঞ্চৈব প্রধানস্থানমুচ্যতে। সর্ব্বোত্তমদলং শ্রেষ্ঠং পশ্চিমে সপ্তমং দলম্॥ যজ্ঞপত্নীগণানাঞ্চ তদীপ্সিতবরপ্রদম্। অঘাসুরস্য নির্ব্বাণং চক্রে ত্রিদশ-গর্ণিতম্॥ ব্রহ্মমোহনমত্রৈব দলং ব্রহ্মহ্রদাবহম্। নৈঋত্যান্ত দলং প্রোক্তমষ্টমং ব্যোমঘাতনম্॥ শঙ্খ-

চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়।—ভরতর্ষভ অর্জ্জুন আর্ত্তঃ (রোগাদ্যভিভূতঃ) জিজ্ঞাসুঃ (ভগবত্তত্ত্বজ্ঞানেচ্ছুঃ) অর্থার্থী (ধনকামঃ) জ্ঞানী (ভগবত্তত্ত্ববিৎ) চ [এতে] চতুর্ব্বিধাঃ সুকৃতিনঃ (পুণ্যকর্ম্মাণঃ) জনাঃ (মানবাঃ) মাম্ (পরমেশ্বরম্) ভজন্তে (সেবন্তে) ॥ ১৬ ॥

প্রতিশব্দ।—ভরত-বংশ-তিলক ধনঞ্জয় পীড়াদি-কাতর আত্মতত্ত্ব-জ্ঞানাভিলাষী ধনকামী এবং আত্মতত্ত্বজ্ঞ [এই] চারি-প্রকার পুণ্যশীল মানব আমাকে ভজনা-করেন ॥ ১৬ ॥

ব্যাখ্যা।—হে ভরতকুলপ্রদীপ সব্যসাচিন্! রোগাদিতে অভিভূত, ভগবত্তত্ত্বজ্ঞানেচ্ছু, ঐহিক ও পারত্রি ভোগ সাধনভূত ধনাভিলাষী, এবং আত্মতত্ত্বজ্ঞান সম্পন্ন এই চারি প্রকার সুকৃতিশালী মানব আমার ভজনা করেন ॥ ১৬ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—যে পুনর্নরোত্তমাঃ পুণ্যকর্ম্মাণঃ চতুর্ব্বিধা ইতি। চতুর্ব্বিধাশ্চতুঃপ্রকারা ভজন্তে সেবন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনঃ পুণ্যকর্ম্মাণঃ, হে অর্জ্জুন! আর্ত্তঃ অর্ত্তিপরিগৃহীতঃ তস্কর-ব্যাঘ্র-রোগাদিনা অভিভূতঃ অভিভবং আপন্নঃ, জিজ্ঞাসুর্ভগবত্তত্ত্বং জ্ঞাতুমিচ্ছতি যঃ, অর্থার্থী ধনকামঃ, জ্ঞানী বিষ্ণোস্তত্ত্ববিচ্চ। হে ভরতর্ষভ! ॥ ১৬ ॥

চূড়বধস্তত্র নানাকেলিরসস্থলম্। শ্রুতমষ্টদলং প্রোক্তং বৃন্দারণ্যান্তরস্থিতম্॥ শ্রীমদ্‌বৃন্দাবনং ধন্যং যমুনায়াঃ প্রদক্ষিণম্। শিবলিঙ্গমধিষ্ঠাতা দৃষ্টো গোপীশ্বরাভিধঃ॥ তদ্বাহে শোড়শদলং প্রিয়া পূর্ণং তদীরিতম্। সর্ব্বাসু দিক্ষু যৎপ্রোক্তং প্রাদাক্ষিণ্যাদ্‌যথাক্রমম্॥ মহৎপদং মহদ্ধাম প্রধানং ষোড়শং দলম্। প্রথমৈকদলং শ্রেষ্ঠং মাহাত্ম্যং কর্ণিকাসমম্॥ তস্মিন্ মধুবনং প্রোক্তং তত্র প্রাদুরভূৎ স্বয়ম্। চতুর্ভুজো মহাবিষ্ণুঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥ তত্রাধিষ্ঠিততদ্দেবং মুনিশ্রেষ্ঠ সনাতনম্। দলং দ্বিতীয়মাখ্যাতং কিঞ্চিল্লীলারসস্থলম্॥ খদিরারণ্যমত্রৈব দলঞ্চ সমুদাহৃতম্। সর্ব্বশ্রেষ্ঠদলং প্রোক্তং মাহাত্ম্যং কর্ণিকাসমম্। তত্র গোবর্দ্ধনে রম্যে নিত্যানন্দরসাশ্রয়ে॥ কর্ণিকায়াং মহালীলা তল্লীলারসগহ্বরে। যত্র কৃষ্ণো নিত্যবৃন্দাকাননস্থ পতির্ভবেৎ॥ কৃষ্ণো গোবিন্দতাং প্রাপ্তঃ কিমন্যৈর্ব্বহুভাষিতৈঃ॥ দলং তৃতীয়মাখ্যাতং সর্ব্বশ্রেষ্ঠোত্তমোত্তমম্। চতুর্থদলমাখ্যাতং মহাদ্ভুতরসস্থলম্॥ হরির্যাস্য পতিঃ সাক্ষান্নিত্যং গোবর্দ্ধনঃ স্বয়ম্। কদম্বখণ্ডী তত্রৈব পূর্ণানন্দরসাশ্রয়ঃ॥ স্নিগ্ধং হৃদ্যং প্রিয়ং রম্যং দলঞ্চ সমুদাহৃতম্। নন্দীশ্বরদলং রম্যং তত্র নন্দালয়ঃ স্মৃতঃ॥ কর্ণিকাদলমাহাত্ম্যং পঞ্চমং দলমুচ্যতে। অধিষ্ঠাতাত্র গোপালো ধেনুপালস্ততঃ পরম্॥ দলং ষষ্ঠং যদাখ্যাতং তত্র নন্দবনং স্মৃতম্। সপ্তমং বকুলারণ্যং দলং রম্যং প্রকীর্ত্তিতম্॥ দলা-

আনন্দগিরি।—কেষাং তর্হি তন্নিষ্ঠতা সুকরা ? ইতি তত্রাহ যে পুনরিতি। তে ভজন্তে ভগবন্তমিতি শেষঃ। যে ত্বাং ভজন্তে তে কিং সর্ব্বে মায়াং তরন্তি ? নৈবং প্রার্থনাবৈচিত্র্যাদিত্যাহ চতুর্ব্বিধা ইতি। আপন্নস্তন্নিবৃত্তিমিচ্ছন্নিতি শেষঃ। তত্ত্ববিদিতি শব্দজ্ঞানবানাত্মতত্ত্বসাক্ষাৎকারমাত্রার্থী মুমুক্ষুরিত্যর্থঃ॥ ১৬॥

রামানুজ।—চতুর্ব্বিধা ইতি। সুকৃতিনঃ পুণ্যকর্ম্মাণো মাং শরণমুপগম্য মামেব ভজন্তে, তে চ সুকৃততারতম্যেন চতুর্ব্বিধাঃ সুকৃতগরীয়স্ত্বেন প্রতিপত্তিবৈশেষ্যাদুত্তরোত্তরাধিকতমা ভবন্তীত্যর্থঃ। আর্ত্তঃ প্রতিষ্ঠাহীনো ভ্রষ্টৈশ্বর্য্যঃ পুনস্তৎপ্রাপ্তিকামঃ, অর্থার্থী অপ্রাপ্তৈশ্বর্য্যতয়ৈশ্বর্য্যকামঃ। তয়োর্গুণ-(মুখ)ভেদমাত্রং ঐশ্বর্য্যবিষয়তয়া এক এবাধিকারঃ, জিজ্ঞাসুঃ প্রকৃতিবিযুক্তাত্মস্বরূপাবাপ্তীচ্ছুর্জ্ঞানমেবাস্য স্বরূপমিতি জিজ্ঞাসুরিত্যুক্তমেব। জ্ঞানী তু "ইতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্" ইত্যাদিনাভিহিতং ভগবচ্ছেষতৈয়করসাত্মস্বরূপং চিৎপ্রকৃতিবিযুক্তকেবলাত্মন্যপর্য্যবস্যন্ ভগবন্তমেব প্রেপ্সুঃ ভগবন্তমেব পরমপ্রাপ্যং মন্বানঃ॥ ১৬॥

হনুমান্।—চতুর্ব্বিধা ইতি। চতুর্বিধা ভজন্তে মাং চতুষ্প্রকারাঃ ভজন্তে মাং সুকৃতিনঃ, অর্জ্জুন! আর্ত্তো দুঃখী, জ্ঞাতুমিচ্ছুঃ জিজ্ঞাসুঃ, অর্থার্থী ধনকামঃ, জ্ঞানী আত্মবিৎ, ভরতর্ষভ!॥ ১৬॥

ষ্টমং তালবনং তত্র ধেনুবধঃ স্মৃতঃ। নবমং কুমুদারণ্যং দলং রম্যং প্রকীর্ত্তিতম্॥ কাম্যারণ্যং দলং হৃদ্যং দশমং সর্ব্বকারণম্। ব্রহ্মপ্রসাদনং তত্র বিষ্ণুবৃন্দং প্রদর্শিতম্। কৃষ্ণক্রীড়ারসস্থানং প্রধানং দলমুচ্যতে। দলমেকাদশং প্রোক্তং ভক্তানুগ্রহকারণম্॥ নির্ব্বাণং সেতুবন্ধস্য নানারসময়স্থলম্। ভাণ্ডীরং দ্বাদশদলং বনং রম্যং মনোহরম্॥ কৃষ্ণক্রীড়ারসস্তত্র শ্রীদামাদিভিরাবৃতঃ। ত্রয়োদশদলং শ্রেষ্ঠং তত্র ভদ্রবনং স্মৃতম্॥ চতুর্দ্দশদলং প্রোক্তং সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদং স্থলম্। শ্রীবনং তত্র রুচিরং সর্ব্বৈশ্বর্য্যস্য কারণম্॥ কৃষ্ণলীলাময়দলং শ্রীকীর্ত্তিকান্তিবর্দ্ধনম্। পঞ্চদশদলং শ্রেষ্ঠং তত্র লোহবনং স্মৃতম্॥ কথিতং ষোড়শদলং মাহাত্ম্যং কর্ণিকাসমম্। মহাবনং তত্র গীতং তত্রাস্তি গুহ্যমুত্তমম্॥ বালক্রীড়ারসস্তত্র বৎসপালৈঃ সমাবৃতঃ। পূতনাদিবধস্তত্র যমলার্জ্জুনভঞ্জনম্॥ অধিষ্ঠাতা তত্র বালগোপালঃ পঞ্চমাব্দিকঃ। নাম্না দামোদরপ্রোক্তঃ প্রেমানন্দরসার্ণবঃ॥ দলং প্রসিদ্ধমাখ্যাতং সর্ব্বশ্রেষ্ঠদলোত্তমম্। কৃষ্ণক্রীড়া চ কিঞ্জল্কী বিহারদলমুচ্যতে॥ সিদ্ধপ্রধানং কিঞ্জল্কং দলঞ্চ সমুদাহৃতম্॥

শ্রীবৃন্দাবন ধামের মাহাত্ম্য বলিয়া শেষ করা যায় না। শ্রীকৃষ্ণ-রাধিকার চরণ-রেণু-সম্পৃক্ত তত্রত্য ধূলিকণা ও গোপাল-চালিত গো-সমূহের আশ্রিত বৃক্ষরাজি, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ সকলই অপরিসীম মাহাত্ম্যযুক্ত ও সৌভাগ্যশালী। নিম্নে বৃন্দাবনের মাহাত্ম্য সম্বন্ধীয় শিবোক্তি উদ্ধৃত হইতেছে।

ঈশ্বর উবাচ।—কথিতং তে প্রিয়তমে গুহ্যাদগুহ্যতমোত্তমম্॥ রহস্যানাং রহস্যং যৎ দুর্ল্লভানাঞ্চ দুর্ল্লভম্। ত্রৈলোক্যগোপিতং দেবি দেবেশ্বরসুপূজিতম্॥ ব্রহ্মাদিবাঞ্ছিতং স্থানং সুরসিদ্ধাদিসেবিতম্। যোগীন্দ্রাদিমুনীন্দ্রাদিসদাতদ্ধ্যানতৎপরম্॥ অপ্সরোভিশ্চ গন্ধর্ব্বৈর্নৃত্যগীতনিরন্তরম্। শ্রীমদ্বৃন্দাবনং রম্যং পূর্ণানন্দরসাশ্রয়ম্॥ ভূমিশ্চিন্তামণিস্তোয়মমৃতং রসপূরিতম্। বৃক্ষাঃ সুরদ্রুমাস্তত্র সুরভিবৃন্দসেবিতাঃ॥ স্ত্রী লক্ষ্মীঃ পুরুষো বিষ্ণুস্তদংশাংশসমুদ্ভবঃ। তত্র কৈশোরবয়সং নিত্যমানন্দবিগ্রহম্॥ গতির্নাট্যং কথাগানং স্মিতবক্ত্রং নিরন্তরম্। শুদ্ধসত্ত্বৈঃ প্রেমপূর্ণৈর্বৈষ্ণবৈস্তদ্ঘনাশ্রয়ম্॥ পূর্ণব্রহ্মসুখে

শ্রীধর ।—সুকৃতিনস্ত মাং ভজন্ত্যেব তে চ সুকৃততারতম্যেন চতুর্ব্বিধা ইত্যাহ চতুর্ব্বিধা ইতি। পূর্ব্বজন্মসু যে কৃতপুণ্যাস্তে মাং ভজন্তি, তে চতুর্ব্বিধাঃ আর্ত্তো রোগাদ্যভিভূতঃ, স যদি পূর্ব্বং কৃতপুণ্যস্তর্হি মাং ভজতি অন্যথা ক্ষুদ্রদেবতাভজনেন সংসরতি, এবমুত্তরত্রাপি দ্রষ্টব্যম্। জিজ্ঞাসুরাত্মজ্ঞানেচ্ছুঃ, অর্থার্থী অত্র পরত্র চ ভোগসাধনভূতার্থপ্রেপ্সুঃ, জ্ঞানী চাত্মবিৎ ॥ ১৬ ॥

বলদেব ।—তর্হি ত্বাং কে প্রপদ্যন্তে ? তত্রাহ চতুর্ব্বিধা ইতি। সুকৃতিনঃ সুপণ্ডিতাঃ স্ববর্ণাশ্রমোচিতকর্ম্মণা মদেকান্ত[ন্তি]ভাবেন চ সম্পন্না জনা মাং ভজন্তে, তে চ চতুর্ব্বিধাঃ, তত্রার্ত্তঃ শত্রুক্লেশাদ্যাপদ্‌গ্রস্তস্তদ্বিনাশেচ্ছুর্গজেন্দ্রাদিঃ। জিজ্ঞাসুঃ বিবিক্তাত্মস্বরূপজ্ঞানেচ্ছুঃ শৌনকাদিঃ। অর্থার্থী রাজ্যাদিসম্পদিচ্ছুর্ধ্রুবাদিঃ। জ্ঞানী শেষত্বেন স্বাত্মানং শেষিত্বেন পরাত্মানঞ্চ মাং জ্ঞাতবান্ শুকাদিঃ। এম্বার্ত্তাদয়ঃ সকামাঃ, জ্ঞানী তু নিষ্কামঃ আর্ত্তার্থার্থিনোঃ পরত্র জিজ্ঞাসুতাসম্পত্তয়ে তয়োরন্তরালে জিজ্ঞাসোরুপন্যাসঃ ॥ ১৬ ॥

মধুসূদন ।—যে ত্বাসুরভাবরহিতাঃ পুণ্যকর্ম্মাণো বিবেকিনস্তে পুণ্যকর্ম্মতারতম্যেন চতুর্ব্বিধাঃ সন্তো মাং ভজন্তে ক্রমেণ চ কামনারাহিত্যেন মৎপ্রসাদান্মায়াং তরন্তীত্যাহ চতুর্ব্বিধা ইতি। যে সুকৃতিনঃ পূর্ব্বজন্মকৃতপুণ্যসঞ্চয়া জনাঃ সফলজন্মানস্ত এব নান্যে, তে মাং ভজন্তে সেবন্তে, হে অর্জ্জুন! তে চ ত্রয়ঃ সকামা একোঽকাম ইত্যেবং চতুর্ব্বিধাঃ। আর্ত্তঃ আর্ত্ত্যা শত্রুব্যাধ্যাদ্যাপদা গ্রস্তস্তন্নিবৃত্তিমিচ্ছন্ যথা মখভঙ্গেন কুপিত ইন্দ্রে বর্ষতি ব্রজবাসী জনঃ, যথা বা জরাসন্ধকারাগারবর্ত্তী রাজনিচয়ঃ, দ্যূতসভায়াং বস্ত্রাপকর্ষণে দ্রৌপদী চ, গ্রাহগ্রস্তো গজেন্দ্রশ্চ। জিজ্ঞাসুরাত্মজ্ঞানার্থী মুমুক্ষুঃ যথা মুচুকুন্দঃ, যথা

মগ্নং স্ফুরত্তন্মূর্ত্তিতন্ময়ম্। প্রমত্তকোটিভৃঙ্গাদ্যৈঃ কূজৎকলমনোহরম্ ॥ কপোতশুকসংগীতমুন্মত্তালিসহস্রকম্। ভুজঙ্গশত্রুনৃত্যাঢ্যং সকান্তামোদবিভ্রমম্ ॥ নানাবর্ণৈশ্চ কুসুমৈস্তদ্রেণুপরিপূরিতম্। সুস্নিগ্ধসৌরভাশ্রান্তমুগ্ধীকৃতজগত্রয়ম্ ॥ মন্দমারুতসংসিক্তবসন্তঋতুসেবিতম্। পূর্ণেন্দুনিত্যাভ্যুদয়ং সূর্য্যমন্দাংশুসেবিতম্ ॥ অদুঃখসুখবিচ্ছেদং জরামরণবর্জ্জিতম্। অক্রোধগতমাৎসর্য্যং অভিন্নমনহংকৃতম্। পূর্ণানন্দামৃতরসং পূর্ণপ্রেমসুখাবহম্। গুণাতীতং পরং ধাম পূর্ণপ্রেমস্বরূপকম্ ॥ যত্র বৃক্ষাদিপুলকৈঃ প্রেমানন্দাশ্রুবর্ষিতম্। কিং পুনশ্চেতনাযুক্তৈর্বিষ্ণুভক্তৈঃ কিমুচ্যতে ॥ গোবিন্দাঙ্ঘ্রিরজস্পর্শান্নিত্যবৃন্দাবনং ভুবি। সহস্রদলপদ্মস্য বৃন্দারণ্যং বরাটকম্ ॥ যস্য স্পর্শনমাত্রেণ পৃথ্বী ধন্যা জগত্রয়ে। গুহ্যাদ্‌গুহ্যতমং রম্যং মেধ্যং বৃন্দাবনস্থিতম্ ॥ অক্ষরং নিত্যমানন্দং গোবিন্দস্থানমব্যয়ম্। গোবিন্দদেহতোঽভিন্নং পূর্ণব্রহ্মসুখাশ্রয়ম্ ॥ মুক্তিস্তত্র যতঃ স্পর্শাত্তন্মাহাত্ম্যং কিমুচ্যতে। তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনা দেবি হৃদিস্থং কুরু তদ্বনম্। বৃন্দাবনবিহারেষু কৃষ্ণং কৈশোরবিগ্রহম্। অন্যারণ্যেষু স্থানেষু বাল্যপৌগণ্ডযৌবনম্ ॥ কালিন্দীমকরন্দোঽস্য কর্ণিকায়াঃ প্রদক্ষিণম্। নানানির্ম্মাণগম্ভীরং জলসৌরভমোহনম্ ॥ আনন্দাহততন্মিশ্রমকরন্দঘনালয়ম্। পদ্মোৎপলাদ্যৈঃ কুসুমৈর্নানাবর্ণৈঃ সমুজ্জলম্ ॥ চক্রবাকাদিবিহগৈর্ম্মঞ্জুনানাকলস্বনৈঃ। শোভমানং জলং রম্যং তরঙ্গাতিমনোহরম্ ॥ তস্যোভয়তটী রম্যা শুদ্ধকাঞ্চননির্ম্মিতা। গঙ্গাকোটিগুণঃ প্রোক্তো যত্র স্পর্শবরাটকঃ ॥ কর্ণিকায়াং কোটিগুণো যত্র ক্রীড়ারতো হরিঃ। কালিন্দীকর্ণিকাকৃষ্টমভিন্নমেকবিগ্রহম্ ॥ (পদ্মপুরাণ, পাতাল ৭৫।)

বা মৈথিলো জনকঃ, শ্রুতদেবশ্চ। নিবৃত্তে মৌসলে যথা চোদ্ধবঃ। অর্থার্থী ইহ বা পরত্র বা যদ্ভোগোপকরণং তল্লিপ্সুঃ, তত্রেহ যথা সুগ্রীবো বিভীষণশ্চ, যথা চোপমন্যুঃ, পরত্র যথা ধ্রুবঃ, এতে ত্রয়োঽপি ভগবদ্ভজনেন মায়াং তরন্তি। তত্র জিজ্ঞাসুর্জ্ঞানোৎপত্ত্যা সাক্ষাদেব মায়াং তরতি, আর্ত্তোঽর্থার্থী চ জিজ্ঞাসুত্বং প্রাপ্যেতি বিশেষঃ। আর্ত্তস্যার্থার্থিনশ্চ জিজ্ঞাসুত্বসম্ভবাজ্জিজ্ঞাসোশ্চার্ত্তত্বজ্ঞানোপকরণার্থার্থিত্বসম্ভবাদুভয়োর্ম্মধ্যে জিজ্ঞাসুরুদ্দিষ্টঃ, তদেতে ত্রয়ঃ সকামা ব্যাখ্যাতাঃ, নিষ্কামশ্চতুর্থঃ, ইদানীমুচ্যতে জ্ঞানী চ, জ্ঞানং ভগবত্তত্ত্বসাক্ষাৎকারস্তেন নিত্যযুক্তো জ্ঞানী তীর্ণমায়ো নিবৃত্তসর্ব্বকামঃ। চকারো যস্য কস্যাপি নিষ্কামপ্রেমভক্তস্য জ্ঞানিন্যন্তর্ভাবার্থঃ। হে ভরতর্ষভ! ত্বমপি জিজ্ঞাসুর্ব্বা জ্ঞানী বেতি কতমোঽহং ভক্ত ইতি মা শঙ্কিষ্ঠা ইত্যর্থঃ। তত্র নিষ্কামভক্তো জ্ঞানী যথা সনকাদির্যথা নারদো যথা প্রহ্লাদো যথা পৃথুর্যথা বা শুকঃ, নিষ্কামঃ শুদ্ধপ্রেমভক্তো যথা গোপিকাদির্যথা বাক্রূরযুধিষ্ঠিরাদিঃ, কংসশিশুপালাদয়স্তু ভয়াদ্দ্বেষাচ্চ সন্ততভগবচ্চিন্তাপরা অপি ন ভক্তাঃ ভগবদনুরক্তেরভাবাৎ। ভগবদনুরক্তিরূপায়াস্তু ভক্তেঃ স্বরূপং সাধনং ভেদাস্তথাঽভক্তানামপি "ভগবদ্ভক্তিরসায়নে" অস্মাভিঃ সবিশেষং প্রপঞ্চিতাঃ, ইতীহোপরম্যতে ॥ ১৬ ॥

নীলকণ্ঠ।—যে তু সত্যপি দেহাদ্যধ্যাসে মত্তো বিভ্যতি মৎপ্রীত্যর্থং সুকৃতমেব আচরন্তি, তেঽপি চতুর্ব্বিধাঃ ন কেবলং সর্ব্বে মদেককামা ইত্যাশয়েনাহ চতুর্ব্বিধা ইতি। আর্ত্তঃ পীড়িতঃ পীড়াপরিহারার্থী, জিজ্ঞাসুঃ স্বাজ্ঞাননাশার্থী, অর্থার্থী ধনাদ্যর্থী, জ্ঞানী চেতি চতুর্ব্বিধা মাং ভজন্তে ॥ ১৬ ॥

ব্রহ্ম বৈবর্ত্ত পুরাণে বৃন্দাবনের বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। বাহুল্য ভয়ে তাহা উদ্ধৃত হইল না। এই পবিত্র তীর্থ ক্ষেত্রের বৃন্দাবন নাম প্রাপ্তি সম্বন্ধে অনেক অভিপ্রায় আছে। মহর্ষি নারদ এই তত্ত্ব জানিবার অভিপ্রায়ে নারায়ণ ঋষিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, নারায়ণ ঋষি উত্তরে যাহা নির্দ্দেশ করেন নিম্নে তৎসমস্ত উদ্ধৃত হইতেছে।

নারদ উবাচ। কথং বৃন্দাবনং নাম কাননস্যাস্য ভারতে। ব্যুৎপত্তিরতিসংজ্ঞা বা তত্ত্বং বদ সুতত্ত্ববিৎ ॥ সূত উবাচ। নারদস্য বচঃ শ্রুত্বা ঋষির্নারায়ণো মুদা। প্রহস্যোবাচ নিখিলং তত্ত্বমেব পুরাতনম্ ॥ নারায়ণ উবাচ। পুরা কেদারনৃপতিঃ সপ্তদ্বীপতিঃ স্বয়ম্। আসীৎ সত্যযুগে ব্রহ্মন্ সত্যধর্ম্মরতঃ সদা ॥ স রেমে সহ নারীভিঃ পুত্রপৌত্রগণৈঃ সহ। পুত্রানিব প্রজাঃ সর্ব্বা পালয়ামাস ধার্ম্মিকঃ ॥ কৃত্বা শতক্রতুং রাজা লেভে নেন্দ্রত্বমীপ্সিতম্। কৃত্বা নানাবিধং পুণ্যং ফলাকাঙ্খী ন চ স্বয়ম্ ॥ নিত্যং নৈমিত্তিকং সর্ব্বং শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিপূর্ব্বকম্। কেদারতুল্যো রাজেন্দ্রো ন ভূতো ভবিতা পুনঃ ॥ পুত্রেষু রাজ্যং সংন্যস্য প্রিয়া ত্রৈলোক্যমোহিনী। জৈগীষব্যোপদেশেন জগাম তপসে বনম্ ॥ হরেরৈকান্তিকো ভক্তো ধ্যায়তে সন্ততং হরিম্। শশ্বৎ সুদর্শনং চক্রমস্তি যৎ সন্নিধৌ মুনে ॥ চিরং তপ্ত্বা নৃপশ্রেষ্ঠো গোলোকঞ্চ জগাম সঃ। কেদারং নাম তত্তীর্থং তন্নাম্না চ বভূব হ ॥ তত্রাপি মৃতঃ প্রাণী নদ্যো মুক্তো ভবেৎ ধ্রুবম্। কমলাংশা তস্য কন্যা নাম্না বৃন্দা তপস্বিনী ॥ ন বব্রে সা বরং কিঞ্চিৎ যোগশাস্ত্রবিশারদা। দত্তং দুর্ব্বাসসা তস্যৈ হরের্ম্মন্ত্রং সুদুর্লভম্ ॥ সা বিরক্তা গৃহং ত্যক্ত্বা জগাম তপসে বনম্। ষষ্টিং বর্ষসহস্রাণি তপস্তেপে সুনির্জ্জনে ॥ আবির্ব্বভূব শ্রীকৃষ্ণস্তৎপুরো

বিশ্বনাথ।—তর্হি কে ত্বাং ভজন্তে? ইত্যত আহ চতুর্ব্বিধা ইতি। সুকৃতং বর্ণাশ্রমাচারলক্ষণো ধর্ম্মস্তদ্বন্তঃ সন্তো মাং ভজন্তে, তত্র আর্ত্তঃ রোগাদ্যাপদ্গ্রস্তস্তন্নিবৃত্তিকামঃ। জিজ্ঞাসুঃ আত্মজ্ঞানার্থী ব্যাকরণাদিশাস্ত্রজ্ঞানার্থী বা। অর্থার্থী ক্ষিতিগজতুরগকামিনীকনকাদ্যৈহিকপারত্রিকভোগার্থীতি। এতে ত্রয়ঃ সকামা গৃহস্থাঃ। জ্ঞানী বিশুদ্ধান্তঃকরণঃ সন্ন্যাসীতি চতুর্থোঽয়ং নিষ্কামঃ। ইত্যেতে প্রাধানীভূতভক্ত্যধিকারিণশ্চত্বারো নিরূপিতাঃ। তত্রাদিমেষু ত্রিষু কর্ম্মমিশ্রা ভক্তিঃ। অন্তিমে চতুর্থে জ্ঞানমিশ্রাঃ। "সর্ব্বদ্বারাণি সংযম্য" ইত্যগ্রিমগ্রন্থে যোগমিশ্রাপি বক্ষ্যতে। জ্ঞানকর্ম্মাদ্যমিশ্রা কেবলা ভক্তির্যা সা তু সপ্তমাধ্যায়ারম্ভে এব "ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ" ইত্যনেন উক্তা। পুনশ্চাষ্টমেঽপ্যধ্যায়ে "অনন্যচেতাঃ সততম্" ইত্যনেন, নবমে "মহাত্মনস্তু মাং পার্থ" ইতি শ্লোকদ্বয়েন. "অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাম্" ইত্যনেন চ। নিরূপয়িতব্যেতি প্রধানীভূতা কেবলেতি দ্বিধৈব ভক্তির্মধ্যমেঽস্মিন্নধ্যায়ষট্কে ভগবতোক্তা। যাং তু তৃতীয়া গুণীভূতা ভক্তিঃ, কর্ম্মিণি জ্ঞানিনি যোগিনি চ কর্ম্মাদিফলসিদ্ধ্যর্থা দৃশ্যতে। তস্যাঃ প্রাধান্যাভাবাৎ ন ভক্তিত্বব্যপদেশঃ; কিন্তু তত্র তত্র কর্ম্মাদীনামেব প্রাধান্যাৎ। "প্রাধান্যেন ব্যপদেশা ভবন্তি" ইতি ন্যায়েন কর্ম্মত্বজ্ঞানত্বযোগত্বব্যপদেশঃ, তদ্বতামপি কর্ম্মিত্ব-জ্ঞানিত্ব-যোগিত্বব্যপদেশো ন তু ভক্তত্বব্যপদেশঃ। ফলঞ্চ সকামকর্ম্মণঃ স্বর্গঃ, নিষ্কামকর্ম্মণো জ্ঞানযোগঃ, জ্ঞানযোগয়োর্নির্ব্বাণমোক্ষ ইতি। অথ দ্বিধায়াঃ ভক্তেঃ ফলমুচ্যতে, তত্র প্রধানীভূতাসু ভক্তিষু মধ্যে আর্ত্তাদিষু ত্রিষু যাঃ কর্ম্মমিশ্রা যাঃ কর্ম্মমিশ্রাস্তিস্রঃ সকামাঃ ভক্তয়ঃ, তাসাং ফলং তত্তৎকামপ্রাপ্তিঃ। বিষয়সাদ্গুণ্যাৎ তদন্তে সুখৈশ্বর্য্যপ্রধানসালোক্যমোক্ষপ্রাপ্তিশ্চ। ন তু

ভক্তবৎসলঃ। প্রসন্নবদনঃ শ্রীমান্ বরং বৃণিত্যুবাচ হ॥ দৃষ্ট্বা সা রাধিকাকান্তং শান্তং সুন্দরবিগ্রহম্। মূর্চ্ছামবাপ সা সদ্যঃ কামবাণপ্রপীড়িতা॥ সা চ শীঘ্রং বরং বব্রে পতিস্ত্বং মে ভবেতি চ। তথাস্তুক্ত্বা চ রহসি চিরং রেমে তয়া সহ॥ সা জগাম চ গোলোকং কৃষ্ণেন সহ কৌতুকাৎ। রাধাসমা সা সৌভাগ্যাদ্গোপী শ্রেষ্ঠা বভূব হ॥ বৃন্দা যত্র তপস্তেপে তত্তু বৃন্দাবনং স্মৃতম্। বৃন্দা যত্র কৃতক্রীড়া তেন বা মুনিপুঙ্গব॥ অথান্যথেতিহাসঞ্চ শৃণুষ্ব বৎস পুণ্যদম্। যেন বৃন্দাবনং নাম নিবোধ কথয়ামি তে॥ কুশধ্বজস্য কন্যে দ্বে ধর্ম্মশাস্ত্রবিশারদে। তুলসী-বেদবত্যৌ চ বিরক্তে ভবকর্ম্মণি॥ তপস্তপ্ত্বা বেদবতী প্রাপ নারায়ণং বরম্। সীতা জনককন্যা সা সর্ব্বত্র পরিকীর্ত্তিতা॥ তুলসী চ তপস্তপ্ত্বা বাঞ্ছাং কৃত্বা পতিং হরিম্। দৈবাৎ দুর্ব্বাসসঃ শাপাৎ প্রাপ্য শঙ্খাসুরং পতিম্॥ পশ্চাৎ সংপ্রাপ কমলাকান্তং কান্তং মনোহরম্। সা এব হরিশাপেন বৃক্ষরূপা বরেশ্বরী॥ তস্যাঃ শাপেন চ হরিঃ শালগ্রামো বভূব হ। তথা তস্থৌ চ সততং শিলা বক্ষসি সুন্দরী॥ বিস্তীর্ণং কথিতং সর্ব্বং তুলসীচরিতঞ্চ তে। তথাপি চ প্রসঙ্গেন কিঞ্চিদুক্তং মুনে পুনঃ॥ তস্যা নামান্তরং বৃন্দা তদ্দিদঞ্চ তপোবনম্। তেন বৃন্দাবনং নাম প্রবদন্তি মনীষিণঃ॥ অথবা তে প্রবক্ষ্যামি পরং হেত্বন্তরং শৃণু। যেন বৃন্দাবনং নাম পুণ্যক্ষেত্রে চ ভারতে॥ রাধা ষোড়শনাম্নাঞ্চ বৃন্দা নাম শ্রুতৌ শ্রুতম্। তস্যাঃ ক্রীড়াবনং রম্যং তেন বৃন্দাবনং স্মৃতম্॥ গোলোকে প্রীতয়ে তস্যাঃ কৃষ্ণেন নির্ম্মিতং পুরা। ক্রীড়ার্থং ভুবি তন্নাম্না বনং বৃন্দাবনং স্মৃতম্॥ (ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ, শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড, ১৭শ অধ্যায়)।

কর্ম্মফলস্বর্গভোগান্ত ইব পাতঃ। যদ্বক্ষ্যতে, "যান্তি মদ্যাজিনো মাম্" ইতি চতুর্থ্যাঃ জ্ঞানমিশ্রায়াস্তত উৎকৃষ্টায়াস্ত ফলং শান্তিরতিঃ সনকাদিম্বিব। ভক্তভগবৎকারুণ্যাধিক্যবশাৎ কস্যাশ্চিৎ তস্যাঃ ফলং প্রেমোৎকর্ষশ্চ শ্রীশুকাদিম্বিব। কর্ম্মমিশ্রা ভক্তির্যদি নিষ্কামা স্যাৎ, তদা তস্যাঃ ফলং জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিঃ; তস্যাঃ ফলমুক্তমেব। ক্বচিচ্চ স্বভাবাদেব দাসাদিভক্তসঙ্গোত্থবাসনাবশাদ্বা জ্ঞানকর্ম্মাদিমিশ্রভক্তিমতামপি দাস্যাদিপ্রেম স্যাৎ, কিন্তু ঐশ্বর্য্যপ্রধানমেবেতি। অথ জ্ঞানকর্ম্মাদ্যা মিশ্রায়াঃ শুদ্ধায়াঃ অনন্যা কিঞ্চনোত্তমাদিপর্য্যায়াঃ ভক্তের্বহুপ্রভেদায়াঃ দাস্য-সখ্যাদিপ্রেমবৎ পার্ষদত্বমেব ফলম্। ইত্যাদিকং শ্রীভাগবতটীকায়াং বহুশঃ প্রতিপাদিতম্, অত্রাপি প্রসঙ্গবশাৎ সাধ্যাভক্তিবিবেকঃ সংক্ষিপ্য দর্শিতঃ ॥ ১৬ ॥

তাৎপর্য্য।—আসুর ভাবাশ্রিত, নরাধমেরা পরমেশ্বরের ভজনবিমুখ হইয়া কালপাত করে, এ কথা পূর্ব্ব শ্লোকে কথিত হইয়াছে। এক্ষণে তাহাদের বিপরীত ধর্ম্মাক্রান্ত, আসুরভাব বিরহিত পুণ্য-কর্ম্ম-পরায়ণ, বিবেকবান্ শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ পরমেশ্বরের ভজন-নিরত থাকিয়া চরমে পরম ফলের অধিকারী হইয়া থাকেন, ইহাই প্রদর্শিত হইতেছে। পুণ্যানুষ্ঠানের তারতম্য হেতু তাদৃশ মদ্ভজন শীল সাধু পুরুষগণ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া থাকেন। যাঁহারা পূর্ব্ব জন্মানুষ্ঠিত পুণ্য-প্রভাবে সার্থক-জন্মা তাঁহারাই আমার ভজনরূপ শরণ গ্রহণ করিয়া ধন্য হইয়া থাকেন; তাদৃশ পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সুকৃতিশালী ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কাহারও আমার ভজনরূপ সৌভাগ্যের অধিকারী হওয়া অসম্ভব। সেই চতুর্ব্বিধ ভজন-পরায়ণগণও সকাম ও অকাম ভেদে দুই ভাগে বিভক্ত। আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু এবং অর্থার্থী এই তিন প্রকার সকাম-সেবক; আর জ্ঞানী অকাম সেবক। শত্রু, তস্কর, ব্যাঘ্রাদি হিংস্র প্রাণি অথবা রোগাদিতে অভিভূত হইয়া যাঁহারা আমার শরণ গ্রহণ করেন, তাঁহারাই আর্ত্ত। যখন ইন্দ্র দেব ক্রোধান্ধ হইয়া, অবিরল ধারায় বারিপাত করিয়া; ব্রজবাসীগণকে নিরতিশয় উৎপীড়িত করিয়াছিলেন, তখন তাঁহারা নিতান্ত দীনভাবে শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হইয়াছিলেন। তাদৃশ অবস্থাপন্ন ভগবচ্ছরণাগত ব্রজবাসীগণকে আর্ত্ত বলা যাইতে পারে। যখন মগধরাজ জরাসন্ধ বধাভিলাষে নানা দিগ্দেশীয় রাজন্যগণকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন, তখন সেই অসুরের হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভের নিমিত্ত তাঁহারা কাতর ভাবে শ্রীকৃষ্ণের সহায়তা প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তাদৃশ বিপন্ন রাজগণ আর্ত্ত নামের যোগ্য। কৌরবগণ কপট দ্যূতক্রীড়ায়

জয়লাভ করিয়া একবস্ত্রা ও রজস্বলা দ্রুপদনন্দিনীকে কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক সভামধ্যে আনয়ন করিয়া, বিবিধ দুর্ব্ব্যবহারে প্রপীড়িত করিয়াছিলেন। তখন মর্ম্মাহতা প্রপীড়িতা দ্রৌপদী রোদন করিতে করিতে "হা ব্রজনাথ! হা রমানাথ! হা কৃষ্ণ! হা দুঃখনাশন! আমাকে এই নিদারুণ বিপদ হইতে উদ্ধার কর।" ইত্যাদি করুণ বাক্যে শ্রীকৃষ্ণের সহায়তা প্রার্থনা করিয়াছিলেন। অতএব তাঁহার তাদৃশ অবস্থা আর্ত্তাবস্থার উদাহরণ। বিপদ্ বা উদ্বেগ উপস্থিত হইলে সততই মনুষ্য উল্লিখিত রূপে ভগবচ্চরণের শরণ গ্রহণ করে এবং তাঁহার কৃপায় তদানীন্তন দুর্দ্দৈব অতিক্রম করিবার কামনা করে। যখন হিংসাব্রত শার্দ্দূল গর্জ্জন পূর্ব্বক ব্যাদিত বদনে কাহাকে গ্রাস করিবার অভিপ্রায়ে ধাবমান হয়, তখন সেই আগত-প্রায় বিপদ হইতে নিস্তারের আর কোন উপায় না দেখিয়া, সেই ব্যাঘ্র-দ্রংষ্ট্রা-মধ্যগত-প্রায় ব্যক্তি অসহায়ের সহায়, বিপন্নের বন্ধু, আর্ত্তজনের পরিত্রাতা শ্রীহরির শ্রীচরণে আত্ম সমর্পণ করে। যখন ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি রোগের অসহনীয় যাতনায় প্রপীড়িত হইয়া জীবিতাশা বিসর্জ্জন দেয় এবং যখন স্বজনগণ তাহার আসন্ন মৃত্যু পর্য্যালোচনা করিয়া বিষণ্ণ মনে তাহাকে বেষ্টন করিয়া দণ্ডায়মান হয়, তখনও সেই মরণাপন্ন ব্যক্তি রোগমুক্তির নিমিত্ত সেই সর্ব্বসন্তাপহারী নরকান্তকারী নারায়ণেরই সহায়তা প্রার্থনা করে। এইরূপে প্রায় সর্ব্বত্র আর্ত্তজনেরা শ্রীভগবানের ভজন-পরায়ণ হইয়া উঠেন। যাঁহারা মুক্তিকামনায় আত্মজ্ঞানের অন্বেষণ করেন তাঁহারাই জিজ্ঞাসু। রাজা মুচুকুন্দ সুদীর্ঘ কাল দেবতাদিগের রক্ষাসাধন করিয়া, নিতান্ত ক্লান্ত ভাবে পর্ব্বতের গুহামধ্যে নিদ্রিত ছিলেন। সহসা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বিদ্বেষী কালযবন তথায় প্রবেশ করিয়া মুচুকুন্দের নিদ্রা-ভঙ্গ করিল এবং সেই পাপে তৎক্ষণাৎ ভস্মীভূত হইয়া গেল। তখনই শ্রীকৃষ্ণ তথায় আবির্ভূত হইলে মুচুকুন্দ তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন এবং তাঁহার নিকট হইতে সদ্গতি লাভের উপায় পরিজ্ঞাত হইলেন। এই মুচুকুন্দ একজন জিজ্ঞাসু। এইরূপ মৈথিলজনক, শ্রুতদেব, উদ্ধব সকলেই জিজ্ঞাসুর উদাহরণ স্থল। যাঁহারা ইহলোকে বা পরলোকে ভোগোপকরণ প্রাপ্তির কামনা করেন, তাঁহারাই অর্থার্থী। ভ্রাতৃরাজ্যাদি লুব্ধ শ্রীরাম-চন্দ্রের চরণাশ্রিত সুগ্রীব ও বিভীষণ এইরূপ অর্থার্থীর অত্যুত্তম উদাহরণ।

পরত্র ভোগোপকরণ প্রার্থী ভগবৎ-সেবকগণের প্রকৃষ্ট উদাহরণস্থল ধ্রুব। রাজা উত্তানপাদের পুত্র ধ্রুব বিমাতার কঠিন ও নির্দ্দয় ব্যবহারে ব্যথিত-হৃদয় হইয়া সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পদ-প্রাপ্তির কামনায় অতি শৈশব কাল হইতেই ভগবৎ সেবক হইয়াছিলেন এবং শ্রীভগবানের অনুগ্রহে সশরীরে ধ্রুব-লোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। (শ্রীমদ্ভাগবত, ৪র্থ স্কন্ধে ধ্রুবোপাখ্যান বিবৃত আছে) সুতরাং ধ্রুব পরত্র অর্থার্থীর সুন্দর দৃষ্টান্ত। এই তিনই সকাম সাধক। আর্ত্তের কামনা বিপন্মুক্তি; জিজ্ঞাসুর কামনা আত্মজ্ঞান লাভের উপায় পরিজ্ঞান; অর্থার্থীর কামনা অত্র বা অমুত্র সুখসাধক সামগ্রী লাভ। এই তিন প্রকার সকাম সাধকের মধ্যে জিজ্ঞাসুগণ জ্ঞান লাভ দ্বারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মায়াকে অতিক্রম করিয়া থাকেন। আর্ত্ত ও অর্থার্থীকে প্রথমতঃ জিজ্ঞাসু হইতে হয়; তাহার পর জ্ঞানার্জ্জন করিয়া মায়ার হস্ত হইতে নিস্তার লাভ করিতে হয়। চারি শ্রেণীর ভজন-পরায়ণের মধ্যে তিন শ্রেণীর প্রসঙ্গ কীর্ত্তিত হইল। এক্ষণে জ্ঞানী নামধেয় চতুর্থ শ্রেণীর কথা বিবৃত হইতেছে। ভগবৎ-তত্ত্বসাক্ষাৎকারকে জ্ঞান বলে। যিনি সতত সেই জ্ঞানযুক্ত তিনিই জ্ঞানী। তাদৃশ ব্যক্তি সর্ব্বকামনা পরিশূন্য ও মায়ার শাসন বহির্ভূত। চারি প্রকার সাধকের মধ্যে কেবল জ্ঞানীই নিষ্কাম। নিষ্কাম প্রেমভক্ত মাত্রই জ্ঞানী শ্রেণীর অন্তর্ভূত, ইহাই বুঝাইবার নিমিত্ত মূলে জ্ঞানী শব্দের পরে 'চ' পদ প্রযুক্ত হইয়াছে। 'ভরতর্ষভ' এই সম্বোধন বাক্যের অভিপ্রায় এই যে, "হে অর্জ্জুন! অতি মহদ্বংশে তোমার জন্ম। ভরতবংশীয় ব্যক্তিগণ তাবতেই কোন না কোন রূপে আমার ভক্তিমার্গের অনুগামী। তুমিও হয় জিজ্ঞাসুরূপে, না হয় জ্ঞানীরূপে আমার ভক্ত।" শুক, সনক, নারদ, প্রহ্লাদ, পৃথু ইহাঁরা সকলেই নিষ্কাম ভক্ত এবং জ্ঞানী। বৃন্দাবন বিলাসিনী গোপিকাগণ এবং অক্রূর ও যুধিষ্ঠিরাদি মহাত্মারা নিষ্কাম এবং বিশুদ্ধ প্রেমভক্ত। কংস শিশুপালাদি ভয় ও দ্বেষ প্রযুক্ত নিরন্তর ভগবচ্চিন্তা পরায়ণ হইলেও, অনুরাগের অভাব হেতু, ভক্ত মধ্যে কখনই পরিগণিত হইতে পারেন না। আর্ত্ত এবং অর্থার্থী কেহই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জ্ঞানার্জ্জন পূর্ব্বক ভগবদ্ভক্তি প্রাপ্ত হইয়া চরিতার্থতা লাভ করিতে পারেন না। তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসু হইয়া জ্ঞানান্বেষণ করিতে হয় এবং তদনন্তর জ্ঞান লাভ করিয়া

মোক্ষমার্গে গমন করিতে হয়। এই জন্যই মূলে 'আর্ত্ত' ও 'অর্থার্থী' এতদুভয়ের মধ্যে 'জিজ্ঞাসু' পদ স্থাপিত হইয়াছে। যিনি বিপন্ন হইয়া, বা সাংসারিক সুখ-ঐশ্বর্য্যাদি কামনায় কায়মনোবাক্যে শ্রীভগবানের শরণাগত হন, কালে তাঁহার সেই ভগবদ্ভক্তি উত্তরোত্তর পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় এবং তখন তিনি সেই ভগবানের তত্ত্ব সাধ্যমত হৃদয়ঙ্গম করিবার নিমিত্ত ব্যাকুলিত হইয়া থাকেন। এইরূপ অবস্থায় যখন তিনি উপনীত হন, তখনই তাঁহাকে জিজ্ঞাসু বলা যায়। এইরূপ ভগবদ্রহস্য চিন্তন ও আলোচন করিতে করিতে তাঁহার মন সর্ব্বতোভাবে ভগবন্মুখী ও ভগবৎ-পরায়ণ হইয়া উঠে। তখন তিনি অনন্য মনে ভগবৎ সেবন করিয়া ধন্য ও চরিতার্থ হইয়া থাকেন। অতএব আর্ত্ত বা অর্থার্থীরূপে ভগবদ্ভজন করিতে সম্প্রবৃত্ত হইলেও, কাল সহকারে জিজ্ঞাসুত্ব লাভ করিয়া ভক্তিমার্গে আরোহণ করিবার সম্ভাবনা আছে।

শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর অভিপ্রায়। তবে কে তোমার ভজনা করে ? এইরূপ আশঙ্কিত প্রশ্নের উত্তর স্বরূপে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন যে, সুকৃতিশালী অর্থাৎ বর্ণাশ্রমাচাররূপ ধর্ম্মপরায়ণগণই আমার ভজনা করিয়া থাকেন। তাঁহারা চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। আর্ত্ত অর্থাৎ রোগাদি আপদ্‌গ্রস্ত হইয়া তন্নিবৃত্তি কামী ; জিজ্ঞাসু অর্থাৎ আত্মজ্ঞানার্থী, অথবা ব্যাকরণাদি শাস্ত্রজ্ঞানার্থী ; অর্থার্থী অর্থাৎ ভূমি সম্পত্তি, হস্তী, অশ্ব, নারী, স্বর্ণরত্নাদি ঐহিক বা পারত্রিক ভোগার্থী। এই তিনই সকাম গৃহস্থ। চতুর্থ জ্ঞানী অর্থাৎ বিশুদ্ধান্তঃকরণ সম্পন্ন সন্ন্যাসী। এই চতুর্থ প্রকার ভক্ত নিষ্কাম। এইরূপ প্রধানীভূতা ভক্তির চারি প্রকার অধিকারী নিরূপিত হইল। তন্মধ্যে প্রথম তিন প্রকারে যে ভক্তি লক্ষিত হয় তাহা কর্ম্মমিশ্রা। চতুর্থে যে ভক্তি লক্ষিত হয় তাহা জ্ঞানমিশ্রা। শ্রীভগবান্ এই গীতা শাস্ত্রের অষ্টম অধ্যায়স্থ দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শ্লোকে যোগমিশ্রা ভক্তির বিষয় কীর্ত্তন করিয়াছেন। তদ্‌যথা ; "সর্ব্বদ্বারাণি সংযম্য মনো হৃদি নিরুধ্য চ। মূর্দ্ধ্ন্যাধায়াত্মনঃ প্রাণমাস্থিতো যোগধারণাম্॥ ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামনুস্মরন্। যঃ প্রযাতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্॥" অর্থাৎ ইন্দ্রিয়দ্বার সকলকে সংযম করিয়া, মনকে হৃদয়ে নিরোধ পূর্ব্বক, প্রাণকে ভ্রূদ্বয় মধ্যে স্থাপন করতঃ, যোগধারণা অবলম্বন করিয়া ওঁ এই

একাক্ষর ব্রহ্ম উচ্চারণ এবং আমাকে স্মরণ করিতে করিতে যিনি দেহত্যাগ করেন, তিনি পরমা গতি প্রাপ্ত হন। এইরূপ ঈশ্বরানুরক্তি সহকৃত যোগকে যোগমিশ্রা ভক্তি বলা যায়। যে ভক্তিতে জ্ঞানকর্ম্মাদির কোনই সংশ্রব নাই তাহার নাম কেবলা ভক্তি। সপ্তমাধ্যায়ের প্রথমেই "ময্যাসক্তমানাঃ পার্থ" ইত্যাদি বাক্যে তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। অষ্টম ও নবম অধ্যায়েও তাদৃশী কেবলা ভক্তির বিষয় আলোচিত হইয়াছে। তদ্‌যথা; "অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ। তস্যাহং সুলভং পার্থ নিত্যযুক্তস্যযোগিনঃ॥" (গীতা ৮ অধ্যায়, ১৪ শ্লোক) অর্থাৎ "যে অনন্যচিত্ত ব্যক্তি প্রতিনিয়ত আমাকে স্মরণ করেন, হে পার্থ! সেই নিত্যযুক্ত যোগীর পক্ষে আমি সুলভ।" এরূপ অনন্যচিত্ততা ও ঈশ্বরপরায়ণতাই কেবলা ভক্তির লক্ষণ। পুনশ্চ "মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ। ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্॥ সততং কীর্ত্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ। নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে॥" (গীতা ৯ অধ্যায়, ১৩।১৪ শ্লোক) অর্থাৎ, "দৈবী প্রকৃতি আশ্রয় করিয়া মহাত্মগণ আমাকে ভূতের আদি ও অব্যয় জানিয়া, অনন্য মনে সতত আমার কীর্ত্তন করেন, আমার জন্য যত্ন করেন, আমাকে ভক্তি সহকারে নমস্কার করেন এবং একমনে আমার উপাসনা করেন।" এরূপ ঐকান্তিকী আসক্তিই কেবলা ভক্তি নামে অভিহিত হইয়া থাকে। অপিচ "অনন্যশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনা পর্য্যুপাসতে। তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥" (গীতা ৯ অধ্যায়, ২২ শ্লোক) অর্থাৎ, যাঁহারা অনন্য মনে আমারই চিন্তা করিতে করিতে আমার উপাসনা করেন, সেই নিত্যযুক্তগণের যোগ ক্ষেম আমিই বহন করিয়া থাকি।" গীতাশাস্ত্রের এই মধ্যম অধ্যায় ষট্‌কে শ্রীভগবান্ প্রধানীভূতা ও কেবলা এই দ্বিবিধ ভক্তির প্রসঙ্গই কীর্ত্তন করিয়াছেন। তৃতীয় প্রকার অর্থাৎ গুণীভূতা ভক্তি কর্ম্মী´ জ্ঞানী ও যোগীগণ কর্ম্মাদি জনিত ফলসিদ্ধির বাসনায় অবলম্বন করেন বটে; কিন্তু তাহাতে ভক্তির প্রাধান্য না থাকায়, তৎসমস্তের ভক্তিত্ব ব্যপদেশ হইতে পারে না; তত্তৎ স্থলে কর্ম্মাদির প্রাধান্য অবিসংবাদিত। উভয়ের ফলেও বিস্তর পার্থক্য দৃষ্ট হয়। সকাম কর্ম্মের ফলে স্বর্গাদি প্রাপ্তি সংঘটিত হয়, আর নিষ্কাম কর্ম্মের দ্বারা জ্ঞানযোগ সমুৎপন্ন হয় এবং তাহার ফলস্বরূপ নির্ব্বাণ মোক্ষ প্রাপ্তি ঘটে।

প্রধানীভূতা ভক্তির মধ্যে আর্ত্তাদি তিন প্রকার কর্ম্মমিশ্র ও সকামভক্ত। তাহাদের কামনা পূর্ত্তিই তাহাদের ভক্তির ফল। চতুর্থ প্রকার অর্থাৎ জ্ঞানমিশ্র ভক্তগণ তদপেক্ষা উৎকৃষ্টতর ফলের অধিকারী হইয়া থাকেন, তাঁহারা চরমে সনকাদির ন্যায় শান্তি লাভ করেন। যদি কর্ম্মমিশ্রা ভক্তি নিষ্কামা হয়, তাহা হইলে তাহা হইতে জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি সমুৎপন্ন হয় এবং জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির ফল স্বরূপে সনকাদির ন্যায় ফলপ্রাপ্তি ঘটে। (ভক্তির প্রকারভেদ ও লক্ষণাদি ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ও ভগদ্ভক্তিরসায়নাদি গ্রন্থে বিস্তারিতরূপে বিবৃত আছে। (এই পুস্তকের ৫৮৭ এবং ৫০ পৃষ্ঠার টিপ্পনী দ্রষ্টব্য) ॥ ১৬ ॥

তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে।
প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ ॥ ১৭॥

অন্বয়।—তেষাম্ (চতুর্ণাম্) [মধ্যে] নিত্যযুক্তঃ (সদা সমাহিতচেতাঃ) একভক্তিঃ (একস্মিন্ ময্যেব ভক্তিরনুরক্তিঃ যস্য সঃ) জ্ঞানী (আত্মবিৎ) বিশিষ্যতে (বিশিষ্টো ভবতি) অহম্ (পরমেশ্বরঃ) জ্ঞানিনঃ (তত্ত্ববিদঃ) অতি-অর্থম্ (নিরতিশয়ম্) প্রিয়ঃ (প্রেমাস্পদম্) সঃ (জ্ঞানী) চ মম (পরমেশ্বরস্য) প্রিয়ঃ ॥ ১৭ ॥

প্রতিশব্দ।—তাহাদিগের [মধ্যে] সতত-মদ্গতচিত্ত একমাত্রমদনুরক্ত তত্ত্বজ্ঞ বিশিষ্ট আমি জ্ঞানীর অতিশয় প্রিয় এবং তিনি আমার প্রিয় ॥ ১৭ ॥

ব্যাখ্যা।—উল্লিখিত চতুর্ব্বিধ ভক্তের মধ্যে মদেকনিষ্ঠ ও একমাত্র মদ্ভক্তিপরায়ণ জ্ঞানীগণই শ্রেষ্ঠ। আমি সেই জ্ঞানীগণের নিরতিশয় প্রেমাস্পদ এবং তাদৃশ জ্ঞানীগণও আমার পরম প্রিয় ॥ ১৭ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—তেষামিতি। তেষাং চতুর্ণাং মধ্যে জ্ঞানী তত্ত্ববিত্ত্বান্নিত্যযুক্তো ভবত্যেকভক্তিশ্চান্যস্য ভজনীয়স্যাদর্শনাদতঃ স একভক্তির্ব্বিশিষ্যতে বিশেষমাধিক্যমাপদ্যতে অতিরিচ্যতইত্যর্থঃ। প্রিয়ো হি যস্মাদহমাত্মা জ্ঞানিনোঽতস্তস্যাহমত্যর্থং প্রিয়ঃ। প্রসিদ্ধং হি লোকে আত্মা প্রিয়ো ভবতি ইতি; তস্মাৎ জ্ঞানিন আত্মত্বাদ্বাসুদেবঃ প্রিয়ো ভবতীত্যর্থঃ। স চ জ্ঞানী মম বাসুদেবস্যাত্মৈবেতি মমাত্যর্থং প্রিয়ঃ ॥ ১৭ ॥

আনন্দগিরি।—চতুর্ব্বিধানাং তেষাং সুকৃতিনাং ভগবদভিমুখানাং তুল্যত্বমাশঙ্ক্যাহ তেষামিতি। তস্য বিশেষ্যমাণত্বে হেতুমাহ প্রিয়ো হীতি। নিত্যযুক্তত্বং ভগবত্যাত্মনি সদা সমাহিতচেতস্ত্বং অসারে সংসারে ভগবানেব সারঃ সোঽহমস্মীত্যেকস্মিন্নদ্বিতীয়ে স্বস্মাদত্যন্তমভিন্নে ভগবতি ভক্তিঃ স্নেহবিশেষোঽস্যেত্যেকভক্তিঃ। তস্যাধিক্যে হেতুং বিবৃণোতি প্রিয়ো হীত্যাদিনা। ভগবতো জ্ঞানিনশ্চ পরস্পরং প্রেমাস্পদত্বে প্রসিদ্ধং প্রমাণয়তি প্রসিদ্ধং হীতি। আত্মনো জ্ঞানিনং প্রতি প্রিয়ত্বেঽপি ভগবতো বাসুদেবস্য কথং তং প্রতি প্রিয়ত্বম্? ইত্যাশঙ্ক্যাহ তস্মাদিতি। অহং জ্ঞানিনো নিরুপাধিকপ্রেমাস্পদং পরমপুরুষার্থত্বেনাত্মত্বেন চ গৃহীতত্বাদিত্যর্থঃ। জ্ঞানিনোঽপি ভগবন্তং প্রতি প্রিয়ত্বং প্রকটয়তি স চেতি॥ ১৭॥

রামানুজ।—তেষামিতি। তেষাং জ্ঞানী বিশিষ্যতে, কুতঃ? নিত্যযুক্তঃ একভক্তিরিতি চ, তস্য হি মদেকপ্রাপ্যস্য ময়া যোগো নিত্যঃ। ইতরেষাস্তু [ইতরয়োস্তু] যাবৎ স্বাভিলষিতপ্রাপ্তি ময়া যোগঃ। তথা জ্ঞানিনো ময্যেকস্মিন্নেব ভক্তিঃ। ইতরেষাস্তু [ইতরয়োস্তু] স্বাভিলষিতে তৎসাধনত্বেন ময়ি চ। অতঃ স এব বিশিষ্যতে। কিঞ্চ প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহম্। অত্রাত্যর্থশব্দোঽনভিধেয়বচনঃ। জ্ঞানিনোঽহং যথা প্রিয়স্তথা ময়া সর্ব্বজ্ঞেন সর্ব্বশক্তিনাপ্যভিধাতুং ন শক্যত ইত্যর্থঃ, প্রিয়ত্বস্যেয়ত্তারহিতত্বাৎ। যথা জ্ঞানিনামগ্রেসরস্য প্রহ্লাদস্য, "সত্ত্বাসক্তমতিঃ কৃষ্ণে দৃশ্যমানো মহোরগৈঃ। ন বিবেদাত্মনো গাত্রং তৎস্মৃত্যাহ্লাদসংস্থিতঃ॥" ইতি। সোঽপি তথৈব মম প্রিয়ঃ॥ ১৭॥

হনুমান্।—তেষামিতি। তেষাং মধ্যে জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে শ্রেয়ান্। প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থং অহম্, স চ মম প্রিয়ঃ॥ ১৭॥

শ্রীধর।—তেষাং মধ্যে জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ তেষামিতি। তেষাং মধ্যে জ্ঞানী বিশিষ্টঃ, তত্র হেতবঃ নিত্যযুক্তঃ সদা মন্নিষ্ঠঃ, একস্মিন্ ময্যেব ভক্তির্যস্য সঃ, জ্ঞানিনো দেহাদ্যভিমানাভাবেন চিত্তবিক্ষেপাভাবান্নিত্যযুক্তত্বমেকান্তভক্তিত্বঞ্চ সম্ভবতি নান্যস্য, অতএব তস্যাহমত্যন্তং প্রিয়ঃ, স চ মম। তস্মাদেতৈর্নিত্যযুক্তত্বাদিভিশ্চতুর্ভির্হেতুভিঃ স উত্তমঃ ইত্যর্থঃ॥ ১৭॥

বলদেব। চতুর্ষু জ্ঞানিনঃ শ্রৈষ্ঠ্যমাহ তেষামিতি। জ্ঞানী বিশিষ্যতে শ্রেষ্ঠো ভবতি। যদসৌ নিত্যযুক্ত একভক্তিশ্চ। আর্ত্তিবিনাশাদিকামনাবিরহান্নিত্যং ময়া যোগবান্। আর্ত্তাদেস্তু যাবৎকামিতপ্রাপ্তি মদ্‌যোগঃ একস্মিন্ ময্যেব জ্ঞানিনো ভক্তিঃ, আর্ত্তাদেস্তু স্বকামিতে তৎপ্রদাতৃত্বেন ময়ি চ, অতো জ্ঞানী ততঃ শ্রেষ্ঠঃ। অতৃপ্যন্নাহ প্রিয়ো হীতি। জ্ঞানিনো হ্যহমত্যর্থং প্রিয়ঃ প্রেমাস্পদম্, স হি মৎপ্রিয়তাসুধাসিন্ধুনিমগ্নো নান্যৎ কিঞ্চিদনুসন্ধত্তে, তস্য মৎপ্রিয়তাপরিমিতেতি বোধয়িতুমত্যর্থশব্দঃ, সর্ব্বজ্ঞোঽনন্তশক্তিশ্চাহং যাং বক্তুং ন শক্নোমীত্যর্থঃ। স চ জ্ঞানী ''যে যথা মাম্'' ইত্যাদিন্যায়েন তথৈব মম প্রিয়ঃ মমাপি তৎপ্রিয়তা তদ্বদপরিমিতেত্যর্থঃ॥ ১৭॥

মধুসূদন।—ননু "ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ" ইত্যনেন তদ্বিলক্ষণাঃ সুকৃতিনো মাং ভজন্ত ইত্যর্থাৎ প্রাপ্তেঽপি তেষাং চাতুর্ব্বিধ্যম্ "চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাম্" ইত্যনেন দর্শিতাঃ, ভতস্তে সর্ব্বে সুকৃতিন এব নির্ব্বিশেষাদিতি চেৎ তত্রাহ তেষামিতি। তেষাং চতুর্ব্বিধানামপি সুকৃতিত্বে নিয়তেঽপি সুকৃতাধিক্যেন নিষ্কামতয়া প্রেমাধিক্যাৎ চতুর্ব্বিধানাং তেষাং মধ্যে জ্ঞানী তত্ত্বজ্ঞানবান্ নিবৃত্তসর্ব্বকামঃ বিশিষ্যতে সর্ব্বতোঽতিরিচ্যতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ইত্যর্থঃ। যতো নিত্যযুক্তঃ ভগবতি প্রত্যগভিন্নে সদা সমাহিতচেতাঃ বিক্ষেপকাভাবাৎ, অতএবৈকভক্তিঃ একস্মিন্ ভগবত্যেব ভক্তিরনুরক্তির্যস্য স তথা, তস্যানুরক্তিবিষয়ান্তরাভাবাৎ। হি যস্মাৎ প্রিয়ো নিরুপাধিপ্রেমাস্পদমত্যর্থমত্যন্তাতিশয়েন জ্ঞানিনোঽহং প্রত্যগভিন্নঃ পরমাত্মা চ, তস্মাদত্যর্থং স মম পরমেশ্বরস্য প্রিয়ঃ আত্মা প্রিয়োঽতিশয়েন ভবতীতি শ্রুতিলোকয়োঃ প্রসিদ্ধমেবেত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

নীলকণ্ঠ।—কিং সর্ব্বেঽপি সমাঃ এতে সুকৃতিন ইতি সাধারণ্যেন বিশেষণাৎ? অত আহ তেষামিতি। তেষাং মধ্যে জ্ঞানী বিশিষ্যতে যতো নিত্যযুক্তঃ আর্ত্তাদয়ো হি কামিনঃ কামপূর্ত্তৌ ন মদ্ভজনে যুক্তা ভবন্তি, অয়ন্তু নিত্যযুক্ত একভক্তিশ্চ একভাবেন ভজনং করোতি, তথা হি আর্ত্তা রোগিণঃ সূর্য্যং ভজন্তে, জিজ্ঞাসবঃ সরস্বতীম্, অর্থার্থিনঃ কুবেরাদীনিতি, তেষাং তত্তৎকামার্থিত্বেনানেকভক্তিত্বং দৃশ্যতে, তস্য নিত্যযুক্তত্বে একভক্তিত্বে চ হেতুঃ, হি যতঃ জ্ঞানিনোঽহমত্যর্থং প্রিয়ঃ আত্মত্বাদেব, আত্মা চ প্রিয়ঃ নিরুপাধিপ্রেমগোচরত্বাৎ, "তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাদান্তরোঽয়মাত্মা" ইতি শ্রুতেশ্চ। স চ জ্ঞানী মম প্রিয়ঃ ভক্তানাং দুর্লভত্বাদিতি ভাবঃ ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ।—চতুর্ণাং ভক্ত্যধিকারিণাং মধ্যে কঃ শ্রেষ্ঠঃ? ইত্যপেক্ষায়ামাহ তেষামিতি। তেষাং বিশিষ্যতে শ্রেষ্ঠঃ। নিত্যযুক্তঃ নিত্যং ময়ি যুজ্যতে ইতি সঃ। জ্ঞানাভ্যাসবশীকৃতচিত্তত্বান্মনস্যেকাগ্রচিত্ত ইত্যর্থঃ। আর্ত্তাদ্যাস্ত্রয়স্তু নৈবম্ভূতা ইতি ভাবঃ। ননু সর্ব্বোঽপি জ্ঞানী জ্ঞানবৈয়র্থ্যভয়াৎ ত্বাং ভজতে এব তত্রাহ। একা মুখ্যা প্রধানীভূতা ভক্তিরেব; নতু অন্যেষাং জ্ঞানিনামিব জ্ঞানমেব প্রধানীভূতং যস্য সঃ। যদ্বা একা ভক্তিরেব তত্রৈবাসক্তিমত্বাৎ যস্য সঃ; নামমাত্রেণৈব জ্ঞানীতিভাবঃ। এবম্ভূতস্য জ্ঞানিনোঽহং শ্যামসুন্দরাকারো হত্যর্থমতিশয়েন প্রিয়ঃ। সাধনসাধ্যদশয়োঃ পরিহাতুমশক্যঃ। "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে" ইতি ন্যায়েন মমাপি স প্রিয়ঃ ॥ ১৭ ॥

তাৎপর্য্য।—যে চারি প্রকার সুকৃতিশালী ব্যক্তি আমার ভজন-পরায়ণ হইয়া থাকে, তাঁহারা সকলেই সুকৃতিশালী ও আমার ভজন-পরায়ণ হইলেও, তন্মধ্যে জ্ঞানীগণ অন্যান্য সকলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ইহাই এক্ষণে প্রদর্শিত হইতেছে। জ্ঞানীগণ নিত্যযুক্ত অর্থাৎ তাঁহাদের চিত্ত নিরন্তর শ্রীভগবানে সমাহিত; কোন বিক্ষেপক কারণান্তর উপস্থিত না থাকায়, তাঁহাদের চিত্ত

কদাপি ভগবচ্চরণ হইতে বিচ্যুত হয় না। অতএব তাদৃশ জ্ঞানী পুরুষ এক ভক্তি অর্থাৎ একমাত্র শ্রীভগবচ্চরণেই তাঁহার ভক্তি; অন্য কোন বিষয়ান্তর কখনই তাঁহার ভক্তিকে বিচলিত বা আকর্ষণ করে না। এতাদৃশ জ্ঞানী ব্যক্তির পক্ষে আমিই একমাত্র পরম প্রেমাস্পদ পদার্থ এবং তাঁদৃশ জ্ঞানী ব্যক্তিও আমার পরম প্রেমাস্পদ পদার্থ। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন, "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।" (গীতা, ৪ অধ্যায়, ১১ শ্লোক)। যে যে রূপে আমার শরণাগত হয় আমিও সেই রূপেই তাহার প্রতি করুণা প্রকাশ করি। বর্ত্তমান শ্লোকে ভগবানের সেই পূর্ব্বোক্তি অতীব সুন্দররূপে সপ্রমাণিত হইতেছে। যে জ্ঞানী ব্যক্তি অনন্য মনে সেই শ্যামসুন্দরের ভজনা করেন, যিনি ঐহিক সমস্ত ঐশ্বর্য্য অকিঞ্চিৎকর জানিয়া নিরন্তর সেই প্রেমসিন্ধুর প্রেমামৃত পানে বিভোর হইয়া থাকেন, স্ত্রী ও পুত্র সুহৃদ্ ও বান্ধব সকলই যাঁহার চক্ষে নিতান্ত নগণ্য সামগ্রী, যাঁহার ভক্তি শতমুখে প্রবাহিত হইয়া নিরন্তর সেই ব্রজবিহারী শ্যামসুন্দরের চরণসরোজে প্রবাহিত হয়; মুক্তি বা স্বর্গ, সুখ বা সদ্গতি কিছুই যাঁহার কাম্য নহে, সেই নবীনজলদ-শ্যাম, যাবতীয় শোভার ভাণ্ডার স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণই যাঁহার একমাত্র প্রিয়, তাদৃশ জ্ঞানী ভগবদ্ভক্তজনকে ভক্তের ভগবান্ পূর্ণ ভাবে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারেন কি? তিনি ভক্তাধীন, ভক্ত তাঁহাকে যেরূপ ভাবে চাহে, তিনি ভক্ত-সমক্ষে সেইরূপ ভাবেই সমুপস্থিত হন। ভক্ত তাঁহার সহিত যেরূপ ব্যবহার করে, তিনিও ভক্তের সহিত তদ্রূপ ব্যবহার করেন। ভক্ত যদি তাঁহাকে সংসারের সার ও একমাত্র প্রিয়তম বলিয়া জ্ঞান করে, তিনিও ভক্তকে তদ্রূপ জ্ঞান না করিয়া থাকিতে পারেন কি? শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন "সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ং ত্বহম্। মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি॥" (শ্রীমদ্ভাগবত) সাধুগণ আমার হৃদয় এবং আমিও সাধুগণের হৃদয়। তাঁহারা আমা ছাড়া আর কিছুই জানেন না আমিও তাঁহাদিগকে ছাড়া আর কিছুই জানি মা। "হায় এমন নহিলে সেই দয়াময় সনাতন পুরুষের মহিমা সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইবে কেন? ধন্য সেই মহাত্মগণ যাঁহারা ভক্তি ডোরে ভগবান্‌কে এইরূপে বাঁধিতে পারিয়াছেন। শ্রীভগবান্ এতদপেক্ষাও বহুগুণে প্রগাঢ় উক্তি ব্যক্ত করিয়াছেন। "নাহমাত্মানমাশাসে মদ্ভক্তৈঃ সাধুভির্বিনা। শ্রিয়ঞ্চাত্যন্তিকীং ব্রহ্মন্ যেষাং গতিরহং পরা॥" হে ব্রহ্মন্! যাঁহাদিগের

আমিই পরাগতি সেই মদ্ভক্ত সাধুগণ বিনা আমি আত্যন্তিকী শ্রী এমন কি আপনাকেও আপনি চাহি না।" হায় হায়! প্রভো করুণাসিন্ধো নারায়ণ! তোমার দাসগণের প্রতি একি অপরিসীম দয়া! আহা সেই ভাগ্যবান্ চিরানুগত চিহ্নিত সেবকগণকে ছাড়িয়া অন্য কিছুতেই তোমার মন আকৃষ্ট হয় না, তুমি তাহাদিগকে না পাইলে আপনাকেও আপনি ভুলিয়া যাও। ধন্য তোমার দয়া। দয়াময়! এই অধম জনের প্রতি করুণা-কটাক্ষ-পাত কর। প্রভো! যেন এ ক্ষুদ্র কীটেরাও তোমার ভক্তি পথে অগ্রসর হইতে সক্ষম হয়॥ ১৭॥

উদারাঃ সর্ব্ব এবৈতে জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্।
আস্থিতঃ স হি যুক্তাত্মা মামেবানুত্তমাং গতিম্॥১৮॥

অন্বয়।—এতে সর্ব্বে এব (আর্ত্তাদয়ঃ ভজনশীলাঃ) উদারাঃ (উৎকৃষ্টাঃ) জ্ঞানী তু আত্মা এব [ইতি] মে (মম) মতম্ (নিশ্চিতোঽভিপ্রায়ঃ) হি (যতঃ) যুক্ত-আত্মা (সমাহিতচিত্তঃ) সঃ (জ্ঞানী) অনুত্তমাম্ (ন বিদ্যতে উত্তমা যস্যাঃ তাং সর্ব্বোৎকৃষ্টামিত্যর্থঃ) গতিম্ (গন্তব্যং ফলম্) মাম্ এব আস্থিতঃ (আশ্রিতবান্)॥ ১৮॥

প্রতিশব্দ।—ইঁহারা সকলেই উৎকৃষ্ট কিন্তু জ্ঞানী আত্মা-ই [ইহা] আমার অভিপ্রায় যেহেতু সমাহিতচিত্ত তিনি সর্ব্বোৎকৃষ্ট গতি আমাতে-ই আশ্রিত॥ ১৮॥

ব্যাখ্যা।—উল্লিখিত চারি প্রকার ভক্তই উৎকৃষ্ট; তন্মধ্যে জ্ঞানী আত্মস্বরূপ, ইহাই আমার মত; কারণ জ্ঞানী পুরুষ সর্ব্বোৎকৃষ্ট গতিস্বরূপ আমারই আশ্রিত হইয়া থাকেন॥ ১৮॥

শঙ্করাচার্য্য—ন তর্হি আর্ত্তাদয়স্ত্রয়ো বাসুদেবস্যাপ্রিয়াঃ, ন, কিং তর্হি? উদারা ইতি। উদারা উৎকৃষ্টাঃ সর্ব্ব এবৈতে ত্রয়োঽপি মম প্রিয়া এবেত্যর্থঃ, ন হি কশ্চিন্মদ্ভক্তো মম বাসুদেবস্যাপ্রিয়ো ভবতীতি, জ্ঞানী ত্বত্যর্থং প্রিয়ো ভবতীতি বিশেষঃ। তৎ কস্মাৎ? ইত্যাহ জ্ঞানী ত্বাত্মৈব নান্যো মত ইতি মে মম মতং নিশ্চয়ঃ, আস্থিত আরোঢ়ুং প্রবৃত্তঃ, স চ জ্ঞানী, হি যস্মাদহমেব ভগবান্ বাসুদেবো নান্যোঽস্মীত্যেবং যুক্তাত্মা সমাহিতচিত্তঃ সন্ মামেব পরং ব্রহ্ম গন্তব্যমনুত্তমাং গতিং গন্তুং প্রবৃত্ত ইত্যর্থঃ। ১৮।

আনন্দগিরি।—জ্ঞানী চেদত্যর্থমীশ্বরস্য প্রিয়ো ভবতি, তর্হি বিশেষণসামর্থ্যাদিতরেষামপ্রিয়ত্বং প্রাপ্তমিতি শঙ্কতে ন তর্হীতি। তেষাং ভগবন্তং প্রতি প্রিয়ত্বমত্র বিবক্ষিতমিত্যাহ নেতি। অত্যর্থমিতি বিশেষণস্য তর্হি কিং প্রয়োজনমিতি পৃচ্ছতি? কিং তর্হীতি। সর্ব্বেষাং ভগবদভিমুখত্বাদুৎকর্ষেঽপি জ্ঞানিনি তদতিরেকমঙ্গীকৃত্য বিশেষণমিত্যাহ উদারা ইতি। কিং তত্র প্রমাণমিত্যাশঙ্ক্য ঈশ্বরজ্ঞানমিত্যাহ মে মতমিতি। জ্ঞানী ত্বাত্মৈবেত্যত্র হেতুমাহ আস্থিতইতি। সর্ব্বশব্দস্য জ্ঞানিব্যতিরিক্তবিষয়ত্বমাহ ত্রয়োঽপীতি। জ্ঞানিব্যতিরিক্তানাং ভগবদভিমুখত্বেঽপি জ্ঞানাভাবাপরাধান্ন ভগবৎপ্রীতিবিষয়তেত্যাশঙ্ক্যাহ ন হীতি। কস্তর্হি জ্ঞানবতি সতি বিশেষঃ? তত্রাহ জ্ঞানী ত্বিতি। তমেব বিশেষং প্রশ্নপূর্ব্বকং প্রকটয়তি কস্মাদিত্যাদিনা। সর্ব্বমাত্মানং পশ্যতোঽপি অপক্ষপাতিনঃ তস্য তব কথং যথোক্তো নিশ্চয়ঃ স্যাৎ? ইত্যাশঙ্ক্যাস্থিত ইত্যেতদ্ব্যাকরোতি আরোঢ়ুমিতি। আরোহে হেতুং সূচয়তি স চ জ্ঞানীতি। আরোঢ়ুং প্রবৃত্তত্বমেব স্ফুটয়তি মামেবেতি ॥ ১৮ ॥

রামানুজ।—উদারা ইতি। সর্ব্বে এবৈতে মামেবোপাসত ইত্যুদরাঃ বদান্যাঃ, যে মত্তো যৎ কিঞ্চিদপি গৃহ্নন্তি, তে হি মম সর্ব্বস্বদায়িনঃ, জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্। তদায়ত্তধারণোঽহমিতি মন্যে। কস্মাদেবম্? যস্মাদয়ং ময়া বিনাত্মধারণাসম্ভাবনয়া মামেবানুত্তমং প্রাপ্যমাস্থিতঃ। অতস্তেন বিনা মমাপ্যাত্মধারণং ন সম্ভবতি। ততো মমাপ্যাত্মা হি সঃ ॥ ১৮ ॥

হনুমান্।—উদারা ইতি। উদারা উৎকৃষ্টাঃ সর্ব্ব এবৈতে আর্ত্তাদয়ঃ, জ্ঞানী তু আত্মা অহমেব ইত্যভিপ্রায়ঃ। আস্থিতঃ সংপ্রাপ্তঃ, স হি জ্ঞানী যূক্তাত্মা একাগ্রচিত্তঃ মামেবানুত্তমাং গতিম্ ॥ ১৮ ॥

শ্রীধর।—তর্হি ইতরে ত্রয়স্তদ্ভক্তাঃ কিং সংসরন্তি? নহি নহীত্যাহ উদারা ইতি। সর্ব্বেঽপ্যেতে উদরা মহান্তঃ মোক্ষভাজ এবেত্যর্থঃ। জ্ঞানী তু পুনরাত্মৈবেতি মে মতং নিশ্চয়ঃ, হি যস্মাৎ স জ্ঞানী যুক্তাত্মা মদেকচিত্তঃ সন্ ন বিদ্যতে উত্তমা যস্যাস্তামনুত্তমাং সর্ব্বোত্তমাং গতিং মামেবাস্থিত আশ্রিতবান্, মদ্ব্যতিরিক্তমন্যৎ ফলং ন মন্যত ইত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

বলদেব।—নন্বার্ত্তাদয়স্তব প্রিয়া ন ভবন্তি? নৈবমত্যর্থমিতি বিশেষণাদিত্যাহ উদারা ইতি। সর্ব্ব এবৈতে আর্ত্তাদয় উদারা বদান্যাঃ। "উদারো দাতৃমহতোঃ" ইত্যমরঃ। যে মাং ভজন্তো ময়া দিৎসিতং কিঞ্চিৎ স্বাভীষ্টং মত্তো গৃহ্নন্তি তে ভক্তবাৎসল্যং মহ্যং প্রযচ্ছন্তো মম বহুপ্রদাঃ প্রিয়া এবেতি ভাবঃ। জ্ঞানী তু মমাত্মৈবেতি মতম্। হি যস্মাৎ স জ্ঞানী যুক্তাত্মা মদর্পিতমনাঃ মত্তোঽন্যৎ কিঞ্চিদপ্যনিচ্ছন্নতিপ্রিয়েণ ময়া বিনা লবমপি স্থাতুমসমর্থো মামেব সর্ব্বোত্তমাং গতিং প্রাপ্যমাস্থিতঃ নিশ্চিতবান্, অতস্তেন তাদৃশেন বিনা লবমপি স্থাতুমসমর্থস্য মমাত্মৈব সঃ, ন চ জ্ঞানিজীবস্য হরিঃ স্বেনাভেদমাহেতি বাচ্যম্। জ্ঞানিভজত্বাসিদ্ধের্ভজতাং চাতুর্ব্বিধ্যাসিদ্ধের্মোক্ষে ভেদবাক্যব্যাকোপাচ্চ। তস্মাদতিপ্রিয়ত্বাদেব তত্রাত্মেত্যুক্তির্মমাত্মা ভদ্রসেন ইতিবৎ। আত্মৈব মন এবমতমিত্যপরে ॥ ১৮ ॥

মধুসূদন।—তৎ কিমার্ত্তাদয়স্তব ন প্রিয়াঃ? ন অত্যর্থমিতি বিশেষণাদিত্যাহ উদারা ইতি। এতে আর্ত্তাদয়ঃ সকামা অপি মদ্ভক্তাঃ সর্ব্বে ত্রয়োঽপ্যুদারা এব উৎকৃষ্টা এব পূর্ব্বজন্মার্জ্জিতানেকসুকৃতরাশিত্বাৎ, অন্যথা হি মাং ন ভজেয়ুরেব আর্ত্তস্য জিজ্ঞাসোরর্থার্থিনশ্চ মদ্বিমুখস্য ক্ষুদ্রদেবতাভক্তস্যাপি বহুলমুপলম্ভাৎ, অতো মম প্রিয়া এব তে, ন হি জ্ঞানবানজ্ঞো বা কশ্চিদপি ভক্তো মমাপ্রিয়ো ভবতি, কিন্তু যস্য যাদৃশী ময়ি প্রীতির্মমাপি তত্র তাদৃশী প্রীতিরিতি স্বভাবসিদ্ধমেতৎ, তত্র সকামানাং ত্রয়াণাং কাম্যমানমপি প্রিয়মহমপি প্রিয়ঃ। জ্ঞানিনস্তু প্রিয়ান্তরশূন্যস্যাহমেব নিরতিশয়প্রীতিবিষয়ঃ, অতঃ সোঽপি মম নিরতিশয়প্রীতিবিষয় ইতি বিশেষঃ। অন্যথা হি মম কৃতজ্ঞতা ন স্যাৎ, কৃতঘ্নতা চ স্যাৎ, অতএবাত্যর্থমিতি বিশেষণমুপাত্তং প্রাক্। যথা হি যদেব বিদ্যয়া করোতি শ্রদ্ধয়োপনিষদা তদেব বীর্য্যবত্তরং ভবতীত্যত্র তরবর্থস্য বিবক্ষিতত্বাদ্বিদ্যাদিব্যতিরেকেণ কৃতমপি কর্ম্ম বীর্য্যবদ্ভবত্যেব, তথাত্যর্থং জ্ঞানী ভক্তো মম প্রিয় ইত্যুক্তেঃ, যো জ্ঞানব্যতিরেকেণ ভক্তঃ সোঽপি প্রিয় ইতি পর্য্যবস্যত্যেব। অত্যর্থমিতি বিশেষণস্য বিবক্ষিতত্বাৎ। উক্তং হি, “যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্” ইতি। অতো মামাত্মত্বেন জ্ঞানবান্ জ্ঞানী আত্মৈব ন মত্তো ভিন্নঃ, কিং ত্বহমেব স ইতি মম মতং নিশ্চয়ঃ। তুশব্দঃ সকামভেদদর্শিত্রিতয়াপেক্ষয়া নিষ্কামত্বভেদাদর্শিত্ববিশেষদ্যোতনার্থঃ। হি যস্মাৎ স জ্ঞানী যুক্তাত্মা সদা ময়ি সমাহিতচিত্তঃ সন্ মাং ভগবন্তমনন্তমানন্দঘনমাত্মানমেবানুত্তমাং সর্ব্বোৎকৃষ্টাং গতিং গন্তব্যং পরমং ফলমাস্থিতঃ অঙ্গীকৃতবান্, ন তু মদ্ভিন্নং কিমপি ফলং স মন্যত ইত্যর্থঃ॥ ১৮।

নীলকণ্ঠ।—উদারা ইতি। সর্ব্বেঽপ্যেতে উদারা উৎকৃষ্টা এব, জ্ঞানী তু মম আত্মৈবেতি মম মতং নিশ্চিতম্। হি যতঃ স যুক্তাত্মা অহমেব ভগবান্ বাসুদেব ইত্যভেদেন ময়ি সমাহিতচিত্তঃ মামেব অনুত্তমাং শ্রেষ্ঠাং গতিম্ আস্থিতঃ ন তু মত্তোঽন্যদারোগ্যাদিকং কাময়ানো মদ্ভক্তিং করোতি কিন্তু মৎপ্রাপ্ত্যর্থমেব মাং ভজত ইত্যর্থঃ॥ ১৮॥

বিশ্বনাথ।—তর্হি কিমার্ত্তাদ্যাস্ত্রয়স্তব ন প্রিয়াঃ? তত্র নহি নহীত্যাহ উদারা ইতি। যে মাং ভজন্তে মত্তঃ কিঞ্চিৎ কামিতং ময়াপি দিৎসিতং গৃহ্ণন্তি তে ভক্তবৎসলায় মহ্যং বহুপ্রদায়িনঃ প্রিয়া এবেতি ভাবঃ। জ্ঞানী ত্বাত্মৈবেতি স বহির্ভজন্নথ চ মত্তঃ কিমপি স্বর্গাপবর্গাদিকং নাকাঙ্ক্ষতে ইতি অতস্তদধীনস্য মম স আত্মৈবেতি মম মতং মতিঃ। যতঃ স মাং শ্যামসুন্দরাকারমেবানুত্তমাং সর্ব্বোত্তমাং গতিং প্রাপ্য আস্থিতঃ নিশ্চিতবান্; ন তু মম নির্ব্বিশেষস্বরূপব্রহ্মনির্ব্বাণমিতি ভাবঃ। এবঞ্চ নিষ্কামপ্রধানীভূতভক্তিমান্ জ্ঞানী ভক্তবৎসলেন ভগবতা স্বাত্মত্বেনাভিমন্যতে। কেবলভক্তিমানন্যস্তু আত্মনোঽপ্যাধিক্যেন। যদুক্তম্, “ন তথা মে প্রিয়তম আত্মযোনির্ন শঙ্করঃ। ন চ সঙ্কর্ষণো ন শ্রীর্নৈবাত্মা চ যথা ভবান্॥” ইতি “নাহমাত্মানমাশাসে মদ্ভক্তৈঃ সাধুভির্বিনা” ইতি “আত্মারামোঽপ্যরীরমৎ” ইত্যাদি॥ ১৮॥

তাৎপর্য্য।—শ্রীভগবান্ পূর্ব্বশ্লোকে বলিয়াছেন যে, সকল ভক্তের মধ্যে জ্ঞানী আমার প্রিয়। এক্ষণে স্বতঃই প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে যে, তবে কি আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু ও অর্থার্থী এই তিন প্রকার ভক্ত শ্রীভগবানের প্রিয়পাত্র নহে? এইরূপ আশঙ্কার উত্তর স্বরূপে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন যে, আর্ত্তাদি তিন প্রকার সকাম হইলেও মদ্ভক্ত; অতএব উৎকৃষ্ট; কেননা পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত অনেক সুকৃতি না থাকিলে কখনই ভগবদ্ভক্তি জন্মে না। আরও দেখ, যে সকল লোক মদ্বিমুখ বা ক্ষুদ্র দেবতা-ভক্ত তাহাদের অপেক্ষা মদ্ভজন-পরায়ণ আর্ত্তাদি অনেক শ্রেষ্ঠ। সুতরাং আর্ত্তাদিও যে আমার প্রিয়পাত্র তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। আমার প্রতি ভক্তিমান্ ব্যক্তি জ্ঞানীই হউন, বা অজ্ঞানীই হউন, কখনই আমার অপ্রিয় হইতে পারেন না। কিন্তু আমার প্রতি যে ব্যক্তির যে পরিমাণ প্রীতি হইবে, তাহার প্রতি আমারও সেই পরিমাণ প্রীতি হওয়াই স্বভাবসিদ্ধ। আর্ত্তাদি সকাম ভক্তদিগের কাম্য পদার্থও প্রিয় এবং আমিও প্রিয়। কাম্য পদার্থ ত্যাগ করিয়া তাঁহারা কখনই আমাকে ভজনা করেন না, প্রার্থিত পদার্থ লাভ করিতে পারিবেন বলিয়াই আমার ভজনা করেন। কিন্তু জ্ঞানী ব্যক্তির আমি ছাড়া আর কোন কামনা নাই এবং কোন প্রিয়ান্তরও নাই; আমিই তাঁহার একমাত্র প্রিয় ও প্রার্থিত। সুতরাং তাদৃশ ব্যক্তি আমার নিরতিশয় প্রীতিপাত্র, ইহা বলাই বাহুল্য। আর্ত্তাদি ও জ্ঞানীর মধ্যে এই টুকুই বিশেষ। এরূপ না হইলে আমার ন্যায়-পরায়ণতা রক্ষিত হয় না, এবং কৃতজ্ঞতার পরিবর্ত্তে কৃতঘ্নতা দোষ সংঘটিত হয়। জ্ঞানী ভিন্ন আর কেহই আমার প্রিয় নহে, এরূপ অভিপ্রায় আমি ব্যক্ত করি নাই। জ্ঞানী অত্যর্থ প্রিয় অর্থাৎ নিরতিশয় প্রীতিপাত্র; ইহাই আমি ব্যক্ত করিয়াছি। যাঁহারা জ্ঞানহীন অথচ মদ্ভক্ত তাঁহারা অত্যর্থ না হইলেও, আমার প্রিয়পাত্র সন্দেহ নাই। জ্ঞানী ব্যক্তি পরমাত্মার স্বরূপ; সুতরাং আমা হইতে তাঁহার আর কোনই ভিন্নভাব নাই। আমি ও মদ্ভক্ত জ্ঞানী উভয়েই অভিন্ন; ইহাই আমার সুদৃঢ় অভিপ্রায়। সকাম ও নিষ্কামের প্রভেদ প্রদর্শনার্থ এস্থলে "জ্ঞানী" শব্দের পর "তু" পদ প্রযুক্ত হইয়াছে। জ্ঞানী ভক্তের এতাদৃশ বিশিষ্টতা সম্বন্ধে হেতুবাদ প্রদর্শনার্থ শ্রীভগবান্ আরও বলিতেছেন যে, জ্ঞানী পুরুষ নিরন্তর মদেকনিষ্ঠ ও মদ্গত-চিত্ত হইয়া

সরকার

পরমানন্দঘন শ্রীভগবান্‌রূপ আমাকেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট গতি ও পরম ফল জানিয়া একমনে আশ্রয় করিয়া থাকেন। মদ্ভিন্ন অন্য কোন ফলেই তাঁহার আসক্তি বা কামনা থাকে না। এইরূপ ভক্ত আর্ত্তাদির অপেক্ষা যে বিশিষ্ট তাহার সন্দেহ নাই। যাহারা কাম্য লাভার্থ ভগবচ্চরণের শরণ গ্রহণ করে তাহারা ধন্য; কিন্তু অনেকে মনে করিতে পারেন, জগতে অনেকেই তো দায়ে পড়িয়া শ্রীভগবানকে ডাকে ও তাঁহার কৃপা ভিক্ষা করে। তবে তো সংসারে উদারের সংখ্যা বিস্তর। এরূপ আশঙ্কা অযৌক্তিক। কারণ দায়ে পড়িয়া অনেকেই নারায়ণকে ডাকে বটে ও তাঁহার করুণা ভিক্ষা করে বটে; কিন্তু সম্পূর্ণরূপে ও সর্ব্বতোভাবে তাঁহার উপর নির্ভর করে কি? প্রাণ, মন, দেহ সকলই তাঁহাকে উৎসর্গীকৃত করিয়া, কামনাসিদ্ধির অভিলাষে, অনন্য মনে তাঁহার শরণ গ্রহণ করে কি? তাঁহার ইচ্ছায় যাহা হয় তাহাই হইবে জানিয়া সম্পূর্ণরূপে তাঁহার চরণে আত্ম-সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকে কি? সাধারণতঃ মনুষ্য এরূপ নির্ভর করিয়া প্রায়ই শ্রীভগবানের শরণাগত হয় না। তাহারা রোগশান্তির নিমিত্ত একাদশী ব্রতও করে, কবিরাজের পাঁচনও খায়; চরণামৃতও পান করে, বৈদ্যরাজেরও শরণাগত হয়; মুখে হরি হরিও বলে, স্বকীয় যত্নে সকলই হইবে জানিয়া অভিলষিত কর্ম্মেরও অনুষ্ঠান করে। সুতরাং এ সকল লোক কখনই ভগবদ্ভক্তের পদবীপ্রাপ্ত হইতে পারে না এবং ভগবন্নিষ্ঠরূপে পরিগণিত হইতে পারে না। আর্ত্তাদি রূপে ভগবদ্ভক্ত হওয়া অনেক সুকৃতি-সাপেক্ষ। শ্রীভগবান্ তাঁহাদিগকেও উদার বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন; সুতরাং তাঁহারা শত ধন্য। দ্রুপদনন্দিনী আর্ত্ত শ্রেণীতে পরিগণিতা, রাজর্ষি জনক জিজ্ঞাসুর শ্রেণীতে পরিগণিত, তাপস-শ্রেষ্ঠ ধ্রুব অর্থার্থীর শ্রেণীতে পরিগণিত। এরূপ লোকের সংখ্যা যদি ভাগ্যক্রমে সংসারে অনেক হইয়া পড়ে, তাহা হইলে শ্রীহরির প্রেমামৃতে বসুন্ধরা পরিপ্লাবিত হইবে এবং জরা, মরণ, শোক ও তাপ বিশ্বরাজ্য ত্যাগ করিরা সুদূরে পলায়ন করিবে। সংসারে যত লোক বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া বা কামনা বিশেষের বশবর্ত্তী হইয়া সেই ভক্তবৎসল ভগবান্‌কে ডাকিয়া থাকে, তাহার অধিকাংশই মুখের কথায় ভগবানের কৃপা প্রার্থী হয় মাত্র, তাহাদের কামনা প্রায়শঃ অন্তর হইতে উদ্ভূত হয় না। মুখেই তাহার উদ্ভব ও মুখেই তাহার লয় হয়;

হৃদয় তৎসম্বন্ধে নির্লিপ্ত ও উদাসীন। তাদৃশ জনেরা কখনই উদার ভগবদ্ভক্ত নামে অভিহিত হইতে পারে না ॥ ১৮ ॥

বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্ল্লভঃ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়।—বহূনাম্ জন্মনাম্ অন্তে (চরমে জন্মনি) জ্ঞানবান্ সর্ব্বম্ (ইদং চরাচরম্) বাসুদেবঃ (পরমেশ্বরঃ) ইতি [মত্বা] মাম্ প্রপদ্যতে (ভজতে) সঃ মহাত্মা (নিরতিশয়বিশুদ্ধান্তঃকরণঃ) সুদুর্ল্লভঃ (দুষ্প্রাপণীয়ঃ) ॥ ১৯ ॥

প্রতিশব্দ।—অনেক জন্মের পর জ্ঞানবান্ সকল নারায়ণ ইহা [জানিয়া] আমাকে ভজনা-করেন তিনি বিশুদ্ধচিত্ত নিতান্ত-দুর্লভ ॥ ১৯ ॥

ব্যাখ্যা।—বহু জন্মার্জ্জিত পুণ্য-প্রভাবে জ্ঞানবান্ এই বিশ্বচরাচর বাসুদেবাত্মক দর্শন করিয়া আমার ভজন-পরায়ণ হইয়া থাকেন; তাদৃশ মহাত্মা নিতান্ত দুর্লভ ॥ ১৯ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—জ্ঞানী পুনরপি স্তূয়তে বহূনামিতি। বহূনাং জন্মনাং জ্ঞানার্থসংস্কারার্জ্জনাশ্রয়াণাং অন্তে সমাপ্তৌ জ্ঞানবান্ প্রাপ্তপরিপাকজ্ঞানো মাং বাসুদেবং প্রত্যগাত্মানং প্রত্যক্ষতঃ প্রতিপদ্যতে। কথম্? বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি। য এবং সর্ব্বাত্মানং মাং প্রতিপদ্যতে স মহাত্মা ন তৎসমোহন্যোহস্ত্যধিকো বা, অতঃ "সুদুর্লভো - মনুষ্যাণাং সহস্রেষু" ইত্যুক্তম্ ॥ ১৯ ॥

আনন্দগিরি।—উত্তরশ্লোকস্য গতার্থত্বং পরিহরতি জ্ঞানীতি। জ্ঞানার্থসংস্কারো বাসনা তত্তজ্জন্মনি পুণ্যকর্ম্মানুষ্ঠানজনিতা বুদ্ধিশুদ্ধিস্তদাশ্রয়াণাং তদ্বতামনন্তানাং জন্মনামিতি যাবৎ। জ্ঞানবত্বং প্রাক্তনেষ্বপি জন্মসু সম্ভাবিতমিত্যাশঙ্ক্যাহ প্রাপ্তেতি। জ্ঞানবতো ভগবৎপ্রতিপত্তিং প্রশ্নদ্বারা বিবৃণোতি কথমিতি। যথোক্তজ্ঞানস্য তদ্বতশ্চ দুর্লভত্বং সূচয়তি য এবমিতি। মহৎ সর্ব্বোৎকৃষ্টমাত্মশব্দিতং চিত্তমস্যেতি। মহাত্মত্বে ফলিতং হেতুমাহ অতইতি। তত্র বাক্যোপক্রমানুকূল্যং কথয়তি মনুষ্যাণামিতি ॥ ১৯ ॥

রামানুজ।—বহূনামিতি। নাল্পসংখ্যাসংখ্যাতানাং পুণ্যজন্মনাং ফলমিদং যৎ মচ্ছেষতৈকরসাত্মযাথাত্ম্যজ্ঞানপূর্ব্বকং মৎপ্রপদনম্। অপি তু বহূনাং পুণ্যজন্মনামন্তেহবসানে

বাসুদেবশেষতৈকরসোঽহম্। তদায়ত্তস্বরূপস্থিতিপ্রবৃত্তিশ্চ। স চাসংখ্যেয়ৈঃ কল্যাণগুণৈঃ পরতর ইতি জ্ঞানবান্ ভূত্বা বাসুদেব এব মম পরমপ্রাপ্যং প্রাপকং চান্যদপি যন্মনোরথবর্ত্তি স এব মম তৎ সর্ব্বমিতি মাং যঃ প্রপদ্যতে মামুপাস্তে স মহাত্মা মহামনা সুদুর্লভঃ দুর্লভতরো লোকে। বাসুদেবঃ সর্ব্বমিত্যস্যায়মেবার্থঃ। প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহম্। "আস্থিতঃ স হি যুক্তাত্মা মামেবানুত্তমাং গতিম্" ইতি প্রক্রমাৎ। জ্ঞানবাংশ্চায়মুক্তলক্ষণ এব। অস্যৈব পূর্ব্বোক্তজ্ঞানিত্বাৎ "ভূমিরাপঃ" ইত্যারভ্য "অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা" "অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্। জীবভূতাম্" ইতি হি চেতনাচেতনস্য প্রকৃতিদ্বয়স্য পরমপুরুষশেষতৈকরসতোক্তা. "অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা। মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয় ॥" ইত্যারভ্য "যে চৈব সাত্ত্বিকাভাবা রাজসাস্তামসাশ্চ যে। মত্তএবেতি তান্ বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে ময়ি ॥" ইতি প্রকৃতিদ্বয়স্য কার্য্যকারণোভয়াবস্থস্য পরমপুরুষায়ত্তস্বরূপস্থিতিপ্রবৃত্তিত্বং পরমপুরুষস্য চ সর্ব্বৈঃ প্রকারৈঃ সর্ব্বস্মাৎ পরতরত্বমুক্তম্। অতঃ সএবাত্র জ্ঞানীত্যুচ্যতে ॥ ১৯ ॥

হনুমান্ ।—বহূনামিতি। বহূনাং জন্মনামন্তে অবসানে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে। বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি প্রতিপাদ্যমানঃ স চ মহাত্মা সুদুর্লভঃ ॥ ১৯ ॥

শ্রীধর ।—এবম্ভূতো মদ্ভক্তোঽতিদুর্লভ ইত্যাহ বহূনামতি। বহূনাং জন্মনাং কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎপুণ্যোপচয়েন অন্তে চরমে জন্মনি জ্ঞানবান্ সন্ সর্ব্বমিদং চরাচরং বাসুদেব ইতি সর্ব্বাত্মদৃষ্ট্যা মাং প্রপদ্যতে ভজতি, অতঃ স মহাত্মা অপরিচ্ছিন্নদৃষ্টিঃ সুদুর্লভঃ ॥ ১৯ ॥

বলদেব ।—নম্বার্ত্তাদীনামন্তে কা নিষ্ঠা? ইতি চেৎ তত্রাহ বহূনামিতি। আর্ত্তাদিত্রিবিধো মদ্ভক্তঃ কৃতমদ্ভক্তিমহিম্না বহূনি জন্মান্যুত্তমান্ বিষয়ানন্দাননুভূয় তেষু বিতৃষ্ণোঽন্তে জন্মনি মৎস্বরূপজ্ঞসৎপ্রসঙ্গাৎ জ্ঞানবান্ প্রাপ্তমৎস্বরূপজ্ঞানঃ সন্ মাং প্রপদ্যতে ততো বিন্দতীত্যর্থঃ। জ্ঞানাকারমাহ বাসুদেবেতি। বসুদেবসুতঃ শ্রীকৃষ্ণ এব সর্ব্বং কৃষ্ণায়ত্তস্বরূপস্থিতিপ্রবৃত্তিকং সর্ব্বং বস্ত্বিত্যর্থঃ। যদ্ধি যদধীনস্বরূপস্থিতিকং তত্তদাত্মকং ব্যপদিশ্যতে। যথা প্রাণাধীনস্বরূপস্থিতিকত্বাৎ প্রাণরূপং বাগাদি ব্যপদিষ্টং ছান্দোগ্যে। "ন বৈ বাচো ন চক্ষূংষি ন শ্রোত্রাণি ন মনাংসীত্যাচক্ষতে প্রাণ ইত্যেবাচক্ষতে প্রাণো হ্যেবৈতানি সর্ব্বাণি ভবন্তি" ইতি, তত্রাহুঃ সর্ব্বং বস্তু বাসুদেবেন ব্যাপ্যমতঃ সর্ব্বং বাসুদেব ইত্যর্থঃ। "সর্ব্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্ব্বম্" ইতি পার্থো বক্ষ্যতীতি। স হি নিখিলস্পৃহানিবৃত্তিপূর্ব্বকং মৎস্পৃহো মদাত্মাত্যুদারমনা মন্নিবেদিতাত্মা জ্ঞানিকোটিষ্বপি সুদুর্লভঃ। এষ জ্ঞানবান্ প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমিত্যাদ্যুক্তলক্ষণো বোধ্যঃ ॥ ১৯ ॥

মধুসূদন ।—বহূনামিতি। যস্মাদেবং তস্মাৎ বহূনাং জন্মনাং কিঞ্চিৎকিঞ্চিৎপুণ্যোপচয়হেতূনামন্তে চরমে জন্মনি সর্ব্বসুকৃতবিপাকরূপে বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি জ্ঞানবান্ সন্ মাং নিরুপাধিপ্রেমাস্পদং প্রপদ্যতে সর্ব্বদা সমস্তপ্রেমবিষয়ত্বেন ভজতে, সকলমিদমহঞ্চ বাসুদেব ইতি দৃষ্ট্যা সর্ব্বপ্রেম্ণাং ময্যেব পর্য্যবসায়িত্বাৎ, অতঃ স এবং জ্ঞানপূর্ব্বকমদ্ভক্তিমান্

মহাত্মাত্যন্তশুদ্ধান্তঃকরণত্বাজ্জীবন্মুক্তঃ সর্ব্বোৎকৃষ্টো ন তৎসমোঽন্যোঽস্তি, অধিকস্তু নাস্ত্যেব। অতঃ স দুর্ল্লভঃ মনুষ্যাণাং সহস্রেষু দুঃখেনাপি লব্ধুমশক্যঃ, অতঃ স নিরতিশয়মৎপ্রীতিবিষয় ইতি যুক্তমেবেত্যর্থঃ॥ ১৯ ॥

নীলকণ্ঠ।—কিঞ্চ বহূনামিতি। বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি জ্ঞানবান্ যো বহূনাং জন্মনামন্তে চরমজন্মনি মাং প্রপদ্যতে সম্যগ্দর্শনেনাপরোক্ষীকরোতি স মহাত্মা ব্রহ্মভূতঃ সুদুর্লভ ইতি যোজনা॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ।—নন্বু মামেবানুত্তমাং গতিমাস্থিত ইতি ব্রূষে। অতঃ স জ্ঞানী ভক্তত্বামেব প্রাপ্নোতি, কিন্তু কিয়তঃ সময়াদনন্তরং স জ্ঞানী ভক্ত্যধিকারী ভবতি? ইত্যত আহ বহূনামিতি। বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি সর্ব্বত্র বাসুদেবদর্শী। জ্ঞানবান্ বহূনাং জন্মনাং অন্তে মাং প্রপদ্যতে। তাদৃশসাধুর্যাদৃচ্ছিকসঙ্গবশাৎ মৎপ্রতিপত্তিঃ প্রাপ্নোতি। স চ জ্ঞানী ভক্তো মহাত্মা সুস্থিরচিত্তঃ সুদুর্লভঃ। "মনুষ্যাণাং সহস্রেষু" ইতি মদুক্তেঃ। ঐকান্তিকভক্তস্তু কিমুতেতি। স তু অতি সুদুর্ল্লভ এবেতিভাবঃ॥ ১৯ ॥

তাৎপর্য্য।—পূর্ব্ব কথিত রূপ যুক্তাত্মা জ্ঞানী নিতান্ত বিরল ইহাই প্রদর্শনার্থ জ্ঞানীর প্রশংসা পরিকীর্ত্তিত করিতেছেন। বারংবার এই জগতে জন্ম লাভ পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পুণ্য সঞ্চয় করিয়া জ্ঞানের পূর্ণতা হইলে চরম জন্মে এই বিশ্ব চরাচরের সর্ব্বত্র বাসুদেব * বিরাজমান বলিয়া অনুভূত হয় এবং স্থাবর জঙ্গমাত্মক সর্ব্বভূতই বাসুদেবময় বলিয়া উপলব্ধ হয়। এইরূপ পরিপক্ক জ্ঞান সহকারে জ্ঞানবানের হৃদয় সর্ব্বতোভাবে আমারই

---

* বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের নামান্তর। তাঁহার এই নাম তাঁহার আবির্ভাব কালের বহু পূর্ব্ব হইতে শাস্ত্রাদিতে প্রকাশিত আছে এবং বৈদিক শাস্ত্রেও উল্লিখিত হইয়াছে। তজ্জন্য কোন কোন কৃষ্ণদ্বেষী হতভাগ্য ব্যক্তি এ নাম শ্রীকৃষ্ণ বাচক নহে বলিয়া অনুমান করেন। তাঁহাদের এই ভ্রমমূলক অনুমান নিতান্ত অসার। কারণ শ্রীকৃষ্ণ যে দিন অবতীর্ণ হন, তাহার পূর্ব্বে তাঁহার বিদ্যমানতা ছিল না; এতাদৃশ শাস্ত্রবিরুদ্ধ অভিপ্রায় ভক্তবৃন্দের অশ্রদ্ধেয়। সেই সনাতন পরম পুরুষ অনন্ত কাল বর্ত্তমান এবং বার বার লীলাচ্ছলে ভূতলে অবতীর্ণ। বেদাদি আগম শাস্ত্র অপৌরুষেয় সত্য, কিন্তু যে পুরুষ অনাদি ও অব্যয় তাঁহার অপেক্ষা প্রাচীন আর কিছুই নহে। অতএব তাঁহার কথা বেদে থাকাই সঙ্গত। যদি বেদ শাস্ত্র তাঁহার মহিমা পরিকীর্ত্তন না করিত, তাহা হইলে বেদের এ মর্য্যাদা কোথায় থাকিত? এই প্রসঙ্গ বিচারের এস্থল নহে; সুতরাং আমরা এ জন্য অনর্থক স্থান ব্যয় করিতে বিরত হইলাম। নচেৎ ইহা সুস্পষ্টরূপে প্রদর্শন করিতে পারা যাইত যে, সেই বেদ-বেদ্য পরমপুরুষ চিরদিনই বিদ্যমান্ এবং শাস্ত্র সমূহ তাঁহারই মহিমা সংঘোষণে নিয়োজিত।

বাসুদেব নামের অর্থ-পর্য্যালোচনা করিলে সহজেই উপলব্ধি হয় যে, শ্রীকৃষ্ণ বসুদেবের পুত্র; এ জন্য তিনি বাসুদেব। কিন্তু শাস্ত্রে এই সহজ অর্থ গৃহীত হয় নাই। সনৎকুমার বলিয়াছেন, "বাসঃ সর্ব্বনিবাসশ্চ বিশ্বানি যস্য লোমসু। তস্য দেবঃ পরং ব্রহ্ম বাসুদেব ইতীরীতঃ॥ বাসুদেবেতি তন্নাম

দিকে প্রধাবিত হয় এবং তাঁহার প্রেমের উৎস অবিরল ধারায় কেবল আমারই চরণ সিক্ত করিতে থাকে। এতাদৃশ মদ্ভক্ত পুরুষই মহাত্মা নামের যোগ্য। কারণ তিনি অপরিচ্ছিন্ন দৃষ্টি সম্পন্ন; তাঁহার জ্ঞান-নয়ন, সকল বাধা অতিক্রম করিয়া, একমাত্র বিশ্বেশ্বর দর্শনে সক্ষম হইয়াছে এবং অন্তঃকরণের নিতান্ত বিশুদ্ধতা হেতু তিনি জীবন্মুক্তি লাভ করিয়াছেন। তাদৃশ জ্ঞানী ভক্তই সর্ব্বোৎকৃষ্ট, অন্য কেহই তাঁহার সমতুল্য নহেন। এরূপ জ্ঞানী ভক্ত নিতান্ত বিরল। সহস্র সহস্র মনুষ্যের মধ্যে একজনও এতাদৃশ মহাপুরুষ দেখিতে পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। অতএব তাদৃশ পুরুষ আমার নিরতিশয় প্রীতিপাত্র একথা বলাই বাহুল্য। শ্রীভগবান্ পূর্ব্বেই বলিয়াছেন, "মনুষ্যাণাং সহস্রেষু" ইত্যাদি (৭ম অধ্যায় ৩ শ্লোক) অর্থাৎ সহস্র সহস্র মনুষ্যের মধ্যে আমার যথার্থ-তত্ত্বজ্ঞ পাওয়া ভার। বর্ত্তমান শ্লোকে পূর্ব্বোক্ত অভিপ্রায় সমর্থিত হইল॥ ১৯॥

দেবেষু চ চতুর্ষু চ। পুরাণেষ্বিতিহাসেষু যাত্রাদিষু চ দৃশ্যতে॥ (ব্রহ্ম-বৈবর্ত্ত পুরাণ শ্রীকৃষ্ণ জন্ম খণ্ড ৮৭ অধ্যায়) অর্থাৎ যিনি সকলের নিবাস ভূমি, বিশ্ব সমূহ যাঁহার লোমকূপে তাহার যিনি দেবতা সেই পরব্রহ্ম বাসুদেব নামে খ্যাত। তাঁহার বাসুদেব এই নাম চারি বেদ ও পুরাণ ইতিহাসাদি শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। শাস্ত্রান্তরেও বাসুদেব নামের উল্লিখিত রূপ অর্থই প্রতিপাদিত হইয়াছে। "সর্ব্বত্রাসৌ সমস্তঞ্চ বসত্যত্রেতি বৈ যতঃ। ততঃ স বাসুদেবেতি বিদ্যদ্ভিঃ পরিপঠ্যতে॥" (বিষ্ণু পুরাণ ১ম অংশ ২ অধ্যায়) তিনি এই জগতের সকল স্থানে ও সকল পদার্থে বাস করেন। এই জন্য বিদ্বানগণ কর্ত্তৃক তিনি বাসুদেব নামে কথিত হন। "খাণ্ডিক্যজনকায়াহ পৃষ্টঃ কেশিধ্বজঃ পুরা। নামার্থব্যাখ্যানং তস্য বাসুদেবস্য তত্ত্বতঃ। ভূতেষু বসতে২সোঽন্তর্ব্বসন্ত্যত্র চ তানি যৎ। ধাতা বিধাতা জগতাং বাসুদেবস্ততঃ প্রভুঃ॥" (বিষ্ণু পুরাণ ৩ অংশ ৫ অধ্যায়) পুরাকালে কেশিধ্বজ খাণ্ডিক্য-জনক কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া তত্ত্ব সহকারে বাসুদেবের নামার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বভূতের অন্তরে বাস করেন এবং ভূত সমূহ তাঁহাতে বাস করে। তিনি জগতের ধাতা ও বিধাতা এই জন্যই সেই প্রভুর নাম বাসুদেব। নামের অন্যরূপ ব্যাখ্যানও দৃষ্ট হয়। যথা "বাসনাদ্দ্যোতনাচ্চৈব বাসুদেবং ততো বিদুঃ।" (মোক্ষধর্ম্ম) বাস করেন ও দীপ্তিমান্ করেন এই হেতু তাঁহাকে বাসুদেব বলিয়া জানিবে। বসুদেবের পুত্র, এ জন্য তাঁহার নাম বাসুদেব, এতৎ সম্বন্ধীয় প্রমাণের অসদ্ভাব নাই। নিম্নে একটি উদ্ধৃত হইতেছে; "ইন্দীবর-দলশ্যামঃ পদ্মপত্রায়তেক্ষণঃ। চতুর্ভুজঃ সুন্দরাঙ্গো দিব্যাভরণভূষিতঃ॥ শ্রীবৎসকৌস্তুভোরস্কোবনমালাবিভূষিতঃ। বসুদেবস্য জাতোঽসৌ বাসুদেবঃ সনাতনঃ॥" (পদ্মপুরাণ, উত্তর খণ্ডে, ৬০ অধ্যায়) পদ্ম পত্রের ন্যায় শ্যামবর্ণ, কমললোচন, চতুর্ভুজ, সুন্দর কলেবর শ্রীবৎস ও কৌস্তুভধারী বনমালা বিভূষিত সনাতন পুরুষ বাসুদেব রূপে বসুদেব হইতে আবির্ভূত হইলেন।

কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ।
তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া ॥ ২০ ॥

অন্বয়।—তৈঃ তৈঃ (ঐহিকপারত্রিকভোগসাধনবিশেষৈঃ) কামৈঃ (বাসনাভিঃ) হৃতজ্ঞানাঃ (অপহৃতবিবেকাঃ) [সন্তঃ] তম্ তম্ নিয়মম্ (তত্তদ্দেবারাধনে যঃ য উপবাসাদিলক্ষণো নিয়মস্তম্) আস্থায় (অবলম্ব্য) স্বয়া (স্বকীয়য়া) প্রকৃত্যা (স্বভাবেন) নিয়তাঃ (বশীকৃতাঃ) [সন্তঃ] অন্য-দেবতাঃ (বাসুদেবাৎ অন্যাঃ ক্ষুদ্রদেবতাঃ) প্রপদ্যন্তে (ভজন্তে) ॥ ২০ ॥

প্রতিশব্দ।—সেই সেই কামনা-দ্বারা বিলুপ্তবিবেক [হইয়া] সেই সেই নিয়ম অবলম্বন-করিয়া আপনার স্বভাব-দ্বারা বশীভূত [হইয়া] অপর-দেবতা-সকল ভজনা-করে ॥ ২০ ॥

ব্যাখ্যা।—নানারূপ কামনার প্রাবল্যে, বিগতবিবেক মানবগণ তত্তৎ বাসনা সিদ্ধি বিধায়ক দেবারাধনোপযোগী নিয়ম পরিপালন পূর্ব্বক, স্ব স্ব স্বভাবের বশবর্ত্তিতায়, মদ্ভিন্ন অন্যান্য দেব-পূজন-পরতন্ত্র হইয়া থাকে ॥ ২০ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—আত্মৈব সর্ব্বো বাসুদেব ইত্যেবমপ্রতিপত্তৌ কারণমুচ্যতে কামৈরিতি। কামৈস্তৈস্তৈঃ পুত্রপশুস্বর্গাদিবিষয়ৈর্হৃতজ্ঞানা অপহৃতবিবেকবিজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তে অন্যদেবতাঃ প্রাপ্নুবন্তি, বাসুদেবাদাত্মনোঽন্যা দেবতাস্তং তং নিয়মং দেবতারাধনে প্রসিদ্ধো যো যো নিয়মস্তং তমাস্থায়াশ্রিত্য প্রকৃত্যা স্বভাবেন জন্মান্তরার্জ্জিতসংস্কারবিশেষেণ নিয়তা নিয়মিতাঃ স্বয়া আত্মীয়য়া ॥ ২০ ॥

আনন্দগিরি।—কিমিতি তর্হি সর্ব্বেষাং প্রত্যগ্ভূতে ভগবতি যথোক্তজ্ঞানং নোদেতি? ইত্যাশঙ্ক্য ন মামিত্যত্রোক্তং হৃদি নিধায় জ্ঞানানুদয়ে হেত্বন্তরমাহ আত্মৈবেতি। কামৈর্নানাবিধৈরপহৃতবিবেকবিজ্ঞানস্য দেবতান্তরনিষ্ঠত্বমেব প্রত্যগ্ভূতপরদেবতাপ্রতিপত্ত্যভাবে কারণমিত্যাহ কামৈরিতি। দেবতান্তরনিষ্ঠত্বে হেতুমাহ তং তমিতি। প্রসিদ্ধো নিয়মো জপোপবাসপ্রদক্ষিণনমস্কারাদিঃ। নিয়মবিশেষাশ্রয়ণে কারণমাহ প্রকৃত্যেতি ॥ ২০ ॥

রামানুজ।—তস্য জ্ঞানিনো দুর্লভত্বমেবোপপাদয়তি কামৈরিতি। সর্ব্ব এব হি লৌকিকাঃ পুরুষাঃ স্বয়া প্রকৃত্যা পাপবাসনয়া গুণময়ভাববিষয়য়া নিয়তা নিত্যান্বিতাস্তৈস্তৈঃ স্ববাসনানুরূপৈর্গুণময়ৈরেব কামৈরিচ্ছাবিষয়ভূতৈর্হৃতমৎস্বরূপবিষয়জ্ঞানাস্তত্তৎকাম-

সিদ্ধার্থমন্যদেবতা মদ্ব্যতিরিক্তাঃ কেবলেন্দ্রাদিদেবতাস্তং তং নিয়মমাস্থায় তত্তদ্দেবতাবিশেষমাত্রপ্রীণনায়াসাধারণং নিয়মমাস্থায় প্রপদ্যন্তে তা এবাশ্রিত্য [চিত্তোপচিতং মৎস্বরূপং সংশ্রয়ন্তে] অর্চ্চয়ন্তে ॥ ২০ ।

হনুমান্ ।—কামৈরিতি। কামৈর্বহুবিধৈঃ অপহৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তে আশ্রয়ন্তে-অন্যদেবতাঃ মদ্ব্যতিরিক্তাঃ, তত্তন্নিয়মং ব্রতমাস্থায় আশ্রিত্য, প্রকৃত্যা স্বভাবেন নিয়তা বশীকৃতা, স্বয়া আত্মীয়য়া ॥ ২০ ॥

শ্রীধর ।—তদেবং কামিনোঽপি সন্তঃ কামপ্রাপ্তয়ে পরমেশ্বরমেব যে ভজন্তি, তে কামান্ প্রাপ্য শনৈর্মুচ্যন্ত ইত্যুক্তম্, যে ত্বত্যন্তং রাজসাস্তামসাশ্চ কামাভিভূতাঃ ক্ষুদ্রদেবতাঃ সেবন্তে, তে সংসরন্তীত্যাহ কামৈরিতি চতুর্ভিঃ। যে তু তৈস্তৈঃ পুত্রকীর্ত্তিশত্রুজয়াদিবিষয়ৈঃ কামৈরপহৃতবিবেকাঃ সন্তোঽন্যাঃ ক্ষুদ্রা ভূতপ্রেতযক্ষাদিদেবতা ভজন্তি, কিং কৃত্বা? তত্তদেবতারাধনে যো যো নিয়ম উপবাসাদিলক্ষণস্তং তং নিয়মং স্বীকৃত্য, তত্রাপি চ স্বীয়য়া প্রকৃত্যা পূর্ব্বাভ্যাসবাসনয়া নিয়তা বশীকৃতাঃ সন্তো দেবতাবিশেষং ভজন্তি ॥ ২০ ॥

বলদেব ।—তদিত্থং কামনয়াপি মাং ভজন্তো মদ্ভক্তিমহিম্না তে বিমুচ্যন্তে ইত্যুক্তম্। যে তু শীঘ্রসুখকামা দেবতান্তরভক্তাস্তে সংসরন্ত্যেবেত্যাহ কামৈরিত্যাদিভিশ্চতুর্ভিঃ। তৈস্তৈরার্ত্তিবিনাশাদিবিষয়কৈঃ কামৈর্হৃতজ্ঞানাঃ যথাদিত্যাদয়ঃ শীঘ্রমেব রোগবিনাশাদিকরাস্তথা ন বিষ্ণুরিতি নষ্টধিয় ইত্যর্থঃ। তং তমসাধারণম্, স্বয়া প্রকৃত্যা বাসনয়া নিয়তা নিযন্ত্রিতাঃ তেষাং প্রকৃতিরেব তাদৃশী বা মৎপ্রপত্তৌ বৈমুখ্যং করোতীতি ভাবঃ ॥ ২০ ॥

মধুসূদন ।—তদেবমার্ত্তাদিভক্তত্রয়াপেক্ষয়া জ্ঞানিনো ভক্তস্যোৎকর্ষস্তেষাম্, "জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্ব্বিশিষ্যতে" ইত্যত্র প্রতিজ্ঞাতো ব্যাখ্যাতঃ, অধুনা তু সকামত্বে ভেদদর্শিত্বে চ সমেঽপি দেবতান্তরভক্তাপেক্ষয়ার্ত্তাদীনাং ত্রয়াণাং স্বভক্তানামুৎকর্ষঃ "উদারাঃ সর্ব্ব এবৈতে" ইত্যত্র প্রতিজ্ঞাতো ভগবতা ব্যাখ্যায়তে কামৈরিত্যারভ্য যাবদধ্যায়সমাপ্তি। সমানেঽপ্যায়াসে সকামত্বে ভেদদর্শিত্বে চ মদ্ভক্তা ভূমিকাক্রমেণ সর্ব্বোৎকৃষ্টং মোক্ষাখ্যং ফলং লভন্তে, ক্ষুদ্রদেবতাভক্তাস্তু ক্ষুদ্রমেব পুনঃপুনঃ সংসরণরূপং ফলম্, অতঃ সর্ব্বেঽপ্যার্ত্তা জিজ্ঞাসবোঽর্থার্থিনশ্চ মামেব প্রপন্নাঃ সন্তোঽনায়াসেন সর্ব্বোৎকৃষ্টমোক্ষাখ্যং ফলং লভন্তামিত্যভিপ্রায়ঃ পরমকারুণিকস্য ভগবতঃ। তত্র পরমপুরুষার্থফলমপি ভগবদ্ভজনমুপেক্ষ্য ক্ষুদ্রফলে ক্ষুদ্রদেবতাভজনে পূর্ব্ববাসনাবিশেষ এবাসাধারণো হেতুরিত্যাহ তৈস্তৈরিতি। মোহনস্তম্ভনাকর্ষণবশীকরণমারণোচ্চাটনাদিবিষয়ৈর্ভগবৎসেবয়া লব্ধুমশক্যত্বেনাভিমতৈস্তৈস্তৈঃ ক্ষুদ্রৈঃ কামৈরভিলাষৈঃ হৃতমপহৃতং ভগবতো বাসুদেবাদ্বিমুখীকৃত্য তত্তৎফলদাতৃত্বাভিমতক্ষুদ্রদেবতাভিমুখ্যং নীতং জ্ঞানমন্তঃকরণং যেষাং তেঽন্যদেবতাঃ ভগবতো বাসুদেবাদন্যাঃ ক্ষুদ্রদেবতাঃ তং তং নিয়মং জপোপবাসপ্রদক্ষিণানমস্কারাদিরূপং তত্তদ্দেবতারাধনে প্রসিদ্ধং নিয়মমাস্থায়াশ্রিত্য প্রপদ্যন্তে ভজন্তে, তত্তৎক্ষুদ্রফলপ্রাপ্তীচ্ছয়া, ক্ষুদ্রদেবতামধ্যেঽপি কেচিৎ কাঞ্চিদেব ভজন্তে, স্বয়া প্রকৃত্যা নিয়তাঃ অসাধারণয়া পূর্ব্বাভ্যাসবাসনয়া বশীকৃতাঃ সন্তঃ ॥ ২০ ॥

নীলকণ্ঠ।—কামৈরিতি। অন্যে তু তৈস্তৈঃ কামৈঃ পুত্রপশ্বাদিবিষয়ৈর্হৃতজ্ঞানাঃ হৃতং দূরীকৃতং জ্ঞানং বিবেকো যেষাং তে, অন্যদেবতা অহমেতস্যা আরাধনেনেদং ফলমবাপ্তবানীতি ভেদবুদ্ধ্যা প্রপদ্যন্তে ইন্দ্রাদীন্ তং তং নিয়মং চতুর্দ্দশ্যুপবাসাদিকমাস্থায় স্বয়া প্রকৃত্যা বক্ষ্যমাণবিধয়া দৈব্যা আসুর্য্যা বা নিয়তাঃ নিগৃহীতাঃ ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ।—ননু আর্ত্তাদয়ঃ সকামা অপি ভগবন্তং ত্বাং ভজন্তঃ কৃতার্থা ইব ইত্যবগতম্। যে তু আর্ত্তাদয়ঃ আর্ত্তিহানাদিকামনয়া দেবতান্তরং ভজন্তে, তেষাং কা গতিঃ? ইত্যপেক্ষায়ামাহ কামৈরিতি চত্তর্ভিঃ। হৃতজ্ঞানা ইতি রোগাদ্যার্ত্তিহরাঃ শীঘ্রং যথা সূর্য্যাদয়স্তথা ন বিষ্ণুরিতি নষ্টবুদ্ধয়ঃ। প্রকৃত্যেতি স্বয়া প্রকৃত্যা নিয়তাঃ বশীকৃতাঃ সন্তঃ তেষাং দুষ্টা প্রকৃতিরেব মৎপ্রাপ্তৌ পরাঙ্মুখীতিভাবঃ ॥ ২০ ॥

তাৎপর্য্য।—আর্ত্তাদি ত্রিবিধ ভক্তের অপেক্ষা জ্ঞানীগণ যে শ্রেষ্ঠ এ কথা পূর্ব্বে প্রতিপাদিত হইয়াছে; কারণ বিবেকবান্ ভক্তগণ নিত্যযুক্ত এবং একভক্তি। কিন্তু জ্ঞানীগণ আর্ত্তাদির অপেক্ষা বিশিষ্ট হইলেও, ভগবান্ আর্ত্তাদিকে উদার বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। অনেকে কামনা-পরতন্ত্র হইয়া, কামনা সিদ্ধির অভিলাষে, নানাবিধ ক্ষুদ্র দেবতার ভজনায় জীবনপাত করে। আর্ত্তাদিও সকাম বটেন; কিন্তু তাঁহারা কামনা-সিদ্ধির নিমিত্ত ভগবচ্চরণেরই শরণ গ্রহণ করেন এবং তাঁহাকে ছাড়িয়া অন্য কোন দেবতার আশ্রয় গ্রহণ করেন না; এজন্য অন্য দেব-পূজকগণের অপেক্ষা, আর্ত্তাদি সকাম ভগবদ্ভক্তগণ যে শ্রেষ্ঠ ইহাই এক্ষণে শ্রীভগবান্ প্রদর্শন করিতেছেন। বর্ত্তমান শ্লোক হইতে অধ্যায় সমাপ্তি পর্য্যন্ত শ্রীভগবান্ এই তত্ত্বই পরিব্যক্ত করিবেন। যাহারা শ্রীভগবানের চরণে ভক্তিভরে আশ্রয় গ্রহণ করিতে শিখিয়াছে, তাহাদের কামনা-সিদ্ধির বিষয়ে তো কোনই সন্দেহ নাই; অধিকন্তু ভক্তির ক্রমোৎকর্ষ ও পরিপাক হেতু কালে তাহারা মোক্ষ রূপ পরম ফল লাভ করিয়া ধন্য হইবে, তাহার সন্দেহ নাই। যাহারা শ্রীমন্নারায়ণের শরণাগত না হইয়া, কামনা-সিদ্ধির নিমিত্ত অন্যান্য ক্ষুদ্র দেবতার আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহাদের বাসনা সিদ্ধি হইতে পারে বটে; কিন্তু বারংবার জন্ম-মরণরূপ যাতায়াত-যাতনা তাহাদের পক্ষে অপরিহার্য্য। শ্রীমদ্বিষ্ণু ভিন্ন মুক্তি প্রদানে আর কোন দেবতারই ক্ষমতা নাই। সুতরাং মুক্তিরূপ পরম ফল অন্য দেবতা-ভজন-পরায়ণ মানবগণ কখনই পাইতে পারেন না। লোকে আশু অকিঞ্চিৎকর ফল প্রাপ্তির আশায় কতই ঘৃণিত ও বিগর্হিত উপায় অবলম্বন করে। কেহ নারী

বিশেষের হাব-ভাব ও লীলা-লালসায় বিমোহিত হইয়া তাহাকে প্রাপ্তির নিমিত্ত উন্মত্ত প্রায় হইয়া উঠে এবং মনস্কাম-সিদ্ধির নিমিত্ত তন্ত্রোক্ত বশীকরণাদি প্রক্রিয়া সাধনার্থ ক্ষুদ্র পিশাচাদির শরণাগত হয়। কেহ বা প্রবল পরাক্রান্ত শত্রুর নিপাত সাধন স্বকীয় বাহুবল সাধ্য নহে জানিয়া, মারণক্রিয়ার অনুষ্ঠানার্থ ভুত-প্রেতাদির পূজায় প্রবৃত্ত হয়। কেহ বা ধন লোভে অন্ধ হইয়া যক্ষ বিশেষের আরাধনায় জীবন পাত করে। কেহ বা রোগ বিশেষ শান্তির নিমিত্ত সূর্য্যদেবের পূজায় অনুরক্ত হয়। ইত্যাদি বহুবিধ কামনা সিদ্ধির নিমিত্ত মানব বহুবিধ দেবতার শরণ গ্রহণ করে এবং তজ্জন্য যে যে নিয়ম পরিপালন করা আবশ্যক, অবনত মস্তকে তাহাও সাধন করে। কোন দেবতার পূজার নিমিত্ত উৎকট শ্মশান ক্ষেত্রে নিশীথ কালে একাকী পূতিগন্ধ পরিপূরিত শব-বক্ষে সমাসীন হওয়া আবশ্যক। সেই দেবতার প্রসাদলোলুপ মানব অনায়াসে সেই অতি দুষ্কর অনুষ্ঠান সম্পাদন করে। কোন দেবতার পূজার নিমিত্ত নিরপরাধ মানবের শোণিতাহুতি বা কুমারী কামিনীর সযত্ন সংরক্ষিত সতীত্বনাশ আবশ্যক। সেই দেবতার প্রসন্নতাকামী পুরুষ, বহু আয়াস স্বীকার করিয়া, অকুণ্ঠিতচিত্তে সেই বীভৎস ক্রিয়া সম্পন্ন করে। কোন দেবতার পূজার নিমিত্ত উপবাসাদি কঠোর নিয়ম পরিপালন করিয়া শরীর পাত করা আবশ্যক। মানব অকিঞ্চিৎকর ফল প্রাপ্তির কামনায় অনায়াসে তাহা সম্পাদন করে। মানবের পূর্ব্ব বাসনাই তাহাদিগকে এই সকল দুষ্কর কার্য্যে প্রবৃত্ত করিয়া থাকে। জন্মজন্মান্তর হইতে তাহারা এইরূপ ক্ষুদ্র কামনা ও অকিঞ্চিৎকর বাসনা পোষণ করিয়া আসিতেছে। সেই পূর্ব্ব বাসনা তাহাদিকে বশীভূত রাখিয়া এতাদৃশ অবৈধ ও নীচোপায় সমূহের অনুবর্ত্তী করিয়া রাখে। তাহারই প্রাবল্যে, যিনি সকল দেবতার দেবতা, যিনি সকল বাসনা অবহেলায় সংসিদ্ধ করিতে সক্ষম, যাঁহার কৃপাকণিকা প্রাপ্ত হইলে হেলায় ভবসিন্ধু অতিক্রম করিয়া সকল সুখ ও সর্ব্বানন্দের সার স্বরূপ মুক্তি ধনের অধিকারী হওয়া যায়, তাঁহাকে বিস্মৃত হইয়া, নানা প্রকার ক্ষুদ্র দেবতার সেবায় সম্প্রবৃত্ত হয়। শত শত সূর্য্য ও চন্দ্র যাঁহার ভ্রূভঙ্গীতে উৎপন্ন ও বিলীন হয়, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যাঁহার লোমকূপে বিন্যস্ত, দেবতাগণ যাঁহার গুণগান করিয়া ধন্য হন, তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া ক্ষুদ্র ফল প্রাপ্তির কামনায়, পূর্ব্ববাসনার বশবর্ত্তিতায়, মানব আপনাকে

ক্ষুদ্র দেবতা পূজায় বিনিযোজিত করে। এরূপ লঘুচেতা মানবগণ যে অপরিসীম অসৌভাগ্যের আস্পদ এ কথা বলাই বাহুল্য। আর্ত্তাদি সকাম ভগবদ্ভক্তগণ যে এতাদৃশ ক্ষুদ্র দেব-সেবকগণাপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ, তাহার সন্দেহ নাই ॥ ২০ ॥

যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতুমিচ্ছতি।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্ ॥ ২১ ॥

অন্বয়।—যঃ যঃ ভক্তঃ যাম্ যাম্ তনুম্ (দেব-মূর্ত্তিম্) শ্রদ্ধয়া (ভক্তি-যুক্তভাবেন) অর্চ্চিতুম্ (পূজয়িতুম্) ইচ্ছতি (প্রবর্ত্ততে) তস্য তস্য (সকামভক্তস্য) তাম্ (তত্তন্মূর্ত্তিবিষয়াম্) এব অচলাম্ (স্থিরাম্) শ্রদ্ধাম্ অহম্ (ভগবান্) বিদধামি (করোমি) ॥ ২১ ॥

প্রতিশব্দ।—যে যে ভক্ত যে যে দেবমূর্ত্তি শ্রদ্ধা-সহকারে পূজা-করিতে ইচ্ছা-করেন, তাঁহার তাঁহার তাহাতে-ই দৃঢ়া শ্রদ্ধা আমি করি ॥ ২১ ॥

ব্যাখ্যা।—যে ভক্ত শ্রদ্ধা সহকারে যে দেব-প্রতিমার আরাধনা করিতে বাসনা করেন, আমি সেই প্রতিমাতেই তাঁহার স্থিরা শ্রদ্ধা প্রদান করিয়া থাকি ॥ ২১ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—তেষাঞ্চ কামিনাং যো য ইতি। যো যঃ কামী যাং যাং দেবতাতনুং শ্রদ্ধয়া সংযুক্তো ভক্তশ্চ সন্নর্চ্চিতুং পূজয়িতুমিচ্ছতি তস্য তস্য কামিনোঽচলাং স্থিরাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধামি স্থিরীকরোমি, যয়ৈবং পূর্ব্বং প্রবৃত্তঃ স্বভাবতো যো যো যাং দেবতাতনুং শ্রদ্ধয়া অর্চ্চিতুমিচ্ছতীতি ॥ ২১ ॥

আনন্দগিরি।—তত্তদেবতাপ্রসাদাৎ কামিনামপি সর্ব্বেশ্বরে সর্ব্বাত্মকে বাসুদেবে ক্রমেণ ভক্তির্ভবিষ্যতীত্যাশঙ্ক্যাহ তেষাঞ্চেতি। স্বভাবতো জন্মান্তরীয়সংস্কারবশাদিত্যর্থঃ। ভগবদ্বিহিতয়া স্থিরয়া শ্রদ্ধয়া সংস্কারাধীনয়া দেবতাবিশেষমারাধয়তোঽপি ভগবদনুগ্রহাদেব ফলপ্রাপ্তিরিত্যাহ যো যো যামিতি ॥ ২১ ॥

রামানুজ।—যো য ইতি। তা অপি দেবতা মদীয়াস্তনবঃ, "য আদিত্যে তিষ্ঠন্ যমাদিত্যো ন বেদ যস্যাদিত্যঃ শরীরম্" ইত্যাদিশ্রুতিভিঃ প্রতিপাদিতা মদীয়াস্তনব

ইত্যজানন্নপি যো যো যাং যাং মদীয়ামিন্দ্রাদিকাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতুমিচ্ছতি তস্য তস্যাজানতোঽপি মত্তনুবিষয়ৈষা শ্রদ্ধেত্যহমেবানুসন্ধায় তামেবাচলাং নির্ব্বিঘ্নাং বিদধামি ॥ ২১ ॥

শ্রীধর।—তেষাং মধ্যে যো য ইতি। যো যো ভক্তো যাং যাং তনুং দেবতারূপাং মদীয়ামেব মূর্ত্তিং শ্রদ্ধয়া অর্চ্চিতুং ইচ্ছতি প্রবর্ত্ততে, তস্য তস্য ভক্তস্য তত্তন্মূর্ত্তিবিষয়াং তামেব শ্রদ্ধামচলাং দৃঢ়ামহমন্তর্য্যামী বিদধামি করোমি ॥ ২১ ॥

বলদেব।—সর্ব্বান্তর্য্যামী মহাবিভূতিঃ সর্ব্বহিতেচ্ছুরহমেব তত্তদ্দেবতাসু শ্রদ্ধামুৎপাদ্য তাঃ পূজয়িত্বা তত্তদনুরূপাণি ফলানি প্রযচ্ছামি নতু তাসাং তত্র তত্র শক্তিরস্তীত্যাশয়বানাহ যো য ইতি দ্বাভ্যাম্। যো য আর্ত্তাদির্ভক্তো যাং যামাদিত্যাদিরূপাং মত্তনুং শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতুং বাঞ্ছতি তস্য তস্য তামেব তত্তদ্দেবতাবিষয়ামেব নতু মদ্বিষয়াম্, অচলাং স্থিরাম্, বিদধাম্যুৎপাদয়াম্যহমেব নতু সা সা দেবতা। শ্রুতিশ্চ তত্তদ্দেবতানাং মত্তনুত্বমাহ "য আদিত্যে তিষ্ঠত্যাদিত্যাদন্তরো যমাদিত্যো ন বেদ যস্যাদিত্যঃ শরীরম্" ইত্যাদ্যা ॥ ২১ ॥

মধুসূদন।—যো য ইতি। তত্তদ্দেবতাপ্রসাদাৎ তেষামপি সর্ব্বেশ্বরে ভগবতি বাসুদেবে ভক্তির্ভবিষ্যতীতি ন শঙ্কনীয়ম্, যতঃ যেষাং মধ্যে যো যঃ কামী যাং যাং তনুং দেবতামূর্ত্তিং শ্রদ্ধয়া জন্মান্তরবাসনাবলপ্রাদুর্ভূতয়া ভক্ত্যা সংযুক্তঃ সন্নর্চ্চিতুং অর্চ্চয়িতুমিচ্ছতি প্রবর্ত্ততে। (চৌরাদিকস্যার্চ্চয়তের্ণিজভাবপক্ষে রূপমিদম্)। তস্য তস্য কামিনস্তামেব দেবতাতনুং প্রতি শ্রদ্ধাং পূর্ব্ববাসনাবশাৎ প্রাপ্তাং ভক্তিমচলাং স্থিরাং বিদধামি করোম্যহমন্তর্য্যামী, ন তু মদ্বিষয়াং শ্রদ্ধাং তস্য তস্য করোমীত্যর্থঃ। তামেব শ্রদ্ধামিতি ব্যাখ্যানে যচ্ছব্দানন্বয়ঃ স্পষ্টস্তস্মাৎ প্রতিশব্দমধ্যাহৃত্য ব্যাখ্যাতম্ ॥ ২১ ॥

নীলকণ্ঠ।—কিঞ্চ যো যো ভক্তঃ সাত্ত্বিকো রাজসস্তামসো বা যাং যাং তনুং তাদৃশীমেব দেবাদিরূপাং যক্ষরক্ষোরূপাং ভূতপ্রেতরূপাং বা মূর্ত্তিং শ্রদ্ধয়া তাদৃশ্যৈব অর্চ্চিতুমিচ্ছতি, তস্য তস্য ভক্তস্য তামেব শ্রদ্ধাং সাত্ত্বিকীং রাজসীং তামসীং বা অহং সর্ব্বেশ্বরোঽচলাং বিদধামি ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ।—তে তে দেবাঃ পূজাং প্রাপ্য প্রপন্নাস্তেষাং স্বস্বপূজকানাং হিতার্থং স্বভক্তৌ শ্রদ্ধামুৎপাদয়িষ্যন্তীতি মাবাদীঃ, যতস্তে দেবাঃ স্বভক্তাবপি শ্রদ্ধামুৎপাদয়িতুমশক্তাঃ, কিং পুনর্মদ্ভক্তাবিত্যাহ যো য ইতি। যাং যাং তনুং সূর্য্যাদিদেবরূপাং মদীয়াং মূর্ত্তিং বিভূতিং অর্চ্চিতুং পূজয়িতুম্, তামেব তত্তদ্দেবতাবিষয়ামেব, নতু স্ববিষয়াং শ্রদ্ধামহমন্তর্য্যাম্যেব বিদধামি, নতু সা সা দেবতা ॥ ২১ ॥

তাৎপর্য্য।—যাহারা কামনা বিশেষের বশবর্ত্তী হইয়া দেবতা বিশেষের ভজনা করে, কালক্রমে তাহাদের সেই দেব-ভক্তি ভগবদ্ভক্তিতেই পর্য্যবসিত হইতে পারে। কেননা শ্রীমদ্বাসুদেব সর্ব্বাত্মক; সুতরাং যাহাকে যে

ভাবেই ভজনা করা হউক না কেন, তাহা বাসুদেব-ভক্তিতেই পর্য্যবসিত হয়। এইরূপ আশঙ্কার উত্তর স্বরূপে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন যে, যে যে ভক্ত শ্রদ্ধা সহকারে যে যে দেবমূর্ত্তির ভজনা করিতে বাসনা করে, আমি অন্তর্য্যামী ভগবান্ তত্তৎ মূর্ত্তি বিষয়ে সেই সেই ভক্তগণের হৃদয়ে অচলা ভক্তি সমুৎপন্ন করিয়া থাকি। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডেশ্বর পরব্রহ্ম সকল ঘটেই সমভাবে বিরাজমান। নভোমণ্ডলস্থ অতি বিশালকায় তেজ ও জ্যোতির নিকেতন-স্বরূপ সূর্য্যদেব হইতে, সাগরতীরস্থ নগণ্য ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র বালুকাকণা পর্য্যন্ত তাবৎ পদার্থেই সেই বিশ্বেশ্বর পরম পুরুষ বিদ্যমান। স্থাবর ও জঙ্গম, কীট ও পতঙ্গ, মনুষ্য ও দেবতা সর্ব্বত্র সেই মহামহিম মহেশ্বর বিরাজমান। যদি জনপদ মধ্যপ্রবাহী পথি-পার্শ্বস্থ অশ্বথ বৃক্ষমূলে যে সিন্দূর-রঞ্জিত পাষাণ-খণ্ডকে তত্রত্য অধিবাসীবৃন্দ ষষ্ঠীদেবী বলিয়া আরাধনা করে; অথবা নগর মধ্যস্থ সুরম্য শ্রীমন্দির মধ্যবর্ত্তী সুখাসন সমাসীন নানালঙ্কার বিভূষিত যে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ মূর্ত্তি গ্রামবাসীগণ সর্ব্বাভীষ্ট ফলপ্রদ জ্ঞানে ভজনা করে; অথবা অভ্রভেদী হিমগিরির বক্ষবিদার করিয়া যে প্রসন্নসলিলা স্রোতস্বতী নানা নগরী, অরণ্য, পর্ব্বত বিধৌত করিতে করিতে প্রবাহিত হইতেছেন দেখিয়া মানবগণ তাঁহাকেই সর্ব্বসিদ্ধি ফলদাত্রীজ্ঞানে সেই জলে অবগাহন করে; তাহা হইলে তত্তৎ মূর্ত্তি-পূজকগণের শ্রদ্ধা সহকৃত ভক্তি কখনই নিষ্ফল হয় না। মানবেরা ষষ্ঠী দেবীর নিকট সন্তান কামনা করে, মনসা দেবীর নিকট সর্পভয় নিবারণ প্রার্থনা করে, সূর্য্যদেবের নিকট আরোগ্য কামনা করে, ইন্দ্র দেবের নিকট বৃষ্টি কামনা করে, শ্রীরাধাকৃষ্ণ বিগ্রহের নিকট সাংসারিক সুখ প্রার্থনা করে, গঙ্গা দেবীর নিকট পাপক্ষয় প্রার্থনা করে। ইত্যাদিরূপ কামনা সিদ্ধির নিমিত্ত তাহারা বিভিন্ন দেব-বিগ্রহের পূজা করিয়া থাকে। তাহাদের এইরূপ দেব-ভক্তি অনর্থক নহে; এই ভক্তি-প্রভাবে সেই ভক্তগণের কামনা সিদ্ধি হইয়া থাকে। আমি অন্তর্য্যামী ভগবান্ ভক্তগণের হৃদয়ভাব পরিজ্ঞাত হইয়া, কামনা সিদ্ধি সহকারে, তত্তৎ দেবতা বিষয়ে তাহাদের হৃদয়ে অচলা ভক্তি সংবর্দ্ধিত করিয়া থাকি। তত্তৎ দেবতা বিষয়ে শ্রদ্ধা দৃঢ়ীভূতা হইলে কি উপকার হইয়া থাকে, শ্রীভগবান্ পরবর্ত্তী শ্লোকে তাহা বিবৃত করিয়াছেন।

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য ও শ্রীমদ্বলদেব পরমেশ্বরের সর্ব্বাত্মকতা ও সর্ব্বেশ্বরত্ব সপ্রমাণিত করিবার নিমিত্ত নিম্নলিখিত শ্রুতি উদ্ধৃত করিয়াছেন। "য আদিত্যে তিষ্ঠন্নাদিত্যাদন্তরো যমাদিত্যো ন বেদ যস্যাদিত্যঃ শরীরং য আদিত্যমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্য্যাম্যমৃতঃ।" ইহার ভাবার্থ যথা; যিনি আদিত্য না হইলেও আদিত্যে স্থিতিমান্ অর্থাৎ যিনি সূর্য্যের তেজ, কিরণ বা অংশ বিশেষ না হইলেও, সর্ব্বদা সূর্য্যমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী; আদিত্য যাঁহাকে জানে না, অথচ আদিত্য যাঁহার শরীর, অর্থাৎ সূর্য্য তাঁহার শরীর স্বরূপ হইলেও এবং তিনি সূর্য্যমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী থাকিলেও, সূর্য্য তাঁহাকে জানেন না, অথচ সূর্য্য জানুন বা নাই জানুন, তিনি সূর্য্যমণ্ডল-মধ্যস্থ থাকিয়া তাঁহাকে নিয়মিত করেন, অর্থাৎ তাঁহাকে বিধাতৃবিহিত কোন নিয়মের অন্যথাচরণ করিতে দেন না, সেই আত্মা অন্তর্য্যামী অমৃত পুরুষ; অর্থাৎ সেই পরমাত্মা সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্ ও অক্ষয় পুরুষ।

মনুষ্যগণ কামনা সিদ্ধির নিমিত্ত ক্ষুদ্র শিলাখণ্ড, প্রকাণ্ড পাদপ, অত্যুচ্চ গিরি, সুশীতল সলিল-প্রবাহ ইত্যাদি নানা দেব-মূর্ত্তির শরণাগত হয় বটে, কিন্তু সেই সেই দেবতা যে কামনা সিদ্ধিরূপ ফল প্রদানে অশক্ত, তাহা তাহারা জানে না। দেবতারা অশক্ত হইলেও, এবং তত্তৎ দেবতাভক্ত তাহা না জানিলেও, তাহাদের অভীষ্ট ফল প্রাপ্তির ব্যাঘাত হয় না। কিরূপে তাহাদের বাসনা সংসিদ্ধ হয়, তাহা পর শ্লোকে ব্যাখ্যাত হইবে। আপাততঃ শ্রীভগবান্ এই বলিতেছেন যে, যে যে কামনার বশবর্ত্তী হইয়া যে যে দেবতা-মূর্ত্তির পূজা করে, আমি অন্তর্য্যামী ভগবান্ সেই দেব-পূজকগণের হৃদয়ে তত্তন্মূর্ত্তি সম্বন্ধে অচলা শ্রদ্ধা প্রেরণ করি। তাহাদের সেই শ্রদ্ধাকে আমি কখনই আমার নিজ সম্বন্ধে পরিচালিত করি না। যাহা সেই ভক্তগণের কামনা এবং যে দেবতার পূজা করিয়া ভক্তগণ পরিতৃপ্ত, আমি তাহারই উত্তর-সাধকতা করি মাত্র। তাহাদের হৃদয় যে ভক্তিমার্গে প্রবাহিত হইতেছে, আমি সহায়তা করিয়া তাহাকে সেই পথেই বেগ সহকারে গমন করিবার ব্যবস্থা করি। সেই ক্ষুদ্র দেবতা পূজা করিতে ভক্তগণের যে শ্রদ্ধা সঞ্জাত হইয়াছে, তাহা বৃদ্ধি বা দৃঢ় করিতে সেই দেবতা-গণের কোনই সাধ্য নাই; আমিই তাহার নিয়ামক ॥ ২১ ॥

স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যা রাধনমীহতে।
লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্ ॥২২॥

অন্বয়।—সঃ (অন্যদেবভক্তঃ) তয়া (দৃঢ়য়া) শ্রদ্ধয়া যুক্তঃ [সন্] তস্যাঃ (দেবমূর্ত্তেঃ) আরাধনম্ (পূজনম্) ঈহতে (করোতি) ততঃ (তৎসকাশাৎ) ময়া (পরমেশ্বরেণ) এব বিহিতান্ (নির্ম্মিতান্) তান্ কামান্ (অভিলষিতান্) হি (অবশ্যম্) লভতে ॥ ২২ ॥

প্রতিশব্দ।—তিনি সেই শ্রদ্ধা যুক্ত [হইয়া] তাঁহার পূজা করেন তাঁহা-হইতে আমার-দ্বারা-ই বিহিত সেই কামনা-সমূহ নিশ্চয় লাভ-করেন ॥ ২২ ॥

ব্যাখ্যা।—অন্যদেবভক্ত তাদৃশ দৃঢ়া শ্রদ্ধা সহকারে আরাধ্য দেবপূজনে সম্প্রবৃত্ত হয় এবং সেই দেবতার নিকট হইতে আমারই নিযোজিত অভিলষিত ফললাভ করে ॥ ২২ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—স তয়েতি। স তয়া মদ্বিহিতয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তঃ সন্ তস্যা দেবতায়াঃ তন্বা আরাধনমীহতে চেষ্টতে লভতে চ,ততঃ তস্যা আরাধিতায়া দেবতাতন্বাঃ কামানীপ্সিতান্ ময়ৈব পরমেশ্বরেণ সর্ব্বজ্ঞেন কর্ম্মফলবিভাগজ্ঞতয়া বিহিতান্ নির্ম্মিতাংস্তান্ হি যস্মাৎ তে ভগবতা বিহিতাঃ কামাস্তস্মাৎ তানবশ্যং লভন্তে ইত্যর্থঃ। হিতানিতি পদচ্ছেদে হিতত্বং কামানামুপচরিতং কল্প্যম্, ন হি কামা হিতাঃ কস্যচিৎ ॥ ২২ ॥

আনন্দগিরি।—ঈহতে নির্ব্বর্ত্তয়তীত্যর্থঃ। আরাধিতদেবতাপ্রসাদাৎ ফলপ্রাপ্তৌ কিমীশ্বরেণেত্যাশঙ্ক্য তস্য সর্ব্বজ্ঞস্য সর্ব্বকর্ম্মফলবিভাগাভিজ্ঞস্য তত্তদ্দেবতাধিষ্ঠাতৃত্বাৎ তস্যৈব ফলদাতৃত্বমিত্যাহ সর্ব্বজ্ঞেনেতি। "একো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্" ইত্যাদিশ্রুতিমাশ্রিত্য, হি-তানিতি পদদ্বয়ং ব্যাচষ্টে যস্মাদিতি। হিতানিত্যেকং পদমিতি পক্ষং প্রত্যাহ হি তানিতি। মুখ্যত্বসম্ভবে কিমিত্যৌপচারিকত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ ন হীতি ॥ ২২ ॥

রামানুজ।—স তয়েতি। স তয়া নির্ব্বিঘ্নয়া শুদ্ধয়া যুক্তস্তস্যেন্দ্রাদেরারাধনং প্রতীহতে চেষ্টতে। ততো মত্তনূভূতেন্দ্রাদিদেবতারাধনাৎ তানেব হি স্বাভিলষিতান্ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ লভতে। যদ্যপ্যারাধনকালে ইন্দ্রাদয়ো মদীয়াস্তনবস্তত এব তদর্চ্চনঞ্চ মদারাধনমিতি ন জানন্তি তথাপি তস্য বস্তুতো মদারাধকাভিলষিতমহমেব বিদধামি ॥ ২২ ॥

হনুমান্।—স ইতি। স তয়া বিহিতয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তদ্দেবতাবিশেষস্যারাধনমীহতে করোতি লভতে চ। তত আরাধনাৎ কামানাস্থিতান্ ময্যেব বিহিতান্ হিতান্ ময্যেব ইমানুকূলান্ ॥ ২১ । ২২ ॥

শ্রীধর।—ততশ্চ স তয়েতি। স ভক্তস্তয়া দৃঢ়য়া শ্রদ্ধয়া তস্যাস্তনোরারাধনমীহতে করোতি; ততশ্চ কামাঃ যে সঙ্কল্পিতাস্তাংস্ততো দেবতাবিশেষাল্লভতে, কিন্তু ময়ৈব তত্তদ্দেবতান্তর্য্যামিণা বিহিতান্ নির্ম্মিতান্ হি স্ফুটমেতৎ তত্তদ্দেবতানামপি মদধীনত্বান্মন্মূর্ত্তিত্বাচ্চেত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

বলদেব।—স তয়েতি। ঈহতে করোতি, ততো মত্তনুভূততত্তদ্দেবতারাধনাৎ, কামান্ ফলানি তত্র তত্রোক্তানি। ময়ৈবেতি। বিহিতান্ রচিতান্, যদ্যপি তস্য তস্যারাধকস্য তথা জ্ঞানং নাস্তি তথাপি মত্তনুবিষয়েয়ং শ্রদ্ধেত্যনুসন্ধায়াহং ফলান্যর্পয়ামীতি ভাবঃ ॥ ২২ ॥

মধুসূদন।—স তয়েতি। স কামী তয়া মদ্বিহিতয়া স্থিরয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যাঃ দেবতাতন্বা রাধনং পূজনমীহতে নির্ব্বর্ত্তয়তি। (উপসর্গরহিতোঽপি রাধয়তিঃ পূজার্থঃ, সোপসর্গত্বে হ্যাকারঃ শ্রূয়েত)। লভতে চ ততস্তস্যাঃ দেবতাতন্বাঃ সকাশাৎ কামানীপ্সিতান্ তান্ পূর্ব্বসঙ্কল্পিতান্, হি প্রসিদ্ধম্, ময়ৈব সর্ব্বজ্ঞেন সর্ব্বকর্ম্মফলদায়িনা তত্তদ্দেবতান্তর্য্যামিণা বিহিতান্ তত্তৎফলবিপাকসময়ে নির্ম্মিতান্ হিতান্ মনঃপ্রিয়ানিত্যেকপদং বা, অহিতত্বেঽপি হিততয়া প্রতীয়মানানিত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

নীলকণ্ঠ।—স তয়েতি। ততশ্চ স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তঃ সন্ তস্যাঃ মূর্ত্তেঃ আরাধনং সসাধনং বশীকরণমীহতে ইচ্ছতি। ততশ্চ কামান্ বিষয়ান্ লভতে, ময়ৈব বিহিতান্ আজ্ঞাপিতান্ হিতান্ ঈপ্সিতান্, এতেন সর্ব্বাসাং দেবতানাং স্বাজ্ঞাবশবর্ত্তিত্বং দর্শিতম্ ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ।—স তয়েতি। ঈহতে করোতি। সতস্তত্তদ্দেবতারাধনাৎ কামান্ আরাধনফলানি লভতে, ন চ তে তে কামা অপি তৈস্তৈর্দেবৈঃ পূর্ণাঃ কর্ত্তুং শক্যন্তে ইত্যাহ। ময়ৈব বিহিতান্ পূর্ণীকৃতান্ ॥ ২২ ॥

তাৎপর্য্য।—আমি সেই অন্য দেব-ভক্তের হৃদয়ে দৃঢ়া শ্রদ্ধা উদ্রিক্ত করিয়া দিলে, সে অতীব দৃঢ়তার সহিত আরাধ্য দেবের পূজায় প্রবৃত্ত হয় এবং কালসহকারে নিশ্চয়ই সেই দেবতার নিকট হইতে স্বকীয় সঙ্কল্প-সিদ্ধি লাভ করে। আমি অন্তর্য্যামী; ভক্তের হৃদয়-ভাব ও তাহার কামনা পরিজ্ঞাত হইয়া, আমিই তাহার অভিলষিত ফল প্রাপ্তির ব্যবস্থা করিয়া থাকি এবং আমারই বিধানক্রমে ভক্ত, অভীষ্ট দেবের পূজা করিয়া, স্বকীয় সঙ্কল্পানুকূল ফল লাভ করিয়া থাকে। ভক্তগণ ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, ভূত, প্রেত ইত্যাদি যে কোন দেবতার পূজা করুক, আমি সে সকলেরই অন্তর্য্যামী ও সর্ব্বত্র বিরাজমান। আমি ভক্তের অভিলষিত ফল প্রাপ্তির ব্যবস্থা ফল-বিপাকসময়েই বিধিবদ্ধ করিয়া রাখি। যথাসময়ে ভক্ত সেই

ফল লাভ করিয়া কৃতার্থ হয়। দেবতাদিগের নিকট হইতে অভিলষিত লাভ হয় বটে, কিন্তু তৎসাধনে দেবতাগণের কোনই সাধ্য নাই। আমিই তাহার নিয়ামক ও আমিই তাহার বিধাতা। আমারই ইচ্ছা ও অনুকম্পায় ভক্তগণ আরাধ্য দেবতার নিকট হইতে স্ব স্ব অভিলষিত ফল লাভ করে। ভক্তগণ জানুক বা নাই জানুক, ইন্দ্রাদি সকল দেবতাই আমারই অংশ এবং সকল প্রতিমাতে আমিই বিরাজমান; সুতরাং তাহারা যাহারই পূজা করুক, আমি তাহাদের হৃদয়ভাব জানিতে পারি এবং তত্তৎ দেবতা দ্বারাই তাহাদের কামনা সিদ্ধি করিয়া থাকি ॥ ২২ ॥

* * *

অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাম্ ।
দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি ॥২৩॥

অন্বয়।—তু (কিন্তু) তেষাম্ অল্পমেধসাম্ (মন্দপ্রজ্ঞানাম্) তৎ ফলম্ অন্তবৎ (বিনাশি) দেবযজঃ (দেবান্ যজন্তি ইতি দেবযজঃ তে দেবপূজকাঃ) দেবান্ (ইন্দ্রাদীন্ অন্তবত ইত্যর্থঃ) যান্তি (প্রাপ্নুবন্তি) মদ্ভক্তাঃ (মৎ পূজকাঃ) মাম্ (আনন্দঘনম্ পরমেশ্বরম্) অপি যান্তি ॥ ২৩ ॥

প্রতিশব্দ।—কিন্তু সেই হীনবুদ্ধিগণের সেই ফল বিনশ্বর দেবপূজকগণ দেবতা-সমূহে গমন-করে আমার-ভক্তগণ আমাতে-ই গমন-করেন ॥ ২৩ ॥

ব্যাখ্যা।—অল্পবুদ্ধি মানবগণ অন্য দেবতার পূজা করিয়া যে ফল লাভ করে, তাহা অচিরস্থায়ী; কারণ দেব-পূজকগণ অন্তিমে বিনাশশীল দেবতাগণকেই প্রাপ্ত হন, কিন্তু আমার ভক্তগণ চরমে আমাতেই উপগত হইয়া থাকেন ॥ ২৩ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—যস্মাদন্তবৎসাধনব্যাপারা অবিবেকিনঃ কামিনশ্চ তে, অতঃ অন্তবদিতি। অন্তবদ্বিনাশি তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসামল্পপ্রজ্ঞানাম্, দেবান্ দেবযজো যান্তি

দেবান্ যজন্তি ইতি দেবযজঃ তে দেবান্ যান্তি, মদ্ভক্তা যান্তি মামপি। এবং সমানেঽপ্যায়াসে মামেব ন প্রতিপদ্যন্তে অনন্তফলায়াহো খলু কষ্টং বর্ত্তত ইত্যনুক্রোশং দর্শয়তি ভগবান্॥ ২৩॥

আনন্দগিরি।—প্রেক্ষাপূর্ব্বকারিণি কামানাং হিতত্বাভাবে হেতুমাহ যস্মাদিতি। কিঞ্চ যে কামিনস্তেন বিবেকিনস্ততশ্চাবিবেকপূর্ব্বকত্বাৎ কামানাং কুতো হিতত্বাশঙ্কা? ইত্যাহ অবিবেকিন ইতি। কামানামনন্তফলত্বেন হিতত্বমাশঙ্ক্যাহ অত ইতি। তেষামবিবেকপূর্ব্বকত্বমতঃ শব্দার্থঃ, তুশব্দোঽবধারণার্থঃ। কামফলস্থানাশিত্বে কিমিতি কামনিষ্ঠত্বং জন্তূনাম্? ইত্যাশঙ্ক্য প্রজ্ঞামান্দ্যাদিত্যাহ অল্পেতি। কিং তর্হি সাধনমনন্তফলায়? ইত্যাশঙ্ক্য ভগবদ্ভক্তিরিত্যাহ মদ্ভক্তা ইতি। অক্ষরার্থমুক্ত্বা শ্লোকস্য তাৎপর্য্যার্থমাহ এবমিতি। দেবতাপ্রাপ্তৌ ভগবৎপ্রাপ্তৌ চেতি শেষঃ। মামেবেত্যাদৌ দেবতাবিশেষং প্রতিপদ্যন্তে অন্তবৎ ফলায়েতি বক্তব্যম্। উক্তবৈপরীত্যে কারণমবিবেকাতিরিক্তং নাস্তি ইত্যভিপ্রেত্যাহ অহো খল্বিতি॥ ২৩॥

রামানুজ।—অন্তবদিতি তেষামল্পমেধসামল্পবুদ্ধীনামিন্দ্রাদিমাত্রযাজিনাং তদারাধনফলং স্বল্পমন্তবচ্চ ভবতি। কুতঃ? দেবান্ দেবযজো যান্তি, যত ইন্দ্রাদিদেবাংস্তদ্যাজিনো যান্তি। ইন্দ্রাদয়োঽপি পরিচ্ছিন্নভোগাঃ পরিমিতকালবর্ত্তিনশ্চ ততস্তৎসাযুজ্যং প্রাপ্তাস্তৈঃ সহ প্রচ্যবন্তে। মদ্ভক্তা অপি তেষামেব কর্ম্মণাং মদারাধনস্বরূপতাং জ্ঞাত্বা পরিচ্ছিন্নফলসঙ্গং ত্যক্ত্বা মৎপ্রীণনৈকপ্রয়োজনানামেব প্রাপ্নুবন্তি ন চ পুনর্নিবর্ত্তন্তে। "মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে" ইতি বক্ষ্যতি॥ ২৩॥

হনুমান্।—অন্তবত্ত্বিতি। অন্তবৎ তু অন্তঃ বিনাশো বিদ্যতে যস্য তদন্তবৎ ফলন্তু তেষাং দেবতান্তরপূজকানামল্পমেধসামল্পবুদ্ধীনাম্, দেবানভিমতান্ দেবান্ যজন্তীতি দেবযজঃ যান্তি গচ্ছন্তি, ময়ি ভক্তা মদ্ভক্তা যান্তি মামপি, তস্মাদনন্তপূজাফলম্॥ ২৩॥

শ্রীধর।—তদেবং যদ্যপি সর্ব্বা অপি দেবতা মমৈব তনবোঽতস্তদারাধনমপি বস্তুতো মদারাধনমেব তত্তৎফলদাতাপি চাহমেব, তথাপি সাক্ষান্মদ্ভক্তানাঞ্চ তেষাঞ্চ ফলবৈষম্যং ভবতীত্যাহ অন্তবদিতি। অল্পমেধসাং পরিচ্ছিন্নদৃষ্টীনাং ময়া দত্তমপি তৎফলমন্তবৎ বিনাশি ভবতি। তদেবাহ দেবান্ যজন্তীতি দেবযজস্তে দেবানন্তবতো যান্তি, মদ্ভক্তাস্তু মামনাদ্যনন্তং পরমানন্দং প্রাপ্নুবন্তি॥ ২৩॥

বলদেব।—ননু দেবাশ্চেৎ ত্বত্তনবস্তর্হি দেবভক্তানাং ত্বদ্ভক্তানাঞ্চ সমানং ফলং স্যাৎ? ইতি চেৎ তত্রাহ অন্তবদিতি। তেষামল্পমেধসামাদিত্যাদিমাত্রবুদ্ধ্যা নতু মত্তনুবুদ্ধ্যারাধয়তাং তত্তৎফলমল্পমন্তবদ্বিনাশি চ ভবতি। মত্তনুবুদ্ধ্যারাধয়তান্তু ফলমনন্তমবিনাশি চেতি ভাবঃ। যস্মাদাদিত্যাদিদেবযাজিনস্তান্ স্বেজ্যান্ মিতভোগান্ মিতায়ুষো যান্তীতি। মদ্ভক্তাস্তু মামেব নিত্যাপরিমিতস্বরূপগুণবিভূতিমদারাধনফলমনন্তমবিনাশি চেতি মহদন্তরমিত্যর্থঃ॥ ২৩॥

মধুসূদন।—অন্তবদিতি। যদ্যপি সর্ব্বা অপি দেবতাঃ সর্ব্বাত্মনো মমৈব তনবস্তদারাধনমপি বস্তুতো মদারাধনমেব সর্ব্বত্রাপি চ ফলদাতান্তর্য্যাম্যহমেব, তথাপি সাক্ষান্মদ্ভক্তানাঞ্চ তেষাঞ্চ বস্তুবিবেকাবিবেককৃতং ফলবৈষম্যং ভবতীত্যাহ অন্তেতি। অল্পমেধসাং মন্দপ্রজ্ঞত্বেন বস্তুবিবেকাসমর্থানাং তেষাং তত্তদ্দেবতাভক্তানাং তন্ময়া বিহিতমপি তত্তদেবতারাধনজং ফলং অন্তবদেব বিনাশ্যেব, ন তু মদ্ভক্তানাং বিবেকিনামিবানন্তং ফলং তেষামিত্যর্থঃ। কুত এবম্? যতো দেবানিন্দ্রাদীন্ অন্তবন্ত এব দেবযজো মদন্যদেবতারাধনপরা যান্তি প্রাপ্নুবন্তি, মদ্ভক্তাস্তু ত্রয়ঃ সকামাঃ প্রথমং মৎপ্রসাদাদভীষ্টান্ কামান্ প্রাপ্নুবন্তি। অপি-শব্দপ্রয়োগাৎ ততো মদুপাসনাপরিপাকান্মামনন্তমানন্দঘনমীশ্বরমপি যান্তি প্রাপ্নুবন্তিঃ, অতঃ সমানেঽপি সকামত্বে মদ্ভক্তানামন্যদেবতাভক্তানাঞ্চ মহদন্তরম্, তস্মাৎ সাধূক্তম্, "উদারাঃ সর্ব্ব এবৈতে" ইতি ॥ ২৩ ॥

নীলকণ্ঠ।—অন্তবদিতি। অল্পমেধসাম্। "অথ যত্রান্যৎ পশ্যত্যন্যচ্ছৃণোত্যন্যন্মনুতেঽন্যদ্বিজানাতি তদল্পম্" ইতি শ্রুতেঃ, দ্বৈতং অল্পং তত্রৈব মেধা যেষাং তে বাহ্যার্থাভিলাষিণামিত্যর্থঃ। তেষাং তৎফলং অন্তবৎ সর্ব্বস্য বাহ্যার্থস্যান্তবত্ত্বাদেব, তুশব্দোঽভেদেনেশ্বরভক্তেভ্যো বিভেদার্থঃ। যতো দেবযজো দেবান্ যজন্তে ইতি দেবযজঃ তে দেবান্ অন্তযুক্তানেব যান্তি। এবং যক্ষরক্ষোভক্তাঃ যক্ষাদীনেব যান্তি, ভূতপ্রেতভক্তাশ্চ ভূতাদীনেবেত্যপি দ্রষ্টব্যম্, মদ্ভক্তাস্তু মামেবানন্তং যান্তি অতস্তেঽনন্তফলভাজ ইত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ।—অন্তবদিতি। কিন্তু তেষাং দেবতান্তরভক্তানাং ফলং তত্তদ্দেবতারাধনজন্যং অন্তবৎ নশ্বরং কৈঞ্চিৎকালিকং ভবতি। ননু আরাধনে শ্রমে তুল্যেঽপি দেবতান্তরভক্তানাং ফলং নশ্বরং করোষি, স্বভক্তানান্তু অনশ্বরং করোষীতি ত্বয়ি পরমেশ্বরে অয়মন্যায়স্তত্র নায়মন্যায় ইত্যাহ দেবানিতি। দেবযজো দেবপূজকাঃ দেবানেব যান্তি প্রাপ্নুবন্তি মৎপূজকা অপি মাম্। অয়মর্থঃ যে হি যৎপূজকাস্তে তান্ প্রপ্নুবন্ত্যেবেতি ন্যায় এব। তত্র যদি দেবা অপি নশ্বরাস্তদা তদ্ভক্তাঃ কথমনশ্বরা ভবন্তু, কথন্তরাং বা তদ্ভজনফলং বা ন নশ্যতু। অতএব, তদ্ভক্তা অল্পমেধসঃ উক্তাঃ। ভগবাংস্তু নিত্যস্তদ্ভক্তা অপি নিত্যাস্তদ্ভক্তির্ভক্তিফলঞ্চ সর্ব্বং নিত্যমেবতি ॥ ২৩ ॥

তাৎপর্য্য।—কামনাযুক্ত ভক্তগণ অন্যান্য দেব-পূজা করিয়া যে ফল প্রাপ্ত হয়, তাহা ক্ষয়শীল ও নশ্বর, কিন্তু যাঁহারা অন্য কোন দেবতার শরণাগত না হইয়া একান্ত মনে আমারই ভজনা করেন, তাঁহারা চরমে যে ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তাহা চিরস্থায়ী ও অনন্ত। শ্রীভগবান্ এই শ্লোকে উল্লিখিত অভিপ্রায় প্রকটিত করিতেছেন। কেহ কেহ বলিতে পারেন, বিশ্ব-চরাচরে যতই দেবতা থাকুন না কেন, তাঁহারা সকলেই সেই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডেশ্বর সর্ব্বাত্ম-স্বরূপ বাসুদেবেরই প্রতিমূর্ত্তি মাত্র; সুতরাং সেই

সকল দেবতার আরাধনায় শ্রীমদ্বাসুদেবেরই আরাধনা হইতেছে। শ্রীমদ্ভগবান্ পূর্ব্ব শ্লোকে বলিয়াছেন, সর্ব্বপ্রকার ভক্তের মনোভীষ্ট সিদ্ধিরূপ ফলও তিনিই প্রদান করিয়া থাকেন। তবে অন্য দেব-ভক্ত ও ভগবদ্ভক্তের বিশেষ কি? শ্রীভগবান্ এই শ্লোকে তাদৃশ ভক্তদ্বয়ের পার্থক্য প্রদর্শন করিতেছেন। যাহারা আমার ভজনমার্গের অনুগামী না হইয়া অন্য দেবতার প্রতি ভক্তিমান্ হয়, তাহারা নিতান্ত মন্দবুদ্ধি সন্দেহ নাই। যাহারা আশু ফলের প্রত্যাশায় অনন্তফল পরিত্যাগ করে, তাহাদের জ্ঞান ও বুদ্ধির কোনই প্রশংসা করা যাইতে পারে না। তাদৃশ অন্য দেবতাভক্ত মানবগণ যে দেবতার ভজনা করে, সেই দেবতাকে তাহারা আমারই প্রতিরূপ বলিয়া জানে না এবং তাদৃশ বিশ্বাস সহকারেও তত্তৎ দেবতার ভজন-নিরত হয় না। আমি সর্ব্বাত্ম-স্বরূপ সত্য; যে ব্যক্তি আমাকে সর্ব্বাত্মক, অব্যয় পুরুষরূপে জানিয়াছে, তাহারই জ্ঞানোন্নতি হইয়াছে। কিন্তু যে তাহা জানে না এবং সামান্য ফলের প্রত্যাশায় সামান্য স্থানে ঘুরিয়া বেড়ায়, তাহার জ্ঞান নিতান্ত তামসাচ্ছন্ন রহিয়াছে বলিতে হইবে। যে ব্যক্তি পথিপার্শ্বস্থ শিলাখণ্ডই পরব্রহ্ম এবং পরাৎপর জানিয়া তদুপাসনায় প্রবৃত্ত হয়, তাহার জ্ঞান উন্নত সন্দেহ নাই। কিন্তু সাধারণতঃ মনুষ্য তাদৃশ জ্ঞানের বশবর্ত্তী হইয়া ষষ্ঠী দেবীর শরণাগত হয় কি? তাহারা ষষ্ঠী দেবীকে মদ্ভিন্ন অন্য দেবতা বলিয়া জ্ঞান করে, এবং তাঁহার স্বতন্ত্র ও স্বাধীন ক্ষমতা আছে বলিয়া মনে করে। সুতরাং তাহারা বস্তু-বিবেক-বিষয়ে নিতান্ত অসমর্থ তাহার সন্দেহ নাই। তাহারা একান্ত মনে ইন্দ্রাদি দেবতার শরণাগত হইয়া, আমারই প্রসাদে ফল লাভ করে; আমিই অন্তর্য্যামীরূপে তাহাদের হৃদয়ভাব পরিজ্ঞাত হইয়া, অভীষ্টসিদ্ধিরূপ ফল প্রদান করি। আমি প্রদান করিলেও, অন্য দেব-পূজকদিগের তাদৃশ ফল কখনই চিরস্থায়ী নহে। তাহা ক্ষয়শীল ও অচিরস্থায়ী। কিন্তু যাহারা আমার ভক্ত, সকামই হউক, বা নিষ্কামই হউক, তাহারা যে বস্তুবিবেকসমর্থ, তাহার সন্দেহ নাই। আমি মদ্ভক্তগণকে যে ফল প্রদান করি, তাহা অনন্ত ও অবিনাশী। কেন এরূপ পার্থক্য ঘটে, তাহা বলিতেছি। যাহারা দেবপূজক, তাহারা দেবতাদিগকেই প্রাপ্ত হয়। দেবতা মাত্রই অন্তবান্। ইন্দ্র বা সূর্য্য, অগ্নি বা যম কোন দেবতাই চিরস্থায়ী নহেন।

মদ্বিহিত নিয়মানুসারে একদিন না একদিন অবশ্যই ইন্দ্রাদির শেষ হইবে। যে দিন মহাপ্রলয় উপস্থিত হইবে, সে দিন সূর্য্য ও চন্দ্র, ইন্দ্র ও বায়ু, সকল দেবতা ও অন্যান্য সকল পদার্থেরই অবসান হইবে। বিশ্ব-চরাচরে একমাত্র আমি ভিন্ন আর কিছুই সে সময়ে থাকিবে না। যাহারা দেবযজ অর্থাৎ উল্লিখিতরূপ দেবতা বিশেষের সেবক, তাহারা স্ব স্ব উপাস্য দেবতাতে গমন করিবে অর্থাৎ তাদৃশ গতি লাভ করিবে সত্য; কিন্তু সে উপাস্য দেবতাই যখন অচিরস্থায়ী, তখন তৎপূজকদিগের প্রাপ্ত ফলও অচিরস্থায়ী ভিন্ন আর কি হইবে? মদ্ভক্তগণের মধ্যে জ্ঞানীর কথা ছাড়িয়া দেও; কেননা, তিনি তো জ্ঞানের প্রাবল্যে স্বয়ং ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন; সুতরাং জীবন্মুক্ত। তদ্ব্যতীত আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু ও অর্থার্থী এই তিন প্রকার সকাম ভক্তও অন্য দেব-পূজকাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তাঁহারা আমার প্রসাদে প্রথমতঃ স্ব স্ব অভীষ্ট ফল লাভ করেন; তদনন্তর মদুপাসনা ও মদ্ভক্তির পরিপাক হেতু চরমে আমাকেই প্রাপ্ত হন; অর্থাৎ অনন্ত, আনন্দঘন পরমেশ্বরে তাঁহারা উপগত হন। সুতরাং উভয়েই সকাম হইলেও, অন্য দেব-ভক্তাপেক্ষা মদ্ভক্তগণ যে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ, একথা বলাই বাহুল্য। এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, শ্রীভগবান্ যে তাদৃশ আর্ত্তাদি সকাম ভক্তগণকেও উদার নামে অভিহিত করিয়াছেন, তাহা অতীব যুক্তিযুক্ত হইয়াছে, সন্দেহ নাই॥ ২৩॥

অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ।
পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্॥ ২৪॥

অন্বয়।—অবুদ্ধয়ঃ (বিবেকবিহীনাঃ) মম (পরমেশ্বরস্য) অব্যয়ম্ (নিত্যম্) অনুত্তমম্ (ন বিদ্যতে উত্তমো যস্মাৎ নিরতিশয়ম্) পরম্ (সর্ব্বকারণরূপম্) ভাবম্ (স্বরূপম্) অজানন্তঃ (ন গৃহ্ণন্তঃ) অব্যক্তম্ (অপ্রকাশম্) মাম্ (পরমেশ্বরম্) ব্যক্তিম্ (নৃসিংহবামনরামাদিরূপেণ প্রকাশিতাম্) আপন্নম্ (গতম্) মন্যন্তে (জানন্তি)॥ ২৪॥

প্রতিশব্দ।—মন্দমতিগণ আমার নিত্য সর্ব্বোৎকৃষ্ট সর্ব্বকারণরূপ স্বরূপ না-জানিয়া অপ্রকাশিত আমাকে প্রকাশিতা-প্রাপ্ত মনে-করে॥ ২৪॥

ব্যাখ্যা।—হীনবুদ্ধি মানবগণ আমার নিত্য, অত্যুত্তম, পরমাত্মস্বরূপ না জানিয়া, বস্তুতঃ প্রপঞ্চাতীত আমাকে মনুষ্য-কূর্ম্মাদি-রূপে পরিব্যক্ত বলিয়া মনে করে॥ ২৪॥

শঙ্করাচার্য্য।—কিং নিমিত্তং ত্বামেব ন প্রপদ্যন্তে? ইত্যুচ্যতে অব্যক্তমিতি। অব্যক্তমপ্রকাশং ব্যক্তিমাপন্নং প্রকাশং গতং ইদানীং মন্যন্তে মাং নিত্যপ্রসিদ্ধমীশ্বরমপি সন্তমবুদ্ধয়োঽবিবেকিনঃ পরং ভাবং পরমাত্মস্বরূপমজানন্তোঽবিবেকিনো মমাব্যয়ং ব্যয়রহিতমনুত্তমং নিরতিশযং মদীয়ং ভাবমজানন্তো মন্যন্তইত্যর্থঃ॥ ২৪॥

আনন্দগিরি।—ভগবদ্ভজনস্যোত্তমফলত্বেঽপি প্রাণিনাং প্রায়েণ তন্নিষ্ঠতাভাবে প্রশ্নপূর্ব্বকং নিমিত্তং নিবেদয়তি কিং নিমিত্তমিত্যাদিনা। অপ্রকাশং শরীরগ্রহণাৎ পূর্ব্বমিতি শেষঃ, ইদানীং লীলাবিগ্রহপরিগ্রহাবস্থায়ামিত্যর্থঃ। প্রকাশস্য তর্হি কাদাচিৎকত্বং ভগবতি প্রাপ্তং নেত্যাহ নিত্যেতি। কথং তর্হি ভগবন্তমাগন্তুকপ্রকাশকং মন্যন্তে? তত্রাবুদ্ধয় ইত্যুত্তরং তদ্বিবৃণোতি পরমিতি। পরমনুত্তমমিতি বিশেষণদ্বয়ং সোপাধিক-নিরুপাধিকভাবার্থম্॥ ২৪॥

রামানুজ।—ইতরেষু [তু] সর্ব্বসমাশ্রয়ণীয়ত্বায় মম মনুষ্যাদিষবতারমপ্যকিঞ্চিৎকরং কুর্ব্বন্তীত্যাহ অব্যক্তমিতি। সর্ব্বৈঃ কর্ম্মভিরারাধ্যোঽহং সর্ব্বেশ্বরঃ বাঙ্মনসাপরিচ্ছেদ্যস্বরূপস্বভাবঃ পরমকারুণ্যাদাশ্রিতবাৎসল্যাচ্চ সর্ব্বসমাশ্রয়ণীয়ত্বায়াজহৎস্বভাব এব বসুদেবগৃহেঽবতীর্ণঃ [বসুদেবস্থনুরবতীর্ণঃ] ইতি মমৈব পরং ভাবমব্যয়মনুত্তমমজানন্তঃ প্রাকৃতরাজসুতসমানমিতঃ পূর্ব্বমনভিব্যক্তিমিদানীং কর্ম্মণা [কর্ম্মবশাৎ] জন্মবিশেষং প্রাপ্য ব্যক্তিমাপন্নম্ [প্রাপ্তং মাম্] অবুদ্ধয়ো মাং মন্যন্তে, অতো মাং নাশ্রয়ন্তে ন কর্ম্মভিরারাধয়ন্তে চ॥ ২৪॥

হনুমান্।—কিং নিমিত্তং ভগবন্তং বিহায় দেবতান্তরং যজন্তি? ইতি অর্জ্জুনবচনমাশঙ্ক্যাহ অব্যক্তমিতি। অব্যক্তমবিদ্যমানব্যক্তিভাবমিমং সাংসারিপুরুষবদাপন্নং প্রাপ্তং মন্যন্তে জানন্তি, মামবুদ্ধয়ঃ অবিবেকিনঃ লৌকিকা জনাঃ, মম পরং প্রকৃষ্টং পরমাত্মভাবমজানন্তঃ অচেতয়ন্তঃ অব্যয়মবিনাশিনং অনুত্তমং নিরুত্তমং মাং বিহায় দেবতান্তরং পূজয়ন্তি॥ ২৪॥

শ্রীধর।—ননু চ সমানে প্রয়াসে মহতি চ ফলবিশেষে সতি সর্ব্বেঽপি কিমিতি দেবতান্তরং হিত্বা ত্বামেব ন ভজন্তি? তত্রাহ অব্যক্তমিতি। অব্যক্তং প্রপঞ্চাতীতং মাং ব্যক্তিং মনুষ্যমৎস্যকূর্ম্মাদিভাবং প্রাপ্তমল্পবুদ্ধয়ো মন্যন্তে। তত্র হেতুঃ মম পরং ভাবং স্বরূপমজ্ঞা-

নস্তঃ। কথম্ভূতম্? অব্যয়ং নিত্যম্, ন বিদ্যতে উত্তমো ভাবো যস্মাৎ তং মদ্ভাবম্. অতো-জগদ্রক্ষণার্থং লীলয়াবিষ্কৃতনানাবিশুদ্ধোর্জ্জিতসত্ত্বমূর্ত্তিং মাং পরমেশ্বরং কর্ম্মনির্ম্মিতভৌতিক-দেহং দেবতান্তরসমং পশ্যন্তো মন্দমতয়ো মাং নাভীবাদ্রিয়ন্তে, প্রত্যুত ক্ষিপ্রফলদং দেবতান্তরমেব ভজন্তি, তে চোক্তপ্রকারেণান্তবৎ ফলং প্রাপ্নুবন্তীত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

বলদেব।—অথ কা বার্ত্তা মদন্যদেবযাজিনামল্পমেধসাম্? উপনিষন্নিষ্ণাতানামপি মদ্ভক্তিরিক্তানাং মত্তত্ত্বধীর্ন স্যাদিত্যাশয়েনাহ অব্যক্তমিতি। অবুদ্ধয়ো মত্তত্ত্বযাথাত্ম্যবুদ্ধিশূন্যা জনা অব্যক্তং স্বপ্রকাশাত্মবিগ্রহত্বাদিন্দ্রিয়াবিষয়ং মাং ব্যক্তিমাপন্নং তদ্বিষয়ং মন্যন্তে। দেবক্যাং বসুদেবাৎ সত্ত্বোৎকৃষ্টেন কর্ম্মণা সঞ্জাতমিতররাজপুত্রতুল্যং মাং বদন্তি। যতস্তে মদভিজ্ঞসৎপ্রসঙ্গাভাবান্মম ভাবং পরমব্যয়মনুত্তমমজানন্তঃ। "ভাবঃ সত্তা-স্বভাবাভিপ্রায়-চেষ্টাত্ম-জন্মসু। ক্রিয়ালীলাপদার্থেষু বিভূতি-বুধ-জন্তুষু।" ইতি মেদিনীকারঃ। মদ্ভক্তিহীনাস্তে মম স্বরূপগুণজন্মলীলাদিলক্ষণভাবং মায়াদিতঃ পরমতোঽব্যয়ং নিত্যমনুত্তমং সর্ব্বোত্তমং ন কিন্ত্বন্যবন্মায়িকমনিত্যং সাধারণঞ্চ গৃহ্নন্ত ইত্যর্থঃ। স্বরূপং হরের্বিজ্ঞানানন্দৈকরসং "বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম" ইত্যাদেঃ। সার্ব্বজ্ঞাদিগুণগণস্তস্য স্বরূপানুবন্ধী "অনন্তকল্যাণগুণাত্ম-কোঽসৌ" ইত্যাদেঃ। অভিব্যক্তিমাত্রং জন্ম "অজোঽপি সন্" ইত্যাদেঃ। অব্যক্তস্যৈব ভজৎসু প্রসাদেনৈবাভিব্যক্তিশীলম্। "ন শক্যঃ স ত্বয়া দ্রষ্টুমস্মাভির্বা বৃহস্পতে। যস্য প্রসাদং কুরুতে স বৈ তং দ্রষ্টুমর্হতি॥" ইত্যাদেঃ॥ ২৪ ॥

মধুসূদন।—এবং ভগবদ্ভজনস্য সর্ব্বোত্তমফলত্বেঽপি কথং প্রায়েণ প্রাণিনো ভগবদ্বিমুখাঃ? ইত্যত্র হেতুমাহ ভগবান্ অব্যক্তমিতি। অব্যক্তং দেহগ্রহণাৎ প্রাক্ কার্য্যাক্ষমত্বেন স্থিতমিদানীং বসুদেবগৃহে ব্যক্তিং ভৌতিকদেহাবচ্ছেদেন কার্য্যক্ষমতাং প্রাপ্তং কঞ্চিজ্জীবমেব মন্যন্তে মামীশ্বরমপ্যবুদ্ধয়ো বিবেকশূন্যাঃ অব্যক্তং সর্ব্বকারণমপি মাং ব্যক্তিং কার্য্যরূপতাং মৎস্যকূর্ম্মাদ্যনেকাবতাররূপেণ প্রাপ্তমিতি বা। কথং তে জীবাস্ত্বাং ন বিচিন্বন্তি? তত্রাবুদ্ধয় ইত্যুক্তম্। হেতুং বিবৃণোতি পরং সর্ব্বকারণরূপমব্যয়ং নিত্যং মম ভাবং স্বরূপং সোপাধিকমজানন্তস্তথা নিরুপাধিকমপ্যনুত্তমং সর্ব্বোৎকৃষ্টমনতিশয়াদ্বিতীয়পরমানন্দঘনমনন্তং মম স্বরূপমজানন্তো জীবানুকারিকার্য্যদর্শনাজ্জীবমেব কঞ্চিন্মাং মন্যন্তে, ততো মামীশ্বরত্বেনাভিমতং বিহায় প্রসিদ্ধং দেবতান্তরমেব ভজন্তে, ততশ্চান্তবদেব ফলং প্রাপ্নুবন্তীত্যর্থঃ। অগ্রে চ বক্ষ্যতে "অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্" ইতি॥ ২৪ ॥

নীলকণ্ঠ।—এবং তর্হি কুতস্ত্বামেব সর্ব্বে ন প্রতিপদ্যন্তে? ইত্যাশঙ্ক্যাজ্ঞানাদিত্যাহ অব্যক্তমিতি। অব্যক্তং সর্ব্বোপাধিশূন্যত্বেন অস্পষ্টমপি বাসুদেবশরীরেণ ব্যক্তিমাপন্নং অস্মদাদিবচ্ছরীরাভিমানিনং মামবুদ্ধয়ো মন্যন্তে, যতঃ মম পরং ভাবং পরত্বং উৎকৃষ্টত্বং অজানন্তঃ, উৎকৃষ্টত্বমেব বিশিনষ্টি অব্যয়ং ন ব্যেতীত্যব্যয়ং অবিনাশি, অনুত্তমং যস্মাদন্যৎ উৎকৃষ্টঞ্চ নাস্তি তস্মাৎ নিরতিশয়মথৈশ্বর্য্যরূপমিত্যর্থঃ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ।—দেবতান্তরভক্তানাং অল্পমেধসাং বার্ত্তা দূরে তাবদাস্তাম্, বেদাদিসমস্তশাস্ত্রদর্শিনোঽপি মত্তত্ত্বং ন জানন্তি। "অথাপি তে দেবপদাম্বুজদ্বয়প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি। জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্॥" ইতি ব্রহ্মণাপি মাং প্রত্যুক্তম্। অতো মদ্ভক্তান্ বিনা মত্তত্ত্বজ্ঞানে সর্ব্ব এবাল্পবুদ্ধয়ঃ ইত্যাহ অব্যক্তমিতি। অব্যক্তং প্রপঞ্চাতীতং নিরাকারং ব্রহ্মৈব মাং মায়িকাকারত্বেনৈব ব্যক্তিং বসুদেবগৃহে জন্ম প্রাপ্তং নির্ব্বুদ্ধয়ো মন্যন্তে, মায়িকাকারস্যৈব দৃশ্যত্বাদিতি ভাবঃ। যতো মম পরং ভাবং মায়াতীতং স্বরূপজন্মকর্ম্মলীলাদিকমজানন্তঃ। ভাবং কীদৃশম্? অব্যয়ং নিত্যং অনুত্তমং সর্ব্বোৎকৃষ্টম্। "ভাবঃ সত্তা স্বভাবাভিপ্রায়-চেষ্টাত্ম-জন্মসু। ক্রিয়া-লীলা-পদার্থেষু" ইতি মেদিনী। ভগবৎস্বরূপগুণজন্মকর্ম্মলীলানামনাদ্যন্তত্বেন নিত্যত্বং শ্রীরূপগোস্বামিচরণৈর্ভাগবতামৃতগ্রন্থে প্রতিপাদিতম্। মম পরং ভাবং স্বরূপং অব্যয়ং নিত্যবিশুদ্ধোর্জ্জিতসত্ত্বমূর্ত্তিমিতি স্বামিচরণৈশ্চোক্তম্॥ ২৪॥

তাৎপর্য্য।—শ্রীভগবান্ পূর্ব্বে ভগবদ্ভক্তের ও অন্য দেবতা ভক্তের ফলের বিস্তর বৈষম্যপ্রদর্শন করিয়াছেন। এক্ষণে সহজেই এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে যে, হে ভগবন্! তোমার ভজন-পরায়ণ হইতেও যেরূপ আয়াসের প্রয়োজন, অন্য দেবতার ভজন-নিরত হইতেও তদ্রূপ আয়াসের প্রয়োজন। অথচ তদুভয়ের ফলগত পার্থক্য বিস্তর। এরূপ স্থলে তাবৎ মনুষ্যই কেন অন্য দেবতা ভজনা পরিত্যাগ করিয়া তোমারই ভজন নিরত না হয়? এরূপ অপরিসীম সুখ-সৌভাগ্যের দ্বার তাহাদের সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত হইবে জানিয়াও, কেন তাহারা ভগবদ্বিমুখ হয়? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরস্বরূপে এই শ্লোক অবতারিত হইতেছে। শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, যাহারা অল্প বুদ্ধি তাহাদের তো কথাই নাই; যাহারা বিদ্যাবলে বলীয়ান্ ও বেদোপনিষদাদি শাস্ত্রের পারদর্শী তাহারাও আমার প্রকৃতস্বরূপ প্রকৃষ্টরূপে পরিজ্ঞাত হইতে পারে না। সকল শাস্ত্রের সার স্বরূপ বেদশাস্ত্র যাঁহার বদন হইতে বিনির্গত হইয়াছে, সেই লোক-পিতামহ ব্রহ্মা ক্ষীরোদ-সাগর-তীরে দণ্ডায়মান হইয়া ভক্তিভরে বলিয়াছিলেন, 'যন্ন দেবা ন মুনয়ো ন চাহং ন চ শঙ্করঃ। জানন্তি পরমেশস্য তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্॥' (বিষ্ণুপুরাণ, ১ অংশ, ৯ অ, ৫৩ শ্লোক)। সেই পরমেশ বিষ্ণুর পরম পদ অর্থাৎ পরব্রহ্মকে দেবতারা জানেন না, মুনিগণ জানেন না, আমি স্বয়ং জানি না এবং মহাদেবও জানেন না। বাস্তবিক ভগবত্তত্ত্ব নিতান্ত দুর্জ্ঞেয়। যাঁহারা জ্ঞানবান্‌গণের চূড়ামণি তাঁহারাও সেই নিখিলেশ্বরের ভাব সম্যক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম

নস্তঃ। কথম্ভূতম্? অব্যয়ং নিত্যম্, ন বিদ্যতে উত্তমো ভাবো যস্মাৎ তং মদ্ভাবম্. অতোজগদ্রক্ষণার্থং লীলয়াবিষ্কৃতনানাবিশুদ্ধোর্জ্জিতসত্ত্বমূর্ত্তিং মাং পরমেশ্বরং কর্ম্মনির্ম্মিতভৌতিকদেহং দেবতান্তরসমং পশ্যন্তো মন্দমতয়ো মাং নাভীবাদ্রিয়ন্তে, প্রত্যুত ক্ষিপ্রফলদং দেবতান্তরমেব ভজন্তি, তে চোক্তপ্রকারেণান্তবৎ ফলং প্রাপ্নুবন্তীত্যর্থঃ॥ ২৪॥

বলদেব।—অথ কা বার্ত্তা মদন্যদেবযাজিনামল্পমেধসাম্? উপনিষন্নিষ্ণাতানামপি মদ্ভক্তিরিক্তানাং মত্তত্ত্বধীর্ন স্যাদিত্যাশয়েনাহ অব্যক্তমিতি। অবুদ্ধয়ো মত্তত্ত্বযাথাত্ম্যবুদ্ধিশূন্যা জনা অব্যক্তং স্বপ্রকাশাত্মবিগ্রহত্বাদিন্দ্রিয়াবিষয়ং মাং ব্যক্তিমাপন্নং তদ্বিষয়ং মন্যন্তে। দেবক্যাং বসুদেবাৎ সত্ত্বোৎকৃষ্টেন কর্ম্মণা সঞ্জাতমিতররাজপুত্রতুল্যং মাং বদন্তি। যতস্তে মদভিজ্ঞসৎপ্রসঙ্গাভাবান্মম ভাবং পরমব্যয়মনুত্তমমজানন্তঃ। “ভাবঃ সত্তা-স্বভাবাভিপ্রায়-চেষ্টাত্ম-জন্মসু। ক্রিয়ালীলাপদার্থেষু বিভূতি-বুধ-জন্তুষু।” ইতি মেদিনীকারঃ। মদ্ভক্তিহীনাস্তে মম স্বরূপগুণজন্মলীলাদিলক্ষণভাবং মায়াদিতঃ পরমতোঽব্যয়ং নিত্যমনুত্তমং সর্ব্বোত্তমং ন কিন্ত্বন্যবন্মায়িকমনিত্যং সাধারণঞ্চ গৃহ্ণন্ত ইত্যর্থঃ। স্বরূপং হরের্বিজ্ঞানানন্দৈকরসং “বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম” ইত্যাদেঃ। সার্ব্বজ্ঞাদিগুণগণস্তস্য স্বরূপানুবন্ধী “অনন্তকল্যাণগুণাত্মকোঽসৌ” ইত্যাদেঃ। অভিব্যক্তিমাত্রং জন্ম “অজোঽপি সন্” ইত্যাদেঃ। অব্যক্তস্যৈব ভজৎসু প্রসাদেনৈবাভিব্যক্তিশীলম্। “ন শক্যঃ স ত্বয়া দ্রষ্টুমস্মাভির্বা বৃহস্পতে। যস্য প্রসাদং কুরুতে স বৈ তং দ্রষ্টুমর্হতি॥” ইত্যাদেঃ॥ ২৪॥

মধুসূদন।—এবং ভগবদ্ভজনস্য সর্ব্বোত্তমফলত্বেঽপি কথং প্রায়েণ প্রাণিনো ভগবদ্বিমুখাঃ? ইত্যত্র হেতুমাহ ভগবান্ অব্যক্তমিতি। অব্যক্তং দেহগ্রহণাৎ প্রাক্ কার্য্যাক্ষমত্বেন স্থিতমিদানীং বসুদেবগৃহে ব্যক্তিং ভৌতিকদেহাবচ্ছেদেন কার্য্যক্ষমতাং প্রাপ্তং কঞ্চিজ্জীবমেব মন্যন্তে মামীশ্বরমপ্যবুদ্ধয়ো বিবেকশূন্যাঃ অব্যক্তং সর্ব্বকারণমপি মাং ব্যক্তিং কার্য্যরূপতাং মৎস্যকূর্ম্মাদ্যনেকাবতাররূপেণ প্রাপ্তমিতি বা। কথং তে জীবাস্ত্বাং ন বিচিন্বন্তি? তত্রাবুদ্ধয় ইত্যুক্তম্। হেতুং বিবৃণোতি পরং সর্ব্বকারণরূপমব্যয়ং নিত্যং মম ভাবং স্বরূপং সোপাধিকমজানন্তস্তথা নিরুপাধিকমপ্যনুত্তমং সর্ব্বোৎকৃষ্টমনতিশয়াদ্বিতীয়পরমানন্দঘনমনন্তং মম স্বরূপমজানন্তো জীবানুকারিকার্য্যদর্শনাজ্জীবমেব কঞ্চিন্মাং মন্যন্তে, ততো মামীশ্বরত্বেনাভিমতং বিহায় প্রসিদ্ধং দেবতান্তরমেব ভজন্তে, ততশ্চান্তবদেব ফলং প্রাপ্নুবন্তীত্যর্থঃ। অগ্রে চ বক্ষ্যতে “অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্” ইতি॥ ২৪॥

নীলকণ্ঠ।—এবং তর্হি কুতস্ত্বামেব সর্ব্বে ন প্রতিপদ্যন্তে? ইত্যাশঙ্ক্যাজ্ঞানাদিত্যাহ অব্যক্তমিতি। অব্যক্তং সর্ব্বোপাধিশূন্যত্বেন অস্পষ্টমপি বাসুদেবশরীরেণ ব্যক্তিমাপন্নং অস্মদাদিবচ্ছরীরাভিমানিনং মামবুদ্ধয়ো মন্যন্তে, যতঃ মম পরং ভাবং পরত্বং উৎকৃষ্টত্বং অজানন্তঃ, উৎকৃষ্টত্বমেব বিশিনষ্টি অব্যয়ং ন ব্যেতীত্যব্যয়ং অবিনাশি, অনুত্তমং যস্মাদন্যৎ উৎকৃষ্টঞ্চ নাস্তি তস্মাৎ নিরতিশয়মখণ্ডৈশ্বর্য্যরূপমিত্যর্থঃ॥ ২৪॥

বিশ্বনাথ।—দেবতান্তরভক্তানাং অল্পমেধসাং বার্ত্তা দূরে তাবদাস্তাম্, বেদাদিসমস্তশাস্ত্রদর্শিনোঽপি মত্তত্ত্বং ন জানন্তি। "অথাপি তে দেবপদাম্বুজদ্বয়প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি। জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্ ॥" ইতি ব্রহ্মণাপি মাং প্রত্যুক্তম্। অতো মদ্ভক্তান্ বিনা মত্তত্ত্বজ্ঞানে সর্ব্ব এবাল্পবুদ্ধয়ঃ ইত্যাহ অব্যক্তমিতি। অব্যক্তং প্রপঞ্চাতীতং নিরাকারং ব্রহ্মৈব মাং মায়িকাকারত্বেনৈব ব্যক্তিং বসুদেবগৃহে জন্ম প্রাপ্তং নির্ব্বুদ্ধয়ো মন্যন্তে, মায়িকাকারস্যৈব দৃশ্যত্বাদিতি ভাবঃ। যতো মম পরং ভাবং মায়াতীতং স্বরূপজন্মকর্ম্মলীলাদিকমজানন্তঃ। ভাবং কীদৃশম্? অব্যয়ং নিত্যং অনুত্তমং সর্ব্বোৎকৃষ্টম্। "ভাবঃ সত্তা স্বভাবাভিপ্রায়-চেষ্টাত্ম-জন্মসু। ক্রিয়া-লীলা-পদার্থেষু" ইতি মেদিনী। ভগবৎস্বরূপগুণজন্মকর্ম্মলীলানামনাদ্যন্তত্বেন নিত্যত্বং শ্রীরূপগোস্বামিচরণৈর্ভাগবতামৃতগ্রন্থে প্রতিপাদিতম্। মম পরং ভাবং স্বরূপং অব্যয়ং নিত্যবিশুদ্ধোর্জ্জিতসত্ত্বমূর্ত্তিমিতি স্বামিচরণৈশ্চোক্তম্ ॥ ২৪ ॥

তাৎপর্য্য।—শ্রীভগবান্ পূর্ব্বে ভগবদ্ভক্তের ও অন্য দেবতা ভক্তের ফলের বিস্তর বৈষম্যপ্রদর্শন করিয়াছেন। এক্ষণে সহজেই এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে যে, হে ভগবন্! তোমার ভজন-পরায়ণ হইতেও যেরূপ আয়াসের প্রয়োজন, অন্য দেবতার ভজন-নিরত হইতেও তদ্রূপ আয়াসের প্রয়োজন। অথচ তদুভয়ের ফলগত পার্থক্য বিস্তর। এরূপ স্থলে তাবৎ মনুষ্যই কেন অন্য দেবতা ভজনা পরিত্যাগ করিয়া তোমারই ভজন নিরত না হয়? এরূপ অপরিসীম সুখ-সৌভাগ্যের দ্বার তাহাদের সম্মুখে উদ্ঘাটিত হইবে জানিয়াও, কেন তাহারা ভগবদ্বিমুখ হয়? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরস্বরূপে এই শ্লোক অবতারিত হইতেছে। শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, যাহারা অল্প বুদ্ধি তাহাদের তো কথাই নাই; যাহারা বিদ্যাবলে বলীয়ান্ ও বেদোপনিষদাদি শাস্ত্রের পারদর্শী তাহারাও আমার প্রকৃতস্বরূপ প্রকৃষ্টরূপে পরিজ্ঞাত হইতে পারে না। সকল শাস্ত্রের সার স্বরূপ বেদশাস্ত্র যাঁহার বদন হইতে বিনির্গত হইয়াছে, সেই লোক-পিতামহ ব্রহ্মা ক্ষীরোদ-সাগর-তীরে দণ্ডায়মান হইয়া ভক্তিভরে বলিয়াছিলেন, "যন্ন দেবা ন মুনয়ো ন চাহং ন চ শঙ্করঃ। জানন্তি পরমেশস্য তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ॥" (বিষ্ণুপুরাণ, ১ অংশ, ৯ অ, ৫৩ শ্লোক)। সেই পরমেশ বিষ্ণুর পরম পদ অর্থাৎ পরব্রহ্মকে দেবতারা জানেন না, মুনিগণ জানেন না, আমি স্বয়ং জানি না এবং মহাদেবও জানেন না। বাস্তবিক ভগবত্তত্ত্ব নিতান্ত দুর্জ্ঞেয়। যাঁহারা জ্ঞানবান্‌গণের চূড়ামণি তাঁহারাও সেই নিখিলেশ্বরের ভাব সম্যক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম

করিতে পারেন না। এই জন্যই শ্রীভগবান্ বলিতেছেন যে, যাহারা অবিবেকী অর্থাৎ সামান্য বিদ্যা-বুদ্ধি-সম্পন্ন ক্ষুদ্র মনুষ্য তাহারা আমার ক্ষয়-রহিত, সনাতন ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভাব পরিজ্ঞাত হইতে পারে না। জন্ম-মৃত্যু-বিরহিত সর্ব্বোপাধি-পরিশূন্য, প্রপঞ্চাতীত আমাকে তাহারা মৎস্যকূর্ম্মাদি রূপপ্রাপ্ত বলিয়াই মনে করে। অর্থাৎ আমি সকল কারণের পরম কারণ স্বরূপ হইলেও, হীন-বুদ্ধি মানবগণ আমার চিরন্তন স্বরূপ উপলব্ধি না করিয়া, কার্য্য বিশেষ সাধনার্থ আমি সময়ে সময়ে যে যে রূপ পরিগ্রহ করিয়া অবতার রূপে অবতীর্ণ হই, সেই সেই রূপই আমার প্রকৃষ্ট স্বরূপ বলিয়া তাহারা বোধ করে। এইরূপে তাহারা আমাকে মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামনাদি রূপধারী বলিয়াই জানে এবং তত্তৎ অবতারে আমার যেরূপ আবির্ভাব ও তিরোভাব হইয়াছে তাহা আলোচনা করিয়া, আমাকেও সাধারণ জীবের ন্যায় গমনাগমনশীল বলিয়া জ্ঞান করে; আমার প্রকৃত স্বরূপ তাহারা প্রণিধান করিতে পারে না। আমার এই বর্ত্তমান কলেবর দর্শনে অনেক অল্প-বুদ্ধি মানব হয়ত আমাকে দেবকী ও বসুদেব-নন্দন রূপে শরীর ধারী কোন এক জীব বলিয়াও মনে করে। মানবকুলের অজ্ঞতাই এতাদৃশ ভ্রান্তির একমাত্র কারণ। এইরূপ ভ্রান্তির বশবর্ত্তী হইয়া তাহারা ফলকামনায় অন্যান্য দেবতার শরণাগত হয়। পরম-ফল পরিত্যাগ করিয়া শীঘ্র ফলপ্রাপ্তির আশায় তাহারা অন্যান্য দেবতার ভজনা করে; তাহারা তজ্জন্য চরমে যে ফল লাভ করে তাহাও সেই দেবগণের ন্যায় অচিরস্থায়ী। যাবতীয় দেবতা যে, সেই পরমপুরুষ হইতে সমুদ্ভূত এবং তাঁহারই উপাধিস্বরূপ, তাহা তাহারা জানে না। দেবতাগণকে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন জ্ঞান করিয়া তাহারা সেই সকল দেবসেবায় প্রবৃত্ত হয় এবং ক্ষণ-বিধ্বংসী অকিঞ্চিৎকর ফললাভ করে। একদা দেবগণ শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধারী সেই পরমপুরুষকে সম্মুখে সন্দর্শন করিয়া বার বার প্রণাম করিয়া সমস্বরে বলিয়াছিলেন, "নমো নমোঽবিশেষস্ত্বং ত্বং ব্রহ্মা ত্বং পিনাকধৃক্। ইন্দ্রস্ত্বমগ্নিঃ পবনো বরুণঃ সবিতা যমঃ॥ বসবো মরুতঃ সাধ্যা বিশ্বেদেবগণা ভবান্। যোঽয়ং তবাগতো দেব সমীপং দেবতাগণঃ॥ স ত্বমেব জগৎ-স্রষ্টা যতঃ সর্ব্বগতো ভবান্। ত্বং যজ্ঞস্ত্বং বষট্কারস্ত্বমোঙ্কারঃ প্রজাপতিঃ॥ বেত্তাবেদ্যঞ্চ সর্ব্বাত্মন্ ত্বন্ময়ঞ্চাখিলং জগৎ। ত্বামত্র শরণং বিষ্ণো প্রয়াতা দৈত্যনির্জ্জিতাঃ॥"

(বিষ্ণুপুরাণ, ১ অংশ, ৯ অধ্যায়, ৬৮—৭১ শ্লোক)। তুমি অবিশেষ অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী, তুমি ব্রহ্মা, তুমি পিনাকধারী মহাদেব, তুমি ইন্দ্র, তুমি অগ্নি, পবন, বরুণ, সূর্য্য, যম, বসুগণ, মরুদ্গণ সাধ্যগণ, বিশ্বদেবগণ, এবং তোমার সমীপে অন্যান্য যে দেবগণ উপস্থিত হইয়াছেন, সে সকলও তুমি। তুমিই জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা, যেহেতু তুমি সর্ব্বগত। তুমি যজ্ঞ, তুমিই বষট্কাররূপ যজ্ঞীয় মন্ত্র, তুমি ওঙ্কার এবং তুমি প্রজাপতি। হে সর্ব্বাত্মন্! জ্ঞেয় ও অজ্ঞেয় অখিল জগৎ তোমারই স্বরূপ। হে বিষ্ণো! আমরা দৈত্য কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইয়া তোমার শরণাগত হইয়াছি। এই দেবস্তবে পরমেশ্বরের যে স্বরূপ পরিব্যক্ত হইয়াছে, ক্ষুদ্র মনুষ্যের তাহা হৃদয়ঙ্গম হওয়া কখনই সম্ভবপর নহে; এই জন্যই সেই মূল কারণকে হৃদ্গত করিতে না পারিয়া, মন্দমতি মানবগণ অন্যান্য দেবতাকেই অভীষ্ট ফলপ্রদ বলিয়া জ্ঞান করে এবং আশু মনস্কাম সিদ্ধির নিমিত্ত তাদৃশ ক্ষুদ্র দেবতার ভজনা করে। সে দেবতাও অন্তবান্ এবং তৎপ্রদত্ত ফলও অন্তবান্।

বর্ত্তমান শ্লোকে শ্রীভগবান যে অভিপ্রায় পরিব্যক্ত করিয়াছেন, স্থানান্তরেও স্বতন্ত্র বাক্যে তাহা বিশদীকৃত করিয়াছেন। গীতার নবম অধ্যায়স্থ একাদশ শ্লোকে এই শ্লোকোক্ত অভিপ্রায় প্রকটিত হইয়াছে। সেই স্থানে ইহার ভাব সবিশেষরূপে ব্যাখ্যাত হইবে।

এই শ্লোকে যে 'ভাব' শব্দ আছে, তদুপলক্ষে শ্রীমদ্বলদেব ও শ্রীমদ্বিশ্বনাথ, মেদিনী নামক কোষগ্রন্থ হইতে নিম্নলিখিত অর্থ সমূহ উদ্ধৃত করিয়াছেন। ভাব, সত্তা, স্বভাব, অভিপ্রায়, চেষ্টা, জন্ম, ক্রিয়া, লীলা, পদার্থ ইত্যাদি। এস্থলে উল্লিখিত সকল অর্থেই ভাব শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে বলা যাইতেছে। শ্রীমদ্রূপগোস্বামীপাদ ভাগবতামৃত গ্রন্থে প্রতিপাদিত করিয়াছেন যে, শ্রীভগবানের স্বরূপ, গুণ, জন্ম, কর্ম্ম, লীলা সকলই আদ্যন্তশূন্য সুতরাং নিত্য। ভগবানের এই নিত্য ভাব নিতান্ত ভাগ্যবান্ ভগবদ্ভক্ত ভিন্ন আর কাহারও হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভবপর নহে। যে ভক্তের প্রতি সেই করুণাময় পরমেশ্বর প্রসন্ন হন, তিনিই ভগবদ্দর্শন রূপ সৌভাগ্যের অধিকারী হইয়া থাকেন। নচেৎ আর কাহারও পক্ষে তাঁহাকে দর্শন করা সম্ভাবিত নহে। শ্রীমদ্বলদেব গোস্বামী এইরূপ এক শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন॥ ২৪॥

নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ।
মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্ ॥২৫॥

অন্বয়।—অহম্ (পরমেশ্বরঃ) যোগমায়াসমাবৃতঃ (যোগো গুণানাং যুক্তিঃ মেলনং চিত্তসমাধির্ব্বা সৈব মায়া তয়া সমাচ্ছাদিতঃ) [সন্] সর্ব্বস্য (লোকসমূহস্য) প্রকাশঃ (প্রকটঃ) ন [ভবামি অতএব] মূঢ়ঃ (জ্ঞানহীনঃ) অয়ম্ (পূর্ব্বকথিতরূপঃ দুষ্কৃতিশীলঃ ভক্তিবিহীনঃ) লোকঃ (মানবঃ) অজম্ (জন্মরহিতম্) অব্যয়ম্ (নিত্যম্) মাম্ (পরমেশ্বরম্) ন অভিজানাতি (জ্ঞানগোচরীভূতং করোতি) ॥ ২৫ ॥

প্রতিশব্দ।—আমি যোগ-মায়া-দ্বারা আচ্ছন্ন [হইয়া] সকলের গোচর [হই] না [অতএব] অজ্ঞান এই মনুষ্য জন্মরহিত নিত্য আমাকে জানে না ॥ ২৫ ॥

ব্যাখ্যা।—আমি যোগ-মায়ার দ্বারা সমাচ্ছন্ন থাকি বলিয়া সকল লোকের সমক্ষে প্রকটীভূত হই না; এই জন্যই মূঢ়মতি মানবগণ আমার জন্ম-মরণ-বিরহিত সনাতন ভাব পরিজ্ঞাত হইতে পারে না ॥ ২৫ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—তদজ্ঞানং কিং নিমিত্তম্? ইত্যুচ্যতে নাহমিতি। নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য লোকস্য, কেষাঞ্চিদেব মদ্ভক্তানাং প্রকাশোঽহমিত্যভিপ্রায়ঃ। যোগমায়াসমাবৃতঃ যোগো গুণানাং যুক্তির্ঘটনং সৈব মায়া যোগমায়া তয়া যোগমায়য়া সমাবৃতঃ সংছন্ন ইত্যর্থঃ। অতএব মূঢ়ো লোকোঽয়ং নাভিজানাতি মামজমব্যয়ম্ ॥ ২৫ ॥

আনন্দগিরি।—অবিবেকরূপমজ্ঞানং ভগবন্নিষ্ঠাপ্রতিবন্ধকমুক্তং তস্মিন্নপি নিমিত্তং প্রশ্নপূর্ব্বকমনাদ্যজ্ঞানমুপন্যস্যতি তদজ্ঞানমিত্যাদিনা। ত্রিভির্গুণময়ৈরিত্যনৌপাধিকরূপস্যাপ্রতিপত্তৌ কারণমুক্তম্, অত্র তু সোপাধিকস্যাপীতি বিশেষং গৃহীত্বা ব্যাচষ্টে নাহমিতি। তর্হি ভগবদ্ভক্তিরনুপযুক্তেত্যাশঙ্ক্যাহ কেষাঞ্চিদিতি। সর্ব্বস্য লোকস্য ন প্রকাশোঽহমিত্যত্র হেতুমাহ যোগেতি। অনাদ্যনির্ব্বাচ্যাজ্ঞানাচ্ছন্নত্বাদেব মদ্বিষয়ে লোকস্য মৌঢ্যম্, ততশ্চ মদীয়স্বরূপবিবেকাভাবান্মন্নিষ্ঠত্বরাহিত্যমিত্যাহ অতএবেতি ॥ ২৫ ॥

রামানুজ।—কুত এবং ন প্রকাশ্যতে? ইত্যত্রাহ নাহমিতি। ক্ষেত্রজ্ঞাসাধারণমনুষ্যত্বাদিসমানসংস্থানযোগাখ্যমায়য়া সমাবৃতোঽহং ন সর্ব্বস্য প্রকাশঃ। ময়ি মনুষ্যত্বাদিসমানসংস্থানদর্শনমাত্রেণ মূঢ়োঽয়ং লোকো মামতিবায়িন্দ্রকর্ম্মাণমতিসূর্য্যাগ্নিতেজসমুপলভ্যমানমপি। অজমব্যয়ং নিখিলজগদেককারণং সর্ব্বেশ্বরং মাং সর্ব্বসমাশ্রয়ণীয়তয়া (সর্ব্বসমাশ্রয়ণীয়ত্বায়) মনুষ্যত্বসমানসংস্থানমাস্থিতং নাভিজানাতি ॥ ২৫ ॥

শ্রীধর।—তেষাং স্বাজ্ঞানে হেতুমাহ নাহমিতি। সর্ব্বস্য লোকস্য নাহং প্রকাশঃ প্রকটো ন ভবামি, কিন্তু মদ্ভক্তানামেব, যতো যোগমায়য়া সমাবৃতঃ যোগো যুক্তির্মদীয়ঃ কোঽপ্যচিন্ত্যঃ প্রজ্ঞাবিলাসঃ, সএব মায়া অঘটমানঘটনাপটীয়স্বাৎ, তয়া সংছন্নঃ, অতএব মৎস্বরূপজ্ঞানে মূঢ়ঃ সন্নয়ং লোকোঽজমব্যয়ঞ্চ মাং ন জানাতীতি॥ ২৫॥

বলদেব।—নন্থ ভক্তা ইবাভক্তাশ্চ ত্বাং প্রত্যক্ষীকুর্ব্বন্তি প্রসাদাদেবাভজৎস্বভিব্যক্তিরিতি কথম্? তত্রাহ নাহমিতি। ভক্তানামেবাহং নিত্যবিজ্ঞানসুখঘনোঽনন্তকল্যাণগুণকর্ম্মা প্রকাশোঽভিব্যক্তো ন তু সর্ব্বেষামভক্তানানপি। যদহং যোগমায়য়া সমাবৃতঃ মদ্বিমুখব্যামোহকত্বযোগযুক্তয়া-মায়য়া সমাচ্ছন্নপরিসর ইত্যর্থঃ। যদুক্তম্। "মায়াজবনিকাচ্ছন্নমহিম্নে ব্রহ্মণে নমঃ" ইতি। মায়া-(য়য়া) মূঢ়োঽয়ং লোকোঽতিমানুষদৈবতপ্রভাবং বিধিরুদ্রাদিবন্দিতমপি মাং নাভিজানাতি। কীদৃশম্? অজং জন্মশূন্যম্। যতোঽব্যয়মপ্রচ্যুতস্বরূপসামর্থ্যসার্ব্বজ্ঞ্যাদিকমিত্যর্থঃ॥ ২৫॥

মধুসূদন।—নন্থ জন্মকালেঽপি সর্ব্বযোগিধ্যেয়ং শ্রীবৈকুণ্ঠস্থমৈশ্বরমেব রূপম্ (শ্রীবৈকুণ্ঠস্থমেব ঈশ্বররূপম্) আবির্ভাবিতবতি (আবির্ভাববিত্তবতি) সংপ্রতি চ শ্রীবৎসকৌস্তভ-বনমালা-কিরীট-কুণ্ডলাদিদিব্যোপকরণশালিনি কম্বুকমল-কৌমোদকী-চক্রবরধারিচতুর্ভুজে শ্রীমদ্বৈনতেয়বাহনে নিখিলসুরলোকসম্পাদিতরাজরাজেশ্বরাভিষেকাদিমহাবৈভবে সর্ব্বসুরাসুরজেতরি, বিবিধদিব্যলীলাবিলাসশীলে সর্ব্বাবতারশিরোমণৌ সাক্ষাদ্বৈকুণ্ঠনায়কে নিখিললোকদুঃখনিস্তারায় ভুবমবতীর্ণে বিরিঞ্চিপ্রপঞ্চাসম্ভবি নিরতিশয়সৌন্দর্য্যসারসর্ব্বস্বমূর্ত্তৌ বাললীলাবিমোহিতবিধাতরি তরণিকিরণোজ্জ্বলদিব্যপীতাম্বরে নিরূপমশ্যামসুন্দরে করদীকৃতপারিজাতার্থপরাজিতপুরন্দরে বাণযুদ্ধবিজিতশশাঙ্কশেখরে সমস্তসুরাসুরবিজয়িনরকপ্রভৃতিমহাদৈতেয়প্রকরপ্রাণপর্য্যন্তসর্ব্বস্বহারিণি শ্রীদামাদিপরমরঙ্কমহাবৈভবকারিণি ষোড়শসহস্রদিব্যরূপধারিণ্যপরিমেয়গুণগরিমণি মহামহিমনি নারদমার্কণ্ডেয়াদিমহামুনিগণস্তুতে ত্বয়ি কথমবিবেকিনোঽপি মনুষ্যবুদ্ধির্জীববুদ্ধির্ব্বেত্যর্জুনাশঙ্কামপনিনীষুরাহ ভগবান্ নাহমিতি। অহং সর্ব্বস্য লোকস্য ন প্রকাশঃ স্বেন রূপেণ প্রকটো ন ভবামি, কিন্তু কেষাঞ্চিন্মদ্ভক্তানামেব প্রকটো ভবামীত্যভিপ্রায়ঃ। কথং সর্ব্বস্য লোকস্য ন প্রকটঃ? ইত্যত্র হেতুমাহ যোগমায়াসমাবৃতঃ। যোগো মম সঙ্কল্পস্তদ্বশবর্ত্তিনী মায়া যোগমায়া তয়ায়মভক্তো জনো মাং স্বরূপেণ ন জানাতি সঙ্কল্পানুবিধায়িন্যা মায়য়া সমাগাবৃতঃ সত্যপি জ্ঞানকারণে জ্ঞানবিষয়ত্বাযোগ্যঃ কৃতঃ, অতো যদুক্তম্ "পরং ভাবমজানন্তঃ" ইতি, তত্র মম সঙ্কল্প এব কারণমিত্যুক্তং ভবতি, অতো মম মায়য়া মূঢ় আবৃতজ্ঞানঃ সন্নয়ং চতুর্ব্বিধভক্তবিলক্ষণো লোকঃ সত্যপি জ্ঞানকারণে মামজমব্যয়মনাদ্যনন্তং পরমেশ্বরং নাভিজানাতি, কিন্তু বিপরীতদৃষ্ট্যা মনুষ্যমেব কঞ্চিন্মন্যত ইত্যর্থঃ। বিদ্যমানং বস্তু স্বরূপমাবৃণোত্যবিদ্যমানঞ্চ কিঞ্চিদ্দর্শয়তীতি লৌকিকমায়ায়ামপি প্রসিদ্ধমেতৎ॥ ২৫॥

নীলকণ্ঠ।—কুতস্ত্বদ্বিষয়মজ্ঞানং লোকস্য? ইত্যত আহ নাহমিতি। হে যোগ

যোগিন্! (অর্শআদ্যচ্ প্রত্যয়ান্তোঽয়ং যোগশব্দঃ,) অহং তৎপদার্থঃ সর্ব্বস্য যোগিনস্ত্বম্পদার্থমাত্রাভিজ্ঞস্য ন প্রকাশোঽস্মি, তত্র হেতুঃ মায়া সমাবৃত ইতি। ভাষ্যে তু যোগো যুক্তিঃ গুণানাং ঘটনং সৈব যোগমায়া, চিত্তসমাধির্ব্বা যোগো ভগবতস্তৎকৃতা মায়েতি ভগবৎসঙ্কল্পবশবর্ত্তিনী মায়েত্যর্থঃ। উত্তরার্দ্ধঃ স্পষ্টার্থঃ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ।—নন্থ যদি ত্বং নিত্যস্বরূপগুণলীলোঽসি তদা তে তথাভূতা সার্ব্বকালিকী স্থিতিঃ কথং ন দৃশ্যতে? তত্রাহ নাহমিতি। [নাহম্] অহং সর্ব্বস্য সর্ব্বকালদেশবর্ত্তিনো জনস্য ন প্রকাশঃ ন প্রকটঃ। যথা জ্যোতিশ্চক্রমধ্যে সামস্ত্যেন সদৈব বিরাজমানোঽপি সূর্য্যঃ সর্ব্বকালদেশবর্ত্তিনো জনস্য ন প্রকটঃ, কিন্তু কদাচিৎ কেষু চ, ন ভারতাদিষু খণ্ডেষু বর্ত্তমানস্য জনস্যৈব, তথৈবাহমপি স্বধামস্থ স্বরূপগুণলীলাপরিকরবত্ত্বেন সদৈব বিরাজমানোঽপি কদাচিদেব [কেষুচিদেব] ব্রহ্মাণ্ডেষু। কিঞ্চ সূর্য্যো যথা সুমেরুশৈলাবরণবশাৎ সর্ব্বদা লোকদৃশ্যো ন ভবতি, কিন্তু কদাচিদেব, তথৈবাহমপি যোগমায়য়া সমাবৃতঃ। নন্থ চ জ্যোতিশ্চক্রবর্ত্তমানানাং প্রাণিনাং জ্যোতিশ্চক্রস্থঃ সূর্য্যো যথা সদৈব দৃশ্যস্তথৈব শ্রীকৃষ্ণধামনি মথুরাদ্বারকাদৌ স্থিতানামিদানীন্তনানাং জনানাং তত্রস্থঃ কৃষ্ণঃ কথং ন দৃশ্যো ভবতি? উচ্যতে যদি জ্যোতিশ্চক্রমধ্যে সুমেরুরভবিষ্যৎ তদা তত্রাপি তদাবৃতঃ সূর্য্যো দৃশ্যো নাভবিষ্যৎ। তত্র তু মথুরাদিকৃষ্ণদ্যুমণি ধামনি সুমেরুস্থানীয়া যোগমায়ৈব সদা বর্ত্ততে ইত্যতস্তদাবৃতঃ কৃষ্ণার্কঃ সদা ন দৃশ্যতে, কিন্তু কদাচিদেবেতি সর্ব্বমনবদ্যম্। অতো মূঢ়ো লোকো মাং শ্যামসুন্দরাকারং বসুদেবাত্মজমপ্যজমব্যয়ং মায়িকজন্মাদিশূন্যং নাভিজানাতি। অতএব কল্যাণগুণবারিধিং মামপ্যন্ততস্ত্যক্ত্বা মন্নির্ব্বিশেষস্বরূপং ব্রহ্মৈবোপাসতে ইতি॥ ২৫ ॥

তাৎপর্য্য।—শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য আনন্দগিরি, শ্রীধর ও হনুমানের অভিপ্রায়। শ্রীভগবান্ পূর্ব্বশ্লোকে বলিয়াছেন যে, হীনমতি মানবগণ তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ পরিজ্ঞাত না হইয়া তাঁহাকে মনুষ্যাদি রূপে পরিব্যক্ত জীব বলিয়া মনে করে। তাহাদের এতাদৃশ ভ্রম কেন জন্মে বর্ত্তমান শ্লোকে তাহারই হেতু প্রদর্শন করিতেছেন। বিশ্বের যাবতীয় লোকের সমক্ষে আমি প্রকাশিত হই না। যাহারা আমার ভক্ত তাহারাই কেবল আমার প্রকৃত স্বরূপ পরিজ্ঞাত হইয়া থাকে। আমি যোগমায়ার দ্বারা নিরন্তর সমাবৃত থাকি। যে ত্রিগুণাত্মিকা শক্তি প্রভাবে বিশ্বের তাবৎ পদার্থ সৃষ্ট হয়, তাহাই যোগমায়া। এই মায়া অঘটন-ঘটন-পটীয়সী। সেই মায়ার আবরণ ভেদ করা অভক্তজনের সাধ্যাতীত। এই জন্যই মূঢ়মতি মানবেরা আমার জন্মাদিরহিত নিত্যভাব পরিজ্ঞাত হইতে পারে না।

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্যের অভিপ্রায়। আমি ক্ষেত্রজ্ঞ ও অসাধারণ মনুষ্যত্বাদি সংস্থান হইলেও, সর্ব্বদা যোগমায়া সমাবৃত থাকি; এই জন্যই সকলের

নিকট প্রকাশিত হই না। আমাতে মনুষ্যত্বাদি সংস্থান দর্শন মাত্র মূঢ় লোক আমার বায়ু ইন্দ্রাদির অপেক্ষাও সমধিক ক্ষমতা, সূর্য্য অগ্নির অপেক্ষাও তেজ ইত্যাদি বিষয় জানিলেও, আমাকে জন্মশূন্য, নিত্য, নিখিল জগতের একমাত্র কারণ, সর্ব্বেশ্বর, সকলের একমাত্র আশ্রয় স্বরূপ ইত্যাদি মনে না করিয়া আমাকে মনুষ্যত্ব সংস্থান বলিয়াই মনে করে।

শ্রীমন্মধুসূদন সরস্বতীর অভিপ্রায়। যিনি জন্ম কালেই সকল যোগীর ধ্যানের বিষয়ীভূত ; যিনি শ্রীবৈকুণ্ঠ-ধামস্থ[*] অপূর্ব্ব রূপ ধারণ করিয়া আবির্ভূত হইয়াছেন এবং এখনও যিনি শ্রীবৎস,[†] কৌস্তুভ,[‡] বনমালা, কিরীট কুণ্ডলাদি

---

[*] বৈকুণ্ঠ।—শ্রীকৃষ্ণের নামান্তর। যথা ; রাম নারায়ণানন্ত মুকুন্দ মধুসূদন। কৃষ্ণ কেশব কংসারে হরে বৈকুণ্ঠ বামন॥ ইত্যেকাদশ নাম পঠেদ্বা পাঠয়েদ্ যদি। জন্মকোটিসহস্রাণাং পাতকাদবমুচ্যতে॥ (ব্রহ্ম-বৈবর্ত্তপুরাণ, শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ড, ১১০ অধ্যায়)। এই নামের ব্যুৎপত্তি আলোচনা করিলে তিন প্রকার অর্থ উপলব্ধ হয়। (১) বিকুণ্ঠার পুত্র, এই অর্থে বৈকুণ্ঠ। (২) কুণ্ঠা অর্থাৎ মায়া যাঁহার দ্বারা বিদূরিত হয় তিনি বৈকুণ্ঠ। (৩) বিশ্বের জড়তা ও পাপ যাঁহাদ্বারা অপগত হয় তিনি বৈকুণ্ঠ। এই তিন মূলার্থ হইতে পণ্ডিতগণ আর কয়েক প্রকার ভাবার্থ নিষ্কাশিত করিয়া থাকেন। বৈকুণ্ঠ শব্দে শ্রীভগবানের পরম ধামকেও বুঝায় এবং এখানে সেই অর্থেই এই পদ প্রযুক্ত হইয়াছে। "অমৃতং শাশ্বতং নিত্যমনন্তং পরমং পদম্। হিরণ্ময়ং মোক্ষপ্রদং ব্রহ্মানন্দসুখাহ্বয়ম্॥ এবমাদিগুণোপেতং তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্। যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং হরেঃ॥ ন হি বর্ণয়িতুং শক্যং কল্পকোটিশতৈরপি। অপি দ্রষ্টুমশক্যং তদ্ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ॥ জ্ঞানেন শাস্ত্রমার্গেণ দ্রক্ষ্যতে যোগিপুঙ্গবৈঃ। তৎস্থানমুপভোক্তব্যমব্যক্তব্রহ্মসেবিনাম্॥ শ্রীশাঙ্ঘ্রি ভক্তিসেবৈকরসাভোগবিবর্জ্জিতাঃ। মহাত্মানো মহাভাগা ভগবৎপদসেবকাঃ॥ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং ধাম যান্তি ব্রহ্মসুখপ্রদম্। নানাজনপদাকীর্ণং বৈকুণ্ঠং তদ্ধরেঃ পদম্॥ প্রাকারৈশ্চ বিমানৈশ্চ সৌধৈ রত্নময়ৈর্বৃতম্। তন্মধ্যে নগরী দিব্যা সাযোধ্যেতি প্রকীর্ত্তিতা॥ চতুর্দ্বারসমাযুক্তা হেমগোপুরসংযুতা। চণ্ডাদিদ্বারপালৈস্তু কুমুদাদ্যৈঃ সুরক্ষিতা॥ চণ্ডপ্রচণ্ডৌ প্রাগ্দ্বারে যাম্যে ভদ্রসুভদ্রকৌ। বারুণ্যাং জয়বিজয়ৌ সৌম্যে ধাতৃবিধাতরৌ॥ কুমুদঃ কুমুদাক্ষশ্চ পুণ্ডরীকোঽথ বামনঃ। শঙ্কুকর্ণঃ সর্ব্বনিদ্রঃ সুমুখঃ সুপ্রতিষ্ঠিতঃ॥ তস্মিন্ বন্ধবিনির্মুক্তাঃ প্রাপ্যন্তে সুসুখং পদম্। যং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে তস্মান্মোক্ষ উদাহৃতঃ॥ মোক্ষং পরং পদং লিঙ্গমমৃতং বিষ্ণুমন্দিরম্। অক্ষরং পরমং ধাম বৈকুণ্ঠং শাশ্বতং পরম্॥ নিত্যঞ্চ পরমব্যোম সর্ব্বোৎকৃষ্টং সনাতনম্। পর্য্যায়বাচকান্যস্য পরং ধাম্নোঽচ্যুতস্য হি॥" (পদ্মপুরাণ, উত্তর খণ্ড, ২৯ অধ্যায়) নানাশাস্ত্রে এই পরম ধামের নানারূপ মাহাত্ম্য বিবৃত আছে। শ্রীহরি স্ব স্বরূপে এই পরম ধামে চিরবিরাজিত।

[†] শ্রীবৎস।—শ্রীবিষ্ণুর বক্ষপ্রদেশে শুক্লবর্ণ দক্ষিণাবর্ত্ত রোমাবলী শ্রীবৎস নামে অভিহিত হয়। ভগবানের ইহা অন্যতম চিহ্ন। এই চিহ্ন শরীরে বর্ত্তমান আছে বলিয়া তাঁহার শ্রীবৎসলাঞ্ছন এই নাম হইয়াছে। কোন কোন বৈষ্ণব কৌস্তুভাদির ন্যায় মণি বিশেষকে শ্রীবৎস বলিয়া মনে করেন।

[‡] কৌস্তুভ।—শ্রীকৃষ্ণের বক্ষবিশোভিত সুবিখ্যাত মণি-বিশেষ। এই মণি পরম শোভাময় ও অতিশয়

যোগিন্! (অর্শআদ্যচ্ প্রত্যয়ান্তোঽয়ং যোগশব্দঃ,) অহং তৎপদার্থঃ সর্ব্বস্ত যোগিনস্ত্বম্পদার্থমাত্রাভিজ্ঞস্য ন প্রকাশোঽস্মি, তত্র হেতুঃ মায়া সমাবৃত ইতি। ভাষ্যে তু যোগো যুক্তিঃ গুণানাং ঘটনং সৈব যোগমায়া, চিত্তসমাধির্ব্বা যোগো ভগবতস্তৎকৃতা মায়েতি ভগবৎসঙ্কল্পবশবর্ত্তিনী মায়েত্যর্থঃ। উত্তরার্দ্ধঃ স্পষ্টার্থঃ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ।—ননু যদি ত্বং নিত্যস্বরূপগুণলীলোঽসি তদা তে তথাভূতা সার্ব্বকালিকী স্থিতিঃ কথং ন দৃশ্যতে? তত্রাহ নাহমিতি। [নাহম্] অহং সর্ব্বস্য সর্ব্বকালদেশবর্ত্তিনো জনস্য ন প্রকাশঃ ন প্রকটঃ। যথা জ্যোতিশ্চক্রমধ্যে সামস্ত্যেন সদৈব বিরাজমানোঽপি সূর্য্যঃ সর্ব্বকালদেশবর্ত্তিনো জনস্য ন প্রকটঃ, কিন্তু কদাচিৎ কেষু চ, ন ভারতাদিষু খণ্ডেষু বর্ত্তমানস্য জনস্যৈব, তথৈবাহমপি স্বধামস্থ স্বরূপগুণলীলাপরিকরবত্ত্বেন সদৈব বিরাজমানোঽপি কদাচিদেব [কেষুচিদেব] ব্রহ্মাণ্ডেষু। কিঞ্চ সূর্য্যো যথা সুমেরুশৈলাবরণবশাৎ সর্ব্বদা লোকদৃশ্যো ন ভবতি, কিন্তু কদাচিদেব, তথৈবাহমপি যোগমায়য়া সমাবৃতঃ। নন্য চ জ্যোতিশ্চক্রবর্ত্তমানানাং প্রাণিনাং জ্যোতিশ্চক্রস্থঃ সূর্য্যো যথা সদৈব দৃশ্যস্তথৈব শ্রীকৃষ্ণধামনি মথুরাদ্বারকাদৌ স্থিতানামিদানীন্তনানাং জনানাং তত্রস্থঃ কৃষ্ণঃ কথং ন দৃশ্যো ভবতি? উচ্যতে যদি জ্যোতিশ্চক্রমধ্যে সুমেরুরভবিষ্যৎ তদা তত্রাপি তদাবৃতঃ সূর্য্যো দৃশ্যো নাভবিষ্যৎ। তত্র তু মথুরাদিকৃষ্ণদ্যুমণি ধামনি সুমেরুস্থানীয়া যোগমায়ৈব সদা বর্ত্ততে ইত্যতস্তদাবৃতঃ কৃষ্ণার্কঃ সদা ন দৃশ্যতে, কিন্তু কদাচিদেবেতি সর্ব্বমনবদ্যম্। অতো মূঢ়ো লোকো মাং শ্যামসুন্দরাকারং বসুদেবাত্মজমপ্যজমব্যয়ং মায়িকজন্মাদিশূন্যং নাভিজানাতি। অতএব কল্যাণগুণবারিধিং মামপ্যন্ততস্ত্যক্ত্বা মন্নির্ব্বিশেষস্বরূপং ব্রহ্মৈবোপাসতে ইতি॥ ২৫ ॥

তাৎপর্য্য।—শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য আনন্দগিরি, শ্রীধর ও হনুমানের অভিপ্রায়। শ্রীভগবান্ পূর্ব্বশ্লোকে বলিয়াছেন যে, হীনমতি মানবগণ তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ পরিজ্ঞাত না হইয়া তাঁহাকে মনুষ্যাদি রূপে পরিব্যক্ত জীব বলিয়া মনে করে। তাহাদের এতাদৃশ ভ্রম কেন জন্মে বর্ত্তমান শ্লোকে তাহারই হেতু প্রদর্শন করিতেছেন। বিশ্বের যাবতীয় লোকের সমক্ষে আমি প্রকাশিত হই না। যাহারা আমার ভক্ত তাহারাই কেবল আমার প্রকৃত স্বরূপ পরিজ্ঞাত হইয়া থাকে। আমি যোগমায়ার দ্বারা নিরন্তর সমাবৃত থাকি। যে ত্রিগুণাত্মিকা শক্তি প্রভাবে বিশ্বের তাবৎ পদার্থ সৃষ্ট হয়, তাহাই যোগমায়া। এই মায়া অঘটন-ঘটন-পটীয়সী। সেই মায়ার আবরণ ভেদ করা অভক্তজনের সাধ্যাতীত। এই জন্যই মূঢ়মতি মানবেরা আমার জন্মাদিরহিত নিত্যভাব পরিজ্ঞাত হইতে পারে না।

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্যের অভিপ্রায়। আমি ক্ষেত্রজ্ঞ ও অসাধারণ মনুষ্যত্বাদি সংস্থান হইলেও, সর্ব্বদা যোগমায়া সমাবৃত থাকি; এই জন্যই সকলের

নিকট প্রকাশিত হই না। আমাতে মনুষ্যত্বাদি সংস্থান দর্শন মাত্র মূঢ় লোক আমার বায়ু ইন্দ্রাদির অপেক্ষাও সমধিক ক্ষমতা, সূর্য্য অগ্নির অপেক্ষাও তেজ ইত্যাদি বিষয় জানিলেও, আমাকে জন্মশূন্য, নিত্য, নিখিল জগতের একমাত্র কারণ, সর্ব্বেশ্বর, সকলের একমাত্র আশ্রয় স্বরূপ ইত্যাদি মনে না করিয়া আমাকে মনুষ্যত্ব সংস্থান বলিয়াই মনে করে।

শ্রীমন্মধুসূদন সরস্বতীর অভিপ্রায়। যিনি জন্ম কালেই সকল যোগীর ধ্যানের বিষয়ীভূত ; যিনি শ্রীবৈকুণ্ঠ-ধামস্থ* অপূর্ব্ব রূপ ধারণ করিয়া আবির্ভূত হইয়াছেন এবং এখনও যিনি শ্রীবৎস,† কৌস্তভ,‡ বনমালা, কিরীট কুণ্ডলাদি

---

* বৈকুণ্ঠ।—শ্রীকৃষ্ণের নামান্তর। যথা ; রাম নারায়ণানন্ত মুকুন্দ মধুসূদন। কৃষ্ণ কেশব কংসারে হরে বৈকুণ্ঠ বামন॥ ইত্যেকাদশ নাম পঠেদ্বা পাঠয়েদ্ যদি। জন্মকোটিসহস্রাণাং পাতকাদবমুচ্যতে॥ (ব্রহ্ম-বৈবর্ত্তপুরাণ, শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ড, ১১০ অধ্যায়)। এই নামের ব্যুৎপত্তি আলোচনা করিলে তিন প্রকার অর্থ উপলব্ধ হয়। (১) বিকুণ্ঠার পুত্র, এই অর্থে বৈকুণ্ঠ। (২) কুণ্ঠা অর্থাৎ মায়া যাঁহার দ্বারা বিদূরিত হয় তিনি বৈকুণ্ঠ। (৩) বিশ্বের জড়তা ও পাপ যাঁহাদ্বারা অপগত হয় তিনি বৈকুণ্ঠ। এই তিন মূলার্থ হইতে পণ্ডিতগণ আর কয়েক প্রকার ভাবার্থ নিষ্কাশিত করিয়া থাকেন। বৈকুণ্ঠ শব্দে শ্রীভগবানের পরম ধামকেও বুঝায় এবং এখানে সেই অর্থেই এই পদ প্রযুক্ত হইয়াছে। "অমৃতং শাশ্বতং নিত্যমনন্তং পরমং পদম্। হিরণ্ময়ং মোক্ষপ্রদং ব্রহ্মানন্দসুখাহ্বয়ম্॥ এবমাদিগুণোপেতং তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্। যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং হরেঃ॥ ন হি বর্ণয়িতুং শক্যং কল্পকোটি-শতৈরপি। অপি দ্রষ্টুমশক্যং তদ্ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ॥ জ্ঞানেন শাস্ত্রমার্গেণ দ্রক্ষ্যতে যোগি-পুঙ্গবৈঃ। তৎস্থানমুপভোক্তব্যমব্যক্তব্রহ্মসেবিনাম্॥ শ্রীশাঙ্ঘ্রিভক্তিসেবৈকরসাভোগবিবর্জ্জিতাঃ। মহাত্মানো মহাভাগা ভগবৎপদসেবকাঃ॥ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং ধাম যান্তি ব্রহ্মসুখপ্রদম্। নানাজনপদা-কীর্ণং বৈকুণ্ঠং তদ্ধরেঃ পদম্॥ প্রাকারৈশ্চ বিমানৈশ্চ সৌধৈ রত্নময়ৈর্যুতম্। তন্মধ্যে নগরী দিব্যা সাযোধ্যেতি প্রকীর্ত্তিতা॥ চতুর্দ্বারসমাযুক্তা হেমগোপুরসংবৃতা। চণ্ডাদিদ্বারপালৈস্তু কুমুদাদ্যৈঃ সুরক্ষিতা॥ চণ্ডপ্রচণ্ডৌ প্রাগ্দ্বারে যাম্যে ভদ্রসুভদ্রকৌ। বারুণ্যাং জয়বিজয়ৌ সৌম্যে ধাতৃবিধাতরৌ॥ কুমুদঃ কুমুদাক্ষশ্চ পুণ্ডরীকোঽথ বামনঃ। শঙ্কুকর্ণঃ সর্ব্বনিদ্রঃ সুমুখঃ সুপ্রতিষ্ঠিতঃ॥ তস্মিন্ বন্ধবিনির্ম্মুক্তাঃ প্রাপ্যন্তে সুসুখং পদম্। যং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে তস্মান্মোক্ষ উদাহৃতঃ॥ মোক্ষং পরং পদং লিঙ্গমমৃতং বিষ্ণুমন্দিরম্। অক্ষরং পরমং ধাম বৈকুণ্ঠং শাশ্বতং পরম্॥ নিত্যঞ্চ পরমব্যোম সর্ব্বোৎকৃষ্টং সনাতনম্। পর্য্যায়বাচকান্যস্য পরং ধাম্নোঽচ্যুতস্য হি॥" (পদ্মপুরাণ, উত্তর খণ্ড, ২৯ অধ্যায়) নানাশাস্ত্রে এই পরম ধামের নানারূপ মাহাত্ম্য বিবৃত আছে। শ্রীহরি স্ব স্বরূপে এই পরম ধামে চিরবিরাজিত।

† শ্রীবৎস।—শ্রীবিষ্ণুর বক্ষপ্রদেশে শুক্লবর্ণ দক্ষিণাবর্ত্ত লোমাবলী শ্রীবৎস নামে অভিহিত হয়। ভগবানের ইহা অন্যতম চিহ্ন। এই চিহ্ন শরীরে বর্ত্তমান আছে বলিয়া তাঁহার শ্রীবৎসলাঞ্ছন এই নাম হইয়াছে। কোন কোন বৈষ্ণব কৌস্তভাদির ন্যায় মণি বিশেষকে শ্রীবৎস বলিয়া মনে করেন।

‡ কৌস্তভ।—শ্রীকৃষ্ণের বক্ষবিশোভিত সুবিখ্যাত মণি-বিশেষ। এই মণি পরম শোভাময় ও অতিশয়

দিব্যালঙ্কার সমূহে বিভূষিত; যিনি শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম পরিশোভিত চতুর্ভুজ-ধারী; মহাবল-পরাক্রান্ত-বিহগরাজ গরুড় * যাঁহার বাহন; যাবতীয় সুরগণ কর্ত্তৃক যিনি রাজরাজেশ্বর পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন; যাঁহার বৈভব সীমাশূন্য, যিনি সর্ব্ব সুরাসুর-বিজেতা; যিনি সতত নানারূপ দিব্য-লীলা-বিলাসশীল; যিনি সর্ব্ব অবতারের শিরোমণিস্বরূপ এবং সাক্ষাৎ বৈকুণ্ঠের নায়ক; সকল লোকের দুঃখরাশি বিদূরিত করিবার নিমিত্তই যিনি ভূতলে অবতীর্ণ; জন্ম মৃত্যু প্রভৃতি বিরিঞ্চি বিহিত প্রপঞ্চ সমূহ যাঁহাকে স্পর্শ করে না; যাঁহার শ্রীমূর্ত্তি নিরতিশয় সৌন্দর্য্যের সার সর্ব্বস্ব স্বরূপ; যাঁহার বাল্য লীলা সন্দর্শনে বিধাতাও বিমোহিত; যিনি সৌরকরোজ্জ্বল দিব্য পীতাম্বর-ধারী; যিনি স্বর্গপুর-শোভিত পারিজাতকে † করায়ত্ত করিবার জন্য

দীপ্তি সম্পন্ন। ভাগবতামৃত গ্রন্থে লিখিত আছে, "কৌস্তভস্ত মহাতেজাঃ কোটিসূর্য্যসমপ্রভঃ। ইদং কিমুত বক্তব্যং প্রদীপাদ্দীপ্তিমানিতি॥" এই মণি বক্ষে আছে বলিয়া শ্রীবিষ্ণুর কৌস্তভবক্ষা এই নাম হইয়াছে।

* গরুড়।—মহর্ষি কশ্যপের সহিত দক্ষ প্রজাপতির কদ্রু ও বিনতা নাম্নী দুই কন্যার বিবাহ হয়। সপত্নী দ্বয়ের একসঙ্গে গর্ভসঞ্চার হইল এবং কদ্রু এক সহস্র ও বিনতা দুইটি মাত্র অণ্ড প্রসব করিলেন। কদ্রুর এক সহস্র অণ্ড সর্পে পরিণত হইল এবং বিনতার দুই অণ্ড অরুণ ও গরুড় রূপে পরিণত হইল। অরুণ সূর্য্য দেবের সারথির পদ গ্রহণ করিলেন। বীরবর গরুড় জন্মমাত্র স্বকীয় তেজ, শক্তি ও বিশাল কলেবর সহকারে স্বর্গ-মর্ত্ত্য কম্পিত করিতে লাগিলেন। নানা কারণে বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃগণের উপর এই বীরেন্দ্র নিতান্ত কুপিত হইয়াছিলেন। একদা খগরাজ স্বর্গপুর হইতে সর্পগণের অনুরোধে অমৃত আহরণ করিতে গমন করেন। তথায় দেবগণের সহিত তাঁহার তুমুল সংগ্রাম হয়। দেবগণকে পরাভূত করিয়া অমৃত সহ প্রত্যাগমনকালে শ্রীমন্নারায়ণের সহিত বিহগেন্দ্রের সাক্ষাৎ হয়। গরুড়ের বিক্রম দর্শনে প্রীত নারায়ণ তাঁহাকে অভিলষিত বর প্রদানের ইচ্ছা করেন। গরুড় কহিলেন, "হে নারায়ণ! আমি আপনার উপরিভাগে অবস্থান করিতে ইচ্ছা করি এবং অমৃত পান না করিয়াও অমর হইতে বাসনা করি।" নারায়ণ তাঁহাকে সেই বর প্রদান করিলে, গরুড় বলিলেন। "তুমিও প্রার্থনা কর, আমিও তোমাকে অভিলষিত বর প্রদান করিব।" নারায়ণ বলিলেন, "তুমি আমার বাহন হও এবং আমার রথের উপরে অবস্থান কর।" খগেন্দ্র তাহাতেই সম্মত হইয়া 'তথাস্তু' বলিয়া প্রস্থান করিলেন। পথে ইন্দ্রও এই প্রবল পরাক্রান্ত শত্রুর সহিত মিত্রতা সংস্থাপন করিলেন। দেবরাজের নিকট গরুড় এই বর প্রার্থনা করিলেন যে, অতঃপর সর্পকুল যেন আহার ভক্ষ্যরূপে পরিগণিত হয়। ইন্দ্র সেই বরই প্রদান করিলেন। তদবধি বৈনতেয় শ্রীবিষ্ণুর রথোপরি ধ্বজরূপে অবস্থান করিতে লাগিলেন ও নারায়ণের বাহন হইয়া চরিতার্থ হইলেন এবং ইচ্ছামত বিমাতৃনন্দনগণকে ভোজন করিতে থাকিলেন। (মহাভারত আদিপর্ব্বে গরুড়ের বৃত্তান্ত বিস্তারিতরূপে বিবৃত আছে)।

† পারিজাত হরণ।—সমুদ্রমন্থনে পারিজাত বৃক্ষের উদ্ভব হয় এবং তদবধি দেবকুলের বিশেষতঃ ইন্দ্র ও শচীর ভোগার্থ স্বর্গপুরে নন্দনকাননে সংস্থাপিত থাকে। পারিজাত কুসুমের সুগন্ধ ও শোভা অতুলনীয়। একদা শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়া সত্যভামা দেবী স্বকীয় গৃহপ্রাঙ্গণে পারিজাত বৃক্ষ সংরোপণার্থ

পুরন্দরকে * জয় করিয়াছেন; যিনি বাণযুদ্ধে শশাঙ্ক-শেখর মহাদেবকেও † পরাভূত করিয়াছেন; সমস্ত সুরাসুর প্রভৃতি বিজয়ী দুর্দ্দান্ত নরকাসুর ‡

আপনার সর্ব্বেশ্বর স্বামীকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। তদনুসারে শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রের সহিত ভীষণ সংগ্রাম করিয়া পারিজাত হরণ করেন এবং দ্বারকাপুরীতে আনয়ন ও প্রতিষ্ঠিত করেন। "গত্বা সুরেন্দ্রভবনং দত্ত্বাঽদিত্যৈ চ কুণ্ডলে। পূজিতাস্ত্রিদশেন্দ্রেণ মহেন্দ্রাণ্যা চ সপ্রিয়ঃ॥ চোদিতো ভার্য্যয়োৎপাট্য পারিজাতং গরুত্মতি। আরোপ্য সেন্দ্রান্ বিবুধান্ নির্জ্জিত্যোপানয়ৎ পুরম্॥ স্থাপিতঃ সত্যভামায়া গৃহোদ্যানোপশোভনঃ। অন্বগুর্ভ্রমরাঃ স্বর্গাৎ তদ্গন্ধাসব-লম্পটাঃ॥" (শ্রীমদ্ভাগবত, ১০ম স্কন্ধ, ৫৯ম অধ্যায়, ৩৮—৪০ শ্লোক)। ইহার পূর্ব্বে পারিজাত আর কখনই ভূতলে অবতীর্ণ হয় নাই। তদানীন্তন ভূলোকবাসী মানবগণ তৎকালে শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক সমানীত পারিজাত দর্শনে ও তাহার কুসুমাঘ্রাণে ধন্য হইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের তিরোধানের পর পুনরায় পারিজাত বৃক্ষ পূর্ব্বস্থানে প্রতিপ্রেরিত হইয়াছে। পারিজাত হরণের বিস্তারিত বিবরণ বিষ্ণুপুরাণ, ৫ম অংশ, ৩০শ ও ৩১শ অধ্যায়ে বিন্যস্ত আছে।

* পুরন্দর।—ইন্দ্রের নামান্তর। পুর—অসুরপুর, দৃ-বিদারণ। যিনি অসুরপুর বিদারণ করেন, তিনিই পুরন্দর। ইন্দ্রের আর একটি নাম পুরদংশ; তাহাও প্রায়শঃ পুরন্দরের নামের সহিত সমার্থজনক।

† শিবের সহিত যুদ্ধ।—বলিরাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র বাণরাজা শিবের অতীব প্রিয়পাত্র ছিলেন এবং মহাদেবের কৃপায় অমিত পরাক্রান্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার উষা নাম্নী কন্যা, শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধকে পতিরূপে কামনা করেন, এবং গোপনে তাঁহার সহিত মিলিতা হন। বাণরাজা এই সংবাদ পাইয়া অনিরুদ্ধকে অবরুদ্ধ করেন। পৌত্রের এই বিপৎপাতের বার্ত্তা শ্রীকৃষ্ণের কর্ণগোচর হইলে, তিনি স্বকীয় যোদ্ধৃবর্গ সহকারে বাণরাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। বাণরাজা তাহাতে ভীত না হইয়া, সমরসজ্জায় সজ্জীভূত হন এবং প্রতিদ্বন্দ্বী ভগবান্‌কে পরাভূত করিবার সংকল্প করেন। ভক্তবৎসল মহাদেবও অগত্যা বাণের সাহায্যার্থ পুত্রাদি সহ সমরক্ষেত্রে সমাগত হন এবং শ্রীকৃষ্ণের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হন। শ্রীকৃষ্ণ সমরে শিবকে পরাভূত করেন। তদ্‌যথা; "শঙ্করানুচরান্ শৌরির্ভূত-প্রমথ-গুহ্যকান্। ডাকিনীর্যাতুধানাংশ্চ বেতালান্ সবিনায়কান্॥ প্রেতমাতৃপিশাচাংশ্চ কুষ্মাণ্ডান্ ব্রহ্মরাক্ষসান্। দ্রাবয়ামাস তীক্ষ্ণাগ্রৈঃ শরৈঃ শার্ঙ্গধনুশ্চ্যুতৈঃ॥ পৃথগ্বিধানি প্রাযুঙ্‌ক্ত পিনাক্যস্ত্রাণি শার্ঙ্গিণে। প্রত্যস্ত্রৈঃ শময়ামাস শার্ঙ্গপাণিরবিস্মিতঃ॥ ব্রহ্মাস্ত্রস্য চ ব্রহ্মাস্ত্রং বায়ব্যস্য চ পার্ব্বতম্। আগ্নেয়স্য চ পার্জ্জন্যং নৈজং পাশুপতস্য চ॥ মোহয়িত্বা তু গিরিশং জৃম্ভণাস্ত্রেণ জৃম্ভিতম্।" ইত্যাদি (শ্রীমদ্ভাগবত, ১০ম স্কন্ধ, ৬৩ম অধ্যায়, ১০—১৪ শ্লোক)। অতঃপর বাণরাজার বাহুচ্ছেদ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ স্বকীয় পৌত্র ও বাণকন্যাকে লইয়া দ্বারকায় প্রত্যাগমন করেন।

‡ নরকাসুর বধ।—পৃথিবীর গর্ভে বরাহদেবের ঔরসে এই প্রতাপশালী অসুরের জন্ম হয়। ভূমির গর্ভে জন্ম হওয়ায়, এই অসুর ভৌমী নামেও প্রসিদ্ধ। ভৌমীর নরকনাম প্রাপ্তি সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কারণ দৃষ্ট হয়। "মানুষস্য শিরস্তত্র মৃতস্য প্রাপ্যবালকঃ। স্বশিরস্তত্র বিন্যস্য রুদং তস্থৌ ক্ষণং তদা॥ নরস্য শীর্ষে স্বশিরো নিধায় স্থিতবান্ যতঃ। তস্মাৎ তস্য মুনিশ্রেষ্ঠো নরকং নাম বৈ ব্যধাৎ॥" নরকের রাজ্য বহু বিস্তৃত ছিল এবং সে স্বকীয় পরাক্রম প্রভাবে বহুসংখ্যক রাজকন্যাকে অপহরণ করিয়া নিজান্তঃপুরে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। ইন্দ্র কর্ত্তৃক এই সকল সংবাদ জ্ঞাত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ নরকাসুরের রাজধানী

দিব্যালঙ্কার সমূহে বিভূষিত; যিনি শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম পরিশোভিত চতুর্ভুজ-ধারী; মহাবল-পরাক্রান্ত-বিহগরাজ গরুড় * যাঁহার বাহন; যাবতীয় সুরগণ কর্ত্তৃক যিনি রাজরাজেশ্বর পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন; যাঁহার বৈভব সীমাশূন্য, যিনি সর্ব্ব সুরাসুর-বিজেতা; যিনি সতত নানারূপ দিব্য-লীলা-বিলাসশীল; যিনি সর্ব্ব অবতারের শিরোমণিস্বরূপ এবং সাক্ষাৎ বৈকুণ্ঠের নায়ক; সকল লোকের দুঃখরাশি বিদূরিত করিবার নিমিত্তই যিনি ভূতলে অবতীর্ণ; জন্ম মৃত্যু প্রভৃতি বিরিঞ্চি বিহিত প্রপঞ্চ সমূহ যাঁহাকে স্পর্শ করে না; যাঁহার শ্রীমূর্ত্তি নিরতিশয় সৌন্দর্য্যের সার সর্ব্বস্ব স্বরূপ; যাঁহার বাল্য লীলা সন্দর্শনে বিধাতাও বিমোহিত; যিনি সৌরকরোজ্জ্বল দিব্য পীতাম্বর-ধারী; যিনি স্বর্গপুর-শোভিত পারিজাতকে † করায়ত্ত করিবার জন্য

দীপ্তি সম্পন্ন। ভাগবতামৃত গ্রন্থে লিখিত আছে, "কৌস্তভস্তু মহাতেজাঃ কোটিসূর্য্যসমপ্রভঃ। ইদং কিমুত বক্তব্যং প্রদীপাদ্দীপ্তিমানিতি॥" এই মণি বক্ষে আছে বলিয়া শ্রীবিষ্ণুর কৌস্তভবক্ষা এই নাম হইয়াছে।

* গরুড়।—মহর্ষি কশ্যপের সহিত দক্ষ প্রজাপতির কদ্রু ও বিনতা নাম্নী দুই কন্যার বিবাহ হয়। সপত্নী দ্বয়ের একসঙ্গে গর্ভসঞ্চার হইল এবং কদ্রু এক সহস্র ও বিনতা দুইটি মাত্র অণ্ড প্রসব করিলেন। কদ্রুর এক সহস্র অণ্ড সর্পে পরিণত হইল এবং বিনতার দুই অণ্ড অরুণ ও গরুড় রূপে পরিণত হইল। অরুণ সূর্য্য দেবের সারথির পদ গ্রহণ করিলেন। বীরবর গরুড় জন্মমাত্র স্বকীয় তেজ, শক্তি ও বিশাল কলেবর সহকারে স্বর্গ-মর্ত্ত্য কম্পিত করিতে লাগিলেন। নানা কারণে বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃগণের উপর এই বীরেন্দ্র নিতান্ত কুপিত হইয়াছিলেন। একদা খগরাজ স্বর্গপুর হইতে সর্পগণের অনুরোধে অমৃত আহরণ করিতে গমন করেন। তথায় দেবগণের সহিত তাঁহার তুমুল সংগ্রাম হয়। দেবগণকে পরাভূত করিয়া অমৃত সহ প্রত্যাগমনকালে শ্রীমন্নারায়ণের সহিত বিহগেন্দ্রের সাক্ষাৎ হয়। গরুড়ের বিক্রম দর্শনে প্রীত নারায়ণ তাঁহাকে অভিলষিত বর প্রদানের ইচ্ছা করেন। গরুড় কহিলেন, "হে নারায়ণ! আমি আপনার উপরিভাগে অবস্থান করিতে ইচ্ছা করি এবং অমৃত পান না করিয়াও অমর হইতে বাসনা করি।" নারায়ণ তাঁহাকে সেই বর প্রদান করিলে, গরুড় বলিলেন। "তুমিও প্রার্থনা কর, আমিও তোমাকে অভিলষিত বর প্রদান করিব।" নারায়ণ বলিলেন, "তুমি আমার বাহন হও এবং আমার রথের উপরে অবস্থান কর।" খগেন্দ্র তাহাতেই সম্মত হইয়া 'তথাস্তু' বলিয়া প্রস্থান করিলেন। পথে ইন্দ্রও এই প্রবল পরাক্রান্ত শত্রুর সহিত মিত্রতা সংস্থাপন করিলেন। দেবরাজের নিকট গরুড় এই বর প্রার্থনা করিলেন যে, অতঃপর সর্পকুল যেন আহার ভক্ষ্যরূপে পরিগণিত হয়। ইন্দ্র সেই বরই প্রদান করিলেন। তদবধি বৈনতেয় শ্রীবিষ্ণুর রথোপরি ধ্বজরূপে অবস্থান করিতে লাগিলেন ও নারায়ণের বাহন হইয়া চরিতার্থ হইলেন এবং ইচ্ছামত বিমাতৃনন্দনগণকে ভোজন করিতে থাকিলেন। (মহাভারত আদিপর্ব্বে গরুড়ের বৃত্তান্ত বিস্তারিতরূপে বিবৃত আছে)।

† পারিজাত হরণ।—সমুদ্রমন্থনে পারিজাত বৃক্ষের উদ্ভব হয় এবং তদবধি দেবকুলের বিশেষতঃ ইন্দ্র ও শচীর ভোগার্থ স্বর্গপুরে নন্দনকাননে সংস্থাপিত থাকে। পারিজাত কুসুমের সুগন্ধ ও শোভা অতুলনীয়। একদা শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়া সত্যভামা দেবী স্বকীয় গৃহপ্রাঙ্গণে পারিজাত বৃক্ষ সংরোপণার্থ

পুরন্দরকে * জয় করিয়াছেন ; যিনি বাণযুদ্ধে শশাঙ্ক-শেখর মহাদেবকেও † পরাভূত করিয়াছেন ; সমস্ত সুরাসুর প্রভৃতি বিজয়ী দুর্দ্দান্ত নরকাসুর ‡

আপনার সর্ব্বেশ্বর স্বামীকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। তদনুসারে শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রের সহিত ভীষণ সংগ্রাম করিয়া পারিজাত হরণ করেন এবং দ্বারকাপুরীতে আনয়ন ও প্রতিষ্ঠিত করেন। "গত্বা সুরেন্দ্রভবনং দত্ত্বাঽদিত্যৈ চ কুণ্ডলে। পূজিতাস্ত্রিদশেন্দ্রেণ মহেন্দ্রাণ্যা চ সপ্রিয়ঃ॥ চোদিতো ভার্য্যয়োৎপাট্য পারিজাতং গরুত্মতি। আরোপ্য সেন্দ্রান্ বিবুধান্ নির্জ্জিত্যোপানয়ৎ পুরম্॥ স্থাপিতঃ সত্যভামায়া গৃহোদ্যানোপশোভনঃ। অন্বগুর্ভ্রমরাঃ স্বর্গাৎ তদ্গন্ধাসব-লম্পটাঃ॥" (শ্রীমদ্ভাগবত, ১০ম স্কন্ধ, ৫৯ম অধ্যায়, ৩৮—৪০ শ্লোক)। ইহার পূর্ব্বে পারিজাত আর কখনই ভূতলে অবতীর্ণ হয় নাই। তদানীন্তন ভূলোকবাসী মানবগণ তৎকালে শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক সমানীত পারিজাত দর্শনে ও তাহার কুসুমাঘ্রাণে ধন্য হইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের তিরোধানের পর পুনরায় পারিজাত বৃক্ষ পূর্ব্বস্থানে প্রতিপ্রেরিত হইয়াছে। পারিজাত হরণের বিস্তারিত বিবরণ বিষ্ণুপুরাণ, ৫ম অংশ, ৩০শ ও ৩১শ অধ্যায়ে বিন্যস্ত আছে।

* পুরন্দর।—ইন্দ্রের নামান্তর। পুর—অসুরপুর, দৃ-বিদারণ। যিনি অসুরপুর বিদারণ করেন, তিনিই পুরন্দর। ইন্দ্রের আর একটি নাম পুরদংশ ; তাহাও প্রায়শঃ পুরন্দরের নামের সহিত সমার্থজনক।

† শিবের সহিত যুদ্ধ।—বলিরাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র বাণরাজা শিবের অতীব প্রিয়পাত্র ছিলেন এবং মহাদেবের কৃপায় অমিত পরাক্রান্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার উষা নাম্নী কন্যা, শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধকে পতিরূপে কামনা করেন, এবং গোপনে তাঁহার সহিত মিলিতা হন। বাণরাজা এই সংবাদ পাইয়া অনিরুদ্ধকে অবরুদ্ধ করেন। পৌত্রের এই বিপৎপাতের বার্ত্তা শ্রীকৃষ্ণের কর্ণগোচর হইলে, তিনি স্বকীয় যোদ্ধৃবর্গ সহকারে বাণরাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। বাণরাজা তাহাতে ভীত না হইয়া, সমরসজ্জায় সজ্জীভূত হন এবং প্রতিদ্বন্দ্বী ভগবান্‌কে পরাভূত করিবার সংকল্প করেন। ভক্তবৎসল মহাদেবও অগত্যা বাণের সাহায্যার্থ পুত্রাদি সহ সমরক্ষেত্রে সমাগত হন এবং শ্রীকৃষ্ণের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হন। শ্রীকৃষ্ণ সমরে শিবকে পরাভূত করেন। তদ্‌যথা ; "শঙ্করানুচরান্ শৌরির্ভূত-প্রমথ-গুহ্যকান্। ডাকিনীর্যাতুধানাংশ্চ বেতালান্ সবিনায়কান্॥ প্রেতমাতৃপিশাচাংশ্চ কুষ্মাণ্ডান্ ব্রহ্মরাক্ষসান্। দ্রাবয়ামাস তীক্ষ্ণাগ্রৈঃ শরৈঃ শার্ঙ্গধনুশ্চ্যুতৈঃ॥ পৃথগ্বিধানি প্রাযুঙ্‌ক্ত পিনাক্যস্ত্রাণি শার্ঙ্গিণে। প্রত্যস্ত্রৈঃ শময়ামাস শার্ঙ্গপাণিরবিস্মিতঃ॥ ব্রহ্মাস্ত্রস্য চ ব্রহ্মাস্ত্রং বায়ব্যস্য চ পার্ব্বতম্। আগ্নেয়স্য চ পার্জ্জন্যং নৈজং পাশুপতস্য চ॥ মোহয়িত্বা তু গিরিশং জৃম্ভণাস্ত্রেণ জৃম্ভিতম্।" ইত্যাদি (শ্রীমদ্‌ভাগবত, ১০ম স্কন্ধ, ৬৩ম অধ্যায়, ১০—১৪ শ্লোক)। অতঃ পর বাণরাজার বাহুচ্ছেদ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ স্বকীয় পৌত্র ও বাণকন্যাকে লইয়া দ্বারকায় প্রত্যাগমন করেন।

‡ নরকাসুর বধ।—পৃথিবীর গর্ভে বরাহদেবের ঔরসে এই প্রতাপশালী অসুরের জন্ম হয়। ভূমির গর্ভে জন্ম হওয়ায়, এই অসুর ভৌমী নামেও প্রসিদ্ধ। ভৌমীর নরকনাম প্রাপ্তি সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কারণ দৃষ্ট হয়। "মানুষস্য শিরস্তত্র মৃতস্য প্রাপ্যবালকঃ। স্বশিরস্তত্র বিন্যস্য রূপং তস্থৌ ক্ষণং তদা॥ নরস্য শীর্ষে স্বশিরো নিধায় স্থিতবান্ যতঃ। তস্মাৎ তস্য মুনিশ্রেষ্ঠো নরকং নাম বৈ ব্যধাৎ॥" নরকের রাজ্য বহু বিস্তৃত ছিল এবং সে স্বকীয় পরাক্রম প্রভাবে বহুসংখ্যক রাজকন্যাকে অপহরণ করিয়া নিজান্তঃপুরে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। ইন্দ্র কর্তৃক এই সকল সংবাদ জ্ঞাত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ নরকাসুরের রাজধানী

প্রভৃতিকেও যিনি হৃতসর্ব্বস্ব বিজিত ও হত করিয়াছেন ; শ্রীদামাদি * দীনহীন জনকেও যিনি মহাবৈভব প্রদান করিয়াছেন ; যিনি ষোড়শ সহস্র দিব্যাঙ্গনা সম্ভোগের নিমিত্ত যুগপৎ ষোড়শ সহস্র সমমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছিলেন ; নারদ†

প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে গমন করেন এবং তাহাকে বধ করিয়া অবরুদ্ধা রমণীগণকে আনয়ন করেন। শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধ, ৫৯ম অধ্যায়ে নরকাসুর বধের বৃত্তান্ত বিবৃত আছে।

* শ্রীদামমিলন।—শ্রীদাম নামে এক দীনহীন ব্রাহ্মণ পঠদ্দশায় শ্রীকৃষ্ণের সহপাঠী ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ যখন দ্বারকানগরে রাজরাজেশ্বর রূপে বিরাজিত, তখন সেই পূর্ব্বপরিচিত শ্রীদাম, স্বকীয় গুণবতী পত্নীর অনুরোধ-পরতন্ত্র হইয়া, রুক্মিণীকান্তের সহিত সাক্ষাতের কামনা করিলেন। রিক্তহস্তে ভগবদ্দর্শন অবিধেয় মনে হওয়ায়, স্বকীয় পতিকে ক্ষুণ্ণমনা দেখিয়া, শ্রীদাম-পত্নী ভিক্ষা দ্বারা কয়েক মুষ্টি চিড়ে সংগ্রহ করিয়া স্বামীর হস্তে প্রদান করিলেন। শ্রীদাম, সেই সামান্য উপহার ছিন্ন বস্ত্রাগ্রে বন্ধন করিয়া, শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। রাজপুরী মধ্যগত হইলে দ্বারকানাথ দূর হইতে সেই মলিনবেশী শুষ্ককায় ব্রাহ্মণকে দর্শন মাত্র ব্যস্ততা সহকারে তাঁহার নিকটস্থ হইলেন এবং তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া সমাদর সহকারে স্বকীয় পর্য্যঙ্কে উপবেশন করাইলেন। তদনন্তর স্বয়ং তাঁহার পাদ প্রক্ষালনাদি বিবিধ সৎকার করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের বাসনা-পরতন্ত্রা রুক্মিণী দেবীও সহচরীগণ সহ সেই বিমলিন ব্রাহ্মণের বিবিধ পরিচর্য্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ সেই সহাধ্যায়ী সখাকে বিবিধ প্রীতিপ্রদ বাক্যে আপ্যায়িত করিলেন এবং "এই সুদীর্ঘকালের পর পুনর্দর্শনোপলক্ষে আগমন কালে অবশ্যই তুমি আমার নিমিত্ত কিছু খাদ্য আনিয়াছ—কি আনিয়াছ দেও" বলিয়া যাচমান হইলেন। দীন শ্রীদাম সেই ব্রহ্মাণ্ড পতির হস্তে স্বকীয় ভিক্ষালব্ধ জঘন্য ভোজ্য অর্পণ করিতে না পারিয়া লজ্জা ও সঙ্কোচে ম্রিয়মাণ হইতে ছিলেন। অন্তর্য্যামী নারায়ণ সখার হৃদয়ভাব অনুভব করিয়া স্বয়ং তদীয় মলিন ও ছিন্ন বস্ত্রাগ্র হইতে সেই চিপিটক গ্রহণ করিলেন এবং সর্ব্বসমক্ষে সন্তোষ-সহকারে তাহার কিয়দংশ ভোজন করিলেন। শ্রীদাম বিবিধ সুখসেবিত হইয়া একরাত্রি দ্বারকাপুরে অবস্থান করিলেন। পরদিন স্বকীয় গ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দেখিলেন, তাঁহার জীর্ণ কুটীর মনোহর উদ্যান পরিবৃত সুরম্য অট্টালিকায় পরিণত হইয়াছে এবং তাঁহার পুরীর সর্ব্বত্র অভাবনীয় সুখৈশ্বর্য্যের পরিচয় প্রদান করিতেছে। অন্তর্য্যামী ভগবান্ এইরূপেই ভক্তগণের মনোভীষ্ট পূরণ করিয়া থাকেন। শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধের ৮০ম অধ্যায়ে এই প্রসঙ্গ বিস্তারিত রূপে বিবৃত আছে।

† নারদ।—ব্রহ্মার মানস পুত্র একান্ত বিষ্ণু-পরায়ণ দেবর্ষি। ব্রহ্মশাপে নারদ উপবর্হ নামে গন্ধর্ব্বরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ; পরে কান্যকুব্জ দেশে দ্রুমিল নামক ব্যক্তি বিশেষের কলাবতী নাম্নী পত্নীর গর্ভে জন্মলাভ করিয়াছিলেন। ইনি যে সময় জন্মগ্রহণ করেন, সে সময় দেশ অনাবৃষ্টি হেতু হাহাকার করিতেছিল। নারদের আবির্ভাবমাত্র প্রচুর বারিপাত হইয়াছিল। এই জন্যই তাঁহার নারদ এই নাম হইল। (নার অর্থ জল, দ অর্থ যিনি দেন)। পঞ্চমবর্ষ বয়ঃক্রম কালে জনৈক মুনি বালক নারদকে কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত করেন। এই সময়ে নারদজননী কলাবতী সর্পাঘাতে প্রাণত্যাগ করিলে মাতৃহীন নারদ গৃহ ত্যাগ করিলেন এবং বিবিধ যোগানুষ্ঠান দ্বারা কালে মহাতত্ত্বজ্ঞানী হইয়া উঠিলেন। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের ব্রহ্মখণ্ড মধ্যস্থ ২০ ও ২১ অধ্যায়ে নারদের আবির্ভাব ও যোগ-সাধনাদির বিষয় বাহুল্যরূপে কীর্ত্তিত আছে। নারদ কলহপ্রিয় ও পরস্পর মনোবাদের সংঘটক বলিয়া সাধারণ্যে পরিচিত ; এ কথা অমূলক নহে।

মার্কণ্ডেয়াদি * মহামুনিগণ কর্ত্তৃক যিনি স্তূয়মান্; তাদৃশ পরিদৃশ্যমান সত্যস্বরূপ শ্রীভগবানের সম্বন্ধে অবিবেকী জনগণের হৃদয়ে কিরূপে মনুষ্য-বুদ্ধি বা জীব-বুদ্ধির আবির্ভাব হইতে পারে? অর্জ্জুনের এবংবিধ কল্পিত আশঙ্কা নিরসনার্থ এই শ্লোকের অবতারণা। হে অর্জ্জুন! আমি সকল লোকের নিকট স্বকীয়রূপে প্রকট হই না। আমার কোন কোন ভক্তের নিকটেই আমি প্রকাশিত হইয়া থাকি। যদি জিজ্ঞাসা কর, কেন আমি সর্ব্বলোকসমক্ষে স্ব স্বরূপে প্রকাশিত হই না? তদুত্তরে ইহাই

একদা দক্ষ প্রজাপতি ক্রুদ্ধ দেবর্ষি নারদকে এই অভিসম্পাত দেন যে, ত্রিলোকের মধ্যে কোথায়ও তোমার স্থান হইবে না, তোমার অধিষ্ঠান স্থান কলহ ও অসম্প্রীতিতে পরিপূর্ণ হইবে এবং শান্তিপ্রিয়া লক্ষ্মী সে স্থান পরিত্যাগ করিবেন। তদবধি দেবর্ষি নারদ ঝগড়াটে ঠাকুররূপে বিশ্বের সর্ব্বত্র বিচরণশীল।

* মার্কণ্ডেয়।—মহর্ষি ভৃগুর পুত্র মৃকণ্ডুর ঔরসে মহামুনি মার্কণ্ডেয় জন্মগ্রহণ করেন। ইনি অসাধারণ অধ্যবসায় সহকারে বিধি-নিযোজিত মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া কল্পান্তজীবী হইয়াছিলেন। ইহার জন্মকালে এইরূপ আদেশ হইয়াছিল যে, দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে এই বালকের জীবনান্ত হইবে। পিতামাতা এই অশুভ সংবাদ শ্রবণে নিতান্ত দুঃখিত হইলেন এবং যতই বালকের বয়োবৃদ্ধি হইতে লাগিল, ততই অপ্রতিবিধেয় পরিণাম স্মরণ করিয়া তাঁহাদের দুঃখের ভার বৃদ্ধি হইতে লাগিল। একদা বালক মার্কণ্ডেয় আগ্রহ সহকারে জনক-জননীর বিষাদের কারণ জানিতে ঔৎসুক্য প্রকাশ করিলেন। নিতান্ত কাতরভাবে পিতা মাতা সন্তানকে সেই অশুভ সংবাদ জানাইলেন। মার্কণ্ডেয় বলিলেন, এজন্য আপনাদের দুঃখের কারণ নাই; আমি নিশ্চয়ই তপদ্বারা মৃত্যুকে অতিক্রম করিব। তদনন্তর বালক মার্কণ্ডেয় বনগমন করিয়া হরিভক্তি সহকারে সুদুষ্কর তপোঽনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। নিয়মিত কালাবসানে যম-দূতেরা তাঁহাকে গ্রহণ করিতে আসিল, কিন্তু পাশহস্ত বিষ্ণু-দূতেরা তাহাদিগকে বিদূরিত করিয়া দিল। মৃত্যুবিজয়ী মার্কণ্ডেয় নিম্নলিখিত মৃত্যুহর স্তব পাঠ করিয়াছিলেন। ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়। নারায়ণং সহস্রাক্ষং পদ্মনাভং পুরাতনম্। প্রণতোঽস্মি হৃষীকেশং কিন্নো মৃত্যুঃ করিষ্যতি॥ গোবিন্দং পুণ্ডরীকাক্ষমনন্তমজমব্যয়ম্। কেশবঞ্চ প্রপন্নোঽস্মি কিন্নো মৃত্যুঃ করিষ্যতি। বাসুদেবং জগদ্‌যোনিং ভানুমন্তমতীন্দ্রিয়ম্। দামোদরং প্রপন্নোঽস্মি কিং মে মৃত্যুঃ করিষ্যতি॥ শঙ্খচক্রধরং দেবং ছদ্মরূপিণমব্যয়ম্। অধোক্ষজং প্রপন্নোঽস্মি কিং মে মৃত্যুঃ করিষ্যতি॥ বারাহং বামনং বিষ্ণুং নারসিংহং জনার্দ্দনম্। মাধবঞ্চ প্রপন্নোঽস্মি কিং মে মৃত্যুঃ করিষ্যতি॥ পুরুষং পুষ্করং বীজং ক্ষেমবীজং জগৎপতিম্। লোকনাথং প্রপন্নোঽস্মি কিং মে মৃত্যুঃ করিষ্যতি॥ ভূতাত্মানং মহাত্মানং যজ্ঞযোনিময়োনিজম্। বিশ্বরূপং প্রপন্নোঽস্মি কিং মে মৃত্যুঃ করিষ্যতি॥ সহস্রশিরসং দেবং ব্যক্তাব্যক্তং সনাতনম্। মহাযোগং প্রপন্নোঽস্মি কিং মে মৃত্যুঃ করিষ্যতি॥" যে ব্যক্তি শুদ্ধ শরীরে অব্যাঘাতে প্রতিদিন তিন কালে এই স্তব পাঠ করেন, তাঁহার অকাল মৃত্যু হয় না। ষষ্ঠী পূজা ও জন্মতিথ্যাদি পূজা উপলক্ষে বিহিত বিধানে মার্কণ্ডেয় পূজা হইয়া থাকে এবং সেই মহামুনির নিকট চিরজীবন, রূপ, শ্রী প্রভৃতি প্রার্থনা করা হইয়া থাকে।

বক্তব্য যে, তাহারা যোগমায়া-সমাবৃত সুতরাং আমাকে দেখিতে পায় না। আমার সঙ্কল্পই যোগ; সেই সঙ্কল্প-বশবর্ত্তিনী মায়াই যোগমায়া। সেই মায়ার প্রভাবে উল্লিখিত অভক্তজনেরা আমার স্বরূপ পরিগ্রহ করিতে অক্ষম। আমার সঙ্কল্প অনুগামিনী মায়ার দ্বারা তাহারা সম্পূর্ণরূপে আবৃত হইয়া জ্ঞানজনিত বিচারাদির অযোগ্য হইয়াছে; অতএব আমার প্রকৃত স্বরূপ পরিজ্ঞানে তাহারা অসমর্থ। শ্রীভগবান্ অব্যবহিত পূর্ব্ব শ্লোকে অল্পবুদ্ধি মানবগণের সম্বন্ধে "পরং ভাবমজানন্তঃ" এই যে উক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন, অনুসন্ধান করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, শ্রীভবানের সঙ্কল্পই তাদৃশ অজ্ঞতার কারণ। যেহেতু যে মায়ার দ্বারা মনুষ্যের জ্ঞাননেত্র সমাচ্ছন্ন, সেই মায়া ভগবানের সঙ্কল্প-বশবর্ত্তিনী; সুতরাং তাঁহার সঙ্কল্পকেই অভক্তগণের পক্ষে ভগবৎস্বরূপ জ্ঞানের বিরোধী বলিতে হয়। অতএব উল্লিখিতরূপ চতুর্ব্বিধ ভক্ত (আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী) ভিন্ন অন্য সকল লোকই আমাকে অজ, অব্যয়, অনাদি, অনন্ত, পরমেশ্বর বলিয়া চিনিতেই পারে না, এবং বিপরীত দৃষ্টির বশবর্ত্তী হইয়া, কেহ কেহ আমাকে মনুষ্য বলিয়াই মনে করে। লৌকিক ব্যবহারে যাহাকে মায়া বলিয়া উল্লেখ করা হয়, তাহাও বড় সহজ নহে। তাহার প্রভাবে বিদ্যমান্ বস্তুর স্বরূপ আবৃত এবং কিঞ্চিৎ অবিদ্যমান বস্তুও পরিদৃষ্ট হয়। মনুষ্য কোন কুলটা কামিনীর মায়ায় নিতান্ত বিমোহিত হইলে, তাহার সর্ব্বত্র পরিজ্ঞাত ও প্রকাশ্য, সুতরাং বিদ্যমান্ অসতীত্বও সেই পুরুষের চক্ষে অলীক ও অমূলক বলিয়া উপলব্ধ হয়; সে সেই নারীকে সতীত্বের পরাকাষ্ঠা বলিয়া মনে করে। অতএব এস্থলে মায়া বিদ্যমান্‌কে আবৃত করিল। আর যদি সেই নারী নিরতিশয় কুৎসিতা হয়, তাহা হইলেও সেই পুরুষ সেই নারীর দেহ সর্ব্বসৌন্দর্য্য-সার বলিয়া মনে করে। সুতরাং এস্থলে মায়ার প্রভাবে অবিদ্যমান্ সৌন্দর্য্যও পরিদৃষ্ট হইল। লৌকিক মায়ার এতাদৃশ দৃষ্টান্ত যে দিকে দৃষ্টিপাত করা যায়, সেই দিকেই দেখিতে পাওয়া যায়। যখন লৌকিক মায়াই এত প্রবলা, তখন ভগবানের যোগমায়া যে নিতান্ত অঘটন-ঘটন-পটীয়সী তাহার সন্দেহ কি?

শ্রীমদ্বিশ্বনাথের অভিপ্রায়। অর্জ্জুন যদি বলেন যে, হে ভগবন্! তুমি যখন লীলাময় রূপে নিত্য বিরাজিত, তখন মন্দমতি জনেরা তোমার চিরস্থায়ী স্বরূপ দেখিতে পায় না কেন? এইরূপ আশঙ্কার উত্তর স্বরূপে

শ্রীভগবান্ বলিতেছেন যে, আমি সকল দেশ কালাবস্থিত মানবগণের নিকট প্রকটীভূত হই না; সেই জন্য সকলে আমার সার্ব্বকালিকী স্থিতি জানিতে বুঝিতে ও দেখিতে পায় না। সূর্য্য যেমন নিরন্তর বিরাজমান থাকিলেও সুমেরুশৈলের আবরণ বশতঃ সর্ব্বদা লোকের দৃষ্টি গোচর হন না, তদ্রূপ আমিও অনন্ত ও অব্যয় হইলেও, যোগমায়ার আবরণ বশতঃ সকল সময়ে সকলের নিকট প্রকাশিত হই না। জ্যোতিশ্চক্র মধ্যে বিরাজমান থাকিলেও, সূর্য্য যেমন স্বকীয় জ্যোতিশ্চক্র মধ্যস্থ সকল দেশ ও কালবর্ত্তি প্রাণিবর্গের নিকট সর্ব্বদা প্রকটিত হন না, তদ্রূপ আমিও নিত্য বিরাজমান্ হইলেও সকল মানবের সমক্ষে প্রকটিত হই না। কিন্তু সূর্য্য তো ভারতাদি খণ্ড সমূহে বর্ত্তমান জনগণের সর্ব্বদাই দৃষ্টি গোচর হন; সেইরূপ মথুরা বৃন্দাবন দ্বারকাদি শ্রীকৃষ্ণের ধাম স্বরূপ জনপদবাসী ইদানীন্তন ব্যক্তি বৃন্দের সমক্ষে তত্রত্য শ্রীকৃষ্ণ কেন প্রকটিত হন না? ইহার উত্তর এই যে, যদি জ্যোতিশ্চক্রের মধ্যে সুমেরু শৈলের আবির্ভাব হয়, তাহা হইলে সূর্য্য আর তত্রত্য তাবতের দর্শন-বিষয়ীভূত হইতে পারেন না। মথুরাদি কৃষ্ণের ধাম সমূহে সুমেরু স্বরূপা যোগমায়া প্রতিনিয়তবর্ত্তমান; শ্রীকৃষ্ণরূপ দিবাকর সেই মায়া শৈলের আবরণ বশতঃ সতত পরিদৃষ্ট হন না। এই জন্যই মূঢ় লোকেরা আমার শ্যামসুন্দর আকার দর্শনে আমাকে বসুদেবাত্মজ মনে করিয়া আমার অজত্ব ও অব্যয়ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। অতএব কল্যাণ-গুণ-পারাবার-কল্প আমাকে পরিত্যাগ করিয়া আমার নির্ব্বিশেষ স্বরূপ ব্রহ্মের ভজনা করে ॥ ২৫ ॥

বেদাহং সমতীতানি বর্ত্তমানানি চার্জ্জুন।
ভবিষ্যাণি চ ভূতানি মান্তু বেদ ন কশ্চন ॥ ২৬ ॥

অন্বয়।—অর্জ্জুন অহং (পরমেশ্বরঃ) সমতীতানি (বিগতানি) বর্ত্তমানানি (উপস্থিতানি) ভবিষ্যাণি (সম্ভাব্যানি) চ ভূতানি (ত্রিকালবর্ত্তীনি স্থাবরজঙ্গমানি সর্ব্বাণি) বেদ (জানামি) তু (কিন্তু) কশ্চন (কোঽপি) মাম্ (পরমেশ্বরম্) ন বেদ (জানাতি) ॥ ২৬ ॥

প্রতিশব্দ।—অর্জ্জুন আমি অতীত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ সকল-পদার্থ জানি কিন্তু কেহই আমাকে জানে না ॥ ২৬ ॥

ব্যাখ্যা।—হে অর্জ্জুন! ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই ত্রিকালবর্ত্তী তাবৎ বিষয়ই আমার পরিজ্ঞাত আছে; কিন্তু মদ্বিষয়ক জ্ঞান কাহারও নাই ॥ ২৬ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—যয়া যোগমায়য়া সমাবৃতং মাং লোকো নাভিজানাতি নাসৌ যোগমায়া মদীয়া সতী মমেশ্বরস্য মায়াবিনো জ্ঞানং প্রতিবধ্নাতি। যথান্যস্যাপি মায়াবিনো মায়াজ্ঞানং তদ্বৎ যতএবমতঃ বেদাহমিতি। অহন্তু বেদ জানে, সমতীতানি সমতিক্রান্তানি ভূতানি তথা বর্ত্তমানানি চার্জ্জুন! ভবিষ্যাণি চ ভূতানি বেদাহম্, মান্তু বেদ ন কশ্চন মদ্ভক্তং মচ্ছরণমেকং মুক্ত্বা মত্তত্ত্ববেদনাভাবাদেব ন মাং ভজতে ॥ ২৬ ॥

আনন্দগিরি।—মায়য়া ভগবানাবৃতশ্চেৎ তস্যাপি লোকস্যেব জ্ঞানপ্রতিবন্ধঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ যয়েতি। ন হীয়ং মায়া মায়াবিনো বিজ্ঞানং প্রতিবধ্নাতি মায়াবিত্বাৎ লৌকিকমায়াবৎ। অথবা নেশ্বরো মায়াপ্রতিবদ্ধজ্ঞানো মায়াবিত্বাৎ লৌকিকমায়াবিবদিত্যর্থঃ। ভগবতো মায়াপ্রতিবদ্ধজ্ঞানত্বাভাবেন সর্ব্বজ্ঞত্বমপ্রতিবদ্ধং সিদ্ধমিত্যাহ যত ইতি। লোকস্য মায়াপ্রতিবদ্ধবিজ্ঞানত্বাদেব ভগবদাভিমুখ্যশূন্যত্বমিত্যাহ মাং ত্বিতি। কালত্রয়পরিচ্ছিন্নসমস্তবস্তুপরিজ্ঞানে প্রতিবন্ধো নেশ্বরস্যাস্তীতি দ্যোতনার্থস্তুশব্দঃ, মাং ত্বিতি লোকস্য ভগবত্তত্ত্বজ্ঞানে প্রতিবন্ধং দ্যোতয়তি। তর্হি ত্বদ্ভক্তির্বিফলেত্যাশঙ্ক্যাহ মদ্ভক্তমিতি। তর্হি সর্ব্বোঽপি ত্বদ্ভক্তিদ্বারা ত্বাং জ্ঞাস্যতি নেত্যাহ মত্তত্ত্বেতি। বিবেকবন্তো মদ্ভজনং ন তু বিবেকশূন্যসর্ব্বস্যাপীত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

রামানুজ।—বেদেতি। অতীতানি বর্ত্তমানানি অনাগতানি চ সর্ব্বাণি ভূতান্যহং বেদ জনামি। মান্তু বেদ ন কশ্চন ময়ানুসন্ধীয়মানেষু কালত্রয়বর্ত্তিষু ভূতেষু মামেবং বিধং বাসুদেবসর্ব্বসমাশ্রয়ণীয়াবতীর্ণং বিদিত্বা মামেব সমাশ্রয়ন্ ন কশ্চিদুপলভ্যত ইত্যর্থঃ। অতো জ্ঞানীসু দুর্লভ এব ॥ ২৬ ॥

হনুমান্।—নাহমিতি। নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য লোকস্য, কেষাঞ্চিদেব ভক্তানাং প্রকাশোঽহমিত্যভি প্রায়ঃ, গুণৈর্যোগ এব মায়া যোগমায়া [তয়া] সমাবৃতঃ মূঢ়োঽয়ং অবিবেকী লোকো নাভিজানাতি, মামজমব্যয়মুৎপত্তিবিনাশরহিতম্। বেদেতি। বেদ জানাম্যহং সমতীতান্যতিক্রান্তানি বর্ত্তমানানি চার্জ্জুন ভবিষ্যাণি [ভবতি] ভূতানি পদার্থান্, মাম্তু বেদ বিজানাতি ন কশ্চন ন কোঽপীতি ॥ ২৫ ॥ ২৬ ॥

শ্রীধর।—সর্ব্বোত্তমং মৎসরূপমজানন্ত ইত্যুক্তম্, তদেব স্বস্য সর্ব্বোত্তমত্বমনাবৃতজ্ঞানশক্তিত্বেন দর্শয়ন্নন্যেষামজ্ঞানমেবাহ বেদাহমিতি। সমতীতানি বিনষ্টানি বর্ত্তমানানি চ ভাবীনি চ ত্রিকালবর্ত্তীনি ভূতানি স্থাবরজঙ্গমানি সর্ব্বাণ্যহং বেদ জানামি মায়াশ্রয়ত্বান্মম,

তস্যাঃ স্বাশ্রয়ব্যামোহকত্বাভাবাৎ, মাস্তু কোঽপি ন বেত্তি মন্মায়ামোহিতত্বাৎ। প্রসিদ্ধং হি লোকে মায়াযাঃ স্বাশ্রয়াধীনত্বমন্যমোহকত্বঞ্চেতি ॥ ২৬ ॥

বলদেব।—নন্থ মায়াবৃতত্বাৎ তব জীববদজ্ঞতাপত্তিরিতি চেৎ তত্রাহ বেদাহমিতি। ন হি মদধীনয়া মত্তেজসাভিভূতয়া দূরতো জবনিকয়ৈব মাং সেবমানয়া মায়য়া মম কাচিদ্বিকৃতিরিত্যর্থঃ। মাস্তু বেদেতি মজ্জ্ঞানী কোটিষ্বপি সুদুর্লভ ইত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

মধুসূদন।—অতো মায়য়া স্বাধীনয়া সর্ব্বব্যামোহকত্বাৎ স্বয়ং প্রতিবদ্ধজ্ঞানত্বাৎ অহং অপ্রতিবদ্ধসর্ব্ববিজ্ঞানঃ মায়য়া সর্ব্বান্ লোকান্ মোহয়ন্নপি সমতীতানি চিরবিনষ্টানি বর্ত্তমানানি চ ভবিষ্যাণি চ এবং কালত্রয়বর্ত্তীনি ভূতানি স্থাবরজঙ্গমানি সর্ব্বাণি বেদ জানামি, হে অর্জ্জুন! অতোঽহং সর্ব্বজ্ঞঃ পরমেশ্বর ইত্যত্র নাস্তি সংশয় ইত্যর্থঃ। মাস্তু, তুশব্দো জ্ঞানপ্রতিবন্ধদ্যোতনার্থঃ। মাং সর্ব্বদর্শিনমপি মায়াবিনমিব মন্মায়ামোহিতঃ কশ্চন কোঽপি মদনুগ্রহভাজনং মদ্ভক্তং বিনা ন বেদ মন্মায়ামোহিতত্বাৎ, অতো মত্তত্ত্ববেদনাভাবাদেব প্রায়েণ প্রাণিনো মাং ন ভজন্ত ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ২৬ ॥

নীলকণ্ঠ।—নন্থ ত্বদভিন্নং লোকং ত্বন্মায়া মোহয়তি চেৎ ত্বাং কুতো ন মোহয়তি? ইত্যত আহ বেদাহমিতি। সত্যং সত্যপি লোকস্য মম চাভেদেঽপি ঔপাধিকভেদস্য সত্ত্বাৎ উপাধিধর্ম্মাভিমানিত্বাল্লোকো মূঢ়ঃ তদভাবাচ্চাহং সর্ব্বজ্ঞ ইতি বিশেষঃ, অক্ষরার্থঃ স্পষ্টঃ ॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ।—কিঞ্চ মায়ায়াঃ স্বাশ্রয়ব্যামোহকত্বাভাবাৎ বহিরঙ্গা মায়া অন্তরঙ্গা যোগমায়া চ মম জ্ঞানং নাবৃণোতীত্যাহ বেদাহমিতি। মাস্তু কশ্চন প্রাকৃতোঽপ্রাকৃতশ্চ লোকো মহারুদ্রাদির্মহাসর্ব্বজ্ঞোঽপি ন কাৎস্নে্যন বেদ যথা যোগং মায়য়া যোগমায়য়া চ জ্ঞানাবরণাদিতি ভাবঃ ॥ ২৬ ॥

তাৎপর্য্য।—শ্রীভগবান্ পূর্ব্ব শ্লোকে প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, যোগমায়ার দ্বারা সমাবৃত-দর্শন মানবগণ আমার প্রকৃত স্বরূপ পরিজ্ঞাত হইতে অসমর্থ। এক্ষণে ইহাই প্রদর্শন করিতেছেন যে, সেই যোগ-মায়া কদাপি শ্রীভগবানের দর্শন-শক্তি নিরুদ্ধ করিতে পারে না। মায়ার প্রভাবে সর্ব্বলোক বিমোহিত হইলেও, আমি তাহার প্রভাবাধীন নহি। মানবের জ্ঞানচক্ষু মায়ার দ্বারা নিরুদ্ধ হয় সত্য, কিন্তু আমি নিরন্তর অনাবৃত জ্ঞান, সুতরাং মায়ার অধীনতা-বহির্ভূত। আমি সর্ব্বোত্তম, মায়াবী এবং পরম পুরুষ। যে যে ব্যাপার অতীত হইয়া গিয়াছে, মানব-রাজ্যে যাহার চিহ্ন মাত্রও সম্প্রতি বর্ত্তমান নাই, যাহার স্মৃতিও মনুষ্য-হৃদয় হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিয়াছে, আমি তাদৃশ ব্যাপার সমূহের তত্ত্বও সম্যকৃরূপে পরিজ্ঞাত আছি। যে যে ব্যাপার সম্প্রতি সঙ্ঘটিত হইতেছে, তাহা সকলেই পরিজ্ঞাত

আছে সত্য, কিন্তু বর্ত্তমান কাল সম্ভূত ঘটনাবলীর যে যে অংশ যে যে মানবের নয়ন সম্মুখে সমুপস্থিত হয়, অথবা যাহার সংবাদ তাহাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করে, তাহাই তাহারা পরিজ্ঞাত হইয়া থাকে। তাদৃশ কোন সুযোগ উপস্থিত না হইলেও, আমি বর্ত্তমান কালের সমস্ত ঘটনাই জানিতে পারি। যে যে ব্যাপার পরবর্ত্তী কালে সমুপস্থিত হইবে, মনুষ্য তৎসম্বন্ধে বিবিধ, অলীক ও অসম্বদ্ধ কল্পনা করিয়াই ক্ষান্ত হয় মাত্র। তাহাদের আবৃত জ্ঞান ভবিষ্যতের যবনিকা বিদূরিত করিয়া কখনই অনাবৃত ঘটনাবলীর প্রকৃত তথ্য নিরূপণ করিতে পারে না। কিন্তু আমি ত্রিকালদর্শী বাসুদেব; ভবিষ্যৎ কালে যে যে ব্যাপার সঙ্ঘটিত হইবে, তাহার তত্ত্বও আমি সম্যকৃরূপে পরিজ্ঞাত আছি। এই ত্রিকালবর্ত্তী যাবতীয় স্থাবর-জঙ্গমাদির বৃত্তান্ত সম্পূর্ণরূপে আমার গোচর আছে। মানবের ক্ষুদ্র বিজ্ঞান ও অকিঞ্চিৎকর অভিজ্ঞতা এতাদৃশ পরিপূর্ণ জ্ঞানের নিকট চিরদিনই অবনত মস্তক। মোহাচ্ছন্ন মানবকুল ক্ষুদ্র শক্তির প্রভাবে আপনাদিগকে সর্ব্বদর্শী ও সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া জ্ঞান করিলেও, পদে পদে তাহাদের ভ্রমাত্মক জ্ঞান, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরের কীর্ত্তি ও মহত্ত্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া, অবনত মস্তকে প্রত্যাবৃত্ত হয় এবং জ্ঞানের নিতান্ত হীনতা হেতু তাহারা আপনারাই আপনার নিকট হাস্যাস্পদ হইয়া থাকে। তথাপি সেই মায়া-মোহাবৃত মানবগণ অজ্ঞানের প্রভাবে অজ্ঞানকে অবলম্বন করিয়াই জ্ঞানলাভের প্রয়াসী হয়। কিন্তু আমি সর্ব্বেশ্বর ও সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বর; সুতরাং আমার জ্ঞান কখনই মায়ার প্রভাবে সমাচ্ছন্ন হয় না; এই জন্যই ত্রিকালবর্ত্তী যাবতীয় ব্যাপারের সম্যক্ তত্ত্ব আমি নিঃসন্দিগ্ধভাবে পরিজ্ঞাত আছি। কিন্তু হে অর্জ্জুন! ইহা নিরতিশয় বিস্ময়জনক ব্যাপার যে, আমি এইরূপ সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বদর্শী হইলেও, আমাকে কেহই জানে না। আমার অনুগ্রহভাজন ভাগ্যবান্ ভক্তবৃন্দ ব্যতীত, অন্য সকলেই আমার মায়ায় নিরুদ্ধ-জ্ঞান হইয়া আমাকে জানিতে, বুঝিতে বা দেখিতে পায় না। তাহারা যখন আমাকে জানিতে, বুঝিতে বা ধারণা করিতেই পারে না, তখন যে তাহারা আমার ভজন-নিরত হইবে, ইহা কখনই সম্ভবপর নহে। বাস্তবিকই আমার তত্ত্বদর্শী ভক্তগণ ব্যতীত অপরাপর সকলেই মায়া-মোহাচ্ছন্ন হইয়া মদারাধন-বিমুখ ভাবেই কালপাত করিয়া থাকে। কোন

কোটী মানবের মধ্যে একজনও মজ্‌জ্ঞানী সুদুর্ল্লভ। আমি সর্ব্বথা মায়ার অতীত। মায়া আমার তেজপ্রভাবে অভিভূতা, আমার অধীনা, আমার সেবমানা সুতরাং তদ্দারা আমার কোন প্রকার বিকৃতি অসম্ভব। অতএব আমার বিশুদ্ধ জ্ঞানকে সমাচ্ছন্ন করিতে তাহার কোনই সাধ্য নাই ॥ ২৬ ॥

* * *

ইচ্ছা-দ্বেষসমুত্থেন দ্বন্দ্বমোহেন ভারত।
সর্ব্বভূতানি সম্মোহং সর্গে যান্তি পরন্তপ ॥ ২৭ ॥

অন্বয়।—ভারত (ভরতবংশাবতংস) পরন্তপ (শত্রুনিপাতকারিন্) সর্গে (স্থূলদেহোৎপত্তৌ সত্যাম্) ইচ্ছা-দ্বেষ-সমুত্থেন (অনুকূলবিষয়ানুরাগঃ ইচ্ছা প্রতিকূলবিষয়বিরাগঃ দ্বেষঃ তাভ্যাং সমুত্তিষ্ঠতি যঃ তেন) দ্বন্দ্ব-মোহেন (শীতোষ্ণসুখদুঃখাদিদ্বন্দ্বজনিতো যো মোহো বিবেকভ্রংশঃ তেন) সর্ব্বভূতানি সম্মোহম্ (বিবেকাযোগ্যত্বম্) যান্তি (গচ্ছন্তি)॥ ২৭ ॥

প্রতিশব্দ।—ভরত-বংশোদ্ভব অরাতিসূদন সৃষ্টিকালে বাসনা-বিরাগ-জনিত দ্বন্দ্ব-সম্ভূত-মোহ-প্রভাবে সকল প্রাণী সম্মোহ যায় ॥ ২৭ ॥

ব্যাখ্যা।—হে ভরত-কুলপ্রদীপ অর্জ্জুন! প্রাণী সমূহ জন্ম সময়েই অনুকূল বিষয়ানুরাগ ও প্রতিকূল বিষয়-বিরাগ সমুদ্ভূত শীতোষ্ণ সুখদুঃখাদিরূপ দ্বন্দ্বজনিত মোহপ্রভাবে বিলুপ্তজ্ঞান হয় ॥ ২৭ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—কেন পুনস্তত্ত্ববেদনপ্রতিবন্ধেন প্রতিবদ্ধানি সন্তি জায়মানানি সর্ব্বভূতানি ত্বাং ন বিন্দন্তি? ইত্যপেক্ষায়ামিদমাহ ইচ্ছেতি। ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন ইচ্ছা চ দ্বেষশ্চ ইচ্ছাদ্বেষৌ তাভ্যাং সমুত্তিষ্ঠতীতি ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থস্তেন ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন কেনেতি বিশেষাপেক্ষায়ামিদমাহ দ্বন্দ্বমোহেনেতি। দ্বন্দ্বনিমিত্তো মোহো দ্বন্দ্বমোহস্তাবেব ইচ্ছাদ্বেষৌ শীতোষ্ণবৎ পরস্পরবিরুদ্ধৌ সুখদুঃখতদ্ধেতুবিষয়ৌ যথাকালং সর্ব্বভূতৈঃ সংবধ্যমানৌ দ্বন্দ্বশব্দেনাভিধীয়েতে, তত্র যদা ইচ্ছাদ্বেষৌ সুখদুঃখতদ্ধেতুসংপ্রাপ্ত্যা লব্ধাত্মকৌ ভবতস্তদা তৌ সর্ব্বভূতানাং প্রজ্ঞায়াঃ স্ববশাপাদনদ্বারেণ পরমার্থাত্মতত্ত্ববিষয়জ্ঞানোৎপত্তিপ্রতিবন্ধকারণং মোহং জনয়তঃ, ন হীচ্ছাদ্বেষদোষবশীকৃতচিত্তস্য যথাভূতার্থবিষয়জ্ঞানমুৎপদ্যতে বহিরপি, কিমু বক্তব্যং তাভ্যামাবিষ্টবুদ্ধেঃ সংমূঢ়স্য প্রত্যগাত্মনি বহুপ্রতিবন্ধে জ্ঞানং নোৎপদ্যত ইত্যতস্তেনেচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন দ্বন্দ্বমোহেন, ভারত ভরতান্বয়! সর্ব্বভূতানি সংমোহিতানি সন্তি, সংমোহং

সংমূঢ়তাং সর্গে জন্মনি উৎপত্তিকাল ইত্যেতৎ যান্তি গচ্ছন্তি, হে পরন্তপ! মোহবশান্যেব সর্ব্বভূতানি জায়মানানি জায়ন্ত ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ২৭ ॥

আনন্দগিরি।—ভগবত্তত্ত্ববিজ্ঞানপ্রতিবন্ধকং মূলাজ্ঞানাতিরিক্তং প্রশ্নদ্বারেণোদাহরতি কেনেত্যাদিনা। পুনঃশব্দাৎ প্রতিবন্ধকান্তরবিবক্ষা গম্যতে, অপরোক্ষমবান্তরপ্রতিবন্ধকমিদমা গৃহ্যতে। বিশেষমাকাঙ্ক্ষাপূর্ব্বকং নিক্ষিপতি কেনেতি। বিশেষাপেক্ষায়ামিতি দ্বন্দ্বশব্দেন গৃহীতয়োরপি ইচ্ছাদ্বেষয়োর্গ্রহণম্। দ্বন্দ্বশব্দার্থোপলক্ষণার্থমিত্যভিপ্রেত্যাহ তাবেবেতি। তয়োরপর্য্যায়মেকত্রানুপপত্তিং গৃহীত্বা বিশিনষ্টি যথাকালমিতি। ন চ তয়োরনধিকরণং কিঞ্চিদপি ভূতং সংসারমণ্ডলে সম্ভবতীত্যাহ সর্ব্বভূতৈরিতি। তথাপি কথং তয়োর্ম্মোহহেতুত্বম্? ইত্যাশঙ্ক্যাহ তত্রেতি। (তয়োরাশ্রয়ঃ সপ্তম্যর্থঃ) উক্তমেবার্থং কৈমুতিকন্যায়েন প্রপঞ্চয়তি ন হীতি। পূর্ব্বভাগানুবাদপূর্ব্বকমুত্তরভাগেন ফলিতমাহ অত ইতি। প্রত্যগাত্মন্যহঙ্কারাদিপ্রতিবন্ধপ্রভাবতো জ্ঞানোৎপত্তেরসম্ভবোঽতঃশব্দার্থঃ, কুলপ্রযুক্তমহিম্না স্বরূপশক্ত্যা চ যুক্তস্যৈব যথোক্তপ্রতিবন্ধপ্রতিবিধানসামর্থ্যমিতি দ্যোতনার্থং ভারত-পরন্তপেতি সম্বোধনদ্বয়ম্। তত্ত্বজ্ঞানপ্রতিবন্ধে প্রকৃতমবান্তরকারণমুপসংহরতি মোহেতি ॥ ২৭ ॥

রামানুজ।—তথাহি ইচ্ছেতি। ইচ্ছাদ্বেষাভ্যাং সমুত্থেন শীতোষ্ণাদিদুঃখেন [শীতোষ্ণাদিদ্বন্দ্বাখ্যেন] মোহেন সর্ব্বভূতানি সর্গে জন্মকালএব সংমোহং যান্তি। এতদুক্তং ভবতি, "গুণময়েষু সুখদুঃখাদিষু দ্বন্দ্বেষু পূর্ব্বপূর্ব্বজন্মনি যদ্বিষয়াবিচ্ছাদ্বেষৌ রাগদ্বেষৌ অভ্যস্তৌ তদ্বাসনয়া পুনরপি জন্মকালএব তদেবং দ্বন্দ্বাখ্যমিচ্ছাদ্বেষবিষয়ত্বেন সমুপস্থিতং ভূতানাং মোহনং ভবতি, তেন মোহেন সর্ব্বভূতানি সংমোহং যান্তি তদ্বিষয়েচ্ছাদ্বেষস্বভাবানি ভবন্তি। ন মৎসংশ্লেষবিয়োগসুখদুঃখস্বভাবানি। জ্ঞানী তু মৎসংশ্লেষবিয়োগৈকসুখদুঃখস্বভাবঃ ন তৎস্বভাবং কিমপি ভূতং জায়ত ইতি। ২৭ ॥

হনুমান্।—ইচ্ছেতি। ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন প্রকাশিতেন দ্বন্দ্বমোহেন সুখং মে স্যাৎ দুঃখং মে মা ভূদিত্যেবমর্থরূপেন দ্বন্দমোহেন সর্ব্বাণি ভূতানি সংমোহং ভ্রমং সর্গে যান্তি পরংতপ! ॥ ২৭ ॥

শ্রীধর।—তদেবং মায়াবিষয়ত্বেন জীবানাং পরমেশ্বরাজ্ঞানমুক্তম্, তস্যৈবাজ্ঞানস্য দৃঢ়ত্বে কারণমাহ ইচ্ছেতি। সৃজ্যত ইতি সর্গঃ সর্গে স্থূলদেহোৎপত্তৌ সত্যাং তদনুকূলে ইচ্ছা, তৎপ্রতিকূলে চ দ্বেষস্তাভ্যাং সমুত্থঃ সমুদ্ভূতো যঃ শীতোষ্ণসুখদুঃখাদিদ্বন্দ্বনিমিত্তো মোহো বিবেকভ্রংশস্তেন সর্ব্বাণি ভূতানি সম্মোহং যান্তি অহমেব সুখী দুঃখী চেতি গাঢ়তরমভিনিবেশং প্রাপ্নুবন্তি, অতস্তানি মজ্জ্ঞানাভাবান্মাং ন ভজন্তীতি ভাবঃ ॥ ২৭ ॥

বলদেব।—মজ্জ্ঞানী কুতঃ সুদুর্লভঃ? তত্রাহ ইচ্ছেতি। সর্গে স্বোৎপত্তিকালে এব সর্ব্বভূতানি সম্মোহং যান্তি। কেন? ইত্যাহ দ্বন্দ্বমোহেনেতি। মানাপমানয়োঃ সুখদুঃখয়োঃ স্ত্রীপুরুষয়োর্দ্বন্দ্বৈর্যো মোহঃ সৎকৃতোঽহং সুখী স্যামসৎকৃতস্তু দুঃখী মমেয়ং পত্নী মমায়ং পতিরিত্যেবমভিনিবেশলক্ষণস্তেনেত্যর্থঃ। কীদৃশেন? ইত্যাহ ইচ্ছেতি। পূর্ব্বজন্মনি যত্র যত্র

যাবিচ্ছাদ্বেষাবভূতাং তাভ্যাং সংস্কারাত্মনা স্থিতাভ্যাং সমুত্তিষ্ঠতি পরজন্মণি তত্র তত্রোৎপদ্যত ইত্যর্থঃ। ইচ্ছা রাগঃ। এবং সর্ব্বেষাং ভূতানাং সংমূঢ়ত্বান্মজ্জ্ঞানী সুদুর্ল্লভঃ ॥ ২৭ ॥

মধুসূদন।—যোগমায়াং ভগবত্তত্ত্ববিজ্ঞানপ্রতিবন্ধে হেতুমুক্ত্বা দেহেন্দ্রিয়সংঘাতাভিমানাতিশয়পূর্ব্বকং ভোগাভিনিবেশং হেত্বন্তরমাহ ইচ্ছাদ্বেষেতি। ইচ্ছাদ্বেষাভ্যামনুকূলপ্রতিকূলবিষয়াভ্যাং সমুত্থিতেন শীতোষ্ণসুখদুঃখাদিদ্বন্দ্বনিমিত্তেন মোহেন অহং সুখী অহং দুঃখীত্যাদিবিপর্য্যয়েণ সর্ব্বাণ্যপি ভূতানি সংমোহং বিবেকাযোগ্যত্বং সর্গে স্থূলদেহোৎপত্তৌ সত্যাং যান্তি। হে ভারত হে পরন্তপেতি সংবোধনদ্বয়স্য কুলমহিম্না স্বরূপশক্ত্যা চ ত্বাং দ্বন্দ্বমোহাখ্যঃ শত্রুর্নাভিভবিতুমলমিতি ভাবঃ। ন হীচ্ছাদ্বেষরহিতং কিঞ্চিদপি ভূতমস্তি, ন চ তাভ্যামাবিষ্টস্য বহির্ব্বিষয়মপি জ্ঞানং সম্ভবতি কিং পুনরাত্মবিষয়ম্, অতো রাগদ্বেষব্যাকুলান্তঃকরণত্বাৎ সর্ব্বাণ্যপি ভূতানি মাং পরমেশ্বরমাত্মভূতং ন জানন্তি; অতো ন ভজন্তে ভজনীয়মপি ॥ ২৭ ॥

নীলকণ্ঠ।—কেন পুনর্নিমিত্তেনাতীতাদীনি ভূতানি ন জানন্তি? ইত্যাশঙ্ক্যাহ ইচ্ছেতি। ইচ্ছা রাগঃ দ্বেষঃ তাভ্যাং সমুত্থিতো দ্বন্দ্বমোহঃ শোভনাশোভনসত্যাসত্যনিত্যানিত্যাত্মানাত্মসু বিপর্য্যয়ঃ অশোভনে শোভনবুদ্ধিঃ শোভনে বা অশোভনবুদ্ধিরিত্যেবংরূপস্তেন, হে ভারত ভরতান্বয়! সর্ব্বভূতানি সর্গে সৃষ্টিবিষয়ে মোহং অবিবেকং যান্তি, হে পরন্তপ! অয়ং ভাবঃ। যো হি সৃষ্টেরুপাদানং স্বরূপঞ্চ তত্ত্বতো জানাতি স ব্রহ্মবিৎ সর্ব্বজ্ঞত্বাদতীতাদীন্ জানাতি। সৃষ্টৌ চ সর্ব্বেষাং মোহোঽস্তি অশোভনে স্ত্র্যাদৌ শোভনাধ্যাসাৎ অসত্যে প্রপঞ্চে সত্যত্বাধ্যাসাৎ সত্যে চাত্মনোঽসঙ্গত্বেঽসত্যত্বাধ্যাসাৎ অনিত্যে স্বর্গাদৌ নিত্যত্বাধ্যাসাৎ অনাত্মনি দেহাদাবাত্মাধ্যাসাৎ। অতো বিপর্য্যয়েণ সৃষ্টিজ্ঞানং প্রতিবদ্ধং তেন চ সার্ব্বজ্ঞ্যং ন জায়তে অস্মদাদীনামিতি ॥ ২৭ ॥

বিশ্বনাথ।—ত্বন্মায়য়া জীবাঃ কদারভ্য মুহ্যন্তি? ইত্যপেক্ষায়ামাহ ইচ্ছেতি। সর্গে জগৎসৃষ্ট্যারম্ভকালে সর্ব্বভূতানি সর্ব্বে জীবাঃ সম্মোহয়ন্তি কেন প্রাচীনকর্ম্মোদ্বুদ্ধৌ যাবিচ্ছাদ্বেষৌ ইন্দ্রিয়াণামনুকূলে বিষয়ে ইচ্ছা অভিলাষঃ প্রতিকূলে দ্বেষঃ তাভ্যাং সমুত্থঃ সমুদ্ভূতো যো দ্বন্দ্বে মানাপমানয়োঃ শীতোষ্ণাদ্যোঃ সুখদুঃখয়োঃ স্ত্রীপুংসোর্মোহঃ অহং সম্মানিতঃ সুখী, অহমবমানিতো দুঃখী, মমেয়ং স্ত্রী মমায়ং পুরুষঃ ইত্যাদ্যাকারক আবিদ্যকো যো মোহস্তেন সম্মোহং স্ত্রীপুত্রাদিষত্যন্তাসক্তিং প্রাপ্নুবন্তি, অতএব অত্যন্তাসক্তানাং ন মদ্ভক্তাবধিকারঃ। যদুদ্ভবং প্রতি ময়ৈব বক্ষ্যতে। "যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্। ন নির্ব্বিণ্ণো নাতিষক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ ॥" ইতি ॥ ২৭ ॥

তাৎপর্য্য।—শ্রীভগবান্ পূর্ব্ব শ্লোকে পরিব্যক্ত করিয়াছেন যে, তাঁহাকে কেহই জানে না। প্রাণীবর্গের এতাদৃশ অজ্ঞতা সম্বন্ধে তিনি এই পবিত্র গীতাশাস্ত্রের সপ্তমাধ্যায়স্থ পঞ্চবিংশ শ্লোকে হেতুবাদ প্রদর্শন করিয়াছেন যে,

যোগমায়া সমাবৃত হইয়াই প্রাণীগণ ভগবত্তত্ত্ব পরিজ্ঞানে অক্ষম হইয়া থাকে। উপস্থিত শ্লোকে শ্রীভগবান্ ইহাই প্রদর্শন করিতেছেন যে, প্রাণীগণের দেহেন্দ্রিয়াদির অভিমান এবং ভোগাভিলাষও তাহাদিগকে ভগবত্তত্ত্ব পরিজ্ঞানে অসমর্থ করিয়া রাখে। প্রাণীগণের যখন স্থূল দেহোৎপত্তি হয় তখনই তাহাদের ইচ্ছা ও দ্বেষ জন্মে। বিষয় বিশেষ লাভার্থ মনের অত্যন্ত আগ্রহযুক্ত বাসনাই ইচ্ছা। যাহা বিরক্তি জনক বা অপ্রীতিকর সেই প্রতিকূল বাসনা সম্বন্ধে বিরাগই দ্বেষ। এই ইচ্ছা ও দ্বেষ হইতে শীতোষ্ণ, সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্ব দ্বারা মোহ সঞ্জাত হয়। যখন শীতকে সুখ জনক মনে হয়, তখন উষ্ণের প্রতি স্বতঃই বিরাগ জন্মে। তাদৃশ সময়ে শীতের পরিবর্ত্তে গ্রীষ্মের উদ্ভব হইলে মানব নিতান্ত দুঃখিত হয়। বস্তুতঃ দ্বন্দ্ব সমূহ কিছুই নহে; তৎসমস্ত মাত্রাস্পর্শী (২ অ, ১৪ শ্লোক দ্রষ্টব্য) মাত্র। তৎসমস্ত অলীক হইলেও মানবাদি প্রাণীবর্গ তজ্জনিত সুখদুঃখে উৎফুল্ল বা অবসন্ন হইয়া পড়ে এবং আপনাকে সুখী বা দুঃখী মনে করিয়া মোহগ্রস্ত হয়। এইরূপে ভূত সমূহ মোহের অধীনতা-পাশে নিবদ্ধ হইয়া বিবেকের অযোগ্য হইয়া পড়ে; সুতরাং ভগবত্তত্ত্ব পরিজ্ঞানে তাহাদের আর কোনই অধিকার থাকে না। সকল ভূতই এইরূপ ইচ্ছাদ্বেষের অধীন। ইচ্ছাদ্বেষাবিষ্ট ভূত পদার্থের বাহ্য বিষয়ের জ্ঞানই থাকে না; আত্ম বিষয়ক জ্ঞান তো দূরের কথা। ইচ্ছাদ্বেষের প্রাবল্যে মানব কোন বাহ্য বস্তুরই প্রকৃত স্বরূপ বিনির্ণয় করিতে পারে না। যাহা কুৎসিত, যাহা অশুভ, যাহা বিষময়, যাহা ঘৃণিত তাহাও ইচ্ছার প্রাবল্যে সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবে প্রতীয়মান হয়। দ্বেষের প্রাবল্যে হয়ত পরম শ্রেয়স্কর ও কল্যাণ-জনক বিষয়ও বিগর্হিত রূপে প্রতীত হয়। যে ইচ্ছাদ্বেষ বাহ্য বিষয় সম্বন্ধে এতাদৃশ অপরিসীম অন্ধতা প্রকাশ করে, তাহার প্রাবল্যে জ্ঞান-চক্ষু উন্মেষিত হইয়া আত্মতত্ত্ব পরিজ্ঞান কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না। এইরূপ অনুরাগ ও বিদ্বেষ হেতু বিকলিত-চিত্ত প্রাণীবর্গ আত্মভূত আমার তত্ত্ব প্রণিধান করিতে পারে না এবং আমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভজনীয় ভগবান্ হইলেও তাহারা আমার ভজনা করে না। এই শ্লোকে “ভারত” ও ‘পরন্তপ’ এই দুই সম্বোধন পদ প্রযুক্ত হইয়াছে। কুল-মহিমা হেতু যথার্থ তত্ত্বজ্ঞান সহকারে দ্বন্দ্ব জনিত মোহরূপ পরম শত্রু নিপাতে অর্জ্জুন সর্ব্বথা সক্ষম, ইহাই স্মরণ করাইবার নিমিত্ত উল্লিখিত সম্বোধন পদদ্বয় প্রযুক্ত।

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ ও শ্রীমদ্বিশ্বনাথের অভিপ্রায়। এই কার্য্যে আমি সম্মানিত হইয়াছি, অতএব আমি সুখী ; এই কার্য্যে আমি অপমানিত হইয়াছি, অতএব আমি দুঃখী ; এই রমণী আমার পত্নী ; এই পুরুষ আমার পতি ; ইত্যাদি অভিনিবেশরূপ যে দ্বন্দ্ব মোহ, ইচ্ছাদ্বেষ হইতেই তাহা সমুত্থিত হয়। পূর্ব্বজন্মে যে যে বিষয়ে যেরূপ ইচ্ছা দ্বেষ থাকে, পরজন্মে তাহারই সংস্কার আবির্ভূত হইয়া তত্তৎবিষয়ে ইচ্ছাদ্বেষ সমুৎপন্ন করে। এইরূপ ইচ্ছাদ্বেষ জনিত দ্বন্দ্ব মোহের প্রাবল্যে মানব স্ত্রীপুত্রাদি বিষয়-ব্যাপারে অত্যাসক্ত হইয়া থাকে। অত্যাসক্ত ব্যক্তি কখনই ভগবদ্ভক্তির অধিকারী হয় না। শ্রীভগবান্ স্বয়ং ভক্তোত্তম উদ্ধবকেও এই কথা বলিয়াছেন। যথা ; "যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্। ন নির্ব্বিণ্ণো নাতিষক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ॥" অর্থাৎ মদ্বিষয়ক প্রসঙ্গাদি শ্রবণে যাঁহার হৃদয়ে মদ্বিষয়ক শ্রদ্ধা সমুৎপন্ন হইয়াছে ; সেই অনির্ব্বিন্ন ও অনতি আসক্ত ব্যক্তির ভক্তিযোগই সিদ্ধি ফল প্রদান করিয়া থাকে॥ ২৭॥

যেষামন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্ম্মণাম্।
তে দ্বন্দ্বমোহনির্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ॥ ২৮॥

অন্বয়।—তু যেষাং পুণ্যকর্ম্মণাম্ (পুণ্যাচরণশীলানাম্) জনানাম্ (মানবানাম্) পাপম্ অন্তগতম্ (ক্ষয়প্রাপ্তম্) তে দ্বন্দ্ব-মোহ-নির্ম্মুক্তাঃ (রাগদ্বেষাদিনিমিত্তেন মোহেন বিনির্মুক্তাঃ) দৃঢ়ব্রতাঃ (অবিচলিত-সঙ্কল্পাঃ) [সন্তঃ] মাং ভজন্তে (সেবন্তে)॥ ২৮॥

প্রতিশব্দ।—কিন্তু যাহাদিগের পুণ্যাচারপরায়ণগণের মনুষ্যদিগের পাপ নাশপ্রাপ্ত তাহারা দ্বন্দ্বজনিত-মোহ-পরিশূন্য স্থিরসঙ্কল্প [হইয়া] আমাকে ভজনা-করে॥ ২৮॥

ব্যাখ্যা।—কিন্তু যে পুণ্যানুষ্ঠাননিরত মানবগণের পাপরাশি ক্ষয়িত হইয়াছে, তাঁহারা দ্বন্দ্ব-জনিত মোহ-পাশ বিছিন্ন করিয়া অবিচলিত চিত্তে আমার উপাসনা করিয়া থাকেন॥ ২৮॥

শঙ্করাচার্য্য।—যত এবমতস্তেন দ্বন্দ্বমোহেন প্রতিবদ্ধপ্রজ্ঞানানি সর্ব্বভূতানি সংমোহিতানি মামাত্মভূতং ন জানন্তি, অতএবাত্মভাবেন মান্তু ন ভজন্তে, কে পুনরনেন দ্বন্দ্বমোহেন নির্ম্মুক্তাঃ সন্তঃ ত্বাং বিদিত্বা যথাশাস্ত্রমাত্মভাবেন ভজন্তে? ইত্যপেক্ষিতমর্থং দর্শয়িতুমুচ্যতে যেষামিতি। যেষান্তু পুনরন্তগতং সমাপ্তপ্রায়ং ক্ষীণং পাপং জনানাং পুণ্যকর্ম্মণাং পুণ্যং কর্ম্ম যেষাং সত্ত্বশুদ্ধিকারণং বিদ্যতে তে পুণ্যকর্ম্মাণস্তেষাং পুণ্যকর্ম্মণাং তে দ্বন্দ্বমোহনির্ম্মুক্তা যথোক্তেন দ্বন্দ্বমোহেন নির্ম্মুক্তা ভজন্তে মাং পরমাত্মানং দৃঢ়ব্রতা এবমেব পরমার্থতত্ত্বং নান্যথেত্যেবং সর্ব্বপরিত্যাগব্রতেন নিশ্চিতবিজ্ঞানা দৃঢ়ব্রতা উচ্যন্তে ॥ ২৮ ॥

আনন্দগিরি।—জায়মানভূতানাং মোহপরতন্ত্রত্বে ফলিতমাহ যত ইতি। ভগবত্তত্ত্ববেদনাভাবে তন্নিষ্ঠত্ববৈধুর্য্যং ফলতীত্যাহ অতএবেতি। যদি সর্ব্বাণি ভূতানি জন্মপ্রতিপদ্যমানানি সংমূঢ়ানি সন্তি ভগবত্তত্ত্বপরিজ্ঞানশূন্যানি ভগবদ্ভজনপরাঙ্মুখাণি, তর্হি শাস্ত্রানুরোধেন ভগবদ্ভজনমুচ্যমানমধিকার্য্যভাবাদনর্থকমাপদ্যেতেতি শঙ্কতে কে পুনরিতি। অনেকেষু জন্মসু সুকৃতবশাদপাকৃতদুরিতানাং দ্বন্দ্বপ্রযুক্তমোহবিরহিণাং ব্রহ্মচর্য্যাদিনিয়মবতাং ভগবদ্ভজনাধিকারিত্বান্ন শাস্ত্রবিরোধোঽস্তীতি পরিহরতি উচ্যত ইতি। তুশব্দদ্যোত্যমর্থমাহ পুনরিতি। মুক্তেরর্ব্বাক্‌সিদ্ধ্যর্থং সমাপ্তপ্রায়মিত্যুক্তম্। প্রকৃতোপযোগং পুণ্যস্য কর্ম্মণো দর্শয়িতুং বিশিনষ্টি সত্ত্বেতি। উভয়বিধশুদ্ধের্দ্বন্দ্বনিমিত্তমোহনিবৃত্তফলমাহ তে দ্বন্দ্বেতি। মোহনিবৃত্তের্ভগবন্নিষ্ঠাপর্য্যন্তত্বমাহ ভজন্ত ইতি। তেষাং নানাপরিগ্রহবতাং ভগবদ্ভজনপ্রতিহতিমাশঙ্ক্যাহ দৃঢ়েতি ॥ ২৮ ॥

রামানুজ।—যেষামিতি। যেষাস্ত্বনেকজন্মার্জ্জিতাৎ কৃৎস্নপুণ্যসঞ্চয়াৎ গুণময়ং দ্বন্দ্বেচ্ছাদ্বেষহেতুভূতং মদৌন্মুখ্যবিরোধি চানাদিকালপ্রবৃত্তং পাপমন্তর্গতং ক্ষীণং তে তু পূর্ব্বোক্তেন সুকৃততারতম্যেন মাং শরণমনুপ্রপদ্য গুণময়ান্মোহাদ্বিনির্ম্মুক্তাঃ জরামরণমোক্ষায় প্রকৃতিবিযুক্তাত্মস্বরূপদর্শনায় মহতে চৈশ্বর্য্যায় মৎপ্রাপ্তয়ে চ দৃঢ়ব্রতাঃ দৃঢ়সঙ্কল্পা মামেব ভজন্তে ॥ ২৮ ॥

হনুমান্।—যেষামিতি। যেষাস্ত্বন্তগতং পাপং দুষ্কৃতং জনানাং পুণ্যকর্ম্মণাং তে পুণ্যকর্ম্মাণঃ দ্বন্দ্বমোহনির্ম্মুক্তা ভ্রমরহিতাঃ ভজন্তে সর্ব্বে তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ দৃঢ়সংকল্পাঃ ॥ ২৮ ॥

শ্রীধর।—কুতস্তর্হি কেচন ত্বাং ভজন্তো দৃশ্যন্তে? তত্রাহ যেষামিতি। যেষান্তু পুণ্যাচরণশীলানাং সর্ব্বপ্রতিবন্ধকং পাপমন্তগতং নষ্টম্, তে দ্বন্দ্বনিমিত্তেন মোহেন বিনির্ম্মুক্তাঃ দৃঢ়ব্রতাঃ একান্তিনঃ সন্তো মাং ভজন্তে ॥ ২৮ ॥

বলদেব।—ননু কেষাঞ্চিৎ ত্বদ্ভক্তিঃ প্রতীয়তে সা ন স্যাৎ সর্ব্বভূতানি সর্গে সংমোহং যান্তীত্যুক্তেরিতি চেৎ তত্রাহ যেষামিতি। যেষাং প্রাণিনাং যাদৃচ্ছিকমহত্তমদৃষ্টিপাতাৎ পাপমন্তগতং নাশং প্রাপ্তমভূৎ। "বিষ্ণোর্ভূতানি ভূতানাং পাবনায় চরন্তি হি" ইতি স্মৃতেঃ। কীদৃশানাম্? ইত্যাহ পুণ্যেতি। পুণ্যং মনোজ্ঞং কর্ম্ম মহত্তমবীক্ষণরূপং যেষাম্। "পুণ্যস্ত

চার্ব্বপি” ইত্যমরঃ। তে দৃঢ়ব্রতা মহৎপ্রসঙ্গপ্রাপ্তনিষ্ঠা দ্বন্দ্বমোহেন নির্ম্মুক্তা মত্তত্ত্বজ্ঞাঃ সন্তো মাং ভজন্তে ॥ ২৮ ॥

মধুসূদন।—যদি সর্ব্বভূতানি সম্মোহং যান্তি, কথং তর্হি “চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাম্” ইত্যুক্তম্? সত্যং স্বকৃত্যাতিশয়েন তেষাং ক্ষীণপাপত্বাদিত্যাহ যেষামিতি। যেষাস্ত ইতরলোকবিলক্ষণানাং জনানাং সফলজন্মনাং পুণ্যকর্ম্মণামনেকজন্মসু পুণ্যাচরণশীলানাং তৈস্তৈঃ পুণ্যৈঃ কর্ম্মভির্জ্ঞানপ্রতিবন্ধকং পাপমন্তগতং অন্তমবসানং প্রাপ্তম্, তে পাপভাবেন তন্নিমিত্তেন দ্বন্দ্বমোহেন রাগদ্বেষাদিনিবন্ধনবিপর্য্যাসেন স্বতএব নির্ম্মুক্তাঃ পুনরাবৃত্ত্যযোগ্যত্বেন ত্যক্তাঃ দৃঢ়ব্রতাঃ অচাল্যসঙ্কল্পাঃ সর্ব্বথা ভগবানেব ভজনীয়ঃ, স চৈবংরূপ এবেতি প্রমাণজনিতাপ্রামাণ্যশঙ্কাশূন্যবিজ্ঞানাঃ সন্তো মাং পরমাত্মানং ভজন্তে অনন্যশরণাঃ সন্তঃ সেবন্তে, এতাদৃশাএব “চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাম্” ইত্যত্র সুকৃতিশব্দেনোক্তাঃ, অতঃ সর্ব্বভূতানি সম্মোহং যান্তীত্যুৎসর্গঃ, তেষাং মধ্যে যে সুকৃতিনস্তে সম্মোহশূন্যাঃ মাং ভজন্ত ইত্যপবাদ ইতি ন বিরোধঃ। অয়মেবোৎসর্গঃ প্রাগপি প্রতিপাদিতঃ, “ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈঃ” ইত্যত্র, তস্মাৎ সত্ত্বশোধকপুণ্যকর্ম্মসঞ্চয়ায় সর্ব্বদা যতনীয়মিতি ভাবঃ। ২৮।

নীলকণ্ঠ।—কেষাং তর্হি সার্ব্বজ্ঞ্যং ভবতি? ইত্যাশঙ্ক্যাহ যেষাস্থিতি দ্বাভ্যাম্। যেষাং পুনঃ জনানাং পুণ্যকর্ম্মণাং পাপং অন্তগতং অন্তং নাশং প্রাপ্তম্। (দ্বিতীয়াশ্রিতেতি সমাসঃ) তে দ্বন্দ্বমোহ উক্তলক্ষণস্তেন নির্ম্মুক্তাঃ সন্তঃ প্রথমং দৃঢ়ব্রতাঃ শমদমাদিদার্ঢ্যভাজো ভূত্বা মাং ভজন্তে ॥ ২৮ ॥

বিশ্বনাথ।—তর্হি কেষাং ভক্তাবধিকারঃ? ইত্যত আহ যেষামিতি। যেষাং পুণ্যকর্ম্মাণাং পাপস্ত অন্তঃ গতঃ অন্তকালং প্রাপ্তং নশ্যদবস্থং তত্ত্ব সম্যক্ নষ্টমিত্যর্থঃ। তেষাং সত্ত্বগুণোদ্রেকে সতি তমোগুণহ্রাসঃ। তস্মিন্ সতি তৎকার্য্যো মোহোঽপি হ্রসতি। মোহহ্রাসে সতি তে খল্বত্যাসক্তিরহিতা যাদৃচ্ছিকমদ্ভক্তসঙ্গেন ভজন্তে মাত্রম্। যে তু ভজনাদ্যসতঃ সম্যক্নষ্টপাপা তে মোহেন নিঃশেষেণ মুক্তা দৃঢ়ব্রতাঃ প্রাপ্তনিষ্ঠাঃ সন্তো মাং ভজন্তে। নচৈবং পুণ্যকর্ম্মৈব সর্ব্ববিধায়া ভক্তেঃ কারণমিতি মন্তব্যম্। “সন্ন্যাসাদের্ন সাংখ্যেন দানব্রততপোঽধ্বরৈঃ। ব্যাখ্যা স্বাধ্যায়সন্ন্যাসৈঃ প্রাপ্নুয়াদযত্নবানপি ॥” ইতি ভগবদুক্তেঃ। কেবলভক্তিযোগস্য পুণ্যাদিকর্ম্মাশ্রয়ং নৈব কারণমিতি বহুশঃ প্রতিপাদনাৎ ॥ ২৮ ॥

তাৎপর্য্য।—শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য, শ্রীমদানন্দগিরি, শ্রীমদ্ধনুমান্ ও শ্রীমৎ শ্রীধরস্বামীর অভিপ্রায়। দ্বন্দ্বমোহ প্রভাবে যাবতীয় প্রতিবদ্ধ-প্রজ্ঞান ভূত মোহিত হইয়া থাকে এবং আত্মভূত আমাকে জানিতে না পারিয়া আত্মভাবে আমার ভজনা করে না। এক্ষণে স্বতঃই প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে যে, যদি সকল ভূতই এইরূপ মোহ-পরতন্ত্র হইয়া ভগবত্তত্ত্ব-পরিজ্ঞান-শূন্য ও ভগবদ্ভজন-বিমুখভাবে কালাতিবাহিত করে, তাহা হইলে শাস্ত্রানুসারে

অধিকারী ভেদে যে ভগবদ্ভজনানুরাগীর বিবরণ পরিদৃষ্ট হয়, তাহা কি অনর্থক ও অসঙ্গত বলিয়া মনে করিতে হইবে? এইরূপ আশঙ্কার উত্তর স্বরূপে শ্রীভগবান্ এই শ্লোক অবতারিত করিয়া প্রদর্শন করিতেছেন যে, যাহারা দ্বন্দ্বমোহের শাসন অতিক্রম করিয়াছে, তাহারাই আমাকে আত্মভাবে যথাশাস্ত্র ভজনা করিয়া থাকে। বহুজন্মানুষ্ঠিত সুকৃতি প্রভাবে যাহাদের দুরিতরাশি অপগত হইয়াছে, সেই পুণ্যপরায়ণ সাধু পুরুষগণ দ্বন্দ্বমোহের অতীত। তাদৃশ ব্রহ্মচর্য্যাদি নিয়ম নিরত মহাত্মারা ভগবদ্ভজনের যথার্থ অধিকারী, সুতরাং এ সম্বন্ধে শাস্ত্রার্থ ও ভগবদ্ভক্তির কোনই অসঙ্গতি নাই। তাদৃশ পুণ্যশীল পুরুষগণের সত্ত্বশুদ্ধি অবশ্যম্ভাবী। সত্ত্বশুদ্ধি ঘটিলে দ্বন্দ্বমোহ আর সে পুরুষকে কখনই অধীন করিতে পারে না। তাদৃশ দ্বন্দ্বমোহাতীত পুরুষ দৃঢ় সঙ্কল্প সহকারে পরমাত্মরূপ আমাকে ভজনা করেন। পরমার্থতত্ত্বই একমাত্র প্রকৃত, তাহার আর কোনই অন্যথা নাই, এইরূপ সংকল্প সহকারে অন্যান্য অনুসন্ধান পরিত্যাগীকেই দৃঢ়ব্রত বলে।

শ্রীমন্মধুসূদন সরস্বতীর অভিপ্রায়। শ্রীভগবান্ পূর্ব্বে (৭ অধ্যায়, ১৬ শ্লোক) বলিয়াছেন যে, চারি প্রকার লোক আমার ভজনা করিয়া থাকে। এক্ষণে (২৭ শ্লোক) বলিতেছেন, সকল ভূতই দ্বন্দ্ব মোহগ্রস্ত হইয়া আমার ভজন বিমুখ হয়। উল্লিখিত চতুর্ব্বিধ সাধকও তো সকল ভূতেরই অন্তর্ভূত। তাহা হইলে ভগবদ্ভক্তির সামঞ্জস্য কোথায় থাকিতেছে? এইরূপ সন্দেহই বর্ত্তমান শ্লোকে নিরাকৃত হইতেছে। যে সকল লোক সুকৃত্যাতিশয্য হেতু ক্ষয়িত-পাপ হইয়া আমার ভজন-পরায়ণ হইয়া থাকেন, তাঁহারা কখনই সাধারণ লোক নহেন। সেই সার্থকজন্মা পুণ্য-পরায়ণ পুরুষগণের পুণ্য কর্ম্ম দ্বারা জ্ঞান প্রতিবন্ধক পাপ অবসিত হইয়াছে। পাপবিহীনতা হেতু রাগদ্বেষাদি জনিত দ্বন্দ্ব মোহ হইতে তাঁহারা স্বতঃই নির্ম্মুক্ত। তাঁহাদের সঙ্কল্প অবিচলিত। ভগবানই একমাত্র ভজনীয়, তাঁহার এইরূপ, তাঁহার এই প্রকার, ইত্যাদি বিষয়ে দৃঢ় নিশ্চয়াত্মক সঙ্কল্প বদ্ধ হইয়া তাঁহারা অনন্যমনে একান্ত শরণ্য পরমাত্মরূপ আমার সেবায় অনুরক্ত হইয়া থাকেন। "চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাম্" ইত্যাদি স্থলে 'সুকৃতিনঃ' শব্দ প্রয়োগ করায় এই ভাবই স্ফুটিত হইয়াছে। উল্লিখিত "সুকৃতিনঃ" শব্দের সহিত বর্ত্তমান শ্লোকোক্ত "অন্তগতং

পাপম্" "পুণ্যকর্ম্মণাম্" ইত্যাদি বাক্যের ভাবগত সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য পরিরক্ষিত হইতেছে। "সর্ব্বভূতানি সম্মোহং যান্তি" এই উক্তি উৎসর্গ অর্থাৎ সামান্য বিধি মাত্র। ভূতবর্গের মধ্যে যাঁহারা সুকৃতিশালী তাঁহারাই সম্মোহশূন্য হইয়া আমার ভজনা করেন, ইহাই অপবাদ অর্থাৎ বিশেষবিধি। এ দুই স্থলের একস্থানে সাধারণ ও অন্য স্থলে বিশেষ বিধি ভিন্ন অন্য কোন বিরোধ দৃষ্ট হয় না। পূর্ব্বে অন্যত্র "ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈঃ" ইত্যাদি শ্লোকে (৭ অ, ১৩ শ্লোক) এইরূপ উৎসর্গ অর্থাৎ সাধারণ বিধি উক্ত হইয়াছে। যাহা হউক এক্ষণে ইহাই উপলব্ধ হইতেছে যে, ভগবদ্ভক্তি লাভের নিমিত্ত সত্ত্বশুদ্ধি-বিধায়ক পুণ্যকর্ম্ম সঞ্চয়ার্থ সতত প্রযত্ন-পরায়ণ হওয়া আবশ্যক।

শ্রীমদ্বিশ্বনাথের অভিপ্রায়। যে পুণ্যকর্ম্মপরায়ণগণের পাপসমূহ সম্যক্ রূপে নষ্ট হইয়াছে, তাঁহাদিগের সত্ত্ব গুণের উদ্রেক হওয়ায় তমোগুণের হ্রাস হইলে তাহার কার্য্যভূত মোহেরও হ্রাস হয়। মোহের হ্রাস হইলে সেই আসক্তি রহিত পুরুষেরা যদৃচ্ছাক্রমে আমার ভক্তসঙ্গে আমার ভজনা করেন মাত্র। কিন্তু পাপরাশি সম্যক্ রূপে নষ্ট হওয়ায় যাঁহারা নিঃশেষরূপে মোহনির্ম্মুক্ত হইয়াছেন, তাঁহারাই প্রাপ্তনিষ্ঠ হইয়া আমার ভজনা করেন। কেবল পুণ্যকর্ম্মই যে সর্ব্ববিধা ভক্তি বিষয়ে কারণ এমন নহে। পুণ্যাদি কর্ম্মাশ্রয়ই কেবল ভক্তি যোগের কারণ নহে, ইহা বহুপ্রকারে প্রতিপাদিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের দ্বাদশ অধ্যায়স্থ অষ্টম শ্লোকে শ্রীভগবান্, ভক্তচূড়ামণি উদ্ধবকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন, "যং ন যোগেন সাংখ্যেন দানব্রততপোঽধ্বরৈঃ। ব্যাখ্যাস্বাধ্যায়সন্ন্যাসৈঃ প্রাপ্নুয়াদ্‌যত্নবানপি॥" অর্থাৎ যাঁহাকে যোগ, সাংখ্য, দান, ব্রত, তপস্যা, যজ্ঞানুষ্ঠান, শাস্ত্রালোচনা এবং সন্ন্যাস দ্বারা যত্নশীল জনও প্রাপ্ত হন না" একান্ত অনুরাগ সহকৃত ভক্তির দ্বারা মূর্খ জনও তাঁহাকে লাভ করিয়া থাকে॥ ২৮॥

* * *

জরামরণমোক্ষায় মামাশ্রিত্য যতন্তি যে।
তে ব্রহ্ম তদ্বিদুঃ কৃৎস্নমধ্যাত্মং কর্ম্ম চাখিলম্॥ ২৯॥

অন্বয়।—জরামরণমোক্ষায় (বার্দ্ধক্যদেহাবসানয়োর্নিরসনার্থম্) মাম্ আশ্রিত্য (অবলম্ব্য, শরণং গত্বা) যে যতন্তি (প্রযত্নং কুর্ব্বন্তি) তে

অধিকারী ভেদে যে ভগবদ্ভজনানুরাগীর বিবরণ পরিদৃষ্ট হয়, তাহা কি অনর্থক ও অসঙ্গত বলিয়া মনে করিতে হইবে? এইরূপ আশঙ্কার উত্তর স্বরূপে শ্রীভগবান্ এই শ্লোক অবতারিত করিয়া প্রদর্শন করিতেছেন যে, যাহারা দ্বন্দ্বমোহের শাসন অতিক্রম করিয়াছে, তাহারাই আমাকে আত্মভাবে যথাশাস্ত্র ভজনা করিয়া থাকে। বহুজন্মানুষ্ঠিত সুকৃতি প্রভাবে যাহাদের দুরিতরাশি অপগত হইয়াছে, সেই পুণ্যপরায়ণ সাধু পুরুষগণ দ্বন্দ্বমোহের অতীত। তাদৃশ ব্রহ্মচর্য্যাদি নিয়ম নিরত মহাত্মারা ভগবদ্ভজনের যথার্থ অধিকারী, সুতরাং এ সম্বন্ধে শাস্ত্রার্থ ও ভগবদুক্তির কোনই অসঙ্গতি নাই। তাদৃশ পুণ্যশীল পুরুষগণের সত্ত্বশুদ্ধি অবশ্যম্ভাবী। সত্ত্বশুদ্ধি ঘটিলে দ্বন্দ্বমোহ আর সে পুরুষকে কখনই অধীন করিতে পারে না। তাদৃশ দ্বন্দ্বমোহাতীত পুরুষ দৃঢ় সঙ্কল্প সহকারে পরমাত্মরূপ আমাকে ভজনা করেন। পরমার্থতত্ত্বই একমাত্র প্রকৃত, তাহার আর কোনই অন্যথা নাই, এইরূপ সংকল্প সহকারে অন্যান্য অনুসন্ধান পরিত্যাগীকেই দৃঢ়ব্রত বলে।

শ্রীমন্মধুসূদন সরস্বতীর অভিপ্রায়। শ্রীভগবান্ পূর্ব্বে (৭ অধ্যায়, ১৬ শ্লোক) বলিয়াছেন যে, চারি প্রকার লোক আমার ভজনা করিয়া থাকে। এক্ষণে (২৭ শ্লোক) বলিতেছেন, সকল ভূতই দ্বন্দ্ব মোহগ্রস্ত হইয়া আমার ভজন বিমুখ হয়। উল্লিখিত চতুর্ব্বিধ সাধকও তো সকল ভূতেরই অন্তর্ভূত। তাহা হইলে ভগবদুক্তির সামঞ্জস্য কোথায় থাকিতেছে? এইরূপ সন্দেহই বর্ত্তমান শ্লোকে নিরাকৃত হইতেছে। যে সকল লোক সুকৃত্যাতিশয্য হেতু ক্ষয়িত-পাপ হইয়া আমার ভজন-পরায়ণ হইয়া থাকেন, তাঁহারা কখনই সাধারণ লোক নহেন। সেই সার্থকজন্মা পুণ্য-পরায়ণ পুরুষগণের পুণ্য কর্ম্ম দ্বারা জ্ঞান প্রতিবন্ধক পাপ অবসিত হইয়াছে। পাপবিহীনতা হেতু রাগদ্বেষাদি জনিত দ্বন্দ্ব মোহ হইতে তাঁহারা স্বতঃই নির্ম্মুক্ত। তাঁহাদের সঙ্কল্প অবিচলিত। ভগবানই একমাত্র ভজনীয়, তাঁহার এইরূপ, তাঁহার এই প্রকার, ইত্যাদি বিষয়ে দৃঢ় নিশ্চয়াত্মক সঙ্কল্প বদ্ধ হইয়া তাঁহারা অনন্যমনে একান্ত শরণ্য পরমাত্মরূপ আমার সেবায় অনুরক্ত হইয়া থাকেন। "চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাম্" ইত্যাদি স্থলে 'সুকৃতিনঃ' শব্দ প্রয়োগ করায় এই ভাবই স্ফুটিত হইয়াছে। উল্লিখিত "সুকৃতিনঃ" শব্দের সহিত বর্ত্তমান শ্লোকোক্ত "অন্তগতং

পাপম্” “পুণ্যকর্ম্মণাম্” ইত্যাদি বাক্যের ভাবগত সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য পরিরক্ষিত হইতেছে। ‘সর্ব্বভূতানি সম্মোহং যান্তি” এই উক্তি উৎসর্গ অর্থাৎ সামান্য বিধি মাত্র। ভূতবর্গের মধ্যে যাঁহারা সুকৃতিশালী তাঁহারাই সম্মোহশূন্য হইয়া আমার ভজনা করেন, ইহাই অপবাদ অর্থাৎ বিশেষবিধি। এ দুই স্থলের একস্থানে সাধারণ ও অন্য স্থলে বিশেষ বিধি ভিন্ন অন্য কোন বিরোধ দৃষ্ট হয় না। পূর্ব্বে অন্যত্র “ত্রিভিগুর্ণময়ৈর্ভাবৈঃ” ইত্যাদি শ্লোকে (৭ অ, ১৩ শ্লোক) এইরূপ উৎসর্গ অর্থাৎ সাধারণ বিধি উক্ত হইয়াছে। যাহা হউক এক্ষণে ইহাই উপলব্ধ হইতেছে যে, ভগবদ্ভক্তি লাভের নিমিত্ত সত্ত্বশুদ্ধি-বিধায়ক পুণ্যকর্ম্ম সঞ্চয়ার্থ সতত প্রযত্ন-পরায়ণ হওয়া আবশ্যক।

শ্রীমদ্বিশ্বনাথের অভিপ্রায়। যে পুণ্যকর্ম্মপরায়ণগণের পাপসমূহ সম্যক্ রূপে নষ্ট হইয়াছে, তাঁহাদিগের সত্ত্ব গুণের উদ্রেক হওয়ায় তমোগুণের হ্রাস হইলে তাহার কার্য্যভূত মোহেরও হ্রাস হয়। মোহের হ্রাস হইলে সেই আসক্তি রহিত পুরুষেরা যদৃচ্ছাক্রমে আমার ভক্তসঙ্গে আমার ভজনা করেন মাত্র। কিন্তু পাপরাশি সম্যক্ রূপে নষ্ট হওয়ায় যাঁহারা নিঃশেষরূপে মোহনির্ম্মুক্ত হইয়াছেন, তাঁহারাই প্রাপ্তনিষ্ঠ হইয়া আমার ভজনা করেন। কেবল পুণ্যকর্ম্মই যে সর্ব্ববিধা ভক্তি বিষয়ে কারণ এমন নহে। পুণ্যাদি কর্ম্মাশ্রয়ই কেবল ভক্তি যোগের কারণ নহে, ইহা বহুপ্রকারে প্রতিপাদিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের দ্বাদশ অধ্যায়স্থ অষ্টম শ্লোকে শ্রীভগবান্, ভক্তচূড়ামণি উদ্ধবকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন, “যং ন যোগেন সাংখ্যেন দানব্রততপোঽধ্বরৈঃ। ব্যাখ্যাস্বাধ্যায়সন্ন্যাসৈঃ প্রাপ্নুয়াদ্‌যত্নবানপি॥” অর্থাৎ যাঁহাকে যোগ, সাংখ্য, দান, ব্রত, তপস্যা, যজ্ঞানুষ্ঠান, শাস্ত্রালোচনা এবং সন্ন্যাস দ্বারা যত্নশীল জনও প্রাপ্ত হন না” একান্ত অনুরাগ সহকৃত ভক্তির দ্বারা মূর্খ জনও তাঁহাকে লাভ করিয়া থাকে॥ ২৮॥

জরামরণমোক্ষায় মামাশ্রিত্য যতন্তি যে।
তে ব্রহ্ম তদ্বিদুঃ কৃৎস্নমধ্যাত্মং কর্ম্ম চাখিলম্॥ ২৯॥

অন্বয়।—জরামরণমোক্ষায় (বার্দ্ধক্যদেহাবসানয়োর্নিরসনার্থম্) মাম্ আশ্রিত্য (অবলম্ব্য, শরণং গত্বা) যে যতন্তি (প্রযত্নং কুর্ব্বন্তি) তে

তৎ ব্রহ্ম কৃৎস্নম্ (সমস্তম্) অধ্যাত্মম্ (প্রত্যগাত্মবিষয়ং বস্তু) অখিলম্ (নিরবশেষম্) কর্ম্ম চ বিদুঃ (জানন্তি) ॥ ২৯ ॥

প্রতিশব্দ।—স্থবিরতা-মৃত্যুনিবারণার্থ আমাকে আশ্রয়-করিয়া যাহারা যত্ন-করে তাহারা সেই ব্রহ্ম সমস্ত আত্মাধিকৃত-বস্তু এবং নিঃশেষরূপ কর্ম্ম জানে ॥ ২৯ ॥

ব্যাখ্যা।—যাঁহারা জরামরণাদি সংসার-যাতনা নিবৃত্তির নিমিত্ত আমার শরণাগত হইয়া প্রযত্ন-পরায়ণ হন, তাঁহারা পরব্রহ্মরূপ আমার, আত্মাশ্রিত বস্তু সমূহের এবং যাবতীয় কর্ম্মের তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইয়া থাকেন ॥ ২৯ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—তে কিমর্থং ভজন্তে ? ইত্যুচ্যতে জরেতি। জরামরণমোক্ষায় জরামরণয়োর্ম্মোক্ষার্থং মাং পরমেশ্বরম্ আশ্রিত্য মৎসমাহিতচিত্তাঃ সন্তো যতন্তি যে, তে যদ্ব্রহ্ম পরং তদ্বিদুঃ কৃৎস্নং সমস্তমধ্যাত্মং প্রত্যগাত্মবিষয়ং বস্তু তদ্বিদুঃ কর্ম্ম চাখিলং সমস্তং বিদুঃ ॥ ২৯ ॥

আনন্দগিরি।—যথোক্তানামধিকারিণাং ভগবদ্ভজনফলং প্রশ্নদ্বারা দর্শয়তি তে কিমর্থমিতি। জরামরণাদিলক্ষণো যো বন্ধস্তদ্বিশ্লেষার্থং ভগবদ্ভজনমিত্যর্থঃ। সম্প্রতি সগুণস্য সপ্রপঞ্চস্য মধ্যমানুগ্রহার্থং ধ্যেয়ত্বমাহ মামাশ্রিত্যেতি। জরাদিসংসারনিবৃত্ত্যর্থং নির্গুণং নিষ্প্রপঞ্চং মামুত্তমাধিকারিণো জানন্তীত্যুক্তম্ "মামেব যে প্রপদ্যন্তে" ইত্যাদাবিত্যাহ জরেতি। মধ্যমাধিকারিণং প্রত্যাহ মামিতি। পরমেশ্বরাশ্রয়ণং নাম বিষয়বিমুখত্বেন ভগবদেকনিষ্ঠত্বমিত্যাহ মৎসমাহিতেতি। প্রযতনং ভগবন্নিষ্ঠাসিদ্ধ্যর্থং বহিরঙ্গাণাং যজ্ঞাদীনামন্তরঙ্গাণাঞ্চ শ্রবণাদীনামনুষ্ঠানম্। প্রাগুক্তং জগদুপাদানং পরং ব্রহ্ম কথং ব্রহ্ম বিদুরিত্যপেক্ষায়াং সমস্তাধ্যাত্মবস্তুত্বেন সকলকর্ম্মত্বেন চ তদ্বিদুরিত্যাহ কৃৎস্নমিতি ॥ ২৯ ॥

রামানুজ।—ততস্তেষাং ত্রয়াণাং ভগবন্তং ভজমানানাং জ্ঞাতব্যবিশেষানুপাদেয়াংশ্চ প্রস্তৌতি জরেতি। জরামরণমোক্ষায় প্রকৃতিবিযুক্তাত্মস্বরূপদর্শনায় মামাশ্রিত্য যে ভজন্তে তে ব্রহ্ম বিদুঃ, অধ্যাত্মঞ্চ কৃৎস্নং বিদুঃ, কর্ম্ম চাখিলং বিদুঃ ॥ ২৯ ॥

হনুমান্।—জরেতি। জরামণমোক্ষায় মামাশ্রিত্য যতন্তি প্রযতন্তে ব্রহ্ম তদ্বিদুর্বিজানন্তি কৃৎস্নমধ্যাত্মমধ্যাত্মভূতং প্রত্যগাত্মভূতং কর্ম্ম চাখিলং সমস্তম্ ॥ ২৯ ॥

শ্রীধর।—এবঞ্চ মাং ভজন্তস্তে সর্ব্বং বিজ্ঞেয়ং বিজ্ঞায় কৃতার্থা ভবন্তীত্যাহ জরেতি। জরামরণয়োর্নিরসনার্থং মামাশ্রিত্য যে প্রযতন্তে, তে তৎ পরং ব্রহ্ম বিদুঃ, কৃৎস্নমধ্যাত্মঞ্চ বিদুঃ যেন তৎ প্রাপ্তব্যম্, তং দেহাদিব্যতিরিক্তং শুদ্ধমাত্মানঞ্চ জানন্তীত্যর্থঃ, তৎসাধনভূতমখিলং সরহস্যং কর্ম্ম চ জানন্তি ইত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥

বলদেব।—তদেবমার্ত্তাদয়ঃ সকামা মদ্ভক্তাঃ কামানন্নুভূয়ান্তে মাং প্রপদ্য বিন্দন্তি মদন্যদেবভক্তাস্তু সংসরন্তীত্যুক্তম্। অথ তেভ্যোঽন্যোঽপি সকামো মদ্ভক্তোঽস্তীত্যুচ্যতে জরেতি। যে জরামরণাভ্যাং বিমোক্ষায় তন্মাত্রকামাঃ সন্তো মামাশ্রিত্য মদর্চ্চাং সেবিত্বা যতন্তে তৎপ্রণামাদি কুর্ব্বন্তি, তে তৎ প্রসিদ্ধং ব্রহ্ম কৃৎস্নং সপরিকরং বিদুঃ, অধ্যাত্মঞ্চাখিলং কর্ম্ম চ বিদুঃ। ব্রহ্মাদিশব্দানামধিভূতাদিশব্দানাঞ্চার্থঃ পরস্মিন্নধ্যায়ে ভগবতৈব ব্যাখ্যাস্যন্তে। মদর্চ্চাসেবয়া বিজ্ঞেয়ং বিজ্ঞায় মুক্তিং লভন্তে ন তু মদ্বশ্যতাকরীঃ মৎপ্রিয়তামিত্যর্থঃ। স্মৃতিশ্চৈবমাহ "সকৃদ্‌যদঙ্গপ্রতিমান্তরাহিতা মনোময়ীং ভাগবতীং দদৌ গতিম্" ইত্যাদ্যা ॥ ২৯ ॥

মধুসূদন।—অথেদানীমর্জ্জুনস্য প্রশ্নমুত্থাপয়িতুং সূত্রভূতৌ শ্লোকাবুচ্যেতে জরেতি। অনয়োরেব বৃত্তিস্থানীয় উত্তরোঽধ্যায়ো ভবিষ্যতি। যে সংসারদুঃখান্নির্ব্বিণ্ণা জরামরণমোক্ষায় জরামরণাদিবিবিধদুঃসহসংসারদুঃখনিরাসায় তদেকহেতুং মাং সগুণং ভগবন্তমাশ্রিত্য ইতরসর্ব্ববৈমুখ্যেন শরণং গত্বা যতন্তি যতন্তে, মদর্পিতানি ফলাভিসন্ধিশূন্যানি বিহিতানি কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্তি, তে ক্রমেণ শুদ্ধান্তঃকরণাঃ সন্তস্তজ্জগৎকারণং মায়াধিষ্ঠানং শুদ্ধং পরং ব্রহ্ম নির্গুণং তৎপদলক্ষ্যং মাং বিদুঃ, তথা আত্মানং শরীরমধিকৃত্য প্রকাশমানং কৃৎস্নং উপাধ্যপরিচ্ছিন্নং ত্বংপদলক্ষ্যং বিদুঃ, কর্ম্ম চ তদুভয়বেদনসাধনং গুরূপসদনশ্রবণমননাদ্যখিলং নিরবশেষং ফলাব্যভিচারী বিদুর্জানন্তীত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥

নীলকণ্ঠ।—ততশ্চ জরামরণয়োঃ প্রবাহাৎ আত্মনো মোক্ষায় মামাশ্রিত্য ময়ি সমাহিতচেতসো ভূত্বা যে যতন্তি যতন্তে জ্ঞানলাভায় বেদান্তশ্রবণাদৌ তে তৎ সর্ব্ববেদান্তপ্রসিদ্ধং কৃৎস্নং ব্রহ্ম বিদুঃ, বিরাড়াদ্যুপাসকা হ্যকৃৎস্নব্রহ্মবিদঃ সূত্রকারণয়োর্নিষ্কলস্য চাজ্ঞানাৎ। শ্রীগোপালবালোপাসকাস্তু তৎপদলক্ষ্যকৃৎস্নব্রহ্মবিদোঽতস্তে অধ্যাত্মাদিকং কাৎর্স্নেন জানন্তীতি সর্ব্ববিদো ভবন্তীত্যর্থঃ। অনেন "যজ্‌জ্ঞাত্বা নেহ ভূয়োঽন্যৎ জ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে" ইত্যেকবিজ্ঞানাৎ সর্ব্ববিজ্ঞানপ্রতিজ্ঞা যা পূর্ব্বং কৃতা তস্যা উপসংহারো দর্শিতঃ, অধ্যাত্মং আত্মনি শরীরে স্থিতং প্রত্যগাত্মবিষয়ং বস্তু শুদ্ধং ত্বম্পদার্থমিত্যর্থঃ, কর্ম্ম চ তত্ত্বম্পদার্থজ্ঞানয়োঃ সাধনং শ্রবণাদিকং সর্ব্বং বিদুঃ ॥ ২৯ ॥

বিশ্বনাথ।—তদেবমার্ত্তাদ্যাস্ত্রয়ঃ সকামা মাং ভজন্তঃ কৃতার্থা ভবন্তীতি দেবতান্তরং ভজন্তস্তু চ্যবন্তে ইত্যুক্ত্বা স্বস্যাভজনেঽপ্যধিকারিণশ্চোক্তা ভগবতা ইদানীং অন্যঃ সকামঃ চতুর্থোঽপি মদ্ভক্তোঽস্তীত্যাহ জরেতি। জরামরণয়োর্মোক্ষায় নাশায় যে যোগিনো যতন্তি যতন্তে যে মোক্ষকামা মাং ভজন্তি ইতি ফলিতোঽর্থঃ তে তৎপ্রসিদ্ধং ব্রহ্ম তথা কৃৎস্নমাত্মানং দেহমধিকৃত্য ভোক্তৃতয়া বর্ত্তমানং অধ্যাত্মং জীবাত্মানঞ্চ অখিলং কর্ম্ম নানাবিধকর্ম্মজন্যং জীবস্য সংসারঞ্চ মদ্ভক্তিপ্রভাবাদেব বিদুর্জানন্তি ॥ ২৯ ॥

তাৎপর্য্য।—শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য ও শ্রীমদানন্দগিরির অভিপ্রায়। ক্ষয়িতপাপ, পুণ্যাচার-পরায়ণ, দ্বন্দ-মোহ-নির্ম্মুক্ত ভগবদ্ভজন-পরায়ণ হইলে যে ফল

লব্ধ হয়, তাহাই এস্থলে প্রদর্শিত হইতেছে। জরা-মরণরূপ যাতনা হইতে অব্যাহতি লাভের নিমিত্ত মনুষ্য ভগবদ্ভজনা করিয়া থাকে। অধিকারী-ভেদে এই ভজনা তিন প্রকার। যাহারা অধম, তাহারা ভগবানের ভজন-পথে আদৌ অগ্রসর হয় না; সুতরাং তাহাদের প্রসঙ্গ এস্থলে উল্লেখের আবশ্যকতা নাই। যাহারা সগুণ ও সপ্রপঞ্চ, সেই মধ্যমাধিকারীগণ আমাকে সেই ভাবেই আশ্রয় করে। এই তত্ত্বই এই শ্লোকের প্রতিপাদ্য। যাঁহারা উত্তম অধিকারী, তাঁহারা আমাকে নির্গুণ ও নিষ্প্রপঞ্চরূপেই পরিজ্ঞাত আছেন। তাঁহারা মায়ার হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া জরা-মরণের অতীত ও মুক্ত হইয়াছেন। "মামেব যে প্রপদ্যন্তে" (৭ অধ্যায়, ১৪ শ্লোক) ইত্যাদি বাক্যে এই তত্ত্ব পূর্ব্বেই পরিব্যক্ত হইয়াছে। বিষয়বিমুখত্ব হেতু ভগবদেকনিষ্ঠত্বকেই ভগবদাশ্রয় বলে। এইরূপ ভাবে ভগবদাশ্রয় গ্রহণ করিয়া যাঁহারা ভগবন্নিষ্ঠা সিদ্ধির নিমিত্ত বহিরঙ্গ সাধনরূপ যজ্ঞাদি এবং অন্তরঙ্গ সাধনরূপ শ্রবণাদির অনুষ্ঠান করেন, সেই মধ্যম অধিকারীগণ এই জগতের উপাদানভূত পরব্রহ্মকে অবগত হইয়া থাকেন; সকল অধ্যাত্ম বস্তু অবগত হইয়া থাকেন এবং যাবতীয় কর্ম্ম অবগত হইয়া থাকেন। অর্থাৎ সেই পরব্রহ্মকে তাঁহারা সমস্ত আত্মাশ্রিত বস্তুরূপে এবং সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মরূপে অবগত হইয়া থাকেন।

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্যের অভিপ্রায়। পূর্ব্বে যে আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু ও অর্থার্থী এই তিন প্রকার সকাম ভজন-পরায়ণের উল্লেখ করা হইয়াছে (৭ অধ্যায়, ১৬ শ্লোক) তাঁহাদের জ্ঞাতব্যের বিশেষত্ব ও উপাদেয়ত্ব এস্থলে পরিকীর্ত্তিত হইতেছে। প্রকৃতি-বিযুক্ত আত্মস্বরূপ দর্শন ঘটিলেই জরা-মরণের নিবৃত্তি হয়। তাদৃশ জরা-মরণ-মোক্ষরূপ আত্মজ্ঞান লাভার্থ যাঁহারা প্রযত্ন করেন, তাঁহারা সেই ব্রহ্মকে জানেন, সমস্ত অধ্যাত্ম জানেন এবং যাবতীয় কর্ম্মও জানেন।

শ্রীমৎ শ্রীধর স্বামীর অভিপ্রায়। যাঁহারা পূর্ব্বোল্লিখিতরূপে আমার ভজন-পরায়ণ হইয়া থাকেন, তাঁহারা সর্ব্বজ্ঞত্ব লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়া থাকেন। জরা-মরণ নিবারণের নিমিত্ত আমাকে আশ্রয় করিয়া যাঁহারা প্রযত্ন-পরায়ণ হন, তাঁহারা সেই পরব্রহ্মকে জানিয়া থাকেন; যে অধ্যাত্ম জ্ঞানের দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান সঞ্জাত হয়, তাহাও তাঁহারা লাভ করিয়া থাকেন;

অর্থাৎ দেহাদি ব্যতিরিক্ত শুদ্ধ আত্মা বিষয়েও তাঁহাদের জ্ঞান জন্মে ; অপিচ সেই জ্ঞান লাভের সাধনস্বরূপ সরহস্য যাবতীয় কর্ম্মও তাঁহারা পরিজ্ঞাত হইয়া থাকেন। অনুষ্ঠান পদ্ধতি সহকৃত কর্ম্মতত্ত্ব পরিজ্ঞান হইতে অধ্যাত্ম জ্ঞান জন্মে এবং অধ্যাত্ম জ্ঞান হইতে ব্রহ্মজ্ঞান উপজাত হয়।

শ্রীমদ্বলদেব ও শ্রীমদ্বিশ্বনাথের অভিপ্রায়। শ্রীভগবান্ পূর্ব্বেই বলিয়াছেন, আর্ত্তাদি সকাম ভক্তগণ প্রথমতঃ কামনার উপভোগ করিয়া পরে আমাকে লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়া থাকে। কিন্তু যাহারা মদ্ভিন্ন অন্য দেবতার ভজনা করে, তাহাদের আবার সংসার প্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে। উল্লিখিত তিন প্রকার সকাম ভগবদ্ভক্ত ও অন্য দেবভক্তের বিষয় পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়া, এক্ষণে শ্রীভগবান্ অন্য অর্থাৎ চতুর্থ এক প্রকার সকাম ভগবদ্ভক্তের উল্লেখ করিতেছেন। জরামরণ নাশের নিমিত্ত যে সকল যোগী যত্ন-পরায়ণ হন, অর্থাৎ যাঁহারা মোক্ষলাভার্থ আমার ভজনা করেন, তাঁহারা মদ্ভক্তিপ্রভাবে ব্রহ্ম, আত্মা দেহকে অধিকার করিয়া যেরূপ ভোক্তৃভাবে বিরাজমান থাকেন সেই অধ্যাত্মতত্ত্ব এবং যাবতীয় কর্ম্ম অর্থাৎ নানাবিধ কর্ম্ম-জন্য জীবের সংসার প্রাপ্তির বিষয় পরিজ্ঞাত আছেন। এই শ্লোকের ব্রহ্মাদিশব্দ এবং পশ্চাদ্বর্ত্তী শ্লোকের অধিভূতাদি শব্দের অর্থ পরবর্ত্তী অধ্যায়ে শ্রীভগবান্ কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত হইবে।

শ্রীমন্মধুসূদন সরস্বতীর অভিপ্রায়। এক্ষণে অর্জ্জুনের প্রশ্ন উত্থাপনের উদ্দেশে শ্রীভগবান্ সূত্রস্বরূপ এই শ্লোক অবতারিত করিতেছেন। পরবর্ত্তী অধ্যায় এই সূত্র স্বরূপ শ্লোকের বৃত্তি স্থানীয় হইবে। যাহারা সংসার সুখে প্রপীড়িত হইয়া অশেষ যন্ত্রণার হেতুভূত দুঃসহ জরা-মরণ-নাশ-কামনায় তাহার একমাত্র হেতুস্বরূপ সগুণ ভগবদ্রূপ আমাকে আশ্রয় করেন, অর্থাৎ অন্যান্য সর্ব্ব-বিমুখ হইয়া একান্ত ভাবে আমার শরণাগত হন এবং ফলাভিসন্ধিশূন্য ভাবে, আমাকে অর্পণ করিয়া, বিহিত কর্ম্মসমূহের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা ক্রমশঃ শুদ্ধান্তঃকরণ হইয়া সমস্ত জগতের কারণ স্বরূপ মায়ার অধিষ্ঠানভূত তৎপদলক্ষিত নির্গুণ পরব্রহ্মরূপ আমাকে জানিতে পারেন। ত্বম্পদের লক্ষিত উপাধি অপরিচ্ছিন্ন শরীরীরূপে প্রকাশমান আত্মাকেও জানিতে পারেন। এবং তদুভয় জ্ঞানের সাধনস্বরূপ গুরূপদিষ্ট শ্রবণমননাদি নিরবশেষ কর্ম্মতত্ত্বও জানিতে পারেন।

শ্রীমন্নীলকণ্ঠের অভিপ্রায়। জরা-মরণের প্রবাহ হইতে আত্মার মুক্তি সাধনের নিমিত্ত আমাতে সমাহিত চিত্ত হইয়া যাঁহারা বেদান্ত ও শ্রবণাদি সহকারে জ্ঞানলাভার্থ প্রযত্নশীল হন, তাঁহারা সেই সর্ব্ববেদান্ত-প্রসিদ্ধ পরব্রহ্মকে জানিতে পারেন। বিরাট্ বা হিরণ্যগর্ভাদির উপাসকগণ কৃৎস্ন ব্রহ্মবিষয়ে অনভিজ্ঞ; কারণ তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তি স্থূল পদার্থকেই লক্ষ্য করিতে সমর্থ, সূক্ষ্ম ও কারণ এবং নিষ্কল ব্রহ্মকে লক্ষ্য করিতে অসমর্থ। চিদানন্দময় শ্রীমদ্গোপালের উপাসকগণ তৎপদপ্রতিপাদ্য কৃৎস্ন ব্রহ্মবিষয়ে অভিজ্ঞ। অতএব তাঁহারা আধ্যাত্মিকতত্ত্ব বিষয়ে সম্যক্রূপে অভিজ্ঞ এবং নিখিল আধ্যাত্মিক কর্ম্ম অর্থাৎ ত্বম্পদার্থের জ্ঞানসাধন শ্রবণ-মননাদি বিষয়েও অভিজ্ঞ। সুতরাং তাঁহারা সর্ব্বজ্ঞ। গীতাশাস্ত্রের ৭ম অধ্যায় ২য় শ্লোকে যে উক্ত হইয়াছে, যাঁহাকে জ্ঞাত হইলে আর অন্য কোন বিষয় জ্ঞাতব্যরূপে অবশিষ্ট থাকে না, অর্থাৎ একব্রহ্ম বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান হইলে সকল বিষয়ই বিজ্ঞান হয়, উপসংহার রূপে এই শ্লোকে তাহাই প্রদর্শিত হইল ॥ ২৯ ॥

সাধিভূতাধিদৈবং মাং সাধিযজ্ঞঞ্চ যে বিদুঃ।
প্রয়াণকালেঽপি চ মাং তে বিদুর্যুক্তচেতসঃ ॥৩০॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং
যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে বিজ্ঞানযোগো নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়।—যে (ভক্তাঃ) চ মাং সাধিভূত-অধিদৈবম্ (অধিভূতাধিদৈবাভ্যাং সহিতম্) সাধিযজ্ঞম্ (অধিযজ্ঞেন সহিতম্) চ বিদুঃ (জানন্তি) তে যুক্তচেতসঃ সমাহিতচিত্তাঃ প্রয়াণকালে (মৃত্যুসময়ে) অপি মাং বিদুঃ ॥ ৩০ ॥

প্রতিশব্দ।—যাঁহারা-ও আমাকে অধিভূত-অধিদৈব-সহিত এবং অধিযজ্ঞ-সহিত জানেন তাঁহারা সমাহিত চিত্ত মৃত্যুকালে-ও আমাকে জানেন ॥ ৩০ ॥

ব্যাখ্যা।—যে সকল ব্যক্তি আমাকে আমার অধিভূত, অধিদৈব ও অধিযজ্ঞ অবস্থার সহিত পরিজ্ঞাত হইয়াছেন, সেই সমাহিত-চিত্ত পুরুষগণ মরণ-কালেও আমাকে বিস্মৃত হন না ॥ ৩০ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—সাধীতি। সাধিভূতাধিদৈবং অধিভূতঞ্চাধিদৈবঞ্চ অধিভূতাধিদৈবং তেন সহ অধিভূতাধিদৈবেন বর্ত্ততে ইতি সাধিভূতাধিদৈবং মাং যে বিদুঃ সাধিযজ্ঞঞ্চ সহ অধিযজ্ঞেন সাধিযজ্ঞং যে বিদুঃ প্রয়াণকালে মরণকালেঽপি চ তে মাং বিদুঃ যুক্তচেতসঃ সমাহিতচিত্তা ইতি ॥ ৩০ ॥

ইতি শ্রীগোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদ শিষ্য-পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য-শ্রীমচ্ছঙ্কর-ভাগবতকৃতৌ গীতাভাষ্যে সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

আনন্দগিরি।—ন কেবলং ভগবন্নিষ্ঠানাং সর্ব্বাধ্যাত্মককর্ম্মাত্মকব্রহ্মবিত্ত্বমেব কিন্ত্বধিভূতাদিসহিতং তদ্বেদিত্বমপি সিধ্যতীত্যাহ সাধিভূতেতি। অধ্যাত্মং কর্ম্মাধিভূতমধিদৈবমধিযজ্ঞঞ্চেতি পঞ্চকং কর্ম্ম তদ্ব্রহ্ম যে বিদুস্তেষাং যথোক্তজ্ঞানবতাং সমাহিতচেতসামাপদবস্থায়ামপি ভগবত্তত্ত্বজ্ঞানমপ্রতিহতং তিষ্ঠতীত্যাহ প্রয়াণেতি। অপিচেতি নিপাতাভ্যাং তস্যামবস্থায়াং করণগ্রামস্য ব্যগ্রতয়া জ্ঞানাসম্ভবেঽপি ময়ি সমাহিতচিত্তানামুক্তজ্ঞানবতাং ভগবত্তত্ত্বজ্ঞানমযত্নলভ্যমিতি দ্যোত্যতে। তদনেন সপ্তমেনোত্তমমধিকারিণং প্রতি জ্ঞেয়ং নিরূপয়তা তদর্থমেব সর্ব্বাত্মকত্বাদিকমুপদিশতা প্রকৃতিদ্বয়দ্বারেণ সর্ব্বকারণত্বাদিতি চ বদতা তৎপদবাচ্যং তল্লক্ষ্যাঞ্চোপলক্ষিতম্ ॥ ৩০ ॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য-শুদ্ধানন্দপূজ্যপাদ-শিষ্য-ভগবদানন্দগিরি-বিরচিতে শ্রীগীতাভাষ্যবিবেচনে সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

রামানুজ।—অত্র য ইতি পুনর্নির্দ্দেশাৎ পূর্ব্বনির্দ্দিষ্টেভ্যোঽন্যেঽধিকারিণো জ্ঞায়ন্তে। সাধিভূতং সাধিদৈবং মামৈশ্বর্য্যার্থিনো যে বিদুরিত্যেতদনুবাদস্বরূপমন্যপ্রাপ্তার্থত্বাৎ তদ্বিধায়কমেব, তথা সাধিযজ্ঞমিত্যপি ত্রয়াণামধিকারিণামবিশেষেণ বিধীয়তেঽর্থস্বাভাব্যাৎ ত্রয়াণাং হি নিত্যনৈমিত্তিকরূপমহাযজ্ঞাদ্যনুষ্ঠানমবর্জনীয়ং তে চ প্রয়াণকালেঽপি স্বপ্রাপ্যানুগুণং মাং বিদুঃ। তেচেতি চকারাৎ পূর্ব্বে জরামরণমোক্ষায় যতমানাশ্চ প্রয়াণকালেঽপি বিদুরিতি সমুচ্চীয়ন্তে। অনেন জ্ঞানিনোঽপ্যর্থস্বাভাব্যাৎ সাধিযজ্ঞং মাং বিদুঃ। প্রয়াণকালেঽপি স্বপ্রাপ্যানুগুণং মাং বিদুরিত্যুক্তং ভবতি ॥ ৩০ ।

ইতি শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্যবিরচিতে গীতাভাষ্যে সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

হনুমান্।—সাধিভূতেতি। সাধিভূতাধিদৈবং অধিভূতাদিদৈবৈঃ সহিতং সাধিযজ্ঞং যজ্ঞসহিতঞ্চ যে বিদুঃ বিজানন্তি, প্রয়াণকালে মরণকালে চাপি মাং তে বিদুর্বিজানন্তি যুক্তচেতস ইতি॥ ৩০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ধনুমদীয়ে পৈশাচভাষ্যে সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীধর।—নচৈবম্ভূতানাং যোগভ্রংশশঙ্কাপীত্যাহ সাধিভূতেতি। অধিভূতাদি-শব্দানামর্থং শ্রীভগবানেবোত্তরাধ্যায়ে ব্যাখ্যাস্যতি, অধিভূতেনাধিদৈবেন চ সহ অধিযজ্ঞেন চ সহ মাং যে জানন্তি, তে যুক্তচেতসো ময্যাসক্তমনসঃ প্রয়াণকালেঽপি মরণসময়েঽপি মাং বির্জানন্তি, ন তু তদাপি ব্যাকুলীভূয় মাং বিস্মরন্তি, অতো মদ্ভক্তানাং ন যোগভ্রংশশঙ্কেতি-ভাবঃ। কৃষ্ণভক্ত্যৈব যত্নেন ব্রহ্মজ্ঞানমবাপ্যতে। ইতি বিজ্ঞানযোগাখ্যে সপ্তমে সম্প্রকাশিতম্॥ ৩০ ॥

ইতি শ্রীভগবদ্গীতায়াং স্বামিকৃতটীকায়াং সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

বলদেব।—ন চ তৎসেবয়া প্রাপ্তং তজ্জ্ঞানং কদাচিদপি ভ্রংশেতেত্যাহ সাধীতি। অধিভূতেনাধিদৈবেনাধিযজ্ঞেন চ সহিতং মাং যে বিদুঃ সৎপ্রসঙ্গাজ্জানন্তি তে প্রয়াণকালে মৃত্যুসময়েঽপি মাং বিদুর্নতু তদন্যবদ্ব্যগ্রাঃ সন্তো মাং বিস্মরন্তীত্যর্থঃ। মাং বিদুস্তত্বতো ভক্ত্যা মন্মায়ামুত্তরন্তি তে। তে পুনঃ পঞ্চধেত্যেষ সপ্তমস্য বিনির্ণয়ঃ॥ ৩০ ॥

ইতি শ্রীমদ্বলদেবকৃতে গীতোপনিষদ্ভাষ্যে সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

মধুসূদন।—ন চৈবম্ভূতানাং মদ্ভক্তানাং মৃত্যুকালেঽপি বিবশকরণতয়া মদ্বিস্মরণং শঙ্কনীয়ম্. যতঃ সাধিভূতাধিদৈবং অধিভূতাধিদৈবাভ্যাং সহিতং তথা সাধিযজ্ঞঞ্চ অধিযজ্ঞেন চ সহিতং মাং যে বিদুশ্চিন্তয়ন্তি, তে যুক্তচেতসঃ সন্তস্তৎসংস্কারপাটবাৎ প্রয়াণ-কালে প্রাণোৎক্রমণকালে করণগ্রামস্যাত্যন্তব্যগ্রতায়ামপি চকারাদযত্নেনৈব মৎকৃপয়া মাং সর্ব্বাত্মানং বিদুর্জানন্তি, তেষাং মৃতিকালেঽপি মদাকারৈব চিত্তবৃত্তিঃ পূর্ব্বোপচিত-সংস্কারপাটবাদ্ভবতি, তথা চ তে মদ্ভক্তিযোগাৎ কৃতার্থা ইতি ভাবঃ। অধিভূতাধিদৈবাধি-যজ্ঞশব্দানুত্তরেঽধ্যায়েঽর্জ্জুনপ্রশ্নপূর্ব্বকং ব্যাখ্যাস্যতি ভগবানিতি সর্ব্বমনাবিলম্। তদ-ত্রোত্তমাধিকারিণং প্রতি জ্ঞেয়ং মধ্যমাধিকারিণং প্রতি চ ধ্যেয়ং লক্ষণয়া মুখ্যয়া চ বৃত্ত্যা তৎপদপ্রতিপাদ্যং ব্রহ্ম নিরূপিতম্॥ ৩০ ॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য-বিশ্বেশ্বরসরস্বতী-শ্রীপাদশিষ্য-শ্রীমধুসূদনসরস্বতী-বিরচিতায়াং শ্রীভগবদ্গীতাগূঢ়ার্থদীপিকায়াং জ্ঞাননিষ্ঠাবর্ণনং [অধিকারিভেদেন জ্ঞেয়ধ্যেয়-প্রতিপাদ্যতত্ত্বব্রহ্মনিরূপণম্] নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

নীলকণ্ঠ।—এবং তৎপদার্থবিবেকং সদ্যোমুক্তিহেতুং সমাপ্য তৎপ্রাপ্ত্যুপায়-ভূতান্যুপাসনানি ক্রমমুক্তিফলানি বিস্তরেণ বক্তুকামঃ সংক্ষেপেণ সূত্রয়তি সাধিভূতেতি। অধিভূতঞ্চ অধিদৈবঞ্চ তাভ্যাং সহিতং সাধিভূতাধিদৈবং তথাঽধিযজ্ঞেন সহিতং সাধিযজ্ঞঞ্চ

মাং যে বিদুঃ উপাসতে তে যুক্তচেতসঃ যতো,নিত্যং সমাহিতচিত্তাস্ততো মাং প্রয়াণকালেঽপি সর্ব্বজনব্যামোহকে বিদুরেব, ভাবনাদার্ঢ্যান্মরণকালেঽপি তস্য জ্ঞানস্য প্রমোষো ন ভবত্যতো ভগবতি নৈরন্তর্য্যেণ দৃঢ়া ভাবনা কর্ত্তব্যেতি ভাবঃ। অধিভূতাদিপদার্থন্তু ভগবানেব ব্যাখ্যাস্যতীতি নোক্তবন্তো বয়ম্। ৩০ ॥

শ্রীমৎপদবাক্যপ্রমাণমর্য্যাদাধুরন্ধর চতুর্দ্ধর বংশাবতংস শ্রীগোবিন্দসূরিসূনোঃশ্রীনীলকণ্ঠস্য
কৃতৌ ভারতভাবদীপে ভীষ্মপর্ব্বণি ভগবদ্গীতার্থ-
প্রকাশো নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

বিশ্বনাথ।—মদ্ভক্তিপ্রভাবাৎ যেষামীদৃশং মজ্জ্ঞানং স্যাৎ তেষামন্তকালেঽপি তদেব জ্ঞানং স্যাৎ ন ত্বন্যেষামিব কর্ম্মোপস্থাপিতা ভাবিদেহপ্রাপ্ত্যনুরূপা মতিরিত্যাহ সাধিভূতেতি। অধিভূতাদয়োঽগ্রিমাধ্যায়ে ব্যাখ্যাস্যন্তে ॥ ৩০ ॥

ভক্তা এব হরেস্তত্ত্ববিদো মায়াং তরন্তি চ। তে চোক্তাঃ ষড়্বিধা অত্রেত্যধ্যায়ার্থো নিরূপিতঃ ॥
ইতি সারার্থবর্ষিণ্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্। গীতাসু সপ্তমোঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

তাৎপর্য্য।—এই শ্লোকে অধিভূত, অধিদৈব ও অধিযজ্ঞ এই তিনটি দুরূহ শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। পরবর্ত্তী অধ্যায়ের প্রথমেই অর্জ্জুন এই তিনটি ও আরও কয়েকটি বিষয়ের ভাবার্থপরিজ্ঞানের নিমিত্ত প্রশ্ন উত্থাপিত করিয়াছেন। শ্রীভগবান্ শিষ্যের সন্দেহভঞ্জনার্থ তথায় তৎসমস্ত শব্দের বিশদ ব্যাখ্যা প্রকটিত করিয়াছেন। এজন্য এস্থলে তাহার বিস্তারিত বিবরণ নিষ্প্রয়োজন। এক্ষণে শ্রীভগবান্ প্রদর্শন করিতেছেন যে, যাঁহারা পূর্ব্বোক্তরূপ ব্রহ্মবিৎ, অধ্যাত্মবিৎ ও কর্ম্মবিৎ তাঁহাদের কখনই যোগভ্রংশের সম্ভাবনা নাই; কারণ অন্তিমকালেও সেই যুক্তচিত্ত পুরুষগণ মদেকনিষ্ঠ থাকেন। যাঁহারা অধিভূত, অধিদৈব ও অধিযজ্ঞের সহিত আমাকে জানেন, সেই সমাহিত-চিত্ত ব্যক্তিগণ যখন কাল সহকারে অবশ্যম্ভাবী মৃত্যু-গ্রাসে পতিত হন, তখনও মরণজনিত অপরিহার্য্য যাতনায় প্রপীড়িত হইয়া, অথবা ইন্দ্রিয় সমূহের অক্ষমতা হেতু, কদাপি আমাকে বিস্মৃত হন না। মূলস্থিত শেষ চকার দ্বারা ইহাই পরিব্যক্ত হইতেছে যে, তাদৃশ সময়েও আমার কৃপায় তাঁহারা অনায়াসে সর্ব্বাত্মরূপ আমাকে জানিয়া থাকেন। পূর্ব্বার্জ্জিত সংস্কার প্রাবল্যে মরণকালেও তাঁহাদের চিত্ত-বৃত্তি মদাকারতাই প্রাপ্ত হয়; সুতরাং মদ্ভক্তি যোগে তাঁহারা চরমে কৃতার্থতা লাভ করিয়া থাকেন।

এইরূপে এতদধ্যায়ে লক্ষণা ও মুখ্যাবৃত্তি দ্বারা উত্তমাধিকারীর সম্বন্ধে জ্ঞেয় এবং মধ্যমাধিকারীর সম্বন্ধে ধ্যেয়রূপ লক্ষণাক্রান্ত তৎপদ-প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম পদার্থ নিরূপিত হইল।

শ্রীমৎ শ্রীধর স্বামীর উপসংহার বাক্য। যত্ন সহকৃত কৃষ্ণ ভক্তির দ্বারাই ব্রহ্ম-জ্ঞান লব্ধ হইয়া থাকে। বিজ্ঞান-যোগ নামক সপ্তম অধ্যায়ে ইহাই বিশেষরূপে প্রকাশিত হইল।

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণের উপসংহার বাক্য। যে সকল ভক্ত প্রকৃত রূপে আমার তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইয়াছেন, তাঁহারা আমার মায়াকে অতিক্রম করিয়া থাকেন। তাদৃশ ভক্ত পাঁচ প্রকার। ইহাই এই সপ্তমাধ্যায়ে নিরূপিত হইল।

শ্রীমদ্বিশ্বনাথের উপসংহার বাক্য। ভক্তগণই শ্রীহরির তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইয়া মায়াকে অতিক্রম করেন। তাদৃশ ভক্ত ছয় প্রকার। ইহাই এই অধ্যায়ে নির্ণীত হইল ॥ ৩০ ॥

সপ্তম অধ্যায়ের তাৎপর্য্য সমাপ্ত।

যামুন মুনি।—স্বযাথাত্ম্যং প্রকৃত্যাস্য তিরোধিঃ শরণাগতিঃ। ভক্তভেদঃ প্রবুদ্ধস্য শ্রৈষ্ঠ্যং সপ্তম উচ্যতে॥

তাৎপর্য্য।—শরণাগত মানবগণ ভগবানের যথার্থ স্বরূপ পরিজ্ঞাত হইয়া তাঁহার প্রকৃতিকে অতিক্রম করেন। ভক্তের ভেদ এবং জ্ঞানীর শ্রেষ্ঠতা সপ্তম অধ্যায়ে কীর্ত্তিত হইল।

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ ।

অর্জ্জুন উবাচ ।

কিন্তদ্ ব্রহ্ম কিমধ্যাত্মং কিং কর্ম্ম পুরুষোত্তম ।
অধিভূতং চ কিং প্রোক্তমধিদৈবং কিমুচ্যতে ॥ ১ ॥

অন্বয় ।—অর্জ্জুন উবাচ (কথয়ামাস) পুরুষোত্তম (পরমাত্মন্) তৎ (ভগবতা পূর্ব্বাধ্যায়ে উল্লিখিতম্) ব্রহ্ম কিং (কিম্প্রকারম্) অধ্যাত্মং কিং কর্ম্ম কিং অধিভূতং চ কিং প্রোক্তম্ (ভাবতা কথিতম্) অধিদৈবং কিং উচ্যতে (কথ্যতে) (তন্মে ব্রূহি ইতি ভাবঃ) ॥ ১ ॥

প্রতিশব্দ ।—অর্জ্জুন বলিলেন বিষ্ণো সেই ব্রহ্ম কি অধ্যাত্ম কি কর্ম্ম কি এবং অধিভূত কি কথিত অধিদৈব কাহাকে বলে ॥ ১ ॥

ব্যাখ্যা ।—অর্জ্জুন জিজ্ঞাসিলেন, হে পরমাত্মন্ ! তুমি পূর্ব্বাধ্যায়ে যে ব্রহ্মাদির প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছ, সেই ব্রহ্ম, অধ্যাত্ম, কর্ম্ম, অধিভূত ও অধিদৈব কাহাকে বলে বুঝাইয়া দেও ॥ ১ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—"তে ব্রহ্ম তদ্বিদুঃ কৃৎস্নম্" ইত্যাদিনা ভগবতার্জ্জুনস্য প্রশ্নবীজানি উপদিষ্টানি অতস্তৎপ্রশ্নার্থং অর্জ্জুনউবাচ কিন্তদিতি ॥ ১ ॥

আনন্দগিরি ।—সপ্তমাধ্যায়ান্তে "যেষামন্তগতং পাপম্" ইত্যাদিনা যেষাং ব্রহ্মাদীনামনুসন্ধানমুক্তং যচ্চ প্রয়াণকালে ভগবতঃ স্মরণং দর্শিতং তদিদং জিজ্ঞাসমানঃ সন্ পৃচ্ছতীতি প্রশ্নসমুদায়মবতারয়তি তে ব্রহ্মেতি। প্রশ্নবীজানি তদ্বিষয়ভূতানি ব্রহ্মাদীনি বস্তূনীতি যাবৎ। বুভুৎসিতবিষয়প্রতিলম্ভানন্তরং তেষাং প্রশ্নদ্বারা নির্ণয়ার্থমাহ অত ইতি। যদুক্তং "তে ব্রহ্ম তদ্বিদুঃ" ইতি তৎ কিং সোপাধিকং নিরুপাধিকং বা ? ব্রহ্মশব্দস্যোভয়ত্রাপি সম্ভবাদিতি মন্বাহ কিং তদিতি। যচ্চোক্তং "কৃৎস্নমধ্যাত্মম্" ইতি তত্রাত্মানং দেহমধিকৃত্য তস্মিন্নধিষ্ঠানে তিষ্ঠতীত্যধ্যাত্মশব্দেন শ্রোত্রাদিকরণগ্রামো বা প্রত্যগ্‌ভূতং ব্রহ্মৈব বা বিবক্ষিতমিত্যাহ কিমধ্যাত্মমিতি। "বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে কর্ম্মাণি তনুতেঽপি চ" ইতি শ্রুতৌ কর্ম্মণো দ্বৈবিধ্য-

নির্দ্ধারণাৎ "কর্ম্ম চাখিলম্" ইত্যত্র কীদৃক্ কর্ম্ম গৃহীতমিতি পৃচ্ছতি কিমিতি। ক্ষরাক্ষরাভ্যাং কার্য্যকারণাভ্যাং অতীতস্য ভগবতো ন কিঞ্চিদবেদ্যমস্তীতি সূচয়তি পুরুষোত্তমেতি। "সাধিভূতাধিদৈবম্" ইত্যত্রাধিভূতশব্দেন পৃথিব্যাদিষু ভূতেষু বর্ত্তমানং কিঞ্চিদেব গৃহ্যতে কিংবা সমস্তমেব কার্য্যমিতি নির্দ্দিধারয়িষয়া পৃচ্ছতি অধিভূতমিতি। অধিদৈবমিতি চ দৈবতবিষয়মনুধ্যানং বা দৈবতেষ্বাদিত্যমণ্ডলাদিষু বর্ত্তমানং চৈতন্যং বা জিঘৃক্ষিতমিতি প্রশ্নান্তরং প্রস্তৌতি অধিদৈবমিতি ॥ ১ ॥

শ্রীধর।—"ব্রহ্মকর্ম্মাধিভূতাদি বিদুঃ কৃষ্ণৈকচেতসঃ" ইত্যুক্তং ব্রহ্মকর্ম্মাদি স্পষ্টমষ্টমে উচ্যতে। পূর্ব্বাধ্যায়ান্তে ভগবতোপক্ষিপ্তানাং ব্রহ্মাধ্যাত্মাদিসপ্তপদার্থানাং তত্ত্বং জিজ্ঞাসুরর্জ্জুন উবাচ। কিং তদ্ব্রহ্মেতি দ্বাভ্যাম্। স্পষ্টোঽর্থঃ ॥ ১ ॥

বলদেব।—উক্তান্ পৃষ্টঃ ক্রমাদ্ব্যাখ্যদ্ব্রহ্মাদীন্ হরিরষ্টমে। যোগমিশ্রাঞ্চ শুদ্ধাঞ্চ ভক্তিমার্গদ্বয়ং তথা॥ পূর্ব্বধ্যায়ান্তে মুমুক্ষূণাং জ্ঞেয়তয়োদ্দিষ্টান্ ব্রহ্মাদীন্ সপ্তার্থান্ বিবোদ্ধুমর্জ্জুনঃ পৃচ্ছতি কিং তদ্ব্রহ্মেতি। কিং পরমাত্মচৈতন্যং কিং জীবাত্মচৈতন্যং বা তদ্ব্রহ্মেত্যর্থঃ। কিমধ্যাত্মমিতি আত্মানং দেহমধিকৃত্যেতি নিরুক্তেঃ শ্রোত্রাদীন্দ্রীয়বৃন্দং বা সূক্ষ্মভূতবৃন্দং বা তদিতি। কিং কর্ম্মেতি লৌকিকং বৈদিকং বা তদিতি। আবয়োস্তৌল্যাৎ কিমিতি মাং পৃচ্ছসি ? ইতি শঙ্কাং নিবর্ত্তয়িতুং সম্বোধনং হে পুরুষোত্তমেতি। পরেশত্বাৎ তব সর্ব্বং সুবিদিতং ন তু মমেতি ভাবঃ। অধিভূতঞ্চ কিমিতি ভূতান্যধিকৃত্যেতি নিরুক্তের্ঘটাদিকার্য্যং বা স্থূলশরীরং বা তদিতি। অধিদৈবং কিমিতি দেবতাবিষয়কমনুধ্যানং বা সমষ্টিবিরাট্ বা তদিতি ॥ ১ ॥

মধুসূদন।—পূর্ব্বাধ্যায়ান্তে "তে ব্রহ্ম তদ্বিদুঃ কৃৎস্নমধ্যাত্মং কর্ম্ম চাখিলম্" ইত্যাদিনা সার্দ্ধশ্লোকেন সপ্ত পদার্থা জ্ঞেয়ত্বেন ভগবতা সূত্রিতাস্তেষাং বৃত্তিস্থানীয়োঽয়মষ্টমোঽধ্যায় আরভ্যতে। তত্র সূত্রিতানি সপ্ত বস্তূনি বিশেষতো বুভুৎসমানঃ শ্লোকাভ্যাং তত্র জ্ঞেয়ত্বেনোক্তং ব্রহ্ম কিং সোপাধিকং নিরুপাধিকং বা, এবমাত্মানং দেহমধিকৃত্য তস্মিন্নধিষ্ঠানে তিষ্ঠতীত্যধ্যাত্মং কিং শ্রোত্রাদিকরণগ্রামো বা প্রত্যক্চৈতন্যং বা, তথা "কর্ম্ম চাখিলম্" ইত্যত্র কিং কর্ম্ম যজ্ঞরূপমন্যদ্বা, "বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে কর্ম্মাণি তনুতেঽপি চ" ইতি শ্রুতৌ দ্বৈবিধ্যশ্রবণাৎ। তব মম চ সমত্বাৎ কথং ত্বং মাং পৃচ্ছসি ? ইতি শঙ্কামপনুদন্ সর্ব্বপুরুষেভ্য উত্তমস্য সর্ব্বজ্ঞস্য তব ন কিঞ্চিদজ্ঞেয়মিতি সম্বোধনেন সূচয়তি হে পুরুষোত্তমেতি। অধিভূতঞ্চ কিং প্রোক্তং পৃথিব্যাদিভূতমধিকৃত্য যৎ কিঞ্চিৎ কার্য্যং অধিভূতপদেন বিবক্ষিতম্ কিং বা সমস্তমেব কার্য্যজাতম্। চকারঃ সর্ব্বেষাং প্রশ্নানাং সমুচ্চয়ার্থঃ। অধিদৈবং কিমুচ্যতে দেবতাবিষয়মনুধ্যানং বা সর্ব্বদৈবতেষ্বাদিত্যমল্লাদিষ্বনুস্যূতং চৈতন্যং বা ॥ ১ ॥

নীলকণ্ঠ।—পূর্ব্বস্মিন্নধ্যায়ে মায়োপহিতং ব্রহ্ম জগৎকারণমুক্তং তচ্চ উত্তমানামনুপাধিব্রহ্মপ্রতিপত্তৌ উপলক্ষণম্ মধ্যমানামুপাস্যঞ্চেতি মত্বা প্রতিপত্তব্যংব্রহ্মতদ্বিষয় এক উপাসনাবিষয়াশ্চ ষট্ এবং সপ্তপ্রশ্নবিষয়াস্তে ব্রহ্ম তদ্বিদুরিত্যধ্যায়ান্তে সার্দ্ধশ্লোকেন ভগবতা

সূত্রিতাস্তদ্বৃত্তিরূপোঽয়মধ্যায় আরভ্যতে, তত্র সূত্রিতানাং ব্রহ্মাদিশব্দানামর্থং বুভুৎসুরর্জ্জুন উবাচ কিমিতি। কিন্তৎ কৃৎস্নং ব্রহ্মেতি প্রথমঃ প্রশ্নঃ, শেষঃ স্পষ্টার্থঃ ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ।—পার্থপ্রশ্নোত্তরং যোগং মিশ্রাং ভক্তিং প্রসঙ্গতঃ। শুদ্ধাঞ্চ ভক্তিং প্রোবাচ দ্বে গতী অপি চাষ্টমে ॥ পূর্ব্বধ্যায়ান্তে ব্রহ্মাদিসপ্তপদার্থানাং জ্ঞানং ভগবতোক্তম্ অত্র তেষাং তত্ত্বং জিজ্ঞাসুঃ পৃচ্ছতি কিন্তদিতি দ্বাভ্যাম্ ॥ ১ ॥

তাৎপর্য্য।—শ্রীভগবান্ পূর্ব্ব অধ্যায়ের উপসংহার কালে দুইটী শ্লোকে কয়েকটি শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। অর্জ্জুন তাহার মর্ম্ম গ্রহণে সম্যক্ রূপে সমর্থ না হইয়া এক্ষণে তদ্বিষয়ক প্রশ্ন উত্থাপন করিতেছেন। প্রত্যুত সপ্তম অধ্যায়ের উল্লিখিত শ্লোকদ্বয়কে সূত্র স্বরূপ এবং এই অধ্যায়কে তাহার বৃত্তি স্বরূপ জ্ঞান করা উচিত। উক্ত শ্লোকদ্বয়ে ব্রহ্ম, অধ্যাত্ম, কর্ম্ম, অধিভূত, অধিদৈব, অধিযজ্ঞ এই ছয়টি দুর্ব্বোধ শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে এবং মরণকালে ভগবজ্‌জ্ঞান সম্বন্ধে একটী কঠিন তত্ত্ব পরিব্যক্ত হইয়াছে। তত্ত্ব-জ্ঞান-লিপ্সু অর্জ্জুন উপর্য্যুপরি দুইটি শ্লোকে এই সাতটি তত্ত্বের মর্ম্ম জ্ঞানার্থ বিনীত ভাবে স্বকীয় গুরু জগদ্‌গুরু শ্রীনিবাসের সমীপে তদ্বিষয়ক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। অর্জ্জুন এই শ্লোকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে "পুরুষোত্তম" নামে সম্বোধন করিয়াছেন; যাবতীয় ভূতের যিনি পূরণকর্ত্তা এবং ভূত-সমূহ যাঁহাতে কাল সহকারে অবসন্ন হয় তিনিই পুরুষোত্তম। সুতরাং ভূতের সন্দেহ রূপ অপূর্ণতার পরিপূরণে যিনি নিয়ত সমর্থ এবং যাবতীয় তত্ত্বের যিনি উৎপত্তি, ও বিলয় স্থল, তাদৃশ শ্রেষ্ঠ গুরুকে সেই শ্রেষ্ঠ পরিচয়ে সম্বোধন করিয়া অর্জ্জুন স্বকীয় হৃদয়-জাত সন্দেহ সংক্রান্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। পুরুষোত্তম শব্দের সাধারণ অর্থ পরিগ্রহ করিলেও এ সম্বোধন এস্থলে নিতান্ত যুক্তি-যুক্ত হইয়াছে মনে হইবে। অর্থাৎ হে যাবতীয় পুরুষের মধ্যে সর্ব্বোত্তম ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ প্রবর! তোমার অজ্ঞাত কোন বিষয়ই থাকিতে পারে না। অতএব হে করুণানিধান! কৃপা সহকারে এ অনুগত জনের সন্দেহ সমস্ত উচ্ছেদ করিয়া চরিতার্থ কর। হে ভগবন্! তুমি পূর্ব্বে যে ব্রহ্মের কথা বলিয়াছ তাহা কি? সোপাধিক ও নিরূপাধিক ভেদে ব্রহ্ম দ্বিবিধ। তোমার অভিপ্রায়ানুসারে কোন্ রূপ ব্রহ্ম জ্ঞেয়, তাহা আমাকে বিশেষরূপে বুঝাইয়া দেও। দেহকে অধিকার করিয়া আত্মা তাহাতেই অধিষ্ঠিত থাকেন, এই অধ্যাত্মতত্ত্বই বা কি? চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয়সমূহই

কি অধ্যাত্ম, না প্রত্যক্ চৈতন্যই অধ্যাত্ম, তাহা আমাকে বিশদরূপে বুঝাইয়া বল। মনুষ্যের ইন্দ্রিয় সমূহ দ্বারা কর্ম্ম সম্পন্ন হয় ও জ্ঞান লব্ধ হয়, এবং তৎসমস্ত দেহকেই আশ্রয় করিয়া বর্ত্তমান থাকে। অতএব দেহাধিষ্ঠিত শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়গ্রামকে অধ্যাত্ম শব্দে অভিহিত করা যাইতে পারে; অথবা প্রত্যেক মানবের দেহে প্রত্যক্ চৈতন্য নামাভিধেয় যে স্বতন্ত্র চৈতন্য বিদ্যমান আছে, তাহাও অধ্যাত্ম শব্দে অভিহিত হইতে পারে। তোমার অভিপ্রায়ানুসারে প্রকৃত অধ্যাত্ম কাহাকে বলে তাহা আমাকে বুঝাইয়া বল। তুমি যে অখিল কর্ম্মের কথা উল্লেখ করিয়াছ, তাহার তত্ত্বও সম্যক্ রূপে ব্যাখ্যাত হওয়া আবশ্যক। শ্রুতি বলিয়াছেন, "বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে কর্ম্মাণি তনুতেঽপি চ।" বিজ্ঞান অর্থাৎ জীব যজ্ঞ কর্ম্ম নির্ব্বাহ করেন এবং লৌকিক কার্য্যসমূহ সম্পন্ন করেন। এই শ্রুতি প্রমাণে কর্ম্ম দ্বিবিধরূপে উপলব্ধ হইতেছে; এক, যজ্ঞ কর্ম্ম; দুই, লৌকিক কর্ম্ম। অতএব তোমার প্রযুক্ত কর্ম্মশব্দে যজ্ঞ কর্ম্ম অথবা তদতিরিক্ত কর্ম্মান্তর লক্ষিত হইতেছে কি না, তাহা আমাকে বিশদরূপে বুঝাইয়া দাও। অধিভূত শব্দ দ্বারা কাহাকে লক্ষিত করিতেছ তাহাও সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত কর। পৃথিব্যাদিভূত পদার্থকে অধিকার করিয়া যে কার্য্য সম্পন্ন হয়, তাহাই কি অধিভূত পদের লক্ষ্য? অথবা যাবতীয় কার্য্যই উক্ত পদের লক্ষিত, তাহা বিশদরূপে ব্যাখ্যা কর। আর অধিদৈব শব্দে কি বুঝিব, তাহাও পরিষ্কার করিয়া বল। দেবতাবিষয়ক অনুধ্যানই কি অধিদৈব শব্দের লক্ষ্য? অথবা অতি বিশাল সূর্য্যদেব হইতে অতি ক্ষুদ্র দেবতাতেও যে চৈতন্য অনুস্যূত আছেন, তাহাই অধিদৈব শব্দের লক্ষিত, ইহা আমি স্থির করিতে অক্ষম; এজন্য তৎসম্বন্ধে তোমার অভ্রান্ত অভিপ্রায় জানিবার বাসনা করি। মূলে সকল প্রশ্নের সমুচ্চয়ার্থ চকার পদ প্রযুক্ত হইয়াছে।

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণের অভিপ্রায়। তুমি পূর্ব্বাধ্যায়ান্তে যে ব্রহ্ম শব্দ প্রয়োগ করিয়াছ, তাহাতে পরমাত্ম-চৈতন্য, অথবা জীবাত্ম-চৈতন্য এতদুভয়ের কাহাকে লক্ষ্য করিয়াছ বল। ভবদুক্ত অধ্যাত্ম শব্দ দ্বারা শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়বৃন্দ, অথবা সূক্ষ্মভূতবৃন্দ, এতদুভয়ের কি লক্ষিত হইয়াছে, বুঝাইয়া দেও। ভবৎকথিত কর্ম্ম-শব্দ দ্বারা বৈদিক কর্ম্ম বা লৌকিক কর্ম্ম এতদুভয়ের কোন্‌টি সূচিত হইয়াছে বল। কথিত অধিভূত শব্দে ঘটাদি কার্য্য অথবা স্থূল

শরীর এতদুভয়ের কাহাকে লক্ষ্য করিয়াছ, তাহা ব্যক্ত কর। আর তুমি অধিদৈব শব্দ দ্বারা দেবতাবিষয়ক অনুধ্যান অথবা সমষ্টিস্বরূপ বিরাটের অনুধ্যান এই দুইয়ের কোন্‌টি লক্ষ্য করিয়াছ, তাহা ব্যক্ত কর। যদি ভগবান্ বলেন, এতদুভয় প্রকার বিকৃতিই সমতুল্য, অতএব এ সম্বন্ধে কোনই জিজ্ঞাসার কারণ নাই। এই আশঙ্কা পরিহারার্থ অর্জ্জুন তাঁহাকে পুরুষোত্তম শব্দে সম্বোধন করিতেছেন। অর্থাৎ তুমি পরেশ, এজন্য তোমার পক্ষে সকলই সুবিদিত, কিন্তু আমার পক্ষে কখনই তাহা নহে। সুতরাং আমার নিকট প্রকৃত তথ্যের ব্যাখ্যান আবশ্যক।

শ্রীমৎ শ্রীধরস্বামীর প্রারম্ভ বাক্য। একমাত্র শ্রীকৃষ্ণে সমাহিত চিত্ত ব্যক্তিগণ ব্রহ্ম, কর্ম্ম, অধিভূতাদি পরিজ্ঞাত আছেন, এই প্রসঙ্গ সপ্তমে কীর্ত্তিত হইয়াছে। এক্ষণে অষ্টমাধ্যায়ে ব্রহ্ম কর্ম্মাদির তত্ত্ব সুস্পষ্টরূপে কথিত হইতেছে।

শ্রীমদ্বলদেব গোস্বামীর প্রারম্ভ বাক্য। পূর্ব্বকথিত বিষয়সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইয়া শ্রীহরি অষ্টমাধ্যায়ে ক্রমশঃ ব্রহ্মাদি বিষয়ক তত্ত্ব ব্যাখ্যানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন এবং যোগমিশ্রা ও শুদ্ধা ভেদে দ্বিবিধ ভক্তিমার্গের বিষয়ও কীর্ত্তন করিতেছেন।

শ্রীমদ্বিশ্বনাথের প্রারম্ভ বাক্য। অষ্টম অধ্যায়ে শ্রীভগবান্ পার্থকৃত প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতেছেন এবং প্রসঙ্গতঃ যোগমিশ্রাভক্তি ও শুদ্ধাভক্তি এই দুই প্রকার গতির বিষয়ও পরিকীর্ত্তিত করিতেছেন ॥ ১ ॥

* * *

অধিযজ্ঞঃ কথং কোঽত্র দেহেঽস্মিন্মধুসূদন।
প্রয়াণকালে চ কথং জ্ঞেয়োঽসি নিয়তাত্মভিঃ ॥ ২ ॥

অন্বয়।—মধুসূদন অত্র (অস্মিন্) দেহে (শরীরে) অধিযজ্ঞঃ (অধিষ্ঠাতা) কঃ অস্মিন্ [দেহে] কথং (কেন রূপেণ) [স্থিতঃ] চ (এবং) প্রয়াণকালে (মৃত্যু সময়ে) নিয়ত-আত্মভিঃ (নিয়তচিত্তৈঃ] কথং (কেনোপায়েন) জ্ঞেয়ঃ অসি (ভবসি) ॥ ২ ॥

প্রতিশব্দ।—মধুসূদন এই দেহে অধিযজ্ঞ কে এই [দেহে]

কি প্রকারে [স্থিত] এবং অন্তকালে নিয়ত-চিত্ত-পুরুষ-কর্ত্তৃক কি উপায়ে জ্ঞাত হও ॥ ২ ॥

ব্যাখ্যা।—হে মধুসূদন! এই শরীরে অধিযজ্ঞ অর্থাৎ অধিষ্ঠাতা বা ফলদাতা কে? এই দেহ মধ্যে সেই অধিযজ্ঞ কিরূপে অধিষ্ঠিত? এবং অন্তিম সময়ে সমাহিত চিত্ত হইলে মানবগণ তোমাকে কিরূপে জানিতে পারে? ॥ ২ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—অধিযজ্ঞ ইতি ॥ ২ ॥

আনন্দগিরি।—সাধিযজ্ঞঞ্চেত্যত্রাধিযজ্ঞশব্দেন যজ্ঞমধিকৃতো বিজ্ঞানাত্মা বা পরদেবতা বেতি প্রশ্নান্তরং প্রতিকরোতি অধিযজ্ঞ ইতি। স চ কথং কেন প্রকারেণ ব্রহ্মত্বেন চিন্তনীয়ঃ কিং তাদাত্ম্যেন কিং বাত্যন্তাভেদেন? ইত্যাহ কথমিতি। সর্ব্বথাপি স কিমস্মিন্ দেহে বর্ত্ততে ততো বহির্ব্বা? দেহে চেৎ স কোঽত্র বুদ্ধ্যাদিস্তদ্ব্যতিরিক্তো বা? ইতি জিজ্ঞাসয়া ব্রূতে কোঽত্রেতি। অধিযজ্ঞঃ কথং কোঽত্রেতি ন প্রশ্নভেদঃ কথমিতি কিন্তু প্রকারভেদবিবক্ষয়েতি দ্রষ্টব্যম্। যত্তু সমাহিতচিত্তানামুৎক্রমণকালেঽপি ভগবদনুসন্ধানং সিধ্যতীতি তদযুক্তমুৎক্রমণদশায়াং করণগ্রামবৈয়গ্র্যাচ্চিত্তসমাধানানুপপত্তিরিত্যভিপ্রেত্যাহ প্রয়াণেতি ॥ ২ ॥

রামানুজ।—সপ্তমে পরস্য ব্রহ্মণো বাসুদেবস্য সর্ব্বেশস্য উপাস্যস্য নিখিলচেতনাচেতনবস্তুশেষিত্বং কারণত্বমাধারত্বং সর্ব্বশরীরতয়া সর্ব্বপ্রকারত্বেন সর্ব্বশব্দবাচ্যত্বং সর্ব্বনিয়ন্তৃত্বং সর্ব্বৈশ্চ কল্যাণগুণগণৈরেকাশ্রয়ত্বং তস্যৈব পরতরত্বঞ্চ সত্ত্বরজস্তমোময়ৈঃ দেহেন্দ্রিয়ত্বেন ভোগ্যত্বেন চাবস্থিতৈর্ভাবৈরনাদিকালপ্রবৃত্তদুষ্কৃতপ্রবাহহেতুকৈস্তস্যতিরোধানমত্যুৎকৃষ্ট সুকৃতহেতুকভগবৎপ্রপত্ত্যা চ তন্নিবর্ত্তনং সুকৃততারতম্যেন চ প্রপত্তিবৈশেষ্যাদৈশ্বর্য্যাক্ষরযাথাত্ম্য ভগবৎপ্রাপ্ত্যপেক্ষয়োপাসকভেদং ভগবন্তং প্রেপ্স্বোর্নিত্যযুক্ততয়ৈকভক্তিতয়া চাত্যর্থপরমপুরুষপ্রিয়ত্বেন চ শ্রৈষ্ঠ্যং দুর্লভত্বঞ্চ প্রতিপাদ্য এষাং ত্রয়াণাং জ্ঞাতব্যোপাদেয়ভেদাংশ্চ প্রাস্তৌষীৎ। ইদানীমষ্টমে অর্জ্জুন উবাচ কিন্তদিতি। প্রস্তুতান্ জ্ঞাতব্যোপাদেয়ভেদান্ নির্দ্দিশতি। জরামরণমোক্ষায় ভগবন্তমাশ্রিত্য যতমানানাং জ্ঞাতব্যতয়োক্তং তদ্ব্রহ্মাধ্যাত্মঞ্চ কর্ম্ম চ কিমিতি বক্তব্যম্। ঐশ্বর্য্যার্থিনাং জ্ঞাতব্যমধিভূতমধিদৈবঞ্চ কিং ত্রয়াণাং জ্ঞাতব্যোঽধিযজ্ঞশব্দনির্দ্দিষ্টশ্চ কস্তস্য চাধিযজ্ঞভাবঃ? কথঞ্চ প্রতিপ্রয়াণকালে চৈভিস্ত্রিভির্নিয়তাত্মভিঃ কথং জ্ঞেয়োঽসি? ॥ ১। ২ ॥

হনুমান্।—"তে ব্রহ্ম তদ্বিদুঃ কৃৎস্নম্" ইত্যাদিনা ভগবতার্জ্জুনস্য প্রশ্নবীজান্যুপক্ষিপ্তানি, অতস্তৎ প্রশ্নার্থং অর্জ্জুন উবাচ কিং তদ্‌ব্রহ্মেত্যাদিনা ॥ ১। ২ ॥

শ্রীধর।—কিঞ্চ অধিযজ্ঞইতি। অত্র দেহে যো যজ্ঞো বর্ত্ততে, তস্মিন্ কোঽধিযজ্ঞোঽধিষ্ঠাতা প্রযোজকঃ ফলদাতা চ ক ইত্যর্থঃ। স্বরূপং দৃষ্ট্বাধিষ্ঠানপ্রকারং পৃচ্ছতি। কথং কেন

প্রকারেণ অত্রাবস্মিন্ দেহে স্থিতঃ যজ্ঞমধিতিষ্ঠতীত্যর্থঃ। যজ্ঞগ্রহণং সর্ব্বকর্ম্মণামুপলক্ষণার্থম্, অন্তকালে চ নিয়তচিত্তৈঃ পুরুষৈঃ কথং কেনোপায়েন জ্ঞেয়োঽসি ॥ ২ ॥

বলদেব।—অধিযজ্ঞঃ কইতি। যজ্ঞমধিগত ইন্দ্রাদির্বা বিষ্ণুর্ব্বা স ইতি। কথমিতি তস্যাধিযজ্ঞভাবঃ কথমিত্যর্থঃ। এতৎ সর্ব্বং মৎসন্দেহনিবারণং ত্বয়ৈবৈতৎকরমিতি বোধয়িতুং সম্বোধনং হে মধুসূদনেতি! প্রয়াণেতি তদা সর্ব্বেন্দ্রিয়ব্যগ্রতয়া চিত্তসমাধানাসম্ভবাদিতি ভাবঃ ॥২॥

মধুসূদন।—অধিযজ্ঞো যজ্ঞমধিগতো দেবতাত্মা বা পরব্রহ্ম বা, স চ কথং কেন প্রকারেণ চিন্তনীয়ঃ? কিং তাদাত্ম্যেন কিং বাত্যন্তাভেদেন, সর্ব্বথাপি স কিমস্মিন্দেহে বর্ত্ততে, ততো বহির্ব্বা? দেহে চেৎ স কোঽত্র বুদ্ধ্যাদিস্তদ্ব্যতিরিক্তো বা? অধিযজ্ঞঃ কথং কোঽত্রেতি ন প্রশ্নদ্বয়ম্, কিন্তু সপ্রকার এক এব প্রশ্ন ইতি দ্রষ্টব্যম্। পরমকারুণিকত্বাদনায়াসেনৈব সর্ব্বোপদ্রবনিবারকস্য ভগবতোঽনায়াসেন মৎসন্দেহোপদ্রবনিবারণমীষৎকরমুচিতমেবেতি সূচয়ন্ সম্বোধয়তি হে মধুসূদনেতি। প্রয়াণকালে চ সর্ব্বকরণগ্রামবৈয়গ্র্যাচ্চিত্তসমাধানানুপপত্তেঃ কথং কেন প্রকারেণ নিয়তাত্মভিঃ সমাহিতচিত্তৈর্জ্ঞেয়োঽসীতি উক্তশঙ্কাসূচনার্থশ্চকারঃ। এতৎ সর্ব্বং সর্ব্বজ্ঞত্বাৎ পরমকারুণিকত্বাচ্চ শরণাগতং মাং প্রতি কথয়েত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ২ ॥

নীলকণ্ঠ।—অধিযজ্ঞ ইতি। অধিযজ্ঞঃ কথং কোঽত্র ক ইতি স্বরূপপ্রশ্নঃ কথং জ্ঞেয় ইতি পদাপকর্ষেণ তত্তদুপাসনাপ্রকারপ্রশ্নশ্চেতি দ্বয়ং মিলিত্বা এক এব প্রশ্নঃ। শেষং স্পষ্টম্ ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ।—অধিযজ্ঞ ইতি। অত্র দেহে কোঽধিযজ্ঞো যজ্ঞাধিষ্ঠাতা স চাস্মিন্ দেহে কথং জ্ঞেয় ইত্যুত্তরস্যানুষঙ্গীঃ। ২।

তাৎপর্য্য।—পূর্ব্বাধ্যায়ের ত্রিংশশ্লোকে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন "সাধিযজ্ঞরূপে যিনি আমাকে জানেন তিনিই আমার প্রকৃত তত্ত্ব জানিতে পারেন।" এই বিষয়ে সন্দিহান হইয়া অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিতেছেন, হে মধুসূদন! অধিযজ্ঞ শব্দে জ্ঞানময় আত্মা অথবা পরব্রহ্ম এতদুভয়ের কোন্‌টি প্রতিপাদিত হইয়াছে? যদি পরব্রহ্মই অধিযজ্ঞ শব্দের প্রতিপাদ্য হন, তাহা হইলে তাঁহাকে কি প্রকারে চিন্তা করিতে হইবে? তিনি অভেদরূপে কিংবা অত্যন্তাভেদরূপে চিন্তনীয় তাহা বুঝাইয়া দেও। অথবা যদি তিনি দেহ হইতে অতিরিক্ত হন, তবে কি তিনি এই দেহে থাকেন, না এই দেহের বহির্দ্দেশে থাকেন? যদি এই দেহে থাকেন, তবে তিনি কি বুদ্ধ্যাদিরূপ না তদতিরিক্ত? এই সকল সন্দেহ বিজ্ঞাপনের অভিপ্রায়ে এই শ্লোক অবতারিত হইয়াছে। "কথং" "কোঽত্র" এই পদদ্বয় দ্বারা এই শ্লোকে অর্জ্জুন যে দুইটী প্রশ্ন করিয়া-

ছেন এরূপ নহে, বস্তুতঃ প্রকারভেদে একই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত শ্লোকে শ্রীভগবান্ “প্রয়াণকালে চ” শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে মনে হয়, প্রয়াণকালে অর্থাৎ মৃত্যুর সময় যখন ইন্দ্রিয় সকল শিথিল হইয়া যায় তখন চিত্তকে সমাহিত করাই অসম্ভব; তৎকালে সাধকগণ সমাহিত চিত্ত দ্বারা আপনাকে অবগত হইবে, ইহা কিপ্রকারে সম্ভবপর হইতে পারে? যিনি অনুকম্পাবশতঃ সাধারণের সর্ব্বপ্রকার উপদ্রবনিবারণে তৎপর, তিনি শরণাগত শিষ্য অর্জ্জুনের হৃদয়জাত সন্দেহরূপ উপদ্রবকে অনায়াসে উন্মূল করিবেন তাহাতে আর বক্তব্য কি? ইহাই সূচিত করিবার নিমিত্ত “মধুসূদন” পদ দ্বারা সম্বোধন পূর্ব্বক অর্জ্জুন বলিতেছেন, হে ভগবন! আপনি সর্ব্বজ্ঞ ও পরমকারুণিক, অতএব শরণাগত জনের সংশয় সকল উদ্ঘাটন করিয়া প্রকৃততত্ত্ব উপদেশ প্রদান করুন ॥ ২ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম স্বভাবোঽধ্যাত্মমুচ্যতে।
ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্ম্মসংজ্ঞিতঃ ॥ ৩ ॥

অন্বয়।—শ্রীভগবান্ উবাচ। অক্ষরম্ (ন ক্ষরতি চলতি ইত্যক্ষরং পরমাত্মা) পরমম্ (স্বপ্রকাশপরমানন্দরূপং নিরতিশয়ম্) ব্রহ্ম স্বভাব (স্বো ভাবঃ স্বরূপং প্রত্যগাত্মভাবঃ) অধ্যাত্মম্ (আত্মানং ভোক্তৃরূপেণ দেহমধিকৃত্য বর্ত্তমানম্) উচ্যতে (কথ্যতে) ভূত-ভাব-উদ্ভব-করঃ (ভূতানাং স্থাবরজঙ্গমানাং ভাবং উৎপত্তিং উদ্ভবং বৃদ্ধিং করোতি যঃ সঃ) বিসর্গঃ (দেবতোদ্দেশেন দ্রব্যসম্প্রদানো যাগঃ) কর্ম্মসঙ্গিতঃ (কর্ম্মশব্দেন লক্ষিতঃ) ॥ ৩ ॥

প্রতিশব্দ।—শ্রীভগবান্ বলিলেন। নাশশূন্য পরং ব্রহ্ম নিজ-স্বরূপ অধ্যাত্ম কথিত-হয় বস্তূৎপত্তি-বৃদ্ধিকর দ্রব্যত্যাগ কর্ম্ম-নামে-অভিহিত ॥ ৩ ॥

ব্যাখ্যা ।—শ্রীভগবান্ বলিলেন, যাঁহার নাশ ও বিকার নাই সেই পরমানন্দরূপ পুরুষই ব্রহ্ম ; সেই পরব্রহ্মের প্রত্যেক দেহে প্রত্যগাত্ম ভাবে অবস্থানকে অধ্যাত্ম বলে ; স্থাবরজঙ্গমাত্মকভূত সমূহের উৎপত্তি ও বৃদ্ধি বিধায়ক দেবোদ্দেশে দ্রব্যত্যাগরূপ যাগের নাম কর্ম্ম ॥ ৩ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—এবাং প্রশ্নানাং যথাক্রমং নির্ণয়ায় অক্ষরমিতি । অক্ষরং ন ক্ষরতীতি পরমাত্মা “এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি” ইতি শ্রুতেঃ, ওঁকারস্য চ “ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম” ইতি পরেণ বিশেষণাৎ তদ্‌গ্রহণং পরমমিতি চ নিরতিশয়ে ব্রহ্মণ্যক্ষরে উপপন্নতরং বিশেষণম্ তস্যৈব পরস্য ব্রহ্মণঃ প্রতিদেহং প্রত্যগাত্মভাবঃ । স্বভাবইতি স্বো ভাবঃ স্বভাবোঽধ্যাত্মং উচ্যতে আত্মানং দেহমধিকৃত্য প্রত্যগাত্মতয়া প্রবৃত্তং পরমার্থব্রহ্মাবসানং বস্তুস্বভাবোঽধ্যাত্মমুচ্যতে আধ্যাত্মশব্দেনাভিধীয়তে । ভূতভাবোদ্ভবকরঃ ভূতানাং ভাবো ভূতভাবস্তস্যোদ্ভবো ভূতভাবোদ্ভবস্তং করোতীতি ভূতভাবোদ্ভবকরো ভূতবস্তূৎপত্তিকর ইত্যর্থঃ, বিসর্গো বিসর্জনং দেবতোদ্দেশেন চরুপুরোডাসাদেঃ স্বস্য দ্রব্যস্য বিতরণং পরিত্যাগঃ, স এষ বিসর্গ লক্ষণো যজ্ঞঃ কর্ম্মসংজ্ঞিতঃ কর্ম্মশব্দিত ইত্যর্থঃ, ইত্যেতস্মাদ্বীজভূতাৎ বৃষ্ট্যাদিক্রমেণ স্থাবরজঙ্গমানি ভূতানি উদ্ভবন্তি ॥ ৩ ॥

আনন্দগিরি ।—ব্যাখ্যাতপ্রশ্নসপ্তকস্য প্রতিবচনং ভাগবতমবতারয়তি এষামিতি । ক্রমেণ কৃতানাং প্রশ্নানাং ক্রমেণৈব প্রতিবচনে প্রষ্টুরভীষ্টং প্রতিপত্তিসৌকর্য্যঞ্চ সিধ্যতীতি বুধ্যমানো বিশিনষ্টি যথাক্রমমিতি । তত্র প্রশ্নত্রয়ং নির্ণেতুং ভগবদ্বচনমুদাহরতি অক্ষরমিতি । কিং তদ্ব্রহ্মেতি প্রশ্নস্য প্রতিবচনমক্ষরং ব্রহ্মপরমমিতি । তত্রাক্ষরশব্দস্য নিরুপাধিকে পরস্মিন্নন্তবিনাশিত্বব্যাপ্তিমত্বসম্বন্ধাৎ প্রবৃত্তিং ব্যুৎপাদয়তি অক্ষরমিত্যাদিনা । কথং পুনরক্ষরশব্দস্য যথোক্তে পরমাত্মনি বৃদ্ধপ্রয়োগমন্তরেণ ব্যুৎপত্ত্যা প্রবৃত্তিরাশ্রীয়তে ব্যুৎপত্তেরর্থান্তরেঽপি সম্ভবাৎ ? ইত্যাশঙ্ক্য দ্যাবাপৃথিব্যাদিবিষয়নিরঙ্কুশপ্রশাসনস্য পরস্মাদন্যস্মিন্নসম্ভবাৎ তথাবিধপ্রশাসনকর্ত্তৃত্বেন শ্রুতমক্ষরং ব্রহ্মৈবেত্যাহ এতস্যেতি । রূঢ়ির্যোগমপহরতীতি ন্যায়াদোঙ্কারে বর্ণসমুদায়াত্মন্যক্ষরশব্দস্য রূঢ়্যা প্রবৃত্তিরাশ্রয়িতুমুচিতেত্যাশঙ্ক্যাহ ওঁকারস্যেতি । প্রতিবচনোপক্রমে প্রক্রান্তমোঙ্কারাখ্যমক্ষরমেবোত্তরত্র বিশেষিতং ভবিষ্যতীত্যাশঙ্ক্য পরমবিশেষণবিরোধাৎ ন তস্য প্রক্রমঃ সম্ভবতীত্যাহ পরমমিতি চেতি । কিমধ্যাত্মমিতি প্রশ্নস্যোত্তরঃ স্বভাবোঽধ্যাত্মমিত্যাদি তদ্ব্যাচষ্টে তস্যৈবেতি । স্বকীয়ো ভাবঃ স্বভাবঃ শ্রোত্রাদিকরণগ্রামঃ স চাত্মনি দেহেঽহম্প্রত্যয়বেদ্যে বর্ত্তত ইতি অমুং প্রতিভাসং ব্যাবর্ত্ত্য স্বভাবপদং গৃহ্লাতি স্বো ভাব ইতি । এবং বিগ্রহপরিগ্রহে স্বভাবোঽধ্যাত্মমুচ্যতে ইত্যস্যায়মর্থো নিষ্পন্নো ভবতীত্যনুবাদপূর্ব্বকং কথয়তি স্বভাবইতি । তস্যৈব পরস্যেত্যাদিনোক্তং ন বিস্মর্ত্তব্যমিতি বিশিনষ্টি পরমার্থেতি । পরমমেব হি ব্রহ্ম দেহাদৌ প্রবিশ্য প্রত্যগাত্মভাবমনুভবতি “তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ” ইতি শ্রুতেরিত্যর্থঃ । কিং কর্ম্মেতি প্রশ্নস্যোত্তরমুপাদত্তে

ভূতেতি। ভূতান্যেব ভাবাস্তেষামুদ্ভবঃ সমুৎপত্তিস্তাং করোতীতি ব্যুৎপত্তিঃ সিদ্ধবৎকৃত্য বিধান্তরেণ ব্যুৎপাদয়তি ভূতানামিতি! ভাবঃ সদ্ভাবো বস্তুভাবোঽতএব ভূতবস্তূৎপত্তিকর ইতি বক্ষ্যতি, বৈদিকং কর্ম্মাত্রোক্তবিশেষণং কর্ম্মশব্দিতমিতি। বিসর্গশব্দার্থং দর্শয়ন্ বিশদয়তি বিসর্গ ইত্যাদিনা। কথং পুনর্যথোক্তস্য যজ্ঞস্য সর্ব্বেষু ভূতেষু সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়হেতুত্বেন তদুদ্ভবকরত্বমিত্যাশঙ্ক্যাগ্নৌ প্রাস্তাহুতিরিত্যাদিস্মৃতিমনুস্মৃত্যাহ এতস্মাদ্ধীতি ॥ ৩ ॥

রামানুজ।—অক্ষরমিতি। তদ্ব্রহ্মেতি নির্দ্দিষ্টং পরমমক্ষরং ন ক্ষরতীত্যক্ষরং ক্ষেত্রজ্ঞং সমষ্টিরূপম্। তথাচ শ্রুতিঃ, “অব্যক্তমক্ষরে লীয়তে অক্ষরং তমসি লীয়তে” ইত্যাদিকা। পরমমক্ষরং প্রকৃতিবিনির্ম্মুক্তাত্মস্বরূপং স্বভাবঃ অধ্যাত্মমুচ্যতে স্বভাবঃ প্রকৃতিঃ অনাত্মভূতমাত্মনি সম্বধ্যমানং ভূতসূক্ষ্মং তদ্বাসনাদিকঞ্চ পঞ্চাগ্নিবিদ্যায়াং জ্ঞাতব্যতয়োদিতং তদুভয়ং প্রাপ্যতয়া ত্যাজ্যতয়া চ মুমুক্ষুভির্জ্ঞাতব্যম্, ভূতেতি ভূতভাবো মনুষ্যাদিভাবঃ তদুদ্ভবকরো যো বিসর্গঃ “পঞ্চম্যামাহুতাবাপঃ পুরুষবচসো ভবন্তি” ইতি শ্রুতিসিদ্ধো যোষিৎসম্বন্ধজঃ সকর্ম্মসংজ্ঞিতঃ। তচ্চাখিলং সানুবন্ধমুদ্বেজনীয়তয়া পরিহরণীয়তয়া চ মুমুক্ষুভির্জ্ঞাতব্যং পরিহরণীয়তা চানন্তরমেব বক্ষ্যতে। “যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি” ইতি ॥ ৩ ॥

হনুমান্।—এবং প্রশ্নানাং নির্ণয়ার্থং শ্রীভগবানুবাচ অক্ষরমিতি। অক্ষরং ন ক্ষরতীত্যক্ষরং পরমাত্মরূপং তদ্ব্রহ্মেত্যুচ্যতে “এতস্য বাক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি” ইত্যেষা শ্রুতিঃ। তস্যৈবাস্য ব্রহ্মণ প্রতিদেহং প্রত্যগাত্মত্বভাবোঽধ্যাত্মোচ্যতে আত্মানং দেহমধিকৃত্য প্রত্যগাত্মতয়া প্রকৃত মধ্যাত্মশব্দেনোচ্যতে। প্রত্যর্থভূতানাং প্রাণিনাং ভাবো ভূতং ভাবস্তস্যোদ্ভবঃ উৎপত্তিঃ করোতি ভূতভাবোদ্ভবকরঃ বিসর্গো যাগদেবতোদ্দেশ্যতংদ্রব্যত্যাগরূপত্বাৎ সযোগঃ কর্ম্মসংজ্ঞিতস্তস্য ভূতভাবোদ্ভবকরত্বং “অগ্নৌ প্রাপ্তাহুতি সম্যগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে” ইত্যাদি স্মৃতেঃ ॥ ৩ ॥

শ্রীধর।—প্রশ্নক্রমেণৈবোত্তরং শ্রীভগবানুবাচ অক্ষরমিতি ত্রিভিঃ। ন ক্ষরতি ন চলতীত্যক্ষরম্। নন্বু জীবেঽপ্যক্ষরস্তত্রাহ পরমং যদক্ষরং জগতাং মূলকারণং তদ্ব্রহ্ম, “এতদ্বৈ তদক্ষরং গার্গি! ব্রাহ্মণা অভিবদন্তি” ইতি শ্রুতেঃ,স্বস্যৈব ব্রহ্মণ এবাংশতয়া জীবরূপেণ ভবনং স্বভাবঃ, সএবাত্মানং দেহমধিকৃত্য ভোক্তৃত্বেন বর্ত্তমানোঽধ্যাত্মশব্দেনোচ্যত ইত্যর্থঃ; ভূতানাং জরায়ুজাদীনাং ভাবঃ সত্তা উৎপত্তিঃ উদ্ভবশ্চ “আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টিঃ” ইতি ক্রমেণ বৃষ্টিরূৎকৃষ্টত্বেন ভবনমুদ্ভবঃ তৌ ভূতভাবোদ্ভবৌ করোতি যো বিসর্গো দেবতোদ্দেশেন দ্রব্যত্যাগরূপো যজ্ঞঃ সর্ব্বকর্ম্মণামুপলক্ষণমেতৎ, স চ কর্ম্মশব্দবাচ্যঃ ॥ ৩ ॥

বলদেব।—এবং পৃষ্টো ভগবান্ ক্রমেণ সপ্তানামুত্তরমাহ অক্ষরমিতি। ন ক্ষরতীতি নিরুক্তেরক্ষরং যৎ পরমং দেহাদিবিবিক্তং জীবাত্মচৈতন্যং তন্ময়া ব্রহ্মেত্যুচ্যতে। তস্যাক্ষরশব্দত্বং ব্রহ্মশব্দত্বঞ্চ,“অব্যক্তমক্ষরে লীয়তেঽক্ষরং তমসি লীয়তে তম একীভবতি পরস্মিন্” ইতি “বিজ্ঞানং ব্রহ্ম চেদ্বেদ” ইতি চ শ্রুতেঃ। স্বভাব ইতি। স্বস্য জীবাত্মনঃ সম্বন্ধী যো ভাবো ভূতসূক্ষ্মতদ্বাসনালক্ষণপরার্থঃ। পঞ্চাগ্নিবিদ্যায়াং পঠিতস্তদাত্মনি সংবধ্যমানত্বান্ময়াধ্যাত্মমুচ্যতে।

ভূতেতি তেষাং সূক্ষ্মাণাং ভূতানাং স্থূলৈস্তৈঃ সংপৃক্তানাং ভাবো মনুষ্যাদিলক্ষণস্তদুদ্ভবকরস্তদুৎপাদকো যো বিসর্গঃ স কর্ম্মসজ্ঞিতঃ। জ্যোতিষ্টোমাদিকর্ম্মণা স্বর্গমাসাদ্য তস্মিন্ দেবদেহেন তৎকর্ম্মোপভুজ্য ভাণ্ডসংক্রান্তঘৃতশেষবদ্ভোগোর্ব্বরিতো যঃ কর্ম্মশেষো ভুবি মনুষ্যাদিদেহলাভায় বিসৃষ্টস্তন্ময়া কর্ম্মোচ্যতে। ছান্দোগ্যে দ্যুপর্জ্জন্যপৃথিবীপুরুষযোষিৎসু পঞ্চস্বগ্নিষু শ্রদ্ধাসোমবৃষ্ট্যন্নরেতাংসি ক্রমাৎ পঞ্চাহুতয়ঃ পঠ্যন্তে। তত্রায়মর্থঃ, বৈদিকো জীব ইহলোকেঽম্ময়ানি দধ্যাদীনি শ্রদ্ধয়া জুহোতি। তা দধ্যাদিময্যঃ পঞ্চীকৃতত্বাৎ পঞ্চভূতরূপা আপঃ শ্রদ্ধয়া হুতত্বাৎ শ্রদ্ধাখ্যাহুতিস্বরূপেণ তস্মিন্ জীবে সংবদ্ধাস্তিষ্ঠন্তি। অথ তস্মিন্ মৃতে তদিন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতারো দেবাস্তা দ্যুলোকাগ্নৌ জুহ্বতি, তদ্বন্তং জীবং দিবং নয়ন্তীত্যর্থঃ। হুতাস্তাঃ সোমরাজাখ্যদিব্যদেহতয়া পরিণমন্তে, তেন দেহেন স তত্র কর্ম্মফলানি ভুঙ্‌ক্তে। তদ্ভোগাবসানেঽম্ময়ো জীববান্ দেহৈস্তৈর্দ্দেবৈঃ পর্জ্জন্যাগ্নৌ হুতো বৃষ্টির্ভবতি। বৃষ্টিভূতাস্তাঃ সজীবাঃ পৃথিব্যগ্নৌ তৈর্হুতা ব্রীহ্যাদ্যন্নভাবং লভন্তে। অন্নভূতাঃ সজীবাস্তাঃ পুরুষাগ্নৌ হুতা রেতোভাবং ভজন্তে। রেতোভূতাঃ সজীবাস্তা যোষিদগ্নৌ তৈর্হুতা গর্ভাত্মনা স্থিতা মনুষ্যভাবং প্রয়ান্তীতি তদ্ভাবহেতুরনুশয়শব্দবাচ্যঃ কর্ম্মশেষঃ কর্ম্মেতি। এবমেবোক্তং সূত্রকৃতা তদনন্তরপ্রতিপত্তাবিত্যাদিভিঃ ॥ ৩ ॥

মধুসূদন।—এবং সপ্তানাং প্রশ্নানাং ক্রমেণোত্তরং ত্রিভিঃ শ্লোকৈঃ, প্রশ্নক্রমেণ হি নির্ণয়ে প্রষ্টুরভীষ্টসিদ্ধিরনায়াসেন স্যাদিত্যভিপ্রায়বান্ ভগবানত্র শ্লোকে প্রশ্নত্রয়ং ক্রমেণ নির্ধারিতবান্ এবং দ্বিতীয়শ্লোকেঽপি প্রশ্নত্রয়ম্, তৃতীয়শ্লোকে ত্বেকমিতি বিভাগঃ। নিরুপাধিকমেব ব্রহ্মাত্র বিবক্ষিতং ব্রহ্মশব্দেন, ন তু সোপাধিকমিতি প্রথমপ্রশ্নস্যোত্তরমাহ অক্ষরমিতি। অক্ষরং ন ক্ষরতীত্যবিনাশি অশ্নুতে বা সর্ব্বমিতি সর্ব্বব্যাপকং অক্ষরত্বাৎ "এতদ্বৈ তদক্ষরং গার্গি! ব্রাহ্মণা অভিবদন্ত্যস্থূলমনণু" ইত্যাদ্যুপক্রম্য "এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি! সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ নান্যদতোঽস্তি দ্রষ্টৃ" ইত্যাদিমধ্যে পরামৃশ্য "এতস্মিন্নু খল্বক্ষরে গার্গ্যাকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চ" ইত্যুপসংহৃতম্, শ্রুত্যা সর্ব্বোপাধিশূন্যং সর্ব্বত্র প্রশাসিতৃ অব্যাকৃতাকাশান্তস্য কৃৎস্নস্য প্রপঞ্চস্য ধারয়িতৃ অস্মিংশ্চ শরীরেন্দ্রিয়সংঘাতে বিজ্ঞাতৃ নিরুপাধিকং চৈতন্যং তদিহ ব্রহ্মেতি বিবক্ষিতম্। এতদেব বিবৃণোতি পরমিতি পরমং স্বপ্রকাশপরমানন্দরূপং প্রশাসনস্য কৃৎস্নজড়বর্গধারণস্য চ লিঙ্গস্য তত্রৈবোপপত্তেঃ, "অক্ষরমম্বরান্তরধৃতেঃ" ইতি ন্যায়াৎ, ন ত্বিহাক্ষরশব্দস্য বর্ণমাত্রে গূঢ়ত্বাচ্ছ্রুতিলিঙ্গাধিকরণন্যায়মূলকেন "রূঢির্যোগমপহরতি" ইতি ন্যায়েন রথকারশব্দেন জাতিবিশেষবৎ প্রণবাখ্যমক্ষরমেব গ্রাহ্যং তত্রোক্তলিঙ্গাসংভবাৎ "ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম" ইতি চ পরেণ বিশেষণাৎ, "আনর্থক্যপ্রতিহতানাং বিপরীতং বলাবলম্" ইতি ন্যায়াৎ বর্ষাসু রথকার আদধীতেত্যত্র তু জাতিবিশেষে নাস্ত্যসংভব ইতি বিশেষঃ অনন্যথাসিদ্ধেন তু লিঙ্গেন শ্রুতের্ব্বাধঃ, "আকাশস্তল্লিঙ্গাৎ" ইত্যাদৌ বিবৃতঃ, এতাবাংস্ত্বিহ বিশেষঃ অনন্যথাসিদ্ধেন লিঙ্গেন শ্রুতের্ব্বাধে যত্র যোগঃ সংভবতি, তত্র স এব গৃহ্যতে মুখ্যত্বাৎ,

যথা "আজ্যৈঃ স্তুবতে পৃষ্ঠৈঃ স্তুবতে" ইত্যাদৌ যথা চাত্রৈবাক্ষরশব্দো যত্র তু যোগোঽপি ন সংভবতি, তত্র গৌণী বৃত্তির্যথাকাশপ্রাণাদিশব্দেষু আকাশশব্দস্যাপি ব্রহ্মণি আ সমন্তাৎ কাশত ইতি যোগঃ সংভবতীতি চেৎ স এব গৃহ্যতামিতি পঞ্চপাদীকৃতঃ। তথাচ পারমর্ষং সূত্রম্, 'প্রসিদ্ধেশ্চ" ইতি কৃতমত্র বিস্তরেণ। তদেবং কিং তদ্ব্রহ্মেতি নির্ণীতম্, অধুনা কিমধ্যাত্মমিতি নির্ণীয়তে। যদক্ষরং ব্রহ্মেত্যুক্তম্, তস্যৈব স্বভাবঃ স্বোভাবঃ স্বরূপং প্রত্যক্চৈতন্যং ন তু স্বস্য ভাব ইতি ষষ্ঠীসমাসঃ লক্ষণাপ্রসঙ্গাৎ, ষষ্ঠীতৎপুরুষবাধেন কর্ম্মধারয় পরিগ্রহস্য শ্রুতপদার্থান্বয়েন নিষাদস্থপত্যধিকরণ সিদ্ধত্বাৎ, তস্মান্ন ব্রহ্মণঃ সম্বন্ধি কিন্তু ব্রহ্মস্বরূপমেব আত্মানং দেহমধিকৃত্য ভোক্তৃতয়া বর্ত্তমানমধ্যাত্মমুচ্যতে অধ্যাত্মশব্দেনাভিধীয়তে ন করণগ্রাম ইত্যর্থঃ। যাগদানহোমাত্মকং বৈদিকং কর্ম্মৈবাত্র কর্ম্মশব্দেন বিবক্ষিতমিতি। তৃতীয়প্রশ্নোত্তরমাহ। ভূতানাং ভবধর্ম্মকাণাং স্থাবরজঙ্গমানাং ভাবমুৎপত্তিং উদ্ভবং বৃদ্ধিং চ করোতি যো বিসর্গস্ত্যাগস্তত্তচ্ছাস্ত্রবিহিতো যাগদানহোমাত্মকঃ স ইহ কর্ম্মসংজ্ঞিতঃ কর্ম্মশব্দেনোক্ত ইতি যাবৎ। তত্র দেবতোদ্দেশেন দ্রব্যত্যাগোযাগ উত্তিষ্ঠদ্ধোমোবষট্কারপ্রয়োগান্তঃ, স এব উপবিষ্টহোমঃ স্বাহাকারপ্রযোগান্তঃ, আসেচনপর্য্যন্তো হোমঃ পরস্বত্বাপত্তিপর্য্যন্তঃ স্বত্বত্যাগো দানং সর্ব্বত্র চ ত্যাগাংশোঽনুগতঃ, তস্য ভূতভাবোদ্ভবকরত্বং "অগ্নৌ প্রাস্তাহুতিঃ সম্যগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে। আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টির্বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজা॥" ইতি স্মৃতেঃ "তে বা এতে আহুতী হুতে উৎক্রামতে" ইত্যাদি শ্রুতেশ্চ ॥ ৩ ॥

নীলকণ্ঠ।—ক্রমেণৈষাং প্রশ্নানামুত্তরমাহ অক্ষরমিত্যাদিভিস্ত্রিভিঃ। তত্র কিং তদ্ব্রহ্মেতি অস্যোত্তরং পরমং ব্রহ্মেতি, যৎ পরমং অক্ষরং তদ্ব্রহ্মেতি যোজনা, অক্ষরশব্দস্য বর্ণেষু রূঢ়ত্বাৎ ওমিত্যেতদক্ষরমিত্যাদিশ্রুতৌ ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্মেতি স্মৃতৌ চ দর্শনেনাত্রাপি প্রণবস্যাক্ষরশব্দেন গ্রহণে প্রসক্তে পরমমিতি বিশেষণং প্রণবস্য পরব্রহ্মত্বাসম্ভবাৎ, অতশ্চ "এতদ্বৈতদক্ষরং গার্গি ব্রাহ্মণা অভিবদন্ত্যস্থূলমনণ্বহ্রস্বমদীর্ঘম্" ইতি শ্রুতিপ্রসিদ্ধমথৈওকরসং ব্রহ্ম [বস্তু] অক্ষরশব্দিতং তদ্ব্রহ্মেতি প্রাঞ্চঃ। যদ্বা অক্ষরশব্দেন জীবঃ কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে" উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ" ইতি গীতাসু "ক্ষরং প্রধানমমৃতাক্ষরং হরঃ ক্ষরাত্মানাবীশতে দেব এক" ইতি শ্রুতৌ চ কূটস্থপদেনামৃতপদেন চ বিশেষিতস্যাক্ষরপদস্য জীববাচিত্বদর্শনাৎ, অমৃতোঽক্ষরমিত্যপেক্ষিতে উক্তাভাবচ্ছান্দসঃ, তথাচাক্ষরং জীবাখ্যং পরমং ব্রহ্ম, পরমমিতি বিশেষণেন সোপাধিকস্য পূর্ব্বাধ্যায়োক্তস্য ব্যাবৃত্তিঃ, ন হি জীবস্য সোপাধিকস্য ব্রহ্মভাব সম্ভবতি ব্যাবর্ত্তকোপাধৌ মায়াদর্পণে জাগ্রতি তয়োরভেদাযোগাৎ, কিং তদ্ব্রহ্মেতি প্রশ্নে পরমমিতি বিশেষণাভাবেঽপি তে ব্রহ্ম তদ্বিদুঃ কৃৎস্নমিতি প্রশ্নোত্থাপকে সূত্রে পরমত্ববাচিনা কৃৎস্নপদেন ব্রহ্মণোবিশেষিতত্বাদুত্তরেঽপি ব্রহ্মণঃ পরমমিতি বিশেষণং যুজ্যত এব, প্রশ্নেঽপি তচ্ছব্দেন কৃৎস্নত্বস্যৈব গ্রহাৎ, ততশ্চ কিং তৎ কৃৎস্নং ব্রহ্মেতি প্রশ্নে যদক্ষরং জীবাখ্যং তদেব অপেতোপাধিসম্বন্ধং সৎ কৃৎস্নং ব্রহ্মেতি তত্ত্বমসীতি মহাবাক্যার্থঃ প্রতীচোব্রহ্মভাবঃ

প্রতিপাদিতোভবতীতি হৃদ্যং তথা স্বোঽনাগন্তুকোভাবঃ স্বরূপং স্বভাবঃ শুদ্ধত্বম্পদার্থঃ সোঽধ্যাত্মং উচ্যতে, ভাষ্যে তু তস্যৈব পরস্য ব্রহ্মণঃ প্রতিদেহং প্রত্যগাত্মভাবঃ স্বোভাবঃ স্বভাবোধ্যাত্মমুচ্যতে অধ্যাত্মশব্দেনাভিধীয়তে ইতি, বিসর্গঃ দেবতোদ্দেশেন দ্রব্যত্যাগাত্মকোযাগঃ স কর্ম্মসংজ্ঞিতঃ, তমেব বিশিনষ্টি ভূতেতি ভূতানাং ভাবঃ সাত্ত্বিকাদিঃ স্বভাবঃ উদ্ভবশ্চ তয়োঃ করণাৎ ভূতভাবোদ্ভবকরঃ তথা হি বুদ্ধিঃ কর্ম্মানুসারিণীতি কর্ম্মানুসারিত্বং ভাবস্য স্মর্যতে তথা উদ্ভবোপি কর্ম্মত এব স্মর্যতে, অগ্নৌ প্রাস্তাহুতিঃ সম্যগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে, আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টির্বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজা ইতি॥৩॥

বিশ্বনাথ।—উত্তরমাহ অক্ষরমিতি। ন ক্ষরতীত্যক্ষরং নিত্যং যৎ পরমং তদ্ব্রহ্ম "এতদ্বৈতদক্ষরং গার্গিব্রহ্মণা অভিবদন্তি"ইতি শ্রুতেঃ। স্বভাবঃ সমাত্মানাং দেহাধ্যাসবশাদ্ভাবয়তি জনয়তি ইতি স্বভাবোজীবঃ যদ্বা স্বং ভাবয়তি পরমত্মানং প্রাপয়তি ইতি। স্বভাবঃ শুদ্ধজীবঃ অধ্যাত্মমুচ্যতে অধ্যাত্মশব্দবাচ্য ইত্যর্থঃ। ভূতৈরেব ভাবনাং মনুষ্যাদিদেহানাং উদ্ভবং করোতীতি। সঃ বিসর্গোজীবস্য সংসারঃ কর্ম্মজন্যত্বাৎ কর্ম্মসংজ্ঞঃকর্ম্ম শব্দেন জীবস্য সংসার উচ্যতে ইত্যর্থঃ॥৩॥

তাৎপর্য্য।—শ্রীভগবান্ প্রদত্ত ব্যাখ্যারূপ বিমল আলোক প্রভাবে হৃদয়গত সন্দেহ-তিমির বিদূরিত করিবার বাসনায় অর্জ্জুন যে যে প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন, এক্ষণে ভক্তবৎসল ভগবান্ একে একে তৎসমস্তের যথোপযুক্ত উত্তর প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হইতেছেন। শ্রীভগবান্ তিন শ্লোকে অর্জ্জুন কৃত সপ্ত প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতেছেন। এই শ্লোকে তিনটি, পর শ্লোকে তিনটি এবং তৎপরবর্ত্তী শ্লোকে একটি; এইরূপে তিন শ্লোকে সপ্ত জিজ্ঞাস্য মীমাংসিত হইয়াছে। এক্ষণে সর্ব্বাগ্রে ব্রহ্ম শব্দের তাৎপর্য্য কথিত হইতেছে। ব্রহ্ম শব্দে নিরুপাধিক ব্রহ্মই লক্ষিত হইয়াছেন, সোপাধিক ব্রহ্ম ইহার লক্ষিত নহেন। ব্রহ্ম অক্ষর অর্থাৎ তাঁহার বিনাশ নাই, অথবা তিনি সর্ব্বব্যাপক। শ্রুতি বলিয়াছেন, "এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি! সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ" অর্থাৎ হে গার্গি! এই ব্রহ্ম বা অক্ষরের শাসনপ্রভাবে সূর্য্য ও চন্দ্র বিধৃত হইয়া অবস্থিত আছেন। অপিচ "এতস্মিন্ খল্বক্ষরে গার্গ্যাকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চ" অর্থাৎ হে গার্গি! এই ব্রহ্ম বা অক্ষরে আকাশ ওতপ্রোতভাবে সমাবস্থিত রহিয়াছে। ইত্যাদি শ্রুতি প্রমাণে অক্ষর শব্দে সর্ব্বোপাধি পরিশূন্য, সর্ব্ব পরিশাসক, সর্ব্ব ধারয়িতা, নিরুপাধিক চৈতন্যরূপ ব্রহ্মই লক্ষিত হইয়াছেন। সেই অক্ষর কীদৃশ, ইহাই বিবৃত করিবার অভিপ্রায়ে পরম শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। অর্থাৎ তিনি স্বপ্রকাশ-

পরমানন্দরূপ ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। অর্জ্জুন কৃত “কিং তদ্‌ব্রহ্ম ?” এই প্রথম প্রশ্নের উত্তর প্রদত্ত হইল। অতঃপর অধ্যাত্ম কি, তাহাই বিচারিত হইতেছে। পূর্ব্বে যে ব্রহ্ম নির্ণয় করা হইল, তিনি ভোক্তৃভাবে প্রতি দেহ অধিকার করিয়া বর্ত্তমান আছেন। ব্রহ্মের এই প্রত্যগাত্ম ভাবকে তাঁহার স্বভাব বলা যায় এবং তাঁহার এই স্বভাবই অধ্যাত্ম শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে। অতএব করণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সমূহ অধ্যাত্ম শব্দের লক্ষিত নহে। অর্জ্জুনকৃত “কিমধ্যাত্মম্ ?” এই প্রশ্নের উত্তর সমাপিত হইল। তদনন্তর কর্ম্ম কাহাকে বলে, তাহাই আলোচিত হইতেছে। দেবতার উদ্দেশে শাস্ত্রবিহিত প্রণালীক্রমে চরু পুরোডাশাদির * বিসর্জ্জন এবং শাস্ত্রসঙ্গত যাগ হোমাদির অনুষ্ঠান হেতু স্থাবর-জঙ্গমাত্মক ভূত পদার্থ সমূহের উৎপত্তি ও বৃদ্ধি সংসাধিত হয়। তাদৃশ যজ্ঞাদি কর্ম্ম শব্দের লক্ষিত। দেবোদ্দেশে যে হোম কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহার সর্ব্বাংশই ত্যাগাত্মক। যাহা দেবোদ্দেশে উৎসর্গীকৃত হয়, তাহাও ত্যাগ। এইরূপ ত্যাগাত্মক হোমাদি কর্ম্ম দ্বারা আদিত্য হইতে বৃষ্টি সমুৎপন্ন হয়। সেই বৃষ্টি হইতে অন্ন জন্মে এবং সেই অন্ন হইতে প্রজার উদ্ভব হয়। অতএব দেবোদ্দেশে বিসর্গ অর্থাৎ দ্রব্যত্যাগ ভূতভাবোদ্ভবকর অর্থাৎ ভবধর্ম্মাত্মক পদার্থপুঞ্জের উৎপত্তি ও বৃদ্ধির কারণ। এইরূপ দ্রব্যত্যাগই কর্ম্ম নামে অভিহিত হইয়া থাকে। (এই ভাব গীতার তৃতীয় অধ্যায়স্থ চতুর্দ্দশ শ্লোকে প্রকটিত আছে)।

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভৃতি মহাত্মগণ দেহাদি হইতে স্বতন্ত্র জীবাত্ম চৈতন্যই ব্রহ্ম শব্দের লক্ষিত বলিয়া স্থির করিয়াছেন। ছান্দোগ্য উপনিষদে যজ্ঞাদি কর্ম্ম দ্বারা যেরূপে মনুষ্যাদির উদ্ভব হয়, তাহার বিস্তারিত বিবরণ আছে। বিদ্যাভূষণ মহাশয় এস্থলে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন; এবং ব্রহ্ম-সূত্র-মধ্যস্থ সূত্র বিশেষের উল্লেখ করিয়াছেন। এই গীতা শাস্ত্রের বর্ত্তমান অধ্যায়ে স্থলান্তরে এই মহৎ তত্ত্ব বিস্তারিতরূপে আলোচনা করিবার

---

* চরু।—যজ্ঞে ব্যবহারার্থ পায়স-বিশেষ। তণ্ডুল বা যব দুগ্ধ সহযোগে পাক করিয়া চরু প্রস্তুত হয়। পুরোভাশ।—যবচূর্ণ সংযুক্ত একপ্রকার পিষ্টক। যজ্ঞকালে ইহা দেবোদ্দেশে উৎসর্গীকৃত হইত। চরুর নাম ও ব্যবহার এখনও আমাদের মধ্যে বর্ত্তমান আছে, কিন্তু পুরোভাশের নাম ও ব্যবহার বিলুপ্ত হইয়াছে। বৈদিককালে পুরোডাশের বহুল ব্যবহার ছিল। বেদের বহুস্থানেই পুরোভাশের উল্লেখ আছে। তৎকালে ইহা নিতান্ত উপাদেয় সামগ্রীরূপে পরিগণিত হইত সন্দেহ নাই।

প্রয়োজন উপস্থিত হইবে; তথাপি এস্থলে ভাষ্যকার মহোদয়ের পদাঙ্কানুসরণ ক্রমে সংক্ষেপে তাহার আলোচনা করা যাইতেছে। দ্যু, পর্জ্জন্য, পৃথিবী, পুরুষ ও যোষিৎ, শাস্ত্রকারেরা এই পাঁচ প্রকার অগ্নির উল্লেখ করিয়াছেন। এই পঞ্চাগ্নিতে পাঁচ প্রকার আহুতিরও উল্লেখ আছে। শ্রদ্ধা, সোম, বৃষ্টি, অন্ন ও রেত, এই পাঁচ প্রকার আহুতি। ইত্যাকার অগ্নি ও আহুতি বিষয়ক জ্ঞানকে পঞ্চাগ্নিবিদ্যা বলে। উল্লিখিত পঞ্চাগ্নিতে ক্রমশঃ কথিত পঞ্চাহুতি সমর্পিত হয়। জীব ইহলোকে অপ্‌ময় দধ্যাদির দ্বারা শ্রদ্ধা সহকারে হোম করে। তাহাতে অপ্‌ শ্রদ্ধাহুতিরূপে সেই জীবে সংবদ্ধ হয়। তাহার মরণান্তে তাহার ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতারা সেই শ্রদ্ধাহুতির দ্যু নামক অগ্নিতে হোম করেন। তাহাতে সে সোমরূপ দিব্য দেহে পরিণত হয়। সেই দেহ ধারণ করিয়া সেই জীব সেই স্থানে স্বকীয় কর্ম্মফল উপভোগ করে। ভোগাবসান হইলে সেই অপ্‌ময় দেহ পর্জ্জন্যাগ্নিতে আহুত হইলে বৃষ্টি হয়। সেই বৃষ্টিরূপ আহুতি পৃথিব্যাগ্নিতে পতিত হইলে ব্রীহি প্রভৃতি অন্নরূপে পরিণত হইয়া থাকে। পুরুষাগ্নিতে সেই অন্নভূত আহুতি অর্পিত হইলে রেতোরূপে পরিণত হয়। যোষিদগ্নিতে সেই রেত আহুতি অর্পিত হইলে ক্রমশঃ মনুষ্যের উদ্ভব হয়। পঞ্চালরাজ প্রবহণ আরুণিতনয় শ্বেতকেতুকে এই পঞ্চাগ্নিবিদ্যাবিষয়ে প্রশ্ন করিলে, শ্বেতকেতু তাহার উত্তর প্রদানে অসমর্থ হইয়াছিলেন। স্থানান্তরে শ্রুতি আরোহণ ও অবরোহণের যে ক্রম প্রদর্শন করিয়াছেন, উল্লিখিত ক্রমের সহিত বস্তুতঃ তাহার প্রভেদ না থাকিলেও, তাহা অপেক্ষাকৃত সুখবোধ্য। তদ্‌যথা; “অথৈতমেবাধ্বানং পুনর্নিবর্ত্ততে যথেতমাকাশমাকাশাদ্বায়ুং বায়ুর্ভূত্বা ধূমো ভবতি ধূমো ভূত্বা অভ্রং ভবতি অভ্রং ভূত্বা মেঘো ভবতি মেঘো ভূত্বা প্রবর্ষতি।” অর্থাৎ অনন্তর তাহারা সেই পথেই পুনরায় নিবর্ত্তিত হয়; প্রথমে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইয়া ধূম হয়, ধূম হইয়া অভ্র হয়, অভ্র হইয়া মেঘ হয়, মেঘ হইয়া বর্ষণ করে। বৃষ্টি হইতে ব্রীহ্যাদি হয়, ব্রীহ্যাদি হইতে অন্ন হয়, অন্ন হইতে রেত হয় এবং রেত হইতে পুরুষ হয়। জীবের এইরূপ রূপান্তর ও জন্মান্তর লাভের সম্বন্ধে অনুশয়ই হেতু। জীব স্বকীয় কর্ম্মফলে মরণান্তে লোকান্তর প্রাপ্ত হয় এবং তথায় কর্ম্মোচিত ফল ভোগ করে। তল্লোকে ভোগাবসানে যে কর্ম্ম অবশিষ্ট থাকে, তাহাকে অনুশয় বলে। অনুশয় কর্ম্মশেষ বাচক।

এই অনুশয় হেতু তাহার রূপান্তর ও জন্মান্তর ঘটিয়া থাকে। এই সকল গূঢ় রহস্য সম্বন্ধে বেদান্ত-দর্শনের তৃতীয় অধ্যায়স্থ প্রথম পাদে বিস্তারিত আলোচনা আছে এবং তথায় ভাষ্যকার ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য এই সকল বিষয়ের প্রগাঢ় বিচার বিনিবেশিত করিয়াছেন। যথাস্থানে তাহা প্রদর্শিত হইবে॥ ৩॥

অধিভূতং ক্ষরো ভাবঃ পুরুষশ্চাধিদৈবতম্।
অধিযজ্ঞোঽহমেবাত্র দেহে দেহভৃতাং বর॥ ৪॥

অন্বয়।—দেহভৃতাম্ বর (সর্ব্বপ্রাণিশ্রেষ্ঠ) ক্ষরঃ (বিনশ্বরঃ) ভাবঃ (দেহাদিপদার্থঃ) অধিভূতম্ (প্রাণিজাতম্ অধিকৃত্য ভবতি ইতি) পুরুষঃ (হিরণ্যগর্ভঃ) চ অধিদৈবতম্ (আদিত্যাদীন্যধিকৃত্য শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়ানি অনুগৃহ্লাতি ইতি) অত্র (অস্মিন্) দেহে (মনুষ্যশরীরে) অহম্ (বিষ্ণুঃ) এব অধিযজ্ঞঃ (যজ্ঞাধিষ্ঠাত্রী দেবতা)॥ ৪॥

প্রতিশব্দ।—দেহধারীদিগের শ্রেষ্ঠ! বিনাশশীল পদার্থ অধিভূত, এবং আদি পুরুষই অধিদৈব, এই শরীরে আমিই অধিযজ্ঞ॥ ৪॥

ব্যাখ্যা।—হে সর্ব্বপ্রাণিশ্রেষ্ঠ! বিনাশশীল জন্য পদার্থপুঞ্জকে অধিকার করিয়া যাহা বিদ্যমান থাকে, তাহাই অধিভূত নামে অভিহিত হয়; হিরণ্যগর্ভরূপ আদি দেবতা অধিদৈবত নামে কথিত হইয়া থাকেন আর এই শরীরে বিষ্ণুরূপে অবস্থিত আমিই অধিযজ্ঞ নামে কথিত হইয়া থাকি॥ ৪॥

শঙ্করাচার্য্য।—অধিভূতমিতি। অধিভূতং প্রাণিজাতমধিকৃত্য ভবতীতি। কোঽসৌ? ক্ষরঃ, ক্ষরতীতি ক্ষরো বিনাশী, ভাবঃ, যৎকিঞ্চিজ্জনিমদ্বস্ত্বিত্যর্থঃ। পুরুষঃ পূর্ণমনেন সর্ব্বমিতি, পুরি শয়নাদ্বা পুরুষঃ, আদিত্যান্তর্গতো হিরণ্যগর্ভঃ সর্ব্বপ্রাণিকরণানামনুগ্রাহকঃ সোঽধিদৈবতম্। অধিযজ্ঞঃ সর্ব্বযজ্ঞাভিমানিনী দেবতা বিষ্ণ্বাখ্যা "যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ" ইতি শ্রুতেঃ, স হি বিষ্ণুরহমেব, অত্র অস্মিন্ দেহে যো যজ্ঞস্তস্যাহমধিযজ্ঞঃ, যজ্ঞো হি দেহনির্ব্বর্ত্ত্যত্বেন দেহসমবায়ীতি দেহাধিকরণো ভবতি, দেহভৃতাং বর॥ ৪॥

আনন্দগিরি।—সম্প্রতি প্রশ্নত্রয়স্যোত্তরমাহ অধিভূতমিতি। অধিভূতঞ্চ কিং প্রোক্তমিত্যস্য প্রতিবচনমধিভূতং ক্ষরো ভাব ইতি। তত্রাধিভূতপদমনূদ্য বাচ্যমর্থং কথয়তি,

অধিভূতমিত্যাদিনা। তস্য নির্দ্দেশমন্তরেণ বিজ্ঞাতুমশক্যত্বাৎ প্রশ্নদ্বারা তন্নির্দ্দিশতি, কোঽসাবিতি। কার্য্যমাত্রমত্র সংগৃহীতমিতি বক্তুমুক্তমেব ব্যনক্তি, যৎকিঞ্চিদিতি। অধিদৈবং কিমিতি প্রশ্নে পুরুষশ্চেত্যাদিপ্রতিবচনং, তত্র পুরুষশব্দমনূদ্য মুখ্যমর্থং তস্যোপন্যস্যতি পুরুষ ইতি। তস্যৈব সম্ভাবিতমর্থান্তরমাহ, পুরি শয়নাদ্বেতি। বৈরাজং দেহমাসাদ্য আদিত্যমণ্ডলাদিষু দৈবতেষু যোঽন্তরবস্থিতো লিঙ্গাত্মা ব্যষ্টিকরণানুগ্রাহকোঽত্র পুরুষশব্দার্থঃ, স চাধিদৈবতমিতি স্ফুটয়তি, আদিত্যেতি। অধিযজ্ঞঃ কথমিত্যাদিপ্রশ্নং পরিহরন্নধিযজ্ঞশব্দার্থমাহ, অধিযজ্ঞ ইতি। কথমুক্তায়াং দেবতায়ামধিযজ্ঞশব্দঃ স্যাৎ? ইত্যাশঙ্ক্য শ্রুতিমনুসরন্নাহ, "যজ্ঞো বৈ" ইতি। পরৈব দেবতাধিযজ্ঞশব্দেনোচ্যতে, সা চ ব্রহ্মণঃ সকাশাদত্যন্তাভেদেন প্রতিপত্তব্যেত্যাহ, স হি বিষ্ণুরিতি। শাস্ত্রীয়ব্যবহারভূমিরত্রেত্যুক্তা। দেহসামানাধিকরণ্যাদ্বাত্রেত্যস্য ব্যাখ্যানং অস্মিন্নিতি। কিমধিযজ্ঞো বহিরন্তর্ব্বা দেহাদিতি সন্দেহো মা ভূদিত্যাহ, দেহ ইতি। ননু যজ্ঞস্য দেহাধিকরণত্বাভাবাৎ কথং তথাবিধযজ্ঞাভিমানিদেবতাত্বং ভগবতো বিবক্ষ্যতে? তত্রাহ, যজ্ঞো হীতি। এতেন তস্য বুদ্ধ্যাদিব্যতিরিক্তত্বমুক্তমবধেয়ং, ন হি পরা দেবতা দর্শিতরীত্যাধিযজ্ঞশব্দিতা বুদ্ধ্যাদিষ্বন্তর্ভাবমনুভাবয়িতুমলম্। দেহান্ বিভ্রতীতি দেহভৃতঃ সর্ব্বে প্রাণিনস্তেষামেষ বরঃ শ্রেষ্ঠঃ, যুক্তং হি ভগবতা সাক্ষাদেব প্রতিক্ষণং সংবাদং বিদধানস্যার্জ্জুনস্য সর্ব্বেভ্যঃ শ্রৈষ্ঠ্যম্॥ ৪॥

রামানুজ।—অধিভূতমিতি। ঐশ্বর্য্যার্থিনাং জ্ঞাতব্যতয়া নির্দ্দিষ্টমধিভূতং, ক্ষরো ভাবঃ বিয়দাদিভূতেষু বর্ত্তমানস্তৎপরিণামবিশেষঃ ক্ষরণস্বভাবো বিলক্ষণঃ শব্দস্পর্শাদিঃ সাশ্রয়ঃ বিলক্ষণাঃ সাশ্রয়াঃ শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধা ঐশ্বর্য্যার্থিভিঃ প্রাপ্যাস্তৈরনুসন্ধেয়াঃ। পুরুষশ্চাধিদৈবতম্ অধিদৈবতশব্দনির্দ্দিষ্টঃ পুরুষঃ অধিদৈবতং দৈবতোপরি বর্ত্তমানম্ ইন্দ্রপ্রজাপতিপ্রভৃতিকৃৎস্নদৈবতোপরি বর্ত্তমানঃ ইন্দ্রপ্রজাপতিপ্রভৃতীনাং ভোগ্যজাতাদ্বিলক্ষণশব্দাদের্ভোক্তা পুরুষঃ। সা চ ভোক্তৃত্বাবস্থা ঐশ্বর্য্যার্থিভিঃ প্রাপ্যাস্তৈরনুসন্ধেয়া। অধিযজ্ঞোঽহমেব অধিযজ্ঞশব্দনির্দ্দিষ্টোঽহমেবাধিযজ্ঞঃ যজ্ঞৈরারাধ্যতয়া বর্ত্তমানঃ। অত্রেন্দ্রাদৌ মম দেহভূতে আত্মতয়াবস্থিতোঽহমেব যজ্ঞৈরারাধ্য ইতি। মহাযজ্ঞাদিনিত্যনৈমিত্তিকানুষ্ঠানবেলায়াং ত্রয়াণামধিকারিণামনুসন্ধেয়মেতৎ। ৪।

হনুমান্।—অধিভূতমিতি। অধিভূতং প্রাণিজাতমধিকৃত্য ভবতীতি। তদেব দর্শয়তি ক্ষরো ভাবঃ, ক্ষরতি বিনশ্যতীতি ক্ষরঃ, ভাবো বস্তু, বিনাশিবস্তিত্যর্থঃ। পুরুষঃ পূর্ণমনেন সর্ব্বমিতি, পুরিশয়নাদ্বা আদিত্যান্তর্গতো হিরণ্যগর্ভঃ সর্ব্বপ্রাণিকরণানুগ্রাহকঃ এবম্ভূতঃ পুরষোঽধিদৈবতমিত্যুচ্যতে। অধিযজ্ঞঃ সর্ব্বযজ্ঞাভিমানিনী দেবতা "যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ" ইতিশ্রুতেঃ। অত্রদেহে কর্ম্মময়ে শরীরে দেহভৃতাং বর। ৪॥

শ্রীধর।—কিঞ্চ অধিভূতমিতি। ক্ষরো বিনশ্বরো ভাবঃ দেহাদিপদার্থঃ, ভূতং প্রাণিমাত্রমধিকৃত্য ভবতীত্যধিভূতমুচ্যতে। পুরুষো বৈরাজঃ সূর্য্যমণ্ডলবর্ত্তী স্বাংশভূতসর্ব্বদেবতানামধিপতিরধিদৈবতমুচ্যতে, অধিদৈবতমধিষ্ঠাত্রী দেবতা, "স বৈ শরীরী প্রথমঃ স বৈ পুরুষ

উচ্যতে। আদিকর্ত্তা স ভূতানাং ব্রহ্মাগ্রে সমবর্ত্তত ॥” ইতি শ্রুতেঃ। অত্রাস্মিন্ দেহে স্থিতোঽহমেবাধিযজ্ঞো যজ্ঞস্যাধিষ্ঠাত্রী দেবতা, যজ্ঞাদিকর্ম্মপ্রবর্ত্তকস্তৎফলদাতা চ। কথমিত্যস্যাপ্যুত্তরমনেনৈবোক্তং দ্রষ্টব্যম্, অন্তর্যামিণোঽসঙ্গত্বাদিভির্গুণৈঃ জীববৈলক্ষণ্যেন দেহান্তর্ব্বর্ত্তিত্বস্য প্রসিদ্ধত্বাৎ। তথাচ শ্রুতিঃ—“দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে। তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যো অভিচাকশীতি ॥” ইতি। দেহভৃতাং মধ্যে শ্রেষ্ঠ ইতি সম্বোধয়ন্ ত্বমপ্যেবম্ভূতমন্তর্যামিণং পরাধীনস্বপ্রবৃত্তিনিবৃত্ত্যন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং বোদ্ধুমর্হসীতি সূচয়তি ॥ ৪ ॥

বলদেব।—অধীতি। ক্ষরঃ প্রতিক্ষণপরিণামী, ভাবঃ স্থূলো দেহঃ, স ময়াধিভূতমিত্যুচ্যতে, ভূতং প্রাণিনমধিকৃত্য ভবতীতি ব্যুৎপত্তেঃ। পুরুষঃ সমষ্টিবিরাট্ স ময়াধিদৈবমিত্যুচ্যতে, অধিকৃত্য বর্ত্তমানান্যাদিত্যাদীনি দৈবতান্যত্রেতি ব্যুৎপত্তেঃ। অত্র দেহেঽধিযজ্ঞো যজ্ঞমধিকৃত্য বর্ত্তত ইতি ব্যুৎপত্তেস্তৎপ্রবর্ত্তকস্তৎফলপ্রদশ্চাহমেব। প্রত্যাখ্যেয়ানি তু স্বয়মেবোহ্যানি। এবকারেণ স্বস্মাত্তস্য ভেদো নিরাকৃতঃ। অনেন কথমিত্যস্যাপ্যুত্তরমুক্তং, প্রাদেশমাত্রবপুস্তেনান্তর্নিয়ময়ন্নহং যজ্ঞাদিপ্রবর্ত্তক ইত্যর্থঃ। তথা চ মদর্চ্চাসেবনাদেতান্ ব্রহ্মাদীন্ সপ্তার্থান্ স্বরূপতোঽশ্রমেণ বিন্দতীতি। তত্র ব্রহ্মাধিযজ্ঞৌ প্রাপ্যতয়া অধ্যাত্মাদীনি তু হেয়তয়েতি ॥ ৪ ॥

মধুসূদন।—সম্প্রত্যগ্রিমপ্রশ্নত্রয়স্যোত্তরমাহ, অধিভূতমিতি। ক্ষরতীতি ক্ষরো বিনাশী, ভাবো যৎকিঞ্চিজ্জনিমদ্বস্তুভূতং প্রাণিজাতমধিকৃত্য ভবতীত্যধিভূতমুচ্যতে। পুরুষো হিরণ্যগর্ভঃ সমষ্টিলিঙ্গাত্মা ব্যষ্টিসর্ব্বকরণানুগ্রাহকঃ, “আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ পুরুষবিধঃ” ইত্যুপক্রম্য, “স যৎ পূর্ব্বোঽস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ সর্ব্বান্ পাপ্মন ঔষত্তস্মাৎ পুরুষঃ” ইত্যাদিশ্রুত্যা প্রতিপাদিতঃ। চকারাৎ “স বৈ শরীরী প্রথমঃ স বৈ পুরুষ উচ্যতে। আদিকর্ত্তা স ভূতানাং ব্রহ্মাগ্রে সমবর্ত্তত ॥” ইত্যাদিস্মৃত্যা চ প্রতিপাদিতঃ, অধিদৈবতং দেবতা অগ্ন্যাদিত্যাদীন্যধিকৃত্য চক্ষুরাদিকরণান্যনুগৃহ্ণাতীতি তথোচ্যতে। অধিযজ্ঞঃ সর্ব্বযজ্ঞাধিযজ্ঞঃ সর্ব্বযজ্ঞাধিষ্ঠাতা, সর্ব্বযজ্ঞাভিমানিনী বিষ্ণ্বাখ্যা দেবতা সর্ব্বযজ্ঞফলদায়কশ্চ “যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ” ইতি শ্রুতেঃ, স চ বিষ্ণুরধিযজ্ঞোঽহং বাসুদেব এব, ন মদ্ভিন্নঃ কশ্চিৎ, অতএব পরব্রহ্মণঃ সকাশাদত্যন্তাভেদেনৈব প্রতিপত্তব্য ইতি কথমিতি ব্যাখ্যাতম্। স চাত্রাস্মিন্ মনুষ্যদেহে যজ্ঞরূপেণ বর্ত্ততে বুদ্ধ্যাদিব্যতিরিক্তো বিষ্ণুরূপত্বাৎ। এতেন স কিমস্মিন্ দেহে ততো বহির্ব্বা, দেহে চেৎ কোঽত্র বুদ্ধ্যাদিস্তদ্ব্যতিরিক্তো বেতি সন্দেহো নিরস্তঃ। মনুষ্যদেহে চ যজ্ঞস্যাবস্থানং যজ্ঞস্য মনুষ্যদেহনির্ব্বর্ত্ত্যত্বাৎ, “পুরুষো বৈ যজ্ঞঃ পুরুষস্তেন যজ্ঞো যদেনং পুরুষস্তেন তনুতে” ইত্যাদি শ্রুতেঃ। হে দেহভৃতাং বর! সর্ব্বপ্রাণিনাং শ্রেষ্ঠেতি সম্বোধয়ন্ প্রতিক্ষণং মৎসম্ভাষণাৎ কৃতকৃত্যস্ত্বমেতদ্বোধযোগ্যোঽসীতি প্রোৎসাহয়ত্যর্জ্জুনং ভগবান্, অর্জ্জুনস্য সর্ব্বপ্রাণিশ্রেষ্ঠত্বং ভগবদনুগ্রহাতিশয়ভাজনত্বাৎ প্রসিদ্ধমেব ॥ ৪ ॥

নীলকণ্ঠ।—অধিভূতমিতি। ক্ষরো ভাবো জনিমদ্বস্তু কর্ম্মফলভূতং তৎসাধনভূতঞ্চ

তদধিভূতমিত্যুচ্যতে। অধিদৈবতং পুরুষঃ সর্ব্বাসু পূর্ষু বসতীতি সর্ব্বকরণানুগ্রাহকঃ সকলদেবতাত্মা হিরণ্যগর্ভঃ। অধিযজ্ঞো যজ্ঞাভিমানী বিষ্ণুরন্তর্যামী সোঽহমেব দেহস্মি অত্রাস্মিন্ দেহে হে দেহভৃতাং বর ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ।—অধিভূতমিতি। ক্ষরো নশ্বরো ভাবঃ পদার্থো ঘটপটাদিঃ, অধিভূতম্ অধিভূতশব্দবাচ্যঃ। পুরুষঃ সমষ্টিবিরাট্ অধিদৈবতশব্দবাচ্যঃ, অধিকৃত্য বর্ত্তমানানি সূর্য্যাদি-দৈবতানি যত্রেতি তন্নিরুক্তেঃ। অত্র দেহে অধিযজ্ঞঃ যজ্ঞাদিকর্ম্মপ্রবর্ত্তকঃ অন্তর্যামী অহং মদংশকত্বাৎ। অহমেবেত্যেবকারেণ কথং জ্ঞেয় ইত্যস্যোত্তরমন্তর্যামী ত্বহমেব মদভিন্নত্বেনৈব জ্ঞেয়ঃ, ন ত্বধ্যাত্মাদিরিব মদ্ভিন্নত্বেনেত্যর্থঃ। দেহে দেহভৃতাং বরেতি ত্বন্তু সাক্ষাৎ মৎসখত্বাৎ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এব ভবসীতি ভাবঃ ॥ ৪ ॥

তাৎপর্য্য।—শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য, আনন্দগিরি, হনুমান্ ও নীলকণ্ঠের অভিপ্রায়।—এক্ষণে অর্জ্জুনকৃত আর তিনটী প্রশ্নের উত্তর প্রদত্ত হইতেছে। যাহা প্রাণিজাতকে অধিকার করিয়া হয়, অর্থাৎ বর্ত্তমান থাকে, তাহাকে অধিভূত বলে। যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, তাহা কি? তদুত্তরে কথিত হইতেছে যে, তাহা বিনাশী; অর্থাৎ যাবতীয় জননশীল বস্তুই অধিভূত শব্দের লক্ষিত। অধিদৈবত শব্দে পুরুষকে বুঝায়; যাহাদ্বারা সকলই পরিপূর্ণ তিনিই পুরুষ; অথবা পুরে যিনি শয়ন করেন তিনিই পুরুষ। এইরূপ অর্থে সকল প্রাণির ইন্দ্রিয়াদি বিষয়ে যিনি অনুগ্রহ করেন, সেই আদিত্য-মণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী হিরণ্যগর্ভ পুরুষই অধিদৈবত শব্দের লক্ষিত। সর্ব্বযজ্ঞাভিমানী বিষ্ণুনামাভিধেয় দেবতাই অধিযজ্ঞ শব্দের লক্ষিত। শ্রুতি বলিয়াছেন, "যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ" অর্থাৎ যজ্ঞই বিষ্ণু।* আমি বিষ্ণুরূপে এই দেহে অধিযজ্ঞ-স্বরূপ। অধিযজ্ঞরূপে আমি দেহের অন্তরে অথবা বহির্ভাগে বিরাজিত? ইত্যাকার সন্দেহ অপনোদিত করিবার অভিপ্রায়ে মূলে "অত্র দেহে" এই

---

* যস্মাদ্বিশ্বমিদং সর্ব্বং তস্য শক্ত্যা মহাত্মনঃ। তস্মাদেবোচ্যতে বিষ্ণুর্বিশধাতোঃ প্রবেশনাৎ ॥ ইতি বিষ্ণুপুরাণম্ ॥ বিশধাতু প্রবেশনার্থপ্রতিপাদক। যাঁহাতে এই বিশ্ব অবস্থিত, যে মহাত্মার শক্তিপ্রভাবে ইহা সঞ্জাত, তিনিই বিষ্ণু।

রজোগুণময়ং চান্যদ্রূপং তস্যৈব ধীমতঃ। চতুর্মুখঃ স ভগবান্ জগৎসৃষ্টৌ প্রবর্ত্ততে ॥ সৃষ্টঞ্চ পাতি সকলং বিশ্বাত্মা বিশ্বতোমুখঃ। সত্ত্বং গুণমুপাশ্রিত্য বিষ্ণুর্ব্বিশ্বেশ্বরঃ স্বয়ম্ ॥ অন্তকালে স্বয়ং দেবঃ সর্ব্বাত্মা পরমেশ্বরঃ। তমোগুণং সমাশ্রিত্য রুদ্রঃ সংহরতে জগৎ ॥ একোঽপি সন্মহাদেবস্ত্রিধাসৌ সমবস্থিতঃ। স্বর্গরক্ষালয়গুণৈর্নির্গুণোঽপি নিরঞ্জনঃ ॥ একঃ সন্ স দ্বিধা চৈব ত্রিধা চ বহুধা পুনঃ। ত্রিধা বিভজ্য চাত্মানং ত্রৈলোক্যে সংপ্রবর্ত্ততে ॥ সৃজতে বীক্ষতে চৈব গ্রসতে চ বিশেষতঃ। যস্মাৎ সৃষ্ট্যাং গৃহ্লাতি গ্রসতে চ পুনঃ প্রজাঃ ॥ গুণাত্মকত্বাত্রৈলোক্যে তস্মাদেকঃ স উচ্যতে। অগ্রে হিরণ্যগর্ভঃ

দুই পদ প্রযুক্ত হইয়াছে। যাবতীয় দেহধারি-প্রাণিগণের মধ্যে অর্জ্জুন শ্রেষ্ঠ ইহাই বুঝাইবার নিমিত্ত "দেহভৃতাং বর" এই সম্বোধন পদ প্রযুক্ত হইয়াছে। যিনি ভগবানের সাক্ষাৎ লাভ করিয়া নিরন্তর তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করিতেছেন, তিনি যে সর্ব্ব প্রাণির মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তদ্বিষয়ে সন্দেহ কি ?

শ্রীমৎ শ্রীধরস্বামীর অভিপ্রায়।—বিনাশশীল দেহাদি পদার্থসমূহ প্রাণি-মাত্রকে অধিকার করিয়া অবস্থিতি করে, এজন্য তাহারাই অধিভূত নামে অভিহিত হইয়া থাকে। যে সূর্য্য-মণ্ডলমধ্যবর্ত্তী বিরাটরূপ পুরুষ স্বকীয় অংশস্বরূপ যাবতীয় দেবতাদিগের অধিপতিরূপে বিরাজিত, তাঁহাকেই অধিদৈবত বলা যায়। অধিষ্ঠাত্রী দেবতাই অধিদৈবত। শ্রুতিশাস্ত্রে কথিত হইয়াছে যে, "স বৈ শরীরী প্রথমঃ স বৈ পুরুষ উচ্যতে। আদিকর্ত্তা স ভূতানাং ব্রহ্মাগ্রে সমবর্ত্তত॥" অর্থাৎ তিনি শরীরিদিগের মধ্যে প্রথম, তিনি পুরুষ নামে কথিত হইয়া থাকেন। তিনি ভূতসমূহের আদিকর্ত্তা এবং ব্রহ্মার অগ্রেও বর্ত্তমান ছিলেন। পরিদৃশ্যমান শরীরে অন্তর্যামী রূপে অবস্থিত আমিই অধিযজ্ঞ ; অর্থাৎ যজ্ঞের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, যজ্ঞাদি কর্ম্মের প্রবর্ত্তক এবং তাহার ফলবিধাতা। অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "অধিযজ্ঞঃ কথং কোঽত্র" (৮মঅঃ ২য় শ্লোক) অর্থাৎ অধিযজ্ঞ কিরূপে অবস্থিতি করেন এবং তিনি কে ? একই ভাবের এই দুইটী প্রশ্ন অর্জ্জুন কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়াছিল। শ্রীভগবান্ অধিযজ্ঞ কে এতদ্বিষয়ক উত্তর প্রদানের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি কিরূপ ভাবে অবস্থান করেন, তাহাও ব্যক্ত করিলেন। ইহা সর্ব্বলোক-প্রসিদ্ধ যে, সেই অন্তর্যামী জীবের সহিত নির্লিপ্ত ভাবে দেহের সহিত বর্ত্তমান

স প্রাদুর্ভূতঃ সনাতনঃ॥ আদিত্বাদাদিদেবোঽসাবজাতত্বাদজঃ স্মৃতঃ। দেবেষু চ মহাদেবো মহাদেব ইতি স্মৃতঃ॥ পাতি যস্মাৎ প্রজাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাপতিরিতি স্মৃতঃ। বৃহত্বাচ্চ স্মৃতো ব্রহ্মা পরত্বাৎ পরমেশ্বরঃ॥ বশিত্বা-দপ্যবশ্যত্বাদীশ্বরঃ পরিভাষিতঃ। ঋষিঃ সর্ব্বত্রগত্বেন হরিঃ সর্ব্বহরো যতঃ॥ অনুৎপাদাৎ চানুপূর্ব্বাৎ স্বয়ম্ভুরিতি স স্মৃতঃ। নরাণাময়নং যস্মাৎ তস্মান্নারায়ণঃ স্মৃতঃ॥ হরঃ সংসারহরণাদ্‌বিভুত্বাদ্‌বিষ্ণুরুচ্যতে। ভগবান্ সর্ব্ববিজ্ঞানাদবনাদোমিতি স্মৃতঃ॥ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিজ্ঞানাচ্ছন্দঃ সর্ব্বময়ো যতঃ। শিবঃ স্যান্নির্ম্মলো যস্মাদ্বিভুঃ সর্ব্বগতো যতঃ॥ তারণাৎ সর্ব্বদুঃখানাং তারকঃ পরিগীয়তে। বহুনাত্র কিমুক্তেন সর্ব্বং বিষ্ণুময়ং জগৎ॥

সেই ভগবান বিষ্ণু চতুর্মুখ ব্রহ্মারূপে রজোগুণময় হইয়া জগতের সৃষ্টি করেন। এইরূপে সৃষ্টি করিয়া বিশ্বেশ্বর বিষ্ণু সত্বগুণ আশ্রয় করত সকলকে পালন করেন। সেই সর্ব্বাত্মা পরমেশ্বর অন্তকালে স্বয়ং তমোগুণাশ্রয় করিয়া জগতের সংহার করেন। সেই পরম দেবতা এক হইলেও তিনরূপে সমবস্থিত এবং সেই নিরঞ্জন পুরুষ নির্গুণ হইলেও গুণ দ্বারা সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় সংসাধিত করেন। এক হইলেও তিনি

থাকেন। শ্রুতিও বলিয়াছেন যে, "দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে। তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যো অভিচাকশীতি॥" অর্থাৎ জীব এবং অন্তর্যামীরূপ সুন্দর-পক্ষযুক্ত একযোগ সখ্য-ভাব-সংবদ্ধ দুই পক্ষী এক বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছেন। তদুভয়ের একটী কর্ম্মফল ভোগ করেন, অপরটী কেবল দর্শন করেন। দেহভৃৎগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এই সম্বোধন দ্বারা ইহাই সূচিত হইল যে, 'পরমাত্মার প্রবৃত্তিতেই তোমার প্রবৃত্তি এবং তাঁহার অপ্রবৃত্তিতে তোমার অপ্রবৃত্তি' এইরূপ অন্বয়ব্যতিরেক দ্বারা তোমার নিজের প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি পরমাত্মারই অধীন, ইহা জানিয়া তুমিও পূর্ব্বোক্ত অন্তর্যামীর তত্ত্ব প্রণিধান করিতে সমর্থ।'

শ্রীমন্মধুসূদন সরস্বতীর অভিপ্রায়।—সম্প্রতি অর্জ্জুনকৃত অপর প্রশ্নত্রয়ের উত্তর প্রদত্ত হইতেছে। যে বিনাশী জন্য পদার্থসমূহ প্রাণিজাতকে অধিকার করিয়া বর্ত্তমান থাকে, তাহাকে অধিভূত বলে। যে সমষ্টিস্বরূপ লিঙ্গাত্মা ব্যষ্টিরূপে ইন্দ্রিয়সমূহের গোচরীভূত হন, সেই হিরণ্যগর্ভ পুরুষই অধিদৈবত। শ্রুতি বলিয়াছেন, "আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ পুরুষবিধঃ"। ইহার ভাবার্থ এই যে, পূর্ব্বে পুরুষবিধ অর্থাৎ পুরুষাকার আত্মা একমাত্র হিরণ্যগর্ভই ছিলেন। তথায় আরও কথিত হইয়াছে যে, "স যৎ পূর্ব্বোঽস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ সর্ব্বান্ পাপ্মন ঔষত্তস্মাৎ পুরুষঃ।" অর্থাৎ যাঁহারা কর্ম্মজ্ঞানভাবনা অনুষ্ঠান করিয়া প্রজাপতি হইবার ইচ্ছা করেন, এই প্রজাপতি হিরণ্যগর্ভ যেহেতু তাঁহাদিগের প্রথম, অতএব তাঁহাদিগের সকলের অগ্রে প্রজাপতিত্ব লাভের অন্তরায়স্বরূপ

দুই ভাগে, তিন ভাগে এবং বহুভাগে বিভক্ত; আপনাকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া তিনি সৃষ্টি করিতেছেন, পালন করিতেছেন এবং গ্রাস করিতেছেন। সেই সনাতন পুরুষই অগ্রে হিরণ্যগর্ভরূপে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন; আদিত্যাদি দেবগণ সেই জন্মরহিত পুরুষ হইতে জাত। দেবতাদিগের মধ্যে তিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, এইজন্য তাঁহার নাম মহাদেব। প্রজাসকলকে প্রতিপালন করেন, এজন্য তিনি প্রজাপতি। বৃহৎ হেতু তিনি ব্রহ্মা নামে অভিহিত। শ্রেষ্ঠত্ব হেতু পরমেশ্বর, বশিত্ব হেতু তিনি ঈশ্বর নামে অভিহিত। তিনি সর্ব্বত্র গমনশীল, এজন্য ঋষি; সকলের হরণ করেন, এজন্য হরি। আদিকাল হইতেই অনুৎপন্ন, এজন্য তাঁহার নাম স্বয়ম্ভু। মানবকুলের আশ্রয়ত্ব হেতু তিনি নারায়ণ নামে অভিহিত। সংসারকে হরণ করেন বলিয়া তাঁহার নাম হর। আর তিনি বিভূতিবেষ্টিত বলিয়া বিষ্ণু নামে খ্যাত। তিনি যাবতীয় বিজ্ঞানের অতীত, এজন্য ভগবান। সর্ব্ববিজ্ঞান ও ছন্দ আদির মর্ম্মজ্ঞ, এজন্য সর্ব্বময়। তিনি নির্ম্মল, এজন্য শিব; এবং সর্ব্বগত, এজন্য বিভু। সকল দুঃখ হইতে তিনি পরিত্রাণ করেন, এজন্য তিনি তারক। এই জগতের সকলই বিষ্ণুময়; অধিক আর কি বলিব।

আসঙ্গ ও অজ্ঞান লক্ষণ সমুদায় পাপ দগ্ধ করিয়াছিলেন। শ্রুতিদ্বারা পুরুষই যে অধিদৈবত, তাহা সপ্রমাণিত হইল। মূলে "পুরুষশ্চাধিদৈবতম্" এই বাক্যমধ্যে যে চকার আছে, তদ্দ্বারা ইহাই সূচিত হইতেছে যে, স্মৃতিশাস্ত্রেরও ইহা অনুমোদিত। তদ্যথা—"স বৈ শরীরী প্রথমঃ স বৈ পুরুষ উচ্যতে। আদিকর্ত্তা স ভূতানাং ব্রহ্মাগ্রে সমবর্ত্তত॥" অর্থাৎ তিনিই প্রথম শরীরী এবং তিনিই পুরুষনামে অভিহিত। তিনি ভূতসমূহের প্রথম স্রষ্টা এবং ব্রহ্মার অগ্রেও বর্ত্তমান। এই পুরুষরূপ অধিদৈবত, অর্থাৎ দেবতা, অগ্নি ইত্যাদিকে অবলম্বন করিয়া চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়সমূহের নিকট প্রকটীভূত হন। সর্ব্বযজ্ঞের অধিযজ্ঞ, সর্ব্বযজ্ঞের অধিষ্ঠাতা, সর্ব্বযজ্ঞাভিমানী বিষ্ণুনামধেয় দেবতাই অধিযজ্ঞ। সেই বিষ্ণুরূপ অধিযজ্ঞ, বাসুদেবরূপ আমি ভিন্ন আর কেহই নহেন। অতএব তিনি পরব্রহ্ম হইতে অত্যন্ত অভেদভাবাপন্ন। তিনি এই মনুষ্যদেহে যজ্ঞরূপে বর্ত্তমান; এবং বিষ্ণুরূপতাহেতু তিনি বুদ্ধ্যাদি হইতে স্বতন্ত্র। সেই অধিযজ্ঞ এই দেহে বা এই দেহের বহির্ভাগে অবস্থিত? দেহে হইলে কে তিনি? তিনি কি বুদ্ধ্যাদি? অথবা তদ্ব্যতিরিক্ত? ইত্যাদিরূপ সন্দেহ এস্থলে নিরস্ত হইল। যজ্ঞ মনুষ্য দেহদ্বারাই নির্ব্বর্ত্তিত হয়; এই জন্যই মনুষ্যদেহে যজ্ঞের অবস্থান। শ্রুতি বলিয়াছেন, "পুরুষো বৈ যজ্ঞঃ, পুরুষস্তেন যজ্ঞো যদেনং পুরুষস্তেন তনুতে" অর্থাৎ পুরুষই যজ্ঞ, পুরুষের দ্বারাই যজ্ঞ নির্ব্বাহিত, এই পুরুষ যজ্ঞের দ্বারা পরিব্যাপ্ত। "দেহভৃতাং বর" অর্থাৎ সর্ব্বপ্রাণির শ্রেষ্ঠ এই সম্বোধনপদ দ্বারা ইহাই সংসূচিত হইতেছে যে, প্রতিক্ষণ মৎসম্ভাষণহেতু তুমি কৃতকৃত্য হইয়াছ। অতএব তুমি এ সকল বিষয় প্রণিধান করিবার সম্পূর্ণ যোগ্যপাত্র। ভগবান্ এইরূপ সম্বোধন দ্বারা অর্জ্জুনকে প্রোৎসাহিত করিলেন। ভগবানের একান্ত অনুগ্রহ হেতু অর্জ্জুনের সর্ব্বপ্রাণিশ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ে কোনই সন্দেহ থাকিতে পারে না।

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্যের অভিপ্রায়।—যাঁহারা ঐশ্বর্য্য প্রার্থনা করেন, অধিভূত পদার্থ তাঁহাদিগের জ্ঞাতব্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ক্ষয় বা ক্ষরণশীল বা বিনাশী ভাব বা পদার্থ অধিভূতশব্দের বাচ্য। যাহা আশ্রয় ভিন্ন অবস্থান করিতে পারে না, যাহা সাশ্রয়, যাহা আকাশাদিভূতগণের মধ্যে বর্ত্তমান ও যাহা তাহাদিগের পরিণামবিশেষ, যাহা অধিদৈব পুরুষের ভোগ্য শব্দ-

স্পর্শাদি হইতে বিলক্ষণ, সেই ক্ষরস্বভাব শব্দ-স্পর্শাদিই ক্ষরভাব বা অধিভূত। এই সাশ্রয় ও বিলক্ষণ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ, ঐশ্বর্য্যার্থিগণের প্রাপ্য বা অনুসন্ধেয়। পুরুষই অধিদৈবত। যিনি দৈবতের উপরে বর্ত্তমান, তাঁহাকে অধিদৈবত বলে। এই পুরুষ ইন্দ্র ও প্রজাপতি প্রভৃতি সমস্ত দেবতার উপরে বিরাজমান রহিয়াছেন, এই জন্য ইনি অধিদৈবত। ইন্দ্র ও প্রজাপতি প্রভৃতি দেবতাগণ যে শব্দ-স্পর্শাদি ভোগ করিয়া থাকেন, ইহাঁর ভোগ্য শব্দ-স্পর্শাদি সে শব্দ-স্পর্শাদি হইতে বিলক্ষণ বা পৃথক্। এই ভোক্তৃত্ব অবস্থা ঐশ্বর্য্যার্থিদিগের প্রাপ্য বা অনুসন্ধেয়। আমিই অধিযজ্ঞ শব্দে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকি, আমিই অধিযজ্ঞ। যজ্ঞসমূহ অনুষ্ঠান করিয়া সাধক আমারই আরাধনা করেন। যজ্ঞসমূহ দ্বারা আমিই আরাধ্যরূপে বর্ত্তমান। কেন, ভিন্ন ভিন্ন যজ্ঞাদি দ্বারা তো ইন্দ্রাদিরও আরাধনা হয়? সত্য, কিন্তু আমারই দেহস্বরূপ সেই ইন্দ্রাদির অভ্যন্তরে আত্মরূপে আমিই অবস্থান করিতেছি। সুতরাং যজ্ঞসমূহ দ্বারা আমিই আরাধ্য। জ্ঞান, কর্ম্ম বা ভক্তি, যিনি যে পথই অবলম্বন করুন না কেন, সকল প্রকার অধিকারীই মহাযজ্ঞাদি নিত্য-নৈমিত্তিক কার্য্যের অনুষ্ঠানকালে সর্ব্ববিধ যজ্ঞে এক আমিই আরাধ্য, এই বিষয়টী অনুসন্ধান বা এই তত্ত্বের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রক্ষা করিবেন।

শ্রীমদ্বলদেব ও বিশ্বনাথের অভিপ্রায়। প্রতিক্ষণপরিণামী স্থূলদেহ-সমূহ প্রাণিদিগকে অধিকার করিয়া বর্ত্তমান থাকে। এই জন্য ঘট-পটাদি পদার্থসমূহকে আমি অধিভূত শব্দে উল্লেখ করিয়াছি। সমষ্টিস্বরূপ বিরাট-পুরুষ সূর্য্যাদিদেবতাসমূহকে অধিকার করিয়া বর্ত্তমান থাকেন, এই জন্য সেই পুরুষ মৎকর্ত্তৃক অধিদৈবত শব্দে কথিত হইয়াছেন। এই দেহে অধিযজ্ঞ অর্থাৎ যজ্ঞাদিকর্ম্মপ্রবর্ত্তক ও তৎ-ফল-প্রদরূপে আমি বর্ত্তমান। "অহমেব" এই পদস্থিত "এব" পদদ্বারা অর্জ্জুনকৃত দ্বিবিধ জিজ্ঞাস্যের ভাব স্পষ্টীকৃত হইল। প্রাদেশমাত্র শরীর সহকারে আমি অন্তর্নিয়মন করিয়া যজ্ঞাদি কর্ম্মের প্রবর্ত্তনা করি। সাক্ষাৎ ভগবানের সখা, এজন্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, এই ভাব বিজ্ঞাপিত করিবার নিমিত্ত "দেহভৃতাং বর" এই সম্বোধন পদ প্রযুক্ত হইয়াছে ॥ ৪ ॥

অন্তকালে চ মামেব স্মরন্মুক্ত্বা কলেবরম্।
যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ॥ ৫॥

অন্বয়।—অন্তকালে (মরণসময়ে) চ মাম্ (পরমেশ্বরম্) এব স্মরন্ (অনুচিন্তয়ন্) কলেবরম্ (দেহম্) মুক্ত্বা (ত্যক্ত্বা) যঃ প্রযাতি (গচ্ছতি), সঃ মদ্ভাবম্ (মদ্রূপতাম্) যাতি (প্রাপ্নোতি), অত্র (অস্মিন্ বিষয়ে) সংশয়ঃ (সন্দেহঃ) ন অস্তি (বিদ্যতে) ॥ ৫ ॥

প্রতিশব্দ।—মরণসময়ে-ও আমাকে-ই চিন্তা-করিতে-করিতে শরীর ত্যাগ-করিয়া যিনি প্রকৃষ্ট-রূপে-যান, তিনি আমার-স্বরূপ প্রাপ্ত-হন, ইহাতে সন্দেহ না আছে ॥ ৫ ॥

ব্যাখ্যা।—যে ব্যক্তি অন্তিমকালেও মচ্চিন্তাপরায়ণ হইয়া দেহ ত্যাগ করেন, তিনি মদ্রূপতা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, ইহাতে কোনই সংশয় নাই ॥ ৫ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—অন্তকাল ইতি। অন্তকালে চ মরণকালে মামেব পরমেশ্বরং বিষ্ণুং স্মরন্ মুক্ত্বা পরিত্যজ্য কলেবরং শরীরং যঃ প্রযাতি গচ্ছতি স মদ্ভাবং বৈষ্ণবং তত্ত্বং যাতি. নাস্তি ন বিদ্যতে অত্রাস্মিন্নর্থে সংশয়ো যাতি বা ন বেতি ॥ ৫ ॥

আনন্দগিরি।—যত্তু প্রয়াণকালে চেত্যাদি চোদিতং তত্রাহ অন্তকালে চেতি। মামেবেত্যেবকারেণ অধ্যাত্মাদিবিশিষ্টত্বেন স্মরণং ব্যাবর্ত্ততে, বিশিষ্টস্মরণে হি চিত্তবিক্ষেপান্ন প্রধানস্মরণমপি স্যাৎ, ন চ মরণকালে কার্য্যকরণপারবশ্যাদ্ভগবদনুস্মরণাসিদ্ধিঃ, সর্ব্বদৈব নৈরন্তর্য্যেণ আদরধিয়া ভগবতি সমর্পিতচেতসঃ তৎকালেঽপি কার্য্যকরণজাতমগণয়তো ভগবদনুসন্ধানসিদ্ধেঃ, শরীরে তস্মিন্নহংমমাভিমানাভাবাদিতি যাবৎ। প্রযাতীত্যত্র প্রকৃতশরীরমপাদানম্। "ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি" ইত্যাদিশ্রুতিমাশ্রিত্যাহ নাস্তীতি। ব্যাসেধ্যং সংশয়মেবাভিনয়তে যাতি বেতি ॥ ৫ ॥

রামানুজ।—অন্তকাল ইতি। ইদমপি ত্রয়াণাং সাধারণমন্তকালে চ মামেব স্মরন্ কলেবরং ত্যক্ত্বা যঃ প্রযাতি স মদ্ভাবং যাতি মম যো ভাবঃ স্বভাবস্তং যাতি। তদানীং যথা মামনুসন্ধত্তে, তথাবিধাকারো ভবতীত্যর্থঃ, যথা ভরতাদয়ঃ তদানীং স্মর্য্যমাণমৃগসজাতীয়াকারাঃ সম্ভূতাঃ ॥ ৫ ॥

হনুমান্।—অন্তকাল ইতি। অন্তকালে মরণকালে চ মামেব বিষ্ণ্বাখ্যং স্মরন্মুক্ত্বা পরিত্যজ্য কলেবরং শরীরং যঃ প্রযাতি ম্রিয়তে, মদ্ভাবং বিষ্ণুভাবং পদং যাতি, ইত্যত্র সংশয়ো নাস্তীতি ॥ ৫ ॥

শ্রীধর।—প্রয়াণকালে চ কথং জ্ঞেয়োঽসীত্যনেন পৃষ্টমন্তকালে জ্ঞানোপায়ং তৎফলঞ্চ দর্শয়তি অন্তকাল ইতি। মামেবোক্তলক্ষণমন্তর্যামিরূপং পরমেশ্বরং স্মরন্ দেহং ত্যক্ত্বা যঃ প্রকর্ষেণ অর্চ্চিরাদিমার্গেণ উত্তরায়ণপথা যাতি, স মদ্ভাবং মদ্রূপতাং যাতি, অত্র সংশয়ো নাস্তি, স্মরণং জ্ঞানোপায়ো মদ্ভাবাপত্তিশ্চ ফলমিত্যর্থঃ॥ ৫॥

বলদেব।—প্রয়াণকালে কথং জ্ঞেয়োঽসীত্যস্যোত্তরমাহ, অন্তেতি। অত্র স্মরণাখ্যেন জ্ঞানেন জ্ঞেয়ো ভবন্মদ্ভাবোপলম্ভনঞ্চ তৎফলং প্রযচ্ছামীত্যুক্তম্, তত্র মদ্ভাবং মৎস্বভাবমিত্যর্থঃ। যথাহমপহতপাপ্মত্বাদিগুণাষ্টকবিশিষ্টস্বভাবস্তাদৃশঃ স মৎস্মর্ত্তা ভবতীতি॥৫॥

মধুসূদন।—ইদানীং প্রয়াণকালে চ কথং জ্ঞেয়োঽসীতি সপ্তমস্য প্রশ্নস্যোত্তরমাহ, অন্তকাল ইতি। মামেব ভগবন্তং বাসুদেবম্ অধিযজ্ঞং সগুণং বা নির্গুণং বা পরমমক্ষরং ব্রহ্ম ন ত্বাধ্যাত্মাদিকং স্মরন্ সদা চিন্তয়ন্ তৎসংস্কারপাটবাৎ সমস্তকরণগ্রামবৈয়গ্র্যবত্যন্তকালেঽপি স্মরন্ কলেবরং মুক্ত্বা শরীরেঽহংমমাভিমানং ত্যক্ত্বা প্রাণবিয়োগকালে যঃ প্রযাতি, সগুণধ্যানপক্ষে "অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্ল" ইত্যাদি বক্ষ্যমাণেন দেবযানমার্গেণ পিতৃযানমার্গাৎ প্রকর্ষেণ যাতি, স উপাসকো মদ্ভাবং মদ্রূপতাং নির্গুণব্রহ্মভাবং হিরণ্যগর্ভলোকভোগান্তে যাতি প্রাপ্নোতি, নির্গুণব্রহ্মস্মরণপক্ষে তু কলেবরং ত্যক্ত্বা প্রযাতীতি লোকদৃষ্ট্যৈত্যভিপ্রায়ঃ, "ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্ত্যত্রৈব সমবলীয়ন্তে" ইতি শ্রুতেস্তস্য প্রাণোৎক্রমণাভাবেন গত্যভাবাৎ স মদ্ভাবং সাক্ষাদেব যাতি, "ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি" ইতি শ্রুতেঃ। নাস্ত্যত্র দেহব্যতিরিক্ত আত্মনি মদ্ভাবপ্রাপ্তৌ বা সংশয়ঃ আত্মা দেহাদ্যতিরিক্তো ন বা, দেহব্যতিরেকেঽপি ঈশ্বরাদ্ভিন্নো ন বেতি সন্দেহো ন বিদ্যতে,:"ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ" ইতি শ্রুতেঃ। অত্র চ কলেবরং মুক্ত্বা প্রযাতীতি দেহাদ্ভিন্নত্বং মদ্ভাবং যাতীতি চেশ্বরাদভিন্নত্বং জীবস্যোক্তমিতি দ্রষ্টব্যম্। ৫॥

নীলকণ্ঠ।—অত্র ষট্প্রশ্নোত্তরেষু প্রথমে জীবস্য ব্রহ্মভাব উক্তঃ, তং জানতাং প্রয়াণমেব নাস্তি,"ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্ত্যত্রৈব সমবলীয়ন্তে "ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি" ইতি শ্রুতেঃ। দ্বিতীয়ে শুদ্ধত্বম্পদার্থঃ উক্তঃ, তজ্জ্ঞানস্যাপি বস্তুতত্ত্ববিষয়ত্বান্ন তত্র ভাবনাপেক্ষা অস্তীতি ন ভাবনাফলভূতকালে তৎপ্রত্যয়োঽপেক্ষ্যতে। তৃতীয়চতুর্থয়োস্তু কর্ম্মতৎসাধনফল ভূতঞ্চ জন্যং বস্তূক্তম্, তত্রাপি ন ভাবনাপেক্ষা অস্তি, অন্তকালে প্রবলেনৈব কর্ম্মণা চিত্তস্যাবরোধাত্তৎসাধনফলভূতস্যৈব স্মরণাবশ্যম্ভাবেন তত্র ভাবনায়া বৈয়র্থ্যাৎ, পরিশেষাৎ অন্ত্যয়োরেব কার্য্যকারণব্রহ্মণোঃ সোপাধিকনিরুপাধিকয়োরন্যতরস্য ভাবনা সুদৃঢ়া চেদন্তকালে তৎপ্রত্যয়োঽবশ্যংভাবীতি তয়োরন্যতরং রূপং পরমাত্মানং স্মরন্ যঃ কলেবরং মুক্ত্বা অর্চ্চিরাদিমার্গেণ প্রযাতি, সঃ ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তিদ্বারা ক্রমেণ মদ্ভাবং মোক্ষং যাতীত্যাহ, অন্তকালে চেতি। স্পষ্টা যোজনা। নাস্ত্যত্র সংশয় ইতি সোপাধিকব্রহ্মোপাস্তিং প্রকৃত্য "শতঞ্চৈকা চ হৃদয়স্য নাড্যস্তাসাং মূর্দ্ধানমভিনিঃসৃতৈকা। তয়োর্দ্ধমায়ন্নমৃতত্বমেতি বিষগন্যা উৎক্রমণে ভবন্তি" ইতি তদুপাসকস্য গতিপূর্ব্বকস্যামৃতত্বস্য শ্রবণাৎ। যত্তু শুক্ল-

ত্বম্পদার্থরূপমধ্যাত্মবস্তুমাত্রং বেদ অসৌ ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞানাভাবান্ন তস্য প্রাণা উৎক্রাম্যন্তে ইত্যেতদ্বাক্যবিষয়ো ন ভবতি, কিন্তু "শতং চৈকা চ" ইত্যেতস্যৈব বিষয়ঃ। ননু তস্যানুপাসকত্বাৎ কথমেতদিতি চেৎ, "ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্দুর্গতিং তাত গচ্ছতি" ইতি ন্যায়েন তস্যোভয়ভ্রষ্টত্বাসম্ভবাৎ কঠবল্লীষু নিষ্কলপ্রত্যগাত্মবিদং কেবলং যোগিনং প্রকৃত্য "শতঞ্চৈকা চ" ইত্যাম্নানাচ্চ "বেদান্তবিজ্ঞানসুনিশ্চিতার্থাঃ সন্ন্যাসযোগাদ্যতয়ঃ শুদ্ধসত্ত্বাঃ। তে ব্রহ্মলোকে তু পরান্তকালে পরামৃতাৎ পরিমুচ্যন্তি সর্ব্বে॥" ইতি শ্রুতেঃ নিশ্চিতার্থানাং শোধিতত্বম্পদার্থানামেব ক্রমমুক্তিরবগম্যতে। ন চাত্র সুনিশ্চিতার্থা ইত্যনেন ব্রহ্মাত্মৈক্যনিশ্চয়বন্তো গ্রহীতুং শক্যাঃ, তেষাং গত্যভাবস্য প্রোক্তত্বাৎ। নাপ্যুপাসকাঃ, অসম্ভবাৎ, উপাসনা হি নাম অতস্মিংস্তদ্বুদ্ধিঃ যথা শালগ্রামে বিষ্ণুবুদ্ধিঃ এবং সূত্রবিরাডন্তর্য্যামিষ্বাত্মবুদ্ধিরিতি ন তদ্বন্তঃ সুনিশ্চিতার্থা ইতি বক্তুং শক্যং তস্মাদধ্যাত্মবিদাং ব্রহ্মাত্মৈক্যস্যানবগমাৎ অনুপাসকত্বেনান্ত্যপ্রত্যয়াভাবেঽপি অর্চিরাদিগতিপ্রাপ্তিরস্তীতি সর্ব্বমনবদ্যম্॥ ৫॥

বিশ্বনাথ।—প্রয়াণকালে কথং জ্ঞেয়োঽসীত্যস্যোত্তরমাহ, অন্তকালে চেতি। মামেব স্মরন্নিতি মৎস্মরণমেব মজ্জ্ঞানং ন তু ঘটপটাদিরিবাহং কেনাপি তত্ত্বতো জ্ঞাতুং শক্য ইতি ভাবঃ। স্মরণরূপজ্ঞানস্য প্রকারস্তু চতুর্থশ্লোকে বক্ষ্যতে॥ ৫॥

তাৎপর্য্য।—এক্ষণে শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকৃত সপ্তম প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতেছেন। যে ব্যক্তি প্রাণ-বিয়োগ-কালে ক্ষয় ও বিকারবিরহিত—বাসুদেব-রূপ ভগবানের চিন্তা করিতে করিতে, মরণ-ধর্ম্মশীল শরীরের প্রতি আমি ও আমার ইত্যাকার অভিমান পরিত্যাগপূর্ব্বক দেহত্যাগ করেন, তিনি মদ্রূপতা প্রাপ্ত হন, ইহাতে সন্দেহ নাই। যদি এরূপ আপত্তি উত্থাপিত হয় যে, 'সেই অন্তিম সময়ে মনুষ্যের ইন্দ্রিয়নিচয় এইরূপ অবসন্ন হইয়া পড়ে যে, তৎকালে ভগবচ্চিন্তনের ক্ষমতা তিরোহিত হইয়া যায়; সুতরাং তাদৃশ বিকলদশায় ভগবচ্চিন্তন ও অহঙ্কারবিরহজনিত সৌভাগ্যোদয়ের কোনই সম্ভাবনা থাকে না। তদুত্তরে কথিত হইতেছে যে, ভগবচ্চিন্তন বিষয়ে বদ্ধমূল সংস্কার জন্মিলে, ইন্দ্রিয়গ্রামের কোনরূপ শিথিলতা হেতুতেই, মনুষ্যকে বাসুদেবানুচিন্তনের পথ হইতে বিচ্যুত করিতে পারে না। যে ব্যক্তি দেহত্যাগ কালে শ্রীমন্নারায়ণের সগুণভাবের ধ্যান করিতে করিতে কলেবর পরিত্যাগ করেন, তিনি পিতৃযানমার্গাবলম্বনে দেবযানমার্গ দ্বারা ক্রমশঃ হিরণ্যগর্ভাখ্য লোক ভোগ করার পর, নির্গুণ ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন। (গীতার ৮ম অধ্যায়স্থ ২৪শ শ্লোকে দেবযান ও পিতৃযান

মার্গের বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ হইবে।' যে সকল উপাসক আমার নির্গুণ ব্রহ্মভাব চিন্তা করিতে করিতে দেহ ত্যাগ করেন, সাধারণতঃ লোকদৃষ্টিতে তাঁহারা কলেবর ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করেন বটে ; কিন্তু বস্তুতঃ তাঁহাদিগের প্রাণ স্থানান্তরে গমন না করিয়াই, সাক্ষাৎসম্বন্ধে মদ্ভাব প্রাপ্ত হয়। তাদৃশ সাধকগণের প্রাণ যে উৎক্রমণ করে না; শ্রুতি তাহার সমর্থন করিতেছেন, "ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্ত অত্রৈব সমবলীয়ন্তে।" অর্থাৎ তাঁহার প্রাণ উৎক্রমণ করে না, এখানেই সম্পূর্ণরূপে লীন হইয়া যায়। শ্রুতি আরও বলিয়াছেন, "ব্রহ্ম সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি" অর্থাৎ ব্রহ্ম হইয়া ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হয়। এতদ্বিষয়ে কোনই সন্দেহের অবসর নাই। শ্রুতি বলিয়াছেন, "ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে ॥" অর্থাৎ সেই পরব্রহ্মের দর্শন হইলে হৃদয়-গ্রন্থি ভিন্ন হইয়া যায়, যাবতীয় সংশয় বিচ্ছিন্ন হয় এবং কর্ম্ম সকল ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। অতএব বাসুদেবচিন্তানুগত ব্যক্তির দেহ-নাশের পর ঈশ্বরের সহিত অভিন্নত্বপ্রাপ্তিবিষয়ে কোন সন্দেহ হইতে পারে না।

শ্রীমদ্বলদেব ও বিশ্বনাথের অভিপ্রায়—মনুষ্য স্মরণাত্মক জ্ঞানের দ্বারাই আমার ভাব পরিজ্ঞাত হইয়া থাকে, এবং আমিও তাহাদিগকে স্মরণানুরূপ তদ্রূপ ফল প্রদান করি। এ স্থলে মদ্ভাব শব্দে আমার স্বভাবই লক্ষিত ; আমি অপহতপাপ্মত্বাদি আট প্রকার গুণ-বিশিষ্ট। অন্তকালে মচ্চিন্তাপরায়ণ ব্যক্তি আমার তাদৃশ স্বভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৫ ॥

যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ ॥ ৬ ॥

অন্বয়।—[হে] কৌন্তেয় ! (কুন্তিনন্দন !) সদা (নিয়তম্) তদ্ভাবভাবিতঃ (তস্য ভাবেন ভাবনয়া অনুচিন্তনেন ভাবিতঃ বাসিতচিত্তঃ) [সন্] যম্ যম্ অপি বা ভাবম্ (দেবতাবিশেষম্ অপি বা) অন্তে (মরণকালে) স্মরন্ (অনুচিন্তয়ন্) কলেবরম্ (দেহম্) ত্যজতি (মুঞ্চতি) তম্ তম্ এব [স্মর্য্যমাণম্ ভাবম্] এতি (প্রাপ্নোতি) ॥ ৬ ॥

প্রতিশব্দ।—[হে] কুন্তিনন্দন! সর্ব্বদা সেই-সেই-ভাব-দ্বারা-সংবদ্ধ-সংস্কার-বিশিষ্টচিত্ত [হইয়া] যে যে-ও বা বস্তু মরণকালে স্মরণ-করিতে-করিতে দেহ ত্যাগ-করে, সেই সেই-ই [স্মর্য্যমাণ ভাবকে] প্রাপ্ত-হয় ॥ ৬ ॥

ব্যাখ্যা।—প্রতিনিয়ত বিভিন্ন বিষয়-বিশেষের অনুচিন্তনপ্রভাবে হৃদয়মধ্যে যে সংস্কার সমাহিত হয়, মরণাপন্ন মানব মরণকালে সেই সংস্কারবশে তদনুরূপ বিষয়বিশেষেরই স্মরণে নিরত হইয়া থাকে। এইরূপে আসন্নসময়ে যে জীব আমি বা মদ্ভিন্ন অন্য কোন দেবতা, অথবা আর যে কোন বিষয়ের চিন্তা সহকারে কলেবর পরিত্যাগ করে, সেই জীব সেই বিষয়েরই সহিত তন্ময় হইয়া যায় ॥ ৬ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—ন মদ্বিষয় এবায়ং নিয়মঃ, কিং তর্হি? যং যমিতি। যং যং বাপি যং যং ভাবং দেবতাবিশেষং স্মরংশ্চিন্তয়ন্ ত্যজতি পরিত্যজতি, অন্তে প্রাণবিয়োগকালে কলেবরং, তং তমেব স্মৃতং ভাবমেবৈতি নান্যং কৌন্তেয়! সদা সর্ব্বদা তদ্ভাবভাবিতস্তস্মিন্ ভাবস্তদ্ভাবঃ স ভাবিতঃ স্মর্য্যমাণতয়াভ্যস্তো যেন স তদ্ভাবভাবিতঃ সন্ ॥ ৬ ॥

আনন্দগিরি।—অন্তকালে ভগবন্তমনুধ্যায়তো ভগবৎপ্রাপ্তিনিয়মবদন্যমপি তৎকালে দেবাদিবিশেষং ধ্যায়তো দেহং ত্যজতস্তৎপ্রাপ্তিরবশ্যংভাবিনীতি দর্শয়তি নেত্যাদিনা। কথং পুনরন্তকালে পরবশস্য নিয়তবিষয়স্মৃতির্ভবিতুমুৎসহতে তত্রাহ সদেতি। দেবাদিবিশেষস্তস্মিন্নিতি সপ্তম্যর্থঃ। ভাবো ভাবনা বাসনা স ভাবো ভাবিতঃ সম্পাদিতো যেন পুংসা স তথাবিধঃ সন্ যং যং ভাবং স্মরতি তন্তমেব দেহত্যাগাদূর্দ্ধ্বং গচ্ছতীতি সম্বন্ধঃ ॥ ৬ ॥

রামানুজ।—স্মর্ত্তুঃ স্ববিষয়সজাতীয়াকারতাপাদনমন্ত্যপ্রত্যয়স্য স্বভাব ইতি সুস্পষ্টমাহ যং যমিতি। অন্তে অন্তকালে যং যং চাপি ভাবং স্মরন্ কলেবরং ত্যজতি তং তং ভাবমেব মরণানন্তরমেতি। অন্ত্যপ্রত্যয়শ্চ পূর্ব্বভাবিতবিষয় এব জায়তে ॥ ৬ ॥

হনুমান্।—যমিতি। যং যঞ্চাপি স্মরন্ ভাবং পদার্থত্বেন ভাবেন ভাবিতঃ ॥ ৬ ॥

শ্রীধর।—ন কেবলং মাং স্মরন্ মদ্ভাবং প্রাপ্নোতীতি নিয়মঃ, কিং তর্হি? যং যমিতি। যং যং ভাবং দেবতান্তরং বা অন্যমপি বা, অন্তকালে স্মরন্ দেহং ত্যজতি তং তমেব স্মর্য্যমাণ ভাবং প্রাপ্নোতি, অন্তকালে ভাববিশেষস্মরণে হেতুঃ সদা তদ্ভাবভাবিত ইতি, সর্ব্বদা তস্য ভাবো ভাবনানুচিন্তনম্, তেন ভাবিতো বাসিতচিত্তঃ ॥ ৬ ॥

বলদেব।—ন চ মৎস্মর্ত্তৈব মদ্ভাবং যাতীতি নিয়মঃ। কিন্ত্বন্যস্মর্ত্তাপ্যন্যভাবং যাতীতি আহ যং যমিতি। ভাবং পদার্থং, তং তমেব ভাবং দেহত্যাগোত্তরমেবৈতি, যথা

ভয়তো দেহান্তে মৃগং চিন্তয়ন্ মৃগোঽভূৎ। অন্তিমস্মৃতিশ্চ পূর্ব্বস্মৃতবিষয়ৈব ভবতীত্যাহ সদেতি। তদ্ভাবভাবিতস্তৎস্মৃতিবাসিতচিত্তঃ ॥ ৬ ॥

মধুসূদন।—অন্তকালে ভগবন্তমনুধ্যায়তো ভগবৎপ্রাপ্তির্নিয়তেতি বদিতুমন্যদপি যং কঞ্চিৎ কালে ধ্যায়তো দেহং ত্যজতস্তৎপ্রাপ্তিরবশ্যংভাবিনীতি দর্শয়তি যং যমিতি। ন কেবলং মাং স্মরন্ মদ্ভাবং যাতীতি নিয়মঃ, কিং তর্হি? যং যং ভাবং দেবতাবিশেষম্। চকারাদন্যদপি যৎকিঞ্চিদ্বা স্মরংশ্চিন্তয়ন্নন্তে প্রাণবিয়োগকালে কলেবরং ত্যজতি, স তং তমেব স্মর্য্যমাণং ভাবমেব নান্যমেতি প্রাপ্নোতি। হে কৌন্তেয়েতি পিতৃস্বস্বপুত্রত্বেন স্নেহাতিশয়ং সূচয়তি, তেন চাবশ্যানুগ্রাহ্যত্বং, তেন চ প্রতারণাশঙ্কাশূন্যত্বমিতি। অন্তকালে স্মরণোদ্যমাসংভবেঽপি পূর্ব্বাভ্যাসজনিতা বাসনৈব স্মৃতিহেতুরিত্যাহ, সদা সর্ব্বদা, তস্মিন্ দেবতাবিশেষাদৌ, ভাবো ভাবনা বাসনা তদ্ভাবঃ সম্পাদিতো যেন স তথা ভাবিতভদ্ভাব ইত্যর্থঃ। (আহিতাগ্ন্যাদেরাকৃতিগণত্বাদ্ভাবিতপদস্য পরনিপাতঃ)। তদ্ভাবেন তচ্চিন্তনেন ভাবিতো বাসিতচিত্ত ইতি বা ॥ ৬ ॥

নীলকণ্ঠ।—ন কেবলং কার্য্যকারণব্রহ্মণোরেব ভাবনান্ত্যপ্রত্যয়বশাত্তদ্ভাবপ্রাপ্তিরপি তু কীটকস্য জীবত এব ভাবনাবলাৎ ভাব্যবস্তুভাবপ্রাপ্তিদৃশ্যতে নন্দিকেশ্বরস্য চ স্মর্য্যতে স হি মহাদেবং ভাবয়ংস্তৎসারূপ্যং দেহান্তরং বিনৈব প্রাপ্ত ইতি যোগশাস্ত্রেঽপি প্রসিদ্ধং তত্র কিমু বক্তব্যং অন্ত্যপ্রত্যয়বশাৎ দেহান্তরে ভাব্যভাবপ্রাপ্তিরস্তীতি মত্বা তমেবার্থং অন্যত্রাপি দর্শয়তি যং যমিতি। তদ্ভাবভাবিতঃ ভাব্যাকারবাসনয়া জিত [রঞ্জিতঃ] ইত্যর্থঃ ॥৬॥

বিশ্বনাথ।—মামেব স্মরন্মাং প্রাপ্নোতীতিবন্মদন্যমপি স্মরন্মদন্যমেব প্রাপ্নোতীত্যাহ যং যমিতি। তস্য ভাবেন ভাবনেন অনুচিন্তনেন ভাবিতো বাসিতঃ তন্ময়ীভূতঃ ॥ ৬ ॥

তাৎপর্য্য।—শ্রীভগবান্ পূর্ব্বশ্লোকে পরিব্যক্ত করিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি দেহান্তকালে ভগবচ্চিন্তা-পরায়ণ হইয়া কলেবর পরিত্যাগ করে, সে ব্যক্তি মরণান্তে ভগবদ্ভাব প্রাপ্ত হয়। উপস্থিত শ্লোকে ইহাই প্রদর্শন করিতেছেন যে, মরণকালে মনুষ্য যাদৃশী ভাবনা-নিরত হইয়া দেহত্যাগ করে, সে মরণান্তে তাদৃশ ফলভাগী হইয়া থাকে। প্রাণবিয়োগ-কালে মনুষ্য যদি দেবতা-বিশেষের বা অন্য বস্তুবিশেষের চিন্তা-পরায়ণ হইয়া কলেবর পরিহার করে, তাহা হইলে, সে মরণান্তে সেই সেই স্মর্য্যমাণ দেবতা-বিশেষ বা বস্তু-বিশেষকে প্রাপ্ত হয়। সত্য বটে অন্তকালে দেহেন্দ্রিয়াদির বিকলতাহেতু মনুষ্যর পক্ষে স্মরণোদ্যম নিতান্ত অসম্ভব হইয়া পড়ে; কিন্তু দেহের সুস্থ ও সবল অবস্থায় মনুষ্য যে দেবতা বা যে বিষয়ের পুনঃ পুনঃ স্মরণ ও চিন্তন করিয়া আসিতেছে, তৎসম্বন্ধে তাহার প্রবল অভ্যাস সমুৎপন্ন হইয়া থাকে।

সেই অভ্যাস-জনিত বাসনার প্রাবল্যে, অন্তকালে ইন্দ্রিয়গ্রাম বিকলিত ও অবসন্ন হইলেও, তত্তদ্বিষয়ক অনুচিন্তনের কোনই ব্যাঘাত উপস্থিত হয় না। এইরূপ নিরন্তর দেবতা-বিশেষাদির ভাবনা-জনিত বাসনা সহকারে যে ব্যক্তি দেহত্যাগ করে, সে তত্তৎ ভাবই প্রাপ্ত হয়। এখানে 'কৌন্তেয়' এই সম্বোধন পদ দ্বারা পিতৃস্বসৃপুত্রত্ব হেতু অর্জ্জুন ভগবানের নিরতিশয় স্নেহপাত্র ইহাই সূচিত হইতেছে। তাদৃশ স্নেহভাজন ব্যক্তির প্রতি নিরতিশয় অনুগ্রহ ভিন্ন অন্য কোন ভাবের আবির্ভাব হইতে পারে না এবং তাদৃশ ব্যক্তির সহিত কোনরূপ প্রতারণা-পূর্ণ ব্যবহারও কদাপি সম্ভাবিত নহে।

সমালোচ্য শ্লোক ও ইহার অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকে পরমকারুণিক শ্রীহরি যে পরমতত্ত্ব পরিব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা বাস্তবিক মনুষ্যমাত্রের পক্ষেই প্রগাঢ় আলোচনার বিষয়। যাবজ্জীবন মনুষ্য অত্যাসক্ত ভাবে যে যে বিষয়ের অনুচিন্তনে ব্যাপৃত থাকে, জীবনান্তকালেও অভ্যাস-প্রাবল্যে সেই সেই বিষয়ের চিন্তাই হৃদয়-ক্ষেত্রে আবির্ভূত হয় এবং তদবস্থায় শরীর পরিহার করিলে, মানব চিরচিন্তিত বিষয়ই লাভ করে। এইরূপ চিন্তার প্রাবল্যে জ্ঞাননিষ্ঠ ভরত * মরণান্তে মৃগত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অতএব সময়

---

* ভগবান্ মনুর প্রিয়ব্রত নামে এক পরম গুণবান্ পুত্র ছিলেন। তাঁহারই রথচক্রদ্বারা পৃথিবীতে সপ্ত-সমুদ্রের উদ্ভব হইয়াছে। প্রিয়ব্রত অগ্নীধ্র নামা স্বকীয় পুত্রের হস্তে রাজ্য ভার সমর্পণ করিয়া বানপ্রস্থধর্ম্ম অবলম্বন করেন। অগ্নীধ্র পৃথিবীকে নয় বর্ষে বিভাগ করিয়াছিলেন। তদীয় তিরোধানের পর তাঁহার পুত্র নাভি, যজ্ঞ দ্বারা ভগবানের প্রীতি সমুৎপাদন করিলে, ভগবান্ তাঁহার পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইতে স্বীকৃত হইলেন। ঋষভ নামে সেই পুত্রের হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া, নাভি সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিলেন। বনাগ্নিতে ঋষভদেবের দেহাত্যয় ঘটে। পূর্ব্ব হইতেই পিতৃ-আজ্ঞাক্রমে তদীয় অতীব গুণবান তনয় ভরত রাজ্যপালনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। পৃথিবীর এই বর্ষ অজনাভ নামে পূর্ব্বকালে খ্যাত ছিল; সর্ব্বসদ্গুণের নিকেতনস্বরূপ ভরতের শাসনকাল হইতে ইহা ভারতবর্ষ নামে বিখ্যাত হইয়াছে। দীর্ঘকাল রাজ্য শাসন করার পর ধর্ম্মচর্চ্চার অভিপ্রায়ে বিষয়বাসনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভরত হরিক্ষেত্রে গমন করেন, এবং বিহিত বিধানে ভগবচ্চিন্তনে নিযুক্ত হন। একদা স্নানাদি ক্রিয়া সমাপনান্তে রাজা ভরত আশ্রম-পাদ-প্রবাহিণী নদী-তীরে সমুপবিষ্ট হইয়া ভগবন্নাম জপ করিতেছিলেন। তৎকালে একটী গর্ভিণী হরিণী একাকিনী সেই নদীতে জলপান করিতে আসিয়াছিল। সহসা তত্রত্য গিরি, নদী ও বনভূমি বিকম্পিত করিয়া ভীমরবে এক সিংহ গর্জ্জন করিয়া উঠিল। ভয়-বিকম্পিতা গর্ভ ভার-মন্থরা হরিণী প্রাণভয়ে লম্ফত্যাগ করিল। লম্ফবেগে বিচলিত হইয়া তৎক্ষণাৎ তাহার গর্ভদেশ হইতে এক হরিণীশিশু বিনির্গত ও নদীনীরে নিপতিত হইল। এ দিকে হরিণীও তত্রত্য গুহা-বিশেষে পতিত ও বিগতজীব হইল। রাজর্ষি ভরত দেখিলেন সেই সদ্যঃপ্রসূত হরিণশাবক স্রোতোবেগে প্রবাহিত হইতেছে এবং

থাকিতে সাবধান হওয়াই সুব্যবস্থা। যখন শরীর ও মন সম্পূর্ণরূপে বশবর্ত্তী থাকে, যখন ইন্দ্রিয়নিচয় মানবের অধীন থাকে, তখনই পরিণাম চিন্তা করিয়া সাবধান হওয়া আবশ্যক এবং অসচ্চিন্তার পথ হইতে সবলে চিত্তকে আকর্ষণ করিয়া সচ্চিন্তার পথে আনয়ন করাই বিধেয়। সদ্বিষয়ক চিন্তায় অভ্যস্ত হইলে চিত্ত উন্মার্গগামী হইবার সম্ভাবনা থাকে না, এবং জীবনান্তে মানবের অধোগতির আশঙ্কা বিদূরিত হইয়া যায়। বাস্তবিকই সেই অন্তিমকাল নিরতিশয় ভয়াবহ। যে চিত্ত নিরন্তর বিবিধ ভোগ-সুখায়োজনের কল্পনায় প্রমত্ত হইয়া অবিরত বিলাস-কাননে পরিভ্রমণ করিত, সেই অন্তিম সময়ে সেই চটুল চিত্ত ছিন্ন-পক্ষ বিহঙ্গিনীর ন্যায় অবসন্ন ও ক্ষমতাবিহীন হইয়া পড়ে। যে নয়ন প্রতিনিয়ত শোভার সার ও সৌন্দর্য্যের সমষ্টি অন্বেষণে ব্যাপৃত থাকিত, সেই ভয়ানক দিনে সেই লোলুপ-নয়ন-যুগল নিষ্ক্রিয়, শক্তি-শূন্য ও বিগত-শ্রী হয়। এইরূপে দেহ ও তদধিকৃত ইন্দ্রিয়গ্রাম নিৰ্জ্জীব ও অক্ষম হইলে, আর সাবধান হইবার কোনই অবসর থাকে না। তখন যে চিরাভ্যস্ত বিষয়ের অনুধ্যানে মানব কালপাত করিয়াছে, তাহাই তাহার মানস-পথে সমুদিত হইতে থাকে। তখন চতুর্দ্দিকে পরিজন ও বান্ধবাদি অশ্রুপাত করিতে করিতে আর্ত্তনাদের রোল তুলিয়া, অকিঞ্চিৎকর বিষয়-চিন্তাভ্যস্ত মরণোন্মুখ মানবের বিকল হৃদয়কে আরও বিকলিত করিতে থাকে। অধর্ম্ম, অদমনীয়া অর্থার্জ্জন-স্পৃহা, বলবতী ভোগ-লালসা, দুর্নিবার বিষয়-তৃষ্ণা, সেই মৃত্যুকালিমাগ্রস্ত ব্যক্তির দুর্ব্বল, নিঃসহায় ও কাতর হৃদয়কে আকুলিত করিয়া তুলে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার জন্মান্তরে সদ্গতি লাভের আশা

তাহার জীবন সংশয়াপন্ন হইয়াছে। কারুণ্যপরবশ হইয়া ভরত নদী-নীরে গমনপূর্ব্বক সেই হরিণী-শিশুকে ধারণ করিলেন এবং সযত্নে ক্রোড়ে লইয়া আশ্রমপ্রদেশে আনয়ন করিলেন। তিনি অতীব স্নেহের সহিত সেই মৃগশাবকের রক্ষণাবেক্ষণ ও লালনপালন করিতে লাগিলেন। এইরূপে সেই হরিণী-শিশুর স্নেহে তিনি এতই আবদ্ধ হইয়া পড়িলেন যে, তাঁহার ধর্ম্মচর্চ্চার সাতিশয় বিঘ্ন ঘটিতে লাগিল; অবশেষে সেই হরিণী-শিশুই তাঁহার ধ্যান ও জ্ঞানের একমাত্র বিষয়ীভূত হইল। অনন্তর মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে রাজা ভরত ও ধ্যান-নিমগ্ন হইয়া দেখিতে লাগিলেন যে, সেই মৃগ-শাবক তদীয় অন্তিম শয্যার পার্শ্বদেশে সমুপবিষ্ট হইয়া নিরতিশয় শোকসহকারে অশ্রু-বর্ষণ করিতেছে। এইরূপ অবস্থায় ভরতের মৃত্যু ঘটিলে তিনি মৃগরূপে পুনর্জ্জন্ম লাভ করিলেন। কিন্তু মৃগদেহ প্রাপ্ত হইলেও তাঁহার পূর্ব্বসঞ্চিত জ্ঞান ও স্মৃতির বিলোপ হইল না। (শ্রীমদ্ভাগবত ৫ম স্কন্ধ দ্রষ্টব্য)

তিরোহিত হইয়া যায়। হয়তো প্রস্ফুটিত প্রসূন-সমাকীর্ণ প্রমোদ-কাননের চিন্তা করিতে করিতে, হয়তো সুন্দরী বিশেষের অলক-দাম বা বিলোল কটাক্ষের আলোচনা করিতে করিতে, হয়তো অনুষ্ঠিত চাতুরী-বিশেষের সফলতা কামনা করিতে করিতে, হয়তো অতিপ্রিয় সন্তান বা স্বযত্ন-পালিত কুক্কুর-শাবকের ভাবনা ভাবিতে ভাবিতে, দেহ-পিঞ্জর ভগ্ন করিয়া প্রাণপক্ষী পলায়ন করে এবং সেই হতভাগ্যের পারলৌকিক সদ্গতির আশা সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইয়া পড়ে। কর্ণকুহরে অতি পবিত্র হরিনাম প্রবেশ করায় হৃদয় উদ্বুদ্ধ হইলে, সেই মরণাপন্ন ব্যক্তি শ্রীহরির চবণ-চিন্তা করিতে করিতে দেহত্যাগ করিয়া পরলোকে সদ্গতি লাভ করিবে, এই আশায় আত্মীয়গণ, সেই কৃতান্ত-কবলিত-প্রায় ব্যক্তিকে বেষ্টন করিয়া তারস্বরে করুণাময় ভগবানের মধুময় নাম কীর্ত্তন করিতে থাকে। কিন্তু হায়! বন্ধুগণের সদিচ্ছা-প্রণোদিত এই শুভ সংকল্প তখন হয়তো কোনই সুফল সমুৎপাদন করে না। হয়তো অভ্যাসের অভাবে, ইন্দ্রিয়গণের সেই অকর্ম্মণ্য অবস্থায়, অভাগা মানবের কর্ণকুহরে সুপবিত্র হরি-নাম-ধ্বনি প্রবেশ করিয়া, তাহার মৃত-কল্প-হৃদয়ে আর অমৃতরস সিঞ্চন করে না। অতএব সময় থাকিতেই পরকালের উপায় চিন্তা করা আবশ্যক। আমরা সংসারে সুখের সাধন জ্ঞান করিয়া যে যে বিষয়ে অত্যাসক্ত হইয়া থাকি, প্রত্যুত তৎসমস্ত নিরতিশয় অকিঞ্চিৎকর ও পরকালের অসদ্গতি বিধায়ক। যে যে বিষয় দুঃখের হেতুভূত মনে করিয়া আমরা ভীত ও অবসন্ন হই, বস্তুতঃ তৎসমস্তও নিতান্ত অলীক। বিষয়-জনিত সুখ ও দুঃখ সমস্তই আমাদিগের ভ্রান্তি-প্রসূত মোহমাত্র। এই সংসাররূপ পান্থশালায় আমরা ক্ষণকালের নিমিত্ত প্রবেশ করি এবং অত্রত্য অসার পদার্থ পুঞ্জ অবলম্বন করিয়া অশেষ সুখ-দুঃখের কল্পনায় প্রমত্ত হই। যে সকল ক্ষণ-বিধ্বংসী ভূতময় পদার্থ আমাদিগকে অবশ্যই অচিরে পরিহার করিতে হইবে, তৎসমস্তকে চিরস্থায়ী জ্ঞান করিয়া আমরা উন্মত্তবৎ ব্যবহার করি এবং সকল সুখের সার, সকল আনন্দের নিকেতন, অক্ষয় প্রেমের প্রস্রবণ, শান্তি-রাশির আবাসস্বরূপ ব্রহ্মাণ্ডপতির চরণ-চিন্তনে বিরত হই। হে মানব! হে সুখ-দুঃখ-নিমগ্ন মনুষ্য! হে ভ্রান্ত জীবকুল! এই সময়, সময় থাকিতে পথ দেখিয়া লও এবং 'আমি আমার' এইরূপ অসদ্বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া পরমেশ্বরের চরণরূপ সুদৃঢ় আশ্রয় অবলম্বন কর।

করুণাময় শ্রীকৃষ্ণ কৃপা সহকারে পরবর্ত্তী আরও কয়েকটী শ্লোকে এই পরমতত্ত্ব আরও স্পষ্টীকৃত করিয়াছেন ॥ ৬ ॥

তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্মামেবৈষ্যস্যসংশয়ঃ ॥ ৭ ॥

অন্বয়।—তস্মাৎ (যস্মাৎ পূর্ব্ববাসনা এব মরণসময়ে স্মৃতিহেতুঃ তস্মাৎ) সর্ব্বেষু কালেষু (সর্ব্বদৈব) মাম্ (পরমেশ্বরম্) অনুস্মর (অনুচিন্তয়) যুধ্য (যুধ্যস্ব) চ, ময়ি (পরমেশ্বরে) অর্পিত-মনঃ-বুদ্ধিঃ (অর্পিতং মনঃ বুদ্ধিশ্চ যেন সঃ) [ত্বম্] মাম্ এব অসংশয়ঃ (সন্দেহ-রহিতঃ) এষ্যসি (প্রাপ্স্যসি) ॥ ৭ ॥

প্রতিশব্দ—তদ্ধেতু সকল কালে আমাকে চিন্তা-কর এবং যুদ্ধ-কর, আমাতে সমর্পিত-চেতা [তুমি] আমাকে-ই নিঃসন্দেহ পাইবে ॥ ৭ ॥

ব্যাখ্যা।—যখন পূর্ব্ববাসনাই অন্তিমকালে স্মৃতি সমুৎপাদনের হেতুভূত, তখন তুমি সর্ব্বদা আমার চিন্তা-পরায়ণ হও এবং যুদ্ধকার্য্যের অনুষ্ঠান কর; এইরূপে আমাতে মন ও বুদ্ধি সমর্পণ করিলে তুমি নিশ্চয়ই পরিণামে আমাকেই প্রাপ্ত হইবে ॥ ৭ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—যস্মাদেবমন্ত্যা ভাবনা দেহান্তরপ্রাপ্তৌ কারণং তস্মাদিতি। তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু মামনুস্মর যথাশাস্ত্রং যুধ্য চ যুধ্যস্ব স্বধর্ম্মং কুরু ময়ি বাসুদেবেঽর্পিতে মনোবুদ্ধী যস্য তব স ত্বং ময্যর্পিতমনোবুদ্ধিঃ সন্ মামেব যথাস্মৃতমেষ্যসি আগমিষ্যসি অসংশয়ো ন সংশয়োঽত্র বিদ্যতে ॥ ৭ ॥

আনন্দগিরি।—সততং ভাবনা প্রতিনিয়তফলপ্রাপ্তিনিমিত্তান্ত্যপ্রত্যয়হেতুরিত্যঙ্গীকৃত্যানন্তরশ্লোকমবতারয়তি যস্মাদিতি। বিশেষণত্রয়বতো ভগবদনুস্মরণস্য ভগবৎপ্রাপ্তিহেতুত্বং ভাতি তস্মাদিত্যুচ্যতে সর্ব্বেষু কালেষ্বাদরনৈরন্তর্য্যাভ্যাং সহেতি যাবৎ, ভগবদনুস্মরণে বিশেষণত্রয়সাহিত্যং যথাশাস্ত্রমিতি দ্যোত্যতে। ভগবদনুসন্ধানং কর্ত্তব্যমুক্ত্বা তেন সহ স্বধর্ম্মমপি কুরু যুধ্যমিত্যুপদিশতা ভগবতা সমুচ্চয়ো জ্ঞানকর্ম্মণোরঙ্গীকৃতো ভাতীত্যাশঙ্ক্যাহ ময়ীতি।

মনোবুদ্ধিগোচরং ক্রিয়াকারকফলজাতং সকলমপি ব্রহ্মৈবেতি ভাবয়ন্ যুধ্যস্বেতি ব্রুবতা ক্রিয়াদিকলাপস্থ ব্রহ্মাতিরিক্তস্থাভাবাভিলাপাগান্নাত্র সমুচ্চয়ো বিবক্ষিত ইত্যর্থঃ। উক্তরীত্যা স্বধর্ম্মমনুবর্ত্তমানস্থ প্রয়োজনমাহ মামেবেতি। উক্তসাধনবশাৎ ফলপ্রাপ্তৌ প্রতিবন্ধাভাবং সূচয়তি অসংশয় ইতি ॥ ৭ ॥

রামানুজ।—তস্মাদিতি। যস্মাৎ পূর্ব্বকালাভ্যস্তবিষয়ে চাভ্যন্তপ্রত্যয়ো জায়তে তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু আপ্রায়ণাদহরহর্ম্মামনুস্মর। অহরহোঽনুস্মৃতিকরং যুদ্ধাদিকং বর্ণাশ্রমানুবন্ধি শ্রুতিস্মৃতিচোদিতং নিত্যনৈমিত্তিকঞ্চ কর্ম্ম কুরু। স তদুপায়েন ময্যর্পিত-মনোবুদ্ধিরন্তকালে চ মামেব স্মরন্ যথাভিলষিতপ্রকারং মাং প্রাপ্স্যসি নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৭ ॥

হনুমান্।—তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষ্বিত্যর্থঃ। ৭॥

শ্রীধর।—তস্মাদিতি। যস্মাৎ পূর্ব্ববাসনৈবান্তকালে স্মৃতিহেতুর্ন তু তদা বিবশস্য স্মরণোদ্যমঃ সম্ভবতি, তস্মাৎ সর্ব্বদা মামনুস্মর অনুচিন্তয়, তৎ স্মরণং হি চিত্তশুদ্ধিং বিনা ন ভবতি, অতো যুধ্যস্ব চিত্তশুদ্ধ্যর্থং যুদ্ধাদিকং স্বধর্ম্মমনুতিষ্ঠেত্যর্থঃ, এবং ময্যর্পিতং মনঃ সংকল্পাত্মকং বুদ্ধিশ্চ ব্যবসায়াত্মিকা যেন ত্বয়া স ত্বমনায়াসেন মামেব প্রাপ্স্যসি অসংশয়ঃ সংশয়োঽত্র নাস্তি। ৭ ॥

বলদেব।—তস্মাদিতি। যস্মাৎ পূর্ব্বস্মৃতিরেবান্তিমস্মৃতিহেতুস্তস্মাৎ ত্বং সর্ব্বেষু কালেষু প্রতিক্ষণং মামনুস্মর যুধ্যস্ব চ লোকসংগ্রহায় যুদ্ধাদীনি স্বোচিতানি কর্ম্মাণি কুরু এবং ময্যর্পিতমনোবুদ্ধিস্ত্বং মামেবৈষ্যসি ন ত্বন্যদিত্যত্র সন্দেহস্তে মাভূৎ ॥ ৭ ॥

মধুসূদন।—তস্মাদিতি। যস্মাদেবং পূর্ব্বস্মরণাভ্যাসজনিতান্ত্যা ভাবনৈব তদানীং পরবশস্য দেহান্তরপ্রাপ্তৌ কারণম্, তস্মান্মদ্বিষয়কান্ত্যভাবনোৎপত্ত্যর্থং সর্ব্বেষু কালেষু পূর্ব্বমেবাদরেণ মাং সগুণমীশ্বরমনুস্মর চিন্তয়, যদান্তঃকরণাশুদ্ধিবশান্ন শক্নোসি সততমনুস্মর্ত্তুং ততোঽন্তকরণশুদ্ধয়ে যুধ্য চ অন্তকরণশুদ্ধ্যর্থং যুদ্ধাদিকং স্বধর্ম্মং কুরু, যুধ্যেতি যুধ্যস্বেত্যর্থঃ। এবং চ নিত্যনৈমিত্তিককর্ম্মানুষ্ঠানেনাশুদ্ধিক্ষয়াৎ ময়ি ভগবতি বাসুদেবে অর্পিতে সঙ্কল্পাধ্যবসায়লক্ষণে মনোবুদ্ধী যেন ত্বয়া স ত্বমীদৃশঃ সর্ব্বদা মচ্চিন্তনপরঃ সন্মামেবৈষ্যসি প্রাপ্স্যসি অসংশয়ো নাত্র সংশয়ো বিদ্যতে। ইদং চ সগুণব্রহ্মচিন্তনমুপাসকানামুক্তং তেষামন্ত্যভাবনাসাপেক্ষত্বাৎ, নির্গুণব্রহ্মজ্ঞানিনাং তু জ্ঞানসমকালমেবাজ্ঞাননিবৃত্তিলক্ষণায়া মুক্তে সিদ্ধত্বান্নাস্ত্যন্ত্যভাবনাপেক্ষেতি দ্রষ্টব্যম্ ॥ ৭ ॥

নীলকণ্ঠ।—তস্মাদিতি। যস্মাদেবং তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু মামনুস্মর অন্তকালে মৎস্মৃত্যা মদ্ভাবপ্রাপ্ত্যর্থং যুধ্য চেতি। চকারাৎ কর্ম্মোপাস্ত্যোঃ সমুচ্চয়োঽবগম্যতে জ্ঞানকর্ম্ম-সমুচ্চয়কর্ত্তরি ইব তদুভয়ানুষ্ঠাতরি একস্মিন্নেবাধিকারিণি কর্ত্তুর প্রত্যয়কৃতবিরোধাভাবাৎ। ময়ি অর্পিতে মদেকনিষ্ঠতাং নীতে মনোবুদ্ধী যেন স ময্যর্পিতমনোবুদ্ধিস্ত্বং অসংশয়ঃ মামেবৈষ্যসি প্রাপ্স্যসি অন্তকালে স্মরণেনেতি শেষঃ। ৭।

বিশ্বনাথ।—তস্মাদিতি। মনঃ সঙ্কল্পাত্মকং বুদ্ধির্ব্যবসায়াত্মিকা ॥ ৭ ॥

তাৎপর্য্য।—যখন দেখা যাইতেছে যে, পূর্ব্ব হইতে স্মরণকার্য্যে অভ্যাস না থাকিলে, অন্তিমকালে দেহেন্দ্রিয়াদির অবশ অবস্থায় স্মরণোদ্যম সম্ভব হয় না, এবং যখন ইহাও বুঝা যাইতেছে যে, অন্ত্য ভাবনাই চিন্তানুরূপ দেহান্তর লাভের কারণ, তখন যাহাতে মরণসময়ে মদ্বিষয়ক ভাবনা হৃদয়ে জাগরূক থাকে, তাহার ব্যবস্থা করা বিধেয়। অতএব পূর্ব্ব হইতেই আগ্রহ সহকারে সগুণ ঈশ্বররূপ আমার অনুচিন্তনে বিনিযুক্ত হওয়া আবশ্যক। অন্তঃকরণ অবিশুদ্ধ থাকিলে সতত ভগবচ্চিন্তন সম্ভবপর হয় না; অতএব অন্তঃকরণশুদ্ধির নিমিত্ত স্বধর্ম্ম সঙ্গত কর্ম্মানুষ্ঠান করা বিধেয়। স্বধর্ম্মানুষ্ঠান হেতু চিত্তশুদ্ধি ঘটিলে, প্রতিনিয়ত মৎস্মরণে সক্ষম হইবে বলিয়া, তোমাকে অন্তঃকরণ-শুদ্ধি-বিধায়ক যুদ্ধাদি স্বধর্ম্মবিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে আদেশ করিতেছি। এইরূপে নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা চিত্তের অশুদ্ধি অপগত হইলে, ভগবান্ বাসুদেবরূপ আমাতে সংকল্পাত্মক মন এবং ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি সমর্পণ করিয়া, তুমি নিঃসন্দিগ্ধরূপে আমাকেই প্রাপ্ত হইবে।

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ 'যুধ্য' এই পদ উপলক্ষে বলিয়াছেন যে, লোকসংগ্রহের নিমিত্ত যুদ্ধাদি স্বোচিত কর্ম্ম সম্পাদন কর এবং শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য বলিয়াছেন যে, বর্ণাশ্রমের অনুসন্ধি শ্রুতি-স্মৃতি-প্রতিপাদিত যুদ্ধাদি নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্য সম্পাদন কর। শ্রীমন্মধুসূদন সরস্বতী উপসংহারকালে লিখিয়াছেন যে, উপস্থিত শ্লোকে যে তত্ত্ব পরিব্যক্ত হইয়াছে, তাহা সগুণ ব্রহ্মোপাসকগণের পক্ষেই প্রযোজ্য; কারণ তাঁহাদিগেরই মুক্তি অন্ত্যভাবনাসাপেক্ষ। নির্গুণ ব্রহ্মজ্ঞানীদিগের জ্ঞানোৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গেই অজ্ঞাননিবৃত্তিরূপ মুক্তি সমুদিত হয়; সুতরাং তাঁহাদিগের মুক্তিবিষয়ে অন্ত্য ভাবনার অপেক্ষতা নাই ॥ ৭ ॥

অভ্যাসযোগযুক্তেন চেতসা নান্যগামিনা।
পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থানুচিন্তয়ন্ ॥ ৮ ॥

অন্বয়।—পার্থ! অভ্যাস-যোগ-যুক্তেন (অভ্যাসঃ স্বজাতীয়প্রত্যয়-প্রবাহঃ স এব যোগঃ সমাধিঃ তেন যুক্তেন ঐকাগ্রেন) ন-অন্যগামিনা

(ন বিষয়ান্তরে গন্তুম্ শীলমস্যেতি নান্যগামী তেন) চেতসা (চিত্তেন) পরমম্ দিব্যম্ (দ্যোতনাত্মকম্) পুরুষম্ অনুচিন্তয়ন্ (অনুধ্যায়ন্) [তমেব] যাতি (প্রাপ্নোতি) ॥ ৮ ॥

প্রতিশব্দ।—কৌন্তেয়! অভ্যাস-রূপ-উপায়-সহকৃত অনন্য-গামী চিত্তদ্বারা নিরতিশয় জ্যোতির্ম্ময় পুরুষকে ধ্যান-করিতে-করিতে [তাঁহাকেই] প্রাপ্ত-হয় ॥ ৮ ॥

ব্যাখ্যা।—হে অর্জ্জুন! অনবরত বিষয় বিশেষ-চিন্তন-রূপ উপায়-প্রভাবে চিত্ত বিষয়ান্তরে গমন করিবে না; তাদৃশ চিত্তদ্বারা জ্যোতির্ম্ময় পরমেশ্বরের চিন্তা করিতে করিতে তাঁহাকেই প্রাপ্ত হওয়া যায় ॥ ৮ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—কিঞ্চ অভ্যাসেতি। অভ্যাসযোগযুক্তেন ময়ি চিত্তসমর্পণবিষয়ভূতে একস্মিন্ তুল্যপ্রত্যয়াবৃত্তিলক্ষণো।বলক্ষণপ্রত্যয়ান্তরিতোঽভ্যাসঃ স চাসৌ যোগস্তেন যুক্তং তত্রৈব ব্যাপৃতং প্রবৃত্তং যোগিনশ্চেতস্তেন চেতসা নান্যগামিনা নান্যত্র বিষয়ান্তরে গন্তুং শীলমস্যেতি নান্যগামি তেন নান্যগামিনা পরমং নিরতিশয়ং পুরুষং দিব্যং দিবি সূর্য্যমণ্ডলে ভবং দিব্যং যাতি গচ্ছতি, হে পার্থ! অনুচিন্তয়ন্ শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশমনুধ্যায়ন্নিত্যেতৎ ॥ ৮ ॥

আনন্দগিরি।—ইতশ্চ পূর্ব্বশ্লোকোক্তার্থানুষ্ঠায়ী ভগবন্তমন্তকালে প্রাপ্নোতীত্যাহ কিঞ্চেতি। অভ্যাসং বিভজতে ময়ীতি। ন হি চিত্তসমর্পণস্য বিষয়ভূতং ভগবতোঽর্থান্তরং বস্তু সদস্তীতি মন্বানো বিশিনষ্টি চিত্তেতি। অন্তরালকালেঽপি বিজাতীয়প্রত্যয়েষু বিচ্ছিদ্য বিচ্ছিদ্য জায়মানেষ্বপি সজাতীয়প্রত্যয়াবৃত্তিরযোগিনোঽপি স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ বিলক্ষণেতি। অভ্যাসাখ্যেন যোগেন যুক্তত্বং চেতসো বিবৃণোতি তত্রৈবেতি। তৃতীয়য়া পরামৃষ্টোঽভ্যাসযোগঃ সপ্তম্যাপি পরামৃশ্যতে। ননু প্রাকৃতানাং চেতস্তথেত্যাশঙ্ক্য বিশিনষ্টি যোগিন ইতি। তচ্চেচ্চেতো বিষয়ান্তরং পরামৃশেন্ন তর্হি পরমপুরুষার্থপ্রাপ্তিহেতুঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ নান্যগামিনেতি। প্রামাদিকং বিষয়ান্তরপারবশ্যমভ্যনুজ্ঞাতুং তাচ্ছীল্যপ্রত্যয়াস্তেন তাৎপর্য্যাদপরামৃষ্টার্থান্তরেণ পরমপুরুষনিষ্ঠেনেত্যর্থঃ। তদেব পুরুষস্য নিরতিশয়ত্বং যদপরামৃষ্টাখিলানর্থত্বমনতিশয়ানন্দত্বং তচ্চ প্রাগেব ব্যাখ্যাতং নেহ ব্যাখ্যানমপেক্ষতে। "যশ্চাসাবাদিত্যে" ইত্যাদি শ্রুতিমনুসৃত্যাহ দিবীতি। তত্র বিশেষতোঽভিব্যক্তিরেব ভবনং পূর্ব্বোক্তেন চেতসা যথোক্তং পুরুষমনুচিন্তয়ন্ যাতি তমেবেতি সম্বন্ধঃ। অনুচিন্তয়ন্নিত্যত্রানুশব্দার্থং ব্যাচষ্টে শাস্ত্রেতি। চিন্তয়ন্নিতি ব্যাকরোতি ধ্যায়ন্নিতি ॥ ৮ ॥

রামানুজ।—এবং সামান্যেন সর্ব্বত্র স্বপ্রাপ্যাবাপ্তিরন্ত্যপ্রত্যয়াধীনেত্যুক্তা তদর্থং ত্রয়াণামুপাসনংপ্রকারভেদ বক্তুমুপক্রমতে তত্রৈশ্বর্য্যার্থিনামুপাসনপ্রকারং যথোপাসনমন্ত্যপ্রত্যয়প্রকারঞ্চাহ অভ্যাসেতি। অহরহরভ্যাসযোগাভ্যাং যুক্ততয়া

নান্যগামিনা চেতসা অন্তকালে পরমং পুরুষং দিব্যং বক্ষ্যমাণপ্রকারং চিন্তয়ন্মামেব যাতি। আদি-ভরত-মৃগত্ব প্রাপ্তিবদিতি ঐশ্বর্য্যবিশিষ্টতয়া মৎসমানাকারো ভবতি। অভ্যাসো নিত্যনৈমিত্তিকাবিরুদ্ধেষু সর্ব্বেষু কালেষু মনসো যাস্যসংশীলনম্। যোগস্তু অহরহর্যোগকালে ঽনুষ্ঠীয়মানং যথোক্তলক্ষণমুপাসনম্। ৮॥

হনুমান্।—অভ্যাসযোগযুক্তেনেতি। অভ্যস্যতে ইত্যভ্যাসঃ অভ্যাসশ্চাসৌ যোগশ্চেত্যভ্যাসযোগস্তেন যুক্তেন অভ্যাসযোগযুক্তেন পরমং শ্রেষ্ঠতমং দিব্যমপ্রাকৃতং পার্থ! অনুচিন্তয়ন্ যাতি তং নান্যং গতিমিত্যর্থঃ। ৮॥

শ্রীধর।—সততস্মরণস্য চাভ্যাসোঽন্তরঙ্গসাধনমিতি দর্শয়ন্নাহ অভ্যাসযোগেতি। অভ্যাসঃ সজাতীয়প্রত্যয়প্রবাহঃ স এব যোগ উপায়স্তেন যুক্তেনৈকাগ্র্যেণ অতএব নান্যং বিষয়ং গন্তুং শীলং যস্য তেন চেতসা দিব্যং দ্যোতনাত্মকং পরমেশ্বরমনুচিন্তয়ন্ হে পার্থ! তমেব যাতীতি ॥ ৮॥

বলদেব।—সার্ব্বদিকী স্মৃতিরেবান্তিমস্মৃতিকরীত্যেবং দ্রঢ়য়তি অভ্যাসেতি। অভ্যাসঃ স্মরণাবৃত্তিরেব যোগস্তদ্যুক্তেন অতএবানন্যগামিনা ততোঽন্যত্রাচলতা তদেকাগ্রেণ চেতসা দিব্যং পুরুষং পরমং সশ্রীকং নারায়ণং বাসুদেবমনুচিন্তয়ন্ তমেব কীটভৃঙ্গন্যায়েন তত্তুল্যঃ সন্ যাতি লভতে। ৮॥

মধুসূদন।—তদেবং সপ্তানামপি প্রশ্নানামুত্তরমুক্ত্বা প্রয়াণকালে ভগবদনুস্মরণস্য ভগবৎপ্রাপ্তিলক্ষণং ফলং বিবরীতুমারভতে অভ্যাসেতি। অভ্যাসঃ সজাতীয়প্রত্যয়প্রবাহো ময়ি বিজাতীয়প্রত্যয়ানন্তরিতঃ ষষ্ঠে প্রাগ্ব্যাখ্যাতঃ, স এব যোগ সমাধিস্তেন যুক্তং তত্রৈব ব্যাপৃতং আত্মাকারবৃত্তীতরবৃত্তিশূন্যং যচ্চেতস্তেন চেতসা অভ্যাসপাটবেন নান্যগামিনা ন অন্যত্র বিষয়ান্তরে নিরোধপ্রযত্নং বিনাঽপি গন্তুং শীলমস্যেতি, তেন পরমং নিরতিশয়ং পুরুষং পূর্ণং, দিব্যং দিবি দ্যোতনাত্মন্যাদিত্যে ভবং "যশ্চাসাবাদিত্য" ইতি শ্রুতেঃ যাতি গচ্ছতি হে পার্থ! অনুচিন্তয়ন্ শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশমনুধ্যায়ন্ ॥ ৮॥

নীলকণ্ঠ।—এতদেব শ্লোকত্রয়েণ বিবৃণোতি অভ্যাসেতি। অভ্যাসযোগযুক্তেন তত্র স্থিতৌ যত্নোঽভ্যাস ইতি সূত্রিতোঽভ্যাসঃ তত্র ধ্যেয়ে বস্তুনি চিত্তস্য স্থিরীকরণার্থো যত্নঃ, স চ বিজাতীয়প্রত্যয়াপ্রবাহীকরণরূপঃ সোঽত্রাভ্যাসঃ তত্র ভাব্যো বিষয়ঃ সিদ্ধঃ বিষ্ণুপ্রতিমাদির্ব্বিরাড়াদির্ব্বা অসিদ্ধস্তু মানসপ্রতিমাদিঃ তত্রাসিদ্ধে মনসঃ প্রতিমাকারতাসম্পাদনে তত্র স্থৈর্য্যসম্পাদনে চেতি বিষয়ভেদাৎ দ্বিগুণো যত্নঃ কর্ত্তব্যো ভবতি, সিদ্ধে তু চিত্তস্থিরীকরণার্থ এক এব যত্নঃ তত্র যথা স্বতঃ স্বচ্ছঃ স্ফটিক ইতি তত্র লৌহিত্যাধ্যাসঃ তৎপ্রাবল্যাত্তত্রৈব স্ফটিকধীপ্রমোষে পদ্মরাগত্বাধ্যাসঃ পদ্মরাগেঽপি চন্দ্রিকায়াং ইন্দ্রনীলত্বাধ্যাসস্তত্রৈব তদানীমেব কিঞ্চিদ্দূরস্থেঽতিহীনোপলত্বাধ্যাস ইতি উত্তরোত্তরাধ্যাসক্রমেণ শুদ্ধ এক এব স্ফটিকঃ পঞ্চবিধো ভবতি এবং স্বতঃ শুদ্ধং চৈতন্যং মায়োপরাগাত্তদেবেশ্বরঃ মায়াপ্রাবল্যে ত্বৈশ্বরত্বাংশপ্রমোষে তত্রৈব সূত্রাত্মাধ্যাসঃ, সূত্রেঽপি

অজ্ঞানদার্ঢ্যাদ্বিরাড়ধ্যাসঃ, তত এব বিরাড়েকদেশেষু শরীরাদিষু আত্মত্বভ্রমঃ তত্র যথা ঘটান্তর্গতঃ প্রদীপঃ ঘটমাত্রং ভাসয়তি ঘটছিদ্রাদ্বহির্গতস্তু [কঞ্চিৎ স্বপ্রভয়া সংস্পৃষ্টং বিষয়মবভাসয়তি সর্ব্বাত্মনা ঘটাদ্বহির্গতস্তু] কৃৎস্নং ভবনোদরবর্ত্তিপদার্থজাতং প্রকাশয়তি তদ্বৎ দেহান্তর্গতা চিতির্দ্দেহমাত্রং ভাসয়তি দেহচ্ছিদ্রাচ্চক্ষুরাদের্ব্বহির্গতা সতী তৎসন্নিকৃষ্টং কঞ্চিন্নীবিষয়রূপং রূপাদিকমবভাসয়তি সর্ব্বাত্মনা গুরূক্তযুক্ত্যা দেহকৃতপরিচ্ছেদাভিমানে ত্যক্তে তু অপরিচ্ছিন্না সতী কৃৎস্নং বিরাড়াত্মানমবভাসয়তি যথোক্তং বাহ্যগ্রন্থেষ্বপি, মণিহুতবহতারাসোমসূর্য্যাদয়োঽপি ক্ষিতিবিষয়মিহাল্পং বাহ্যমুদ্যোতয়ন্তি। "সহজলয়সমুত্থং দ্যোতযেজ্জ্যোতিরন্তস্ত্রিভুবনমপি সূক্ষ্মস্থূলভেদং ক্রমেণ।" ইতি, সহজলয়ঃ সহজঃ স্বাভাবিকঃ দেহকৃতপরিচ্ছেদাভিমানস্তস্য লয়মাত্রাদেব উত্থিতং ক্রমেণ সঙ্কল্পক্রমেণ সদীক্ষণমাত্রাভিনির্বৃত্তত্বাৎ সর্ব্বস্য প্রাক্ সঙ্কল্পাদসত্ত্বাৎ। তথা চ শ্রুতিঃ, "স যদি পিতৃলোককামো ভবতি সঙ্কল্পাদেবাস্য পিতরঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি" ইতি শ্রুতেঃ, দোষনিমিত্তং রূপাদয়ো বিষয়াঃ সঙ্কল্পকৃতা ইত্যক্ষপাদসূত্রাচ্চ, দোষাঃ রাগাদয়ঃ, তদেবং প্রকাশমানে বিরাজি অহমেবেদং সর্ব্বোঽস্মীতি মন্যতে সোঽস্য পরমো লোক ইতি শাস্ত্রপ্রামাণ্যাদভ্যাসকেন গৃহীতোঽহংগ্রাহো যদ্যপি বস্তুতত্ত্বাপেক্ষয়া ভ্রান্তিরূপস্তথাপি স্বাভাবিকাদ্দেহাহহংগ্রহাৎ সত্যরূপঃ, যথা স্ফটিকে হীনোপলত্বগ্রহাপেক্ষয়া ইন্দ্রনীলত্বগ্রহস্তদ্বৎ, যথাচ স্ফটিকে প্রণিধীয়মানং চক্ষুরুত্তরোত্তরপাটববিবৃদ্ধৌ ইন্দ্রনীলত্বং বাধিত্বা পদ্মরাগত্বম্, তদ্বাধেন লোহিতস্ফটিকত্বম্, তদ্বাধেন শুদ্ধত্বঞ্চাবগচ্ছতি, এবং গুরূক্তযুক্ত্যা প্রত্যগাত্মনি প্রণিধীয়মানং মনোঽস্য বাহ্যং বাহ্যং রূপমপোহ্য অন্তরেঽবতিষ্ঠতে, চরমং বিশুদ্ধং রূপং প্রাপ্য তু স্বয়মেব বিলীয়তে। যথোক্তং—"যেন ত্যজসি তং ত্যজেতি", যেন মনসা ত্যজসি বিরাড়িতিভাবং তদপি মনঃ ত্যজেত্যর্থঃ। তদেবং ব্যবহারাপেক্ষয়া সিদ্ধেষু বিরাট্সূত্রান্তর্য্যামিষু মনসঃ স্থিরীকরণার্থো যত্নোঽভ্যাসস্তৎফলভূতো যোগঃ সমাধিঃ, ধ্যেয়বস্তুন্যেব চেতসঃ স্থৈর্য্যং তেন গুণেন যুক্তং যচ্চেতস্তেন নান্যগামিনাং অনন্যগামিনা (নৈকধেতিবৎ সমাসঃ), তেন চেতসা পরমং সর্ব্বোৎকৃষ্টং পুরুষং নিরস্তাশেষদোষং যং সর্ব্বেষাং পুরস্তাৎ সর্ব্বান্ পাপ্মন ঔষত্তস্মাৎ পুরুষ ইতি নির্ব্বচনাৎ দিব্যং দ্যোতমানং অনুচিন্তয়ন্ অহমেব ভগবান্ সর্ব্বাত্মা বাসুদেব ইতি সন্ততং আচার্য্যোপদেশমনুধ্যায়ন্ তমেব নদীসমুদ্রন্যায়েন যাতি, হে পার্থ! তথা চ শ্রুতিঃ, "যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রেঽস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়। তথা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্" ইতি, পরাৎ সূত্রাৎ পরং অন্তর্য্যামিণম্। ৮॥

বিশ্বনাথ।—তস্মাৎ স্মরণাভ্যাসিন এবান্তকালে স্বত এব মৎস্মরণং ভবতি, তেন চ মাং প্রাপ্নোতীত্যতশ্চেতসো মৎস্মরণমেব পরমো যোগ ইত্যাহ অভ্যাসযোগ ইতি। অভ্যাসো মৎস্মরণস্য পুনঃ পুনরাবৃত্তিরেব যোগস্তদ্যুক্তেন চেতসা, অতএব নান্যং বিষয়ং গন্তুং শীলং যস্য তেন, স্মরণাভ্যাসেন চিত্তস্য স্বভাববিজয়োঽপি ভবতীতি ভাবঃ। ৮।

তাৎপর্য্য।—অর্জ্জুন-কৃত সপ্তম প্রশ্নের উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে। মরণকালে ভগবদনুস্মরণের ভগবৎপ্রাপ্তি-রূপ ফল সংঘটিত হয়; এক্ষণে শ্রীভগবান্ এই তত্ত্বই বিশেষ রূপে বিবৃত করিতেছেন। চিত্তে একই প্রকার প্রত্যয় নিরন্তর ধারাবাহিক রূপে প্রবাহিত হইতে থাকিলে, তাহাকে অভ্যাস বলা যায়। তাদৃশ অভ্যাসকালে কোন বিরুদ্ধ প্রত্যয় চিত্তাকাশে সমুদিত হইয়া পূর্ব্ব প্রত্যয়ের ব্যাঘাত সমুৎপাদন না করিলে, প্রকৃষ্ট অভ্যাস সমুৎপন্ন হয়। এই অভ্যাসরূপ যোগ অর্থাৎ উপায় বা সমাধি প্রভাবে একাগ্রতা জন্মিলে চিত্ত বিষয়ান্তরে গমন করে না। যদি চিত্তকে বিষয়ান্তর গমন বিষয়ে নিরোধ করিবার নিমিত্ত প্রযত্ন করা না যায়, তাহা হইলেও কদাপি অভ্যাস প্রাবল্যে চিত্ত চির-চিন্তিত বিষয় পরিত্যাগ করে না। এইরূপ অভ্যাসযুক্ত অনন্য-গামী চিত্ত দ্বারা, দিব্য পরম-পুরুষের অনুধ্যান করিতে করিতে, তাঁহাকেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। “দিব্য” এই পদ দ্বারা ভগবানের দ্যোতনাত্মকত্ব পরিব্যক্ত হইতেছে। দিবি অর্থাৎ সূর্য্য মণ্ডলে, ভব অর্থাৎ জাত, এই অর্থে দিব্য পদ প্রযুক্ত হইয়াছে। শ্রুতি বলিয়াছেন ‘যশ্চাসাবাদিত্যম্” অর্থাৎ তিনি ঐ আদিত্য।

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্যের অভিপ্রায়। শ্রীভগবান্ সাধারণতঃ ইহাই প্রদর্শন করিলেন যে, সর্ব্বত্র অভিলষিত-বিষয়-লাভ অন্তিম প্রত্যয়ের অধীন। এক্ষণে তিন প্রকার উপাসনার প্রকারভেদ বিবৃত করিবার অভিপ্রায়ে প্রথমতঃ ঐশ্বর্য্যার্থিদিগের উপাসনার প্রকার এবং অন্তিম প্রত্যয়ের প্রকারের বিবরণ করিতেছেন। অহরহঃ অভ্যাস ও যোগ দ্বারা যুক্ত, সুতরাং অনন্য-গামী চিত্ত সহকারে অন্তকালে পরম পুরুষ দিব্য বক্ষ্যমাণপ্রকার আমাকে চিন্তা করিতে করিতে সাধক আমাতেই গমন করে। আদিভরতের মৃগত্ব প্রাপ্তির ন্যায় অন্তকালে মচ্চিন্তাপরায়ণ ব্যক্তি মদ্রূপ অর্থাৎ মৎসমানাকার প্রাপ্ত হয়। নিত্য নৈমিত্তিক অবিরুদ্ধ বিষয়ে, সকল কালে, মনের অনুশীলনই অভ্যাস। অহরহঃ যোগ কালে অনুষ্ঠীয়মান বিধিবিহিতরূপ উপাসনাই যোগ।

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় ‘দিব্যং পুরুষং পরমম্” এই বাক্যের অর্থ স্বরূপে লিখিয়াছেন, শ্রীসহকৃত নারায়ণ বাসুদেব। তাঁহাকেই প্রাপ্তি সম্বন্ধে তিনি এস্থলে কীটভৃঙ্গ ন্যায়ের উল্লেখ করিয়াছেন। কাঁচ পোকা নামক পতঙ্গ, তৈলপায়ীকে ধারণ করিলে অবিরত চিন্তা প্রভাবে তৈলপায়ী কাঁচপোকার

আকার প্রাপ্ত হয়, ইহা সকলেই পরিজ্ঞাত আছেন। তদ্বৎ অভ্যাসরূপ যোগপ্রভাবে একাগ্রভাবে বাসুদেব চিন্তাপরায়ণ হইলে চরমে তত্তুল্য হওয়া যায় ॥ ৮ ॥

কবিং পুরাণমনুশাসিতারম্
অণোরণীয়াংসমনুস্মরেদ্‌যঃ।
সর্ব্বস্য ধাতারমচিন্ত্যরূপম্
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ ॥
প্রয়াণকালে মনসাঽচলেন
ভক্ত্যা যুক্তো যোগবলেন চৈব।
ভ্রুবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্
স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্ ॥ ৯। ১০ ॥

অন্বয়।—কবিম্ (সর্ব্বজ্ঞম্) পুরাণম্ (চিরন্তনম্) অনুশাসিতারম্ (নিয়ন্তারম্) অণোঃ (সূক্ষ্মাৎ) অপি অণীয়াংসম্ (সূক্ষ্মতরম্) সর্ব্বস্য (কর্ম্মফলস্য) ধাতারম্ (বিভক্তারম্) অচিন্ত্যরূপম্ (ন চিন্তয়িতুং শক্যং রূপং যস্য তম্) আদিত্যবর্ণম্ (সূর্য্যবৎ প্রকাশাত্মকো বর্ণো যস্য তম্) তমসঃ (প্রকৃতেঃ) পরস্তাৎ (বর্ত্তমানম্) প্রয়াণকালে (মরণসময়ে) ভক্ত্যা (পরমেণ প্রেম্না যুক্তঃ সন্) অচলেন (বিক্ষেপ-রহিতেন) মনসা যোগবলেন চ এব (যোগস্য বলং যোগবলম্ তেন, চিত্তস্থৈর্য্য-লক্ষণেন) ভ্রুবোঃ মধ্যে (আজ্ঞাচক্রে) প্রাণম্ (বায়ুম্) আবিশ্য (স্থাপয়িত্বা) যঃ অনুস্মরেৎ (অনুচিন্তয়েৎ) সঃ তং দিব্যম্ (পরমপুরুষম্) উপৈতি (প্রাপ্নোতি) ॥ ৯। ১০ ॥

প্রতিশব্দ।—সর্ব্বজ্ঞ, অনাদি-সিদ্ধ, নিয়ন্তা, সূক্ষ্ম-হইতে-ও সূক্ষ্মতর, কর্ম্মফলের বিভাগকর্ত্তা, চিন্তাতীত-রূপ, স্বপ্রকাশক-স্বরূপ, প্রকৃতি-হইতে-অতীত-পুরুষকে মৃত্যুসময়ে ভক্তি-সহকারে নিশ্চল মনের-দ্বারা,

এবং যোগ প্রভাবে-ই ভ্রূর মধ্যে প্রাণকে স্থাপন-করিয়া যিনি চিন্তা-করেন তিনি সেই দিব্য পুরুষকে প্রাপ্ত-হন॥ ৯। ১০॥

ব্যাখ্যা।—সকল জ্ঞানের মর্ম্মজ্ঞ, সনাতন, জগতের নিয়ামক, সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর, সকল কর্ম্মফলের বিভাগকর্ত্তা, অমিত মহত্ত্ব হেতু অচিন্তনীয়, সূর্য্যের ন্যায় সকল জগদবভাসক, প্রকৃতি হইতেও দূরে অবস্থিত পুরুষকে যে ব্যক্তি অন্তিমসময়ে ভক্তিযুক্ত হইয়া, বিক্ষেপবিরহিত মনে এবং সমাধিজনিত সংস্কার সহকারে, প্রাণবায়ুকে ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়া, চিন্তা করেন, তিনি পরমাত্মস্বরূপ সেই দিব্য পুরুষকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন॥ ৯। ১০॥

শঙ্করাচার্য্য।—কিংবিশিষ্টঞ্চ পুরুষং যাতীত্যুচ্যতে কবিমিতি। কবিং ক্রান্তদর্শিনং সর্ব্বজ্ঞম্, পুরাণং চিরন্তনমনুশাসিতারং সর্ব্বস্য জগতঃ প্রশাসিতারম্, অণোঃ সূক্ষ্মাদপ্যণীয়াংসং সূক্ষ্মতরমনুস্মরেদনুচিন্তয়েৎ যঃ কশ্চিৎ সর্ব্বস্য কর্ম্মফলজাতস্য ধাতারং বিচিত্রতয়া প্রাণিভ্যো বিভক্তারং বিভজ্য দাতারমচিন্ত্যরূপং নাস্য রূপং নিয়তবিদ্যমানমপি কেনচিৎ চিন্তয়িতুং শক্যতে ইত্যচিন্ত্যরূপস্তম্ আদিত্যবর্ণমাদিত্যস্যেব নিত্যচৈতন্যপ্রকাশো বর্ণো যস্য তমাদিত্যবর্ণম্। তমসঃ পরস্তাদজ্ঞানলক্ষণান্মোহান্ধকারাৎ পরং তমনুচিন্তয়ন্ যাতীতি পূর্ব্বেণৈব সম্বন্ধঃ। কিঞ্চ প্রয়াণকাল ইতি। প্রয়াণকালে মরণকালে মনসাঽচলেন প্রচলনবর্জ্জিতেন ভক্ত্যা যুক্তো ভজনং ভক্তিঃ তয়া যুক্তো যোগবলেন চৈব যোগস্য বলং যোগবলং তেন সমাধিজসংস্কারপ্রচয়জনিতং স্বচিত্তস্থৈর্য্যলক্ষণং যোগবলং তেন চ যুক্ত ইত্যর্থঃ। পূর্ব্বং হৃদয়পুণ্ডরীকে বশীকৃত্য চিত্তম্, তত ঊর্দ্ধগামিন্যা নাড্যা ভূমিজয়ক্রমেণ ভ্রুবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য স্থাপয়িত্বা সম্যগপ্রমত্তঃ সন্ স এবং বুদ্ধিমান্ যোগী, কবিং পুরাণমিত্যাদিলক্ষণং তং পরং পুরুষমুপৈতি প্রপদ্যতে দিব্যং দ্যোতনাত্মকম্॥ ৯। ১০॥

আনন্দগিরি।—কিংবিশিষ্টং পুরুষমনুচিন্তয়ন্নিতি সম্বন্ধঃ, চকারাৎ কয়া বা নাড্যোৎক্রামন্নিত্যনুকৃষ্যতে, তত্র ধ্যানদ্বারা প্রাপ্যস্য পুরুষস্য বিশেষণানি দর্শয়তি উচ্যত ইতি। ক্রান্তদর্শিত্বমতীতাদেরশেষস্য বস্তুনো দর্শনশালিত্বম্। তেন নিষ্পন্নমর্থমাহ সর্ব্বজ্ঞমিতি। চিরন্তনমাদিমতঃ সর্ব্বস্য কারণত্বাদনাদিমিত্যর্থঃ, সূক্ষ্মমাকাশাদি ততঃ সূক্ষ্মতরং তদুপাদানত্বাদিত্যর্থঃ। যো যথোক্তমনুচিন্তয়েৎ স তমেবানুচিন্তয়ন্ যাতীতি পূর্ব্বেণৈব সম্বন্ধ ইতি যোজনা। ননু বিশিষ্টজাত্যাদিমতো যথোক্তমনুচিন্তনং ফলবদ্ভবতি ন ক্ষুদ্রাদীনামিত্যাশঙ্ক্যাহ যঃ কশ্চিদিতি। ফলমত উপপত্তেরিতি ন্যায়েনাহ সর্ব্বস্যেতি। এতদপ্রমেয়ং ধ্রুবমিতি শ্রুতিমাশ্রিত্যাহ অচিন্ত্যরূপমিতি। ন হি পরস্য কিঞ্চিদপি রূপাদিবস্তুনোঽস্তি অরূপবদেব হীতি ন্যায়াৎ কল্পিতমপি নাস্মদাদিভিঃ শক্যতে চিন্তয়িতুমিত্যাহ নাস্যেতি।

মূলকারণাদজ্ঞানাত্তৎকার্য্যাচ্চ পুরস্তাদুপরিষ্টাদ্ব্যবস্থিতং পরমার্থতো জ্ঞানতৎকার্য্যাস্পৃষ্টমিত্যাহ তমস ইতি। ইতশ্চ ভগবদনুস্মরণং সফলত্বাদনুষ্ঠেয়মিত্যাহ কিঞ্চেতি। কদা তদনুস্মরণে প্রযত্নাতিরেকোঽভ্যর্থ্যতে তত্রাহ প্রয়াণকাল ইতি। কথং তদনুস্মরণমিত্যুপকরণকলাপমপেক্ষ্যমাণং প্রত্যাহ মনসেতি। যোঽনুস্মরেৎ স কিমুপৈতি তত্রাহ স তমিতি। মরণকালে ক্লেশবাহুল্যেঽপি প্রাচীনাভ্যাসপ্রসাদাসাদিতবুদ্ধিবৈভবো ভগবন্তমনুস্মরন্ যথাস্মৃতমেব দেহাভিমানবিগমানন্তরমুপাগচ্ছতীত্যর্থঃ। ভগবদনুস্মরণস্য সাধনং মনসৈবানুদ্রষ্টব্যমিতি শ্রুত্যুপদিষ্টমাচষ্টে মনসেতি। তস্য চঞ্চলত্বান্ন স্থৈর্য্যমীশ্বরে সিধ্যতি তৎ কথং তেন তদনুস্মরণমিত্যাশঙ্ক্যাহ অচলেনেতি। ঈশ্বরানুস্মরণে প্রযত্নেন প্রবর্ত্তিতং বিষয়বিমুখং তস্মিন্নেবানুস্মরণযোগ্যে পৌনঃপুন্যেন প্রবৃত্ত্যা নিশ্চলীকৃতং ততশ্চলনবিকলং তেনেতি ব্যাচষ্টে প্রচলনেতি। সংপ্রত্যনুস্মরণাধিকারিণং বিশিনষ্টি ভক্ত্যেতি। পরমেশ্বরে পরেণ প্রেম্ণা সহিতো বিষয়ান্তরবিমুখোঽনুস্মর্ত্তব্য ইত্যর্থঃ। যোগবলমেব স্ফোরয়তি সমাধিজেতি। যোগঃ সমাধিঃ চিত্তস্য বিষয়ান্তরবৃত্তিনিরোধেন পরস্মিন্নেব স্থাপনং তস্য বলং সংস্কারপ্রচয়ো ধ্যেয়ৈকাগ্র্যকরণং তেন তত্রৈব স্থৈর্য্যমিত্যর্থঃ। চকারসূচিতমন্বয়মাচষ্টে তেন চেতি। বস্তু কয়া নাড্যোৎক্রামন্ যাতীতি তত্রাহ পূর্ব্বমিতি। চিত্তং হি স্বভাবতো বিষয়েষু ব্যাপৃতং তেভ্যো বিমুখীকৃত্য হৃদয়ে পুণ্ডরীকাকারে পরমাত্মস্থানে যত্নতঃ স্থাপনীয়ং। অথ যদিদমস্মিন্ ব্রহ্মপুরে ইত্যাদিশ্রুতেস্তত্র চিত্তং বশীকৃত্য আদাবনন্তরং কর্ত্তব্যমুপদিশতি তত ইতি। ইড়াপিঙ্গলে দক্ষিণোত্তরে নাড্যৌ হৃদয়ান্নিঃসৃতে নিরুধ্য তস্মাদেব হৃদয়াগ্রাদূর্দ্ধগমনশীলয়া সুষুম্নয়া নাড্যা হার্দং প্রাণমানায় কণ্ঠাবলম্বিতং স্তনসদৃশং মাংসখণ্ডং প্রাপয্য তেনাধ্বনা ভ্রুবোর্মধ্যে সমাবেশ্য অপ্রমাদবান্ ব্রহ্মরন্ধ্রাদ্বিনিক্রাম্য কবিং পুরাণমিত্যাদিবিশেষণং পরমপুরুষমুপগচ্ছতীত্যর্থঃ। ভূমিজয়ক্রমেণেত্যত্র ভূম্যাদীনাং পঞ্চানাং ভূতানাং জয়ো বশীকরণং তস্য তস্য ভূতস্য স্বাধীনচেষ্টাবৈশিষ্ট্যং তদ্দ্বারেণেত্যেতদুচ্যতে। স তমিত্যাদি ব্যাচষ্টে স এবমিতি ॥ ৯। ১০ ॥

রামানুজ।—কবিং সর্ব্বজ্ঞম্, পুরাণং পুরাতনম্, অনুশাসিতারং শিক্ষকম্। অণোরণীয়াংসঞ্জীবাদপি সূক্ষ্মতরম্। সর্ব্বস্য ধাতারং সর্ব্বস্য স্রষ্টারমচিন্ত্যরূপং সকলেতরবিজাতীয়স্বরূপম্। আদিত্যবর্ণন্তমসঃ পরস্তাদপ্রাকৃতস্বাসাধারণদিব্যরূপম্। তমেবম্ভূতমহরহরভ্যস্যমানভক্তিযুক্তযোগবলেনারূঢ়সংস্কারতয়াঽচলেন মনসা, প্রয়াণকালে ভ্রুবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সংস্থাপ্য তত্র ভ্রুবোর্মধ্যে দিব্যং পুরুষং যোঽনুস্মরেৎ স তমেবোপৈতি তত্রৈব যাতি তৎসমানৈশ্বর্য্যো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৯। ১০ ॥

হনুমান্।—কবিং ক্রান্তদর্শিনং সর্ব্বজ্ঞম্ পুরাণং পুরাতনম্, অনুশাসিতারং অণোরণীয়াংসং সর্ব্বপ্রাণিনাং স্বধর্ম্মস্থিতিনিমিত্তং অণোরণীয়াংসং সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্মতরম্ অনুস্মরেৎ যঃ সর্ব্বস্য ধাতারমচিন্ত্যরূপং যস্য তমাদিত্যবর্ণং প্রকাশরূপম্, তমসঃ পরস্তাৎ পরতো বর্ত্তমানম্, প্রয়াণকালে মনসাঽচলেন চলনবর্জ্জিতেন ভক্ত্যা চ যুক্তো যোগবলেন চৈব যোগস্য বলং

যোগবলং তেন, ভ্রুবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য ব্যবস্থাপ্য, সম্যগ্‌যথাশাস্ত্রম্ স তং পরং ব্রহ্মপুরুষমাত্মানং দিব্যমুপৈতি ॥ ৯। ১০ ॥

শ্রীধর।—পুনরপ্যনুচিন্তনীয়ং পুরুষং বিশিনষ্টি কবিমিতি দ্বাভ্যাম্। কবিং সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্ববিদ্যানির্ম্মাতারম্, পুরাণমনাদিসিদ্ধম্, অনুশাসিতারং নিয়ন্তারম্, অণোঃ সূক্ষ্মাদপ্যণীয়াংসমতিসূক্ষ্মং আকাশকালদিগ্‌ভ্যোঽপ্যতিসূক্ষ্মতরম্, সর্ব্বস্য ধাতারং পোষকম্, অপরিমিতমহিমত্বাদচিন্ত্যরূপং মলীমসয়োর্মনোবুদ্ধ্যোরগোচরম্, আদিত্যবৎ স্বরূপপ্রকাশাত্মকো বর্ণঃ স্বরূপং যস্য তং তমসঃ প্রকৃতেঃ পরস্তাদ্বর্ত্তমানম্, "বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ" ইতি শ্রুতেঃ ॥ সপ্রপঞ্চপ্রকৃতিং ভিত্ত্বা যস্তিষ্ঠতি এবম্ভূতং পুরুষং অন্তকালে ভক্তিযুক্তো নিশ্চলেন বিক্ষেপরহিতেন মনসা যোঽনুস্মরেৎ, মনোনৈশ্চল্যে হেতুঃ যোগবলেন সম্যক্ সুষুম্নামার্গেণ ভ্রুবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য ইতি স তং পরং পুরুষং পরমাত্মস্বরূপং দিব্যং দ্যোতনাত্মকং প্রাপ্নোতি ॥ ৯। ১০ ॥

বলদেব।—যোগাদৃতে চেতসোঽনন্যগামিতা দুষ্করেতি যোগমিশ্রাং ভক্তিমাহ কবিমিত্যাদিভিঃ পঞ্চভিঃ। কবিং সর্ব্বজ্ঞং, পুরাণমনাদিং, অনুশাসিতারং রঘুনাথাদিরূপেণ হিতোপদেষ্টারম্। অণোরণীয়াংসং তেন চাণুমপি জীবমন্তঃপ্রবিশতীতি সিদ্ধম্। আহ চৈবং শ্রুতিঃ, "অন্তঃপ্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাম্" ইতি। অণীয়সোঽপি তস্য ব্যাপ্তিমাহ সর্ব্বস্যেতি। কৃৎস্নস্য জগতো ধাতারং ধারকম্, ননু কথমেবং সংগচ্ছতে তত্রাহাচিন্ত্যরূপমবিতর্ক্যস্বরূপং একমেব ব্রহ্ম পুরুষবিধত্বেন মধ্যমপরিমাণমণোরণীয়াংসং ইত্যুক্তেঃ পরমাণুপরিমাণং সর্ব্বস্য ধাতারমিত্যুক্তেঃ। পরং মহাপরিমাণং চেতি নাত্র যুক্তেরবকাশঃ। স্বপ্রকাশতামাহ আদিত্যেতি, সূর্য্যবৎ স্বপরপ্রকাশকমিত্যর্থঃ। মায়াগন্ধাস্পর্শমাহ তমস ইতি, তমসো মায়ায়াঃ পরস্তাৎ স্থিতম্, মায়িনমপি মায়াতীতমিত্যর্থঃ। এতাদৃশং পুরুষং যোঽনুক্ষণং স্মরেৎ স তং পরং পুরুষমুপৈতি ইতি পরেণান্বয়ঃ। যো জনো ভক্ত্যা পরমাত্মপ্রেম্না যোগবলেন সমাধিজনিতসংস্কারনিচয়েন চ যুক্তঃ প্রয়াণকালে মরণসময়েঽচলেনৈকাগ্রেণ মনসা তং পুরুষমনুস্মরেৎ। যোগপ্রকারমাহ ভ্রুবোরিতি। ভ্রুবোর্মধ্যে আজ্ঞাচক্রে প্রাণমাবেশ্য সংস্থাপ্য সম্যক্ সাবধানঃ সন্ স তং পুরুষমুপৈতি ॥ ৯। ১০ ॥

মধুসূদন।—পুনরপি তমেবানুচিন্তয়িতব্যং গন্তব্যং চ পুরুষং বিশিনষ্টি কবিমিতি। কবিং ক্রান্তদর্শিনং তেনাতীতানাগতাদ্যশেষবস্তুদর্শিত্বেন সর্ব্বজ্ঞং, পুরাণং চিরন্তনং সর্ব্বকারণত্বাদনাদিমিতি যাবৎ। অনুশাসিতারং সর্ব্বস্য জগতো নিয়ন্তারং অণোরণীয়াংসং, সূক্ষ্মাদপ্যাকাশাদেঃ সূক্ষ্মতরং, তদুপাদানত্বাৎ সর্ব্বস্য কর্ম্মফলজাতস্য ধাতারং বিচিত্রতয়া প্রাণিভ্যো বিভক্তারং "ফলমত উপপত্তেঃ" ইতি ন্যায়াৎ ন চিন্তয়িতুং শক্যমপরিমিতমহিমত্বেন রূপং যস্য তং, আদিত্যস্যেব সকলজগদবভাসকো বর্ণঃ প্রকাশো যস্য তং সর্ব্বস্য জগতোঽবভাসকমিতি যাবৎ। অতএব তমসঃ পরস্তাৎ তমসো মোহান্ধকারাদজ্ঞানলক্ষণাৎ পরস্তাৎ প্রকাশরূপত্বেন তমোবিরোধিনমিতি যাবৎ, অনুস্মরেদনুচিন্তয়েৎ যঃ কশ্চিদপি স তং যাতীতি

পূর্ব্বেণৈব সম্বন্ধঃ, স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যমিতি পরেণ বা সম্বন্ধঃ। কদা তদনুস্মরণে প্রযত্নাতিরেকোঽভ্যস্যতে তদাহ, প্রয়াণকালে অন্তকালে, অচলেন একাগ্রেণ মনসা, তং পুরুষং যোঽনুস্মরেদিত্যনুবর্ত্ততে, কীদৃশঃ ভক্ত্যা পরমেশ্বরবিষয়েণ পরমেণ প্রেম্ণা যুক্তো যোগস্য সমাধের্ব্বলেন তজ্জনিতসংস্কারসমূহেন ব্যুত্থানসংস্কারবিরোধিনা চ যুক্ত এব প্রথমং হৃদয়পুণ্ডরীকে বশীকৃত্য তত ঊর্দ্ধগামিন্যা সুষুম্নয়া নাড্যা গুরূপদিষ্টমার্গেণ ভ্রুবোর্মধ্যে আজ্ঞাচক্রে প্রাণমাবেশ্য স্থাপয়িত্বা সম্যগপ্রমত্তো ব্রহ্মরন্ধ্রাদুৎক্রম্য স এবমুপাসকস্তং কবিং পুরাণমনুশাসিতারমিত্যাদিলক্ষণং পরং পুরুষং দিব্যং দ্যোতনাত্মকমুপৈতি প্রতিপদ্যতে॥ ৯। ১০॥

নীলকণ্ঠ।—তদেবং উপাসনায়াঃ স্বরূপমুক্ত্বা উপাস্যস্য স্বরূপমাহ কবিমিতি। কবিং ক্রান্তদর্শিনং, সর্ব্বজ্ঞং, পুরাণং চিরন্তনং অনুশাসিতারং জগতোঽন্তর্যামিণং, অণোঃ সূক্ষ্মাদপ্যাকাশাদেঃ অণীয়াংসং সূক্ষ্মতরং, যোঽনুস্মরেৎ অনুচিন্তয়েৎ সর্ব্বস্য কর্ম্মফলস্য ধাতারং বিভাগেন প্রদাতারং অচিন্ত্যরূপং নাস্য রূপং বিদ্যমানমপি কেনচিচ্চিন্তয়িতুং শক্যম্, আদিত্যবর্ণং আদিত্যস্যেব নিত্যপ্রকাশরূপো বর্ণো দীপ্যমানতা যস্য তং আদিত্যবর্ণম্, সর্ব্বজগদবভাসকমিত্যর্থঃ। তমসঃ দেহেন্দ্রিয়াদাবনাত্মনি আত্মাভিমানরূপাঽবিদ্যাতঃ পরস্তাৎ পরাচীনম্, সতি দেহাভিমানে ন প্রকাশতে যোগযুক্ত্যা ত্যক্তে তু তস্মিন্ স্বয়মেব প্রকাশত ইত্যর্থঃ। উপাসনায়াঃ ফলমাহ প্রয়াণেতি। প্রয়াণকালে মনসা অচলেন বৃত্তান্তরবর্জ্জিতেন ভক্ত্যা ভগবতি বাসুদেবে আরাধ্যত্ববুদ্ধ্যা যুক্তো যোগবলেন যোগঃ মনঃপ্রাণেন্দ্রিয়ক্রিয়ানিরোধঃ হৃদয়পুণ্ডরীকে তেষাং বশীকরণমিত্যর্থঃ। তস্যৈব বলেন চ যুক্তো ভূমিকাজয়ক্রমেণ প্রাগেব মূলাধারাদিব্রহ্মরন্ধ্রান্তস্থানেষু আরোহাবরোহক্রমেণ সঞ্চারিতপবনোঽন্তকালে ভ্রুবোর্ম্মধ্যে আজ্ঞাচক্রে প্রাণং আবেশ্য সুষুম্নয়া নাড্যা মূলাধারাদুত্থাপনপূর্ব্বকং সম্যক্ নিবেশ্য স্থাপয়িত্বা স্থাপনপ্রয়োজনন্তু অন্যবিস্মরণপূর্ব্বকং দিব্যপুরুষচিন্তনম্, তচ্চ ভ্রূমধ্যাদুপর্য্যুন্নীয়মানে বায়ৌ মনোমূর্চ্ছামাপদ্যত ইতি তস্যামবস্থায়াং ন ভবতীত্যন্ত্যপ্রত্যয়স্তত্রৈব সম্পাদ্যতোঽর্চ্চিরাদিমার্গপর্ব্বণা অমানবস্য পুরুষস্য স্থানবিশেষপ্রাপকস্য প্রাপ্যস্থানস্য চ তস্মিন্নেব স্মরণং কর্ত্তব্যং, তদ্বাসনাবাসিতং মনঃ ভ্রূমধ্যাদ্যোগিনা ঊর্দ্ধয়া নাড্যা উৎক্ষিপ্তে প্রাণে মুক্তেষুবৎ ব্রহ্মাণ্ডখর্পরং ভিত্ত্বা প্রচলিতে সতি মনোলব্ধবৃত্তিকং ভূত্বা পূর্ব্বসংস্কারপ্রাবল্যাৎ যোগমাহাত্ম্যাচ্চ দিব্যোপাধ্যুপেতমর্চ্চিরাদিপর্ব্বদেবতাভিরভিপূজ্যমানম্, প্রত্যাতিবাহ্যমানমমানবেন চ পুরুষেণ সঙ্গচ্ছমানং তেন চ যথাভিলষিতং স্থানং প্রাপিতমানন্দং পশ্যতি, তদিদমুক্তং ভ্রুবোর্ম্মধ্যে সম্যক্ প্রাণং আবেশ্যেতি। স এবং কৃত্বা যোগী কবিং পুরাণমিত্যুক্তলক্ষণং পরং পুরুষং হিরণ্যগর্ভাখ্যং সর্ব্বস্য ভূতজাতস্য জনয়িতারং নারায়ণাদিশব্দপ্রতিপাদ্যং উপৈতি সমীপে প্রাপ্নোতি তল্লোকং প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ। ন হি পৌরাণিকানামিব বৈদিকানামন্তে ব্রহ্মবিষ্ণুরুদ্রলোকানাং উপর্য্যুপরিকল্পনাঽস্তি কিং তর্হি সর্ব্বং হিরণ্যগর্ভলোকাখ্যে সত্যলোক এবান্ত-

র্ভবতি? পরা হি সোপাসনকর্ম্মার্জ্জিতহিরণ্যগর্ভপ্রাপ্ত্যন্তে বৃহদারণ্যকে তদ্ভাষ্যাদৌ চ স্পষ্টম্। ৯।১০॥

বিশ্বনাথ।—যোগাভ্যাসং বিনা মনসো বিষয়গ্রামান্নিবৃত্তিদুর্ঘটাৎ। যা চ বিনা সাতত্যেন ভগবৎস্মরণমপি দুর্ঘটমিতি যুক্তা কেনচিৎ যোগাভ্যাসেন সহিতৈব ভক্তিঃ ক্রিয়তে ইতি তাং যোগমিশ্রাং ভক্তিমাহ কবিমিতি পঞ্চভিঃ। কবিং সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বজ্ঞোঽপ্যন্যঃ সনকাদিঃ সার্ব্বকালিকঃ ন ভবত্যত আহ, পুরাণমনাদিং সর্ব্বজ্ঞোঽনাদিরপ্যন্তর্যামী স ভক্ত্যুপদেষ্টা ন ভবত্যত আহ, অনুশাসিতারং কৃপয়া স্বভক্তিশিক্ষকং কৃষ্ণরামাদিস্বরূপমিত্যর্থঃ। তাদৃশকৃপালুরপি সুদুর্ব্বিজ্ঞেয়তত্ত্ব এব ইত্যাহ। অণোঃ সকাশাদপ্যণীয়াংসং তর্হি স কিং জীব ইব পরমাণুপ্রমাণস্তত্রাহ। সর্ব্বস্য ধাতারং সর্ব্ববস্তুমাত্রধারকত্বেন সর্ব্বব্যাপকত্বাৎ পরমমহাপরিমাণমপীত্যর্থঃ। অতএবাচিন্ত্যরূপং। পুরুষবিধত্বেন মধ্যমপরিমাণমপি তস্যানন্তপ্রকাশ্যত্বমাহ, আদিত্যবর্ণং আদিত্যবৎ স্বপরপ্রকাশকো বর্ণঃ স্বরূপং যস্য তথা তমসঃ প্রকৃতেঃ পরস্তাৎ বর্ত্তমানং মায়াশক্তিমন্তমপি মায়াতীতস্বরূপমিত্যর্থঃ। প্রয়াণকালে অন্তকালে অচলেন নিশ্চলেন মনসা যা সততস্মরণময়ী ভক্তিস্তয়া যুক্তঃ। কথং মনসো নৈশ্চল্যং অত আহ যোগস্য যোগাভ্যাসস্য বলেন যোগপ্রকারং দর্শয়তি ভ্রুবোর্মধ্যে আজ্ঞাচক্রে। ৯।১০॥

তাৎপর্য্য।—অন্তিমকালে ভগবদ্ধ্যান-নিষ্ঠ ব্যক্তি মরণান্তে যে পুরুষকে প্রাপ্ত হন, অধুনা দুই শ্লোকে সেই অনুচিন্তনীয় পুরুষের বিবরণ কথিত হইতেছে। সেই পুরুষ সর্ব্বজ্ঞ; কারণ অতীত ও অনাগত যাবতীয় বস্তুর আদ্যন্ত তিনি পরিদর্শন করিয়াছেন এবং সর্ব্ব প্রকার বিদ্যার তিনি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তিনি সনাতন; কারণ সকল কারণেরই তিনি কারণস্বরূপ এবং স্বয়ং অনাদি-সিদ্ধ। তিনি সকল জগতের শাসনকর্ত্তা ও নিয়ামক। তিনি সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর; আকাশ, কাল, দিক্ অতি সূক্ষ্ম বটে, কিন্তু সেই পরম পুরুষ তদপেক্ষাও সূক্ষ্মতর। তিনি প্রাণিবর্গকে যাবতীয় কর্ম্মফল-বিভাগ করিয়া দেন। তিনি চিন্তাতীত; কারণ অপরিমিত-মহিমত্ব হেতু মন ও বুদ্ধি তাঁহাকে ধারণা করিতে পারে না। সূর্য্যের ন্যায় তিনি স্বরূপপ্রকাশক এবং সকল জগতের অবভাসক। তিনি প্রকাশ-রূপত্ব হেতু অজ্ঞান রূপ মোহান্ধকার বিনাশ করেন এবং প্রকৃতির প্রপঞ্চ ভেদ করিয়া অবস্থান করেন। এতাদৃশ পুরুষকে যিনি অন্তকালে অকৃত্রিম ভক্তি সহকারে এবং চিত্তস্থৈর্য্যরূপ যোগবল দ্বারা চিন্তা করেন, তিনি সেই পরমাত্মস্বরূপ জ্যোতির্ম্ময় পুরুষকেই প্রাপ্ত হন। যিনি প্রথমতঃ হৃদয়-পুণ্ডরীকে প্রাণবায়ুকে বশীকৃত করিয়া,

তদনন্তর গুরূপদিষ্ট প্রণালীক্রমে ঊর্দ্ধগামিনী সুষুম্না নাড়ী দ্বারা তাহা ভ্রূদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী আজ্ঞাচক্রে স্থাপন করেন, তিনিই বুদ্ধিমান্ যোগী। তাদৃশ সাধক আজ্ঞাচক্রে প্রাণকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া জীবনবিহীন হইলে, অবশ্যই সেই পুরুষোত্তমকে লাভ করিয়া ধন্য হইয়া থাকেন।

৯ম শ্লোকের দ্বিতীয়ার্দ্ধের প্রমাণ স্বরূপে কোন কোন টীকাকার নিম্ন লিখিত শ্রুতি উদ্ধৃত করিয়াছেন। "বেদাহমেতং পুরুষং মহন্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।" অর্থাৎ আমি এই মহান্, স্বপ্রকাশরূপ, অবিদ্যাতীত, পুরুষকে জানি। এই শ্রৌত বাক্যের অপরাংশও নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে; "তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়"; অর্থাৎ তাঁহাকে জানিলে মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায়; মুক্তি লাভ বিষয়ে অন্য কোনই উপায় নাই।

এই শ্লোক দ্বয়ের উপলক্ষে টীকা ও ভাষ্যকৃদ্গণ যে সুষুম্না নাড়ী ও আজ্ঞাচক্রাদির প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছেন, তাহা বিশদ করিবার নিমিত্ত এস্থলে যোগ-শাস্ত্রোক্ত ষট্চক্র-ভেদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করা আবশ্যক।

ভগবান্ পিপ্পলপাদ ঋষিকে জ্ঞানার্থী কৌশল্য নামক এক ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি, প্রাণের উৎপত্তি ও অবস্থানাদি বিষয়ক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। তদুত্তরে ভগবান্ পিপ্পলপাদ আত্মা ও প্রাণের প্রসঙ্গ-ক্রমে উল্লেখ করিয়াছেন যে, মানব হৃদয়ে একশত একটি প্রধান নাড়ী আছে; প্রত্যেক নাড়ীর সহিত একশত শাখা-নাড়ী সংলগ্ন আছে এবং শাখা-নাড়ীর সহিত বাহাত্তর হাজার করিয়া সূক্ষ্ম নাড়ী আছে। অথর্ব্ববেদীয় প্রশ্নোপনিষদে * এই

---

* আত্মন এষ প্রাণো জায়তে। যথৈষা পুরুষেচ্ছায়ৈতস্মিন্নেতদাততং মনোকৃতেনায়াত্যস্মিঞ্ছরীরে।৩। যথা সম্রাড়েবাধিকৃতান্ বিনিযুঙ্‌ক্তে। এতান্ গ্রামানেতান্ গ্রামানধিতিষ্ঠস্বেত্যেবমেবৈষ প্রাণ ইতরান্, প্রাণান্ পৃথক্ পৃথগেব সন্নিধত্তে।৪। পায়ূপস্থেঽপানং চক্ষুঃশ্রোত্রে মুখনাসিকাভ্যাং প্রাণঃ স্বয়ং প্রাতিষ্ঠতে মধ্যে তু সমানঃ। এষহ্যেতদ্ধুতমন্নং সমন্নয়তি তস্মাদেতাঃ সপ্তার্চ্চিষো ভবন্তি।৫। হৃদিহ্যেষ আত্মা। অত্রৈতদেকশতং নাড়ীনাং তাসাং শতং শতমেকৈকস্যাং দ্বাসপ্ততির্দ্বাসপ্ততিঃ প্রতিশাখানাড়ীসহস্রাণি ভবন্ত্যাসু ব্যানশ্চরতি।৬। অথৈকয়োর্দ্ধ উদানঃ পুণ্যেন পুণ্যং লোকং নয়তি পাপেন পাপমুভাভ্যামেব মনুষ্যলোকম্।৭।

আত্মা হইতে এই প্রাণ সঞ্জাত হয়। পুরুষের ছায়া যেরূপ দেহ অবলম্বন করিয়া বর্ত্তমান থাকে, তদ্রূপ প্রাণ আত্মাকে অবলম্বন করিয়া বিদ্যমান থাকে। মনঃসঙ্কল্পপ্রভাবে, প্রাণ এই শরীরে আগমন করে।৩। সম্রাট যেমন অধিকৃত লোকদিগকে "তুমি এই গ্রাম শাসন কর, তুমি এই

বিবরণ কীর্ত্তিত হইয়াছে। সুতরাং বলিতে হইবে, মনুষ্য শরীরে নাড়ীর সংখ্যা বিপুল। শাস্ত্রে উক্ত নাড়ীসমূহের অনেকগুলি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র নাম উল্লিখিত হইয়াছে *; তন্মধ্যে ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না নামে তিনটি নাড়ীই প্রধান। সুষুম্না নাম্নী নাড়ী সর্ব্বশ্রেষ্ঠা। শাস্ত্রকারেরা ইড়াকে গঙ্গা, পিঙ্গলাকে যমুনা এবং সুষুম্নাকে সরস্বতী নদী রূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন †।

মানব-দেহস্থিত মেরু-দণ্ডের উভয়দিকে ইড়া ও পিঙ্গলা অবস্থিত। বামভাগে ইড়া এবং দক্ষিণভাগে পিঙ্গলা নাড়ীর স্থান। ইড়ার দক্ষিণে ও পিঙ্গলার বামে অর্থাৎ মধ্যভাগে সুষুম্না অবস্থিত। মেঢ্র অর্থাৎ লিঙ্গের ঊর্দ্ধে ও নাভির অধঃ প্রদেশকে কন্দ বা গ্রন্থিস্থান বলে। সেই স্থান হইতে নাড়ী সমূহ সমুৎপন্ন হইয়া শরীরে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। সুষুম্না নাড়ী কন্দ প্রদেশ হইতে উৎপন্ন হইয়া মস্তক প্রদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত আছে। এই সুষুম্না নাড়ী চক্ষুরগোচর সূক্ষ্ম হইলেও, তাহার মধ্যে বজ্রাখ্যা নামে এক সূক্ষ্মতরা নাড়ী এবং সেই বজ্রাখ্যার মধ্যে চিত্রিনী নাম্নী আর এক সূক্ষ্মতরা নাড়ীর বিদ্যমানতা আছে। এই চিত্রিনী নাড়ীর মধ্য দিয়া ব্রহ্মনাড়ী নামে একটি অতি সূক্ষ্ম নাড়ী মূলাধারস্থ শিবলিঙ্গ-মুখ হইতে নিঃসৃত হইয়া মস্তক প্রদেশ পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত আছে ‡।

গ্রাম শাসন কর" এইরূপ নিয়োগ করেন, সেইরূপ এই প্রাণও অন্যান্য প্রাণকে পৃথক্ পৃথক্ রূপে ধারণ করে। ৪। পায়ু ও উপস্থপ্রদেশে অপান বায়ু অবস্থিত, স্বয়ং প্রাণ-বায়ু চক্ষু কর্ণ মুখ ও নাসিকাপ্রদেশে অবস্থিত, অধোদেশে সমান বায়ু অবস্থিত। এই বায়ু ভুক্ত অন্নের সাম্য সম্পাদন করেন; এইজন্য এতদুত্থিত সাতটী রশ্মি প্রকাশিত হইয়া থাকে। ৫। এই আত্মা হৃদয়ে অবস্থিত। সেই হৃদয়ে একাধিক শতসংখ্যক নাড়ী আছে। প্রত্যেক নাড়ীতে এক এক শত শাখা-নাড়ী আছে। তাহাতে দ্বিসপ্ততি সহস্র সূক্ষ্ম নাড়ী আছে। এই নাড়ী সকলের মধ্যে ব্যান-বায়ু বিচরণ করেন, তন্মধ্যে একটী নাড়ী দ্বারা বায়ু উর্দ্ধে গমন করিয়া থাকে। পুণ্য-পরায়ণ হইলে পুণ্যলোকে লইয়া যায়, পাপ-পরায়ণ হইলে পাপলোকে লইয়া যায় এবং উভয়-পরায়ণ হইলে মনুষ্য-লোকে আনয়ন করে। ৭।

* ইড়া চ পিঙ্গলা চৈব সুষুম্না চ তৃতীয়কা। গান্ধারী হস্তিজিহ্বা চ পূষা চৈব যশস্বিনী॥ অলম্বুষা কুহূশ্চৈব শঙ্খিনী দশমী স্মৃতা। এতান্নাড়ীময়ং চক্রং জ্ঞাতব্যং যোগিভিঃ সদা॥—(গোরক্ষশতকম্)

† ইড়া ভগবতী গঙ্গা পিঙ্গলা যমুনা নদী। ইড়াপিঙ্গলয়োর্ম্মধ্যে সুষুম্না চ সরস্বতী॥—(জ্ঞানসঙ্কলিনী তন্ত্রম্)

‡ অথ তন্ত্রানুসারেণ ষট্‌চক্রাদি ক্রমোদ্গতঃ। উচ্যতে পরমানন্দ নির্ব্বাহ প্রথমাঙ্কুরঃ॥ ১॥ মেরোর্ব্বাহ্যপ্রদেশে শশিমিহিরশিরে সব্যদক্ষে নিষণ্ণে। মধ্যে নাড়ী সুষুম্না ত্রিতয়-গুণময়ী চন্দ্রসূর্য্যাগ্নিরূপা। ধুস্তুরস্মেরপুষ্প প্রথিততমবপুস্কন্দমধ্যাচ্ছিরস্থা। বজ্রাখ্যা মেঢ্রদেশাচ্ছিরসি পরিগতা মধ্যমে স্যাজ্জ্বলন্তী॥২॥ তন্মধ্যে

শাস্ত্রকারেরা কেবল যে শরীর মধ্যস্থ নানাবিধ নাড়ীর উল্লেখ করিয়াছেন, এমন নহে। তাঁহারা মানব দেহের বিভিন্ন স্থানে নানাপ্রকার লোক, সমুদ্র, পর্ব্বত, দ্বীপাদির অবস্থান বিনির্ণয় করিয়াছেন এবং যে স্থানে যাহার সংস্থিতি তাহারও নির্দ্দেশ করিয়াছেন *।

চিত্রিনী সা প্রণব-বিলসিতা যোগীনাং যোগগম্যা। লূতাতন্তূপমেয়া সকল সরসিজান্ মেরুমধ্যান্তরস্থান্। ভিত্বা দেদীপ্যতে তদ্গ্রথনরচনয়া শুদ্ধ-বুদ্ধি-প্রবোধা। তস্যান্তর্ব্রহ্মনাড়ী হরমুখকুহরাদি দেবান্তরস্থা। ৩। বিদ্যুন্মালা-বিলাসা মুনিমনসি লসত্তন্তুরূপা সুসূক্ষ্মা। শুদ্ধজ্ঞান-প্রবোধা সকল সুখময়ী শুদ্ধবোধস্বভাবা। ব্রহ্মদ্বারং তদাস্যে প্রবিলসতি সুধাধারগম্য প্রদেশম্। গ্রন্থিস্থানং তদেতৎ বদনমিতি সুষুম্নাখ্য নাড্যা লপন্তি ॥ ৪ ॥—(ষট্‌চক্রণিরূপণম্)

* দক্ষিণা পিঙ্গলানাড়ী বহ্নিমণ্ডলগোচরা। দেবযানমিতি জ্ঞেয়া পুণ্যকর্ম্মানুসারিণী ॥ ১১ ॥ ইড়াচ বাম নিশ্বাস সোমমণ্ডলগোচরা। পিতৃযানমিতি জ্ঞেয়া বামমাশ্রিত্য তিষ্ঠতি ॥ ১২ ॥ গুদস্য পৃষ্ঠভাগেঽস্মিন্ বীণাদণ্ডস্য দেহভৃৎ। দীর্ঘাস্থি মূর্দ্ধ্নি পর্য্যন্তং ব্রহ্মদণ্ডেতি কথ্যতে ॥ ১৩ ॥ তস্যান্তে সুষিরং সূক্ষ্মং ব্রহ্মনাড়ীতি সূরিভিঃ ॥ ১৪ ॥ ইড়াপিঙ্গলয়োর্মধ্যে সুষুম্না সূক্ষ্মরূপিণী। সর্ব্বপ্রতিষ্ঠিতং যস্মিন্ সর্ব্বগং সর্ব্বতোমুখম্ ॥ ১৫ ॥ তস্যা মধ্যগতাঃ সূর্য্যসোমাগ্নিপরমেশ্বরাঃ। ভূতলোকাঃ দিশঃ ক্ষেত্রং সমুদ্রাঃ পর্ব্বতাঃ শিলাঃ। দ্বীপাশ্চ নিম্নগা বেদাঃ শাস্ত্রবিদ্যা কলাক্ষরাঃ। স্বরমন্ত্রপুরাণানি গুণাশ্চৈতানি সর্ব্বশঃ। বীজ জীবাত্মকস্তেষাং ক্ষেত্রজ্ঞাঃ প্রাণবায়বঃ। সুষুম্নান্তর্গতং বিশ্বং তস্মিন্ সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ১৬ ॥ নানা নাড়ী প্রসবগং সর্ব্বভূতান্তরাত্মনি। ঊর্দ্ধমূলমধঃ শাখং বায়ুমার্গেণ সর্ব্বগম্ ॥ ১৭ ॥ দ্বিসপ্ততি সহস্রাণি নাড্যঃ স্যুর্বায়ুগোচরাঃ। কর্ম্মমার্গেণ শুষিরা তির্য্যঞ্চ শুষিরাত্মিকা ॥ ১৮ ॥ অধশ্চোর্দ্ধং গতাস্তাসু নবদ্বারাণি রোধয়ন্। বায়ুনা সহ জীবোর্দ্ধজ্ঞানী মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ ॥ ১৯ ॥ অমরাবতীন্দ্রলোকেঽস্মিন্নাসাগ্রে পূর্ব্বতো দিশি। অগ্নিলোকোঽথ জ্ঞেয়শ্চক্ষু স্তেজোবতী পুরী ॥ ২০ ॥ যাম্যাং সংযমনী শ্রোত্রে যমলোকঃ প্রতিষ্ঠিতঃ। নৈঋতোঽথ তৎপার্শ্বে নৈঋতো লোক আশ্রিতঃ ॥ ২১ ॥ বিভাবরী প্রতীচ্যান্তু পৃষ্ঠে বারুণিকী পুরী। বায়োর্গন্ধবতী কর্ণপার্শ্বে লোকঃ প্রতিষ্ঠিতঃ ॥ ২২ ॥ সৌম্যাং পুষ্পবতী সৌম্যা সোমলোকস্তু কণ্ঠতঃ। বামকর্ণেতু বিজ্ঞেয়া দেহমাশ্রিত্য তিষ্ঠতি ॥ ২৩ ॥ বাম-চক্ষুষি চৈশানী শিবলোকো মনোন্মনী। মূর্দ্ধ্নি ব্রহ্মপুরী জ্ঞেয়া ব্রহ্মাণ্ডং দেহসংশ্রিতম্ ॥ ২৪ ॥ পাদাদধঃ স্থিতোঽনন্তঃ কালাগ্নিঃ প্রলয়াত্মকঃ। অনাময়মধশ্চোর্দ্ধং মধ্যমন্তর্বহিঃ শিবম্ ॥ ২৫ ॥ অধঃ-পাদেঽতলং বিদ্যাৎ পাদঞ্চ বিতলং বিদুঃ। নিতলং পাদ-সন্ধিস্তু সুতলং জঙ্ঘ উচ্যতে ॥ ২৬ ॥ মহাতলং হি জানুস্থং উরুদেশে রসাতলম্। কটিস্তলাতলং প্রোক্তং সপ্তপাতালসংজ্ঞয়া ॥ ২৭ ॥ কালাগ্নিনরকং ঘোরং মহাপাতালসংজ্ঞয়া। পাতালং নাভ্যধোভাগে ভোগীন্দ্র ফণিমণ্ডলম্। বেষ্টিতঃ সর্ব্বতোঽনন্তঃ স বিভ্রজ্জীবসংজ্ঞকঃ ॥ ২৮ ॥ ভূর্লোকং নাভিদেশেতু ভুবর্লোকস্তু কুক্ষিতঃ। হৃদয়ং স্বর্গলোকস্তু সূর্য্যাদিগ্রহতারকম্ ॥ ২৯ ॥ সূর্য্য-সোম সুনক্ষত্রং বুধ-শুক্র-কুজাঙ্গিরাঃ। মন্দশ্চ সপ্তমো জ্ঞেয়ো ধ্রুবোঽস্তঃ সর্ব্বলোকতঃ। হৃদয়ে কল্পয়েদ্‌যোগী তস্মিন্ সর্ব্বসুখং লভেৎ ॥ ৩০ ॥ হৃদয়েঽস্য মহর্লোকং জনলোকস্তু কণ্ঠতঃ। তপোলোকং ভ্রুবোর্মধ্যে মূর্দ্ধ্নি সত্যং প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ৩১ ॥ ব্রহ্মাণ্ডরূপিণী পৃথ্বী তোয়মধ্যে বিলীয়তে। অগ্নিনা পচ্যতে তত্তু বায়ুনা গ্রস্যতেঽনলঃ ॥ ৩২ ॥ আকাশস্তু পিবেৎ বায়ুং মন আকাশমেবচ। বুদ্ধ্যহঙ্কার-চিত্তঞ্চ ক্ষেত্রজ্ঞং পরমাত্মনি ॥ ৩৩ ॥—(উত্তরগীতা)

শরীরের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে আধার চক্র, স্বাধিষ্ঠান চক্র, মণিপুর চক্র, অনাহত চক্র, বিশুদ্ধ চক্র, আজ্ঞা চক্র, এবং সহস্রদল চক্র, নামে সাতটি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র চক্র আছে। ঐ সকল চক্রের আকার বিকশিত কমলের ন্যায়; এজন্য তৎসমস্ত পদ্মনামেও অভিহিত হইয়া থাকে। প্রত্যেক পদ্মই সুষুম্না নাড়ী মধ্যস্থিত ব্রহ্মনাড়ীতে সংলগ্ন। যোগ-শাস্ত্রে এই সকল পদ্মের বিস্তারিত বিবরণ সন্নিবিষ্ট আছে *। পুরাণাদিতেও এতদ্বিষয় কীর্ত্তিত হইয়াছে †। তন্ত্রাদিতেও ইহার বিস্তারিত বিবরণ পরিদৃষ্ট হয় ‡।

---

* আধারে লিঙ্গনাভৌ হৃদয়সরসিজে তালুমূলে ললাটে। দ্বেপত্রে ষোড়শারে দ্বিদলদশদলে দ্বাদশার্দ্ধে চতুষ্কে॥ বাসান্তে বালমধ্যে ডফকঠ সহিতে কণ্ঠদেশে স্বরাণাং। হংক্ষং তত্ত্বার্থযুক্তং সকল দলগতং বর্ণরূপং স্মরামি॥ আধারস্থ চতুর্দ্দলোঽরুণরুচির্ব্বাসান্ত বর্ণাশ্রয়ঃ। স্বাধিষ্ঠান মনেকবৈদ্যুতনিভং বালান্ত ষট্‌পত্রকম্। রক্তাভং মণিপূরকং দশদলং ডাদ্যং ফকারান্তকম্। পত্রৈর্দ্বাদশকৈরনাহতপুরং হৈমং কঠান্তার্ণকম্॥ মাত্রাভিঃ পরিপূরিতং স্বরগণৈর্যত্তদ্বিশুদ্ধাম্বুজং। হক্ষাক্ষরসংযুতং দ্বিদলকম্ রক্তাভমাজ্ঞাপুরং। তস্মাদূর্দ্ধমধোমুখং বিকশিতং পদ্মং সহস্রচ্ছদম্। নিত্যানন্দময়ীং সদাশিবপুরীং শক্তিং স্মরেৎ শাশ্বতীম্॥ —(গোরক্ষসংহিতা)

† সপ্ত পদ্মানি তত্রৈব সন্তি লোকা ইব প্রভো। গুদে পৃথ্বীসমং চক্রং হরিদ্বর্ণম্ চতুর্দ্দলং॥ লিঙ্গে তু ষড়্দলং চক্রং স্বাধিষ্ঠানমিতিস্মৃতম্। ত্রিলোকবহ্নিনিলয়ং তপ্তচামীকরপ্রভং॥ নাভৌ দশদলং চক্রং কুণ্ডলিন্যা সমন্বিতং। নীলাঞ্জননিভম্ ব্রহ্মস্থানং পূর্ব্বক মন্দিরম্॥ মণিপুরাভিধং স্বচ্ছং জলস্থানং প্রকীর্ত্তিতম্। উদ্যদাদিত্য সংকাশং হৃদি চক্রমনাহতম্॥ কুম্ভকাখ্যং দ্বাদশারং বৈষ্ণবং বায়ুমন্দিরম্। কণ্ঠে বিশুদ্ধ শরণং ষোড়শারং পুরোদয়ম্॥ শাম্ভবীবরচক্রাখ্যং চন্দ্রবিন্দু-বিভূষিতম্। ষষ্ঠমাজ্ঞাময়ং চক্রং দ্বিদলং শ্বেতমুত্তমম্॥ রাধাচক্রমিতি খ্যাতং মনঃস্থানং প্রকীর্ত্তিতম্। সহস্রদলমেকার্ণং পরমাত্মপ্রকাশকম্॥ নিত্যজ্ঞানময়ং সত্যং সহস্রাদিত্যসন্নিভম্। ষট্‌চক্রানীহ ভেদ্যানি নৈতদ্ভেদ্যং কথঞ্চন॥—(পদ্মপুরাণম্)

‡ মূলাধারে ত্রিকোণাখ্যে ইচ্ছাজ্ঞান ক্রিয়াত্মকে। মধ্যে স্বয়ম্ভুলিঙ্গন্তু কোটিসূর্য্য সমপ্রভম্॥ তদূর্দ্ধে কামবীজন্তু ক-ল-শান্তীন্দুনাদকম্। তদূর্দ্ধে তু শিখাকারা কুণ্ডলী-ব্রহ্মবিগ্রহা। তদ্বাহ্যে হেমবর্ণাভং ব-স-বর্ণ চতুর্দ্দলং। দ্রুতহেমসমপ্রখ্যং পদ্মং তত্র বিভাবয়েৎ॥ তদূর্দ্ধেঽগ্নিসমপ্রখ্যং ষড়্দলং হীরকপ্রভম্। বাদিলান্তষড়র্ণেন যুক্তাধিষ্ঠান সংজ্ঞকম্॥ মূলমাধার-ষট্‌কানাং মূলাধারং ততো বিদুঃ। স্বশব্দেন পরং লিঙ্গং স্বাধিষ্ঠানং ততো বিদুঃ॥ তদূর্দ্ধে নাভিদেশে তু মণিপূরং মহৎপ্রভম্। মেঘাভং বিদ্যুদাভঞ্চ বহু তেজোময়ং ততঃ॥ মণিবদ্ভিন্নং তৎ পদ্মং মণিপূরং তথোচ্যতে। দশভিশ্চ দলৈর্যুক্তং ডাদিফান্তাক্ষরান্বিতম্॥ শিবেনাধিষ্ঠিতং পদ্মং বিশ্বলোকৈককারণম্। তদূর্দ্ধেঽনাহতং পদ্মমুদ্যদাদিত্য-সন্নিভম্॥ কাদিঠান্তাক্ষরৈ রর্কপত্রৈশ্চ সমধিষ্ঠিতম্। তন্মধ্যে বাণলিঙ্গন্তু সূর্য্যাযুতসমপ্রভম্॥ শব্দব্রহ্মময়ং শব্দোঽনাহতস্তত্র দৃশ্যতে॥ তেনাহতাখ্যং পদ্মং তৎ মুনিভিঃ পরিকীর্ত্ত্যতে। আনন্দসদনং তত্তু পুরুষাধিষ্ঠিতং পরম্॥ তদূর্দ্ধন্তু বিশুদ্ধাখ্যং দলষোড়শপঙ্কজম্। স্বরৈঃ ষোড়শকৈর্যুক্তং ধূম্রবর্ণং মহৎপ্রভম্॥ বিশুদ্ধিং তনুতে যস্মাৎ জীবস্য হংসলোকনাৎ। বিশুদ্ধং পদ্মমাখ্যাতং আকাশাখ্যং মহৎপরম্॥ আজ্ঞাচক্রং তদূর্দ্ধে তু আত্ম-

আধার চক্র সাধারণতঃ মূলাধার নামে অভিহিত হয়। এই পদ্ম চতুর্দ্দল এবং তাহার মধ্যস্থলে ত্রিকোণ যন্ত্রাঙ্কিত। এই পদ্মে কোটী সূর্য্যসমপ্রভ স্বয়ম্ভুলিঙ্গ অবস্থিত এবং তদূর্দ্ধে শিখাকারা সর্পরূপা কুণ্ডলিনী শক্তি বিরাজিতা। এই চক্রে ডাকিনীশক্তি অবস্থিতা। আধার পদ্মের দলচতুষ্টয়ে বং, শং, ষং এবং সং এই বর্ণচতুষ্টয় আছে এবং মধ্যস্থলে লং এই পৃথিবী বীজ আছে *।

তদূর্দ্ধে লিঙ্গমূলে স্বাধিষ্ঠান পদ্মের স্থান। এই পদ্ম ষড়্‌দল এবং তাহার মধ্যস্থলে বরুণমণ্ডল ও তন্মধ্যে অর্দ্ধচন্দ্র বিরাজিত। এই পদ্মে রাকিনী শক্তি অবস্থিতা। এই পদ্মের দলে বং, ভং, মং, যং, রং এবং লং এই ছয় বর্ণ আছে এবং মধ্যস্থলে বং এই বরুণ বীজ আছে †।

নাধিষ্ঠিতং পরম্। আজ্ঞাসংক্রমণং তত্র গুরোরাজ্ঞেতি কীর্ত্তিতম্॥ কৈলাসাখ্যং তদূর্দ্ধে তু বোধনীন্তু তদূর্দ্ধতঃ। এবঞ্চ শিবচক্রাণি প্রোক্তানি তব সুব্রত॥ সহস্রারাম্বুজং বিন্দুস্থানং তদূর্দ্ধমীরিতম্। ইত্যেতৎ কথিতং সর্ব্বং যোগমার্গমনুত্তমম্॥—(তন্ত্রসারঃ)

* অথাধারপদ্মং সুষুম্নাস্যলগ্নং ধ্বজাধো গুদোর্দ্ধং চতুঃশোণপত্রম্। অধোবক্ত্রমুদ্যৎ সুবর্ণাভবর্ণৈর্বকারাদিসান্তৈর্যুতং বেদবর্ণৈঃ॥ ৫॥ অমুষ্মিন্ ধরায়াশ্চতুষ্কোণচক্রং সমুদ্ভাসি শূলাষ্টকৈরাবৃতন্তৎ। লসৎ পীতবর্ণং তড়িৎ কোমলাঙ্গং তদঙ্কে সমাস্তে ধরায়া স্ববীজম্॥ ৬॥ চতুর্ব্বাহুভূষো গজেন্দ্রাধিরূঢ় স্তদঙ্কে নবীনার্কতুল্য প্রকাশঃ। শিশুঃ সৃষ্টিকারী লসদ্বেদবাহুঃ মুখাম্ভোজলক্ষ্মী শ্চতুর্ভাগ বেদঃ॥ ৭॥ বসেদত্র দেবীচ ডাকিন্য ভিখ্যা লসদ্বেদবাহূজ্জ্বলরক্ত-নেত্রা। সমানোদিতানেক সূর্য্যপ্রকাশা প্রকাশং বহন্তী সদা শুদ্ধবুদ্ধেঃ॥ ৮॥ বজ্রাখ্যা বক্ত্রদেশে বিলসতি সততং কর্ণিকা মধ্যসংস্থম্। কোণং তত্রৈপুরাখ্যং তড়িদিব বিলসৎ কোমলং কামরূপম্॥ কন্দর্পো নাম বায়ু বিলসতি সততং তস্যমধ্যে সমন্তাৎ। জীবেশো বন্ধুজীব-প্রকারমভিহসন্ কোটিসূর্য্যপ্রকাশঃ॥ ৯॥ তন্মধ্যে লিঙ্গরূপী দ্রুতকনককলাকোমলঃ পশ্চিমাস্যো। জ্ঞানধ্যানপ্রকাশঃ প্রথমকিশলয়াকাররূপঃ স্বয়ম্ভুঃ। উদ্যৎপূর্ণেন্দুবিম্বপ্রকরকরচয়স্নিগ্ধ সন্তানহাসী কাশীবাসী বিলাসী বিলসতি সরিদাবর্ত্তরূপা প্রকারঃ॥ ১০॥—(ষট চক্রভেদপ্রকরণম্)

† সিন্দূরপূর রুচিরারুণ পদ্মমন্যৎ সৌষুম্নমধ্যঘটিতং ধ্বজমূলদেশে। অঙ্গচ্ছদৈঃ পরিবৃতং তড়িদাভবর্ণৈর্ব্বাদ্যৈঃ সবিন্দুলসিতৈশ্চ পুরান্ধরান্তৈঃ॥ ১৫॥ অম্বুজান্তরে প্রবিলসৎ বিশদপ্রকাশমম্ভোজ-মণ্ডলমথো বরুণস্য তস্য। অর্দ্ধেন্দুরূপ লসিতং শারদিন্দু শুভ্রং বংকার বীজমমলং মকারাধিরূঢ়ম্॥ ১৬॥ তস্যাঙ্কদেশে কলিতো হরিরেব পায়াৎ, নীলপ্রকাশরুচির শ্রিয়মাদধানঃ। পীতাম্বরঃ প্রথম-যৌবন-গর্ব্বধারী শ্রীবৎস-কৌস্তুভধরো ধৃতবেদ-বাহুঃ॥ ১৭॥ অত্রৈব ভাতি সততং খলু রাকিনী সা নীলাম্বুজোদর সহোদর-কান্তি-শোভা। নানায়ুধোদ্যতকরৈর্লসিতাঙ্গ লক্ষ্মী দিব্যাম্বরাভরণ-ভূষিত মত্তচিত্তা॥ ১৮॥ স্বাধিষ্ঠানাখ্যমেতৎ সরসিজমমলং চিন্তয়েৎ যো মনুষ্য স্তস্যাহঙ্কার দোষাদিক সকল রিপু ক্ষীয়তে তৎক্ষণেন। যোগীশঃ সোহপি মোহোদ্ভূততিমিরচয়ো ভানুতুল্য প্রকাশো গদ্যৈঃ পদ্যৈঃ প্রবন্ধৈর্বিরচয়তি সুধাকাব্যসন্দোহলক্ষ্মীন্॥ ১৯॥—(ষট্‌চক্রনিরূপণম্)

তদূর্দ্ধে নাভিমূলে মণিপুর পদ্মের স্থান। এই পদ্ম দশদল এবং তাহার মধ্যস্থলে অগ্নিমণ্ডল। তন্মধ্যে লাকিনী শক্তি অবস্থিতা। এই পদ্মের দলে ডং, ঢং, ণং, তং, থং, দং, ধং, নং, পং, এবং ফং এই দশটি বর্ণ আছে এবং মধ্যস্থলে রং এই বহ্নি-বীজ আছে *।

তদূর্দ্ধে হৃদয়-প্রদেশে অনাহত পদ্মের স্থান। এই পদ্মের দ্বাদশ দল এবং মধ্যস্থলে বায়ুমণ্ডল। ইহাতে কাকিনী শক্তি অবস্থিতা। এই পদ্মের দ্বাদশ দলে কং, খং, গং, ঘং, ঙং, চং, ছং, জং, ঝং, ঞং, টং এবং ঠং এই দ্বাদশ বর্ণ আছে এবং মধ্যস্থলে যং এই পবন-বীজ আছে †।

তদূর্দ্ধে কণ্ঠদেশে বিশুদ্ধ পদ্মের স্থান। এই পদ্মের ষোড়শ দল এবং তাহার মধ্যস্থলে চন্দ্রমণ্ডল সদৃশ সুগোল নভোমণ্ডল। ইহাতে শাকিনী শক্তি অবস্থিতা। এই পদ্মের ষোড়শ দলে অং, আং, ইং, ঈং, উং, ঊং, ঋং, ৠং,

---

* তস্মাদূর্দ্ধে নাভিমূলে দশদল-লসিতে পূর্ণমেঘ-প্রকাশে, নীলাম্ভোজ প্রকাশৈ রূপকৃত জঠরে ডাদিফান্তৈঃ সচন্দ্রৈঃ। ধ্যায়েদ্বৈশ্বানরস্যারুণ-মিহির-সমং মণ্ডলং ত্রিকোণং, তদ্বাহে স্বস্তিকাখ্যৈস্ত্রিভিরভিলসিতং তত্রবহ্নেঃ স্ববীজং ॥ ২০ ॥ ধ্যায়েন্মেষাধিরূঢ়ং নবতপননিভং বেদবাহূজ্জ্বলাঙ্গং, তৎক্রোড়ে রুদ্রমূর্ত্তির্নিবসতি সততং শুদ্ধ-সিন্দূর-রাগঃ। ভস্মালিপ্তাঙ্গ ভূষাভরণসিতবপুর্বৃদ্ধরূপী ত্রিনেত্রঃ, লোকানামিষ্টদাতাঽভয়লসিতকরঃ সৃষ্টি-সংহারকারী ॥ ২১ ॥ অত্রাস্তে লাকিনী সা সকল শুভকরী বেদবাহূজ্জ্বলাঙ্গী, শ্যামা পীতাম্বরাদ্যৈর্বিবিধ বিরচনালঙ্কৃতামত্তচিত্তা। ধ্যাত্বৈবং নাভিপদ্মং প্রভবতি সুতরাং সংহৃতৌ পালনেবা, বাণী তস্যাননাব্জে বিলসিত সততং জ্ঞান-সন্দোহ লক্ষ্মীঃ ॥ ২২ ॥—(ষট্‌চক্রনিরূপণং)

† তস্যোর্দ্ধে হৃদি পঙ্কজং সুললিতং বন্ধুককান্ত্যুজ্জ্বলং। কাদ্যৈর্দ্বাদশ বর্ণকৈরূপহৃতং সিন্দূররাগাঙ্কিতৈঃ। নাম্নানাহত-সংজ্ঞকং সুরতরুং বাঞ্ছাতিরিক্তপ্রদং, বায়োর্মণ্ডলমত্র ধূম-সদৃশং ষট্‌কোণ-শোভান্বিতং ॥ ২৩ ॥ তন্মধ্যে পবনাক্ষরঞ্চ মধুরং ধূমাবলী ধূসরং, ধ্যায়েৎ পাণিচতুষ্টয়েন ললিতং কৃষ্ণাধিরূঢ়ং পরং। তন্মধ্যে করুণানিধানমমলং হংসাভমীশাভিধং, পাণিভ্যামভয়ং বরঞ্চ বিদধৎ লোকত্রয়াণামপি ॥ ২৪ ॥ অত্রাস্তে খলু কাকিনী নব-তড়িৎ-পীতা ত্রিনেত্রা শুভা, সর্ব্বালঙ্কারণান্বিতা হিতকারী যোগান্বিতানাং মুদা। হস্তৈঃ পাশকপাল-শোভনবরান্ সংবিভ্রতী চাভয়ং, মত্তা পূর্ণসুধারসার্দ্রহৃদয়া কঙ্কালমালাধরা ॥ ২৫ ॥ এতন্নীরজকর্ণিকান্তর লসৎ শক্তিস্ত্রিকোণাভিধা, বিদ্যুৎকোটি-সমান কোমল-বপুঃসাস্তে তদন্তর্গতঃ। বাণাখ্যঃ শিবলিঙ্গ কোঽপি কনকাকারাঙ্গ-রাগোজ্জ্বলঃ, মৌলৌ সূক্ষ্মবিভেদযুঙ্‌মণিরিব প্রোল্লাস লক্ষ্ম্যালয়ঃ ॥ ২৬ ॥ ধ্যায়েদ্‌ যো. হৃদি পঙ্কজং সুরতরুং সর্ব্বস্য পীঠালয়ং, দেবস্যানিল-হীন-দীপ-কলিকা হংসেন সংশোভিতং। ভানোর্মণ্ডল-মণ্ডিতান্তরলসৎ কিঞ্জল্ক শোভাধরং, বাচামীশ্বর ঈশ্বরোঽপি জগতী রক্ষাবিনাশক্ষমঃ ॥ ২৭ ॥ যোগীশো ভবতি প্রিয়াৎ প্রিয়তমঃ কান্তাকুলস্যানিশং। জ্ঞানীশোঽপি কৃতী জিতেন্দ্রিয়গণ ধ্যানাবধানে ক্ষমঃ। গদ্যৈঃ পদ্যপদাদিভিশ্চ সততং কাব্যাম্বুধারাবহঃ, লক্ষ্মীরঙ্গন দৈবতং পরপুরে শক্ত প্রবেষ্টুং ক্ষণাৎ ॥ ২৮ ॥—(ষট্‌চক্রনিরূপণং)

ঌং, ৠং, এং, ঐং, ওং, ঔং, অং, অঃ এই যোড়শ বর্ণ আছে এবং মধ্যস্থলে হং এই বীজ আছে *।

তদূর্দ্ধে ভ্রূমধ্যে আজ্ঞা পদ্মের স্থান। এই পদ্ম দ্বিদল এবং তাহার মধ্যস্থলে শিব বিরাজিত। ইহাতে হাকিনী শক্তি অবস্থিতা। এই পদ্মের দুই দলে হং ও ক্ষং এই দুই বর্ণ আছে †।

---

* বিশুদ্ধাখ্যাং কণ্ঠে সরসিজমমলং ধূম-ধূম্রাভভাসং, স্বরৈঃ সর্ব্বৈঃ শোণৈর্দলপরিলসিতৈ র্দীপিতং দীপ্তিবুদ্ধেঃ। সমাস্তে পূর্ণেন্দু প্রথিততম নভোমণ্ডলং বৃত্তরূপং, হিমচ্ছায়া নাগোপরি লসিততনোঃ-শুক্লবর্ণাম্বরস্য ॥ ২৯ ॥ ভুজৈঃ পাশাভীত্যঙ্কুশ বর-লসিতৈঃ শোভিতাঙ্গস্য তস্য, মনোরঙ্কে নিত্যং নিবসতি গিরিজাভিন্নদেহো হিমাভঃ। ত্রিনেত্রঃ পঞ্চাস্যো লসিতদশভুজো ব্যাঘ্রচর্ম্মাম্বরাঢ্যঃ। সদা পূর্ব্বাদেব শিব ইতি সমাখ্যান-সিদ্ধ প্রসিদ্ধঃ ॥ ৩০ ॥ শুধাসিন্ধো শুদ্ধানিবসতি কমলে শাকিনী পীতবস্ত্রা, শরঞ্চাপং পাশং সৃণিমপি দধতী হস্তপদ্মৈশ্চতুর্ভিঃ। সুধাংশোঃ সম্পূর্ণং শশপরিরহিতং মণ্ডলং কর্ণিকায়াং, মহামোক্ষদ্বারং শ্রিয়মভিমতশীলস্য শুদ্ধেন্দ্রিয়স্য ॥ ৩১ ॥ ইহ স্থানে চিত্তং নিরবধি নিধায় তু পবনো. যদি ক্রুদ্ধো যোগী চলয়তি সমস্ত ত্রিভুবনম্। নচ ব্রহ্মা নচ বিষ্ণু নচ হরিহর নৈব খমণি স্তদীয়ং, সামর্থ্যং শময়িতুমলং নাপিগণপঃ ॥ ৩২ ॥ ইহ স্থানে চিত্তং বিমলং অধিনিধায়াত্ত সংপূর্ণযোগং। কবিবাগ্মী-জ্ঞানী স ভবতি নিরতাং সাধকঃ শান্ত-চেতাঃ। ত্রিলোকং দর্শী সকল হিতকরো রোগশোক-প্রমুক্তঃ। চিরঞ্জীবী ভোগী নিরবধি বিপদাং ধ্বংস হংস-প্রকাশঃ ॥ ৩৩ ॥—(ষট্‌চক্রনিরূণং)

+ আজ্ঞানামাম্বুজং তদ্ধিমকর-সদৃশং ধ্যানধাম প্রকাশং। হক্ষাভ্যাং বৈকলাভ্যাং পরিলসিত বপুর্নেত্রপত্রং সুশুভ্রং ॥ তন্মধ্যে হাকিনী সা শশিসমধবলা বক্ত্রষট্‌কং দধানা। বিদ্যামুদ্রাং কপালং ডমরু-জপবটী বিভ্রতী শুদ্ধচিত্তা ॥ ৩৪ ॥ এতৎপদ্মস্যান্তরালে নিবসতি চ মনঃ সূক্ষ্মরূপপ্রসিদ্ধং। যোনৌ তৎ কর্ণিকায়া মিতর শিবপদং লিঙ্গচিহ্ন প্রকাশং ॥ বিদ্যুন্মালা বিলাসং পরমকুলপদং ব্রহ্মসূত্র-প্রবোধং ॥ বেদানামাদিবীজং স্থিরতর হৃদয়শ্চিন্তয়েত্তৎ ক্রমেণ ॥ ৩৫ ॥ ধ্যানাত্মা সাধকেন্দ্রো ভবতি পরপুরে শীঘ্রগামী মুনীন্দ্রঃ। সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বদর্শী সকল হিতকরঃ সর্ব্বশাস্ত্রার্থবেত্তা ॥ অদ্বৈতাচারবাদী বিলসতি পরমা পূর্ব্বসিদ্ধি প্রসিদ্ধিঃ। দীর্ঘায়ুঃ সোঽপি কর্ত্তা ত্রিভুবন ভবনে সংহৃতৌ পালনে বা ॥ ৩৬ ॥ তদন্তশ্চক্রেঽস্মিন্নিবসতি সততং শুদ্ধ-বুদ্ধান্তরাত্মা। প্রদীপাভজ্যোতিঃ প্রণবঃ বিরচনারূপ-বর্ণপ্রকাশঃ ॥ তদূর্দ্ধে চন্দ্রার্দ্ধ স্তদুপরি বিলসতি বিন্দুরূপী মকারী স্তদাদ্যো নাদোঽসৌ বল-ধবল-সুধাধার-সন্তান-হাসী ॥ ৩৭ ॥ ইহস্থানে লীনেষু সুখসদনে চেতসি পুরং, নিরালম্বাং বধ্বা পরমগুরুসেবা সুনিরতাং। সদাভ্যাসাদ্ যোগী পবন-সুহৃদাং পশ্যতি কলাং। ততস্তন্মধ্যান্তঃ প্রবিলসিতরূপানপি সদা ॥ ৩৮ ॥ জ্বলদ্দীপাকারাংস্তাদপি চ নবীনার্ক-বহুল প্রকাশং জ্যোতির্ব্বা গগণধরণীমধ্যলসিতং। ইহস্থানে সাক্ষাৎ ভবতি ভগবান্ পূর্ণবিভবো হব্যয়ঃ সাক্ষী বহ্নেঃ শশিমিহিরয়োর্মণ্ডল ইব ॥ ৩৯ ॥ ইহস্থানে বিষ্ণোরতুল-পরমামোদ-মধুরে সমারোপ্য প্রাণান্ প্রমুদিতমনাঃ প্রাণনিধনে। পরং নিত্যং দেবং পুরুষমজমাদ্যং ত্রিজগতাং পুরাণং যোগীন্দ্রঃ প্রবিশতি চ বেদাৎ বিদিতঃ ॥ ৪০ ॥—(ষট্‌চক্রনিরূপণং)

তদূর্দ্ধে প্রণবাকার পরমাত্মস্থান ও তদূর্দ্ধে চন্দ্রবিন্দু অতিক্রম করিয়া সর্ব্বোপরি সহস্র দল পদ্মের স্থান। এই পদ্ম পঞ্চাশৎ দল সমন্বিত এবং তাহার মধ্যস্থলে পরমপুরুষ বিরাজিত। এই পদ্মের পঞ্চাশৎ দলে অকার হইতে ক্ষকার পর্য্যন্ত পঞ্চাশ বর্ণ আছে *।

সহস্রদল বা সহস্রারাধিষ্ঠিত পরমপুরুষকে মতভেদে বিভিন্ন সম্প্রদায়-ভুক্ত সাধকগণ বিভিন্ন নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। কোন কোন সাধক তাঁহাকে পরব্রহ্ম, কেহ বা বিষ্ণু দেবতা, কেহ বা পরমহংস এবং কেহ বা মোক্ষ-বিধাতৃরূপে প্রণিধান করেন †।

পূর্ব্বে মূলাধার-মধ্যস্থিতা যে কুলকুণ্ডলিনী শক্তির বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে, তাঁহাকে ক্রমশঃ ঊর্দ্ধগামিনী করিয়া সহস্রার-মধ্যস্থিত পরম

---

* তদূর্দ্ধে শঙ্খিন্যা নিবসতি শিখরে শূন্য-দেশ-প্রকাশং। বিসর্গাধঃ পদ্মং দশশতদলং পূর্ণপূর্ণেন্দুশুভ্রং। অধোবক্ত্রং কান্তং তরুণরবিকলাকান্তং কিঞ্জল্কপুঞ্জং। ললাটাদ্যৈর্বর্ণৈঃ প্রবলসিততনুং কেবলানন্দরূপং। ৪২॥ সমাস্তে তত্রান্তঃ শশ-পরিরহিতঃ শুদ্ধ-সম্পূর্ণ-চন্দ্রঃ। স্ফুরৎ জ্যোৎস্নাজালঃ পরমরসচয়-স্নিগ্ধ-সন্তান-হাসঃ। ত্রিকোণং তস্যান্তঃ স্ফুরতি সততং বিদ্যুদাকাররূপং। তদন্তঃ শূন্যস্তৎ সকল সুরগুরুং চিন্তয়েচ্চাভিগুহ্যং॥ ৪৩॥ সুগোপ্যং তদ্‌যত্নাদতিশয়-পরমামোদ-সন্তানরাশেঃ। পরং কন্দং সূক্ষ্মং শশি-সকলকলা শুদ্ধরূপ-প্রকাশং। ইহস্থানে দেবঃ পরমশিব-সমাখ্যান-সিদ্ধ-প্রসিদ্ধঃ। স্বরূপী সর্ব্বাত্মা রসবিসরমিতোঽজ্ঞানমোহান্ধহংসঃ॥ ৪৪॥ সুধাধারাসারং নিরবধি বিমুঞ্চন্নতিতরাং যতেরাত্মজ্ঞানং দিশতি ভগবান্নির্ম্মলমতেঃ। সমাস্তে সর্ব্বেশঃ সকল সুখসন্তান-লহরী। পরীবাহো হংসঃ পরম ইতি নাম্না পরিচিতঃ॥ ৪৫॥ শিবস্থানং শৈবাঃ পরম-পুরুষং বৈষ্ণবগণাঃ লপন্তীতি প্রায়ো হরিহর-পদং কেচিদ-পরে। পদং দেব্যা দেবী চরণযুগলানন্দ-রসিকাঃ মুনীন্দ্রা অপ্যন্যে প্রকৃতি-পুরুষ স্থানমমলং॥ ৪৬॥ ইহ স্থানং জ্ঞাত্বা নিয়ত নিজচিত্তো নরবরো ন ভূয়াৎ সংসারে ক্বচিদপি চ বদ্ধ ত্রিভুবনে। সমগ্রা শক্তিঃ স্যান্নিয়ম মনসস্তস্য কৃতিনঃ সদাকর্ত্তুং হর্ত্তুং খগতিরপি বাণী সুবিমলা॥ ৪৭॥ অত্রাস্তে শিশু-সূর্য্য-সোদরকলা চন্দ্রস্য সা ষোড়শী, শুদ্ধা নীরজসূক্ষ্মতন্তুশতধা-ভাগৈকরূপা পরা। বিদ্যুদ্দাম-সমান-কোমল-তনু নিত্যোদিতাধোমুখী, পূর্ণানন্দ পরম্পরাতি-বিগলৎ পীযূষধারাধরা॥ ৪৮॥ নির্ব্বাণাখ্য-কলা পরাৎ পরতরাসাস্তে তদন্তর্গতা, কেশাগ্রস্য সহস্রধা বিভজিতস্যৈকাংশরূপা সতী। ভূতানামধিদৈবতং ভগবতী নিত্য-প্রবোধোদয়া, চন্দ্রার্দ্ধ সমান ভঙ্গুরবতী সর্ব্বার্কতুল্য-প্রভা॥ ৪৯॥ এতস্যা মধ্যদেশে বিলসতি পরমাপূর্ব্ব নির্ব্বাণশক্তিঃ, কোট্যাদিত্য-প্রকাশা ত্রিভুবন-জননী কোটিভাগৈকরূপা॥ কেশাগ্রস্যাতিগুহ্যা নিরবধি বিলসৎ প্রেমধারাধরা সা। সর্ব্বেষাং জীবভূতা মুনিমনসি মুদা তত্ত্ববোধং বহন্তী॥ ৫০॥—(ষট্‌চক্রনিরূপণং)

† তস্যা মধ্যান্তরালে শিবপদ মমলং শাশ্বতং যোগিগম্যং। নিত্যানন্দাভিধানং সকল কুলপদং শুদ্ধবোধ-প্রকাশং॥ কেচিদ্‌ব্রহ্মাভিধানং পরমিতি সুধিয়ো বৈষ্ণবাস্তল্লপন্তি। কেচিৎ হংসাখ্যমেতৎ কিমপি সুকৃতিনো মোক্ষবর্ত্ম-প্রকাশং॥ ৫১॥—ষট্‌চক্রনিরূপণং)

দেবতার সহিত সম্মিলিত করাই ষট্‌চক্রভেদ ক্রিয়ার সূক্ষ্ম লক্ষ্য। সর্পাকারা কুলকুণ্ডলিনী দেবী, মূলাধার মধ্যস্থ শিবলিঙ্গকে সার্দ্ধত্রিবেষ্টনে সংবেষ্টিত করিয়া, নিদ্রিতাবস্থায় অবস্থিত আছেন। তিনি, মুখদ্বারা সুষুম্না মধ্যগতা ব্রহ্মনাড়ীর ব্রহ্মদ্বার নামক রন্ধ্রপথ আচ্ছাদিত করিয়া, অবস্থিতি করেন। প্রথমতঃ সেই নিদ্রিতা শক্তিকে জাগরিতা করিয়া এবং তদনন্তর তাঁহাকে ব্রহ্মদ্বার-পথে ব্রহ্মনাড়ী মধ্যগতা করিয়া, ক্রমশঃ এক এক পদ্ম ভেদ করিতে করিতে সহস্রদল পদ্মে পরিচালন করাই ষট্‌চক্রভেদানুষ্ঠানের প্রধান প্রয়োজন *।

এই অতীব দুষ্কর মহদনুষ্ঠান সম্পাদন বিষয়ে সদ্‌গুরু-প্রদত্ত সদুপদেশই একমাত্র সহায়। যে সকল ভাগ্যবান্ সাধক সৌভাগ্য-বলে তাদৃশ সহায়তা লাভ করিয়াছেন, এবং যাঁহারা প্রাণায়ামাদি সাধনায় সিদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহারাই বিহিত উপায়ক্রমে কালসহকারে এই মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া চরিতার্থ হইতে পারেন। শাস্ত্রে এতদুদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিত্ত যে প্রণালীর উল্লেখ আছে নিম্নে তাহা বিবৃত হইতেছে।

পূর্ব্বে অষ্টাঙ্গ যোগের যে বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে (৪র্থ অধ্যায়, ২৮ শ্লোকের তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য) তদনুসারে যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম ইত্যাদি বিষয়ে সংসিদ্ধি লাভই ষট্‌চক্র-ভেদ সিদ্ধির মুখ্য উপায়। বিশেষতঃ প্রাণায়াম ক্রিয়া এতদ্বিষয়ক প্রধান সাধনা (৪র্থ অধ্যায়ের ২৯ শ্লোকের তাৎপর্য্য ও তত্রত্য প্রাণায়াম সম্বন্ধীয় টিপ্পনী দেখুন)। প্রাণায়াম দ্বারা ক্রমশঃ বায়ুর রোধ হইলে শরীরের লঘুতা, মনের নিরোধ এবং ধারণা প্রভৃতি শক্তির বৃদ্ধি হয়। তাদৃশ প্রাণায়াম-পরায়ণ ব্যক্তির, দৈহিক বাহ্য

---

* তস্যোর্দ্ধে বিষতন্তু-সোদর লসৎ সূক্ষ্মা জগন্মোহিনী। ব্রহ্মদ্বারং মুখেন মধুরং সাচ্ছাদয়ন্তী স্বয়ং। শঙ্খাবর্ত্তনিভা নবীন-চপলামালা বিলাসাস্পদা। সুপ্তা সর্পসমা শিরোপরিলসৎ সার্দ্ধ ত্রিবৃত্তাকৃতিঃ ॥ ১১ ॥ কুজন্তী কুলকুণ্ডলী চ মধুরং মত্তালিমালাস্ফুটং। বাচঃ কোমল-কাব্য-বন্ধ-রচনা-ভেদাদি-ভেদক্রমৈঃ। শ্বাসোচ্ছাস বিবর্ত্তনেন জগতাং জীবো যথা ধার্য্যতে। সা মূলাম্বুজ-গহ্বরে বিলসতি প্রোদ্দাম দীপ্তাবলী ॥১২॥ তন্মধ্যে পরমা কলাতি-কুশলা সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্মা পরা। নিত্যানন্দ পরম্পরাতি চপলামালা লসদ্দীধিতিঃ। ব্রহ্মাণ্ডাদি কটাহ মেধ সকলং যত্তাযয়া ভাসতে, সেয়ং শ্রীপরমেশ্বরী বিজয়তে নিত্যা প্রবোধোদয়া ॥ ১৩ ॥ ধ্যাত্বৈতৎ মূলচক্রান্তর-বিবর লসৎ কোটিসূর্য্য-প্রকাশং। বাচামীশো নরেন্দ্রঃ স ভবতি সহসা সর্ব্ববিদ্যাবিনোদী ॥ আরোগ্যং তস্য নিত্যং নিরবধি চ মহানন্দ-চিত্তান্তরাত্মা। বাক্যৈর্কাব্য-প্রবন্ধৈঃ সকল সুরগুরূন্ সেবতে শুদ্ধশীলঃ ॥ ১৪ ॥—(ষট্‌চক্রনিরূপণং)

তেজের অভাব হইলেও, আভ্যন্তরিক-তেজ বিলক্ষণ সংবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। এইরূপ অবস্থাপন্ন সাধকের দেহাভ্যন্তর ক্লেদশূন্য ও শিরাসমূহ সুনির্ম্মল হয় এবং তাদৃশ অবস্থায় প্রাণবায়ু সহজেই সুষুম্না নাড়ীর মধ্যে প্রবাহিত হইবার উপযোগী হয়। এইরূপ সময়ে প্রাণবায়ু ও আভ্যন্তরিক তেজের প্রভাবে কুলকুণ্ডলিনী শক্তি উদ্বেজিতা হইয়া উঠেন। তাঁহার মুখাচ্ছাদনে ব্রহ্মনাড়ীর ব্রহ্মদ্বার নামাভিধেয় রন্ধ্র আচ্ছন্ন থাকে। কুণ্ডলিনী উদ্বেজিতা ও জাগরিতা হইলে ক্রমশঃ সরলতা পরিগ্রহ করেন; সুতরাং তখন ব্রহ্মদ্বার উন্মুক্ত হইয়া যায়। তদনন্তর, সাধকের অবিচলিত সাধনাপ্রভাবে, দেবী ক্রমশঃ সেই ব্রহ্মদ্বার দিয়া ব্রহ্মনাড়ী-মধ্যে প্রবেশ করেন এবং শনৈঃ শনৈঃ ঊর্দ্ধগামিনী হইতে থাকেন। অতঃপর প্রথমতঃ মূলাধার, তদনন্তর স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞা এই ষট্‌চক্রভেদ করিয়া এবং ক্রমশঃ সহস্রদলে উপনীতা হইয়া তত্রত্য পরম পুরুষের সহিত সম্মিলিতা হইয়া থাকেন। এইরূপ ঘটিলে সাধক অননুভূতপূর্ব্ব মোক্ষানন্দ উপভোগ করেন। কুণ্ডলিনী, সহস্রারস্থিত পরম পুরুষ হইতে বিগলিত অমৃতরস পান করিয়া, পুনরায় পূর্ব্বপথে প্রত্যাবৃত্ত হইতে থাকেন এবং চক্রে চক্রে স্বকার্য্য সাধন করিয়া পুনরায় মূলাধারে আগমন করেন। ইহাই ষট্‌চক্রভেদ নামে শাস্ত্রে পরিকীর্ত্তিত *।

সমালোচ্য শ্লোকের অভিপ্রায় এই যে, যিনি প্রয়াণকালে অবিচলিত-চিত্তে, ভক্তিযুক্তভাবে এবং যোগপ্রভাবে ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে প্রাণবায়ুকে সম্যক্‌রূপে সন্নিবিষ্ট করেন, তিনিই সেই পূর্ণ পুরুষকে প্রাপ্ত হন। শ্রীভগবানের এই মহদ্বাক্য যোগ-শাস্ত্র-সম্মত। প্রাণায়াম দ্বারা ক্রমশঃ প্রাণবায়ুকে

---

* হুঙ্কারেণৈব দেবীং যম-নিয়ম-সমাভ্যাসশীলঃ সুশীলো জ্ঞাত্বা শ্রীনাথ বক্ত্রাৎ ক্রমমপি চ মহামোক্ষ-বর্ত্মপ্রকাশম্। ব্রহ্মদ্বারস্য মধ্যে বিরচয়তু ত্বরাং শুদ্ধ-বুদ্ধি-প্রভাবো ভিত্বা তল্লিঙ্গরূপং পবন-দহনয়োরাক্রমেণৈব তপ্তাম্ ॥ ৫২ ॥ ভিত্বা লিঙ্গত্রয়ং তৎ পরম-রস-শিবে সূক্ষ্মানাম্নি প্রদীপ্তে সা দেবী শুদ্ধসত্ত্বা তড়িদিব বিলসৎ তন্তুরূপ-স্বরূপা। ব্রহ্মাখ্যায়াঃ শিরায়াঃ সকল সরসিজং প্রাপ্য দেদীপ্যতে তৎ। মোক্ষানন্দ-স্বরূপং ঘটয়তি সহসা সূক্ষ্মতাং লক্ষণেন ॥ ৫৩ ॥ নীত্বা তাং কূলকুণ্ডলিনীং নবরসাং জীবেন সার্দ্ধং সুধীর্মোক্ষে ধামনি শুদ্ধ-পদ্ম-সদনে শৈবে পরে স্বামিনি। ধ্যায়েদিষ্টফলপ্রদাং ভগবতীং চৈতন্যরূপাং পরাম্। যোগীশো গুরুপাদপদ্মযুগলালম্বী সমাধৌ যুতঃ ॥ ৫৪ ॥ লাক্ষাভং পরমামৃতং পরং শিবাৎ পীত্বা ততঃ কুণ্ডলিনী। পূর্ণানন্দ-মহোদয়াৎ কূলপদ্ম-মূলে বিশেৎ সুন্দরী ॥ তদ্দিব্যামৃত-ধারয়া স্থিরমতিঃ সন্তর্পয়েদ্দৈবতম্। যোগী যোগ-পরম্পরা বিদিতয়া ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ড-স্থিতম্ ॥ ৫৫ ॥

ভ্রূদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী আজ্ঞাচক্রে সমানীত করিতে পারিলে, অচিরে প্রাণবায়ু ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া ব্রহ্মলোক লাভ করেন। ষট্‌চক্রভেদের প্রণালীক্রমেও কুণ্ডলিনী শক্তি ক্রমশঃ আজ্ঞাচক্রে উপনীতা হইলে, পরম পুরুষের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার হয় এবং অচিরে তিনি সেই পূর্ণ পুরুষের সহিত সম্মিলিতা হন। সুষুম্না নাড়ীর মধ্য দিয়া প্রাণবায়ুর পরিচালনই যোগশাস্ত্রের উপদেশ। উক্ত নাড়ী-পথে প্রাণবায়ু দ্বারা বিচালিতা কুলকুণ্ডলিনী শক্তির পরিচালনই ষট্‌চক্রভেদের উপদেশ। সাধক যে মার্গই অবলম্বী হউন না কেন, এস্থলে ভগবদুক্ত বাক্যের সহিত কাহারও বিরোধ সম্ভাবিত নহে। যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতায় কথিত আছে, "বোধং গতে চক্রিণি নাভিমধ্যে। প্রাণাস্ত সম্ভূয় কলেবরেঽস্মিন্। চরন্তি সর্ব্বে সহ বহ্নিনৈব। তন্তৌ যথা গতিস্তথৈব॥" অর্থাৎ নাভির অধোভাগস্থিতা চক্রাকারধারিণী শক্তি উদ্বুদ্ধা হইলে, এই দেহস্থিত প্রাণসমূহ বহ্নি অর্থাৎ তেজেরই সহিত, তন্তু সহকারে লূতার গতির ন্যায় বিচরণ করিতে থাকে। অতএব প্রাণবায়ুর গতি ও কুণ্ডলিনী শক্তির গতি উভয়ই যুগপৎ সংঘটিত হইয়া থাকে, এবং উভয়ই বস্তুতঃ একই অনুষ্ঠানের ফল এবং একই কার্য্য।

শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধস্থ দ্বিতীয় অধ্যায়ের পঞ্চদশ হইতে একবিংশ পর্য্যন্ত সপ্তশ্লোকে * শুকদেব রাজা পরীক্ষিতকে যোগসংযুক্তভাবে প্রাণত্যাগবিষয়ক উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। তাহার উপসংহার ভাগের মর্ম্ম এই যে, "যোগীপুরুষ ক্রমশঃ বিশুদ্ধ চক্র হইতে প্রাণবায়ুকে আজ্ঞাচক্রে লইয়া যাইবেন। যদি তিনি ভোগাসক্তি বিরহিত হন, তাহা হইলে অর্দ্ধমুহূর্ত্তমাত্র তথায় অবস্থান করিয়া, প্রাণকে ব্রহ্মরন্ধ্রে লইয়া যাইবেন এবং তৎক্ষণাৎ পরব্রহ্মগত হইবেন।" অতএব আজ্ঞাচক্র পর্য্যন্ত প্রাণের উন্নয়ন করিতে পারিলে ভগবৎ-প্রাপ্তি বিষয়ে আর কোনই সন্দেহ থাকে না॥ ৯। ১০॥

---

* স্থিরং সুখং চাসনমাস্থিতো যদির্যদাজিহা সূরিমমঙ্গলোকম্। দেশেচ কালেচ মনো ন সজ্জয়েৎ প্রাণান্নিযচ্ছেন্মনসা জিতাসুঃ॥ ১৫॥ মনঃ স্ববুদ্ধ্যা মলয়া নিযম্য ক্ষেত্রজ্ঞ এতাং নিলয়েত্তমাত্মনি। আত্মানমাত্মন্যবরুধ্য ধীরো লব্ধোপশান্তি র্বিরমেত কৃত্যাৎ॥ ১৬॥ ন যত্র কালোঽনিমিষাং পরঃ প্রভুঃ কুতো নু দেবা জগতাং য ঈশিরে। ন যত্র সত্বং ন রজস্তমশ্চ নবৈ বিকারো ন মহান্‌প্রধানম্॥ ১৭॥ পরং পদং বৈষ্ণবমামনন্তি তদ্, যন্নেতি নেতীত্যতদুৎ সিসৃক্ষবঃ। বিসৃজ্য দৌরাত্ম্যমনন্য সৌহৃদা

যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি
বিশন্তি যদ্‌যতয়ো বীতরাগাঃ।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি
তত্তে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে ॥ ১১ ॥

অন্বয়।—বেদবিদঃ (বেদার্থজ্ঞাঃ) যৎ অক্ষরম্ (অবিনাশি) বদন্তি (প্রতিপাদয়ন্তি) বীতরাগাঃ (নিস্পৃহাঃ) যতয়ঃ (সন্ন্যাসিনঃ) যৎ বিশন্তি (প্রবিশন্তি) যৎ ইচ্ছন্তঃ (জ্ঞানার্থং বাসনাযুক্তাঃ সন্তঃ) ব্রহ্মচর্য্যম্ (গুরুকুলে বাসাদিরূপতপঃ) চরন্তি (অনুষ্ঠানং কুর্ব্বন্তি) তে (তুভ্যম্) তৎ পদম্ (অক্ষরাখ্যং পদনীয়ম্) সংগ্রহেণ (সংক্ষেপেণ) প্রবক্ষ্যে (কথয়িষ্যামি) ॥ ১১ ॥

প্রতিশব্দ।—বেদজ্ঞগণ যাঁহাকে বিনাশবিহীন বলেন, বাসনাশূন্য সন্ন্যাসিগণ যাঁহাতে প্রবেশ-করেন, যাঁহাকে ইচ্ছা-করিয়া ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠান-করেন, তোমাকে সেই বাক্য সংক্ষেপে বলিব ॥ ১১ ॥

ব্যাখ্যা।—বেদবিদ্‌গণ যাঁহাকে বিনাশবিহীন বলিয়া কীর্ত্তন করেন, বিষয়বিরাগী সন্ন্যাসিগণ যাঁহাতে বিলীন হইয়া থাকেন, যাঁহার তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইবার বাসনায় ব্রহ্মচারিগণ গুরুকুলে অবস্থান করেন, সেই পরম প্রাপ্য বস্তু সম্বন্ধীয় তত্ত্ব আমি তোমার নিকট নাতিবাহুল্যরূপে পরিব্যক্ত করিব ॥ ১১ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—যোগমার্গানুগমনেনৈব ব্রহ্মবিদ্যামন্তরেণাপি ব্রহ্মাপ্যত ইত্যেবং প্রাপ্ত ইদমুচ্যতে, পুনরপি বক্ষ্যমাণেনোপায়েন প্রতিপিৎসিতস্য ব্রহ্মণো বেদবিদ্বদনাদিবিশেষণবিশেষ্যস্যাভিধানং করোতি ভগবান্ যদক্ষরমিতি। যদক্ষরং ন ক্ষরতীতি অক্ষরং

হৃদোপগুহ্যার্হ্য পদং পদে পদে ॥ ১৮ ॥ ইত্থং মুনিস্তূপরমেদ্ব্যবস্থিতো বিজ্ঞানদৃগ্বীর্য্য সুরন্ধিতাশয়ঃ। স্বপার্ষ্ণিনা পীড্য গুদং ততোঽনিলং স্থানেষু ষট্‌সূন্নময়েজ্জিতক্লমঃ ॥ ১৯ ॥ নাভ্যাং স্থিতং হৃদ্যধিরোপ্য তস্মাদুদান গত্যোরসি তং নয়েন্মুনিঃ। ততোঽনুসন্ধায় ধিয়া মনস্বী স্বতালুমূলং শনকৈর্নয়েত ॥ ২০ ॥ তস্মাদ্‌ভ্রুবোরন্তরমুন্নয়েত নিরুদ্ধ সপ্তাস্বয়নো নপেক্ষঃ। স্থিত্বা মুহূর্ত্তার্দ্ধমকুণ্ঠদৃষ্টি নির্ভিদ্য মূর্দ্ধন্ বিসৃজেৎ পরং গতঃ ॥ ২১ ॥—শ্রীমদ্ভাগবতম্।

অবিনাশি বেদবিদো বেদার্থজ্ঞা বদন্তি "তদ্বা এতদক্ষরং গার্গি ব্রাহ্মণা অভিবদন্তি" ইতি শ্রুতেঃ, সর্ব্ববিশেষনিবর্ত্তকত্বেনাভিবদন্ত্যস্থূলমনণ্বিত্যাদি, কিঞ্চ বিশন্তি প্রবিশন্তি সম্যগ্দর্শনপ্রাপ্তৌ সত্যাং যদ্‌যতয়ো যতনশীলাঃ সন্ন্যাসিনো বীতরাগাঃ বিগতো রাগো যেভ্য স্তে বীতরাগাঃ যচ্চাক্ষরমিচ্ছন্তো জ্ঞাতুমিতি বাক্যশেষঃ, ব্রহ্মচর্য্যং গুরৌ চরন্তীতি তত্তে পদং যদক্ষরাখ্যং ব্রহ্মাখ্যং পদং পদনীয়ং তে তুভ্যং সংগ্রহেণ সংগ্রহঃ সংক্ষেপঃ তেন সংক্ষেপেণ প্রবক্ষ্যে কথয়িষ্যামি। "স যো হ তদ্ভগবন্ মনুষ্যেষু প্রায়ণান্তমোঙ্কারমভিধ্যায়ীত কতমম্বাব স তেন লোকং জয়তীতি তস্মৈ সহোবাচ এতদ্বৈ সত্যকাম পরঞ্চাপরঞ্চ ব্রহ্ম যদোঙ্কার" ইত্যুপক্রম্য "যঃ পুনরেতং ত্রিমাত্রেণোমিত্যেতে নৈবাক্ষরেণ পরং পুরুষমভিধ্যায়ীত", "প্রণবো ধনুঃ শরোহ্যাত্মা ব্রহ্মতল্লক্ষ্যমুচ্যতে অপ্রমত্তেন বোদ্ধব্যং শরবত্তন্ময়োভবেৎ" ইত্যাদিনা বচনেন "অন্যত্র ধর্ম্মাদন্যত্রাধর্ম্মাৎ" ইতি চোপক্রম্য "সর্ব্বে বেদা যৎ পদমামনন্তি তপাংসি সর্ব্বাণি চ যদ্বদন্তি। যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীম্যোমিত্যেতৎ" ইত্যাদিভিশ্চ বচনৈঃ পরস্য ব্রহ্মণো বাচকরূপেণ প্রতিমা[ভা]বং প্রতীকরূপেণ চ পরব্রহ্মপ্রতিপত্তিসাধনত্বেন মন্দমধ্যমবুদ্ধীনাং বিবক্ষিতস্যোঙ্কারস্যোপাসনং কালান্তরে মুক্তিফলমুক্তং যত্তদেবেহাপি অধিকৃতং "কবিং পুরাণমনুশাসিতারং যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি" ইতি চোপন্যস্তস্য চ পরস্য ব্রহ্মণঃ পূর্ব্বোক্তরূপেণ প্রতিপত্ত্যুপায়ভূতস্যোঙ্কারস্য কালান্তরমুক্তিফলমুপাসনং যোগধারণাসহিতং বক্তব্যম্‌॥ ১১ ॥

আনন্দগিরি।—যেন কেনচিন্মন্ত্রাদিনা ধ্যানকালে ভগবদনুস্মরণে প্রাপ্তে সত্যভিধানত্বেন নিয়ন্তৃং স্মর্ত্তব্যত্বেন প্রকৃতপরমপুরুষস্য ত্রৈবিদ্যবৃদ্ধপ্রসিদ্ধ্যা প্রামাণিকত্বমাহ পুনরপীতি। উপায়ো বক্ষ্যমাণ ওঙ্কারঃ। অবিষয়ে প্রতীচি ব্রহ্মণি বেদার্থবিদামপি কথং বচনম্? ইত্যাশঙ্ক্যাবিষয়ত্বমিত্যেতাবতৈবেতি মত্বা শ্রুতিমুদাহরতি তদ্বেতি। তথাপি তস্মিন্নবিষয়ে সর্ব্ববিশেষশূন্যে বচনমনুচিতমিত্যাশঙ্ক্যাহ সর্ব্বেতি। ন কেবলং বিদ্বদনুভবসিদ্ধং যথোক্তং ব্রহ্ম কিন্তু মুক্তোপসৃপ্যতয়া মুক্তানামপি প্রসিদ্ধমিত্যাহ কিঞ্চেতি। কেষাং পুনঃ সন্ন্যাসিত্বম্? তদাহ বীতরাগা ইতি। জ্ঞানার্থং ব্রহ্মচর্য্যবিধানাদপি ব্রহ্ম জ্ঞেয়ত্বেন প্রসিদ্ধমিত্যাহ যচ্চেতি। কথং তর্হি যথোক্তং ব্রহ্ম মম জ্ঞাতুং শক্যম্? ইত্যাকুলিতচেতসমর্জ্জুনং প্রত্যাহ তত্তেপদমিতি। বক্ষ্যমাণেনোপায়েনেত্যুক্তং ব্যক্তীকুর্ব্বন্নোঙ্কারদ্বারা ব্রহ্মোপাসনং শ্রুত্যুক্তমনুক্রামতি স যো হেতি। সত্যকামেনাভিধ্যানফলং জিজ্ঞাসুনা ভগবন্নিতি পিপ্পলাদঃ সম্বোধ্যাভিমুখীক্রিয়তে, নিপাতৌ তু প্রসিদ্ধমর্থমবদ্যোতয়ন্তাবভিধ্যানস্য ফলত্বেন কর্ত্তব্যত্বমাবেদয়তঃ মনুষ্যেষু মধ্যে স যোঽধিকৃতো মনুষ্যস্তৎপ্রসিদ্ধমভিধ্যানং যথা সিধ্যতি তথা সর্ব্ববেদসারভূতমোঙ্কারমাভিমুখ্যেন ধ্যায়ীত তচ্চাভিধ্যানমাপ্রয়ণাদিতি ন্যায়েন মরণান্তমনুষ্ঠেয়ম্, স চৈবমনুতিষ্ঠন্ প্রকৃতেনাভিধ্যানেন লোকানাং বহুত্বাৎ কতমং লোকং জয়তীতি প্রশ্নং পৃষ্টবতে সত্যকামায় পিপ্‌লাদনামা কিলাচার্য্যঃ প্রতিবচনং প্রোবাচ তত্র প্রথমং অভিধ্যেয়মোঙ্কারং পরব্রহ্মত্বেন মহীকরোতি এতদ্বা

ইতি। ত্রিমাত্রেণাকারোকারমকারাত্মকে নেতি যাবৎ যোঽভিধ্যায়ীত তমেব যথাভিধ্যাতং পুরুষমধিগচ্ছতীত্যাদি বচনেনোপাসনমোঙ্কারস্যোক্তমিত্যর্থঃ। প্রশ্নশ্রুতিবৎ কঠবল্লী চ তত্রৈবার্থে প্রবৃত্তেত্যাহ অন্যত্রেতি। অব্যবধানেনোপনিষদাং ব্যবধ্যানেন চ কর্ম্মশ্রুতীনাং পরস্মিন্নাত্মনি পর্য্যবসানং দর্শয়তি সর্ব্ব ইতি। তপসামপি সর্ব্বেষাং চিত্তশুদ্ধিদ্বারা তত্রৈব পর্য্যবসানমিত্যাহ তপাংসীতি। তস্যৈব চ জ্ঞানার্থমষ্টাঙ্গং ব্রহ্মচর্য্যং তত্র তত্র বিহিতমিত্যাহ যদিচ্ছন্ত ইতি। তস্য পদনীয়স্য ব্রহ্মণঃ সংক্ষেপেণ কথমোঙ্কারদ্বারকমিতি কথয়তি ওমিত্যেতদিতি। ওমিত্যেতদিতি উদাহৃতবচনানাং তাৎপর্য্যং দর্শয়তি পরস্যেতি। তস্য বাচকরূপেণ বা তস্যৈব প্রতীকরূপেণ বা বিবক্ষিতস্যোঙ্কারস্যোপাসনং যথোক্তৈর্ব্বচনৈরুক্তমিতি সম্বন্ধঃ। ননু পরস্মিন্ ব্রহ্মণি তত্ত্বমস্যাদি ব্যাক্যাদেব প্রতিপত্তিরধিকারিণো ভবিষ্যতি কিমিত্যুপাসনমোঙ্কারস্যোপন্যস্যতে? তত্রাহ পরেতি। যদ্যপি বিশিষ্টস্যাধিকারিণো বিনৈবোপাসনমুপনিষদ্ভ্যো ব্রহ্মণি প্রতিপত্তিরুৎপদ্যতে তথাপি মন্দানাং মধ্যমানাঞ্চ তদ্ধি হেতুত্বেনোঙ্কারো বিবক্ষিতঃ, তচ্চোপাসনং ব্রহ্মদৃষ্ট্যা শ্রুতিভিরুপদিষ্টমিত্যর্থঃ। তস্য ক্রমমুক্তিফলত্বাদমুষ্ঠেয়ত্বং সূচয়তি কালান্তরেতি। ভবত্যেবং শ্রুতীনাং প্রবৃত্তিস্তাবতা প্রকৃতে কিমায়াতমিত্যাশঙ্ক্যাহ উক্তং যদিতি। তদেবেহাপি বক্তব্যমিত্যুত্তরেণ সম্বন্ধঃ। উপাসনমেবোপাস্যোপন্যাসদ্বারা স্ফোরয়তি কবিমিত্যাদিনা। পূর্ব্বোক্তরূপেণেত্যভিধানত্বেন প্রতীকত্বেন চেত্যর্থঃ। শ্রৌতস্যোপাসনস্যানূদ্যমানস্য সোপস্করত্বং সংগিরতে যোগেতি ॥ ১১ ॥

রামানুজ।—অথ কৈবল্যার্থিনাং স্মরণপ্রকারমাহ যদক্ষরমিতি। যদক্ষরং অস্থূলত্বাদিগুণকং বেদবিদো বদন্তি, বীতরাগাশ্চ যতয়ো যদক্ষরং বিশন্তি, যদক্ষরং প্রাপ্তুমিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি, তত্তে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে। পদ্যতে লভ্যতে অনেনেতি পদম্, তন্নিখিলবেদান্তবেদ্যং মৎস্বরূপমক্ষরং যথাযোগ্যং [যথোপাস্যম্] তথা সংক্ষেপেণ প্রবক্ষ্যামিত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

হনুমান্।—যদক্ষরমিতি। অক্ষরং ন ক্ষরতীত্যক্ষরম্, "এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি" ইতি শ্রুতেঃ। বেদবিদো বদন্তি, বিশন্তি প্রবিশন্তি, ব্রহ্মচর্য্যং ব্রহ্মচারিব্রতং চরন্ত্যনুতিষ্ঠন্তি। সংগ্রহেণ সংক্ষেপেন প্রবক্ষ্যে ॥ ১১ ॥

শ্রীধর।—কেবলাভ্যাসযোগাদপি প্রণবাভ্যাসমন্তরঙ্গং বিধিৎসুঃ প্রতিজানীতে যদক্ষরমিতি। যদক্ষরং বেদার্থজ্ঞা বদন্তি, "এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠত" ইতি শ্রুতেঃ। বীতো রাগো যেভ্যস্তে বীতরাগা যতয়ঃ প্রযত্নবন্তো যদ্বিশন্তি, যচ্চ জ্ঞাতুমিচ্ছন্তো গুরুকুলে ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি, তত্তে তুভ্যং পদং পদ্যতে গম্যত ইতি পদং প্রাপ্যম্, সংগ্রহেণ সংক্ষেপেণ প্রবক্ষ্যে তৎপ্রাপ্ত্যুপায়ং কথয়িষ্যামীত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

বলদেব।—ননু ভ্রুবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্যৈতাবতা যোগো নাবগম্যতে তস্মাত্তস্য প্রকারং তত্র জপ্যং ব্রূহীত্যপেক্ষায়ামাহ যদক্ষরমিতি ত্রিভিঃ। একমেব ব্রহ্ম দ্বিরূপং বাচকং

বাচ্যঞ্চেতি স্থিতম্। তত্র বেদবিদো যদ্‌ব্রহ্ম অক্ষরমোমিতি বাচকং বদন্তি, বীতরাগা বিনষ্টাবিদ্যা যতয়ো যদ্ব্রহ্ম তদ্বাচ্যভূতং বিজ্ঞানৈকরসং বিশন্তি প্রাপ্নুবন্তি, তদুভয়রূপং ব্রহ্ম জ্ঞাতুমিচ্ছন্তো নৈষ্ঠিকা গুরুকুলবাসাদিলক্ষণং ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি, তৎপদং প্রাপ্যং সংগ্রহেণোপায়েন সহ প্রবক্ষ্যে প্রকর্ষেণ বক্ষ্যামি, যথানায়াসেন ত্বং তদ্বিদ্যাঃ সম্যক্ গৃহ্নতে তত্ত্বমনেনেতি। নিরুক্তেঃ সংগ্রহ উপায়ঃ ॥ ১১ ॥

মধুসূদন।—ইদানীং যেন কেনচিদভিধানেন ধ্যানকালে ভগবদনুস্মরণে প্রাপ্তে "সর্ব্বে বেদা যৎপদমামনন্তি তপাংসি সর্ব্বাণি চ যদ্বদন্তি যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি তত্তে পদসংগ্রহেণ ব্রবীমি" ইত্যেতদিত্যাদিশ্রুতি প্রতিপাদিতত্বেন প্রণবেনৈবাভিধানেন তদনুস্মরণং কর্ত্তব্যং নান্যেন মন্ত্রাদিনেতি নিয়ন্তুমুপক্রমতে যদক্ষরমিতি। যদক্ষরমবিনাশি ওঙ্কারাখ্যং ব্রহ্ম বেদবিদো বদন্তি, "এতদ্বৈতদক্ষরং গার্গি! ব্রাহ্মণা অভিবদন্ত্যস্থূলমনণ্বহ্রস্বমদীর্ঘম্" ইত্যাদি বচনৈঃ সর্ব্ববিশেষনিবর্ত্তনেন প্রতিপাদয়ন্তি, ন কেবলং প্রমাণকুশলৈরেব প্রতিপন্নম্, কিন্তু মুক্তোপস্থপ্যতয়া তৈরপ্যনুভূতমিত্যাহ বিশন্তি, স্বরূপতয়া সম্যগ্দর্শনেন যদক্ষরং যতয়ো যত্নশীলাঃ সন্ন্যাসিনো বীতরাগা নিস্পৃহা ন কেবলং সিদ্ধৈরনুভূতং সাধকানামপি সর্ব্বোঽপি প্রয়াসস্তদর্থ ইত্যাহ যদিচ্ছন্তো জ্ঞাতুং নৈষ্ঠিকা ব্রহ্মচারিণো ব্রহ্মচর্য্যং গুরুকুলবাসাদিতপশ্চরন্তি যাবজ্জীবম্, তদক্ষরাখ্যং পদং পদনীয়ং তে তুভ্যং সংগ্রহেণ সংক্ষেপেণাহং প্রবক্ষ্যে প্রকর্ষেণ কথয়িষ্যামি যথা তব বোধোভবতি তথা। অতস্তদক্ষরং কথং ময়া জ্ঞেয়মিত্যাকুলো মাভূরিত্যভিপ্রায়ঃ। অত্র চ পরস্য ব্রহ্মণো বাচকরূপেণ চ "যঃ পুনরেতত্ত্রিমাত্রেণোমিত্যনেনাক্ষরেণ পরং পুরুষমভিধ্যায়ীত স তমধিগচ্ছতি" ইত্যাদিবচনৈর্মন্দমধ্যমবুদ্ধীনাং ক্রমমুক্তিফলকমুপাসনমুক্তং তদেবেহাপি বিবক্ষিতং ভগবতাঽতোযোগধারণাসহিতমোঙ্কারোপাসনং তৎফলং স্বস্বরূপং ততো পুনরাবৃত্তিস্তন্মার্গশ্চেত্যর্থ-জাতমুচ্যতে যাবদধ্যায়সমাপ্তি ॥ ১১ ॥

নীলকণ্ঠ।—ভ্রুবোর্ম্মধ্যে প্রাণমাবেশ্যেত্যুক্তম্, তৎ কিং কৃত্বা কর্ত্তব্যম্? তং কৃত্বা কিং কর্ত্তব্যম্? ইত্যেতৎ দ্বয়ং বদিষ্যন্ তত্র প্রতীকত্বেন চিন্ত্যং প্রণবং তাবদ্বাচ্যবাচকয়োরভেদবিবক্ষয়া স্তৌতি যদক্ষরমিতি। যদক্ষরং প্রণবাখ্যং বাচকং বেদবিদো বেদাদৌ বদন্তি। যদ্বা যদক্ষরং ব্রহ্ম তদ্বাচ্যং "এতদ্বৈ তদক্ষরং গার্গি ব্রাহ্মণা অভিবদন্ত্যস্থূলমনণ্বহ্রস্বমদীর্ঘম্" ইত্যেবং লক্ষণং বা বেদবিদো উপনিষদ্বিদো বদন্তি, যচ্চ যতয়ো বিশন্তি ব্রহ্মপ্রতীকত্বেন শরণীকুর্ব্বন্তি, পক্ষে সম্যগ্দর্শনে সরিৎসাগরন্যায়েন যৎ প্রবিশন্তি, যতয়ঃ যৎ অক্ষরমিচ্ছন্তি ব্রহ্মচর্য্যঞ্চরন্তীতি পক্ষদ্বয়েঽপি সমানম্, তত্তে পদং বর্ণত্রয়াত্মকং পদনীয়ং বা স্থানং বিষ্ণোঃ পরমং পদং সংগ্রহেণ বক্ষ্যে, অয়ঞ্চ বাচ্যবাচকয়োরভেদঃ শ্রুতিচ্ছায়য়া গম্যতে। "অন্যত্র ধর্ম্মাদন্যত্রাধর্ম্মাৎ" ইতি সর্ব্বধর্ম্মাতীতং ব্রহ্ম প্রকৃত্য, "সর্ব্বে বেদা যৎপদমামনন্তি তপাংসি সর্ব্বাণি চ যদ্বদন্তি যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীম্যোমিত্যেতৎ" ইত্যোঙ্কারেণোপসংহারাৎ তৎফলঞ্চ প্রতীকভাবাৎ ওঙ্কার-প্রতীকত্বেন প্রকল্প্য তদ্দ্বারা শুদ্ধং শবলং বা ব্রহ্ম প্রতিপত্তব্যং তথা চ শ্রুত্যন্তরে, "এতদ্বৈ সত্যকামপরঞ্চাপরঞ্চ

ব্রহ্ম যদোঙ্কার” ইত্যুপক্রম্য, “তস্মাদেবং বিদ্বানেতেনৈবায়তনেনৈকতরমন্বেতি” ইতি, দৃষ্টং আয়তনং শালগ্রামবৎ প্রতীকং তেন ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ।—নমু ভ্রুবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য ইত্যেতাবন্মাত্রোক্ত্যা যোগেন জ্ঞায়তে। তস্মাৎ তত্র যোগে প্রকারঃ কঃ? কিং জপ্যং? কিং বা ধ্যেয়ং? কিংবা প্রাপ্যং? ইত্যপি সংক্ষেপেণ ব্রূহীত্যপেক্ষায়ামাহ যদিতি ত্রিভিঃ। যদেবাক্ষরং ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্মবাচকং বেদজ্ঞা বদন্তি, যদেব ওমিত্যেকাক্ষরবাচ্যং ব্রহ্ম যতয়ো বিশন্তি, তৎপদং পদ্যতে গম্যতে ইতি পদং প্রাপ্য সম্যক্তয়া গৃহ্যতেঽনেনেতি সংগ্রহস্তদুপায়স্তেন সহ প্রবক্ষ্যে শৃণু। ১১ ॥

তাৎপর্য্য।—কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদীয় কঠোপনিষদের প্রথম অধ্যায়ান্তর্গত দ্বিতীয় বল্লীর পঞ্চদশ শ্রুতির সহিত সমালোচ্য শ্লোকের বিশেষ সঙ্গতা দৃষ্ট হয়। তদ্‌যথা; “সর্ব্বে বেদা যৎপদমামনন্তি তপাংসি সর্ব্বাণি চ যদ্বদন্তি। যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যঞ্চরন্তি তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীম্যোমিত্যেতৎ॥” এই শ্রুতির অনুবাদ যথা; “যাবতীয় বেদ যে পদের ঘোষণা করেন, সকল প্রকার তপ যাঁহার জন্য অনুষ্ঠিত হয়, যাঁহাকে লাভার্থ ব্রহ্মচর্য্য সংসাধিত হয়, তোমাকে সংক্ষেপে সেই পদ বলিতেছি; তাহা ওঁ।” সুতরাং বস্তুতঃ সমালোচ্য শ্লোক এবং উদ্ধৃত শ্রুতি সমার্থ।

শ্রীভগবান্ পূর্ব্ব শ্লোকে ভগবদনুস্মরণের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন। সেই ভগবদনুস্মরণ শ্রুতি-প্রতিপাদিত প্রণবরূপ পরম মন্ত্র সহকারে সম্পন্ন হওয়া আবশ্যক, অধুনা ইহারই বিধেয়তা পরিব্যক্ত করিতেছেন। অন্য কোন মন্ত্রই ধ্যান-বিষয়ে ওঙ্কার-মন্ত্রের সমতুল্য নহে। বেদার্থজ্ঞানী মহাত্মারা ওঙ্কারাভিধেয় অক্ষরকে নিঃসংশয়িত ভাবে ব্রহ্মরূপে প্রতিপাদিত করিয়াছেন। বৃহদারণ্যকোপনিষদে, অষ্টম ব্রাহ্মণে ভগবান্ যাজ্ঞবল্ক্য ও বাচক্লবী নাম্নী এক নারীর ব্রহ্মবিষয়ক প্রশ্নোত্তর কীর্ত্তিত আছে। বিদুষী বাচক্লবী গর্গ-গোত্রসম্ভূতা, সুতরাং গার্গী নামে পরিচিতা। তন্মধ্যে একটি শ্রুতি যথা; “এতদ্বৈতদক্ষরং গার্গি! ব্রাহ্মণা অভিবদন্ত্যস্থূলমনণ্বহ্রস্বমদীর্ঘমলোহিতমস্নেহমচ্ছায়মতমোঽবায়্‌বনাকাশমসঙ্গমরসমগন্ধমচক্ষুষ্কমশ্রোত্রমবাঙ্‌মনোঽতেজস্কমপ্রাণিমমুখমমাত্রমনন্তরমবাহ্যং ন তদশ্নাতি কিঞ্চন ন তদশ্নাতি কশ্চন (৮)॥” অর্থাৎ ‘হে গার্গি। তোমার জিজ্ঞাসিত পদার্থই অক্ষর। ব্রহ্মজ্ঞগণ বলেন যে, তিনি স্থূল বা অণু নহেন; হ্রস্ব বা দীর্ঘ নহেন; লোহিত বা স্নেহবৎ নহেন। তিনি ছায়াহীন ও তমোবিহীন। তিনি

বায়ু বা আকাশ নহেন। তাঁহার সঙ্গ, রস, বা গন্ধ নাই। তাঁহার চক্ষু কর্ণ, বাগিন্দ্রিয় বা মন নাই। তাঁহার তেজ বা প্রাণের প্রয়োজন নাই। তাঁহার মুখ নাই। তাঁহার পরিমাণ, অন্তর বা বাহ্য নাই। তিনি কিছুই ভোজন করেন না, তাঁহাকেও কেহ ভোজন করে না।' অপিচ তত্রত্য পরবর্ত্তি-শ্রুতিতেও কথিত হইয়াছে যে, "এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি। সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠত" ইত্যাদি। অর্থাৎ 'হে গার্গি! এই অক্ষরেরই শাসন-প্রভাবে সূর্য্য ও চন্দ্র ধৃতরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছেন ইত্যাদি। এই সকল শ্রুতিবাক্য আলোচনা করিলেই উপলব্ধ হয় যে, সেই অক্ষর অর্থাৎ ওঙ্কারই বেদার্থজ্ঞগণ কর্ত্তৃক ব্রহ্মরূপে পরিকীর্ত্তিত হইয়াছেন।' কেবল যে বেদবিদ্‌গণই পাণ্ডিত্য-প্রভাবে অক্ষর-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন এমন নহে। বিষয়বিরাগী যত্নশীল সন্ন্যাসিগণও সম্যগ্দর্শন ও স্বরূপ জ্ঞান সহকারে তাঁহাতেই প্রবেশ করেন, অর্থাৎ অক্ষররূপ ব্রহ্মেই বিলীন হইয়া থাকেন। জ্ঞান-সূর্য্যের আলোকে যাঁহাদের অবিদ্যান্ধকার বিনষ্ট হইয়াছে, তাদৃশ মহাপুরুষেরা বিজ্ঞানৈকরস-স্বরূপ ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। কেবল যে বেদার্থবিদ্ বা সন্ন্যাসিগণ কর্ত্তৃকই তিনি অনুভূত হইয়া থাকেন এমনও নহে। যাঁহারা সাধনপথাবলম্বী তাঁহাদেরও যাবতীয় প্রয়াস তদর্থে পর্য্যবসিত। তাঁহার তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইবার বাসনায়, নিষ্ঠাপরায়ণ ব্রহ্মচারিগণ *, বিধিবিহিত প্রণালীক্রমে, যাবজ্জীবন গুরুকুলে বাসাদি রূপ

---

* ঔর্ব্ব উবাচ।—বালঃ কৃতোপনয়নো বেদাহরণতৎপরঃ। গুরুগেহে বসেদ্ভূপ! ব্রহ্মচারী সমাহিতঃ॥ শৌচাচারবতা তত্র কার্য্যং শুশ্রূষণং গুরোঃ। ব্রতানি চরতা গ্রাহ্যো বেদশ্চ কৃতবুদ্ধিনা॥ উভে সন্ধ্যে রবিং ভূপ! তথৈবাগ্নিং সমাহিতঃ। উপতিষ্ঠেৎ তথা কুর্য্যাৎ গুরোরপ্যভিবাদনম্॥ স্থিতে তিষ্ঠেৎ ব্রজেদ্ যাতি নীচৈরাসীৎ তথা সতি। শিষ্যো গুরৌ নৃপশ্রেষ্ঠ! প্রতিকূলং ন সন্তজেৎ॥ ৪॥ তেনৈবোক্তঃ পঠেদ্বেদং নান্যচিত্তঃ পুরঃস্থিতঃ। অনুজ্ঞাতশ্চ ভিক্ষান্নমশ্নীয়াদ্গুরুণা ততঃ॥ অবগাহেদপঃ পূর্ব্বমাচার্য্যেণাবগাহিতাঃ। সমিজ্জলাদিকঞ্চাস্য কল্যং কল্যমুপানয়েৎ। গৃহীতগ্রাহ্যবেদশ্চ ততোহনুজ্ঞানবাপ্য বৈ। গার্হস্থ্যমাবসেৎ প্রাজ্ঞো নিষ্পন্ন-গুরুনিষ্কৃতিঃ॥—(বিষ্ণুপুরাণ ৩ অংশ, ৯ অধ্যায়) অর্থাৎ ঔর্ব্ব কহিলেন। হে রাজন্! উপনয়নের পর বেদজ্ঞানলাভের অভিপ্রায়ে বালক, ব্রহ্মচর্য্য পরিগ্রহ করিয়া ও সমাহিত হইয়া, গুরু গৃহে বাস করিবে। তথায় শৌচাচারপরায়ণ হইয়া গুরুশুশ্রূষায় ব্যাপৃত থাকিবে এবং ব্রতাদিনিরত হইয়া স্থির-বুদ্ধি-সহকারে বেদোপদেশ গ্রহণ করিবে। হে ভূপ! ব্রহ্মচারী উভয় সন্ধ্যায় সূর্য্য ও অগ্নি দেবতার অর্চ্চনা করিবে এবং তদনন্তর গুরু দেবেরও অভিনন্দন করিবে। হে নৃপশ্রেষ্ঠ! গুরু স্থির হইলে, শিষ্য স্থির হইবে, গমন করিলে গমন করিবে এবং উপবেশন

কঠোর তপশ্চর্য্যার অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। অতঃপর শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, এই অক্ষরাখ্য পদের বিষয় আমি এক্ষণে প্রকৃষ্টরূপে অথচ সংক্ষেপে বলিব; অর্থাৎ আমি তদ্বিষয়ক অভিপ্রায় এরূপ ভাবে ব্যক্ত করিব যে, তাহা প্রণিধান করিতে কোনই অসুবিধা হইবে না। অতএব সেই দুর্জ্ঞেয় অক্ষর-তত্ত্ব কিরূপে পরিজ্ঞাত হইব মনে করিয়া, আকুলিত হইবার কোনই প্রয়োজন নাই।

তত্ত্বমস্যাদি বেদান্ত বাক্যের পরিজ্ঞান হইলেও পরব্রহ্মের উপলব্ধি হইয়া থাকে। সুতরাং আশঙ্কা হইতে পারে যে, তবে কেন শ্রীভগবান্ এস্থলে ওঙ্কারেরই উপাসনার বিধেয়তা ও প্রাধান্য কীর্ত্তিত করিতেছেন? এইরূপ আশঙ্কা উত্থাপন করিয়া শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য ও শ্রীমন্মধুসূদন সরস্বতী তদুত্তরে বলিয়াছেন যে, বিশিষ্টাধিকারিগণের পক্ষে ধ্যানোপাসনা ব্যতীতও, মহাবাক্য-বিচার-প্রভাবেই ব্রহ্মজ্ঞান সমুৎপন্ন হইতে পারে; কিন্তু সকলেই তো সমান বুদ্ধি-বিশিষ্ট উত্তম অধিকারী নহে। এস্থলে মন্দ-মধ্যম-বুদ্ধি-সম্পন্ন-জনসাধারণের ক্রম-মুক্তি-ফলপ্রদ উপাসনার বিষয় বিবৃত হইতেছে। এই মার্গানুসরণে, কালান্তরে সর্ব্বপ্রকার অধিকারীই মুক্তি বিষয়ে লব্ধকাম হইতে সক্ষম। এতদভিপ্রায়ের সমর্থনার্থ তাঁহারা অনেকগুলি শ্রৌত বচনও উদ্ধৃত করিয়াছেন। তদ্‌যথা; "স যো হ বৈ তদ্ভগবন্মনুষ্যেষু প্রায়ণান্তমোঙ্কারমভিধ্যায়ীত। কতমং বাব স তেন লোকং জয়তীতি। তস্মৈ স হোবাচ। এতদ্বৈ সত্যকাম পরঞ্চাপরঞ্চ ব্রহ্ম যদোঙ্কারস্তস্মাদ্বিদ্বানেতেনৈবায়তনেনৈকতরমন্বেতি। স যদ্যেকমাত্রমভিধ্যায়ীত স তেনৈব সংবেদিতস্তূর্ণমেব জগত্যামভিসম্পদ্যতে। তমৃচো মনুষ্যলোকমুপনয়ন্তে স তত্র তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ শ্রদ্ধয়া সম্পন্নো মহিমানমনুভবতি। অথ যদি দ্বিমাত্রেণ মনসি সম্পদ্যতে সোঽন্তরীক্ষং যজুর্ভিরুন্নীয়তে সোমলোকং স সোমলোকে বিভূতিমনুভূয় পুনরাবর্ত্ততে। যঃ পুনরেতান্ত্রমাত্রেণৈবোমিত্যেতেনৈবাক্ষরেণ পরং পুরুষমভিধ্যায়ীত স তেজসি সূর্য্যে সম্পন্নো যথা পাদোদরস্ত্বচা

করিলে নিম্নে উপবেশন করিবে; কখনই প্রতিকূল ব্যবহার করিবে না। গুরুর সম্মুখস্থিত হইয়া অনন্যচিত্তে তদুক্ত বেদাধ্যয়ন করিবে, তদনন্তর তাঁহার আজ্ঞাক্রমে ভিক্ষালব্ধ অন্ন ভোজন করিবে। গুরুর স্নান সমাধা হইলে শিষ্য জলে অবগাহন করিবে, এবং প্রাতঃকালে গুরুর কুশ-জলাদি আহরণ করিবে। গ্রহণীয় বেদবিদ্যা লাভের পর, গুরু-দক্ষিণা প্রদানান্তে, তাঁহার অনুমতি ক্রমে প্রাজ্ঞ শিষ্য গৃহস্থাশ্রম অবলম্বন করিবে।

বিনির্ম্মুচ্যত এবং হ বৈ স পাপ্মনা বিনির্ম্মুক্তঃ স সামভিরুন্নীয়তে ব্রহ্মলোকং স এতস্মাজ্জীবঘনাৎ পরাৎ পরং পুরিশয়ং পুরুষমীক্ষতে।"(প্রশ্নোপনিষৎ। ৫ম প্রশ্ন। ১, ২, ৩, ৪, ৫) ইত্যাদি। অর্থাৎ পিপ্পলাদ ঋষিকে সত্যকাম জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে ভগবন্! মনুষ্যমধ্যে যদি কেহ অন্তকাল পর্য্যন্ত ওঙ্কারের ধ্যান করে, সে তৎকার্য্য প্রভাবে কোন্ লোক জয় করে? তাহাতে পিপ্পলাদ উত্তর দিলেন, হে সত্যকাম! এই ওঙ্কারই পরব্রহ্ম এবং অপরব্রহ্ম। যে ব্যক্তি ওঙ্কারকে যেরূপ জানে, সে সেইরূপ একতর পায়। তিনি যদি একমাত্রা ধ্যান করেন, তদ্দ্বারা জ্ঞানলাভ করিয়া তিনি অচিরেই জগতে আগমন করেন। ঋক্ সকল তাঁহাকে মনুষ্যলোকে আনয়ন করে; তিনি তথায় তপ, ব্রহ্মচর্য্য, শ্রদ্ধা সম্পন্ন হইয়া মহিমা অনুভব করেন। কিংবা যদি দ্বিমাত্রা ধ্যান করেন, তাহা হইলে তিনি অন্তরীক্ষে গমন করেন; যজুঃ সমূহ তাঁহাকে সোমলোকে লইয়া যায়; সোমলোকের বিভূতি অনুভব করিয়া তিনি পুনরাবর্ত্তিত হন। যে ব্যক্তি ত্রিমাত্র অর্থাৎ ওঙ্কার এই অক্ষর দ্বারা পরব্রহ্মের ধ্যান করেন,তিনি তেজোময়—সূর্য্যলোকে গমন করেন। সর্প যেমন ত্বক ত্যাগ করে, তিনিও তদ্রূপ পাপ-পরিশূন্য হইয়া সাম সমূহ দ্বারা ব্রহ্মলোকে উন্নীত হন। তখন তিনি পরম পুরুষকে দর্শন করেন।" ইত্যাদি। অপিচ "প্রণবো ধনুঃ শরো হ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে। অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবত্তন্ময়ো ভবেৎ॥" (মুণ্ডকোপনিষৎ। ২য় মুণ্ডক, ২য় খণ্ড। ৪।) অর্থাৎ "প্রণব অর্থাৎ ওঙ্কারই ধনুঃ, আত্মাই শর, ব্রহ্মই তাহার লক্ষ্যরূপে কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। অপ্রমত্ত অর্থাৎ ধীর ব্যক্তিই ইহা বিদ্ধ করিতে সমর্থ। শর যেমন লক্ষ্যে প্রবেশ করে, তদ্রূপ ব্রহ্মে প্রবেশ করিয়া তন্ময় হইবে।" সর্ব্ববিধ সাধকের পক্ষেই কেবল এইরূপে ওঙ্কাররূপ ধ্যানমন্ত্র অবলম্বনে উত্তরোত্তর উন্নতি সহকারে কালক্রমে চরমোন্নতি-লাভের উপায় প্রদর্শিত হইল। এই শ্লোকস্থিত "সংগ্রহ" শব্দের "উপায়" এরূপ অর্থও কোন কোন মহাত্মা কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই স্থান হইতে তিনটি শ্লোকে শ্রীভগবান্ অক্ষর অর্থাৎ ওঙ্কার-তত্ত্ব পরিস্ফুটরূপে পরিব্যক্ত করিবেন, এবং যোগ-ধারণা-সহকৃত ওঙ্কারোপাসনাই যে পুনরাবৃত্তি-নিবৃত্তির উপায়স্বরূপ, এই স্থান হইতে অধ্যায়-সমাপ্তি পর্য্যন্ত তাহাই কীর্ত্তন করিবেন॥ ১১॥

সর্ব্বদ্বারাণি সংযম্য মনো হৃদি নিরুধ্য চ।
মূর্দ্ধ্ন্যাধায়াত্মনঃ প্রাণমাস্থিতো যোগধারণাম্ ॥ ১২ ॥
ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্মামনুস্মরন্।
যঃ প্রয়াতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্ ॥১৩॥

অন্বয় ।—সর্ব্ব-দ্বারাণি (সর্ব্বাণি ইন্দ্রিয়দ্বারাণি) সংযম্য (প্রত্যাহৃত্য) মনঃ হৃদি (হৃদয়দেশে) নিরুধ্য চ (নিরোধং কৃত্বা চ) প্রাণম্ (প্রাণবায়ুং) মূর্দ্ধ্নি (ভ্রুবোর্ম্মধ্যে) আধায় (আবেশ্য) যোগধারণাম্ (যোগস্য ধারণাং স্থৈর্য্যম্) আস্থিতঃ (আশ্রিতবান্ [সন্]) ওঁ ইতি একাক্ষরং ব্রহ্ম (ব্রহ্মরূপং একং অক্ষরম্) ব্যাহরন্ (উচ্চারয়ন্) মাম্ (ঈশ্বরম্) অনুস্মরন্ (অনুচিন্তয়ন্) দেহম্ (শরীরম্) ত্যজন্ যঃ প্রযাতি (ম্রিয়তে) সঃ পরমাম্ (প্রকৃষ্টাম্) গতিম্ যাতি (প্রাপ্নোতি) ॥ ১২ । ১৩॥

প্রতিশব্দ ।—সকল ইন্দ্রিয়-দ্বার প্রত্যাহার-করিয়া এবং মনকে হৃদয়ে নিরোধ-করিয়া প্রাণকে ভ্রুদ্বয়ের মধ্যে সন্নিবেশ-করিয়া যোগস্থৈর্য্য সমাস্থিত [হইয়া] ওঁ এই একাক্ষর ব্রহ্ম উচ্চারণ-করিতে-করিতে আমাকে চিন্তা-করিতে-করিতে শরীর ত্যাগ-করিয়া যিনি মরেন তিনি শ্রেষ্ঠা গতি প্রাপ্ত-হন ॥ ১২ । ১৩ ॥

ব্যাখ্যা ।—যাবতীয় ইন্দ্রিয় দ্বারকে বিষয়-বিমুখ, মনকে হৃদয়-পুণ্ডরীকে নিরোধ, এবং প্রাণবায়ুকে ভ্রূদ্বয়ের মধ্যপ্রদেশে সন্নিবেশ করিয়া, আত্মবিষয়ক সমাধিরূপ যোগস্থৈর্য্য সহকারে, ব্রহ্মস্বরূপ ওঁ এই একাক্ষর উচ্চারণ এবং সর্ব্বব্যাপকরূপ আমার চিন্তা করিতে করিতে যিনি কলেবর পরিহার করিয়া মৃত্যু-মুখে পতিত হন, তিনি প্রকৃষ্টা গতি লাভ করিয়া থাকেন ॥ ১২ । ১৩ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—প্রসক্তানুপ্রক্তঞ্চ যৎকিঞ্চিদিত্যেবমর্থ উত্তরোগ্রন্থ আরভ্যতে সর্ব্বেতি। সর্ব্বদ্বারাণি সর্ব্বাণি চ তানি দ্বারাণি চ সর্ব্বদ্বারাণি উপলব্ধৌ, তানি সর্ব্বাণি সংযম্য সংযমনং কৃত্বা মনো হৃদি হৃদয়পুণ্ডরীকে নিরুধ্য নিরোধং কৃত্বা নিষ্প্রচারতামাপাদ্য তত্র বশীকৃতেন মনসা হৃদয়াদূর্দ্ধগামিন্যা নাড্যা ঊর্দ্ধমারুহ্য মূর্দ্ধন্যাধায়াত্মনঃ প্রাণমাস্থিতঃ

প্রবৃত্তো যোগধারণাং ধারয়িতুং। তত্রৈব চ ধারয়ন্ ওমিতি। ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্রহ্মণো হভিধানভূতমোঙ্কারং ব্যাহরন্নুচ্চরংস্তদর্থভূতং মামীশ্বরমনুস্মরন্ননুচিন্তয়ন্ যঃ প্রয়াতি ম্রিয়তে স ত্যজন্ পরিত্যজন্ দেহং শরীরং। ত্যজন্ প্রয়াতি প্রয়াণবিশেষণার্থং। দেহ-ত্যাগেন প্রয়াণমাত্মনো ন স্বরূপনাশেনেত্যর্থঃ, স এবং ত্যজন্ প্রয়াতি গচ্ছতি পরমাং প্রকৃষ্টাং গতিম্॥ ১২। ১৩॥

আনন্দগিরি।—তর্হি কথমনন্যচেতাঃ সততমিত্যাদি বক্ষ্যতে তত্রাহ প্রসক্তেতি। ওঙ্কারোপাসনং প্রসক্তং তদনন্তরং তৎফলমনুপ্রসক্তং তদ্দ্বারা চাপুনরাবৃত্ত্যাদি বক্তব্য-কোটিনিবিষ্টমিত্যর্থঃ। উক্তেহর্থে সমনন্তরগ্রন্থমুত্থাপয়তি ইত্যেবমর্থ ইতি। শ্রোত্রাদীনাং কুত্র দ্বারবত্ত্বং তত্রাহ উপলব্ধাবিতি। তেষাং সংযমনং বিষয়েষু প্রবৃত্তানাং দোষদর্শন-দ্বারা তেভ্যোবৈমুখ্যাপাদনং। কোহয়ং মনসো হৃদয়ে নিরোধস্তত্রাহ নিষ্প্রচারমিতি। মনসো বিষয়াকারবৃত্তিং নিরুধ্য হৃদি বশীকৃতস্য কার্য্যং দর্শয়তি তত্রেতি। ঊর্দ্ধমিত্যত্রাপি হৃদয়াদিতি সম্বধ্যতে সর্ব্বাণ্যুপলব্ধিদ্বারাণি শ্রোত্রাদীনি সংনিরুধ্য বায়ুমপি সর্ব্বেভ্যো-নিগৃহ্য হৃদয়মানীয় ততো নির্গতয়া সুষুম্নয়া কণ্ঠভ্রূমধ্যললাটক্রমেণ প্রাণং মূর্দ্ধণ্যাধায় যোগধারণামারূঢ়ো ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মাঞ্চ তদর্থমনুস্মরন্ পরমাং গতিং যাতীতি সম্বন্ধঃ। যথোক্তযোগধারণার্থং প্রবৃত্তো মূর্দ্ধণি প্রাণমাধায় ধারয়ন্ হি কিং কুর্য্যাদিত্যাশঙ্ক্যানন্তর-শ্লোকং অবতারয়তি তত্রৈবেতি। একঞ্চ তদক্ষরং চেতি একাক্ষরমোমিত্যেবং রূপং তৎ কথং ব্রহ্মেতি বিশিষ্যতে তত্রাহ ব্রহ্মণ ইতি। যঃ প্রযাতীতি মরণমুক্ত্বা ত্যজন্ দেহমিতি ব্রুবতা পুনরুক্তিরাশ্রিতা স্যাদিত্যাশঙ্ক্য বিশেষণার্থং বিবৃণোতি দেহেতি। এবমোঙ্কার-মুচ্চারয়ন্নর্থং চাভিধ্যায়ন্ ধ্যাননিষ্ঠঃ স পুমানিত্যর্থঃ, পরমামিতি গতিবিশেষণং ক্রমমুক্তি বিবক্ষয়া দ্রষ্টব্যম্॥ ১২। ১৩॥

রামানুজ।—সর্ব্বেতি। সর্ব্বাণি শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়াণি জ্ঞানদ্বারভূতানি সংযম্য স্বব্যা-পারেভ্যো বিনিবর্ত্ত্য হৃদয়কমলনিবিষ্টে ময্যক্ষরে মনো নিরুধ্য যোগাখ্যাং ধারণাং সমাস্থিতঃ ময্যেব নিশ্চলাং স্থিতিমাস্থিতঃ। ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম মদ্বাচকং ব্যাহরন্ বাচ্যং মামনুস্মরন্না-ত্মনঃ প্রাণং মূর্দ্ধণ্যাধায় দেহং ত্যজন্ যঃ প্রযাতি স যাতি পরমাং গতিং প্রকৃতিবিযুক্তং মৎসমানাকারমপুনরাবৃত্তিমাত্মানং প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ। "যঃ স সর্ব্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি, অব্যক্তোহক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিম্" ইত্যনন্তরমেব বক্ষ্যতে॥ ১২। ১৩॥

হনুমান্।—সর্ব্বেতি। সর্ব্বদ্বারাণি নবদ্বারাণি সংযম্য সম্যগ্বশীকৃত্য হৃদি অযোধ্যায়া-মাত্মনঃ প্রাণমাস্থিতঃ ইত্যর্থঃ ব্রহ্ম প্রতিহেতুত্বাৎ ব্যাহরন্নুচ্চারয়ন্ মামনুস্মরন্ প্রয়াতি প্রতীক্ষতে ত্যজন্ দেহং পরমাং গতিং যাতি॥ ১২। ১৩॥

শ্রীধর।—প্রতিজ্ঞাতমুপায়ং সাঙ্গমাহ সর্ব্বেতি দ্বাভ্যাং। সর্ব্বাণীন্দ্রিয়দ্বারাণি সংযম্য প্রত্যাহৃত্য চক্ষুরাদিভির্ব্বাহ্যবিষয়গ্রহণমকুর্ব্বন্নিত্যর্থঃ, মনশ্চ হৃদি নিরুধ্য বাহ্য-বিষয়স্মরণমপ্যকুর্ব্বন্নিত্যর্থঃ। মূর্দ্ধ্নি ভ্রুবোর্মধ্যে প্রাণমাধায় যোগস্য ধারণাং স্থৈর্য্যমাস্থিতঃ

আশ্রিতবান্ সন্। ওমিতি। ওমিত্যেকং যদক্ষরং তদেব ব্রহ্মবাচকত্বাৎ ব্রহ্মপ্রতিমাদিবদ্ব্রহ্মপ্রতীকত্বাদ্বা ব্রহ্ম, তদ্ব্যাহরন্নুচ্চারয়ন্ তদ্বাচ্যঞ্চ মামনুস্মরন্নেবং দেহং ত্যজন্ যঃ প্রকর্ষেণ যাতি অর্চ্চিরাদিমার্গেণ, স পরমাং শ্রেষ্ঠাং মদ্গতিং প্রাপ্নোতি ॥ ১২ । ১৩ ॥

বলদেব ।—যোগপ্রকারমাহ সর্ব্বেতি। সর্ব্বাণি বহির্জ্ঞানদ্বারাণি শ্রোত্রাদীনি সংযম্য শব্দাদিভ্যো বিষয়েভ্যঃ প্রত্যাহৃত্য দোষদর্শনাভ্যাসেন তদ্বিমুখৈস্তৈস্তান্ গৃহ্ণন্। শ্রোত্রাদিসংযমেঽপি মনঃ প্রচরেদিত্যত আহ, স্থিতে ময়ি অন্তর্জ্ঞানদ্বারং মনো নিরুধ্য নিবেশ্য মনসাপি তান্ স্মরন্। অথ ক্রিয়াদ্বারং প্রাণঞ্চ মূর্দ্ধ্ন্যাধায়াদৌ হৃৎপদ্মে বশীকৃত্য তস্মাদূর্দ্ধ্বগতয়া সুষুম্নয়া গুরূপদিষ্টবর্ত্মনা ভূমিজয়ক্রমেণ ভ্রুবোর্মধ্যে তদুপরি ব্রহ্মরন্ধ্রে চ সংস্থাপ্য আত্মনো মম যোগধারণামাপাদশিখং মদ্ভাবনমাস্থিতঃ কুর্ব্বন্। 'ওমিতি বাচকং ব্রহ্ম তত্র ব্যাহরন্ অন্তরুচ্চারয়ন্। তৎ স্তৌত্যেকাক্ষরমিতি। এবং প্রধানঞ্চ তদক্ষরমবিনাশি চেতি তথা তদ্বাচ্যং মাং পরমাত্মানং অনুস্মরন্ ধ্যায়ন্ যো দেহং ত্যজন্ প্রযাতি স পরমাং গতিং মৎসলোকতাং যাতি ॥ ১২ । ১৩ ॥

মধুসূদন ।—তত্র প্রবক্ষ্য ইতি প্রতিজ্ঞাতমর্থং সোপকরণমাহ সর্ব্বেতি দ্বাভ্যাং। সর্ব্বাণীন্দ্রিয়দ্বারাণি সংযম্য স্বস্ববিষয়েভ্যঃ প্রত্যাহৃত্য বিষয়দোষদর্শনাভ্যাসাত্তদ্বিমুখতামাপাদিতৈঃ শ্রোত্রাদিভিঃ শব্দাদিবিষয়গ্রহণমকুর্ব্বন্ বাহ্যেন্দ্রিয়নিরোধেঽপি মনসঃ প্রচারঃ স্যাদিত্যত আহ মনো হৃদি নিরুধ্য চ অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং ষষ্ঠে (৩৫শ শ্লোকে) ব্যাখ্যাতাভ্যাং হৃদয়দেশে মনোনিরুধ্য নির্ব্বৃত্তিকতামাপাদ্য চ অন্তরপি বিষয়চিন্তামকুর্ব্বন্নিত্যর্থঃ, এবং বহিরন্তরুপলব্ধিদ্বারাণি সর্ব্বাণি সংনিরুধ্য ক্রিয়াদ্বারং প্রাণমপি সর্ব্বতো নিগৃহ্য ভূমিজয়ক্রমেণ মূর্দ্ধ্ন্যাধায় ভ্রুবোর্মধ্যে তদুপরি চ গুরূপদিষ্টমার্গেণাবেশ্যাত্মনো যোগধারণাং আত্মবিষয়সমাধিরূপাং ধারণামাস্থিতঃ আত্মন ইতি দেবতাদিব্যাবৃত্ত্যর্থম্। ওমিত্যেকং অক্ষরং ব্রহ্মবাচকত্বাৎ প্রতিমাবদ্ব্রহ্মপ্রতীকত্বাদ্বা ব্রহ্ম ব্যাহরন্নুচ্চরন্ ওমিতি ব্যাহরন্নিত্যেতাবতৈব নির্ব্বাহে একাক্ষরমিত্যনায়াসকথনেন স্তুত্যর্থং 'ওমিতি ব্যাহরন্ একাক্ষরং একমদ্বিতীয়মক্ষরমবিনাশি সর্ব্বব্যাপকং ব্রহ্ম মাং ওমিত্যস্যার্থং স্মরন্নিতি বা তেন প্রণবং জপংস্তদভিধেয়ভূতঞ্চ মাং চিন্তয়ন্মূর্দ্ধন্যয়া নাড্যা দেহং ত্যজন্ যঃ প্রযাতি, স যাতি দেবযানমার্গেণ ব্রহ্মলোকং, গত্বা তদ্ভোগান্তে পরমাং প্রকৃষ্টাং গতিং মদ্রূপাং। অত্র পতঞ্জলিনা "তীব্রসংবেগানামাসন্নঃ সমাধিলাভঃ" ইত্যুক্ত্বা "ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্বা" ইত্যুক্তং। প্রনিধানং চ ব্যাখ্যাতং "তস্য বাচকঃ প্রণবঃ। তজ্জপস্তদর্থভাবনং" ইতি "সমাধিসিদ্ধিরীশ্বরপ্রণিধানাৎ" ইতি চ। ইহ তু সাক্ষাদেব ততঃ পরমগতিলাভ ইত্যুক্তং, তস্মাদবিরোধায় "ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্মামনুস্মরন্নাত্মনো যোগধারণামাস্থিত" ইতি ব্যাখ্যেয়ং, বিচিত্রফলত্বোপপত্তের্ব্বা ন বিরোধঃ ॥ ১২ । ১৩ ॥

নীলকণ্ঠ ।—ভ্রুবোর্ম্মধ্যে কথং প্রাণমাবেশয়েদিত্যত আহ সর্ব্বেতি। সর্ব্বাণি শব্দাদিবিষয়গ্রহণদ্বারাণীন্দ্রিয়াণি সংযম্য নিগৃহ্য হৃদি মনোঽপি নিরুধ্য তেষাং কঞ্চুকভূতং

প্রাণং মূর্দ্ধন্যনাড্যা সুষুম্নাখ্যয়া মূর্দ্ধ্নি ভ্রুবোর্ম্মধ্যে আধায় কথং যোগধারণাং যোগশাস্ত্রোক্তাং ধারণাং মনসো দেশবিশেষনিবন্ধিনীং আস্থিতঃ অনুতিষ্ঠন্ সন্। মূর্দ্ধ্নি প্রাণমাধায় কিং কুর্য্যাদত আহ ওমিতি। ওঙ্কাররূপং একাক্ষরং একঞ্চ তদক্ষরঞ্চ বর্ণৌ ব্রহ্ম চ তৎ ব্যাহরন্ উচ্চরন্ মাঞ্চ ব্রহ্মভূতং অনুস্মরন্ যো হি দেবদত্তং স্মৃত্বা তন্নাম ব্যাহরতি তস্মৈ দেবদত্তোঽভিমুখো ভবতীত্যেবং ব্রহ্মণো নামোচ্চারণেন সন্নিহিততরং ব্যাপকং ব্রহ্ম সাধকস্য সন্নিহিতে চ ব্রহ্মণি যো দেহং ত্যজন্ ম্রিয়মাণঃ প্রযাতি ঊর্দ্ধনাড্যা যাতি স পরমাং গতিং সন্নিকৃষ্টব্রহ্মরূপাং যাতি, ব্রহ্মৈব প্রকৃত্য শ্রূয়তে "এষাস্য পরমা গতিরেষাঽস্য পরমা সম্পদেষোঽস্য পরম আনন্দ" ইতি, তামেব গতিং শুদ্ধং ব্রহ্মৈব প্রাপ্নোতি ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তিদ্বারা ॥ ১২ । ১৩ ॥

বিশ্বনাথ।—উক্তমর্থং বদন্ যোগে প্রকারমাহ সর্ব্বেতি। সর্ব্বাণি চক্ষুরাদীন্দ্রিয়দ্বারাণি সংযম্য বাহ্যবিষয়েভ্যঃ প্রত্যাহৃত্য মনশ্চ হৃদ্যেব নিরুধ্য বিষয়ান্তরেষু অসংকল্প্য মূর্দ্ধ্নি ভ্রুবোর্মধ্যে এব প্রাণমাধায় যোগধারণাং আনখশিখমন্মূর্ত্তিভাবনাং আশ্রিতঃ সন্। ওমিত্যেকমেবাক্ষরং ব্রহ্ম স্বরূপং ব্যাহরন্ উচ্চারয়ন্। তদ্বাচ্যং মামনুস্মরন্ অনুধ্যায়ন্ পরমাং গতিং মৎসালোক্যম্ ॥ ১২ । ১৩ ॥

তাৎপর্য্য।—শ্রীভগবান্ পূর্ব্ব শ্লোকে 'তত্তে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে' ইত্যাদি বাক্যে ব্রহ্মপদ বিবৃত করিবার নিমিত্ত প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছেন। তাহারই নির্দ্দেশ ও তল্লাভের উপায় পরিব্যক্ত করিবার অভিপ্রায়ে এই দুই শ্লোক অবতারিত হইয়াছে। যাবতীয় ইন্দ্রিয়দ্বারকে সংযম অর্থাৎ তাহাদিগকে স্ব স্ব বিষয় হইতে প্রত্যাহার করিয়া, বিষয় অশেষ অনর্থের মূলীভূত, ইত্যাকার বিষয়দোষদর্শনের অভ্যাস জনিত ইন্দ্রিয়গ্রামের বিষয়-বিমুখতা সম্পাদিত হইলে, শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়, শব্দাদি বিষয় গ্রহণে বিরত হইবে। কিন্তু বাহ্য ইন্দ্রিয়সমূহ বিষয়বিমুখ হইলেও মন বিষয় ব্যাপারে বিচরণ করিতে পারে, এই আশঙ্কায় ইন্দ্রিয় সংযমের সঙ্গে সঙ্গে মনকে হৃদয়ে নিরোধ করিবার উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ের ৩৫শ শ্লোকের তাৎপর্য্যে অভ্যাস ও বৈরাগ্য প্রভাবে মনকে হৃদয়ে নিরোধ করিবার প্রণালী সবিশেষ বিবৃত হইয়াছে। তদনুসারে হৃদয়দেশে মনকে নিরোধ করিয়া তাহার নির্ব্বৃত্তিকতা সম্পাদিত হইলে, অন্তরও বিষয়-চিন্তা বিমুখ হইবে। এইরূপে বাহ্য ও অন্তরের উপলব্ধি দ্বার সমূহ নিরোধ করিয়া, ক্রিয়াদ্বার-স্বরূপ প্রাণকে ভূমিজয় প্রণালীক্রমে (তৃতীয় অধ্যায়, ১৯শ শ্লোকের তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য) ভ্রূদ্বয়ের মধ্যপ্রদেশে এবং তদুপরিভাগেও স্থাপন করা আবশ্যক। প্রাণকে তাদৃশ স্থানে সমাবিষ্ট করিবার প্রণালী গুরূপদেশ-

ক্রমে শিক্ষিতব্য। এইরূপে যোগধারণা অর্থাৎ যোগ-বিষয়ক স্থৈর্য্য, অথবা আত্মবিষয়ক সমাধি, প্রাপ্তি হয়। তাদৃশ স্থৈর্য্যলাভের পর, ওঙ্কাররূপ একাক্ষর ব্রহ্ম উচ্চারণ করিতে করিতে এবং তদ্বাচ্যস্বরূপ আমাকে স্মরণ করিতে করিতে, যিনি দেহত্যাগ করিয়া অর্চ্চিরাদি মার্গক্রমে (৬ষ্ঠ অধ্যায় ৩৭শ শ্লোকের টিপ্পনী দেখুন) গমন করেন, তিনি পরমাগতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

ওঙ্কার এই একাক্ষর ব্রহ্মের বাচক, ব্রহ্মের প্রতিমাদিবৎ এবং ব্রহ্মের প্রতীক। প্রথমতঃ ওঙ্কারের অর্থই ব্রহ্ম এবং ওঙ্কারই ব্রহ্মের প্রতিপাদক; সুতরাং ওঙ্কার ব্রহ্মবাচক। তাহার পর ওঙ্কার ব্রহ্মের প্রতিমাদি তুল্য; কারণ কেবল ওঙ্কারকেই ব্রহ্মস্বরূপ জ্ঞান করিয়া সাধকগণ উপাসনা করিয়া থাকেন; সুতরাং ওঙ্কারই ব্রহ্মের প্রতিমা। তাহার পর ওঙ্কার ব্রহ্মের প্রতীক অর্থাৎ অঙ্গস্বরূপ। কেন না ওঙ্কারকেই শাস্ত্র-সমূহ ব্রহ্মের অবয়ব বলিয়া কীর্ত্তন করেন; সুতরাং যেরূপেই হউক ওঙ্কারই ব্রহ্ম। যোগ-স্থৈর্য্য লাভের সঙ্গে সঙ্গে, এই ওঙ্কাররূপ পরম মন্ত্র উচ্চারণ অর্থাৎ জপ করিতে করিতে, সেই একাক্ষর প্রতিপাদ্য ও তদভিধেয়ভূত ব্রহ্মের চিন্তা করিতে করিতে, যিনি প্রকৃষ্টরূপে দেহত্যাগ করেন, তিনি প্রকৃষ্টা গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। তিনি প্রথমতঃ দেবযানমার্গে (এই অধ্যায়ের ২৫শ শ্লোকের তাৎপর্য্যে এই সকল বিষয় প্রকৃষ্টরূপে পরিব্যক্ত হইবে) গমন করিয়া প্রথমতঃ ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তদনন্তর তত্রত্য ভোগ সমাপ্তির পর মৎস্বরূপতা-প্রাপ্তিরূপা পরমাগতি-লাভ করেন।

অতঃপর পূজ্যপাদ শ্রীমন্মধুসূদন সরস্বতী মহোদয় পাতঞ্জল দর্শনের কয়েকটি সূত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন। সেই সকল সূত্রের অধিকাংশই পূর্ব্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে; সুতরাং এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন (৬ষ্ঠ অধ্যায়, ২৮শ শ্লোকের তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য)। প্রণবজপ ও তাহার চিন্তা-জনিত ঈশ্বর-প্রণিধান হইতে সমাধিসিদ্ধি সঙ্ঘটিত হয়। ইহাই ভগবান্ পতঞ্জলির সূত্র সমূহের স্থূল মর্ম্ম। অধুনা সরস্বতী মহোদয় বলিতেছেন, পাতঞ্জলোক্ত প্রণালীক্রমে সাধনা করিলে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পরমগতি লাভ ঘটিতেছে; অথবা এস্থলে শ্রীভগবান্ যাহা নির্দ্দেশ করিতেছেন, তাহাও পরমগতি-বিধায়ক বটে, কিন্তু চরমে অর্থাৎ দেহত্যাগান্তে; সুতরাং উভয়ত্র প্রণালী এক হইলেও, ফলপ্রাপ্তি সম্বন্ধে সাক্ষাৎ ও অসাক্ষাৎ এই বিভিন্নতা পরিদৃষ্ট হইতেছে। এই

বিরোধ পরিহারের নিমিত্ত সরস্বতী মহোদয় "ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্মামনুস্মরন্নাত্মনো যোগধারণামাস্থিতঃ" ইত্যাকার অন্বয় পূর্ব্বক ব্যাখ্যা করাই সঙ্গত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, বিচিত্র ফলত্বের উপপত্তি হেতু বিরোধ মনে না করিলেও না করা যাইতে পারে।

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ ও শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহোদয় "পরমাংগতিম্," এই বাক্যের ভগবৎ-সালোক্য-প্রাপ্তি এইরূপ অর্থ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্যের অভিপ্রায়। জ্ঞান-দ্বার-ভূত শ্রোত্রাদি যাবতীয় ইন্দ্রিয়গণকে সংযম অর্থাৎ স্ব স্ব ব্যাপার হইতে বিনিবর্ত্ত করিয়া, হৃদয়কমল-নিবিষ্ট অক্ষর ভগবানে মনকে নিরোধ করিয়া এবং যোগাভিধেয় ধারণাবস্থিত অর্থাৎ ভগবানের ন্যায় নিশ্চলা স্থিতি আশ্রয় করিয়া, ওঙ্কাররূপ ভগবদ্বাচক একাক্ষর ব্রহ্ম উচ্চারণ ও অনুস্মরণ করিতে করিতে, প্রাণকে মূর্দ্ধদেশে আনয়ন করিয়া, যিনি দেহত্যাগ করেন, তিনি পরমা গতি অর্থাৎ প্রকৃতি-বিযুক্ত হইয়া আত্মার পুনরাবৃত্তি-বিরহিত ভগবৎ-সমাকৃতি প্রাপ্ত হন। বর্ত্তমান অধ্যায়ের ২০।২১শ শ্লোকে পরমা গতির বিষয় বিশেষরূপে বিচারিত হইবে ॥ ১২ । ১৩ ॥

অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়।—অনন্যচেতাঃ (নাস্ত্যন্যস্মিন্ বিষয়ে চেতো যস্য সঃ) যঃ মাং সততম্ (নিরন্তরম্) নিত্যশঃ (যাবজ্জীবম্) স্মরতি (ধ্যানং করোতি) পার্থ (হে কৌন্তেয়) তস্য নিত্যযুক্তস্য (সততসমাহিতস্য) যোগিনঃ (যোগপরায়ণস্য) অহং (পরমেশ্বরঃ) সুলভঃ (সুখেন লভ্যঃ) ॥ ১৪ ॥

প্রতিশব্দ।—অন্যভাবনাশূন্য যিনি আমাকে নিরন্তর আজীবন ধ্যান-করেন হে-পার্থ তাহার সমাহিত-চিত্তের যোগীর আমি সুখ-লভ্য ॥ ১৪ ॥

ব্যাখ্যা।—হে পার্থ! যে অনন্যচিন্তাপরায়ণ ব্যক্তি আজীবন প্রতিনিয়ত আমাকেই স্মরণ করেন, তাদৃশ সমাহিত-চিত্ত যোগীর পক্ষে আমি সহজ-প্রাপ্য ॥ ১৪ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—কিঞ্চ অনন্যেতি। অনন্যচেতা নান্যবিষয়ে চেতো যস্য সোঽয়মনন্যচেতা যোগী সততং সর্ব্বদা যো মাং পরমেশ্বরং স্মরতি নিত্যশঃ সততমিতি নৈরন্তর্য্যমুচ্যতে নিত্যশ ইতি দীর্ঘকালত্বমুচ্যতে ন ষণ্মাসং সম্বৎসরং বা। কিং তর্হি যাবজ্জীবং নৈরন্তর্য্যেণ যো মাং স্মরতীত্যর্থঃ তস্য যোগিনোঽহং সুলভঃ সুখেন লভ্যঃ। পার্থ! নিত্যযুক্তস্য সদা সমাহিতস্য যোগিনঃ যত এবমতোঽনন্যচেতাঃ সন্ ময়ি সদা সমাহিতো ভবেৎ ॥ ১৪ ॥

আনন্দগিরি।—নন্বায়ুনিরোধবিধুরাণাং উদীরিতয়া রীত্যা স্বেচ্ছাপ্রযুক্তোৎক্রমণাসম্ভবাদ্দুর্লভা পরমা গতিরাপতেদিতি তত্রাহ কিঞ্চেতি। ইতশ্চ ভগবদনুস্মরণে প্রযতিতব্যমিত্যর্থঃ। সততং নিত্যশ ইতি বিশেষণয়োরপুনরুক্তত্বমাহ সততমিত্যাদিনা। উক্তমেবাপৌনরুক্তিং ব্যক্তীকরোতি নেত্যাদিনা। জিতাসুরিচ্ছয়া দেহং ত্যজতি, তদ্বিতরস্তু কর্ম্মক্ষয়েণৈবেতি বিশেষং বিবক্ষয়ন্নাহ যত ইতি ॥ ১৪ ॥

রামানুজ।—এবমৈশ্বর্য্যার্থিনঃ কৈবল্যার্থিনশ্চ স্বপ্রাপ্যানুগুণভগবদুপাসন-প্রকার উক্তঃ। অথ জ্ঞানিনো ভগবদুপাসনপ্রকারং প্রাপ্তিপ্রকারঞ্চাহ অনন্যেতি। নিত্যশো মামুদ্যোগপ্রাপ্তিং সততং সর্ব্বকালমনন্যচেতা যঃ স্মরতি। অত্যর্থং প্রিয়ত্বেন মৎস্মৃত্যা বিনাত্মধারণমলভমানো নিরতিশয়প্রিয়াং স্মৃতিং যঃ করোতি তস্য নিত্যযুক্তস্য নিত্যযোগং কাঙ্ক্ষমাণস্য যোগিনোঽহং সুলভঃ। অহমেব প্রাপ্যঃ ন মদ্ভাব ঐশ্বর্য্যাদিকঃ সুপ্রাপশ্চ তদ্বিয়োগমসহমানোহমেব তং বৃণে মৎপ্রাপ্ত্যনুগুণোপাসনবিপাকং তদ্বিরোধি নিরসনমত্যর্থং মৎপ্রিয়ত্বাদিকং চাহমেবদদামীত্যর্থঃ। "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ" ইতি হি শ্রূয়তে, বক্ষ্যতে চ "তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকং, দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে। তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ। নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা" ইতি ॥ ১৪ ॥

হনুমান্।—অনন্যেতি। অনন্যচেতা যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ সুলভঃ সুখেন লভ্যঃ নিত্যযুক্তস্য নিত্যং যুক্তো নিত্যযুক্ত স্তস্য যোগিনঃ ॥ ১৪ ॥

শ্রীধর।—এবঞ্চান্তকালে ধারণয়া মৎপ্রাপ্তির্নিত্যাভ্যাসবশত এব ভবতি নান্যথেতি পূর্ব্বোক্তমেবানুস্মারয়তি অনন্যেতি। নাস্ত্যন্যস্মিন্ চেতো যস্য তথাভূতঃ সন্ যো মাং সততং নিরন্তরং নিত্যশঃ প্রতিদিনং স্মরতি তস্য নিত্যযুক্তস্য সমাহিতস্যাহং সুখেন লভ্যোঽস্মি নান্যস্যেতি ॥ ১৪ ॥

বলদেব।—এবং মোক্ষমাত্রকাঙ্ক্ষিণাং যোগমিশ্রাং ভক্তিমুপদিশ্য স্বজ্ঞানিনাং স্বমেবাকাঙ্ক্ষতামেকভক্তিরিত্যুক্তাং শুদ্ধাং ভক্তিং উপদিশতি অনন্যেতি। যো

জনোঽনন্যচেতাঃ ন মত্তোঽন্যস্মিন্ কর্ম্মযোগাদিকে সাধনে স্বর্গমোক্ষাদিকে সাধ্যে বা চেতো যস্য স মদেকাভিলাষবান্ সততং সর্ব্বদা দেশকালাদিবিশুদ্ধিনৈরপেক্ষেণ নিত্যশঃ প্রত্যহং মাং যশোদাস্তনন্ধয়ং নৃসিংহরঘুনাথাদিরূপেণ বহুধাবির্ভূতং সর্ব্বেশ্বরমতিমাত্রপ্রিয়ং স্মরত্যর্চ্চনজপাদিষনুসন্ধত্তে তস্যাহং তৎপ্রীতিজ্ঞঃ সুলভঃ সুখেন লভ্যঃ কর্ম্মানুষ্ঠানযোগাভ্যাসাদিদুঃখসম্পর্কাভাবাৎ। (তস্যেতি সম্বন্ধসামান্যে ষষ্ঠী ন লোকেত্যাদিনা কর্ত্তরি তস্যাঃ প্রতিষেধাৎ) তাদৃশস্য তস্য বিয়োগমসহিষ্ণুরহমেব তমাত্মানং দর্শয়ামি তৎসাধনপরিপাকং তৎপ্রতিকূলনিরাসঞ্চ কুর্ব্বন্। শ্রুতিশ্চৈবমাহ। "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনুং স্বাম্" ইতি। স্বয়ঞ্চ বক্ষ্যতি। "দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তং" ইত্যাদিনা। কীদৃশস্যেত্যাহ নিত্যেতি। সর্ব্বদা মদ্যোগং বাঞ্ছতঃ। (আসংশায়াং ভূতবচ্চেতি সূত্রাদাশংসিতে যোগে ভবিষ্যত্যপি ক্তপ্রত্যয়ঃ)। যোগিনো মদ্দাস্যসখ্যাদিসম্বন্ধবতঃ ॥ ১৪ ॥

মধুসূদন।—য এবং বায়ুনিরোধবৈধুর্য্যেণ ভ্রুবোর্ম্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য মূর্দ্ধন্যয়া নাড্যা দেহং ত্যক্তুং স্বেচ্ছয়া ন শক্নোতি, কিন্তু কর্ম্মক্ষয়েণৈব পরবশো দেহং ত্যজতি তস্য কিং স্যাদিতি তদাহ অনন্যেতি। ন বিদ্যতে মদন্যবিষয়ে চেতোঽস্য সোঽনন্যচেতাঃ সততং নিরন্তরং নিত্যশো যাবজ্জীবনং যো মাং স্মরতি, তস্য স্ববশতয়া দেহং ত্যজতোঽপি নিত্যযুক্তস্য সততসমাহিতচিত্তস্য যোগিনঃ সুলভঃ সুখেন লভ্যোঽহং পরমেশ্বরঃ ইতরেষামতিদুর্ল্লভোঽপি হে পার্থ! তবাহমতিসুলভো মা ভৈষীরিত্যভিপ্রায়ঃ। (তস্যেতি ষষ্ঠীশেষে সংবন্ধসামান্যে কর্ত্তরি ন লোকেত্যাদিনা নিষেধাৎ)। অত্র চানন্যচেতস্ত্বেন সৎকারোঽত্যাদরঃ সততমিতি নৈরন্তর্য্যং নিত্যশ ইতি দীর্ঘকালত্বং স্মরণস্যোক্তং তেন "স তু দীর্ঘকালনৈরন্তর্য্যসৎকারাসেবিতো দৃঢ়ভূমিরিতি" পাতঞ্জলং মতমনুসৃতং ভবতি। তত্র সততমিত্যভ্যাস উক্তোঽপি স্মরণপর্য্যবসায়ী তেন যাবজ্জীবং প্রতিক্ষণং বিক্ষেপান্তরশূন্যতয়া ভগবদনুচিন্তনমেব পরমগতিহেতুর্মূর্দ্ধন্যয়া নাড্যা তু স্বেচ্ছয়া প্রাণোৎক্রমণং ভবতু নবেতি নাতীবাগ্রহঃ ॥ ১৪ ॥

নীলকণ্ঠ।—ইয়ং গতিরতীব দুর্লভেতি মা সংস্থা ইত্যাহ অনন্যেতি। নাস্তি অন্যত্র চেতো যস্য অসৌ অনন্যচেতা ইত্যনেন স্মরণে আদর উচ্যতে সততমিতি নৈরন্তর্য্যং, যো মাং স্মরতি নিত্যশ ইতি দীর্ঘকালত্বং, যাবজ্জীবং স্মরতীত্যর্থঃ। তস্যাহং সুলভঃ হে পার্থ! নিত্যযুক্তস্য নিত্যং যোগিনামাবশ্যকযুক্তাহারবিহারাদৌ যমনিয়মাদৌ চ যুক্তস্যাবহিতস্য যোগিনো যোগমনুতিষ্ঠতঃ অনুষ্ঠানং কুর্ব্বতঃ ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ।—তদেবং আর্ত্ত ইত্যাদিনা কর্ম্মমিশ্রাং জরা-মরণ-মোক্ষায় ইত্যনেনাপি কর্ম্মমিশ্রাং কবিং পুরাণমিত্যাদিভিঃ যোগমিশ্রাঞ্চ সপরিকরাং প্রধানভূতাং ভক্তিমুক্তা সর্ব্বশ্রেষ্ঠাং নির্গুণাং কেবলাং ভক্তিমাহ অনন্যচেতা ইতি। ন বিদ্যতে অন্যস্মিন্ কর্ম্মণি জ্ঞানযোগে বা অনুষ্ঠেয়ত্বেন তথা দেবান্তরেব আরাধ্যত্বেন তথা স্বর্গাপবর্গাদাবপি প্রাপ্য-

ত্বেন চেতো যস্য। সততং সদেতি কাল-দেশ-পাত্র-শুদ্ধ্যাদ্যনপেক্ষতয়ৈব নিত্যশঃ প্রতিদিনমেব যো মাং স্মরতি তস্য তেন ভক্তেনাহং সুলভঃ সুখেন লভ্যঃ। যোগজ্ঞানাভ্যাসাদিদুঃখমিশ্রনাভাবাদিতিভাবঃ। নিত্যযুক্তস্য নিত্যমদ্যোগাকাঙ্ক্ষিণঃ (আসংশায়াং ভূতবচ্চেতি ভাবিন্যপি যোগে আসংশিতে ক্ত প্রত্যয়ঃ) যোগিনো ভক্তিযোগবতঃ যদ্বা যোগসম্বন্ধঃ দাস্যসখ্যাদিস্তদ্বতঃ ॥ ১৪ ॥

তাৎপর্য্য।—ভগবৎ-প্রাপ্তিরূপা পরমা গতি অন্তকালে পূর্ব্বোক্ত-লক্ষণানুযায়ি-যোগধারণা-সাপেক্ষ; কিন্তু তাহা নিত্যাভ্যাস-সাধ্য, সহসা সঙ্ঘটিত হওয়া সম্ভবপর নহে। তাদৃশ অভ্যাস-পরায়ণ ব্যক্তির পক্ষে ভগবৎ-প্রাপ্তি সহজ, ইহাই এই শ্লোকে শ্রীভগবান্ কীর্ত্তন করিতেছেন। এস্থলে এরূপও আশঙ্কা হইতে পারে যে, যদি কেহ, অক্ষমতা হেতু ভগবদুক্ত পূর্ব্বোক্ত প্রণালীক্রমে বায়ু-নিরোধপূর্ব্বক ভ্রূমধ্যে প্রাণের আবেশ করিতে না পারিয়া, স্বেচ্ছায় দেহত্যাগ করিতে সক্ষম না হন, অথচ কর্ম্মক্ষয় হেতু পরবশভাবে দেহত্যাগ করিতে বাধ্য হন, তাহা হইলে তাদৃশ ব্যক্তির কি গতি হইবে? সমালোচ্য শ্লোকে এতাদৃশ আশঙ্কারও উত্তর প্রদত্ত হইতেছে।

মদন্য কোন বিষয়েই যাঁহার চিত্ত সমাবিষ্ট হয় না, যিনি প্রতিনিয়ত যাবজ্জীবন আমাকেই স্মরণ করেন, তাদৃশ নিত্য-সমাহিত যোগী পুরুষের পক্ষে আমি সহজ লভ্য। মূলে যে "নিত্যশঃ" শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে তাহা দীর্ঘকালত্ব প্রতিপাদক; অর্থাৎ ষণ্মাস, বা সংবৎসর ভগবন্নিবিষ্টচিত্ত হইলেই যে ভগবৎ-প্রাপ্তি সুলভ হইবে এরূপ নহে। যাবজ্জীবন অনন্যমনে ভগবৎ-চিন্তানিরত থাকা আবশ্যক। 'অতএব হে পার্থ! অনন্যচেতাঃ হইয়া সতত আমাতে সমাহিত হও।' ইহাই ভগবদুক্তির মুখ্য অভিপ্রায়।

ভগবান্ পতঞ্জলিও লিখিয়াছেন, "স তু দীর্ঘকালনৈরন্তর্য্যে সৎকারসেবিতেন দৃঢ়ভূমিঃ।" এতাবতা যাবজ্জীবন প্রতিক্ষণে বিক্ষেপ বিরহিত-ভাবে ভগবদনুচিন্তনই পরমগতি-প্রাপ্তির হেতু। তাদৃশ আজীবন সেবিত, সর্ব্বক্ষণাচরিত অভ্যাসের প্রাবল্যে স্বেচ্ছাক্রমে পূর্ব্বোক্তলক্ষণানুসারেই দেহত্যাগ ঘটিয়া থাকে; সুতরাং পরমগতি-প্রাপ্তি বিষয়ে পূর্ব্ব-শ্লোকোক্ত নিয়মের সহিত বর্ত্তমান শ্লোকের বিরোধ নাই।

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্যের অভিপ্রায়। ঐশ্বর্য্যার্থী ও কৈবল্যার্থী ব্যক্তিগণের ভগবৎ-প্রাপ্তির অনুকূল উপাসনার প্রকার কথিত হইয়াছে। এক্ষণে জ্ঞানি-

গণের ভগবদুপাসনার প্রকার ও তৎপ্রাপ্তির প্রকার কথিত হইতেছে। যিনি সর্ব্বকালে অনন্যমনে নিরতিশয় প্রিয়া মৎস্মৃতির সাধনা করেন, নিরতিশয় মৎপ্রিয়ত্ব হেতু মৎস্মৃতি বিনা যিনি আত্মধারণা লাভ করিতে অসমর্থ, তাদৃশ নিত্যযোগাকাঙ্ক্ষী যোগীর পক্ষে আমি সুলভ, অর্থাৎ আমিই তাঁহার প্রাপ্য; মদ্ভাব বা ঐশ্বর্য্যাদি নহে। তাদৃশ ব্যক্তির বিয়োগ সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া, আমিই তাঁহাকে বরণ করি, অর্থাৎ সমাদরে গ্রহণ করি, এবং মৎপ্রাপ্তি বিধায়ক উপাসনার প্রণালী প্রদান পূর্ব্বক, তদ্বিরোধী ব্যাপার-সমূহ বিদূরিত করিয়া, তাঁহাকে মৎপ্রিয়ত্বাদি প্রদান করিয়া থাকি। শ্রুতি বলিয়াছেন, "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈব আত্মা বৃণুতে তনুম্ স্বাম্" (কঠোপনিষদ্। ২।২৩)। অর্থাৎ 'যাঁহাকে তিনি বরণ করেন, তিনিই লাভ করেন, তাঁহাকেই আত্মা স্বকীয় তনু বলিয়া বরণ করেন।' গীতা শাস্ত্রের দশম অধ্যায়স্থ দশম ও একাদশ শ্লোকে শ্রীভগবান্ ভজন-পরায়ণগণকে কিরূপ বুদ্ধি ও জ্ঞান প্রদান পূর্ব্বক অনুগৃহীত করিয়া থাকেন, তাহা কীর্ত্তন করিয়াছেন।

শ্রীমদ্বলদেব ও শ্রীমদ্বিশ্বনাথের অভিপ্রায়। আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী এবং জ্ঞানী (৭ম অধ্যায়, ১৬শ শ্লোক) এই সকল ভজন-পরায়ণ ব্যক্তির জরা-মরণ-মোক্ষ পর্য্যন্ত কর্ম্মমিশ্রা ভক্তির বিষয় বিবৃত হইয়াছে। তদনন্তর "কবিং পুরাণম্" (৮ম অধ্যায়, ৯ম শ্লোক) ইত্যাদি হইতে যোগমিশ্রা ভক্তির বিষয়ও বিবৃত হইয়াছে। এই সকল বিবৃত করিয়া এক্ষণে শ্রীভগবান্ সর্ব্বশ্রেষ্ঠা নির্গুণা কেবলা ভক্তির বিষয় কীর্ত্তন করিতেছেন। যে ব্যক্তি মদ্ভিন্ন, স্বর্গমোক্ষাদি-প্রাপক, কর্ম্মযোগাদি কোন সাধনেরই অভিলাষী নহেন, সেই মদেকনিষ্ঠ পুরুষ, দেশকালাদির বিশুদ্ধির অপেক্ষা না করিয়া, সর্ব্বদা অবিরত আমাকে যশোদানন্দন, নৃসিংহ *,

---

* নরসিংহ।—শিশুপাল (৪৯ পৃষ্ঠায় ২ সংখ্যক টিপ্পনী দ্রষ্টব্য) ও দন্তবক্র ভগবানের প্রধান পারিষদ ছিলেন। একদা সনন্দাদি ব্রহ্মর্ষিগণ বিষ্ণুলোকে গমন করিলে উক্ত পারিষদদ্বয় তাঁহাদিগকে পুরপ্রবেশের অনুমতি প্রদান না করায়, ব্রহ্মর্ষিগণ কুপিত হইয়া অভিসম্পাত প্রদান করেন যে, "রে দুর্ব্বৃত্ত! তোরা অসুর জন্ম প্রাপ্ত হ।" অনেক স্তব-বিনয়ে ব্রহ্মর্ষিগণ পরিতুষ্ট হইয়া এই অভয় দেন যে: তিন জন্মের পরে তাঁহারা পুনরায় স্ব স্ব পদ প্রাপ্ত হইবেন। তদনুসারে ঐ দুই জন প্রথমতঃ, হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপু নামে, জন্ম গ্রহণ করেন। হিরণ্যকশিপুর প্রহ্লাদ নামে পরম ভাগবৎ পুত্র হয়। ভগবান্ শূকর রূপ ধারণ করিয়া হিরণ্যাক্ষকে বধ করেন; ইহাতে হিরণ্যকশিপু নিতান্ত ভগবদ্বিদ্বেষী হইয়া উঠেন এবং অজর ও অমর হইবার বাসনায়

রঘুনাথাদিরূপে * বারংবার অবতীর্ণ, সর্ব্বেশ্বর, অতীব প্রিয়জ্ঞানে স্মরণ অর্থাৎ অর্চ্চন, জপাদি প্রণালী-ক্রমে অনুসন্ধান করিয়া থাকেন। আমি, তাদৃশ পুরুষের পক্ষে, কর্ম্মানুষ্ঠান ও যোগাভ্যাস ইত্যাদিরূপ দুরূহ অনুষ্ঠানাদি বিরহিত, অনায়াসলভ্য। তাদৃশ ব্যক্তির বিয়োগ আমার

অশেষ তপশ্চর্য্যায় প্রবৃত্ত হন। ব্রহ্মা তাঁহাকে প্রার্থিত বর প্রদান করিলেন। এদিকে পুত্র প্রহ্লাদ উত্তরোত্তর অধিকতর ভগবদ্‌ভক্তির পরিচয় দিতে লাগিলেন, ইহাতে ভগবদ্বিদ্বেষী হিরণ্যকশিপু নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া পুত্রের প্রতি অশেষ নির্য্যাতন আরম্ভ করিলেন, প্রহ্লাদ কোন শাসনেই ভীত না হইয়া সমবয়স্ক তাবতকেই হরিভক্তিসূচক কথায় মাতাইয়া তুলিলেন। অবশেষে ক্রোধান্ধ হইয়া একদা রাজা পুত্র বধার্থ উদ্যত হইলে প্রহ্লাদ বলিলেন, শ্রীহরি সর্ব্বত্র বিরাজমান। রাজা বলিলেন, যদি সর্ব্বত্র হরি থাকে, তবে এ স্তম্ভে নাই কেন? প্রহ্লাদ বলিলেন. স্তম্ভে ত তাঁহাকে দেখিতে পাইতেছি। ক্রোধান্ধ রাজা তৎক্ষণাৎ সেই স্তম্ভে মুষ্ট্যাঘাত করিবামাত্র অত্যুৎকট শব্দ নিঃসৃত হইতে লাগিল, এবং অবিলম্বে তন্মধ্য হইতে অলৌকিক নরসিংহ মূর্ত্তি নির্গত হইল। "প্রতপ্ত চামীকর চণ্ডলোচনং স্ফুরৎ জটা-কেশর জৃম্ভিতাননম্। করালদংষ্ট্রং করবাল চঞ্চল ক্ষুরান্তজিহ্বম্ ভ্রুকুটীমুখোল্বণম্॥ স্তব্ধোর্দ্ধকর্ণং গিরি-কন্দরাদ্ভুতব্যাত্তাস্য নাসংহনুভেদভীষণম্। দিবিস্পৃশৎকায়মদীর্ঘপীবর-গ্রীবোরুবক্ষঃস্থল মল্পমধ্যমম্॥ চন্দ্রাংশু-গৌরৈশ্ছুরিতং তনূরুহৈর্বিষ্বগ্‌ভুজানীকশতং নখায়ুধম্। দুরাসদং সর্ব্বনিজেতরায়ুধ প্রবেকবিদ্রাবিত-দৈত্য-দানবম্॥" উক্ত নরসিংহের প্রতপ্ত স্বর্ণের ন্যায় প্রচণ্ডলোচন, উজ্জ্বল কেশরে ও কণ্ঠলোমে বদন বিজৃম্ভিত, করাল দন্তসমূহ করবালের ন্যায় ও চঞ্চল, জিহ্বা ক্ষুরধার, ভ্রূকুটীযুক্ত বদন অত্যুগ্র। কর্ণ উন্নত ও শঙ্কুবৎ উর্দ্ধমুখ গিরিগহ্বরের ন্যায় মুখ ও নাসারন্ধ্র অদ্ভুতরূপে বিস্তৃত। কপোলের প্রান্তভাগ বিদীর্ণতা হেতু ভীষণ-দর্শন। দেহ স্বর্গস্পর্শী, গ্রীবা হ্রস্ব ও স্থূল, বক্ষদেশ বিশাল, উদর কৃশ। শরীরের সর্ব্বভাগ চন্দ্রকিরণসদৃশ গৌরবর্ণ লোমে সমাচ্ছন্ন এবং বহুসংখ্যক ভুজ সর্ব্বদিকে বিস্তৃত। নখ সকলই তাঁহার অস্ত্র, চক্রাদি স্বকীয় দুরাসদ অস্ত্র সমূহ এবং বজ্রাদি অন্যান্য আয়ুধ সমূহ দ্বারা দৈত্যদানবদিগকে তিনি বিদ্রাবিত করিতেছিলেন (শ্রীমদ্ভাগবত, ৭ম স্কন্ধ, ৮ম অধ্যায়)। এই নরসিংহরূপী নারায়ণ হিরণ্যকশিপুকে সংহার করিলেন। দেবতারা অনেক স্তব করিয়াও সেই মহাক্রুদ্ধ নরসিংহের ক্রোধ শান্তি করিতে না পারিয়া, ভক্তোত্তম প্রহ্লাদকে তাঁহার সম্মুখে প্রেরণ করিলেন। ভক্তচূড়ামণি প্রহ্লাদের প্রতি পরিতুষ্ট হইয়া ভগবান্ অশেষ অনুগ্রহ প্রকাশ করিলেন এবং স্বয়ং অন্তর্দ্ধান হইলেন।

* রামায়ণ বর্ণিত রামচন্দ্র। ত্রেতাযুগের শেষভাগে রাবণাদি দুষ্ট নিগ্রহার্থ দশরথ-গৃহে অংশ চতুষ্টয়ে অবতীর্ণ পূর্ণব্রহ্ম। তাঁহার বিস্তারিত বিবরণ ও লীলাকাহিনী সকলেরই পরিজ্ঞাত থাকা সম্ভব, এজন্য তদ্বর্ণনায় স্থান ব্যয় অনাবশ্যক। রাম নামের অর্থ ও মাহাত্ম্য প্রভূত। যথা; রামশব্দস্য ব্যুৎপত্তির্যথা; রাশব্দো বিশ্ববচনো মশ্চানীশ্বরবাচকঃ। বিশ্বানামীশ্বরো যো হি তেন রামঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥ রমতে রময়া সার্দ্ধং তেন রামং বিদুর্ব্বুধাঃ। রমানাং রমণস্থানং রামং রামবিদো বিদুঃ॥ রা চেতি লক্ষ্মীবচনো মশ্চাপীশ্বরবাচকঃ॥ লক্ষ্মীপতিং গতিং রামং প্রবদন্তি মনীষিণঃ। নাম্নাং সহস্রং দিব্যানাং স্মরণে যৎফলং লভেৎ। তৎফলং লভতে নূনং রামোচ্চারণমাত্রতঃ॥ (ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ, শ্রীকৃষ্ণ জন্ম খণ্ড, ১১০ অধ্যায়)।

পক্ষে সহনীয় নহে ; এজন্য তাঁহার সাধন-পরিপাক বিধান করিয়া ও প্রতিকূল ব্যাপার সমূহ বিদূরিত করিয়া, আমি তাঁহাকে আত্মপ্রদর্শন করিয়া থাকি। শ্রুতিও ইহার সমর্থন করিয়াছেন। (পূর্ব্বোক্ত শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্যের তাৎপর্য্য দেখুন)। মূলোক্ত 'যোগিনঃ' শব্দের অর্থ ভক্তিযোগ-সম্পন্ন, অথবা দাস্য-সখ্যাদি * ভগবদ্ভক্তের বিশেষ বিশেষ সম্বন্ধ সূচক ॥ ১৪ ॥

মামুপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্ ।
নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ ॥১৫॥

অন্বয়।—পরমাম্ (সর্ব্বোৎকৃষ্টাম্) সংসিদ্ধিম্ (মুক্তিম্) গতাঃ (প্রাপ্তাঃ) মহাত্মানঃ (শুদ্ধসত্ত্বাঃ যতয়ঃ) মাম্ উপেত্য (প্রাপ্য) পুনঃ দুঃখালয়ম্ (দুঃখস্থানম্) অশাশ্বতম্ (অস্থিরম্) জন্ম (দেহ-সম্বন্ধম্) নাপ্নুবন্তি (ন প্রাপ্নুবন্তি) ॥ ১৫ ॥

প্রতিশব্দ।—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মোক্ষ প্রাপ্ত-হইয়া নির্ম্মল-চিত্ত যতিগণ আমাকে পাইয়া পুনরায় ক্লেশাশ্রয় অনিত্য জন্ম না প্রাপ্ত-হন ॥ ১৫ ॥

---

* বৈষ্ণবদিগের মতে প্রেমের পাঁচটি ভাব। যথা; শান্ত দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মাধুর্য্য। কোন প্রকার কামনা না করিয়া সর্ব্বপ্রকার উদ্বেগশূন্য ভাবে যে ভগবদুপাসনা তাহাই শান্ত ভাব; সনক সনাতনাদি মহাত্মারা ইহার দৃষ্টান্ত স্থল। দাসের ন্যায় ভাবে সাধারণ ভক্তগণ যে ভগবদুপাসনা করেন, তাহাই দাস্য ভাব; বিদুর অক্রূরাদি মহাত্মারা ইহার দৃষ্টান্ত স্থল। সখার ন্যায় ভাবে যে ভগবদুপাসনা, তাহাই সখ্যভাব; ভীম, অর্জ্জুন, শ্রীদাম, সুদামাদি মহাত্মারা ইহার দৃষ্টান্ত স্থল। পিতা মাতা যেরূপ বাৎসল্য সহকারে সন্তানকে পালন করেন, সেই ভাবে ভগবদুপাসনার নাম বাৎসল্য ভাব; নন্দ, যশোদা বসুদেব, দেবকী প্রভৃতি ইহার দৃষ্টান্ত স্থল। একান্ত তন্ময়তা সহকারে প্রেয়সীর ন্যায় ভাবে, যে ভগবদুপাসনা তাহাই মাধুর্য্য ভাব; শ্রীরাধিকা প্রভৃতি গোপাঙ্গনাগণ তাহার দৃষ্টান্ত স্থল। এই শেষোক্ত মাধুর্য্য ভাবই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। শান্তাদি প্রত্যেকের ভাব পরবর্ত্তী ভাবকে আশ্রয় করে, সুতরাং মাধুর্য্যে সকল ভাবই বিদ্যমান থাকায় তাহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠরূপে পরিগণিত।

ভক্তোত্তম প্রহ্লাদ ভক্তের নয়টী লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন (৫০ পৃষ্ঠার টিপ্পনী দেখুন)। তাহার মধ্যেও দাস্য ও সখ্যের উল্লেখ আছে।

ব্যাখ্যা।—বিশুদ্ধ চিত্ত মহাপুরুষগণ আমাকে প্রাপ্ত হইয়া এবং প্রকৃষ্টা মুক্তি লাভ করিয়া আর কখন দুঃখের নিকেতন-স্বরূপ অনিত্য জন্ম গ্রহণ করেন না ॥ ১৫ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—তব সৌলভ্যেন কিং স্যাদিত্যুচ্যতে শৃণু, তন্মম সৌলভ্যেন যদ্ভবতি মামুপেত্যেতি। মামুপেত্য মামীশ্বরমুপেত্য মদ্‌ভাবমাপদ্য পুনর্জ্জন্ম পুনরুৎপত্তিং ন প্রাপ্নুবন্তি, কিং বিশিষ্টং পুনর্জ্জন্ম ন প্রাপ্নুবন্তি তদ্বিশেষণমাহ দুঃখালয়ং দুঃখানামাধ্যাত্মিকাদীনামালয়মাশ্রয়ং আলীয়ন্তে যস্মিন্ দুঃখানি তৎ দুঃখালয়ং জন্ম, ন কেবলং দুঃখালয়মশাশ্বতমনবস্থিতস্বরূপঞ্চ প্রাপ্নুবন্তীদৃশং পুনর্জন্ম মহাত্মানো যতয়ঃ সংসিদ্ধিং মোক্ষাখ্যাং পরমাং প্রকৃষ্টাং গতাঃ প্রাপ্তাঃ। ১৫ ॥

আনন্দগিরি।—অনন্যচেতসং সমাহিতচেতসং প্রতীশ্বরস্য সৌলভ্যমেবমিত্যুচ্যতে, কিং ত্বাং প্রাপ্তাস্তয্যেবাবতিষ্ঠন্তে কিংবা পুনরাবর্ত্তন্তে চন্দ্রলোকাদিবেতি সন্দেহাৎ পৃচ্ছতি তবেতি। তত্রোত্তরশ্লোকেন নিশ্চয়ং দর্শয়তি উচ্যত ইতি। ঈশ্বরোপগমনং ন সামীপ্যমাত্রমিতি ব্যাচষ্টে মদ্ভাবমিতি। পুনর্জন্মনোঽনিষ্টত্বং প্রশ্নদ্বারা স্পষ্টয়তি কিমিত্যাদিনা। মহাত্মত্বং প্রকৃষ্টসত্ত্ববৈশিষ্টং যতয়স্তস্মিন্নেবেশ্বরে সমুৎপন্নসম্যগ্দর্শিনো ভূত্বেতি শেষঃ ॥ ১৫ ॥

রামানুজ।—অতঃপরমধ্যায়শেষেণ জ্ঞানিনঃ কৈবল্যার্থিনশ্চাপুনরাবৃত্তিমৈশ্বর্য্যার্থিনঃ পুনরাবৃত্তিঞ্চাহ মামিতি। মাং প্রাপ্য পুনঃ নিখিলদুঃখালয়মস্থিরং জন্ম ন প্রাপ্নুবন্তি যত এতে মহাত্মানঃ মহামনসো যথাবস্থিত-মৎস্বরূপজ্ঞানা অত্যর্থং মৎপ্রিয়ত্বেন ময়া বিনাত্মধারণামলভমানা ময্যাসক্তমনসো মদাশ্রয়া মামুপাস্য পরমসংসিদ্ধিরূপং মাং প্রাপ্তাঃ ॥ ১৫ ॥

হনুমান্।—মামিতি। সংসিদ্ধিং পরমং মোক্ষম্ ॥ ১৫ ॥

শ্রীধর।—যদ্যেবং ত্বং সুলভোঽসি ততঃ কিমত আহ মামিতি। উক্তলক্ষণা মহাত্মানো মদ্ভক্তা মাং প্রাপ্য পুনর্দুঃখাশ্রয়মনিত্যঞ্চ জন্ম ন প্রাপ্নুবন্তি। যতস্তে পরমাং সিদ্ধিং মোক্ষমেব প্রাপ্তাঃ পুনর্জন্মনো দুঃখানাঞ্চালয়ং স্থানং মামুপেত্য ন প্রাপ্নুবন্তীতি বা ॥ ১৫ ॥

বলদেব।—ত্বাং লব্ধবতঃ কিং ফলং স্যাদিত্যপেক্ষায়ামাহ মামিতি। মামুক্তলক্ষণমুপেত্য প্রাপ্য পুনঃ প্রপঞ্চে জন্ম নাপ্নুবন্তি নাবর্ত্তন্ত ইত্যর্থঃ। কীদৃশং জন্মেত্যাহ দুঃখালয়ং গর্ভবাসাদিবহুক্লেশপূর্ণং। অশাশ্বতমনিত্যং দৃষ্টনষ্টপ্রায়ং। "শাশ্বতস্তু ধ্রুবো নিত্য" ইত্যমরঃ। যতস্তে পরমাং সর্ব্বোৎকৃষ্টাং সংসিদ্ধিং গতিং মামেব গতা লব্ধবন্তঃ। "অব্যক্তোঽক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিম্" ইতি বক্ষ্যতি। কীদৃশাস্তে মহাত্মানোঽত্যুদারমনসঃ বিজ্ঞানানন্দনিধিং ভক্তপ্রসাদাভিমুখং ভক্তায়ত্তসর্ব্বস্বং মাং বিনান্যৎ সার্ষ্ট্যাদিকমগণয়ন্তো মদেকজীবাতবো ভবন্ত্যতস্তে মামেব সংসিদ্ধিং গতাঃ। অত্রানন্যচেতসোঽস্য স্বৈকান্তিনঃ স্বনিষ্ঠেভ্যঃ স্বভক্তেভ্যঃ শ্রৈষ্ঠ্যমুচ্যতে ॥ ১৫ ॥

মধুসূদন।—ভগবন্তং প্রাপ্তাঃ পুনরাবর্ত্তন্তে ন বেতি সন্দেহেনাবর্ত্তন্ত ইত্যাহ মামিতি। মামীশ্বরং প্রাপ্য পুনর্জ্জন্মমনুষ্যাদিদেহসম্বন্ধং কীদৃশং দুঃখালয়ং গর্ভবাসযোনিদ্বারনির্গমনাদি অনেকদুঃখস্থানং অশাশ্বতমস্থিরং দৃষ্টনষ্টপ্রায়ং ন আপ্নুবন্তি পুনর্নাবর্ত্তন্ত ইত্যর্থঃ। যতো মহাত্মানঃ রজস্তমোমলরহিতান্তঃকরণাঃ শুদ্ধসত্বাঃ সমুৎপন্নসম্যগ্দর্শনা মল্লোকভোগান্তে পরমাং সর্ব্বোৎকৃষ্টাং সংসিদ্ধিং মুক্তিং গতাস্তেঽত্র মাং প্রাপ্য সিদ্ধিং গতাইতি বদতোপাসকানাং ক্রমমুক্তির্দ্দর্শিতা ॥ ১৫ ॥

নীলকণ্ঠ।—তল্লাভেঽপি কিং স্যাদত আহ মামিতি। মামুপেত্য পুনর্দ্বিতীয়বারং জন্ম নাপ্নুবন্তি যজ্জন্ম দুঃখানামালয়ভূতং মূঢ়দৃষ্ট্যা কিঞ্চিৎ সুখালয়ত্বেঽপি অশাশ্বতং নশ্বরং তুচ্ছমিত্যর্থঃ, কেনাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ যোগেন জিতচিত্তা অতএব পরমাং সংসিদ্ধিং মোক্ষং গতা অগতা অপি প্রত্যাসন্নত্বাদ্গতা এব, তথা ব্রহ্মলোকগতান্ প্রকৃত্য স্মর্য্যতে, "ব্রহ্মণা সহ তে সর্ব্বে সম্প্রাপ্তে প্রতিসঞ্চরে। পরস্যান্তে কৃতাত্মানঃ প্রবিশন্তি পরং পদম্" ইতি, প্রতিসঞ্চরে ব্রাহ্মে প্রলয়ে পরস্য চতুর্ম্মুখস্য অন্তে নাশে ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ।—ত্বাং প্রাপ্তবতস্তস্য কিংস্যাদিত্যাহ মামিতি। দুঃখালয়ং দুঃখপূর্ণং অশাশ্বতং অনিত্যঞ্চ জন্ম নাপ্নুবন্তি, কিন্তু সুখপূর্ণং নিত্যভূতং জন্ম মজ্জন্মতুল্যং প্রাপ্নুবন্তি। "শাশ্বতস্তু ধ্রুবো নিত্যঃ সদাতন সনাতনা" ইত্যমরঃ। যদা বসুদেবগৃহে সুখপূর্ণং নিত্যভূতং অপ্রাকৃতং মজ্জন্ম ভবেত্তদৈব তেষাং মদ্ভক্তানামপি মন্নিত্যসঙ্গিনাং জন্ম স্যান্নান্যদা ইতি ভাবঃ। পরমামিতি অন্যে ভক্তাঃ সংসিদ্ধিং প্রাপ্নুবন্তি অনন্যচেতসস্তু পরমাং সংসিদ্ধিং মল্লীলা-পরিকরতামিত্যর্থঃ। তেনোক্তলক্ষণেভ্যঃ সর্ব্বভক্তেভ্যঃ অস্য শ্রৈষ্ঠং দ্যোতিতম্ ॥ ১৫ ॥

তাৎপর্য্য।—শ্রীভগবান্ পূর্ব্ব শ্লোকে পরিব্যক্ত করিয়াছেন যে, আজীবন তদ্গতচিত্ত ব্যক্তির পক্ষে তিনি সুলভ। এক্ষণে যদি অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করেন যে, তোমার এইরূপ সৌলভ্যের পরিণাম কি, অথবা ভগবৎপ্রাপ্তির পর পুনর্জ্জন্ম সম্ভাবিত কি না; এইরূপ আশঙ্কা নিরসন করাই এই শ্লোকের অভিপ্রায়।

পরমেশ্বরস্বরূপ আমাকে প্রাপ্ত হইলে, আর কাহাকেও গর্ভবাস, প্রসবদ্বার-নির্গমনাদি অশেষ ক্লেশের আস্পদস্বরূপ অনিত্য দেহসম্বন্ধে বদ্ধ হইতে হয় না। রজস্তমোরূপ-মলরহিত সাত্ত্বিকস্বভাব বিমলচিত্ত সাধুগণ মদ্রূপতাভোগরূপ পরমসৌভাগ্যসম্ভোগ করিয়া এবং পরমামুক্তি প্রাপ্ত হইয়া আর কদাপি আধ্যাত্মিকাদি অশেষ দুঃখাত্মক (৪২ পৃষ্ঠার টিপ্পনী দ্রষ্টব্য) অনিশ্চিতস্বরূপ পুনর্জ্জন্মের অধীন হন না।

শ্রীমদ্বলদেব ও বিশ্বনাথের অভিপ্রায়। ভগবানকে প্রাপ্ত হইলে সেই ভগবৎপ্রাপ্ত ব্যক্তির কি হয়? এইরূপ সম্ভাবিত প্রশ্নের উত্তরস্বরূপে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন যে, তাঁহার আর দুঃখপূর্ণ অনিত্য অর্থাৎ পরিদৃশ্যমান নষ্টপ্রায় জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। তাঁহারও আমার জন্মের তুল্য সুখবৎ নিত্যভূত জন্ম-প্রাপ্তি হয়। বসুদেবগৃহে আমার যেরূপ সুখ-সংবেষ্টিত, নিত্যভূত, অপ্রাকৃত জন্ম হয়, আমার ভক্ত ও আমার নিত্য সঙ্গিগণেরও সেইরূপ জন্মই হইয়া থাকে। যাঁহারা অনন্যচিত্তে মৎপরায়ণ, তাঁহারাই মল্লীলা-সহচররূপা পরমা সংসিদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন। এতাবতা এতাদৃশ ভক্তেরই শ্রেষ্ঠতা দ্যোতিত হইল ॥ ১৫ ॥

আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥১৬॥

অন্বয়।—অর্জ্জুন আ-ব্রহ্ম-ভুবনাৎ (ব্রহ্মলোকেন সহ সর্ব্বে) লোকাঃ (ভোগভূময়ঃ) পুনরাবর্ত্তিনঃ (পুনরাবর্ত্তনশীলাঃ) তু (কিন্তু) কৌন্তেয় মাম্ (ভগবন্তম্) উপেত্য (প্রাপ্য) পুনর্জন্ম (পুনরাবৃত্তিঃ) ন বিদ্যতে (নাস্তি) ॥ ১৬ ॥

প্রতিশব্দ।—হে-অর্জ্জুন ব্রহ্মলোক-পর্য্যন্ত-হইতে লোকসমূহ পুনর্জ্জন্মশীল কিন্তু কৌন্তেয় আমাকে পাইয়া পুনরাবৃত্তি না হয় ॥ ১৬ ॥

ব্যাখ্যা।—হে অর্জ্জুন! ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত যাবতীয় ভোগভূমিই পুনরাবর্ত্তনশীল; কিন্তু হে কৌন্তেয়! যাহারা আমাকে প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাদের আর পুনর্জন্ম হয় না ॥ ১৬ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—যে পুনর্মাং ন প্রাপ্নুবন্তি তে পুনরাবর্ত্তন্তে কে পুনস্তেঽন্যৎ প্রাপ্তাঃ পুনরাবর্ত্তন্ত ইত্যুচ্যতে আব্রহ্মেতি। আব্রহ্মভুবনাদ্ভবন্তি যস্মিন্ ভূতানীতি ভুবনং ব্রহ্মভুবনং ব্রহ্মলোক ইত্যর্থঃ, আব্রহ্মভুবনাৎ সহ ব্রহ্মভুবনেন লোকাঃ সর্ব্বে পুনরাবর্ত্তিনঃ পুনরাবর্ত্তনস্বভাবাঃ, হে অর্জ্জুন! মামেকমুপেত্য তু কৌন্তেয়! পুনর্জন্ম পুনরুৎপত্তির্ন বিদ্যতে ॥ ১৬ ॥

আনন্দগিরি।—ভগবন্তমুপগতানামপুনরাবৃত্তৌ ততো বিমুখানামনুপজাতসম্যগ্ধিয়াং পুনরাবৃত্তিরর্থসিদ্ধেত্যাহ যে পুনরিতি। "অপামসোমমমৃতা অভূম" ইতি শ্রুতেঃ স্বর্গাদিগতানামপি সমানৈবানাবৃত্তিরিতি আশঙ্কতে কে, পুনরিতি। অর্থবাদশ্রুতৌ কর্ম্মিণামমৃতত্বস্যাপেক্ষিকত্বং বিবক্ষিত্বা পরিহরতি উচ্যত ইতি। এতেন ভূরাদি লোকচতুষ্টয়ং প্রবিষ্টানাং পুনরাবৃত্তাবপি জনাদি লোকত্রয়ং প্রাপ্তানামপুনরাবৃত্তিরিতি বিভাগোক্তিরপ্রামাণিকত্বাদেব হেয়েত্যবধেয়ম্। তর্হি তদ্বদেবেশ্বরং প্রাপ্তানামপি পুনরাবৃত্তিঃ শঙ্কতে নেত্যাহ মামিতি। যাবৎসংপাতশ্রুতিবদীশ্বরং প্রাপ্তানাং নিবৃত্তাবিদ্যানাং পুনরাবৃত্তিরপ্রমাণিকীত্যর্থঃ। যস্য স্বাভাবিকী বংশপ্রযুক্তা চ শুদ্ধিস্তস্যৈবোক্তের্থে বুদ্ধিরুদেতীতি মত্বা সম্বুদ্ধিদ্বয়ম্ ॥ ১৬ ॥

রামানুজ।—ঐশ্বর্য্যগতিং প্রাপ্তানাং ভগবন্তং প্রাপ্তানাং চ পুনরাবৃত্তাবনাবৃত্তৌ চ হেতুমনন্তরমাহ আ ইতি। ব্রহ্মলোকপর্যান্তা ব্রহ্মলোকোদরবর্ত্তিনঃ সর্ব্বে লোকা ভোগৈশ্বর্য্যাদিরূপাঃ পুনরাবর্ত্তিনঃ নাশিনঃ, অত ঐশ্বর্য্যগতিং প্রাপ্তানামপি প্রাপ্যস্থানবিনাশিত্বমবর্জনীয়ম্, মাং সর্ব্বজ্ঞং সত্যসংকল্পং নিখিলজগদুৎপত্তিস্থিতিলয়লীলং পরমকারুণিকং সদৈকরূপং প্রাপ্তানাং বিনাশপ্রসঙ্গাভাববর্ত্তিনাং পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥ ১৬ ॥

শ্রীধর।—তদেবং সর্ব্বেষ্বপি লোকেষু পুনরাবৃত্তিং দর্শয়ন্ নির্ধারয়তি আব্রহ্মভুবনাদিতি। ব্রহ্মণো ভুবনং বাসস্থানং ব্রহ্মলোকস্তমভিব্যাপ্য সর্ব্বে লোকাঃ পুনরাবর্ত্তনশীলাঃ ব্রহ্মলোকস্যাপি বিনাশিত্বাৎ, তৎপ্রাপ্তানামনুৎপন্নজ্ঞানানামবশ্যংভাবি পুনর্জন্ম, য এবং ক্রমমুক্তিফলাভিরুপাসনাভির্ব্রহ্মলোকং প্রাপ্তাস্তেষামেব তত্রোৎপন্নজ্ঞানানাং ব্রহ্মণা সহ মোক্ষো নান্যেষাং, তথা চ "ব্রহ্মণা সহ তে সর্ব্বে সম্প্রাপ্তে প্রতিসঞ্চরে। পরস্যান্তে কৃতাত্মানঃ প্রবিশন্তি পরং পদম্"। পরস্যান্তে ব্রহ্মণঃ পরমায়ুষোঽন্তে কৃতাত্মানো ব্রহ্মভাবাপাদিতমনোবৃত্তয়ঃ কর্ম্মদ্বারেণ যেষাং ব্রহ্মলোক-প্রাপ্তিস্তেষাং ন মোক্ষ ইতি পরিনিষ্ঠিতিঃ, মামুপেত্য বর্ত্তমানানান্তু পুনর্জন্ম নাস্ত্যেবেতি ॥ ১৬ ॥

বলদেব।—মদ্বিমুখাস্তু কর্ম্মবিশেষৈঃ স্বর্গাদিলোকান্ প্রাপ্তা অপি তেভ্যঃ পতন্তীত্যাহ আব্রহ্মেতি। অভিবিধাবাকারঃ, ব্রহ্ম ভুবনং ব্যাপ্যেত্যর্থঃ। ব্রহ্মলোকেন সহ সর্ব্বে স্বর্গাদয়ো লোকাস্তত্তদ্বর্ত্তিনো জীবাস্তত্তৎকর্ম্মক্ষয়ে সতি পুনরাবর্ত্তিনো ভূমৌ পুনর্জন্ম লভন্তে। মামুপেত্যেতি পুনঃ কথনং দৃঢ়ীকরণার্থম্, অত্রেদং বোধ্যম্। পঞ্চাগ্নিবিদ্যয়া মহাহবমরণাদিনা যে ব্রহ্মলোকং গতাস্তেষাং ভোগান্তে পাতঃ স্যাৎ। যে তু সংনিষ্ঠাঃ পরেশভক্তাঃ স্বর্গাদিলোকান্ ক্রমেণানুভবন্তস্তত্র গতাস্তেষাং তু ন তস্মাৎ পাতঃ, কিন্তু তল্লোকবিনাশে তৎপতিনা সহ পরেশলোক-প্রাপ্তিরেব। "ব্রহ্মণা সহ তে সর্ব্বে সংপ্রাপ্তে প্রতিসঞ্চরে। পরস্যান্তে কৃতাত্মানঃ প্রবিশন্তি পরং পদম্" ইতি স্মরণাদিতি ॥ ১৬ ॥

মধুসূদন।—ভগবন্তমুপাগতানাং সম্যগ্দর্শিনামপুনরাবৃত্তৌ কথিতায়াং ততোবিমুখানামসম্যগ্দর্শিনাং পুনরাবৃত্তিরর্থসিদ্ধেত্যাহ আব্রহ্মেতি। আব্রহ্মভুবনাৎ ভবন্ত্যত্র ভূতানীতি ভুবনং লোকঃ, অভিবিধাবাকারঃ। ব্রহ্মলোকেন সহ সর্ব্বেঽপি লোকা মধি

শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

মুগ্ধানামসম্যগ্দর্শিনাং ভোগভূময়ঃ পুনরাবর্ত্তিনঃ পুনরাবর্ত্তনশীলাঃ। ব্রহ্মভবনাদিতি পাঠে ভবনং বাসস্থানমিতি স এবার্থঃ। হে অর্জ্জুন! স্বতঃপ্রসিদ্ধমহাপৌরুষ! কিং তদ্বদেব ত্বাং প্রাপ্তানামপি পুনরাবৃত্তির্নেত্যাহ মামীশ্বরমেকমুপেত্য তু। তুশব্দো লোকান্তরবৈলক্ষণ্যদ্যোতনার্থঃ অবধারণার্থো বা। মামেব প্রাপ্য নির্বৃতানাং হে কৌন্তেয়! মাতৃতোঽপি প্রসিদ্ধমহানুভাব! পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে পুনরাবৃত্তির্নাস্তীত্যর্থঃ। অত্রার্জ্জুনকৌন্তেয়েতি সংবোধনদ্বয়েন স্বরূপতঃ কারণতশ্চ শুদ্ধিজ্ঞানসংপত্তয়ে সূচিতা। অত্রেয়ং ব্যবস্থা যে ক্রমমুক্তিফলাভিরুপাসনাভির্ব্রহ্মলোকং প্রাপ্তাস্তেষামেব তত্রোৎপন্নসম্যগ্দর্শনানাং ব্রহ্মণা সহ মোক্ষঃ, যে তু পঞ্চাগ্নিবিদ্যাদিভিরতৎক্রতবোঽপি তত্র গতাস্তেষামবশ্যংভাবি পুনর্জন্ম, অতএব ক্রমমুক্ত্যভিপ্রায়েণ "ব্রহ্মলোকমভিসংপদ্যতে ন চ পুনরাবর্ত্ততে। অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ" ইতি শ্রুতিসূত্রয়োরুপপত্তিঃ। ইতরত্র তেষামিহ ন পুনরাবৃত্তিঃ ইমং মানবমাবর্ত্তন্ত ইতি হেমমিতি চ বিশেষণাদ্গমনাধিকরণকল্পাদন্যত্র পুনরাবৃত্তিঃ প্রতীয়তে॥ ১৬ ॥

নীলকণ্ঠ।—তদলাভেঽপি কিং স্যাদত আহ আব্রহ্মেতি। আব্রহ্মভুবনাৎ ব্রহ্মলোকমভিব্যাপ্য ব্রহ্মলোকেন সহৈবেত্যর্থঃ। লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনঃ পুনরাবৃত্তিস্বভাবাঃ হে অর্জ্জুন! শেষং স্পষ্টম্। অত্রেয়ং ব্যবস্থা যে ক্রমমুক্তিফলাভির্দহরাদিবিদ্যাভির্ব্রহ্মলোকং গতাস্তে তত্রৈব জ্ঞানং প্রাপ্য ব্রহ্মণা সহ মুচ্যন্তে। যে তু পঞ্চাগ্নিবিদ্যাভির্ব্রহ্মলোকং গতাস্তেঽনুপাসিতপরমেশ্বরাঃ পুনরাবর্ত্তন্তে ॥ ১৬ ॥

বিশ্বনাথ।—আব্রহ্মেতি। সর্ব্ব এব জীবা মহা-সুকৃতিনোঽপি জায়ন্তে মদ্ভক্তাস্তু তদ্বন্ন জায়ন্ত ইত্যাহ আব্রহ্মেতি, ব্রহ্মণো ভবনং সত্যলোকস্তমভিব্যাপ্য ॥ ১৬ ॥

তাৎপর্য্য।—কেবল ভগবৎ-প্রাপ্ত বিশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি ভিন্ন অন্য তাবতেরই পুনর্জন্ম অবশ্যম্ভাবি, ইহাই এই শ্লোকে প্রদর্শিত হইতেছে। ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত যাবতীয় ভোগভূমি পুনরাবর্ত্তনশীল; কারণ ব্রহ্মলোকও বিনাশী। কার্য্যানুষ্ঠান-বিশেষের ফলস্বরূপে ব্রহ্মলোক-প্রাপ্তি সংঘটিত হয়; কিন্তু জ্ঞানের পূর্ণতাই মোক্ষপ্রাপ্তির হেতু। সুতরাং ব্রহ্মলোক-প্রাপ্ত অনুৎপন্নজ্ঞানিগণের পুনর্জন্ম অবশ্যম্ভাবী। উত্তরোত্তর অধিকতর জ্ঞান লাভ সহকারে মুক্তি-ফলপ্রদ উপাসনার প্রভাবে যাঁহারা ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন, তাঁহারা তথায় ক্রমশঃ জ্ঞানের পূর্ণতা লাভ করিয়া, কাল সহকারে ব্রহ্মার সহিত মোক্ষ লাভ করিয়া থাকেন। ভগবৎপ্রাপ্তিই সেই পূর্ণজ্ঞান। সুতরাং যাঁহারা ভগবচ্চরণাশ্রয় লাভ করিতে পারেন নাই, তাঁহারা ব্রহ্মলোকে গমন করিলেও পুনর্জন্ম প্রাপ্তির হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারিবেন না। এস্থলে পূজ্যপাদ শ্রীধরস্বামী মহোদয় শাস্ত্রোক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন যে,

"ব্রহ্মণা সহ তে সর্ব্বে সম্প্রাপ্তে প্রতিসঞ্চরে । পরস্যান্তে কৃতাত্মানঃ প্রবিশন্তি পরং পদম্ ॥" অর্থাৎ তাঁহারা সকলে ব্রহ্মার সহিত দেহ লাভ করিয়া পরিণামে জ্ঞানোৎপত্তি সহকারে পরমপদ লাভ করেন । এস্থলে যে "পরস্যান্তে" শব্দ রহিয়াছে তাহার দ্বারা ব্রহ্মার পরমায়ুর শেষে এইরূপ অর্থ করিতে হইবে, এবং 'কৃতাত্মানঃ' শব্দের ব্রহ্ম-ভাব-প্রাপ্ত-মনোবৃত্তি-সম্পন্ন এইরূপ অর্থ নির্ণয় করিতে হইবে । এতদ্দ্বারা ইহাই সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, কেবল কর্ম্ম দ্বারা ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইলেও মোক্ষ লাভ ঘটিবে না ; ক্রমমুক্তি-ফলপর্য্যবসায়িনী উপাসনা * প্রভাবে ব্রহ্মভাবাপন্ন হইলে মুক্তি লাভ ঘটিবে । কিন্তু হে অর্জ্জুন !

---

* ক্রমমুক্তি ।—শ্রীমদ্ভাগবতে যোগ প্রভাবে প্রাণত্যাগের প্রণালী বিবৃত হইয়াছে । আমরা এতদধ্যায়স্থ ৯।১০ম শ্লোকের তাৎপর্য্যে তাহার আলোচনা করিয়াছি। সেই প্রসঙ্গের সঙ্গে সঙ্গেই তথায় ক্রমমুক্তির বিষয় কথিত হইয়াছে । এস্থলে তাহা উদ্ধৃত হইতেছে। "যোগেশ্বরাণাং গতিমাহুরন্তর্ব্বহিস্ত্রিলোক্যাঃ পবনান্তরাত্মনাম্ । ন কর্ম্মভিস্তাং গতিমাপ্নুবন্তি বিদ্যাতপোযোগ-সমাধিভাজাম্ ॥ ২৩ ॥ বৈশ্বানরং যাতি বিহায়সাগতঃ সুষুম্নয়া ব্রহ্মপথেন রোচিষা । বিধূত কল্কোহথ হরে রুদস্তাৎ প্রয়াতিচক্রং নৃপ শৈশুমারম্ ॥ ২৪ ॥ তদ্বিশ্বনাভিং ত্বতিবর্ত্ত্য বিষ্ণোরণীয়সা বিরজেনাত্মনৈকঃ । নমস্কৃতং ব্রহ্মবিদামুপৈতি কল্পায়ুষো যদ্বিবুধা রমন্তে ॥২৫॥ অথো অনন্তস্য মুখানলেন সন্দহ্যমানং স নিরীক্ষ্য বিশ্বম্ । নির্যাতি সিদ্ধেশ্বর-যুষ্টধিষ্ণ্যং যদ্দ্বৈপরার্দ্ধ্যং তত্তু পারমেষ্ঠ্যম্ ॥ ২৬ ॥ ন যত্র শোকো ন জরা ন মৃত্যুর্নার্ত্তির্ন চোদ্বেগ ঋতে কুতশ্চিৎ । যচ্চিত্ততোহদঃ কৃপয়াহনিদং বিদাং দুরন্তদুঃখপ্রভবানুদর্শনাৎ ॥ ২৭ ॥ ততো বিশেষং প্রতিপদ্য নির্ভয়স্তেনাত্মনাপোহনলমূর্ত্তিরত্বরন্। জ্যোতির্ম্ময়ো বায়ুমুপেত্য কালে বায়্বাত্মনা খং বৃহদাত্মলিঙ্গম্ ॥ ২৮ ॥ ঘ্রাণেন গন্ধং রসনেন বৈ রসং রূপং চ দৃষ্ট্যা শ্বসনং ত্বচৈব। শ্রোত্রেণ চোপেত্য নভোগুণত্বং প্রাণেন চাকূতিমুপৈতি যোগী ॥ ২৯ ॥ সভূত সূক্ষ্মেন্দ্রিয় সন্নিকর্ষং মনোময়ং দেবময়ং বিকার্য্যম্। সংসাদ্য গত্যা সহতেন যাতি বিজ্ঞানতত্ত্বং গুণ সন্নিরোধম্ ॥ ৩০ ॥ তেনাত্মনাত্মানমুপৈতি শান্তমানন্দমানন্দময়োহবসানে। এতাং গতিং ভাগবতীং গতো যঃ সবৈ পুন নে'হ বিসজ্জতেহঙ্গ ॥ ৩১ ॥ এতে সৃতীতি নৃপ বেদগীতে ত্বয়াভিপৃষ্টে চ সনাতনে চ। যে বৈ পুরা ব্রাহ্মণ আহ তুষ্ট আরোধিতো ভগবান্ বাসুদেবঃ ॥ ৩২ ॥ শ্রীমদ্ভাগবত। ২য় স্কন্দ। ২ অধ্যায়।

যাঁহারা বিদ্যা, তপ, যোগ, সমাধিকে ভজনা করেন, তথাভূত যোগীন্দ্রগণই বায়ুমধ্যে স্বকীয় লিঙ্গশরীর বিলীন করিয়া, ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরে ও মধ্যে যথেচ্ছ গতাগতি করিয়া থাকেন । কর্ম্মের দ্বারা তাদৃশী গতি লাভ করিতে পারা যায় না ॥ ২৩ ॥ কর্ম্মী দেহান্তে আকাশ পথে গমন করিয়া জ্যোতির্ম্ময়ী সুষুম্না নাড়ী-দ্বারা প্রথমতঃ অগ্ন্যভিমানিনী দেবতার নিকট উপস্থিত হন। তথায় সকল পাপ প্রক্ষালিত হইলে তারকারূপে নারায়ণের অধিষ্ঠান স্থান, শৌশুমার—জ্যোতিশ্চক্র প্রাপ্ত হন ॥ ২৪ ॥ তাহার পর ব্রহ্মাণ্ডের আশ্রয় স্বরূপ সে ভাগবতচক্র অতিক্রান্ত করিয়া অন্যের নমস্কৃত, এবং ব্রহ্মবিদ্ব্যক্তিদিগের যে স্থান, যে স্থানে কল্পায়ু বিবুধবর্গ নিরত রহিয়াছেন, সেই মহর্লোক প্রাপ্ত হন ॥ ২৪ ॥ অনন্তর কল্পান্তকালে, অনন্তদেবের মুখোদ্গীর্ণ অগ্নিরাশি, যখন জগৎ দগ্ধ করিতে আরম্ভ করে, সেই প্রচণ্ডতাপে উত্তপ্ত হইয়া তাঁহারা ব্রহ্মলোকে গমন করেন। সিদ্ধেশ্বর সেবিত, বিমানবর্গশোভিত, এই ব্রহ্মলোক দ্বিপরার্দ্ধকাল স্থায়ী ॥ ২৬ ॥ দুরন্ত দুঃখদায়ক জীবজন্ম অবলোকন জন্য যে মানসিক দুঃখ, এতদ্ব্যতীত, শোক, দুঃখ জরা, মরণ, রোগ,

যাঁহারা একমাত্র আমাকে প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের মুক্তিবিষয়ে আর কোনই সন্দেহ থাকে না, সুতরাং তাঁহাদের পুনর্জন্ম হইবার কোনই আশঙ্কা নাই ॥ ১৬ ॥

☞ পাঠান্তর—আব্রহ্মভবনাৎ।

সহস্রযুগপর্য্যন্তমহর্যদ্ ব্রহ্মণো বিদুঃ।
রাত্রিং যুগসহস্রান্তাং তেঽহোরাত্রবিদো জনাঃ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়।—সহস্র-যুগ-পর্য্যন্তম্ (সহস্রাণি যুগানি পর্য্যন্তং অবসানং যস্য) ব্রহ্মণঃ (প্রজাপতেঃ) যৎ অহঃ (দিনম্) যুগ-সহস্র-অন্তাম্ (চতুর্যুগসহস্রপর্য্যন্তাম্) রাত্রিম্ [যে] বিদুঃ (জানন্তি) তে জনাঃ অহঃ-রাত্র-বিদঃ (কালসংখ্যাজ্ঞাঃ) ॥ ১৭ ॥

প্রতিশব্দ।—সহস্র-যুগান্ত-ব্যাপী ব্রহ্মার যে দিন চতুর্যুগসহস্র-পর্য্যন্ত রাত্রি [যাঁহারা] জানেন সেই মানবেরা দিবা-রাত্রির-তত্ত্ব-বিৎ ॥ ১৭ ॥

উদ্বেগ ইত্যাদি কিছুরই অস্তিত্ব সে স্থানে অনুভূত হয় না ॥ ২৭ ॥ তাহার পর লিঙ্গশরীর দ্বারা, ব্রহ্মাণ্ডের আবরণ বিদীর্ণ করিয়া, নির্ভয় জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ পৃথিবীরূপেই তাহার অব্যবহিত জলস্বরূপ হইয়া, তত্রত্য ঐন্দ্রিয়ক বিচিত্র-বিষয় সমূহ উপভোগ করিয়া অনলরূপে পরিণত হয়েন। তাহার পর পরমাত্মার মূর্ত্তিস্বরূপ বিশাল ব্যোমকক্ষে বিলুপ্ত হইয়া যান ॥ ২৮ ॥ তদনন্তর সেই যোগী ইন্দ্রিয়বর্গের বিষয়স্বরূপ সূক্ষ্ম ভূতকেও তত্তৎ প্রকারে অতিক্রম করেন ॥ ২৯ ॥ ভূত-প্রপঞ্চের ও ইন্দ্রিয়বর্গের বিলয়ালয়,—মনোময় দেবময়, অর্থাৎ রাজসিক, তামসিক এবং সাত্ত্বিক এই ত্রিবিধ অহঙ্কারস্বরূপ আবরণে আবৃত হইয়া, গমন-ক্রমে সেই অহঙ্কারের সহিত মহত্তত্ত্ব প্রাপ্ত হন, তদনন্তর গুণ-গ্রামের লয়-স্থান যে প্রধান, অর্থাৎ প্রকৃতি তাহাতে অবস্থিত হন ॥ ৩০ ॥ তাহার পর প্রকৃতরূপে আনন্দময় হইয়া উপাধি সকল কবলিত করিয়া, পরম আনন্দস্বরূপ শান্ত অবিকৃত আত্মাকে লাভ করেন। মহারাজ! তাঁহারা আর আবর্ত্তিত হন না ॥ ৩১ ॥ মহারাজ! আপনার জিজ্ঞাসিত গতিদ্বয়ের বিবরণ বিস্তৃতরূপে বলিলাম। ইহা আমার স্বকপোল কল্পিত নহে, প্রত্যুত বেদনিহিত, এবং ব্রহ্মকর্ত্তৃক আরাধিত হইয়া পরিতুষ্ট-চিত্ত স্বয়ং ভগবান্ কর্ত্তৃক ইহা কথিত ॥ ৩২ ॥

ব্যাখ্যা।—সহস্র-যুগপরিমিতকালে ব্রহ্মার একদিন, এবং তাদৃশ কালে তাঁহার এক রাত্রি হয় ; এই তত্ত্ব যাঁহারা সম্যক্‌রূপে প'রিজ্ঞাত হইয়াছেন, তাঁহারাই অহোরাত্রের প্রকৃত মর্ম্মজ্ঞ ॥ ১৭ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—ব্রহ্মলোকসহিতা লোকাঃ কস্মাৎ পুনরাবর্ত্তিনঃ কালপরিচ্ছিন্নত্বাৎ. কথং সহস্রেতি। সহস্রযুগপর্য্যন্তং সহস্রাণি যুগানি পর্য্যন্তং পর্য্যবসানং যস্যাহ্নস্তদহঃ সহস্রযুগপর্য্যন্তং ব্রহ্মণঃ প্রজাপতেঃ বিরাজো বিদুঃ রাত্রিমপি যুগসহস্রামহঃপরিমাণামেব। কে বিদুরিত্যাহ তেঽহোরাত্রবিদঃ কালসংখ্যাবিদো জনা ইত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

আনন্দগিরি।—ব্রহ্মলোকসহিতানাং পুনরাবৃত্তৌ হেতুং প্রশ্নদ্বারা দর্শয়তি ব্রহ্মেতি। উক্তমেব হেতুমাকাঙ্ক্ষাপূর্ব্বকমুত্তরশ্লোকেন সাধয়তি কথমিত্যাদিনা। যথোক্তাহোরাত্রাবয়বমাসর্ত্ত্বয়নসম্বৎসরাবয়বশতসংখ্যায়ুরবচ্ছিন্নত্বাৎ প্রজাপতেস্তদন্তর্ব্বর্ত্তিনামপি লোকানাং যথাযোগ্যকালপরিচ্ছিন্নত্বেন পুনরাবৃত্তিরিত্যভিপ্রেত্য ব্যাচষ্টে সহস্রেত্যাদিনা ॥ ১৭ ॥

রামানুজ।—ব্রহ্মলোকপর্য্যন্তানাং লোকনাং তদন্তর্ব্বর্ত্তিনাঞ্চ পরমপুরুষসংকল্পকতামুৎপত্তিবিনাশকালব্যবস্থামাহ সহস্রেতি। যে মনুষ্যাদিচতুর্ম্মুখান্তানাং মৎসংকল্পকৃতামহোরাত্রব্যবস্থাং বিদুস্তে জনা ব্রহ্মণশ্চতুর্ম্মুখস্য যদহশ্চতুর্যুগসহস্রাবসানং বিদুঃ রাত্রিঞ্চ তথারূপাম্ ॥ ১৭ ॥

হনুমান্।—আ ইতি। সহস্রযুগপর্য্যন্তং যুগসহস্রপ্রমাণং ব্রহ্মণো যদণুঃ তদ্যুগসহস্রপ্রমাণং বিদুর্ব্রহ্মণো। রাত্রিমপি যুগসহস্রান্তামহোরাত্রবিদো জনাঃ জ্ঞানিনঃ এবং বিদুঃ ॥ ১৬। ১৭ ॥

শ্রীধর।—নন্থ চ "তপস্বিনো দানশীলা বীতরাগাস্তিতিক্ষবঃ। ত্রৈলোক্যস্যোপরিস্থানং লভন্তে শোকবর্জ্জিতম্।" ইত্যাদি পুরাণবাক্যৈস্ত্রিলোক্যাঃ সকাশান্মহর্লোকাদীনামুৎকৃষ্টত্বং গম্যতে বিনাশিত্বে চ সর্ব্বেষামবৈশিষ্ট্যে কথমসৌ বিশেষঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্য বহুকল্পকালাবস্থায়িত্বনিমিত্তোঽসৌ বিশেষ ইত্যাশয়েন স্বমানেন শতবর্ষায়ুষো ব্রহ্মণোঽহন্যহনি ত্রিলোক্যা উৎপত্তির্নিশিনিশি চ প্রলয়ো ভবতীতি দর্শয়িষ্যন্ ব্রহ্মণোঽহোরাত্রয়োঃ প্রমাণমাহ সহস্রেতি। সহস্রং যুগানি পর্য্যন্তোঽবসানং যস্য তদ্ব্রহ্মণো যদহস্তদ্‌যে বিদুঃ যুগসহস্রমন্তো যস্যাস্তাং রাত্রিঞ্চ যোগবলেন যে বিদুস্ত এব সর্ব্বজ্ঞা জনা অহোরাত্রবিদঃ, যেষান্তু কেবলং চন্দ্রাদিত্যগত্যৈব জ্ঞানং তে তথাঽহোরাত্রবিদো ন ভবন্তি অল্পদর্শিত্বাৎ, যুগশব্দেনাত্র চতুর্যুগমভিপ্রেতং "চতুর্যুগসহস্রন্তু ব্রহ্মণো দিনমুচ্যতে" ইতিবিষ্ণুপুরাণোক্তেঃ, ব্রহ্মণ ইতি চ মহর্লোকাদিবাসিনামুপলক্ষণার্থম্। তত্রায়ং কালগণণাপ্রকারঃ, মনুষ্যাণাং যদ্বর্ষং তদ্দেবানামহোরাত্রং তাদৃশৈরহোরাত্রৈঃ পক্ষমাসাদিকল্পনয়া দ্বাদশভির্ব্বর্ষসহস্রৈশ্চতুর্যুগং ভবতি চতুর্যুগসহস্রন্তু ব্রহ্মণো দিনং তাবৎপ্রমাণৈব রাত্রিস্তাদৃশৈশ্চাহোরাত্রৈঃ পক্ষমাসাদিক্রমেণ বর্ষশতং ব্রহ্মণঃ পরমায়ুরিতি ॥ ১৭ ॥

বলদেব।—স্বর্গাদয়ঃ সত্যান্তাঃ সর্ব্বে লোকাঃ কালপরিচ্ছিন্নত্বাৎ বিনশ্যন্তীতি ভাবেনাহ সহস্রেতি। যদ্ যে ব্রহ্মণশ্চতুর্ম্মুখস্যাহর্দ্দিনং নৃমানেন সহস্রযুগপর্য্যন্তং বিদুঃ, "চতুর্যুগসহস্রন্তু ব্রহ্মণো দিনমুচ্যতে" ইতি স্মৃতেঃ। সহস্রং চতুর্যুগানি পর্য্যন্তোঽবসানং যস্য তৎ। তস্য রাত্রিঞ্চ চতুর্যুগসহস্রান্তাং বিদুস্ত এব যোগিনো জনা অহোরাত্রবিদো ভবন্তি। নত্বন্যে চন্দ্রার্কগতিবিদো, মহর্লোকাদিস্থিতানামুপলক্ষণমেতৎ। অয়মর্থঃ—নৃণাং বর্ষং দেবানামহোরাত্রং তাদৃশৈরহোরাত্রৈঃ পক্ষমাসাদিগণনয়া দ্বাদশভির্বর্ষসহস্রৈশ্চতুর্যুগং চতুর্যুগানাং সহস্রন্তু ব্রহ্মণো দিনং রাত্রিশ্চ তাবত্যেব, তাদৃশৈশ্চাহোরাত্রৈঃ পক্ষাদিগণনয়া বর্ষশতং তস্য পরমায়ুরিতি, তদন্তে তল্লোকস্য তদ্বর্ত্তিনাঞ্চ বিনাশাদাবৃত্তিঃ সিদ্ধেতি॥ ১৭॥

মধুসূদন।—ব্রহ্মলোকসহিতাঃ সর্ব্বে লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনঃ, কস্মাৎ? কালপরিচ্ছিন্নত্বাদিত্যাহ সহস্রেতি। মনুষ্যপরিমাণেন সহস্রযুগপর্য্যন্তং সহস্রং যুগানি চতুর্যুগানি পর্য্যন্তোঽবসানং যস্য তৎ "চতুর্যুগসহস্রং তু ব্রহ্মণো দিনমুচ্যতে" ইতি হি পৌরাণিকং বচনং, তাদৃশং ব্রহ্মণঃ প্রজাপতেরহর্দ্দিনং যৎ যে বিদুঃ, তথা রাত্রিং যুগসহস্রান্তাং চতুর্যুগসহস্রপর্য্যন্তাং যে বিদুরিতি বর্ত্ততে, তেঽহোরাত্রবিদঃ ত এবাহোরাত্রবিদো যোগিনো জনাঃ, যে তু চন্দ্রার্কগত্যৈব বিদুস্তে নাহোরাত্রবিদঃ স্বল্পদর্শিত্বাদিত্যভিপ্রায়ঃ॥ ১৭॥

নীলকণ্ঠ।—আবৃত্তিভাজাং কালপরিচ্ছেদমাহ সহস্রেতি। যুগশব্দোঽত্র চতুর্যুগপর্য্যায়ঃ "চতুর্যুগসহস্রন্তু ব্রহ্মণো দিনমুচ্যতে" ইতি পুরাণান্তরে দর্শনাৎ, সহস্রং চতুর্যুগানি পর্য্যন্তোঽবসানং যস্য, তচ্চতুর্যুগসহস্রং ব্রহ্মণো দিনম্ রাত্রিরপি তাবতীত্যাহ রাত্রিমিতি। অত্রাপি চতুর্যুগসহস্রাণাং অন্তে ভবতি তাং চতুর্যুগসহস্রান্তাং তে প্রসিদ্ধা অহোরাত্রবিদো জনা বিদুঃ॥ ১৭॥

বিশ্বনাথ।—নন্বমৃতং ক্ষেমমভয়ং ত্রিমূর্দ্ধ্নোঽধায়িমূর্দ্ধস্বিতি দ্বিতীয়-স্কন্ধোক্তেঃ কেষাঞ্চিন্মতে ব্রহ্মলোকস্য অভয়ত্বশ্রবণাৎ। সন্ন্যাসিভিরপি জিগমিষিত্বাৎ তত্রত্যানাং পাতো ন সম্ভাব্যতে। মৈবং—তল্লোকস্বামিনো ব্রহ্মণোঽপি পাতঃ স্যাৎ কি মুতান্যেষাং? ইতি ব্যঞ্জয়ন্নাহ সহস্রেতি। সহস্রং যুগানি পর্য্যন্তোঽবসানং যস্য তৎ ব্রহ্মণোঽহর্দিনং যৎ যে শাস্ত্রাভিজ্ঞা বিদুর্জানন্তি, তেঽহোরাত্রবিদো জনাঃ রাত্রিমপিতেষাং যুগসহস্রাং বিদুঃ। তেন তাদৃশাহরাত্রৈঃ পক্ষমাসাদিক্রমেণ বর্ষশতং ব্রহ্মণঃ পরমায়ুরিতি। এতদন্তে তস্যাপি পাতঃ কস্যচিদ্বৈষ্ণবস্য তস্য ব্রহ্মণো মোক্ষশ্চেতি ব্যঞ্জিতম্। ১৭।

তাৎপর্য্য।—পুরাণে উক্ত আছে, 'তপস্বিনোদানশীলা বীতরাগাস্তিতিক্ষবঃ। ত্রৈলোক্যস্যোপরিস্থানং লভন্তে শোকবর্জ্জিতম্॥' অর্থাৎ তপস্যানিরত, দান পরায়ণ, বীতরাগ এবং তিতিক্ষাশালী ব্যক্তিগণ ত্রৈলোক্যের উপরিস্থিত শোক-বিরহিত স্থান লাভ করেন। ইত্যাদি পৌরাণিক বাক্য-

দ্বারা ত্রৈলোক্যাতীত মহর্লোকাদির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হইতেছে। কিন্তু যখন শ্রীভগবানের পূর্ব্বশ্লোকোক্ত বিধানানুসারে সকলই বিনাশশীল, তখন আর লোক বিশেষের বিশেষত্ব ঘটিবার কোনই কারণ নাই। তবে কি উল্লিখিত পুরাণোক্তি অলীক? তাহা নহে। শ্রীভগবান্ বর্ত্তমান শ্লোকে এই অভিপ্রায় পরিব্যক্ত করিতেছেন যে, বহুকাল স্থায়িত্বই তাদৃশ লোক * সমূহের বিশেষত্বের হেতু। এই অভিপ্রায় পরিব্যক্ত করিবার নিমিত্ত তিনি প্রথমতঃ কালপরিমাণের প্রসঙ্গ অবতারিত করিয়া তজ্‌জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা প্রতিপাদন করিতেছেন। এতদভিপ্রায়ে তিনি স্বকীয় কালপরিমাণানুসারে শতবর্ষ পরিমিত আয়ুঃসম্পন্ন ব্রহ্মার অহোরাত্রের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছেন।

সহস্রযুগ পরিমিত কালে ব্রহ্মার একদিন হয়, এবং ব্রহ্মার এক রাত্রিও সহস্র যুগ পরিমিত কাল ব্যাপিনী। যে সর্ব্বজ্ঞ ব্যক্তি যোগশক্তিপ্রভাবে ব্রহ্মার এই দিবারাত্রির বিষয় হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তিনিই প্রকৃত অহোরাত্রজ্ঞ। যাঁহারা জ্যোতিষাদি শাস্ত্রালোচনা করিয়া চন্দ্রসূর্য্যের গতি-নির্ণয় ও তদদুপলক্ষে দিবা ও রাত্রির পরিমাণ বা তত্ত্ব বিনির্ণয় করেন, তাঁহারা অল্পদর্শী; সুতরাং তাঁহাদিগকে অহোরাত্রবিদ্ বলিয়া কখনই নির্দ্দেশ করা যায় না।

---

* লোক।—লোক সাতটি। যথা; ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ. জন, তপঃ এবং সত্য। এই সপ্ত লোকের মধ্যে প্রথম তিনটি, অর্থাৎ ভূঃ. ভুবঃ ও স্বঃ ত্রৈলোক্য নামে অভিহিত হইয়া থাকে। নিম্নে এই লোক সকলের অবস্থান স্থানাদি বিষয়ক বৃত্তান্ত উদ্ধৃত হইতেছে। "রবিচন্দ্রমসোর্যাবন্ময়ূখৈরবভাসতে। সসমুদ্রসরিচ্ছৈলা তাবতী পৃথিবী স্মৃতা॥ যাবৎ প্রমাণা পৃথিবী বিস্তারপরিমণ্ডলাৎ। নভস্তাবৎ প্রমাণং বৈ ব্যাসমণ্ডলতো দ্বিজ। ৪। ভূমের্যোজনলক্ষে তু সৌরং মৈত্রেয় মণ্ডলম্। লক্ষাদ্দিবাকরস্যাপি মণ্ডলং শশিনঃ স্থিতম্। ৫। পূর্ণে শত সহস্রে তু যোজনানাং নিশাকরাৎ। নক্ষত্রমণ্ডলং কৃৎস্নম্ উপরিষ্টাৎ প্রকাশতে। ৬। দ্বে লক্ষে চোপরি ব্রহ্মন্ বুধো নক্ষত্রমণ্ডলাৎ। তাবৎ প্রমাণভাগে তু বুধস্যাপ্যুশনাঃ স্থিতঃ। ৭। অঙ্গারকোঽপি শুক্রস্য তৎপ্রমাণে ব্যবস্থিতঃ। লক্ষদ্বয়েন ভৌমস্য স্থিতো দেবপুরোহিতঃ। ৮। শৌরির্বৃহস্পতেশ্চোর্দ্ধং দ্বিলক্ষে সম্যগাস্থিতঃ। সপ্তর্ষিমণ্ডলং তস্মাৎ লক্ষমেকং দ্বিজোত্তম। ৯। ঋষিভ্যস্তু সহস্রানাং শতাদূর্দ্ধং ব্যবস্থিতঃ। মেধীভূতঃ সমস্তস্য জ্যোতিশ্চক্রস্য বৈ ধ্রুবঃ। ১০। ত্রৈলোক্যমেতৎ কথিতমুৎসেধেন মহামুনে। ইজ্যাফলস্য ভূরেষা ইজ্যাচাত্র ব্যবস্থিতা। ১১। ধ্রুবাদূর্দ্ধং মহর্লোকো যত্র তে কল্পবাসিনঃ। একযোজনকোটিস্তু যত্র তে কল্পবাসিনঃ। দ্বে কোট্যৌ তু জনো লোকো যত্র তে ব্রহ্মণঃ সুতাঃ। সনন্দনাদ্যাঃ কথিতা মৈত্রেয়ামলচেতসঃ। চতুর্গুণোত্তরে চোর্দ্ধং জনলোকাৎ তপঃ

মূলে যে 'যুগ' শব্দ আছে, তাহাতে 'চতুর্যুগ' বুঝিতে হইবে। কারণ 'চতুর্যুগসহস্রন্তু ব্রহ্মণো দিনমুচ্যতে।' শ্রীমদ্ভাগবত ও বিষ্ণুপুরাণাদিতে এইরূপ উক্তি পরিদৃষ্ট হয়। অর্থাৎ মনুষ্যগণের চতুর্যুগ সহস্রে ব্রহ্মার একদিন হয় এবং তাদৃশ কালেই রাত্রি হয়। সুতরাং মানবীয় পরিমাণানুসারে ৮৬৪০০০০০০০ বর্ষে ব্রহ্মার এক অহোরাত্র হইয়া থাকে। কালগণনার প্রকার যথা; মনুষ্যের এক বর্ষে দেবতাদিগের এক অহোরাত্র হয়। তাদৃশ দেব-অহোরাত্রির সহিত, পক্ষমাসাদি কল্পনা ক্রমে, দ্বাদশ-সহস্র বৎসরে চারিযুগ হয়। এতাদৃশ চতুর্যুগ সহস্রে ব্রহ্মার এক দিন এবং তত্তুল্য কালে এক রাত্রি হয়। এইরূপ অহোরাত্র সহকৃত পক্ষমাসাদি সংবলিত এক শত বর্ষ ব্রহ্মার পরমায়ু।

স্মৃতম্। বৈরাজা যত্র তে দেবাঃ স্থিতা দাহবিবর্জ্জিতাঃ। ১৪। ষড়্গুণেন তপোলোকাৎ সত্যলোকো বিরাজতে। অপুনর্ম্মারকা যত্র ব্রহ্মলোকো হি স স্মৃতঃ। ১৫। পাদগম্যন্তু যৎকিঞ্চিৎ বস্ত্বস্তি পৃথিবীময়ম্। স ভূর্লোকঃ সমাখ্যাতো বিস্তারোঽস্য ময়োদিতঃ। ১৬। ভূমিসূর্য্যান্তরং যত্তু সিদ্ধাদিমুনিসেবিতম্। ভুবর্লোকস্তু সোঽপ্যুক্তো দ্বিতীয়ো মুনিসত্তম। ১৭। ধ্রুবসূর্য্যান্তরং যচ্চ যোজনানি চতুর্দ্দশ। স্বর্লোকঃ সোঽপি গদিতো লোকসংস্থানচিন্তকৈঃ। ১৮। ত্রৈলোক্য মেতৎ কৃতকং মৈত্রেয় পরিপঠ্যতে। জনস্তপস্তথা সত্যমিতি চাকৃতকং ত্রয়ম্। ১৯। কৃতকাকৃতয়োর্ম্মধ্যে মহর্লোক ইতি স্মৃতঃ। শূন্যো ভবতি কল্পান্তে যোঽত্যন্তং ন বিনশ্যতি। ২০। এতে সপ্ত ময়া লোকা মৈত্রেয় কথিতাস্তব, পাতালানি চ সপ্তৈব ব্রহ্মাণ্ডস্যৈষ বিস্তরঃ। ২১।

দিবাকর ও নিশাকরের কিরণ-কলাপ-কর্ত্তৃক জগতের যে পর্য্যন্ত উদ্ভাসিত হয়, শৈল সরিৎ এবং সমুদ্র সহকৃত পৃথিবীর সীমান্তও সেই পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট। ৩। যতদূর পৃথিবীর পরিমাণ, যতদূর পৃথিবীর বিস্তার; ব্রহ্মন্! আকাশও ততদূর বিস্তৃত এবং সেই পর্যান্তই পরিমিত। ৪। পৃথিবী হইতে লক্ষ-যোজন ঊর্দ্ধে সৌরমণ্ডল সংস্থিত, সৌরমণ্ডল হইতে লক্ষ-যোজন দূরে চন্দ্রমণ্ডল অবস্থিত। ৫। চন্দ্রমণ্ডল হইতে শত সহস্র অর্থাৎ লক্ষ-যোজন দূরে ঊর্দ্ধদেশে দুর্ব্বোধ নক্ষত্র মণ্ডল। ৬। নক্ষত্রমণ্ডল হইতে দ্বিলক্ষ-যোজন দূরে বুধগ্রহের অবস্থান, বৌধমণ্ডল অপেক্ষা দ্বিলক্ষ-যোজন দূরে শুক্র-গ্রহ বর্ত্তমান। ৭। এবং শুক্রের বাসস্থান হইতে দ্বিলক্ষ-যোজন ঊর্দ্ধে মঙ্গলমণ্ডল অবস্থিত, মঙ্গলগ্রহ হইতে লক্ষদ্বয় ঊর্দ্ধে বৃহস্পতির অবস্থিতি। ৮। ব্রহ্মন্! বার্হস্পত্য মণ্ডল অপেক্ষা দ্বিলক্ষ-যোজন দূরে শনৈশ্চর গ্রহের অবস্থান, সে স্থান হইতে একলক্ষ-যোজন দূরে সপ্তর্ষিমণ্ডল সংস্থিত। ৯।

সপ্তর্ষিমণ্ডল হইতে লক্ষ-যোজন দূরে জ্যোতিশ্চক্রের কেন্দ্রভূমি ধ্রুব নক্ষত্রের মণ্ডল নির্ণীত হইয়াছে। ১০। মহর্ষে! তোমার অনুরোধে, তোমার নিকটে এই ত্রৈলোক্যের বিবরণ বিবৃত হইল; এই ত্রৈলোক্যই যাগ-যজ্ঞাদির ফল-ভোগ-ভূমি; ইহার মধ্যেই (ভারতবর্ষে) যাগ-যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। ১১। এই ধ্রুবলোক হইতে এক কোটি-যোজন দূরে কল্পান্তজীবি ভৃগু প্রভৃতির বাসস্থান, মহর্লোক। ১২। মৈত্রেয়! পূতচিত্ত সনন্দাদি ব্রহ্মার পুত্র যে পবিত্র ক্ষেত্রে অবস্থিত, সেই সুপ্রসিদ্ধ জনলোক, ধ্রুবলোক হইতে দ্বিলক্ষ-যোজন দূরে প্রতিষ্ঠিত। জনলোক হইতে অষ্টকোটি-যোজন

ব্রহ্মার এইরূপ দিবা রাত্রিতে সৃষ্টি ও প্রলয় পর্য্যায়ক্রমে সংঘটিত হইয়া থাকে। তাহার বিবরণ পরবর্ত্তী শ্লোক আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যাইবে। পরবর্ত্তী দুই শ্লোকে সৃষ্টি ও প্রলয় সহকারে জীবের গমনাগমন বিষয়ক যে তত্ত্ব পরিব্যক্ত হইয়াছে, তাহা প্রণিধান করিতে হইলে ব্রহ্মার কালতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হওয়া আবশ্যক ; এই জন্যই শ্রীভগবান্ এস্থলে আপাততঃ অসংলগ্নবৎ এই শ্লোকের অবতারণা করিয়াছেন ॥ ১৭ ॥

অব্যক্তাদ্ ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে।
রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে ॥ ১৮॥

অন্বয়।—অহরাগমে (অহ্নঃ আবির্ভাবকালে) অব্যক্তাৎ (প্রজাপতেঃ স্বাপাবস্থারূপাৎ) সর্ব্বাঃ ব্যক্তয়ঃ (স্থাবরজঙ্গমলক্ষণাঃ প্রজাঃ) প্রভবন্তি (অভিব্যজ্যন্তে) রাত্র্যাগমে (রাত্রেরাবির্ভাবে) তত্র (তস্মিন্) অব্যক্তসংজ্ঞকে (ব্রহ্মণঃ স্বাপাবস্থারূপে কারণে) এব (নিশ্চয়ং) প্রলীয়ন্তে (তিরোভবন্তি) ॥ ১৮ ॥

ঊর্দ্ধে তপোলোক, সর্ব্বতঃসন্তাপশূন্যচিত্ত, বৈরাজ নামে অভিহিত দাহবর্জ্জিত দেবদল যে স্থানে বিরাজিত। ১৪। তপোলোক হইতে দ্বাদশ-কোটি-যোজন ঊর্দ্ধে সত্যলোক। সত্যলোক তাহারই নাম, যেখানে জীব জন্ম-মৃত্যু বিবর্জ্জিত। ১৫। পদদ্বারা গন্তব্য বস্তু জগতে যেখানে যাহা দৃষ্ট হয়, তাবৎ সমস্তই ভূর্লোকের অন্তর্নিহিত, অর্থাৎ সে সকলই ভূর্লোক। ইহা বিস্তৃত রূপে পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। ১৬।

মুনিবর! সূর্য্য-মণ্ডল হইতে ভূতল পর্য্যন্ত বিস্তৃত অমর-কিন্নর-নরসেবিত যে স্থান, তাহারই নাম ভুবর্লোক। ইহাকে দ্বিতীয় লোক বলে। ১৭।

সূর্য্যমণ্ডল হইতে ধ্রুবমণ্ডল পর্য্যন্ত যে চতুর্দ্দশ লক্ষ যোজন স্থান, লোকনিবাসবিদিত ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক তাহাই স্বর্লোক বলিয়া কথিত। ১৮।

প্রলয়কালে অলীন বলিয়া, সত্য, জন, তপ, এই ত্রিলোক কৃতক নামে অভিহিত। মৈত্রেয়! এই সেই কৃতকাখ্য ত্রৈলোক্য। ১৯। এই কথিত কৃতকাভিধেয় লোকত্রয় ব্যতীত অবান্তর লোকত্রয় অকৃতক নামে অভিহিত। কৃতক ও অকৃতক এই উভয়বিধ লোকের মধ্যবর্ত্তী স্থানে মহর্লোক অবস্থিত। এই জন্যই এ লোকের নাম কৃতাকৃতক। কল্পান্তকালে এলোক লোকশূন্য ও অপূর্ণলয়াবস্থায় রহিয়া যায়। ২০।

মৈত্রেয়! এই সপ্তলোকের বৃত্তান্ত, আমি তোমাকে বলিলাম, ইহার অধোভাগে সপ্তপাতালও এইরূপে অবস্থিত। ইহাই ব্রহ্মাণ্ডের বিস্তর, অর্থাৎ চতুর্দ্দশ ভুবন বলিয়া বিখ্যাত। ২১। (বিষ্ণুপুরাণ ২য় অংশ, ৭ম অধ্যায়।)

প্রতিশব্দ।—দিবাবির্ভাবে কারণ-হইতে যাবতীয় ভূত আবির্ভূত হয় রাত্র্যাগমে সেই কারণ-স্বরূপে-ই তিরোহিত হয় ॥ ১৮ ॥

ব্যাখ্যা।—যখন ব্রহ্মার দিবা আবির্ভূত হয়, তখনই তাঁহার শয়নাবস্থারূপ কারণ হইতে স্থাবরজঙ্গমাত্মক সর্ব্ববিধ পদার্থ সঞ্জাত হয়; আবার যখন তাঁহার রাত্রিকাল সমুপস্থিত হয়, তখন সমস্ত জাতপদার্থ প্রজাপতির শয়নাবস্থারূপ অব্যক্ত কারণে প্রলীন হইয়া যায় ॥ ১৮ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—যত এবং কালপরিচ্ছিন্নাস্তেঽতঃ পুনরাবর্ত্তিনো লোকাঃ প্রজাপতেরহনি যদ্ভবতি রাত্রৌ চ তদুচ্যতে অব্যক্তেতি। অব্যক্তাদব্যক্তং প্রজাপতেঃ স্বাপাবস্থা তস্মাদব্যক্তাৎ ব্যক্তয়ো ব্যজ্যন্ত ইতি ব্যক্তয়ঃ স্থাবরজঙ্গমলক্ষণাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ প্রভবন্ত্যভিব্যজ্যন্তে অহ্ন আগমোঽহরাগমস্তস্মিন্নহরাগমে কালে ব্রহ্মণঃ প্রবোধকালে তথা রাত্র্যাগমে ব্রহ্মণঃ স্বাপকালে প্রলীয়ন্তে সর্ব্বা ব্যক্তয়স্তত্রৈব পূর্ব্বোক্তেঽব্যক্তসংজ্ঞকে ॥ ১৮ ॥

আনন্দগিরি।—অক্ষরার্থমুক্ত্বা তাৎপর্য্যার্থমাহ যতইতি। যৎপ্রজাপতেরহস্তদ্যুগসহস্রপরিমিতং যা চ তস্য রাত্রিঃ সাপি তথেতি কালবিদামভিপ্রায়মনুসৃত্য ব্রাহ্ম্যস্যাহোরাত্রস্য কালপরিমাণং দর্শয়িত্বা তত্রৈব বিভজ্য কার্য্যং কথয়তি প্রজাপতেরিতি। অব্যক্তমব্যাকৃতমিতিশঙ্কাং বারয়তি অব্যক্তমিত্যাদিনা। জাতিপ্রতিযোগভূতা ব্যক্তীর্ব্যাবর্ত্তয়তি স্থাবরেতি। অসদুৎপত্তিপ্রসক্তিং প্রত্যাদিশতি অভিব্যজ্যন্ত ইতি। পূর্ব্বোক্তমব্যক্তসংজ্ঞকঃ স্বাপাবস্থং ব্রহ্ম প্রজাপতিশব্দিতং তস্মিন্নিতি যাবৎ ॥ ১৮ ॥

রামানুজ।—অব্যক্তেতি। তত্র ব্রহ্মণোঽহরাগমে ত্রৈলোক্যান্তর্ব্বর্ত্তিনো দেহেন্দ্রিয়ভোগ্যভোগস্থানরূপাব্যক্তয়শ্চতুর্ম্মুখদেহাবস্থাদব্যক্তাৎ প্রভবন্তি তত্রৈবাব্যক্তাবস্থাবিশেষে চতুর্ম্মুখদেহেরাত্র্যাগমনসময়ে প্রলীয়ন্তে ॥ ১৮ ॥

হনুমান্।—অব্যক্তেতি। অব্যক্তাৎ প্রকৃতেঃ ব্যক্তয়ঃ মহদাদ্যাঃ প্রভবন্তি অহনি অহ্নি সংজায়ন্তে রাত্র্যাগমে রাত্রৌ প্রলীয়ন্তে লয়ং গচ্ছন্তি তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে প্রকৃতৌ ॥ ১৮ ॥

শ্রীধর।—ততঃ কিমত আহ অব্যক্তাদিত্যাদি। কার্য্যস্থাব্যক্তরূপং কারণাত্মকং তস্মাদব্যক্তাৎ কারণরূপাৎ ব্যজ্যন্তইতি ব্যক্তয়শ্চরাচরাণি ভূতানি প্রাদুর্ভবন্তি, কদা অহরাগমে ব্রহ্মণো দিবসস্যোপক্রমে, তথা রাত্রেরাগমে ব্রহ্মশয়নে তস্মিন্নেবাব্যক্তসংজ্ঞকে কারণরূপে প্রলয়ং যান্তি। যদ্বা তেঽহোরাত্রবিদ ইত্যেতন্নবিধীয়তে কিন্তু তে প্রসিদ্ধা-অহোরাত্রবিদোজনা ব্রহ্মণো যদহর্ব্বিদুস্তস্যাহ্নআগমেঽব্যক্তাদ্ব্যক্তয়ঃ প্রভবন্তি যাঞ্চ রাত্রিং বিদুস্তস্যা রাত্রেরাগমে প্রলীয়ন্ত ইতি দ্বয়োরন্বয়ঃ ॥ ১৮ ॥

বলদেব।—যে তু তস্মাদর্ব্বাচীনাস্ত্রিলোকীবর্ত্তিনস্তেষাং ব্রহ্মণো দিনে পাতঃ স্যাদিত্যাহ অব্যক্তাদিতি। অহরাগমে ব্রহ্মণো জাগরণসময়ে অব্যক্তাৎ স্বাপাবস্থাৎ তস্মাৎ সর্ব্বাঃ শরীরেন্দ্রিয়ভোগ্যভোগস্থানরূপা ব্যক্তয়ঃ প্রভবন্ত্যুৎপদ্যন্তে। রাত্র্যাগমে তস্য স্বাপসময়ে তত্রৈব ব্রহ্মণ্যব্যক্তসংজ্ঞকে স্বাপাবস্থে কারণে তাঃ প্রলীয়ন্তে তিরোভবন্তি। অত্রাব্যক্তশব্দেন প্রধানং নাভিধেয়ং দৈনন্দিনসৃষ্টিপ্রলয়য়োরুপক্রমাৎ। তদা বিয়দাদীনাং স্থিতত্বাচ্চ কিন্তু স্বাপাবস্থো ব্রহ্মৈব তস্যার্থঃ॥ ১৮॥

মধুসূদন।—যথোক্তৈরহোরাত্রৈঃ পক্ষমাসাদিগণনয়া পূর্ণং বর্ষশতং প্রজাপতেঃ পরমায়ুরিতি কালপরিচ্ছিন্নত্বেনানিত্যোঽসৌ তেন তল্লোকাৎ পুনরাবৃত্তির্যুক্তৈব, যে তু ততোঽর্ব্বাচীনাস্তেষাং তদহর্ম্মাত্রপরিচ্ছিন্নত্বাত্তল্লোকেভ্যঃ পুনরাবৃত্তিরিতি কিমু বক্তব্যমিত্যাহ অব্যক্তাদিতি। অত্র দৈনন্দিনসৃষ্টিপ্রলয়য়োরেব বক্তুমুপক্রান্তত্বাত্তত্র চাকাশাদীনাং সত্ত্বাদব্যক্তশব্দেনাব্যাকৃতাবস্থা নোচ্যতে, কিন্তু প্রজাপতেঃ স্বাপাবস্থৈব স্বাপাবস্থঃ প্রজাপতিরিতি যাবৎ, অহরাগমে প্রজাপতেঃ প্রবোধসময়ে অব্যক্তাত্তৎস্বাপাবস্থারূপাদ্ব্যক্তয়ঃ শরীরবিষয়াদিরূপভোগভূময়ঃ প্রভবন্তি ব্যবহারক্ষমতয়াঽভিব্যজ্যন্তে, রাত্র্যাগমে তস্য স্বাপকালে পূর্ব্বোক্তাঃ সর্ব্বা অপি ব্যক্তয়ঃ প্রলীয়ন্তে তিরোভবন্তি, যত আবির্ভূতাস্তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে কারণে প্রাগুক্তে স্বাপাবস্থে প্রজাপতৌ॥ ১৮॥

নীলকণ্ঠ।—কিং ব্রহ্মণোঽহ্নি জায়তে কিং বা রাত্রাবিত্যত আহ অব্যক্তাদিতি। অত্র দৈনন্দিনসৃষ্টিপ্রলয়য়োঃ প্রকৃতত্বাদব্যক্তশব্দেন নাব্যাকৃতং বিয়দাদিকারণমিহ গ্রাহ্যং। তদা আকাশাদীনাং সত্ত্বাৎ কিং তর্হি প্রজাপতেঃ স্বাপাবস্থৈবেহাঽব্যক্তশব্দার্থঃ? অয়ং ভাবঃ, প্রজাপতেঃ স্বাপকালে তৎকল্পিতঃ স্থাবরজঙ্গমপ্রপঞ্চঃ সর্ব্বোঽপি তদীয়েঽজ্ঞানেঽব্যক্তাখ্যে লীয়তে রাত্র্যাগমে তথা দিবসাগমে পুনস্তত এব যথাপূর্ব্বমাবির্ভবতি। এবং দৃষ্টিসৃষ্টিন্যায়েনাঽস্মৎকল্পিতোঽপ্যয়ং বিয়দাদিপ্রপঞ্চোঽস্মৎসুষুপ্তৌ লীয়তে অস্মৎপ্রবোধে যথাপূর্ব্বং প্রাদুর্ভবতীতি॥ ১৮॥

বিশ্বনাথ।—যে তু ততোঽর্ব্বাচীনাস্ত্রিলোকস্থাস্তেষান্তু তস্যাঽহন্যঽহন্যঽপি পাত ইত্যাহ অব্যক্তাদিতি। অত্র দৈনন্দিন সৃষ্টি-প্রলয়য়ো রাকাশাদীনাং সত্বাৎ অব্যক্তশব্দেনস্বাপাবস্থঃ প্রজাপতিরেবোচ্যতে ইতি মধুসূদন সরস্বতীপাদাঃ। ততশ্চ অব্যক্তাৎ স্বাপাবস্থাৎ প্রজাপতেঃ সকাশাদ্ব্যক্তয়ঃ শরীরবিষয়াদিরূপাঃ ভোগভূময়ো ভবন্তি। ব্যবহারক্ষমাঃ স্যুঃ, রাত্র্যাগমে তস্য স্বাপকালে প্রলীয়ন্তে তস্মিন্নেব ভবন্তি॥ ১৮॥

তাৎপর্য্য।—পূর্ব্বে যে প্রজাপতির অহোরাত্রির বিষয় কথিত হইয়াছে, তাদৃশ অহোরাত্রি সমন্বিত এবং নিয়মিতরূপ পক্ষমাসাদি গণনাসহকৃত শতবর্ষকাল ব্রহ্মার পরমায়ু নির্দ্দিষ্ট আছে। আমাদের মানবীয় পরিমাণে সেই কাল নিরতিশয় সুদীর্ঘ হইলেও, বস্তুতঃ তাহা কাল পরিচ্ছিন্ন

এবং অনিত্য, সুতরাং তল্লোক-প্রাপ্তগণের পুনর্জ্জন্ম অবশ্যম্ভাবি। শতবর্ষান্তে ব্রহ্মা যখন স্বয়ং মহাপ্রলয়ের অধীন হইয়া থাকেন, তখন যে তদাশ্রিত ব্যক্তিগণেরও তদনুরূপ ফল হইবে, তাহাতে আর বিচিত্রতা কোথায়? শ্রীভগবান্ উপর্য্যুপরি কয়টি শ্লোকে যে যে রূপ সাধকের যে যেরূপ পরিণাম নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা এস্থলে বিশেষ রূপে আলোচনা করিয়া দেখা আবশ্যক। যাঁহারা ওঙ্কাররূপ * পরম মন্ত্রের সেবক এবং ওঙ্কার বা

---

* ওঙ্কার মাহাত্ম্য বলিয়া শেষ করিবার নহে। বেদ, পুরাণ, স্মৃতি, তন্ত্র সর্ব্বশাস্ত্রই ওঙ্কারের অপরিসীম মাহাত্ম্য পরিকীর্ত্তিত করিয়াছেন ও তাহার রহস্য নানাপ্রকারে পরিব্যক্ত করিয়াছেন, তৎসমস্ত উদ্ধৃত করিয়া একত্র সঙ্কলন করা একপ্রকার অসম্ভব ব্যাপার। ওঙ্কার ও প্রণব একার্থ বাচক। বীজবর্ণাভিধানে ওঙ্কারের নিম্নলিখিত নাম সমূহ দৃষ্ট হয়। যথা; "ওঙ্কারঃ প্রণবস্তারো বেদাদির্ব্বর্ত্তুলো ধ্রুবঃ। ত্রৈগুণ্যং ত্রিগুণো ব্রহ্ম সত্যো মন্ত্রাদিরব্যয়ঃ॥ ব্রহ্মবীজং ত্রিতত্ত্বঞ্চ পঞ্চরশ্মিস্ত্রিদৈবতঃ॥" কথিত আছে ওং এবং অথ এই দুই শব্দ সর্ব্বাগ্রে ব্রহ্মার কণ্ঠ হইতে বিনির্গত হইয়াছিল; এজন্য তদুভয় মাঙ্গলিকরূপে পরিগণিত। প্রণবের উৎপত্তি সম্বন্ধে শাস্ত্রান্তরে এরূপও দেখা যায়;—একদা বিষ্ণু ও ব্রহ্মা পরস্পর বিবদমান হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে, সহসা তাঁহাদের সম্মুখে এক প্রকাণ্ড জ্যোতির্লিঙ্গ নিপতিত হইল। সেই লিঙ্গ মধ্য হইতে নিরন্তর ওঁ ধ্বনি বিনির্গত হইতে লাগিল। সেই লিঙ্গের একদিকে অকার, অপরদিকে উকার, মধ্যস্থলে মকার এবং সর্ব্বোপরি ওঁকার শোভা পাইতেছে। সেই ওঙ্কারই বেদাদি শাস্ত্র ও পৃথিব্যাদি ভূত সমূহের উৎপত্তির মূল। যোগসাধনের পক্ষে ওঙ্কারজপই একমাত্র পরমসহায়। ওঙ্কার মন্ত্র, ষট্‌চক্রভেদ করিয়া সাধকের প্রাণবায়ুকে সুষুম্নাদ্বারা ভ্রূদ্বয়ের মধ্যপ্রদেশে লইয়া যায়। এই কারণেই ইহার ওঙ্কার নাম হইয়াছে। এই মন্ত্রের প্রণব নাম প্রাপ্তির হেতু এই যে, ইহা প্রাণবায়ুকে নম্র করিয়া থাকে। শাস্ত্রে ওঙ্কারের অবয়বাদি সম্বন্ধে নিম্নলিখিতরূপ নির্দ্দেশ আছে। যথা; "ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম যদুক্তং ব্রহ্মবাদিভিঃ। শরীরং তস্য বক্ষ্যামি স্থানং কালং লয়ং তথা॥ তত্র দেবাস্ত্রয়ঃ প্রোক্তা লোকা বেদাস্ত্রয়োঽগ্নয়ঃ। তিস্রো মাত্রার্দ্ধমাত্রাচ ত্র্যক্ষরস্য শিবস্য চ॥ ঋগ্বেদো গার্হপত্যশ্চ পৃথিবী ব্রহ্ম এব চ। অকারস্য শরীরন্তু ব্যাখ্যাতং ব্রহ্মবাদিভিঃ॥ যজুর্ব্বেদোঽন্তরীক্ষঞ্চ দক্ষিণাগ্নিস্তথৈবচ। বিষ্ণুশ্চ ভগবান্ দেব উকারঃ পরিকীর্ত্তিতঃ। সামবেদস্তথা দ্যৌশ্চাহবনীয়স্তথৈবচ। ঈশ্বরঃ পরমো দেবো মকারঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥ সূর্য্যমণ্ডলমিবাভাত্যকারঃ শঙ্খ মধ্যগঃ। উকারশ্চন্দ্রসঙ্কাশস্তস্য মধ্যে ব্যবস্থিতঃ॥ মকারশ্চাগ্নিসঙ্কাশো বিধূমো বিদ্যুতোপমঃ। তিস্রো মাত্রাস্তথা জ্ঞেয়াঃ সোমসূর্য্যাগ্নিতেজসঃ॥ শিখাভা দীপসঙ্কাশা যস্মিন্নপরিবর্ত্ততে। অর্দ্ধমাত্রা তু সা জ্ঞেয়া প্রণবস্যোপরিস্থিতা"॥ ওম্ এই যে একাক্ষরকে ব্রহ্মবাদিগণ ব্রহ্ম বলিয়া উক্ত করেন, তাহার শরীর, স্থান কাল তথা লয়ের বিষয় বলিতেছি। তাহাতে তিন দেব, তিন লোক, তিন বেদ, তিন অগ্নি আছেন, এবং সেই মঙ্গলময় ত্র্যক্ষরের তিন মাত্রা এবং এক অর্দ্ধমাত্রা আছে। ব্রহ্মবাদিগণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, ঋগ্বেদ, গার্হপত্য, পৃথিবী এবং ব্রহ্ম এই সকল অকারের শরীর। যজুর্ব্বেদ, অন্তরীক্ষ, তথা দক্ষিণাগ্নি এবং ভগবান্ বিষ্ণু দেবতা উকাররূপে পরিকীর্ত্তিত। সামবেদ, তথা স্বর্গ, তথা আহবনীয় এবং পরমেশ্বর দেবতা মকাররূপে পরিকীর্ত্তিত। শঙ্খ মধ্যস্থ অকার সূর্য্যমণ্ডলের প্রভাবিশিষ্ট। চন্দ্রের ন্যায় উকার তাহার মধ্যে অবস্থিত।

ভগবানের স্মরণ করিতে করিতে দেহত্যাগ করেন, তাঁহাদের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ভগবৎপ্রাপ্তি হয়। যাঁহারা ক্রম-মুক্তি-ফল-পর্য্যবসায়িনী উপাসনা পরায়ণ, তাঁহারাই কেবল ব্রহ্মা বা ব্রহ্মলোকের অবস্থান্তরাদির অধীন না হইয়া ক্রমশঃ ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ পুনর্জ্জন্ম বিরহিত অবস্থা লাভ করেন। আর যাঁহারা পঞ্চাগ্নিবিদ্যা-প্রভাবে * বা মহাযুদ্ধাদিতে নিহত হইয়া ব্রহ্মলোকে গমন করেন, তাঁহারা তথায় স্ব স্ব কর্ম্মোচিত ফল ভোগান্তে, অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট কাল

মকার অগ্নিতুল্য এবং ধূমবিহীন বিদ্যুতের ন্যায়। তিন মাত্রা চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নি সদৃশ তেজস্বী জানিবে। তাহার দীপের ন্যায় শিখা বিচ্ছিন্ন হয় না। প্রণবের উপরিস্থিতা অর্দ্ধমাত্রা জানিবে। "বিশ্বপাদ শিরোগ্রীবং বিশ্বেশং বিশ্বভাজনম্। যৎপ্রাপ্তয়ে মহাপুণ্যমোমিত্যেকাক্ষরং জপেৎ॥ তদেবাধ্যয়নং তস্য শৃণ্বতঃ স্বরূপং পরম্। অকারশ্চ তথোকারো মকারশ্চাক্ষরত্রয়ম্॥ এতাস্তিস্রঃ স্মৃতা মাত্রাঃ সাত্বরাজসতামসাঃ। নির্গুণা যোগিগম্যান্যা অর্দ্ধমাত্রা তু সা স্মৃতা॥ গান্ধারীতি চ বিজ্ঞেয়া গান্ধারস্বরসংশ্রয়া। পিপীলিকা গতিস্পর্শা প্রযুক্তা মূর্দ্ধ্নি লক্ষ্যতে॥ যদা প্রযুক্ত ওঙ্কারঃ প্রতিনির্যাতি মূর্দ্ধনি। তথোঙ্কারময়ো যোগী অক্ষরেত্বক্ষরো ভবেৎ॥ প্রাণো ধনুঃ শরশ্চাত্মা ব্রহ্মবেধ্যমুদাহৃতম্। অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবত্তন্ময়ো ভবেৎ॥ ওমিত্যেতে ত্রয়ো দেবাস্ত্রয়ো লোকাস্ত্রয়োগ্নয়ঃ। বিষ্ণুক্রমাস্ত্রয়শ্চৈব ঋক্ সামানি যজুংষি চ॥ মাত্রাশ্চার্দ্ধকৃতস্রস্ত বিজ্ঞেয়াঃ পরমার্থতঃ। তত্র যুক্তশ্চ যো যোগী স তল্লয়মবাপ্নুয়াৎ॥ অকারস্তত্র ভূর্লোক উকারশ্চোচ্যতে ভুবঃ। সব্যঞ্জনো মকারশ্চ স্বর্লোকঃ পরিকল্প্যতে॥ ব্যক্তা তু প্রথমা মাত্রা দ্বিতীয়াঽব্যক্তসংজ্ঞিকা। মাত্রা তৃতীয়া চিচ্ছক্তিরর্দ্ধমাত্রা পরং পদম্॥ অনেনৈব ক্রমেনৈতা বিজ্ঞেয়া যোগভূময়ঃ। ওমিত্যুচ্চারণাৎ সর্ব্বং গৃহীতং সদসদ্ভবেৎ॥ হ্রস্বা তু প্রথমা মাত্রা দ্বিতীয়া দীর্ঘসংযুতা। তৃতীয়া-তু প্লুতার্দ্ধাখ্যা বচসঃ সাত্বগোচরে॥ ইত্যেতদক্ষরং ব্রহ্ম পরমোঙ্কারসংজ্ঞিতম্। যস্তং বেদ নরঃ সম্যক্ তথা ধ্যায়তি বা পুনঃ॥ সংসারচক্রমুৎসৃজ্য ত্যক্তত্রিবিধবন্ধনঃ। প্রাপ্নোতি ব্রহ্মনিলয়ংপরমং পরমাত্মনি॥ অক্ষীণকর্ম্মবন্ধস্ত জ্ঞাত্বা মৃত্যুমুপস্থিতম্। উৎক্রান্তিকালে সংস্মৃত্য পুনর্যোগিত্বমৃচ্ছতি॥ তস্মাদসিদ্ধযোগেন সিদ্ধযোগেন বা পুনঃ। জ্ঞেয়ান্যরিষ্টানি সদা যেনোৎক্রান্তৌ ন সীদতি"॥ (মার্কণ্ডেয় পুরাণ)। ওঙ্কারবিষয়ক অনেক কথা পূর্ব্বে নানাস্থানে লিখিত হইয়াছে। বিশেষতঃ এই অধ্যায়ের ১১শ শ্লোকেই এতদ্বিষয়ক অনেক আলোচনা আছে; সুতরাং এস্থলে বাহুল্য করিবার আবশ্যক নাই। (৮৯৯ পৃষ্ঠার প্রণব বিষয়ক টিপ্পনী দ্রষ্টব্য)।

* অসৌ বৈ লোকোঽগ্নির্গৌতম! তস্যাদিত্য এব সমিৎ, রশ্ময়ো ধূমঃ, অহরর্চ্চিঃ, দিশোঽঙ্গারাঃ, অবান্তরদিশো বিস্ফুলিঙ্গাঃ, তস্মিন্নেতস্মিন্নগ্নৌ দেবাঃ শ্রদ্ধাং জুহ্বতি, তস্যাআহুত্যৈ সোমো রাজা সম্ভবতি॥ ৯॥ পর্য্যন্যো বা অগ্নির্গৌতম! তস্য সংবৎসর এব সমিৎ, অভ্রাণি ধূমো বিদ্যুদর্চ্চিরশনিরঙ্গারাঃ, হ্লাদুনয়ো বিস্ফুলিঙ্গাঃ, তস্মিন্নেতস্মিন্নগ্নৌ দেবাঃ সোমং রাজানং জুহ্বতি; তস্যাআহুত্যৈ বৃষ্টিঃ সম্ভবতি॥ ১০॥ অয়ং লোকোঽগ্নির্গৌতম! তস্য পৃথিব্যেব সমিৎ, অগ্নির্ধূমো, রাত্রিরর্চ্চিশ্চন্দ্রমা—অঙ্গারা, নক্ষত্রাণি বিস্ফুলিঙ্গাঃ, তস্মিন্নেতস্মিন্নগ্নৌ দেবা বৃষ্টিং জুহ্বতি, তস্যাআহুত্যৈ অন্নং সম্ভবতি॥ ১১॥ পুরুষো বা অগ্নির্গৌতম! তস্য ব্যাত্তমেব সমিৎ, প্রাণোধূমঃ, বাগর্চ্চিঃ, চক্ষুরঙ্গারাঃ, শ্রোত্রং বিস্ফুলিঙ্গাঃ, তস্মিন্নেতস্মিন্নগ্নৌ দেবা অন্নং জুহ্বতি, তস্যাআহুত্যৈ রেতঃ সম্ভবতি॥ ১২॥ যোষা বা অগ্নির্গৌতম! তস্যা

তথায় অবস্থিতির পর, পুনরায় জন্ম-মৃত্যুর অধীন হইয়া মর্ত্ত্যলোকে আগমন করেন। সুতরাং সাধারণতঃ ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইলেই যে চরম-ফল-প্রাপ্তি ঘটিবে, এরূপ কোন কথা নাই। প্রজাপতি স্বয়ং সৃষ্টিকর্ত্তা হইলেও, তিনি ভগবন্নিয়মের অধীন। তদীয় পরিমাণানুসারে শতবর্ষান্তে সেই প্রজাপতি-পুরুষকেও নিয়মপরতন্ত্রতা হেতু, প্রলয়দশায় নিপতিত হইতে হয়। সুতরাং তদপেক্ষা অল্পজ্ঞ, অপূর্ণ, অক্ষম ও অসিদ্ধ ব্যক্তিবর্গকে তদীয় লোক পর্য্যন্ত আরূঢ় হইলেও, যে তাঁহার দৈনন্দিন সৃষ্টি ও প্রলয়-প্রবাহে ভাসমান হইয়া পুনঃ পুনঃ গমনাগমন করিতে হইবে তাহার কোনই সন্দেহ নাই।

উপস্থ এব সমিৎ, লোমানি ধূমঃ, যোনিরর্চ্চিঃ, যদন্তঃ করোতি তেঽঙ্গারাঃ, অভিনন্দা বিস্ফুলিঙ্গাঃ, তস্মিন্নে-তস্মিন্নগ্নৌ দেবাঃ রেতো জুহ্বতি, তস্যা আহুত্যৈ পুরুষঃ সম্ভবতি, স জীবতি যাবজ্জীবত্যথ যদা ম্রিয়তে॥ ১৩॥
বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ ষষ্ঠধ্যায়ে দ্বিতীয় ব্রাহ্মণম্।

৯। হে গৌতম! এই দ্যুলোক অগ্নি, আদিত্যই ইহার সমিৎ, এবং আদিত্যের রশ্মি-সমূহই এ অগ্নির ধূম, দিনই এ অগ্নির শিখা, এবং চতুর্দ্দিক ইহার অঙ্গার, এবং অবান্তর ষড়্দিক ইহার বিস্ফুলিঙ্গ। সেই যে এই অগ্নি, ইহাতে দেবতারা শ্রদ্ধাকে আহুতি দেন, সেই আহুতি জন্যই সোমের উৎপত্তি হয়।

১০। অথবা হে গৌতম! পর্য্যন্য (প্রলয়কালীন মেঘ বিশেষ) অগ্নি, সম্বৎসর তাহার সমিৎ, মেঘমালা তাহার ধূম, বিদ্যুৎ তাহার শিখা, বজ্র তাহার অঙ্গার, এবং মেঘগর্জ্জনই বিস্ফুলিঙ্গ। সেই যে এই অগ্নি, ইহাতে দেবতারা সোমকে আহুতি দেন, সেই আহুতি হেতুকই বৃষ্টি হয়।

১১। অথবা হে গৌতম! জীবনিবহের জন্মোপভোগাশ্রয় এই লোকই অগ্নি, পৃথিবী ইহার সমিৎ, অগ্নিই ইহার ধূম, রাত্রি এ অগ্নির শিখা, চন্দ্রমাঃ ইহার অঙ্গার, এবং তারকানিচয়ই ইহার বিস্ফুলিঙ্গ। সেই যে এই অগ্নি, ইহাতে দেববর্গ বৃষ্টিকে আহুতি দেন, সেই আহুতি জন্যই অন্নের উৎপত্তি হয়।

১২। অথবা হে গৌতম! পুরুষই অগ্নি, তাহার ব্যাদিত বদনই সমিৎ, প্রাণই তাহার ধূম, বাক্যই শিখা, চক্ষুই তাহার অঙ্গার, এবং কর্ণই তাহার বিস্ফুলিঙ্গ। সেই যে এই অগ্নি, ইহাতে দেবতারা অন্নকে আহুতি দিয়া থাকেন, সেই আহুতি বশতই রেত উপন্ন হয়।

১৩। অথবা হে গৌতম! স্ত্রীই অগ্নি, তাহার উপস্থই সমিৎ, লোমাবলীই ধূম, যোনি তাহার শিখা, এবং তাহার অন্তঃকরণ (মৈথুন)ই অঙ্গার, এবং তজ্জন্য যে আনন্দ তাহাই তাহার বিস্ফুলিঙ্গ। সেই যে এই অগ্নি, ইহাতে দেবতারা রেতঃ সমূহকে আহুতি দিয়া থাকেন, সেই আহুতি দানজন্যই পুরুষের উৎপত্তি হয়। এইরূপ জাতপুরুষ কর্ম্মক্ষয় পর্য্যন্ত সংসারে জীবিত থাকেন, এবং কর্ম্মক্ষয় হইলে তাঁহার মৃত্যু হয়।

পঞ্চাগ্নি বিষয়ক শ্রুতি ও তাহার অনুবাদ প্রদত্ত হইল। পঞ্চাগ্নি কি তাহা কথিত হইল বটে, কিন্তু তাহার রহস্য বিজ্ঞানের নিমিত্ত আর একটু বিবরণ আবশ্যক।

বাজসেনেয় প্রভৃতি বৈদিক গ্রন্থে কথিত হইয়াছে যে অগ্নিহোত্রাদিতে (৬৪০ পৃষ্ঠার টিপ্পনী দ্রষ্টব্য) যে আহুতি প্রদত্ত হয়, তাহা অন্তরীক্ষে গমনের পর জলাকার ধারণ করিয়া পৃথিবীতে নিপতিত হয়, এবং শস্যাদিরূপে পরিণত হইয়া পুরুষকে আশ্রয় করে; তদনন্তর স্ত্রীতে প্রবেশ করিয়া পুনরায় মানবাদিতে

ব্রহ্মার স্বাপাবস্থা অর্থাৎ নিদ্রাবস্থা রূপ অব্যক্ত কারণ হইতে দিবাগমে অর্থাৎ তদীয় জাগরণের সঙ্গে সঙ্গেই, স্থাবর জঙ্গমলক্ষণাত্মক যাবতীয় প্রজা প্রাদুর্ভূত হয়। প্রজাপতির স্বাপাবস্থারূপ অব্যক্ত হইতে তাঁহার প্রবোধকালে শরীর-বিষয়াদি ভোগভূমি স্বরূপ ব্যক্ত সমূহ অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। আবার প্রজাপতির রাত্রি আগত হইলে, অর্থাৎ তাঁহার শয়ন কালে, সেই অব্যক্তাভিধেয় কারণে ব্যক্তরূপ যাবতীয় প্রজা প্রলীন হইয়া যায়। প্রজাপতির স্বাপাবস্থারূপ অব্যক্ত কারণ হইতেই ব্যক্তস্বরূপ স্থাবরজঙ্গমাদির উৎপত্তি, আবার তাহাতেই নিয়মিত কালান্তে তত্তাবতের প্রলয় ঘটিয়া থাকে। ব্রহ্মার এইরূপ দৈনন্দিন প্রলয় সহকারে বিশ্বের যাবতীয় ভূতপুঞ্জের যাতায়াত চলিতেছে *।

পরিণত হয়। এই তত্ত্ব পরিজ্ঞানের নিমিত্ত আর্য্য ঋষিগণ পাঁচটি অগ্নিতত্ত্ব বিনির্ণয় করিয়াছেন ও তদ্বিষয়ক প্রণিধান ক্রমোন্নতির সোপান বলিয়া অবধারিত করিয়াছেন। তন্মধ্যে প্রথম অগ্নি—দ্যুলোক। অগ্নিহোত্রাদিতে যে আহুতি প্রদত্ত হয়, তাহাকেই আরম্ভক জ্ঞান করিলে বুঝা যায় যে, সেই অগ্নি, সমিধ, ধূম, অগ্নিশিক্ষা, অঙ্গার ও বিস্ফুলিঙ্গ অন্তরীক্ষে প্রবেশ করিয়া উল্লিখিতরূপ জলাকারে পরিণত হয় এবং ক্রমনির্দ্দিষ্ট কার্য্যের সূচনা করে। এই প্রণালীতে প্রজাসমূহ সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। আমরা এই প্রকারে দ্যুলোকাদি অগ্নি হইতে ক্রমশঃ জন্মগ্রহণ করিয়াছি এবং আমরা পঞ্চাগ্নির পরিণাম স্বরূপ।

* কাল।—এবং সর্ব্বং স সৃষ্টেদং মাঞ্চাচিন্ত্যপরাক্রমং। আত্মন্যন্তর্দধে ভূয়ঃ কালং কালেন পীড়য়ন্॥ যদা স দেবোজাগর্ত্তি তদেদং চেষ্টতে জগৎ। যদা স্বপিতি শান্তাত্মা তদা সর্ব্বং নিমীলতি॥ তস্মিন্ স্বপিতি তু স্বস্থে কর্ম্মাত্মানঃ শরীরিণঃ। স্বকর্ম্মভ্যো নিবর্ত্তন্তে মনশ্চ গ্লানিমৃচ্ছতি॥ যুগপত্তু প্রলীয়ন্তে যদা তস্মিন্মহাত্মনি। তদায়ং সর্ব্বভূতাত্মা সুখং স্বপিতি নির্ব্বৃতঃ॥ তমোঽয়ন্তু সমাশ্রিত্য চিরন্তিষ্ঠতি সেন্দ্রিয়ঃ। ন চ স্বং কুরুতে কর্ম্ম তদোৎক্রামতি মূর্ত্তিতঃ॥ যদানুমাত্রিকো ভূত্বা বীজং স্থাস্নু চরিষ্ণু চ। সমাবিশতি সংসৃষ্টস্তদা মূর্ত্তিং বিমুঞ্চতি॥ এবং স জাগ্রৎস্বপ্নাভ্যামিদং সর্ব্বং চরাচরং। সংজীবয়তি চাজস্রং প্রমাপয়তি চাব্যয়ঃ॥ ... ... নিমেষা দশ চাষ্টৌ চ কাষ্ঠা ত্রিংশত্তু তাঃ কলাঃ। ত্রিংশৎকলা মুহূর্ত্তঃ স্যাদহোরাত্রন্তু তাবতঃ॥ অহোরাত্রে বিভজতে সূর্য্যো মানুষদৈবিকে। রাত্রিঃ স্বপ্নায় ভূতানাং চেষ্টায়ৈ কর্ম্মণামহঃ॥ পিত্র্যে রাত্র্যহনী মাসঃ প্রবিভাগস্তু পক্ষয়োঃ। কর্ম্মচেষ্টাস্বহঃ কৃষ্ণঃ শুক্লঃ স্বপ্নায় শর্ব্বরী॥ দৈবে রাত্র্যহনী বর্ষং প্রবিভাগস্তয়োঃ পুনঃ। অহস্তত্রোদগয়নং রাত্রিঃ স্যাদ্দক্ষিণায়নং॥ ব্রাহ্মস্য তু ক্ষপাহস্য যৎপ্রমাণং সমাসতঃ। একৈকশো যুগানান্তু ক্রমশস্তন্নিবোধত॥ চত্বার্য্যাহুঃ সহস্রাণি বর্ষাণান্তু কৃতং যুগং। তস্য তাবচ্ছতী সন্ধ্যা সন্ধ্যাংশশ্চ তথাবিধঃ॥ ইতরেষু সসন্ধ্যেষু সসন্ধ্যাংশেষু চ ত্রিষু। একাপায়েন বর্ত্তন্তে সহস্রাণি শতানি চ॥ যদেতৎ পরিসঙ্খ্যাতমাদাবেব চতুর্যুগং। এতদ্দ্বাদশসাহস্রং দেবানাং যুগমুচ্যতে॥ দৈবিকানাং যুগানান্তু সহস্রং পরিসঙ্খ্যয়া। ব্রাহ্মমেকমহর্জ্ঞেয়ং তাবতী রাত্রিমেব চ॥ তদ্বৈ যুগসহস্রান্তং ব্রাহ্ম্যং পুণ্যমহর্বিদুঃ। রাত্রিঞ্চ তাবতীমেব তেঽহোরাত্রবিদো জনাঃ॥ তস্য সোঽহর্নিশস্যান্তে প্রসুপ্তঃ প্রতিবুদ্ধ্যতে। প্রতিবুদ্ধশ্চ সৃজতি মনঃ সদসদাত্মকং॥ (মনুসংহিতা ১ম অধ্যায়)

চিন্তাতীত-শক্তিসম্পন্ন প্রজাপতি এইরূপে জগতের সৃষ্টি করিয়া প্রলয়কাল দ্বারা সৃষ্টিকালের নাশ করিয়া আপনাতেই (পরমাত্মাতে) আপনি অন্তর্হিত হন॥ যখন তিনি জাগ্রত হন, তখনই জগতের

শ্রীমন্মধুসূদন সরস্বতী মহাশয় বলিয়াছেন যে, দৈনন্দিন সৃষ্টি-প্রলয়ের উপক্রমে আকাশাদির সত্তা থাকে, সুতরাং এ স্থলে অব্যক্ত শব্দে অব্যাকৃত অবস্থা বা প্রধান লক্ষিত, হইতে পারে না; এখানে অব্যক্ত শব্দদ্বারা ব্রহ্মার স্বাপাবস্থাই সূচিত হইতেছে।

শ্রীমৎ শ্রীধর স্বামী মহোদয় উপসংহার কালে লিখিয়াছেন, সেই প্রসিদ্ধ অহোরাত্রবিদ্ জনগণ যাহাকে ব্রহ্মার দিন বলিয়া জানেন, সেই দিবাগমে অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত সমূহ প্রাদুর্ভূত হয়; এবং তাঁহারা যাহাকে ব্রহ্মার রাত্রি বলিয়া থাকেন, সেই রাত্র্যাগমে তৎসমস্ত প্রলীন হইয়া যায় ॥ ১৮ ॥

ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে।
রাত্র্যাগমেঽবশঃ পার্থ প্রভবত্যহরাগমে ॥ ১৯ ॥

অন্বয়।—পার্থ সঃ (ব্যক্তঃ) এব অয়ম্ (নান্য ইতি শেষঃ) ভূতগ্রামঃ (প্রাণিসমূহঃ) ভূত্বা ভূত্বা (উৎপদ্য উৎপদ্য) রাত্র্যাগমে (ব্রহ্মণঃ

সৃষ্টি হয়, এবং তাঁহার স্বাপাবস্থায় সকল বিলীন হয়। ৫২। তিনি সুস্থির হইয়া শয়ন করিলে সকল জীব সকল কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হয়, এবং মনও সর্ব্বপ্রকার বৃত্তি-বিরহিত হয়। ৫৩। যখন তাঁহাতে সকল ভূত এককালে লয়প্রাপ্ত হয়, তখন তিনি নিশ্চিন্ত হইয়া শয়ান হন। ৫৪। জীব অজ্ঞান অবস্থায় ইন্দ্রিয়গণের সঙ্গে বহুদিন বাস করিয়া, যখন নিষ্ক্রিয় হয়, তখনই তাহার দেহান্তর-প্রাপ্তি হইয়া থাকে। ৫৫। জীব এই অণুপ্রমাণ লিঙ্গ- শরীর যুক্ত হইয়া স্থাবর বীজে প্রবেশ পূর্ব্বক অবশেষে মনুষ্যাদি শরীর প্রাপ্ত হয়। ৫৬। এইরূপে সেই অব্যয় পুরুষ ব্রহ্মা স্বকীয় স্বপ্ন ও জাগরণ-দ্বারা এই জগতের সৃষ্টি এবং সংহার সম্পন্ন করেন। ৫৭। এক্ষণে মন্বন্তরাদি কালের নিয়ম কথিত হইতেছে। চক্ষুর পলকের নাম নিমেষ, অষ্টাদশ নিমেষে এক কাষ্ঠা হয়, ত্রিংশৎকাষ্ঠায় এক কলা, ত্রিংশৎকলায় এক মুহূর্ত্ত, ত্রিশৎ-মুহূর্ত্তে এক দিবারাত্রি হয়। মনুষ্যদিগের, ও দেবতাদিগের, দিবা রাত্রি দিবা কর কর্ত্তৃকই বিভক্ত হয়। জীবের নিদ্রার জন্য রাত্রি এবং কর্ম্ম করিবার জন্য দিবা নিরূপিত হইল। মনুষ্যদিগের এক মাসে পিতৃলোকের এক দিবারাত্রি হয়, তন্মধ্যে কর্ম্ম করিবার জন্য কৃষ্ণপক্ষ নিদ্রার জন্য শুক্লপক্ষ দিবা এবং রাত্রিরূপে বিভক্ত। মনুষ্যদিগের এক বৎসরে দেবতাদিগের এক দিন ও রাত্রি হয়, তাহার আবার উত্তরায়ণ দিন, দক্ষিণায়ন রাত্রিরূপে নির্ণীত। দৈবপ্রমাণে চারি হাজার বৎসরে শত যুগ হয়, সেই যুগের পূর্ব্বে চারিশত বৎসর সন্ধ্যা, এবং তাহার পরবর্ত্তী চারিশত বৎসর সন্ধ্যাংশ হয়। ত্রেতা দ্বাপর কলি এই অপর যুগত্রয়ে যুগপরিমাণ এক সহস্র বৎসর এবং সন্ধ্যাংশের পরিমাণ একশত বৎসর করিয়া ক্রমশঃ কমিতে থাকিবে। নির্ণীত মানব যুগ অপেক্ষা, দেব যুগ দ্বাদশ সহস্র সংখ্যা পরিমিত অধিক। দৈবপ্রমাণের সহস্র যুগ সংখ্যাতে ব্রহ্মার একদিন হয়, এবং এই পরিমাণ কালে ব্রহ্মার এক রাত্রি হয়। ইহা যাঁহারা জানেন, তাঁহারাই যথার্থ দিবারাত্রি-তত্ত্বজ্ঞ। পূর্ব্বোক্ত পরম পুরুষ এরূপ স্বীয় অহোরাত্রের অবসানে প্রতিবুদ্ধ হইয়াই সৃষ্টি-বিষয়ে মনকে নিযুক্ত করেন।

স্বাপকালে) প্রলীয়তে (প্রলয়ং যাতি) [পুনঃ] অহরাগমে (ব্রহ্মণঃ প্রবোধকালে) অবশঃ (নিয়মাধীনঃ) [সন্] প্রভবতি (জায়তে) ॥ ১৯ ॥

প্রতিশব্দ।—হে-পার্থ সেই এই স্থাবর-জঙ্গম-সমূহ হইয়া হইয়া ব্রহ্মার রাত্রি-কালে প্রলীন-হয় [পুনরায়] ব্রহ্মার-দিবাগমে অস্বতন্ত্র [হইয়া] প্রাদুর্ভূত-হয় ॥ ১৯ ॥

ব্যাখ্যা।—হে কৌন্তেয় ! এই চরাচরের যাবতীয় প্রাণী ব্রহ্মার রাত্রি সমাগমে বারংবার প্রলয় দশায় নিপতিত হয়, এবং প্রজাপতির দিবাগমে নিতান্ত নিয়মাধীন ভাবে পুনরায় প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে ॥১৯॥

শঙ্করাচার্য্য।—অকৃতাভ্যাগমকৃতবিপ্রণাশদোষ-পরিহারার্থং বন্ধ-মোক্ষ-শাস্ত্র-প্রবৃত্তিসাফল্য প্রদর্শনার্থং অবিদ্যাদিক্লেশমূলকর্ম্মাশয়বশাচ্চাবশো ভূতগ্রামো ভূত্বা প্রলীয়ত ইত্যতঃ সংসারে বৈরাগ্য-প্রদর্শনার্থঞ্চেদমাহ ভূতগ্রাম ইতি। ভূতগ্রামো ভূতসমুদায়ঃ স্থাবরজঙ্গমলক্ষণো যঃ পূর্ব্বস্মিন্ কল্পে আসীৎ স এবায়ং নান্যো ভূত্বা পুনঃ অহরাগমে প্রলীয়তে, পুনঃ পুনঃ রাত্র্যাগমেঽহঃক্ষয়েঽবশোঽস্বতন্ত্র এব পার্থ! প্রভবতি জায়তে স এব অহরাগমে ॥ ১৯ ॥

আনন্দগিরি।—ননু প্রবোধকালে ব্রহ্মণো যো ভূতগ্রামো ভূত্বা তস্যৈব স্বাপকালে বিলীয়তে তস্মাদন্যো ভূয়োভূয়ো ব্রহ্মণোঽহরাগমে ভূত্বা পুনঃ রাত্র্যাগমে পরবশো বিনশ্যতি তদেবং প্রত্যবান্তর-কল্পং ভূতগ্রামবিভাগো ভবেদিত্যাশঙ্ক্যানন্তরশ্লোকতাৎপর্য্যমাহ অকৃতেতি। প্রতিকল্পং প্রাণিনিকায়স্য ভিন্নত্বে সতি অকৃতাভ্যাগমাদিদোষপ্রসঙ্গাত্তৎপরিহারার্থং ভূতগ্রামস্য প্রতিকল্পমৈক্যমাস্থেয়মিত্যর্থঃ। যদি স্থাবরজঙ্গমলক্ষণপ্রাণিনিকায়স্য প্রতিকল্পমন্যথাত্বং তদেকস্য বন্ধমোক্ষান্বয়িনো ভাবাৎ কাণ্ডদ্বয়াত্মনো বন্ধমোক্ষার্থস্য শাস্ত্রস্য প্রবৃত্তিরফলা প্রসজ্যেত অতস্তৎসাফল্যার্থমপি প্রতিকল্পং প্রাণিবর্গস্য নবীনত্বানুপপত্তিরিত্যাহবন্ধেতি। কথং পুনর্ভূতসমুদায়োঽস্বতন্ত্রঃ সন্নবশো ভূত্বা প্রবিলীয়তে তত্রাহ অবিদ্যাদীতি। আদিশব্দেনাস্মিতারাগদ্বেষাভিনিবেশা গৃহ্যন্তে, যথোক্তং ক্লেশপঞ্চকং মূলং প্রতিলভ্য কল্পং প্রতিলভ্য ধর্ম্মাধর্ম্মাত্মককর্ম্মরাশিরুদ্ভবতি তদ্বশাদেবাস্বতন্ত্রো ভূতসমুদায়ো জন্মবিনাশাবনুভবতীত্যর্থঃ। প্রাণিনিকায়স্য জন্মনাশাভ্যাসোক্তেরর্থসিদ্ধমর্থমাহ ইত্যত ইতি। সংসারে বিপরিবর্ত্তমানানাং প্রাণিনামস্বাতন্ত্র্যাদিবশানামেব জন্মমরণপ্রবন্ধসম্বন্ধাৎ অলমনেন সংসারেণেতি বৈতৃষ্ণ্যং তস্মিন্ প্রদর্শনীয়ং তদর্থঞ্চেদম্ভূতানামহোরাত্রমাবৃত্তিবচনমিত্যর্থঃ; সমনন্তরবাক্যমিদমাপরামৃশ্যতে। রাত্র্যাগমে লয়মনুভবতোঽহরাগমে চ প্রভবং প্রতিপদ্যমানস্য প্রাণিবর্গস্য তস্য তুল্যং পারবশ্যমিত্যাশয়বানাহ অহ্ন ইতি ॥ ১৯ ॥

রামানুজ।—ভূতগ্রাম ইতি। স এবায়ং কর্ম্মবশ্যো ভূতগ্রামঃ অহরাগমে ভূত্বা ভূত্বা রাত্র্যাগমে প্রলীয়তে পুনরপ্যহরাগমে প্রভবতি, তথা বর্ষশতাবসানরূপ-যুগসহস্রান্তে ব্রহ্ম-

লোকপর্য্যন্তা লোকাঃ ব্রহ্মা চ “পৃথিব্যপ্সু প্রলীয়তে আপস্তেজসি লীয়ন্তে” ইত্যাদি ক্রমেণাব্যক্তাক্ষরতমঃ পর্য্যন্তং ময্যেব প্রলীয়ন্তে। এবং মদ্ব্যতিরিক্তস্য কৃৎস্নস্য-কালব্যবস্থয়া মত্ত উৎপত্তের্ম্ময়ি প্রলয়াচ্চোৎপত্তি-[বিনাশযোগিত্ব] লয়াদিকমবর্জ্জনীয়মিত্যৈশ্বর্য্যগতিং প্রাপ্তানাং পুনরাবৃত্তিরপরিহার্য্যা। মামুপেতানান্তু ন পুনরাবৃত্তি-প্রসঙ্গঃ ॥ ১৯ ॥

হনুমান্।—ভূতগ্রাম ইতি। ভূতগ্রামো ভূতসমূহঃ ভূত্বা ভূত্বা প্রবিলীয়তে উৎপদ্যোৎপদ্য বিনশ্যতি, অবশঃ পরবশঃ, প্রভবতি উৎপদ্যতে অহরাগমেঽহ্নাগমঃ ॥ ১৯ ॥

শ্রীধর।—তত্র চ কৃতনাশাকৃতাভ্যাগমশঙ্কাং বারয়ন্ বৈরাগ্যার্থং সৃষ্টিপ্রলয়প্রবাহস্যাবিচ্ছেদং দর্শয়তি ভূতগ্রাম ইতি। ভূতানাং চরাচরপ্রাণিনাং গ্রামঃ সমূহো যঃ প্রাগাসীৎ স এবায়মহরাগমে ভূত্বা ভূত্বা রাত্রেরাগমে প্রলীয়তে, প্রলীয় প্রলীয় পুনরপ্যহরাগমেঽবশঃ কর্ম্মাদিপরতন্ত্রঃ সন্ প্রভবতি নান্য ইত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

বলদেব।—ভূতগ্রাম ইতি। যে প্রলীনাস্তে পুনর্ন ভবিষ্যন্তীতি কৃতহান্যকৃতাভ্যাগমশঙ্কা স্যাত্তাং নিরস্যন্নাহ ভূতেতি। ভূতগ্রামঃ স্থিরচরপ্রাণিসমূহঃ অবশঃ কর্ম্মাধীনঃ সন্ তথাচেদৃশজন্মমৃত্যুপ্রবাহসংকুলে প্রপঞ্চেঽস্মিন্ বিবেকিনাং বৈরাগ্যং যুক্তমিত্যুক্তম্ ॥ ১৯ ॥

মধুসূদন।—এবমাশুবিনাশিত্বেঽপি সংসারস্য ন নিবৃত্তিঃ ক্লেশকর্ম্মাদিভিরবশতয়া পুনঃ পুনঃ প্রাদুর্ভাবাৎ, প্রাদুর্ভূতস্য চ পুনঃ ক্লেশাদিবশেনৈব তিরোভাবাৎ, সংসারে বিপরিবর্ত্তমানানাং সর্ব্বেষামপি প্রাণিনামস্বাতন্ত্র্যাদিবশানামেব জন্মমরণাদিদুঃখ-প্রবন্ধসংবন্ধাদলমনেন সংসারেণেতি বৈরাগ্যোৎপত্ত্যর্থং সমাননামরূপত্বেন চ পুনঃ পুনঃ প্রাদুর্ভাবাৎ কৃতনাশাকৃতাভ্যাগমপরিহারার্থং বাহ ভূতগ্রাম ইতি। ভূতগ্রামো ভূতসমুদায়ঃ স্থাবরজঙ্গমলক্ষণো যঃ পূর্ব্বস্মিন্ কল্পে স্থিতং স এবায়ং এতস্মিন্ কল্পে জায়মানোঽপি নতু প্রতিকল্পমন্যোন্যশ্চ অসৎকার্য্যবাদানভ্যুপগমাৎ “সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ দিবঞ্চ পৃথিবীং চান্তরীক্ষমথো স্বঃ” ইতিশ্রুতেঃ “সমাননামরূপত্বাদাবৃত্তাবপ্যবিরোধোদর্শনাৎ” ইতি স্মৃতেশ্চেতিন্যায়াচ্চ অবশ ইত্যবিদ্যাকামকর্ম্মাদিপরতন্ত্রঃ হে পার্থ! স্পষ্টমিতরৎ॥ ১৯ ॥

নীলকণ্ঠ।—কৃতহান্যকৃতাভ্যাগমদোষাপনুত্তয়ে বন্ধমোক্ষশাস্ত্রপ্রবৃত্তিসাফল্যায় চ অবিদ্যাদিবশাচ্চাবশোঽয়ং ভূতগ্রামঃ পুনঃ পুনঃ ভূত্বা পুনঃ পুনঃ প্রলীয়ত ইত্যাহ বৈরাগ্যোৎপাদনার্থং ভূতগ্রাম ইতি। অহরাগমে ভূত্বা ভূত্বা রাত্র্যাগমে প্রলীয়ত ইতি যোজনা, স এব ভূত্বা প্রলীয়তে নান্যোঽভিনবো ভবতীত্যর্থঃ। কুতঃ? যতোঽবশঃ অবিদ্যাকামকর্ম্মাধীনস্তস্মাৎ সর্ব্বানর্থবীজভূতায়া অবিদ্যায়া বিদ্যয়া উচ্ছেদে জন্মমরণপ্রবাহবিচ্ছেদায়াঽবশ্যং যতিতব্যমিত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ।—ভূতগ্রাম ইতি। এবমেব ভূতানাং চরাচর-প্রাণিনাং গ্রামঃ সমূহঃ ॥১৯॥

তাৎপর্য্য।—পূর্ব্ব শ্লোকে কথিত হইয়াছে যে ব্রহ্মার দিবাগমে ভূতসমূহ সঞ্জাত হয়, এবং রাত্র্যাগমে প্রলীন হইয়া যায়। এতদুপলক্ষে সৃষ্টি দ্বারা অকৃত বস্তুর আগম, এবং প্রলয় দ্বারা কৃত বস্তুর নাশ, এই দুই দোষের কল্পনা

করা যাইতে পারে। যাহা কখন কৃত হয় নাই, তাদৃশ বস্তুর সৃষ্টি অকৃতাভ্যাগম, এবং যাহা কৃত হইয়াছে তাদৃশ বস্তুর বিনাশ কৃতনাশ। দৈনন্দিন সৃষ্টি ও প্রলয় * হেতু এই দুই দোষ ঘটিতেছে বলিয়া আশঙ্কা সম্ভাবিত। বর্ত্তমান শ্লোকে শ্রীভগবান্ ইহাই প্রদর্শন করিতেছেন যে, ব্রহ্মার সৃষ্টি ও প্রলয়-ব্যাপারে এতাদৃশ কোন আশঙ্কার অবসর নাই। কারণ এই যে সৃষ্টি ও প্রলয়-প্রবাহ, ইহা অবিচ্ছিন্ন ভাবেই চলিয়া আসিতেছে; ইহা কোন আধুনিক নূতন কাণ্ড নহে। যে সকল ভূত সৃষ্ট হইতেছে, প্রলয় কালে তাহাদেরই লয় হইতেছে, আবার কল্পান্তরে তাহাদেরই আবির্ভাব হইতেছে, এবং তাহাদেরই আবার কল্পান্তে লয় হইতেছে। এ ব্যাপারে নূতন সৃষ্টি বা নূতন নাশ কাহারও ঘটিতেছে না। সুতরাং এস্থলে অকৃত বস্তুর আগম, বা কৃতবস্তুর নাশরূপ আশঙ্কা অসঙ্গত।

---

* প্রলয়।—শাস্ত্রাদিতে নানাবিধ প্রলয়ের অনেক বৃত্তান্ত পরিদৃষ্ট হয়। পাঠকগণের অবগতির নিমিত্ত নিম্নে একটি সংক্ষিপ্ত অথচ প্রাঞ্জল বিবরণ উদ্ধৃত করিতেছি। "চতুর্যুগ সহস্রান্তে সংপ্রাপ্তে প্রতিসঞ্চরে। আত্মসংস্থাঃ প্রজাঃ কর্ত্তুং প্রতিপেদে প্রজাপতিঃ॥ ততো ভবেদনাবৃষ্টিস্তীব্রা সা শতবার্ষিকী। ভূতক্ষয়করী ঘোরা সর্ব্বভূতভয়ঙ্করী॥ ততো যান্যল্পসারাণি শত্ত্বানি পৃথিবীতলে। তানি চাগ্রে প্রলীয়ন্তে ভূমিত্বমুপযান্তি চ॥ সপ্তরশ্মিরথো ভূত্বা সমুত্তিষ্ঠন্দিবাকরঃ। অসহ্যরশ্মির্ভবতি পিবন্নম্ভো গভস্তিভিঃ॥ তস্তে রশ্ময়ঃ সপ্ত পিবন্ত্যম্বু মহার্ণবে। তেনাহারেণ তে সূর্য্যা দীপ্তাঃ সপ্ত ভবন্তি হি॥ তস্য তে রশ্ময়ঃ সপ্ত সূর্য্যা ভূত্বা চতুর্দ্দিশং। চতুর্লোকমিদং কৃৎস্নং দহন্তি শিখিনো যথা॥ ব্যাপ্নুবন্তশ্চ তে বিপ্রাস্তূর্দ্ধঞ্চাধশ্চ রশ্মিভিঃ। দীপ্যন্তে ভাস্করাঃ সপ্ত দহন্তোঽগ্নিপ্রতাপিনঃ। তে সূর্য্যা বারিণা দীপ্তা বহুসাহস্ররশ্ময়ঃ। খং সমাবৃত্য তিষ্ঠন্তি নির্দ্দহন্তো বসুন্ধরাং॥ ততস্তেষাং প্রতাপেন দহ্যমানা বসুন্ধরা। সাদ্রিনদ্যর্ণবদ্বীপা নিঃস্নেহা সমপদ্যত॥ দীপ্তাভিঃ সন্তাভিশ্চ জ্বালাভিশ্চ সমাবৃতঃ। অধশ্চোর্দ্ধঞ্চ তির্য্যক্ চ সমাবৃত্য সহস্রশঃ। সূর্য্যাগ্নিনা প্রসৃষ্টানাং সংসৃষ্টানাং পরস্পরং। একত্বমুপজাতানামেকজ্বালো ভবেৎ প্রভুঃ॥ সর্ব্বলোকপ্রণাশশ্চ সোঽগ্নির্ভূত্বাত্মকুণ্ডলী। চতুর্লোকমিদং কৃৎস্নং নির্দ্দহত্যাত্মতেজসা॥ ততঃ প্রলীনে সর্ব্বস্মিন্ জঙ্গমে স্থাবরে তথা। নির্বৃক্ষা নিস্তৃণা ভূমিঃ কূর্ম্মপৃষ্ঠে প্রকাশতে। অম্বরীশমিবাভাতি সর্ব্বমাপূরিতং জগৎ। সর্ব্বমেব তদার্চ্চির্ভিঃ পূর্ণং জাজ্বল্যতে নভঃ॥ পাতালে যানি তীর্থানি মহোদধিগতানি চ। তত্র তানি প্রলীয়ন্তে ভূমিত্বমুপযান্তি বৈ॥ দ্বীপাংশ্চ পর্ব্বতাংশ্চৈব বর্ষাণ্যথ মহোদধীন্। তান্ সর্ব্বান্ ভস্মসাৎকৃত্বা সপ্তাত্মা পাবকঃ প্রভুঃ॥ সমুদ্রেভ্যো নদীভ্যশ্চ পাতালেভ্যশ্চ সর্ব্বশঃ। পিবন্নপঃ সমিদ্ধোঽগ্নিঃ পৃথিবীমাশ্রিতো জ্বলৎ॥ ততঃ সম্বর্ত্তকঃ শৈলানতিক্রম্য মহাংস্তথা। লোকান্ দহতি দীপ্তাত্মা রুদ্রতেজোবিজৃম্ভিতঃ॥ স দগ্ধা পৃথিবীং দেবো রসাতলমশোষয়ৎ। অধস্তাৎ পৃথিবীং দগ্ধ্বা দিবমূর্দ্ধং দহিষ্যতি॥ যোজনানাং শতানীহ সহস্রাণ্যযুতানি চ। উত্তিষ্ঠন্তি শিখাস্তস্য বায়ুঃ সম্বর্ত্তস্য চ॥ গন্ধর্ব্বাংশ্চ পিশাচাংশ্চ সযক্ষোরগরাক্ষসান্। তদা দহত্যসৌ দীপ্তঃ কালরুদ্রপ্রচোদিতঃ। ভূর্লোকঞ্চ ভুবর্লোকং স্বর্লোকঞ্চ তথা মহঃ। দহেদশেষং কালাগ্নিঃ কালো বিশ্বতনুঃ স্বয়ং॥ ব্যাপ্তেষু তেষু লোকেষু তির্য্যগূর্দ্ধমথাগ্নিনা। তত্তেজঃ সমনুপ্রাপ্য কৃৎস্নং জগদিদং শনৈঃ॥ অয়োগৃহনিভং সর্ব্বং তদেবৈকং প্রকাশতে। ততো গজকুলোন্নাদাঃ স্তনিতৈঃ সমলঙ্কৃতাঃ॥ উত্তিষ্ঠন্তি তদা ব্যোম্নি ঘোরাঃ

এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, এই অশেষ ক্লেশের আস্পদ-স্বরূপ সংসার-বন্ধনের নিবৃত্তি নাই; তিরোভাব হইলেও, সঙ্গে সঙ্গে আবির্ভাব। জন্ম ও মরণ আমাদের নিত্য সহচর। মানব যাবতীয় ক্লেশের মূলীভূত কর্ম্মাশয়ের অধীনতা পাশে নিবন্ধ হইয়া, নিরতিশয় অধীনভাবে, নিরন্তর গমনাগমনরূপ অবিচ্ছেদ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে। এই দারুণ দুর্দ্দশা উপলব্ধি করিয়া সর্ব্ববিষয়ে বীতরাগ হওয়াই গীতার ন্যায় মোক্ষ-বিধায়ক শাস্ত্রের উপদেশ। বর্ত্তমান শ্লোক তাদৃশ বৈরাগ্য সমুৎপাদনের সহায়।

সম্বর্ত্তকা ঘনাঃ। কেচিন্নীলোৎপলশ্যামাঃ কেচিৎ কুমুদসন্নিভাঃ॥ ধূম্রবর্ণাস্তথা কেচিৎ তথা পীতাঃ পয়োধরাঃ। কেচিদ্রক্তাভ্রবর্নাশ্চ স্থূলাঃ ক্ষারনিভাস্তথা॥ শঙ্খকুন্দনিভাশ্চান্যে জাত্যঞ্জননিভাঃ পরে। মনঃশিলানিভাস্ত্বন্যে কপোতসদৃশাঃ পরে॥ কেচিদ্রুদ্রাক্ষবর্ণাভাস্তথান্যে ক্ষীরসন্নিভাঃ। তথা কর্ব্বূরবর্ণাভা ভিন্নাঞ্জননিভাস্তথা॥ ইন্দ্রগোপনিভাঃ কেচিদ্ধরিতালনিভাস্তথা। কাকাণ্ডকনিভাঃ কেদিদুত্তিষ্ঠন্তি ঘনা দিবি॥ কেচিৎ পর্ব্বতশঙ্কাসাঃ কেচিদ্গাজকুলোপমাঃ। কূটাগারনিভাশ্চান্যে কেচিন্মীনকুলোদ্বহাঃ। বহুরূপা ঘোররূপা ঘোরস্বরনিনাদিনঃ। তদা জলাধরাঃ সর্ব্বে পূরয়ন্তি নভস্তলং॥ ততস্তে জলদা ঘোরা বারিণা ভাস্করাত্মজাঃ। সপ্তধা সংবৃতাত্মানন্তমগ্নিং শময়ন্ত্যতঃ। ততস্তে জলদা বর্ষং বর্ষন্তীহ হিমৌঘবৎ। সুঘোরমশিবং সর্ব্বং নাশয়ন্তি চ পাবকং॥ প্রবৃত্তেন তদাত্যর্থম সা পূর্য্যতে কিল। অদ্ভিস্তেজোঽভিভূতত্বাত্তদাগ্নিঃ প্রবিশত্যপঃ॥ নষ্টেচাগ্নৌ বর্ষশতৈঃ পয়োদা জলসম্ভবাঃ। প্লাবয়ন্তোঽথ ভুবনং মহাজলপরিস্রবৈঃ॥ ধারাভিঃ পূরয়ন্তীদং চোদ্যমানাঃ স্বয়ম্ভুবা। উদ্যন্তঃ সলিলৌঘৈশ্চ বেলা ইব মহোদধেঃ॥ সাদ্রিদ্বীপা তথা পৃথ্বী জলৈঃ সংছাদ্যতে শনৈঃ। আদিত্যরশ্মিভিঃ পীতং জলমভ্রেষু তিষ্ঠতি॥ পুনঃ পততি তদ্ভূমৌ পূর্য্যন্তে তেন চার্ণবাঃ॥ ততঃ সমুদ্রাঃ স্বাং বেলামতিক্রান্তাস্তু কৃৎস্নশঃ। পর্ব্বতাশ্চ বিলীয়ন্তে মহী চাপ্সু নিমজ্জতি। তস্মিন্নেকার্ণবে ঘোরে নষ্টে স্থাবরজঙ্গমে॥ যোগনিদ্রাং সমাস্থায় শেতে দেবঃ প্রজাপতিঃ। চতুর্যুগসহস্রান্তং কল্পমাহুর্মহর্ষয়ঃ॥ বরাহো বর্ত্ততে কল্পো যস্য বিস্তার ঈরিতঃ। অসংখ্যাতাস্তথা কল্পা ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মকাঃ। কথিতা হি পুরাণেষু মুনিভিঃ কালচিন্তকৈঃ। সাত্বিকেষ্বথ কল্পেষু মাহাত্ম্যমখিলং হরেঃ॥ তামসেষু শিবস্যোক্তং রাজসেষু প্রজাপতেঃ। সোঽয়ং প্রবর্ত্ততে কল্পো বারাহঃ সাত্বিকো মতঃ॥ অন্যে চ সাত্বিকাঃ কল্পা মম তেষু পরিগ্রহঃ। ধ্যানন্তপস্তথা জ্ঞানং লব্ধা তেষ্বেব যোগিনঃ॥ আরাধ্য গিরিশং মত্তাৎ যাতি তৎ পরমং পদং। সোঽহং সত্বং সমাধায় মায়ী মায়াময়ঃ স্বয়ং॥ একার্ণবে জগত্যস্মিন্ যোগনিদ্রাং ব্রজানি তু। মাং পশ্যন্তি মহাত্মানঃ সুপ্তং কালে মহর্ষয়ঃ॥ জনলোকে বর্ত্তমানাস্তপসা যোগচক্ষুষা। অহং পুরাণপুরুষো ভূর্ভুবঃ—প্রভবো বিভুঃ॥ সহস্রচরণঃ শ্রীমান্ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ। মন্ত্রোঽগ্নির্ব্রাহ্মণা গাবঃ কুশাশ্চ সমিধো হ্যহং॥ প্রোক্ষণী চ স্রুবশ্চৈব সোমো ঘৃতময়োঽস্ম্যহং। সম্বর্ত্তকো মহানাত্মা পবিত্রং পরমং যশঃ॥ বেদবেদ্যঃ প্রভুর্গোপ্তা গোপতির্ব্রাহ্মণো মুখং। অনন্তস্তারকো যোগী গতির্গতিমতাম্বরঃ। হংসঃ প্রাণোঽথ কপিলো বিশ্বমূর্ত্তিঃ সনাতনঃ। ক্ষেত্রজ্ঞঃ প্রকৃতিঃ কালো জগদ্বীজমথামৃতং॥ মাতা পিতা মহাদেবো মত্তো হ্যন্যন্ন বিদ্যতে॥ আদিত্যবর্ণো ভুবনস্য গোপ্তা নারায়ণঃ পুরুষো যোগমূর্ত্তিঃ॥ মাং পশ্যন্তি যতয়ো যোগনিষ্ঠা জ্ঞাত্বাত্মানমমৃতত্বং ব্রজন্তি॥ (কূর্ম্মপুরাণ) আত্মোদ্ভূত প্রজাপুঞ্জকে আত্মসাৎ করিবার জন্য প্রজাপতি কৃতসঙ্কল্প হইলে, প্রলয়কাল উপস্থিত হয়। তাঁহার এই সহেতুকী ইচ্ছার

স্থাবর-জঙ্গম-লক্ষণ যে সকল ভূত পদার্থ পূর্ব্বকল্পে বিদ্যমান্ ছিল, তাহারাই বর্ত্তমান কল্পে ব্রহ্মার দিবসাগমে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করে, এবং রাত্র্যাগমে কর্ম্মাদিপরতন্ত্র হইয়া প্রলীন হয়। ইহাই সমালোচ্য শ্লোকের স্থূল তাৎপর্য্য।

সঙ্গে সঙ্গে, শতবর্ষব্যাপিনী বিষম অনাবৃষ্টি, সৃষ্টি নষ্ট করিবার জন্য তীব্রবেগে সঙ্ঘটিত হয়। ঘোরতর তাপপ্রভাবে স্বল্পসারশস্যসমূহ ক্রমশঃ দগ্ধ হইয়া ভূমিতে মিশিয়া যায়। তাহার পর কালান্তকরূপে করাল-করজালবিস্তার করিয়া, ব্রহ্মাণ্ডকে দগ্ধ করিবার নিমিত্ত, প্রচণ্ডমার্ত্তণ্ডমণ্ডল আবির্ভূত হইয়া, সপ্তসাগরের সলিল শোষণে প্রবর্ত্তিত হয়। সপ্তসমুদ্র শোষণ করিয়া, সে প্রচণ্ড জ্যোতিঃখণ্ড, সপ্ত খণ্ডে বিদীর্ণ হইয়া দিগ্দিগন্তে বিকীর্ণ হয়। জ্বালা মালায় জগৎ যখন যায় যায়, তখন সেই সহস্র-করের প্রত্যেক কিরণকণায় অসংখ্য সূর্য্য সম্ভূত হইয়া চতুর্দ্দিক্ চতুর্ভুবন একেবারে বিব্রত, বিধ্বস্ত, দগ্ধ করিতে থাকে। প্রদীপ্ত সপ্তসূর্য্যের প্রচণ্ড প্রভাব, জ্বলন্ত অনলের ন্যায় তীব্রতাপে, আকাশমণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া পৃথিবীকে পীড়িত করে। সসাগরা, সদ্বীপা, বসুন্ধরা একেবারে বারিশূন্য হইয়া পড়ে। তাহার পর ব্রহ্মাণ্ডের তাবৎ পদার্থ একেবারে একত্বে উপনীত হইয়া একপ্রাণ হইয়া যায়, অর্থাৎ পরিণামে পরমাণুতে মিলাইয়া যায়। তখন অজঙ্গমা, অস্থাবরা, নিস্তৃণা, নির্বৃক্ষা, নির্জীবা বসুন্ধরা, কূর্ম্মকুলের পৃষ্ঠদেশের ন্যায় প্রতিভাত হয়। মরীচিনিচয়ের চাক্‌চিক্যে চরাচর যেন জলময় বলিয়া বোধ হয়। অম্বর অগ্নিস্তম্ভের ন্যায় প্রতীত হয়। পাতাল-গত জীবনিবহ তখন ভূমিত্বে পরিণত হয়। সর্ব্বত্র সকল জলাশয়ই শুকাইয়া যায়। তাহারপর দ্বীপ ও পর্ব্বতপুঞ্জ শুষ্কসমুদ্র-গর্ভে ভাঙ্গিয়া পড়ে। সপ্তধা বিভক্ত পাবক, তখন তাহাদিগকে ভস্মসাৎ করিয়া আপনি আপনার তেজে জ্বলিতে থাকে, এইরূপে পৃথিবীকে দগ্ধ করিয়া, পরিশেষে পাতাল-শোষণে প্রবৃত্ত হয়। বায়ুবিতাড়িত দেদীপ্যমান সেই সকল শিখারাশি ক্রমশঃ উর্দ্ধে উত্থিত হইয়া স্বর্গাদি দহন করিতে থাকে। কালরুদ্রের দুরন্তদূতরূপী প্রদীপ্ত অনল, তখন উর্দ্ধস্থ লোকসমূহকে ক্রমশঃ ভস্মীভূত করিতে থাকে। দগ্ধাবশেষ সংসার তখন একটি অনলগোলকসদৃশ অনুমিত হয়। তাহার পর মদমত্তমাতঙ্গের মত ঘনঘোর-গভীর-গর্জ্জনে দিগন্ত আলোড়িত করিয়া, সম্বর্ত্তকপ্রভৃতি প্রলয়কালীন মেঘদল আকাশে আবির্ভূত হয়। তাহারা কেহ নীলোৎপলদলশ্যাম, কেহ বা অচিরোদ্ভূত ধূমবর্ণ, কেহ শ্বেত, কেহ পীত, কেহ রক্ত, কেহ পাটল, কেহ কৃষ্ণ, ইত্যাদি নানারূপে নানাস্থলে অবতীর্ণ হইয়া অবিরল জল ধারায় সে জ্বলন্ত অনল-নিকর কবলিত করিতে থাকে। সে প্রবল জলস্রোতে বিশ্ববিপ্লাবিত হইয়া অনল নির্ব্বাপিত হয়। পদতলদলিত তৃণগুচ্ছ হইতে আরম্ভ করিয়া, অত্যুচ্চ শৈলশৃঙ্গ প্রভৃতি, সে বিশাল জলস্রাবে অতলে তলাইয়া যায়। শুষ্কসাগর, নীরসপৃথিবী, প্রকাণ্ড জলাশয়ে পরিণত হয়। সে অসীম মহাসমুদ্রে মহাযোগনিদ্রায় সমাহিত হইয়া, প্রজাপতি শায়িত হন। তাঁহার এই স্বাপাবস্থার নামই কল্পান্ত। এই কল্প আবার সত্ত্বরজস্তমোগুণভেদে ত্রিবিধ। সাত্ত্বিক কল্প আমার, (বিষ্ণুর) রাজসিক ব্রহ্মার, তামসিক শিবের, কালচিন্তক ব্যক্তিগণ বলিয়া থাকেন কল্প অনন্ত। সেই সকল কল্পে নির্ম্মলচিত্ত হইয়া যাঁহারা ধ্যান জ্ঞান তপস্যা লাভ করিয়া, গঙ্গাধরের আরাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন, তাঁহারা পরম পদপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন। আমি (বিষ্ণু) এই একার্ণবে যোগনিদ্রায় অভিভূত হইয়া থাকি। আমাকে কেহ দেখিতে পায় না। জগতের প্রতিপরমাণুতে আমি বিরাটরূপে অবস্থিত হইলেও যোগিগণের জ্ঞানচক্ষুর্ব্যতীত অন্যের আমি অগোচর ও অতীত। শ্রীমদ্ভাগবতেও প্রলয়বিষয়ক একটি সুন্দর বিবরণ আছে। ৭ম অ, ৬ শ্লোকের টিপ্পনীতে ১৩১৯ পৃষ্ঠায় তাহা উদ্ধৃত হইয়াছে। আগ্রহান্বিত পাঠকগণ সেই বিবরণের সহিত এই বৃত্তান্ত মিলাইয়া পাঠ করিবেন।

এই স্থলে শ্রীমন্মধুসূদন সরস্বতী মহাশয় "সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথা পূর্ব্বমকল্পয়ৎ" ইত্যাদি শ্রৌতমন্ত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই মন্ত্র সন্ধ্যাবন্দনার মার্জ্জনাংশের মধ্যস্থ এবং সাম্, ঋক্ ও যজুঃ ত্রিবেদীয় সন্ধ্যামন্ত্রের অন্তর্নিবিষ্ট, সুতরাং বিপ্রমাত্রেরই তাহা পরিজ্ঞাত থাকা সম্ভবপর। ইহার অর্থ এই যে, "বিধাতা পূর্ব্বকল্পের অনুরূপ সূর্য্য ও চন্দ্রের সৃষ্টি করিয়াছেন।" এতদ্দ্বারা পূর্ব্বকল্পের অস্তিত্ব যে শ্রুতি-সম্মত তাহা সপ্রমাণিত হইল। সুতরাং সৃষ্টি-প্রলয়-প্রবাহ যে অবিচ্ছিন্ন ভাবে চলিয়া আসিতেছে এ বিষয়ে আপত্তি করিবার কোনই অবসর থাকিতেছে না ॥ ১৯ ॥

* * *

পরস্তস্মাত্তু ভাবোঽন্যোঽব্যক্তোঽব্যক্তাৎ সনাতনঃ।
যঃ স সর্ব্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি ॥ ২০ ॥
অব্যক্তোঽক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিম্।
যং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ ২১ ॥

অন্বয়।—তু (কিন্তু) তস্মাৎ (পূর্ব্বকথিতাৎ) অব্যক্তাৎ (কারণ-রূপাৎ) পরঃ (বিলক্ষণঃ) অন্যঃ (স্বতন্ত্রঃ) অব্যক্তঃ (অতীন্দ্রিয়ঃ) সনাতনঃ (অনাদিঃ) যঃ ভাবঃ (পরব্রহ্মরূপম্) সঃ (তদ্‌ভাবঃ) সর্ব্বেষু (কার্য্যকারণেষু) ভূতেষু (স্থাবরজঙ্গমলক্ষণেষু) নশ্যৎসু) (গচ্ছৎসু) [অপি] ন বিনশ্যতি (ন প্রলয়ং যাতি) [অসৌ] অব্যক্তঃ (অনিন্দ্রিয়-গোচরঃ) অক্ষরঃ (জন্মাদিরহিতঃ) ইতি উক্তঃ (কথিতঃ) তম্ পরমাম্ (শ্রেষ্ঠাম্) গতিম্ (গম্যম্) আহুঃ (বদন্তি) যম্ (ভাবম্) প্রাপ্য (লব্ধা) ন নিবর্ত্তন্তে (পুনঃ সংসারদশায়াং ন পতন্তি) তৎ (স্থানম্) মম (বিষ্ণোঃ) পরমম্ (সর্ব্বশ্রেষ্ঠম্) ধাম (পদং স্বরূপং বা) ॥ ২০। ২১ ॥

প্রতিশব্দ।—কিন্তু তাহা-হইতে অব্যক্ত-হইতে শ্রেষ্ঠ স্বতন্ত্র ইন্দ্রিয়াগোচর চিরন্তন যে ব্রহ্মভাব তিনি যাবতীয় ভূত পদার্থের নাশে [ও] না নষ্ট-হন [ইনি] ইন্দ্রিয়াতীত জন্ম-লয়াদি-রহিত ইহা কথিত শ্রেষ্ঠা গতি কীর্ত্তিত যাহা প্রাপ্ত-হইলে না নিবর্ত্তন-হয় তাহা আমার প্রকৃষ্ট স্বরূপ ॥ ২০। ২১ ॥

ব্যাখ্যা ।—পূর্ব্বকথিত অব্যক্তরূপ কারণাপেক্ষাও অন্য এক স্বতন্ত্র ইন্দ্রিয়াতীত ও অনাদি ব্রহ্মভাব বিদ্যমান্ আছেন। যাবতীয় ভূত-পদার্থ-নাশ-দশায় উপনীত হইলেও সেই ব্রহ্মভাবের নাশ হয় না। সেই অতীন্দ্রিয় ভাব জন্ম-লয়াদি-বিরহিতরূপে অভিহিত হইয়া থাকেন। তাহাই প্রকৃষ্টা গতিরূপে পরিকীর্ত্তিত। তাঁহাকে প্রাপ্ত হইলে আর এই সংসার দশায় নিপতিত হইতে হয় না। সেই ভাবই আমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্বরূপ ॥ ২০ । ২১ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—যদুপন্যস্তমক্ষরং তস্য প্রাপ্ত্যুপায়ো নির্দ্দিষ্ট "ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম" ইত্যাদিনা অথেদানীমক্ষরস্যৈব স্বরূপনির্দিদিক্ষয়েদমুচ্যতে পর ইতি। অনেন যোগমার্গেণেদং গন্তব্যমিতি পরস্তস্মাদিতি পরো ব্যতিরিক্তো ভিন্নঃ কুতস্তস্মাৎ পূর্ব্বোক্তাদব্যক্তাৎ তু শব্দোঽব্যক্তাক্ষরস্য বিবক্ষিতস্য ব্যক্তাদ্বৈলক্ষণ্যবিশেষণার্থঃ, ভাবোঽক্ষরাখ্যং পরং ব্রহ্ম ব্যতিরিক্তত্বে সত্যপি সালক্ষণ্যপ্রসঙ্গোঽস্তীতি তদ্বিনিবৃত্ত্যর্থমাহ অন্য ইতি। অন্যো বিলক্ষণঃ সচাব্যক্তোঽনিন্দ্রিয়গোচরঃ পরস্তস্মাদিত্যুক্তং কস্মাৎ পুনঃ পরঃ পূর্ব্বোক্তাদ্ভূতগ্রামবীজভূতাদবিদ্যালক্ষণাদব্যক্তাদন্যো বিলক্ষণো ভাব ইত্যভিপ্রায়ঃ, সনাতনশ্চিরন্তনো যঃ স ভাবঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু ব্রহ্মাদিষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি। অব্যক্ত ইতি। যোসাবব্যক্তোঽক্ষরইত্যুক্তস্তমেবাক্ষরসংজ্ঞকমব্যক্তং ভাবং আহুঃ পরমাং প্রকৃষ্টাং গতিং, যং ভাবং প্রাপ্য গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে সংসারায়, তদ্ধামস্থানং পরমং প্রকৃষ্টং মম বিষ্ণোঃ পরমং পদমিত্যর্থঃ ॥ ২০ । ২১ ॥

আনন্দগিরি ।—অক্ষরং ব্রহ্ম পরমমিত্যুপক্রম্য তদনুপযুক্তং কিমিদমন্যদুক্তমিত্যাশঙ্ক্য বৃত্তমনূদ্যানন্তরগ্রন্থসঙ্গতিমাহ যদুপন্যস্তমিতি। অক্ষরস্বরূপে নির্দ্দিদিক্ষিতে তস্মিন্ পূর্ব্বোক্তযোগমার্গস্য কথমুপযোগঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্য তৎপ্রাপ্ত্যুপায়ত্বেনেত্যাহ অনেনেতি। গন্তব্যমিতি যোগমার্গোক্তিরুপযুক্তেতিশেষঃ, পূর্ব্বোক্তাদব্যক্তাদিতি সম্বন্ধঃ। পরশব্দস্য ব্যতিরিক্তবিষয়ত্বে তুশব্দেন বৈলক্ষণ্যমুক্ত্বা পুনরন্যশব্দপ্রয়োগাৎ পৌনরুক্তমিত্যাশঙ্ক্যাহ ব্যতিরিক্তত্ব ইতি। তুনা দ্যোতিতং বৈলক্ষণ্যমন্যশব্দেন প্রকটিতং যতো ভিন্নেষ্বপি ভাবভেদেষু সালক্ষণ্যমালক্ষ্যতে, ততশ্চাব্যক্তাদ্ভিন্নত্বেঽপি ব্রহ্মণস্তেন সাদৃশ্যমাশঙ্কতে তন্নিবৃত্ত্যর্থমন্যপদমিত্যর্থঃ, যদ্বা পরশব্দস্য প্রকৃষ্টবাচিনো ভাববিশেষণার্থত্বে পুনরুক্তিশঙ্কৈব নাস্তীতি দ্রষ্টব্যং অনাদিভাবস্যাক্ষরস্যাপি নাশিত্বমর্থসিদ্ধং সমর্থয়তে যঃ স ভাব ইতি। সর্ব্বং বিনশ্যদ্বিকারজাতং পুরুষান্তং বিনশ্যতি স তু বিনাশহেত্বভাবান্ন বিনষ্টুমর্হতীত্যর্থঃ। যথোক্তেঽব্যক্তে ভাবে শ্রুতিসম্মতিমাহ অব্যক্ত ইতি। তস্য পরমগতিত্বং সাধয়তি যং প্রাপ্যেতি যোসাবব্যক্তো ভাবোঽত্র দর্শিতঃ স "যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যম্" ইত্যাদিশ্রুতাবক্ষর ইত্যুক্তঃ তং এবাক্ষরং ভাবং পরমাং গতিং "পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ"

ইত্যাদ্যাঃ শ্রুতয়ো বদন্তীত্যাহ যোসাবিতি। পরমপুরুষস্য পরমগতিত্বমুক্তং ব্যনক্তি যং ভাবমিতি। "তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্" ইতি শ্রুতিমত্র সংবাদয়তি তদ্ধামেতি ॥ ২০ । ২১ ॥

রামানুজ।—অব্যক্ত-কৈবল্যপ্রাপ্তানামপি পুনরাবৃত্তির্ন বিদ্যত ইত্যাহ পর ইতি। তস্মাদব্যক্তাদচেতন-প্রকৃতিরূপাৎ পুরুষার্থতয়া পর উৎকৃষ্টো ভাবোঽন্যো জ্ঞানৈকাকারতয়া তস্মাদ্বিসজাতীয়ঃ অব্যক্তঃ কেনচিৎ প্রমাণেন ন ব্যজ্যত ইত্যব্যক্তঃ স্বসংবেদ্য স্বাসাধারণাকার ইত্যর্থঃ। সনাতন উৎপত্তিবিনাশনার্হতয়া নিত্যঃ যঃ সর্ব্বেষু বিয়দাদিভূতেষু সকারণেষু সকার্য্যেষু নশ্যৎস্থ তত্র তত্র স্থিতোঽপি ন নশ্যতি। অব্যক্ত ইতি। সোঽব্যক্তোঽক্ষর ইত্যুক্তঃ "যে ত্বক্ষরমনির্দ্দেশ্যমব্যক্তং পর্য্যুপাসতে," "কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে" ইত্যাদিষু তং বেদবিদঃ পরমাং গতিমাহুঃ। অয়মেব "যঃ প্রযাতি ত্যজন্দেহং স যাতি পরমাং গতিম্" ইত্যত্র পরম-গতি-শব্দনির্দ্দিষ্টোঽক্ষরঃ প্রকৃতিসংসর্গবিযুক্তস্বরূপেণাবস্থিত আত্মেত্যর্থঃ। যমেবস্তূতং স্বরূপেণাবস্থিতং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে তন্মম পরমং ধাম পরমং নিয়মনস্থানং অচেতনপ্রকৃতিরেকং নিয়মনস্থানং তৎসংসৃষ্টরূপা জীবপ্রকৃতির্দ্বিতীয়ং নিয়মনস্থানং অচিৎসংসর্গবিযুক্তং স্বরূপেণাবস্থিতং মুক্তস্বরূপং পরমং নিত্যং [নিয়মনস্থানম্] মমস্থানমিত্যর্থঃ, তচ্চাপুনরাবৃত্তিরূপম্। অথবা প্রকাশবাচী ধামশব্দঃ প্রকাশশ্চ জ্ঞানমভিপ্রেতং প্রকৃতিসংসৃষ্টাৎ পরিচ্ছিন্নজ্ঞানরূপাত্মনোঽপরিচ্ছিন্নজ্ঞানরূপতয়া মুক্তস্বরূপং পরং ধাম॥ ২০ । ২১ ॥

হনুমান্।—পর ইতি। পরং উৎকৃষ্টম্ তস্মাৎ ভূতগ্রামাৎ ভাবঃ পদার্থঃ ব্যক্তঃ নিত্য-সিদ্ধঃ। অব্যক্তাৎ প্রকৃতেঃ সনাতনঃ নিত্যঃ যো ভাবঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি। অব্যক্ত ইতি। অব্যক্তঃ প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণাগোচরঃ অক্ষর ইত্যুক্তস্তমধ্যাত্মমাহুঃ যং ভাবং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে সংসারায় তরন্তি তৎ পরমং ধাম মম ॥ ২০ । ২১ ॥

শ্রীধর।—লোকানামনিত্যত্বং প্রপঞ্চ্য পরমেশ্বরস্বরূপস্য নিত্যত্বং প্রপঞ্চয়তি পর ইতি দ্বাভ্যাং। তস্মাচ্চরাচরকারণভূতাদব্যক্তাৎ পরস্তস্যাপি কারণভূতো যোঽন্যস্তদ্বিলক্ষণোঽব্যক্তশ্চক্ষুরাদ্যগোচরো ভাবঃ। সনাতনোঽনাদিঃ স তু সর্ব্বেষু কার্য্যকারণলক্ষণেষু ভূতেষু নশ্যৎস্বপি ন বিনশ্যতি। অবিনাশে প্রমাণং দর্শয়ন্নাহ অব্যক্ত ইতি। যো ভাবোঽব্যক্তোঽতীন্দ্রিয়ঃ অক্ষরঃ প্রবেশনাশশূন্য ইতি তথা "অক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্" ইত্যাদি শ্রুতিষক্ষর ইত্যুক্তঃ। তং পরমাং গতিং গম্যং পুরুষার্থমাহুঃ "পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ" ইত্যাদিশ্রুতয়ঃ, পরমগতিত্বমেবাহ যং প্রাপ্য ন পুনর্নিবর্ত্তন্ত ইতি। তচ্চ মমৈব ধাম স্বরূপং (মমেত্যুপচারে ষষ্ঠী রাহোঃ শির ইতিবৎ) অতোঽহমেব পরমা গতিরিত্যর্থঃ ॥ ২০ । ২১ ॥

বলদেব।—তদেবং কর্ম্মতন্ত্রাণাং জন্মবিনাশদর্শনেনাব্রহ্মভুবনাদিত্যেতদ্বিবৃতং অথ মামুপেত্যেতদ্বিবৃণোতি পরস্তস্মাদিতি। তস্মাদুক্তরূপাদব্যক্তাদ্ব্রহ্মণো হিরণ্যগর্ভাদন্যো যো ভাবঃ পদার্থঃ পরং শ্রেষ্ঠস্ততোঽত্যন্তবিলক্ষণস্তস্যোপাস্য ইত্যর্থঃ, অতিবৈলক্ষণ্যমাহাব্যক্ত

ইতি। আত্মবিগ্রহত্বাৎ প্রত্যক্ ইত্যর্থঃ। প্রসাদিতস্তু প্রত্যক্ষোঽপি ভবতীত্যুক্তং প্রাক্। সনাতনোঽনাদিঃ স খলু হিরণ্যগর্ভপর্য্যন্তেষু সর্ব্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি। অব্যক্ত ইতি। যো ভাবো ময়েহাব্যক্ত ইত্যক্ষর ইতি চোচ্যতে তং বেদান্তাঃ পরমাং গতিমাহুঃ, "পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা পরমা গতিঃ" ইত্যাদৌ। যং ভাবং প্রাপ্যোপেত্য জনাঃ পুনর্ন নিবর্ত্তন্তে জন্ম নাপ্নুবন্তি স ভাবোঽহমেবেত্যাহ তদিতি। তন্মমৈব ধাম স্বরূপং পরমং শ্রীমৎ। (ষষ্ঠীয়ং চৈতন্যমাত্মনঃ স্বরূপমিতিবদবগন্তব্যা) ॥ ২০। ২১ ॥

মধুসূদন।—এবমবশানামুৎপত্তিবিনাশপ্রদর্শনেনাব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিন ইত্যেতদ্ব্যাখ্যাতং অধুনা মামুপেত্যপুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যত ইত্যেতদ্ব্যাচষ্টে দ্বাভ্যাং পর ইতি। তস্মাচ্চরাচরস্থূলপ্রপঞ্চকারণভূতাদ্ধিরণ্যগর্ভাখ্যাদব্যক্তাৎ পরো ব্যতিরিক্তঃ শ্রেষ্ঠো বা তস্যাপি কারণভূতঃ। ব্যতিরেকেঽপি সালক্ষণ্যং স্যাদিতি নেত্যাহ অন্যোঽত্যন্তবিলক্ষণঃ "ন তস্য প্রতিমা অস্তি" ইতি শ্রুতেঃ। অব্যক্তো রূপাদিহীনতয়া চক্ষুরাদ্যগোচরো ভাবঃ কল্পিতেষু সর্ব্বেষু কার্য্যেষু সদ্রূপেণানুগতঃ, অতএব সনাতনো নিত্যঃ। তুশব্দো হেয়াদনিত্যাদব্যক্তাদুপাদেয়ত্বং নিত্যস্যাব্যক্তস্য বৈলক্ষণ্যং সূচয়তি। তাদৃশো যো ভাবঃ স হিরণ্যগর্ভ ইব সর্ব্বেষু ভূতেষু নশ্যৎস্বপি ন বিনশ্যতি উৎপদ্যমানেষ্বপি নোৎপদ্যত ইত্যর্থঃ। হিরণ্যগর্ভস্য তু কার্য্যস্য ভূতাভিমানিত্বাত্তদুৎপত্তিবিনাশাভ্যাং যুক্তাবেবোৎপত্তিবিনাশৌ, ন তু তদনভিমানিনোঽকার্য্যস্য পরমেশ্বরস্যেতি ভাবঃ। যো ভাব ইহাব্যক্ত ইত্যক্ষর ইতি চোক্তোঽন্যত্রাপি শ্রুতিষু স্মৃতিষু চ তং ভাবমাহুঃ শ্রুতয়ঃ স্মৃতয়শ্চ "পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ" ইত্যাদ্যাঃ পরমামুৎপত্তিবিনাশশূন্যস্বপ্রাকশপরমানন্দরূপাং গতিং পুরুষার্থবিশ্রান্তিম্; যং ভাবং প্রাপ্য ন পুনঃ নিবর্ত্তন্তে সংসারায়, তদ্ধাম স্বরূপং মম বিষ্ণোঃ পরমং সর্ব্বোৎকৃষ্টম্। (মম ধামেতি রাহোঃ শির ইতিবদ্ভেদকল্পনয়া)। অতোঽহমেব পরমা গতিরিত্যর্থঃ ॥২০।২১॥

নীলকণ্ঠ।—এবং ব্রহ্মভুবনান্তানামাবৃত্তিং ব্যাখ্যায় যৎপ্রাপ্তানামাবৃত্তির্নাস্তি তদক্ষরং পরমং ব্রহ্মেত্যুপক্রান্তং বস্তু লক্ষয়তি পরস্তস্মাদিতি ত্রিভিঃ। পর ইতি, তস্মাদব্যক্তাৎ ভূতগ্রামবীজভূতাদবিদ্যালক্ষণাৎ অনৃতাৎ অন্যঃ অত্যন্তবিলক্ষণো ভাবঃ সত্তা, তু শব্দাৎ পরমাভিধং সত্তাসামান্যং বারয়তি, তস্য সামান্যাদিভ্যো ব্যাবৃত্তত্বাৎ অস্য চ সর্ব্বত্রানুগতত্বাৎ সনাতনো নিত্যৈকরূপঃ উপাধিমান্ হি উপাধিবিক্রিয়য়া নিত্যং বিক্রীয়ত ইব ভাতি; অয়ন্ত্বনুপাধিত্বান্নিত্যৈকরূপ এব যঃ সঃ ভাবঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু বিয়দাদিষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি কেবলসত্তারূপত্বাৎ, এতেন তস্য কালত্রয়াবাধ্যত্বং নিত্যত্বঞ্চোক্তম্। অব্যক্ত ইতি। অব্যক্তো ন ব্যজ্যত ইতি দৃশ্যত্বং নিরস্তং অক্ষরোঽশ্রুতেঃ, ব্যাপ্নোতীতি ত্রিবিধপরিচ্ছেদশূন্যত্বমুক্তম্; তং ভাবং পরমাং গতিম্, ব্রহ্মলোকান্তা গতিরপরমা কার্য্যত্বাৎ, ইয়ন্তু পরমা কার্য্য-কারণাতীতত্বাৎ আহুঃ "এবাস্য পরমা গতিঃ" ইত্যাদয়ঃ শ্রুতয়ঃ, যং ভাবং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে পুনঃ সংসারে ন পতন্তি তদিতি। (বিধেয়াপেক্ষং ক্লীবত্বম্) স এব মম বিষ্ণোঃ পরমং উপাধ্যস্পৃষ্টং ধাম প্রকাশঃ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদমিতি শ্রুতিপ্রসিদ্ধং নিষ্কলং ব্রহ্ম ॥ ২০। ২১ ॥

বিশ্বনাথ।—পর ইতি। তস্মাদুক্তলক্ষণাৎ অব্যক্তাৎ প্রজাপতেঃ হিরণ্যগর্ভস্য সকাশাৎ পরঃ শ্রেষ্ঠঃ। হিরণ্যগর্ভস্যাপি কারণভূতো যোঽন্যঃ খলু অব্যক্তো ভাবঃ সনাতনোঽনাদিঃ। পূর্ব্বশ্লোকোক্তমব্যক্তশব্দং ব্যাচষ্টে অব্যক্ত ইতি। নক্ষরতীত্যক্ষরো নারায়ণঃ "একো নারায়ণ আসীন্নব্রহ্মা ন শঙ্করঃ" ইতি শ্রুতেঃ, মম পরমং ধাম নিত্যং স্বরূপম্। যদ্বা অক্ষরঃ পরং ধাম ব্রহ্মৈব মদ্ধাম মত্তেজোরূপম্॥ ২০। ২১॥

তাৎপর্য্য।—পূর্ব্ব কয় শ্লোকে লোক সমূহের অনিত্যত্ব প্রদর্শন করিয়া, শ্রীভগবান্ অধুনা পরমেশ্বরের স্বরূপ ও নিত্যত্ব বিবৃত করিতেছেন। "ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম" (৮অ। ১৩ শ্লোক) ইত্যাদি বাক্যে সেই পরব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, এবং "মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে।" (৮ অধ্যায়। ১৬ শ্লোক) এই বাক্যে তাঁহাকে প্রাপ্ত হইলে আর পুনর্জ্জন্ম হয় না, একথাও পরিব্যক্ত করিয়াছেন। এক্ষণে সেই পরমেশ্বরতত্ত্ব ও তৎপ্রাপ্তির পরিণাম উপস্থিত শ্লোকদ্বয়ে স্পষ্টীকৃত করিতেছেন।

এই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক বিশ্বের কারণভূত, হিরণ্যগর্ভনামাভিধেয়*, অব্যক্ত

---

* হিরণ্যগর্ভ।—হিরণ্যগর্ভশব্দ প্রজাপতি-ব্রহ্মার নামান্তর মাত্র। সৃষ্টির আদিতে পঞ্চভূত সংযুক্ত হইয়া এক প্রকাণ্ড অণ্ডাকারে পরিণত হইল; সেই অণ্ডের অভ্যন্তরে পরমেশ্বর হিরণ্যগর্ভরূপে অধিষ্টিত হইলেন। অণ্ডমধ্যস্থিত হিরণ্যগর্ভরূপী ভগবান্ স্থাবরজঙ্গমাত্মক বিশ্বচরাচরের স্রষ্টা। নিম্নোদ্ধৃত অংশ পাঠ করিলে তাহার বৃত্তান্ত পরিজ্ঞাত হওয়া যাইবে। "সোঽভিধ্যায় শরীরাৎ স্বাৎ সিসৃক্ষুর্ব্বিবিধাঃ প্রজাঃ। অপ এব সসর্জ্জাদৌ তাসু বীজমবাসৃজৎ॥ তদণ্ডমভবদ্ধৈমং সহস্রাংশু-সমপ্রভম্। তস্মিন্ জজ্ঞে স্বয়ং ব্রহ্মা সর্ব্বলোকপিতামহঃ॥ আপো নারা ইতি প্রোক্তা আপো বৈ নরসূনবঃ। তা যদস্যায়নং পূর্ব্বং তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ॥ যত্তৎকারণমব্যক্তং নিত্যং সদসদাত্মকম্। তদ্বিসৃষ্টঃ স পুরুষো লোকে ব্রহ্মেতি কীর্ত্ত্যতে॥ তস্মিন্নণ্ডে স ভগবানুষিত্বা পরিবৎসরম্॥ স্বয়মেবাত্মনো ধ্যানাত্তদণ্ডমকরোদ্দ্বিধা॥ তাভ্যাং স শকলাভ্যাঞ্চ দিবং ভূমিঞ্চ নির্ম্মমে। মধ্যে ব্যোম দিশশ্চাষ্টাবপাং স্থানঞ্চ শাশ্বতম্॥ উদ্ববর্হাত্মনশ্চৈবং মনঃ সদসদাত্মকম্। মনসশ্চাপ্যহঙ্কারমভিমন্তারমীশ্বরম্॥ মহান্তমেব চাত্মানং সর্ব্বাণি ত্রিগুণানি চ। বিষয়াণাং গ্রহীতৄণি শনৈঃ পঞ্চেন্দ্রিয়ানি চ॥ তেষাস্ত্ববয়বান্ সূক্ষ্মান্ ষন্নামপ্যমিতৌজসাম্। সন্নিবেশ্যাত্মমাত্রাসু সর্ব্বভূতানি নির্ম্মমে। যন্মূর্ত্ত্যবয়বাঃ সূক্ষ্মাঃ তস্যেমান্যাশ্রয়ন্তি ষট্। তস্মাচ্ছরীরমিত্যাহুস্তস্য মূর্ত্তিং মনীষিণঃ॥ (মনুসংহিতা ১ম অধ্যায় ৮—১৭ শ্লোক)। তিনি স্বকীয় শরীর হইতে বিবিধ প্রজার সৃষ্টি করিবার অভিলাষে, প্রথমতঃ জলসৃষ্টি করিলেন, এবং তাহাতে বীজ অর্পণ করিলেন। তাহার পর সেই বীজ সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিমান্ এক অণ্ডরূপে পরিণত হইল, এবং তাহাতে সর্ব্বলোক পিতামহ ব্রহ্মা স্বয়ং জন্মগ্রহণ করিলেন। নরনামক দেবদেহ হইতে জলের সৃষ্টি হয়, এই নিমিত্ত জল "নারা" নামে অভিহিত। প্রলয় কালে জল পরমাত্মার অয়ন অর্থাৎ স্থান হয় বলিয়া তিনি নারায়ণ শব্দে কথিত। সৃষ্ট পদার্থের যিনি কারণ, যিনি নিত্য, যিনি ইন্দ্রিয়ের অগোচর, যিনি সৎ ও অসৎ শব্দ প্রতিপাদ্য, সেই পরমপুরুষ হইতে উৎপন্ন এই অণ্ডজাত পুরুষ, লোকে ব্রহ্মা বলিয়া খ্যাত। ভগবান্ ব্রহ্মা ব্রহ্মপরিমিত এক বৎসর সেই অণ্ডে বাস করিয়া, স্বেচ্ছাক্রমে

স্বরূপের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, এবং তদ্ব্যতিরিক্ত ও বিলক্ষণ, এক পরম ভাব বিরাজমান আছেন। শ্রুতি বলিয়াছেন, "ন তস্য প্রতিমা অস্তি।" অর্থাৎ তাঁহার কোন আকৃতি বা প্রতিমূর্ত্তি নাই। রূপাদি বিহীনতা হেতু তিনি চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অগোচর। তিনি অনাদি কারণ এবং সদ্রূপে যাবতীয় বিশ্ব-ব্যাপারে বিরাজিত। হিরণ্যগর্ভাদি যাবতীয় ভূতপদার্থের বিনাশ হইলেও, সেই পরমেশ্বরের কখনই বিনাশ হয় না। হিরণ্যগর্ভেরও কার্য্যবিষয়ে অভিমান আছে, সুতরাং তৎকৃত কার্য্যের উৎপত্তি ও বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারও উৎপত্তি-

---

সে অণ্ডকে দ্বিখণ্ডে বিভক্ত করিলেন। সেই খণ্ডিত অণ্ডের নিম্নতলে পৃথিবী, এবং উর্দ্ধে স্বর্গ, মধ্যে অষ্টদিক্, আকাশ, এবং সমুদ্র নামে শাশ্বত সলিলাশয় প্রস্তুত করিলেন। ব্রহ্মা আপন অংশ হইতে সদসদাত্মক মনঃ ও মনঃ হইতে অভিমানের জনক অহঙ্কারকে সৃষ্টি করিলেন। তদনন্তর আত্মস্বরূপ মহত্তত্ত্ব, ত্রিগুণাত্মক পদার্থ, এবং বিষয় গ্রামের গ্রাহক পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে ক্রমশঃ সৃষ্টি করিলেন। তাহার পর পঞ্চতন্মাত্র ও অহঙ্কার এই ষট্ পদার্থ একত্র সংযোজিত করিয়া, সর্ব্বভূত-সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই সূক্ষ্ম পঞ্চতন্মাত্র ও অহঙ্কার এই ছয় পদার্থ ইহাকে আশ্রয় করে বলিয়া পণ্ডিতেরা এই ব্রহ্মমূর্ত্তিকে শরীর বলিয়া কীর্ত্তন করেন।

অন্য বৃত্তান্ত যথা; "পুরুষাধিষ্ঠিতত্বাচ্চ প্রধানানুগ্রহেণ চ। মহদাদ্যা বিশেষান্তা হ্যণ্ডমুৎপাদয়ন্তি তে॥ তৎক্রমেণ বিবৃদ্ধন্তু জলবুদ্বুদবৎসমম্। ভূতেভ্যোঽণ্ডং মহাবুদ্ধে বৃহৎ তদুদকেশয়ম্॥ প্রাকৃতং ব্রহ্মরূপস্য বিষ্ণোঃ সংস্থানমুত্তমম্। তত্রাব্যক্তস্বরূপোঽসৌ ব্যক্তরূপী জগৎপতিঃ॥ বিষ্ণুব্রহ্মস্বরূপেণ স্বয়মেব ব্যবস্থিতঃ। মেরুরুল্বমভূৎ তস্য জরায়ুশ্চ মহীধরাঃ। গর্ভোদকং সমুদ্রাশ্চ তস্যাসন্ সুমহাত্মনঃ॥ সাদ্রিদ্বীপ-সমুদ্রাশ্চ সজ্যোতির্লোকসংগ্রহঃ। তস্মিন্নণ্ডেঽভবদ্ বিপ্র সদেবাসুরমানুষঃ॥ বারিবহ্ন্যনিলাকাশৈস্ততো ভূতাদিনা বহিঃ। বৃতং দশগুণৈরণ্ডং ভূতাদির্মহতা তথা॥ অব্যক্তেনাবৃতো ব্রহ্মংস্তৈঃ সর্ব্বৈঃ সহিতো মহান্। এভিরাবরণৈরণ্ডং সপ্তভিঃ প্রাকৃতৈর্বৃতম্। নারিকেল ফলস্যান্তর্বীজং বাহ্যদলৈরিব॥ জুষন্ রজোগুণং তত্র স্বয়ং বিশ্বেশ্বরো হরিঃ। ব্রহ্মা ভূত্বাস্য জগতো বিসৃষ্টৌ সম্প্রবর্ত্ততে॥ সৃষ্টঞ্চ পাত্যনুযুগং যাবৎ কল্পবিকল্পনা। সত্ত্বভুগ্ ভগবান্ বিষ্ণুরপ্রমেয় পরাক্রমঃ॥ (বিষ্ণুপুরাণ ১ম অংশ ২য় অধ্যায় ৪৯—৫৭ শ্লোক)। মহত্তত্ত্ব হইতে মহাভূত পর্য্যন্ত, ইহারা সকলেই প্রকৃতির অনুগ্রহ ও পুরুষের অধ্যাসবশতঃ ব্রহ্মাণ্ড উৎপাদন করে। জলবুদ্বুদের মত জলস্থিত বর্ত্তুলাকৃত প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ড এইরূপে বৃহত্তর হইতে লাগিল, এবং ইহাই হিরণ্যগর্ভরূপী বিষ্ণুর শরীরারম্ভক অবয়ব হইল। অব্যক্তরূপী বিষ্ণু স্বয়ং রূপের দ্বারা ব্যক্ত হইয়া, সেই অণ্ডের অভ্যন্তরে ব্রহ্মরূপে অবস্থিত হইলেন, সুমেরু গর্ভাবরণ চর্ম্ম, অন্যান্য পর্ব্বত পুঞ্জ জরায়ু, এবং সমুদ্র সে মহাত্মার গর্ভোদকস্বরূপ হইয়াছিল। বিপ্র! সেই অণ্ডেই শৈল, সমুদ্র, দ্বীপ, ভূরাদি সমস্ত ভুবন, মনুষ্য, অসুর, দেবতা প্রভৃতি সমুৎপন্ন হইল। এই ব্রহ্মাণ্ডের পঞ্চবিংশতি কোটি যোজন বিস্তৃত আবরণের চতুর্দ্দিকে তাহার দশ দশগুণ পরিমাণ, আকাশ, অগ্নি, জল, বায়ু, পঞ্চ-মহাভূত, এবং তামস অহঙ্কার ও মহত্তত্ত্ব আবরণরূপে বর্ত্তমান। এই সকল আবরণের সহিত মহত্তত্ত্ব প্রকৃতি কর্ত্তৃক আবার আবৃত। নারিকেল ফলের অন্তর্গত বীজ যেমন অসংখ্য দল-পুঞ্জে আচ্ছাদিত, তদ্রূপ এই পৃথিবীও এই সপ্তরূপ আবরণ দ্বারা বেষ্টিত। অনন্তর বিশ্বেশ্বর হরি স্বয়ং রজোগুণ-প্রণোদিত হইয়া ব্রহ্মরূপে জগতের সৃষ্টি বিষয়ে প্রবর্ত্তিত হইলেন। পরে প্রতি যুগেই ব্রহ্মদিবসের অনবসান পর্য্যন্ত অপ্রমেয় পরাক্রম বিষ্ণু সত্ত্বগুণ অবলম্বন করিয়া সৃষ্ট জগৎ পালন করিয়া থাকেন।

বিনাশ যুক্তিযুক্ত। কিন্তু সেই পরমেশ্বর নিষ্ক্রিয় ও নিরভিমানী, সুতরাং তাঁহার উৎপত্তি-বিনাশের কোনই সম্ভাবনা নাই। সেই ইন্দ্রিয়াতীত পরমেশ্বর প্রবেশ-নাশ-শূন্য, এবং শ্রুতি ও স্মৃতি সর্ব্বশাস্ত্রে অক্ষর রূপে পরিকীর্ত্তিত। শ্রুতি বলিয়াছেন, “অক্ষরাৎ সম্ভবতীহবিশ্বম্” অর্থাৎ, অক্ষর হইতে এই বিশ্বের উদ্ভব হইয়াছে। তিনিই পরমা গতি অর্থাৎ পুরুষার্থের বিশ্রাম স্থান ; তাঁহাকে লাভ করার পর মানবীয় পুরুষার্থের পরম অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়া যায়, সুতরাং আর কোন ক্রিয়ার আবশ্যকতা থাকে না, এবং অন্য কোন লক্ষ্যও থাকে না। শ্রুতি বলিয়াছেন, “পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরাগতিঃ।” অর্থাৎ পুরুষের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই, তিনিই শেষ স্থান এবং পরমগতি (৩য় অধ্যায় ৪২ শ্লোকের তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য)। সেই যে উৎপত্তি-বিনাশ-বিরহিত স্বপ্রকাশ স্বরূপ, পরমানন্দরূপ গতি, তাহারই উদ্দেশে বুদ্ধিমদ্‌গণের যাবতীয় অনুষ্ঠান পর্য্যবসিত। সেই পরম সুখময়, এবং সর্ব্বানন্দময় অবস্থা প্রাপ্ত হইলে আর জন্ম-মৃত্যুরূপ বন্ধনের অধীন হইতে হয় না। তাহাই পরমেশ্বরের পরম ধাম, অর্থাৎ নির্ব্বিশেষ স্বরূপ।

মূলে ‘পরস্তস্মাত্তু’ এই পদমধ্যস্থ “তু” শব্দ হেয়, অনিত্য, অব্যক্ত অপেক্ষা নিত্য অব্যক্তের উপাদেয়ত্ব প্রতিপাদনার্থ প্রযুক্ত হইয়াছে।

প্রসঙ্গতঃ এস্থলে ইহাও উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, পৌরাণিকগণ বিষ্ণুর পরম পদ নামে একটি স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন ; ঐ স্থান ধ্রুবলোকেরও ঊর্দ্ধে অবস্থিত। ভূমি হইতে ধ্রুবলোক পর্য্যন্ত সমস্তই প্রলয়কালে ধ্বংস হয়, কিন্তু বিষ্ণুর পরম পদ নামক চরম স্থান ক্ষয়-শূন্য। কিরূপ জীব সেই চরম পদ লাভের অধিকারী, এবং তাহা লাভ করার পরিণাম ফলই বা কি, নিম্নোদ্ধৃত বিবরণ পাঠ করিলে তাহা পরিজ্ঞাত হওয়া যাইবে। “ঊর্দ্ধোত্তরমৃষিভ্যস্তু ধ্রুবো যত্র ব্যবস্থিতঃ। এতদ্বিষ্ণু-পদং দিব্যং তৃতীয়ং ব্যোম্নি ভাস্বরম্ ॥ নির্দ্ধূতদোষপঙ্কানাং যতীনাং সংযতাত্মনাম্। স্থানং তৎ পরমং বিপ্র পুণ্যপাপপরিক্ষয়ে। অপুণ্যপুণ্যোপরমে ক্ষীণাশেষার্ত্তিহেতবঃ। যত্র গত্বা ন শোচন্তি তৎতদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ॥ ধর্ম্মধ্রুবাদ্যাস্তিষ্ঠন্তি যত্র তে লোকসাক্ষিণঃ। তৎসাম্খ্যোৎপন্নযোগেভ্যস্তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ॥ যত্রোতমেতৎ প্রোতঞ্চ যদ্ভূতং সচরাচরম্। ভব্যঞ্চ বিশ্বং মৈত্রেয় তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ॥ দিবীব চক্ষুরাততম্ যোগিনাং তন্ময়াত্মনাম্। বিবেকজ্ঞানদৃষ্টঞ্চ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ॥”

ইত্যাদি (বিষ্ণুপুরাণ ২য়াংশ, ৮ অধ্যায়)। অর্থাৎ ‘সপ্তর্ষিমণ্ডলের উত্তরে ধ্রুব লোক যে স্থানে অবস্থিত, তদূর্দ্ধে আকাশমণ্ডলে প্রদীপ্ত বিষ্ণুপদ নামক তৃতীয় স্থান। যে সকল সংযতাত্মা যতির দোষপঙ্ক বিধৌত হইয়াছে, তাঁহারা পাপ-পুণ্য-ক্ষয় হইলে, সেই পরম স্থান প্রাপ্ত হন। যাঁহাদের ক্লেশের কারণ ক্ষয় হইয়াছে, তাঁহারা অপুণ্য ও পুণ্যের অবসানে সেই বিষ্ণুর পরম পদ নামক স্থান প্রাপ্ত হইয়া শোক-নির্ম্মুক্ত হন। যে স্থানে ধর্ম্ম-ধ্রুবাদি লোক সাক্ষিরূপে অবস্থিত, তাহাই সাংখ্যযোগোৎপন্ন ভোগের নিলয়রূপ বিষ্ণুর পরম পদ। যে স্থানে ভূত ও ভাবী সচরাচর বিশ্ব ওতপ্রোত ভাবে সংস্থিত, তাহাই বিষ্ণুর পরম পদ। তন্ময়াত্মা যোগীদিগের, আকাশে বিস্তৃত সূর্য্যবৎ চক্ষুর্দ্বারা, বিবেক-জ্ঞান-প্রভাবে, যে স্থান পরিদৃষ্ট হয়, তাহাই বিষ্ণুর পরম পদ।” ফলতঃ উপনিষদুক্ত বিষ্ণুর পরম ধাম, এবং পুরাণোক্ত বিষ্ণুর পরম পদ, উভয়ই বস্তুতঃ সমলক্ষণাক্রান্ত ও তুল্য ফলপ্রদ।

দ্বিজগণ আচমন কালে “তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্।” এই মন্ত্র ব্যবহার করিয়া থাকেন। এতন্মন্ত্র ঋগ্বেদ সংহিতার প্রথম মণ্ডল, দ্বাবিংশ সূক্তের অন্তর্গত বিংশ ঋক্। ইহার ভাবার্থ যথা ; ‘আকাশ পথে সর্ব্বত্র বিক্ষিপ্ত চক্ষু যেরূপ দর্শন করে, তদ্রূপে বিদ্বদ্গণ বিষ্ণুর পরম পদ দর্শন করিয়া থাকেন।’ ইহার পরবর্ত্তী ঋকেও বিষ্ণুর পরম পদের উল্লেখ আছে। তদ্যথা ; তদ্বিপ্রাসো বিপন্যচো জাগৃবাংসো সমিংধতে। বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদম্ ॥” ভাবার্থ যথা ; বিষ্ণুর যাহা পরম পদ, স্তবকারক নিত্য-সচেতন ও বুদ্ধিমান্ পুরুষেরা তাহা সমুজ্জ্বল করেন।

জ্ঞানিগণ চিরদিনই বিষ্ণুর পরম পদ লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইতেছেন, এবং অনন্ত কর্ম্মফল অপেক্ষাও তৎপদপ্রাপ্তি সৌভাগ্য-সূচক বোধে চিরদিনই অন্যান্য অনুষ্ঠানের হেয়ত্ব প্রতিপাদন করিয়া আসিতেছেন। যেরূপ অধিকারী যে ভাবে প্রণিধান করিতে সমর্থ, আর্য্যশাস্ত্র-বেত্তারা তাহার নিমিত্ত সেই ভাবেই এই পরম ফলপ্রদ চরমপদের বিষয় কীর্ত্তন করিয়াছেন ॥ ২০ । ২১ ॥

পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া।
যস্যান্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্ব্বমিদং ততম্ ॥ ২২ ॥

অন্বয়।—পার্থ ভূতানি (সর্ব্বাণি কার্য্যানি) যস্য (পুরুষস্য) অন্তঃস্থানি (মধ্যবর্ত্তীনি) যেন (পুরুষেণ) ইদং সর্ব্বম্ (জগৎ) ততম্ (ব্যাপ্তম্) সঃ পরঃ পুরুষঃ (পরমেশ্বরঃ) তু (নিশ্চিতম্) অনন্যয়া (ঐকান্তিকলক্ষণয়া) ভক্ত্যা লভ্যঃ (প্রাপ্যঃ) ॥ ২২ ॥

প্রতিশব্দ।—হে-পার্থ! ভূত-সমূহ যাঁহার মধ্যাবস্থিত যাঁহা-দ্বারা এই জগৎ ব্যাপ্ত সেই শ্রেষ্ঠ পুরুষ নিশ্চয়ই অনন্যমুখী ভক্তি-দ্বারা প্রাপ্য ॥ ২২ ॥

ব্যাখ্যা।—হে অর্জ্জুন! পরিদৃশ্যমান্ পদার্থপুঞ্জ যাঁহার অন্তর্নিহিত, এবং যিনি কারণরূপে জগতের সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত, কেবল তদভিমুখী ঐকান্তিকী ভক্তিই সেই পরম পুরুষকে লাভ করিবার একমাত্র উপায় ॥ ২২ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—তল্লব্ধেরুপায় উচ্যতে পুরুষ ইতি। পুরুষঃ পুরি শয়নাৎ পূর্ণত্বাদ্বা, স পরঃ পার্থ! পরো নিরতিশয়ো যস্মাৎ পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ স ভক্ত্যা লভ্যস্ত জ্ঞানলক্ষণয়াঽনন্যয়া আত্মবিষয়য়া, যস্য পুরুষস্যান্তঃস্থানি মধ্যস্থানি কার্য্যভূতানি কার্য্যং হি কারণস্যান্তর্বর্ত্তি ভবতি, যেন পুরুষেণ সর্ব্বমিদং জগত্ততং ব্যাপ্তং আকাশেনেব ঘটাদি ॥ ২২ ॥

আনন্দগিরি।—ননু ব্যক্তাদতিরিক্তস্য তদ্বিলক্ষণস্য পরমপুরুষস্য প্রাপ্তৌ কশ্চিৎসাধারণো হেতুরেষিতব্যো যস্মিন্ প্রেক্ষাপূর্ব্বকারী তৎপ্রেক্ষয়া প্রবৃত্তো নির্বৃণোতি তত্রাহ তল্লব্ধেরিতি। পরস্য পুরুষস্য সর্ব্বকারণত্বং সর্ব্বব্যাপকত্বঞ্চ বিশেষণদ্বয়মুদাহরতি যস্যেতি। নিরতিশয়ত্বং বিশদয়তি যস্মাদিতি। তুশব্দোঽবধারণার্থম্। ভক্তির্ভজনম্। সেবাপ্রদক্ষিণপ্রাণায়ামাদিলক্ষণান্তাং ব্যাবর্ত্তয়তি জ্ঞানেতি। উক্তায়া ভক্তের্বিষয়তো বৈশিষ্ট্যমাহ অনন্যয়েতি। কোঽসৌ পুরুষো যদ্বিষয়া ভক্তিস্তৎপ্রাপ্তৌ পর্য্যাপ্তেত্যাশঙ্ক্যোত্তরার্দ্ধং ব্যাচষ্টে যস্যেতি। কথন্ভূতানাং তদবস্থত্বং তত্রাহ কার্য্যং হীতি। স পর্য্যগাদিতি শ্রুতিমাশ্রিত্যাহ যেনেতি ॥ ২২ ॥

রামানুজ।—জ্ঞানিনঃ প্রাপ্যস্ত যত্তস্মাদত্যন্তবিভক্তমিত্যাহ পুরুষ ইতি। "মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়। ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব।" "মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্" ইত্যাদিনা নির্দ্দিষ্টস্য যস্যান্তঃস্থানি ভূতানি যেন পরেণ পুরুষেণ সর্ব্বমিদং ততং

সঃ পরঃ পুরুষোঽনন্যয়া ভক্ত্যা লভ্যঃ। আত্মযাথার্থ্য[ত্ম্য]বিদঃ পরমপুরুষনিষ্ঠস্য চ সাধারণীমর্চ্চিরাদিকাং গতিমাহ। দ্বয়োরর্চ্চিরাদিকা গতিঃ শ্রুতৌ শ্রুতা। সা চাপুনরাবৃত্তিলক্ষণা যথা পঞ্চাগ্নিবিদ্যায়াং "তদ্ য ইত্থং বিদুঃ যে চে মেঽরণ্যে শ্রদ্ধাং তপ ইত্যুপাসতে তেঽর্চ্চিষমভিসংভবন্ত্যর্চ্চিষোঽহঃ" ইত্যাদৌ অর্চ্চিরাদিকয়া গত্যা গতস্য পরব্রহ্মপ্রাপ্তিরপুনরাবৃত্তিশ্চোক্তা। "স এতান্ ব্রহ্মগময়তি এতেন প্রতিপদ্যমানা ইমং মানবমাবর্ত্তং নাবর্ত্তন্ত" ইতি। ন চ প্রজাপতিবাক্যোদিত [বাক্যাদৌ] পর [শ্রুতি] বিদ্যাঙ্গভূতাত্ম [প্রাপ্তি] বিষয়েয়ম্, "তদ্ য ইত্থং বিদুঃ" ইতি গতিশ্রুতিঃ "যেচে মেঽরণ্যে শ্রদ্ধাং তপ ইত্যুপাসতে" ইতি পরবিদ্যায়াঃ পৃথক্শ্রুতিবৈয়র্থ্যাৎ। পঞ্চাগ্নিবিদ্যায়াং চ ইতি তু "পঞ্চম্যামাহুতাবাপঃ পরম পুরুষবচসো ভবন্তীতি রমণীয়চরণাঃ কপূয়চরণাঃ" ইতি পুণ্যপাপহেতুকো মনুষ্যাদিভাবোঽয়মেব [অপামেব] ভূতানামন্তরসংস্পৃষ্টানামাত্মনস্ত তৎপরিষ্বঙ্গমাত্রমিতি চিদচিতোর্ব্বিবেকমভিধায় "য ইত্থং বিদুস্তেঽর্চ্চিষমভিসম্ভবন্তি ইমং মানবমাবর্ত্তং নাবর্ত্তন্তে" ইতি বিবিক্তে চিদচিদ্বস্তুনি ত্যাজ্যতয়া প্রাপ্যতয়া চ "তদ্য ইত্থং বিদুস্তেঽর্চ্চিরাদিনা গচ্ছন্তি ন চ পুনরাবর্ত্তন্তে" ইত্যুক্তমিতি গম্যতে। আত্মযাথার্থ্য[ত্ম্য]বিদঃ পরমপুরুষনিষ্ঠস্য চ "স এতান্ ব্রহ্মগময়তি" ইতি ব্রহ্মপ্রাপ্তিবচনাৎ। অচিদ্বিযুক্তমাত্মবস্তু ব্রহ্মাত্মকতয়া ব্রহ্মশেষতৈকরসমিত্যনুসন্ধেয়ং [তৎক্রতুন্যায়াচ্চ] পরশেষতৈকরসত্বঞ্চ "য আত্মনি তিষ্ঠতস্তস্যাত্মা শরীরম্" ইত্যাদিশ্রুতিসিদ্ধম্ ॥ ২২ ॥

হনুমান্ ।—পুরুষ ইতি। যস্যান্তঃস্থানি ভূতানি অন্তস্তিষ্ঠন্তীত্যন্তঃস্থানি, যেনাব্যক্তেন ইদং সর্ব্বং ততং ব্যাপ্তম্ ॥ ২২ ॥

শ্রীধর ।—তৎপ্রাপ্তৌ চ ভক্তিরন্তরঙ্গোপায় ইত্যুক্তমেবেত্যাহ পুরুষ ইতি। স চাহং পরঃ পুরুষোঽনন্যয়া ন বিদ্যতেঽন্যঃ শরণত্বেন যস্যাস্তয়া একান্তভক্ত্যৈব লভ্যো নান্যথা, পরত্বমেবাহ যস্য কারণভূতস্যান্তর্মধ্যে ভূতানি স্থিতানি, যেন চ কারণভূতেনেদং সর্ব্বং জগত্ততং ব্যাপ্তম্ ॥ ২২ ॥

বলদেব ।—তৎপ্রাপ্তৌ ভক্তেঃ সূপায়ত্বমাহ পুরুষঃ স ইতি। স মল্লক্ষণঃ পুরুষঃ অনন্যয়া তদেকান্তয়া অনন্যচেতাঃ সততমিতি পূর্ব্বোদিতয়া ভক্ত্যৈব লভ্যো লব্ধুং শক্যঃ, যোগভক্ত্যা তু দুঃশক্যা তৎপ্রাপ্তিরিত্যর্থঃ। তল্লক্ষণমাহ যস্যেতি। সর্ব্বমিদং জগৎ যেন ততং ব্যাপ্তম্। শ্রুতিশ্চৈবমাহ "একো বশী সর্ব্বগঃ কৃষ্ণ ঈড্য একোঽপি সন্ বহুধা যোঽবভাতি বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকস্তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্ব্বম্" ইত্যাদ্যা ॥ ২২ ॥

মধুসূদন ।—ইদানীং "অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ। তস্যাহং সুলভঃ" ইতি প্রাগুক্তং ভক্তিযোগমেব তৎপ্রাপ্ত্যুপায়মাহ পুরুষ ইতি। স পরো নিরতিশয়ো নিত্যঃ পুরুষঃ পরমাত্মাহং এব অনন্যয়া ন বিদ্যতেঽন্যো বিষয়ো যস্যাং তয়া প্রেমলক্ষণয়া ভক্ত্যৈব লভ্যো নান্যথা। স কঃ? ইত্যপেক্ষায়ামাহ যস্য পুরুষস্যান্তঃস্থান্যন্তর্ব্বর্ত্তীনি ভূতানি সর্ব্বাণি কার্য্যানি কারণান্তর্ব্বর্ত্তিত্বাৎ কার্য্যস্য, অতএব যেন পুরুষেণ সর্ব্বমিদং কার্য্যজাতং ব্যাপ্তম্ "যস্মাৎ পরং নাপরমস্তি কিঞ্চিদ্ যস্মান্নাণীয়ো ন জ্যায়োঽস্তি কশ্চিৎ, বৃক্ষ ইব স্তব্ধো

দিবি তিষ্ঠত্যেকস্তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্ব্বং, যচ্চ কিঞ্চিজ্জগৎ সর্ব্বং দৃশ্যতে শ্রূয়তেঽপিচ। অন্তর্ব্বহিশ্চ তৎ সর্ব্বং ব্যাপ্য নারায়ণঃ স্থিতঃ। স পর্য্যগাৎ শুক্রন্” ইত্যাদি শ্রুতিভ্যঃ ॥ ২২ ॥

নীলকণ্ঠ।—এবং জ্ঞেয়ং প্রত্যগভিন্নং ব্রহ্ম উক্ত্বা জগৎকারণমুপাসনীয়মিতোঽন্যদিত্যাহ পুরুষ ইতি। তু শব্দঃ পূর্ব্ববৈলক্ষণ্যদ্যোতনার্থঃ। হে পার্থ! যোঽয়ং ভক্ত্যা আরাধনেন উপাসনেনেতি যাবৎ, কীদৃশ্যা ? অনন্যয়া নাস্ত্যন্যো যস্যাং সা তয়া উপাস্যোপাসকভেদমন্তরেণ অহংগ্রহরূপয়েত্যর্থঃ। তয়া ভক্ত্যা যো লভ্যঃ স পরঃ পূর্ব্বোক্তাদব্যাবৃত্তাদনন্বগতাদক্ষরাদন্যঃ কারণাত্মেতি যাবৎ। লভ্যত্বাদেবাস্যান্যত্বমপি, ন হ্যাত্মা চ লভ্যশ্চেতি যুজ্যতে, অস্য কারণত্বমেবাহ যস্যেতি। যস্য পুরুষস্যান্তঃস্থানি বীজে দ্রুম ইব সর্ব্বাণি বিয়দাদীনি স্থাবরজঙ্গমানি চ যেন চ ইদং সর্ব্বং ততং ব্যাপ্তমুপাদানত্বাৎ ভক্ত্যা লভ্যত ইতি যোজনা ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ।—পুরুষ ইতি। স চ মদংশঃ পরমঃ পুরুষঃ ন বিদ্যতে অন্যৎ কর্ম্মজ্ঞানযোগকামনাদিকং যস্যাং তয়ৈব। অতএব পূর্ব্বং ময়োক্তং অনন্যচেতাঃ সততমিতি ভাবঃ ॥ ২২ ॥

তাৎপর্য্য।—শ্রীভগবান্ পূর্ব্বে “অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ তস্যাহং সুলভঃ” (৮ অ। ১৪ শ্লোক) এই বাক্যে ঐকান্তিকী ভক্তিই ভগবল্লাভের একমাত্র উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অধুনা সেই উপায়ের বিষয় আরও বিশদীকৃত করিতেছেন। সেই পরমাত্মস্বরূপ পরম পুরুষ, অন্য-শরণ্য-পরিশূন্যা একান্ত ভক্তি দ্বারাই লভ্য; তাদৃশ ভক্তি ব্যতীত তাঁহাকে প্রাপ্ত হইবার উপায়ান্তর নাই। যাবতীয় কার্য্যভূত পদার্থ সেই কারণভূত পরম পুরুষের অন্তর্ভূত, এবং আকাশ দ্বারা ঘটাদি যেরূপ পরিবৃত, তদ্রূপে এই জগৎ সেই পরম পুরুষ দ্বারা পরিব্যাপ্ত।

অতঃপর শ্রীমন্মধুসূদন সরস্বতী মহোদয়, শ্রীভগবানের সর্ব্বব্যাপিত্ব-প্রভৃতি সমর্থন করিবার অভিপ্রায়ে, একটি শ্রৌত প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন। তদ্‌যথা ; “যস্মাৎ পরং নাপরমস্তি কিঞ্চিদ্, যস্মান্নাণীয়ো ন জ্যায়োঽস্তি কশ্চিৎ, বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকস্তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্ব্বং, যচ্চ কিঞ্চিজ্জগৎ সর্ব্বং দৃশ্যতে শ্রূয়তেঽপিবা। অন্তর্ব্বহিশ্চ তৎ সর্ব্বং ব্যাপ্য নারায়ণঃ স্থিতঃ” ॥ ইত্যাদি। অর্থাৎ “যে শ্রেষ্ঠ পুরুষের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর আর কিছুই নাই, যাঁহার অপেক্ষা কিছুই ক্ষুদ্র বা বৃহৎ নাই, যিনি বৃক্ষের ন্যায় স্তব্ধভাবে আকাশে বিরাজমান, সেই পুরুষের দ্বারা সকলই পরিপূর্ণ, এবং তাঁহা দ্বারা জগতের

যাহা কিছু সকলই দেখিতে ও শুনিতে পাওয়া যাইতেছে। এই সকলের অন্তর ও বহির্ভাগ সকলই ব্যাপ্ত করিয়া সেই নারায়ণ অবস্থিত।”

ভগবান্ স্বয়ংই বলিয়াছেন, “ধনঞ্জয় ! আমা হইতে শ্রেষ্ঠ সংসারে কিছুই নাই ; সূত্র যেমন প্রত্যেক মণির অন্তর্নিহিত হইয়া মণিকে মালারূপে পরিণত করে, আমিও তেমনই জাগতিক তাবৎ পদার্থেই অনুস্যূত হইয়া রহিয়াছি।” (৭ম অধ্যায়, ৭ শ্লোক) এতাবতা তাঁহার সর্ব্বভূতব্যাপিত্ব স্বতঃ প্রসিদ্ধ। এস্থলে এই আশঙ্কা হইতে পারে যে, বায়ু যেমন সর্ব্বব্যাপী অথচ সাধারণের লভ্য, তদ্রূপ সেই সর্ব্বব্যাপী পরমেশ্বরও কি সাধারণের লভ্য ? এই আশঙ্কার উত্তর স্বরূপেই বলিতেছেন যে, তাহা নহে ; তিনি কেবল অন্য-লক্ষ্যবিরহিত ভক্তিরই একমাত্র লভ্য। অর্থাৎ বায়ু যেমন সর্ব্বত্র সমান ভাবে অবস্থিত হইলেও, তাল-বৃন্তাদি-তাড়না দ্বারাই উপলব্ধ হয়, তদ্রূপ সর্ব্বত্র তাঁহার সত্তারসমত্ব থাকিলেও, অনন্যভক্তিরই তিনি একান্ত লভ্য ॥ ২২ ॥

* * *

যত্র কালে ত্বনাবৃত্তিমাবৃত্তিঞ্চৈব যোগিনঃ।
প্রয়াতা যান্তি তং কালং বক্ষ্যামি ভরতর্ষভ ॥২৩॥

অন্বয়।—ভরতর্ষভ (ভরত-বংশ-শ্রেষ্ঠ) যত্র (যস্মিন্) কালে (মার্গে) প্রয়াতাঃ (মৃতাঃ) যোগিনঃ (উপাসকাঃ) তু (নিশ্চিতম্) অনাবৃত্তিম্ (অপুনরাগমনরূপম্) আবৃত্তিম্ (পুনরাগমনরূপম্) চ এব যান্তি (প্রাপ্নুবন্তি) তম্ কালম্ (মার্গম্) বক্ষ্যামি (কথয়িষ্যামি) ॥ ২৩ ॥

প্রতিশব্দ।—হে-ভরতকুলপুঙ্গব যে পথে গমনশীলগণ সাধকগণ অপুনরাগমন এবং পুনরাগমন প্রাপ্ত-হন সেই পথ কহিব ॥ ২৩ ॥

ব্যাখ্যা।—হে ভারতবংশাবতংস! যোগিগণ, মরণান্তে যে যে মার্গে গমন করিয়া, সংসারে অপুনরাগমন অথবা পুনরাগমন এতদুভয় অবস্থার অন্যতরের অধীন হন, অতঃপর তাহার বিবরণ কহিতেছি ॥ ২৩ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—প্রকৃতানাং যোগিনাং প্রণবাবেশিতব্রহ্মবুদ্ধীনাং কালান্তরমুক্তিভাজাং তদ্ব্রহ্মপ্রতিপত্তয়ে উত্তরো মার্গো বক্তব্য ইতি যত্র কাল ইত্যাদিবিবক্ষিতার্থসমর্পণার্থমুচ্যতে আবৃত্তিমার্গোপন্যাস ইতরমার্গস্তুত্যর্থঃ যত্রেতি। যত্রকালে প্রয়াতা ইতি

ব্যবহিতেন সম্বন্ধঃ, যত্র যস্মিন্ কালে ত্বনাবৃত্তিমপুনর্জন্ম আবৃত্তিং তদ্বিপরীতাঞ্চৈব যোগিন ইতি কর্ম্মিণশ্চোচ্যন্তে কর্ম্মিণস্তু গুণতঃ কর্ম্মযোগেন যোগিনামিতি বিশেষণাৎ। তত্র বিভজ্যন্তে যোগিনঃ,. যত্র কালে প্রয়াতা মৃতা যোগিনোঽনাবৃত্তিং যান্তি যত্র কালে চ প্রয়াতা মৃতা আবৃত্তিং যান্তি তং কালং বক্ষ্যামি ভরতর্ষভ ! ॥ ২৩ ॥

আনন্দগিরি ।—নহু জ্ঞানায়ত্তা পরমপুরুষপ্রাপ্তিরুক্তা ন চ জ্ঞানং মার্গমপেক্ষ্য ফলায় কল্পতে বিদুষো গত্যুৎক্রান্তিনিষেধশ্রুতেঃ, তথাচ মার্গোক্তিরযুক্তেত্যাশঙ্ক্য সগুণশরণানাং তদুপদেশোঽর্থবানিত্যভিপ্রেত্যাহ প্রকৃতানামিতি। বক্তব্য ইতি যত্রকাল ইত্যাদ্যুচ্যতে ইতি সম্বন্ধঃ। স চেদ্বক্তব্যস্তর্হি কিমিত্যধ্যাত্ম্যাদিভাবেন ? সবিশেষং ব্রহ্মধ্যায়তাং ফলাপ্তয়ে। মূর্দ্ধন্যনাড়ীসম্বন্ধে দেবযানে পথ্যুপাস্যত্বায় বক্তব্যে কালো নির্দিশ্যতে তত্রাহ বিবক্ষিতেতি। সোঽর্থো মার্গস্তদুক্তিশেষত্বেন কালোক্তিরিত্যর্থঃ। পিতৃযানমার্গোপন্যাসস্তর্হি কিমিতি ক্রিয়তে ? তত্রাহ আবৃত্তিমিতি। মার্গান্তরস্যাবৃত্তিফলত্বাদস্য চানাবৃত্তিফলত্বাত্তদপেক্ষয়া মহীয়ান্ অয়মিতি স্তুতির্ব্বিবক্ষিতেতি ভাবঃ, যোগিনঃ ইতি ধ্যায়িনাং কর্ম্মিণাঞ্চ তন্ত্রেণাভিধানমিত্যাহ যোগিন ইতি। কথং কর্ম্মিষু যোগিশব্দো বর্ত্ততামিত্যাশঙ্ক্যানুষ্ঠানগুণযোগাদিত্যাহ কর্ম্মিণস্ত্বিতি। গুণতো যোগিন ইতি সম্বন্ধঃ। তত্রৈব বাক্যোপক্রমস্যানুকূল্যমাহ কর্ম্মযোগেনেতি। অবশিষ্টান্যক্ষরাণি ব্যাচক্ষাণো বাক্যার্থমাহ যত্রেতি। যোগিনো ধ্যায়িনোঽত্র বিবক্ষিতাঃ যে আবৃত্তাবধিকৃতা যোগিনঃ কর্ম্মিণ ইতি বিভাগঃ, কাল-প্রধান্যেন মার্গদ্বয়োপন্যাসমুপক্রম্য তমেব প্রধানীকৃত্য দেবযানং পন্থানমবতারয়তি কালমিতি॥ ২৩ ॥

রামানুজ ।—যত্রেতি। অত্র কালশব্দো মার্গস্থাহঃপ্রভৃতিসংবৎসরান্তকালাভিমানিদেবতাভূয়স্ত্বয়া মার্গোপলক্ষণার্থঃ। যস্মিন্মার্গে প্রয়াতা যোগিনোঽনাবৃত্তিং পুণ্যকর্ম্মাণশ্চাবৃত্তিং যান্তি তং মার্গং বক্ষ্যামীত্যন্বয়ঃ ॥ ২৩ ॥

হনুমান্ ।—যত্র কালে ত্বনাবৃত্তিমপুনরাগমনং আবৃত্তিঃ পুনরাগমনং যান্তি তং কালং বক্ষ্যামি ভরতর্ষভ ! ॥ ২৩ ॥

শ্রীধর ।—তদেবং পরমেশ্বরোপাসকাস্তৎপদং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে, অন্যে ত্বাবর্ত্তন্ত ইত্যুক্তং, তত্র কেন মার্গেন গতা নাবর্ত্তন্তে, কেন বাবর্ত্তন্ত ইত্যপেক্ষায়ামাহ যত্রেতি। যত্র যস্মিন্ কালে প্রয়াতা যোগিনোঽনাবৃত্তিং যান্তি, যস্মিংশ্চ কালে প্রয়াতা আবৃত্তিং যান্তি, তং কালং বক্ষ্যামীত্যন্বয়ঃ। অত্র চ রশ্ম্যনুসারী অতশ্চায়নেঽপি দক্ষিণ ইতি সূত্রিতন্যায়েনোত্তরায়ণাদিকালবিশেষমরণস্য ত্ববিবক্ষিতত্বাৎ কালশব্দেন কালাভিমানিনীভিরাতিবাহিকীভির্দ্দেবতাভিঃ প্রাপ্যো মার্গ উপলক্ষ্যতে, অতোঽয়মর্থঃ—যস্মিন্ কালাভিমানিদেবতোপলক্ষিতে মার্গে প্রয়াতা যোগিন উপাসকাঃ কর্ম্মিণশ্চ যথাক্রমমনাবৃত্তিঞ্চ যান্তি, তং কালাভিমানিদেবতোপলক্ষিতং মার্গং কথয়িষ্যামীতি। অগ্নিজ্যোতিষোঃ কালাভিমানিত্বাভাবেঽপি ভূয়সামহরাদিশব্দোক্তানাং সাহচর্য্যাদাম্রবনমিত্যাদিবৎ কালশব্দেনোপলক্ষণমবিরুদ্ধম্ ॥২৩॥

বলদেব ।—স্বভক্তানাং অনাবৃত্তিঃ স্ববিমুখানাং ত্বাবৃত্তিরুক্তা, সা সা চ কেন পথা

গতানাং ভবেদিত্যপেক্ষায়ামাহ যত্রেতি। যোগিনো ভক্তাঃ কাম্যকর্ম্মিণশ্চ। অত্র কালশব্দেন কালাভিমানিনী দেবতোক্তা। অগ্নিধূমযোঃ কালত্বাভাবাৎ কালশব্দেনোক্তিস্তু ভূয়সামহদাদিশব্দানাং রাত্র্যাদিশব্দানাঞ্চ কালবাচিত্বাৎ তথাচার্চ্চিরাদিভির্ধূমাদিভিশ্চ দেবৈঃ পালিতঃ পন্থাঃ কালশব্দেনোক্তো বোধ্যঃ ॥ ২৩ ॥

মধুসূদন ।—সগুণব্রহ্মোপাসকাস্তৎপদং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে, কিন্তু ক্রমেণ মুচ্যন্তে, তত্র তল্লোকভোগাৎ প্রাগনুৎপন্নসম্যগ্দর্শনানাং তেষাং মার্গাপেক্ষা বিদ্যতে, নতু সম্যগ্দর্শিনামিব তদনপেক্ষেত্যুপাসকানাং তল্লোকপ্রাপ্তয়ে দেবযানমার্গ উপদিশ্যতে, পিতৃযানমার্গোপন্যাসস্তু তস্য স্তূয়তে, প্রাণোৎক্রমণানন্তরং যত্র যস্মিন্ কালে কালাভিমানিদেবতোপলক্ষিতে মার্গে প্রয়াতা যোগিনো ধ্যায়িনঃ কর্ম্মিণশ্চ অনাবৃত্তিমাবৃত্তিং চ যান্তি, দেবযানে পথি প্রয়াতা ধ্যায়িনোঽনাবৃত্তিং যান্তি, পিতৃযানে পথি প্রয়াতাশ্চ কর্ম্মিণ আবৃত্তিং যান্তি। যদ্যপি দেবযানেঽপি পথি প্রয়াতাঃ পুনরাবর্ত্তন্তে ইত্যুক্তমাব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিন ইত্যত্র, তথাপি পিতৃযানে পথি গতা আবর্ত্তন্ত এব ন কেঽপি তত্র ক্রমমুক্তিভাজঃ। দেবযানে পথি গতাস্তু যদ্যপি কেচিদাবর্ত্তন্তে প্রতীকোপাসকাস্তড়িল্লোকপর্য্যন্তং গতা হিরণ্যগর্ভপর্য্যন্তমমানবপুরুষনীতা অপি পঞ্চাগ্নিবিদ্যাদ্যুপাসকাঃ অতৎক্রতবো ভোগান্তে নিবর্ত্তন্ত এব, তথাপি দহরাদ্যুপাসকাঃ ক্রমেণ মুচ্যন্তে ভোগান্ত ইতি ন সর্ব্ব এবাবর্ত্তন্তে, অতএব পিতৃযানঃ পন্থা নিয়মেনাবৃত্তিফলত্বান্নিকৃষ্টঃ, পন্থাঅয়ং অনাবৃত্তিফলত্বাদতিপ্রশস্ত ইতি স্তুতিরুপপদ্যতে। কেষাঞ্চিদাবৃত্তাবপ্যনাবৃত্তিফলত্বস্যানপায়াৎ তং দেবযানং পিতৃযানং চ কালং কালাভিমানিদেবতোপলক্ষিতং মার্গং বক্ষ্যামি হে ভরতর্ষভ! অত্র কালশব্দস্য মুখ্যার্থত্বে অগ্নির্জ্যোতির্ধূমশব্দানামনুপপত্তিঃ গতিসৃতিশব্দয়োশ্চেতি তদনুরোধে নৈকস্মিন্ কালপদ এব লক্ষণাশ্রিতা, কালাভিমানিদেবতানাং মার্গদ্বয়েঽপি বাহুল্যাৎ অগ্নিধূময়োস্তদিতরয়োঃ সতোরপি অগ্নিহোত্র শব্দবদেকদেশেনাপ্যুপলক্ষণং কালশব্দেন, অন্যথা প্রাতরগ্নিদেবতায়া অভাবাত্তৎপ্রখ্যং চান্যশাস্ত্রমিত্যনেন তস্য তস্য নামধেয়তা ন স্যাৎ আম্রবনমিতি চ লৌকিকো দৃষ্টান্তঃ ॥ ২৩ ॥

নীলকণ্ঠ ।—পূর্ব্বোক্তানামোঙ্কারদ্বারা সগুণব্রহ্মবিদাং ক্রমমুক্তিভাজাং ব্রহ্মপ্রতিপত্তয়ে উত্তরো মার্গো বক্তব্য ইত্যত আহ যত্রেতি। আবৃত্তিমার্গোপন্যাসোঽনাবৃত্তিমার্গস্তুত্যর্থঃ। যোগিন ইতি যোগিনঃ কর্ম্মিণশ্চোচ্যন্তে তেষাং যথাযোগ্যং মার্গদ্বয়বিভাগঃ, শেষং স্পষ্টম্ ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ ।—নন্থ "যং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম" ইতি ত্বদুক্ত্যা ত্বদ্ভক্তা ত্বাং প্রাপ্তা ন পুনরাবর্ত্তন্তে ইত্যুক্তং, ন তত্র ত্বৎপ্রাপ্তৌ কশ্চিন্মার্গনিয়মঃ ইত্যুক্তঃ ত্বদ্ভক্তানাঞ্চ গুণাতীতত্বাত্তন্মার্গোঽপি গুণাতীত এব অবসীয়তে। ন তু সাত্ত্বিকেঽর্চ্চিরাদিঃ যস্তু মার্গো যোগিনো জ্ঞানিনঃ কর্ম্মিণশ্চাস্তি তমহং জিজ্ঞাসে ইত্যপেক্ষায়ামাহ যত্রেতি। প্রাণোৎক্রমণানন্তরং তত্র কালে কালোপলক্ষিতে মার্গে প্রয়াতা অনাবৃত্তিমাবৃত্তিঞ্চ যান্তি তং কালং মার্গং বক্ষ্যে ইত্যন্বয়ঃ ॥ ২৩ ॥

তাৎপর্য্য।—সগুণব্রহ্মোপাসকগণ সেই পরমপদ লাভ করিবার পর আর নিবর্ত্তিত অর্থাৎ সংসার-দশাগ্রস্ত না হইয়া, ক্রমশঃ মুক্তিধনের অধিকার লাভ করেন। কিন্তু তাদৃশ সাধক ব্যতীত অন্য তাবতেই আবর্ত্তিত হইয়া থাকেন। মরণান্তে কিরূপ পথে গমন করিলে আর আবর্ত্তন হয় না, এবং কিরূপ পথে গমন করিলে আবর্ত্তন হইয়া থাকে, তাহাই অধুনা শ্রীভগবান্ ব্যক্ত করিতেছেন।

প্রাণোৎক্রমণের পর যে পথে গমন করিয়া, ধ্যাননিষ্ঠ এবং কর্ম্মনিষ্ঠ যোগিগণ ক্রমান্বয়ে অনাবৃত্তি ও আবৃত্তির অধীন হইয়া থাকেন, তাহাই এক্ষণে বক্তব্য। মূলে যে "যোগিনঃ" শব্দ আছে, তাহা প্রণবাবেশিত ব্রহ্মবুদ্ধি-সম্পন্ন ধ্যানযোগী এবং কর্ম্মানুষ্ঠান-পরতন্ত্র কর্ম্মযোগী উভয়কেই লক্ষ্য করিয়া প্রযুক্ত হইয়াছে।

উল্লিখিত দুই প্রকার যোগীর জন্য দুইটি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র মার্গ নির্দ্দিষ্ট আছে। একটির নাম দেবযান এবং অপরটির নাম পিতৃযান। সাধক প্রাণোৎক্রমণের পর কিরূপ প্রণালীতে কোন মার্গাবলম্বনে কোন কোন স্থানে গমন করেন, তাহা অব্যবহিত পরেই বিস্তারিতরূপে পরিব্যক্ত হইবে, আপাততঃ এইমাত্র বক্তব্য যে, দেবযান মার্গে প্রযাতৃগণ পুনরাবর্ত্তিত হইলেও হইতে পারেন। বস্তুতঃ সম্যগ্‌দর্শিতার অভাব হেতু কেহ কেহ পুনরাবর্ত্তিত হন। কিন্তু পিতৃযানমার্গাবলম্বিগণের সকলকেই পুনরাবর্ত্তিত হইতে হয়। কারণ সে পথ হইতে কেহই ক্রমমুক্তি লাভ করিতে পারেন না। যাঁহারা পঞ্চাগ্নিবিদ্যার উপাসক, তাঁহারা মরণান্তে দেবযান-পথের পথিক হন বটে, কিন্তু তাঁহাদিগকে নিবর্ত্তিত হইতে হয়। আর যাঁহারা দহরবিদ্যাদির উপাসক (৫৭৩ পৃষ্ঠার, ৩য় অধ্যায়, ১ম শ্লোকের তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য) তাঁহারা দেবযান পথে গমন করিয়া ক্রমশঃ মুক্তিলাভ করেন—তাঁহাদিগকে আর আবর্ত্তিত হইতে হয় না।

পঞ্চাগ্নিবিদ্যাবিষয়ক উপদেশ প্রকৃত প্রস্তাবে জীবের হৃদয়ে বৈরাগ্য সমুৎপাদন করিয়া থাকে। ইতঃপূর্ব্বে (১৫৩৪ পৃষ্ঠার টিপ্পনীতে) এতদ্বিষয়ক শ্রৌত প্রমাণাদি উদ্ধৃত হইয়াছে, সুতরাং তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। আপ্ অর্থাৎ জল, দিব্, পর্জ্জন্য, পৃথিবী, পুরুষ ও যোষিৎ এই পাঁচ প্রকার অগ্নিতে, শ্রদ্ধা, সোম, বৃষ্টি, অন্ন ও রেতরূপে আহুত হয়। জীব এই দেহ ত্যাগ

করার পর ভাবীদেহের অঙ্কুর স্বরূপে, প্রধানতঃ জল ও তৎসহ অন্যান্য ভূতের সূক্ষ্মাংশ লইয়া যায়। সেই আপের সহিত জীব চন্দ্রলোকে গমন করে। মানবীয় যজ্ঞকার্য্যে যে সকল দ্রব্য ব্যবহৃত হয়, তন্মধ্যে ঘৃত, দধি, দুগ্ধ, সোমরস প্রভৃতি তরল পদার্থই অনেক থাকে। অগ্নিতে যে আহুতি প্রদত্ত হয় তাহার নাম শ্রদ্ধা। সেই আপ্‌রূপা শ্রদ্ধা মানবের মরণান্তে চিতায় দেহদাহকালে ভাবীদেহের অঙ্কুররূপে জীবকে বেষ্টন করিয়া, লোকান্তরে লইয়া যায়। এইরূপে চন্দ্রলোক পর্য্যন্ত গমন করিয়া, তথায় কর্ম্মানুরূপ-ভোগের অবসানে আবার পূর্ব্ব-পথে প্রত্যাবৃত্ত হয়। যাহারা এই দেহে পূর্ব্ব-জন্মে রমণীয়চারী অর্থাৎ উত্তম কর্ম্ম রত ছিল, তাহারা উৎকৃষ্ট জন্ম লাভ করে, এবং যাহারা কুপূয়চারী অর্থাৎ মন্দকর্ম্মরত ছিল, তাহারা নিকৃষ্ট জন্ম লাভ করে। চন্দ্রমণ্ডলে ভোগের অবসান হইলে জীবের সেই সূক্ষ্মভোগ-শরীর দ্রবীভূত হইয়া ক্রমান্বয়ে আকাশ, বায়ু, ধূম ও অভ্ররূপে পরিণত হয়। তদনন্তর জলরূপে বর্ষিত হয়। সেই জল পৃথিবীতে আসিয়া ধান্যাদিতে প্রবেশ করে। তদনন্তর রেতঃরূপে যোনির অভ্যন্তরে প্রবেশ করে, এবং ভোগায়তন অর্থাৎ দেহরূপে পরিণত হয়। যাঁহারা পঞ্চাগ্নিবিদ্যার সাধক, অর্থাৎ ইষ্টপূজাদি কর্ম্ম বা যজ্ঞানুষ্ঠানাদ্দিনিরত তাঁহারা স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে চন্দ্রলোক পর্য্যন্ত গমন করিয়া সুখভোগ করেন বটে, কিন্তু কর্ম্মোচিত ভোগের অবসানে আবার তাঁহাদিগকে প্রত্যাবৃত্ত হইতে হয়, যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহারা ভোগের অধিকারী না হইতে পারেন, ততক্ষণ তাঁহাদিগকে উল্লিখিত প্রণালীক্রমে আরোহণ ও অবরোহণের অধীন হইয়া থাকিতে হয়।

ছান্দোগ্য উপনিষদের অষ্টম প্রপাঠক ১ম খণ্ডে নিম্নলিখিতরূপ উক্ত আছে। “অথ যদিদমস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম দহরোঽস্মিন্নন্তরাকাশস্তস্মিন্ যদন্তস্তদন্বেষ্টব্যং তদ্বাব বিজিজ্ঞাসিতব্যমিতি। ১। তঞ্চেদ্ ব্রূয়ুর্য্যদিদমস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম দহরোঽস্মিন্নন্তরাকাশঃ কিন্তদত্র বিদ্যতে যদন্বেষ্টব্যং যদ্বাব বিজিজ্ঞাসিতব্যমিতি। ২। ব্রূয়াদ্ যাবান্ বা অয়মাকাশস্তাবানেষোঽন্তর্হৃদয় আকাশ উভে অস্মিন্ দ্যাবাপৃথিবী অন্তরেব সমাহিতে উভাবগ্নিশ্চ বায়ুশ্চ সূর্য্যাচন্দ্রমসাবুভৌ বিদ্যুন্নক্ষত্রানি যচ্চাস্যেহাস্তি যচ্চনাস্তি সর্ব্বং তদস্মিন্ সমাহিতমিতি। ৩। তঞ্চেদ্ ব্রূয়ুরস্মিংশ্চেদিদং ব্রহ্মপুরে সর্ব্বং সমাহিতং সর্ব্বাণি চ ভূতানি সর্ব্বে চ কামা যদৈনজ্জরাবাপ্নোতি প্রধ্বংসতে

বা কিং ততোঽভিশিষ্যতে ইতি। ৪। স ব্রূয়ান্নাস্য জরয়ৈতজ্জীর্য্যতি ন বাধনাস্য হন্যত। এতৎ সত্যং ব্রহ্মপুরমস্মিন্ কামাঃ সমাহিতা এষ আত্মাপহতপাপ্মা বিচারো বিমৃত্যুর্ব্বিশোকো বিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পো যথা হ্যেবেহ প্রজা অন্বাবিশন্তি যথানুশাসনং যং যমন্তমভিকামা ভবন্তি যং জনপদং যং ক্ষেত্রভাগং তং তমেবোপজীবন্তি”। ৫। এই শ্রৌতবাক্যসমূহের শঙ্করভাষ্য-সম্মত তাৎপর্য্যার্থ নিম্নে বিবৃত হইতেছে, এই শরীররূপ ব্রহ্মপুরে দহর অর্থাৎ স্বল্প পুণ্ডরীক সদৃশ ভবন আছে। রাজার যেমন অনেক প্রকৃতি থাকে, সেইরূপ ব্রহ্মপুরের স্বামীর নিমিত্ত অনেক ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি প্রভৃতি নিযুক্ত আছে। রাজপুরে যেমন রাজার গৃহ আছে, তেমনই এই শরীর-ব্রহ্মপুরে দহর নামক গৃহ আছে। শালগ্রামশিলায় যেমন বিষ্ণুর অধিষ্ঠান, সেইরূপ হৃদয়পুণ্ডরীক-মধ্যস্থ দহরাকাশ ব্রহ্মোপলব্ধির স্থান। অতএব ইন্দ্রিয়সমূহকে উপসংহৃত করিয়া বাহ্যবিষয়ে বিরক্ত ভাবে, বিশেষতঃ ব্রহ্মচর্য্য সত্য ও সাধনাযুক্ত হইয়া বক্ষ্যমাণ প্রণালীক্রমে হৃদয়-পুণ্ডরীক-গৃহে ব্রহ্মোপলব্ধি করিবে। সেই হৃদয় পুণ্ডরীকে দহর অল্প গৃহে অন্তরাকাশ এবং তাহাই আকাশাখ্য ব্রহ্ম। আকাশের ন্যায় অশরীরতা হেতু তিনি সূক্ষ্ম, সর্ব্বগত ও সামান্য; এই জন্যই তাঁহাকে আকাশ বলা হইয়াছে। অন্তরাকাশে যিনি এই ভাবে বিরাজমান আছেন, তাঁহাকে অন্বেষণ করা আবশ্যক। বিশেষরূপে তাঁহার বিষয় অনুসন্ধান করিবে, এবং গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিয়া শ্রবণাদি উপায় সহকারে, তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইয়া তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করিবে।

আচার্য্য উল্লিখিতরূপ উপদেশ প্রদান করিলে শিষ্যগণ বলিলেন, “আপনি এ কি কথা বলিলেন? এই পরিচ্ছিন্ন শরীররূপ ব্রহ্মপুরে পুণ্ডরীক গৃহ ক্ষুদ্র, তন্মধ্যগত আকাশ আরও অল্পতর। পুণ্ডরীক গৃহে কি হইবে? তদপেক্ষা অল্পতর আকাশেই বা কি হইবে? যেহেতু সেই অন্তরাকাশ নিতান্ত অল্প তাহাতে কি থাকিতে পারে? কিছুই থাকিতে পারে না। যদি সেস্থানে বদর-পরিমিত কোন সামগ্রী আছে স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে তাঁহার বিষয় অন্বেষণ করিয়া ও জিজ্ঞাসা করিয়া জিজ্ঞাসুর কোন ফলই হইতে পারে না। অতএব সে স্থূল অনুসন্ধানের বা তদ্বিষয়ক জ্ঞানের কোনই প্রয়োজন দেখিতেছি না।”

আচার্য্য উত্তর দিলেন, শ্রুতির বচন শ্রবণ কর। তোমরা বলিতেছ, হৃদয়-

পুণ্ডরীক স্থিত আকাশ অল্প, সুতরাং সেই আকাশ মধ্যস্থ বস্তুও অল্প, তোমাদের এ বাক্য অসৎ। হৃদয়পুণ্ডরীকস্থ আকাশ অল্প, কিন্তু সেই আকাশে যে ব্রহ্মের অধিষ্ঠান আছে, তিনি কখনই অল্প নহেন। সেই অন্তরাকাশে ব্রহ্মের অনুসন্ধান করা আবশ্যক। বাহ্য আকাশ যেমন সর্ব্বব্যাপক অন্তরাকাশও তদ্রূপ। এই অন্তরাকাশরূপব্রহ্মে স্বর্গ ও পৃথিবী সমাহিত। অগ্নি ও বায়ু, সূর্য্য ও চন্দ্র, বিদ্যুৎ ও নক্ষত্র প্রভৃতি সকলই এতন্মধ্যস্থ। এই হৃদাকাশে অত্যন্ত অসৎ পদার্থ সমুদায় ও নিহিত আছে।

এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া শিষ্যগণ পুনরায় বলিলেন, যদি ব্রহ্ম পুরোপলক্ষিত আকাশে উল্লিখিত সর্ব্বপদার্থ, যাবতীয় ভূত ও কামসমূহ সমাহিত থাকে, তাহা হইলে যে সময়ে এই ব্রহ্মপুরাখ্য শরীর বয়োধর্ম্মে জরাপলিতাদি প্রাপ্ত হইবে, অথবা শস্ত্রাদি দ্বারা প্রধ্বস্ত, বিস্রস্ত বা বিনষ্ট হইবে তখন কি অবশিষ্ট থাকিবে? ঘট বিনষ্ট হইলে ঘটাশ্রিত ক্ষীর দধি ঘৃতাদি বিনষ্ট হইয়া যায়। তদ্রূপ দেহ নাশ হইলে দেহাশ্রিত সকলই পূর্ব্ব পূর্ব্ব নাশের সহিত নাশ প্রাপ্ত হয়। এইরূপ নাশ প্রাপ্ত হইলে কিছুই অবশিষ্ট থাকিতে পারে না।

শিষ্যগণ এই প্রকার বলিলে, সেই আচার্য্য তাঁহাদিগের এতাদৃশ অজ্ঞতা বিদূরিত করিবার অভিপ্রায়ে বলিলেন, এই দেহ জরাগ্রস্ত হইলেও পূর্ব্ব কথিত অন্তরাকাশাখ্য ব্রহ্ম, যাহাতে সকলই সমাহিত আছে, তাহার আর কখনই জীর্ণতা ঘটে না। কারণ তিনি দেহের ন্যায় ক্রিয়াশীল নহেন; শস্ত্রাদিঘাতে এই দেহের নাশ হইলে, সেই ব্রহ্মের বিনাশ ঘটে না। কারণ তিনি আকাশের ন্যায় অথবা তদপেক্ষাও সূক্ষ্মতর, শব্দ স্পর্শ বিরহিত। দেহেন্দ্রিয়াদির দোষ দ্বারা সেই ব্রহ্ম কখনই স্পৃষ্ট নহেন! এই ব্রহ্মস্বরূপ ব্রহ্মপুরী সত্য, এই পুণ্ডরীকোপলক্ষিত ব্রহ্মপুরী, প্রার্থনীয় সমস্ত কামেই সমাহিত, অতএব সেই স্বাত্ম-নিহিত কাম-প্রাপ্তির অভিলাষে বাহ্য-বিষয়-তৃষ্ণা পরিবর্জ্জন কর। এই আত্মাই তোমাদিগের স্বরূপ, ইনি অপহতপাপ্মা, বিগতজ্বর এবং বিমৃত্যু। দেহ সম্বন্ধীয় কোন পরিবর্ত্তনের সহিতই তিনি সম্বদ্ধ নহেন, তিনি বিশোক, ভোজনেচ্ছা ও পিপাসা বিরহিত; তিনি সত্যকাম; সংসারীদিগের কামনা বিফল হয়, কিন্তু ঈশ্বরের পক্ষে তদ্বিপরীত। তিনি সত্য সঙ্কল্প। আত্মা উল্লিখিত লক্ষণাক্রান্ত জানিবে, গুরু এবং শাস্ত্রীয় উপদেশ-ক্রমে তিনি জ্ঞাতব্য।

কঠোপনিষদে কথিত আছে—"অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো মধ্য আত্মনি তিষ্ঠতি। ঈশানো ভূতভব্যস্য ন ততো বিজুগুপ্‌সতে। এতদ্বৈতৎ। অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো জ্যোতিরিবাধূমকঃ, ঈশানো ভূতভব্যস্য স এবাদ্য স উশ্চ। এতদ্বৈতৎ।" (কঠোপনিষদ্, ২য় অধ্যায়, ১ম বল্লী, ১২।১৩) অর্থাৎ, 'শরীরের মধ্যে অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ অবস্থিত, তিনিই ভূত-ভব্যের ঈশ্বর। ইহা জানিলে আর ভয়ের কারণ থাকে না। তিনিই আত্মা। অঙ্গুষ্ঠমাত্র সেই পুরুষ ধূম-বিরহিত জ্যোতির ন্যায়। তিনিই ভূত-ভব্যের ঈশ্বর। তিনি অদ্য আছেন, কল্যও থাকিবেন। তিনিই আত্মা।' এইরূপে আত্মা সকল জীবের হৃদয়াকাশে অবস্থিত রহিয়াছেন। যে বিদ্যা দ্বারা হৃদয়-পুণ্ডরীক-মধ্যস্থ সেই পরমাত্ম-জ্ঞান জন্মে তাহাই দহর বিদ্যা। হৃদয়-প্রদেশস্থ নাড়ী সমূহের পরিজ্ঞান ও তাহার অনুচিন্তন এই সাধনার অনুকূল সহায়। উপনিষদে এই নাড়ী-বিষয়ক অনেক বৃত্তান্ত বিবৃত আছে, এবং তৎসংক্রান্ত সাধনার অনেক বিবরণ বিন্যস্ত আছে।

দেবযান পন্থা অনাবৃত্তিফলবিধায়কত্ব হেতু অতি প্রশস্ত, এবং পিতৃযান পন্থা আবৃত্তি ফলবিধায়কত্ব হেতু নিকৃষ্ট, ইহাই প্রতিপন্ন হইল।

মূলে যে কাল শব্দ আছে, তাহাতে মার্গার্থই উপলক্ষিত হইতেছে। এই স্থলে কাল শব্দের সময়রূপ অর্থ করিলে শ্রুতির সহিত স্মৃতির বিরোধ উপস্থিত হয়। এই বিরোধ-পরিহারের জন্য ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বেদান্ত-দর্শন-ভাষ্যে এতদ্বিষয়ক প্রসঙ্গস্থলে বহুবিচারাদির পর মীমাংসা করিয়াছেন যে, "যদা পুনঃ স্মৃতাবপি অগ্ন্যাদ্যা দেবতা এবাতিবাহিক্যো গৃহ্যন্তে তদা ন কশ্চিদ্বিরোধঃ।" (ব্রহ্মসূত্র ৪র্থ অধ্যায়, ২য় পাদ, ২১শ সূত্রের ভাষ্য)। ইহার অর্থ এই যে, যদি স্মৃত্যুক্ত কালশব্দের কালার্থ গ্রহণ না করিয়া, তত্তৎ স্থানাভিমানিনী দেবতা, অর্থাৎ যাঁহারা মরণান্তে এক স্থান হইতে প্রয়াতা জীবকে স্থানান্তরে লইয়া যান, তাদৃশ আতিবাহিক দেবতারূপে গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে আর শ্রুতি-স্মৃতির কোনই বিরোধ থাকে না। বলা আবশ্যক যে, শ্রীধর স্বামী, মধুসূদন সরস্বতী প্রভৃতি পূজনীয় টীকাকৃদ্‌গণ, আচার্য্য মহোদয়-প্রদর্শিত এই অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন।

শ্রীভগবান্ আবৃত্তি ও অনাবৃত্তি বিষয়ক যে দুই মার্গের বিবরণ কীর্ত্তন করিতে উদ্যত হইয়াছেন, তৎপরিচয়ার্থ তিনি কালশব্দের ব্যবহার করিয়াছেন। বস্তুতঃ তাঁহার প্রদর্শিত পথদ্বয়ে সময়জ্ঞাপক শব্দেরই বাহুল্য আছে।

যথা; অহঃ, শুক্ল, কৃষ্ণ, দিবা, রাত্রি ইত্যাদি। কিন্তু অগ্নি, জ্যোতিঃ প্রভৃতি কয়েকটি শব্দ সময় জ্ঞাপক নহে। অতএব তাহাদের কাল শব্দ দ্বারা লক্ষিত করা বিরুদ্ধ হইয়াছে বলিয়া আশঙ্কা হইতে পারে। এতাদৃশ আশঙ্কা অমূলক। কারণ যে বনে আম্রবৃক্ষেরই প্রাচুর্য্য থাকে, তাহাতে অন্যান্য বৃক্ষ বিদ্যমান্ থাকিলেও, সাধারণতঃ তাহা আম্রবন নামেই কথিত হয়; তদ্রূপ সমালোচ্য মার্গদ্বয়ে কালজ্ঞাপক শব্দের আধিক্য থাকায়, তন্মধ্যে সময়-সম্বন্ধ শূন্য দুই একটা পদ থাকিলেও, সাধারণতঃ তৎসমস্তকে কাল শব্দে নির্দ্দিষ্ট করায় কোন দোষ ঘটে নাই। (পরবর্ত্তী শ্লোকদ্বয় দ্রষ্টব্য)।

দেহ হইতে প্রাণের উৎক্রমণপ্রণালী-সম্বন্ধে আর্য্যশাস্ত্রকৃদ্‌গণ যে মীমাংসা করিয়াছেন, তাহা পরিজ্ঞাত হইলে, পরবর্ত্তী কয়টী শ্লোকের অভিপ্রায় প্রণিধান করা সুগম হইবে। ব্রহ্মসূত্রে উৎক্রান্তিক্রম-বিবরণের প্রথমেই সূত্র নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে, “বাঙ্মনসি দর্শনাচ্ছব্দাচ্চ।” (৪অঃ, ২পা, ১সূ) অর্থাৎ মরণ কাল উপস্থিত হইলে প্রথমতঃ বাগ্‌বৃত্তি মনে লয় প্রাপ্ত হয়, তদনন্তর অন্যান্য ইন্দ্রিয় বৃত্তিবিহীন হইয়া মনে লীন হয়; তাহার পর মনও বৃত্তিবিহীন হইয়া প্রাণে লীন হয়। সেই প্রাণ বৃত্তিবিহীন হইয়া অধ্যক্ষ অর্থাৎ জীবে লীন হয়। এইরূপ প্রাণসংযুক্ত জীব দেহের বীজভূত সূক্ষ্ম-পঞ্চভূতে অবস্থিত হয়। তদনন্তর সেই জীব সূক্ষ্ম ভূতপঞ্চকের সহিত প্রস্থান করে। কালে সেই সূক্ষ্ম ভূতপঞ্চে তাহার নূতন দেহের অঙ্কুর জন্মে। এই উৎক্রমণক্রম জ্ঞানী ও অজ্ঞানী উভয়ের পক্ষেই সমান। যে পর্য্যন্ত সম্যগ্‌জ্ঞানের উদ্ভব না হয়, সে পর্য্যন্ত মরণান্তে লিঙ্গ-দেহের লয় হয় না। মরণান্তে জীব সূক্ষ্ম দেহ লইয়া পরলোকে প্রস্থান করে। সেই শরীর অপ্রতিহত ও অদৃশ্য। স্থূল শরীরের ক্ষয় হইলেও, সেই সূক্ষ্ম শরীর নষ্ট হয় না। সজীব স্থূল-শরীরে যে উষ্মা অনুভূত হয়, তাহা সূক্ষ্ম শরীরেরই তাপ। সূক্ষ্ম শরীর বিচ্যুত হইলে স্থূল শরীর মৃত ও তাপহীন হয়। (ব্রহ্মসূত্র, ৪ অধ্যায়, ২ পাদ, ১ হইতে ১১ সূত্র)। মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে জীবের ওক অর্থাৎ আয়তন, ও হৃদয় সমুজ্জ্বলিত হইয়া উঠে। জীব ইন্দ্রিয় সমূহকে গ্রহণ করিয়া হৃদয়স্থিত নাড়ীমধ্যে আগমন করে, তখন তাহাও প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে। তখন ভবিষ্যতে সে যে দশা প্রাপ্ত হইবে, তদ্বিষয়ক ভাবনার উদ্ভব হয়; সে সময়ে তাহার ভাবনাময় শরীর হয়। অগ্রে হৃদয়ের প্রদ্যোতন হওয়ার

পর উৎক্রমণ ঘটিয়া থাকে। চক্ষু পথে, বা ব্রহ্মরন্ধ্রপথে, অথবা অন্য কোন অঙ্গ দিয়া উৎক্রমণ সংঘটিত হয়। (ব্রহ্মসূত্রের ৪ অ, ২ পা, ২৭ সূত্র ও তাহার শাঙ্করভাষ্য দ্রষ্টব্য)। এইরূপে উৎক্রান্ত জীব স্বকীয় সাধনের পরিপাকাদির তারতম্যানুসারে নানারূপ পথে গমন করিয়া, নানা রূপ ফল-ভোগ করে। এই স্থান পর্য্যন্ত জ্ঞানী ও অজ্ঞানী উভয়েই সমান; কিন্তু অনন্তর ফলে উভয়ের প্রভূত পার্থক্য। জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর সাধন বহুপথগামী ও তত্তাবৎই নানাবিধ পর্য্যায়স্থ। সুতরাং পরিণাম ফল বহুবিধ। জ্ঞানীর দেহ হইতে প্রাণের নিষ্ক্রামণও স্বতন্ত্র প্রকার। হৃদয়দেশস্থ নাড়ী-মুখের প্রদ্যোতন পর্য্যন্ত উভয়েরই সাম্য আছে; কিন্তু তদনন্তর আর কোন সাম্য নাই। এই সকল বিষয় পরবর্ত্তী শ্লোক-দ্বয়ে আরও বিশেষ রূপে আলোচিত হইবে। এই পরমতত্ত্ব-সমূহ শ্রুতি-স্মৃতির অনুমোদিত এবং আর্য্য-ধর্ম্মের প্রধান বন্ধন; অতএব ইহার প্রকৃষ্ট আলোচনা ও সম্যক্ প্রণিধান নিতান্ত আবশ্যক। এই ক্ষণভঙ্গুর মল-মূত্র-ক্লেদপূর্ণ কলেবর নিশ্চয়ই অচিরে বিনাশ-দশায় উপনীত হইবে। কিন্তু সেই বিনাশই জীবের শেষ নহে, বা এই নশ্বর কলেবরই জীব নহে। তদনন্তর জীব যে গতি প্রাপ্ত হইবে, যেরূপ কর্ম্মানুসারে যাদৃশ ফলের অধিকারী হইবে, তাহার পরিজ্ঞান হইলে অন্ততঃ সাবধানতার চেষ্টাও হইবে, এবং পুরুষকার প্রভাবে মায়ামোহ-পাশ বিচ্ছিন্ন করিয়া নিত্যতা লাভের প্রয়াস জন্মিবে। এইরূপ ক্ষণিক উদ্বোধনও সমূহ কল্যাণজনক। অতএব উৎক্রমণ-বিষয়ক জ্ঞান ও ভাবনা উত্তেজিত করাই বিধেয়॥ ২৩॥

* * *

অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্।
তত্র প্রয়াতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ॥ ২৪॥

অন্বয়।—অগ্নিঃ-জ্যোতিঃ (অগ্নিজ্যোতিষী এব দেবতে বা শ্রুতি-সম্মতা অর্চ্চিরভিমানিনী দেবতা) অহঃ (অহরভিমানিনী দেবতা) শুক্লঃ (শুক্লপক্ষাধিষ্ঠাত্রী দেবতা) উত্তর-অয়ণম (উত্তরায়ণরূপাঃ)

ষট্-মাসাঃ (উত্তরায়ণাভিমানিনী দেবতা) তত্র (তস্মিন্ দেবযান-মার্গে) প্রয়াতাঃ (গমনশীলাঃ) ব্রহ্মবিদঃ (ব্রহ্মোপাসকাঃ) জনাঃ (মানবাঃ) ব্রহ্ম (ভগবন্তম্) গচ্ছন্তি (প্রাপ্নুবন্তি) ॥ ২৪ ॥

প্রতিশব্দ।—অগ্নি-জ্যোতির-অধিষ্ঠাত্রী-দেবতা দিবসাভিমানিনী-দেবতা শুক্লপক্ষাধিষ্ঠাত্রী-দেবতা উত্তরায়ায়ণরূপ-ছয়-মাস-অধিষ্ঠাত্রী-দেবতা সেই-পথে গমনশীল ভগবদুপাসক মানবগণ ভগবান্‌কে প্রাপ্ত-হন॥ ২৪ ॥

ব্যাখ্যা।—যে সকল ব্রহ্মপরায়ণ ব্যক্তি মরণান্তে অগ্নি, জ্যোতিঃ, অহঃ, শুক্লপক্ষ, উত্তরায়ণ, ষণ্মাস, এই সকল অভিমানিনী দেবতার অনুবর্ত্তনক্রমে দেবযানপথে প্রয়াণ করেন, তাঁহারা ব্রহ্মলাভ করিয়া থাকেন ॥ ২৪ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—তং কালমাহ অগ্নির্জ্জ্যোতিরিতি। অগ্নিঃ কালাভিমানিনী দেবতা, তথা জ্যোতির্দেবতৈব কালাভিমানিনী, অথবা অগ্নিজ্যোতিষী যথাশ্রুতে এব দেবতে, ভূয়সাস্তু নির্দ্দেশো যত্র কালে তং কালমিতি আম্রবনবৎ, তথাহর্দেবতাহরভিমানিনী, শুক্লঃ শুক্লপক্ষদেবতা, তথা ষণ্মাসা উত্তরায়ণং তত্রাপি দেবতৈব মার্গভূতেতি স্থিতোঽন্যত্র ন্যায়স্তত্র তস্মিন্ মার্গে প্রয়াতা মৃতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম, ব্রহ্মবিদো ব্রহ্মোপাসকাঃ ব্রহ্মোপাসনপরায়ণাঃ ক্রমেণেতি বাক্যশেষো ন হি সদ্যোমুক্তিভাজাং সম্যগ্‌দর্শননিষ্ঠানাং গতিরাগতির্ব্বা ক্বচিদস্তি, "ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি" ইতি শ্রুতেঃ; ব্রহ্মসংলীনপ্রাণা এব তে ব্রহ্মময়া ব্রহ্মভূতা এব তে ॥ ২৪ ॥

আনন্দগিরি।—যথোপক্রমং ব্যাখ্যায় যথাশ্রুতং ব্যাখ্যাতি অথবেতি। কথং তর্হি দেবতানাং অভিনেত্রীণাং গ্রহণকালপ্রাধান্যেন নির্দ্দেশঃ শ্লিষ্যতে। তত্রাহভূয়সাস্ত্বিতি। মার্গদ্বয়েঽপি কালাদ্যভিমানিন্যো দেবতাঃ কালশব্দেনোচ্যন্তে কালাভিমানিনীনাং ভূয়স্ত্বাৎ কালশব্দেন সর্ব্বাসাং দেবতানাং উপলক্ষণত্বং বিবক্ষিতং কালকথনমিত্যর্থঃ, যথাম্রাণাং ভূয়স্ত্বাদ্বিদ্যমানেষ্বপি দ্রুমান্তরেষু আম্রৈরেব বনং নির্দ্দিশ্যতে তদ্বদিত্যুদাহরণমাহ আম্রেতি। নন্বু মার্গচিহ্নানাং ভোগভূমীনাং বা তত্তচ্ছব্দৈরুপাদানসম্ভবে কিমিতি দেবতাগ্রহণম্? ইত্যাশঙ্ক্যাতিবাহিকাস্তল্লিঙ্গাদিতিন্যায়েনোত্তরমাহ ইতি স্থিত ইতি। (তেষাং অগ্ন্যাদীনাং সমীপম্‌মিতি সামীপ্যে তত্রেতি সপ্তমী) ব্রহ্মকার্য্যোপাধিকং পরং বা ব্রহ্মপরম্পরয়া মুক্ত্যালম্বনমত এব ক্রমেণেত্যুক্তং নির্গুণমপ্রপঞ্চং ব্রহ্মাস্মীতি বিদ্যাবতো ব্যবচ্ছিনত্তি ব্রহ্মোপাসনেতি। নন্বু ব্রহ্মশব্দস্য মুখ্যার্থত্বার্থং পরব্রহ্মবিদামেবেয়ং গতিরুচ্যতে ন বাদর্য্যবিকরণবিরোধাদিত্যাহ নহীতি ॥ ২৪ ॥

রামানুজ।—অগ্নিরিতি। "অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্" ইতি সম্বৎসরাদীনাং প্রদর্শনম্॥ ২৪॥

হনুমান্।—অগ্নির্জ্যোতিরহঃ দিবা শুক্লঃ পূর্ব্বপক্ষঃ ষণ্মাসা উত্তরায়ণা খ্যাতাস্তত্র তস্মিন্মাসে প্রয়াতা শরীরং ত্যক্ত্বা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মাণং ব্রহ্মবিদঃ, হিরণ্যগর্ভোপাসকাঃ অগ্নির্জ্যোতিরিতি ব্রহ্মলোকাভিমুখস্যাতিবাহিকা দেবতোচ্যতে অহরিত্যহরভিমানিনী দেবতা অসাবাতিবাহিকী অগ্নেঃ পরমতিবহতি, উত্তরায়ণমেব যোগিনাং ব্রহ্ম প্রাপয়তি॥ ২৪॥

শ্রীধর।—তত্রানাবৃত্তিমার্গমাহ অগ্নিরিতি। অগ্নির্জ্যোতিঃশব্দাভ্যাং "তেঽর্চ্চিষমভিসম্ভবন্তি" ইতিশ্রুত্যুক্তার্চ্চিরভিমানিনী দেবতোপলক্ষ্যতে অহরিতি দিবসাভিমানিনী, শুক্ল ইতি শুক্লপক্ষাভিমানিনী, উত্তরায়ণরূপাঃ ষণ্মাসা ইত্যুত্তরায়ণাভিমানিনী, এতচ্চান্যাসামপি শ্রুত্যুক্তানাং সম্বৎসরদেবলোকাদিদেবতানামুপলক্ষণার্থম্, এবম্ভূতো যো মার্গস্তত্র প্রয়াতা গতা ভগবদুপাসকা জনা ব্রহ্ম প্রাপ্নুবন্তি যতস্তে ব্রহ্মবিদঃ। তথা শ্রুতিঃ,—"তেঽর্চ্চিষমভিসম্ভবন্তি অর্চ্চিষোঽহরহ্ন আপূর্য্যমাণপক্ষমাপূর্য্যমাণপক্ষাদ্ যান্ ষণ্মাসানুদঙাদিত্য এতি মাসেভ্যো দেবলোকম্" ইতি॥ ২৪॥

বলদেব।—তত্রানাবৃত্তিপথমাহাগ্নিরিতি। অগ্নির্জ্যোতিঃশব্দাভ্যাং শ্রুত্যুক্তোঽর্চ্চিরভিমানিনী দেবতোপলক্ষ্যতে। অহরিতি দিবসাভিমানিনী, শুক্ল ইতি শুক্লপক্ষাভিমানিনী, ষণ্মাসা উত্তরায়ণমিতি ষণ্মাসাত্মকোত্তরায়ণাভিমানিনী। এতচ্চান্যেষাং সম্বৎসরাদীনাং শ্রুত্যুক্তানামুপলক্ষণম্। ছান্দোগ্যাঃ পঠন্তি, "অথ যদু চৈবাস্মিন্ শব্যং কুর্ব্বন্তি যদি চ নার্চ্চিষমেবাভিসংভবন্ত্যর্চ্চিষোঽহরহ্ন আপূর্য্যমাণপক্ষমাপূর্য্যমাণপক্ষাদ্ যান্ ষড়ুদঙ্ঙেতি মাসাংস্তান্মাসেভ্যঃ সম্বৎসরং সম্বৎসরাদাদিত্যমাদিত্যাচ্চন্দ্রমসং চন্দ্রমসো বৈদ্যুতং তৎ পুরুষোঽমানবঃ স এতান্ ব্রহ্ম গময়ত্যেষ দেবপথো ব্রহ্মপথ এতেন প্রতিপদ্যমান ইমং মানবমাবর্ত্তং নাবর্ত্তন্তে" ইতি। অস্যার্থঃ। অস্মিন্নক্ষিস্থব্রহ্মোপাসকগণে মৃতে সতি যদি পুত্রশিষ্যাদয়ঃ শবাং শবসম্বন্ধি কর্ম্ম দাহাদি কুর্ব্বন্তি যদি চ ন কুর্ব্বন্তি উভয়থাপ্যক্ষতোপাস্তিফলাস্তে তদুপাসকা অর্চ্চিরাদিভির্দেবৈস্তমুপাস্যং প্রয়ান্তীতি। স্ফুটমন্যৎ। অত্র সম্বৎসরাদিত্যয়োর্ম্মধ্যে বায়ুলোকো নিবেশ্যঃ। বিদ্যুতঃ পরত্র ক্রমাদ্বরুণেন্দ্রপ্রজাপতয়ো বোধ্যাঃ। শ্রুত্যন্তরাদিত্যাকরে বিস্তরঃ। অমানবো নিত্যপার্ষদঃ পরেশস্য হরেঃ পুরুষঃ। এতেঽর্চ্চিরাদয়ো দেবা ইত্যাহ সূত্রকারঃ, আতিবাহিকাস্তল্লিঙ্গাদিতি। তথাচার্চ্চিরাদিভির্ভগবন্নিদেশস্থৈর্দ্দশভির্দেবৈঃ সেব্যমানেন পথা ভগবন্তং তদ্ভক্তাঃ প্রয়ান্তি ততঃ পুনর্নাবর্ত্তন্ত ইতি। এবং উক্তং নির্ণেতৃভিঃ। "অর্চ্চির্দিনসিতপক্ষৈরিহোত্তরায়ণশরন্মরুদ্দ্রবিভিঃ। বিধুবিদ্যুদ্বরুণেন্দ্রদ্রুহিণৈশ্চাগাৎ পদং হরের্মুক্তঃ" ইতি॥ ২৪॥

মধুসূদন।—তত্রোপাসকানাং দেবযানং পন্থানমাহ অগ্নিরিতি। অগ্নির্জ্যোতিরিত্যর্চ্চিরভিমানিনী দেবতা লক্ষ্যতে, অহরিত্যহরভিমানিনী, ষণ্মাসা উত্তরায়ণমিতি উত্তরায়ণরূপষণ্মাসাভিমানিনী দেবতৈব লক্ষ্যতে "আতিবাহিকাস্তল্লিঙ্গাৎ" ইতি ন্যায়াৎ এতচ্চান্যাসামপি

শ্রুত্যুক্তানাং দেবতানামুপলক্ষণার্থং,তথা চ শ্রুতিঃ "তেঽর্চ্চিষমভিসম্ভবন্ত্যর্চ্চিষোঽহরহ্ন আপূর্য্যমাণপক্ষমাপূর্য্যমাণপক্ষাদ্ যান্ ষড়ুদঙ্ঙেতি মাসাংস্তান্। মাসেভ্যঃ সংবৎসরং সংবৎসরাদাদিত্যমাদিত্যাচ্চন্দ্রমসং চন্দ্রমসো বিদ্যুতং তৎপুরুষোঽমানবঃ স এতান্ ব্রহ্ম গময়ত্যেষ দেবপথো ব্রহ্মপথ এতেন প্রতিপদ্যমানা ইমং মানবমাবর্ত্তং নাবর্ত্তন্তে" ইতি। অত্র শ্রুত্যন্তরানুসারাৎ সংবৎসরানন্তরং দেবলোকদেবতা, ততো বায়ুদেবতা,তত আদিত্য ইত্যাকরে নির্ণীতং,এবং বিদ্যুতোঽনন্তরং বরুণেন্দ্র-প্রজাপতয়স্তাবতা মার্গপরিপূর্ত্তিঃ, তত্র অর্চ্চিরহঃশুক্লপক্ষোত্তরায়ণদেবতা ইহোক্তাঃ, সংবৎসরো দেবলোকো বায়ুরাদিত্যশ্চন্দ্রমা বিদ্যুদ্বরুণ ইন্দ্রঃ প্রজাপতিশ্চেত্যনুক্তা অপি দ্রষ্টব্যাঃ, তত্র দেবযানমার্গে প্রয়াতা গচ্ছন্তি ব্রহ্মকার্য্যোপাধিকং কার্য্যং "দরিরস্য গত্যুপপত্তেঃ" ইতি ন্যায়াৎ, নিরুপাধিকং তু ব্রহ্ম তদ্দ্বারৈব ক্রমমুক্তিফলত্বাৎ ব্রহ্মবিদঃ সগুণব্রহ্মোপাসকা জনাঃ, অত্রৈতেন প্রতিপদ্যমানা ইমং মানবমাবর্ত্তং নাবর্ত্তন্ত ইতি শ্রুতাবিমমিতি বিশেষণাৎ কল্পান্তরে কেচিদাবর্ত্তন্ত ইতি প্রতীয়তে। অতএবাত্র ভগবতোদাসিতং শ্রৌতমার্গকথনেনৈব ব্যাখ্যানাৎ ॥ ২৪ ॥

নীলকণ্ঠ।—তত্রোপাসকানাং দেবযানং পন্থানমাহাগ্নিরিতি। অগ্নির্জ্যোতিরিত্যর্চ্চিরভিমানিনী দেবতা লক্ষ্যতে, এবং অহরিত্যহরভিমানিনী, এবং শুক্লপক্ষস্য ষণ্মাসম্মিতস্যোত্তরায়ণস্য চাভিমানিন্যৌ দেবতে এব এতচ্চান্যাসামপ্যুপলক্ষণং তত্র প্রয়াতাঃ উৎক্রান্তা ব্রহ্ম কার্য্যং ব্রহ্ম তদ্দ্বারা পরঞ্চ গচ্ছতি ব্রহ্মবিদো ব্রহ্মোপাসকা জনাঃ ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ।—অত্র অনাবৃত্তিমার্গমাহ অগ্নিরিতি। অগ্নির্জ্যোতিঃশব্দাভ্যাং "তেঽর্চ্চিষমভিসম্ভবন্তি" ইতি শ্রুত্যুক্ত্যা অর্চ্চিরভিমানিনী দেবতোপলক্ষ্যতে। অহরিতি অহরভিমানিনী,শুক্ল ইতি শুক্লপক্ষাভিমানিনী, উত্তরায়ণরূপাঃ ষণ্মাসা ইত্যুত্তরায়ণাভিমানিনী দেবতা, এতদ্রূপো মার্গস্তত্র প্রয়াতা ব্রহ্মবিদো জ্ঞানিনঃ ব্রহ্ম প্রাপ্নুবন্তি। তথাচশ্রুতিঃ "তেঽর্চ্চিষমভিসম্ভবন্তি অর্চ্চিষোঽহরহ্নঃ পক্ষংবা পূর্য্যমাণপক্ষং আপূর্য্যমাণপক্ষান্ যড়ুদঙ্ঙেতি ষণ্মাসান্নুদঙাদিত্য এতি" ইতি ॥ ২৪ ॥

তাৎপর্য্য।—পূর্ব্ব শ্লোকে যে দেবযানপন্থার বিষয় কথিত হইয়াছে, তাহা অর্চ্চিরাদি মার্গ নামেও কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। অর্চ্চিঃ শব্দের অর্থ তেজঃ। দেবযান-মার্গের প্রযাতৃগণের পক্ষে প্রথম সোপান অগ্নি; তাহা তেজেরই নামান্তর; সুতরাং এই পথের অর্চ্চিরাদি নাম সুসঙ্গত হইয়াছে।

ব্রহ্মোপাসকগণ, উৎক্রমণের পর প্রথমতঃ অগ্নি, অনন্তর জ্যোতিঃ, দিবস, শুক্লপক্ষ, এবং উত্তরায়ণের ষণ্মাস, এই কয় স্থানের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার দ্বারা নীত হইয়া ব্রহ্মলাভ করেন। ইহাই এই শ্লোকের স্থূল অভিপ্রায়; কিন্তু এ রহস্য হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে, আরও অনেক আনুষঙ্গিক বিবরণ আলোচনা করা আবশ্যক।

ছান্দোগ্য উপনিষদ, পঞ্চম প্রপাঠক, দশম খণ্ডে বর্ণিত আছে "যে চেমেঽরণ্যে শ্রদ্ধা তপ ইত্যুপাসতে তেঽর্চ্চিষমভিসম্ভবত্যর্চ্চিষোঽহরহ্নঃ আপূর্য্যমাণপক্ষমাপূর্য্যমাণপক্ষাদ্ যান্ ষড়ুদঙেঙতি মাসাংস্তান্। মাসেভ্যঃ সম্বৎসরং সংবৎসরাদাদিত্যমাদিত্যাচ্চন্দ্রমসং চন্দ্রমসাদ্বিদ্যুতং তৎপুরুষোঽমানবঃ স এতান্ ব্রহ্ম গময়ত্যেষ দেবযানঃ পন্থাঃ" ইতি। ইহার ভাবার্থ এই যে, যাঁহারা অরণ্যে বাস করিয়া বৈখানস ও পরিব্রাজকরূপে শ্রদ্ধা ও তপরূপ উপাসনা করেন, এবং এইরূপ জানেন, তাঁহারাই অর্চ্চিরাভিমানিনী দেবতাকে প্রাপ্ত হন। অর্চ্চি হইতেই ক্রমশঃ দিন পক্ষ ও মাসের অভিমানিনী দেবতা প্রাপ্ত হন। মাসসমূহ হইতে সংবৎসর, সংবৎসর হইতে আদিত্য, আদিত্য হইতে চন্দ্র, চন্দ্র হইতে বিদ্যুতাভিমানিনী দেবতাকে প্রাপ্ত হন। তথায় এক অমানব পুরুষ উৎক্রান্ত জীবগণকে ব্রহ্মে লইয়া যান। ইহাই দেবযান পন্থা। (১২৪৮ পৃষ্ঠার টিপ্পনী দ্রষ্টব্য)।

পূর্ব্ব শ্লোকে জ্ঞানী ও অজ্ঞানী উভয়েরই উৎক্রমণের ক্রম লিখিত হইয়াছে এবং ইহাও কথিত হইয়াছে যে, হৃদয়ের নাড়ী-মুখ-প্রদ্যোতন পর্য্যন্ত উভয়েরই তুল্য ভাব। তদনন্তর জ্ঞানীর কি প্রণালীতে উৎক্রমণ হইয়া কিরূপ পরিণামপরম্পরা সংঘটিত হয়, তাহাই এই শ্লোকে বিবৃত হইতেছে। হৃদয়ের প্রদ্যোতনের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানীর মোক্ষদ্বার নামাভিধেয় মূর্দ্ধণ্যনাড়ীও বিকশিত হইয়া উঠে। এই নাড়ী শাস্ত্রাদিতে সুষুম্না নামেও পরিচিত। ঐ নাড়ী ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত এবং সূর্য্য-রশ্মির সহিত সংযুক্ত। জ্ঞানী ব্যক্তি সুষুম্না-পথে নিষ্ক্রান্ত হইয়া সূর্য্য-রশ্মিকে সহজেই অবলম্বন করেন, এবং তদুপায়ে প্রথমতঃ সূর্য্যলোক, তদনন্তর ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত গমন করিতে পারেন। অজ্ঞানী জীব নানা অঙ্গপথে উৎক্রান্ত হন, কিন্তু জ্ঞানীর উৎক্রমণ কেবল ব্রহ্মরন্ধ্রপথেই হইয়া থাকে; এইরূপে তাঁহার অমৃতত্ব লাভ অর্থাৎ মুক্তি সহজেই ঘটে। দহরবিদ্যাধিকারী পূর্ণপ্রজ্ঞ মহাপুরুষের উৎক্রমণ রশ্ম্যনুসারী এবং তাঁহার সদ্গতি উত্তরায়ণ, ষণ্মাস, দিবা, শুক্লপক্ষ ইত্যাদির অধীন নহে। উত্তরায়ণ, দক্ষিণায়ন, দিবা বা রাত্রি, শুক্ল বা কৃষ্ণ পক্ষ, সকল কালেই তাঁহার ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি ও তজ্জনিত অনাবৃত্তি অবশ্যম্ভাবী।

সাধারণতঃ যাঁহারা ব্রহ্মোপাসক অর্থাৎ ভগবন্নিষ্ঠ, তাঁহাদের গতির প্রণালী এস্থলে বিচার্য্য। তাদৃশ উপাসক মাত্রেরই উৎক্রমণের পর দেবযানপন্থা

অবলম্বনীয়। ছান্দোগ্য উপনিষদে দেবযানমার্গগামীদিগের প্রথমেই অর্চ্চিঃপ্রাপ্তির উল্লেখ আছে। কিন্তু কৌষিতকী উপনিষদে যে দেবযানপন্থার বিবরণ আছে, তাহার প্রথমেই অগ্নিলোকপ্রাপ্তির উল্লেখ আছে। আমাদের গীতাশাস্ত্রের সমালোচ্য শ্লোকের প্রথমেই অগ্নির কথাই দেখা যাইতেছে। কিন্তু এ সম্বন্ধে বিরোধ ঘটিবার কোনই কারণ নাই; যেহেতু অগ্নি ও অর্চ্চিঃ উভয় শব্দই জ্বলনার্থ-প্রতিপাদক, সুতরাং বস্তুতঃ এক।

শ্রীভগবান্ শঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে আশঙ্কা উত্থাপিত করিয়াছেন যে, ঐ অর্চ্চিরাদি বাক্যগুলি কোন্ পদার্থ-ব্যঞ্জক। বাস্তবিক অর্চ্চি; দিবা, শুক্লপক্ষ, উত্তরায়ণ প্রভৃতি পদগুলি কি এক একটি ভোগস্থানের নাম? না দেবযানপথের এক একটি চিহ্নমাত্র? যুক্তি ও তর্ক দ্বারা আচার্য্য স্থির করিয়াছেন যে, তৎসমস্ত ভোগস্থানও নহে, চিহ্নও নহে; উহারা চেতন, আতিবাহিক। হয় তৎসমস্তকে দেবাত্মা বলিয়া স্বীকার করা আবশ্যক, না হয় এই সকল শব্দ তত্তদভিমানিনী দেবতার উদ্দেশে প্রযুক্ত বলিয়া মানিয়া লওয়া বিধেয়। বস্তুতঃ উৎক্রান্ত অর্চ্চিরাদি-পথানুসারী জীব পিণ্ডিতেন্দ্রিয়, অর্থাৎ তাঁহাদের ইন্দ্রিয়সমূহ ক্রিয়া রহিত, সুতরাং তাঁহারা পরকীয় সাহায্য ব্যতীত গমনাগমনে অশক্ত। অর্চ্চিঃ প্রভৃতির অভিমানিনী দেবতারা, দেবযানমার্গ-প্রযাতৃগণকে বহন করিয়া লইয়া যান, এজন্যই উৎক্রান্ত পিণ্ডিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণের গমনক্রিয়া সংসিদ্ধ হয়। এতক্ষণে পাঠকগণ বুঝিয়া থাকিবেন যে, অর্চ্চিরাদি শব্দে কেন টীকা ও ভাষ্যকৃদ্গণ তত্তদভিমানিনী দেবতা এই অর্থ করিয়াছেন। এই কথা বুঝাইবার জন্য আমাদিগকে এত কথার অবতারণা করিতে হইয়াছে।

সাধক অর্চ্চিঃলোকে উপস্থিত হইবামাত্র, তত্রত্য অধিষ্ঠাত্রী দেবতা তাঁহাকে দিবালোকে লইয়া যান; এবং তত্রত্য অধিষ্ঠাত্রী দেবতা তাঁহাকে শুক্লপক্ষদেবতার লোকে বহন করেন। এইরূপে তড়িল্লোক বা বিদ্যুল্লোক পর্য্যন্ত গমন করিলে এক অমানব পুরুষের আবির্ভাব হয়; এবং তিনি উপাসককে ব্রহ্মলোকে লইয়া যান। ব্রহ্ম দুই জন—এক সর্ব্বময়, সর্ব্বত্রানুস্যূত পরব্রহ্ম, আর এক হিরণ্যগর্ভ, প্রজাপতি, সৃষ্টিকর্ত্তা ইত্যাদি নাম-পরিচিত কার্য্যব্রহ্ম বা ব্রহ্মা। এস্থলে আশঙ্কা হইতে পারে যে, উপাসককে সেই অমানব পুরুষ বিদ্যুল্লোক হইতে কোন্ ব্রহ্মের নিকট লইয়া যান? মূলে কেবল ব্রহ্মপদই

আছে। সুতরাং এ সম্বন্ধে সন্দেহ অসম্ভব নহে। এইরূপ সন্দেহ নিবারণার্থ পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্য মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন, সেই অমানব পুরুষ, সাধককে হিরণ্যগর্ভাখ্য ব্রহ্মার লোকেই লইয়া যায়। তথায় ক্রমমুক্তি-প্রণালীক্রমে উপাসক ক্রমশঃ পরব্রহ্ম প্রাপ্ত হইয়া মুক্তি লাভ করেন।

সূর্য্যসিদ্ধান্তের "ভানোর্মকরসংক্রান্তেঃ ষণ্মাসাঃ উত্তরায়ণম্" এই বচনানুসারে সূর্য্যের মকরসংক্রান্তি অর্থাৎ পৌষসংক্রান্তি হইতে ছয় মাস উত্তরায়ণ। এই কাল মরণান্তে সদ্গতি-বিধায়ক বোধে পরমজ্ঞানী শান্তনব ভীষ্ম, উত্তরায়ণের প্রতীক্ষায় যন্ত্রণাপূর্ণ জীবনকে দেহত্যাগ করিতে না দিয়া, শরশয্যায় শয়ান ছিলেন। শঙ্করাচার্য্য বলেন, ভীষ্ম দক্ষিণায়নে উৎক্রান্ত হইলে, তাঁহার যে সদ্গতি হইত না এমন নহে। তিনি কেবল লৌকিক বিশ্বাসের অনুরূপ অনুষ্ঠান করিবার অভিপ্রায়েই, বাণাহত দেহ হইতে জীবনকে উত্তরায়ণ কালের আগমন পর্য্যন্ত বিচ্ছিন্ন হইতে দেন নাই। যাঁহারা জ্ঞানী, তাঁহারা রাত্রে বা কৃষ্ণপক্ষে, বা দক্ষিণায়নে প্রাণত্যাগ করিলেই যে, জ্ঞানজনিত অবশ্যম্ভাবি ফললাভে বঞ্চিত হইবেন, এ কথা নিতান্ত অসঙ্গত। জ্ঞান চিরসুনির্ম্মল ও নিত্য ফলপ্রদ। তাহার ফলান্যথা সংঘটিত হওয়া অসম্ভব। এই জন্যই আচার্য্য মহোদয় অর্চ্চিরাদিশব্দে তত্তদভিমানিনী দেবতা লক্ষিত বলিয়া স্থির করিয়াছেন। কারণ মৃত্যু দিনেই হউক বা রাত্রেই হউক, শুক্লপক্ষেই হউক বা কৃষ্ণ পক্ষেই হউক, তত্তদভিমানিনী দেবতাপ্রাপ্তি অভিপ্রেত হইলে, কোনই ব্যাঘাত বা বিরোধ ঘটিতে পারে না। ভোগভূমি বা লোক বিশেষ হইলেও তত্তৎ স্থানের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার সহায়তা প্রাপ্তি ও তাঁহাদের দ্বারা বাহিত হইয়া, ক্রমশঃ বিদ্যুল্লোক পর্য্যন্ত গমন করাই আবশ্যক। অচেতন লোকসমূহ আতিবাহিক-ক্রিয়া-সম্পাদনে অসমর্থ; এজন্য তত্তল্লোকের অধিপতি দেবতা ভিন্ন এস্থলে অন্য কোন অর্থই সুসঙ্গত হয় না। বলা বাহুল্য এই অর্থই সর্ব্বত্র পরিগৃহীত হইয়াছে ॥ ২৪ ॥

* * *

ধূমো রাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ ষণ্মাসা দক্ষিণায়নম্।
তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিবর্ত্ততে ॥২৫॥

অন্বয়।—ধূমঃ (ধূমাভিমানিনী দেবতা) রাত্রিঃ (রাত্র্যভিমানিনী দেবতা) কৃষ্ণঃ (কৃষ্ণপক্ষাভিমানিনী দেবতা) দক্ষিণায়নম্ (দক্ষিণায়নরূপাঃ) ষণ্মাসাঃ (দক্ষিণায়নাভিমানিনী দেবতা) তত্র (তস্মিন্ পিতৃযানমার্গে) প্রয়াতাঃ (গমনশীলাঃ) যোগী (কর্ম্মযোগী) চান্দ্রমসম্ (চন্দ্রমসি ভবম্) জ্যোতিঃ (তদুপলক্ষিতং স্বর্গলোকরূপং স্থানম্) প্রাপ্য (ভুক্ত্বা) নিবর্ত্ততে (পুনরাবর্ত্ততে) ॥ ২৫ ॥

প্রতিশব্দ।—ধূম-দেবতা রাত্রি-দেবতা কৃষ্ণপক্ষ-দেবতা দক্ষিণায়নরূপ ছয় মাসের দেবতা সেই পথে গমনশীল কর্ম্মযোগিগণ চন্দ্রমার জ্যোতিঃ-স্বরূপ-স্বর্গ উপভোগ-করিয়া পুনরাবর্ত্তিত-হন ॥ ২৫ ॥

ব্যাখ্যা।—যে সকল কর্ম্মযোগী মরণান্তে ধূম, রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ, দক্ষিণায়ন, ষণ্মাস, এই সকলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার অনুবর্ত্তন-ক্রমে পিতৃযান-পথে প্রয়াণ করেন, তাঁহারা চন্দ্রলোকের জ্যোতিঃস্বরূপস্বর্গভোগান্তে পুনরাবর্ত্তিত হইয়া থাকেন ॥ ২৫ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—ধূম ইতি। ধূমো রাত্রিঃ ধূমাভিমানিনী রাত্র্যভিমানিনী চ দেবতা, তথা কৃষ্ণঃ কৃষ্ণপক্ষদেবতা, ষণ্মাসাদক্ষিণায়নমিতি চ পূর্ব্ববদ্দেবতৈব। তত্র চন্দ্রমসি ভবং চান্দ্রমসং জ্যোতিস্তৎফলং ইষ্টাদিকারী যোগী কর্ম্মী প্রাপ্য ভুক্ত্বা তৎক্ষয়াদিহ নিবর্ত্ততে পুনঃ ॥ ২৫ ॥

আনন্দগিরি।—প্রকৃতং দেবযানং পন্থানং স্তোতুং পিতৃযানমুপন্যস্যতি ধূম ইতি। অত্রাপিমার্গচিহ্নানি ভোগভূমীশ্চ ব্যবচ্ছিদ্য আতিবাহিকদেবতাবিষয়ত্বং ধূমাদিপদানাং বিভজতে ধূমেত্যাদিনা। তত্রেতি সপ্তমী পূর্ব্ববদেব সামীপ্যার্থা, ইষ্টাদীত্যাদিশব্দেন পূর্ত্তদত্তে গৃহ্যেতে। কৃতাত্যয়েঽনুশয়বানিতি ন্যায়ং সূচয়তি তৎক্ষয়াদিতি। আরোহাবরোহয়োরভ্যাসবাচিনা পুনঃশব্দেন সংসারস্থানাদিত্বং সূচ্যতে। ২৫।

রামানুজ।—ধূম ইতি। এতচ্চ ধূমাদিমার্গস্থপিতৃলোকাদেঃ প্রদর্শনং। অত্র যোগিশব্দঃ পুণ্যকর্ম্মসম্বন্ধিবিষয়ঃ। ২৫।

হনুমান্।—ধূম ইতি। ধূমো রাত্রিশ্চন্দ্রলোকাভিমুখস্য কর্ম্মিণঃ স্বর্গং প্রাপয়তি। সাতিবাহিকী দেবতোচ্যতে, ধূমো ধূমাভিমানিনী দেবতা, রাত্রিঃ রাত্র্যভিমানিনী দেবতা,

সাপ্যতিবাহিকী ধূমস্থ পরমতিবহতি। তথা কৃষ্ণপক্ষাভিমানিনী দেবতা রাত্রেঃ পরমতিবহতি ষণ্মাসাদক্ষিণায়নমতিবাহিকী দেবতা কঞ্চ পক্ষাৎ পরমতিবহতি গৃহীত্বাগচ্ছতীত্যর্থঃ। স্থতীত্যর্থঃ। তত্র প্রয়াতাঃ কৃষ্ণঃ কর্ম্মণঃ চন্দ্রমসমিন্দুং চান্দ্রমসং জ্যোতিঃ কর্ম্মণো যোগী প্রাপ্যেতি বর্ত্ততে পুনঃ শরীরান্তরং মনুষ্যলোকে ন গৃহ্নাতি ইত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

শ্রীধর।—আবৃত্তিমার্গমাহ ধূম ইতি। ধূমাভিমানিনী দেবতা রাত্র্যাদিশব্দৈশ্চ পূর্ব্ববদেব রাত্রিকৃষ্ণপক্ষদক্ষিণায়নরূপষণ্মাসাভিমানিন্যস্তিস্রো দেবতা উপলক্ষ্যন্তে, এতাভিরুপলক্ষিতো যো মার্গস্তত্র প্রয়াতঃ কর্ম্মযোগী চান্দ্রমসং জ্যোতিস্তদুপলক্ষিতং স্বর্গলোকং প্রাপ্য তত্রেষ্টাপূর্ত্তকর্ম্মফলং ভুক্ত্বা পুনরাবর্ত্ততে, তত্রাপি শ্রুতিঃ,--"তে ধূমমভিসম্ভবন্তি ধূমাদ্রাত্রিং রাত্রেরপক্ষীয়মাণপক্ষাদ্ যান্ ষণ্মাসান্ দক্ষিণাদিত্য এতি মাসেভ্যঃ পিতৃলোকং পিতৃলোকাৎ চন্দ্রং তে চন্দ্রং প্রাপ্যান্নং ভবন্তি" ইত্যাদি। তদেবং নিবৃত্তিকর্ম্মসহিতোপাসনয়া ক্রমমুক্তিঃ, কাম্যকর্ম্মভিশ্চ স্বর্গভোগানন্তরমাবৃত্তিঃ, নিষিদ্ধকর্ম্মভিস্ত নরকভোগানন্তরমাবৃত্তিঃ, ক্ষুদ্রকর্ম্মিণাস্তু জন্তূনাং অত্রৈব পুনঃ পুনর্জন্মেতি দ্রষ্টব্যম্ ॥ ২৫ ॥

বলদেব।—অথাবৃত্তিপথমাহ ধূমো রাত্রিরিতি। তত্রাপি পূর্ব্ববৎ ধূমরাত্রিকৃষ্ণপক্ষষণ্মাসাত্মকদক্ষিণায়নাভিমানিনো দেবা লক্ষ্যাঃ, সম্বৎসরপিতৃলোকাকাশচন্দ্রমসাং শ্রুত্যুক্তানামুপলক্ষণমেতৎ। ছান্দোগ্যাঃ পঠন্তি—"অথ য ইমে গ্রামে ইষ্টাপূর্ত্তং দত্তমিত্যুপাসতে তে ধূমমভিসম্ভবন্তি। ধূমাদ্রাত্রিং রাত্রেরপরপক্ষমপরপক্ষাদ্ যান্ ষড়ুদঙ্ঙেতি মাসাংস্তানেতেভ্যঃ সংবৎসরমভিপ্রাপ্নুবন্তি মাসেভ্যঃ পিতৃলোকং পিতৃলোকাদাকাশমাকাশাচ্চন্দ্রমসমেষ সোমরাজা তদ্দেবানামন্নং তৎ দেবা ভক্ষয়ন্তি তস্মিন্ যাবৎসংপাতমুষিত্বাথৈতমেবাধ্বানং পুনর্নিবর্ত্তন্তে" ইতি। তথাচ ধূমাদিভিঃ পরেশনিদেশস্থৈরষ্টভির্দ্দৈবৈঃ পালিতেন পথা কাম্যকর্ম্মিণশ্চন্দ্রলোকং প্রাপ্য ভোগক্ষয়ে সতি তস্মাৎ পুনর্নিবর্ত্তন্ত ইতি॥২৫॥

মধুসূদন।—দেবযানমার্গস্তুত্যর্থং পিতৃযানমার্গমাহ ধূম ইতি। অত্রাপি ধূম ইতি ধূমাভিমানিনী দেবতা, রাত্রিরিতি রাত্র্যভিমানিনী, কৃষ্ণ ইতি কৃষ্ণপক্ষাভিমানিনী, ষণ্মাসা দক্ষিণায়নমিতি দক্ষিণায়নাভিমানিনী লক্ষ্যতে,এতদপ্যন্যাসাং শ্রুত্যুক্তানামুপলক্ষণং। তথাহি শ্রুতিঃ,—"তে ধূমমভিসম্ভবন্তি ধূমাদ্রাত্রিং রাত্রেরপরপক্ষমপরপক্ষাদ্ যান্ ষড়্দক্ষিণেতি মাংসাংস্তানেতেভ্যঃ সম্বৎসরমভিপ্রাপ্নুবন্তি, মাসেভ্যঃ পিতৃলোকং পিতৃলোকাদাকাশমাকাশাচ্চন্দ্রমসমেষ সোমরাজা তদ্দেবানামন্নং তদ্দেবা ভক্ষয়ন্তি তস্মিন্ যাবৎসংপাতমুষিত্বাথৈতমেবাধ্বানং পুনর্নিবর্ত্তন্তে" ইতি। তত্র ধূমরাত্রিকৃষ্ণপক্ষদক্ষিণায়নদেবতা ইহোক্তাঃ, পিতৃলোক আকাশশ্চন্দ্রমা ইত্যনুক্তা অপি দ্রষ্টব্যাঃ। তত্র তস্মিন্ পথি প্রয়াতাশ্চন্দ্রমসং জ্যোতিঃফলং যোগী কর্ম্মযোগীষ্টাপূর্ত্তদত্তকারী প্রাপ্য যাবৎসংপাতমুষিত্বা নিবর্ত্ততে। সংপতন্ত্যনেনেতি সংপাতঃ কর্ম্ম, তস্মাদেতস্মাদাবৃত্তিমার্গাদনাবৃত্তিমার্গঃ শ্রেয়ানিত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

নীলকণ্ঠ।—এতেন ধূমো রাত্রিরিত্যেষোঽপি ধূমাদিমার্গঃ কর্ম্মিণামপকযোগিনাং উচিত আবৃত্তিফলশ্চ ব্যাখ্যাতঃ ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ।—কর্ম্মিণামাবৃত্তিমার্গমাহ ধূম ইতি। ধূমাভিমানিনী দেবতা রাত্র্যাদিশব্দৈশ্চ পূর্ব্ববদেব তত্তদভিমানিন্যস্তিস্রো দেবতা লক্ষ্যন্তে। এতাভির্দ্দেবতাভিরুপলক্ষিতো যো মার্গস্তত্র প্রয়াতঃ কর্ম্মযোগী চান্দ্রমসং জ্যোতিস্তদুপলক্ষিতং স্বর্গলোকং প্রাপ্য তত্র কর্ম্মফলং ভুক্ত্বা নিবর্ত্ততে পুনরাবর্ত্ততে ॥ ২৫ ॥

তাৎপর্য্য।—উৎক্রান্তির পর যে পথে গমন করিলে ব্রহ্মপরায়ণ সাধকগণ পুনরাবৃত্তির অধীন না হইয়া ক্রমমুক্তি-প্রণালীক্রমে ব্রহ্ম লাভ করেন, তাহা পূর্ব্ব শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। এক্ষণে কর্ম্মযোগিগণ উৎক্রমণের পর যে পথানুসরণে কর্ম্মোচিত স্বর্গভোগ করিয়া পুনরায় সংসার-দশায় নিপতিত হন, তাহারই বিষয় কীর্ত্তিত হইতেছে, এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রথমোক্তমার্গের শ্রেষ্ঠতা এবং দ্বিতীয় মার্গের নিকৃষ্টতা প্রতিপাদিত হইতেছে।

এখানেও পূর্ব্ব শ্লোকের ন্যায় ধূম, রাত্রি, ইত্যাদি শব্দে তত্তদভিমানিনীদেবতা বুঝিতে হইবে। এতদ্বিষয়ক যুক্তি পূর্ব্ব-শ্লোকে সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে।

মরণান্তে যে সকল কর্ম্মযোগনিষ্ঠ ব্যক্তি ধূম, রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ, দক্ষিণায়ন ছয় মাস, এতদধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণের উপলক্ষিত পথে, অর্থাৎ পিতৃযান-মার্গে প্রয়াণ করেন, তাঁহারা চন্দ্রলোকে গমন করেন এবং তথায় স্ব স্ব ইষ্টাপূর্ত্তাদিকর্ম্মজনিত স্বর্গাদি ফলভোগ করিয়া পুনরায় সংসারে প্রত্যাগত হন। তাঁহাদের সে অবস্থা হইতে ক্রমমুক্তি সম্ভাবিত নহে এবং তাঁহাদের কর্ম্মোচিত ফলও চিরস্থায়ী নহে। কর্ম্মানুষ্ঠান-জনিত ফল অনিত্য এবং সেই ফলভোগের অবসানে তাঁহাদের পুনরাবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী।

ছান্দোগ্য উপনিষদের পঞ্চম প্রপাঠকে বর্ণিত আছে—"অথ যে ইমে ইষ্টাপূর্ত্তে দত্তমিত্যুপাসতে তে ধূমমভিসম্ভবন্তি, ধূমাদ্রাত্রিং রাত্রেরপরপক্ষমপরপক্ষাদ্ যান্ ষড়্ দক্ষিণেতি মাসাংস্তানেতেভ্যঃ সংবৎসরমভিপ্রাপ্নুবন্তি মাসেভ্যঃ পিতৃলোকং পিতৃলোকাদাকাশমাকাশাচ্চন্দ্রমসমেষ সোমো রাজা তদ্দেবানামন্নং তৎ দেবা ভক্ষয়ন্তি তস্মিন্ যাবৎ সম্পাতমুষিত্বাথৈতমধ্বানং পুনর্নিবর্ত্তন্তে ॥" ইত্যাদি।

এই শ্রৌতোক্তির অর্থ এই,—"যাঁহারা গ্রামে গৃহস্থরূপে বাস করিয়া ইষ্ট অর্থাৎ অগ্নিহোত্রাদি যাগ, পূর্ত্ত অর্থাৎ কূপ পুষ্করিণী প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা, এবং সৎপাত্রে সাধ্যমত দানরূপ কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা উপাসনা করেন, তাঁহারা উৎক্রান্তির পর প্রথমতঃ ধূমাভিমানিনী দেবতাকে প্রাপ্ত হন। তদনন্তর

রাত্রিদেবতা, কৃষ্ণপক্ষ দেবতা, দক্ষিণায়নদেবতা, পিতৃলোক, আকাশ দেবতা ও চন্দ্রলোক প্রাপ্ত হন। (১২৪৮পৃষ্ঠার টিপ্‌পনী দ্রষ্টব্য) তথায় তাঁহারা দেবগণের উপভোগ্যরূপে অবস্থিতি করেন। কর্ম্মক্ষয় পর্য্যন্ত তথায় এইভাবে অবস্থান করিয়া পুনরায় নিবর্ত্তিত হন।

এক্ষণে এই শ্লোকের মর্ম্ম ও উল্লিখিত শ্রুতির অভিপ্রায় পর্য্যালোচনা করিয়া উপলব্ধ হইতেছে যে, যাঁহারা গৃহীরূপে স্ত্রীপুত্রাদিসহ জনপদ-মধ্যে বাস করিয়া লোক-হিতকর কর্ম্মানুষ্ঠান করেন, তাঁহারাও অন্তে স্বর্গভোগের অধিকারী হইয়া থাকেন। পূর্ব্ব শ্লোকে সংসারত্যাগী, বিষয়বিরাগী মহাত্মগণের ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ অপরিসীম সৌভাগ্যের বিষয় কথিত হইয়াছে। কিন্তু তাবল্লোকেই বিষয়-বিরাগ সহকারে বাণপ্রস্থ বা পারিব্রাজ্যাশ্রম অবলম্বন করিবেন ইহা কদাপি সম্ভবপর নহে। ভগবান্ মানবকে যে যে প্রবৃত্তির অধীন করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, তৎসমস্তের পরিহার সহজ-সাধ্য নহে। সুতরাং সকলে তাহা অবলম্বন করিয়া উঠিতে পারে না। কিন্তু তাই বলিয়া যে পরিবারাদি-পরিবৃত লোকালয়বাসী গৃহস্থের পরিণামে কোনরূপ সুখসৌভাগ্যের আশা নাই এমন নহে। বস্তুতঃ যদি তাঁহারা জনপদ-মধ্যে মনুষ্য ও পশু পক্ষ্যাদির ব্যবহারার্থ বাপী, কূপ, তড়াগাদি খনন, দুর্গম প্রদেশে গমনাগমনের নিমিত্ত পন্থাদি নির্ম্মাণ, দানের উচিত পাত্র দেখিয়া দীনহীন সজ্জনকে দান করেন, তাহা হইলে মরণান্তে সেই সকল সাধারণ-হিতকর শুভানুষ্ঠানের ফলস্বরূপে, তাঁহারা চন্দ্রলোকাদিরূপ স্বর্গলাভ করেন, এবং তথায় কর্ম্মানুরূপ কাল অবস্থিতি করিয়া পুনরায় সংসার-দশায় অবতীর্ণ হন। তাঁহাদের পরিণাম-ফল চিরস্থায়ী না হইলেও, কদাপি অশুভ নহে ॥ ২৫ ॥

* * *

শুক্লকৃষ্ণে গতী হেতে জগতঃ শাশ্বতে মতে ।
একয়া যাত্যনাবৃত্তিমন্যয়াবর্ত্ততে পুনঃ ॥ ২৬ ॥

অন্বয় ।—শুক্লকৃষ্ণে (শুক্লা চ কৃষ্ণা চ শুক্লকৃষ্ণে—শুক্লা অর্চ্চিরাদিগতিঃ জ্ঞানপ্রকাশময়ত্বাৎ, কৃষ্ণা ধূমাদিগতিঃ তদভাবাৎ) এতে গতী (মার্গৌ) হি (প্রসিদ্ধে) জগতঃ (সর্ব্বস্য) শাশ্বতে (অনাদী) মতে

(অভিপ্রেতে) [তয়োঃ] একয়া (একতরয়া শুক্লয়া) অনাবৃত্তিম্ (মোক্ষম্) যাতি (প্রাপ্নোতি) অন্যয়া (অন্যতরয়া কৃষ্ণয়া) পুনঃ আবর্ত্ততে (সংসার-দশাং লভতে) ॥ ২৬ ॥

প্রতিশব্দ ।—শুক্লকৃষ্ণ এই গতিদ্বয়-ই জগতের অনাদি-সম্মত [তদুভয়ের] একদ্বারা মোক্ষ প্রাপ্ত-হয় অন্য-দ্বারা পুনরায় আবর্ত্তিত হয় ॥ ২৬ ॥

ব্যাখ্যা ।—শুক্ল ও কৃষ্ণ অর্থাৎ অর্চ্চিরাদি ও ধূমাদি এই দুই মার্গ জগতে অনাদিরূপে পরিকীর্ত্তিত। এতদুভয়ের একতর অর্থাৎ শুক্লগতিদ্বারা মোক্ষ লাভ হয়, এবং অন্যতর অর্থাৎ কৃষ্ণগতিদ্বারা পুনরায় প্রত্যাবৃত্ত হইতে হয় ॥ ২৬ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—শুক্লেতি। শুক্লকৃষ্ণে শুক্লা চ কৃষ্ণা চ শুক্লকৃষ্ণে, জ্ঞানপ্রকাশকত্বাৎ শুক্লা, তদভাবাৎ কৃষ্ণা, এতে শুক্লকৃষ্ণে হি গতী জগত ইত্যধিকৃতানাং জ্ঞানকর্ম্মণোর্ন জগতঃ সর্ব্বস্যৈবৈতে গতী সম্ভবতঃ, শাশ্বতে নিত্যে সংসারস্য নিত্যত্বান্নিত্যে মতেঽভিপ্রেতে তত্রৈকয়া শুক্লয়া যাত্যনাবৃত্তিমাবৃত্তিমন্যয়েতরয়া বর্ত্ততে পুনঃ ভূয়ঃ ॥ ২৬ ।

আনন্দগিরি ।—রাত্র্যাদৌ মৃতানাং ব্রহ্মবিদামব্রহ্মপ্রাপ্তিশঙ্কানিবৃত্ত্যর্থমভিমানিনীদেবতা-গ্রহণায় মার্গয়োর্নিত্যত্বমাহ শুক্লেতি। জ্ঞানপ্রকাশকত্বাদ্বিদ্যা-প্রাপ্তত্বাদর্চ্চিরাদিপ্রকাশোপলক্ষিতত্বাৎ চ শুক্লা দেবযানাখ্যা গতিঃ, তদভাবাজ্জ্ঞানপ্রকাশকত্বাভাবাৎ ধূমাদ্যপ্রকাশোপলক্ষিতত্বাদবিদ্যাপ্রাপ্তত্বাচ্চ কৃষ্ণা পিতৃযানলক্ষণা গতিঃ ; তয়োর্গত্যোঃ শ্রুতিস্মৃতিপ্রসিদ্ধ্যর্থৌ হি শব্দঃ। জগচ্ছব্দস্য জ্ঞানকর্ম্মাধিকৃতবিষয়ত্বেন সঙ্কোচে হেতুমাহ ন জগত ইতি। অন্যথা জ্ঞানকর্ম্মোপদেশানর্থক্যাদিত্যর্থঃ। তয়োর্নিত্যত্বে হেতুমাহ সংসারস্যেতি। মার্গয়োর্যাবৎসংসারভাবিত্বে ফলিতমাহ তত্রেতি। ক্রমমুক্তিরনাবৃত্তিঃ, ভূয়োভোক্তব্যকর্ম্মক্ষয়ে শেষকর্ম্মবশাদিত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

রামানুজ ।—শুক্লকৃষ্ণ ইতি। শুক্লা গতিরর্চ্চিরাদিকা কৃষ্ণা চ ধূমাদিকা শুক্লয়াত্বনাবৃত্তিং যাতি কৃষ্ণয়া তু পুনরাবর্ত্ততে। এতে শুক্লকৃষ্ণে গতী জ্ঞানিনাং দ্বিবিধানাং পুণ্যকর্ম্মণাং শ্রুতৌ শাশ্বতে মতে। "তদ্ য ইত্থং বিদুর্যে চেমেঽরণ্যে শ্রদ্ধা তপ ইত্যুপাসতে তেঽর্চ্চিষমভিসম্ভবন্তি অথ য ইমে গ্রামে ইষ্টাপূর্ত্তে দত্তমিত্যুপাসতে তে ধূমমভিসম্ভবন্তি" ইতি ॥ ২৬ ॥

হনুমান্ ।—শুক্লকৃষ্ণ ইতি। শুক্লা চ কৃষ্ণা চ শুক্লকৃষ্ণে গতী মার্গৌ জ্ঞানপ্রকাশযুক্তস্য যোগিনঃ শুক্লপক্ষো গতিঃ; জ্ঞানপ্রকাশ-রহিতস্য কর্ম্মিণঃ কৃষ্ণপক্ষো গতিঃ, জগত ইত্যযোগিনঃ কর্ম্মিণশ্চোচ্যন্তে। শাশ্বতে নিত্যে প্রবাহনিত্যত্বাৎ। একয়া যাত্যনাবৃত্তিমপুনরাবৃত্তিমদ্ব্রহ্মলোকস্থিতিং, অন্যয়া আবর্ত্তন্তে পুনরাগচ্ছন্তি মনুষ্যলোকে, তত্র প্রয়াতা

গচ্ছন্তি পরমেব কথং ন গৃহ্যতে, তত্র পরমস্মিন্ ব্রহ্মণি প্রয়াণনিষেধাৎ। "অথকামায়মানো যোঽকামো নিষ্কাম আপ্তকামো ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি অত্রৈব সমবলীয়ন্তে ব্রহ্মৈব স ব্রহ্মাপ্যেতি" ইতি শ্রুতেঃ। "তদ্বৈতস্য শ্রুসন্ ঋষির্ব্বামদেবঃ প্রতিপেদে অহং মনুরভবং সূর্য্যশ্চ ইতি" ॥ ২৬ ॥

শ্রীধর।—উক্তমার্গাবুপসংহরতি শুক্লেতি। শুক্লার্চ্চিরাদিগতিঃ প্রকাশময়ত্বাৎ, কৃষ্ণা ধুমাদিগতিস্তমোময়ত্বাৎ, এতে গতী মার্গৌ জ্ঞানকর্ম্মাধিকারিণো জগতঃ শাশ্বতে অনাদি-সম্মতে সংসারস্থানাদিত্বাৎ, তয়োরেকয়া শুক্লয়া অনাবৃত্তিং মোক্ষং যাতি, অন্যয়া কৃষ্ণয়া তু পুনরাবর্ত্ততে ॥ ২৬ ॥

বলদেব।—উক্তৌ পন্থানাবুপসংহরতি শুক্লেতি। অর্চ্চিরাদিগতিঃ শুক্লা প্রকাশময়ত্বাৎ, ধূমাদিকা গতিঃ কৃষ্ণা প্রকাশশূন্যত্বাৎ। গতিঃ পন্থাঃ, এতে গতী জ্ঞানকর্ম্মাধিকারিণো জগতঃ শাশ্বতে অনাদিসন্মতে তস্যানাদিত্বাৎ। স্ফুটমন্যৎ ॥ ২৬ ॥

মধুসূদন।—উক্তৌ মার্গাবুপসংহরতি শুক্লেতি। শুক্লা অর্চ্চিরাদিগতিঃ জ্ঞানপ্রকাশময়ত্বাৎ, কৃষ্ণা ধূমাদিগতিঃ জ্ঞানহীনত্বেন তমোময়ত্বাৎ, তে এতে শুক্লকৃষ্ণে গতী মার্গৌ হি প্রসিদ্ধে সগুণবিদ্যাকর্ম্মাধিকারিণোঃ জগতঃ সর্ব্বস্যাপি শাস্ত্রজ্ঞস্য শাশ্বতে অনাদিসম্মতে সংসারস্যানাদিত্বাৎ। তয়োরেকয়া শুক্লয়া যাত্যনাবৃত্তিং কশ্চিৎ, অন্যয়া কৃষ্ণয়া পুনরাবর্ত্ততে সর্ব্বোঽপি ॥ ২৬ ॥

নীলকণ্ঠ।—উক্তৌ মার্গাবুপসংহরতি শুক্লেতি। শুক্লা জ্ঞানহেতুত্বাদর্চ্চিরাদিগতিঃ, তদভাবাৎ কৃষ্ণা ধূমাদিগতিঃ, একয়া শুক্লয়া অন্যয়া কৃষ্ণয়া ॥ ২৬ ।

বিশ্বনাথ।—উক্তৌ মার্গাবুপসংহরতি শুক্লকৃষ্ণে ইতি। শাশ্বতে অনাদী সংসারস্যানাদিত্বাৎ, একয়া শুক্লয়া অনাবৃত্তিং মোক্ষং, অন্যয়া কৃষ্ণয়া আবর্ত্ততে পুনঃ পুনরত্র জায়তে ॥ ২৬ ॥

তাৎপর্য্য।—উল্লিখিত মার্গদ্বয়ের প্রসঙ্গ উপসংহার উপলক্ষে কীর্ত্তিত ফলের পুনরুল্লেখ করিতেছেন। দুইটি মার্গের বিষয় পূর্ব্ববর্ত্তী দুই শ্লোকে বিবৃত করিয়াছেন। একটি দেবযান বা অর্চ্চিরাদি মার্গ; অগ্নি, জ্যোতিঃ, দিবা, শুক্লপক্ষ, এবং উত্তরায়ণ ছয় মাস, এই সকলের অভিমানিনী দেবতা এই মার্গের উপলক্ষিত। দ্বিতীয় পিতৃযান বা ধূমাদিমার্গ; ধূম, রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ, দক্ষিণায়ন ছয় মাস এই সকলের অভিমানিনী দেবতা এই মার্গের উপলক্ষিত। প্রথম অর্থাৎ দেবযান বা অর্চ্চিরাদি মার্গ, জ্ঞানপ্রকাশকত্ব হেতু শুক্লা গতি নামেও অভিহিত হইয়া থাকে; আর দ্বিতীয় অর্থাৎ পিতৃযান বা ধূমাদি মার্গ, জ্ঞানহীনত্বজনিত তমোময়ত্ব হেতু, কৃষ্ণা গতি নামেও অভিহিত হইয়া থাকে।

এই শুক্ল ও কৃষ্ণ উভয়বিধ গতি অনাদি কাল হইতে জগতে প্রবর্ত্তিত হইয়া আছে। কারণ সংসার অনাদি এবং জ্ঞান ও কর্ম্মাধিকারী উভয় প্রকার সাধকের অধিকার ভূমি। এতদুভয় প্রকার গতির মধ্যে শুক্লা গতির দ্বারা অপুনরাবৃত্তিরূপ মোক্ষলাভ হয়; আর কৃষ্ণাগতির দ্বারা পুনরাবর্ত্তন সংঘটিত হয়।

এই স্থলে দুইটি তর্ক উপস্থিত হইতে পারে। প্রথম, শ্রুতিশাস্ত্রে নানা স্থানে উৎক্রান্তির পর নানারূপ পথের উল্লেখ আছে। অথচ এস্থলে শ্রীভগবান্ কেবল দুইটি মাত্র মার্গের কথা উল্লেখ করিতেছেন; সুতরাং শ্রুতির সহিত ভগবদ্বাক্যের বিরোধ ঘটিতেছে। দ্বিতীয়, সম্পূর্ণ জ্ঞানবান্ ব্যক্তি যদি ঘটনাক্রমে অর্চ্চিরাদি মার্গ-নির্দ্দিষ্ট কালে উৎক্রান্ত না হইয়া ধূমাদি-মার্গ-নির্দ্দিষ্ট কালে উৎক্রান্ত হন, তাহা হইলে তিনি কি মোক্ষফলের অধিকারী হইবেন না? এতদুভয় আপত্তিই সুসঙ্গত ও বিচার্য্য সন্দেহ নাই। আমরা নিম্নে এই দুই প্রসঙ্গের বিচারমূলক শাস্ত্রাভিপ্রায় সঙ্কলন করিতেছি।

বাস্তবিকই শ্রুতিতে নানাপ্রকার মার্গের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। একটি পথ নাড়ী সম্বন্ধীয় রশ্মিঘটিত। যথা;—"অথৈতৈরেব রশ্মিভিরূর্দ্ধমাক্রমতে।" অর্থাৎ "তিনি এই রশ্মি অবলম্বন করিয়াই ঊর্দ্ধগতি প্রাপ্ত হন।" এই রশ্মি-সংক্রান্ত বিবরণ পূর্ব্ব শ্লোকের তাৎপর্য্যে বিবৃত হইয়াছে। শ্রুতিতে অর্চ্চিরাদি-সম্বন্ধীয় আর এক পথের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। যথা; "তে অর্চ্চিষমভিসম্ভবন্তি অর্চ্চিষোঽহঃ।" অর্থাৎ "তাঁহারা অর্চ্চিঃ অর্থাৎ তেজঃ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তদনন্তর অর্চ্চিঃ হইতে অহঃ অর্থাৎ দিন (অহরভিমানী দেবতা) প্রাপ্ত হন।" আর এক প্রকার পথের উল্লেখ যথা; "স এতং দেবযানং পন্থানমাদ্যাগ্নিলোকমাগচ্ছতি।" অর্থাৎ "তিনি এই দেবযান পথ প্রাপ্ত হইয়া প্রথমতঃ অগ্নিলোকে আগমন করেন।" আরও এক মার্গের এইরূপ প্রসঙ্গ দৃষ্ট হয়। যথা; "যদা বৈ পুরুষোঽস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স বায়ুমাগচ্ছতি।" অর্থাৎ "যখন সেই পুরুষ এই লোক পরিত্যাগ করেন, তখন তিনি বায়ুলোকে আগমন করেন।" অন্যত্র অন্য প্রকার পথেরও উল্লেখ আছে। যথা; "সূর্য্যদ্বারেণ তে বিরজঃ প্রয়ান্তি।" অর্থাৎ, "তাঁহারা সূর্য্যদ্বারা অর্থাৎ সূর্য্যকে প্রাপ্ত হইয়া, বা অবলম্বন করিয়া, বা তাঁহার সহায়তায় ব্রহ্মলোকে প্রয়াণ করেন।" ফলতঃ শ্রুত্যুক্ত এই সকল পথের বিষয় আলোচনা করিলে গীতোক্ত মার্গদ্বয় হইতে তৎসমস্তকে স্বতন্ত্র

বলিয়া মনে হইতে পারে বটে। কারণ গীতায় নাড়ী-ঘটিত পথের কোন কথাই নাই; সুতরাং শ্রুতি নাড়ী-রশ্মি অবলম্বনে যে ঊর্দ্ধ্বগতির বিষয় কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহা এক স্বতন্ত্র পন্থা বলিয়া মনে হইতে পারে। শ্রুতি প্রথমতঃ অর্চ্চিঃ, তদনন্তর অহঃ প্রাপ্তির উল্লেখ করিতেছেন। এই শ্রুতির সহিত গীতার সম্যক্ ঐক্য নাই; বিশেষতঃ ইহার অপরাংশের সহিত গীতোক্ত ক্রমের স্পষ্ট বিভিন্নতা উপলব্ধ হইতে পারে। অন্য শ্রুতিতে দেব-যান-পন্থাবলম্বনে যে অগ্নিলোক প্রাপ্তির বিষয় কথিত হইয়াছে, তাহাতেও গীতার সহিত আপাততঃ বিভিন্নতা মনে হইতে পারে। কেননা গীতাশাস্ত্রে দেবযান-মার্গের প্রথমে অগ্নির উল্লেখ থাকিলেও, মধ্যে অগ্নিলোক প্রাপ্তির কোনই উল্লেখ দেখা যায় না। শ্রুত্যন্তরে ইহ লোক ত্যাগের পর যে বায়ুলোক গমনের বিষয় কথিত হইয়াছে, গীতার সহিত তাহারও বৈষম্য মনে হইতে পারে। কেননা গীতায় বায়ুলোক প্রাপ্তির কোনই প্রসঙ্গ নাই। অন্য শ্রুতিতে সূর্য্য সাহায্যে ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তির যে উল্লেখ দৃষ্ট হয়, তাহাও গীতোক্তির অপেক্ষা স্বতন্ত্র বলিয়া মনে হইতে পারে। কেননা গীতায় সূর্য্যলোক প্রাপ্তি, বা সূর্য্যদেবের সহায়তার কোনই প্রসঙ্গ নাই।

এই সকল আলোচনা করিয়া সহজেই মনে হইতে পারে যে, তবে কি গীতায় যে পন্থা পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে, তদপেক্ষা আরও নানা প্রকার পারলৌকিক মার্গ শ্রুতিসিদ্ধরূপে পরিগণিত রহিয়াছে? এরূপ আশঙ্কা সম্ভবপর হইলেও, বস্তুতঃ তাহা অমূলক ও যুক্তিবিগর্হিত। কারণ আপাততঃ এই সকল পথ স্বতন্ত্র বলিয়া মনে হইলেও, বস্তুতঃ তৎসমস্তের গন্তব্য স্থান ও উদ্দেশ্য এক; সুতরাং তত্তাবৎ সমান বলিয়াই পরিগণিত হওয়া বিধেয়। উল্লিখিত মার্গ সমূহ ব্রহ্মপ্রাপ্তির নির্দ্দেশক ও তৎস্থানাভিমুখী; সুতরাং তত্তাবতের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য একই। বাস্তবিক ব্রহ্মপ্রাপ্তির পথ এক ভিন্ন দুই হইতে পারে না। নানা স্থানে নানারূপ উদ্দেশ্যে নানা ভাবে পথের প্রসঙ্গ কীর্ত্তিত থাকিলেও, প্রত্যুত তৎসমস্ত অভিন্ন ও একই উদ্দেশে পর্য্যবসিত। এই বিষয়ে মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য তাঁহার শারীরক মীমাংসা নামক বেদান্তভাষ্যে যে মীমাংসা করিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে। যথা; "ভবেদেতদেবং যদ্যত্যন্তভিন্না এবৈতাঃ সৃতয়ঃ স্যুঃ। একৈব ত্বেষা সৃতিরনেকবিশেষণা ব্রহ্মলোকপ্রতিপাদনী ক্বচিৎ কেনচিদ্বিশেষণেনোপলক্ষিতেতি বদামঃ। সর্ব্বত্রৈকদেশপ্রত্যভিজ্ঞানাদিত-

রেতরবিশেষণবিশেষ্যভাবোপপত্তেঃ। প্রকরণভেদেঽপি বিদ্যৈকত্বে ভবতীতরেতরবিশেষগুণোপসংহারবদ্‌গতিবিশেষণানামপ্যুপসংহারঃ। বিদ্যাভেদেঽপি গত্যেকদেশপ্রত্যভিজ্ঞানাদ্‌গন্তব্যাভেদাচ্চ গত্যভেদ এব।" এই উক্তির ভাবার্থ যথা; "ঐ সকল পথ স্বতন্ত্র বলিয়া আপত্তি করা যাইতে পারিত, যদি সৃতি অর্থাৎ পথসমূহ অত্যন্ত ভিন্নভাবাপন্ন হইত। ব্রহ্মলোকপ্রাপক একমাত্র পন্থাই ভিন্ন ভিন্ন স্থলে ভিন্ন ভিন্ন বিশেষণের দ্বারা ভিন্নরূপে উপলক্ষিত হইয়াছে মাত্র। কেননা যে যে স্থানে পথের বিষয় কথিত হইয়াছে, তাহার সর্ব্বত্রই সেই দেবযান পথের এক দেশের অভিজ্ঞান হেতুক পরস্পর বিশেষ্য-বিশেষণ ভাবের উপপত্তি হইতে পারে; অর্থাৎ নানা স্থানে পথবিষয়ক নানা বিশেষণ থাকিলেও, বস্তুতঃ তৎ সমস্ত যে একই পথরূপ বিশেষ্যের বিশেষণ ইহা উপলব্ধ হইতে পারে। প্রকরণের বিভিন্নতা অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন প্রকরণে ভিন্ন ভিন্ন বিবরণ থাকিলেও, বিদ্যার অর্থাৎ লক্ষিত জ্ঞাতব্যের একত্ব বশতঃ, সকলই একত্র পর্য্যবসিত বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। ফলতঃ পরস্পর উপাসনার পার্থক্য থাকিলেও, গন্তব্য পথ সকলেরই এক*। তত্তৎ স্থলে গতির কোন কোন অংশ অনুভবের বিষয় হয় বলিয়া, এবং গন্তব্যের কোনই ভিন্নতা নাই বলিয়া, সকল গতিই একত্বরূপে পরিজ্ঞাত।

এইরূপে আচার্য্য মহোদয় এতদ্বিষয়ক যুক্তি প্রদর্শন করিয়া, উপসংহারকালে এক শ্রৌতমন্ত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহার অভিপ্রায় এই যে, যাহারা উভয় মার্গ পরিভ্রষ্ট, অর্থাৎ যে হতভাগ্যেরা দেবযান বা পিতৃযান এতদুভয়ের একটিরও উপযুক্ত নহে, তাহারা ঘোর কষ্টপ্রদ তৃতীয় স্থান অবলম্বন করে। এই তৃতীয় স্থানের উল্লেখ থাকায় সহজেই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, উল্লিখিত দুইটি ভিন্ন অন্য কোন পথ শ্রুতি সম্মত নহে। সুতরাং নানারূপ বাক্যে নানা

---

* সুবিখ্যাত মহিম্নস্তবে গন্ধর্ব্বরাজ পুষ্পদন্তেরও এইরূপ একটি উক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। যথা; "ত্রয়ীসাংখ্যং যোগঃ পশুপতিমতং বৈষ্ণবমিতি। প্রভিন্নে প্রস্থানে পরমিদমদঃ পথ্যমিতি চ॥ রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিলনানাপথজুষাং নৃনামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব॥" অর্থাৎ বেদান্ত সাংখ্য পাতঞ্জল তন্ত্র নারদ-পঞ্চরাত্র প্রভৃতি শাস্ত্রে রুচির বৈচিত্র্যবশতঃ ঋজু-কুটিল নানা পথ পরিদৃষ্ট হয় কিন্তু সেই সেই ভিন্ন ভিন্ন পথাবলম্বী মনুষ্য মাত্রেরই একমাত্র গন্তব্য স্থল তুমি। যদ্রূপ ঋজু ও কুটিল পথ বাহিনী নদীকুল চরমে একমাত্র সমুদ্রে গিয়া বিলীন হয়, তদ্রূপ ঋজু-কুটিল যে পথেই মানুষ অগ্রসর হউক না কেন, চরমে একমাত্র তোমাতে গিয়াই পর্য্যবসিত হইয়া থাকে।

স্থলে যে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পথের উল্লেখ দৃষ্ট হইতেছে, তাহা বস্তুতঃ এক। ফলতঃ উৎক্রান্তির পর দেবযান ও পিতৃযান ভিন্ন আর সৎপন্থা কিছুই নাই।

পূজ্যপাদ আচার্য্য মহোদয় উল্লিখিতরূপ বিচার-দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, বিশেষণের বিভিন্নতা থাকিলেও, প্রকৃত প্রস্তাবে শ্রুত্যুক্ত বিভিন্ন পন্থা একই। অর্চ্চিরাদি-মার্গে কাহার পর কোন স্থান, তাহাও তিনি সুন্দররূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। বাহুল্য হইবে বিবেচনায়, আমরা এস্থলে তাঁহার মূল বাক্য উদ্ধৃত না করিয়া, কেবল ভাবার্থ মাত্র সঙ্কলন করিতেছি। "প্রথমতঃ মৃত্যুর পর ব্রহ্মলোক গন্তা উপাসক, দেবযান পথ প্রাপ্ত হইয়া, সর্ব্বাগ্রে অগ্নিলোকে তৎপরে বায়ুলোকে, তৎপরে ক্রমশঃ বরুণলোকে, ইন্দ্রলোকে, প্রজাপতি লোকে আগমন করেন।" এই শ্রুতির আদিতে অগ্নিলোক-গমন, এবং শ্রুত্যন্তরে অর্চ্চিলোক প্রাপ্তির উল্লেখ থাকিলেও, তাহা বিরুদ্ধ নহে। তত্ত্বদৃষ্টিতে দেখিতে হইলে, উভয়ই এক বলিয়া প্রতীত হইবে; কেননা অর্চ্চিঃ ও অগ্নি উভয় শব্দই একার্থ বাচী। কৌষিতকী শ্রুত্যুক্ত দেবযান-পথে বায়ুলোক গমনের উল্লেখ এবং ছান্দোগ্যোক্ত দেবযানপথে তাহার অনুল্লেখ, এই বিষম বিরোধেরও এইরূপে সামঞ্জস্য করিতে হইবে যে, প্রযাতৃগণ প্রথমে অর্চ্চিঃ প্রাপ্ত হন, তাহার পর দিবস, দিবস হইতে পক্ষ, পক্ষ হইতে উত্তরায়ণ, উত্তরায়ণ হইতে সংবৎসর, সংবৎসর হইতে আদিত্য প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এই শ্রুত্যুক্ত যে সংবৎসর ও আদিত্য শব্দ, ইহারই অভ্যন্তর-দেশে বায়ুর সন্নিবেশ জানিতে হইবে। অর্থাৎ সংবৎসরের পর বায়ুতে অধিষ্ঠিত হইয়া, তৎপরে আদিত্যলোকে গমন করেন, ইহাই স্থির করিতে হইবে। কেননা ঐ সামান্য উপদেশটি, শ্রুত্যন্তরে বিশেষ রূপে উপদিষ্ট হইয়াছে। সামান্য ব্যবস্থা বিশেষের নিকট সর্ব্বত্রই চিরন্তনপরাজিত। যে শ্রুতিতে ইহা বিশেষরূপে উক্ত হইয়াছে তাহা এই; "উপাসক পুরুষ, দেহ ত্যাগ করিয়া বায়ুলোক প্রাপ্ত হন। বায়ু তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার জন্য আপনাতে রথছিদ্রতুল্য ছিদ্র অর্থাৎ অবকাশ প্রদান করেন।" এই বিশেষোপদেশে আদিত্য-গমনের পূর্ব্বে বায়ুলোক-গমনের উল্লেখ পরিদৃষ্ট হইতেছে। সুতরাং পূর্ব্বে সংবৎসর, পরে আদিত্য, মধ্যে বায়ুর সন্নিবেশ রূপ পূর্ব্বোক্ত ক্রমপারিপাট্যই যুক্তিযুক্ত। প্রথমোক্ত শ্রুতিতে অগ্রে অগ্নির ও পরে বায়ুর উল্লেখ থাকায়, অগ্নি হইতে বায়ুলোক গমন হয়, এরূপ পূর্ব্বপক্ষও উত্থাপিত হইতে পারে। এতদুত্তরে বক্তব্য যে, প্রথমোক্ত

শ্রুতিতে অতি সাধারণ ভাবেই ইহা কথিত হইয়াছে; সুতরাং ইহাদ্বারা বিশেষ প্রতীতির কোনই সম্ভাবনা নাই। উৎক্রান্তির পর প্রয়াতা অমুক অমুক লোকে যান, ইহাই শ্রুতির সামান্য উপদেশ। কিন্তু শ্রুত্যন্তরে যখন বিশেষ দেখিতেছি, "তিনি বায়ুপ্রদত্ত ছিদ্রপথে ঊর্দ্ধ আক্রমণ করেন, অনন্তর আদিত্য-লোকে গমন করেন", তখন কেননা এই বিশেষ বিধির দ্বারা পূর্ব্বোক্ত সামান্য উপদেশটি বাধিত হইবে? অতএব সংবৎসরের পর, এবং আদিত্যের পূর্ব্বে, যে বায়ুর সন্নিবেশ, তাহাই অতি সুসঙ্গত।

বাজসনেয় নামক বৈদিক শাখা অবলম্বীরা "মাসেভ্যো দেবলোকং দেবলোকাদাদিত্যম্" এইরূপ উক্তির প্রয়োগ করিয়া থাকেন। ইহাতে সংবৎসরের উল্লেখ না থাকিলেও, যুক্তিবলে সিদ্ধান্ত করিতে হইবে যে, উপাসক দেবলোক হইতে বায়ুতে গিয়া অধিষ্ঠিত হন, তথা হইতে আদিত্যে গমন করেন। ছান্দোগ্য ও বাজসনেয় এই উভয়বিধ শ্রুতির একটিতে দেবলোক ও অপরটিতে সংবৎসরের উল্লেখ নাই। এই শ্রুতিদ্বয়ের সামঞ্জস্য করিতে হইলে উভয়ত্রই পূর্ব্বোক্ত উভয় স্থান গ্রথিত করিতে হইবে। তাহা হইলে মাস সম্বন্ধ বশতঃ, পূর্ব্বে সংবৎসর ও পরে দেবলোক এইরূপই বুঝিতে হইবে। এতাবতা ফলতঃ যে ক্রম-পারিপাট্য নির্দ্দিষ্ট হইল, তাহা এই; প্রথমতঃ মাস, পরে সংবৎসর, তৎপরে দেবলোক, তৎপরে বায়ু, তৎপরে আদিত্য।

পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিতে উল্লিখিত বরুণের স্থান এক্ষণে নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। "আদিত্যাচ্চন্দ্রমসং চন্দ্রমসো বিদ্যুতম্" এই শ্রুতিতে যে বিদ্যুল্লোকের কথা আছে, সেই বিদ্যুৎ লোকের উপরেই বরুণের স্থান নির্ণয় করা আবশ্যক। কেন না বিদ্যুৎ ও বরুণ এতদুভয়েই পারস্পরিক সম্বন্ধে সম্বদ্ধ। যখনই দেখা যায় বিশাল বিদ্যুদাবলী তীব্রতর ঘন-নির্ঘোষে মেঘের ক্রোড়ে বিকসিত হইতে থাকে, তখনই জলবর্ষণ হয়। অপিচ বরুণ যে জলাধিপতি এ কথাও শ্রুতিস্মৃতি সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। বরুণের উপর ইন্দ্র ও প্রজাপতি উভয়ই অবস্থিত। এতদ্বিষয়ে প্রমাণ—অন্য স্থানের অভাব, এবং পাঠক্রমের অনুল্লেখ। "আগন্তুকদের স্থান সর্ব্বশেষে" এই লৌকিক ন্যায়ানুসারেও বরুণাদির অন্ত-স্থান নির্দ্দেশ করা সুসঙ্গত হয়। প্রত্যুতঃ অর্চ্চিরাদিমার্গে বিশেষ স্থানের অভাবে বিদ্যুতের স্থান সর্ব্বশেষে বলিয়াই মনে করিতে হইবে।

পূর্ব্বে যে অর্চ্চিরাদি পথের বিষয় কথিত হইল, সে গুলি কি? পথের চিহ্ন

বা স্থান, না ভোগভূমি, না গন্তাদিগের নেতা? অর্চ্চিঃ প্রভৃতি দেবযান পথের চিহ্নস্বরূপ বলিয়াই মনে হইতে পারে। উপদেশের নিয়ম আলোচনা করিলে ঐরূপই সিদ্ধান্ত হয় বটে। যেমন কোন লোকের কোন স্থানে যাইবার প্রয়োজন হইলে, তিনি পথজ্ঞ উপদেষ্টার সমীপে উপদেশ প্রার্থনা করিলে, সেই অভিজ্ঞ ব্যক্তি বলিয়া দেন যে, "তুমি এ স্থান হইতে অমুক পর্ব্বত, তাহার পর এক বট-বৃক্ষ, তৎপর নদী, তৎপর গ্রাম, গ্রামে উপস্থিত হইলেই নগরে পৌঁছিতে পারিবে"। অর্চ্চিরাদি প্রত্যেক পর্ব্বও তদ্রূপ।

অথবা অর্চ্চিরাদি এক একটি ভোগ স্থান। শ্রুতিও অগ্নি প্রভৃতি কয়েকটি পথ-পর্ব্বের প্রসঙ্গে "লোক" শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। তজ্জন্যই প্রতীত হয়, যে অর্চ্চিরাদি সকলই লোক বিশেষ। লোক শব্দের অর্থ প্রাণীদিগের ভোগায়তন স্থান। যেমন মনুষ্যলোক, পিতৃলোক, দেবলোক ইত্যাদি। এতাবতা ইহাও বুঝিতে হইবে যে, অর্চ্চিরাদি অতিবাহিকও নহে। কেন না ইহারা অচেতন। সাধারণতঃ এই দেখিতে পাওয়া যায় যে, পথে এবং দুর্গমদেশে অতিবাহ্যদিগকে বহন করিবার নিমিত্ত রাজা সচেতন পুরুষদিগকেই নিযুক্ত করিয়া থাকেন।

এই কয় পূর্ব্বপক্ষের উত্তর এই যে, অর্চ্চিঃ প্রভৃতি পথ-চিহ্ন বা ভোগস্থান নহে। উহারা অতিবাহিক চেতন। তদ্বিষয়ে হেতু এইযে, "চন্দ্র হইতে বিদ্যুৎ, বিদ্যুৎ হইতে তাহাদিগকে অমানব পুরুষেরা ব্রহ্মলোকে লইয়া যান।" এই শ্রুতিতে অর্চ্চিঃ প্রভৃতি সকলকেই বাহকরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ফলতঃ অর্চ্চিঃ হইতে বিদ্যুৎ পর্য্যন্ত সমস্তই চেতন, দেবতাত্মা, ব্রহ্মলোক-প্রাপক, এবং নেতা বা বাহক। সে বিষয়ে প্রমাণও আছে। তদ্ যথা; অর্চ্চিরাদি মার্গ-গন্তা পুরুষেরা দেহত্যাগের পর পিণ্ডিতেন্দ্রিয় হইয়া যায়। তাহারা তখন চলিতে ফিরিতে নিতান্ত অক্ষম—জড়বৎ হইয়া পড়ে। সে অবস্থায় তাহারা যায় কিরূপে? সুতরাং বলিতে হইবে, অর্চ্চিরাদির অভিমানী দেবতারাই অতিবহনে নিযুক্ত হইয়া তাহাদিগকে যথাস্থানে লইয়া যান। লোকেও ইহা নিত্যপ্রত্যক্ষ হইয়া থাকে যে, মত্ত মূর্চ্ছিত প্রভৃতি পিণ্ডিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি, অপর সক্ষম ব্যক্তিকর্ত্তৃকই বাহিত হইয়া থাকে। অর্চ্চিরাদি অত্যন্ত অস্থির বস্তু, তজ্জন্য তাহারা পথ-চিহ্ন বলিয়াও গণ্য হইতে পারে না। কেননা, রাত্রিকালে দিবার অভাবহেতু মৃত ব্যক্তির দিবস স্বরূপে উৎপন্ন হওয়া অসম্ভব, এবং

দিবসের প্রতীক্ষা করাও অসম্ভব। সুতরাং অর্চ্চিঃ প্রভৃতিকে যদি দেবতাত্মরূপে গ্রহণ করা যায় তাহা হইলে আর কোন দোষেরই সম্ভাবনা থাকে না।

সচরাচর সাধারণে এইরূপ উপদেশ করিয়া থাকে, "তুমি এ স্থান হইতে বলবর্ম্মার নিকট যাও, তথা হইতে জয়সিংহের নিকট, তথা হইতে কৃষ্ণগুপ্তের নিকট গমন করিও।" ইহার ভাবার্থ এই যে, বলবর্ম্মা তোমাকে কৃষ্ণগুপ্তের নিকট, এবং তিনি জয়সিংহের নিকট পাঠাইয়া দিবেন। তদ্রূপ অর্চ্চিরাদির উপদেশও বুঝিতে হইবে। পূর্ব্বোক্ত শ্রুতির উপসংহারে "স এতান্ ব্রহ্ম গময়তি," অর্থাৎ সেই অমানব পুরুষ ইহাদিগকে ব্রহ্মলোকে লইয়া যায়, এইরূপ কথিত আছে। ইহাদ্বারা অর্চ্চিরাদির দেবতাত্মত্ব স্পষ্টতঃ প্রতীত হইতেছে। তৎসমস্তকে ভোগভূমিও বলা যায় না। কারণ পিণ্ডিতেন্দ্রিয়ের পক্ষে ভোগ অসম্ভব। তবে যে ভোগ-বাচী শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে বুঝিতে হইবে যে, সেই সেই লোকে অধিবাসীদের ভোগ আছে বলিয়া শ্রুতিতে ভোগ-বাচী লোকপদের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। এক্ষণে এই মীমাংসা হইতেছে যে, যিনি যে লোকেই যাউন না কেন, সেই লোকের অধিদেবতা তাঁহাকে বহন করিয়া লোকান্তরে লইয়া যান। এস্থলে যদি কেহ আশঙ্কা করেন যে, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত বরুণাদির অতিবাহিকত্ব সম্ভব হইতে পারে না, এই আশঙ্কার উত্তর স্বরূপ বলিতেছেন; অমানব পুরুষের নেতৃত্ব শ্রুতিসম্মত হইলেও বরুণাদি তাহার বাধা জন্মায় না; পরন্তু অনুগ্রাহক হয়, ইহাই অবধার্য্য। এতাবতা অর্চ্চিরাদি পথচিহ্ন বা ভোগস্থান নহে, তাহারা অতিবাহিকী দেবতা, এই সিদ্ধান্ত স্থিরীকৃত হইল।

এক্ষণে দ্বিতীয় তর্ক, অর্থাৎ অর্চ্চিরাদি মার্গনির্দ্দিষ্ট কালে যদি জ্ঞানী জনের মৃত্যু না ঘটে, তাহা হইলে তাঁহার মোক্ষ প্রাপ্তি হয় কি না, ইহার আলোচনা করা আবশ্যক। যদি কোন ব্রহ্মনিষ্ঠ সংযতচিত্ত জ্ঞানী মহাত্মা, কোনরূপ ঘটনার অধীন হইয়া, অসময়ে প্রাণত্যাগ করেন, তাহা হইলে সময়ের বৈলক্ষণ্য হেতু, তিনি তাঁহার চিরসেবিত ও পরমায়াস-লব্ধ জ্ঞান-জনিত মোক্ষরূপ পরম ফল লাভে বঞ্চিত থাকিবেন কি না, ইহা বিচার্য্য বিষয় সন্দেহ নাই।

মৃত্যু নিয়মাধীন নহে, এবং কখন আসিয়া মৃত্যু মানবকে অধিকার করে তাহারও কোন নিয়মিত ব্যবস্থা নাই; সুতরাং কি দিবা, কি রাত্রি, কি শুক্লপক্ষ,

কি কৃষ্ণপক্ষ, এবং কি উত্তরায়ণ ও কি দক্ষিণায়ন, সকল সময়েই মৃত্যু আসিয়া জ্ঞানী ও অজ্ঞানী, সাধু ও অসাধু, বিদ্বান্ ও অবিদ্বান্ সকলকেই উদরসাৎ করিতেছে। অতএব তাদৃশ স্থলে কাল-সংক্রান্ত বিপর্য্যয় অবশ্যম্ভাবী।

বেদান্ত-দর্শনে বিষ্ণুরূপী বেদব্যাস এ আশঙ্কার মীমাংসা করিয়া রাখিয়াছেন। মূর্ত্তিমান্ জ্ঞানকল্প ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য সেই সকল সূত্রাবলম্বনে যেরূপ ব্যাখ্যা বিধিবদ্ধ করিয়াছেন, আমরা এস্থলে তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম মাত্র সংগ্রহ করিতেছি।

বর্ত্তমান শ্লোকের পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকে কথিত হইয়াছে যে, দেহ-মধ্যস্থিত সুষুম্না বা মূর্দ্ধণ্য নাড়ীর সহিত সূর্য্যরশ্মির সম্বন্ধ আছে, এবং উৎক্রান্তির কালে সেই রশ্মিকে আশ্রয় করিয়াই জীব এই দেহ ত্যাগ করেন। সেই রশ্মি-ব্রহ্মরন্ধ্র পথে দেহ মধ্যে সমাগত হইয়া, সুষুম্না নাড়ীর সহিত সংযুক্ত থাকে। জ্ঞানীর দিবাভাগে দেহত্যাগ না ঘটিলে, ব্রহ্মরন্ধ্র-পথ দ্বারা উৎক্রান্ত হইয়া সূর্য্যরশ্মি অবলম্বন করার সুযোগ ঘটে না; সুতরাং মোক্ষরূপ বাঞ্ছিত ফললাভের ব্যাঘাত উপস্থিত হয়। এ কথা অমূলক ও অসঙ্গত। কেননা ব্রহ্মরন্ধ্র পথ দ্বারা নাড়ীর সহিত সূর্য্যরশ্মির সম্বন্ধ ক্ষণিক বা সাময়িক নহে। সে সম্বন্ধ দেহের সহিত ঘনিষ্ঠরূপে নিত্য সংবদ্ধ; অর্থাৎ দেহের উদ্ভব হইলেই সে সম্বন্ধের উদ্ভব হয়, এবং যাবৎ দেহ বর্ত্তমান থাকে, ততদিন সূর্য্যরশ্মির সহিত দেহস্থিত নাড়ীর এই সম্বন্ধও বর্ত্তমান থাকে। দিবাভাগে, শুক্লপক্ষে, বা উত্তরায়ণে সেই সম্বন্ধ থাকে; এবং রাত্রিকালে, কৃষ্ণপক্ষে বা দক্ষিণায়নে সে সম্বন্ধ নষ্ট হইয়া যায়, এরূপ আশঙ্কা সর্ব্বথা ভ্রমাত্মিকা। আদিত্যদেব দিন ও রাত্রি, শুক্ল ও কৃষ্ণ পক্ষ, উত্তর ও দক্ষিণায়ন সকল সময়েই বিদ্যমান। তিনি কোন কালেই বিলুপ্ত হন না। কোন কোন সময়ে তিনি চক্ষুরগোচর বা হীনতেজরূপে প্রতীত হইলে; জীবরাজ্যের সহিত সর্ব্বক্ষণই তাঁহার সম্বন্ধ অব্যাহত থাকে, এবং জগতে তাঁহার ক্রিয়া ও শক্তি সমানরূপে চলিতে থাকে। নিশাকালে শশধর-কিরণে জগৎ আলোকিত হয়, এবং দিনদেব অদৃশ্য থাকেন সত্য। কিন্তু চন্দ্রকিরণের নিয়ন্তা কে? কাহার উজ্জ্বল কিরণে প্রতিভাত হইয়া নিশানাথ কিরণ-বর্ষণ করেন? সূর্য্যদেব ও তাঁহার কিরণই ইহার মূল। নিদাঘের প্রচণ্ড তাপে প্রতপ্ত হইয়া আমরা নিশাকালেও সূর্য্য-তেজের অনুবর্ত্তন অনুভব করিয়া থাকি। ফলতঃ শীত

বা গ্রীষ্ম, শরৎ বা বসন্ত সকল ঋতুতেই রাত্রিকালেও সূর্য্য-রশ্মির অনুবর্ত্তন থাকে, তবে তাহা দুর্ল্লক্ষ্য ও নিতান্ত ক্ষীণ ; সুতরাং রাত্রিকালে, বা কৃষ্ণপক্ষে বা দক্ষিণায়নে কোন সময়ই আমরা সূর্য্যরশ্মির সহিত সম্পর্ক-শূন্য হই না। অতএব জ্ঞানী ব্যক্তির যে সময়েই কেন মৃত্যু হউক না, সূর্য্যরশ্মি অবলম্বন করিয়া মোক্ষপথে অগ্রসর হওয়ার পক্ষে কোনই অসুবিধা বা বাধা নাই।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, তবে শ্রীভগবান্ এস্থলে দিবা, শুক্লপক্ষ ও উত্তরায়ণ কালে উৎক্রান্তিই মোক্ষ-বিধায়ক বলিয়া কেন নির্দ্দেশ করিয়াছেন? বোধ হয় ঐ ঐ কালে সূর্য্যরশ্মির সহিত সম্বন্ধ বিশেষ দৃঢ়তর ও সাক্ষাৎ ফলপ্রদ হয় বলিয়া, তত্তৎকাল উৎক্রান্তির পক্ষে প্রশস্ত রূপে পরিগণিত হইয়াছে। জ্ঞানের অপূর্ণ বা অপরিপক্ক অবস্থাতে ব্রহ্মরন্ধ্র-পথে প্রয়াণের অসুবিধা হইলে, বা তদ্বিষয়ক ভ্রান্তি উপস্থিত হইলে, অনুকূল কাল ও ঘটনা-সমূহ যদি সহায় হয়, তাহা হইলে বিরোধী ব্যাপার সমূহ ও প্রতিকূল বাধা সকল অতিক্রম করা অনেকের পক্ষেই সম্ভবপর হইতে পারে। এই জন্যই শাস্ত্রকারেরা ঐ ঐ কালকে মোক্ষ-বিধায়ক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, এবং অপেক্ষাকৃত অজ্ঞান ও হীন অধিকারীর সম্বন্ধে ঐ সকল কালে উৎক্রান্তি অপেক্ষাকৃত শুভজনক ও মোক্ষ-সাধক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

শান্তনু-নন্দন ভীষ্ম পরম জ্ঞানী ও মোক্ষাধিকারী ছিলেন। তথাপি অশেষ যন্ত্রণা-সঙ্কুল শরশয্যায় শয়ান থাকিয়াও উত্তরায়ণের অপেক্ষায় মৃত্যু-কবলিত হন নাই। এই দৃষ্টান্ত আলোচনা করিলে অবশ্যই জ্ঞানী ও অজ্ঞানী সকলের পক্ষেই অনুকূল কালের বিশেষ কার্য্যকারিতা ও নিয়ামকত্ব আছে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। জ্ঞানীর পক্ষে উত্তরায়ণ বা দক্ষিণায়ন উভয় কালই তুল্য ফলপ্রদ। ভীষ্মদেব, পিতা শান্তনুর প্রসন্নতা সম্পাদন করিয়া, ইচ্ছামৃত্যুর শক্তিলাভ করিয়াছিলেন। উত্তরায়ণে মৃত্যু অতি শুভজনক ইহা চির প্রসিদ্ধ শাস্ত্র-সমর্থিত ব্যাপার। প্রসিদ্ধ ব্যবস্থার অনুগমন ও সদাচারের পরিপালন মহৎ ব্যক্তিরা আবশ্যক না থাকিলেও করিয়া থাকেন। ভীষ্মের ন্যায় সর্ব্বথা প্রধান ব্যক্তি, সেই প্রসিদ্ধ ব্যবস্থার পরিপালন ও ইচ্ছামৃত্যুরূপ অসুলভ সৌভাগ্যের দৃষ্টান্ত স্থাপন মানসেই শর-শয্যায় শয়ান হইয়াও, উত্তরায়ণের প্রতীক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায় মহাপুরুষের মোক্ষলাভার্থ উত্তরায়ণের নিমিত্ত অপেক্ষা করিবার অন্য কোনই

আবশ্যকতা ছিল না। প্রসঙ্গতঃ এই বিষয় বর্ত্তমান অধ্যায়ের ২৪ শ্লোকের তাৎপর্য্যের শেষভাগে একবার কথিত হইয়াছে।

এই অধ্যায়ের ২৩শ শ্লোকে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন. “যত্রকালে ত্বনাবৃত্তিমাবৃত্তিঞ্চৈব যোগিনঃ। প্রয়াতা যান্তি তং কালং বক্ষ্যামি ভরতর্ষভ।॥” অর্থাৎ “হে ভরতবংশচূড়ামণি! যে কালে মৃত্যু হইলে যোগিগণকে পুনরাবর্ত্তন করিতে না হয়, এবং যে কালে পুনরাবৃত্তি করিতে হয়, সেই কালের বিষয় কহিতেছি।” গীতাশাস্ত্র ধর্ম্মগ্রন্থ; সুতরাং স্মৃতিশাস্ত্ররূপে পরিগণিত হইবার যোগ্য। এই গীতাশাস্ত্রে কালের বিষয়ই কথিত হইয়াছে, এবং কোন কোন কাল মোক্ষ-বিধায়ক ও অপর কোন কোন কাল পুনরাবৃত্তি-বিধায়করূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। গীতার এই বচন আলোচনা করিয়া স্বতঃই আশঙ্কা উপস্থিত হয় যে, প্রয়াতা বিদ্বান্ হইলেও, যদি রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ ও দক্ষিণায়নে উৎক্রান্ত হন, তাহা হইলে কখনই মোক্ষ লাভের অধিকারী হইবেন না।

গীতার এই শ্লোকাবলম্বনে উক্তরূপ আশঙ্কা উত্থাপিত করিয়া ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য নিম্নলিখিত রূপ মীমাংসা করিয়াছেন। স্মৃতিশাস্ত্রে অনাবৃত্তি-ফল-বিধায়ক যে দিবা, শুক্লপক্ষ ও উত্তরায়ণাদির উল্লেখ রহিয়াছে, তাহা যোগীদিগের সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। স্মৃতিমতানুগত যোগিগণ তত্তৎকালে প্রয়াণ করিয়া অনাবৃত্তি-ফলভাগী হইয়া থাকেন, কিন্তু সাধকগণ তাদৃশ নিয়মের অধীন নহেন। জ্ঞানবান্ মহাত্মারা যে কোন সময়ে প্রয়াণ করুন না কেন, নিশ্চয়ই অনাবৃত্তি-ফল-লাভ করিবেন। কালাকালের অপেক্ষায় তাঁহাদের ফল-বৈষম্য ঘটিবে না। স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত এইরূপ কালের বিভাগ বিজ্ঞান-ব্যাপারে কখনই বিনিযুক্ত হইতে পারে না। বিষয় ভেদ এবং প্রযাতৃ-ভেদানুসারেই কালসম্বন্ধীয় নিয়ম অবধারণ হইতে পারে। ইত্যাদি ॥ ২৬ ॥

* * *

নৈতে সৃতী পার্থ জানন্ যোগী মুহ্যতি কশ্চন।
তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু যোগযুক্তো ভবার্জ্জুন ॥ ২৭ ॥

অন্বয়।—পার্থ এতে (এতদুভয়ৌ) সৃতী (মার্গৌ) জানন্ (নিশ্চিন্বন্) কঃ-চন্ (কশ্চিদপি) যোগী (যোগনিষ্ঠঃ) ন মুহ্যতি

(মোহগ্রস্তং ন ভবতি) তস্মাৎ (তদ্ধেতোঃ) অর্জ্জুন সর্ব্বেষু কালেষু যোগ-যুক্তঃ (সমাহিত-চিত্তঃ) ভব ॥ ২৭ ॥

প্রতিশব্দ।—হে-পার্থ এই-দুই পথ জানিলে কোন-ই যোগী না মুগ্ধ-হন সেই-হেতু হে-অর্জ্জুন সকল কালে সমাহিতমনাঃ হও ॥ ২৭ ॥

ব্যাখ্যা।—হে পার্থ! এই মার্গ-দ্বয়ের বিবরণ হৃদ্গত হইলে কোন যোগী পুরুষই আর মোহগ্রস্ত হন না। অতএব হে অর্জ্জুন! তুমি প্রতি নিয়ত যোগ-পরায়ণ হও ॥ ২৭ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—নৈত ইতি। নৈতে যথোক্তে সৃতী মার্গৌ পার্থ! জানন্ সংসারায়ৈকোঽন্যো মোক্ষায় চেতি যোগী ন মুহ্যতি ন কশ্চন কশ্চিদপি, তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু যোগযুক্তঃ সমাহিতো ভবার্জ্জুন! ॥ ২৭ ॥

আনন্দগিরি।—গতেরুপাস্যত্বায় তদ্বিজ্ঞানং স্তৌতি নৈত ইতি। যোগস্য মোহাপোহকত্বে ফলিতমাহ তস্মাদিতি। জ্ঞানপ্রকারমনুবদতি সংসারায়েতি। মোক্ষায় ক্রমমুক্ত্যর্থমিত্যর্থঃ। যোগী ধ্যাননিষ্ঠো গতিমপি ধ্যায়ন্নৈব মুহ্যতি কেবলং কর্ম্ম দক্ষিণমার্গাপ্রাপকং কর্ত্তব্যত্বেন ন প্রত্যেতীত্যর্থঃ। যোগস্যাপুনরাবৃত্তিফলত্বে নিত্যকর্ত্তব্যত্বং সিদ্ধমিত্যুপসংহরতি তস্মাদিতি ॥ ২৭ ॥

রামানুজ।—নৈত ইতি। এতৌ মার্গৌ জানন্ যোগী প্রয়াণ-কালে কশ্চন ন মুহ্যতি। অপি তু তে তেনৈব দেবযানেন পথা যান্তি, তস্মাদহরহরর্চ্চিরাদিগতিচিন্তনাখ্যযোগযুক্তো ভব ॥ ২৭ ॥

হনুমান্।—নৈত ইতি। নৈতে সৃতী মার্গৌ জানন্নবগচ্ছন্ যোগী উপাসকঃ কশ্চন কোঽপি মুহ্যতি ক্রমাদর্চ্চিরাদি-মার্গেণ ব্রহ্মলোকং উৎক্রমাদি-মার্গেণ পিতৃলোকমিতি ॥ ২৭ ॥

শ্রীধর।—মার্গজ্ঞানফলং দর্শয়ন্ ভক্তিযোগমুপসংহরতি নৈত ইতি। এতে সৃতী মার্গৌ মোক্ষসংসারপ্রাপকৌ জানন্ কশ্চিদপি যোগী ন মুহ্যতি সুখবুদ্ধ্যা স্বর্গাদিফলং ন কাময়তে, কিন্তু পরমেশ্বরনিষ্ঠ এব ভবতীত্যর্থঃ। স্পষ্টমন্যৎ ॥ ২৭ ॥

বলদেব।—এতয়োঃ পথোর্বোধো বিবেকহেতুর্ভবতীতি তং স্তৌতি নৈত ইতি। সৃতী পন্থানৌ জানন্ অর্চ্চিরাদির্মোক্ষায়, ধূমাদিঃ সংসারায়েতি স্মরন্ কশ্চিদপি যোগী মদ্ভক্তো ন মুহ্যতি। ধূমাদিপ্রাপকং কর্ম্ম কর্ত্তব্যত্বেন ন নিশ্চিনোতীত্যর্থঃ। যোগযুক্তঃ সমাধিনিষ্ঠো ভবাপুনরাবৃত্তয়ে ॥ ২৭ ॥

মধুসূদন।—গতেরুপাস্যত্বায় তদ্বিজ্ঞানং স্তৌতি নৈত ইতি। এতে সৃতী মার্গৌ হে পার্থ! জানন্ ক্রমমোক্ষায়ৈকা পুনঃ সংসারায়াপরেতি নিশ্চিন্বন্ যোগী ধ্যাননিষ্ঠো ন

মুহ্যতি, কেবলং কর্ম্ম ধূমাদিমার্গ-প্রাপকং কর্ত্তব্যত্বেন ন প্রত্যেতি কশ্চন কশ্চিদপি, তস্মাদ্ যোগস্যাপুনরাবৃত্তিফলত্বাৎ সর্ব্বেষু কালেষু যোগযুক্তঃ সমাহিতচিত্তো ভবাপুনরাবৃত্তয়ে হে অর্জ্জুন! ॥ ২৭ ॥

নীলকণ্ঠ।—এতে সৃতী মার্গৌ আবৃত্ত্যনাবৃত্তিফলে জানন্ যোগী ন মুহ্যতি। যোগভ্রষ্টোঽযতিরল্পপ্রযত্নশ্চ যোগী ন ভবতি কশ্চন কোঽপি যস্মাদেবং তস্মাৎ, সর্ব্বেষিত্যাদি স্পষ্টম্ ॥ ২৭ ॥

বিশ্বনাথ।—এতন্মার্গদ্বয়জ্ঞানং বিবেকোৎপাদকমতস্তদ্বন্তং স্তৌতি নৈত ইতি। যোগযুক্তঃ সমাহিতচিত্তো ভব ॥ ২৭ ॥

তাৎপর্য্য।—পূজনীয় শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য, শ্রীমদানন্দগিরি, শ্রীমন্নীলকণ্ঠ, শ্রীমদ্ধনুমান্ ও শ্রীমন্মধুসূদনের অভিপ্রায়। মরণান্তিক-গতিদ্বয়ের সম্যক্ পরিজ্ঞান হইলে যে শুভফল সম্ভাবিত, তাহাই এই স্থানে কীর্ত্তিত হইতেছে। হে পার্থ! এই পন্থাদ্বয়ের একটি ক্রমমুক্তি-বিধায়ক এবং অপরটি সংসার-প্রাপক। এই তত্ত্ব প্রকৃষ্টরূপে অবগত হইলে কোন ধ্যাননিষ্ঠ পুরুষই মোহ প্রাপ্ত হন না। কেবল কর্ম্মানুষ্ঠান ধূমাদি মার্গ-প্রাপক অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ সংসার-বিধায়ক জানিয়া, তাদৃশ ধ্যানপরায়ণ যোগিগণ কখনই নিরবচ্ছিন্ন কর্ম্ম-পরতন্ত্র হন না। অতএব হে অর্জ্জুন! তুমি সর্ব্বকালে সমাহিত-চিত্ত হও; কারণ তাদৃশ যোগানুষ্ঠানই অনাবৃত্তি-ফল-বিধায়ক, সুতরাং তাহাই নিত্য কর্ত্তব্য।

শ্রীমৎ শ্রীধরস্বামী মহোদয় লিখিয়াছেন, ক্রমান্বয়ে মোক্ষ ও সংসার প্রাপক এই মার্গদ্বয়ের বিবরণ অবগত হইলে, কোন যোগীই সুখপ্রাপ্তিরূপ বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া স্বর্গাদি ফলের কামনা করেন না; তৎসমস্ত ফল অচিরস্থায়ী জানিয়া তাঁহারা তল্লাভার্থে ব্যাকুল হন না। কেবল ভক্তিযোগই অপুনরাবৃত্তির হেতু। অতএব হে অর্জ্জুন! তুমি পরমেশ্বর-নিষ্ঠ হও।

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্যের অভিপ্রায়। এই দুই মার্গের তত্ত্ব অবগত হইয়া প্রয়াণকালে কোন যোগীই মুহ্যমান্ হন না; বরং স্বকীয় প্রযত্ন সহকারে দেবযান পথেই গমন করেন। অতএব দহর-অর্চ্চিরাদি গতি-চিন্তন নানাভিধেয় যোগযুক্ত হও।

শ্রীমদ্বলদেব ও শ্রীমদ্বিশ্বনাথের অভিপ্রায়। এই দুই পন্থা বিষয়ক বোধ বিবেকের হেতুভূত হইয়া থাকে, এই জন্য এস্থলে তাহার প্রশংসা-বাক্য কীর্ত্তিত

হইতেছে। অর্চ্চিরাদি মোক্ষ-বিধায়ক এবং ধূমাদি সংসার-প্রাপক স্মরণ করিয়া কোন যোগী অর্থাৎ ভগবদ্‌ভক্ত মোহগ্রস্ত হন না। ধূমাদি-মার্গ-প্রাপক কর্ম্ম-পরতন্ত্রতা কখনই কর্ত্তব্য-জ্ঞানে তাঁহারা অবলম্বন করেন না। সমাধিনিষ্ঠাই অপুনরাবৃত্তির হেতুভূত, অতএব তুমি তাহারই অনুসরণ কর।

সমালোচ্য শ্লোকে 'যোগী' এবং 'যোগযুক্ত' এই দুইটি পদ আছে। ভাষ্য ও টীকাসমূহ পর্য্যালোচনা করিলে উল্লিখিত শব্দদ্বয়ের নানা প্রকার ভাবার্থ পরিদৃষ্ট হয়। উপরে তৎসমস্ত প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রীভগবান্ বর্ত্তমান অধ্যায়ের ১৪, ১৫ ও ১৬শ শ্লোকে বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি অনন্য-মনে মচ্চিন্তা-পরায়ণ তাঁহার পক্ষেই আমি সুলভ। আমাকে পাইলে মহাত্মগণকে আর দুঃখের আলয়স্বরূপ পুনর্জন্ম ভোগ করিতে হয় না; তাঁহারা মোক্ষরূপ পরম-গতি লাভ করিয়া থাকেন। হে অর্জ্জুন! বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকলই আবর্ত্তনশীল; কেবল মৎপ্রাপ্ত জনগণ পুনর্জন্ম বিরহিত।" এই কয় শ্লোকের সহিত বর্ত্তমান শ্লোকের ভাবার্থ মিলাইয়া দেখিলে, উল্লিখিত শব্দদ্বয়ের অর্থ প্রণিধান করা সুগম হইবে। কেবল ভগবন্নিষ্ঠা, ভগবদ্‌ভক্তি, ও ভগবচ্চিন্তনই পুনরাবৃত্তি-নিবারণের হেতু। অতএব এস্থলে অর্জ্জুনকে একান্ত-মনে ভগবন্নিষ্ঠ হইতে উপদেশ প্রদান করাই ভক্তবৎসল ভগবানের অভিপ্রায় বলিয়া সহজেই বোধ হইয়া থাকে। তাদৃশ ভক্তি-সাধনা-নিরত জীব, উৎক্রান্তির পর, অর্চ্চিরাদি মার্গাবলম্বনে শুক্লা গতি লাভ করেন, তাঁহাদিগকে আর পুনরাবর্ত্তিত হইয়া এই দুঃখের আস্পদস্বরূপ সংসার-দশায় নিপতিত হইতে হয় না। এই পরম তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইলে তাঁহাদের মোহের কারণ বিদূরিত হইয়া যায়]॥ ২৭॥

বেদেষু যজ্ঞেষু তপঃসু চৈব
দানেষু যৎ পুণ্যফলং প্রদিষ্টম্।
অত্যেতি তৎ সর্ব্বমিদং বিদিত্বা
যোগী পরং স্থানমুপৈতি চাদ্যম্॥ ২৮॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বনি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে তারকব্রহ্ম-যোগো নাম অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

* * *

অন্বয়।—বেদেষু (অধ্যয়নাদিভিঃ) যজ্ঞেষু (অনুষ্ঠানাদিভিঃ) তপঃসু (কায়শোধনাদিভিঃ) দানেষু (তুলাপুরুষাদিষু) চ এব যৎ পুণ্যফলম্ (স্বর্গৈশ্বর্য্যাদিরূপম্) প্রদিষ্টম্ (উপদিষ্টম্) ইদম্ (ময়া উক্তম্ তত্ত্বম্) বিদিত্বা (জ্ঞাত্বা) যোগী (ধ্যান-নিষ্ঠঃ) তৎ সর্ব্বম্ (ফলজাতম্) অত্যেতি (অতিক্রামতি) আদ্যম্ (মূলভুতম্) পরং (উৎকৃষ্টম্) স্থানম্ (ব্রহ্মরূপম্) উপৈতি (প্রাপ্নোতি)॥ ২৮॥

প্রতিশব্দ।—বেদ-সকলে যজ্ঞ-সকলে তপস্যা-সকলে এবং দান-সকলে-ও যে পুণ্যফল উপদিষ্ট ইহা জানিয়া যোগী সে সকল অতিক্রম-করেন কারণরূপ শ্রেষ্ঠ পদ প্রাপ্ত-হন॥ ২৮॥

ব্যাখ্যা।—বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞানুষ্ঠান, তপশ্চর্য্যা এবং দানকর্ম্মাদি হেতু স্বর্গ-ভোগাদিরূপ যে সকল পুণ্যফল শাস্ত্রে পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে, মদ্বিবৃত এই তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইলে যোগী পুরুষ সে সমুদয় অতিক্রম করিয়া থাকেন এবং জগতের মূলস্বরূপ বিষ্ণুপদরূপ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান প্রাপ্ত হন॥ ২৮॥

শঙ্করাচার্য্য।—শৃণু যোগস্য মহাত্ম্যং বেদেষ্বিতি। বেদেষু সম্যগধীতেষু, যজ্ঞেষু চ সাদ্গুণ্যেনানুষ্ঠিতেষু, তপঃসু চ সুতপ্তেষু, দানেষু চ সম্যগ্দত্তেষু, যদেতেষু পুণ্যফলং প্রদিষ্টং শাস্ত্রেণাত্যেত্যতীত্য গচ্ছতি তৎ সর্ব্বং ফলজাতমিদং বিদিত্বা সপ্তপ্রশ্ননির্ণয়দ্বারেণোক্তং সম্যগবধার্য্যানুষ্ঠায় ইহ যোগী পরং উৎকৃষ্টমৈশ্বরং স্থানমুপৈতি প্রতিপদ্যতে আদ্যমাদৌ ভবং কারণং ব্রহ্মেত্যর্থঃ॥ ২৮॥

ইতি শ্রীগোবিন্দভগবৎ-পূজ্যপাদশিষ্যপরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমচ্ছঙ্করভাগবতকৃতৌ শ্রীভগবদ্গীতাভাষ্যে অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

আনন্দগিরি।—শ্রদ্ধাবৃদ্ধ্যর্থং যোগং স্তৌতি শৃণ্বিতি। পবিত্রপাণিত্বপ্রাঙ্মুখত্বাদিসাহিত্যমধ্যয়নস্য সম্যকৃত্বমঙ্গোপাঙ্গোপেতত্বমনুষ্ঠানস্য সাদ্গুণ্যম্, তপসাং শাস্ত্রোক্তানাং সুতপ্তত্বং মনোবুদ্ধ্যাদ্যৈকাগ্র্যপূর্ব্বকত্বম্, দানস্য চ সম্যকৃত্বং দেশকালপাত্রানুগুণত্বমিদং শব্দার্থমবস্ফুটয়তি সপ্তেতি। যদ্যপি কিং তদ্ব্রহ্মেত্যাদাবধিযজ্ঞঃ কথং কোঽত্রেত্যত্র প্রশ্নদ্বয়ং প্রতিভাবানুসারেণ কৈশ্চিদুক্তং তথাপি প্রতিবচনালোচনায়াং দ্বিত্বপ্রতীত্যভাবাৎ প্রকারভেদবিবক্ষয়া চ শব্দদ্বয়স্য প্রতিনিয়তত্বান্ন সপ্তেতি বিরুধ্যতে, বিদিত্বেত্যত্রেদং ন চেদং বেদনমায়ান্তিকং কিন্ত্বনুষ্ঠানপর্য্যন্তমিত্যাহ সম্যগিতি। প্রকৃতো ধ্যাননিষ্ঠো যোগীত্যুচ্যতে ঐশ্বরং বিষ্ণোঃ পরমং পদং তদেব তিষ্ঠত্যস্মিন্নশেষমিতি স্থানং যোগানুষ্ঠানাদশেষফলাতিশায়ি মোক্ষলক্ষণং ফলং ক্রমেণ লব্ধুং শক্যমিতি ভাবঃ। তদনেন সপ্তপ্রশ্নপ্রতিবচনেন যোগমার্গং দর্শয়তা ধ্যেয়ত্বেন তৎপদার্থো ব্যাখ্যাতঃ॥ ২৮॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য-শুদ্ধানন্দপূজ্যপাদশিষ্যভগবদানন্দগিরি-বিরচিতে শ্রীভগবদ্গীতাভাষ্য-বিবেচনে অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

রামানুজ।—অথাধ্যায়দ্বয়োদিতশাস্ত্রার্থবেদনফলমাহ বেদেষ্বিতি। ঋগ্যজুঃসামাথর্ব্বরূপবেদাভ্যাসযজ্ঞতপোদানপ্রভৃতিষু পুণ্যেষু যৎফলং নির্দ্দিষ্টং, ইদমধ্যায়দ্বয়োদিতং ভগবন্মাহাত্ম্যং বিদিত্বা তৎসর্ব্বমত্যেতি। এতদ্বেদ ন সুখাতিরেকেণ তৎসর্ব্বং তৃণবন্মন্যতে যোগী, জ্ঞানী চ ভূত্বা জ্ঞানিনঃ প্রাপ্যং মে পরমাদ্যং স্থানমুপৈতি॥ ২৮॥

ইতি শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-বিরচিতে গীতাভাষ্যে অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

হনুমান্।—শৃণু যোগস্য মাহাত্ম্যং, বেদেষু সম্যগধীতেষু, যজ্ঞেষু যথাবদনুষ্ঠিতেষু, তপঃসু চান্দ্রায়ণাদিষু, দত্তেষু দানেষু হিরণ্যাদিষু চ যৎপুণ্যফলমুপদিষ্টং অত্যেতি অতিবর্ত্ততে তৎ সর্ব্বমিদং বিদিত্বা সপ্তপ্রশ্ননির্ণয়দ্বারেণ উক্তমর্থজাতং যোগী পরং প্রকৃষ্টং স্থানমুপৈতি প্রাপ্নোতি চাদ্যমাদৌ ভবং পরং ব্রহ্মেত্যর্থঃ॥ ২৮॥

ইতি শ্রীমদ্ধনুমদীয়ে পৈশাচভাষ্যে অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীধর।—অধ্যায়ার্থমষ্টপ্রশ্নার্থনির্ণয়ং সফলমুপসংহরতি বেদেষ্বিতি। বেদেষু অধ্যয়নাদিভিঃ, যজ্ঞেষু অনুষ্ঠানাদিভিঃ, তপঃসু কায়শোষণাদিভিঃ, দানেষু সৎপাত্রেঽর্পণাদিভিঃ, যৎপুণ্যফলমুপদিষ্টং শাস্ত্রেষু, তৎসর্ব্বমত্যেতি ততোঽপি শ্রেষ্ঠং যোগৈশ্বর্য্যং প্রাপ্নোতি, কিং

কৃত্বা ? ইদমষ্টপ্রশ্নার্থনির্ণয়েনোক্তং তত্ত্বং বিদিত্বা। ততশ্চ যোগী জ্ঞানী ভূত্বা পরমুৎকৃষ্টং আদ্যং জগন্মূলভূতং স্থানং বিষ্ণোঃ পদং প্রাপ্নোতি। অষ্টমেঽষ্টবিশিষ্টৈষ্টসংপৃষ্টার্থবিনির্ণয়ৈঃ। অক্লিষ্টমিষ্টধামাপ্তিঃ স্পষ্টিতোৎকৃষ্টবর্ত্মনা ॥ ২৮ ॥

ইতি শ্রীভগবদ্গীতায়াং স্বামিকৃতটীকায়াং অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

বলদেব।—সপ্তমাষ্টমাধ্যায়-জ্ঞান-প্রকারমাহ বেদেষ্বিতি। বেদেষু ব্রহ্মচর্য্যগুরুশুশ্রূষণাদিবিধিনা সম্যগধীতেষু, যজ্ঞেষু সর্ব্বাঙ্গোপসংহারেণ সম্যগ-নুষ্ঠিতেষু, তপঃসু শাস্ত্রোক্তেন বিধিনা সম্যক্ চরিতেষু, দানেষু দেশকালপাত্রপরীক্ষয়া শ্রদ্ধয়া চ সম্যক্ দত্তেষু, যৎ পুণ্যফলং স্বর্গরাজ্যাদিলক্ষণং প্রদিষ্টমুক্তং, তৎসর্ব্বং অত্যেত্যতিক্রামতি। কিং কৃত্বা ? ইদং আহ ইদং ইতি। ইদং অধ্যায়দ্বয়োক্তং ভগবতো মম ভক্তেশ্চ মাহাত্ম্যং সৎপ্রসঙ্গেন বিদিত্বা তদ্বেদনসুখাতিরিক্তং তৎ সর্ব্বং তৃণায় মন্যত ইত্যর্থঃ। ততো যোগী মদ্ভক্তিমান্ ভূত্বা, আদ্যমনাদি পরমায়িকং মৎস্থানমুপৈতি। কৃষ্ণাংশঃ পুরুষো যোগ-ভক্ত্যা লভ্যোঽর্চ্চিরাদিভিঃ। কৃষ্ণস্ত্বনন্যভক্ত্যৈবেত্যষ্টমস্য বিনির্ণয়ঃ ॥ ২৮ ॥

ইতি শ্রীবলদেবকৃতে শ্রীভগবদ্গীতোপনিষদ্ভাষ্যে অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

মধুসূদন।—বেদেষু দর্ভপবিত্রপাণিত্বপ্রাঙ্মুখত্বগুর্ব্বধীনত্বাদিভিঃ সম্যগধীতেষু, যজ্ঞেষ্বঙ্গোপাঙ্গসাহিত্যেন শ্রদ্ধয়া সম্যগনুষ্ঠিতেষু, তপঃসু শাস্ত্রোক্তেষু মনোবুদ্ধ্যাদ্যৈকাগ্র্যেণ শ্রদ্ধয়া সুতপ্তেষু, দানেষু তুলাপুরুষাদিষু দেশে কালে পাত্রে চ শ্রদ্ধয়া সম্যগ্দত্তেষু, যৎপুণ্যফলং পুণ্যস্য ধর্ম্মস্য ফলং স্বর্গস্বারাজ্যাদি প্রদিষ্টং শাস্ত্রেণ, অত্যেত্যতিক্রামতি তৎসর্ব্বং ইদং পূর্ব্বোক্তসপ্ত-প্রশ্ননিরূপণদ্বারেণোক্তং বিদিত্বা সম্যগনুষ্ঠানপর্য্যন্তমবধার্য্যানুষ্ঠায় চ যোগী ধ্যাননিষ্ঠঃ, ন কেবলং তদতিক্রামতি পরং সর্ব্বোৎকৃষ্টমৈশ্বরং স্থানমাদ্যং সর্ব্বকারণং উপৈতি চ প্রতিপদ্যতে চ সর্ব্বকারণং ব্রহ্মৈব প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ। তদনেনাধ্যায়েন ধ্যেয়ত্বেন তৎপদার্থো-ব্যাখ্যাতঃ ॥ ২৮ ॥

ইতি শ্রীপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীবিশ্বেশ্বর স্বরস্বতী শ্রীপাদশিষ্য শ্রীমধুসূদন
সরস্বতীরচিতায়াং শ্রীভগবদ্গীতা-গূঢ়ার্থদীপিকায়ামষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

নীলকণ্ঠ।—পুনঃ শ্রদ্ধাবিবৃদ্ধয়ে যোগং স্তৌতি বেদেষ্বিতি। বেদেষু সম্যগধীতেষু, যজ্ঞেষু তপঃসু চ সম্যগনুষ্ঠিতেষু, দানেষু চ সম্যগ্দত্তেষু, যৎপুণ্যং তৎফলঞ্চেতি পুণ্যফলং সর্ব্বেষু সমুচিতেষু যৎ প্রদিষ্টং শাস্ত্রেষু তৎসর্ব্বং যোগী অত্যেতি অতিক্রামতি কার্য্য-ব্রহ্মলোকং প্রাপ্নোতি ইত্যর্থঃ। কিং কৃত্বা ? ইদং পূর্ব্বোক্তমুপাসনং বিদিত্বা জ্ঞাত্বা অনুষ্ঠায়, ততশ্চ কিং ? ইত্যত আহ যৎ স্থানং নির্ব্বিশেষং ব্রহ্ম উপৈতি প্রাপ্নোতি চ ক্রমেণেত্যর্থঃ, আদ্যং ন তু কেনচিন্নির্ম্মিতং তদনেনাধ্যায়েন ধ্যেয়স্তৎপদার্থো ব্যাখ্যাতঃ, অগ্রিমেঽধ্যায়ে জ্ঞেয়ং ব্রহ্মেত্যাদিসপ্তপ্রশ্না ব্যাখ্যাস্যন্তে ॥ ২৮ ॥

ইতি শ্রীমৎপদবাক্যপ্রমাণমর্য্যাদাধুরন্ধরচতুর্দ্ধরবংশাবতংস শ্রীগোবিন্দসূরিসূনোঃ শ্রীনীলকণ্ঠস্য
কৃতৌ ভারতভাবদীপে ভীষ্মপর্ব্বণি ভগবদ্গীতার্থপ্রকাশে অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

বিশ্বনাথ।—এতদধ্যায়োক্তার্থজ্ঞানফলমাহ বেদেষ্বিতি। তৎ সর্ব্বং অত্যেতি, অতিক্রম্য চ যোগী ভক্তিমান্ ততোঽপি শ্রেষ্ঠং স্থানং আদ্যং অপ্রাকৃতং নিত্যং প্রাপ্নোতি। ভক্তানাং সর্ব্বতঃ শ্রৈষ্ঠ্যং পূর্ব্বোক্তং তেষ্বপিস্ফুটং। অনন্যভক্তস্তেত্যর্থোঽত্রাধ্যায়ে ব্যঞ্জিতোঽভবৎ। ইতি সারার্থবর্ষিণ্যাং হর্ষিণ্যাম্ ভক্তচেতসাম্। শ্রীগীতাস্বষ্টমোঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্॥ ২৮॥

তাৎপর্য্য।—শ্রীভগবান্ ৭ম অধ্যায়ের উপসংহারকালে দুইটী শ্লোকে ব্রহ্ম, অধ্যাত্ম, কর্ম্ম, অধিভূত, অধিদৈব, অধিযজ্ঞ এবং প্রয়াণ কালে সমাহিত চিত্তের প্রসঙ্গ অবতীর্ণ করিয়াছিলেন। সমালোচ্য অধ্যায়ের প্রথমেই, মহাত্মা অর্জ্জুন, ঐ সকল তত্ত্বের মর্ম্ম সম্যক্ প্রণিধানে অসমর্থ হইয়া, ৮টী প্রশ্ন উত্থাপিত করিয়াছিলেন। পরম কারুণিক শ্রীভগবান্ প্রিয় শিষ্যের হৃদয় হইতে অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত করিবার বাসনায়, একে একে সেই প্রশ্ন সমূহের সমুচিত উত্তর প্রদান করিয়া, ভক্তোত্তম মধ্যম পাণ্ডবের হৃদয় আলোকিত করিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে এই বসুন্ধরার পাপ তাপ-পরিক্লিষ্ট মানবগণের উদ্ধারার্থ পরম জ্ঞানের বীজ বপন করিয়াছেন। প্রত্যুত, বর্ত্তমান অধ্যায় সেই প্রশ্নাষ্টকের উত্তর বাক্যেই পর্য্যবসিত। অর্জ্জুন কৃত প্রশ্ন সমূহ সাতটী বলিয়া মনে করিলেও অসঙ্গত হয় না। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য সব্যসাচীর প্রশ্নসমূহ সপ্ত সংখ্যক বলিয়াই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু পূজ্যপাদ শ্রীধর স্বামী প্রশ্নের সংখ্যা আট বলিয়াই অবধারিত করিয়াছেন। সেই প্রশ্নাষ্টকের অর্থ পরিজ্ঞান হইলে যে অপরিসীম ফল প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা, তাহাই বর্ত্তমান শ্লোকের প্রতিপাদ্য।

ঋক্, সাম, যজু ও অথর্ব্ব এই বেদ চতুষ্টয়ের সম্যক্ অধ্যয়ন অশেষ ফলের হেতুভূত। বিহিত বিধানে কুশ-হস্ত হইয়া শ্রীমৎ আচার্য্য দেবের অনুকূল উপদেশ লাভ করিতে পারিলে বেদাধ্যয়ন সম্যগ্রূপে সংসিদ্ধ হয়। অশ্বমেধ, রাজসূয়, অগ্নিহোত্র, সোমযাগ প্রভৃতি বহুবিধ যজ্ঞ বিপুল শুভ ফলের নিদান; অঙ্গোপাঙ্গ সহিত শ্রদ্ধা সহকৃত যজ্ঞানুষ্ঠানই ফল-বিধায়ক। তপশ্চর্য্যা প্রভূত শুভফল বিধায়ক; শাস্ত্রোক্ত প্রণালীক্রমে মন এবং বুদ্ধির একাগ্রতা সহকারে তাহা নির্ব্বাহিত হয়। অথবা কঠোর তপোনুষ্ঠান হেতু কায়শোষণাদি দ্বারাও শুভফল উপজাত হয়। তুলা দান বা পুরুষাদি দানের ফলও প্রভূত। শ্রদ্ধা সহকারে দেশ-কাল পাত্র বিবেচনা করিয়া সৎপাত্রে দান করিলেই পরম হিতকর পরিণাম ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। বেদাদির অধ্যয়ন

যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান, তপস্যার সাধন এবং দান-কর্ম্মের পুণ্যফল প্রভূত সন্দেহ নাই। শাস্ত্র সমূহ শতমুখে এই সকল শুভানুষ্ঠানের পুণ্যফল পরিকীর্ত্তিত করিয়াছেন। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানের অসামান্য ফলের তুলনায় এ সকল নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। যিনি পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নসমূহের সদুত্তর নিরূপণদ্বারা পরমজ্ঞানের অধিকারী হইয়াছেন, সেই সৌভাগ্যবান্ ধ্যান-নিষ্ঠ মহাপুরুষ, উল্লিখিত কর্ম্ম-জনিত ফলসমূহ অতিক্রম করিয়া, চরমে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ফললাভ করেন। এই জগতের মূলভূত সর্ব্বকারণের কারণ-স্বরূপ বিষ্ণুপদরূপ পরম স্থান তিনি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অতএব ইহাই সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, বেদাধ্যয়নাদি কর্ম্মের ফল অপরিসীম হইলেও, কদাপি ব্রহ্মজ্ঞানের সমতুল্য নহে। উল্লিখিত কর্ম্ম-সমূহ স্বর্গাদিসুখ-সৌভাগ্যের প্রাপক সন্দেহ নাই; কিন্তু সেই সকল ফল অচিরস্থায়ী। অর্জ্জুনকৃত প্রশ্ন-সমূহের পরিজ্ঞান-জনিত যে ব্রহ্মোপলব্ধি, তাহার ফল ব্রহ্মপ্রাপ্তি। সে ফলের ক্ষয় নাই, ধ্বংস নাই, তাহা চিরানন্দময়। এই জন্যই ধ্যান-যোগী মহাত্মারা উল্লিখিত কর্ম্মজনিত ফলসমূহকে তৃণবৎ জ্ঞান করেন।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্রামানুজচার্য্য, শ্রীমদ্বলদেব ও শ্রীমদ্বিশ্বনাথ বলেন যে, সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়ে যে ভগবন্মাহাত্ম্য পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে, সৎপ্রসঙ্গের সাহায্যে তাহার পরিজ্ঞান হইলে, বেদাধ্যয়নাদি রূপ কর্ম্মজনিত ফল-সমূহকে ভগবদ্ভক্ত জন নিতান্ত উপেক্ষার চক্ষে দর্শন করিয়া থাকেন। কারণ যে সুখ তখন তাঁহার লক্ষীভূত, তাহার তুলনায় উল্লিখিত পুণ্যফল-সমূহ নিতান্ত হেয় বলিয়া প্রতীত হয়। অতএব যোগী সদ্ভক্তিমান্ হইয়া অপ্রাকৃত পরমমায়িক মৎস্থান প্রাপ্ত হন।

শ্রীমন্নীলকণ্ঠের অভিপ্রায়। শাস্ত্রে বেদাধ্যয়নাদি-জনিত যে পুণ্যফলের বিষয় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, যোগী তৎসমস্ত অতিক্রম করিয়া কার্য্য-ব্রহ্মলোক-প্রাপ্ত হন। যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, কি করিয়া যোগী এই শুভ পরিণাম লাভ করেন? তাহার উত্তর স্বরূপে কথিত হইতেছে যে, পূর্ব্বোক্তরূপ উপাসনার পরিজ্ঞান ও অনুষ্ঠান তাহার হেতু। তাহার পর কি হয়? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে কথিত হইতেছে যে, তিনি ক্রমশঃ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম লাভ করেন। সেই স্থান আদ্য, অর্থাৎ তাহা কাহারও কর্ত্তৃক নির্ম্মিত নহে।

শ্রীমন্মধুসূদন সরস্বতী, শ্রীমদানন্দগিরি ও শ্রীমন্নীলকণ্ঠ সূরী লিখিয়াছেন

যে, এই অধ্যায় দ্বারা ধ্যেয়রূপ তৎপদার্থ ব্যাখ্যাত হইল। অপিচ পূজ্যপাদ সূরী মহোদয় ইহাও লিখিয়াছেন যে, অগ্রিম অধ্যায়ে জ্ঞেয়ব্রহ্মেত্যাদি সপ্ত-প্রশ্ন ব্যাখাত হইবে ॥ ২৮ ॥

শ্রীমৎ শ্রীধর স্বামীর উপসংহার-বাক্য। অষ্টম অধ্যায়ে বিশিষ্ট ইষ্ট-ফলপ্রদ অষ্ট পৃষ্টার্থ বিনির্ণয় দ্বারা উৎকৃষ্ট পথাবলম্বনে অক্লিষ্ট ইষ্টধাম-প্রাপ্তির বিষয় স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। অর্থাৎ অর্জ্জুন অতীব শুভ ফলপ্রদ যে আটটী প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছিলেন, তাহারই অর্থ নিরূপণ দ্বারা বিহিত উপায়-প্রভাবে সর্ব্বসন্তাপ-বিরহিত ব্রহ্মস্থান লাভের বিষয় এই অধ্যায়ে পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে।

শ্রীমদ্বলদেবের উপসংহার-বাক্য। যোগ-ভক্তি-দ্বারা কৃষ্ণের অংশস্বরূপ পুরুষকে অর্চ্চিরাদি মার্গাবলম্বনে লাভ করা যাইতে পারে। কিন্তু কেবল অনন্য-ভক্তি-প্রভাবেই স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহাই অষ্টম অধ্যায়ে লিখিত হইল।

শ্রীমদ্বিশ্বনাথের উপসংহার বাক্য। পূর্ব্বে ভক্তদিগেরই শ্রেষ্ঠত্ব কথিত হইয়াছে, অধুনা তাহাই অধিকতর পরিস্ফুট হইল। অনন্য-ভক্তের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনই এই অধ্যায়ের লক্ষিত।

অষ্টমাধ্যায়ের তাৎপর্য্য সমাপ্ত।

যামুনমুনি।—ঐশ্বর্য্যাক্ষরযাথাত্ম্যম্ ভগবচ্চরণার্থিণাম্। বেদ্যোপাদেয়ভাবানামষ্টমে ভেদ উচ্যতে ॥

তাৎপর্য্য।—শ্রীভগবানের চরণ-লোলুপগণের ঐশ্বর্য্য ও অক্ষরযাথাত্ম্য পরিজ্ঞান, এবং বেদ্য ও উপাদেয় ভাবের প্রভেদ, অষ্টমে কথিত হইয়াছে।

নবমোঽধ্যায়।

শ্রীভগবানুবাচ।

ইদন্তু তে গুহ্যতমং প্রবক্ষ্যাম্যনসূয়বে।
জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং যজ্‌জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ ॥১॥

অন্বয় ।—শ্রীভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণঃ) উবাচ (কথয়ামাস) ইদম্ (বক্ষ্যমাণরূপং ব্রহ্মজ্ঞানম্) তু গুহ্যতমম্ (গোপ্যতমম্) বিজ্ঞান-সহিতম্ (অনুভবযুক্তম্) জ্ঞানম্ অন্-অসূয়বে (দোষদৃষ্টি-রহিতায়) তে (তুভ্যম্) প্রবক্ষ্যামি (কথয়িষ্যামি) যৎ (জ্ঞানম্) জ্ঞাত্বা (প্রাপ্য) অশুভাৎ (সংসারবন্ধনাৎ) মোক্ষ্যসে (মুক্তো ভবিষ্যসি) ॥ ১ ॥

প্রতিশব্দ ।—শ্রীভগবান্ বলিলেন। এই নির্দ্ধারিত গোপ্যতম বিজ্ঞানসহকৃত জ্ঞান দোষদৃষ্টি-বিরহিত তোমাকে কহিতেছি যাহা জানিয়া দুঃখ-হেতু-হইতে মুক্ত-হইবে ॥ ১ ॥

ব্যাখ্যা ।—শ্রীভগবান্ বলিলেন। তুমি সম্পূর্ণরূপ দোষদৃষ্টি-পরিশূন্য নির্ম্মলহৃদয় বলিয়া, অধুনা এই নিরতিশয় গুহ্য বিজ্ঞানসহকৃত জ্ঞানের বিষয়, তোমার নিকট পরিব্যক্ত করিতেছি; এই তত্ত্ব প্রণিধান করিলে তুমি সংসার-বন্ধনরূপ অশুভ হইতে মুক্তি লাভ করিবে ॥ ১ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—অষ্টমে নাড়ীদ্বারেণ ধারণাযোগঃ সগুণ উক্তস্তস্য চ ফলমগ্ন্যর্চ্চিরাদিক্রমেণ কালান্তরে ব্রহ্মপ্রাপ্তিলক্ষণমেবানাবৃত্তিরূপং নির্দ্দিষ্টম্, তত্রানেনৈব প্রকারেণ মোক্ষপ্রাপ্তিফলমধিগম্যতে নান্যথেতি তদাশঙ্কাব্যাবিবৃৎসয়া ভগবানুবাচ ইদমিতি। ইদং ব্রহ্মজ্ঞানং বক্ষ্যমাণমুক্তঞ্চ পূর্ব্বেষ্বধ্যায়েষু তদ্বুদ্ধৌ সন্নিধীকৃত্যেদমিত্যাহ। তুশব্দো বিশেষনির্দ্ধারণার্থঃ ইদমেব তু সম্যগ্‌জ্ঞানং সাক্ষান্মোক্ষপ্রাপ্তিসাধনং "বাসুদেবঃ সর্ব্বমিত্যাত্মৈবেদং সর্ব্বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্" ইত্যাদিশ্রুতিস্মৃতিভ্যো নান্যৎ, "অথ যে অন্যথাতো বিদুরন্যরাজানস্তেঽক্ষয্যলোকা ভবন্তি" ইত্যাদিশ্রুতিভ্যশ্চ। তে তুভ্যং গুহ্যতমং গোপ্যতমং প্রবক্ষ্যামি

কথয়িষ্যাম্যনসূয়বেঽসূয়ারহিতায়। কিং তজ্জ্ঞানম্? কিং বিশিষ্টম্? বিজ্ঞানসহিতমনুভবযুক্তম্, যৎ জ্ঞানং জ্ঞাত্বা প্রাপ্য মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ সংসারবন্ধনাৎ। ১ ॥

আনন্দগিরি।—অতীতানামাগামিনোঽধ্যায়স্যাগতার্থত্বং বক্তুং বৃত্তং অনুদ্রবতি অষ্টম ইতি। নাড়ী সুষুম্নাখ্যা ধারণাখ্যেনাঙ্গেন যুক্তো যোগঃ সগুণঃ সর্ব্বদ্বারসংযমনাদিগুণস্তেন সহিত ইত্যর্থঃ। তৎফলোক্তার্থমনন্তরাধ্যায়ারম্ভমাশঙ্ক্যাহ তস্য চেতি। অগ্নির্চ্চিরিত্যাদিনোপলক্ষিতেন ক্রমবতা দেবযানেন পথেতি যাবৎ। জ্ঞানানন্তরমেব যথোক্তফললাভাৎ অগমনেন মার্গেণেত্যাশঙ্ক্যাহ কালান্তর ইতি। অর্চ্চিরাদিমার্গেণ ব্রহ্মপ্রাপ্তৌ মুক্তেঃ মার্গায়ত্তত্বাৎ ন তস্যেত্যাদিশ্রুতিবিরোধঃ স্যাদিত্যাশয়েন শঙ্কতে তত্রেতি। বৃত্তোঽর্থঃ সপ্তম্যর্থঃ। উক্তাশঙ্কানিবৃত্ত্যর্থমনন্তরাধ্যায়মুত্থাপয়তি তদাশঙ্ক্যেতি। সংপ্রযুক্তত্বেনাপরোক্ষত্বাভাবেঽপি পূর্ব্বোত্তরগ্রন্থালোচনয়া বুদ্ধিসন্নিধানাদিদংশব্দেন ব্রহ্মজ্ঞানং গৃহীতং ইত্যাহ তদ্বুদ্ধাবিতি। প্রকৃতাজ্ঞানাৎ জ্ঞানস্য বৈশিষ্ট্যাবদ্যোতী তুশব্দ ইতি। নিপাতার্থমেব স্ফুটয়তি ইদমেবেতি। তস্মিন্নর্থে সম্বাদকত্বেন শ্রুতিস্মৃতিং দর্শয়তি বাসুদেব ইতি। অদ্বৈতজ্ঞানবৎ দ্বৈতজ্ঞানমপি কেষাঞ্চিন্মোক্ষহেতুরিত্যাশঙ্ক্যাহ নান্যদিতি। দ্বৈতজ্ঞানং মোক্ষায় ন ক্ষমমিত্যত্র শ্রুতিমুদাহরতি অথেতি। অবিদ্যাপ্রকরণোপক্রমার্থোঽথশব্দঃ, অতো দ্বৈতাদন্যথা ভিন্নত্বেনেত্যর্থঃ। বিদুস্তত্ত্বমিতি শেষঃ। দ্বৈতস্য দুর্নিরূপণত্বেন কল্পিতত্বাৎ তজ্জ্ঞানং রজ্জুসর্পাদিজ্ঞানতুল্যত্বান্ন ক্ষেমপ্রাপ্তিহেতুরিতি চকারার্থঃ। অসূয়া গুণেষু দোষাবিষ্করণং তদ্রহিতায় জ্ঞানাধিকৃতায় ইত্যর্থঃ। জ্ঞানং ব্রহ্মচৈতন্যং তদ্বিষয়ং বা প্রমাণজ্ঞানং, তস্য তেনৈব বিশেষিতত্বানুপপত্তিমাশঙ্ক্য ব্যাকরোতি অনুভবেতি। বিজ্ঞানমনুভবঃ সাক্ষাৎকারস্তেন সহিতমিত্যর্থঃ। উক্তজ্ঞানং প্রাপ্তস্য কিং স্যাৎ? ইত্যাশঙ্ক্যাহ যজ্জ্ঞানমিতি ॥ ১ ॥

রামানুজ।—উপাসকভেদনিবন্ধনাবিশেষাঃ প্রতিপাদিতাঃ, ইদানীমুপাস্যস্য পরমপুরুষস্য মাহাত্ম্যং জ্ঞানিনাঞ্চ বিশেষং বিশোধ্য ভক্তিরূপস্যোপাসনস্য স্বরূপমুচ্যতে ইদমিতি। ইদন্তু তে গুহ্যতমং ভক্তিরূপমুপাসনাখ্যং জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং উপাসনগতবিশেষজ্ঞানসহিতমনসূয়বে তে প্রবক্ষ্যামি মদ্বিষয়ং সকলেতরবিষজাতীয়ং অপরিমিতপ্রকারমাহাত্ম্যং শ্রুত্বৈবমেব সংভবতীতি মন্বানায় তে প্রবক্ষ্যামীত্যর্থঃ। যত্তাবৎ জ্ঞানং বক্ষ্যমাণমনুষ্ঠানপর্য্যন্তং জ্ঞাত্বা মৎপ্রাপ্তিবিরোধিনঃ সর্ব্বস্মাদশুভান্মোক্ষ্যসে ॥ ১ ॥

হনুমান্।—সপ্তপ্রশ্ননির্ণয়ানন্তরমর্জ্জুনায় তৎপ্রত্যষ্টমপথমুপদেষ্টুং ভগবানুবাচ ইদমিতি। ইদং বক্ষ্যমানং তব গুহ্যতমং রহস্যতমং প্রবক্ষ্যাম্যনসূয়ত্বং গুণেষু দোষাবিষ্করণমসূয়াজ্ঞানমববোধঃ বিজ্ঞানসহিতমনুভবযুক্তঃ যজ্জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ ॥ ১ ॥

শ্রীধর।—পরেশঃ প্রাপ্যতে শুদ্ধভক্ত্যেতি স্থিতমষ্টমে। নবমে তু তদৈশ্বর্য্যমত্যাশ্চর্য্যং প্রপঞ্চ্যতে। এবং তাবৎ সপ্তমাষ্টময়োঃ স্বীয়পরমেশ্বরতত্ত্বং ভক্ত্যৈব সুলভং নান্যথেত্যুক্তমিদানীমচিন্ত্যং স্বকীয়মৈশ্বর্য্যং ভক্তেশ্চাসাধারণং প্রভাবং প্রপঞ্চয়িষ্যন্ শ্রীভগবানুবাচ

ইদমিতি। বিশেষেণ জ্ঞায়তে অনেনেতি বিজ্ঞানমুপাসনম্, তৎসহিতং জ্ঞানমীশ্বরবিষয়মিদং তু তেঽনসূয়বে পুনঃ পুনঃ স্বমাহাত্ম্যমেবোপদিশতীত্যেবং পরমকারুণিকে ময়ি দোষদৃষ্টিরহিতায় তুভ্যং বক্ষ্যামি। তুশব্দো বৈশিষ্ট্যে। তদেবাহ গুহ্যতমমিত্যাদিনা। গুহ্যং ধর্ম্মজ্ঞানং, ততো দেহাদিব্যতিরিক্তাত্মজ্ঞানং গুহ্যতরং, ততোঽপি পরমাত্মজ্ঞানমতিরহস্যত্বাদ্গুহ্যতমম্। যজ্‌জ্ঞাত্বা অশুভাৎ সংসারবন্ধনান্মোক্ষ্যসে সদ্য এব মুক্তো ভবিষ্যসি ॥ ১ ॥

বলদেব।—ভক্ত্যুদ্দীপ্তিকরং স্বস্য পারমৈশ্বর্য্যমদ্ভুতম্। স্বভক্তেশ্চ মহোৎকর্ষং নবমে হরিরূচিবান্। বিজ্ঞানানন্দঘনোঽসংখ্যেয়কল্যাণগুণরত্নালয়ঃ সর্ব্বেশ্বরোঽহং শুদ্ধভক্তিসুলভ ইতি সপ্তমাদিভ্যামভিধায়েদানীং ভক্তেরুদ্দীপকং নিজৈশ্বর্য্যং তস্যাঃ প্রভাবং চাভিধাস্যন্নাদৌ তাং স্তৌতি ইদমিতি ত্রিভিঃ। ইদং জ্ঞানং মৎকীর্ত্তনাদিলক্ষণভক্তিরূপম্। পরত্র ধর্ম্মস্যাস্যেত্যুক্তেঃ কীর্ত্তনাদেশ্চিচ্ছক্তিবৃত্তিত্বাজ্‌জ্ঞায়তেঽনেনেতি নিরুক্তেশ্চ। তৎ কিল গুহ্যতমং দ্বিতীয়াদাবুপদিষ্টং দেহাদিবিবিক্তাত্মজ্ঞানং গুহ্যং, সপ্তমাদাবুপদিষ্টং মদৈশ্বর্য্যজ্ঞানং গুহ্যতরং, নবমাদাবুপদেশ্যং তু কেবলভক্তিলক্ষণমিদং জ্ঞানং গুহ্যতমমিত্যর্থঃ। তচ্চ বিজ্ঞানসহিতং মদনুভবাবসানং তে বক্ষ্যামি। কীদৃশায়েত্যাহানসূয়বে ইতি। মদ্গুণেষু দোষারোপরহিতায় দুর্গমস্য স্বরহস্যস্যানুকম্পয়োপদেষ্টরি ময়ি নিজৈশ্বর্য্যপ্রখ্যাপনেনাত্মানং প্রশংসসীতি দোষদৃষ্টিশূন্যায়েত্যর্থঃ। তেনান্যোঽপ্যেতদনসূয়ং প্রতি ব্রূয়াদিতি দর্শিতং। যজ্‌জ্ঞাত্বা ত্বমশুভাৎ সংসারান্মোক্ষ্যসে ॥ ১ ॥

মধুসূদন।—পূর্ব্বাধ্যায়ে মূর্দ্ধন্যনাড়ীদ্বারকেণ হৃদয়কণ্ঠভ্রূমধ্যাদিধারণাসহিতেন, সর্ব্বেন্দ্রিয়দ্বারসংযমগুণকেন যোগেন স্বেচ্ছয়োৎক্রান্তপ্রাণস্যার্চ্চিরাদিমার্গেণ ব্রহ্মলোকং প্রয়াতস্য তত্র সম্যগ্‌জ্ঞানোদয়েন কল্পান্তে পরব্রহ্মপ্রাপ্তিলক্ষণা ক্রমমুক্তির্ব্যাখ্যাতা, তত্র অনেনৈব প্রকারেণ মুক্তির্লভ্যতে নান্যথেত্যাশঙ্ক্য "অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ তস্যাহং সুলভঃ" ইত্যাদিনা ভগবত্তত্ত্ববিজ্ঞানাৎ সাক্ষান্মোক্ষপ্রাপ্তিরভিহিতা, তত্র চানন্যা ভক্তিরসাধারণো হেতুরিত্যুক্তং "পুরুষঃ স পরঃ পার্থ! ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া" ইতি। তত্র পূর্ব্বোক্তযোগধারণাপূর্ব্বকপ্রাণোৎক্রমণার্চ্চিরাদিমার্গগমনকালবিলম্বাদিক্লেশমন্তরেণৈব সাক্ষান্মোক্ষপ্রাপ্তয়ে ভগবত্তত্ত্বস্য তদ্ভক্তেশ্চ বিস্তরেণ জ্ঞাপনায় নবমোঽধ্যায় আরভ্যতে ইদমিতি। অষ্টমে ধ্যেয়ব্রহ্মনিরূপণেন তদ্ধ্যাননিষ্ঠস্য গতিরুক্তা, নবমে তু জ্ঞেয়ব্রহ্মনিরূপণেন জ্ঞাননিষ্ঠস্য গতিরুচ্যত ইতি সংক্ষেপঃ। তত্র বক্ষ্যমাণজ্ঞানস্তুত্যর্থাস্ত্রয়ঃ শ্লোকাঃ। ইদং প্রাগ্বহুধোক্তমগ্রেচ বক্ষ্যমাণমধুনোচ্যমানং জ্ঞানং শব্দপ্রমাণকং ব্রহ্মতত্ত্ববিষয়কং তে তুভ্যং প্রবক্ষ্যামি। তুশব্দঃ পূর্ব্বাধ্যায়োক্তাদ্ধ্যানাজ্‌জ্ঞানস্য বৈলক্ষণ্যমাহ। ইদমেব সম্যগ্‌জ্ঞানং সাক্ষান্মোক্ষপ্রাপ্তিসাধনং, ন তু ধ্যানং তস্যাজ্ঞানানিবর্ত্তকত্বাৎ, তত্ত্বন্তঃকরণশুদ্ধিদ্বারেণেদমেব জ্ঞানং সংপাদ্য ক্রমেণ মোক্ষং জনয়তীত্যুক্তম্। কীদৃশং জ্ঞানং? গুহ্যতমং গোপনীয়তমমতিরহস্যত্বাৎ, যতো বিজ্ঞানসহিতং ব্রহ্মানুভবপর্য্যন্তং, ঈদৃশমতিরহস্যমপ্যহং শিষ্যগুণাধিক্যাদ্বক্ষ্যামি তে তুভ্যং অনসূয়বে, অসূয়া গুণেষু দোষদৃষ্টিস্তদাবিষ্করণাদিফলা সর্ব্বদায়মাত্মৈশ্বর্য্যখ্যাপনেনাত্মানং

প্রশংসতি মৎপুরস্তাদিত্যেবং রূপা তদ্রহিতায়, অনেনার্জ্জবসংযমাবপি শিষ্যগুণৌ ব্যাখ্যাতৌ, পুনঃ কীদৃশং জ্ঞানম্? যজ্জ্ঞাত্বা প্রাপ্য মোক্ষ্যসে সদ্য এব সংসারবন্ধনাদশুভাৎ সর্ব্বদুঃখহেতোঃ ॥ ১ ॥

নীলকণ্ঠ।—পূর্ব্বাধ্যায়ে কিং তৎ ব্রহ্মেত্যাদিসপ্তপ্রশ্ন্যাং অক্ষরং ব্রহ্ম পরমমিত্যাদিনা সংক্ষিপ্য ব্যাখ্যাতায়াং তজ্জ্ঞানস্য] পৃথক্ প্রয়োজনাকাঙ্ক্ষায়াং কর্ম্মবিদাং আধিভৌতিকং ধূমাদিমার্গপ্রাপ্যং স্থানমিতি নিরূপণেন প্রাপ্যপ্রাপকাদিবিভাগো দর্শিতঃ, তেন কর্ম্মাধিভূতে ব্যাখ্যাতে, তথা সূত্রান্তর্যামিণোরুপাসকস্যার্চ্চিরাদিমার্গেণ ক্রমমুক্তিস্থানপ্রাপ্তিরিতি উক্তং, তেন আধিদৈবাধিযজ্ঞৌ ব্যাখ্যাতৌ, ওমিত্যেকাক্ষরমিত্যাদিনা অন্তকালে কথং জ্ঞেয়োঽসীত্যস্যোত্তরং ব্যাখ্যাতম্, তদেবং ধ্যেয়ব্রহ্মবিদ্যা সাঙ্গা নিরূপিতা পরিশিষ্টমাদ্যং জ্ঞেয়ব্রহ্মবিষয়ং প্রশ্নদ্বয়ং কিং তদ্ব্রহ্ম কিমধ্যাত্মমিতি তদ্বিবরণায় নবমোঽধ্যায় আরভ্যতে। ন কেবলং অর্চ্চিরাদিগতিম্প্রাপ্য কালান্তরে এব মুক্তিরস্তি কিং ত্বিহৈব সদ্যোমুক্তিরস্তীতি বিশেষং বক্তুং শ্রীভগবানুবাচ ইদন্তু তে ইতি। ইদং বক্ষ্যমাণং তু পূর্ব্বস্মাৎ ধ্যেয়াৎ বিলক্ষণং জ্ঞেয়ং তে তুভ্যং গুহ্যতমং গোপ্যতমং প্রবক্ষ্যামি অনসূয়বে, অসূয়া গুণেষু দোষাবিষ্করণং তদ্রহিতায়। জ্ঞানং জ্ঞপ্তিমাত্রস্বরূপং ব্রহ্মবিজ্ঞানেন অনুভবেন সহিতং ন তু কেবলং পারোক্ষ্যেণ, যৎ জ্ঞানং জ্ঞাত্বা সাক্ষাৎকৃত্য অশুভাৎ সংসারাৎ মোক্ষ্যসে। অত্র যৎ সপ্তমাদৌ জ্ঞানন্তেঽহং সবিজ্ঞানমিদং বক্ষ্যাম্যশেষত ইতি প্রতিজ্ঞাতং, যস্য চ বিজ্ঞানায় শাখাচন্দ্রন্যায়েনোপলক্ষণীভূতং জগৎকারণং ব্রহ্ম তত্রৈব নিরূপিতং, যদ্বিজ্ঞানোঽধিকারসম্পত্ত্যর্থং তস্যৈব সগুণস্যোপাসনমুক্তং তদিহ সর্ব্বশেষভূতং ব্রহ্ম বক্তব্যমিতি তথৈব প্রতিজানীতে, বচনমাত্রেণৈবাত্রাপরোক্ষং জ্ঞানং জায়ত ইতি তচ্চ তত্রৈব ব্যুৎপাদিতং ন প্রস্মর্ত্তব্যম্ ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ।—আরাধ্যত্বে প্রভোর্দাসৈরৈশ্বর্য্যং যদপেক্ষিতং। তৎ শুদ্ধ-ভক্তেরুৎকর্ষশ্চোচ্যতে নবমে স্ফুটম্ ॥ কর্ম্মজ্ঞানযোগাদিভ্যঃ সকাশাৎ ভক্তেরেব উৎকর্ষঃ। সাচ ভক্তিঃ প্রধানীভূতা কেবলাচেতি সপ্তমাষ্টময়োরুক্তং। তত্রাপি কেবলায়া অতিপ্রবলায়া জ্ঞানবদন্তঃকরণশুদ্ধ্যাদ্যনপেক্ষিণ্যা ভক্তেঃ স্পষ্টতয়া এব সর্ব্বোৎকর্ষঃ। তস্যামপেক্ষিতমৈশ্বর্য্যঞ্চ বক্তুং নবমোঽধ্যায় আরভ্যতে। সর্ব্ব-শাস্ত্র-সারভূতস্য গীতা-শাস্ত্রস্যাপি মধ্যমমধ্যায়াষ্টকমেব সারং তস্যাপি মধ্যমৌ নবমদশমাবেব সারাবিত্যতোঽত্র নিরূপয়িষ্যমাণমর্থং স্তৌতি ইদন্ত্বিতি ত্রিভিঃ। দ্বিতীয়তৃতীয়াধ্যায়াদিষু যদুক্তং মোক্ষোপযোগি জ্ঞানং গুহ্যং, সপ্তমাষ্টময়োর্মৎপ্রাপ্ত্যুপযোগি জ্ঞানং জ্ঞায়তেঽনেন ভগবত্তত্ত্বমিতি জ্ঞানং ভক্তিতত্ত্বজং গুহ্যতরং। অত্রতু কেবল-শুদ্ধ-ভক্তি-লক্ষণং জ্ঞানং গুহ্যতমং, প্রকর্ষেণৈব তুভ্যং বক্ষ্যামি অত্র জ্ঞানপদেন ভক্তিরবশ্যং ব্যাখ্যেয়া, নতু প্রথম ষট্কোক্তং প্রসিদ্ধং জ্ঞানং, পরশ্লোকে অব্যয়মনশ্বরমিতি বিশেষণদানাৎ গুণাতীতত্ত্বলাভাৎ গুণাতীতা ভক্তিরেব নতু জ্ঞানং তস্য সাত্ত্বিকত্বাৎ। অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষা ধর্ম্মস্যাস্যেত্যগ্রিমশ্লোকে ধর্ম্মশব্দেনাপি

ভক্তিরেবোচ্যতে। অনসূয়বে অমৎসরায় ইত্যন্বয়োঽপি ইদমমৎসরায় এবোপদিশেদিতি বিধির্ব্যঞ্জিতঃ। বিজ্ঞানসহিতং মদপরোক্ষানুভবপর্য্যন্তমিত্যর্থঃ। অশুভাৎ সংসারাৎ ভক্তিপ্রতিবন্ধকাদন্তরায়াদ্বা ॥ ১ ॥

তাৎপর্য্য।—মূর্দ্ধন্য-নাড়ী অবলম্বনে, সর্ব্বেন্দ্রিয়দ্বার-সংযমরূপ যোগ-প্রভাবে ইচ্ছাপূর্ব্বক উৎক্রান্ত-প্রাণের অর্চ্চিরাদি মার্গে ব্রহ্মলোক-প্রাপ্তি সংঘটিত হয়। তথায় কালসহকারে সম্যক্‌জ্ঞানের উদয় হইলে, কল্পাবসানে পরব্রহ্ম-প্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে। এইরূপ ক্রমমুক্তি-তত্ত্ব অষ্টমাধ্যায়ে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। যদি কাহারও মনে এরূপ আশঙ্কার উদয় হয় যে, মুক্তিলাভের অন্য কোন পন্থা থাকা সম্ভব, অথবা যদি কেহ মনে করেন যে, ভগবন্নির্দ্দিষ্ট উল্লিখিত মুক্তি-ক্রম ও প্রণালী বহুকালসাপেক্ষ ও অনেক আয়াস-লভ্য; তাদৃশ সন্দেহাকুল জন-গণের তৃপ্তির নিমিত্ত, পরম কারুণিক শ্রীভগবান্ সাক্ষাৎ মোক্ষ-বিধায়ক এবং আশু ফল-প্রদ উপায়ান্তরেরও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। "অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ। তস্যাহং সুলভঃ পার্থ! নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ ॥ মামুপেত্য পুনর্জ্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্। নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ। আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন! মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে ॥" (৮ অধ্যায়, ১৪, ১৫, ১৬, শ্লোক) ইত্যাদি বাক্যে দয়াময় হরি ইহাই পরিব্যক্ত করিয়াছেন যে, ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান ও একান্তভাবে শ্রীমন্নারায়ণের চরণ-পঙ্কজের শরণ-গ্রহণই সাক্ষাৎ মোক্ষলাভের হেতুভূত। তথায় শ্রীভগবান্, "পুরুষঃ স পরঃ পার্থ! ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া" (৮ অধ্যায়, ২২ শ্লোক) ইত্যাদি বাক্যে ইহাও প্রদর্শন করিয়াছেন যে, অনন্যা ভক্তি তাদৃশ মুক্তি-লাভ-বিষয়ে অসাধারণ হেতু। পূর্ব্বোক্ত ক্রম-মুক্তি-প্রণালীর অনুসরণক্রমে, যোগ-ধারণা পূর্ব্বক প্রাণোৎক্রমণের পর, অর্চ্চিরাদি মার্গাবলম্বনে মুক্তি-পথে অগ্রসর হইতে বহু বিলম্বাদি ক্লেশ অপরিহার্য্য। সুতরাং সাক্ষান্মোক্ষরূপ অপরিসীম সৌভাগ্য লাভ করা ভগবদ্ভক্তগণের একান্ত বাঞ্ছনীয়। তাদৃশ ভক্তি-যোগ-নিষ্ঠ ভাগ্যবান্‌ গণকে ভগবত্তত্ত্বের সুবিস্তৃত বিবরণ বিজ্ঞাপিত করিবার বাসনায় নবম অধ্যায় অবতারিত হইতেছে। সংক্ষেপতঃ অষ্টমাধ্যায়ে ধ্যেয় ব্রহ্মনিরূপণ দ্বারা তদ্ধ্যাননিষ্ঠ ব্যক্তির মুক্তির বিষয় কথিত হইয়াছে। নবমে জ্ঞেয় ব্রহ্ম-নিরূপণ দ্বারা জ্ঞাননিষ্ঠ ব্যক্তির গতির বিষয় কথিত হইতেছে। সপ্তম ও অষ্টমাধ্যায়ে

কেবল ভক্তিই পরমেশ্বর-তত্ত্ব-পরিজ্ঞানের একমাত্র সুলভ উপায় এবং তদ্ব্যতীত ভগবৎপ্রাপ্তির উপায়ান্তর নাই ইহাই বিবৃত হইয়াছে। অধুনা শ্রীভগবান্ স্বকীয় অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্য এবং ভক্তির অসাধারণ-প্রভাব পরিব্যক্ত করিতে প্রবৃত্ত হইতেছেন। যে জ্ঞান-প্রভাবে ব্রহ্মোপলব্ধিরূপ শুভ-পরিণতি সংঘটিত হইয়া থাকে, অধুনা সেই জ্ঞানের স্তুতিবাদ কীর্ত্তিত হইতেছে। এই ব্রহ্মতত্ত্ব-বিষয়ক-জ্ঞানের বিষয় পূর্ব্বেও নানা স্থানে নানারূপে বিবৃত হইয়াছে। শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন যে, অতঃপর ভগবত্তত্ত্ব-বিষয়ক এই পরম জ্ঞানের কথা তোমার নিকট পরিব্যক্ত করিব। এই বিশুদ্ধ জ্ঞান সাক্ষাৎ মোক্ষ-প্রাপ্তির সাধন। ধ্যানাদি এই জ্ঞানের সমতুল্য নহে; কারণ অজ্ঞান-নিবৃত্তি-বিষয়ে ধ্যানের কোনই সাক্ষাৎ কার্য্যকারিতা নাই। ধ্যানাদি উপায়ে অন্তঃকরণ-শুদ্ধি সংঘটিত হইলে, বক্ষ্যমাণ জ্ঞান উদ্ভূত হয়; তদনন্তর ক্রমশঃ মোক্ষপ্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে। কিন্তু যে জ্ঞানের বিষয় অধুনা কীর্ত্তিত হইতেছে. মোক্ষ-লাভ-বিষয়ে তাহার অন্য কোন অনুষ্ঠানের সাপেক্ষতা নাই। তাহা স্বয়ং সাক্ষাৎ-মোক্ষ-বিধায়ক। এই জ্ঞান অতীব গুহ্য; কারণ ইহাতে নিরতিশয় রহস্য নিহিত আছে। ইহা বিজ্ঞান-সহিত অর্থাৎ ব্রহ্মানুভবে পর্য্যবসিত। এই জ্ঞানের তত্ত্ব এতাদৃশ রহস্য-পরিবৃত হইলেও, তোমার গুণাধিক্য-হেতু তোমাকে তাহার বিষয় বলিতেছি। তুমি অসূয়া-রহিত, অর্থাৎ সর্ব্বদা তোমার সম্মুখে আমাকে এই দুরভিগম্য রহস্য পরিস্ফুট করিবার অভিপ্রায়ে, আত্মৈশ্বর্য্য-খ্যাপন দ্বারা আপনার প্রশংসাদি পরিকীর্ত্তন করিতে হইলেও, তুমি তত্তাবৎ অনুকম্পা সহকারে পরিব্যক্ত পরমোপদেশ জ্ঞানে তদ্বিষয়ে দোষদৃষ্টি-রহিত। শিষ্যের আর্জ্জব অর্থাৎ সরলতা সংযমাদি যে সকল গুণ একান্ত আবশ্যক, তৎসমস্তই অর্জ্জুনের প্রচুর পরিমাণে আছে, ইহাই এতদ্দ্বারা সূচিত হইল। উপসংহারে শ্রীভগবান্ এই জ্ঞান কীদৃশ তাহাই পরিকীর্ত্তিত করিতেছেন। ইহা লাভ করিলে সদ্যই সর্ব্বদুঃখের হেতুভূত সংসার-বন্ধনরূপ অশুভ হইতে মুক্তিলাভ করা যায়।

শ্রীভগবান্ এই জ্ঞানকে গুহ্যতম শব্দে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ধর্ম্মজ্ঞান গুহ্য, দেহাদি-ব্যতিরিক্ত আত্মজ্ঞান তদপেক্ষা গুহ্যতর এবং অতি রহস্যাচ্ছন্ন, পরমাত্ম-জ্ঞান সর্ব্বাপেক্ষা গুহ্যতম। মূলে যে ‘তু’ শব্দ আছে, তাহা নির্দ্ধারণার্থ প্রযুক্ত হইয়াছে।

মূলে জ্ঞান ও বিজ্ঞান; এই দুই শব্দের প্রয়োগ আছে। শাস্ত্র এবং আচার্য্যের উপদেশ-জনিত পরোক্ষ অনুভবের নাম জ্ঞান; বিচার দ্বারা বিরুদ্ধ আশঙ্কার অপগমজনিত যে অনুভব তাহারই নাম বিজ্ঞান। (৩য় অঃ ৪১ শ্লোক, এবং ৬ষ্ঠ অঃ ৮ শ্লোকের তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য)।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্বলদেব ও শ্রীমদ্বিশ্বনাথের অভিপ্রায়। কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগাদির অপেক্ষা ভক্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। সেই ভক্তিই প্রধানীভূতা ও কেবলা; ৭ম ও ৮ম অধ্যায়দ্বয়ে তদ্বিষয় পরিব্যক্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে কেবলা ভক্তি নিরতিশয় প্রবলা; জ্ঞানের ন্যায় তাহা অন্তঃকরণ-শুদ্ধ্যাদির সাপেক্ষিতা নহে; সুতরাং তাদৃশী ভক্তি স্পষ্টতঃ সর্ব্বোৎকৃষ্টা। সেই ভক্তির প্রণোদক ভগবদৈশ্বর্য্যাদির পরিব্যক্তি করিবার বাসনায়, এই বক্ষ্যমাণ অধ্যায় আরব্ধ হইতেছে। সকল শাস্ত্রের সার-স্বরূপ গীতা-শাস্ত্রের অন্তর্নিহিত মধ্য-অধ্যায়-অষ্টক সার-স্বরূপ; তন্মধ্যস্থিত নবম ও দশম এই অধ্যায়দ্বয় সকলের সার-স্বরূপ। দ্বিতীয়, তৃতীয়াদি অধ্যায়ে মোক্ষোপযোগী যে জ্ঞানের বিষয় কথিত হইয়াছে, তাহা গুহ্য। সপ্তম ও অষ্টমাধ্যায়ে ভগবৎপ্রাপ্তির উপযোগী যে ভগবত্তত্ত্ব-জ্ঞানের বিষয় কথিত হইয়াছে, সেই ভক্তিতত্ত্ব-স্বরূপ জ্ঞান গুহ্যতর; অধুনা কেবল যে শুদ্ধভক্তি-লক্ষণ জ্ঞানের বিষয় কথিত হইতেছে, তাহা গুহ্যতম। এই স্থলে জ্ঞান-শব্দের ভক্তি অর্থই অবশ্য গ্রহণীয়। নতুবা প্রথম ষট্‌কোক্ত প্রসিদ্ধ জ্ঞানের সহিত পরবর্ত্তী শ্লোকের অব্যয়-আদি বিশেষণ-বাক্যের বিরোধ উপস্থিত হইতে পারে।

শ্রীমৎ শ্রীধর স্বামীর প্রারম্ভ বাক্য। শুদ্ধ ভক্তি পরেশ অর্থাৎ ভগবৎ-প্রাপ্তির সহায়। ইহাই অষ্টমাধ্যায়ে কথিত হইয়াছে; সেই ভগবানের অত্যাশ্চর্য্য ঐশ্বর্য্য সমূহ নবমাধ্যায়ে বিবরিত হইতেছে।

শ্রীমদ্বলদেবের প্রারম্ভ-বাক্য। নবম অধ্যায়ে শ্রীহরি ভক্তির উদ্দীপ্তিকর স্বকীয় অত্যদ্ভুত পারমৈশ্বর্য্যের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছেন, এবং নিজ-ভক্তের মহোৎকর্ষের বিষয় সমর্থন করিতেছেন।

শ্রীমদ্বিশ্বনাথের প্রারম্ভ-বাক্য। প্রভু ভগবানের দাসগণ, আরাধনার অনুকূল বোধে যে সকল ভগবৎ-ঐশ্বর্য্য পরিজ্ঞানের অপেক্ষা করেন, তৎ সমস্ত এবং শুদ্ধভক্তির সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব নবমে পরিস্ফুট হইতেছে॥ ১॥

রাজবিদ্যা রাজগুহ্যং পবিত্রমিদমুত্তমম্ ।
প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্ম্যং সুসুখং কর্ত্তুমব্যয়ম্ ॥ ২ ॥

অন্বয়।—ইদম্ (বক্ষ্যমাণরূপং জ্ঞানম্) রাজবিদ্যা (বিদ্যানাং রাজা) রাজগুহ্যম্ (গুহ্যানাং রাজা) উত্তমম্ (শ্রেষ্ঠম্) পবিত্রম্ (পাবনম্) প্রত্যক্ষ-অবগমম্ (দৃষ্টফলম্) ধর্ম্ম্যং (ধর্ম্মাদনপেতম্) কর্ত্তুম্ সুসুখম্ (সুখসম্পাদ্যম্) অব্যয়ম্ (অক্ষয়ফলম্) ॥ ২ ॥

প্রতিশব্দ ॥—ইহা বিদ্যার-শ্রেষ্ঠ গোপ্য-বিষয়ের-শ্রেষ্ঠ নিরতিশয় পাবন প্রত্যক্ষ-ফলপ্রদ ধর্ম্ম-সঙ্গত করিতে-সুখকর অক্ষয়-ফল-যুক্ত ॥ ২ ॥

ব্যাখ্যা।—এই জ্ঞান বিদ্যা সমূহের এবং গোপ্য বিষয় সমূহের রাজস্বরূপ ; ইহা অতীব পবিত্র, সাক্ষাৎফলপ্রদ, ধর্ম্ম-সঙ্গত, সহজ-সম্পাদ্য এবং অক্ষয় ফলবান্ ॥ ২ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—তচ্চ স্তৌতি রাজবিদ্যেতি। রাজবিদ্যা বিদ্যানাং রাজা দীপ্ত্যতিশয়ত্বাৎ, দীপ্যতে হীয়মতিশয়েন ব্রহ্মবিদ্যা সর্ব্ববিদ্যানাম্ । রাজগুহ্যং তথা গুহ্যানাং রাজা। পবিত্রং পাবনমিদমুত্তমং সর্ব্বেষাং পাবনানাং শুদ্ধিকারণানামিদং ব্রহ্মবিজ্ঞানমুৎকৃষ্টতমমনেকজন্মসহস্রসঞ্চিতমপি ধর্ম্মাধর্ম্মাদি সমূলং কর্ম্ম ক্ষণমাত্রাদ্ভস্মীকরোতি যতোঽতঃ কিং তস্য পাবনত্বং বক্তব্যম্? কিঞ্চ প্রত্যক্ষাবগমম্? প্রত্যক্ষেণ সুখাদেরিবাগমো যস্য তৎ প্রতক্ষাবগমম্, অনেকগুণবতোঽপি ধর্ম্মবিরুদ্ধত্বং দৃষ্টং শ্যেনযাগ ইব ; ন তথা আত্মজ্ঞানং ধর্ম্মবিরোধি, কিন্তু ধর্ম্ম্যং ধর্ম্মাদনপেতং, এবমপি স্যাৎ দুঃসংপাদ্যমিত্যত আহ সুসুখং কর্ত্তুম্, যথা রত্নবিবেকবিজ্ঞানং তত্রাল্পায়াসানাং অন্যেষাং কর্ম্মণাং সুখসংপাদ্যানামল্পফলত্বং দৃষ্টং দুষ্করাণাঞ্চ মহাফলত্বং দৃষ্টমিতীদন্তু সুখসংপাদ্যত্বাৎ ফলক্ষয়াদ্ব্যেতীতি প্রাপ্তৌ, তত্রাহাব্যয়ং নাস্য ফলতঃ কর্ম্মবদ্ব্যয়োঽস্তীতি অব্যয়ং অতঃ শ্রদ্ধেয়মাত্মজ্ঞানম্ ॥ ২ ॥

আনন্দগিরি।—তদাভিমুখ্যসিদ্ধয়ে তজ্‌জ্ঞানং স্তৌতি তচ্চেতি। ব্রহ্মবিদ্যা বিদ্যানাং রাজা শ্রেষ্ঠা ইত্যত্র হেতুমাহ দীপ্তেতি। কুতো ব্রহ্মবিদ্যায়াঃ বিদ্যান্তরেভ্যো দীপ্ত্যতিশয়িত্বম্? তদাহ দীপ্যতে হীতি। দৃশ্যতে হি বিদ্বদন্তরেভ্যো লোকে পূজাতিরেকো ব্রহ্মবিদামিতি ভাবঃ। উৎকৃষ্টতমং শুদ্ধিকারণং ব্রহ্মজ্ঞানমিত্যেতদুপপাদয়তি অনেকেতি। তত্র শ্রুতি-স্মৃতি-প্রমাণয়িতব্যে ন শাস্ত্রৈকগম্যমিদং জ্ঞানং কিন্তু প্রত্যক্ষপ্রমেয়মিত্যাহ কিঞ্চেতি। প্রত্যক্ষমবগম্যমানমস্মিন্নিতি তথা, যদ্বাবগম্যত ইতি অবগমঃ ফলং, প্রত্যক্ষোঽবগমোঽস্যেতি দৃষ্টফলত্বং জ্ঞানস্যোচ্যতে। ধর্ম্ম্যমিত্যেতদ্ব্যাকরোতি অনপেতমিতি। ধর্ম্মস্যৈব তস্য ক্লেশ-

সাধ্যত্বমাশঙ্ক্যাহ এবমপীতি। রত্নবিষয়ং বিবেকজ্ঞানং সংপ্রয়োগাদুপদেশাপেক্ষ্যাদনায়াসেন দৃষ্টং তথেদং ব্রহ্মজ্ঞানমিত্যাহ যথেতি। অব্যয়মিতি বিশেষণমাশঙ্কাপূর্ব্বকং বিবৃণোতি তত্রেত্যাদিনা। (ব্যবহারভূমিঃ সপ্তম্যর্থঃ) জ্ঞানস্যাক্ষয়ফলত্বে ফলিতমাহ অত ইতি ॥ ২ ॥

রামানুজ।—রাজবিদ্যেতি। রাজবিদ্যা বিদ্যানাং রাজা, রাজগুহ্যং গুহ্যানাং রাজা, রাজ্ঞাং বিদ্যেতি বা রাজবিদ্যা, রাজানো হি বিস্তীর্ণাগাধমনসঃ, মহামনসামিয়ং বিদ্যেত্যর্থঃ। মহামনস এব গোপনীয়গোপনকুশলা ইত্যর্থঃ। তেষামেব গুহ্যমিদমুত্তমং পবিত্রং মৎপ্রাপ্তি-বিরোধ্যশেষকল্মষাপহং প্রত্যক্ষাবগমম্। অবগম্যত ইত্যগমো বিষয়ঃ, প্রত্যক্ষভূতোঽবগমো বিষয়ো যস্য জ্ঞানস্য তৎ প্রত্যক্ষাবগমম্, ভক্তিরূপেণোপাসনেনোপাস্যমানোঽহং তদানী-মেবোপাসিতুঃ প্রত্যক্ষতামুপগতো ভবামীত্যর্থঃ। অথাপি ধর্ম্ম্যং ধর্ম্মাদনপেতং ধর্ম্মত্বং নিঃশ্রেয়সসাধনত্বং স্বরূপেণৈবাত্যর্থং প্রিয়ত্বেন তদানীমেব দর্শনাপাদনতয়া চ স্বয়ং নিঃশ্রেয়সস্বরূপমিতি নিরতিশয়নিঃশ্রেয়সরূপাত্যন্তিকমৎপ্রাপ্তিসাধনমিত্যর্থঃ। অতএব সুসুখং কর্ত্তুং সুসুখোপাদানমত্যর্থপ্রিয়ত্বেনোপাদেয়ম্। অব্যয়মক্ষয়ং মৎপ্রাপ্তিং সাধয়িত্বা স্বয়ং ন ক্ষীয়তে, এবং রূপমুপাসনং কুর্ব্বতো মৎপ্রদানে কৃতেঽপি ন কিঞ্চিৎ কৃতং ময়াস্যেতি মে প্রতিভাতীত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

হনুমান্।—রাজবিদ্যেতি। বিদ্যানাঞ্চ রাজা রাজবিদ্যেয়ং ব্রহ্মবিদ্যা, রাজগুহ্যং রাজভিরক্ষরত্বাৎ, পবিত্রং পাবনম্, প্রত্যক্ষাবগমং স্বানুভবম্, ধর্ম্ম্যং ধর্ম্মাৎ অনপেতম্, বিবস্বদাদিভিঃ সুসুখং কর্ত্তুং সুখেনানুষ্ঠেয়ং অব্যয়ং অবিনাশি ॥ ২ ॥

শ্রীধর।—কিঞ্চ রাজবিদ্যেতি। ইদং জ্ঞানং রাজবিদ্যা বিদ্যানাং রাজা, রাজগুহ্যং গুহ্যানাঞ্চ রাজা, বিদ্যাসু গোপ্যেষু চাতিরহস্যং শ্রেষ্ঠমিত্যর্থঃ। (রাজদন্তাদিত্বাদুপসর্জন-স্যাপি পরত্বম্)। রাজ্ঞাং বিদ্যা রাজ্ঞাং গুহ্যমিতি বা। উত্তমং পবিত্রমিদমত্যন্তপাবনম্, জ্ঞানিনাং প্রত্যক্ষাবগমঞ্চ প্রত্যক্ষঃ স্পষ্টোঽবগমোঽববোধো যস্য তৎ প্রত্যক্ষাবগমং দৃষ্টফলং ইত্যর্থঃ। ধর্ম্ম্যং ধর্ম্মাদনপেতং বেদোক্তসর্ব্বধর্ম্মফলত্বাৎ, কর্ত্তুঞ্চ সুসুখং সুখেন কর্ত্তুং শক্য-মিত্যর্থঃ, অব্যয়ঞ্চাক্ষয্যফলত্বাৎ ॥ ২ ॥

বলদেব।—রাজবিদ্যেতি। বিদ্যানাং শা ল্যবৈশ্বানরদহরাদিশব্দপূর্ব্বাণাং রাজা রাজবিদ্যা। গুহ্যানাং জীবাত্ম্যযাথাত্ম্যাদিরহস্যানাং হা রাজগুহ্যমিদং ভক্তিরূপং জ্ঞানম্। (রাজদন্তাদিত্বাদুপসর্জ্জনস্য পরনিপাতঃ) তথাত্বং প্র াদয়িতুং বিশিনষ্টি। উত্তমং পবিত্রং লিঙ্গদেহপর্য্যন্তসর্ব্বপাপপ্রশমনাৎ। যদুক্তং পাদ্মে—"অপ্রারব্ধফলং পাপং কূটং বীজং ফলো-ন্মুখং। ক্রমেণৈব প্রলীয়ন্তে বিষ্ণুভক্তিরতাত্মনাম্" ইতি। ক্রমোঽত্র পর্ণশতকবেধবদ্বোধ্যঃ। প্রত্যক্ষাবগমং অবগম্যতে ইত্যবগমো বিষয়ঃ স যস্মিন্ প্রত্যক্ষেঽস্তি। শ্রবণাদিকেঽভ্যস্য-মানে তস্মিংস্তদ্বিষয়ঃ পুরুষোত্তমোঽহমাবির্ভবামি এবমাহ সূত্রকারঃ। প্রকাশশ্চ কর্ম্মণ্যভ্যাসা-দিতি। ধর্ম্ম্যং ধর্ম্মাদনপেতং গুরুশুশ্রূষাদিধর্ম্মৈর্নিত্যং পুষ্যমাণম্। শ্রুতিশ্চ "আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ" ইত্যাদ্যা। কর্ত্তুং সুসুখং সুখসাধ্যম্। শ্রোত্রাদিব্যাপারমাত্রত্বাৎ তুলসী-

পাত্রাম্বুচুলুকামাত্রোপকরণত্বাচ্চ। অব্যয়মবিনাশি মোক্ষেঽপি তস্যানুবৃত্তেঃ। এবং বক্ষ্যতি ভক্ত্যা মামভিজানাতীত্যাদিনা। কর্ম্মযোগাদিকং তু নেদৃশং অতোঽস্য রাজবিদ্যাত্বম্। তত্রাহঃ রাজ্ঞাং বিদ্যা রাজ্ঞাং গুহ্যমিতি। রাজ্ঞামিবোদারচেতসাং কারুণিকানামিব দিবমপি তুচ্ছীকুর্ব্বতামিয়ং বিদ্যা, ন তু শীঘ্রং পুত্রাদিলিপ্সয়া দেবানভ্যর্চ্চতাং দীনচেতসাং কর্ম্মিণাম্। রাজানো হি মহারত্নাদিসম্পদপ্যনিহ্নুবানাঃ স্বমন্ত্রং যথাতিযত্নান্নিহ্নুয়তে, তথাস্যাং বিদ্যামনিহ্নুবানা মদ্ভক্তা এতামতিযত্নান্নিহ্নুবীরন্নিতিসমানমন্যৎ ॥ ২ ॥

মধুসূদন।—পুনস্তদাভিমুখ্যায় তজ্‌জ্ঞানং স্তৌতি রাজবিদ্যেতি। রাজবিদ্যা সর্ব্বাসাং বিদ্যানাং রাজা, সর্ব্বাবিদ্যানাশকত্বাৎ বিদ্যান্তরস্যাবিদ্যৈকদেশবিরোধিত্বাৎ। তথা রাজগুহ্যং সর্ব্বেষাং গুহ্যানাং রাজা, অনেকজন্মকৃতসুকৃতসাধ্যত্বেন বহুভিরজ্ঞাতত্বাৎ। (রাজদন্তাদিত্বাদুপসর্জ্জনস্য পরনিপাতঃ) পবিত্রমিদমুত্তমং প্রায়শ্চিত্তৈর্হি কিঞ্চিদেকমেব পাপং নিবর্ত্ততে, নিবৃত্তং চ তৎ স্বকারণে সূক্ষ্মরূপেণ তিষ্ঠত্যেব, যতঃ পুনস্তৎপাপমুপচিনোতি পুরুষঃ, ইদং তু অনেকজন্মসহস্রসঞ্চিতানাং সর্ব্বেষামপি পাপানাং স্থূলসূক্ষ্মাবস্থানাং তৎকারণস্য চাজ্ঞানস্য সদ্য এবোচ্ছেদকম্, অতঃ সর্ব্বোত্তমং পাবনমিদমেব। নচাতীন্দ্রিয়ে ধর্ম্ম ইবাত্র কস্যচিৎ সন্দেহঃ; স্বরূপতঃ ফলতশ্চ প্রত্যক্ষত্বাদিত্যাহ প্রত্যক্ষাবগমম্। অবগম্যতেঽনেনেত্যবগমো মানং, অবগম্যতে প্রাপ্যত ইত্যবগমঃ ফলম্, প্রত্যক্ষমবগমো মানমস্মিন্নিতি স্বরূপতঃ সাক্ষিপ্রত্যক্ষত্বম্, প্রত্যক্ষোঽবগমোঽস্যেতি ফলতঃ সাক্ষিপ্রত্যক্ষত্বং, ময়েদং বিদিতমতো নেষ্টমিদানীমত্র মমাজ্ঞানমিতি হি সার্ব্বলৌকিকঃ সাক্ষ্যনুভবঃ, এবং লোকানুভবসিদ্ধত্বেঽপি তজ্‌জ্ঞানং ধর্ম্ম্যং ধর্ম্মাদনপেতং অনেকজন্মসঞ্চিতনিষ্কামধর্ম্মফলম্। তর্হি দুঃসম্পাদ্যং স্যান্নেত্যাহ সুসুখং কর্ত্তুম্, গুরূপদর্শিত- বিচারসহকৃতেন বেদান্তবাক্যেন সুখেন কর্ত্তুং শক্যং ন দেশকালাদিব্যবধানমপেক্ষতে প্রমাণবস্তুপরতন্ত্রত্বাজ্‌জ্ঞানস্য, এবমনায়াসসাধ্যত্বে স্বল্পফলত্বং স্যাদত্যায়াসসাধ্যানামেব কর্ম্মণাং মহাফলত্বদর্শনাদিতি নেত্যাহ অব্যয়ম্, এবমনায়াসসাধ্যস্যাপ্যস্য ফলতো ব্যয়ো নাস্তীত্যব্যয়মক্ষয়ফলমিত্যর্থঃ, কর্ম্মণাং ত্বতিমহতামপি ক্ষয়িফলত্বমেব "যো বা এতদক্ষরং গার্গ্য বিদিত্বাস্মিন্ লোকে জুহোতি যজতে তপস্তপ্যতে বহূনি বর্ষসহস্রাণ্যন্তবদেবাস্য তদ্ভবতি।" ইতি শ্রুতেঃ, তস্মাৎ সর্ব্বোৎকৃষ্টত্বাচ্চ সুক্ষয়মেবাত্মজ্ঞানম্ ॥ ২ ॥

নীলকণ্ঠ।—এতদেব স্তৌতি রাজবিদ্যেতি। বিদ্যানাং রাজা ইতি রাজবিদ্যা অধ্যাত্মবিদ্যা, গুহ্যানাং রাজা ইতি যথা রাজগুহ্যম্, (রাজদন্তাদিষু পরমিত্যুপসর্জ্জনস্য পরনিপাতঃ) পবিত্রং পাবনং উত্তমং পূর্ব্বাপরদুরিতনাশাশ্লেষহেতুত্বাৎ প্রায়শ্চিত্তাদ্যপেক্ষয়া শ্রেষ্ঠম্, প্রত্যক্ষাবগমং প্রত্যক্ষং নিত্যাপরোক্ষং যৎ প্রত্যগাত্মবস্তু তদেব যাথাত্ম্যেনাঽবগম্যতেঽনেনেতি প্রত্যক্ষাবগমম্, প্রত্যক্ষেণ সুখাদিবদবগমো যস্যেতি বা, অস্মিন্ পক্ষে বিজ্ঞানসহিতমিতি বিশেষণস্য শ্লোকান্তরস্থত্বান্ন তেন পৌনরুক্ত্যদোষঃ, তর্হি অপূর্ব্বত্বাভাবান্নিষ্ফলং স্যাদত আহ ধর্ম্ম্যং ধর্ম্মায় হিতং ধর্ম্মাদনপেতং বা, তথাহি ক্ষণমপি প্রত্যগাত্মাকারবৃত্তৌ সত্যাং শ্রূয়তে, ক্ষণমেকং ক্রতুশতস্য চতুঃসপ্তত্যা যৎফলং তদবাপ্নোতীতি। তর্হি দুঃখাং

স্থানেত্যাহ সুসুখং কর্ত্তুমিতি, কর্ত্তুং সম্পাদয়িতুং আবিষ্কর্ত্তুং, সুসুখং অনায়াসসাধ্যং অজ্ঞানাপনয়মাত্রসিদ্ধত্বাৎ। তর্হি আশুবিনাশি ফলং চেৎ? অব্যয়ং বস্তুমাত্রবিষয়ত্বাৎ অনন্তফলং ন তু কর্ম্মফলবন্নশ্যতি॥ ২॥

বিশ্বনাথ।—কিঞ্চ ইদং জ্ঞানং রাজবিদ্যা, বিদ্যা উপাসনা বিবিধা এব ভক্তয়ঃ তাসাং রাজা (রাজদন্তাদিত্বাৎ পরনিপাতঃ), গুহ্যানাং রাজেতি ভক্তিমাত্রমেবাতিগুহ্যং তস্য বহুবিধস্যাপিরাজেত্যতিগুহ্যতমম্, পবিত্রমিদমিতি সর্ব্বপাপপ্রায়শ্চিত্তত্বাৎ, ত্বংপদার্থজ্ঞানাচ্চ সকাশাদপি পাবিত্র্যকরম্। অনেকজন্মসহস্রসঞ্চিতানাং সর্ব্বেষামপি পাপানাং স্থূল-সূক্ষ্মাবস্থানাং তৎকারণস্যাজ্ঞানস্য চ সদ্য এবোচ্ছেদকং অতঃ সর্ব্বোত্তমং পাবনমিদমেবেতি মধুসূদন সরস্বতী পাদাঃ। প্রত্যক্ষ এবাবগমো অনুভবো যস্য তৎ। "ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিরন্যত্র চৈষত্রিক এককালঃ। প্রসদ্যমানস্য যথাশ্নতঃ স্যুস্তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্ষুদপায়ো হনুঘাসম্"। ইত্যেকাদশোক্তেঃ প্রতি নবমেব ভজনানুরূপভগবদনুভবলাভাৎ। ধর্ম্ম্যং ধর্ম্মাদনপেতং সর্ব্বধর্ম্মাকরণেঽপি সর্ব্বধর্ম্মসিদ্ধেঃ "যথাতরোর্মূলনিষেচনেন তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ। প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং তথৈব সর্ব্বার্হনমচ্যুতেজ্যা।" ইতি নারদোক্তেঃ। কর্ত্তুং সুসুখমিতি কর্ম্মজ্ঞানাদাবিব নাত্র কোঽপি কায়বাঙ্মানসক্লেশাতিশয়ঃ শ্রবণকীর্ত্তনাদি-ভক্তেঃ শ্রোত্রাদীন্দ্রিয়ব্যাপারমাত্রত্বাৎ, অব্যয়ং কর্ম্মজ্ঞানাদিবন্নশ্বরং নির্গুণত্বাৎ॥ ২॥

তাৎপর্য্য।—অর্জ্জুনের চিত্ত সম্পূর্ণরূপে এই পরম-ফলপ্রদ জ্ঞানের অভিমুখী করিবার অভিপ্রায়ে, শ্রীভগবান্ এখনও তাহারই প্রশংসাবাদ কীর্ত্তন করিতেছেন। এই জ্ঞান রাজ-বিদ্যা অর্থাৎ যাবতীয় বিদ্যার শ্রেষ্ঠ; কেননা ইহা সর্ব্বপ্রকার অবিদ্যা বিদূরিত করিতে সক্ষম এবং ইহা নিরতিশয় প্রদীপ্ত; কারণ ব্রহ্মবিদ্যা সকল বিদ্যার অপেক্ষা অতিশয় দীপ্তিশালিনী। ইহা রাজগুহ্য অর্থাৎ গোপ্য বিষয়-সমূহের রাজা, কেননা ইহা গোপ্য-বিদ্যা সমূহের মধ্যে অতি রহস্য-যুক্ত। ইহা নিরতিশয় পবিত্রকারী। প্রায়শ্চিত্তাদি অনুষ্ঠান দ্বারা পাপের ক্ষয় হয় বটে; তথাপি সূক্ষ্মরূপে তাহা পুরুষের সহিত সংযুক্ত থাকে; কিন্তু এই জ্ঞান বহু জন্মার্জ্জিত যাবতীয় পাপের সমূল উচ্ছেদ করিয়া মানবকে নিরতিশয় পবিত্র করিয়া দেয়। ইহার প্রভাবে পাপের কারণ-স্বরূপ অজ্ঞান পর্য্যন্ত বিনষ্ট হইয়া যায়; অতএব ইহা যাবতীয় পাবনের মধ্যে সর্ব্বোত্তম। অপিচ এই ধর্ম্ম স্পষ্টাববোধসিদ্ধ, অর্থাৎ এতজ্জনিত শুভফল সমূহের অনুভব অতি সহজেই লব্ধ হইয়া থাকে; অতএব ইহাকে দৃষ্ট-ফল বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। এস্থলে আশঙ্কা হইতে পারে যে, শ্যেনযাগ প্রভৃতি কোন কোন ক্রিয়ার ফল প্রভূত হইলেও, বস্তুতঃ তৎসমস্ত ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ; বক্ষ্যমাণ জ্ঞানও

কি তদ্রূপ? তদুত্তরে কথিত হইতেছে, তাদৃশ যাগাদির ন্যায় ধর্ম্ম-বিগর্হিত হওয়া দূরে থাকুক, এই জ্ঞান ধর্ম্ম্য অর্থাৎ বেদোক্ত যাবতীয় ধর্ম্মের ফল-প্রদান-সমর্থ; এবং অনেক জন্ম সঞ্চিত নিষ্কাম ধর্ম্ম-ফল-রূপ। তবে কি ইহা নিতান্ত ক্লেশ-সাধ্য ব্যাপার? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে কথিত হইতেছে যে, ইহা অতীব সু-কর অর্থাৎ নিরতিশয় সহজ-সাধ্য। গুরূপদিষ্ট বিচার-সহকারে অনায়াসেই এই জ্ঞানের পথে অগ্রসর হইতে পারা যায়। এতদনুষ্ঠানে দেশ-কালাদি কোন ব্যবধানেরই অপেক্ষা নাই। আবার সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে যে, যাহা এত অনায়াস-লভ্য তাহা মহা-ফল-প্রসূ হওয়া সম্ভাবিত নহে; বহ্বায়াসেই মহাফল লব্ধ হইয়া থাকে। তদুত্তরে কথিত হইতেছে যে, অনায়াস-সাধ্য হইলেও, ফলতঃ ইহা অব্যয় অর্থাৎ কর্ম্মের ন্যায় ইহার কোন ব্যয় নাই; সুতরাং ইহা অক্ষয়-ফল-প্রসূ। কর্ম্ম-সমূহ অতি মহৎ হইলেও তাহার ক্ষয় আছে; কিন্তু এই জ্ঞানের আর ক্ষয় নাই। বৃহদারণ্যকোপনিষদের তৃতীয়াধ্যায়ে ৮ম ব্রাহ্মণে কথিত আছে, "যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাস্মিল্লোকে জুহোতি যজতে তপস্তপ্যতে বহূনি-বর্ষ-সহস্রাণ্যন্তবদেবাস্য তদ্ভবতি।" ইহার ভাবার্থ এই যে, "হে গার্গি, যে কেহ এই অক্ষরকে না জানিয়া ইহ লোকে যজ্ঞাহুতি প্রদান করে, বা বহুবর্ষ তপোনুষ্ঠান করে তাহার কর্ম্ম ক্ষয়-শীল," অতএব কর্ম্ম-ফল ক্ষয়-শীল, কিন্তু জ্ঞান অবিনশ্বর। উল্লিখিত শ্রুতির পরবর্ত্তি অংশে এই তত্ত্ব আরও পরিস্ফুট হইয়াছে, এজন্য এস্থলে তাহাও উদ্ধৃত হইতেছে; "যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাঽস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণোঽথ য এতদক্ষরং গার্গি বিদিত্বাস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স ব্রাহ্মণঃ।" ইহার ভাবার্থ এই যে, "হে গার্গি, যে কেহ এই অক্ষরকে না জানিয়া এই লোক হইতে প্রয়াণ করে সে কৃপণ; কিন্তু হে গার্গি, যে কেহ এই অক্ষরকে জানিয়া এই লোক হইতে প্রয়াণ করেন তিনিই ব্রাহ্মণ।"

মূলে যে 'রাজবিদ্যা' ও 'রাজগুহ্য' এই দুই বাক্য আছে, ইহার অর্থস্থলে কোন কোন মহাত্মা রাজার বিদ্যা এবং রাজার গুহ্য এইরূপ অর্থও করিয়াছেন। রাজগণ বিস্তীর্ণ অগাধ মনঃ-সম্পন্ন, তাদৃশ মহামনা ব্যক্তিরই এই বিদ্যা। মহামনা ব্যক্তিরা রহস্য-গোপনে সুনিপুণ, তাদৃশ ব্যক্তিরও এই জ্ঞান গুহ্য।

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য মহোদয় লিখিয়াছেন, এই জ্ঞান উত্তমরূপ পবিত্র;

কেননা ইহা মৎপ্রাপ্তির বিরোধি-অশেষ-কল্মষ-নাশে সমর্থ। ইহা প্রত্যক্ষাবগম, অর্থাৎ আমি ভক্তিরূপ উপাসনা দ্বারা উপাসিত হইয়া তৎক্ষণাৎ সেই উপাসকের প্রত্যক্ষতার বিষয়ীভূত হইয়া থাকি। এই জ্ঞান ধর্ম্ম্য অর্থাৎ নিঃশ্রেয়স-সাধনানুকূল। এই জ্ঞান-প্রভাবে ভক্তগণ তৎক্ষণাৎ আমার দর্শন লাভ করিয়া নিঃশ্রেয়স-ফলভাগী হইয়া থাকে; অতএব এই জ্ঞান নিরতিশয় নিঃশ্রেয়স-রূপ আত্যন্তিক মৎপ্রাপ্তি-সাধন। ইহার অনুষ্ঠান সু-সুখ; অর্থাৎ এতদনুষ্ঠানে কোনই দুষ্কর উপাদানের প্রয়োজনীয়তা না থাকায়, ইহা নিরতিশয় উপাদেয়। ইহা অব্যয়, কেননা এই জ্ঞান মৎপ্রাপ্তি বিধান করিয়াও স্বয়ং ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না, অর্থাৎ এবংবিধ উপায়ে উপাসনকারীকে মৎপ্রদানরূপ ফলভাগী করিয়াও মৎকর্ত্তৃক তাহার জন্য কিছুই করা হয় নাই, এইরূপ প্রতিভাত হইতে থাকে।

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের অভিপ্রায়। এই বিদ্যা শাণ্ডিল্য বিদ্যা, বৈশ্বানর বিদ্যা, দহরবিদ্যা প্রভৃতি যাবতীয় বিদ্যার রাজা, ইহা জীবাত্ম্য-যাথাত্ম্য প্রভৃতি যাবতীয় রহস্যের রাজা। এই জ্ঞান ভক্তিরূপ, ইহা উত্তম পবিত্র, কেননা কেবল এই দেহের পাপ-বিনাশেই ইহার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ নহে; লিঙ্গদেহের পাপ পর্য্যন্তও ইহার দ্বারা বিনষ্ট হইয়া থাকে। পদ্মপুরাণে কথিত হইয়াছে যে, "অপ্রারব্ধ ফলং পাপং কুটং বীজং ফলোন্মুখম্। ক্রমেণৈব প্রলীয়ন্তে বিষ্ণু-ভক্তিরতাত্মনাম্॥" ইহার ভাবার্থ এই "বিষ্ণুভক্তিতে যে সকল মহাত্মার আত্মা আসক্ত, তাঁহাদিগের যাবতীয় পাপ ক্রমশঃ প্রলীন হইয়া যায়। সশ্যস্বরূপ বীজ-স্বরূপ এবং ফলোন্মুখ সমস্ত পাপই নিঃশেষে অবশেষ হইয়া থাকে।" ইহা প্রত্যক্ষাবগম। সূত্রকার বলিয়াছেন "যাঁহারা শাস্ত্রসঙ্গত প্রণালীক্রমে অভ্যাসপরায়ণ, তাঁহাদিগের নিকট তাঁহাদিগের লক্ষ্যীভূত পুরুষোত্তম স্বরূপ ভগবান্ আবির্ভূত হইয়া থাকেন।" ইহা ধর্ম্ম্য অর্থাৎ গুরু-শুশ্রূষাদি ধর্ম্ম-দ্বারা প্রতিনিয়ত পুষ্যমাণ। শ্রুতি বলিয়াছেন "আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ" ইত্যাদি, অর্থাৎ 'যাঁহার গুরু আছেন তাদৃশ পুরুষই জানেন।' ইহা সুখ-সাধ্য, কেননা ইহাতে কেবল মাত্র শ্রোত্রাদি ব্যাপারেরই প্রয়োজন এবং তুলসী, জল ও ক্ষুদ্র পাত্র মাত্র উপকরণের আবশ্যক। ইহা অব্যয় অর্থাৎ অবিনাশি, কেননা মোক্ষ হইলেও ইহা সঙ্গত্যাগ করে না। শ্রীভগবান্ এই গ্রন্থের ১৮শ অধ্যায়ে বলিয়াছেন "ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ। ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা

বিশতে তদনন্তরম্ ॥” (৫৫ শ্লোক) “কেবল ভক্তি দ্বারা আমার ভাব, স্বরূপ ও আমাকে সবিশেষ জানিতে পারা যায়। আমার তত্ত্ব সম্পূর্ণরূপে পরিজ্ঞাত হইয়া জীব আমাতেই প্রবেশ করেন।” কিন্তু কর্ম্মযোগাদি দ্বারা এরূপ ফললাভের সম্ভাবনা নাই। এজন্যই ইহার রাজ-বিদ্যাত্ব প্রতিপাদিত হইতেছে।

এই ভক্তি প্রত্যক্ষানুভব। এতৎসম্বন্ধে শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহোদয় শ্রীমদ্ভাগবত হইতে একটি অতীব সুন্দর শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। তদ্ যথা; “ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিরন্যত্র চৈষত্রিক এককালঃ। প্রসদ্যমানস্য যথাশ্নতঃ স্যুস্তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্ষুদপায়োঽনুঘাসম্ ॥” (শ্রীমদ্ভাগবত, ১১শ স্কন্ধ। ২ অধ্যায়। ৪০ শ্লোক) ইহার ভাবার্থ এই যে, যেরূপ ভোজননিরত ব্যক্তির প্রতিগ্রাস ভক্ষ্য উদরসাৎ করার সঙ্গে সঙ্গে ভোজন জনিত সুখ, উদরপূর্ত্তিজনিত তৃপ্তি, এবং ক্ষুন্নিবৃত্তি জনিত প্রসন্নতা, এই তিন ফলই এককালে লব্ধ হয়; তদ্রূপ শ্রীহরির ভজন পরায়ণগণেরও শ্রীভগবদ্-ভজনের সঙ্গে সঙ্গে প্রেম লক্ষণা ভক্তি, প্রেমাস্পদ শ্রীভগবানের স্ফূর্ত্তিরূপ পরমেশ্বরানুভব, এবং গৃহাদি বিষয়-ব্যাপারে বিরক্তি এই তিন ফলই এককালে লব্ধ হইয়া থাকে।”

ফলতঃ এইরূপ ভক্তি প্রভাবেই ভগবল্লাভ সহজসাধ্য ও সুখময়। এতদুপায়ে সকল ধর্ম্ম, সকল কর্ম্ম এবং সকল সাধনা অতিক্রম করিয়া চরমে পরম ফলের অধিকারী হওয়া যায়। ভক্তের হৃদয় হইতে পাপ-তাপ পলায়ন করে, অপূর্ব্ব শান্তি ও অলৌকিক সুখ তাঁহার আয়ত্ত হয় এবং পরমানন্দ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া থাকে। ভক্তোত্তম উদ্ধবকে উপদেশ প্রদানকালে ভক্তবৎসল ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, “যথাগ্নিঃ সুসমৃদ্ধার্চ্চিঃ করোত্যেধাংসি ভস্মসাৎ। তথা মদ্বিষয়া ভক্তিরুদ্ধবৈনাংসি কৃৎস্নশঃ ॥ ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং যোগ উদ্ধব। ন স্বাধ্যায় স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তি মমোর্জ্জিতা ॥ ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মাপ্রিয়ঃ সতাম্। ভক্তিঃ পুণাতি মন্নিষ্ঠা শ্বপাকানপি সম্ভবাৎ ॥ ধর্ম্মঃ সত্যাদয়োপেতো বিদ্যা বা তপসান্বিতা। মদ্ভক্ত্যাপেতমাত্মানং ন চ সম্যক্ পুণাতিহি।” (শ্রীমদ্ভাবত। ১১শ স্কন্ধ, ১৪শ অধ্যায়, ১৮,১৯,২০,২১শ শ্লোক) ইহার ভাবার্থ এই যে, “যেমন সামান্য মাত্র অগ্নিও ক্রমশঃ প্রবল হইয়া কাষ্ঠরাশি ভস্মসাৎ করিয়া থাকে, তদ্রূপ মদ্বিষয়িণী (ভগবদ্বিষয়িণী) কথঞ্চিৎ ভক্তির আবির্ভাব হইলে, জীবের যাবতীয় পাপরাশি বিনষ্ট হইয়া যায়। হে উদ্ধব! মদ্বিষয়িণী ভক্তি যেরূপ মৎপ্রাপ্তি সংসিদ্ধ

করে, যোগ-সাধনা, সাংখ্য-যোগাবলম্বন, বেদাধ্যয়ন, তপশ্চর্য্যা বা দান, কিছুই সেরূপ করিতে পারে না। সদ্‌ব্যক্তিগণ একমাত্র শ্রদ্ধা-সংবলিত ভক্তি দ্বারাই আত্মা ও প্রিয়স্বরূপ আমাকে লাভ করিয়া থাকেন। মন্নিষ্ঠারূপা দৃঢ়া ভক্তি চণ্ডালাদিকেও পবিত্র করিয়া তাহাদের হীন জাতিত্বাদি দোষ সমূহ বিদূরিত করিতে সক্ষম। ভক্তি না থাকিলে অন্য সকল সাধনাই বৃথা। সত্য ও দয়া সংযুক্ত ধর্ম্ম, বা তপস্যা-সংযুক্ত বিদ্যা এ সকল অতি শ্রেষ্ঠ হইলেও, মদ্‌ভক্তি-বিহীন আত্মাকে কখনই সম্যক্‌রূপে পবিত্র করিতে পারে না।” অষ্টম অধ্যায়ের শেষ শ্লোকের সহিত পাঠকগণ এই অংশ মিলাইয়া পাঠ করিবেন।

অন্য কোন ধর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিলেও একমাত্র এই ভক্তি-প্রভাবে সর্ব্বধর্ম্ম জনিত সংসিদ্ধি লাভ করা যায়। এ সম্বন্ধে পূজ্যপাদ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর দেবর্ষি নারদের একটি সুধাসিক্ত সদুক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন। তদ্‌ যথা; “যথা তরোর্মূলনিষেচনেন তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ। প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাম্‌ তথৈব সর্ব্বার্হনমচ্যুতেজ্যা॥” ইহার ভাবার্থ এই যে, “যেমন তরুর মূলে বারি নিষেক করিলে তাহার স্কন্ধ, শাখা, প্রশাখা সকলেরই তৃপ্তি সংসাধিত হয়, যেমন প্রাণের পুষ্টি বিধান করিলেই সঙ্গে সঙ্গে যাবতীয় ইন্দ্রিয়ের পরিপোষণ হয়, সেইরূপ একমাত্র অচ্যুতের আরাধনায় অন্যান্য তাবতেরই উপাসনা সংসিদ্ধ হইয়া থাকে।” কর্ম্মজ্ঞানাদি নিরতিশয়-ক্লেশ-সাধ্য অনুষ্ঠান, কিন্তু এই ভক্তি একান্ত সুখ-সাধ্য। কারণ ইহার অনুষ্ঠানে কায়, বাক্য ও মনের ক্লেশাধিক্যের কোনই সম্ভাবনা নাই। ইহাতে কেবল শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিরই অনুষ্ঠান প্রধানতঃ অবলম্বনীয়; তৎসমস্ত কেবল শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়-ব্যাপার মাত্র; সুতরাং কখনই ক্লেশ-সাধ্য নহে॥ ২॥

* * *

অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষা ধর্ম্মস্যাস্য পরন্তপ।
অপ্রাপ্য মাং নিবর্ত্তন্তে মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি॥ ৩॥

অন্বয়।—পরন্তপ (অরি-সূদন) অস্য ধর্ম্মস্য (আত্ম-জ্ঞানস্য) [সাধনে] অশ্রদ্দধানাঃ (শ্রদ্ধা-বিরহিতাঃ) পুরুষাঃ (মানবাঃ) মাম্‌

(পরমেশ্বরম্) অপ্রাপ্য (অলব্ধ্বা) মৃত্যু-সংসার-বর্ত্মনি (মৃত্যু-ব্যাপ্তে সংসার-মার্গে) নিবর্ত্তন্তে (পরিভ্রমন্তি) ॥ ৩ ॥

প্রতিশব্দ।—হে-শত্রুদমন এই ধর্ম্মের [অনুষ্ঠানে] শ্রদ্ধা-শূন্য মানবেরা আমাকে না-পাইয়া মৃত্যু-যুক্ত-সংসার-পথে নিবর্ত্তিত হয় ॥ ৩ ॥

ব্যাখ্যা।—হে অর্জ্জুন, যে সকল পুরুষ এই পরম-ফল-প্রদ-ধর্ম্মে অশ্রদ্ধাবান্, তাহারা আমাকে প্রাপ্ত না হইয়া মৃত্যু-কবলিত সংসার-পথে প্রত্যাগত হইয়া থাকে ॥ ৩ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—'অশ্রদ্দধানা ইতি। যে পুনঃ অশ্রদ্দধানাঃ শ্রদ্ধাবিরহিতাঃ আত্মজ্ঞানস্য ধর্ম্মস্যাস্য স্বরূপে তৎফলে চ নাস্তিকাঃ পাপকারিণোঽসুরাণামুপনিষদং দেহমাত্রাত্মদর্শনমেব প্রতিপন্না অসন্তঃ পুরুষাঃ পরন্তপ ! অপ্রাপ্য মাং পরমেশ্বরং মৎপ্রাপ্তৌ নৈবাশঙ্কেতি মৎপ্রাপ্তিমার্গসাধনভেদভক্তিমাত্রমপ্যপ্রাপ্যেত্যর্থঃ, নিবর্ত্তন্তে নিশ্চয়েন আবর্ত্তন্তে। ক্ব ? মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি, মৃত্যুযুক্তঃ সংসারো মৃত্যুসংসারস্তস্য বর্ত্ম নরকতির্য্যগাদিপ্রাপ্তিমার্গস্তস্মিন্নেব বর্ত্তন্ত ইত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

আনন্দগিরি।—আত্মজ্ঞানাখ্যে ধর্ম্মে শ্রদ্ধাবতাং তন্নিষ্ঠানাং পরমপদপ্রাপ্তিমুক্ত্বা ততো বিমুখানাং সংসারপ্রাপ্তিমাহ যে পুনরিতি। আত্মজ্ঞানতৎফলয়োর্নাস্তিকানেব বিশিনষ্টি পাপেতি। উক্তানামাত্মন্তরীণাং ভগবৎপ্রাপ্তিসম্ভাবনাভাবাদপ্রাপ্য মামিত্যপ্রসক্তপ্রতিষেধঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ মৎপ্রাপ্তাবিতি ॥ ৩ ॥

রামানুজ।—অশ্রদ্ধধানা ইতি। অস্যোপাসনাখ্যস্য ধর্ম্মস্য নিরতিশয়মদ্বিষয়তয়া স্বয়ং নিরতিশয়প্রিয়রূপস্য পরমনিঃশ্রেয়সস্বরূপমৎপ্রাপ্তিসাধনস্যাব্যয়স্যোপাদানযোগ্যদশাং প্রাপ্য অশ্রদ্দধানা বিশ্বাসপূর্ব্বকশ্রদ্ধারহিতাঃ পুরুষাঃ তে মাম্ প্রাপ্য মৃত্যুরূপে সংসারবর্ত্মনি নিতরাং বর্ত্তন্তে। অহো ! মহদিদমাশ্চর্য্যমিত্যর্থঃ। শৃণু তাবৎ প্রাপ্যভূতস্য মমাচিন্ত্যং মহিমানম্ ॥ ৩ ॥

হনুমান্।—অশ্রদ্ধধানা ইতি। অশ্রদ্ধধানাঃ শ্রদ্ধারহিতাঃ পুরুষাঃ ধর্ম্মস্যাস্য জ্ঞানলক্ষণস্যানুষ্ঠানে অশ্রদ্ধধানাঃ ইতি সম্বন্ধঃ, অপ্রাপ্য মাং পরমাত্মানং নিবর্ত্তন্তে প্রত্যাগচ্ছন্তি মৃত্যুযুক্তঃ সংসার এব বর্ত্ম তত্র মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি ॥ ৩ ॥

শ্রীধর।—নন্বেবমপ্যতিসুকরত্বেন কে নাম সংসারিণঃ স্যুস্তত্রাহ অশ্রদ্ধধানা ইতি। অস্য ভক্তি-সহিতজ্ঞানলক্ষণস্য (ধর্ম্মস্যেতি কর্ম্মণি ষষ্ঠী) ইমং ধর্ম্মমশ্রদ্ধধানা আস্তিক্যেনাস্বীকুর্ব্বন্ত উপায়ান্তরৈর্মৎপ্রাপ্তয়ে কৃতপ্রযত্না অপি মাম্ প্রাপ্য মৃত্যুযুক্তে সংসারবর্ত্মনি নিবর্ত্তন্তে, মৃত্যুব্যাপ্তে সংসারমার্গে পরিভ্রমন্তীত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

বলদেব।—নন্বেবং সুকরে ধর্ম্মে স্থিতে ন কোঽপি সংসরেদিতি চেত্তত্রাহ অশ্রদ্দধানা ইতি। (অস্যেতি কর্ম্মণি ষষ্ঠী) ইমং মদ্ভক্তিলক্ষণং ধর্ম্মং শ্রুত্যাদিপ্রসিদ্ধপ্রভাবমপ্যশ্রদ্দধানা দৃঢ়বিশ্বাসেন তমগৃহ্নন্তঃ স্তুতিমাত্রমেবৈতদিতি যে মন্যন্তে তে মৎপ্রাপ্তয়ে সাধনান্তরাণ্যনুতিষ্ঠন্তোঽপি ভক্ত্যবহেলনান্মাম্ প্রাপ্য মৃত্যুযুক্তে সংসারবর্ত্মনি নিতরাং বর্ত্তন্তে ॥ ৩ ॥

মধুসূদন।—এবমস্য সুকরত্বে সর্ব্বোৎকৃষ্টত্বে চ সর্ব্বোঽপি কুতোঽত্র ন প্রবর্ত্তন্তে তথাচ ন কোঽপি সংসারী স্যাদিত্যত আহ অশ্রদ্দধানা ইতি। অস্যাত্মজ্ঞানাখ্যস্য ধর্ম্মস্য স্বরূপে সাধনে ফলে চ শাস্ত্রপ্রতিপাদিতেঽপ্যশ্রদ্দধানা বেদবিরোধিত্বহেতুদর্শনদূষিতান্তঃকরণতয়া প্রমাণানি অমন্যমানাঃ পাপকারিণঃ অসুরসম্পদমারূঢ়াঃ স্বমতিকল্পিতেনোপায়েন কথঞ্চিদ্ যতমানা অপি শাস্ত্রবিহিতোপায়াভাবাদপ্রাপ্য মাং মৎপ্রাপ্তিসাধনমপ্যলব্ধ্বা নিবর্ত্তন্তে মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি সর্ব্বদা জননমরণবন্ধেন নারকিণঃ তির্য্যগাদিযোনিষ্বেব ভ্রমন্তীত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

নীলকণ্ঠ।—তর্হি কুতঃ এতজ্ জ্ঞানং সর্ব্বে ন সম্পাদয়ন্তীত্যাশঙ্ক্যাহ অশ্রদ্দধানা ইতি, স্পষ্টার্থঃ শ্লোকঃ ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ।—নন্বেবমস্য ধর্ম্মস্যাতিসুকরত্বে সতি কো নাম সংসারী স্যাৎ? তত্রাহ অশ্রদ্দধানা ইতি। (অস্যেতি কর্ম্মণি ষষ্ঠী আর্ষী) ইমং ধর্ম্মং অশ্রদ্দধানাঃ শাস্ত্রবাক্যৈঃ প্রতিপাদিতং ভক্তেঃ সর্ব্বোৎকর্ষং স্তুত্যর্থবাদমেব মন্যমানা আস্তিক্যেন ন স্বীকুর্ব্বন্তি যে তে উপায়ান্তরৈর্মৎপ্রাপ্তয়ে কৃতপ্রযত্না অপি মাম্ প্রাপ্য মৃত্যুব্যাপ্তে সংসারবর্ত্মনি নিতরামতিশয়েন বর্ত্তন্তে ॥ ৩ ॥

তাৎপর্য্য।—শ্রীভগবান্ পূর্ব্ব-শ্লোকে এই ভক্তি-সহকৃত আত্মজ্ঞানের যে প্রশংসাবাদ কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহাতে উপলব্ধ হইয়াছে যে, ইহা যেমন পরম ফলপ্রদ, তেমনই অনায়াস-লভ্য। সুতরাং সহজেই মনে হইতে পারে যে, এমন সুসাধ্য উপায় বর্ত্তমান থাকিতেও, মানব কেন এই বিড়ম্বনা-পূর্ণ অশেষ-যন্ত্রণা-সঙ্কুল সংসার-দশায় নিপতিত হইয়া অপরিসীম ক্লেশ ভোগ করে। আরও মনে হইতে পারে যে, এতাদৃশ সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও সহজ উপায় বিদ্যমান থাকিতে, মানব কেন অবিচলিত চিত্তে ও অনন্য-মনে তাহারই অনুসরণ না করে। বর্ত্তমান শ্লোকে এই উভয় প্রকার আশঙ্কারই বিহিত উত্তর প্রদত্ত হইতেছে। এই আত্মজ্ঞানাভিধেয় ধর্ম্মের স্বরূপ, সাধনা এবং ফল শাস্ত্র-প্রতিপাদিত এবং শ্রীভগবৎ-কর্ত্তৃক সমর্থিত হইলেও, অনেকেই তাহার প্রতি শ্রদ্ধা-পরিশূন্য। বেদ-বিরোধী কুতর্ক-কুহেলিকায় হৃদয়াকাশ আচ্ছন্ন হওয়ায়, যাহারা প্রকৃষ্ট দৃষ্টিশক্তি-পরিশূন্য হইয়াছে, বিভিন্ন বিরুদ্ধ যুক্তির বশবর্ত্তী হইয়া যাহারা এই সনাতন সত্য তত্ত্বের প্রামাণিকতা-

বিষয়ে সন্দিহান হইয়াছে, আসুরী-সম্পৎ-সংপ্রাপ্ত হইয়া (এই গ্রন্থের সপ্তম অধ্যায়ের ১৫শ শ্লোকের তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য। তথায় আসুরী সম্পদের বিবরণ আছে এবং এই গ্রন্থের ১৬শ অধ্যায়ের ৪র্থ শ্লোকেও ইহার বিস্তারিত বিবরণ পরিদৃষ্ট হইবে।) যাহারা আপাত-মনোহর ও আশু সুখ-প্রদ পাপকার্য্যের অনুসরণে নিরত হইয়াছে, তাদৃশ ভ্রষ্ট-বুদ্ধি হতভাগ্যেরা করুণাময় ভগবানের প্রদর্শিত এই পরমফল-বিধায়ক ভক্তিসহকৃত জ্ঞান-মার্গের অনুসরণে শ্রদ্ধা-পরিশূন্য। তাদৃশ দুর্ব্বৃত্তগণ যদিও কখনও স্বকীয় মনঃ-কল্পিত উপায় বিশেষ অবলম্বনে ব্রহ্মজ্ঞান-লাভার্থ যত্নপরায়ণ হয়, তথাপি শাস্ত্র-বিহিত উপায়ের অপরিজ্ঞান-হেতু তাহারা কখনই সফল কাম হয় না। এইরূপ নাস্তিকেরা কোন উপায়েই আমাকে প্রাপ্ত না হইয়া এবং মৎপ্রাপ্তির সাধন-স্বরূপ ভক্তি-ধনে বঞ্চিত থাকিয়া, নিরন্তর জনন মরণ রূপ বন্ধনে বদ্ধ হয় এবং নারকী তির্য্যগাদি যোনিতে পরিভ্রমণ করিতে থাকে।

হে অর্জ্জুন! এক্ষণে ভাবিয়া দেখ, মানব স্বকীয় বুদ্ধির দোষে কি মহদনিষ্টই সংঘটিত করে। এরূপ সহজসাধ্য, অনায়াসলভ্য ব্রহ্ম-লাভ-রূপ-পরম-ফলপ্রদ উপায় সম্মুখে নিপতিত থাকিলেও, তাহারা, ভ্রমান্ধ ও মোহাচ্ছন্ন হইয়া উপায়ান্তরের অনুসরণ-ক্রমে, স্বেচ্ছায় স্বকীয় সর্ব্বনাশ সংসাধিত করিয়া থাকে। ইহার অপেক্ষা আশ্চর্য্য অথচ শোচনীয় ব্যাপার আর কি হইতে পারে?

শ্রীভগবান্ এই গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়স্থ চত্বারিংশ শ্লোকে বলিয়াছেন, "অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি। নায়ং লোকোহস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ॥" অর্থাৎ অনভিজ্ঞ, শ্রদ্ধাবিহীন, এবং সন্দেহ-সমাকুলিতচিত্ত ব্যক্তি বিনাশদশা প্রাপ্ত হয়। তাদৃশ সংশয়াত্মার ইহলোক, পরলোক এবং সুখ কিছুই থাকে না। ফলতঃ শ্রদ্ধার অভাব, গুরুবাক্যে ও শাস্ত্রোক্তিতে অনাস্থা, এবং স্বকীয় বুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া, অসৎ পন্থার পরিগ্রহ ইত্যাদিরূপ কারণেই মানব স্বেচ্ছায় স্বকীয় সর্ব্বনাশ সংসাধিত করিয়া থাকে এবং ইহ কালের সুখশান্তি ও পারলৌকিক সদ্গতি সকলই হারাইয়া, এবং জন্ম মরণরূপ দুঃখ দুর্গতি নিবদ্ধ হইয়া, অশেষ কষ্ট সহকৃত অধোগতি ভোগ করিতে থাকে॥ ৩॥

* * *

ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা।
মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ ॥ ৪ ॥

অন্বয়।—ইদং সর্ব্বং জগৎ (দৃশ্যজাতম্) ময়া অব্যক্তমূর্ত্তিনা (সর্ব্বকরণাগোচর-স্বরূপেণ) ততম্ (ব্যাপ্তম্) সর্ব্ব ভূতানি (স্থাবর-জঙ্গমানি) মৎস্থানি (ময়ি স্থিতানি) অহম্ (পরমেশ্বরঃ) চ তেষু (ভূতেষু) ন অবস্থিতঃ ॥ ৪ ॥

প্রতিশব্দ।—এই সকল চরাচর ইন্দ্রিয়াতীত-রূপ আমা-দ্বারা ব্যাপ্ত সকল স্থাবর-জঙ্গম আমাতে-স্থিত আমি কিন্তু তৎসমূহে না অবস্থিত ॥ ৪ ॥

ব্যাখ্যা।—এই পরিদৃশ্যমান সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড সর্ব্বেন্দ্রিয়াতীত-স্বরূপ মৎকর্ত্তৃক পরিব্যাপ্ত, কিন্তু আমি তাহার কিছুতেই অবস্থিত নহি ॥ ৪॥

শঙ্করাচার্য্য।—ইতি জ্ঞানং স্তুত্বার্জ্জুনমভিমুখীকৃত্যাহ ময়েতি। ময়া মম যঃ পরো ভাবস্তেন, ততং ব্যাপ্তং সর্ব্বমিদং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা, ন ব্যক্তা মূর্ত্তিঃ স্বরূপং যস্ত মম সোঽহমব্যক্তমূর্ত্তিস্তেন ময়াব্যক্তমূর্ত্তিনা করণাগোচরস্বরূপেণেত্যর্থঃ, তস্মিন্মষ্যব্যক্তমূর্ত্তৌ স্থিতানি মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ব্রহ্মাদীনি স্তম্বপর্য্যন্তানি, নহি নিরাত্মকং কিঞ্চিদ্ভূতং ব্যবহারায়াবকল্পতেঽতো মৎস্থানি ময়াত্মনাত্মবত্ত্বেন স্থিতানি অতো ময়ি স্থিতানীত্যুচ্যতে, তেষাং ভূতানামহমেব আত্মা ইত্যতস্তেষু স্থিত ইতি মূঢ়বুদ্ধীনামবভাষতেঽতো ব্রবীমি ন চাহং তেষু ভূতেষ্ববস্থিতো মূর্ত্তবৎসংশ্লেষাভাবেন কালস্থাপ্যন্তস্তমোহহম্ ॥ ৪ ॥

আনন্দগিরি।—স্তুতিনিন্দাভ্যাং জ্ঞাননিষ্ঠাং মহীকৃত্য জ্ঞানং ব্যাখ্যাতুমারভতে স্তুত্বেতি। সোপাধিকস্য ব্যাপ্ত্যসম্ভবমভিপ্রেত্য বিশিনষ্টি ময়েতি। অনবচ্ছিন্নস্য ভগবদ্রূপস্য নিরুপাধিকত্বমেব সাধয়তি করণেতি। ব্যাপ্যব্যাপকত্বেন জগতো ভগবতশ্চ পরিচ্ছেদমাশঙ্ক্যাহ তস্মিন্নিতি। তথাপি ভগবতো ভূতানাঞ্চাধারাধেয়ত্বেন ভেদঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ নহীতি। নিরাত্মকস্য ব্যবহারানর্হত্বে ফলিতমাহ অত ইতি। ঈশ্বরস্য ভূতাত্মত্বে তেষু স্থিতিঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ তেষামিতি। তস্য তেষু স্থিত্যভাবং ব্যবস্থাপয়তি মূর্ত্তবদিতি ॥ ৪ ॥

রামানুজ।—ময়া ততমিতি। ইদং চেতনাত্মকং কৃৎস্নঞ্জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা অপ্রকাশিতস্বরূপেণ ময়া অন্তর্যামিণা ততম্। অস্য জগতো ধারণার্থং নিয়মনার্থঞ্চ শেষিত্বেন ব্যাপ্তমিত্যর্থঃ। যথান্তর্যামি-ব্রাহ্মণে, "যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ যঃ পৃথিবীং ন বেদ, য আত্মনি তিষ্ঠন্ যং আত্মানং ন বেদ"। ইতি চেতনাচেতনবস্তুজাতৈরদৃষ্টেনান্তর্যামিনা তত্র তত্র ব্যাপ্তিরুক্তা,

ততো মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি সর্ব্বাণি ভূতানি ময্যন্তর্যামিনি স্থিতানি, তত্রৈব ব্রাহ্মণে “যস্য পৃথিবী শরীরং যঃ পৃথিবীমন্তরো যময়তি যস্যাত্মা শরীরং য আত্মানমন্তরো যময়তি।” ইতি শরীরত্বেন নিয়াম্যত্বপ্রতিপাদনাৎ তদায়ত্তে স্থিতিনিয়মনে প্রতিপাদ্যতে ইতি। শেষিত্বং চ “নচাহন্তেম্ববস্থিতঃ”। অহঞ্চ ন তদায়ত্তস্থিতিঃ মৎস্থিতৌ ন তৈঃ কশ্চিদুপকার ইত্যর্থঃ ॥৪॥

হনুমান্।—ময়া ততমিতি। ময়া ততং ব্যাপ্তমিদং সর্ব্বং জগৎ অব্যক্তা মূর্ত্তির্যস্য সোঽব্যক্তমূর্ত্তিস্তেন ময়েশ্বরেণেন্দ্রিয়গোচরস্বরূপেণেত্যর্থঃ। মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি সর্ব্বপ্রাণিনঃ ন চাহং তেষু ভূতেষু ব্যবস্থিতঃ ॥ ৪ ॥

শ্রীধর।—তদেবং বক্তব্যতয়া প্রস্তুতস্য জ্ঞানস্য স্তুত্যা শ্রোতারমভিমুখীকৃত্য তদেব জ্ঞানং কথয়তি ময়েতি দ্বাভ্যাম্। অব্যক্তা অতীন্দ্রিয়া মূর্ত্তিঃ স্বরূপং যস্য তাদৃশেন ময়া কারণভূতেন সর্ব্বমিদং জগত্ততং “তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ” ইত্যাদিশ্রুতেঃ, অতএব কারণভূতে ময়ি তিষ্ঠন্তীতি মৎস্থানি সর্ব্বাণি ভূতানি চরাচরাণি, এবমপি ঘটাদিষু স্বকার্য্যেষু মৃত্তিকেব তেষু ভূতেষু নাহমবস্থিত আকাশবদসঙ্গত্বাৎ ॥ ৪ ॥

বলদেব।—অথ স্বভক্ত্যুদ্দীপকমদ্ভুতমৈশ্বর্য্যমাহ ময়েতি। অব্যক্তা ইন্দ্রিয়াগ্রাহ্যা মূর্ত্তিঃ স্বরূপং যস্য তেন ময়া সর্ব্বমিদং জগত্ততং ধর্ত্তুং নিয়ন্তুং চ ব্যাপ্তুম্। অতএব সর্ব্বাণি চরাচরাণি ভূতানি ব্যাপকে ধারকে নিয়ামকে চ ময়ি স্থিতানি ভবন্তীতি তেষাং স্থিতিমদধীনা। তেষু সর্ব্বেষু ভূতেষ্বহং ন চাবস্থিতঃ মম স্থিতিস্তদধীনা নেত্যর্থঃ। ইহ নিখিলজগদন্তর্যামিণা স্বাংশেনান্তঃ প্রবিশ্য নিযচ্ছামি দধামি চেত্যুক্তমাহ চৈবং শ্রুতিঃ; “যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্” ইত্যাদিনা। ইহাপি বক্ষ্যতি বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমিত্যাদি ॥ ৪ ॥

মধুসূদন।—তদেবং বক্তব্যতয়া প্রতিজ্ঞাতস্য জ্ঞানস্য বিধিমুখেনেতরনিষেধমুখেন চ স্তুত্বাভিমুখীকৃতমর্জ্জুনং প্রতি তদেবাহ ময়েতি দ্বাভ্যাম্। ইদং জগৎ সর্ব্বং ভূতভৌতিকতৎকারণরূপং দৃশ্যজাতং মদজ্ঞানকল্পিতং ময়াঽধীনপরমার্থসত্তাসদ্রূপেণ স্ফুরণরূপেণ চ ততং ব্যাপ্তং রজ্জুখণ্ডেনেব তদজ্ঞানকল্পিতং সর্পধারণাদি, ত্বয়া বাসুদেবেন পরিচ্ছিন্নেন সর্ব্বং জগৎ কথং ব্যাপ্তং প্রত্যক্ষবিরোধাদিতি নেত্যাহ অব্যক্তা সর্ব্বকরণাগোচরীভূতা স্বপ্রকাশাদ্বয়চৈতন্যসদানন্দরূপা মূর্ত্তির্যস্য তেন ময়া ব্যাপ্তমিদং সর্ব্বং ন ত্বনেন দেহেনেত্যর্থঃ। অতএব সন্তীব স্ফুরন্তীব মদ্রূপেণ স্থিতানি মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি স্থাবরাণি জঙ্গমানি চ, পরমার্থতস্তু ন চৈবাহং তেষু কল্পিতেষু ভূতেষ্ববস্থিতঃ কল্পিতাকল্পিতয়োঃ সম্বন্ধাযোগাৎ। অতএবোক্তং “যত্র যদধ্যস্তং তৎকৃতেন গুণেন দোষেণ বাণুমাত্রেণাপি ন সম্বধ্যতে” ইতি ॥ ৪ ॥

নীলকণ্ঠ।—এবং স্তুত্বাঽভিমুখীকৃত্য যদ্বক্তব্যং তদাহ ময়েতি। ময়া ইদং সর্ব্বং জগৎ ততং ব্যাপ্তং উপাদানত্বাৎ কনকেনেব কুণ্ডলাদীনি, ননু প্রাগেবৈতদুক্তং অহং সর্ব্বস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথেতি তথা চ রাজবিদ্যেত্যাদিস্তুতিরস্থানে এব কৃতা স্যাৎ বক্তব্যবিশেষাভাবাদিতি চেৎ? অত্র ক্রমঃ, যথা, “যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎপ্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ব্রহ্ম” ইতি জ্ঞেয়স্য ব্রহ্মণো লক্ষণং

জগজ্জন্মাদিহেতুত্বমুক্ত্বা তস্যানুগমং অন্নাদিশব্দশব্দিতেষু বিরাড়াদিষু দর্শয়তি, "অন্নাদ্ধ্যেব হি খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে প্রাণাদ্ধ্যেব" ইত্যাদিনা। তস্য নির্ণয়বাক্যন্তু "আনন্দাদ্ধ্যেব হি খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে" ইতি, "সৈষা ভার্গবী বারুণী বিদ্যা" ইতি। তত্রৈব বিদ্যায়াঃ পর্য্যবসানাভিধানাৎ এবমিহাপি সপ্তমে ভূমিরাপোঽনলো বায়ুরিত্যাদিনা সর্ব্বভূতাত্মকস্য বিরাজো জগজ্জন্মাদিহেতুত্বং প্রদর্শ্য পশ্চাদহং সর্ব্বস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথেত্যনেন মায়াশবলেঽপি তৎ প্রদর্শ্য ইদানীং শুদ্ধে প্রত্যগাত্মন্যেব তদ্দর্শয়তি স্থূলারুন্ধতীন্যায়েন, প্রতিপত্তিসৌকর্য্যার্থমিতি গম্যতে রাজবিদ্যেত্যাদিনা স্তুতত্বাৎ, যথা কশ্চিদ্দুর্লক্ষ্যাং সূক্ষ্মামরুন্ধতীং দিদর্শয়িষুস্তৎসমীপস্থাং স্থূলাং তারামরুন্ধতীতি গ্রাহয়তি, ততস্তামপোহ্য নেয়মরুন্ধতী কিন্তু ততঃ সূক্ষ্মাং তৎসমীপস্থাং দ্বিতীয়ামরুন্ধতীমিতি গ্রাহয়তি, এবং পূর্ব্বাং পূর্ব্বাং প্রত্যাখ্যায় যা অন্তে উক্তা সৈব মুখ্যারুন্ধতীতি গ্রাহয়তি, প্রতিপদ্যাতে চানেনৈব ক্রমেণ প্রতিপত্তৌ এবমিহাপি কার্য্যকরণপ্রতিপত্তিদ্বারা অকার্য্যকারণস্য শুদ্ধস্য প্রতিপত্তির্যুক্তা, অতএব ভগবান্ ভাষ্যকারো ময়া ততমিদং সর্ব্বমিত্যত্র ময়া মম যঃ পরো ভাবস্তেন ততং ব্যাপ্তমিতি ব্যাচখ্যৌ, ন ত্বহং সর্ব্বস্য জগতঃ প্রভব ইত্যত্র মম যঃ পরো ভাবঃ স সর্ব্বস্য জগতঃ প্রভব ইতি, স চ ভগবতঃ কারণাত্মনঃ পরো ভাবঃ পরমানন্দ এব তেনৈব চেদং ততম্ আনন্দাদ্ধ্যেবেত্যুদাহৃতশ্রুতেস্তস্যৈব জগদুপাদানত্বেন তদীয়-সত্তাস্ফূর্ত্তিভ্যাং জগতো ব্যাপ্তত্বাৎ। অতএব অব্যক্তমূর্ত্তিনেতি বিশেষণম্, মায়াশবলং হি কারণং বুদ্ধিগ্রাহ্যত্বাৎ করণগোচরঃ, শুদ্ধং হি বুদ্ধেঃ পরত্বাৎ করণাগোচর ইতি। কিম্ভূতা-কারেণানন্দঃ পরিণমত ইত্যত আহমৎস্থানীতি। ময়ি প্রত্যগানন্দে রজ্জাং স্রক্সর্পদণ্ডধারাদয় ইব সর্ব্বভূতানি স্থিতানি অতো মৎস্থানীত্যুপচারাদুচ্যন্তে অধিষ্ঠানাধ্যস্তয়োর্বাস্তবসম্বন্ধাযোগাৎ, এতদেবাহ ন চেতি। ন চাহং পরমানন্দস্তেষু ভূতেষ্ববস্থিতোঽস্মি ঘটাদাবিব মৃৎ, অপরিণামিত্বাদেব ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ।—মদ্দাস্যভক্তাবেতন্মাত্রং মদৈশ্বর্য্যং জ্ঞানং মদ্ভক্তৈরপেক্ষিতব্যং ইত্যাহ ময়েতি সপ্তভিঃ। অব্যক্তা অতীন্দ্রিয়া মূর্ত্তিঃ স্বরূপং যস্য তেন ময়া কারণভূতেন সর্ব্বমিদং জগৎ ততং ব্যাপ্তম্। অতএব মৎস্থানি ময়ি কারণভূতে পূর্ণচৈতন্যস্য স্বরূপে স্থিতানি সর্ব্বাণি ভূতানি চরাচরাণি সন্তি। এবমপি ঘটাদিষু স্বকার্য্যেষু মৃদাদিবত্তেষু নাহমবস্থিতঃ অসঙ্গত্বাৎ ॥ ৪ ॥

তাৎপর্য্য।—শ্রীভগবান্ বিহিত বিধানে এই জ্ঞানের স্তুতিবাদ কীর্ত্তন করিয়া অর্জ্জুনের চিত্তকে তদভিমুখী করিয়াছেন। এক্ষণে দুই শ্লোকে সেই জ্ঞানের বিষয় পরিস্ফুট করিতেছেন। এই ভূত, ভৌতিক ও তৎকারণ-রূপ পরিদৃশ্যমান জগৎ আমার অজ্ঞান দ্বারা কল্পিত, আমি সদ্রূপে ও স্ফুরণ-রূপে তৎসমূহে ব্যাপ্ত। রজ্জুখণ্ড দ্বারা যেরূপ অজ্ঞান-কল্পিত সর্পের অববোধ

হয়, তদ্রূপ আমার অধিষ্ঠান হেতু এই দৃশ্যজাত পদার্থ পুঞ্জের অববোধ হইয়া থাকে। এস্থলে সন্দেহ-সমাকুলিত-চিত্ত অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, হে ভগবন্! প্রত্যক্ষতঃ তোমাকে তো জগতের কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যায় না। অতএব তোমাদ্বারা এই সমস্ত জাগতিক পদার্থপুঞ্জ পরিব্যাপ্ত, একথা কিরূপে অনুভব করিব? এইরূপ আশঙ্কার উত্তর স্বরূপে শ্রীভগবান্ কহিতেছেন যে, যাবতীয় ইন্দ্রিয়ের অগোচরীভূতা স্বপ্রকাশ, অদ্বয়, চৈতন্য, সদানন্দঘনরূপ আমার যে মূর্ত্তি তদ্দ্বারাই এই ভূত সমূহ ব্যাপ্ত রহিয়াছে। আমার এ পরিদৃশ্যমান যে দেহ, তাহা দ্বারা এ সমস্ত ব্যাপ্ত নহে, সুতরাং স্থূল চক্ষে তাহা পরিদৃষ্ট হইবার কোনই সম্ভাবনা নাই। যাবতীয় স্থাবর ও জঙ্গম পদার্থ আমার দ্বারা স্ফূর্ত্তি-প্রাপ্ত এবং আমাতেই অবস্থিত। কিন্তু পরমার্থতঃ আমি সেই সকল ভূত পদার্থে অবস্থিত নহি; কেননা ভূত সমূহ কল্পিত, কিন্তু আমি অকল্পিত। কল্পিত ও অকল্পিতের সম্বন্ধ অসঙ্গত। শ্রুতি বলিয়াছেন, "তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রবিশৎ" অর্থাৎ "তাহা সৃষ্টি করিয়া পশ্চাৎ তাহাতেই প্রবেশ করিয়াছিলেন।" অতএব কারণ ভূত ভগবানে এই চরাচর প্রবিষ্ট এবং এই সচরাচর জগৎ সেই কারণরূপ ভগবানে অবস্থিত। কিন্তু কার্য্যভূত ঘটাদিতে কারণ ভূত মৃত্তিকার ন্যায় শ্রীভগবান্ কখনই ভূত সমূহে অবস্থিত নহেন; কেননা তিনি আকাশের ন্যায় অসঙ্গ। ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্য্যন্ত সকলই শ্রীভগবানে অবস্থিত; কিন্তু জড়-বুদ্ধিগণ মনে করিয়া থাকে যে, সেই পরম পুরুষই আত্মরূপে তৎসমস্তে অবস্থিত; এই ভ্রম-ভঞ্জনের নিমিত্তই এস্থলে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন যে, ভূত সমূহ আমাতে অবস্থিত হইলেও, আমি তৎসমস্তে অবস্থিত নহি।

শ্রীভগবান্ এই গ্রন্থের সপ্তমাধ্যায়ের সপ্তম শ্লোকে বলিয়াছেন যে; "মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়। ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণি-গণা ইব॥" অর্থাৎ "হে ধনঞ্জয়! আমার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই। সূত্রে যেমন মণি সমূহ গ্রথিত থাকে, তদ্রূপ আমাতে এই বিশ্বব্যাপার সংলগ্ন রহিয়াছে।" এই শ্লোকের তাৎপর্য্যে লিখিত হইয়াছিল যে, সূত্র ও মণি-গণের দৃষ্টান্ত, এই বিশ্বব্যাপারে ভগবদ্‌ব্যাপ্তির সর্ব্বথা অনুরূপ নহে। সূত্রে যে ভাবে মণি-মালিকার অবস্থান থাকে, পরব্রহ্মে সে ভাবে এ বিশ্ব-ব্যাপার অবস্থিত নহে। তিনিই সদ্রূপে ও স্ফুরণ রূপে সর্ব্বত্র অনুস্যূত। তিনি

কারণ রূপে সর্ব্বত্র অবস্থিত থাকায়, এই পরিদৃশ্যমান জগৎ পরিস্ফুট রহিয়াছে। অতএব সেই শ্লোকধৃত দৃষ্টান্তে যে ভাব বিশদীকৃত হয় নাই, তাহা এস্থলে সুস্পষ্টরূপে প্রকটিত হইল। (উল্লিখিত শ্লোকের তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য)

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্যের অভিপ্রায়। আমি অব্যক্ত-মূর্ত্তি ও অপ্রকাশ-স্বরূপ। মৎকর্ত্তৃক এই জড়চৈতন্যাত্মক জগৎ, ধৃত এবং নিয়মিত রহিয়াছে; এ নিমিত্ত তৎসমস্ত আমাকর্ত্তৃক নিত্য পরিব্যাপ্ত। অর্থাৎ চেতন ও অচেতন এই উভয়বিধ পদার্থ দ্বারা অনুপ্রাণিত এই জগৎকে স্বকার্য্যে নিযুক্ত রাখিবার নিমিত্ত ও ধারণ করিবার নিমিত্ত, আমি ইহার শেষে অর্থাৎ সীমান্ত-স্থলে শেষিত্ব রূপে এবং অভ্যন্তরে অপ্রকাশ-স্বরূপে নিয়ত অধিষ্ঠিত আছি। সর্ব্বত্রই তাঁহার সত্তা, সকলই তিনি, তবে এ ধারণ ও নিয়ন্ত্রন কাহার? এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন, শ্রুতিতে তাঁহার শরীরত্বের কীর্ত্তন আছে। যথা; "যস্থাত্মা শরীরম্।" ইতি। অর্থাৎ "আত্মা যাঁহার শরীর।" এই শরীর-কীর্ত্তন দ্বারা তাঁহার নিয়ম্যত্ব প্রতিপাদিত হইল, কেননা শরীর থাকিলেই তাহার নিয়মনের একান্ত আবশ্যকতা। জল, অনল প্রভৃতি হইতে আমাদের শরীরকে নিয়ত রক্ষা করিতে আমারই যেমন নিয়ন্তা, তদ্রূপ তাঁহার শরীর রূপ আত্ম-শক্তিকে চলাইতে ফিরাইতে, ও ধারণ করিতে একমাত্র তিনিই নায়ক। এতাবতা নিয়ম্য শরীরকে নিয়ন্ত্রিত করিতে তাঁহার ধারকত্ব ও নিয়ামকত্ব প্রতিপন্ন হইল। কিন্তু তাঁহার শেষিত্ব সম্ভবে কিরূপে? এই আশঙ্কায় বলিয়াছেন, "নচাহং তেষ্ববস্থিতঃ।" অর্থাৎ "আমি সে সকলে অবস্থিত নহি।" ভাবার্থ—আমাতেই তাহারা অবস্থিত। অর্থাৎ ভূত পদার্থ সকলই আধেয় রূপে আমাতেই বর্ত্তমান, আধার রূপে আমি তাহাদিগকে ধারণ করিয়া রহিয়াছি। এতাবতা এতদ্দ্বারা তাঁহার শেষিত্বও পরিব্যক্ত ও পরিকীর্ত্তিত হইল।

পূজ্যপাদ শ্রীমন্নীলকণ্ঠের অভিপ্রায়। কনকদ্বারা কুণ্ডল যেরূপ ব্যাপ্ত, উপাদান-ভাবে শ্রীভগবৎ-কর্ত্তৃক এই সর্ব্বজগৎ তদ্রূপ ব্যাপ্ত। শ্রীভগবান্ পূর্ব্বে বলিয়াছেন, "অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা।" (গীতা, ৭ম অ, ৬ শ্লোক) অর্থাৎ "আমি সমস্ত জগতের উৎপত্তি ও প্রলয় স্থান।" সুতরাং অধুনা জ্ঞানের সম্বন্ধে রাজবিদ্যা প্রভৃতি যে সকল স্তুতিবাক্য প্রয়োগ করা হইতেছে, তাহা অস্থানে বিন্যস্ত অনর্থক বলিয়া মনে হইতে পারে। কেননা

পূর্ব্বে যাহা যাহা কথিত হইয়াছে তাহাই যথেষ্ট, এখানে আর বিশেষ বক্তব্য কিছুই নাই। এইরূপ আশঙ্কা উত্থাপন করিয়া অতঃপর পশ্চাল্লিখিত-ভাবে তাহার প্রতিবাদ প্রকটিত হইতেছে। শ্রুতি বলিয়াছেন, "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রয়ন্ত্যভিসম্বিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্‌ব্রহ্ম।" (তৈত্তিরীয় উপনিষদ, তৃতীয় বল্লী, প্রথম অনুবাক্) অর্থাৎ "যাহা হইতে এই সকল ভূত সঞ্জাত, যাঁহার দ্বারা জাত-পদার্থ জীবিত রহিয়াছে এবং প্রয়াণকালে যাঁহাতে প্রবেশ করে, তাঁহারই বিষয় জ্ঞাত হও, তিনিই ব্রহ্ম।" বরুণের পুত্র ভৃগু ব্রহ্মজ্ঞান লাভের অভিলাষে স্বকীয় পিতার নিকট উপদেশ-প্রার্থী হইলে, ভৃগুর পিতা বরুণ উল্লিখিতরূপ উপদেশ প্রদান করিয়া, ব্রহ্মের জগজ্জন্মাদি-হেতুত্ব পরিব্যক্ত করিয়াছিলেন। পুত্র ভৃগু তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। "অন্নং ব্রহ্মেতি ব্যজনাৎ। অন্নাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, অন্নেন জাতানি জীবন্তি, অন্নং প্রয়ন্ত্যভিসম্বিশন্তি।" অর্থাৎ তপস্যার দ্বারা ভৃগু "জানিতে পারিলেন যে, অন্নই ব্রহ্ম, কারণ অন্ন হইতে এই সমস্ত ভূত সঞ্জাত, অন্ন দ্বারা জাত পদার্থ-সমূহ জীবিত রহিয়াছে এবং প্রয়াণকালে অন্নেই প্রবেশ করে।" এইরূপ পরিজ্ঞানের পর পুত্র ভৃগু পিতা বরুণের নিকট গমন করিয়া পুনরায় ব্রহ্মজ্ঞান-বিষয়ক উপদেশ-প্রার্থী হইলে, বরুণ তাঁহাকে তপস্যা করিতে উপদেশ দিলেন। ভৃগু পুনরায় তপস্যা করিলেন। "প্রাণো ব্রহ্মেতি ব্যজনাৎ। প্রাণাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, প্রাণেন জাতানি জীবন্তি, প্রাণং প্রযন্ত্যভিসম্বিশন্তি।" অর্থাৎ তপস্যার দ্বারা ভৃগু, "জানিতে পারিলেন যে, প্রাণই ব্রহ্ম, কারণ প্রাণ হইতে এই সমস্ত ভূত সঞ্জাত হয়, প্রাণ দ্বারা জাত-পদার্থ-সমূহ জীবিত রহিয়াছে এবং প্রয়াণকালে প্রাণেই প্রবেশ করে।" এইরূপ পরিজ্ঞানের পর পুত্র ভৃগু পিতা বরুণের নিকট গমন করিয়া পূর্ব্ববৎ ব্রহ্মোপদেশ-প্রার্থী হইলে, বরুণ তাঁহাকে পূর্ব্ববৎ তপস্যা করিতে উপদেশ প্রদান করিলেন। পুনরায় তপস্যা দ্বারা ভৃগু জানিতে পারিলেন যে, মনই ব্রহ্ম। পুনরায় পিতার নিকট ব্রহ্মোপদেশ-প্রার্থী হইলে, বরুণ তাঁহাকে পূর্ব্ববৎ তপস্যা করিতে উপদেশ দিলেন। ভৃগু আবার তপস্যা করিয়া জানিতে পারিলেন যে, বিজ্ঞানই ব্রহ্ম। পুনরায় পূর্ব্ববৎ বরুণের নিকট ব্রহ্মজ্ঞান-বিষয়ক-উপদেশ-প্রার্থী হইয়া আসিলে, পিতা তাঁহাকে পূর্ব্ববৎ তপস্যা করিতে উপদেশ দিলেন। এবার তপস্যায় ভৃগু

জানিতে পারিলেন যে, আনন্দই ব্রহ্ম। "আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজনাৎ, আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জীবন্তি, আনন্দং প্রযন্ত্যভিসম্বিশন্তি।" অর্থাৎ "জানিলেন যে, আনন্দই ব্রহ্ম, আনন্দ দ্বারা ভূত সমূহ সঞ্জাত হয়, আনন্দ দ্বারা জাত-পদার্থ-সমূহ জীবিত রহিয়াছে এবং প্রয়াণকালে আনন্দেই প্রবেশ করে।" এই বিদ্যা ভার্গবী বারুণী বিদ্যা নামে অভিহিত। ইহা ভৃগু ও বরুণের অধ্যবসায় দ্বারা প্রকটিত হওয়ায়, এইরূপ নাম-প্রাপ্ত হইয়াছে। এই বিদ্যার তাৎপর্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া ইহাই উপলব্ধ হয় যে, প্রথমতঃ কার্য্যভূত স্থূল-পদার্থের পরিগ্রহ হইতে ক্রমশঃ কারণ-রূপ আনন্দ-স্বরূপ ব্রহ্মের উপলব্ধি হইয়া থাকে।

এই গীতা-শাস্ত্রেও শ্রীভগবান্ সপ্তমাধ্যায়ে "ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।" (৭ অ, ৪ শ্লোক) ইত্যাদি বাক্যে প্রথমতঃ সর্ব্বভূতাত্মক বিরাট পুরুষের জগজন্মাদি-ব্যাপারের হেতুত্ব প্রদর্শন করিয়া, পরে "অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা।" (৭ অ, ৬ শ্লোক) ইত্যাদি বাক্যে মায়ার বিচিত্রতা প্রদর্শন করিয়াছেন। অধুনা সহজোপলব্ধি সংসিদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে রাজবিদ্যাদি স্তুতিবাক্যের দ্বারা সেই তত্ত্ব সম্যক্‌রূপে প্রকটিত করিতেছেন। গগনমণ্ডলে অরুন্ধতী নামে সূক্ষ্ম ও দুর্লক্ষ্য নক্ষত্র আছে। সহসা দেখাইয়া দিলে অনেকেই তাহা দেখিতে পায় না। প্রবাদ আছে, যে ব্যক্তির আয়ুষ্কাল পূর্ণ হইয়া আসিয়াছে, অর্থাৎ যাহার মৃত্যু নিকটস্থ হইয়াছে, সে আর কোন মতেই অরুন্ধতী নক্ষত্র দেখিতে পায় না। নভোমণ্ডলে সপ্তর্ষি-মণ্ডলের মধ্যগত বশিষ্ঠ নাম অন্যতম নক্ষত্রের সমীপদেশে উক্ত অরুন্ধতী নক্ষত্রের স্থান। কাহাকেও অরুন্ধতী নক্ষত্র প্রদর্শন করিতে হইলে বিজ্ঞজনেরা সাধারণতঃ তৎসমীপবর্ত্তী অন্য কোন স্থূল সহজ-দর্শন-যোগ্য তারা প্রদর্শন করেন, সেই তারা দর্শকের পরিদৃষ্ট হইলে, তাহা অরুন্ধতী নহে, এইরূপ জানাইয়া, তৎসমীপবর্ত্তী অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম অন্য কোন নক্ষত্র প্রদর্শন করেন। তদনন্তর তাহাও অরুন্ধতী নহে বুঝাইয়া, নিকটস্থ আরও কোন সূক্ষ্মতর নক্ষত্রের প্রতি দর্শকের দৃষ্টি সঞ্চালিত করাইয়া দেন। এইরূপে পূর্ব্বদৃষ্ট তারাগুলি অগ্রাহ্য করিয়া ক্রমশঃ মুখ্য ও প্রকৃত অরুন্ধতী দেখাইয়া দেন। ইহাই শাস্ত্রে "অরুন্ধতী ন্যায়" নামে পরিকীর্ত্তিত। এইরূপে স্থূলাবলম্বন করিয়া ক্রমশঃ সূক্ষ্মাভিমুখে অগ্রসর হওয়া এবং শেষোক্ত সূক্ষ্ম বস্তুই প্রকৃত গ্রহণীয়-রূপে অব-

ধারণ করা যুক্তি-বিগর্হিত নহে। এস্থলেও প্রথমতঃ কার্য্যকারণের প্রতিপত্তি দ্বারা ক্রমশঃ অকার্য্যকারণ-স্বরূপ শুদ্ধাত্মার প্রতিপাত্তি যুক্তিযুক্ত হইয়াছে। এই জন্যই ভাষ্যকার ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য "ময়া ততমিদং সর্ব্বম্" ইত্যাদি স্থলে (বর্ত্তমান শ্লোকে) 'ময়া' অর্থাৎ আমার যে পরোভাব তদ্দ্বারা, এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন; কিন্তু 'অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়ঃ' (৭ অ, ৬ শ্লোক) ইত্যাদি স্থলে, আমিই জগতের প্রভব ও প্রলয়স্থল এইরূপ ব্যাখ্যা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, সেখানে পরোভাবের উল্লেখ করেন নাই।

পরমানন্দই কারণাত্মরূপ শ্রীভগবানের পরোভাব। তাঁহা কর্ত্তৃকই উপাদানত্ব ভাবে ও তদীয় সত্তা-স্ফূর্ত্তি দ্বারা এই জগৎ ব্যাপ্ত। পূর্ব্বোদাহৃত "আনন্দো ব্রহ্মেতি" ইত্যাদি শ্রুতিও ইহার সমর্থন করিয়াছেন। এই জন্যই শ্রীভগবানের "অব্যক্ত মূর্ত্তি" এই বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে। তিনি করণাগোচর অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াতীত। রজ্জুতে মালা সর্পাদির ন্যায় শ্রীভগবানে সর্ব্বভূত অবস্থিত। এস্থলে 'মৎস্থানি' এই যে বাক্য প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা প্রভৃত প্রকৃতার্থ-বাচী নহে; লক্ষণা দ্বারা তাহার অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে। কেননা অধিষ্ঠান এবং অধ্যস্ত এতদুভয়ের বাস্তব সম্বন্ধ অযুক্ত। এই জন্যই শ্রীভগবান্ সঙ্গে সঙ্গেই বলিয়াছেন যে, পরমানন্দ স্বরূপ আমি, ঘটাদিতে মৃত্তিকার ন্যায়, ভূতসমূহে অবস্থিত নহি। কেননা তত্তাবৎ পরিণাম-ধর্ম্মী, কিন্তু শ্রীভগবান্ অপরিণামী ॥ ৪ ॥

* * *

ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।
ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ ॥ ৫ ॥

অন্বয়।—মে (মম) ঐশ্বরম্ (অসাধারণম্) যোগম্ (যুক্তিম্) পশ্য (অবলোকয়) ভূতানি (ব্রহ্মাদীনি) ন চ মৎস্থানি (ময়ি স্থিতানি) মম আত্মা (পরং স্বরূপম্) ভূতভৃৎ (ভূতধারকঃ) ভূতভাবনঃ (ভূতপালকঃ) চ [তথাপি] ন ভূতস্থঃ (ভূতেষ্ববস্থিতঃ) ॥ ৫ ॥

প্রতিশব্দ।—আমার অলৌকিক প্রভাব দেখ ভূত-সমূহ না ও

আমাতে-স্থিত আমার আত্মা ভূত-ধারক ভূতপালক-ও [তথাপি] না ভূতাবস্থিত ॥ ৫ ॥

ব্যাখ্যা।—আমার অসাধারণ প্রভাব পর্য্যালোচনা কর। ভূত সকলও আমাতে অবস্থিত নহে; আমার আত্মা ভূতধারক ও ভূতপালক হইলেও, আমিও কিন্তু ভূত-সমূহে অবস্থিত নহি ॥ ৫ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—নহ্যসংসর্গি বস্তু কচিদাধেয়ভাবেনাবস্থিতং ভবত্যত এবাসংসর্গিত্বান্মম ন চেতি। ন চ মৎস্থানি ভূতানি ব্রহ্মাদীনি, পশ্য মে যোগং যুক্তিং ঘটনং মে মমৈশ্বরং যোগমাত্মনঃ ঈশ্বরস্যেদমৈশ্বরং মাহাত্ম্যমিত্যর্থঃ। তথা চাত্মনো বা শ্রুতিরসংসর্গিত্বাদসঙ্গতাং দর্শয়ত্যসঙ্গো ন হি সজ্জত ইদঞ্চাশ্চর্য্যমন্যৎ পশ্য ভূতভৃদসঙ্গোঽপি সন্ ভূতানি বিভর্ত্তি ন চ ভূতস্থো যথোক্তেন ন্যায়েন দর্শিতত্বাৎ ভূতস্থত্বানুপপত্তেঃ, কথম্? পুনরুচ্যতে অসৌ মমাত্মা ইতি বিভজ্য দেহাদিসংঘাতং তস্মিন্নহঙ্কারমধ্যারোপ্য লোকবুদ্ধিমনুস্মরন্ ব্যপদিশতি মমাত্মেতি। ন পুনরাত্মন আত্মা অন্য ইতি লোকবদজানন্ তথা ভূতভাবনো ভূতানি ভাবয়তি উৎপাদয়তি বর্দ্ধয়তি বা ভূতভাবনঃ ॥ ৫ ॥

আনন্দগিরি।—সংশ্লেষাভাবেঽপি কিমিতি নাধেয়ত্বমত আহ ন হীতি। পরমেশ্বরস্য ভূতেষু স্থিত্যভাবেঽপি ভূতানাং তত্র স্থিতিরাস্থিতেতি কুতোঽসঙ্গত্বম্? তত্রাহ অত এবেতি ন চেতি। তত্র চকারোঽবধারণার্থঃ। ভূতানামীশ্বরেণৈব স্থিতিরিত্যত্র হেতুমাহ পশ্যেতি। আত্মনোঽসঙ্গত্বস্বরূপমিত্যত্র প্রমাণমাহ তথা চেতি। অসঙ্গশ্চেদীশ্বরস্তর্হি কথং মৎস্থানি ভূতানীত্যুক্তম্? কথঞ্চ তথোক্তাংশ্চ মৎস্থানীতি তদ্বিরুদ্ধমুদীরিতম্? ইত্যাশঙ্ক্যাহ ইদঞ্চেতি। তর্হি ভূতসম্বন্ধঃ স্যাদিতি নেত্যাহ ন চেতি। যথোক্তেন ন্যায়েন অসঙ্গত্বেনেতি যাবৎ, অসঙ্গতয়া বস্তুতো ভূতাসম্বন্ধেঽপি কল্পনয়া তদবিরোধান্ন মিথো বিরোধোঽস্তীতি ভাবঃ। আত্মনঃ সকাশাদাত্মনোঽন্যত্বাযোগাৎ কুতঃ সম্বন্ধোক্তিঃ? ইত্যাশঙ্ক্যাহ অসাবিতি। যথা লোকে বস্তুতত্ত্বমজানন্ ভেদমারোপ্য মমায়মিতি সম্বন্ধমনুভবতিঃ, ন তথেহ সম্বন্ধব্যপদেশঃ। আত্মনি স্বতো ভেদাভাবাদতো ভেদো সত্যেব লোকে সম্বন্ধবুদ্ধিদর্শনমনুসরন্ ভগবানাত্মনো দেহাদিসংঘাতং বিভজ্যাহঙ্কারং তস্মিন্নারোপ্য অসৌ মমাত্মেতি ভেদং ব্যপদিশতি। তথাচ সংঘাতস্য মমেতি ব্যপদেশাত্ততো নিকৃষ্টস্য স্বরূপস্যাত্মশব্দেন নির্দ্দেশান্ন ভূতস্থোঽসাবিত্যর্থঃ। পূর্ব্বোক্তাসঙ্গত্বাঙ্গীকারেণৈবাত্মা ভূতানি ভাবয়তীত্যাহ তথেতি ॥ ৫ ॥

রামানুজ।—নচেতি। ন চ মৎস্থানি ভূতানি, ন ঘটাদীনাং জলাদেরিব মম ধারকত্বম্, কথং? মৎসংকল্পেন পশ্যমমৈশ্বরং যোগং অন্যত্র কুত্রচিদসংভবনীয়ং মদসাধারণমাশ্চর্য্যং যোগং পশ্য। কোঽসৌ যোগঃ? ভূতভৃন্নচ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ। সর্ব্বেষাং ভূতানাং ভর্ত্তাহং নচ তৈঃ কশ্চিদপি মমোপকারঃ মমাত্মৈব ভূতভাবনঃ মম মনোময়ঃ সঙ্কল্প এব ভূতানাং ভাবয়িতা ধারয়িতা নিয়ন্তা চ ॥ ৫ ॥

হনুমান্।—নচ ইতি। মৎস্থানি ভূতানি ময়ি তিষ্ঠন্তীতি মৎস্থানি, ন চ ইমানি ভূতানি মৎস্থানি, "অসঙ্গো ন হি সকুতঃ" ইতি শ্রুতেঃ। পশ্য চুলাকো যৎ মমেদমৈশ্বর্য্যং ঈশ্বরসম্বন্ধিনং, ভূতানি বিভর্ত্তীতি ভূতভৃৎ ন চ ভূতস্থঃ ন চ ভূতেষু মমেশ্বরস্যাত্মভূতভাবনঃ ভূতানুৎপাদয়তীতি ভূতভাবনঃ ॥ ৫ ॥

শ্রীধর।—কিঞ্চ ন চেতি। ন চ ময়ি স্থিতানি ভূতানি অসঙ্গত্বাদেব মম, ননু তর্হি ব্যাপকত্বমাশ্রয়ত্বঞ্চ পূর্ব্বোক্তং বিরুদ্ধম্? ইত্যাশঙ্ক্যাহ পশ্যেতি। মে ঐশ্বরমসাধারণং যোগং যুক্তিং অঘটনঘটনাচাতুর্য্যমিদং পশ্য মদীয়যোগমায়াবৈভবস্যাবিতর্ক্যত্বান্ন কিঞ্চিৎ বিরুদ্ধমিত্যর্থঃ। অন্যদপ্যাশ্চর্য্যং পশ্যেত্যাহ ভূতেতি। ভূতানি বিভর্ত্তি ধারয়তীতি ভূতভৃৎ, ভূতানি ভাবয়তি পালয়তীতি ভূতভাবনঃ, এবংভূতোঽপি মমাত্মা পরং স্বরূপং ভূতস্থো ন ভবতীতি। অয়ং ভাবঃ—যথা দেহং বিভ্রন্ পালয়ংশ্চ জীবোঽহঙ্কারেণ তৎসংশ্লিষ্টস্তিষ্ঠতি, এবমহং ভূতানি ধারয়ন্ পালয়ন্নপি তেষু ন তিষ্ঠামি নিরহঙ্কারত্বাদিতি ॥ ৫ ॥

বলদেব।—নন্বতিগুরুং ভারং বহতস্তে মহান্ খেদঃ স্যাদিতি চেত্তত্রাহ ন চেতি। ঘটাদাবুদকাদীনীব ভারভূতানি সংস্পৃষ্টানি চ ভূতানি ময়ি ন সন্তি। তর্হি মৎস্থানি সর্ব্বভূতানীত্যুক্তের্বিরুদ্ধতেতি চেৎ? তত্রাহ পশ্যেতি। মে ঐশ্বরং মদসাধারণং যোগং পশ্য জানীহি। যুজ্যতেঽনেন দুর্ঘটেষু কার্য্যেষ্বিতি নিরুক্তের্যোগোঽবিচিন্ত্যশক্তিবপুঃ সত্যসঙ্কল্পতালক্ষণো ধর্ম্মস্তমিত্যর্থঃ। এতদেব বিস্ফুটয়তি ভূতভৃদিতি। ভূতভৃৎ ভূতানাং ধারকঃ পালকশ্চাহং ভূতস্থো ভূতসংপৃক্তো নৈব ভবামি। যতো মমাত্মা মন এব ভূতভাবনঃ, সত্যসঙ্কল্পতালক্ষণেনৈশ্বরেণ যোগেনৈবাহং ভূতানাং ধারণং পালনঞ্চ করোমি নতু স্বমূর্ত্তিব্যাপারেণেত্যর্থঃ। শ্রুতিশ্চৈবমাহ, "এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠত, এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি দ্যাবাপৃথিব্যৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ" ইত্যাদিনা। যদ্যপি স্বরূপান্ন মনো ভিন্নং তথাপি সত্তা সতীত্যাদিবদ্বিশেষাদ্বাস্তবং ভেদকার্য্যমাদায়ৈব তথোক্তং বোধ্যম্ ॥ ৫ ॥

মধুসূদন।—নচেতি। অতএব দিবিষ্ঠ ইবাদিত্যে কল্পিতানি জলচলনাদীনি, ময়ি কল্পিতানি ভূতানি পরমার্থতো ময়ি ন সন্তি, ত্বমর্জ্জুনঃ প্রাকৃতীং মনুষ্যবুদ্ধিং হিত্বা পশ্য পর্য্যালোচয় মে যোগং প্রভাবমৈশ্বরং অঘটনঘটনাচাতুর্য্যং, মায়াবিন ইব মমাবলোকয়েত্যর্থঃ, নাহং কস্যচিদাধেয়ো নাপি কস্যচিদাধারস্তথাপ্যহং সর্ব্বেষু ভূতেষু ময়ি চ সর্ব্বাণি ভূতানীতি মহতীয়ং মায়া, যতো ভূতানি সর্ব্বাণি কার্য্যাণ্যুপাদানতয়া বিভর্ত্তি ধারয়তি পোষয়তীতি চ ভূতভৃৎ, ভূতানি সর্ব্বাণি কর্ত্তৃতয়োৎপাদয়তীতি ভূতভাবনঃ, এবমভিন্ননিমিত্তোপাদানভূতোঽপি মমাত্মা মম পরমার্থস্বরূপভূতঃ সচ্চিদানন্দঘনোঽসঙ্গাদ্বিতীয়স্বরূপত্বান্ন ভূতস্থঃ পরমার্থতো ন ভূতসম্বন্ধী, স্বপ্নদৃগিব ন পরমার্থতঃ স্বকল্পিতসম্বন্ধীত্যর্থঃ। মমাত্মেতি রাহোঃ শির ইতিবৎ ভেদকল্পনয়া ষষ্ঠী ॥ ৫ ॥

নীলকণ্ঠ।—এবমভ্যুপগতং আনন্দস্য জগদ্বিবর্ত্তাধিষ্ঠানত্বং তদপ্যপবদতি ন চ

মৎস্থানীতি। অয়ং ভাবঃ, অস্য দ্বৈতেন্দ্রজালস্য যদুপাদানকারণং অজ্ঞানং তদুপাশ্রিত্য ব্রহ্মকারণমুচ্যতেতি বার্ত্তিকোক্তেরজ্ঞানমেব জগৎকারণং ; তচ্চ তুচ্ছং, অহঞ্চাসঙ্গঃ। ততশ্চ তুচ্ছতরেণ তৎকার্য্যেণ ভূতসঙ্ঘেন ন মমাসঙ্গস্য আধারাধেয়ভাবসম্বন্ধঃ অনির্ব্বচনীয়োঽপ্যস্তি, আবৃতং হি রজ্জ্বাদিকমনির্ব্বচনীয়েন সর্পাদিনা সম্বধ্যতে। অহন্তু সর্ব্বদানাবৃতসাক্ষিরূপত্বাৎ সম্বন্ধশূন্য ইতি ন মৎস্থানি ভূতানীত্যুক্তমিতি, ননু সাক্ষিণস্তব ব্রহ্মণো যুবা সুখী চেতি প্রতীত্যৈব ভূতসম্বন্ধানুভবাৎ কথং ন চ মৎস্থানীত্যুক্তিঃ ? ইত্যাশঙ্ক্যাহ পশ্য মে যোগমৈশ্বর-মিতি। মে মম ভূতৈঃ সহ যোগং যুক্তিঘটনাং পশ্য ; ঐশ্বরং ঈশ্বরেণ মায়াবিনা নির্ম্মিতং গগনে গন্ধর্ব্বনগরমিব। অতএব মম কারণশরীরস্য আত্মা প্রত্যগানন্দঃ ভূতভৃদপি ভূতস্থো ন, চকারোঽপ্যর্থে ভিন্নক্রমশ্চ। খমিব গন্ধর্ব্বনগরভৃদপি তৎস্থং ন তস্য তদাকারেণ পরিণামা সম্ভবাৎ। এবং রূপোঽপি পরানন্দরূপো মমাত্মা স ভূতভাবনঃ ভূতানাং বৃদ্ধিকরঃ "এতস্যৈবা-নন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ" ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ। আকাশে অব্যাকৃতাখ্যে স্বাধিষ্ঠানভূতে আনন্দোঽনুস্যূতো ন স্যাত্তর্হি প্রাণাপানক্রিয়াং কশ্চিদপি ন কুর্য্যাৎ কারণগতং জাড্যং কার্য্যেঽপি স্যাৎ ; আকাশে আনন্দানুবন্ধে তু কারণস্য চেতনত্বাৎ কার্য্যমপি চেতনাবৎ স্যাদিতি শ্রুত্যর্থঃ। বৃহদারণ্যকেঽপি, "যদূর্দ্ধং গার্গি দিবো যদবাক্ পৃথিব্যা যদন্তরা দ্যাবাপৃথিবী ইমে যদ্ভূতঞ্চ ভবচ্চ ভবিষ্যঞ্চেত্যাচক্ষত আকাশ এব তদোতঞ্চ প্রোতঞ্চ" ইতি। মায়াবিনি সর্ব্বস্যোতত্ব-প্রোতত্বমুক্ত্বা, কস্মিন্নু খল্বাকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চেত্যস্যোত্তরং, "এতস্মিন্ খল্বক্ষরে গার্গি আকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চ" ইতি স্থূলাদিলক্ষণস্যাক্ষরস্যাকাশাধারত্বমুক্তম্ ; তস্মাদ্ যুক্তমুক্ত-মাকাশশরীরেণ ভগবতা কারণোপাধিনিষ্কৃষ্টচিন্মাত্রাভিপ্রায়েণ মমাত্মা ভূতভাবন ইতি ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ ।—নচেতি। অতএব ময়ি স্থিতান্যপি ভূতানি ন মৎস্থানি মমাসঙ্গত্বাদে-বেতি ভাবঃ। ননু তর্হি তব জগদ্ব্যাপকত্বং জগদাশ্রয়ত্বঞ্চ পূর্ব্বোক্তং বিরুদ্ধমিত্যাহ পশ্যমে যোগমৈশ্বরং অসাধারণং যোগৈশ্বর্য্যং অঘটিতঘটনা-চাতুর্য্যময়ম্। অন্যদপ্যাশ্চর্য্যং পশ্যেত্যাহ ভূতানি বিভর্ত্তি ধারয়তি ইতি ভূতভৃৎ ভূতানি ভাবয়তি পালয়তীতিভূতভাবনঃ। এবম্ভূতোঽপি মমাত্মা ভূতস্থো ন ভবতি মমেতি, ভগবতি দেহিদেহবিভাগাভাবাৎ রাহোঃ শির ইতিবৎ অভেদেঽপি ষষ্ঠী। অয়ং ভাবঃ—যথা জীবো দেহং দধন্ পালয়ন্নপি তস্মিন্না-সক্ত্যা দেহস্থ এব ভবতি, এবমহং ভূতানি দধন্ পালয়ন্নপি মায়িকসর্ব্বভূতশরীরোঽপি ন তত্রস্থঃ নিঃসঙ্গত্বাদিতি ॥ ৫ ॥

তাৎপর্য্য ।—কল্পিত এই ভূত-সমূহ পরমার্থতঃ আমাতে অবস্থিত নহে। অতএব হে অর্জ্জুন! প্রাকৃত জন-গণের ন্যায় জড়বুদ্ধি পরিহার করিয়া আমার ঐশ্বরিক যোগ পর্য্যালোচনা কর। আমার প্রভাব অসাধারণ ; ইহা অঘটনঘটনাচাতুর্য্য-পরিপূর্ণ মায়াবীর ন্যায় বিস্ময়াবহ। আমি কোন

বস্তুরই আধেয় নহি এবং কোন বস্তুর আধারও নহি। তথাপি সর্ব্বভূতে আমি অনুস্যূত এবং সকল ভূতও আমাতে অবস্থিত। অতএব এই ভগবন্মায়া নিরতিশয় বিস্ময়-জনক বলিয়া সহজেই প্রতীত হইতে পারে। কিন্তু আমার যোগমায়া এবং অলৌকিক শক্তির বিষয় আলোচনা করিলে, বিস্ময়ের সকল কারণই বিদূরিত হইবে। অতএব হে অর্জ্জুন! তুমি জ্ঞান-নয়ন উন্মীলন করিয়া আমার ঐশ্বরিক প্রভাবের পর্য্যালোচনায় প্রবৃত্ত হও। আমি কার্য্য-স্বরূপ যাবতীয় ভূত পদার্থকে ধারণ ও পোষণ করিয়া থাকি; এই জন্যই আমি ভূতভৃৎ। কর্ত্তৃত্ব হেতু যাবতীয় ভূত পদার্থের উৎপাদনও আমাদ্বারা সিদ্ধ হয়, এই জন্য আমি ভূত-ভাবন। এবম্ভূত নিমিত্ত ও উপাদান ভূত হইলেও পরমার্থ-স্বরূপ-ভূত, সচ্চিদানন্দঘন, অসঙ্গ, অদ্বিতীয়-স্বরূপ আমার আত্মা কখনই ভূত-সমূহে অবস্থিত নহে। অর্থাৎ পরমার্থতঃ, স্বকল্পিত বিষয়ে সম্বন্ধ-শূন্যত্ব হেতু ভূতসম্বন্ধী নহে।

শ্রীভগবান্ এই স্থলে 'মমাত্মা' অর্থাৎ আমার আত্মা এইরূপ প্রয়োগ করিয়াছেন। যিনি স্বয়ং অদ্বিতীয় পরমাত্মা তাঁহার আবার আত্মা কি? লৌকিক ব্যবহারে শিরঃস্বরূপ রাহুর * শির বলিয়া যে রূপ উল্লেখ দেখা যায়, এস্থলেও

---

* রাহু অন্যতম গ্রহরূপে পরিগণিত হইলেও, আদৌ তিনি একজন দৈত্য ছিলেন। সমুদ্রমন্থনকালে ধন্বন্তরী অমৃত-কলস-হস্তে উত্থিত হইলে, দুষ্ট দানবগণ সুধাপানে লোলুপ হইয়া তাঁহার হস্ত হইতে অমৃত-কলস বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিল এবং দেবতাদিগকে বঞ্চনা করিয়া আপনারাই তাহা পান করিবার অভিপ্রায়ে ধাবমান হইল। তখন দানবদিগের মধ্যে বিষম কোলাহল ও বিবাদ আরম্ভ হইল। প্রত্যেকেই অমৃত পানার্থে ব্যাকুল হইয়া অপরের হস্ত হইতে কলস-গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল এবং একজন অপরকে স্থানচ্যুত করিয়া স্বয়ং নিকটস্থ হইবার নিমিত্ত নানাপ্রকার প্রযত্ন করিতে থাকিল। এদিকে দেবতারা অমৃতভাণ্ড দুর্বৃত্ত দৈত্যগণের আয়ত্ত হইল দেখিয়া, নিতান্ত ক্ষুণ্ণ ও কাতর ভাবে সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীভগবানের চিন্তা করিতে লাগিলেন। ভক্তবৎসল ভগবান্ দেবতাগণের এই দুর্দ্দশা পর্য্যালোচনা করিয়া, তাঁহাদের সাহায্য করিবার বাসনায়, লোক-ললামভূতা মোহিনীমূর্ত্তি-পরিগ্রহ করিয়া তথায় আবির্ভূত হইলেন। শ্রীহরির সেই অপরূপ নারীরূপ সন্দর্শনে দৈত্যকুল আকুল হইয়া উঠিল এবং সেই সুন্দরীশিরোমণির সমীপাগত হইয়া নানাবিধ মধুর বাক্যে আলাপ করিতে প্রবৃত্ত হইল। সেই সুন্দরী-কুলোত্তমাকে পরম হিতৈষিণী জ্ঞান করিয়া, দৈত্যগণ তাঁহাকে আপনাদের বিবাদের বৃত্তান্ত বিজ্ঞাপিত করিল এবং সেই অমৃত, সকলকে বণ্টন করিয়া দিবার ভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিল। স্মিত-বিকসিতাননা মোহিনী বিলোল-কটাক্ষে দৈত্যগণের লালসাপূর্ণ হৃদয় বিদ্ধ করিতে করিতে বলিলেন, তাঁহার কৃত ব্যবস্থায় যদি কেহ প্রতিবাদ না করেন, তাহা হইলে, তিনি অমৃত-বণ্টন রূপ কর্ম্মের ভার গ্রহণ করিতে পারেন। দৈত্যগণ নিঃসঙ্কোচে তাঁহার ইচ্ছানুরূপ ব্যবহার করিতে সম্মত হইলে, নারীরূপধারী নারায়ণ দেব ও দৈত্যের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র স্থান নির্দ্দেশ করিয়া সকলকে আসন গ্রহণ

তদ্রূপ কাল্পনিক ও লৌকিক ব্যবহারানুগত উল্লেখ মনে করিতে হইবে। বস্তুতঃ রাহুর যেমন স্বতন্ত্র শির থাকা অসম্ভব, তদ্রূপ পরমাত্মারও স্বতন্ত্র আত্মা কেবল কাল্পনিক মাত্র।

করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন। সকলে আসনে আসীন হইলে, মোহিনী অগ্রে দীন, কাতর ও ক্ষুধিত দেবতাগণকে যৎসামান্য মাত্র অমৃত প্রদান করিয়া, অবশিষ্ট সমস্ত ভাগই স্থির, ধীর ও উদার দৈত্যগণকে বণ্টন করিয়া দিবেন এইরূপ আশ্বাস দিয়া, অমৃত-কলস-হস্তে দেবতাদিগের স্থানাভিমুখে গমন করিলেন। দৈত্যগণ শোভাময়ী যুবতীর সহিত বিবাদ করা অকর্ত্তব্য বোধে, বিশেষতঃ তদীয় ব্যবস্থাধীনতা-সম্বন্ধীয় অঙ্গীকার স্মরণ করিয়া অগত্যা নীরবে বসিয়া রহিল। দেবতাদিগকে বণ্টন করিতেই অমৃত নিঃশেষিত হইবে ইহাই স্থির করিয়া মোহিনীমূর্ত্তিধারী নারায়ণ দেববৃন্দের পঙ্‌ক্তি-মধ্যে অমৃত বণ্টন আরম্ভ করিলেন। তাঁহার এইরূপ অভিসন্ধি-বিষয়ে সন্দিহান হইয়া রাহু নামক দৈত্য দেবচিহ্নাদি ধারণ করিয়া অলক্ষিত ভাবে দেবমণ্ডলীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং চন্দ্র ও সূর্য্য এই দেবদ্বয়ের সন্নিকটে আসন গ্রহণ করিয়া অমৃত সেবনে প্রবৃত্ত হইলেন। চন্দ্র ও সূর্য্য তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া নারীরূপ নারায়ণকে বলিয়া দিলে, শ্রীহরি স্বকীয় চক্র দ্বারা তৎক্ষণাৎ রাহুর মুণ্ডচ্ছেদ করিয়া ফেলিলেন। রাহুর দেহের নিম্নভাগ বিগতজীব হইল, কিন্তু মস্তক অমৃত-সংস্পর্শ-হেতু অমর হইয়া রহিল। তদবধি রাহুর কলেবরে মস্তক ব্যতীত আর কিছুই থাকিল না। তদনন্তর রাহু অন্যতম গ্রহদেবতারূপে যথাস্থানে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। অদ্যাপি পূর্ব্ব-বৈরিতা স্মরণ করিয়া রাহু সময়ে সময়ে চন্দ্র ও সূর্য্যকে গ্রাস করিবার অভিলাষে ব্যাদিত বদনে ধাবিত হইয়া থাকেন; তাহারই ফল চন্দ্র ও সূর্য্যের গ্রহণ। নিম্নোদ্ধৃত অংশ অধ্যয়ন করিলে ইহার শাস্ত্রীয় প্রমাণ পরিদৃষ্ট হইবে। “নীয়মানেঽসুরৈস্তস্মিন্ কলসেঽমৃতভাজনে। বিষণ্ণমনসা দেবা হরিং শরণমাযযুঃ॥ ইতি তদ্দৈন্যমালোক্য ভগবান্ ভৃত্যকামকৃৎ। মাখিদ্যত মিথোঽর্থং বঃ সাধয়িষ্যে স্বমায়য়া॥ মিথঃ কলিরভূত্তেষাং তদর্থে তর্ষচেতসাম্। অহং পূর্ব্বমহং পূর্ব্বং ন ত্বং ন ত্বমিতিপ্রভো॥ দেবাঃ স্বভাগমর্হন্তি যে তুল্যায়াসহেতবঃ। সত্রযাগ ইবৈতস্মিন্নেষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ॥ ইতি স্বান্ প্রত্যষেধন্ বৈ দৈতেয়া জাতমৎসরাঃ। দুর্ব্বলাঃ প্রবলা রাজন্ গৃহীত-কলসান্মুহুঃ। এতস্মিন্নন্তরে বিষ্ণুঃ সর্ব্বোপায়বিদীশ্বরঃ। যোষিদ্রূপমনির্দ্দেশ্যং দধার পরমাদ্ভুতম্॥ প্রেক্ষণীয়োৎপলশ্যামং সর্ব্বাবয়বসুন্দরম্। সমান-কর্ণাভরণং সুকপোলোন্নসাননম্। নবযৌবন-নির্বৃত্ত-স্তনভার-কৃশোদরম্। মুখামোদানুরক্তালি-ঝঙ্কারোদ্বিগ্নলোচনম্। বিভ্রৎসুকেশভারেণ মালামুৎফুল্লমল্লিকাম্। সুগ্রীব-কণ্ঠাভরণং সুভুজাঙ্গদ-ভূষিতম্॥ বিরজাম্বর-সংবীত নিতম্ব-দ্বীপ-শোভয়া। কাঞ্চ্যা প্রবিলসদ্বল্গু চলচ্চরণনূপুরম্॥ সব্রীড়স্মিত-বিক্ষিপ্ত-ভ্রূবিলাসাবলোকনৈঃ। দৈত্যযূথপ-চেতঃসু কামমুদ্দীপয়ন্মুহুঃ॥ শ্রীশুক উবাচ। তেঽন্যোঽন্যতোঽসুরাঃ পাত্রং হরন্তস্ত্যক্ত-সৌহৃদাঃ। ক্ষিপন্তো দস্যুধর্ম্মাণ আয়ান্তীং দদৃশুঃ স্ত্রিয়ম্॥ অহো রূপমহো ধাম অহো অস্যা নবং বয়ঃ। ইতি তে তামভিদ্রুত্য পপ্রচ্ছুর্জাতহৃচ্ছয়াঃ॥ কা ত্বং কঞ্জপলাশাক্ষি কুতো বা কিং চিকীর্ষসি। কস্যাসি বদ বামোরু মথ্নতীব মনাংসি নঃ॥ ন বয়ং ত্বামরৈর্দৈত্যৈঃ সিদ্ধগন্ধর্ব্বচারণৈঃ। নাস্পৃষ্টপূর্ব্বাং জানীমো লোকেশৈশ্চ কুতো নৃভিঃ॥ নূনং ত্বং বিধিনা সুভ্রূ প্রেষিতাসি শরীরিণাম্ সর্ব্বেন্দ্রিয়-মনঃ-প্রীতিং বিধাতুং সঘৃণেন কিম্। সা ত্বং নঃ স্পর্দ্ধমানানামেকবস্তুনি ভামিনি। জ্ঞাতীনাং বদ্ধবৈরাণাং শং বিধৎস্ব সুমধ্যমে॥ বয়ং কশ্যপদায়াদা ভ্রাতরঃ কৃতপৌরুষাঃ। বিভজস্ব যথান্যায়ং নৈব ভেদো যথা ভবেৎ। ইত্যুপামন্ত্রিতো দৈত্যৈর্ম্মায়াযোষিদ্বপুর্হরিঃ। প্রহস্য রুচিরাপাঙ্গৈর্নিরীক্ষন্নিদমব্রবীৎ॥ শ্রীভগবানুবাচ। কথং কশ্যপদা-

পূজ্যপাদ শ্রীমৎ শ্রীধর স্বামী মহোদয় এই শ্লোকের ভাবার্থ স্বরূপে লিখিয়াছেন ; জীব যেমন অহঙ্কার-প্রভাবে এই দেহ ধারণ ও পালন করিতে করিতে তৎসংশ্লিষ্ট ভাবে ইহাতে বাস করে, আমি ভূত সমূহকে তদ্রূপ ধারণ ও পালন করিলেও তৎ সমূহে তিষ্ঠমান নহি ; কেননা আমি অহঙ্কার বিবর্জ্জিত ॥ ৫ ॥

যথাকাশস্থিতো নিত্যং বায়ুঃ সর্ব্বত্রগো মহান্।
তথা সর্ব্বাণি ভূতানি মৎস্থানীত্যুপধারয় ॥ ৬ ॥

অন্বয়।—বায়ুঃ (অনিলঃ) সর্ব্বত্র-গঃ (সর্ব্বত্র গচ্ছতীতি) [অপি] মহান্ (অপরিসীমঃ) [অপি] যথা নিত্যম্ (নিয়তম্) আকাশ-স্থিতঃ (আকাশে অবস্থিতঃ) [আকাশেন ন সংশ্লিষ্যতে] তথা (তদ্বৎ) সর্ব্বানি ভূতানি মৎস্থানি (ময়ি স্থিতানি) ইতি উপধারয় (জানীহি) ॥ ৬ ॥

য়াদাঃ পুংশ্চল্যাং ময়ি সঙ্গতাঃ। বিশ্বাসং পণ্ডিতো জাতু কামিনীষু ন যাতি হি॥ শালাবৃকানাং স্ত্রীণাঞ্চ স্বৈরিণীনাং সুরদ্বিষঃ। সখ্যান্যাহুরনিত্যানি নূত্নং নূত্নং বিচিন্বতাম্॥ শ্রীশুক উবাচ। ইতি তেক্ষ্বেলিতৈস্তস্যা আশ্বস্তমনসোঽসুরাঃ। জহসুর্ভাবগম্ভীরং দদুশ্চামৃতভোজনম্॥ ততো গৃহীত্বামৃতভাজনং হরির্বভাষ ঈষৎ স্মিতশোভয়া গিরা। যদ্যভ্যুপেত ক্ব চ সাধ্বসাধু বা কৃতং ময়া বো বিভজে সুধামিমাম্॥ ইত্যভিব্যাহৃতং তস্যা আকর্ণ্যাসুরপুঙ্গবাঃ। অপ্রমাণবিদস্তস্যাস্তত্তথেত্যন্বমংসত। অথোপোষ্য কৃতস্নানা হুত্বা চ হবিষানলম্। নত্বা গোবিপ্রভূতেভ্যঃ কৃতস্বস্ত্যয়না দ্বিজৈঃ॥ যথোপযোষং বাসাংসি পরিধায়াহতানি তে। কুশেষু প্রাবিশন্ সর্ব্বে প্রাগগ্রেষ্বভিভূষিতাঃ॥ প্রাঙ্মুখেষূপবিষ্টেষু সুরেষু দিতিজেষু চ। ধূপামোদিতশালায়াং জুষ্টায়াং মাল্যদীপকৈঃ॥ তস্যাং নরেন্দ্র করভোরু-রুশদ্-দুকূল-শ্রোণীতটালসগতির্মদবিহ্বলাক্ষী সা কূজতী কনক-নূপুর-শিঞ্জিতেন কুম্ভস্তনী কলসপানিরথাবিবেশ॥ তাং শ্রীসখীং কনককুণ্ডল-চারুকর্ণ-নাসাকপোল-বদনাং পরদেবতাখ্যাম্। সংবীক্ষ্য সংমুমুহুরুৎস্মিতবীক্ষণেন দেবাসুরা বিগলিতস্তনপট্টিকান্তাম্॥ অসুরাণাং সুধাদানং সর্পাণামিব দুর্ণয়ম্। নত্বা জাতিনৃশংসানাং ন তাং ব্যভজদচ্যুতঃ॥ কল্পয়িত্বা পৃথক্ পঙ্‌ক্তীরুভয়েষাং জগৎপতিঃ। তাংশ্চোপবেশয়ামাস স্বেষু স্বেষু চ পঙ্‌ক্তিষু॥ দৈত্যান্ গৃহীতকলসো বঞ্চয়ন্নুপসঞ্চরৈঃ। দূরস্থান্ পায়য়ামাস জরামৃত্যুহরাং সুধাম্॥ তে পালয়ন্তঃ সময়মসুরাঃ স্বকৃতং নৃপ। তূষ্ণীমাসন্ কৃতস্নেহাঃ স্ত্রীবিবাদজুগুপ্সয়া॥ তস্যাং কৃতাতিপ্রণয়াঃ প্রণয়াপায়কাতরাঃ। বহুমানেন চাবদ্ধা নোচুঃ কিঞ্চন বিপ্রিয়ম্॥ দেবলিঙ্গঃ প্রতিচ্ছন্নঃ স্বর্ভানুর্দ্দেব-সংসদি। প্রবিষ্টঃ সোমমপিবচ্চন্দ্রার্কাভ্যাঞ্চ সূচিতঃ॥ চক্রেণ ক্ষুরধারেণ জহার পিবতঃ শিরঃ। হরিস্তস্য কবন্ধস্তু সুধয়া প্লাবিতোঽপতৎ॥ শিরস্ত্বমরতাং নীতমজো গ্রহমচীক্লৃপৎ। যস্তু পর্ব্বণি চন্দ্রার্কাবভিধাবতি বৈরধীঃ। পীতপ্রায়েঽমৃতে দেবৈর্ভগবাঁল্লোকভাবনঃ। পশ্যতামসুরেন্দ্রাণাং স্বরূপং জগৃহে হরিঃ॥

প্রতিশব্দ।—বায়ু সর্ব্বব্যাপী [হইলেও] মহান্ [হইলেও] যেরূপ নিরন্তর আকাশাবস্থিত [আকাশ দ্বারা সংশ্লিষ্ট নহে] তদ্রূপ সকল ভুত-সমূহ আমাতে-স্থিত ইহা জান ॥ ৬ ॥

ব্যাখ্যা।—সর্ব্বব্যাপী এবং মহান্ বায়ু যেরূপ অসংশ্লিষ্ট ভাবে সতত আকাশে অবস্থিত, ভুত সমূহও তদ্রূপে আমাতে-অবস্থিত, ইহাই অবধারণ কর ॥ ৬ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—যথোক্তেন শ্লোকদ্বয়েন উক্তমর্থং দৃষ্টান্তেনোপপাদয়ন্নাহ যথেতি। যথা লোকে আকাশস্থিতঃ আকাশে স্থিতো নিত্যং সদা বায়ুঃ সর্ব্বত্র গচ্ছতীতি সর্ব্বত্রগঃ মহান্ পরিমাণতস্তথাকাশবৎ সর্ব্বগতে ময্যসংশ্লেষেণৈব স্থিতানি মৎস্থানীত্যেবমুপধারয় জানীহি ॥ ৬ ॥

আনন্দগিরি—সৃষ্টিস্থিতিসংহারাণামসঙ্গাত্মাধারত্বং "ময়া ততম্" ইত্যাদিশ্লোকদ্বয়েনোক্তোঽর্থস্তদ্দৃষ্টান্তেনোপপাদয়ন্নাদৌ দৃষ্টান্তমাহেতি যোজনা। সদেত্যুৎপত্তিস্থিতিসংহারকালো গৃহ্যতে। আকাশাদের্মহতোঽন্যাধারত্বং কথম্? ইত্যাশঙ্ক্যাহ মহানিতি। যথা সর্ব্বগামিত্বাৎ পরিমাণতো মহান্ বায়ুরাকাশে সদা তিষ্ঠতি, তথা আকাশাদীনি মহান্ত্যপি সর্ব্বাণি ভূতান্যাকাশকল্পে পূর্ণে প্রতীচ্যসঙ্গে পরস্মিন্নাত্মনি সংশ্লেষমন্তরেণ স্থিতানীত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

রামানুজ।—সর্ব্বস্যাস্য স্বসঙ্কল্পায়ত্তস্থিতিপ্রবৃত্তিত্বে নিদর্শনমাহ যথেতি। যথাকাশেঽনালম্বনে মহা বায়ুঃ স্থিতঃ সর্ব্বত্র গচ্ছতি স তু বায়ুর্নিরালম্বনো মদায়ত্তস্থিতিরিত্যবশ্যাভ্যুপগমনীয়ঃ, ময়ৈব ধৃত ইতি বিজ্ঞায়তে। তথৈব সর্ব্বাণি ভূতানি তৈরসংস্পৃষ্টে ময়ি স্থিতানি ময়ৈব ধৃতানীত্যুপধারয়। যথাহুর্ব্বেদবিদঃ "মেঘোদয়ঃ সাগরসন্নিবৃত্তিরিন্দোর্ব্বিভাগঃ স্ফুরণানি বায়োঃ। বিদ্যুদ্-বিভঙ্গো গতিরুষ্ণরশ্মের্ব্বিষ্ণোর্ব্বিচিত্রাঃ প্রভবন্তি মায়াঃ" ইতি বিষ্ণোরনন্যসাধারণানি মহাশ্চর্য্যাণীত্যর্থঃ। শ্রুতিরপি, "এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ।" "ভীষাস্মাদ্বাতঃ পবতে। ভীষোদেতি সূর্য্যঃ। ভীষাস্মাদগ্নিশ্চেন্দ্রশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ।" ইত্যাদিকা ॥ ৬ ॥

হনুমান্।—যথেতি। যথায়ং দৃষ্টান্তঃ আকাশস্থিতঃ অচলঃ নিত্যং সর্ব্বকালং বায়ুঃ সর্ব্বত্রগো মহান্ পরিমাণতঃ সর্ব্বভূতাধারত্বেন, তথা তদ্বৎ সর্ব্বাণি ভূতানি মৎস্থানি ময়ি স্থিতানীতি উপধারয় অবগচ্ছ ॥ ৬ ॥

শ্রীধর।—অসংশ্লিষ্টয়োরপি আধারাধেয়ভাবং দৃষ্টান্তেনাহ যথেতি। অবকাশং বিনাবস্থানানুপপত্তের্নিত্যমাকাশস্থিতো বায়ুঃ সর্ব্বত্রগোঽপি নাকাশেন সংশ্লিষ্যতে নিরবয়বত্বেন সংশ্লেষাযোগাৎ, তথা সর্ব্বাণি ভূতানি ময়ি স্থিতানি জানীহি ॥ ৬ ॥

বলদেব।—চরাচরাণাং সর্ব্বেষাং ভূতানাং মৎসংকল্পায়ত্তা স্থিতিঃ বৃত্তিশ্চেত্যত্র

দৃষ্টান্তমাহ যথেতি। যথা নিরালম্বে মহত্যাকাশে নিরালম্বো মহান্ বায়ুঃ স্থিতঃ সর্ব্বত্র গচ্ছতি; “তস্য তস্য চ নিরালম্বতয়া স্থিতির্মৎসঙ্কল্পাদেব প্রবৃত্তিশ্চ” ইত্যন্তর্যামিব্রাহ্মণাৎ। “যদ্ভীষা বাতঃ পবতে” ইতি শ্রুত্যন্তরাচ্চোপধারয়েতি। তথা সর্ব্বাণি স্থিরচরাণি ভূতানি মৎস্থানি তৈরসংস্পৃষ্টে ময়ি স্থিতানি ময়ৈব সঙ্কল্পমাত্রেণ ধৃতানি নিয়মিতানি চেত্যুপধারয়, অন্যথা আকাশাদীনি বিভ্রংশেরন্নিতি ॥ ৬ ॥

মধুসূদন ।—অসংশ্লিষ্টয়োরপ্যাধারাধেয়ভাবং দৃষ্টান্তেনাহ যথেতি। যথৈবাঽসঙ্গস্বভাবে আকাশে স্থিতো নিত্যং সর্ব্বদা উৎপত্তিস্থিতিসংহারকালেষু বাতীতি বায়ুঃসর্ব্বদা চলনস্বভাবঃ অতএব সর্ব্বত্র গচ্ছতীতি সর্ব্বত্রগঃ মহান্ পরিমাণতঃ এতাদৃশোঽপি ন কদাপ্যাকাশেন সহ সংসৃজ্যতে, তথৈবাসঙ্গস্বভাবে ময়ি সংশ্লেষমন্তরেণৈব সর্ব্বাণি ভূতান্যাকাশাদীনি মহান্তি সর্ব্বত্রগানি চ স্থিতানীত্যুপধারয় বিমৃশ্যাবধারয় ॥ ৬ ॥

নীলকণ্ঠ ।—শ্লোকদ্বয়োক্তেঽর্থে দৃষ্টান্তমাহ যথেতি। যথা লোকে আকাশে স্থিতো নিত্যং সদা বায়ুঃ সর্ব্বত্রগঃ পরিমাণতশ্চ মহান্ তথা সর্ব্বাণি ভূতানি সর্ব্বগতে ময়ি অসংশ্লেষেণৈব স্থিতানীত্যেবমুপধারয়েতি প্রাঞ্চঃ, কিং তদ্ব্রহ্মেতি প্রশ্নোত্তরমুক্তং “অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম” ইতি, অক্ষরসংজ্ঞং শুদ্ধত্বম্পদার্থ এব নিরুপাধিকং ব্রহ্মেত্যুক্তং, তত্র নিরুপাধিকং ব্রহ্ম শ্লোকদ্বয়েন ব্যাখ্যাতং, ইদানীং তস্যাঽক্ষরাখ্যেন জীবেনাঽভেদং সদৃষ্টান্তমাহ যথেতি। “বায়ুঃ সূত্রাত্মা বায়ুর্ব্বৈ গৌতম তৎসূত্রম্” ইতি শ্রুতেঃ; সর্ব্বত্রগ ইতি সমষ্টিলিঙ্গাত্তস্য সর্ব্বগতত্বম্, মহানিতি বাহ্যবায়ুব্যাবৃত্ত্যর্থম্, স যথা আকাশস্থিতঃ অব্যাকৃতাকাশে স্বকারণে স্থিতঃ, নিত্যমিতি কালত্রয়েঽপি তস্যাকাশসম্বন্ধ উক্তঃ। সর্ব্বাণি ভূতানি উপাধিনিকৃষ্টত্বম্পদার্থরূপী চেতনবর্গঃ। বহুত্বং লোকাভিপ্রায়েণ। যথা কার্য্যং সর্ব্বং উৎপত্তেঃ প্রাক্ নাশাদূর্দ্ধং মধ্যে চ স্বকারণে এবাভেদেন তিষ্ঠতি, এবং সর্ব্বোঽপি জীববর্গঃ উপাধ্যুৎপত্তেঃ প্রাক্ তন্নাশাদূর্দ্ধং মধ্যে বা ঘটাকাশো মহাকাশাদিব পরস্মাদ্ব্রহ্মণঃ কালত্রয়েঽপি নাতিরিচ্যত ইত্যর্থঃ; এতেন জীবব্রহ্মাভেদকথনেন “স্বভাবোঽধ্যাত্মমুচ্যতে” ইতি যৎ প্রাগুক্তং ব্রহ্মৈব জীব ইতি তদ্বিবৃতম্ ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ ।—অসঙ্গে ময়ি ভূতানি স্থিতানি তেষ্বপি অহং স্থিতোঽপি ন স্থিত ইত্যত্র দৃষ্টান্তমাহ যথেতি। যথৈবাসঙ্গস্বভাবে আকাশে স্থিতো নিত্যং বাতীতি বায়ুঃ সর্ব্বদা চলনস্বভাবঃ, অতএব সর্ব্বত্র গচ্ছতীতি সর্ব্বত্রগঃ মহান্ পরিমাণতঃ; যথা আকাশস্য অসঙ্গত্বাৎ তত্র স্থিতোঽপি ন স্থিতঃ, আকাশোঽপি বায়ৌ স্থিতোঽপি ন স্থিতঃ অসঙ্গত্বাৎ এব; তথৈব অসঙ্গস্বভাবে ময়ি সর্ব্বাণি ভূতানি আকাশাদীনি মহান্তি সর্ব্বত্রগানি স্থিতানি নাপিস্থিতানি ইত্যুপধারয় বিমৃশ্য নিশ্চিনু। ননু তর্হি “পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্” ইতি ভগবদুক্তং যোগৈশ্বর্য্যসাতর্ক্যং কথং সিদ্ধমভূৎ দৃষ্টান্তলাভাৎ? উচ্যতে—আকাশস্য জড়ত্বাদেব অসঙ্গত্বম্, চেতনস্য তু অসঙ্গত্বং জগদধিষ্ঠানাধিষ্ঠাতৃত্বমেব, পরমেশ্বরং বিনা নান্যত্রাস্তীত্যতর্ক্যত্বং সিদ্ধমেব, তদপি আকাশদৃষ্টান্তো লোকবুদ্ধি-প্রবেশার্থ এব জ্ঞেয়ঃ ॥ ৬ ॥

তাৎপর্য্য।—পূর্ব্বোক্ত শ্লোকদ্বয়ে শ্রীভগবৎ-কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে যে, তাঁহাতে সকলই অধ্যস্ত, কিন্তু তিনি কিছুতেই অধিষ্ঠিত নহেন। সমালোচ্য শ্লোকে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন পূর্ব্বক আরও বিশদ রূপে এই তত্ত্ব বিবৃত করিতেছেন। বায়ু যদ্রূপ আকাশে অবস্থিত, সর্ব্বত্রগামী এবং মহান্, অথচ আকাশে অধিষ্ঠিত হইলেও, আকাশ হইতে বিশেষরূপে বিশ্লিষ্ট, তদ্রূপ আমিও আকাশের ন্যায় সর্ব্বব্যাপী ও বিরাট। ভূত প্রপঞ্চ আমাতে অধিষ্ঠিত হইলেও, আমি সে সকল হইতে সর্ব্বতোভাবে সংশ্লেষ-শূন্য ও অসঙ্গ ইহাই অবধারণ কর। অধিকরণ হইতে আধেয়ের বিশ্লেষ কখনই হইতে পারে না; কেননা যে পদার্থ যাহাতে অবস্থিত তাহা তাহাতে নাই, ইহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? এই আশঙ্কার উত্তর স্বরূপে পূজ্যপাদ শ্রীধর স্বামী বলিয়াছেন যে, বায়ু ও আকাশ এই উভয়ই নিরবয়ব পদার্থ; সুতরাং ইহাদিগের আবয়বিক সংশ্লেষণের কোনই সম্ভাবনা নাই। বস্তুতঃ নিরবয়ব পদার্থের পদার্থান্তরে বিশ্লিষ্টতা স্পষ্টতঃ অসঙ্গত বলিয়া প্রতীত হয় এবং অশরীরী পদার্থ সমূহের পরস্পর সংপৃক্ততা যে একেবারে অসম্ভব, ইহা সাংখ্য ও বেদান্ত শাস্ত্রে অনেক স্থলে বিশেষরূপে কথিত আছে। এস্থলে আরও একটি আশঙ্কা উত্থাপিত হইতে পারে যে, বায়ু ও আকাশ এই উভয় পদার্থই অবলম্বন-শূন্য, যেহেতু কেহ কাহাতে অবস্থিত নহে। সুতরাং এই নিরবলম্বিত পদার্থদ্বয়ের অবস্থান কিরূপে সম্ভবে? এতদুত্তরে পূজ্যপাদ বলদেব গোস্বামী বলিয়াছেন যে, এই উভয়ের অবস্থান বা স্থিতি ভগবৎ-সংকল্পের একান্ত অধীন। ইহার প্রমাণ স্বরূপে একটি শ্রুতিও উদ্ধৃত হইয়াছে। যথা; "ভীষাস্মাদ্বাতঃ পবতে। ভীষোদেতি সূর্য্যঃ। ভীষাস্মাদগ্নিশ্চেন্দ্রশ্চ। মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥" (তৈত্তিরীয় উপনিষদ, দ্বিতীয় বল্লী, সপ্তম অনুবাক্।) কঠোপনিষদের ষষ্ঠ বল্লীর তৃতীয় শ্রুতিও এইরূপ। অর্থাৎ "পরব্রহ্মের ভয়ে বায়ু প্রবাহিত হইতেছে, তাঁহারই ভয়ে সূর্য্য উদিত হইতেছে, তাঁহারই ভয়ে অগ্নি, চন্দ্র এবং পঞ্চমতঃ মৃত্যু ধাবিত হইতেছে।" এতদ্দ্বারা ইহাদিগের স্থিতি যে ভগবানেরই সঙ্কল্পাধীন ইহা নিঃসন্দিগ্ধ রূপে প্রতিপন্ন হইতেছে। কেননা বায়ু-প্রভৃতির এতাদৃশ ভয়-সম্বন্ধে তাঁহার সেই সংকল্পাধীনত্ব ব্যতীত অন্য কোনই কারণ নাই। তাঁহার এতদ্রূপ অহেতুক সঙ্কল্প এবং তাঁহার মায়া-বৈচিত্র্য-ব্যঞ্জক একটি সুন্দর মহাজন-বাক্য এই স্থলে শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য কর্ত্তৃক উদ্ধৃত হইয়াছে। যথা;

“মেঘোদয়ঃ সাগরসন্নিবৃত্তিঃ ইন্দোর্বিভাগঃ স্ফুরণানি বায়োঃ। বিদ্যুদ্‌বিভঙ্গো গতিরুষ্ণরশ্মেঃ বিষ্ণোর্বিচিত্রাঃ প্রভবন্তি মায়াঃ।” অর্থাৎ “মেঘোদয়, সমুদ্রের স্থিরতা, প্রতিপদাদি-ক্রমে চন্দ্রের হ্রাস-বৃদ্ধি, বায়ুর স্ফুরণ (ঝটিকাদি), বিদ্যুদ্‌-বিকাশ, এবং সূর্য্যের দিন-রাত্রি-জননী গতি, এই সকলই বিষ্ণুর অনন্যসাধারণ অতি আশ্চর্য্য মায়ার বিচিত্রতা-প্রতিপাদক।”

পূজ্যপাদ শ্রীমন্নীলকণ্ঠের অভিপ্রায়। বৃহদারণ্যকোপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন; “স হোবাচ যদূর্দ্ধং গার্গি দিবো যদবাক্ পৃথিব্যা যদন্তরা দ্যাবাপৃথিবী ইমে যদ্ভূতঞ্চ ভবচ্চ ভবিষ্যচ্চেত্যাচক্ষত আকাশ এব তদোতঞ্চ প্রোতঞ্চেতি কস্মিন্নু খল্বাকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চেতি।” অর্থাৎ “হে গার্গি, যাহা পৃথিবীর নিম্নে আছে, যাহা এই দ্যুলোক-পৃথিবীর অন্তরেও আছে, যাহা ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান সকল সময়েই আছে বলিয়া বর্ণিত হয়, তাহা আকাশ; তাহাতেই জগৎ ওতপ্রোত।” গার্গী জিজ্ঞাসিলেন, “কিসে সেই আকাশ ওতপ্রোত আছে?” এই প্রশ্নের উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, “তদক্ষরং গার্গি” অর্থাৎ “হে গার্গি! তিনি অক্ষর।” (বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, ৩য় অধ্যায়, ৮ম ব্রাহ্মণ, ৭ শ্রুতি) এতাবতা স্থূলাদি-লক্ষণ অক্ষরই যে আকাশের আধার, ইহা কথিত হইয়াছে। অধুনা সমালোচ্য শ্লোকে দৃষ্টান্ত-সহকারে শ্রীভগবান্ ভূত-পদার্থের সহিত স্বকীয় অসংশ্লেষের বিষয় পরিব্যক্ত করিতেছেন। বায়ু মহান্ পদার্থ; কারণ একতঃ ইহা সর্ব্বত্রগ, অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বগামী এবং অপরতঃ ইহার পরিমাণও প্রায় অপরিসীম। এই বায়ু প্রতিনিয়ত আকাশে অবস্থিত। শ্রীভগবান্ও সর্ব্বগত ও অপরিমেয়। যাবতীয় ভূত পদার্থ সেই ভগবানে অসংশ্লিষ্ট ভাবে অবস্থিত। এই গ্রন্থের অষ্টমাধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে অর্জ্জুন প্রশ্ন করিয়াছিলেন, “কিং তদ্‌ব্রহ্ম?” অর্থাৎ “সেই ব্রহ্ম কি?” সেই প্রশ্নের উত্তর স্বরূপে শ্রীভগবান্ বলিয়াছিলেন, “অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম” অর্থাৎ “অক্ষরই পরব্রহ্ম।” তদ্দ্বারা অক্ষরাভিধেয় শুদ্ধ ত্বম্পদার্থ-স্বরূপ নিরুপাধিক ব্রহ্ম লক্ষিত হইয়াছেন। অধুনা সেই অক্ষরাখ্য ব্রহ্মের সহিত জীবের অভেদ দৃষ্টান্ত-সহকারে প্রদর্শিত হইতেছে। শ্রুতি বলিয়াছেন, “বায়ুর্ব্বৈ গৌতম তৎ সূত্রম্” অর্থাৎ “হে গৌতম, বায়ু তাহার সূত্র-স্বরূপ” অতএব বায়ু সূত্রাত্মা। সেই সূত্রস্বরূপ মহান্ বায়ু স্বকারণ-স্বরূপ আকাশে ভূত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ এই তিন কালেই অবস্থিত; তদ্রূপ উপাধি-নিষ্কৃষ্ট ত্বম্পদার্থরূপ যাবতীয় ভূত

পদার্থ পরব্রহ্মে অবস্থিত। কার্য্য-সমূহ উৎপত্তির পূর্ব্বে, নাশের পরে এবং মধ্যেও স্ব-কারণে অভেদ-ভাবে অবস্থিত থাকে এবং যাবতীয় জীববর্গ উপাধি-উৎপত্তির পূর্ব্বে, তৎ-নাশের পর এবং মধ্য কালেও মহাকাশে ঘটাকাশের ন্যায় কালত্রয়েই সম্বদ্ধ। এতদ্দ্বারা জীব-ব্রহ্মের অভেদ কথিত হইল। অষ্টমাধ্যায়ের প্রথম ভাগে "স্বভাবোঽধ্যাত্মমুচ্যতে" ইত্যাদি বাক্যে শ্রীভগবান্ শুদ্ধ ত্বম্পদার্থকে অধ্যাত্ম-রূপে নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। অধুনা সেই তত্ত্ব অর্থাৎ ব্রহ্মই জীব ইহাই বিবৃত হইল।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী আশঙ্কা উত্থাপন করিয়াছেন যে, আকাশ জড় এবং ব্রহ্ম চেতন, এতদুভয়ের অসঙ্গত্ব দৃষ্টান্ত দ্বারা সমর্থিত হওয়া অসঙ্গত। তদুত্তরে কথিত হইতেছে যে, জগতের অধিষ্ঠান এবং অধিষ্ঠাতৃত্ব পরমেশ্বর বিনা অন্যত্র অসম্ভব। এই স্বতঃ-সিদ্ধ ব্যাপার পরিব্যক্ত করিবার অভিপ্রায়ে, লোক-প্রবোধ সহজে সিদ্ধ হইবে বিবেচনায়, আকাশের দৃষ্টান্ত অবতারিত হইয়াছে। নতুবা আকাশের সহিত উপস্থিত দৃষ্টান্তের অন্য কোন সাম্য নাই ॥ ৬ ॥

* * *

সর্ব্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম্।
কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহম্ ॥ ৭ ॥

অন্বয়।—কৌন্তেয় (পার্থ) কল্প-ক্ষয়ে (প্রলয়-কালে) সর্ব্বাণি ভূতানি মামিকাম্ (মদীয়াম্) প্রকৃতিম্ (মায়ায়াম্) যান্তি (লীয়ন্তে) পুনঃ কল্প-আদৌ (সৃষ্টি-কালে) তানি (ভূতানি) বিসৃজামি (উৎপাদয়ামি) ॥ ৭ ॥

প্রতিশব্দ।—হে কৌন্তেয় প্রলয়কালে সকল ভূত আমার মায়ায় লীন-হয় আবার সৃষ্টিকালে তৎসমস্তকে উৎপাদন-করি ॥ ৭ ॥

ব্যাখ্যা।—হে কৌন্তেয়! প্রলয়-কালে যাবতীয় ভূত পদার্থ আমার প্রকৃতিতে বিলীন হইয়া যায়; পুনরায় সৃষ্টিকালে আমি তৎসমস্তকে উৎপাদন করিয়া থাকি ॥ ৭ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—এবং বায়ুরাকাশ ইব ময়ি স্থিতানি সর্ব্বভূতানি সর্ব্বাণি ভূতানি স্থিতিকালে তানি সর্ব্বভূতানি কৌন্তেয়! প্রকৃতিং ত্রিগুণাত্মিকামপরাং নিকৃষ্টাং যান্তি মামিকাং মদীয়াং, কল্পক্ষয়ে ব্রাহ্মে প্রলয়কালে পুনর্ভূয়স্তানি ভূতান্যুৎপত্তিকালে কল্পাদৌ বিসৃজাম্যুৎপাদয়াম্যহং পূর্ব্ববৎ ॥ ৭ ॥

আনন্দগিরি।—আকাশে বায়্বাদিস্থিতিবদাকাশাদীনি ভূতানি স্থিতিকালে পরমেশ্বরে স্থিতানি চেত্তর্হি প্রলয়কালে ততোঽন্যত্র তিষ্ঠেয়ুরিত্যাশঙ্ক্যাহ এবমিতি। প্রকৃতিশব্দস্য স্বভাববচনত্বং ব্যাবর্ত্তয়তি ত্রিগুণাত্মিকামিতি। সা চাপরেয়মিতি প্রাগেব সূচিতেত্যাহ অপরামিতি। তস্যাশ্চেশ্বরাধীনত্বেনাস্বাতন্ত্র্যমাহ মদীয়ামিতি। প্রলয়কালে ভূতানি যথোক্তং প্রকৃতিং যান্তি চেদুৎপত্তিকালেপি ততস্তেষামুৎপত্তেরীশ্বরাধীনত্বং ভূতসৃষ্টের্ন স্যাৎ? ইত্যাশঙ্ক্যাহ পুনরিতি ॥ ৭ ॥

রামানুজ।—সকলেতরনিরপেক্ষস্য ভগবতঃ সংকল্পাৎ সর্ব্বেষাং স্থিতিঃ প্রবৃত্তিশ্চোক্তা, তথা তৎসংকল্পাদেব সর্ব্বেষামুৎপত্তিপ্রলয়াবপীত্যাহ সর্ব্বভূতানীতি। স্থাবরজঙ্গমাত্মকানি সর্ব্বাণি ভূতানি মামিকাং মচ্ছরীরভূতাং প্রকৃতিং তমঃশব্দবাচ্যাং নামরূপবিভাগানর্হাং কল্পক্ষয়ে চতুর্ম্মুখাবসানসময়ে মৎসংকল্পাদ্ যান্তি। তান্যেব ভূতানি কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহম্। যথাহ মনুঃ, "আসীদিদং তমোভূতম্" "সোঽভিধ্যায় শরীরাৎ স্বাৎ" ইতি। শ্রুতিরপি, "যস্যাব্যক্তং শরীরম্" ইত্যাদিকা, "অব্যক্তমক্ষরে লীয়তে, অক্ষরং তমসি লীয়তে, তমঃ পরদেবে একীভবতি, তম আসীত্তমসা গূঢ়মগ্রে প্রকেতম্" ইতি চ ॥ ৭ ॥

হনুমান্।—সর্ব্বভূতানীতি। কল্পক্ষয়ে চাতুর্ম্মুখ-প্রলয়কালে সর্ব্বাণি ভূতানি মামিকাং মদীয়াং ত্রিগুণাত্মিকাং বৈষ্ণবীমায়ায়াং যান্তি লীয়ন্তে হে কৌন্তেয়! কল্পাদৌ সৃষ্টি-কালে পুনর্ভূয়ঃ তানি ভূতানি অহং বিসৃজামি বিবধ-রূপেণ সৃজামি ॥ ৭ ॥

শ্রীধর।—তদেবমসঙ্গস্যৈব যোগমায়য়া স্থিতিহেতুত্বমুক্তম্, তয়ৈব সৃষ্টিপ্রলয়হেতুত্বঞ্চাহ সর্ব্বেতি। কল্পক্ষয়ে প্রলয়কালে সর্ব্বাণি ভূতানি মদীয়াং প্রকৃতিং যান্তি ত্রিগুণাত্মিকায়াং মায়ায়াং লীয়ন্তে, পুনঃ কল্পাদৌ সৃষ্টিকালে তানি বিসৃজামি বিশেষেণ সৃজামি ॥ ৭ ॥

বলদেব।—স্বসংকল্পাদেব ভূতানাং স্থিতিরুক্তা, অথ তস্মাদেব তেষাং সর্গপ্রলয়াবাহ সর্ব্বেতি। হে কৌন্তেয়! কল্পক্ষয়ে চতুর্মুখাবসানকালে সর্ব্বাণি ভূতানি মৎসংকল্পাদেব মামিকাং প্রকৃতিং যান্তি। প্রকৃতিশক্তিকে ময়ি বিলীয়ন্তে কল্পাদৌ পুনস্তান্যহমেব "বহু স্যাম্" ইতি সংকল্পমাত্রেণ বৈবিধ্যেন সৃজামি ॥ ৭ ॥

মধুসূদন।—এবমুৎপত্তিকালে স্থিতিকালে চ কল্পিতেন প্রপঞ্চেনাসঙ্গস্যাত্মনোঽসংশ্লেষমুক্ত্বা প্রলয়েঽপি তমাহ সর্ব্বেতি। সর্ব্বাণি ভূতানি কল্পক্ষয়ে প্রলয়কালে মামিকাং মচ্ছক্তিত্বেন কল্পিতাং প্রকৃতিং ত্রিগুণাত্মিকাং মায়াং স্বকারণভূতাং যান্তি তত্রৈব সূক্ষ্মরূপেণ লীয়ন্ত ইত্যর্থঃ, হে কৌন্তেয়েত্যুক্তার্থম্। পুনস্তানি কল্পাদৌ সর্গকালে বিসৃজামি প্রকৃতাববিভাগাপন্নানি বিভাগেন ব্যনজ্মি অহং সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বশক্তিরীশ্বরঃ ॥ ৭ ॥

নীলকণ্ঠ।—নন্বেবং উপাধিরহিতস্যৈব ব্রহ্মণি লয়শ্চেদুপাধেঃ কা গতিঃ? ইত্যাশঙ্ক্যাহ সর্ব্বেতি। সর্ব্বাণি ভূতানি স্থাবরজঙ্গমশরীরাণি মামিকাং মম মায়াবিনঃ প্রকৃতিং ত্রিগুণাত্মিকাং অপরাং ভূম্যাদ্যাত্মিকাং যান্তি প্রবিশন্তি। কদা যান্তি? কল্পক্ষয়ে, পুনশ্চ তান্যেব ভূতানি প্রকৃতৌ সুপ্তানিব সংস্কারাত্মনা স্থিতানি একতাং গতানি কল্পাদৌ বিসৃজামি বিবিধরূপেণ সৃজাম্যহং কারণাত্মা মায়াবী॥ ৭॥

বিশ্বনাথ।—নন্ অধুনা দৃশ্যমানানি এতানি ভূতানি ত্বয়ি স্থিতানি ইত্যবগম্যতে। মহাপ্রলয়ে ক্ক যাস্যন্তি? ইত্যপেক্ষায়ামাহ সর্ব্বেতি। মামিকাং মদীয়াং মম ত্রিগুণাত্মিকায়াং মায়াশক্তৌ লীয়ন্তে ইত্যর্থঃ। পুনঃ কল্পক্ষয়ে প্রলয়ান্তে সৃষ্টিকালে তানি বিশেষেণ সৃজামি॥ ৭॥

তাৎপর্য্য।—এই কল্পিত প্রপঞ্চের উৎপত্তি ও স্থিতিকালে অসঙ্গ আত্মার অসংশ্লেষের বিষয় কথিত হইয়াছে, এক্ষণে প্রলয়কালের বিষয় বিবৃত হইতেছে। কল্পের অবসানে প্রলয় কাল উপস্থিত হইলে, ভূত-সমূহ আমার প্রকৃতিতে লীন হইয়া যায়। এই প্রকৃতি আমার শক্তি-প্রভাবেই কল্পিতা; ইহা ত্রিগুণাত্মিকা এবং স্বকারণ-ভূতা। এই মদীয় মায়ায় ভূত-সমূহ কল্পক্ষয়ে সূক্ষ্মরূপে লীন হইয়া থাকে। (২০১ পৃষ্ঠার অবিদ্যা-বিষয়ক টিপ্‌পনী দ্রষ্টব্য)। পুনরায় কল্পের আদিতে সৃষ্টির প্রারম্ভ কালে সেই ভূত-সমূহকে সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তি-সম্পন্ন পরমেশ্বর স্বরূপ আমি বিশেষরূপে সৃষ্টি করিয়া থাকি। অষ্টমাধ্যায়ের অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শ্লোকদ্বয়ের তাৎপর্য্য এতৎসহ পঠিতব্য।

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্যের অভিপ্রায়। সর্ব্বভূতে সমদর্শন, সকল ইতর-নিরপেক্ষ শ্রীভগবানের সংকল্পানুসারে যাবতীয় ভূত পদার্থের স্থিতি এবং প্রবৃত্তির বিষয় কথিত হইয়াছে। সেই পরম পুরুষের সংকল্প-প্রভাবেই যাবতীয় ভূতের উৎপত্তি ও প্রলয় ব্যাপারও সংঘটিত হয়, ইহাই এক্ষণে পরিব্যক্ত হইতেছে। নাম-রূপাদি-ক্রমে বিভাগের অনুপযোগিনী, তমঃশব্দ-বাচ্যা প্রকৃতি ভগবানেরই শরীর-ভূতা। এই জন্যই মূলে প্রকৃতি শব্দের 'মামিকা' এই বিশেষণ সার্থক হইয়াছে। কল্পক্ষয় কালে, অর্থাৎ চতুর্মুখ-ব্রহ্মার অবসান-সময়ে, স্থাবর-জঙ্গমাত্মক ভূত-সমূহ শ্রীভগবানের সংকল্প-প্রভাবেই সেই প্রকৃতিতে গমন করে। কল্পের আদিতে সেই ভূত-সমূহকে ভগবান্ পুনরায় সৃষ্টি করেন। ভগবান্ মনু বলিয়াছেন, "আসীদিদন্তমোভূতমপ্রজ্ঞাতমলক্ষণম্। অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং প্রসুপ্তমিব সর্ব্বতঃ॥ ততঃ স্বয়ম্ভূর্ভগবানব্যক্তোঽব্যঞ্জয়ন্নিদম্। মহাভূতাদিবৃত্তৌজাঃ প্রাদুরাসীত্তমোনুদঃ॥ যোঽসা-

বতীন্দ্রিয়গ্রাহ্যঃ সূক্ষ্মোঽব্যক্তঃ সনাতনঃ। সর্ব্বভূত-ময়োঽচিন্ত্যঃ স এব স্বয়মুদ্বভৌ॥ সোঽভিধ্যায় শরীরাৎ স্বাৎ সিসৃক্ষুর্ব্বিবিধাঃ প্রজাঃ। অপ এব সসর্জ্জাদৌ তাসু বীজমপাসৃজৎ॥" (মনুসংহিতা, প্রথম অধ্যায়, ১ হইতে ৮ শ্লোক) অর্থাৎ "এই জগৎ তমোভূত, অপ্রজ্ঞাত, অলক্ষণ, অপ্রতর্ক্য এবং অবিজ্ঞেয় রূপে যেন সর্ব্বতোভাবে নিদ্রিত ছিল, তদনন্তর ভগবান্ স্বেচ্ছাজাত হইয়া সূক্ষ্ম ও অব্যক্ত ভাবাবস্থিত মহাভূত ও মহদাদি তত্ত্ব সমূহকে স্থূলরূপে প্রকাশ করিলেন। যিনি অতীন্দ্রিয়-গ্রাহ্য, সূক্ষ্ম, অব্যক্ত, সনাতন, সর্ব্বভূতময়, অচিন্ত্য, তিনি স্বয়ং আবির্ভূত হইলেন। সেই ভগবান্ আপনার শরীর হইতে বিবিধ প্রজা সৃষ্টি করিবার বাসনায়, প্রথমতঃ জল-সৃষ্টি করিলেন। এবং তাহাতে বীজ প্রদান করিলেন।" শ্রুতিতেও এইরূপ উক্তি পরিদৃষ্ট হয়।

শ্রীমন্নীলকণ্ঠের অভিপ্রায়। ব্রহ্ম উপাধি-রহিত। প্রলয় কালে সর্ব্ব ভূত পদার্থ সেই ব্রহ্মে লয় প্রাপ্ত হয়। যে কিছু স্থাবর জঙ্গমাত্মক চরাচর সকলই ব্রহ্মের উপাধি স্বরূপ। সেই উপাধি সমূহের কি গতি হয়? এইরূপ আশঙ্কার উত্তর স্বরূপে কথিত হইতেছে যে, আমি মায়াবী। আমার প্রকৃতি পরা ও অপরা ভেদে দুই প্রকার। (সপ্তমাধ্যায় পঞ্চম শ্লোকের তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য) কল্পক্ষয়-কালে ভূত সমূহ ভূম্যাদ্যাত্মিকা আমার সেই ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিতে প্রবেশ করে। পুনরায় সৃষ্টির প্রারম্ভ কালে সেই সমস্ত ভূত-পদার্থের আবির্ভাব হয়। প্রলয়ের পর ভূত-সমূহ প্রকৃতিতে লুপ্ত পদার্থের ন্যায় অবস্থিত থাকে। সংস্কারমাত্ররূপে, একতা-প্রাপ্ত ভাবে, ভূত সমুদায় প্রলয়ের পর হইতে পুনরায় সৃষ্টির সূচনা পর্য্যন্ত নিদ্রিতবৎ প্রকৃতি-সাগরে ডুবিয়া থাকে। আমি কারণ-স্বরূপ মায়াবী আত্মপুরুষ। আমি আবার সৃষ্টি কালে সেই প্রসুপ্ত ভূত পদার্থ সমূহকে বিবিধ রূপে সৃজন করিয়া থাকি॥ ৭॥

প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ।
ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্বশাৎ॥ ৮॥

অন্বয়।—স্বাম্ (স্বীয়াম্) প্রকৃতিম্ (মায়াম্) অবষ্টভ্য (অধিষ্ঠায়) প্রকৃতেঃ বশাৎ (স্বভাব-বশাৎ) ইমম্ কৃৎস্নম্ (সমগ্রম্) অবশম্

(অস্বতন্ত্রম্,) ভূতগ্রামম্ (ভূতসমুদায়ম্) পুনঃ পুনঃ (ভূয়োভূয়ঃ) বিসৃজামি (উৎপাদয়ামি) ॥ ৮ ॥

প্রতিশব্দ।—স্বীয় প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান-করিয়া প্রকৃতির নিয়মাধীনতা-হেতুক এই সমস্ত কর্ম্মাধীন ভূত-সকলকে বার বার সৃষ্টি-করি ॥ ৮ ॥

ব্যাখ্যা।—আমি স্বকীয় প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করিয়া, প্রকৃতির নিয়মানুসারে, কর্ম্ম-পরবশ এই ভূত-সমূহকে বার বার সৃষ্টি করিয়া থাকি ॥ ৮ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—প্রকৃতিমিতি। এবমবিদ্যালক্ষণাং প্রকৃতিং স্বাং স্বীয়ামবষ্টভ্য বশীকৃত্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ প্রকৃতিতো জাতং ভূতগ্রামং ভূতসমুদায়ং ইমং বর্ত্তমানং কৃৎস্নং সমগ্রমবশমস্বতন্ত্রমবিদ্যাদিদোষৈঃ পরবশীকৃতং প্রকৃতের্ব্বশাৎ স্বভাববশাৎ ॥ ৮ ॥

আনন্দগিরি।—তর্হি কীদৃশী প্রকৃতিঃ? সা চ কথং সৃষ্টাবুপযুক্তা? ইত্যাশঙ্ক্যাহ এবমিতি। সংসারস্যানাদিত্বদ্যোতনার্থং পুনঃ পুনরিত্যুক্তম্। ভূতসমুদায়স্যাবিদ্যাস্মিতাদি দোষপরবশত্বে হেতুমাহ স্বভাববশাদিতি ॥ ৮ ॥

রামানুজ।—প্রকৃতিমিতি। স্বকীয়াং বিচিত্রপরিণামিনীং প্রকৃতিমবষ্টভ্য অষ্টধা পরিণময্যেমঞ্চতুর্ব্বিধং দেবতির্য্যঙ্মনুষ্যস্থাবরাত্মকং ভূতগ্রামং মদীয়ায়াঃ মোহিন্যাঃ গুণময্যাঃ প্রকৃতের্ব্বশাৎ অবশং পুনঃ পুনঃ কালে কালে বিসৃজামি ॥ ৮ ॥

হনুমান্।—প্রকৃতিমিতি। স্বাং স্বকীয়াং মামিকাং প্রকৃতিং অবষ্টভ্য বশীকৃত্য ভূতগ্রামং স্থাবর-জঙ্গমাত্মকং ইমং কৃৎস্নং সমগ্রমবশমস্বতন্ত্রং স্বভাববশাৎ বারং বারং বিসৃজামি বিশেষেণ রূপেণ উৎপাদয়ামি ॥ ৮ ॥

শ্রীধর।—নন্বসঙ্গো নির্বিকারশ্চ ত্বং কথং সৃজসি? ইত্যপেক্ষায়ামাহ প্রকৃতিমিত্যাদি। স্বাং স্বাধীনাং প্রকৃতিমবষ্টভ্য অধিষ্ঠায় প্রলয়ে লীনং সন্তং চতুর্বিধমিমং সর্ব্বং ভূতগ্রামং কর্ম্মাদিপরবশং পুনঃ পুনর্বিবিধং সৃজামি বিশেষেণ সৃজামীতি বা। কথম্? প্রকৃতের্বশাৎ প্রাচীনকর্ম্মনিমিত্ততত্তৎস্বভাববশাৎ ॥ ৮ ॥

বলদেব।—প্রকৃতিমিতি। স্বাং আত্মীয়াং ত্রিগুণাং প্রকৃতিমবষ্টভ্যাধিষ্ঠায় সংকল্পমাত্রেণ মহদাদ্যাত্মনা পরিণতে ময়ি ইমং চতুর্ব্বিধং ভূতগ্রামং বিসৃজামি, পুনঃ পুনঃ কালে কালে। কীদৃশম্? ইত্যাহ প্রকৃতেঃ প্রাচীনকর্ম্মবাসনায়া বশাৎ প্রভাবাদবশং পরতন্ত্রম্। তথাচাচিন্ত্যশক্তেরসঙ্গস্বভাবস্য মম সংকল্পমাত্রেণ তত্তৎ কুর্ব্বতো ন তৎসংসর্গগন্ধো ন চ কোঽপি খেদলেশ ইতি ॥ ৮ ॥

মধুসূদন।—কিং নিমিত্তা পরমেশ্বরস্যেয়ং সৃষ্টিঃ ? ন তাবৎ স্বভোগার্থা, তস্য সর্ব্বসাক্ষিভূতচৈতন্যমাত্রস্য ভোক্তৃত্বাভাবাত্তথাত্বে বা সংসারিত্বেনেশ্বরত্বব্যাঘাতাৎ ; নাপ্যন্যো ভোক্তা যদর্থেয়ং সৃষ্টিঃ, চেতনান্তরাভাবাৎ ঈশ্বরস্যৈব সর্ব্বত্র জীবরূপেণ স্থিতত্বাৎ, অচেতনস্য চাভোক্তৃত্বাৎ ; অতএব নাপবর্গার্থাপি সৃষ্টিঃ, বন্ধাভাবাদপবর্গাবিরোধিত্বাচ্চেত্যাদ্যনুপপত্তিঃ। সৃষ্টের্ম্মায়াময়ত্বং সাধয়ন্তী নাস্মাকং প্রতিকূলেতি ন পরিহর্ত্তব্যেত্যভিপ্রেত্য মায়াময়ত্বান্মিথ্যাত্বং প্রপঞ্চস্য বক্তুমারভতে ত্রিভিঃ প্রকৃতিমিতি। প্রকৃতিং মায়াখ্যামনির্ব্বচনীয়াং স্বাং স্বস্মিন্ কল্পিতামবষ্টভ্য স্বসত্তাস্ফূর্ত্তিভ্যাং দৃঢ়ীকৃত্য তস্যাঃ প্রকৃতের্মায়ায়া বশাদবিদ্যাস্মিতারাগদ্বেষাভিনিবেশকারণাবরণবিশেষাত্মকশক্তিপ্রভাবাজ্জায়মানমিমং সর্ব্বপ্রমাণসন্নিধাপিতং ভূতগ্রামমাকাশাদিভূতসমুদায়মহং মায়াবীব পুনঃ পুনর্ব্বিসৃজামি বিবিধং সৃজামি কল্পনামাত্রেণ স্বপ্নদৃগিব স্বাপ্নপ্রপঞ্চম্ ॥ ৮ ॥

নীলকণ্ঠ।—এতদেবাহ প্রকৃতিমিতি। এবমবিদ্যালক্ষণাং স্বাং প্রকৃতিং অবষ্টভ্য আশ্রিত্য তাং বিনা কেবলস্য স্রষ্টৃত্বাসম্ভবাৎ ইমং ভূতগ্রামং পুনঃ পুনর্বিবিধং সৃজামি। কিংভূতম্ ? প্রকৃতের্বশাৎ স্বভাববশাৎ অবশং রাগদ্বেষাদ্যধীনম্ ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ।—ননু অসঙ্গো নির্ব্বিকারশ্চ ত্বং কথং সৃজসি ? ইত্যপেক্ষয়াহ প্রকৃতিমিতি। প্রকৃতিং স্বাং স্বীয়াং অবষ্টভ্য অধিষ্ঠায় প্রকৃতের্ব্বশাৎ স্বীয়-স্বভাব-বশাৎ প্রাচীনকর্ম্মনিমিত্তাদিতি যাবৎ অবশং কর্ম্মাদিপরতন্ত্রম্ ॥ ৮ ॥

তাৎপর্য্য।—পুনঃ পুনঃ কথিত হইতেছে যে,পরব্রহ্ম অসঙ্গ এবং নির্বিকার ; সুতরাং সহজেই প্রশ্ন হইতে পারে যে, তবে তিনি সৃষ্টি করেন কেন ? তিনি সর্ব্বসাক্ষীভূত চৈতন্য মাত্র ; এরূপ অবস্থায় তিনি স্বকীয়-ভোগার্থ জগৎসৃষ্টি করেন, একথা বলা যায় না ; কেননা তাহার ভোক্তৃত্ব নাই। যদি এইরূপ সৃষ্টি-ব্যাপারে তাঁহার উপর সাংসারিত্বের আরোপ করা যায়, তাহা হইলে তাঁহার ঈশ্বরত্বের ব্যাঘাত উপস্থিত হয়। যদি এমন কথাই বলা যায় যে, অন্য কোন স্বতন্ত্র ভোক্তার নিমিত্ত এই সৃষ্টি-ব্যাপার সংসাধিত হইয়াছে ; তাদৃশ প্রসঙ্গও সুসঙ্গত হয় না ; কেননা চেতন ব্যতীত অন্যের ভোগ অসম্ভব। ঈশ্বর ব্যতীত চেতনান্তরের বিদ্যমানতা নাই। তিনিই জীবরূপে সর্ব্বত্র সমবস্থিত। অচেতনের ভোক্তৃত্ব অসিদ্ধ। পারলৌকিক নিঃশ্রেয়সলাভার্থ সৃষ্টি হইয়াছে, এ কথাও অসঙ্গত। কেননা যাঁহার বন্ধন আছে, তাঁহারই মোক্ষের প্রয়োজন। যিনি বন্ধনাতীত, তাঁহার মুক্তির আবশ্যকতা নাই। বস্তুতঃ এই সৃষ্ট প্রপঞ্চ মায়াময় এবং মিথ্যাভূত ; সুতরাং পরমেশ্বরের এতৎ-সৃষ্টি প্রতিকূল ব্যবহার বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না এবং এই সৃষ্টি-

ব্যাপার সনাতন-নিয়মাধীনতায় সম্পন্ন হইয়া থাকে, ইহাই প্রতিপাদনার্থ এই শ্লোক অবতারিত হইতেছে।

স্বকীয়া স্বাধীনা প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হইয়া প্রলয়কালে যে চতুর্বিধ ভূত পদার্থ অথবা যে আকাশাদি ভূত-সমুদায় প্রকৃতিতে লীন হইয়াছিল, সেই কর্ম্মাদি-পরবশ অস্বতন্ত্র ভাবাপন্ন পদার্থ-পুঞ্জকে বার বার বিবিধ বিধানে আমি সৃজন করি। প্রাচীন কর্ম্মই ইহার নিয়ামক; প্রাচীন-কর্ম্মজনিত স্বভাবের অনুগমন-ক্রমেই এই সৃষ্টি ক্রিয়া সংসিদ্ধ হয়। ঈশ্বর অচিন্ত্যশক্তি এবং অসঙ্গ-স্বভাব। তাঁহার সংকল্প মাত্রেই সৃষ্টি কার্য্য নির্ব্বাহিত হয়। সুতরাং সে জন্য তাহাতে তাঁহার সংসর্গ-গন্ধ বা কোন প্রকার খেদলেশ থাকিতে পারে না ॥ ৮ ॥

ন চ মাং তানি কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়।
উদাসীনবদাসীনমসক্তং তেষু কর্ম্মসু ॥ ৯ ॥

অন্বয়।—ধনঞ্জয় তেষু কর্ম্মসু অসক্তম্ (আসক্তি-রহিতম্) উদাসীনবৎ (উপেক্ষক-সদৃশঃ) আসীনম্ (বর্ত্তমানম্) চ মাম্ তানি কর্ম্মাণি (সৃষ্টি-ব্যাপারাদীনি) ন নিবধ্নন্তি (বন্ধন মুপপাদয়ন্তি) ॥ ৯ ॥

প্রতিশব্দ।—হে-ধনঞ্জয় সেই কর্ম্ম-সকলে অনাসক্ত নিঃসম্পর্কিত-রূপ অবস্থিত ও আমাকে সেই কর্ম্ম-সকল না বদ্ধ করে ॥ ৯ ॥

ব্যাখ্যা।—হে পার্থ! বিশ্ব-সৃষ্টি-প্রভৃতি কোন কর্ম্মই আমাকে আবদ্ধ করিতে পারে না; কারণ আমি সেই সকল ব্যাপারে অনাসক্ত ও নির্লিপ্ত ভাবে অবস্থিত ॥ ৯ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—তর্হি তস্যৈব পরমেশ্বরস্য ভূতগ্রামং বিষমং বিদধতঃ তন্নিমিত্তাভ্যাং ধর্ম্মাধর্ম্মাভ্যাং সম্বন্ধঃ স্যাদিতীদমাহ ভগবান্ ন চ মামিতি। ন চ মামীশং তানি ভূতগ্রামস্য বিষমবিসর্গনিমিত্তানি কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়! তত্র কর্ম্মণামসম্বন্ধত্বে কারণমাহ উদাসীনবদাসীনম্, যথোদাসীন উপেক্ষকঃ কশ্চিৎ, তদ্বদাসীনমাত্মনোঽবিক্রিয়ত্বমসংসক্তং ফলসঙ্গরহিতমভিমানবর্জ্জিতমহংকরোমীতি তেষু কর্ম্মসু, অতোঽন্যস্যাপি কর্তৃত্বাভিমানাভাবঃ ফলসঙ্গাভাবশ্চাবন্ধকারণমন্যথা কর্ম্মভির্বধ্যতে মূঢ়ঃ কোশকারবদিত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৯ ॥

আনন্দগিরি।—যদি প্রাকৃতং ভূতগ্রামং স্বভাবাদবিদ্যাতন্ত্রং বিষমং বিদধাসি তর্হি তব বিষমসৃষ্টি-প্রযুক্তং ধর্ম্মাদিমত্ত্বমিত্যনীশ্বরত্বাপত্তিরিতি শঙ্কতে তর্হীতি। তত্রেতি সপ্তম্যা পরমেশ্বরো নিরুচ্যতে। ঈশ্বরস্য ফলসঙ্গাভাবাৎ কর্ত্তৃত্বাভিমানাভাবাচ্চ কর্ম্মাসম্বন্ধবদীশ্বরাদন্যস্যাপি তদুভয়াভাবো ধর্ম্মাদ্যসম্বন্ধে কারণমিত্যাহ অতোঽন্যস্যেতি। যদি কর্ম্মসু কর্ত্তৃত্বাভিমানো বা কস্যচিৎ কর্ম্মফলসংযোগো বা স্যাত্তত্রাহ অন্যথেতি ॥ ৯ ॥

রামানুজ।—এবং তর্হি বিষমসৃষ্ট্যাদীনি কর্ম্মাণি নৈর্ঘৃণ্যাদ্যাপাদনেন ভগবন্তং বধ্নন্তীত্যত্রাহ নচেতি। ন চ তানি বিষমসৃষ্ট্যাদীনি কর্ম্মাণি মাং নিবধ্নন্তি, ময়ি নৈর্ঘৃণ্যাদিকং নাপাদয়ন্তি; যতঃ ক্ষেত্রজ্ঞানাং পূর্ব্বকৃত্যান্যেব কর্ম্মাণি দেবাদিভাব-হেতবঃ, অহন্তু তত্র বৈষম্যে অসক্তস্তত্রোদাসীনবদাসীনঃ, যথাহ সূত্রকারঃ, "বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যে ন সাপেক্ষত্বাৎ", ন কর্ম্মাভিভাগাদিতিচেৎ ? ন অনাদিত্বাৎ।" ইতি ॥ ৯ ॥

হনুমান্।—নেতি। মাং পরমেশং তানি বিষমসৃষ্ট্যাদীনি ব্যাপারাণি ন নিবধ্নন্তি, তত্তকর্ম্মজনিতকল্পাশক্তিরহিতে ময়ি কর্ম্মণা ন বধ্যন্তে। হে ধনঞ্জয়! ত্বমপি এতদবধারয়। কথং এবম্ভূতং ভবতি? তদাহ উদাসীনবদাসীনমুপেক্ষসদৃশং তত্তৎকর্ম্মানুবর্ত্তমানমসক্তং আসক্তি-রহিতম্। আসক্তিরাহিত্যেন কর্ম্মাণি বন্ধনহেতুভূতং ন ভবতি ॥ ৯ ॥

শ্রীধর।—নন্বেবং নানাবিধানি কর্ম্মাণি কুর্ব্বতস্তব জীববদ্বন্ধঃ কথং ন স্যাৎ ? ইত্যত আহ ন চ মামিতি। তানি বিশ্বসৃষ্ট্যাদীনি কর্ম্মাণি মাং ন নিবধ্নন্তি, কর্ম্মাসক্তির্হি বন্ধহেতুঃ, সা চাপ্তকামত্বান্মম নাস্তি অত উদাসীনবদ্বর্ত্তমানস্য মে বন্ধং নোপপাদয়ন্তি, উদাসীনত্বে কর্তৃত্বে চোদাসীনত্বানুপপত্তেরুদাসীনবৎ স্থিতমিত্যুক্তম্ ॥ ৯ ॥

বলদেব।—ননু বিষমাণি সৃষ্টিপালনলক্ষণানি কর্ম্মাণি বৈষম্যাদিনা ত্বাং বধ্নীয়ুরিতি চেৎ ? তত্রাহ ন চেতি। তানি বিষমসৃষ্ট্যাদীনি কর্ম্মাণি ন ময়ি বৈষম্যাদি প্রসঞ্জয়ন্তি। তত্র হেতুগর্ভবিশেষণং উদাসীনবদিতি। জীবানাং দেবমানবতির্য্যগাদিভাবে তত্তদভ্যুদয়তারতম্যে চ তেষাং পূর্ব্বার্জিতানি কর্ম্মাণ্যেব কারণানি, অহং তেষু বিষমেষু কর্ম্মসু ঔদাসীন্যেন স্থিতোঽসক্ত ইতি ন ময়ি বৈষম্যাদিদোষগন্ধঃ। এবমাহ সূত্রকারঃ, "বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যে ন" ইত্যাদিনা। উদাসীনত্বে কর্ত্তৃত্বং ন সিদ্ধ্যেদত উক্তং উদাসীনবদিতি ॥ ৯ ॥

মধুসূদন।—নচেতি। অতঃ নচ নৈব সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়াখ্যানি তানি মায়াবিনেব স্বপ্নদৃশেব চ ময়া ক্রিয়মাণানি মাং নিবধ্নন্তি অনুগ্রহনিগ্রহাভ্যাং ন সুকৃতদুষ্কৃতভাগিনং কুর্ব্বন্তি মিথ্যাভূতত্বাৎ হে ধনঞ্জয়! যুধিষ্ঠিররাজসূয়ার্থং সর্ব্বান্ রাজ্ঞো জিত্বা ধনমাহৃতবানিতি মহান্ প্রভাবঃ সূচিতঃ প্রোৎসাহার্থম্। তানি কর্ম্মাণি কুতো ন বধ্নন্তি ? তত্রাহ উদাসীনবদাসীনম্। যথা কশ্চিদুপেক্ষকো দ্বয়োর্ব্বিবদমানয়োর্জ্জয়াসংসর্গী তৎকৃতহর্ষবিষাদাভ্যামসংস্পৃষ্টো নির্ব্বিকার আস্তে, তদ্বন্নির্ব্বিকারতয়াসীনং দ্বয়োর্ব্বিবদমানয়োরিহাভাবাদুপেক্ষকত্বমাত্রসাধর্ম্ম্যেণ বতিপ্রত্যয়ঃ। অতএব নির্ব্বিকারত্বাত্তেষু সৃষ্ট্যাদিকর্ম্মস্বসক্তং অহং করোমীত্যভিমানলক্ষণেন সঙ্গেন রহিতং মাং ন নিবধ্নন্তি কর্ম্মাণীতি যুক্তমেব, অন্যস্যাপি হি

কর্ত্তৃত্বাভাবে ফলসঙ্গাভাবে চ কর্ম্মাণি ন বন্ধকারণানীত্যুক্তমনেন তদুভয়সত্ত্বে তু কোশকার ইব কর্ম্মভির্ব্বধ্যতে মূঢ় ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৯ ॥

নীলকণ্ঠ।—নন্থ বিষমাং সৃষ্টিং কুর্ব্বতস্তব বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যে স্যাতামত আহ ন চেতি। তানি কর্ম্মাণি বিষমসৃষ্টিরূপাণি মাং ন নিবধ্নন্তি, তত্র হেতুঃ উদাসীনবৎ আসীনমিতি। যথা পর্জ্জন্যো ন বীজবিশেষেষু রাগং কেষুচিদ্দ্বেষং চাকৃত্বা উদাসীনঃ সন্ বর্ষতি, এবং ঈশ্বরোঽপি পুণ্যবৎসু রাগং পাপিষু দ্বেষং চাকুর্ব্বন্ জগৎ সৃজতি, তত্তদসাধারণকর্ম্মবীজবশাত্তে তে বিভিন্নং ফলং প্রাপ্নুবন্তীতি নেশ্বরস্য বৈষম্যাদীত্যর্থঃ ॥ ৯॥

বিশ্বনাথ।—নন্বেবঞ্চ নানা কর্ম্মাণি কুর্ব্বতস্তব জীববদ্বন্ধঃ কথং ন স্যাৎ? অত আহ নচেতি। তানি সৃষ্ট্যাদীনি। কর্ম্মাসক্তির্হি বন্ধ-হেতুঃ, সা চাপ্তকামত্বান্মম নাস্তি উদাসীনবদিতি। অন্য উদাসীনো যথা বিবদমানানাং দুঃখশোকাদি-সংস্পৃষ্টো ন ভবতি তথৈবাহমিত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

তাৎপর্য্য।— বহুবিধ কর্ম্মানুষ্ঠান-হেতু জীবের তজ্জনিত ফলাফলের অধীন হইতে হয় এবং কর্ম্ম-পাশে বদ্ধ হইয়া জীবকে নানা রূপ দশা-বিপর্য্যয়ে আবদ্ধ থাকিতে হয়। সুতরাং সহজেই মনে হইতে পারে, শ্রীভগবানও যখন সৃষ্ট্যাদি-ব্যাপারে নানাবিধ কর্ম্ম সম্পাদন করিতেছেন, তখন তিনিও জীবের ন্যায় কর্ম্ম-ফলে বদ্ধ হন না কেন? ইহাও মনে হইতে পারে যে, যখন পরমেশ্বর সৃষ্ট ভূত-সমূহকে নানাবিধ বৈষম্য-যুক্ত ফলাফলের অধীন করিতেছেন, তখন তজ্জন্য অবশ্যই তাঁহার ধর্ম্মাধর্ম্মের সহিত সম্বন্ধ ঘটিতেছে। এইরূপ আশঙ্কা-সমূহের নিবারণ করিবার অভিপ্রায়ে, শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, "হে ধনঞ্জয়! সৃষ্ট্যাদি ব্যাপার আমাদ্বারা সম্পাদিত হইতেছে বটে, কিন্তু সে জন্য আমাকে সুকৃতি-দুষ্কৃতি-ভাগী হইতে হয় না। কারণ সে সকলই মিথ্যা-ভূত ব্যাপার। মৎকৃত কর্ম্ম-সমূহ আমাকে কোন ক্রমেই আবদ্ধ করিতে পারে না; কারণ আমি সেই সকল ব্যাপারে উদাসীনের ন্যায় অবস্থিত থাকি। দুই ব্যক্তি জয়াকাঙ্ক্ষী হইয়া প্রত্যেকে অপরকে নির্জ্জিত করিতে প্রবৃত্ত হইলে, সন্নিহিত দর্শক-গণের মনে স্বভাবতঃ বিবদমান ব্যক্তি-দ্বয়ের জয় পরাজয় হেতু হর্ষ-বিষাদের উদ্ভব হইয়া থাকে; কিন্তু সেই দর্শক-শ্রেণীর মধ্যে যদি কোন নির্লিপ্ত উদাসীন ব্যক্তি উপেক্ষার চক্ষে তত্রত্য বিরোধী ব্যক্তি-দ্বয়ের যুদ্ধ-ব্যাপার পর্য্যবেক্ষণ করেন, তাহা হইলে তাঁহার যেমন সেই বিবাদে একের জয় বা অন্যের পরাজয় হেতু কোনই চিত্ত-বিকারের উদ্ভব হয় না, আমিও তদ্রূপ নির্ব্বিকার ফল-সঙ্গ-রহিত ভাবে

সৃষ্ট্যাদি কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়া থাকি। 'আমি করিতেছি' ইত্যাকার অভিমান-রহিত হইয়া কর্ম্মসম্পাদন করি বলিয়া, সেই কর্ম্ম-সমূহ আমাকে বদ্ধ করিতে পারে না। কর্ম্মে আসক্তি বন্ধনের হেতুভূত; আপ্তকামত্ব হেতু আমি আসক্তি-বিবর্জ্জিত।

শ্রীভগবান্ সমালোচ্য শ্লোকে 'উদাসীনবৎ' এই পদের প্রয়োগ করিয়াছেন। উদাসীন হইলে তাহার কর্ম্ম-বিষয়ে কর্ত্তৃত্ব থাকে না; অথচ সৃষ্টি বিষয়ে পরমেশ্বর কর্ত্তৃত্ব-যুক্ত। অতএব এস্থলে ভগবানের কর্ম্মে অবস্থিতি, উদাসীনের ন্যায় জ্ঞান করিতে হইবে, কিন্তু তাঁহার ঔদাসীন্য কর্ত্তৃত্ব-বিরহিত নহে।

কর্ত্তৃত্ব-ভাব-বিরহিত হইয়া এবং ফল-সঙ্গ-রহিত হইয়া কর্ম্ম সম্পাদন করিলে, তাহা যে কেবল ভগবানের বন্ধনের কারণভূত হয় না এমন নহে, প্রত্যুতঃ যিনিই কেন তাদৃশ ভাবে কর্ম্মানুষ্ঠান করুন না, তাঁহার অনুষ্ঠিত সেই কর্ম্ম কদাচ তাঁহাকে বদ্ধ করিতে পারিবে না। কিন্তু দেখিতে পাওয়া যায় যে, কোশকার (গুটিপোকা) ফলাসক্তি ও কর্ত্তৃত্বাভিমান-শূন্য হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াও স্বকীয় কোশ-রূপ কর্ম্ম-ফলে আবদ্ধ হইয়া থাকে। এতাদৃশ স্থলে সেই জীবের মূঢ়তাই তাদৃশ বন্ধনের হেতুভূত বুঝিতে হইবে।

বেদান্ত সূত্রে সূত্রিত হইয়াছে যে, "বৈষম্য নৈর্ঘৃণ্যে ন সাপেক্ষত্বাৎ" (দ্বিতীয় অধ্যায়, ১ম পাদ, ৩৪ সূত্র)। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের অভিপ্রায়ানুসারে এই সূত্রের ভাবার্থ সংক্ষেপে সঙ্কলিত হইতেছে। ঈশ্বরকে সৃষ্টি ও প্রলয় ব্যাপারের কারণ রূপে নির্দ্দেশ করিলে, তাঁহাকে বৈষম্য ও নৈর্ঘৃণ্য এই দুই দোষের ভাগী করা হয়। তাঁহারই ব্যবস্থায় দেবতারা নিরতিশয় সুখভাগী, পশ্বাদি নিতান্ত দুঃখভাগী এবং মনুষ্যাদি সুখ-দুঃখভাগী হইয়াছে। তাঁহার এইরূপ বৈষম্য-পূর্ণ সৃষ্টি-ব্যাপার আলোচনা করিয়া তাঁহাকেও সামান্য মনুষ্যের ন্যায় রাগ-দ্বেষের অধীন বলিয়া মনে হয়। কিন্তু শ্রুতি ও স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্র সমূহ ঈশ্বরকে অতি স্বচ্ছ-স্বত্ত্ব বলিয়া সমর্থন করিয়াছেন, অথচ সৃষ্টি-ব্যাপারে তাঁহার এ বৈষম্য পর্য্যালোচনা করিলে শ্রুতি-স্মৃতির সমর্থন-বাক্যের বৈলক্ষণ্য অনুভূত হইয়া থাকে। সামান্য খল জনের ন্যায় নির্দ্দয়ভাবে জীবের দুঃখ বিধান ও যাবতীয় প্রাণীর সংহার সাধনে তাঁহার অতি ক্রূরত্বই পরিদৃষ্ট হইতেছে। ঈশ্বরের কার্য্য-কলাপে এইরূপ বৈষম্যও নৈর্ঘৃণ্য অর্থাৎ নির্দ্দয়তার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে বলিয়া, এরূপ মনে হইতে পারে যে তিনি জগতের কারণ নহেন।

কিন্তু এতাদৃশ সিদ্ধান্ত অমূলক। কারণ ঈশ্বরে বৈষম্য ও নৈর্ঘৃণ্য আরোপিত হইতে পারে না। কেননা তিনি সাপেক্ষ। যদি কেবল পরমেশ্বর অন্য-নিরপেক্ষ হইয়া এই বিষম সৃষ্টি-ব্যাপার সংসাধিত করিতেন, তাহা হইলে উল্লিখিত দোষ-দ্বয় তাঁহাতে আরোপিত হইলেও হইতে পারিত। ফলতঃ ঈশ্বর সাপেক্ষ হইয়াই সৃষ্টি ক্রিয়া সম্পাদন করেন। জীবের ধর্ম্মাধর্ম্ম-বিষয়ের অপেক্ষা করিয়া ঈশ্বর কর্ত্তৃক সৃষ্টি-ব্যাপার সংসাধিত হয়। সৃজ্যমান প্রাণীর ধর্ম্মাধর্ম্মের অপেক্ষাক্রমে এই বিষমা সৃষ্টি সংঘটিত হইয়া থাকে; সুতরাং এ বিষয়ে ঈশ্বরের কোনই অপরাধ নাই। ঈশ্বরকে নভোমণ্ডলস্থ বারিবর্ষী পর্জ্জন্যের দৃষ্টান্তে গ্রহণ করা উচিত। ব্রীহিযবাদি-শস্যোৎপাদন-বিষয়ে পর্জ্জন্য সাধারণ কারণ; কিন্তু শস্য-সমূহের বৈষম্য-বিষয়ে বীজগত সামর্থ্যাদি অসাধারণ কারণ। তদ্রূপ ঈশ্বরও দেব-মনুষ্যাদির সৃষ্টি বিষয়ে সাধারণ কারণ। কিন্তু দেব-মনুষ্যাদির বৈষম্য-বিষয়ে তত্তজ্জীবের কর্ম্ম-সমূহই অসাধারণ কারণ। এইরূপ সাপেক্ষতা-হেতু ঈশ্বর বৈষম্য ও নৈর্ঘৃণ্য এই দোষ-দ্বয়ে দূষিত হইতে পারেন না।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য ও শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ, বেদান্ত শাস্ত্রের উল্লিখিত সূত্র প্রমাণ-স্বরূপে উদ্ধৃত করিয়াছেন।

উপসংহার-কালে পূজ্যপাদ শ্রীমন্নীলকণ্ঠ সূরির একটী সদুক্তি বিবৃত হইতেছে। আকাশ হইতে মেঘ-সমূহ শস্যক্ষেত্রে বারি-বর্ষণকালে বীজ বিশেষের প্রতি রাগ বা অপরের প্রতি দ্বেষ প্রকাশ করে না। উদাসীনের ন্যায় অনাসক্ত ভাবেই পর্জ্জন্য স্বকার্য্য সাধন করিয়া থাকে। ঈশ্বরও পুণ্যবানের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ, বা পাপীর প্রতি দ্বেষ প্রকাশ না করিয়া উদাসীনের ন্যায় জগৎ সৃষ্টিরূপ স্বকার্য্য সাধন করিয়া থাকেন। জীবের অসাধারণ কর্ম্ম-হেতু তাহারা বিভিন্নরূপ ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইহাতে ঈশ্বরের বৈষম্যাদি দোষ ঘটিতে পারে না।

শ্রীভগবান্ এই গ্রন্থের পূর্ব্বভাগে বলিয়াছেন, "ন মাং কর্ম্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্ম্মফলে স্পৃহা। ইতি মাং যোঽভিজানাতি কর্ম্মভির্ন স বধ্যতে॥" (গীতা, ৪ অধ্যায়, ১৪ শ্লোক) সেই শ্লোক এবং তাহার অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকের মর্ম্ম অধুনা পাঠকগণ পর্য্যালোচনা করিবেন। ভগবানের কর্ম্মে আসক্তি নাই, সুতরাং কর্ম্মলেপও নাই। যিনি কর্ম্মাসক্তি-বর্জ্জন করিতে

সক্ষম, তিনিই কর্ম্মজনিত ফলাফলের বহির্ভূত। পূর্ব্বভাগে এই পরম তত্ত্ব নানা রূপে নানা স্থানে ভগবান্ পরিব্যক্ত করিয়াছেন। এস্থলেও তাহা অন্য ভাবে, অথচ অধিকতর সুস্পষ্টরূপে, পরিকীর্ত্তন করিলেন ॥ ৯ ॥

* * *

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ত্ততে ॥ ১০ ॥

অন্বয়।—অধ্যক্ষেণ (অধিষ্ঠাত্রা) ময়া (ভগবতা) প্রকৃতিঃ (মায়া) স-চরাচরম্ (বিশ্বম্) সূয়তে (উৎপাদয়তি) কৌন্তেয় অনেন (অধ্যক্ষ-ত্বেন) হেতুনা (নিমিত্তেন) ইদম্ জগৎ বিপরিবর্ত্ততে (পুনঃ পুনঃ জায়তে) ॥ ১০ ॥

প্রতিশব্দ।—অধিষ্ঠাতা আমা-দ্বারা প্রকৃতি চরাচর-সহিত বিশ্ব উৎপাদন-করে হে-কৌন্তেয় এই কারণে এই জগৎ পুনঃ-পুনঃ-জন্মে ॥১০॥

ব্যাখ্যা।—অধিষ্ঠাতৃরূপ মৎকর্ত্তৃক প্রকৃতি এই সচরাচর বিশ্বের উৎপাদন করে; হে কৌন্তেয়! এই কারণেই জগৎ পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হয় ॥ ১০ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—তত্র ভূতগ্রামমিমং বিসৃজাম্যুদাসীনবদাসীনমিতি চ বিরুদ্ধমুচ্যতে তৎপরিহারার্থমাহ ময়েতি। ময়া সর্ব্বতোদৃশিমাত্রস্বরূপেণাবিক্রিয়াত্মনাধ্যক্ষেণ মম মায়া ত্রিগুণাত্মিকাবিদ্যালক্ষণা প্রকৃতিঃ সূয়তে উৎপাদয়তি সচরাচরং জগৎ। তথা চ মন্ত্রবর্ণঃ, "একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা। কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ, সাক্ষী চেতাঃ কেবলো নির্গুণশ্চ।" ইতি সাক্ষিমাত্রেণ হেতুনা নিমিত্তেনানেনাধ্যক্ষত্বেন কৌন্তেয়! জগৎ সচরাচরং ব্যক্তাব্যক্তাত্মকং বিপরিবর্ত্ততে সর্ব্বাবস্থাসু দৃশি কর্ম্মত্বাপত্তি-নিমিত্তা হি জগতঃ সর্ব্বা প্রবৃত্তিরহমিদং ভোক্ষ্যে, পশ্যামীদং, শৃণোমীদং, সুখমনুভবামি, দুঃখমনুভবামি, তদর্থমিদং করিষ্যাম্যেতদর্থমিদং করিষ্যে ইদং জ্ঞাস্যামীত্যাদ্যবগতিনিষ্ঠা, অবগতিরবসানে, "যোঽস্যাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোম্নি।" ইত্যাদয়শ্চ মন্ত্রা এতমর্থং দর্শয়ন্তি। ততশ্চৈকস্য দেবস্য সর্ব্বাধ্যক্ষভূতচৈতন্যমাত্রস্য পরমার্থতঃ সর্ব্বভোগানভিসম্বন্ধিনোঽন্যস্য চেতনান্তরস্যাভাবে ভোক্তুরন্যস্যাভাবাৎ। কিং নিমিত্তেয়ং সৃষ্টিঃ? ইত্যত্র প্রশ্নপ্রতিবচনে-নুপপন্নে "কোঽদ্ধা বেদ ক ইহ প্রাবোচৎ কুত আয়াতঃ কুতঃ ইয়ং বিসৃষ্টিঃ" ইত্যাদি-মন্ত্রবর্ণেভ্যো দর্শিতঞ্চ ভগবতা "অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ।" ইতি ॥ ১০ ॥

আনন্দগিরি।—ঈশ্বরে স্রষ্টৃত্বমৌদাসীন্যঞ্চ বিরুদ্ধমিতি শঙ্কতে তত্রেতি। পূর্ব্বগ্রন্থঃ সপ্তম্যর্থঃ। বিরোধপরিহারার্থমুত্তরশ্লোকমবতারয়তি তদিতি। তৃতীয়াদ্বয়ং সমানাধিকরণমিত্যভ্যুপেত্য ব্যাচষ্টে ময়েত্যাদিনা। প্রকৃতিশব্দার্থমাহ মমেতি। তস্যা অপি জ্ঞানত্বং ব্যাবর্ত্তয়তি ত্রিগুণেতি। পরাভিপ্রেতং প্রধানং ব্যুদস্যতি অবিদ্যেতি। সাক্ষিত্বে প্রমাণমাহ তথা চেতি। মূর্ত্তিত্রয়াত্মনো ভেদং বারয়তি এক ইতি। অথণ্ডজাড্যং প্রত্যাহ দেব ইতি। আদিত্যবত্তাটস্থ্যং প্রত্যাদিশতি সর্ব্বভূতেষ্বিতি। কিমিতি তর্হি সর্ব্বৈর্নোপলভ্যতে? তত্রাহ গূঢ় ইতি। বুদ্ধ্যাদিবৎ পরিচ্ছিন্নত্বং ব্যবচ্ছিনত্তি সর্ব্বব্যাপীতি। তর্হি নভোবদনাত্মত্বং নেত্যাহ সর্ব্বভূতেতি। তর্হি তত্র কর্ম্মতৎফলসম্বন্ধিত্বং স্যাত্তত্রাহ কর্ম্মেতি। সর্ব্বাধিষ্ঠানত্বমাহ সর্ব্বেতি। সর্ব্বেষু ভূতেষু সত্তাস্ফূর্ত্তিপ্রদত্বেন সংনিধির্ব্বাত্রোচ্যতে ন কেবলং কর্ম্মণামেবায়মধ্যক্ষোঽপি তু তদ্বতামপীত্যাহ সাক্ষীতি। দর্শনকর্ত্তৃত্বশঙ্কাং শাতয়তি চেতেতি। অদ্বিতীয়ত্বং কেবলত্বম্। ধর্ম্মাধর্ম্মাদিরাহিত্যমাহ নির্গুণ ইতি। কিং বহুনা? সর্ব্ববিশেষশূন্য ইতি চকারার্থঃ। উদাসীনস্যাপীশ্বরস্য সাক্ষিত্বমাত্র নিমিত্তীকৃতজগদেতৎ পৌনঃপুন্যেন সর্গসংহারাবনুভবতীত্যাহ হেতুনেতি। কার্য্যবৎ কারণস্যাপি সাক্ষ্যধীনা প্রবৃত্তিরিতি বক্তুং ব্যক্তাব্যক্তাত্মকমিত্যুক্তম্, সর্ব্বাবস্থাস্বিত্যনেন সৃষ্টিস্থিতিসংহারাবস্থা গৃহ্যন্তে। তথাপি জগতঃ স্বর্গাদিভ্যো ভিন্না প্রবৃত্তিঃ স্বাভাবিকী নেশ্বরায়ত্তেত্যাশঙ্ক্যাহ দৃশীতি। নহি দৃশ্যব্যাপ্যত্বং বিনা জড়বর্গস্য কাপি প্রবৃত্তিরিতি হি শব্দার্থঃ। তামেব প্রবৃত্তিমুদাহরতি অহমিত্যাদিনা। ভোগ্যস্য বিষয়োপলম্ভাভাবাসম্ভবান্নানাবিধাং বিষয়োপলব্ধিং দর্শয়তি পশ্যামীতি। ভোগফলমিদানীং কথয়তি সুখমিতি। বিহিতপ্রতিষিদ্ধাচরণনিমিত্তং সুখং দুঃখঞ্চেত্যাহ তদর্থমিতি। ন চ বিমর্ষপূর্ব্বকং বিজ্ঞানং বিনানুষ্ঠানমিত্যাহ ইদমিতি। ইত্যাদ্যা প্রবৃত্তিরিতি সম্বন্ধঃ। সা চ প্রবৃত্তিঃ সর্ব্বা দৃক্কর্ম্মত্বমুররীকৃত্যৈব বিবৃণোতি ইত্যুক্তং নিগময়তি অবগতীতি। তত্রৈব চ প্রবৃত্তেরবসানমিত্যাহ অবগতিরবসান ইতি। পরস্যাধ্যক্ষত্বমাত্রেণ জগচ্চেষ্টেত্যত্র প্রমাণমাহ যোঽস্যেতি। অস্য জগতো যোঽধ্যক্ষো নির্ব্বিকারঃ স পরমে প্রকৃষ্টে হার্দ্দে ব্যোম্নি স্থিতো নির্বিকারঃ, পরমে প্রকৃষ্টে হার্দ্দে ব্যোম্নি স্থিতো দুর্বিজ্ঞেয় ইত্যর্থঃ। ঈশ্বরস্য সাক্ষিত্বমাত্রেণ স্রষ্টৃত্বে স্থিতে ফলিতমাহ ততশ্চেতি। কিং নিমিত্তা পরস্যেয়ং সৃষ্টিঃ? ন তাবদ্ভোগার্থা, পরস্য পরমার্থতোভোগাসম্বন্ধিত্বাত্তস্যাসর্ব্বসাক্ষীভূতচৈতন্যমাত্রত্বাৎ, ন চান্যো ভোক্তা চেতনান্তরাভাবাদীশ্বরস্যৈকত্বাদচেতনস্যাভোক্তৃত্বাৎ, ন চ সৃষ্টিরপবর্গার্থা, তদ্বিরোধিত্বাৎ। নৈবং প্রশ্নো বা তদনুরূপং প্রতি বচনং বা সংযুক্তং পরস্য মায়ানিবন্ধনে সর্গে তস্যানবকাশত্বাদিত্যর্থঃ। পরস্যাত্মনো দুর্বিজ্ঞেয়ত্বে শ্রুতিমুদাহরতি কোঽদ্ধেতি। তস্মিন্ প্রবক্তাপি সংসারমণ্ডলে নাস্তীত্যাহ ক ইহেতি। জগতঃ সৃষ্টিকর্ত্তৃত্বেন পরস্য জ্ঞেয়ত্বমাশঙ্ক্য কূটস্থাত্ততো ন সৃষ্টির্জাতেত্যাহ কুত ইতি। ন হীয়ং বিবিধা সৃষ্টিরন্যস্মাদপি কস্মাচ্চিদুপপদ্যতে অন্যস্য বস্তুনোঽভাবাদিত্যাহ কুত ইতি। কথং তর্হি সৃষ্টিঃ? ইত্যাশঙ্ক্যাজ্ঞানাধীনেত্যাহ দর্শিতঞ্চেতি॥ ১০॥

রামানুজ।—ময়েতি। তস্মাৎ ক্ষেত্রজ্ঞকর্ম্মানুগুণং মদীয়া প্রকৃতিঃ সত্য-সঙ্কল্পেন ময়াধ্যক্ষেণেক্ষিতা সচরাচরং জগৎ সূয়তে। অনেন ক্ষেত্রজ্ঞ-কর্ম্মানুগুণ-মদীক্ষণেন হেতুনা জগদ্‌বিপরিবর্ত্তত ইতি মৎস্বাম্যং সত্য-সংকল্পত্বং নৈর্ঘৃণ্যাদিদোষরহিতত্বমিত্যেবমাদিকং মম বসুদেবসূনোরৈশ্বরং যোগং পশ্য; যথাহ শ্রুতিঃ, “অস্মান্মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতত্তস্মিংশ্চান্যো মায়য়া সংনিরুদ্ধঃ। মায়াং তু প্রকৃতিম্ বিদ্যান্মায়িনন্ত মহেশ্বরম্” ইতি ॥ ১০ ॥

হনুমান্।—ময়েতি। ময়া ভগবতা অধ্যক্ষেণ মিয়ামকেন সচরাচরং স্থাবরজঙ্গম-লক্ষণং জগৎ প্রকৃতিঃ মদীয়া ত্রিগুণাত্মিকা মায়া সূয়তে উৎপাদয়তি। অনেন হেতুনা মন্নিয়ামকত্বরূপকারণেন হে কৌন্তেয়! জগৎ ইদং ব্যক্তাব্যক্তাত্মকং বিশ্বং বিপরিবর্ত্ততে বারং বারং জায়তে। অহং সাক্ষিরূপেণ অস্মিন্ বিষয়ে অধিষ্ঠিতঃ। তথাচ শ্রুতিঃ “একোদেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ।” ইত্যাদি ॥ ১০ ॥

শ্রীধর।—তদেবোপপাদয়তি ময়েতি। ময়া অধ্যক্ষেণ অধিষ্ঠাত্রা নিমিত্তভূতেন প্রকৃতিঃ সচরাচরং বিশ্বং সূয়তে জনয়তি, অনেন মদধিষ্ঠানেন হেতুনা ইদং জগদ্বিপরিবর্ত্ততে পুনঃ পুনর্জায়তে সন্নিধিমাত্রেণাধিষ্ঠাতৃত্বাৎ। কর্তৃত্বমুদাসীনত্বঞ্চাবিরুদ্ধমিতি ভাবঃ ॥ ১০ ॥

বলদেব।—তৎ প্রতিপাদয়তি ময়েতি। সত্যসংকল্পেন ময়া প্রকৃত্যধ্যক্ষেণ সর্ব্বেশ্বরেণ জীবপূর্ব্বপূর্ব্বকর্ম্মানুগুণতয়া বীক্ষিতা প্রকৃতিঃ সচরাচরং জগৎ সূয়তে জনয়তি বিষমগুণা সতী। অনেন জীবপূর্ব্বকর্ম্মানুগুণেন মদ্বীক্ষণেন হেতুনা তজ্জগদ্বিপরিবর্ত্ততে পুনঃপুনরুদ্ভবতি হে কৌন্তেয়! শ্রুতিশ্চৈবমাহ, “বিকারজননীমজ্ঞামষ্টরূপামজাং ধ্রুবাম্। ধ্যায়তেঽধ্যাসিতা তেন তন্যতে প্রেরিতা পুনঃ। সূয়তে পুরুষার্থঞ্চ তেনৈবাধিষ্ঠিতা জগৎ।” ইতি সন্নিধিমাত্রেণাধিষ্ঠাতৃত্বাৎ কর্ত্তৃত্বমুদাসীনত্বঞ্চ ন বিরুদ্ধম্। যথা সন্নিধিমাত্রেণ গন্ধঃ ক্ষোভায় জায়তে ইত্যাদি স্মরণাচ্চৈতদেবং মদধিষ্ঠাতৃমাত্রং খলু প্রকৃতেরপেক্ষ্যম্। মদ্বিনা কিমপি কর্ত্তুং ন সা প্রভবেৎ, ন হ্যসতি রাজ্ঞি সিংহাসনাধিষ্ঠাতৃত্বে তদমাত্যাঃ কার্য্যে প্রভবন্তি ॥১০॥

মধুসূদন।—ভূতগ্রামমিমং বিসৃজামুদাসীনবদাসীনমিতি চ পরস্পরবিরুদ্ধমিতি শঙ্কাপরিহারার্থং পুনর্ম্মায়াময়ত্বমেব প্রকটয়তি ময়েতি। ময়া সর্ব্বতোদৃশিমাত্রস্বরূপেণাবিক্রিয়েণাধ্যক্ষেণ নিয়ন্ত্রা ভাসকেনাবভাসিতা প্রকৃতিঃ ত্রিগুণাত্মিকা সত্ত্বাসত্ত্বাদিভিরনির্ব্বাচ্যা মায়া সূয়তে উৎপাদয়তি সচরাচরং জগৎ, মায়াবিনাধিষ্ঠিতেব মায়াকল্পিতগজতুরগাদিকং ন ত্বহং সকার্য্যমায়াভাসনমন্তরেণ করোমি ব্যাপারান্তরং হেতুনা নিমিত্তেনানেনাধ্যক্ষত্বেন হে কৌন্তেয়! জগৎ সচরাচরং বিপরিবর্ত্ততে বিবিধং পরিবর্ত্ততে জন্মাদিবিনাশান্তং বিকারজাতমনবরতমাসাদয়তীত্যর্থঃ, অতো ভাসকত্বমাত্রেণ ব্যাপারেণ বিসৃজামীত্যুক্তম্, তাবতা চাদিত্যাদেরিব কর্ত্তৃত্বাভাবাদুদাসীনবদাসীনমিত্যুক্তমিতি ন বিরোধঃ। তদুক্তম্,—“অস্য দ্বৈতেন্দ্রজালস্য যদুপাদানকারণং অজ্ঞানং তদুপাশ্রিত্য ব্রহ্মকারণমুচ্যতে” ॥ ইতি শ্রুতিস্মৃতিবাদাশ্চাত্রার্থে সহস্রশ উদাহার্য্যাঃ ॥ ১০ ॥

নীলকণ্ঠ।—ননু বিসৃজামি উদাসীনমিতি পরস্পরবিরুদ্ধমুচ্যত ইত্যাশঙ্কাহ ময়েতি। ময়া কূটস্থেন অধ্যক্ষেণ অয়স্কান্তকল্পেন প্রবর্ত্তকেন প্রকৃতিঃ চরাচরং জগৎ সূয়তে উৎপাদয়তি অনেন অধ্যক্ষত্বেনৈব হেতুনা হে কৌন্তেয়! জগদ্বিপরিবর্ত্ততে জন্মাদ্যবস্থাসু ভ্রমতি, অয়স্কান্তবদহমুদাসীনশ্চ সৃষ্টিপ্রবর্ত্তকশ্চ ভবামীতি ভাবঃ; তথা চ মন্ত্রবর্ণঃ, "একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা। কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষী চেতাঃ কেবলো নির্গুণশ্চ।" ইতি একস্যৈব দেবস্য সর্ব্বাধ্যক্ষত্বং সাক্ষিত্বঞ্চ প্রতিপাদয়তি॥ ১০॥

বিশ্বনাথ।—ননু সৃষ্ট্যাদি কর্ত্তুস্তবেদমৌদাসীন্যং ন প্রত্যেমি ইত্যত আহ ময়েতি। অধ্যক্ষেণ ময়া নিমিত্তভূতেন প্রকৃতিঃ সচরাচরং জগৎ সূয়তে, প্রকৃতিরেব জগৎ জনয়তি, মম অত্রাধ্যক্ষতা মাত্রং, যথা কস্যচিদম্বরীষাদেরিব ভূপতেঃ প্রকৃতিরেব রাজ্যকৃত্যং নির্ব্বাহ্যতে অত্রোদাসীনস্য ভূপতেঃ সত্তামাত্রমিতি, যথা তস্য রাজ-সিংহাসনে সত্তামাত্রেণ বিনা প্রকৃতিভিঃ কিমপি ন শক্যতে কর্ত্তুং, তথেব মমাধিষ্ঠানলক্ষণমধ্যক্ষত্বং বিনা প্রকৃতিরপি জড়াদিকমপি কর্ত্তুং ন শক্নোতীতি ভাবঃ। অনেন মদধিষ্ঠানেন হেতুনা ইদং জগৎ বিপরিবর্ত্ততে পুনঃ পুনর্জায়তে॥ ১০॥

তাৎপর্য্য।—এই বিশ্বব্যাপার শ্রীভগবান্ সৃষ্টি করিতেছেন, অথচ তাহাতে উদাসীনের ন্যায় অবস্থিত, এ কথা আপাততঃ অসঙ্গত বলিয়া মনে হইতে পারে। এইরূপ সন্দেহের অপনোদনার্থ এই শ্লোকের অবতারণা। পরমেশ্বর সর্ব্বসাক্ষি-স্বরূপ অবিক্রিয় আত্মা। তিনি সৃষ্টি ব্যাপারের অধ্যক্ষ ও নিয়ন্তা। তাঁহারই অধ্যক্ষতায় তাঁহার ত্রিগুণাত্মিকা অনির্ব্বচনীয়া মায়া এই সচরাচর বিশ্বব্যাপারের সৃষ্টি ক্রিয়া সম্পাদন করেন। শাস্ত্রেও কথিত হইয়াছে, "একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা। কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষী চেতাঃ কেবলো নির্গুণশ্চ"॥ (শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ। ষষ্ঠ অধ্যায়, ১১ শ্রুতি) অর্থাৎ "এক মাত্র দেবতা সকল ভূতে গূঢ়রূপে বিদ্যমান, তিনি সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা, কর্ম্মাধ্যক্ষ, সর্ব্বভূতের অধিবাস, সাক্ষী, চেতয়িতা, নিরুপাধিক এবং সত্ত্বাদিগুণাতীত।" এতদ্রূপ সাক্ষিত্ব মাত্র নিমিত্তস্বরূপ শ্রীভগবানের অধ্যক্ষত্ব দ্বারা ব্যক্তাব্যক্তাত্মক জগৎ পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হয়। ফলতঃ সেই অদ্বিতীয় দেবতা, স্বাক্ষীরূপে সর্ব্বত্র অধিষ্ঠিত এবং সর্ব্বাধ্যক্ষভূত চৈতন্য মাত্র। তিনি স্বয়ং কোন ফলভোগী নহেন এবং কাহারও সুখ-দুঃখেরও বিধান করেন না। সকলে স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে নানা প্রকার সুখ-দুঃখাদির অধীন হইয়া থাকে। সে জন্য পরমেশ্বরের দায়িত্ব কিছুই নাই। মূঢ় জনগণ তাঁহার এই পরম ভাব না জানিয়া

মোহগ্রস্ত হইয়া পড়ে। এই গ্রন্থের পঞ্চমাধ্যায়ের পঞ্চদশ শ্লোকে কথিত হইয়াছে "নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈবং সুকৃতং বিভুঃ। অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ॥" তত্রত্য তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য।

শ্রুতি বলিয়াছেন, "যস্মান্মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ তস্মিংশ্চান্যো মায়য়া সন্নিরুদ্ধঃ। মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্ তস্যাবয়বভূতৈস্তুব্যাপ্তং সর্ব্বমিদং জগৎ"॥ (শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ। চতুর্থ অধ্যায়, ৯'১০ শ্রুতি) অর্থাৎ "যাহা হইতে মায়ী অর্থাৎ মায়াবী পরমেশ্বর এই বিশ্বের সৃষ্টি করিতেছেন, সেই জগতে অন্য অর্থাৎ আত্মা, মায়ার দ্বারা নিরুদ্ধ আছে। মায়াকেই প্রকৃতি এবং মায়ীকে মহেশ্বররূপে পরিজ্ঞাত হইবে। এই সমুদয় জগৎ তাঁহারই অবয়ব সমূহ দ্বারা ব্যাপ্ত।" এই শ্রুতিদ্বয় পূজ্যপাদ রামানুজাচার্য্য উদ্ধৃত করিয়াছেন।

প্রকৃতি সৃষ্টি ক্রিয়া সম্পাদন করেন বটে, কিন্তু পরমেশ্বরের অধিষ্ঠান না হইলে তৎকার্য্য প্রকৃতি সম্পাদন করিতে পারেন না। পরমেশ্বরের অধিষ্ঠান মাত্রই সৃষ্টি বিষয়ে প্রকৃতির অপেক্ষা। ভগবানের সান্নিধ্য মাত্রেই তাঁহার অধিষ্ঠাতৃত্ব সংসিদ্ধ হয়। অতএব সৃষ্টি বিষয়ে ভগবানের কর্ত্তৃত্ব অথচ উদাসীনত্ব এতদুভয়ের কোন বিরোধ ঘটিতেছে না। কেননা সৃষ্টি ক্রিয়া প্রকৃতির দ্বারা নির্ব্বাহিত হয়, ভগবান্ নির্লিপ্তভাবে সন্নিধানে অধিষ্ঠিত থাকেন মাত্র। শ্রীভগবানকে ত্যাগ করিয়া সৃষ্টি ব্যাপার সম্পাদন করিতে প্রকৃতির কোনই সামর্থ্য নাই। সৃষ্টির সহিত পরমেশ্বরের এই টুকুই সম্বন্ধ। সুতরাং তাঁহার কর্ত্তৃত্ব থাকিলেও, তিনি উদাসীন, এ কথা অসঙ্গত নহে। সিংহাসনাধিষ্ঠাতা রাজা বর্ত্তমান না থাকিলে, তাঁহার অমাত্যগণ যেমন কার্য্য সম্পাদনে অক্ষম, তদ্রূপ শ্রীভগবান্ সন্নিহিত না থাকিলে তাঁহার প্রকৃতি স্বকীয় কার্য্য সাধনে অসক্ত। সত্যবটে অম্বরীষ * প্রভৃতি কোন কোন ভূপতি বিষয় ব্যাপারে একান্ত উদাসীন হওয়ায়, তাঁহার প্রকৃতিবর্গ রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন, কিন্তু রাজসিংহাসনে

---

* বৈবস্বত মনুর বংশে নাভাগরাজার ঔরসে অম্বরীষের জন্ম হয়। ইনি একান্ত হরিভক্ত ও সদাচারনিষ্ঠ ছিলেন। বিষয় ব্যাপার ও স্ত্রী পুত্রাদি সকলই ইহাঁর চক্ষে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বলিয়া জ্ঞান হইত। এজন্য ইনি অনন্যমনে দিবারাত্রি কেবল শ্রীহরির সেবায় ও তৎপ্রসঙ্গের আলোচনায় অতিবাহিত করিতেন এবং রাজ কার্য্যাদি কোন বৈষয়িক ব্যাপারেই তিনি চিত্ত সন্নিবেশ করিতেন না। (শ্রীমদ্ভাগবতের নবম স্কন্ধের চতুর্থ ও পঞ্চমাধ্যায়ে অম্বরীষের বিবরণ আছে)

তাদৃশ ভূপতিগণের সত্তা ছিল বলিয়াই প্রকৃতিপুঞ্জ তাঁহার কার্য্য সম্পাদনে সক্ষম হইয়াছিল। তাদৃশ নরপতিগণের সহিত সম্বন্ধ-শূন্য হইলে, বা তাঁহাদের সত্তামাত্র না থাকিলে, প্রকৃতিবর্গ কিছুই করিয়া উঠিতে পারিতেন না। তদ্রূপ জড়া প্রকৃতি পরমেশ্বরের অধিষ্ঠান-লক্ষণ অধ্যক্ষতা-পরিশূন্য হইলে কোন কর্ম্ম সম্পাদন করিতে পারেন না। তিনি উদাসীনবৎ বর্ত্তমান থাকিলেও, তাঁহার অধিষ্ঠান আছে বলিয়াই, এই জগৎ বার বার উৎপন্ন হইতেছে ॥ ১০ ॥

* * *

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্ ॥ ১১ ॥

অন্বয়।—ভূত-মহেশ্বরম্ (সর্ব্বভূতানাং মহান্তমীশ্বরম্) মম পরম্ (প্রকৃষ্টম্) ভাবম্ (তত্ত্বম্) অজানন্তঃ (নোপলভন্তঃ) মূঢ়াঃ (অবিবেকিনঃ) মানুষীম্ (মনুষ্যতুল্যাম্) তনুম্ (শরীরম্) আশ্রিতম্ (গৃহীতবন্তম্) মাম্ অবজানন্তি (নিন্দন্তি) ॥ ১১ ॥

প্রতিশব্দ।—ভূত-সমূহের পরমেশ্বর আমার প্রকৃষ্ট তত্ত্ব অপরিজ্ঞাত অবিবেকিগণ মানুষবৎ শরীর পরিগৃহীত আমাকে অবজ্ঞা করে ॥ ১১ ॥

ব্যাখ্যা।—আমি ভূত-সমূহের মহেশ্বর; আমার এই পরম তত্ত্ব না জানিয়া মূঢ় জনেরা আমাকে মনুষ্য-শরীরধারী বলিয়া অবজ্ঞা করে ॥ ১১ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—অবজানন্তীতি। এবং মাং নিত্যশুদ্ধমুক্তস্বভাবং সর্ব্বজন্তূনামাত্মানমপি সর্ব্বং অবজানন্ত্যবজ্ঞাং পরিভবং কুর্ব্বন্তি মাং মূঢ়া অবিবেকিনো মানুষীং মনুষ্যসম্বন্ধিনীং তনুং দেহমাশ্রিতং মনুষ্যদেহেন ব্যবহরন্তমিত্যেতৎ পরং প্রকৃষ্টং ভাবং পরমাত্মতত্ত্বমাকাশকল্পমাকাশাদপ্যন্তরতমমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরং সর্ব্বভূতানাং মহান্তমীশ্বরং স্বমাত্মানং ততশ্চ তস্য মমাবজ্ঞানভাবনেন হতাঃ বরাকাস্তে ॥ ১১ ॥

আনন্দগিরি।—সর্ব্বাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসো নিত্যমুক্তশ্চেত্ত্বং তর্হি কিমিতি ত্বামেবাত্মত্বেন ভেদেন বা সর্ব্বে ন ভজন্তে? তত্রাহ এবমিতি। বিপর্য্যস্তবুদ্ধিত্বং ভগবদবজ্ঞায়াং কারণমিত্যাহ মূঢ় ইতি। ভগবতো মনুষ্যদেহসম্বন্ধাত্তস্মিন্ বিপর্য্যাসঃ

সম্ভবতীত্যাহ মানুষীমিতি। অস্মদাদিবদ্দেহতাদাত্ম্যাভিমানং ভগবতো ব্যাবর্ত্তয়তি মনুষ্যেতি। ভগবন্তমবজানতামবিবেকে মূলাজ্ঞানং হেতুমাহ পরমিতি। ঈশ্বরাবজ্ঞানাৎ কিং ভবতি? ইত্যপেক্ষায়াং তদবজ্ঞানপ্রতিবদ্ধবুদ্ধয়ঃ শোচ্যা ভবন্তীত্যাহ ততশ্চেতি। ভগবদবজ্ঞানাদেব হেতোরবজানন্তস্তে জন্তবো বরাকাঃ শোচ্যাঃ সর্ব্বপুরুষার্থবাহ্যাঃ স্যুরিতি সম্বন্ধঃ। তত্র হেতুং সূচয়তি তস্যেতি। প্রকৃতস্য ভগবতোঽবজ্ঞানমনাদরণং নিন্দনম্বা তস্য ভাবনং পৌনঃপুন্যং তেন হতাস্তজ্জনিতদুরিত-প্রভাবাৎ প্রতিবদ্ধবুদ্ধয়ইত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

রামানুজ।—অবজানন্তীতি। মাং ভূতমহেশ্বরং সর্ব্বজ্ঞং সত্য সঙ্কল্পং নিখিলজগদেককারণং পরমকারুণিকতয়া সর্ব্বেষামাশ্রয়ণীয়ত্বায় মানুষীং তনুমাশ্রিতং স্বকৃতৈঃ পাপকর্ম্মভিঃ মূঢ়া অবজানন্তি, প্রাকৃতমনুষ্যসমং মন্যন্তে। ভূতমহেশ্বরস্য মমাপারকারুণ্যৌদার্য্যসৌশীল্যবাৎসল্যাদিনিবন্ধনং মনুষ্যত্বসমাশ্রয়ণলক্ষণমিমং পরং ভাবমজানন্তো মনুষ্যত্বসমাশ্রয়ণমাত্রেণ মামিতরসজাতীয়ং মত্বা তিরস্কুর্ব্বন্তীত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

হনুমান্।—অবজানন্তি মাং মূঢ়াঃ অজ্ঞানিনঃ মানুষীং মনুষ্যোচিতাং তনুং শরীরমাশ্রিতমধিষ্ঠিতং পরং প্রকৃষ্টং ভাবমনুষ্যভাবমজানন্তঃ অনকাহুন্তো (?) মমেশ্বরস্য ভূতস্য মহেশ্বরং ভূতানি প্রাণিনস্তেষাং মহান্তমীশ্বরং ॥ ১১ ॥

শ্রীধর।—নন্বেবংভূতং পরমেশ্বরং ত্বাং কিমিতি কেচিন্নাদ্রিয়ন্তে? তত্রাহ অবজানন্তীতি দ্বাভ্যাম্। সর্ব্বভূতমহেশ্বররূপং মদীয়ং পরং ভাবং তত্ত্বমজানন্তো মূঢ়া মূর্খা মামবজানন্তি মামবমন্যন্তে, অবজ্ঞানে হেতুঃ শুদ্ধসত্ত্বময়ীমপিতনুং ভক্তেচ্ছাবশান্মনুষ্যাকারমাশ্রিতবন্তমিতি ॥ ১১ ॥

বলদেব।—নন্বীদৃশমহিমানং ত্বাং কিমিতি কেচিন্নাদ্রিয়ন্তে? তত্রাহ অবজানন্তীতি। ভূতমহেশ্বরং নিখিলজগদেকস্বামিনং সত্যসংকল্পং সর্ব্বজ্ঞং মহাকারুণিকঞ্চ মাং মূঢ়াস্তেঽবজানন্তি। অত্র প্রকারং দর্শয়ন্ বিশিনষ্টি মানুষীমিতি। মানুষসন্নিবেশিনীং মানুষচেষ্টাবহুলাং তনুং শ্রীমূর্ত্তিমাশ্রিতং তাদাত্ম্যসম্বন্ধেন নিত্যং প্রাপ্তং মামিতররাজকুমারতুল্যঃ কশ্চিদুগ্রপুণ্যো মনুষ্যোঽয়মিতি বুদ্ধ্যাবমন্যন্ত ইত্যর্থঃ। মানুষী তনুঃ খলু পাঞ্চভৌতিক্যেব ন চ ভগবত্তনুস্তাদৃক্। সচ্চিদানন্দরূপায় কৃষ্ণায়েতি তমেকং গোবিন্দং সচ্চিদানন্দবিগ্রহমিতি শ্রবণাৎ। তথাত্বে তদবজ্ঞাতৃণাং মৌঢ্যান্ধ্যযোগাৎ ব্রহ্মাদিবন্দত্বাযোগাচ্চ এবং বুদ্ধিস্তেষাং কুতো যয়া তে মূঢ়া ভণ্যন্তে? তত্রাহ পরমিতি। পরমসাধারণং ভাবং স্বভাবমজানন্তঃ মানুষাকৃতেস্তস্য জ্ঞানানন্দাত্মত্বসর্ব্বেশত্বমোক্ষদত্বাদিস্বভাবানভিজ্ঞানাদিত্যর্থঃ। এবঞ্চ সতি তনুমাশ্রিতমিত্যুক্তির্বিশেষবিভাতং ভেদকার্য্যমাদায় বোধ্যা। যত্তু বসুদেবসূনোর্দ্বারকাধিপতেঃ সূতিকাগৃহাবির্ভূতমেব স্বরূপং নৈজং চতুর্ভুজত্বাত্ততো ব্রজং গচ্ছতঃ স্বরূপন্তু মানুষং দ্বিভুজত্বাদত উক্তং "বভূব প্রাকৃতঃ শিশুঃ" ইতি, ইতি বদন্তি তন্নিরবধানম্। মানুষীং তনুমাশ্রিতমিতি তদুক্তেঃ ন "তেনৈব রূপেণ চতুর্ভুজেন" ইতি পার্থপ্রার্থনয়া চতু-

ভুর্জং তং প্রতি "দৃষ্ট্বেদং মানুষং রূপম্" ইত্যাদি পার্থবাক্যাচ্চ; তস্মান্মানুষ্যসংনিবেশিত্বমেব তত্তনোর্মনুষ্যত্বমিত্যুক্তম্ "যত্রাবতীর্ণং কৃষ্ণাখ্যং পরং ব্রহ্ম নরাকৃতি" ইতি শ্রীবৈষ্ণবে। "গূঢ়ং পরং ব্রহ্ম মনুষ্যলিঙ্গম্" ইতি শ্রীভাগবতে চ। মনুষ্যচেষ্টাপ্রাচুর্য্যাচ্চ তস্যাস্তত্ত্বম্। যথা মনুষ্যোঽপি রাজা দেববৎ সিংহবচ্চ বিচেষ্টনান্নৃদেবো নৃসিংহশ্চ ব্যপদিশ্যতে তস্মাদ্দ্বিভুজশ্চতুর্ভুজশ্চ স মনুষ্যভাবেনোক্তহেতুদ্বয়াদ্ব্যপদিশ্যঃ। ন খলু ভুজ-ভূম্না পরেশত্বং কার্ত্তবীর্য্যাদৌ ব্যভিচারাৎ। বিভুচৈতন্যত্বং জগজ্জন্মাদিহেতুত্বং বা পরেশত্বং, তচ্চ দ্বিভুজেঽপি তস্মিন্নস্ত্যেব তচ্ছ্রুতঃ ন চ দ্বিভুজত্বং সাদিসৎপুণ্ডরীকনয়নং মেঘাভং বৈদ্যুতাম্বরম্। দ্বিভুজং মৌনমুদ্রাঢ্যং বনমালিনমীশ্বরম্। ইতি তস্যানাদিসিদ্ধত্বশ্রবণাৎ। প্রাকৃতঃ শিশুরিত্যত্র প্রকৃত্যা স্বরূপেণৈব ব্যক্তঃ শিশুরিত্যেবার্থঃ। তস্মাদ্বৈদূর্য্যমণৌ নানারূপাণি ইব তস্মিন্ দ্বিভুজত্বাদীনি যুগপৎসিদ্ধান্যেব যথারুচ্যুপাস্যানীতি সান্তোদিতত্বনিত্যোদিতত্বকল্পনা দূরোৎসারিতা ॥ ১১ ॥

মধুসূদন।—অবজানন্তীতি। এবং নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবং সর্ব্বজন্তূনামাত্মানমানন্দঘনমনন্তমপি সন্তং অবজানন্তি মাং সাক্ষাদীশ্বরোঽয়মিতি নাদ্রিয়ন্তে নিন্দন্তি বা মূঢ়া অবিবেকিনো জনাস্তেষামবজ্ঞাহেতুং ভ্রমং সূচয়তি মানুষীং তনুমাশ্রিতং মনুষ্যতয়া প্রতীয়মানাং মূর্ত্তিমাত্মেচ্ছয়া ভক্তানুগ্রহার্থং গৃহীতবন্তং মনুষ্যতয়া প্রতীয়মানেন দেহেন ব্যবহরন্তমিতি যাবৎ, ততশ্চ মনুষ্যোঽয়মিতি ভ্রান্ত্যাচ্ছাদিতান্তঃকরণাঃ মম পরং ভাবং প্রকৃষ্টং পারমার্থিকং তত্ত্বং সর্ব্বভূতানাং মহান্তমীশ্বরমজানন্তো যন্নাদ্রিয়ন্তে নিন্দন্তি বা তদনুরূপমেব মূঢ়ত্বমস্য ॥ ১১ ॥

নীলকণ্ঠ।—অবজানন্তীতি। এবংভূতং মাং সন্তং মূঢ়াঃ অবজানন্তি যতো মানুষীং তনুং আশ্রিতং মনুষ্যদেহেন ব্যবহরন্তম্, মম পরং প্রকৃষ্টং ভাবং তত্ত্বং অজানন্তঃ ভূতানাং মহেশ্বরং নাবজানন্তীতি সম্বন্ধঃ ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ।—নন্বু চ সত্যং অনন্তকোটিব্রহ্মাণ্ডব্যাপী সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ কারণার্ণবশায়ী মহাপুরুষঃ স্বপ্রকৃত্যা জগৎ সৃজতীতি যঃ প্রসিদ্ধঃ স এব হি ভবান্। কিন্তু বসুদেবসূনোস্তবেয়ং মানুষী তনুরিত্যেতদংশেনৈব কেচিত্তব নিকর্ষং বদন্তীত্যত আহ অবজানন্তীতি। মম মানুষ্যাস্তনোরস্যাঃ পরং ভাবং কারণার্ণবশায়ি-মহাপুরুষাদিভ্যোঽপ্যুৎকৃষ্টং স্বরূপং অজানন্ত এব তে। কীদৃশং ভূতং সত্যং যদ্ব্রহ্ম তচ্চ তন্মহেশ্বরঞ্চেতি তন্মহেশ্বরপদং সত্যান্তর-ব্যাবর্ত্তকম্, অত্র জ্ঞেয়ং "যুক্তেক্ষ্মাদাবৃতে ভূতম্।" ইত্যমরঃ। "তমেকং গোবিন্দং সচ্চিদানন্দবিগ্রহং বৃন্দাবনসুরভূরুহভাবনাসীনং সততং সমরুদ্গণোঽহং পরময়া স্তুত্যা তোষয়ামি।" ইতি শ্রুতেঃ, "নরাকৃতি পরব্রহ্ম" ইতি স্মৃতেশ্চ। মমাস্যাঃ মনুষ্যাস্তনোঃ সচ্চিদানন্দময়ত্বং মদভিজ্ঞভক্তৈরুচ্যতে এব, তথা সর্ব্বব্রহ্মাণ্ডব্যাপিত্বঞ্চ বাল্যে মন্মাত্রা শ্রীযশোদয়া দৃষ্টমেব। যদ্বা মানুষীং তনুমেব বিশিনষ্টি, পরং উৎকৃষ্টং ভাবং সত্তাং বিশুদ্ধং সত্ত্বং সচ্চিদানন্দস্বরূপমিত্যর্থঃ। "ভাবঃ সত্তা স্বভাবাভিপ্রায়ঃ" ইত্যমরঃ। পরং ভাবমপি বিশিনষ্টি মম ভূতমহেশ্বরং, মম সৃজ্যানি ভূতানি যে ব্রহ্মাদ্যাস্তেষামপি মহান্তমীশ্বরম্।

তস্মাজ্জীবস্যেব মম পরমেশ্বরস্য তনুর্নভিন্না তনুরেবাহং অহমেব তনুঃ সাক্ষাদ্ধ্যৈব "শাব্দং-ব্রহ্ম দধদ্বপুঃ" ইতি মদভিজ্ঞশুকোক্তেরিতি ভবাদৃশৈস্তু বিশ্বস্যতাং ইতি ভাবঃ ॥ ১১ ॥

তাৎপর্য্য ।—আমি নিত্য-শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্তস্বভাব, যাবতীয় জন্তুর আত্মা, আনন্দঘন, অনন্ত-স্বরূপ, সাক্ষাৎ পরমেশ্বর হইলেও, মূঢ় জনেরা আমার এই পরমতত্ত্ব পরিগ্রহ করিতে না পারিয়া, আমাকে হতাদর, অবজ্ঞা ও নিন্দা করিয়া থাকে। আমি ভক্তজনের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিবার অভিপ্রায়ে, তাঁহাদের হৃদয়ে আনন্দ ও তৃপ্তি বিধান করিবার বাসনায়, তাঁহাদের অনুকূল কর্ম্মাদি সম্পাদন করিবার নিমিত্ত, কৃপাপরবশ হইয়া, ইচ্ছাপূর্ব্বক এই মনুষ্যবৎ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছি এবং এইরূপে মনুষ্য-মণ্ডলী-মধ্যে অবতীর্ণ হইয়া মনুষ্যোচিত ব্যবহারাদি প্রতিপালন করিতেছি। যাহারা অবিবেকী, শুভাশুভ-দৃষ্টি-বিরহিত, ভ্রান্তিদ্বারা যাহাদের অন্তঃকরণ সমাচ্ছাদিত, তাদৃশ মূঢ় জনেরা আমার প্রকৃষ্ট পারমার্থিক তত্ত্ব অনুভব করিতে সমর্থ না হইয়া, আমাকে সর্ব্বভূতের মহান্ পরমেশ্বর বলিয়া জ্ঞান করে না, এবং আমার প্রতি যেরূপ ভক্তি ও সমাদর করা আবশ্যক, তাহা না করিয়া, আমার নিন্দাবাদ ঘোষণা করে।

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য ও শ্রীমদ্‌বলদেবের অভিপ্রায়। আমি ভূত-মহেশ্বর, নিখিল জগতের একমাত্র স্বামী, সত্য-সংকল্প, সর্ব্বজ্ঞ, এবং মহাকারুণিক, তথাপি মূঢ়েরা আমাকে অবজ্ঞা করে। আমি মানববৎ দেহ সন্নিবিষ্ট এবং বহুল মানবোচিত ক্রিয়া সম্পাদক হইলেও, আমার এই শ্রীমূর্ত্তি তাদাত্ম্য সম্বন্ধ হেতু নিত্য প্রাপ্ত। অথচ অবিবেকী নরাধমেরা আমাকে ইতর রাজকুমার তুল্য জনৈক প্রভাবশালী মনুষ্য মনে করিয়া অমান্য করে। মনুষ্য মাত্রই পাঞ্চভৌতিক শরীরধারী; কিন্তু ভগবানের শরীর কখনই সেরূপ নহে। শ্রুতি শ্রীকৃষ্ণকে সচ্চিদানন্দ-রূপধারী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং সেই গোবিন্দকে একমাত্র সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তদ্‌যথা; "সচ্চিদানন্দায় কৃষ্ণায়।" এবং "তমেকং গোবিন্দং সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহম্।" কিন্তু যিনি ব্রহ্মাদি দেবগণেরও বন্দনীয়, যাঁহার মহিমার সীমা নাই, মূঢ়তা-হেতু বিনষ্ট-দর্শন দুরাত্মারা তাঁহাকে চিনিতে পারে না। তাহারা তাঁহার অসাধারণ ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া, সেই মানুষাকারধারী পরমেশ্বরের জ্ঞানানন্দত্ব, সর্ব্বেশত্ব, মোক্ষদাতৃত্ব ইত্যাদি স্বভাব প্রণিধান

করিতে পারে না। আদৌ শ্রীকৃষ্ণ সুতিকাগারে চতুর্ভুজ-মূর্ত্তি ধারণ করিয়াই অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। (শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব-সম্বন্ধে ১৫ পৃষ্ঠার টিপ্পনী দ্রষ্টব্য) তদনন্তর ব্রজধামে * বসুদেব † কর্ত্তৃক নীত হওয়ার পর দ্বিভুজ-মনুষ্যাকার-পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। (এই গ্রন্থের ৭৭ পৃষ্ঠার টিপ্পনী দ্রষ্টব্য) যে বসুদেব-নন্দন দ্বারকাধিপতিরূপে ‡ লীলা প্রকাশ করিতেছেন, তাঁহার দেহে অপ্রাকৃত লক্ষণ কিছুই দেখা যায় না; সুতরাং তাঁহাকে মানুষ-দেহধারী প্রাকৃত মনুষ্য বলিয়া জ্ঞান হওয়া অসঙ্গত নহে। কিন্তু তিনি বাস্তবিক প্রাকৃত মনুষ্যের ন্যায় দেহ-পরিগ্রহ করিয়া ভূতলে অবতীর্ণ হন নাই। চতুর্ভুজ-দেহ ধারণ করিয়া অপ্রাকৃত রূপেই অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। দেবকী ও বসুদেবের প্রার্থনা-ক্রমেই তিনি স্বকীয় অপ্রাকৃতরূপের সংহার করিয়া প্রাকৃত

---

* ব্রজধাম।—অগ্রবন ও মথুরার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী ভূভাগ ব্রজধাম নামে খ্যাত। ইহাই শ্রীকৃষ্ণের লীলা-ক্ষেত্র। এই স্থানে পরিক্রমণ ও প্রদক্ষিণ মহাফলপ্রদ পুণ্যানুষ্ঠান রূপে পরিকীর্ত্তিত। ইহার মধ্যে অনেক বন ও উপবন আছে। তন্মধ্যে বনস্থলীর নাম যথা; “বনানি দ্বাদশান্যাহুর্যমুনোত্তরদক্ষিণে। মহাবনং মহাশ্রেষ্ঠং দ্বয়ং কাম্যবনং শুভম্॥ কোকিলাখ্যং তৃতীয়ঞ্চ তুর্য্যং তালবনং তথা। পঞ্চমং কুকুদাখ্যঞ্চ ষষ্ঠং ভাণ্ডীরসংজ্ঞকম্॥ নাম্না ছত্রবনং শ্রেষ্ঠং সপ্তমং পরিকীর্ত্তিতম্। অষ্টমং খদিরং প্রোক্তং নবমং লোহজং বনম্॥ নাম্না ভদ্রবনং শ্রেষ্ঠং দশমং বহুপুণ্যদম্। একাদশং সমাখ্যাতং বহুলাবনসংজ্ঞকম্॥ নাম্না বিল্ববনং শ্রেষ্ঠং দ্বাদশং কামনাপ্রদম্। ইতি দ্বাদশসংজ্ঞানি বনানি শুভদানি চ॥”

† বসুদেব।—বসুদেব ও দেবকী শ্রীকৃষ্ণের জনক ও জননী। দেবকী দুর্বৃত্ত কংসের ভগ্নী। তাঁহার গর্ভে ভগবান্ আবির্ভূত হইয়া কংসকে বধ করিবেন, এইরূপ দৈববাণী শ্রবণ করিয়া দুর্বৃত্ত কংস স্বকীয় ভগ্নী ও ভগ্নীপতিকে কারাগারে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। সেই কংস-কারাগারেই দেবকী দেবীর অষ্টম গর্ভে শ্রীভগবান্ চতুর্ভুজরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বকালে দেবকী ও বসুদেব দেবমাতা অদিতি ও দেবপিতা কশ্যপ ছিলেন। বসুদেব অনেক নামে পরিচিত, তন্মধ্যে একটি নাম ‘আনকদুন্দুভি।’ “কশ্যপো বসুদেবশ্চ দেবমাতা চ দেবকী। পূর্ব্ব-পুণ্য-ফলেনৈব সংপ্রাপ শ্রীহরিং সুতম্॥ দেবমীঢ়াম্মারিষায়াং বসুদেবো মহানভূৎ। তস্য জন্মনি দেবশ্চ বাদয়ামাস দুন্দুভিম্॥ আনকঞ্চ মহাহৃষ্টাঃ শ্রীহরের্জনকঞ্চ তম্। সন্তঃ পুরাতনাস্তেন বদন্ত্যানকদুন্দুভিম্॥” (ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ, শ্রীকৃষ্ণ-জন্ম খণ্ড)।

‡ দ্বারকা।—সমুদ্রের মধ্যবর্ত্তী শ্রীকৃষ্ণের রাজধানী। শ্রীকৃষ্ণ সমুদ্রের নিকট হইতে দ্বাদশ যোজন ভূমি গ্রহণ করিয়া দ্বারকাপুরী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই শোভাময়ী পুরীর চতুর্দ্দিকে প্রাকার নির্ম্মিত ছিল এবং মনোহর উদ্যান সমূহ, রমণীয় সৌধমালা ইত্যাদি শোভন-সামগ্রী-সমূহের বাহুল্যে সেই পুরী অমরাবতীর ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছিল। মথুরাবাসী তাবতেই শ্রীকৃষ্ণের আহ্বানানুসারে দ্বারকায় আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। “ইতি সঞ্চিন্ত্য গোবিন্দো যোজনাদিমহোদধিম্। যযাচে দ্বাদশপুরং দ্বারকং তত্র নির্ম্মমে॥ মহোদ্যানাং মহাবপ্রাং তড়াগশত-শোভিতাম্। প্রাকারগৃহসংবাধামিন্দ্রস্যেবামরাবতীম্॥ মথুরাবাসিনো লোকাংস্তত্রানীয় জনার্দ্দনঃ। আসন্নে কালযবনে মথুরাঞ্চ স্বয়ং যযৌ॥” (বিষ্ণুপুরাণ, পঞ্চমাংশ, ২৩ শ অধ্যায়)।

মানুষোচিত দেহ ধারণ করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থের একাদশ অধ্যায়ে শ্রীভগবানের বিশ্বরূপ-প্রদর্শনের বিবরণ আছে। সেই অপ্রাকৃত বিরাটরূপ দর্শন করিয়া ভীত ও সংক্ষুব্ধ অর্জ্জুন তাঁহাকে স্বকীয় রূপ ধারণ করিতে প্রার্থনা করায়, তিনি পুনরায় নরাকার ধারণ করেন। তাঁহার সেই নরাকার-সন্দর্শনে প্রীত ও পুলকিত পার্থ বলিয়াছিলেন, "দৃষ্ট্বেদং মানুষং রূপং তব সৌম্যং জনার্দ্দন" ইত্যাদি। এস্থলেও অর্জ্জুন ভগবান্‌কে মানুষরূপ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীভগবান্‌ও বর্ত্তমান শ্লোকে 'মানুষীং তনুমাশ্রিতম্' বলিয়াছেন। এতদ্দ্বারা তাঁহার তনু মানুষের ন্যায় প্রাকৃত বলিয়া জ্ঞান করা বিধেয় নহে। মনুষ্যোচিত দেহ-সংনিবেশ-হেতু তাঁহার তনুর মনুষ্যত্ব কথিত হইয়াছে মাত্র। বস্তুতঃ তাহা কদাপি মনুষ্য-তনু নহে। ভগবদ্‌ভক্তগণের শাস্ত্রে কথিত আছে যে, "যত্রাবতীর্ণং কৃষ্ণাখ্যং পরং ব্রহ্ম নরাকৃতি।" অর্থাৎ "যেখানে কৃষ্ণ নামধারী পরব্রহ্ম নরাকার ধারণ করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন।' শ্রীমদ্‌ভাগবতেও সেই পরব্রহ্ম পরমপুরুষ মনুষ্যলিঙ্গ-রূপে পরিকীর্ত্তিত হইয়াছেন। তাঁহার লীলায় মানুষোচিত ক্রিয়া-কলাপের বাহুল্য পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে এবং তিনি স্বেচ্ছায় লীলা-সৌকর্য্যার্থ মানুষোচিত দেহ ধারণ করিয়াছিলেন, এজন্য অজ্ঞ জনেরা, প্রকৃত তত্ত্বের অনভিজ্ঞান হেতু, তাঁহার তনু মানুষ-তনু বলিয়া মনে করে। বস্তুতঃ তাঁহার সেই দিব্য স্নিগ্ধ কলেবর কদাচ প্রাকৃত মনুষ্য-তনু নহে। বহুভুজ-বিশিষ্ট হইলেই যে তাঁহার পরেশত্ব প্রতিপাদিত হইবে, এরূপ নহে। তাহা হইলে কার্ত্তবীর্য্যাদি * মহাত্মারা পরমেশ্বররূপে পরিগণিত

---

* কার্ত্তবীর্য্য।—পুরাকালে চন্দ্রবংশে কৃতবীর্য্য রাজার ঔরসে কার্ত্তবীর্য্য অর্জ্জুন নামে এক প্রবল পরাক্রান্ত নরপতি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পরম জ্ঞানী, পুণ্যবান্ ও দেবকৃপাভাজন ছিলেন। একদা তিনি সচিব ও সৈন্যগণপরিবৃত হইয়া মৃগয়ার্থ বনগমন করেন। সেই স্থানে জমদগ্নি মুনির আশ্রম ছিল। রাজাকে কাতর ও অবসন্ন দেখিয়া মুনিবর তাঁহার বিহিত সৎকার ও শুশ্রূষা করিয়াছিলেন। মুনির সর্ব্বসুলক্ষণাক্রান্তা একটি সুরভি গাভী ছিল। রাজা লোভ-পরবশ হইয়া মুনির নিকট সেই গাভীটি প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু মুনিবর কোন ক্রমেই সেই কামধেনু প্রদান করিতে স্বীকার করিলেন না। কার্ত্তবীর্য্য লোভ সংবরণ করিতে না পারিয়া, মুনি জমদগ্নির সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন এবং দারুণ অস্ত্রাঘাতে তাঁহাকে নিহত করিলেন। মুনির মৃত্যু হইবা মাত্র কপিলা গাভী গোলোকধামে প্রস্থান করিলেন। মুনিপত্নী রেণুকা দেবী পতির সহিত চিতায় আরোহণ করিয়া অনুমৃতা হইলেন। মুনির তনয় রাম তৎকালে তথায় উপস্থিত ছিলেন না। জননী রেণুকা চিতায় আরোহণ করিবার পূর্ব্বে পুত্রকে স্মরণ করিলেন এবং তিনি সমাগত হইলে রোরুদ্যমানা রেণুকা তাঁহাকে শোক-জনক যাবৎ বৃত্তান্ত জানাইলেন। তখন রাম ক্রোধোন্মত্ত হইয়া প্রতিজ্ঞা করি-

হইতেন। শ্রীভগবান্ দ্বিভুজ হইলেও, তাঁহাতে পরমেশ্বর-লক্ষণ-সমূহ পূর্ণ ভাবেই বিদ্যমান আছে। তিনি দ্বিভুজধারী হইলেও, বিভু চৈতন্যত্ব, জগতের জন্মাদি-হেতুত্ব, অথবা পরেশত্ব, তাঁহাতেই আছে। শ্রুতিও সেই পুণ্ডরীকলোচন, নবজলধর-শ্যাম, বিদ্যুদ্বর্ণবাসধারী, বনমালী, দ্বিভুজ-সম্পন্ন শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বররূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সেই পূর্ণব্রহ্ম ভগবানের অনাদি-সিদ্ধত্ব শ্রুতিদ্বারা অঙ্গীকৃত ও সপ্রমাণিত হইয়াছে।

শ্রীমদ্বিশ্বনাথের অভিপ্রায়। অর্জ্জুন যদি সন্দিহান হইয়া জিজ্ঞাসা করেন যে, "তুমি অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ড-ব্যাপী সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ। কারণার্ণবশায়ী * যে মহাপুরুষ স্বকীয় প্রকৃতির দ্বারা জগতের সৃষ্টি করেন বলিয়া প্রসিদ্ধ, তুমিই

লেন যে, তিনি একবিংশবার ধরণীকে নিঃক্ষত্রিয়া করিবেন, পাপাধম কার্ত্তবীর্য্যকে সংহার করিবেন এবং ক্ষত্রিয়-শোণিতে পিতৃগণের তর্পণ করিবেন। অনন্তর পরশুরাম পিতৃমাতৃ-শ্রাদ্ধাদি সমাপ্ত করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। ব্রহ্মার উপদেশানুসারে তিনি শৈব-লোকে আগমন করিয়া হরপার্ব্বতীর শরণাগত হইলেন এবং তাঁহাদের কৃপায় নানারূপ দিব্যাস্ত্র ও কবচাদি লাভ করিলেন। তাহার পর তিনি ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া পিতৃহন্তা কার্ত্তবীর্য্যের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। রাজা কার্ত্তবীর্য্যও দেববলে বলীয়ান্ ছিলেন এবং তাঁহার সহস্র বাহু ছিল। শ্রীহরির অংশ পরশুরাম তাঁহাকে সমরে নিহত করিলেন। (ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ, গণপতি খণ্ড, ৪০ শ অধ্যায়)।

* কারণার্ণব।—প্রলয়ের পর শ্রীভগবান্ কারণ-সলিলে শেষ-নাগের উপর সুখনিদ্রায় শয়ান থাকেন। তাঁহার নাভিপ্রদেশ হইতে এক মৃণাল-সহকৃত পদ্ম সমুদ্ভূত হয় এবং তাহারই মধ্যে ব্রহ্মার আবির্ভাব হয়। সেই ব্রহ্মা সৃষ্টি করিবার বাসনায় তপোঽনুষ্ঠান করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার তপঃ-প্রভাবে পরিতুষ্ট হইয়া শ্রীভগবান্ তাঁহাকে বৈকুণ্ঠলোক প্রদর্শন করেন এবং তথায় তাঁহাকে সৃষ্টি-বিষয়ক উপদেশ প্রদান করেন। (শ্রীমদ্ভাগবত, ২য় স্কন্ধ, ৯ম অধ্যায়)। ভগবান্ প্রথমতঃ জল সৃষ্টি করিয়া তন্মধ্যে সহস্র বৎসর কাল বাস করিয়াছিলেন। সেই নরনামাভিধেয় ভগবান্ জলের সৃষ্টি করিয়াছিলেন বলিয়া জলের নাম নারা এবং জল তাঁহার বাসস্থান বলিয়া ভগবানের নাম নারায়ণ হইয়াছে। (১৪ পৃষ্ঠায় শঙ্করাচার্য্যের সূচনানুবাদ দ্রষ্টব্য) সেই জলমধ্যে শয়ান থাকার পর তাঁহার যোগনিদ্রা ভঙ্গ হয় এবং তখন তিনি বিবিধ সৃষ্টি করিবার বাসনা করেন। তিনি শেষ-শয্যায় যে ভাবে শয়ন করিয়া থাকেন, নিম্নে তাহার বিবরণ উদ্ধৃত হইতেছে। "অনন্তস্তত্র গত্বা তু যত্র ক্ষীরোদ-সাগরঃ। তত্র স্বয়ং শ্রিয়া যুক্তং সুষুপ্সন্তং জনার্দ্দনম্॥ তস্যোপধারমকরোদনন্তো দক্ষিণাং ফণাম্। উত্তরাং পাদয়োশ্চক্রে উপাধানং মহাবলঃ। তালবৃন্তং তদা চক্রে স শেষঃ পশ্চিমাং ফণাম্। স্বয়ন্তু বীজয়ামাস শেষরূপী জনার্দ্দনম্। শঙ্খং চক্রং নন্দকাসিমিষুধী দ্বে মহাবলঃ॥ ঐশানয়াথ ফণয়া স দধ্রে গরুড়ং তদা॥ গদাং পদ্মঞ্চ শার্ঙ্গঞ্চ তথৈব বিবিধায়ুধম্। যানি চান্যানি তস্যাসন্নাগ্নেয্যা ফণয়া দধৌ॥ এবং কৃত্বা স্বকং কায়ং শয়নীয়ং তদা হরেঃ। ভূতভব্যজগন্নাথং পরাপরপতিং হরিম্॥ দধার শিরসানন্তঃ স্বয়মেব স্বকাং তনুং। এবং ব্রহ্মদিনস্যৈব প্রমাণেন নিশাং হরিঃ। সন্ধ্যাং সংধিপ্রাপ্য শেতে নারায়ণোঽব্যয়ঃ॥" (কালিকা পুরাণ, ২৭ অধ্যায়)।

তিনি। কিন্তু বসুদেব-নন্দনরূপ তোমার এই মানুষী-তনু দর্শনে কেহ কেহ তোমার শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করে না।” ইহার উত্তর স্বরূপে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, ‘হে অর্জ্জুন! আমার এই পরিদৃশ্যমান মানুষ তনুর পরমভাব-পরিজ্ঞান হইলে, উপলব্ধ হয় যে. ইহা কারণার্ণবশায়ী মহাপুরুষাদির অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট। যাহারা আমার এই স্বরূপ না জানে তাহারাই আমাকে অবজ্ঞা করে। আমি ভূত সমূহের মহেশ্বর। আমার এই মানুষী-তনুর সচ্চিদানন্দময়ত্ব আমার তত্ত্বাভিজ্ঞ ভক্তগণ-কর্ত্তৃক পুনঃ পুনঃ পরিকীর্ত্তিত হইয়া থাকে এবং শ্রুতি ও স্মৃতি স্পষ্টরূপে প্রতিপাদন করিয়া থাকেন। এই শরীরেই যে আমি সর্ব্বব্রহ্মাণ্ডব্যাপী, তাহা আমার বাল্যকালে আমার মাতা শ্রীমতী যশোদা দেবী স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছেন *। ব্রহ্মাদি যাবতীয় ভূত পদার্থ আমার দ্বারা সৃষ্ট এবং আমি তাহাদের মহেশ্বর। জীবের ন্যায় আমি ও আমার তনু বিভিন্ন নহে। আমিই সাক্ষাৎ তনুরূপ ব্রহ্ম, এবং তনুই সাক্ষাৎ ব্রহ্মরূপ আমি। আমার তত্ত্বজ্ঞ ভক্তোত্তম শুকদেব বলিয়াছেন, “শাব্দং ব্রহ্ম দধদ্বপুঃ।” অর্থাৎ “শাব্দ ব্রহ্মরূপ ভগবান্ শরীর পরিগ্রহ করিলেন।” তোমার ন্যায় মহাত্মারা আমার পরম তত্ত্বের মর্ম্ম পরিজ্ঞাত, সুতরাং আমাতে বিশ্বাসবান্।

---

* পূর্ণব্রহ্ম সনাতন পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণকে সামান্য রাজকুমার জ্ঞানে ব্রজাধিপতি নন্দরাজ-মহিষী যশোদা, সন্তানের হিতকামনায় নিরন্তর চিন্তাকুল থাকিতেন। পূতনা-বধ, শকটভঞ্জন, যমলার্জ্জুন ভঞ্জন, তৃণাবর্ত্ত-বধ প্রভৃতি নানাবিধ অত্যুৎপাত দর্শনে অপত্য-বৎসলা যশোমতী কখন বা সন্তানের অলৌকিক শক্তিসামর্থ্যের বিষয় আলোচনা করিয়া উৎফুল্ল হইতেন এবং আপনাকে অপরিসীম ভাগ্যবতী বলিয়া জ্ঞান করিতেন, আবার কখন বা এই সকল নিদারুণ দুর্দ্দৈব বিদূরিত করিবার অভিপ্রায়ে শান্তি-স্বস্ত্যয়ণ প্রভৃতি দৈব ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতেন। একদা মাতাকে সম্পূর্ণরূপে বিস্ময়াবিষ্ট করিবার বাসনায় ও স্বকীয় পরম তত্ত্ব সম্যক্‌রূপে তাঁহার হৃদ্‌গত করিবার অভিলাষে, তাঁহার স্নেহময় ক্রোড়ে অবস্থান কালে, শিশুরূপধর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ জৃম্ভনার্থ মুখব্যাদান করিলেন। তখন পুণ্যবতী যশোমতী সেই অঙ্কশায়ী শিশুর বদনমধ্যে চন্দ্র ও সূর্য্য, জল ও স্থল, পর্ব্বত ও নদী ইত্যাদি সংবলিত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড দেখিতে পাইলেন। এই অলৌকিক অত্যদ্ভুত ব্যাপার সন্দর্শনে যশোদার হৃদয় ভয় ও বিস্ময়ে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল এবং নানারূপ বিভিন্ন ভাবের প্রাবল্যে তিনি কিয়ৎকাল কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়া ও বাক্‌শক্তিবিহীনা হইয়া রহিলেন (শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধ, ৭ম অধ্যায়) যাঁহার বাসনায় অনন্ত বিশ্বের উৎপত্তি, স্থিতি ও বিলয় সংসাধিত হইতেছে, যাঁহার প্রতি লোমকূপে ব্রহ্মাণ্ড বিরাজিত, সেই মহামহিমময় বিশ্বেশ্বরকে সামান্য পুরুষ বা তাঁহার কলেবর মানুষী তনু বলিয়া জ্ঞান করা নিরতিশয় মূঢ়তারই পরিচায়ক। এতাদৃশী ভ্রান্তির হস্ত হইতে নন্দ-যশোদা পর্য্যন্ত অব্যাহতি পান নাই।

যাহারা মূঢ়, তাহারাই আমার তত্ত্ব প্রণিধান করিতে না পারিয়া, আমার নিন্দাবাদ প্রচার করিয়া থাকে ॥' ১১ ॥

* * *

মোঘাশা মোঘকর্ম্মাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ ।
রাক্ষসীমাসুরীঞ্চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ ॥ ১২ ॥

অন্বয় ।—মোঘ-আশাঃ (বৃথা আশা যেষাং তে) মোঘকর্ম্মাণঃ (বিফলানি কর্ম্মাণি যেষাং তে) মোঘজ্ঞানাঃ (নিষ্ফলং জ্ঞানং যেষাং তে) বিচেতসঃ (বিক্ষিপ্তচিত্তাঃ) মোহিনীম্ (মোহকরীম্) রাক্ষসীম্ (তামসীম্) আসুরীম্ (রাজসীম্) চ প্রকৃতিম্ শ্রিতাঃ (আশ্রিতাঃ) [ভবন্তি] ॥ ১২ ॥

প্রতিশব্দ ।—বৃথা-যাহাদের-আশা-তাহারা বৃথা-যাহাদের-কর্ম্ম-সমুদায়-তাহারা নিষ্ফল-যাহাদের-জ্ঞান-তাহারা যাহারা-বিক্ষিপ্ত-চিত্ত-তাহারা তামসী এবং রাজসী প্রকৃতির আশ্রিত [হয়] ॥ ১২ ॥

ব্যাখ্যা ।—বিফলাশা-সম্পন্ন, নিষ্ফলকর্ম্মা, অনর্থক জ্ঞান বিশিষ্ট বিক্ষিপ্ত-চিত্ত-ব্যক্তিগণ তামসী এবং রাজসী প্রকৃতির আশ্রিত হইয়া থাকে ॥ ১২ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—কথং মোঘাশেতি । মোঘাশা বৃথা আশা আশিষো যেষাং তে মোঘাশাস্তথা মোঘকর্ম্মাণো যানি চাগ্নিহোত্রাদীনি তৈরনুষ্ঠীয়মানানি কর্ম্মাণি তানি চ তেষাং ভগবৎপরিভবাৎ স্বাত্মভূতস্যাবজ্ঞানান্মোঘান্যেব নিষ্ফলানি কর্ম্মাণি ভবন্তীতি মোঘকর্ম্মাণস্তথা মোঘজ্ঞানাঃ মোঘং নিষ্ফলং জ্ঞানং যেষাং তে মোঘজ্ঞানাঃ জ্ঞানমপি তেষাং নিষ্ফলমেব স্যাৎ, বিচেতসো বিগতবিবেকাশ্চ তে ভবন্তীত্যভিপ্রায়ঃ। কিঞ্চ তে ভবন্তি ? রাক্ষসীং রক্ষসাং প্রকৃতিং স্বভাবং আসুরীমসুরাণাঞ্চ প্রকৃতিং মোহিনীং মোহকরীং দেহাত্মবাদিনীং শ্রিতা আশ্রিতাঃ, ছিন্ধি, ভিন্ধি, পিব, খাদ, পরস্বমপহর, ইত্যেবং বদনশীলাঃ ক্রূরকর্ম্ম কুর্ব্বাণা ভবন্তীত্যর্থঃ, "অসূর্য্যা নাম তে লোকাঃ" ইতি শ্রুতেঃ ॥ ১২ ॥

আনন্দগিরি ।—ভগবন্তমবজানতাং প্রশ্নপূর্ব্বকং শোচ্যত্বং বিশদয়তি কথমিতি। ভগবন্নিন্দাপরাণাং ন কাচিদপি প্রার্থনার্থবতীত্যাহ বৃথেতি। ননু ভগবন্তং নিন্দতোঽপি নিত্যং নৈমিত্তিকংবা কর্ম্মানুতিষ্ঠন্তি তদনুষ্ঠানাচ্চ তেষাং প্রার্থনাঃ সার্থা ভবিষ্যন্তীতি নেত্যাহ

তথেতি। পরিভবস্তিরস্করণম্, অবজ্ঞানমনাদরণম্। তেষামপি শাস্ত্রার্থাবজ্ঞানবতাং তদ্দ্বারা প্রার্থনার্থবত্ত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ তথা মোঘেতি। তথাপি যৌক্তিকবিবেকবশাত্তৎপ্রার্থনা-সাফল্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ বিচেতস ইতি। ন কেবলমুক্তবিশেষণবত্ত্বমেব তেষাং কিন্তু বর্ত্তমান-দেহপাতাদনন্তরং তত্তদতিক্রূরযোনিপ্রাপ্তিশ্চ নিশ্চিতেত্যাহ কিঞ্চেতি। মোহকরীমিতি প্রকৃতিদ্বয়েঽপি তুল্যং বিশেষণম্, ছিন্ধি ভিন্ধি পিব খাদেতি প্রাণিহিংসারূপো রক্ষসাং স্বভাবোঽসুরাণাং স্বভাবস্তু ন দেহিনো জুহুধি পরস্বমেবাপহরেত্যাদিরূপঃ। মোহো মিথ্যা-জ্ঞানম্। উক্তমেব স্ফুটয়তি ছিন্ধীতি ॥ ১২ ॥

রামানুজ।—মোঘাশেতি। মম মনুষ্যত্বে পরমকারুণ্যাদিপরত্বনি [তি] রোধ [ধা] ন-করীং রাক্ষসীং আসুরীঞ্চ মোহিনীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ মোঘাশা মোঘবাঞ্ছিতাঃ নিষ্ফলবাঞ্ছিতাঃ মোঘকর্ম্মাণো মোঘারম্ভা মোঘ-জ্ঞানাঃ সর্ব্বেষু মদীয়েষু চরাচরেষু অর্থেষু বিপরীতজ্ঞানতয়া নিষ্ফলজ্ঞানাঃ বিচেতসঃ তথা সর্ব্বত্র বিগতযাথার্থ [থ্য] জ্ঞানা মাং সর্ব্বেশ্বরং ইতরসমং জ্ঞাত্বা [মত্বা] অপক্ষয়বন্তং যৎ কর্ত্তুমিচ্ছন্তি যদুদ্দিশ্যারম্ভতে কুর্ব্বতে তৎ সর্ব্বং মোঘং ভবতীত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

হনুমান্।—কথং ভূতাস্তে অজানন্ত? ইত্যত্রাহ মোঘাশেতি। মোঘা আশা যেষাং তে মোঘাশাঃ মোঘপ্রার্থনাঃ মৃগতৃষ্ণাজলপিপাসাবৎ মোঘানি কর্ম্মাণি যেষাং তে মোঘ-কর্ম্মাণঃ মৃগতৃষ্ণোদকপিপাসাসুগন্তৃবন্ মোঘজ্ঞানং যেষাং তে মোঘজ্ঞানাঃ মৃগতৃষ্ণা-জলতৃষ্ণাবৎ বিচেতসঃ বিগতবিবেকাঃ। রক্ষসামিয়ং রাক্ষসপ্রকৃতিস্তামসী অসুরাণামিব আসুরী প্রকৃতিস্তমসঃ। আসুরীং চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ ॥ ১২ ॥

শ্রীধর।—কিঞ্চ মোঘাশা ইতি। মত্তোঽন্যদ্দেবতান্তরং ক্ষিপ্রং ফলং দাস্যতীত্যেবং ভূতা মোঘা নিষ্ফলৈবাশা যেষাং তে, অতএব মদ্বিমুখত্বান্মোঘানি নিষ্ফলানি কর্ম্মাণি যেষাং তে, মোঘমেব নানাকুতর্কাশ্রিতং শাস্ত্রজ্ঞানং যেষাং তে, অতএব বিচেতসো বিক্ষিপ্তচিত্তাঃ, সর্ব্বত্র হেতুঃ রাক্ষসীং তামসীং হিংসাদিপ্রচুরাম্, আসুরীঞ্চ রাজসীং কামদর্পাদিবহুলাং মোহিনীং বুদ্ধিভ্রংশকরীং প্রকৃতিং স্বভাবং শ্রিতাঃ আশ্রিতাঃ সন্তো মামবজানন্তীতি পূর্ব্বেণৈবান্বয়ঃ ॥ ১২ ॥

বলদেব।—ননু পাঞ্চভৌতিকমানুষতনুমামুগ্রপুণ্যঃ পুরুতেজাঃ কোঽপ্যয়মিতি ভাবেন ত্বামবজানতাং কা গতিঃ স্যাৎ? তত্রাহ মোঘেতি। যদি তে ঈশ্বরভক্তা অপি স্যুস্তদাপি মোঘাশা নিষ্ফলমোক্ষবাঞ্ছাঃ স্যুঃ, যদি তেঽগ্নিহোত্রাদিকর্ম্মনিষ্ঠাস্তদা মোঘকর্ম্মাণঃ পরিশ্রমরূপাগ্নিহোত্রাদিকাঃ স্যুঃ, যদি তে জ্ঞানায় বেদান্তাদিশাস্ত্রপরিশীলিনস্তদা মোঘজ্ঞানা নিষ্ফলতদ্বোধাঃ স্যুঃ। এবং কুতঃ? যতস্তে বিচেতসঃ, নিত্যসিদ্ধমনুষ্যসন্নিবেশিসাক্ষাৎপরব্রহ্ম-মদবজ্ঞাজনিতপাপপ্রতিবদ্ধবিবেকজ্ঞানা ইত্যর্থঃ। অতএবমুক্তং বৃহদ্বৈষ্ণবে, "যো বেত্তি ভৌতিকং দেহং কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ। স সর্ব্বস্মাদ্বহিষ্কার্য্যঃ শ্রৌতস্মার্ত্তবিধানতঃ। মুখং তস্যাবলোক্যাপি সচেলং স্নানমাচরেৎ" ইতি। তর্হি তে কিং ফলং লভন্তে? তত্রাহ রাক্ষসীং

হিংসাদিপ্রচুরাং তামসীং আসুরীং কামগর্ব্বাদিপ্রচুরাং রাক্ষসীং মোহিনীং বিবেকবিলোপিনীং প্রকৃতিং স্বভাবং শ্রিতা নরকে নিবাসার্হাস্তিষ্ঠন্তি ॥ ১২ ॥

মধুসূদন।—তে চ ভগবদজ্ঞাননিন্দনজনিতমহাদুরিতপ্রতিবদ্ধবুদ্ধয়ো নিরন্তরং নিরয়নিবাসার্হা এব ঈশ্বরমন্তরেণ কর্ম্মাণ্যেব নঃ ফলং দাস্যন্তীত্যেবং রূপা মোঘা নিষ্ফলৈবাশা ফলপ্রার্থনা যেষাং তে অতএবেশ্বরবিমুখত্বান্মোঘানি শ্রমমাত্ররূপাণ্যগ্নিহোত্রাদীনি কর্ম্মাণি যেষাং তে, তথা মোঘমীশ্বরাপ্রতিপাদককুতর্কশাস্ত্রজনিতং জ্ঞানং যেষাং তে। কুত এবং? যতো বিচেতসো ভগবদবজ্ঞানজনিতদুরিতপ্রতিবদ্ধবিবেকবিজ্ঞানাঃ। কিঞ্চ তে ভগবদবজ্ঞানবশাৎ রাক্ষসীং তামসীং অবিহিতহিংসাহেতুদ্বেষপ্রধানাং আসুরীং চ রাজসীং শাস্ত্রানভ্যনুজ্ঞাতবিষয়ভোগহেতুরাগপ্রধানাং চ মোহিনীং শাস্ত্রীয়জ্ঞানভ্রংশহেতুং প্রকৃতিং স্বভাবমাশ্রিতা এব ভবন্তি। ততশ্চ "ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ। কামক্রোধস্তথা লোভঃ" ইত্যুক্তনরকদ্বারভাগিতয়া নরকযাতনামেব তে সততমনুভবন্তীত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

নীলকণ্ঠ।—মদবজ্ঞানাচ্চ তে মোঘাশাঃ বৃথৈব আশা আশিষো যেষাং তএব মোঘাশাঃ, তথা মোঘকর্ম্মাণঃ নিষ্ফলোদ্যোগাঃ মোঘজ্ঞানাঃ নিষ্ফলজ্ঞানাঃ যতো বিচেতসঃ নির্বিবেকাঃ যতো রাক্ষসীং আসুরীঞ্চ রজস্তমঃপ্রধানাং মোহিনীঃ মোহকরীং প্রকৃতিং শ্রিতাঃ ছিন্ধি ভিন্ধি পিব স্বাদ পরস্বমপহরেত্যেবংশীলা ক্রূরকর্ম্মাণো ভবন্তীত্যর্থঃ ॥ ১২॥

বিশ্বনাথ।—ননু যে মানুষীং মায়াময়ীং তনুমাশ্রিতোঽয়ং ঈশ্বর ইতি মত্বা ত্বাং অবজানন্তি, তেষাং কাগতিঃ? তত্রাহ মোঘাশেতি। যদি ভক্তা অপি স্যুস্তদপি মোঘাশা ভবন্তি, মৎসালোক্যাদি অভিবাঞ্ছিতং ন প্রাপ্নুবন্তি। যদি তে কর্ম্মিণস্তদা মোঘকর্ম্মাণঃ কর্ম্মফলং স্বর্গাদিকং ন লভন্তে। যদি তে জ্ঞানিনস্তর্হি মোঘজ্ঞানাঃ জ্ঞানফলং মোক্ষং ন বিদন্তি। তর্হি তে কিং প্রাপ্নুবন্তীত্যত আহ রাক্ষসীমিতি। তে রাক্ষসীং প্রকৃতিং রাক্ষসানাং স্বভাবং শ্রিতাঃ প্রাপ্তা ভবন্তীত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

তাৎপর্য্য।—যাহারা পূর্ব্বোক্ত শ্লোকানুরূপ ভগবন্নিন্দা-নিরত, তাহাদের দুরিত-রাশি সীমা-শূন্য এবং তাহারা নিয়ত নরক-নিবাসের উপযোগী। পরমেশ্বরের * আরাধনা ব্যতীত অন্য কোন কর্ম্মই অভীষ্ট ফল প্রদানে সমর্থ নহে।

---

* পরমেশ্বর বিরাটরূপ ও অনন্ত। এই গ্রন্থের একাদশ অধ্যায়ে তাহার বিস্তারিত বিবরণ পরিদৃষ্ট হইবে। তিনি সহস্রশীর্ষ, সহস্রলোচন ও সহস্রচরণরূপে পরিকীর্ত্তিত। যাঁহারা যথার্থ ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞ ও তাঁহার স্বরূপাবধারণে সমর্থ, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের মনুষ্যবৎ সীমাবদ্ধ ক্ষুদ্র কলেবর দর্শন করিলেও, তাঁহাকে উল্লিখিত রূপ বিরাট, বিশ্বব্যাপী, অনন্ত, সহস্র শীর্ষ, সহস্র চক্ষু ও সহস্রপদ বলিয়াই জানেন। ঋগ্বেদসংহিতায় পরম পুরুষ-সম্বন্ধে নিম্নোদ্ধৃত উক্তি পরিদৃষ্ট হয়। যথা, "সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ। স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্ ॥" ইত্যাদি। (ঋগ্বেদ সংহিতা, ১০ম অষ্টক ১০ সূক্ত।) এই সূক্তটি বেদাধ্যয়নকারী বেদগত-প্রাণ এবং বেদসর্ব্বস্ব আর্য্য জাতির পরম আদরের বস্তু, ইহাই পুরুষসূক্ত নামে

সুতরাং যাহারা ভগবদ্বিরোধী বা তাঁহার নিন্দাপরায়ণ, তাদৃশ ব্যক্তিগণ যে কর্ম্মই কেন অনুষ্ঠান করুক না, কিছুতেই তাহাদের আশার সফলতা হইতে পারে না। তাদৃশ ভগবদ্বিমুখ ব্যক্তিগণ অগ্নিহোত্রাদি (১৩০ পৃষ্ঠার টিপ্পনী দ্রষ্টব্য) বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান করিলেও তৎসমস্ত বৃথা পরিশ্রম রূপে পর্য্যবসিত হয় মাত্র। তাঁহাদের জ্ঞান নিতান্ত অনর্থক ও নিন্দনীয়; কারণ তাহা ঈশ্বর-বিরোধি-কুতর্ক-পূর্ণ শাস্ত্র-সমূহ হইতে লব্ধ। তাদৃশ জ্ঞান কেবল বিড়ম্বনারই হেতুভূত। তাহারা শ্রীভগবানের নিন্দা ও অবজ্ঞান-হেতু, বিবেক-বিজ্ঞান-পরিভ্রষ্ট ও ভ্রমান্ধ। তাহাদের এতাদৃশ বুদ্ধি-বিপর্য্যয় ও প্রত্যক্ষ সত্যের বিরোধিতা ঘটিবার হেতু কি? তাহারা ভগবজ্‌জ্ঞানের অভাব-হেতু অবিহিত-হিংসা-দ্বেষ-প্রধান তামসী এবং ধর্ম্মশাস্ত্র-বিগর্হিত-ভোগানুরাগ-জনিত রাক্ষসী, প্রকৃষ্ট জ্ঞান এবং বিবেক-বিলোপকারিণী প্রকৃতির আশ্রিত হইয়া থাকে। তাদৃশ ভগবজ্‌জ্ঞান-শূন্য ব্যক্তিগণ হিংসা-পরায়ণ রাক্ষসের ন্যায় এবং ক্রূরকর্ম্মা অসুরের ন্যায় প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়। সেই প্রকৃতি মোহকারিণী অর্থাৎ তাহার প্রভাবে উল্লিখিত হতভাগ্যগণ দেহকেই আত্মা বলিয়া জ্ঞান করে এবং 'ছেদ করিব, ভেদ করিব, পান করিব, ভোজন করিব, পরস্বাপহরণ করিব', ইত্যাদিরূপ চাৎকার করিতে করিতে নিরতিশয় ঘৃণিত কর্ম্ম-নিষ্ঠ হইয়া কাল যাপন করে।

শ্রীমদ্বলদেব ও বিশ্বনাথের অভিপ্রায়। যাহারা আমার সচ্চিদানন্দ ভগবৎ-কলেবরকে সামান্য পাঞ্চভৌতিক দেহ বোধে অবজ্ঞা করে, তাদৃশ জনগণের কি গতি হয়, তাহাই এক্ষণে কথিত হইতেছে। যদি তাহারা

সুপ্রসিদ্ধ এবং পরম সমাদৃত। উল্লিখিত পুরুষসূক্ত হইতে আমরা এস্থলে প্রথম মন্ত্রটি মাত্র উদ্ধৃত করিলাম। ইহার ভাবার্থ এইরূপ, "পুরুষসহস্র-শির, সহস্রচক্ষুঃ-বিশিষ্ট, এবং সহস্র-পদ-সংযুক্ত। তিনি পৃথিবীর সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত থাকিয়াও, দশাঙ্গুলি প্রমাণে অবস্থান করেন।' ব্রাহ্মণেরা অবগত আছেন যে, শালগ্রামাদির পূজায় এই ঋঙ্‌মন্ত্র ঈষৎ রূপান্তরিত ভাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অতএব দেখা যাইতেছে, শ্রীকৃষ্ণের ক্ষুদ্র বিগ্রহাদিতেও ভক্তগণ সেই বিরাট রূপ পরম পুরুষকেই দেখিয়া থাকেন এবং ক্ষুদ্র-মূর্ত্তি পূজা কালেও তাঁহারা মহামহিমময় বিশ্বেশ্বরের পূজা করিয়া থাকেন। এরূপস্থলে সেই শ্রীকৃষ্ণের নিত্যসিদ্ধ সনাতন শরীরকে তাঁহারা প্রাকৃত মনুষ্য-কলেবর জ্ঞান করিবেন, ইহা কখনই সম্ভব পর নহে। তাঁহারা বৃন্দাবন, ব্রজধাম, মথুরা, দ্বারকা প্রভৃতি পুণ্যক্ষেত্রে বিরাজিত শ্যামসুন্দরের বনমালাবিভূষিত, চন্দন-চর্চ্চিত, শ্রীবৎসলাঞ্ছিত, শিখিপুচ্ছচূড়া-সমন্বিত সেই মোহন-কলেবরকে সাক্ষাৎ পরমেশ্বর-তনু ভিন্ন অন্য কিছুই মনে করেন না এবং অন্য কোন রূপে তাঁহাকে গ্রহণ করিয়াও কিঞ্চিন্মাত্র সুখী হইতে পারেন না।

ঈশ্বর ভক্ত হয়, তাহা হইলেও চরমে তাহাদের মোক্ষবাঞ্ছা বিফলিত হইয়া থাকে এবং তাহারা মৎসালোক্যাদি-প্রাপ্তি রূপ কোন শুভ ফলেরই অধিকারী হয় না। যদি তাহারা অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মনিষ্ঠ হয়, তাহা হইলেও তাহাদের অনুষ্ঠিত কর্ম্ম-সমূহ কেবল পণ্ডশ্রমরূপে পরিণত হয়; কারণ তাদৃশ জনগণের অনুষ্ঠিত কর্ম্ম কখনই স্বর্গাদি-প্রাপ্তিরূপ ফল প্রদানে সমর্থ নহে। যদি তাহারা জ্ঞান-লাভার্থ বেদান্তাদি-শাস্ত্রের অনুশীলন-পরায়ণ হয়, তাহা হইলেও তাহাদের সেই শাস্ত্রবোধ নিষ্ফল হইয়া থাকে; কারণ তাদৃশ ব্যক্তি-গণের জ্ঞান কখনই মোক্ষবিধায়ক হইতে পারে না। এরূপ হয় কেন? ইহার উত্তর এই যে, এই নিত্যসিদ্ধ মনুষ্য-রূপ-সন্নিবিষ্ট সাক্ষাৎ পরম ব্রহ্ম-স্বরূপ আমার অপরিজ্ঞান-জনিত পাপে, তাহাদের বিবেক ও জ্ঞান প্রতিবদ্ধ হওয়ায়, তাহারা বিক্ষিপ্তচিত্ত হইয়াছে। বৃহদ্বৈষ্ণব-শাস্ত্রে কথিত আছে যে, "যো বেত্তি ভৌতিকং দেহং কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ। স সর্ব্বস্মাদ্বহিষ্কার্য্যঃ শ্রৌতস্মার্ত্তবিধানতঃ। মুখং তস্যাবলোক্যাপি সচেলং স্নানমাচরেৎ"। ইত্যাদি। অর্থাৎ "শ্রীকৃষ্ণের দেহকে যে ভৌতিক বলিয়া মনে করে, সে শ্রুতি স্মৃতির বিধানানুযায়ী যাবতীয় কর্ম্মের অধিকার হইতে বহিষ্কৃত হয়। তাহার মুখ দেখিলেও তৎক্ষণাৎ পরিধান বস্ত্রসহ স্নান করিবে।" এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, তাদৃশ ভগবজ্‌জ্ঞান-বিরহিত ব্যক্তিগণ কি ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে? তাহারা হিংসাদি-বহুল-তামসী, কামগর্ব্বাদি-বহুল-রাক্ষসী এবং বিবেক-বিলোপকারিণী প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া নরক-নিবাসার্হ ভাবে কালপাত করে।

ফলতঃ যাহারা ঈশ্বরের বিষয়ে অবজ্ঞা করে, বা পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের দ্বিভুজ-মুরলীধারী শ্যামসুন্দর কলেবর যাহারা মানুষ-দেহ ভিন্ন আর কিছু জ্ঞান করে না, তাহাদের যাগ যজ্ঞ, ধর্ম্ম কর্ম্ম, শাস্ত্র চর্চ্চা ও সদুপদেশ সকলই বৃথা। ভস্মে ঘৃত নিষেক করিলে যেমন তাহা প্রজ্বলিত হয় না, তদ্রূপ তাহাদের ভগবৎ-তত্ত্বাববোধ-রহিত সর্ব্বানুষ্ঠান অনর্থক হইয়া থাকে ॥ ১২ ॥

মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ।
ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়।—পার্থ মহাত্মানঃ (কামাদ্যনভিভূতং অন্তঃকরণং যেষাং তে) তু (কিন্তু) দৈবীম্ (সাত্তিকীম্) প্রকৃতিম্ (স্বভাবম্) আশ্রিতাঃ (প্রাপ্তাঃ) অনন্য-মনসঃ (অনন্যচিত্তাঃ) [সন্তঃ] ভূত-আদিম্ (ভূতানাং আদিকারণম্) অব্যয়ম্ (নিত্যম্) মাম্ (পরমেশ্বরম্) জ্ঞাত্বা (বিচারেণ নিশ্চয়ং কৃত্বা) ভজন্তি (সেবন্তে) ॥ ১৩ ॥

প্রতিশব্দ।—হে-পার্থ! কামাদিতে-অনভিভুত-চিত্তগণ কিন্তু সাত্তিক স্বভাবকে প্রাপ্ত অনন্য-চিত্ত [হইয়া] ভুত-সমূহের-আদি-কারণ নিত্য আমাকে জানিয়া ভজনা করেন ॥ ১৩ ॥

ব্যাখ্যা।—হে পার্থ! সাত্তিক প্রকৃতি-সম্পন্ন জ্ঞানিগণ, আমাকে ভূত-সমূহের আদি কারণ ও নিত্যস্বরূপ জানিয়া অনন্য-মনে আমার ভজনা করেন ॥ ১৩ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—যে পুনঃ শ্রদ্দধানাঃ ভগবদ্ভক্তিলক্ষণে মোক্ষমার্গে প্রবৃত্তাঃ মহাত্মান ইতি। মহাত্মানস্তু অক্ষুদ্রচিত্তা মামীশ্বরং পার্থ! দৈবীং দেবানাং প্রবৃত্তিং শমদমদয়াশ্রদ্ধাদি-লক্ষণামাশ্রিতাঃ সন্তো ভজন্তি সেবন্তেঽনন্যমনসোঽনন্যচিত্তা জ্ঞাত্বা মাং ভূতাদিং ভূতানাং আশ্রয়মাদিকারণং বিয়দাদীনাং প্রাণিনাং চাদিকারণমাশ্রয়মব্যয়ম্ ॥ ১৩ ॥

আনন্দগিরি।—কে পুনর্ভগবন্তং ভজন্তে তানাহ যে পুনরিতি। মহান্ প্রকৃষ্টো যজ্ঞাদিভিঃ শোধিত আত্মা সত্ত্বং যেষামিতি ব্যুৎপত্তিমাশ্রিত্যাহ অক্ষুদ্রেতি। তুশব্দোঽবধারণে প্রকৃতিং বিশিনষ্টি শমেতি। অনন্যস্মিন্ প্রত্যগ্‌ভূতে ময়ি পরস্মিন্নেব মনো যেষামিতি ব্যুৎপত্ত্যা ব্যাকরোতি অনন্যচিত্তা ইতি। অজ্ঞাতে সেবানুপপত্তেঃ শাস্ত্রোপপত্তিভ্যামাদৌ জ্ঞাত্বা ততঃ সেবন্তে ইত্যাহ জ্ঞাত্বেতি। অব্যয়মবিনাশিনম্ ॥ ১৩ ॥

রামানুজ।—মহাত্মান ইতি। যে তু স্বকৃতৈঃ পুণ্যসঞ্চয়ৈর্মাং শরণমুপাগম্য বিধ্বস্ত-সমস্তপাপবন্ধা দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতা মহাত্মানস্তে ভূতাদিমব্যয়ং বাঙ্‌মনসাগোচরনামকর্ম্ম-স্বরূপং পরমকারুণিকতয়া সাধুপরিত্রাণায় মনুষ্যত্বেনাবতীর্ণং মাং জ্ঞাত্বাঽনন্যমনসো মাং ভজন্তে মৎপ্রিয়ত্বাতিরেকেন মদ্ভজনেন বিনা মনসশ্চাত্মনশ্চ বাহ্যকরণানাঞ্চ ধারণমলভমান-মদ্ভজনৈকপ্রয়োজনা ভজন্তি ॥ ১৩ ॥

হনুমান্।—মহাত্মানঃ অক্ষুদ্রান্তঃকরণাঃ মামীশ্বরং পার্থ দেবানামিয়ং দৈবীং

সাত্ত্বিকাং তামাশ্রিতাঃ ভজন্তি সেবন্তে, অনন্যমনসো ন বিদ্যতে ঈশ্বরাদন্যত্র মনো যেষাং তেঽনন্যমনসঃ, জ্ঞাত্বা অনুগত্য ভূতাদিং মাং সকলভূতান্তঃকরণমব্যয়ং বিনাশরহিতম্॥ ১৩॥

শ্রীধর।—কে তর্হিত্বামারাধয়ন্তি? ইত্যত আহ মহাত্মান ইতি। মহাত্মানঃ কামাদ্যনভিভূতচিত্তাঃ, অতএব "অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধিঃ" ইত্যাদিনা বক্ষ্যমাণাং দৈবীং প্রকৃতিং স্বভাবমাশ্রিতাঃ, অতএব মদ্ব্যতিরেকেন নাস্ত্যন্যস্মিন্মনো যেষাং তে তু ভূতাদিং জগৎকারণং অব্যয়ং নিত্যঞ্চ মাং জ্ঞাত্বা ভজন্তি॥ ১৩॥

বলদেব।— তর্হি কে ত্বামাদ্রিয়ন্তে? তত্রাহ মহাত্মান ইতি। যে নরাকৃতিপরব্রহ্মমত্তত্ত্ববিৎ সৎপ্রসঙ্গেন তাদৃশমন্নিষ্ঠয়া বিস্তীর্ণাগাধমনসো মদীয়েঽপি সহস্রশীর্ষাদ্যাকারেঽরুচয়স্তে মনুষ্যা অপি দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ সন্তো নরাকৃতিং মাং ভূতাদিবিধিরুদ্রাদিসর্ব্বকারণং অব্যয়ং নিত্যঞ্চ জ্ঞাত্বা নিশ্চিত্য ভজন্তি সেবন্তে অনন্যমনসঃ নরাকার এব ময়ি নিখাতচিত্তাঃ॥ ১৩॥

মধুসূদন।—মহাত্মান ইতি। ভগবদ্বিমুখানাং ফলকামনায়াস্তৎপ্রযুক্তস্য নিত্যনৈমিত্তিককাম্যকর্ম্মানুষ্ঠানস্য তৎপ্রযুক্তস্য শাস্ত্রীয়জ্ঞানস্য চ বৈয়র্থ্যাৎ পারলৌকিকফলতৎসাধনশূন্যাস্তে নাপ্যৈহিকলৌকিকং কিঞ্চিৎ ফলমস্তি তেষাং বিবেকবিজ্ঞানশূন্যতয়া বিচেতসো হি তে, অতঃ সর্ব্বপুরুষার্থবাহ্যাঃ শোচ্যা এব সর্ব্বেষাং তে এব চকারাদিত্যুক্তম্। অধুনা কে সর্ব্বপুরুষার্থভাজোঽশোচ্যাঃ যে ভগবদেকশরণা ইত্যুচ্যন্তে, মহাননেকজন্মকৃতসুকৃতৈঃ সংস্কৃতঃ ক্ষুদ্রকামাদ্যনভিভূতং আত্মান্তঃকরণং যেষাং ত এব "অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধিঃ" ইত্যাদিবক্ষ্যমাণাং দৈবীং সাত্ত্বিকীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ, অতএবান্যস্মিন্মদ্ব্যতিরিক্তে নাস্তি মনো যেষাং তে ভূতাদিং সর্ব্বজগৎকারণমব্যয়মবিনাশিনং চ মামীশ্বরং জ্ঞাত্বা ভজন্তি সেবন্তে॥ ১৩॥

নীলকণ্ঠ।—মহাত্মান ইতি। তথা যে মহাত্মানঃ অক্ষুদ্রচিত্তাঃ তু পূর্ব্বেভ্যোঽত্যন্তং বিলক্ষণাঃ মাং ভজন্তি যতো দৈবীং প্রকৃতিং সত্ত্বপ্রধানাং আশ্রিতাঃ অনন্যমনসঃ একাগ্রচেতসঃ কিং গতানুগতিকতয়া দম্ভেন বা ভজন্তি, ন কিং তর্হি মাং ভূতাদিং সর্ব্বভূতকারণং অব্যয়ং জ্ঞাত্বা মত্বা ভজন্তি? অপি তু ভজন্ত্যেবেতি কাক্বা যোজনা॥ ১৩॥

বিশ্বনাথ।—মহাত্মান ইতি। তস্মাদ্ যে মহাত্মানঃ যাদৃচ্ছিকমদ্ভক্তকৃপয়া মহাত্মত্বং প্রাপ্তাস্তে তু মানুষা অপি দৈবীং প্রকৃতিং দেবানাং স্বভাবং প্রাপ্তাঃ সন্তো মাং মানুষাকারমেব ভজন্তে। ন বিদ্যতেঽন্যত্র জ্ঞানকর্ম্মাণ্যকামনাদৌ মনো যেষাং তে। মাং ভূতাদিং "ময়া তত মিদং সর্ব্বম্" ইত্যাদি মদৈশ্বর্য্যজ্ঞানেন মাং ভূতানাং ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তানাং কারণম্। অব্যয়ং সচ্চিদানন্দবিগ্রহত্বাৎ অনশ্বরং জ্ঞাত্বেতি মমারাধ্যতে মদ্ভক্তেরেতাবন্মাত্রং মজ্জ্ঞানমপেক্ষিতব্যম্, ইয়মেব ত্বংপদার্থজ্ঞানকর্ম্মাদ্যনপেক্ষা ভক্তিরনন্যা সর্ব্বশ্রেষ্ঠা রাজবিদ্যা রাজগুহ্যমিতি দ্রষ্টব্যম্॥ ১৩॥

তাৎপর্য্য।—শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য, শ্রীমদানন্দগিরি, শ্রীমৎ-শ্রীধর স্বামী ও শ্রীমন্মধুসূদনের অভিপ্রায়। যাহারা শ্রীভগবানের নিন্দাকারী ও তদ্বিমুখ,

তাহারা সর্ব্বপ্রকার পুরুষার্থ-পরিভ্রষ্ট এবং তাহাদের অবস্থা নিরতিশয় শোচনীয়। যাঁহারা শ্রীভগবানে ভক্তিযুক্ত ও তাঁহার সেবন-পরায়ণ তাঁহারাই যাবতীয় পুরুষার্থভাগী এবং তাঁহাদের অবস্থাই পরম-প্রার্থনীয়, ইহাই অতঃপর ক্রমশঃ কথিত হইতেছে। যাঁহারা অক্ষুদ্র-চিত্ত অর্থাৎ অনেক জন্মানুষ্ঠিত সুকৃতি-প্রভাবে যাঁহাদের অন্তঃকরণ বিশোধিত হওয়ায় যাঁহারা ক্ষুদ্র কামনাদিতে অভিভূত হন না, তাঁহারা সত্ত্বসংশুদ্ধি ইত্যাদি কারণে অভয় এবং সাত্ত্বিকী প্রকৃতি-সমাশ্রিত। তাদৃশ মহাত্মগণের মন মদ্ব্যতিরিক্ত অন্য কিছুতেই আসক্ত নহে। আমাকে তাঁহারা জগতের আদি কারণ নিত্য ও অবিনাশী জানিয়া আমার সেবা-ভজন-পয়ায়ণ হইয়া থাকেন।

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য মহোদয়ের অভিপ্রায়। যাঁহারা স্বকৃত পুণ্যসঞ্চয়-প্রভাবে আমার শরণগ্রহণ করিয়া সমস্ত পাপবন্ধ বিধ্বস্ত করিয়াছেন, তাঁহারাই মহাত্মা। যাঁহার নাম, কর্ম্ম ও স্বরূপ বাক্য ও মনের আগোচর, পরম কারুণ্য-হেতু, সাধুদিগের পরিত্রাণের নিমিত্ত যিনি মনুষ্য রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, সেই ভূতাদি অব্যয়-স্বরূপ আমাকে পরিজ্ঞাত হইয়া, তাদৃশ মহাত্মারা অনন্য-মনে আমার ভজনা করেন। তাঁহারা মৎপ্রিয়ত্বের আধিক্য-হেতু মদ্ভজন বিনা মন, আত্মা ও বাহ্য ইন্দ্রিয়-গ্রামের ধারণা করিতে অসমর্থ এবং একমাত্র আমার ভজনই তাঁহাদের প্রয়োজন।

শ্রীমদ্বলদেবের অভিপ্রায়। তবে কে তোমাকে আদর করে? এইরূপ প্রশ্নের উত্তর এই শ্লোকে প্রদত্ত হইতেছে। সৎপ্রসঙ্গ দ্বারা নরাকৃতি পরব্রহ্ম-স্বরূপ আমার তত্ত্ব যাঁহারা সম্যক্ রূপে পরিজ্ঞাত হইয়াছেন, তাদৃশ মন্নিষ্ঠা-হেতু যাঁহাদের মন বিস্তীর্ণ ও অগাধ হইয়াছে, মনুষ্যাকারধারী দেখিয়াও যাঁহারা আমাকে সহস্রশীর্ষাদিভাবে গ্রহণ ও অর্চ্চনা করেন, তাদৃশ মহাত্মারা মনুষ্য হইলেও, দৈবী প্রকৃতি-সমাবিষ্ট। তাঁহারা নরাকারধারী আমাকে বিধি-রুদ্রাদি যাবতীয় ভূতের কারণ এবং নিত্য নিশ্চয় করিয়া, আমাতে নিখাত-চিত্ত হইয়া আমার সেবা করেন।

শ্রীমদ্বিশ্বনাথের অভিপ্রায়। আমার কোন কোন ভক্তের কৃপাভাজন হইয়া যে সকল ব্যক্তি মহাত্মত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারা মনুষ্য হইলেও, দেবতাদিগের স্বভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহাদের মন, জ্ঞানকর্ম্মাদি বা তজ্জনিত কোন কামনার পথেই প্রধাবিত হয় না। তাঁহারা অনন্য-মনে আমার এই

মনুষ্যাকারেরই ভজনা করিয়া থাকেন। সকলই আমার ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানে, তাঁহারা আমাকে ব্রহ্মাদি-স্তম্ব-পর্য্যন্ত যাবতীয় ভূতের কারণরূপে স্থির করিয়াছেন এবং সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহত্ব হেতু আমাকে তাঁহারা অনশ্বর বলিয়া অবধারণ করিয়াছেন। আমার আরাধনা-সম্বন্ধে ভক্তগণের মদ্বিষয়ক এইরূপ ও এই পর্য্যন্ত জ্ঞান মাত্রেরই অপেক্ষা। এইরূপ জ্ঞানই ত্বম্পদার্থ-প্রতিপাদক। এতাবতা জ্ঞানকর্ম্মাদির অনপেক্ষিতা অনন্য-ভক্তিই যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা ও রাজ-বিদ্যা এবং রাজগুহ্যাদিরূপে পরিকীর্ত্তিত তাহাই সূচিত হইল ॥ ১৩ ॥

* * *

সততং কীর্ত্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ।
নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে ॥ ১৪ ॥

অন্বয়।—[কেচিৎ] সততম্ (সর্ব্বদা) কীর্ত্তয়ন্তঃ (কীর্ত্তনং কুর্ব্বন্তঃ) [কেচিৎ] দৃঢ়ব্রতাঃ (দৃঢ়ানি ব্রতানি যেষাম্,) [সন্তঃ] যতন্তঃ (প্রযত্নং কুর্ব্বন্তঃ) চ [কেচিৎ] ভক্ত্যা (ভক্তি-পূর্ব্বকম্) নমস্যন্তঃ (নমস্কারং কুর্ব্বন্তঃ) চ [কেচিৎ] নিত্যযুক্তাঃ (সমাহিতাঃ) [সন্তঃ] মাম্ (পরমেশ্বরম্) উপাসতে (সেবন্তে) ॥ ১৪ ॥

প্রতিশব্দ।—[কেহ] নিয়ত কীর্ত্তন-করিতে-করিতে [কেহ] অবিচলিত-সংকল্প [হইয়া] যত্ন-করিতে-করিতে ও [কেহ] ভক্তি-সহকারে প্রণাম-করিতে-করিতে ও [কেহ] সমাহিত-চিত্ত [হইয়া] আমাকে উপাসনা-করে ॥ ১৪ ॥

ব্যাখ্যা।—কেহ কেহ নিরন্তর মদ্বিষয়ক কীর্ত্তন-সহকারে, কেহ কেহ বা অবিচলিত-মনে মদ্বিষয়ে প্রযত্নপরায়ণ হইয়া, কেহ কেহ বা ভক্তি-সহকারে আমাকে প্রণাম করিয়া, এবং কেহ কেহ বা আমাতে সমাহিত-চিত্ত হইয়া, আমার উপাসনা করিয়া থাকেন ॥ ১৪ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—কথম্? সততমিতি। সততং সর্ব্বদা ভগবন্তং ব্রহ্মস্বরূপং মাং কীর্ত্তয়ন্তো যজন্তশ্চেন্দ্রিয়োপসংহারশমদমদয়াহহিংসাদিলক্ষণৈঃ ধর্ম্মৈঃ প্রযতন্তশ্চ, দৃঢ়ব্রতা দৃঢ়ং স্থিরমচঞ্চলং ব্রতং যেষাং তে দৃঢ়ব্রতাঃ, নমস্যন্তশ্চ মাং হৃদয়েশমাত্মানং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তাঃ সন্ত উপাসতে সেবন্তে ॥ ১৪ ॥

আনন্দগিরি।—ভজনপ্রকারং পৃচ্ছতি কথমিতি। তৎপ্রকারমাহ সততমিতি। সর্ব্বদেতি শরণাবস্থা গৃহ্যন্তে, কীর্ত্তনং বেদান্তশ্রবণং প্রণবজপঞ্চ, ব্রতং ব্রহ্মচর্য্যাদি, নমস্তন্তো মাং প্রতি চেতসা প্রহ্বীভবন্তো ভক্ত্যা পরেণ প্রেম্না, নিত্যযুক্তাঃ সন্তঃ সদা সংযুক্তাঃ ॥ ১৪ ॥

রামানুজ।—সততমিতি। অত্যর্থমৎপ্রিয়ত্বেন মৎকীর্ত্তনযত্ননমস্কারৈর্বিনাণুক্ষণমাত্রেঽপ্যাত্মধারণমলভমানাঃ মদ্গুণবিশেষবাচীনি মন্নামানি স্মৃত্বা পুলকিতসর্ব্বাঙ্গা হর্ষগদ্গদকণ্ঠা নারায়ণ! শ্রীরাম! হরে! কৃষ্ণ! বাসুদেবেত্যেবমাদীনি সততং কীর্ত্তয়ন্তস্তথৈব যতন্তঃ মৎকর্ম্মার্চনাদিকেষু বন্দনস্তবনকরণাদিকেষু তদুপকারকেষু চ ভবননন্দনবনকরণাদিকেষু চ দৃঢ়সংকল্পাঃ যতমানা ভক্তিভারাবনতমনোবুদ্ধ্যভিমানাঃ পদদ্বয়করদ্বয়শিরোভিরষ্টাঙ্গৈরচিন্তিতপাংশুকর্দ্দমাদিকেষু ধরণীতলেষু দণ্ডবৎপ্রণিপতন্তঃ সততং মাং নিত্যযুক্তা নিত্যযোগং কাঙ্ক্ষমাণাঃ মহাত্মান আত্মান্তং মদ্দাস্যব্যবসায়িন উপাসতে ॥ ১৪ ॥

হনুমান্।—সততমিতি। সততং সর্ব্বকালং কীর্ত্তয়ন্তঃ ভাষমানাঃ, যতন্তঃ যতমানাঃ, দৃঢ়ব্রতা দৃঢ়ং ব্রতং যেষাং তে দৃঢ়ব্রতাঃ দৃঢ়সংকল্পাঃ, নমস্যন্তঃ নমস্কারং কুর্ব্বন্তঃ, মামীশ্বরমূর্ত্ত্যা মাং প্রীত্যা নিত্যযুক্ত উপাসতে সেবন্ত ইত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

শ্রীধর।—তেষাং ভজনপ্রকারমাহ সততমিতি দ্বাভ্যাম্। সততং সর্ব্বদা স্তোত্রমন্ত্রাদিভিঃ কীর্ত্তয়ন্তঃ কেচিন্মামুপাসতে সেবন্তে, দৃঢ়ানি ব্রতানি নিয়মা যেষাং তাদৃশাঃ সন্তো যতন্তশ্চ ঐশ্বর্য্যজ্ঞানাদিষু প্রযত্নং কুর্ব্বন্তঃ কেচিদ্ভক্ত্যা নমস্যন্তশ্চ প্রণমন্তঃ অন্যে-নিত্যযুক্তা অনবরতং অবহিতাঃ সেবন্তে, ভক্ত্যেতি নিত্যযুক্ত ইতি চ কীর্ত্তনাদিষ্বপি দ্রষ্টব্যম্॥ ১৪ ॥

বলদেব।—ভক্তিপ্রকারমাহ সততমিতি দ্বয়েন। সততং সর্ব্বদা দেশকালাদিবিশুদ্ধিনৈরপেক্ষেণ মাং কীর্ত্তয়ন্তঃ সুধামধুরাণি মম কল্যাণগুণকর্ম্মানুবন্ধীনি গোবিন্দগোবর্দ্ধনোদ্ধরণাদীনি নামান্যুচ্চৈরুচ্চারয়ন্তো মামুপাসতে। নমস্যন্তশ্চ মদর্চ্চনানিকেতনেষু গত্বা ধূলিপঙ্কাক্তেষু ভূতলেষু দণ্ডবৎ প্রণিপতন্তঃ। ভক্ত্যা প্রীতিভরেণ। কীর্ত্তয়ন্তো মামুপাসত ইতি মৎকীর্ত্তনাদিকমেব মদুপাসনমিতি বাক্যার্থঃ। অতো মামিতি ন পৌনরুক্ত্যম্। চশব্দোঽনুক্তানাং শ্রবণার্চ্চনবন্দনাদীনাং সমুচ্চায়কঃ। যতন্তঃ সমানাশয়ৈঃ সাধুভিঃ সার্দ্ধং মৎস্বরূপগুণাদিযাথাত্ম্যনির্ণয়ায় যতমানাঃ। দৃঢ়ব্রতাঃ দৃঢ়ান্যস্খলিতান্যেকাদশীজন্মাষ্টম্যুপোষণাদীনি ব্রতানি যেষাং তে নিত্যযুক্তাঃ ভাবিনং মন্নিত্যসংযোগং বাঞ্ছন্তঃ। (আশংসায়াং ভূতবচ্চেতিসূত্রাদ্বর্ত্তমানেঽপি ভূতকালিকঃ ক্তপ্রত্যয়ঃ) ॥ ১৪ ॥

মধুসূদন।—তে কেন প্রকারেণ ভজন্তীত্যুচ্যতে দ্বাভ্যাং সততমিতি। সততং সর্ব্বদা ব্রহ্মনিষ্ঠং গুরুমুপসৃত্য বেদান্তবাক্যবিচারেণ গুরূপসদনেতরকালেচ প্রণবজপোপনিষদাবর্ত্তনাদিভির্মাং সর্ব্বোপনিষৎপ্রতিপাদ্যং ব্রহ্মস্বরূপং কীর্ত্তয়ন্তঃ বেদান্তশাস্ত্রাধ্যয়নরূপশ্রবণব্যাপারবিষয়ীকুর্ব্বন্ত ইতি যাবৎ। তথা যতন্তশ্চ গুরুসন্নিধাবন্যত্র বা বেদান্তাবিরোধিতর্কানুসন্ধানেনাপ্রামাণ্যশঙ্কানাস্কন্দিতগুরূপদিষ্টমৎস্বরূপাবধারণায় যতমানাঃ শ্রবণনির্ধারি-

তার্থবাধশঙ্কাপনোদকুতর্কানুসন্ধানরূপমননপরায়ণা ইতি যাবৎ। তথা দৃঢ়ব্রতাঃ দৃঢ়ানি প্রতিপক্ষৈশ্চালয়িতুমশক্যানি অহিংসাসত্যাস্তেয়ব্রহ্মচর্য্যাপরিগ্রহাদীনি ব্রতানি যেষাং তে শমদমাদিসাধনসম্পন্না ইতি যাবৎ। তথা চোক্তং পতঞ্জলিনা,—"অহিংসাসত্যাস্তেয়ব্রহ্মচর্য্যাপরিগ্রহা যমাঃ" তে তু "জাতিদেশকালসময়ানবচ্ছিন্নাঃ সার্ব্বভৌমা মহাব্রতম্" ইতি। জাত্যা ব্রাহ্মণত্বাদিকয়া, দেশেন তীর্থাদিনা, কালেন চতুর্দ্দশ্যাদিনা, সময়েন যজ্ঞাদ্যন্যত্বেনানবচ্ছিন্না অহিংসাদয়ঃ সার্ব্বভৌমাঃ ক্ষিপ্তমূঢ়বিক্ষিপ্তভূমিষ্বপি ভাব্যমানাঃ কস্যামপি জাতৌ কস্মিন্নপি কালে যজ্ঞাদিপ্রয়োজনেঽপি হিংসাং ন করিষ্যামীত্যেবং রূপেণ কিঞ্চিদপ্যপর্য্যুদস্য সামান্যেন প্রবৃত্তা এতে মহাব্রতমিত্যুচ্যন্ত ইত্যর্থঃ। তথা নমস্যন্তশ্চ মাং কায়বাঙ্মনোভির্নমস্কুর্ব্বন্তশ্চ মাং ভগবন্তং বাসুদেবং সকলকল্যাণগুণনিধানমিষ্টদেবতারূপেণ গুরুরূপেণ চ স্থিতং, চকারাৎ "শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনং। অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদম্" ॥ ইতি বন্দনসহচরিতং শ্রবণাদ্যপি বোদ্ধব্যম্। অর্চ্চনং পাদসেবনমিত্যপি গুরুরূপে তস্মিন্ সুকরমেব। অত্র মামিতি পুনর্ব্বচনং সগুণরূপপরামর্শার্থম্, অন্যথা বৈয়র্থ্যপ্রসঙ্গাৎ। তথা ভক্ত্যা মদ্বিষয়েণ পরেণ প্রেম্ণা নিত্যযুক্তাঃ সর্ব্বদা সংযুক্তাঃ, এতেন সর্ব্বসাধনপৌষ্কল্যং প্রতিবন্ধকাভাবশ্চ দর্শিতঃ, "যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ" ॥ ইতি শ্রুতেঃ। পতঞ্জলিনা চোক্তম্,—"ততঃ প্রত্যক্চেতনাধিগমোঽপ্যন্তরায়াভাবশ্চ" ইতি। তত ঈশ্বরপ্রণিধানাৎ প্রত্যক্চেতনস্য ত্বংপদলক্ষ্যস্যাধিগমঃ সাক্ষাৎকারো ভবতি অন্তরায়াণাং বিঘ্নানাং চাভাবো ভবতীতি সূত্রস্যার্থঃ। তদেবং শমদমাদিসাধনসম্পন্না বেদান্তশ্রবণমননপরায়ণাঃ পরমেশ্বরে পরমগুরৌ প্রেম্ণা নমস্কারাদিনা চ বিগতবিঘ্নাঃ পরিপূর্ণসর্ব্বসাধনাঃ সন্তো মামুপাসতে বিজাতীয়প্রত্যয়ানন্তরিতেন সজাতীয়প্রত্যয়প্রবাহেণ শ্রবণমননোত্তরভাবিনা সন্ততং চিন্তয়ন্তি মহাত্মানঃ, অনেন নিদিধ্যাসনং চরমসাধনং দর্শিতম্। এতাদৃশসাধনপৌষ্কল্যে সতি যদ্বেদান্তবাক্যজমখণ্ডগোচরং সাক্ষাৎকাররূপমহং ব্রহ্মাস্মীতি জ্ঞানম্, তৎ সর্ব্বশঙ্কাকলঙ্কাস্পৃষ্টং সর্ব্বসাধনফলভূতং স্বোৎপত্তিমাত্রেণ দীপ ইব তমঃ, সকলমজ্ঞানং তৎকার্য্যঞ্চ নাশয়তীতি নিরপেক্ষমেব সাক্ষান্মোক্ষহেতুর্ন তু ভূমিজয়ক্রমেণ ভ্রূমধ্যে প্রাণপ্রবেশং মূর্দ্ধন্যয়া নাড্যা প্রাণোৎক্রমণমর্চিরাদিমার্গেণ ব্রহ্মলোকগমনং তদ্ভোগান্তকালবিলম্বং বা প্রতীক্ষ্যতে, অতো যৎ প্রাক্ প্রতিজ্ঞাতং "ইদং তু তে গুহ্যতমং প্রবক্ষ্যাম্যনসূয়বে জ্ঞানম্" ইতি তদেতদুক্তম্, ফলঞ্চাস্যাশুভান্মোক্ষণং প্রাগুক্তমেবেতীহ পুনর্নোক্তম্। এবমত্রায়ং গম্ভীরো ভগবতোঽভিপ্রায়ঃ উত্তানার্থস্তু প্রকট এব ॥ ১৪ ॥

নীলকণ্ঠ ।—ভজনস্বরূপমাহ সততমিতি। যতন্তঃ ইন্দ্রিয়োপসংহারশমদমাদিষু প্রযতমানাঃ দৃঢ়ান্যহিংসাদীনি ব্রতানি যেষাং তে দৃঢ়ব্রতাঃ নমস্যন্তশ্চ মাং হৃদয়েশং প্রতিমাদিরূপং বা ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা নিত্যমবহিতাঃ সন্ত উপাসতে ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ ।—ভজন্তীত্যুক্তং তদ্ভজনমেব কিং? ইত্যত আহ সততমিতি। নাত্র

কর্ম্মযোগ ইব কাল-দেশ-পাত্র-শুদ্ধাদ্যপেক্ষা কর্ত্তব্যেত্যর্থঃ। "ন দেশনিয়মস্তত্র ন কালনিয়মস্তথা। নোচ্ছিষ্টাদৌ নিষেধোঽস্তি শ্রীহরের্নামলুব্ধকে" ইতি স্মৃতেঃ। যতন্তো যতমানাঃ। যথা কুটুম্বপালনার্থং দীনাঃ গৃহস্থাঃ ধনিকদ্বারাদৌ ধনার্থং যতন্তে, তথৈব মদ্ভক্তাঃ কীর্ত্তনাদিভক্তি-প্রাপ্ত্যর্থং সাধুসভাদৌ যতন্তে, প্রাপ্য চ ভক্তিং অধীয়মানং শাস্ত্রং পঠতঃ ইব পুনঃ পুনরভ্যস্যন্তি চ। এতাবন্তি নামগ্রহণানি, এতাবত্যঃ প্রণতয়ঃ, এতাবত্যঃ পরিচর্য্যাশ্চাবশ্যকর্ত্তব্যাঃ ইত্যেবং দৃঢ়ানি ব্রতানি নিয়মাঃ যেষাং তে। যদ্বা দৃঢ়ানি অপতিতানি একাদশ্যাদিব্রতানি নিয়মাঃ যেষাং তে। নমস্যন্তশ্চ ইতি চকারঃ শ্রবণপাদসেবনাদ্যনুক্তসর্ব্বভক্তিসংগ্রহণার্থঃ। নিত্যযুক্তাঃ ভাবিনং মন্নিত্যসংযোগং আকাঙ্ক্ষন্তঃ (আশংসায়াং ভূতবচ্চেতি বর্ত্তমানেঽপি ভূতকালিকঃ ক্তঃ প্রত্যয়ঃ)। অত্র মাং কীর্ত্তয়ন্ত এব মামুপাসত ইতি মৎকীর্ত্তনাদিকমেব মদুপাসনমিতি বাক্যার্থঃ। অতো মামিতি ন পৌনরুক্ত্যমাশঙ্কনীয়ম্॥ ১৪॥

তাৎপর্য্য।—পূজ্যপাদ শ্রীমন্মধুসূদন সরস্বতীর অভিপ্রায়। পূর্ব্ব শ্লোকে কথিত হইয়াছে যে, মহাত্মারা শ্রীভগবানের প্রকৃতি অবগত হইয়া তাঁহার সম্যক্ ভজনা করিয়া থাকেন। এক্ষণে উপর্য্যুপরি দুই শ্লোকে সেই ভজনার প্রণালী কথিত হইতেছে। কেহ কেহ নিয়ত কাল ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর সমীপে উপস্থিত থাকিয়া, বেদান্ত বাক্যের (এই গ্রন্থের ৩৯০ পৃষ্ঠার মহাবাক্যবিষয়ক টিপ্পনী দ্রষ্টব্য) বিচার দ্বারা, অবিরত প্রণব জপ (এই গ্রন্থের ৮৯৯ এবং ১৫৩৩ পৃষ্ঠার টিপ্পনী দেখুন) এবং উপনিষদাদির (এই গ্রন্থের ৩১১ পৃষ্ঠার টিপ্পনী দ্রষ্টব্য) আলোচনা সহকারে, সর্ব্বোপনিষৎপ্রতিপাদ্য ব্রহ্মস্বরূপ আমার কীর্ত্তন, অর্থাৎ আমাকে বেদান্ত-শাস্ত্রাধ্যয়নরূপ শ্রবণ ব্যাপারের বিষয়ীভূত করিয়া থাকেন। অধিকন্তু গুরুদেবের চরণসরসিজ-সমীপে অবস্থান কালে, বা অন্যত্র বিচরণ সময়ে, বেদান্তরূপ পরম শাস্ত্রের অনুকূল তর্ক-যুক্তি প্রভৃতির দ্বারা, ভগবদ্বিষয়ক যাবতীয় সন্দেহাদি হৃদয় হইতে নির্ম্মূলিত করিয়া, গুরূপদিষ্ট প্রণালীক্রমে, আমার স্বরূপ অবধারণার্থ প্রযত্ন-পরায়ণ, অর্থাৎ শাস্ত্রাদির দ্বারা মদ্বিষয়ক যে সকল তত্ত্ব বিনির্ণীত হইয়াছে, তাহার বিরোধী কুতর্ক-সমূহ অনুসন্ধান ও তাহার খণ্ডন পূর্ব্বক, মৎসম্বন্ধে প্রকৃষ্ট জ্ঞানলাভার্থ যত্নশীল হইয়া থাকেন। তদনন্তর তাঁহারা অবিচলিত-চিত্তে অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য, অপরিগ্রহ প্রভৃতি ব্রত অবলম্বন করিয়া, এতই শম-দমাদি (এই গ্রন্থের ৪৩ পৃষ্ঠার টিপ্পনী দ্রষ্টব্য) সাধনসম্পত্তি-সম্পন্ন হইয়া থাকেন যে, কোনরূপ প্রতিপক্ষই তাঁহাদিগকে পরিগৃহীত

দৃঢ়ব্রত হইতে বিচলিত করিতে সমর্থ হয় না। ভগবান্ পতঞ্জলি বলিয়াছেন, "অহিংসাসত্যাস্তেয়ব্রহ্মচর্য্যাপরিগ্রহা যমাঃ।" (পাতঞ্জল দর্শন, সাধনপাদ, ৩০ সূত্র) অর্থাৎ 'অহিংসা, সত্য, আস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য এবং অপরিগ্রহ এই গুলি যম' (৪র্থ অধ্যায়, ২৮ শ্লোকের এবং ৫ম অধ্যায় ২৭।২৮ শ্লোকের তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য)। ভগবান্ পতঞ্জলি উল্লিখিত সূত্রের পরবর্ত্তী সূত্রে নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, "জাতিদেশকালসময়ানবচ্ছিন্নাঃ সার্ব্বভৌমা মহাব্রতম্।" (পাতঞ্জল দর্শন, সাধনপাদ, ৩১ সূত্র)। অর্থাৎ 'উল্লিখিত অহিংসা প্রভৃতি যম, জাতি, দেশ, কাল, বা প্রয়োজন দ্বারা বিচ্ছিন্ন না হইলে, সার্ব্বভৌম মহাব্রতরূপে পরিগণিত হইয়া থাকে।' এই গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়স্থিত অষ্টাবিংশ শ্লোকের তাৎপর্য্যে ইহার বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে; সুতরাং এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। তাদৃশ সাধকেরা ভগবান্ বাসুদেবরূপ আমাকে সকল কল্যাণ-গুণ-নিধান ইষ্টদেবতা ও গুরুরূপে অধিষ্ঠিত জানিয়া, কায়, বাক্য এবং মনের দ্বারা আমার উদ্দেশে নমস্কার করিয়া থাকেন। ভক্তোত্তম প্রহ্লাদ বলিয়াছেন, "শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্। অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥" অর্থাৎ 'বিষ্ণুর শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য এবং আত্মনিবেদন ভক্তির এই নয়টি লক্ষণ।' গুরুদেবকে প্রত্যক্ষ ভগবান্ জানিয়া, তাঁহার পাদ-সেবনাদি সহজেই অনুষ্ঠিত হইতে পারে। অন্যান্য কার্য্যগুলি, অর্থাৎ শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ব্যাপার সমূহ, শ্রীভগবানকে প্রত্যক্ষ ভাবে দর্শন না করিলেও, তাঁহার উদ্দেশে সংসিদ্ধ হইতে পারে। মূলে 'মাম্' এই পদের উল্লেখ থাকায়, ভগবানের সগুণ ভাবই লক্ষিত হইয়াছে; নতুবা যে সকল অনুষ্ঠানের প্রসঙ্গ কীর্ত্তিত হইতেছে, নির্গুণ ভাব গ্রহণ করিলে, তৎসমস্ত সফলিত হওয়া অসম্ভব। উল্লিখিতরূপ উপাসকেরা মদ্বিষয়ে ভক্তি, অর্থাৎ একান্ত-প্রেম-দ্বারা নিত্যযুক্ত, অর্থাৎ সদাসংযুক্ত। শ্রুতি বলিয়াছেন, "যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ, তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥" (শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ, ৬ষ্ঠ অধ্যায়, ২৩ শ্রুতি)। অর্থাৎ 'যাঁহার পরমেশ্বরে পরাভক্তি এবং পরমেশ্বরে যেরূপ গুরুতেও সেইরূপ ভক্তি আছে, সেই মহাত্মাকে এই সকল (অর্থাৎ পূর্ব্বকথিতরূপ তত্ত্ব সমূহ) কহিলে প্রকাশিত হইবে। অর্থাৎ তিনিই ইহা প্রণিধান করিতে সক্ষম হইবেন।' এতদ্দ্বারা একান্ত ভক্তি-

প্রভাবেই যে যাবতীয় অন্তরায় অপগত হওয়া সম্ভব তাহাই কীর্ত্তিত হইল। ভগবান্ পতঞ্জলি বলিয়াছেন, "ততঃ প্রত্যক্‌চেতনাধিগমোঽপ্যন্তরায়াভাবশ্চ।" (পাতঞ্জল দর্শন,সমাধিপাদ, ২৯ সূত্র)। অর্থাৎ 'পরমেশ্বর-বিষয়ক ভাবনা ও প্রণবজপ দ্বারা ঈশ্বর প্রণিধান জন্মিলে, প্রত্যগাত্মার ত্বম্পদ লক্ষ্য পরমেশ্বরের সহিত সাক্ষাৎকার ঘটে, এবং অন্তরায় অর্থাৎ বিঘ্নসমূহ তিরোহিত হইয়া যায়' (৫ম অধ্যায়,২৭।২৮ শ্লোকের তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য)। উল্লিখিতরূপ শম-দমাদি সাধন-সম্পন্ন, বেদান্ত-সম্মত শ্রবণ-মনন-পরায়ণ, পরমেশ্বর ও পরম গুরুতে একান্ত ভক্তি সহকারে নমস্কারাদি দ্বারা বিগত-বিঘ্ন মহাত্মারা সর্ব্বসাধন-পরিপূর্ণ হইয়া, আমার উপাসনা করেন। অর্থাৎ তাঁহারা বিজাতীয় প্রত্যয় সমূহ বিদূরিত করিয়া (৪র্থ অধ্যায়, ২৬ শ্লোকের তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য) সজাতীয় প্রত্যয়-প্রবাহ-সহকারে নিরন্তর আমার চিন্তা করেন। এতদ্দ্বারা নিদিধ্যাসনরূপ চরম সাধন প্রদর্শিত হইল। এইরূপ সাধন-পরিপাক-জনিত, বেদান্ত বাক্য প্রতিপাদিত, অখণ্ডগোচর ব্রহ্মসাক্ষাৎকাররূপ 'অহং ব্রহ্মাস্মি' ইত্যাকার যে জ্ঞান, তাহা সর্ব্বশঙ্কারূপ কলঙ্ক দ্বারা অস্পৃষ্ট, সর্ব্ব সাধনের ফলভূত এবং তাহা উৎপত্তি মাত্রেই, দীপের ন্যায়, যাবতীয় অজ্ঞানরূপ অন্ধকার বিদূরিত করিতে সমর্থ। এইরূপ জ্ঞান সাক্ষাৎ মোক্ষ-বিধায়ক, অর্থাৎ মোক্ষ-প্রাপ্তি-বিষয়ে এ জ্ঞান-লাভের পর, আর কিছুরই অপেক্ষা থাকে না। এতাদৃশ জ্ঞানের উদ্ভব হইলে ক্রমশঃ ভূমিজয় (৩য় অধ্যায়, ১৯ শ্লোকের এবং ৪র্থ অধ্যায় ২৬ শ্লোকের তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য) ক্রমে, ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে প্রাণের আবেশ করিয়া (৮ম অধ্যায় ৯। ১০ শ্লোকের তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য), মূর্দ্ধন্য-নাড়ীর দ্বারা প্রাণের উৎক্রান্তির পর, উত্তরোত্তর অর্চ্চিরাদি মার্গ দ্বারা ব্রহ্মলোক-প্রাপ্তি (৮ম অধ্যায় ২৩। ২৪ শ্লোকের তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য) ও তদ্‌ভোগাদিরূপ কাল-বিলম্বাদির কোনই প্রতীক্ষা করিতে হয় না। অতএব শ্রীভগবান্ এই অধ্যায়ের প্রথমে 'ইদং তু তে গুহ্যতমম্' ইত্যাদি বাক্যে যে পরম জ্ঞান পরিব্যক্ত করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহাই এতদ্দ্বারা প্রকটিত হইল। এই জ্ঞানের ফল অশুভমোক্ষণ, একথা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে বলিয়া, এস্থলে পুনরুক্ত হইল না। ভগবান্ যে গম্ভীর ও রহস্যাচ্ছন্ন অভিপ্রায় পরিব্যক্ত করিবার সূচনা করিয়াছিলেন, তাহাই এক্ষণে অপেক্ষাকৃত পরিস্ফুত হইল।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য ও শ্রীমদ্বলদেবের অভিপ্রায়। দেশ-

কালাদির বিশুদ্ধি প্রভৃতির কোনই অপেক্ষা না করিয়া, মহাত্মারা সুধা-মধুর, কল্যাণ-গুণ-কর্ম্মানুবন্ধী গোবিন্দ, গোবর্দ্ধনধারী, শ্রীরাম, নারায়ণ, বাসুদেব ইত্যাদি আমার নাম সমূহ স্মরণ করিয়াই, পুলকিত-কলেবরে হর্ষগদ্‌গদস্বরে তৎসমস্ত উচ্চকণ্ঠে উচ্চারণ করিতে করিতে, আমার উপাসনা করিয়া থাকেন। আমার অর্চ্চনানিকেতনাদিতে উপস্থিত হইয়া, তত্রত্য ধূলি-পঙ্কাদি-প্রলিপ্ত-ভূপৃষ্ঠে দণ্ডবৎ নিপতিত হইয়া, প্রণাম করেন। ভক্তিভারে মন, বুদ্ধি, অভিমান, পদদ্বয়, করদ্বয়, শিরাদি অষ্টাঙ্গ প্রণমিত হইলে, তাঁহারা পাংসুকর্দ্দমাদি কিছুই লক্ষ্য না করিয়া, ধরাতলে দণ্ডবৎ প্রণিপাত করিয়া থাকেন। তাঁহারা, সমান-বাসনা-পরতন্ত্র সাধুগণের সহিত সম্মিলিত হইয়া, আমার স্বরূপ গুণাদির বিনির্ণয়ার্থ প্রযত্নশীল। অস্খলিত-সংকল্প-সহকারে তাঁহারা একাদশী * জন্মাষ্টম্যাদি * পবিত্র ব্রতোপলক্ষে উপবাসাদিরূপ কঠোর নিষ্ঠাপরায়ণ। আমার সহিত নিত্যসংযোগই তাঁহাদের একান্ত বাঞ্ছনীয়।

---

* একাদশী।—শুক্ল ও কৃষ্ণ পক্ষীয় হরিবাসর নামাভিধেয় তিথি। এই তিথিতে ভোজন নিষিদ্ধ। ইহার পূর্ব্বদিনে অর্থাৎ দশমীতে সংকল্প, মধ্য দিনে অর্থাৎ একাদশীতে উপবাস এবং শেষ দিনে অর্থাৎ দ্বাদশীতে পারণ; এইরূপে এই ব্রত তিন দিন ব্যাপী। যথা; "দশমীদিনমারভ্য করিষ্যেঽহং ব্রতং তব। ত্রিদিনং দেবদেবেশ নির্ব্বিঘ্নং কুরু কেশব॥" (হরিভক্তি বিলাস)। এই ব্রত আস্তিক মাত্রেরই অবশ্য করণীয়। যথা; "ন ভোক্তব্যং ন ভোক্তব্যং সংপ্রাপ্তে হরিবাসরে॥" (পদ্মপুরাণ)। এইরূপ হরিবাসর উপস্থিত হইলে কেবল উপবাস করাই যে একমাত্র শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা এরূপ নহে। সেই দিন বিধিবৎ পূজা জাগরণাদিরও অনুষ্ঠান করিতে হয়। তদ্ যথা; "একাদশ্যামুভৌ পক্ষৌ নিরাহারঃ সমাহিতঃ। স্নাত্বা সম্যগ্‌বিধানেন ধৌতবাসা জিতেন্দ্রিয়ঃ॥ সংপূজ্য বিধিবদ্ বিষ্ণুং শ্রদ্ধয়াতিসমাহিতঃ। পুষ্পৈর্গন্ধৈস্তথা ধূপৈর্দীপৈর্নৈবেদ্যকৈঃ পরৈঃ॥ উপহারৈর্বহুবিধৈর্জপহোমপ্রদক্ষিণৈঃ। স্তোত্রৈর্নানাবিধৈর্নৃত্যগীতবাদ্যৈর্মনোরমৈঃ। এবং সংপূজ্য বিধিবদ্রাত্রৌ কুর্য্যাৎ প্রজাগরম্॥" (ব্রহ্মপুরাণ) ব্রাহ্মণদিগের পক্ষে এই ব্রত পালনের কোনই ব্যভিচার হইতে পারে না। ইহা ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবের অবশ্য করণীয়। তদ্ যথা; "বিন্মূত্রং সর্ব্বপাপোক্তমন্নঞ্চ হরিবাসরে। ব্রাহ্মণঃ কামতোঽন্নঞ্চ যো ভুঙ্‌ক্তে হরিবাসরে। ত্রৈলোক্যজনিতং পাপং সোঽপি ভুঙ্‌ক্তে ন সংশয়ঃ॥ ন ভোক্তব্যং ন ভোক্তব্যং ন ভোক্তব্যঞ্চ নারদ। গৃহিভির্ব্রাহ্মণৈরন্নং সংপ্রাপ্তে হরিবাসরে॥ গৃহী শৈবশ্চ শাক্তশ্চ ব্রাহ্মণো জ্ঞানদুর্ব্বলঃ। প্রয়াতি কালসূত্রঞ্চ ভুক্ত্বা চ হরিবাসরে। কৃমিভিঃ শালমানৈশ্চ ভক্ষিতস্তত্র তিষ্ঠতি। বিন্মূত্রভোজনং কৃত্বা যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ॥ জন্মাষ্টমীদিনে রামনবমীদিবসে হরেঃ। শিবরাত্রৌ চ যো ভুঙ্‌ক্তে সোঽপি দ্বিগুণপাতকী॥ উপবাসাসমর্থশ্চ ফল-মূলং জলং পিবেৎ। নষ্টে শরীরে স ভবেন্নাথা চাত্মঘাতকঃ॥ সকৃদ্ভুঙ্‌ক্তে হবিষ্যান্নং বিষ্ণোর্নৈবেদ্যমেব চ। ন ভবেৎ প্রত্যবায়ী স চোপবাসফলং লভেৎ॥ একাদশ্যামনাহারং গৃহী বিপ্রশ্চ ভারতে। স চ তিষ্ঠতি বৈকুণ্ঠে যাবদ্বৈ ব্রহ্মণো বয়ঃ॥"—ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ, ব্রহ্ম খণ্ড, ২৭শ অধ্যায়।

* জন্মাষ্টমী।—ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষীয় অষ্টমী তিথিতে শ্রীকৃষ্ণ ভূতলে অবতীর্ণ হন। সেই তিথি ভক্তগণের পক্ষে নানাপ্রকার অনুষ্ঠান সহকারে ব্রতরূপে পালনীয়। তাহার বিবরণ যথা; "একদা শ্রীকুলাচার্য্যং

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্বিশ্বনাথের অভিপ্রায়। কর্ম্মযোগানুষ্ঠানের নিমিত্ত যেরূপ দেশ কাল ও পাত্রের শুদ্ধ্যাদির অপেক্ষা করিতে হয়, শ্রীহরির সেবা বিষয়ে তাদৃশ কোনই অপেক্ষা নাই। স্মৃতি বলিয়াছেন, "ন দেশনিয়মস্তত্র ন কাল নিয়মস্তথা। নোচ্ছিষ্টাদৌ নিষেধোঽস্তি শ্রীহরের্নাম-লুব্ধকে" অর্থাৎ 'শ্রীহরির নাম লুব্ধ ব্যক্তির পক্ষে দেশের নিয়ম নাই, কালেরও নিয়ম নাই এবং উচ্ছিষ্টাদিরও কোন নিষেধ নাই।' যেরূপ দীন গৃহস্থেরা কুটুম্বাদির পরিপালনার্থ ধনীদিগের দ্বারাদি হইতে ধনাহরণ বিষয়ে প্রযত্ন পরায়ণ হইয়া থাকেন, তদ্রূপ মদ্ভক্তগণ সাধুগণের সভাদি হইতে কীর্ত্তনাদি মদ্ভক্তি লাভার্থ প্রযত্ন পরায়ণ হইয়া থাকেন। ভক্তি লাভ করিয়াও, তাঁহারা অধীয়মান শাস্ত্র সমূহের ন্যায় পুনঃপুনঃ তাহার অভ্যাস ও আলোচনা করেন। এতবার নাম গ্রহণ, এইরূপ প্রণাম, এবংবিধ পরিচর্য্যা ইত্যাকার কার্য্য সমূহ অবশ্যকরণীয় বোধে, তাঁহারা দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ। একাদশী প্রভৃতি ব্রত যাহাতে কদাপি পতিত না হয়, তৎসম্বন্ধে তাঁহারা দৃঢ় নিয়মের অধীন, এরূপ অর্থও গ্রহণ করা যাইতে পারে।

বশিষ্ঠমৃষিসত্তমম্। রাজা দিলীপঃ পপ্রচ্ছ বিনয়াবনতঃ সুধীঃ॥ দিলীপ উবাচ। ভাদ্রে মাস্যসিতে পক্ষে যস্যাং জাতো জনার্দ্দনঃ। তৎকথাং শ্রোতুমিচ্ছামি কথয়স্ব মহামুনে। কথং বা ভগবান্ জাতঃ শঙ্খচক্রগদাধরঃ। দেবকী-জঠরে বিষ্ণুঃ কিং কর্ত্তুং কেন হেতুনা॥ বশিষ্ঠ উবাচ। শৃণু রাজন্ প্রবক্ষ্যামি যস্মাজ্জাতো জনার্দ্দনঃ। পৃথিব্যাং ত্রিদিবং ত্যক্ত্বা ভবতে কথয়াম্যহম্॥ পুরা বসুন্ধরা হ্যাসীৎ কংসারাধনতৎপরা। স্বাধিকারপ্রমত্তেন কংসদূতেন তাড়িতা॥ ক্রন্দন্তী লজ্জিতা সাপি যযৌ ঘূর্ণিতলোচনা। যত্রতিষ্ঠতি দেবেশ উমাকান্তো বৃষধ্বজঃ॥ কংসেন তাড়িতা নাথ ইতি তস্মৈ নিবেদিতম্। বাষ্পধারাং প্রবর্ষন্তীং বিবর্ণামপমানিতাম্॥ ক্রন্দন্তীং তাং সমালোক্য কোপেন স্ফুরিতাধরঃ। উময়া সহিতঃ সর্ব্বৈর্দ্দেববৃন্দৈরনুদ্রুতঃ॥ আজগাম মহাদেবো বিধাতুর্ভবনং রুষা। গত্বা চোবাচ ব্রহ্মাণং কংসধ্বংসনিমিত্তকম্॥ উপায়ঃ সৃজ্যতাং ব্রহ্মন্ ভবতা বিষ্ণুনা সহ। ঐশ্বরং তদ্বচঃ শ্রুত্বা গন্তুং প্রাক্রামদাত্মভূঃ॥ ক্ষীরোদে যত্র বৈকুণ্ঠঃ সুপ্তঃ স ভুজগোপরি। হংসপৃষ্ঠে সমারুহ্য হরেরন্তিকমাযযৌ॥ তত্র গত্বা হরিং ধ্যাত্বা দেববৃন্দৈর্হরাদিভিঃ। তুষ্টাব ভগবান্ বাগ্ভিরর্থ্যাভির্ব্বাগ্মিদাম্বরঃ॥ নমঃ কমলনেত্রায় হরয়ে পরমাত্মনে। জগতঃ পালয়িত্রে চ লক্ষ্মীকান্ত নমোঽস্তুতে॥ নমঃ কমলকিঞ্জল্ক-পীত-নির্ম্মলবাসসে। নমঃ সমস্তদেবানামধিপায় মহাত্মনে॥ নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ। জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥ ইতি তেভ্যঃ স্তুতীঃ শ্রুত্বা প্রত্যুবাচ জনার্দ্দনঃ। দেবা নম্রমুখাঃ সর্ব্বে ভবতামাগমঃ কথম্॥ ব্রহ্মোবাচ। শৃণু দেব জগন্নাথ যস্মাদস্মাকমাগমঃ। কথয়ামি সুরশ্রেষ্ঠ তদহং লোকতারণ॥ শূলিদত্তবরোন্মত্তঃ কংসরাজো দুরাসদঃ। বসুধা তাড়িতা তেন পদাঘাতেন মুষ্টিনা॥ বরং দত্ত্বা পুরাপ্যগ্রো মায়য়া স প্রবঞ্চিতঃ। ভাগিনেয়ং বিনা রাজন্ শাস্তা ন ভবিতা তব॥ তস্মাদ্গচ্ছ স্বয়ং দেব হন্তুং কংসং দুরাসদম্। দেবকী-জঠরে জন্ম লভ গত্বা চ গোকুলম্॥ ব্রহ্মণা প্রেষিতো বিষ্ণুঃ প্রত্যুবাচ পশোঃ পতিম্। পার্ব্বতীং দেহি দেবেশ অদ্দং স্থিত্বাগমিষ্যতি॥ উময়া রময়া সার্দ্ধং শঙ্খচক্রগদাধরঃ। উদ্দিশ্য মথুরাং চক্রে প্রয়াণং কংসনাশনং॥ দেবকীজঠরে জন্ম লেভে বিষ্ণুর্গদাধরঃ। যশোদা-কুক্ষি-মধ্যে তু সর্ব্বাণী

শ্রীমদ্ভাগবতে ভক্তবর্য্য প্রহ্লাদের এই উক্তি পরিদৃষ্ট হয়। "যদাতিহর্ষোৎপুলকাশ্রুগদ্গদং প্রোৎকণ্ঠ উদ্গায়তি রৌতি নৃত্যতি। যদা গ্রহগ্রস্ত ইব ক্বচিদ্ধসত্যাক্রন্দতে ধ্যায়তি বন্দতে জনম্। মুহুঃ শ্বসন্ ব্যক্তি হরে জগৎপতে নারায়ণেত্যাত্মমতির্গতত্রপঃ॥ তদা পুমান্ মুক্তসমস্তবন্ধনস্তদ্ভাবভাবানুকৃতাশয়াকৃতিঃ। নির্দ্দগ্ধবীজানুশয়ো মহীয়সা ভক্তিপ্রয়োগেণ সমেত্যধোক্ষজম॥" (শ্রীমদ্ভাগবত, ৭ম স্কন্ধ, ৭ম অধ্যায় ২৮শ ও ২৯শ শ্লোক) অর্থাৎ 'যৎকালে ভক্তজন হর্ষাতিশয্য হেতু পুলকিততনু ও অশ্রুপূর্ণনেত্র হইয়া গদ্গদস্বরে উচ্চরোলে রোদন ও নৃত্য করিতে থাকেন; যৎকালে গ্রহ (অপদেবতা) গ্রস্তের ন্যায় কখন হাস্য, কখন বা ক্রন্দন, কখন বা ধ্যান, কখন বা মনুষ্যের বন্দনা করিতে থাকেন, ঘন ঘন শ্বাস প্রশ্বাস ত্যাগ

মৃগলোচনা॥ নবমাসাংশ্চ বিশ্রাম্য কুক্ষৌ নবদিনাধিকান্। ভাদ্রে মাস্যসিতে পক্ষে অষ্টমীসংজ্ঞয়া তিথৌ॥ রোহিণীতারকাযুক্তা রজনী ঘনঘোরিতা। ধূমযোনৌ তড়িদ্যুক্তে বারিবর্ষতি সর্ব্বদা॥ তস্যাং জাতো জগন্নাথঃ কংসারির্ব্বসুদেবজঃ। বৈরাটে নন্দপত্নী চ যশোদাজীজনৎ সুতাম্॥ পুত্রং পদ্মকরং পদ্মনাভং পদ্মদলেক্ষণম্। রম্যং চতুর্ভুজং শান্তং শঙ্খচক্রগদাধরম্॥ তদা ক্রন্দিতুমারেভে দৃষ্ট্বা চানকদুন্দুভিঃ। তত্রৈব বাণ্যভূদ্দৈবী দেবকীমাত্রগোচরা॥ পুত্রং দত্ত্বা যশোদায়ৈ কন্যাং তস্যাঃ সমানয়। কংসাসুরভয়ার্ত্তং হি উবাচ দেবকী তদা। বৈরাটং গচ্ছ বিপ্রেন্দ্র সুতং প্রত্যর্পিতুং প্রভো। পুত্রং দত্ত্বা যশোদায়ৈ সুতাং তস্যাঃ সমানয়॥ তাং দৃষ্ট্বা কংসরাজোঽপি সভায়াং ন হনিষ্যতি। তস্যা বচঃ সমাকর্ণ্য বসুদেবোঽতি দুঃখিতঃ॥ অঙ্কে কুমারমাদায় বৈরাটাভিমুখং যযৌ। যমুনা জলসংপূর্ণা তৎপথে মধ্যবর্ত্তিনী॥ অতিস্রোতা মহাবীর্য্যা সুতীক্ষ্ণোর্ম্মিভয়াকুলা। তাং দৃষ্ট্বা তত্তটেস্থিত্বা যমুনামবলোকয়ন্॥ বসুদেবোঽতি দুঃখার্ত্তো বিলোলচেতনোঽভবৎ। কিং করোমি ক্ব গচ্ছামি বিধিনাত্রাপি বঞ্চিতঃ॥ কথমদ্য গমিষ্যামি বৈরাটে নন্দমন্দিরম্। হরিণা তত্র সানন্দং মায়য়া বঞ্চিতঃ পিতা॥ ক্ষণমাত্রং তটে স্থিত্বা যমুনামপ্যলোকয়ৎ। তেন দৃষ্টা পুনঃ সাপি ক্ষীণা জানুবহাভবৎ॥ ততঃ সোঽপি পুরো দৃষ্ট্বা ধাবন্তং খলু জম্বুকম্। ক্রোড়ে কৃত্বা সুতং স্বৈরং গন্তুং পারং প্রচক্রমে॥ তং দৃষ্ট্বা হৃষ্টচিত্তস্তু ভগবান্ যমুনাজলে। মায়াং কৃত্বা জগন্নাথো হঠাৎ স পতিতঃ পিতুঃ॥ তং সুতং পতিতম্ দৃষ্ট্বা সূর্য্যজা-জীবনে দ্বিজঃ। তদা ক্রন্দিতুমারেভে ভালে ঘাত্বা করং দৃঢ়ম্॥ বিধিনা বৈরিনা হ্যত্র দুঃখিতোঽহম্ প্রবঞ্চিতঃ। ত্রাহি মাং জগতাং নাথ পুত্রং দেহি সুরোত্তম॥ জনকম্ ক্রন্দিতং দৃষ্ট্বা কংসারিঃ কৃপয়া বিভুঃ। জলক্রীড়াং সমাচর্য্য পিতুরঙ্কেঽবসৎ পুনঃ॥ পথা তেন দ্বিজশ্রেষ্ঠো গতবান্নন্দমন্দিরম্। সুতং দত্ত্বা যশোদায়ৈ সুতাং তস্যাঃ সমানয়ৎ॥ সুতামঙ্কে তথা সোঽপি গৃহীত্বানকদুন্দুভিঃ। নিজাগারং পুনঃপ্রাপ্য প্রত্যর্প্য তাদৃশীং সুতাম্॥ প্রতিযুজ্য পদে লোহমাসীৎ পূর্ব্ববদাবৃতঃ। দেবকী চ প্রসূতেতি বার্ত্তা প্রাপ্তা সুরারিণা॥ আনেতুং প্রহিতো দূতঃ সুতং দুহিতরঞ্চ বা। আগত্য কংসদূতোঽসৌ সুতাং নেতুং প্রচক্রমে॥ বলাদঙ্কাৎ সমাকৃষ্য দেবকী বসুদেবয়োঃ। কংসদূতো গৃহীত্বা তাং কংসায়াদর্শয়ৎ পুনঃ॥ দৃষ্ট্বা তং কংসরাজোঽপি সভয়োদ্ভূদ্রাসদঃ। শুদ্ধকাঞ্চনবর্ণাভাং পূর্ণেন্দুসদৃশাননাম্॥ দৃষ্ট্বা কংসা বিহসন্তীং বিদ্যুৎস্ফুরিতলোচনাম্। আদিদেশ সুরশ্রেষ্ঠো বধ নীত্বা শিলোপরি॥ আজ্ঞাং লব্ধাং সুরাস্তে তু নিষ্পেষ্টং তাং প্রবর্ত্তিতাঃ॥ বিদ্যুদ্রূপ-

ও গ্রহণ করিতে করিতে, লজ্জাশূন্য ভাবে, হরে! জগৎ পতে! নারায়ণ! এই সকল নাম পরিব্যক্ত করিতে থাকেন, তৎকালে মানব সর্ব্ব বন্ধন-বিনির্মুক্ত হইয়া, ভগবানের ভাব ও ভাবানুকৃতি প্রাপ্ত হন। অতি-প্রবলা ভক্তির প্রভাবে তৎকালে তাঁহার অজ্ঞান ও অনুশয় নিঃশেষে দগ্ধ হইয়া যায় এবং তখন তিনি সম্যক্ রূপেই সেই ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন' ॥ ১৪ ॥

* * *

জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যন্যে যজন্তো মামুপাসতে।
একত্বেন পৃথক্ত্বেন বহুধা বিশ্বতোমুখম্ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়।—অন্যে অপি চ জ্ঞান-যজ্ঞেন (জ্ঞানং এব যজ্ঞঃ তেন) যজন্তঃ (পূজয়ন্তঃ) মাম্ উপাসতে (ভজন্তে) [তেষাং মধ্যে কেচিৎ] একত্বেন (অভেদ-ভাবনয়া) [কেচিৎ] পৃথক্ত্বেন (পৃথক্-ভাবনয়া) [কেচিৎ] বিশ্বতঃ-মুখম্ (সর্ব্বাত্মকম্) [মাম্] বহুধা (নানারূপেণ) [উপাসতে] ॥ ১৫ ॥

প্রতিশব্দ।—অন্যেরা ও জ্ঞান-যজ্ঞ-দ্বারা পূজা-করিতে-করিতে আমাকে উপাসনা-করেন [তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ] অভেদ-ভাবে [কেহ কেহ] পৃথক্-ভাবে [কেহ কেহ] সর্ব্বাত্মক [আমাকে] নানারূপে [উপাসনা-করেন] ॥ ১৫ ॥

ব্যাখ্যা।—অন্যেরা জ্ঞানরূপ যজ্ঞ-দ্বারা যজন করিতে করিতে আমার উপাসনা করিয়া থাকেন; তন্মধ্যে কেহ কেহ বা আমাকে

ধরা গৌরী জগাম শঙ্করান্তিকম্। অন্তরীক্ষে ক্ষণং স্থিত্বা কংসং প্রোবাচ শঙ্করী ॥ ত্বাং হন্তুং গোকুলে জাতঃ পূর্ব্বশত্রুর্ন সংশয়ঃ ॥ তত্রাতিষ্ঠজ্জগন্নাথঃ কংসারিঃ সুরকৃত্যকৃৎ। ক্রীড়িত্বা বালভাবেন কংসধ্বংসে মনোদধৌ। প্রাপ্তিমাত্রেণ তং কংসং জঘান জগদীশ্বরঃ। এতত্তে কথিতং রাজন্ কৃষ্ণাজন্মাষ্টমীব্রতম্। য ইদং কুরুতে রাজন্ যা চ নারী হরের্ব্রতম্ ॥ প্রাপ্নোত্যৈশ্বর্য্যমতুলমিহ লোকে যথেপ্সিতম্। অন্তকালে হরেঃ স্থানম্ দুর্ল্লভং গমিষ্যতি। একেনৈবোপবাসেন কৃতেন কুরুনন্দন। সপ্তজন্মকৃতাৎ পাপান্মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ। বৎসর-দ্বাদশে চৈব যৎ পুণ্যং সমুপার্জ্জিতম্ ॥ বিফলং তদ্ভবেৎ সর্ব্বং পুরা ব্যাসেন ভাষিতম্। ন দ্রষ্টব্যং মুখং তেষাং নরাণাং ন চ যোষিতাম্ ॥ জয়ন্তী ন কৃতা যৈস্তু জাগরাদিসমন্বিতা। শ্বানশ্চৈতে তু বিজ্ঞেয়া জয়ন্তীবিমুখা নরাঃ ॥ যোষিতশ্চ ন সন্দেহঃ সত্যোক্তং তব সুব্রতে ॥ (জন্মাষ্টমী ব্রত কথা।)

এক ভাবে উপলব্ধ করিয়া, কেহ কেহ বা পৃথক্ ভাবে আমাকে গ্রহণ করিয়া এবং কেহ কেহ বা বিশ্বরূপ-স্বরূপ আমাকে নানা ভাবে গ্রহণ করিয়া আমার উপাসনা করেন ॥ ১৫ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—তে কেন কেন প্রকারেণোপাসত ইত্যুচ্যতে জ্ঞানেতি। জ্ঞানযজ্ঞেন জ্ঞানমেব ভগবদ্বিষয়ং যজ্ঞস্তেন জ্ঞানযজ্ঞেন যজন্তঃ পূজয়ন্তো মামীশ্বরং চান্যেঽন্যামুপাসনাং পরিত্যজ্য উপাসতে তচ্চ জ্ঞানমেকত্বেন একমেব পরং ব্রহ্মেতি পরমার্থদর্শনেন যজন্ত উপাসতে, কেচিচ্চ পৃথক্ত্বেন আদিত্যচন্দ্রাদিভেদেন স এব ভগবান্ বিষ্ণুরাদিত্যাদিরূপেণাবস্থিত ইত্যুপাসতে, কেচিদ্বহুধাবস্থিতঃ স এব ভগবান্ সর্ব্বতোমুখো বিশ্বরূপ ইতি তং বিশ্বরূপং সর্ব্বতোমুখং বহুধা বহুপ্রকারেণোপাসতে ॥ ১৫ ॥

আনন্দগিরি।—উপাসনপ্রকারভেদপ্রতিপিৎসয়া পৃচ্ছতি তে কেনেতি। তৎপ্রকারভেদোদীরণার্থং শ্লোকমবতারয়তি উচ্যত ইতি। ইজ্যতে পূজ্যতে পরমেশ্বরোঽনেনেতি প্রকৃতে জ্ঞানে যজ্ঞশব্দঃ। ঈশ্বরঞ্চেতি চকারোঽবধারণে। দেবতান্তরধ্যানত্যাগমপিশব্দসূচিতং দর্শয়তি অন্যামিতি। অন্যে চ ব্রহ্মনিষ্ঠামিতি যাবৎ। জ্ঞানযজ্ঞমেব বিভজতে তচ্চেতি। উত্তমাধিকারিণামুপাসনমুক্ত্বা মধ্যমানামধিকারিণামুপাসনপ্রকারমাহ কেচিচ্চেতি। তেষামেব অহং যজ্ঞঃ স্মার্ত্তঃ কিঞ্চ স্বধাহং পিতৃভ্যো যদ্দীয়তে তৎ স্বধা, তথাহমৌষধং সর্ব্বপ্রাণিভির্যদদ্যতে। প্রকারান্তরেণোপাসনমুদীরয়তি কেচিদিতি। বহুপ্রকারেণাগ্ন্যাদিত্যাদিরূপেণেতি যাবৎ ॥ ১৫ ॥

রামানুজ।—জ্ঞানেতি। অন্যেঽপি মহাত্মানঃ পূর্ব্বোক্তৈঃ কীর্ত্তনাদিভিঃ জ্ঞানাখ্যেন যজ্ঞেন চ যজন্তো মামুপাসতে, কথং? বহুধা পৃথক্ত্বেন জগদাকারেণ বিশ্বতোমুখং বিশ্বপ্রকারত্বেনাবস্থিতং মামেকত্বেনোপাসতে। এতদুক্তং ভবতি, ভগবান্ বাসুদেব এব নামরূপবিভাগানর্হাতিসূক্ষ্মচিদচিদ্বস্তুশরীরঃ সত্যসঙ্কল্পো বিবিধবিভক্তনামরূপস্থূলচিদচিদ্বস্তুশরীরঃ স্যামিতি কঙ্কল্প্য স এক এব দেবঃ তির্য্যঙ্মনুষ্যস্থাবরাখ্যবিচিত্রজগচ্ছরীরোঽবতিষ্ঠতে। ইত্যনুসন্ধানাশ্চ মামুপাসত ইতি ॥ ১৫ ॥

হনুমান্।—জ্ঞানেতি। জ্ঞানযজ্ঞেন বিজ্ঞানমেবেশ্বরবিষয়ং যজ্ঞস্তেন যজ্ঞেন চ অন্যে অপরে জন্তবঃ পূজয়ন্তঃ মামীশ্বরমুপাসতে সেবন্তে, একত্বেন একমেব পরং ব্রহ্মেতি; পৃথক্ত্বেন ইন্দ্রমিত্রবরুণাদিত্যাদিরূপেণ, বহুধা বহুপ্রকারে ব্যবস্থিতং তথা বিশ্বরূপেণবিশ্বতোমুখং তথা বিশ্বরূপধরং বিশ্বতোমুখম্ ॥ ১৫ ॥

শ্রীধর।—কিঞ্চ জ্ঞানেতি। বাসুদেবঃ সর্ব্বমিত্যেবং সর্ব্বাত্মদর্শনং জ্ঞানং তদেব যজ্ঞস্তেন জ্ঞানযজ্ঞেন মাং যজন্তঃ পূজয়ন্তোঽন্যেঽপ্যুপাসতে, তত্রাপি কেচিদেকত্বেনাভেদভাবনয়া, কেচিৎ পৃথগ্ভাবনয়া, দাসোঽহমিতি কেচিত্তু। বিশ্বতোমুখং সর্ব্বাত্মকং মাং বহুধা ব্রহ্মরুদ্রাদিরূপেণোপাসতে ॥ ১৫ ॥

বলদেব।—এবং কেবলস্বরূপনিষ্ঠান্ কীর্ত্তনাদিশুদ্ধভক্তিপ্রধানান্মহাত্মশব্দিতানভিধায় গুণীভূততৎকীর্ত্তনাদিজ্ঞানপ্রধানান্ ভক্তানাহ জ্ঞানেতি। পূর্ব্বতোঽন্যে কেচন ভক্তাঃ পূর্ব্বোক্তেন কীর্ত্তনাদিজ্ঞানযজ্ঞেন চ যজন্তো মামুপাসতে। তত্র প্রকারমাহ, বহুধা বহুপ্রকারেণ পৃথক্ত্বেন প্রপঞ্চাকারেণ প্রধানমহদাদ্যাত্মনা বিশ্বতোমুখমিন্দ্রাদিদৈবতাত্মনা চাবস্থিতং মামেকত্বেনোপাসতে, অয়মত্র নিষ্কর্ষঃ। সূক্ষ্মচিদচিচ্ছক্তিমান্ সত্যসংকল্পঃ কৃষ্ণো বহু স্যামিতি স্বীয়েন সংকল্পেন স্থূলচিদচিচ্ছক্তিমানেক এব ব্রহ্মাদিস্তম্বান্তবিচিত্রজগদ্রূপতয়াবতিষ্ঠত ইত্যনুসন্ধিনা তাদৃশস্য মম কীর্ত্তনাদিনা চ মামুপাসত ইতি॥ ১৫॥

মধুসূদন।—ইদানীং য এবমুক্তশ্রবণমননিদিধ্যাসনাসমর্থাস্তেঽপি ত্রিবিধাঃ, উত্তমা মধ্যমা মন্দাশ্চেতি; সর্ব্বেঽপি স্বানুরূপ্যেণ মামুপাসত ইত্যাহ জ্ঞানেতি। অন্যে পূর্ব্বোক্তসাধনানুষ্ঠানাসমর্থাঃ জ্ঞানযজ্ঞেন “ত্বং বা অহমস্মি ভগবোদেবতে অহং বৈ ত্বমসি” ইত্যাদিশ্রুত্যুক্তমহংগ্রহোপাসনং জ্ঞানং, স এব পরমেশ্বরযজনরূপত্বাদ্ যজ্ঞস্তেন। চকার এবার্থে, অপিশব্দঃ সাধনান্তরত্যাগার্থঃ। কেচিৎ সাধনান্তরনিস্পৃহাঃ সন্ত উপাস্যোপাসকাভেদচিন্তারূপেণ জ্ঞানযজ্ঞেনৈকত্বেন ভেদব্যাবৃত্ত্যা মামেবোপাসতে চিন্তয়ন্ত্যুত্তমাঃ, অন্যে তু কেচিন্মধ্যমাঃ পৃথক্ত্বেনোপাস্যোপাসকয়োর্ভেদেন “আদিত্যো ব্রহ্মেত্যাদেশঃ” ইত্যাদি শ্রুত্যুক্তেন প্রতীকোপাসনরূপেণ জ্ঞানযজ্ঞেন মামেবোপাসতে, অন্যে ত্বহংগ্রহোপাসনে প্রতীকোপাসনে চাসমর্থাঃ কেচিন্মন্দাঃ কাঞ্চিদন্যাং দেবতাং চোপাসীনাঃ কানিচিৎ কর্ম্মাণি চাকুর্ব্বাণা বহুধা তৈস্তৈর্ব্বহুভিঃ প্রকারৈর্ব্বিশ্বরূপং সর্ব্বাত্মানং মামেবোপাসতে, তেন তেন জ্ঞানযজ্ঞেনেতি উত্তরোত্তরাণাং ক্রমেণ পূর্ব্বপূর্ব্বভূমিলাভঃ॥ ১৫॥

নীলকণ্ঠ।—জ্ঞানযজ্ঞেনেতি। জ্ঞানযজ্ঞেন নির্ব্বিকল্পসমাধিনা ইতি পাতঞ্জলাঃ, একত্বেন অহমেব ভগবান্ বাসুদেব ইত্যভেদেনৌপনিষদাঃ, পৃথক্ত্বেন অয়মীশ্বরো মম স্বামীতি বুদ্ধ্যা প্রাকৃতাঃ, অন্যে পুনর্ব্বহুধা বহুপ্রকারং বিশ্বতোমুখং সর্ব্বৈদ্বারৈঃ যৎকিঞ্চিদ্দৃষ্টং তদ্ভগবৎ স্বরূপমেব, যচ্ছ্রুতং তত্তন্নামৈব, যদ্দত্তং ভুক্তং বা তত্তদর্পিতমেবেত্যেবং রূপঃ বিশ্বতোমুখং যথা স্যাত্তথা মাং উপাসতে॥ ১৫॥

বিশ্বনাথ।—তদেবং অত্রাধ্যায়ে পূর্ব্বাধ্যায়ে চ অনন্যভক্ত এব মহাত্মশব্দবাচ্যঃ আর্ত্তাদিসর্ব্বভক্তেভ্যঃ শ্রেষ্ঠঃ ইতি দর্শিতঃ। অথান্যেঽপি অনুক্তপূর্ব্বা যে ত্রিবিধা ভক্তাঃ পূর্ব্বতো ন্যূনা অহংগ্রহোপাসকাঃ প্রতীকোপাসকাঃ বিশ্বরূপোপাসকাস্তান্ দর্শয়তি জ্ঞানযজ্ঞেনেতি। অন্যে ন মহাত্মানঃ ইত্যর্থঃ, পূর্ব্বোক্তসাধনানুষ্ঠানাসমর্থাঃ জ্ঞানযজ্ঞেন “ত্বং বা অহমস্মি ভগবোদেবতা অহং বৈ ত্বমসি” ইত্যাদিশ্রুত্যুক্তমহংগ্রহোপাসনং জ্ঞানং স এব পরমেশ্বরযজনরূপত্বাৎ যজ্ঞস্তেন। চকার এবার্থে, অপিশব্দঃ সাধনান্তর-ত্যাগার্থঃ। একত্বেন উপাস্যোপাসকয়োরভেদচিন্তনরূপেণ। ততোঽপি ন্যূনা অন্যে পৃথক্ত্বেন ভেদ-চিন্তনরূপেণ “আদিত্যো ব্রহ্মেত্যাদেশঃ” ইত্যাদি শ্রুত্যুক্তেন প্রতীকোপাসনেন জ্ঞানযজ্ঞেন। অন্যে ততোঽপি মন্দা বহুধা বহুভিঃ প্রকারৈর্বিশ্বতোমুখং বিশ্বরূপং সর্ব্বাত্মানং মামেবো-

পাসতে ইতি .মধুসূদনসরস্বতীপাদানাং ব্যাখ্যা। অত্র "নাদেবো দেবমর্চ্চয়েৎ" ইতি তান্ত্রিক-দৃষ্ট্যা গোপালোঽহমিতিভাবনাবত্ত্বে যা গোপালোপাসনা অহংগ্রহোপাসনা। তথা যঃ পরমেশ্বরো বিষ্ণুঃ স হি সূর্য্য এব নান্যঃ, স হি ইন্দ্র এব নান্যঃ, স হি সোম এব নান্যঃ, ইত্যেবং ভেদেন একস্যা এব ভগবদ্বিভূতের্যা উপাসনা সা প্রতীকোপাসনা। বিষ্ণুঃ সর্ব্ব ইতি সমস্তবিভূত্যুপাসনা বিশ্বরূপোপাসনেতি জ্ঞানযজ্ঞস্য ত্রৈবিধ্যম্। যদ্বা একত্বেন পৃথক্ত্বেন ইত্যেক এব অহংগ্রহোপাসনা গোপালোঽহং গোপালস্য দাসোঽহং ইত্যুভয়ভাবনাময়ী সমুদ্রগামিনী নদীব সমুদ্র-ভিন্নাঽভিন্না চেতি। তদাচ জ্ঞানযজ্ঞস্য দ্বৈবিধ্যম্॥ ১৫॥

তাৎপর্য্য।—পূজ্যপাদ শ্রীমন্মধুসূদন সরস্বতী মহোদয়ের অভিপ্রায়। উল্লিখিত প্রকারে শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনাদি ব্যাপারে যাঁহারা অসমর্থ, তাঁহারা উত্তম, মধ্যম ও মন্দ এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া স্ব স্ব জ্ঞান ও সামর্থ্যানুসারে আমার উপাসনা করিয়া থাকেন। এই তত্ত্ব উপস্থিত শ্লোকে পরিব্যক্ত হইতেছে। যাঁহারা পূর্ব্বোক্ত প্রণালীক্রমে সাধনা-পথে অগ্রসর হইতে অক্ষম, তাঁহারা জ্ঞানযজ্ঞ দ্বারা আমার -উপাসনা করিয়া থাকেন। শ্রুতি বলিয়াছেন, "ত্বং বা অহমস্মি ভগবোদেবতে অহং বৈ ত্বমসি।" অর্থাৎ 'হে ঐশ্বর্য্য-সম্পন্ন দেব-পুরুষ! তুমি বা আমি হও, আমি বা তুমি হই।' ইহার ভাবার্থ এই যে, তুমি ও আমি সমান বা অভিন্ন। এইরূপ শ্রুতি-সম্মত যে অহংবিষয়ক বোধ তাহা অহংগ্রহোপাসন জ্ঞান। তাহাই পরমেশ্বর-যজন-রূপত্বহেতু যজ্ঞরূপে পরিগণিত। তন্মধ্যে কেহ কেহ অন্য কোন সাধন-বিষয়ে স্পৃহাশূন্য হইয়া উপাস্য এবং উপাসকের অভেদচিন্তারূপ জ্ঞানচক্ষুর্দ্বারা একত্বভাবে, ভেদবুদ্ধি-পরিশূন্য হইয়া, আমারই চিন্তা করিয়া থাকেন। তাঁহারাই উত্তম শ্রেণীতে পরিগণিত। অন্য কেহ কেহ উপাস্য এবং উপাসকের প্রভেদ-বুদ্ধি-সহকারে, পৃথক্ ভাবে প্রতীকোপাসনরূপ জ্ঞানযজ্ঞ-দ্বারা আমারই উপাসনা করিয়া থাকেন। এতাদৃশ উপাসকগণ মধ্যম শ্রেণীতে পরিগণিত। অপর কেহ কেহ অহংগ্রহরূপ উপাসনা এবং প্রতীকোপাসনা উভয়েই অসমর্থ। তাঁহারা বহুদেবতার উপাসনা-পরায়ণ হইয়া বহুপ্রকারে বিশ্বরূপ সর্ব্বাত্মা আমারই উপাসনা করিয়া থাকেন। এই শ্রেণীর উপাসকগণ মন্দরূপে পরিগণিত। এই যে উপাসকগণের শ্রেণী-বিভাগ করা হইল, ইহাতে উত্তরোত্তর-ক্রমশঃ পূর্ব্ব পূর্ব্ব ভূমি-লাভ ঘটিয়া থাকে। (তৃতীয় অধ্যায় ১৯ এবং ৪র্থ অধ্যায় ২৬ শ্লোকের তাৎপর্য্য দেখুন)।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য ও শ্রীমদ্বলদেবের অভিপ্রায়। পূর্ব্বে যাঁহা-

দের প্রসঙ্গ কীর্ত্তিত হইয়াছে, তদ্‌ভিন্ন অন্য মহাত্মারা, কীর্ত্তনাদি সহকারে, জ্ঞান-অভিধেয় যজ্ঞদ্বারা, যজন-পূর্ব্বক আমার উপাসনা করেন। তাঁহাদের এই উপাসনা বহুপ্রকারে সিদ্ধ হয়। প্রপঞ্চাকারে, পৃথকরূপে, প্রধান মহদাদিরূপ, বিশ্বতোমুখ আমি, ইন্দ্রাদি দেবতার স্বরূপে অবস্থিত হইলেও, তাঁহারা আমাকে একত্বভাবেই উপাসনা করিয়া থাকেন। সূক্ষ্ম, চিদচিৎ-শক্তিসম্পন্ন, সত্যসংকল্প ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, বিবিধ বিভক্ত নামরূপ স্থূল চিদচিৎ শরীর গ্রহণ করিব এইরূপ সংকল্প করিবামাত্র, সেই সূক্ষ্মরূপ একই দেব তির্য্যক্-মনুষ্য-স্থাবরাদি যাবতীয় বিচিত্র জগচ্ছরীর-পরিগ্রহ করিলেন। অনুসন্ধান দ্বারা এই তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইয়া, আমার ভক্তগণ আমাকে এই ভাবেই উপাসনা করিয়া থাকেন।

পূজ্যপাদ শ্রীমন্নীলকণ্ঠের অভিপ্রায়। পাতঞ্জল-মতাবলম্বী মহাত্মারা নির্ব্বিকল্পসমাধিরূপ জ্ঞানযজ্ঞ দ্বারা, উপনিষদ্-মতানুসরণকারিগণ ভগবান্ বাসুদেব ইত্যাকার অভেদ-জ্ঞান সহকারে, প্রাকৃত জনগণ পরমেশ্বরই আমার স্বামী ইত্যাকার বুদ্ধি অবলম্বন করিয়া, অন্যেরা যাহা কিছু দেখা যাইতেছে তাহাই ভগবৎস্বরূপ, যাহা কিছু শ্রুত হইতেছে, তাহা তাঁহারই নাম মাত্র, যাহা কিছু প্রদত্ত বা ভুক্ত হইতেছে তাহা তাঁহাতেই অর্পিত হইতেছে, এবংবিধ প্রণালীতে বহুপ্রকারে বিশ্বতোমুখ ভগবানের উপাসনা করেন।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহোদয় প্রথমতঃ সরস্বতী মহোদয়ের অভিপ্রায় লিপিবদ্ধ করিয়া উপসংহারে লিখিয়াছেন, আমিই গোপাল ইত্যাকার ভাবনারূপ যে গোপালোপাসনা তাহাই অহংগ্রহোপাসনা। তদ্রূপ যিনি পরমেশ্বর বিষ্ণু, তিনি ভিন্ন আর কেহই সূর্য্য নহেন; তিনিই ইন্দ্র, তিনি ভিন্ন আর কেহই ইন্দ্র নহেন; তিনিই সোম, তিনি ভিন্ন আর কেহই সোম নহেন; ইত্যাকার ভেদ দ্বারা একমাত্র ভগবানের বিভূতি-সমূহের যে উপাসনা তাহাই প্রতীকোপাসনা। 'বিষ্ণুই সকল' এইরূপ জ্ঞানে ভগবানের যাবতীয় বিভূতির যে উপাসনা তাহাই বিশ্বরূপোপাসনা। জ্ঞানযজ্ঞের এই ত্রিবিধ ভাব প্রদর্শিত হইল। যদি একত্ব ও পৃথক্ত্ব এই দুই মাত্র উপাসনার ভাব ধরা যায়, তাহা হইলে 'আমি গোপাল' এবং 'আমি গোপালের দাস' ইত্যাকার দুই প্রকার ভাবনা সমুদ্র-গামিনী নদীর ন্যায় ভিন্নভাবে প্রতীয়মান হয়। তাহা হইলে জ্ঞানযজ্ঞের দুইটী মাত্র প্রকার ধরিতে হয়॥ ১৫ ॥

অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ স্বধাহমহমৌষধম্ ।
মন্ত্রোঽহমহমেবাজ্যমহমগ্নিরহং হুতম্ ॥১৬॥

অন্বয় ।—অহম্ ক্রতুঃ (শ্রৌতঃ যজ্ঞঃ) অহম্ যজ্ঞঃ (স্মার্ত্তঃ যজ্ঞঃ) অহম্ স্বধা (পিত্রুদ্দেশে প্রদত্তমন্নম্) অহম্ ঔষধম্ (ভেষজম্) অহম্ মন্ত্রঃ (শাস্ত্রোক্তঃ দেবোদ্দিষ্টঃ বাক্যাদিঃ) অহম্ এব আজ্যম্ (ঘৃতম্) অহম্ অগ্নিঃ (হবির্নিক্ষেপ-স্থানম্) অহম্ হুতম্ (হোমম্) ॥ ১৬ ॥

প্রতিশব্দ ।—আমি শ্রুতি-সম্মত-যজ্ঞ আমি স্মৃতি-সন্মত-যজ্ঞ আমি পিত্রুদ্দেশে-প্রদত্ত-অন্ন আমি ঔষধ আমি মন্ত্র আমি-ই ঘৃত আমি অগ্নি আমি হোম ॥ ১৬ ॥

ব্যাখ্যা ।---আমি শ্রৌত যজ্ঞ, আমি স্মার্ত্ত যজ্ঞ, আমি শ্রাদ্ধীয় অন্ন, আমি ঔষধ, আমি মন্ত্র, আমি হবি, আমি অগ্নি, আমিই হোম ॥ ১৬ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—যদি বহুভিঃ প্রকারৈরুপাসতে কথং ত্বামেবোপাসতে ? ইত্যত আহ অহমিতি। অহং ক্রতুঃ শ্রৌতঃ কর্ম্মভেদোঽহমেবাহং যজ্ঞঃ স্মার্ত্তঃ কিঞ্চ স্বধান্নমহং পিতৃভ্যো যদ্দীয়তে তৎ স্বধা, তথা অহমৌষধং সর্ব্বপ্রাণিভির্যদদ্যতে তদৌষধশব্দবাচ্যব্রীহিযবাদিসাধনমথবা স্বধেতি সর্ব্বপ্রাণিসাধারণমন্নমৌষধমিতি ব্যাধ্যুপশমার্থভেষজম্, মন্ত্রোঽহং যৎ পিতৃভ্যো দেবতাভ্যশ্চ হবির্দীয়তেঽহমেবাজ্যং হবিশ্চাহমগ্নির্যস্মিন্ হূয়তে সোপ্যগ্নিরহমেবাহং হুতং হবনকর্ম্ম চ ॥ ১৬।

আনন্দগিরি ।—ভগবদেকবিষয়মুপাসনং তর্হি ন সিধ্যতীতি শঙ্কতে যদীতি। প্রকারভেদমাদায় ধ্যায়ন্তোঽপি ভগবন্তমেব ধ্যায়ন্তি তস্য সর্ব্বাত্মকত্বাদিত্যাহ অত আহেতি। ক্রতুযজ্ঞশব্দয়োরনয়োরপৌনরুক্ত্যং দর্শয়ন্ ব্যাচষ্ট শ্রৌত ইতি। ক্রিয়াকারকফলজ্ঞানং ভগবদতিরিক্তং নাস্তীতি সমুদয়ার্থঃ ॥ ১৬ ॥

রামানুজ ।—তথা হি বিশ্বশরীরোঽহমেবাবস্থিত ইত্যাহ অহমিতি। অহং ক্রতুরহং জ্যোতিষ্টোমাদিকক্রতুরহমেব, যজ্ঞো মহাযজ্ঞোঽহমেব, স্বধা পিতৃগণপুষ্টিদায়িনী, ঔষধং হবিশ্চাহমেব, অহমেব চ মন্ত্রোঽহমেব চ আজ্যম্। প্রদর্শনার্থমিদং অন্নাদিকঞ্চ [সোমাদিকঞ্চ] হবিরহমেবাহবনীয়াদিকোঽগ্নিঃ হোমশ্চাহমেব ॥ ১৬ ॥

হনুমান্।—কথমেকস্যৈব ভগবতো বহুবিধত্ববচনমিত্যাশঙ্ক্য আত্মনো বহুবিধত্বং দর্শয়িতুমাহ অহমিতি। অহং ক্রতুঃ সোমযাগঃ প্রভোদাগ্নিষ্টোমাদিরহং যজ্ঞঃ অহরহঃ শ্রূয়মানো দেবযজ্ঞাদিরহং স্বধা পিতৃপূজাত্মকো যজ্ঞঃ স্বধেত্যুচ্যন্তে পিতৃপঙ্ক্ত্যাদিঃ, অহমৌষধম্ ব্যাধ্যাদিনিবৃত্ত্যর্থমুপযুজ্যতে তদৌষধং হরীতক্যাদি। মন্ত্রোঽহং যেন দেবেভ্যোহবির্দ্দীয়তে যজুরাদিঃ সমন্ত্রঃ আজ্যং স্বতং মহমগ্নিঃ যতঃ হবির্হূয়তে স আহবনীয়াদিঃ, অহং হুতং হোমঃ তদপ্যহম্॥ ১৬॥

শ্রীধর।—সর্ব্বাত্মতাং প্রপঞ্চয়তি অহং ক্রতুরিতি চতুর্ভিঃ। ক্রতুঃ শ্রৌতোঽগ্নিষ্টোমাদিঃ, যজ্ঞঃ স্মার্ত্তঃ পঞ্চযজ্ঞাদিঃ, স্বধা পিত্র্যর্থং শ্রাদ্ধাদিঃ, ঔষধং ওষধিপ্রভবমন্নং ভেষজম্বা, মন্ত্রো যাজ্যপুরোধোবাক্যাদিঃ। আজ্যং হোমাদিসাধনম্, অগ্নিরাহবনীয়াদিঃ, হুতং হোমঃ, এতৎ সর্ব্বমহমেব॥ ১৬॥

বলদেব।—অহমেব জগদ্রূপতয়াবস্থিত ইত্যেতৎ প্রদর্শয়ত্যহমিতি চতুর্ভিঃ। ক্রতুর্জ্যোতিষ্টোমাদিঃ, শ্রৌতো যজ্ঞো, বৈশ্বদেবাদিঃ স্মার্ত্তঃ, স্বধা পিত্রর্থে শ্রাদ্ধাদিঃ, ঔষধং ভেষজমৌষধিপ্রভবমন্নং বা, মন্ত্রো যাজ্যপুরোধোবাক্যাদির্যেনোদ্দিশ্য হবির্দ্দেবেভ্যো দীয়তে, আজ্যং ঘৃতহোমাদিসাধনম্, অগ্নির্হোমাদিকারণমাহবনীয়াদিঃ, হুতং হোমো, হবিঃ প্রক্ষেপঃ, এতৎ সর্ব্বাত্মনাহমেবাবস্থিতঃ॥ ১৬॥

মধুসূদন।—যদি বহুধোপাসতে, তর্হি কথং ত্বামেবেত্যাশঙ্ক্য আত্মনো বিশ্বরূপত্বং প্রপঞ্চয়তি চতুর্ভিঃ অহমিতি। সর্ব্বস্বরূপোঽহমিতি বক্তব্যে তত্তদেকদেশকথনমবয়ুক্তানুবাদেন বৈশ্বানরে দ্বাদশকপালেঽষ্টাকপালত্বাদিকথনবৎ ক্রতুঃ শ্রৌতোঽগ্নিষ্টোমাদিঃ, যজ্ঞঃ স্মার্ত্তোবৈশ্বদেবাদিঃ, মহাযজ্ঞত্বেন শ্রুতিস্মৃতিপ্রসিদ্ধঃ। স্বধান্নং পিতৃভ্যো দীয়মানং, ঔষধং ঔষধিপ্রভবমন্নং সর্ব্বৈঃ প্রাণিভির্ভুজ্যমানং ভেষজং বা, মন্ত্রো যাজ্যাপুরোনুবাক্যাদির্যেনোদ্দিশ্য হবির্দীয়তে দেবেভ্যঃ, আজ্যং ঘৃতং সর্ব্বহবিরুপলক্ষণমিদম্। অগ্নিরাহবনীয়াদিঃ হবিঃ-প্রক্ষেপাধিকরণং, হুতং হবনং, হবিঃ প্রক্ষেপঃ, এতৎ সর্ব্বমহং পরমেশ্বর এব, এতদেকৈকজ্ঞানমপি ভগবদুপাসনমিতি কথয়িতুং প্রত্যেকমহং শব্দঃ, ক্রিয়াকারকফলজাতং কিমপি ভগবদতিরিক্তং নাস্তীতি সমুদায়ার্থঃ॥ ১৬॥

নীলকণ্ঠ।—ইদমেবোপাসনং বিবৃণোতি অহমিতি। ক্রতুঃ সঙ্কল্পো দেবতাধ্যানরূপঃ যজ্ঞঃ শ্রৌতঃ স্মার্ত্তশ্চ দেবতোদ্দেশেন দ্রব্যত্যাগঃ, স্বধা পিতৃণামন্নং, ঔষধং মনুষ্যাণামন্নম্, মন্ত্রো যেন দীয়তে সঃ, আজ্যং হবিঃ, অগ্নিঃ, হুতং প্রক্ষেপক্রিয়া, ইদং সর্ব্বং যস্মাদহমেবাতস্তেষাং বিশ্বতোমুখং উপাসনং যুক্ততরমিত্যর্থঃ॥ ১৬॥

বিশ্বনাথ।—বহুধোপাসতে কথং ত্বামেব? ইত্যাশঙ্ক্য আত্মানো বিশ্বরূপত্বং প্রপঞ্চয়তি অহমিতিচত্তর্ভিঃ। ক্রতুঃ শ্রৌতোঽপি জ্যোতিষ্টোমাদিঃ যজ্ঞঃ, স্মার্ত্তো বৈশ্বদেবাদিঃ, ঔষধং ওষধি-প্রভবমন্নম্॥ ১৬॥

তাৎপর্য্য।—পূর্ব্ব শ্লোকে বহুপ্রকারে উপাসনার প্রসঙ্গ কথিত হইয়াছে। এক্ষণে আশঙ্কা হইতে পারে, যদি বহুবিধ উপাসনা প্রচলিত থাকিল, তাহা হইলে তদ্দ্বারা ভগবানের উপাসনা হইতেছে, এ কথা কিরূপে অনুমান করা যাইবে। এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে, এই শ্লোক হইতে আরম্ভ করিয়া উপর্য্যুপরি চারি শ্লোকে, স্বকীয় বিশ্বরূপত্ব পরিব্যক্ত করিয়া, শ্রীভগবান্ ইহাই প্রতিপন্ন করিতেছেন যে, বিশ্বের সকলই তিনি এবং সকল কার্য্যই তিনি। এ বিশ্বে যনি যাহাই করুন, সকলই সেই বিশ্বেশ্বরে পর্য্যবসিত হয়। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, আমি শ্রুতি-বিহিত অগ্নিষ্টোমাদি * যজ্ঞ এবং আমিই স্মৃতি-বিহিত বিশ্বদেবাদি (এই গ্রন্থের ৬৩৬ পৃষ্ঠার টিপ্পনী দ্রষ্টব্য) অথবা পঞ্চযজ্ঞাদি (এই গ্রন্থের ৬৩৬ পৃষ্ঠার টিপ্পনী দ্রষ্টব্য)। এতাবতা শ্রীভগবানের যজ্ঞত্ব শ্রুতি-স্মৃতি প্রসিদ্ধ। মূলে 'ক্রতু' এবং 'যজ্ঞ' এই দুইটি শব্দের উল্লেখ আছে। কিন্তু উভয় শব্দই একার্থবাচী, এজন্য ভাষ্যকার ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য ও তদনুগামী টীকাকৃদ্গণ শ্রৌত যজ্ঞ ও স্মার্ত্ত যজ্ঞ ভেদে উভয় শব্দের বিভেদ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পিতৃগণের উদ্দেশে শ্রাদ্ধাদি কার্য্যে যে অন্ন প্রদত্ত হয়, তাহারই নাম স্বধা। শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, "আমিই স্বধা"। ঔষধ শব্দ দুই অর্থে ব্যবহৃত হইতে পারে; যে সকল বৃক্ষাদি ফলপ্রদান করিয়া শুষ্ক হইয়া যায় তাহাদিগকে ওষধি বলে। সেই ওষধি হইতে যে অন্ন সঞ্জাত হয়, তাহাকেঔষধ বলা যাইতে পারে; অর্থাৎ সর্ব্বপ্রাণীর ব্যবহার্য্য ব্রীহি-যবাদি-, সম্ভূত অন্ন। আর দৈহিক পীড়া প্রভৃতি অশান্তির উপশমনার্থ যে ভেষজ প্রদত্ত

---

* অগ্নিষ্টোম।—বৈদিক সুপ্রসিদ্ধ যজ্ঞবিশেষ। এই যজ্ঞ পঞ্চ দিবসে সম্পন্ন হয়। প্রথম দিনে দীক্ষা ও তদানুষঙ্গিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান, দ্বিতীয় দিনে প্রায়নীয়যাগ সোমপ্রকরণ প্রভৃতি; তৃতীয় দিবসে প্রবর্গ্যোপসৎ নাম যজ্ঞের অনুষ্ঠান; এই ক্রিয়া দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ এই চারি দিনই কর্ত্তব্য। চতুর্থ দিবসে অগ্নিসোমীয়-যজ্ঞে পশুবধ-প্রকরণ, পঞ্চম দিবসে ক্রিয়া,-সমাপ্তি ও দক্ষিণাদানাদি। বসন্ত কালে এই যজ্ঞ সম্পাদ্য। ইহার দক্ষিণা একশত দ্বাদশটী গাভী। এ যজ্ঞ বহু ব্যয়সাধ্য ও লোক-সাপেক্ষ। ইহার জন্য স্বতন্ত্র যজ্ঞশালা নির্ম্মাণ করা আবশ্যক। রীতিমত ক্ষৌরকর্ম্ম, স্নান, ক্ষৌমবসন পরিধান, মুঞ্জা-মেখলা ধারণ প্রভৃতি নানা প্রকার লক্ষণাক্রান্ত হইয়া এবং হৃদয়ের সহিত সংকল্পবদ্ধ হইয়া, যজমান ও যজমানপত্নী উভয়কে এই যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতে হয়। ইহার মন্ত্র অনেক এবং অনুষ্ঠান বহুবিধ। ইহার সমাপ্তিমন্ত্র যথা; "মহীদ্যোঃ পৃথিবী চ ন ইমং যজ্ঞম্মিমিক্ষতাম্। পিপৃত্তান্নোভরীমভিঃ।" (যজুর্ব্বেদ সংহিতা, অষ্টম অধ্যায়, ৩২ কণ্ডিকা)। ইহার ভাবার্থ যথা; লোক সকল কৃপার চক্ষে এই যজ্ঞ দর্শন করুন। আমি (অর্থাৎ যজমান) এই যজ্ঞফলে যেন স্বর্গ, অন্ন, পশু প্রভৃতি প্রাপ্ত হই। কলিকালে এই যজ্ঞ নিষিদ্ধ।

হয়, তাহাও ঔষধ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণ এস্থলে আপনাকে ঔষধ রূপে ব্যক্ত করিতেছেন। দেবতা ও পিতৃগণের উদ্দেশে যে সকল বাক্যাদি অবলম্বন করিয়া হবিঃ-প্রদান করা হয়, সেই শাস্ত্রোক্ত প্রসিদ্ধ বাক্য-সমূহের নাম মন্ত্র। ভগবান্ বলিতেছেন, তিনিই সেই মন্ত্র। তিনিই হোমাদি-সাধন ঘৃতাদি এবং হবিঃ-প্রক্ষেপের আধার স্বরূপ অগ্নি। তিনিই হবিঃ-প্রক্ষেপাদি রূপ হোম কর্ম্ম (অগ্নির সম্বন্ধে এই গ্রন্থের ৬ষ্ঠ অধ্যায়স্থ ১১০৫ পৃষ্ঠার টিপ্পনী ও তৎসংসৃষ্ট তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য)। এতদ্দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, কোন কর্ম্ম বা কোন কর্ম্মফলই ভগবদতিরিক্ত নহে।

শ্রীমন্নীলকণ্ঠ মহোদয় ক্রতু শব্দের দেবতাধ্যানরূপ সংকল্প এই অর্থ নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং ঔষধ শব্দের মনুষ্যদিগের অন্ন এই অর্থ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ॥ ১৬ ॥

* * *

পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ।
বেদ্যং পবিত্রমোঙ্কার ঋক্‌সামযজুরেব চ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়।—অহম্ অস্য জগতঃ পিতা (জনয়িতা) মাতা (জনয়িত্রী) ধাতা (কর্ম্মফল বিধাতা) পিতামহঃ (পিতুঃ পিতা) বেদ্যম্ (জ্ঞাতব্যম্) পবিত্রম্ (পাবনম্) ওঙ্কারঃ (প্রণবঃ) ঋক্ সাম যজুঃ এব চ ॥ ১৭ ॥

প্রতিশব্দ।—আমি এই জগতের জনক জননী বিধাতা পিতামহ বেদিতব্য শোধক প্রণব ঋক্ সাম এবং যজু ও ॥ ১৭ ॥

ব্যাখ্যা।—আমি পরিদৃশ্যমান-বিশ্বের জনক-জননী, কর্ম্মফল-বিধাতা, পিতামহ, জ্ঞাতব্য বস্তু, শোধক, ওঙ্কার এবং আমিই ঋক্, সাম ও যজুর্ব্বেদ ॥ ১৭ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—কিঞ্চ পিতেতি। পিতা জনয়িতাহমস্য জগতো, মাতা জনয়িত্রী, ধাতা কর্ম্মফলস্য প্রাণিভ্যো বিধাতা, পিতামহঃ পিতুঃ পিতা, বেদ্যং বেদিতব্যং, পবিত্রং পাবনম্; ওঙ্কারশ্চ ঋক্, সাম যজুরেব চ ॥ ১৭ ॥

আনন্দগিরি।—ইতশ্চ ভগবতঃ সর্ব্বাত্মকত্বমনুমন্তব্যমিত্যাহ কিঞ্চেতি। পবিত্রং

পূয়তেঽনেনেতি ব্যুৎপত্ত্যা পরিশুদ্ধিকারণং পুণ্যং কর্ম্মেত্যাহ পাবনমিতি। বেদিতব্যে ব্রহ্মণি বেদনসাধনমোংকারস্তত্র প্রমাণমৃগাদি, চকারাদথর্ব্বাঙ্গিরসো গৃহ্যন্তে ॥ ১৭ ॥

রামানুজ।—পিতামহস্যেতি। অস্য স্থাবরজঙ্গমাত্মকস্য জগতস্তত্র তত্র পিতৃত্বেন মাতৃত্বেন ধাতৃত্বেন পিতামহত্বেন চ বর্ত্তমানোঽহমেব। অত্র ধাতৃশব্দো মাতৃপিতৃব্যতিরিক্তে উৎপত্তি-প্রযোজকে চেতনবিশেষে বর্ত্ততে। যৎকিঞ্চিদ্বেদবেদ্যং পবিত্রং পাবনং তদহমেব, বেদকশ্চ বেদবীজভূতঃ প্রণবোঽহমেব, ঋক্সামযজুরাত্মকো বেদশ্চাহমেব ॥ ১৭ ॥

হনুমান্।—পিতেতি। পিতা জনকঃ অস্য জগতঃ, মাতা চাহম্, ধাতা দাতা কর্ম্মফলস্য প্রাণিভ্যঃ, পিতামহঃ পিতুঃ পিতা, বেদ্যং বেদিতব্যম্, পবিত্রং পাবনম্, ওঁকারঃ ওঁমিতি শ্রুতেঃ ঋক্মন্ত্রবিশেষঃ সামমন্ত্রবিশেষঃ এবং যজুর্ম্মন্ত্রবিশেষঃ ॥ ১৭ ॥

শ্রীধর।—কিঞ্চ পিতামহস্যেতি। ধাতা কর্ম্মফলবিধাতা, বেদ্যং জ্ঞেয়ং বস্তু, পবিত্রং শোধকং প্রায়শ্চিত্তাত্মকং বা, ওঙ্কারঃ প্রণবঃ, ঋগাদয়ো বেদাশ্চাহমেব স্পষ্টমন্যৎ ॥ ১৭ ॥

বলদেব।—পিতামহস্যেতি। অস্য স্থিরচরস্য জগতস্তত্র তত্র পিতৃত্বেন মাতৃত্বেন পিতামহত্বেন চাহমেব স্থিতঃ। ধাতা ধারকত্বেন পোষকত্বেন চ তত্র তত্র স্থিতো রাজাদিশ্চাহমেব। চিদচিচ্ছক্তিমতস্তদন্তর্যামিণো মত্তেষামনতিরেকাৎ। বেদ্যং জ্ঞেয়ং বস্তু। পবিত্রং শুদ্ধিকরং গঙ্গাদিবারি। জ্ঞেয়ে ব্রহ্মণি জ্ঞানহেতুরোঙ্কারঃ সর্ব্ববেদবীজভূতঃ। ঋগাদিস্ত্রিবিধো বেদঃ চশব্দাদথর্ব্বশ্চ গ্রাহ্যঃ, তেষু নিয়তাক্ষর-পাদা ঋক্ সৈব গীতিবিশিষ্টা সাম। সামপদং তু গীতিমাত্রস্যৈব বাচকমিত্যন্যৎ। গীতিশূন্যমমিতাক্ষরং যজুঃ। এতত্রিবিধং কর্ম্মোপযোগি মন্ত্রজাতমহমেবেত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

মধুসূদন।—পিতামহস্যেতি। কিঞ্চ অস্য জগতঃ সর্ব্বস্য প্রাণিজাতস্য পিতা জনয়িতা, মাতা জনয়িত্রী, ধাতা পোষয়িতা তত্তৎকর্ম্মফলবিধাতা বা, পিতামহঃ পিতুঃ পিতা, বেদ্যং বেদিতব্যং বস্তু, পূয়তে অনেনেতি পবিত্রং পাবনং শুদ্ধি-হেতুঃ গঙ্গাস্নানগায়ত্রীজপাদিঃ, বেদিতব্যে ব্রহ্মণি বেদনসাধনমোঙ্কারঃ, নিয়তাক্ষরপাদা ঋক্ গীতিবিশিষ্টা সৈব সাম। সামপদং তু গীতিমাত্রস্যৈবাভিধায়কমিত্যন্যৎ, গীতিরহিতমনিয়তাক্ষরং যজুঃ। এতত্রিবিধং মন্ত্রজাতং কর্ম্মোপযোগি, চকারাদথর্ব্বাঙ্গিরসোঽপি গৃহ্যন্তে, এবকারোঽহমেবেত্যবধারণার্থঃ ॥ ১৭ ॥

নীলকণ্ঠ।—পিতেতি। ধাতা কর্ম্মফলানাং কর্ত্তা, বেদ্যং-বেদিতব্যং ব্রহ্ম, পবিত্রং পাবনং তপ আদিকম্ ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ।—পিতেতি। পিতা ব্যষ্টিসমষ্টিসর্ব্বজগদুৎপাদনাৎ, মাতা জগতোঽস্য স্বকুক্ষিমধ্য এব ধারণাৎ, ধাতা জগতোঽস্য পোষণাৎ, পিতামহঃ জগৎ-স্রষ্টুর্ব্রহ্মণোঽপি জনকত্বাৎ। বেদ্যং জ্ঞেয়ং বস্তু, পবিত্রং শোধকং বস্তু ॥ ১৭ ॥

তাৎপর্য্য।—পূর্ব্বে শ্রীভগবান্ স্বকীয় বিশ্বময়ত্ব ব্যক্ত করিবার অভিপ্রায়ে যাহা বলিয়াছেন, তাহারই ধারানুসরণক্রমে এখনও বলিতেছেন যে, আমি এই

জগতের জনয়িতা, জনয়িত্রী, পোষয়িতা, কর্ম্মফলবিধাতা, পিতার পিতা, বেদিতব্য বস্তু, প্রায়শ্চিত্তাত্মক শুদ্ধি-বিধায়ক, অথবা শুদ্ধির হেতু-স্বরূপ গঙ্গা-স্নান গায়ত্রী-জপাদি, ব্রহ্মজ্ঞানের সাধন স্বরূপ ওঙ্কার এবং পদ্যময় নিয়তাক্ষর ঋক্‌বেদ, গীতিময় সামবেদ, গীতিরহিত নিয়তাক্ষর যজুর্ব্বেদ। মূলস্থিত 'চ'-কার দ্বারা অথর্ব্বাঙ্গিরস প্রভৃতিও পরিগণিত হইতেছে। মূলের "এব" এই পদ দ্বারা আমিই সমস্ত, ইহাই সমর্থিত হইতেছে।

ব্যষ্টি ও সমষ্টি রূপ সর্ব্ব জগৎ শ্রীভগবান্ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, এজন্য তিনি আপনাকে যে জগতের পিতৃ-রূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা সঙ্গত হইয়াছে। মাতা যেমন স্বকীয় কুক্ষি-মধ্যে সন্তানকে ধারণ করেন, তদ্রূপে ভগবান্ এই জগতকে ধারণ করিয়া আছেন; এজন্য তিনি আপনাকে জগতের মাতা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তিনিই এই জগতের পোষণ করিতেছেন; এজন্য তিনি আপনাকে জগতের বিধাতা বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন। এই জগতের স্রষ্টা ব্রহ্মারও তিনি জনক; এজন্য আপনাকে জগতের পিতামহ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। জগতে গঙ্গাবারি * প্রভৃতি যে কিছু শুদ্ধি-বিধায়ক পদার্থ বা ক্রিয়া আছে, তৎসমস্তই তিনি; এজন্য তিনি আপনাকে পবিত্র বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। তিনিই একমাত্র জ্ঞাতব্য; কারণ তাঁহাকে জানিতে পারিলে, আর কিছুই জানিবার বস্তু থাকে না; এজন্য তিনি আপনাকে বেদ্য বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। ব্রহ্মজ্ঞানের যে সমস্ত উপায় আছে, তন্মধ্যে ওঙ্কার-জপই প্রধান সাধন; এজন্য তিনি আপনাকে ওঙ্কার রূপে পরিচিত করিয়াছেন। ঋক্, সাম, যজু ও অথর্ব্ব বেদাদির মন্ত্রসমূহ বহুবিধ কর্ম্মানুষ্ঠানের উপযোগী; এজন্য শ্রীভগবান্ আপনাকে ঐ সমস্ত বেদরূপে পরিব্যক্ত করিয়াছেন। ফলতঃ জগতের সর্ব্বত্র, সর্ব্বকার্য্যে সেই বিশ্বেশ্বর

---

* গঙ্গা।—এককন্যা চৈকপুত্রঃ ; বভূব সুমনোহরঃ। অসমঞ্জা ইতিখ্যাতঃ সৈব্যায়াং কুলবর্দ্ধনঃ॥ অন্যা চারাধয়ামাস শঙ্করং পুত্রকামুকী। বভূব গর্ভস্তস্যাশ্চ শিবস্য চ বরেণ চ॥ গতে শতাব্দে পূর্ণে চ মাংসপিণ্ডং সুসাব সা। তদ্দৃষ্ট্বা চ শিবং ধ্যাত্বা রুরোদোচ্চৈঃ পুনঃ পুনঃ॥ শম্ভুর্ব্রাহ্মণরূপেণ তৎসমীপং জগাম হ। চকার সংবিভজ্যৈতৎ পিণ্ডং ষষ্টিসহস্রধা॥ সর্ব্বে বভূবুঃ পুত্রাশ্চ মহাবলপরাক্রমাঃ। গ্রীষ্মমধ্যাহ্নমার্ত্তণ্ডপ্রভাযুষ্টকরা বরাঃ॥ কপিলস্য কোপদৃষ্ট্যা বভূবুর্ভস্মসাচ্চ তে। রাজা রুরোদ তৎ শ্রুত্বা জগাম মরণং শুচা॥ তপশ্চকারাসমঞ্জা গঙ্গানয়নকারণম্। তপঃ কৃত্বা লক্ষবর্ষং মমার কালযোগতঃ। দিলীপস্তস্য তনয়ো গঙ্গানয়নকারণম্। তপঃ কৃত্বা লক্ষবর্ষং যযৌ লোকান্তরং নৃপঃ॥ অংশুমাংস্তস্য পুত্রশ্চ গঙ্গানয়নকারণম্। তপঃ কৃত্বা লক্ষবর্ষং মমার কালযোগতঃ॥

বিশ্বরূপ শ্রীহরি বিরাজিত। পরম করুণাময় পিতৃরূপে তিনিই সকলের রক্ষা করিতেছেন। একান্তস্নেহময়ী জননীরূপে তিনিই সর্ব্বত্র অমৃত-ধারা সিঞ্চন করিতেছেন। তিনিই পুণ্যানুষ্ঠান এবং তিনিই পুণ্যসাধনের উপায়। তিনিই জ্ঞান এবং তিনিই জ্ঞাতব্য ॥ ১৭ ॥

* * *

গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়।—[অহম্] গতিঃ (কর্ম্মফলম্) ভর্ত্তা (পোষ্টা) প্রভুঃ (স্বামী) সাক্ষী (দ্রষ্টা) নিবাসঃ (ভোগ-স্থানম্) শরণম্ (রক্ষকঃ) সুহৃৎ (হিতকর্ত্তা) প্রভবঃ (স্রষ্টা) প্রলয়ঃ (সংহর্ত্তা) স্থানম্ (আধারঃ) নিধানম্ (লয়স্থানম্) বীজম্ (কারণম্) অব্যয়ম্ (অবিনাশি) ॥ ১৮ ॥

প্রতিশব্দ।—[আমি] কর্ম্মফল পোষণকারী স্বামী দ্রষ্টা ভোগ-স্থান রক্ষাকর্ত্তা হিতকারী সৃষ্টিকর্ত্তা সংহারক আধার লয়স্থান কারণ-স্বরূপ অবিনাশী ॥ ১৮ ॥

ব্যাখ্যা।—আমি এই জগতের গতি, পোষক, স্বামী, দর্শক, ভোগ-স্থান, রক্ষক, হিতকর্ত্তা, সৃষ্টিকারী, সংহারক, আধার, লয়স্থান, কারণস্বরূপ এবং অবিনাশী ॥ ১৮ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—কিঞ্চ গতিরিতি। গতিঃ কর্ম্মফলম্,ভর্ত্তা পোষ্টা, প্রভুঃ স্বামী, সাক্ষী প্রাণিনাং কৃতাকৃতস্য, নিবাসো যস্মিন্ প্রাণিনো নিবসন্তি, শরণমার্ত্তানাং প্রপন্নানামার্ত্তিহরঃ,

---

ভগীরথস্তস্য পুত্রো মহাভাগবতঃ সুধীঃ। বৈষ্ণবো বিষ্ণুভক্তশ্চ গুণবানজরামরঃ ॥ তপঃ কৃত্বা লক্ষবর্ষং গঙ্গানয়নকারণম্। দদর্শ কৃষ্ণং হৃষ্টাস্যং সূর্য্যকোটিসমপ্রভম্ ॥ দ্বিভুজং মুরলীহস্তং কিশোরং গোপ-বেশকম্। পরমাত্মানমীশঞ্চ ভক্তানুগ্রহবিগ্রহম্ ॥ স্বেচ্ছাময়ং পরং ব্রহ্ম পরিপূর্ণতমং বিভুম্। ব্রহ্মবিষ্ণু-শিবাদ্যৈশ্চ স্তুতং মুনিগণৈর্যুতম্ ॥ নির্লিপ্তং সাক্ষিরূপঞ্চ নির্গুণং প্রকৃতেঃ পরম্। ঈশদ্ধাস্যং প্রসন্নাস্যং ভক্তানুগ্রহকারকম্ ॥ বহ্নিশুদ্ধাংশুকাধানং রত্নভূষণভূষিতম্। তুষ্টাব দৃষ্ট্বা নৃপতিঃ প্রণম্য চ পুনঃ পুনঃ ॥ লীলয়া চ বরং প্রাপ্য বাঞ্ছিতং বংশতারণম্। তত্রাজগাম গঙ্গা সা স্মরণাৎ পরমাত্মনঃ ॥ তং প্রণম্য প্রতস্থৌ চ তৎপুরঃ সংপুটাঞ্জলিঃ। উবাচ ভগবাংস্তত্র তাং দৃষ্ট্বা সুমনোহরাম্ ॥ কুর্ব্বতীং স্তবনং দিব্যং পুলকাঞ্চিত-বিগ্রহাম্ ॥ শ্রীকৃষ্ণ উবাচ। ভারতং ভারতীশাপাৎ গচ্ছ শীঘ্রং সুরেশ্বরি। সগরস্য সুতান্ সর্ব্বান্ পূতং কুরু

সুহৃৎ প্রত্যুপকারানপেক্ষ উপকারী, প্রভব উৎপত্তির্জগতঃ, প্রলয়ঃ প্রলীয়তে যস্মিন্ ইতি প্রলয়ঃ, তথা স্থানং তিষ্ঠত্যস্মিন্নিতি, নিধানং নিক্ষেপঃ, কালান্তরোপভোগ্যং প্রাণিনাং বীজং প্ররোহকারণং প্ররোহধর্ম্মিণামব্যয়ং যাবৎসংসারভাবিত্বাদব্যয়ম্, নহ্যবীজং কিঞ্চিৎ প্ররোহতি নিত্যঞ্চ প্ররোহদর্শনাদ্বীজসন্ততির্ন বেতীত্যেব গম্যতে ॥ ১৮ ॥

আনন্দগিরি।—ভগবতঃ সর্ব্বাত্মকত্বে হেত্বন্তরমাহ কিঞ্চেতি। গম্যত ইতি প্রকৃতিবিলয়পর্য্যন্তং কর্ম্মফলং গতিরিত্যাহ কর্ম্মেতি। পোষ্টা কর্ম্মফলস্যৈব প্রদাতা। কার্য্যকারণপ্রপঞ্চস্যাধিষ্ঠানমিত্যাহ নিবাস ইতি। শীর্য্যতে দুঃখমস্মিন্নিতি ব্যুৎপত্তিমাশ্রিত্যাহ শরণমিতি। প্রভবত্যস্মাজ্জগদিতি ব্যুৎপত্তিমাদায়োক্তং উৎপত্তিরিতি। কারণস্য কথমব্যয়ত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ যাবদিতি। কারণমন্তরেণাপিকার্য্যং কদাচিদুদেষ্যতি কিং কারণেনেত্যাশঙ্ক্যাহ ন হীতি। মাভূত্তর্হি সংসারদশায়ামেব কার্য্যোৎপত্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ নিত্যঞ্চেতি। কারণব্যক্তের্নাশমঙ্গীকৃত্য তদন্যতমব্যক্তিশূন্যত্বং পূর্ব্বকালস্য নাস্তীতি সিদ্ধবৎকৃত্য বিশিনষ্টি বীজেতি ॥ ১৮ ॥

রামানুজ।—গতিরিতি। গম্যত ইতিগতিঃ শক্রলোকপ্রভৃতিপ্রাপ্যস্থানম্, ভর্ত্তা ধারয়িতা, প্রভুঃ শাসিতা; সাক্ষী সাক্ষাদ্দ্রষ্টা, নিবাসঃ বাসস্থানং, বেশ্মাদি শরণম্, ইষ্টস্য প্রাপকতয়া অনিষ্টস্য নিবারণতয়া সর্ব্বস্যাশ্রয়ণীয়শ্চেতনঃ শরণম্ স চাহমেবেতি। সুহৃৎ হিতৈষী, প্রভবঃ প্রলয়স্থানম্, যস্য কস্য যত্র কুত্রচিৎ প্রভবপ্রলয়য়োঃ যৎ স্থানং তদহমেব, নিধানং নিধীয়তে ইতি নিধানমুৎপাদ্যমুপসংহার্য্যং চাহমেবাব্যয়ং বীজং তত্র তত্র ব্যয়রহিতং তত্তৎ কারণঞ্চাহমেব ॥ ১৮ ॥

হনুমান্।— গতিরিতি। গতিঃ কর্ম্মফলম্, ভর্ত্তা পোষ্টা, প্রভুঃ স্বামী, সাক্ষ্যহং সাক্ষী প্রাণিনাং শুভাশুভস্য কর্ম্মণঃ, নিবাসঃ যস্মিন্ প্রাণিনো নিবসন্তি, অহং শরণানাং প্রাণিনামার্ত্তিহরং শরণম্, সুহৃৎ প্রত্যুৎপকারানপেক্ষ উপকারী, কিঞ্চ প্রভবঃ উৎপত্তি স্থানং জগতঃ, প্রলয়ং যস্মিন্ প্রলীয়তে সোঽহং, জগত্তিষ্ঠত্যস্মিন্নিতি স্থানমহং নিধানং জগতঃ, যৎ কালান্তরোপভোগায় নিক্ষিপ্যতে অহমিতি বীজং জগতঃ প্ররোহণং সমর্থমব্যয়ং বীজমিতি সম্বন্ধঃ ॥ ১৮ ॥

শ্রীধর।—কিঞ্চ গতিরিতি। গম্যত ইতি গতিঃ ফলম্, ভর্ত্তা পোষণকর্ত্তা, প্রভুর্নিয়ন্তা,

---

মমাজ্ঞয়া॥ ত্বৎস্পর্শবায়ুনা পূতা যাস্যন্তি মম মন্দিরম্। বিভ্রতো দিব্যমূর্ত্তিস্তে দিব্যস্যন্দনগামিনঃ। মৎপার্ষদা ভবিষ্যন্তি সর্ব্বকালনিরাময়াঃ। সমুচ্ছিদ্য কর্ম্মভোগং কৃতং জন্মনি জন্মনি। কোটিজন্মার্জ্জিতং পাপং ভারতে যৎ কৃতং নৃণাম্। গঙ্গায়াঃ স্পর্শবাতেন তন্নশ্যতি শ্রুতৌ শ্রুতম্॥ স্পর্শনাদ্দর্শনাদ্দেব্যাঃ পুণ্যং দশগুণং ততঃ। মৌষলস্নানমাত্রেণ সামান্যদিবসে নৃণাম্। শতকোটিজন্মপাপং নশ্যন্তীতি শ্রুতৌ শ্রুতম্॥ যানি কানি চ পাপানি ব্রহ্মহত্যাদিকানি চ। জন্মাসংখ্যার্জ্জিতান্যেব কামতোঽপি কৃতানি চ। তানি সর্ব্বাণি নশ্যন্তি মৌষলস্নানতো নৃণাম্॥ পুণ্যাহস্নানজং পুণ্যং বেদা নৈব বদন্তি চ। কেচিদ্বদন্তি তে দেবি ফলমেব যথাগমম্॥ ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদ্যাশ্চ সর্ব্বং নৈব বদন্তি চ। সামান্যদিবসস্নানং সংকল্পং শৃণু সুন্দরি॥ পুণ্যং দশগুণঞ্চৈব মৌষলস্নানতঃ পরম্। ততস্ত্রিংশদ্গুণং পুণ্যং রবিসংক্রমণে দিনে॥ অমায়াঞ্চাপি তত্তুল্যং

সাক্ষী শুভাশুভদ্রষ্টা, নিবাসো ভোগস্থানং, শরণং রক্ষকঃ, সুহৃৎ হিতকর্ত্তা, প্রকর্ষেণ ভবত্যানেনেতি প্রভবঃ স্রষ্টা, প্রলীয়তেঽনেনেতি প্রলয়ঃ সংহর্ত্তা, তিষ্ঠন্ত্যস্মিন্নিতি স্থানমাধারঃ, নিধীয়তেঽস্মিন্নিতি নিধানং লয়স্থানম্, বীজং কারণম্, তথাপ্যব্যয়মবিনাশি ন তু ব্রীহ্যাদিবীজবদ্বিনশ্বরমিত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

বলদেব।—গতিরিতিঃ। গতিঃ সাধ্যসাধনভূতা, গম্যতে ইয়মনয়া চেতি নিরুক্তেঃ। ভর্ত্তা পতিঃ, প্রভুর্নিয়ন্তা, সাক্ষী শুভাশুভদ্রষ্টা, নিবাসঃ ভোগস্থানম্, নিবসন্ত্যত্রেতি নিরুক্তেঃ। শরণং প্রপন্নার্ত্তিহৃৎ, শীর্য্যতে দুঃখমস্মিন্নিতি নিরুক্তেঃ। সুহৃন্নিমিত্তহিতকৃৎ। প্রভবাদয়ঃ স্বর্গপ্রলয়স্থিতয়ঃ ক্রিয়াঃ। নিধানং নিধির্মহাপদ্মাদির্নববিধঃ। বীজং কারণমব্যয়মবিনাশি ন তু ব্রীহ্যাদিবদ্বিনাশি ॥ ১৮ ॥

মধুসূদন।—কিঞ্চ গতিরিতি। গম্যত ইতি গতিঃ কর্ম্মফলম্, "ব্রহ্মা বিশ্বসৃজো ধর্ম্মো মহানব্যক্তমেব চ। উত্তমাং সাত্ত্বিকীমেতাং গতিমাহুর্ম্মনীষিণঃ" ইত্যেবং মন্বাদ্যুক্তম্। ভর্ত্তা পোষ্টা সুখসাধনস্যৈব দাতা, প্রভুঃ স্বামী মদীয়োঽয়মিতি স্বীকর্ত্তা, সাক্ষী সর্ব্বপ্রাণিনাং শুভাশুভদ্রষ্টা, নিবসন্ত্যস্মিন্নিতি নিবাসো ভোগস্থানম্, শীর্য্যতে দুঃখমস্মিন্নিতি শরণম্, প্রপান্নানামার্ত্তিহৃৎ, সুহৃৎ প্রত্যুপকারানপেক্ষঃ সন্নুপকারী, প্রভব উৎপত্তিঃ, প্রলয়ো বিনাশঃ, স্থানং স্থিতিঃ। যদ্বা প্রকর্ষেণ ভবন্ত্যনেনেতি প্রভবঃ স্রষ্টা, প্রকর্ষেণ লীয়ন্তেঽনেনেতি প্রলয়ঃ সংহর্ত্তা, তিষ্ঠন্ত্যস্মিন্নিতি স্থানমাধারঃ, নিধীয়ন্তে নিক্ষিপ্যন্তে তৎকালভোগাযোগ্যতয়া কালান্তরোপভোগ্যং বস্ত্বস্মিন্নিতি নিধানং সূক্ষ্মরূপসর্ব্ববস্ত্বধিকরণং প্রলয়স্থানমিতি যাবৎ, শঙ্খপদ্মাদিনিধির্ব্বা, বীজমুৎপত্তিকারণমব্যয়মবিনাশি, নতু ব্রীহ্যাদিবদ্বিনশ্বরং তেনানাদ্যনন্তং যৎ কারণং তদপ্যহমেবেতি পূর্ব্বেণৈব সম্বন্ধঃ ॥ ১৮ ॥

নীলকণ্ঠ।—গতিরিতি। গতির্মুক্তপ্রাপ্যস্থানম্, ভর্ত্তা কর্ম্মফলাদানেন পোষকঃ, প্রভুঃ অন্তর্যামী, সাক্ষী কৃতাকৃতাবেক্ষকঃ, নিবসন্ত্যস্মিন্নিতি নিবাসঃ আশ্রয়ো যজমানাদিঃ, শরণং রক্ষকঃ, সুহৃৎ উপকারমনপেক্ষ্য উপকর্ত্তা, প্রভব উৎপত্তিস্থানম্, প্রলয়ো লয়স্থানম্, স্থানং স্থিতিস্থানম্, নিধানং কর্ম্মফলসমর্পণস্থানম্, কালান্তরে ফলপ্রসবার্থম্ বীজং প্ররোহকারণং প্ররোহধর্ম্মিণাম্, অব্যয়ং যাবৎ সংসারভাবিত্বাৎ ॥ ১৮ ॥

দ্বিগুণং দক্ষিণায়নে। ততো দশগুণং পুণ্যং নরাণামুত্তরায়ণে॥ চাতুর্ম্মাস্যাং পৌর্ণমাস্যামনন্তং পুণ্যমেব চ। অক্ষয়ায়াঞ্চ তত্তুল্যং নৈতদ্বেদে নিরূপিতম্॥ অসংখ্যপুণ্যফলদমেতেষু স্নানদানকম্। সামান্যদিবসস্নানাৎ জ্ঞানাচ্ছতগুণং ফলম্॥ মন্বন্তরায়াং দেবেশি যুগাদ্যায়াং তথৈব চ। তথাপ্যশোকাষ্টম্যাঞ্চ নবম্যাঞ্চ তথা হরেঃ॥ ততোঽপি দ্বিগুণং পুণ্যং নন্দায়াং তব দুর্লভে। দশহরাদশম্যাঞ্চ যুগাদ্যাদিসমং ফলম্॥ নন্দাসমঞ্চ বারুণ্যাং মহৎ পূর্ব্বং চতুর্গুণম্। ততশ্চতুর্গুণং পুণ্যং ত্রিমহৎ পূর্ব্বকে সতি॥ পুণ্যং কোটিগুণং চৈব সামান্যস্নানতো হি যৎ। চন্দ্রোপরাগসময়ে সূর্য্যে দশগুণং ততঃ॥ পুণ্যোঽপ্যর্দ্ধোদয়ে কালে ততঃ শতগুণং ফলম্। সর্ব্বেষামেব সঙ্কল্পো বৈষ্ণবানাং বিপর্য্যয়ম্॥ ফলসন্ধানরহিতা জীবন্মুক্তাশ্চ বৈষ্ণবাঃ। মৎপ্রীতিভক্তিকামাস্তে সর্ব্বদা সর্ব্বকর্ম্মসু॥ গুরুবক্ত্রাদ্বিষ্ণুমন্ত্রো যস্য কর্ণে প্রবিশ্যতি। জীবন্মুক্তং বৈষ্ণবন্তং

বিশ্বনাথ।—গতিরিতি। গতিঃ ফলম্,ভর্ত্তা পতিঃ, প্রভুর্নিয়ন্তা, সাক্ষী শুভাশুভদ্রষ্টা, নিবাসঃ আস্পদম্, শরণং বিপত্ত্যাস্ত্রাতা, সুহৃৎ নিরুপাধিহিতকারী। প্রভবাদ্যাঃ সৃষ্টিসংহার-স্থিতয়ঃ ক্রিয়াশ্চাহম্, নিধানং নিধিঃ পদ্মশঙ্খাদিঃ, বীজং কারণম্, অব্যয়ং অবিনাশি, নতু ব্রীহ্যাদিবন্নশ্বরম্ ॥ ১৮ ॥

তাৎপর্য্য।—জগতের সহিত শ্রীভবানের আরও কিরূপ সম্বন্ধ তাহার কোন কোন বিষয় এই শ্লোকে ব্যক্ত করিতেছেন। এ শ্লোকে আমি ও জগৎ এই দুই পদের উল্লেখ না থাকিলেও, পূর্ব্বের ন্যায় বর্ত্তমান শ্লোকের সহিত তাহার সম্বন্ধ আছে বুঝিতে হইবে। শ্রীভগবান্ই গতি; কেননা তিনিই কর্ম্মফলস্বরূপ; ফলাফল সমস্তই তাঁহাতে পর্য্যবসিত। ধর্ম্মশাস্ত্রে কথিত হইয়াছে, "ব্রহ্মা বিশ্বসৃজো ধর্ম্মো মহানব্যক্তমেব চ। উত্তমাং সাত্ত্বিকীমেতাং গতিমাহুর্ম্মনীষিণঃ ॥" (মনুসংহিতা দ্বাদশাধ্যায়, ৫০ শ্লোক)। অর্থাৎ 'ব্রহ্মা, মরীচ্যাদি ঋষি ধর্ম্ম দেবতা, মহত্তত্ত্ব এবং প্রকৃতি এতদুভয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, এই গুলি সাত্ত্বিকী; এজন্য পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক উত্তমা গতি নামে অভিহিত ॥' তিনিই ভর্ত্তা অর্থাৎ পোষণকর্ত্তা এবং সুখ-সাধক পদার্থ সমূহের প্রদান-কর্ত্তা। তিনি প্রভু অর্থাৎ স্বামী; কেননা তিনি জগতকে আমার বলিয়া স্বীকার করেন। তিনি সাক্ষী, কেন না তিনি সর্ব্ব প্রাণীর শুভাশুভ দ্রষ্টা। তিনি নিবাস অর্থাৎ ভোগস্থান। তিনি শরণ, কেননা প্রপন্ন জনের দুঃখ তাঁহার দ্বারাই বিনষ্ট হয়। তিনি সুহৃৎ, অর্থাৎ উপকার নিরপেক্ষ হইয়া তিনি সর্ব্বহিত-সাধনে রত, তিনি দ্রষ্টা, সংহর্ত্তা, আধার এবং প্রলয়স্থান। তিনি বীজ অর্থাৎ উৎপত্তির কারণ, কিন্তু ব্রীহি যবাদি বীজের ন্যায় বিনশ্বর নহেন। তিনি অবিনাশী।

শাস্ত্রাদিতে নয় প্রকার নিধির কথা আছে। যথা; "পদ্মোঽস্ত্রিয়াং

বেদাঃ সর্ব্বে বদন্তি চ ॥ পুরুষাণাং শতং পূর্ব্বং পিতৃকঞ্চ পরং শতম্। মাতামহস্য চ শতং মাতরং মাতৃ-মাতরম্ ॥ ভগিনীং ভ্রাতরঞ্চৈব ভাগিনেয়ঞ্চ মাতুলম্। শ্বশ্রূঞ্চ শ্বশুরঞ্চৈব গুরুপত্নীং গুরোঃ সুতম্ ॥ গুরুঞ্চ জ্ঞানদাতারং মিত্রঞ্চ সহচারিণম্। ভৃত্যং শিষ্যং তথা চেটীং প্রজাঃ স্বাশ্রমসন্নিধৌ ॥ উদ্ধরেদাত্মনা সার্দ্ধং মন্ত্রগ্রহণমাত্রতঃ। মন্ত্রগ্রহণমাত্রেণ জীবন্মুক্তো ভবেন্নরঃ ॥ তস্য সংস্পর্শনাৎ পূতং তীর্থঞ্চ ভুবি ভারতম্। তস্যৈব পাদরজসা সদ্যঃ পূতা বসুন্ধরা ॥ পাদোদকপতৎস্থানং তীর্থমেব ভবেৎ ধ্রুবম্। অন্নং বিষ্ঠা জলং মূত্রং যদ্বিষ্ণোরনিবেদিতম্ ॥ বৈষ্ণবাশ্চ ন খাদন্তি নৈবেদ্যভোজিনঃ সদা। বিষ্ণোর্নিবেদিতান্নঞ্চ নিত্যং যে ভুঞ্জতে নরাঃ ॥ পূতানি সর্ব্বতীর্থানি তেষাঞ্চ স্পর্শনাদহো। বিষ্ণোঃ পাদোদকং পুণ্যং নিত্যং যে ভুঞ্জতে নরাঃ ॥ তেষাং দর্শনমাত্রেণ পূতঞ্চ ভুবনত্রয়ম্। বিষ্ণোঃ সুদর্শনং চক্রং সততং তাংশ্চ রক্ষতি।

মহাপদ্মঃ শঙ্খো মকরকচ্ছপৌ। মুকুন্দকুন্দনীলাশ্চ বর্চ্চোঽপি নিধয়ো নব ॥” মূলস্থিত নিধান শব্দের উপলক্ষে কোন কোন টীকাকার ঐ সকল নিধির উল্লেখ করিয়াছেন ।

উপরে মনুসংহিতা হইতে যে শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী কয়টি শ্লোকে নানাবিধ গতির উল্লেখ আছে। প্রাসঙ্গিক ও প্রয়োজনীয় বোধে, সে গুলি এস্থলে উদ্ধৃত করা হইল । “যেন যাংস্তু গুণেনৈষাং সংসারান্ প্রতিপদ্যতে । তান্ সমাসেন বক্ষ্যামি সর্ব্বস্যাস্য যথাক্রমম্ ॥ দেবত্বং সাত্ত্বিকা যান্তি মনুষ্যত্বঞ্চ রাজসাঃ । তির্য্যক্ত্বং তামসা নিত্যমিত্যেষা ত্রিবিধা গতিঃ ॥ ত্রিবিধা ত্রিবিধৈষা তু বিজ্ঞেয়া গৌণিকী গতিঃ । অধমা মধ্যমাগ্র্যা চ কর্ম্মবিদ্যাবিশেষতঃ ॥ স্থাবরাঃ কৃমিকীটাশ্চ মৎস্যাঃ সর্পাঃ সকচ্ছপাঃ। পশবশ্চ মৃগাশ্চৈব জঘন্যা তামসী গতিঃ ॥ হস্তিনশ্চ তুরঙ্গাশ্চ শূদ্রা ম্লেচ্ছাশ্চ গর্হিতাঃ । সিংহা ব্যাঘ্রা বরাহাশ্চ মধ্যমা তামসী গতিঃ ॥ চারণাশ্চ সুপর্ণাশ্চ পুরুষাশ্চৈব দাম্ভিকাঃ । রক্ষাংসি চ পিশাচাশ্চ তামসীষূত্তমা গতিঃ ॥ ঝল্লা মল্লা নটাশ্চৈব পুরুষাঃ শস্ত্রবৃত্তয়ঃ । দ্যূতপানপ্রসক্তাশ্চ জঘন্যা রাজসী গতিঃ ॥ রাজানঃ ক্ষত্রিয়াশ্চৈব রাজ্ঞশ্চৈব পুরোহিতাঃ। বাদযুদ্ধপ্রধানাশ্চ মধ্যমা রাজসী গতিঃ ॥ গন্ধর্ব্বা গুহ্যকা যক্ষা বিবুধানুচরাশ্চ যে। তথৈবাপ্সরসঃ সর্ব্বা রাজসীষূত্তমা গতিঃ ॥ তাপসা যতয়ো বিপ্রা যে চ বৈমানিকা গণাঃ। নক্ষত্রাণি চ দৈত্যাশ্চ প্রথমা সাত্ত্বিকী গতিঃ ॥ যজ্বান ঋষয়ো দেবা বেদা জ্যোতীংষি বৎসরাঃ। পিতরশ্চৈব সাধ্যাশ্চ দ্বিতীয়া সাত্ত্বিকী গতিঃ ॥ ব্রহ্মা বিশ্বসৃজো ধর্ম্মো মহানব্যক্তমেব চ। উত্তমাং সাত্ত্বিকীমেতাং গতিমাহুর্মনীষিণঃ ॥ এষ সর্ব্বঃ সমুদ্দিষ্টস্ত্রিপ্রকারস্য কর্ম্মণঃ। ত্রিবিধস্ত্রিবিধঃ কৃৎস্নঃ সংসারঃ সার্ব্বভৌতিকঃ ॥” ইহার ভাবার্থ যথা ; ‘পূর্ব্বে সত্ত্বাদি যে সকল গুণের বিষয় কথিত

মদ্গুণশ্রবণাদ্ যে চ পুলকাঙ্কিতবিগ্রহাঃ। গদ্গদাঃ সাশ্রুনেত্রাস্তে নরাশ্চ বৈষ্ণবোত্তমাঃ॥ পুত্রাদপি পরঃ স্নেহো ময়ি যেষাং নিরন্তরম্। গৃহাদ্যাশ্চ ময়ি ন্যস্তাস্তে মমা বৈষ্ণবোত্তমাঃ॥ আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তম্ মত্তঃ সর্ব্বং চরাচরম্। সর্ব্বেষামহমাত্মেশ ইতিজ্ঞা বৈষ্ণবোত্তমাঃ॥ অসংখ্যকোটিব্রহ্মাণ্ডং ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদয়ঃ। প্রলয়ে ময়ি লীয়ন্তে চেতিজ্ঞা বৈষ্ণবোত্তমাঃ॥ তেজঃস্বরূপং পরমং ভক্তানুগ্রহবিগ্রহম্। স্বেচ্ছাময়ং নির্গুণঞ্চ নিরীহং প্রকৃতেঃ পরম্॥ সর্ব্বৈঃ প্রাকৃতিকা মত্তঃ আবির্ভূতাস্তিরোহিতাঃ। ইতি জানন্তি যে দেবি তে নরাঃ বৈষ্ণবোত্তমাঃ॥ ইত্যেবমুক্ত্বা দেবেশো বিররাম তয়োঃ পুরঃ। উবাচ তং ত্রিপথগা ভক্তিনম্রাত্মকন্ধরা॥ গঙ্গোবাচ। যামি চেদ্ভারতং নাথ ভারতীশাপতঃ পুরা। তবাজ্ঞয়া চ রাজেন্দ্র তপসা চৈব সাংপ্রতম্॥ দাস্যন্তি পাপিনো মহ্যং পাপানি যানি কানি চ। তানি মে কেন নশ্যন্তি তদুপায়ং বদ প্রভো॥ কতিকালং পরিমিতম্

হইয়াছে, তাহার মধ্যে যে গুণের দ্বারা মানব যে যে রূপ গতি প্রাপ্ত হয়, তাহার বিষয় সংক্ষেপে বলিতেছি। সাত্ত্বিক মানবগণ দেবত্ব প্রাপ্ত হয়, রাজসগণ মনুষ্যত্ব লাভ করে এবং তামসগণ তির্য্যক্ত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইহাদের এই যে তিন প্রকার গতির বিষয় কথিত হইল তাহা গৌণিকী গতি। কর্ম্ম ও বিদ্যার বিশেষত্ব হেতু তাহা আবার উত্তমা, মধ্যমা ও অধমা ভেদে তিন প্রকার। স্থাবর সমূহ, কৃমিকীটাদি, মৎস্য সকল, সর্পগণ, কচ্ছপসমূহ, পশু সকল, মৃগগণ এই সকল জঘন্য তামসী গতি। হস্তী, তুরঙ্গম, শূদ্র, গর্হিত ম্লেচ্ছ, সিংহ, ব্যাঘ্র, বরাহ এই সকল মধ্যমা তামসী গতি। নটাদি, পক্ষী, দাম্ভিক পুরুষ, রাক্ষস, এবং পিশাচ এই সকল তামসী উত্তমা গতি। ঝল্ল নামক লাঠিধারী জাতি, মল্ল নামক বাহুযুদ্ধকারী জাতি, রঙ্গাবতারক, শস্ত্র-ব্যবসায়ী পুরুষ, দ্যূত এবং পানাসক্ত ব্যক্তি, এই সকল জঘন্য রাজসী গতি। রাজা, ক্ষত্রিয়, রাজপুরোহিত, শাস্ত্রার্থ-কলহপ্রিয় এই সকল মধ্যমা রাজসী গতি। গন্ধর্ব্ব, গুহ্যক, যক্ষ, বিদ্যাধরাদি, অপ্সর, এই সকল রাজসী উত্তমা গতি। বাণপ্রস্থ, ভিক্ষু, ব্রাহ্মণ, বিমানচারী, নক্ষত্র, দৈত্য, এই সকল প্রথমা সাত্ত্বিকী গতি। যজ্ঞপরায়ণ, ঋষি, বেদাদি, বিগ্রহাভিমানিনী দেবতা, ধ্রুবাদি জ্যোতিষ্ক, বৎসর দেবতা, পিতৃগণ, সাধ্য দেবতা, এই সকল দ্বিতীয় সাত্ত্বিকী গতি। ব্রহ্মা, মরীচ্যাদি, ধর্ম্ম, মহত্তত্ত্ব, অব্যক্ত, এতদুভয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এই সকল উত্তমা সাত্ত্বিকী গতি। কর্ম্মানুসারী এই তিন প্রকারের গতির বিষয় কীর্ত্তিত হইল। এই তিন প্রকার গতি আবার তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া সর্ব্বভূতাত্মক এই বিশ্বসংসারে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে ॥ ১৮ ॥

স্থিতির্ম্মে তত্র ভারতে। কদা যাস্যামি সর্ব্বেশ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্॥ মমান্যদ্বাঞ্ছিতং যদ্যৎ সর্ব্বং জানাসি সর্ব্ববিৎ। সর্ব্বান্তরাত্মা সর্ব্বজ্ঞ তদুপায়ং বদ প্রভো॥ শ্রীকৃষ্ণ উবাচ। জানামি বাঞ্ছিতং গঙ্গে তব সর্ব্বং সুরেশ্বরি। পতিস্তে রুদ্ররূপোঽয়ম্ লবণোদো ভবিষ্যতি॥ মম অংশ সমুদ্রশ্চ ত্বঞ্চ লক্ষ্মীঃ স্বরূপিণী। বিদগ্ধায়া বিদগ্ধেন সঙ্গমো গুণবান্ ভুবি॥ যাবত্যঃ সন্তি নদ্যশ্চ ভারত্যাদ্যাশ্চ ভারতে। সৌভাগ্যত্বঞ্চ তাস্বেব লবণোদস্য সৌরতে॥ অদ্যপ্রভৃতি দেবেশি কলেঃ পঞ্চসহস্রকম্। বর্ষং স্থিতিস্তে ভারত্যাঃ শাপেন ভারতে ভুবি॥ নিত্যং বার্ণিধিনা সার্দ্ধং করিষ্যসি রহো রতিম্। ত্বমেব রাসিকা দেবী রসিকেন্দ্রেণ সংযুতা॥ ত্বাং স্তোষ্যন্তি চ স্তোত্রেণ ভগীরথকৃতেন চ। ভারতস্থজনাঃ সর্ব্বে পূজয়িষ্যন্তি ভক্তিতঃ॥ কৌথুমোক্তেন ধ্যানেন ধ্যাত্বা ত্বাং পূজয়িষ্যতি। যস্তৌতি প্রণমেন্নিত্যং সোঽশ্বমেধফলং লভেৎ॥ গঙ্গা গঙ্গেতি যো ব্রূয়াৎ যোজনানাং শতৈরপি। মুচ্যন্তে সর্ব্বপাপেভ্যো বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি॥ সহস্রপাপিনাং স্নানাদ্ যৎ পাপং তে ভবিষ্যতি। মদ্ভক্তৈকদর্শনেন তদেব হি বিনশ্যতি॥ পাপিনাস্ত সহস্রা-

তপাম্যহমহং বর্ষং নিগৃহ্ণাম্যুৎসৃজামি চ।
অমৃতশ্চৈব মৃত্যুশ্চ সদসচ্চাহমর্জ্জুন ॥ ১৯ ॥

অন্বয়।—অর্জ্জুন অহম্ তপামি (তাপং করোমি) অহম্ বর্ষম্ (বৃষ্টিরূপং রসম্) উৎসৃজামি (প্রক্ষিপামি) নিগৃহ্ণামি (আকর্ষামি) চ অহম্ এব অমৃতম্ (জীবনম্) চ মৃত্যুঃ (নাশঃ) চ সৎ (স্থূলং দৃশ্যম্) অসৎ (সূক্ষ্মং অদৃশ্যম্) চ ॥ ১৯ ॥

প্রতিশব্দ।—হে-অর্জ্জুন আমি তাপ-প্রদান-করি আমি বৃষ্টি নিক্ষেপ-করি এবং আকর্ষণ-করি আমি-ই জীবন এবং মৃত্যু ও স্থূল-দৃশ্য এবং সূক্ষ্ম-অদৃশ্য ॥ ১৯ ॥

ব্যাখ্যা।—হে অর্জ্জুন! আমিই জগতে তাপ প্রদান করি, আমিই বারিবর্ষণ করি এবং আকর্ষণ করি; আমিই এ জগতের জীবন ও মৃত্যু; আমিই সৎ এবং অসৎ ॥ ১৯ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—কিঞ্চ তপামীতি। তপাম্যহমাদিত্যো ভূত্বা কৈশ্চিৎ রশ্মিভিস্তপামি, অহং বর্ষং কৈশ্চিদ্রশ্মিভিরুৎসৃজামি, উৎসৃজ্য পুনর্নিগৃহ্ণামি, কৈশ্চিদ্রশ্মিভিরষ্টভির্ম্মাসৈঃ পুনরুৎসৃজামি প্রাবৃষি। অমৃতঞ্চৈব দেবানাং মৃত্যুশ্চমর্ত্তানাম্, সৎ যস্য যৎসম্বন্ধিতয়া বিদ্যমানম্, তদ্বিপরীতং অসচ্চৈবাহং অর্জুন! ন পুনরত্যন্তমেবাসদ্ভগবান্ স্বয়ং কার্য্যকারণে বা সদসতী যে পূর্ব্বোক্তৈঃ নিবৃত্তিপ্রকারৈরেকত্বপৃথক্ত্বাদিবিজ্ঞানৈর্যজ্ঞৈর্মাং পূজয়ন্ত উপাসতে জ্ঞানবিদস্তে যথাবিজ্ঞানং মামেব প্রাপ্নুবন্তি ॥ ১৯ ॥

আনন্দগিরি।—ইতশ্চ সর্ব্বাত্মত্বে ভগবতো ন বিবদিতব্যমিত্যাহ কিঞ্চেতি। "আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টিঃ" ইতিস্মৃতিমবষ্টভ্য ব্যাচষ্টে কৈশ্চিদিতি। বর্ষোৎসর্গনিগ্রহাবেকস্যৈকস্মিন্ কালে বিরুদ্ধৌ ইত্যাশঙ্ক্যাহ অষ্টভিরিতি। ঋতুভেদেন বর্ষস্য নিগ্রহোৎ-

---

নাং শবস্পর্শেন যত্তব। মন্মন্ত্রোপাসকস্নানাত্তদঘঞ্চ বিনঙ্ক্ষ্যতি॥ তত্রৈব ত্বমধিষ্ঠানং করিষ্যস্যঘমোচনাৎ॥ সার্দ্ধং সরিদ্ভিঃ শ্রেষ্ঠাভিঃ সরস্বত্যাদিভিঃ শুভে। তত্তু তীর্থং ভবেৎ সদ্যো যত্র মদ্গুণকীর্ত্তনম্॥ তদ্রেণুস্পর্শমাত্রেণ পূতো ভবতি পাতকী। রেণুপ্রমাণং বর্ষঞ্চ স বৈকুণ্ঠে ভবেৎ ধ্রুবম্॥ জ্ঞানেন ত্বয়ি যে ভক্তা ম্রিয়ন্তে মৎস্মৃতিপূর্ব্বকম্। সমুৎসৃজন্তি প্রাণাংশ্চ তে গচ্ছন্তি হরেঃ পদম্॥ পার্ষদপ্রবরাস্তে চ ভবিষ্যন্তি হরেশ্চিরম্। লয়ং প্রাকৃতিকং তে চ দ্রক্ষ্যন্তি চাপ্যসংখ্যকম্॥ মৃতস্য বহুপুণ্যেন তৎ শবম্ ত্বয়ি বিন্যসেৎ। প্রযাতি স চ বৈকুণ্ঠং যাবদস্থ্নাং স্থিতিস্ত্বয়ি॥ কায়ব্যূহং ততঃ কৃত্বা ভোজয়িত্বা স্বকর্ম্মকম্। তস্মৈ দদামি সারূপ্যং করোমি তঞ্চ পার্ষদম্॥ অজ্ঞানত্বাজ্জলস্পর্শাদ্ যদি প্রাণান্ সমুৎসৃজেৎ। তস্মৈ দদামি সারূপ্যং করোমি তঞ্চ পার্ষদম্॥ অন্যত্র বা সৃজেৎ প্রাণাংস্তু ন্নামস্মৃতিপূর্ব্বকম্। তস্মৈ দদামি সারূপ্যং অসংখ্যপ্রলয়ং লয়ম্॥ * * * ইত্যুক্তা

সর্গাবেককর্তৃকাববিরুদ্ধাবিত্যর্থঃ। যস্য কারণস্য সম্বন্ধত্বেন যৎ কার্য্যমভিব্যজ্যতে তদিহ সদিত্যুচ্যতে কারণসম্বন্ধেনানভিব্যক্তং কারণমেব অনভিব্যক্তনামরূপমসদিতি ব্যবহ্রিয়তে তদেতদাহ সদিতি। শূন্যবাদং ব্যুদস্যতি ন পুনরিতি। ভগবতোঽত্যন্তাসত্ত্বে কার্য্যকারণকল্পনা নিরধিষ্ঠানা ন তিষ্ঠেদিত্যর্থঃ। তর্হি যথাশ্রুতং কার্য্যস্য সত্ত্বং কারণস্য চাসত্ত্বমাস্থেয়মিত্যাশঙ্ক্য বাশব্দেন নিষেধতি কার্য্যেতি। নহি কার্য্যস্যাত্যন্তিকং সত্ত্বম্, বাচারম্ভণশ্রুতের্নাপীতরস্যাত্যন্তিকং অসত্ত্বম্, কুতস্ত ? খল্বিত্যাদিশ্রুতেরিত্যর্থঃ। উক্তৈর্জ্ঞানযজ্ঞৈর্ভগবদভিধ্যানাভিনিবিষ্টবুদ্ধীনাং কিং ফলমিত্যাশঙ্ক্য সদ্যো বা ক্রমেণ বা মুক্তিরিত্যাহ যে ইতি॥ ১৯ ॥

রামানুজ।—তপাম্যহমিতি। অহমেবাদিত্যাদিরূপেণ তপামি, গ্রীষ্মাদাবহমেব রসং [বর্ষং] নিগৃহ্ণামি,তথা বর্ষাস্বপি চাহমেবোৎসৃজামি। অমৃতঞ্চৈব মৃত্যুশ্চ যেন জীবতি লোকঃ যেন চ ম্রিয়তে তদুভয়মপ্যহমেব, কিমত্রবহুনোক্তেন সদসচ্চাপ্যহমেব, সদ্ যদ্বর্ত্ততে, অসদ্বদতীতমনাগতঞ্চ, সর্ব্বাবস্থাবস্থিতচিদচিদ্বস্তুশরীরতয়া তত্তৎপ্রকারোঽহমেবাবস্থিত ইত্যর্থঃ। ব এবং বহুধা পৃথক্ত্বেন বিভক্তনামরূপাবস্থিতকৃৎস্নজগচ্ছরীরতয়া তত্তৎপ্রকারোঽহমেবাবস্থিত ইত্যেকত্বজ্ঞানেনানুসন্দধানাশ্চ মামুপাসতে ত এব মহাত্মানঃ॥ ১৯ ॥

হনুমান্।—তপাম্যহমিতি। তপন্যাদিত্যো ভূত্বা কৈশ্চিৎ রশ্মিভিরষ্টৌ মাসান্ বর্ষং গৃহ্ণামি, পুনশ্চ কৈশ্চিদ্রশ্মিভিশ্চতুরো মাসানুৎসৃজামি, অমৃতমেবাহং দেবানাম্, মৃত্যুশ্চ মর্ত্ত্যানাম্, যস্য যৎ সম্বন্ধতয়া বিদ্যমানত্বং তৎ সৎ, বিপরীতমসৎ পুনরত্যন্তমেবাসৎ কার্য্যফলৈঃ সদসত্তা॥ ১৯ ॥

শ্রীধর।—কিঞ্চ তপাম্যহমিতি। আদিত্যাত্মনা স্থিত্যা নিদাঘকালে তপামি জগতস্তাপং করোমি, বৃষ্টিসময়ে চ বর্ষণমুৎসৃজামি বিমুঞ্চামি, কদাচিত্তু বর্ষং নিগৃহ্ণামি আকর্ষামি, অমৃতং জীবনম্, মৃত্যুশ্চ নাশঃ, সৎ স্থূলং দৃশ্যম্, অসচ্চ সূক্ষ্মমদৃশ্যম্, এতৎ সর্ব্বমহমেবেতি, এবং মত্বা মামেব বহুধোপাসতে ইতি পূর্ব্বেণৈবান্বয়ঃ॥ ১৯ ॥

বলদেব।—তপামীতি। সূর্য্যরূপেণাহমেব নিদাঘে জগত্তপামি, প্রাবৃষি বর্ষং জলং বিসৃজামি মেঘরূপেণ, কদাচিদবগ্রহরূপেণ বর্ষং নিগৃহ্ণামি আকর্ষামি, অমৃতং

শ্রীহরিস্তাঞ্চ তমুবাচ ভগীরথম্। স্তৌহি গঙ্গামিমাং ভক্ত্যা পূজাং কুর্ব্বতী সাম্প্রতম্॥ * * * নারায়ণ উবাচ। ভগীরথোঽনয়া স্তুতা স্তুত্বা গঙ্গাঞ্চ নারদ। জগাম তাং গৃহীত্বা চ যত্র নষ্টাশ্চ সাগরাঃ॥ বৈকুণ্ঠং ত যযুস্তূর্ণং গঙ্গায়া স্পর্শবায়ুনা। ভগীরথেন সা নীতা তেন ভাগীরথী স্মৃতা॥

মহারাজ সগরের পত্নী সব্যা এক কন্যা এবং অসমঞ্জা নামক এক সৌষ্ঠবশালী কুলবর্দ্ধন পুত্র প্রসব করিয়াছিলেন। অপরা মহিষী পুত্রকামনায় দেবাদিদেব মহাদেবকে আরাধনা করাতে, শিববরে তাঁহার গর্ভসঞ্চার হইয়াছিল। পূর্ণ একশত বৎসর গত হইলে, সেই রাজ্ঞী এক মাংসপিণ্ড প্রসব করিলেন। তাহা দেখিয়া তিনি শিবকে ধ্যান করতঃ পুনঃ পুনঃ উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। তদনন্তর দেবাদিদেব মহাদেব ব্রাহ্মণরূপে মহিষীর সমীপাগত হইয়া, সেই মাংসপিণ্ড. ষষ্টিসহস্র অংশে বিভক্ত করিলেন।

মোক্ষঃ, মৃত্যুঃ সংসারঃ, সৎ স্থূলম্, অসৎ সূক্ষ্মম্, এতৎ সর্ব্বমহমেব। তথা চৈবং বহুবিধনামরূপাবস্থনিখিলজগদ্রূপতয়া স্থিত এক এব শক্তিমান্ বাসুদেব ইত্যেকত্বানুসন্ধিনা জ্ঞানযজ্ঞেন চৈকে যজন্তো মামুপাসতে ॥ ১৯ ॥

মধুসূদন।—কিঞ্চ তপামীতি। তপাম্যহমাদিত্যঃ সন্, ততশ্চ তাপবশাদহং বর্ষং পূর্ব্ববৃষ্টিরূপং রসং পৃথিব্যা নিগৃহ্লাম্যাকর্ষয়ামি, কৈশ্চিদ্রশ্মিভিরষ্টসু মাসেসু পুনস্তমেব নিগৃহীতং রসং চতুর্ষু মাসেষু কৈশ্চিদ্রশ্মিভিরুৎসৃজামি চ বৃষ্টিরূপেণ প্রক্ষিপামি চ ভূমৌ, অমৃতং চ দেবানাং সর্ব্বপ্রাণিনাং জীবনং বা। এবকারস্যাহমিত্যনেন সম্বন্ধঃ। মৃত্যুশ্চ মর্ত্ত্যানাং সর্ব্বপ্রাণিনাং বিনাশো বা, সৎ যৎসম্বন্ধিতয়া যদ্ বিদ্যতে তৎ তত্র সৎ, অসচ্চ যৎসম্বন্ধিতয়া যন্ন বিদ্যতে তৎ তত্রাসৎ, এতৎ সর্ব্বমহমেব হে অর্জ্জুন! তস্মাৎ সর্ব্বাত্মানং মাং বিদিত্বা স্বস্বাধিকারানুসারেণ বহুভিঃ প্রকারৈর্ম্মামেবোপাসত ইত্যুপপন্নম্ ॥ ১৯ ॥

নীলকণ্ঠ।—তপামীতি। অহং তপামি আদিত্যো ভূত্বা, অহং বর্ষং বৃষ্টিঃ তান্নিগৃহ্লামি অষ্টসু মাসেষু কৈশ্চিদ্রশ্মিভিঃ উৎসৃজামি চ চতুর্ষু মাসেষু কৈশ্চিদিতি, অমৃতং জীবনম্, মৃত্যুর্ম্মরণম্, অমৃতং দেবান্নং বা; সৎ সাধু অসদসাধু এতৎ সর্ব্বং অহমেব। অতস্তেষাং বিশ্বতোমুখং মম ভজনং কুর্ব্বতাং সর্ব্বরূপেণাহং অনুগ্রহং করোমীতিভাবঃ ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ।—তপামীতি। আদিত্যো ভূত্বা নিদাঘে তপামি, প্রাবৃষি বর্ষং উৎসৃজামি। কদাচিচ্চৈব গ্রহরূপেণ বর্ষং নিগৃহ্লামি চ। অমৃতং মোক্ষঃ, মৃত্যুঃ সংসারঃ, সদসৎ স্থূলসূক্ষ্মম্, এতৎ সর্ব্বং অহমেব, ইতি মত্বা বিশ্বতোমুখং মামুপাসতে ইতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ ॥ ১৯ ॥

তাৎপর্য্য।—জগতের সহিত ভগবানের আরও সম্বন্ধ এই শ্লোকে ব্যক্ত হইতেছে। আমি আদিত্যরূপে পূর্ব্বে তাপ প্রদান করিয়া থাকি। সেই তাপ হেতু, পৃথিবী হইতে পূর্ব্ব-সঞ্চিত বৃষ্টিরূপ রস আমি আকর্ষণ করি। নিদাঘ কালে প্রখর সৌর-করজালে বসুন্ধরা প্রতপ্তা হইতে থাকে; বর্ষমধ্যে চারি মাস কাল আমি বৃষ্টিরূপে জলধারা সিঞ্চন করি; আবার আট

তখন সেই মাংসপিণ্ড সমূহ গ্রীষ্ম-কালীন মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ডের ন্যায় প্রভা-সম্পন্ন মহাবল-পরাক্রান্ত প্রভাবশালী ষষ্ঠি সহস্র পুত্র রূপে প্রকাশমান হইল। তৎপরে সেই পুত্রগণ মুনিশ্রেষ্ঠ কপিলের কোপানলে ভষ্মীভূত হইলে, মহারাজ সগর-পুত্রগণের নিধনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া অশেষ রোদন করিতে লাগিলেন, অতঃপর সেই পুত্রশোকেই তাঁহার মৃত্যু হইল। মহারাজ সগরের পরলোক-গমনানন্তর তৎপুত্র অসমঞ্জা, পুণ্যতোয়া গঙ্গা দেবীকে ভূতলে আনয়ন করিবার জন্য, লক্ষবৎসর কঠোর তপস্যা করিলেন; উক্ত কালাবসানে তিনি কালের করাল-কবলে কবলিত হইলেন। তাঁহার পুত্র মহারাজ দিলীপ, গঙ্গা আনয়ন করিবার নিমিত্ত লক্ষ বৎসর তপস্যা করণান্তর ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। তৎপরে তৎপুত্র অংশুমান্ পিতৃ-পিতামহাদির অনুসরণ-ক্রমে লক্ষবৎসর পুণ্যময়ী গঙ্গাদেবীর আনয়নার্থ তপস্যা করিয়া লোকান্তর গমন করিলেন। মহারাজ অংশুমানের

মাস কাল সেই রস আকর্ষণ করিয়া থাকি। আমি দেবতাদিগের অমৃত স্বরূপ, এবং মর্ত্ত্য জীবের নাশ স্বরূপ; অথবা আমি সর্ব্ব প্রাণীর জীবন স্বরূপ এবং তাবতের বিনাশ স্বরূপ। যাহার সম্বন্ধে যে বিদ্যমান, সেই সে স্থানে সৎ; আর যাহার সম্বন্ধে যে বিদ্যমান না থাকে, সেই সে স্থানে অসৎ। এতদুভয়ই আমি। অথবা এই জগতের স্থূল দৃশ্য ব্যাপার সমূহই সৎ এবং সূক্ষ্ম অদৃশ্য ব্যাপার সমূহই অসৎ। আমিই স্থূল এবং আমিই সূক্ষ্ম। হে অর্জ্জুন! এ জগতের সকলই আমি। সর্ব্বাত্মরূপ আমার ভাব সম্যক্ রূপে জ্ঞাত হইয়া, সাধকগণ স্ব স্ব অধিকারানুসারে, জ্ঞানযজ্ঞ দ্বারা নানা প্রকারে আমার উপাসনা করিয়া থাকেন।

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য লিখিয়াছেন, যদ্দ্বারা লোক জীবিত থাকে, তাহাই অমৃত এবং যদ্দ্বারা লোকের মৃত্যু হয় তাহাই মৃত্যু। যাহা বর্ত্তমান আছে তাহাই সৎ এবং যাহা অতীত ও অনাগত তাহাই অসৎ। সর্ব্বাবস্থাবস্থিত চিদচিদ্‌বস্তুত্ব হেতু তত্তৎ প্রকারেই আমি অবস্থিত। এইরূপে পৃথকৃত্ব-ভাবে, নানারূপে বিভক্ত হইয়া, আমি সমস্ত জগতে, নানা প্রকার নাম রূপ-সহ, অবস্থিত আছি; এই জগৎ আমারই শরীর; সুতরাং আমিও তৎ-প্রকারে অবস্থিত। যাঁহারা অনুসন্ধান দ্বারা এতাদৃশ একত্ব-জ্ঞান লাভ করিয়া আমার উপাসনা করেন, তাঁহারাই মহাত্মা।

শ্রীমন্নীলকণ্ঠ লিখিয়াছেন, অমৃতশব্দে দেবান্ন অর্থও গ্রহণ করা যাইতে পারে। সৎশব্দের অর্থ সাধু এবং অসৎ শব্দের অর্থ অসাধু। যাঁহারা বিশ্বতোমুখ ভগবানকে এই ভাবে উপাসনা করেন, তিনি তাঁহাদিগকে সর্ব্বরূপে অনুগ্রহ করিয়া থাকেন॥

শ্রীমদ্বলদেব লিখিয়াছেন, অমৃত শব্দের অর্থ মোক্ষ, মৃত্যু শব্দের অর্থ সংসার ॥ ১৯ ॥

পুত্রের নাম ভগীরথ। সুধী, গুণবান্, মহাভাগবত, পরম বৈষ্ণব এবং বিষ্ণুভক্তি-প্রভাবে অজর ও অমর মহাতপা ভগীরথ সর্ব্বপাপ-হারিণী গঙ্গা দেবীকে আনয়নার্থ লক্ষ বৎসর তপস্যা করিয়া কোটি-সূর্য্য-সমপ্রভ প্রসন্ন-বদন শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পাইলেন। নৃপতি ভগীরথ দ্বিভুজ, মুরলী-ধর, কিশোর, গোপবেশধারী, পরমাত্ম-স্বরূপ, ভক্তবৎসল, স্বেচ্ছাময়, পরব্রহ্ম, সর্ব্বশক্তিমান্, মুনিগণ-পরিবৃত, ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবাদি কর্ত্তৃক স্তুত, সর্ব্ব বিষয়ে নির্লিপ্ত, সাক্ষিস্বরূপ, নির্গুণ, প্রকৃতি হইতে অতীত, মৃদু মৃদু হাস্যযুক্ত, প্রসন্ন বদন, ভক্তানুগ্রহ-কারক, বহ্নি-শুদ্ধ-বস্ত্র-পরিহিত, বিবিধ রত্নালঙ্কার-ভূষিত, পরাৎপর শ্যাম সুন্দরের মূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া নৃপতি ভগীরথ নিরতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিতে লাগিলেন। তপস্যায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে সন্তুষ্ট করিয়া ভগীরথ

ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপা-
যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে।
তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোক-
মশ্নন্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্॥ ২০॥

অন্বয়।—ত্রৈবিদ্যাঃ (বেদত্রয়োক্তকর্ম্মপরাঃ) যজ্ঞৈঃ (অগ্নিষ্টোমাদিভিঃ) মাম্ ইষ্ট্বা (পূজয়িত্বা) সোমপাঃ (যজ্ঞশেষং সোমং পিবন্তীতি) পূতপাপাঃ (শোধিতকল্মষাঃ) [সন্তঃ] স্বর্গতিম্ (স্বর্গগমনম্) প্রার্থয়ন্তে (অভিলষন্তি) তে (সাধকাঃ) পুণ্যম্ (পুণ্যফলম্) সুর-ইন্দ্র-লোকম্ (শতক্রতোঃ স্থানম্) আসাদ্য (প্রাপ্য) দিবি (স্বর্গে) দিব্যান্ (মনুষ্যৈরলভ্যান্) দেবভোগান্ (দেবানাং ভোগাঃ তান্) অশ্নন্তি (ভুঞ্জতে)॥ ২০॥

প্রতিশব্দ।—ত্রিবেদ-সম্মত-কর্ম্ম-পরায়ণ-গণ যজ্ঞ-সমূহ-দ্বারা আমাকে পূজা-করিয়া যজ্ঞ-শেষ-সোম-পান-কারিগণ নিষ্পাপ [হইয়া] স্বর্গ-গমন প্রার্থনা-করেন তাঁহারা পুণ্য-ফল-রূপ দেব-রাজ-স্থান প্রাপ্ত-হইয়া স্বর্গে অত্যুপাদেয় দেব-ভোগ্য-সকল ভোগ-করেন॥ ২০॥

ব্যাখ্যা।—বেদ-ত্রয়োক্ত কর্ম্ম-নিষ্ঠগণ বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা আমার পূজা করিয়া এবং যজ্ঞাবশিষ্ট সোমরস-পান-জনিত পাপ-পরিশূন্য হইয়া, স্বর্গ-গমন প্রার্থনা করেন; তাঁহারা পুণ্য-ফল-স্বরূপ ইন্দ্রলোক প্রাপ্ত হইয়া, স্বর্গপুরে দিব্য দেবভোগ সকল উপভোগ করেন॥ ২০॥

পিতৃকুল উদ্ধারার্থ, অনায়াসে অভিলষিত বর প্রাপ্ত হইলেন। তখন পরমাত্মা পরম ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের স্মরণ মাত্র স্বর্গারোহণ-বৈজয়ন্তি ভগবতী গঙ্গাদেবী তথায় সমাগতা হইলেন এবং ভক্তানুগ্রহকারক শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিয়া তৎসমীপে কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মানা রহিলেন। ভগবান্ সুরধনী গঙ্গা দেবীকে সুমনোহরা, দিব্য-স্তব-পরায়ণা পুলকাঞ্চিত-দেহা দেখিয়া বলিতে লাগিলেন,—অয়ি সুরেশ্বরি, তুমি ভারতীর শাপে শীঘ্র ভারতে অবতীর্ণা হইয়া আমার আজ্ঞানুসারে মহারাজ সগরের পুত্রগণকে পবিত্র কর। সগর-সন্তানগণ তোমার স্পর্শবায়ু দ্বারা পবিত্র হইয়া দিব্যমূর্ত্তি ধারণ করতঃ দিব্য রথারোহণে আমার মন্দিরে যাইবে। বহুজন্মকৃত কর্ম্মভোগ সম্যক্‌রূপে ছিন্ন করিয়া সগরসন্তানগণ সর্ব্বকাল নিরাময় বৈকুণ্ঠ-ধামে আমার

শঙ্করাচার্য্য।— ত্রৈবিদ্যেতি। যে পুনরজ্ঞাঃ কামকামাঃ ত্রৈবিদ্যা ঋগ্‌যজুঃসামবিদঃ যাজ্ঞিকাঃ যে তে মাং বস্বাদিদেবরূপিণং ইষ্ট্বা সংপূজ্য যজ্ঞশেষং সোমপাঃ সোমং পিবন্তীতি সোমপাস্তেনৈব সোমপানেন তে পূতপাপাঃ শুদ্ধকিল্বিষা যজ্ঞৈরগ্নিষ্টোমাদিভিরিষ্ট্বা পূজয়িত্বা, স্বর্গতিং স্বর্গগমনং স্বরেব গতিঃ স্বর্গতিস্তাং প্রার্থয়ন্তে যাচয়ন্তে, তে চ পুণ্যং পুণ্যফলমাসাদ্য সংপ্রাপ্য সুরেন্দ্রলোকং শতক্রতোঃ স্থানং অশ্নন্তি ভুঞ্জতে, দিব্যান্ দিবি ভবান্ অপ্রাকৃতান্ দেবভোগান্ দেবানাং ভোগাস্তান্॥ ২০॥

আনন্দগিরি।— ভগবদ্ভক্তানামপি নিষ্কামানামেব মুক্তিরিতি দর্শয়িতুং সকামানাং পুংসাং সংসারমবতারয়তি যে পুনরিতি। তিস্রো বিদ্যা অধীয়ন্তে বিদন্তীতি বা তে ত্রৈবিদ্যা বেদবিদস্তদাহ ঋগিতি। বস্বাদীত্যাদিশব্দেন সবনদ্বয়েশানাদিত্যা রুদ্রাশ্চ গৃহ্যন্তে, শুদ্ধকিল্বিষা নিরস্তপাপা ইতি যাবৎ॥ ২০॥

রামানুজ।—এবং মহাত্মনাং জ্ঞানিনাং ভগবদনুভবৈকভোগানাং বৃত্তিমুক্ত্বা তেষামেব বিশেষং দর্শয়িতুমজ্ঞানাং কামকামানাং বৃত্তিমাহ ত্রৈবিদ্যেতি। ঋগ্‌যজুঃসামরূপাস্তিস্রো বিদ্যাস্ত্রিবিদ্যং কেবলং ত্রিবিদ্যনিষ্ঠাস্ত্রৈবিদ্যা নতু অত্যন্তং নিষ্ঠাস্ত্রয্যন্ত-নিষ্ঠা মহাত্মানঃ পূর্ব্বোক্তপ্রকারেণাখিলবেদবেদ্যং মামেব জ্ঞাত্বাতিমাত্রমদ্ভক্তিকারিত-কীর্ত্তনাদিভির্জ্ঞানযজ্ঞেন চ মদেকপ্রাপ্যা মামেব উপাসতে। ত্রৈবিদ্যাস্তু বেদপ্রতিপাদ্য-কেবলেন্দ্রাদিযাগশিষ্টসোমান্ পিবন্তঃ পূতপাপাঃ স্বর্গাদিপ্রাপ্তিবিরোধিপাপাৎ পূতাঃ তৈঃ কেবলেন্দ্রাদিদৈবত্যতয়ানুসংহিতৈর্যজ্ঞৈর্বস্তুতস্তদ্রূপং মামিষ্ট্বা তথাবস্থিতং মাম্ [ইষ্টম্] অজানন্তঃ স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে, তে পুণ্যং দুঃখাসম্ভিন্নং সুরেন্দ্রলোকং প্রাপ্য তত্র দিব্যান্ দেবভোগান্ অশ্নন্তি॥ ২০॥

হনুমান্।—ত্রৈবিদ্যেতি। ত্রৈবিদ্যাঃ ঋগ্‌যজুঃসামবিদঃ, মাং সর্ব্বেশ্বরং সোমপাঃ সোমযাজিনঃ পূতপাপাঃ ক্ষালিতকল্মষা যজ্ঞৈরগ্নিষ্টোমাদিভিরিষ্ট্বা আরাধ্য স্বর্গতিং স্বর্গলোক-প্রাপ্তিং প্রার্থয়ন্তে আশাস্যন্তে, তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোকমশ্নন্তি ভুঞ্জতে দিব্যান্ দেবভোগানন্যান্॥ ২০॥

পার্ষদ ভাবে অবস্থান করিবে। শ্রুতিতে প্রমাণ এই যে, ভারতে মনুজদিগের কোটি-জন্মার্জ্জিত পাপ গঙ্গার পবিত্র বায়ু-স্পর্শে প্রনষ্ট হয়। আরও প্রমাণ আছে যে, গঙ্গাস্পর্শে ও দর্শনে তদপেক্ষা দশগুণ অধিক পুণ্য হয়। যে কোন দিবসে অবগাহন স্নান মাত্র শতকোটী জন্মের পাপ তৎক্ষণাৎ বিনাশ প্রাপ্ত হয়। ব্রহ্মহত্যাদি, কামজ জ্ঞানকৃত পাপ, এবং বিবিধ জন্মার্জ্জিত অজ্ঞান কৃত পাপ, এইরূপ সমস্ত পাপ অবগাহন-স্নান করিবা মাত্র বিনষ্ট হয়। হে দেবি! পুণ্যাহ দিনের স্নান-জনিত পুণ্যফল বেদ সকলও বর্ণনা করিতে পারেন না। আগমে যে কিঞ্চিন্মাত্র ফল বর্ণিত আছে তাহাই কেহ কেহ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। অয়ি সুন্দরি! ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরাদিও তাহার ফল সম্পূর্ণ বর্ণন করিতে অক্ষম। এক্ষণে সামান্য দিনে সংকল্প করিয়া গঙ্গাস্নানে যে ফল হয় তাহা শ্রবণ কর। সংকল্প স্নানে মৌষলস্নানাপেক্ষা দশগুণ অধিক পুণ্য হয়, রবি-সংক্রমণ দিবসে স্নান করিলে তদপেক্ষা ত্রিংশৎগুণ, অমাবস্যা দিনে স্নানে এইরূপ, দক্ষিণায়নে দ্বিগুণ,

শ্রীধর।—তদেবং "অবজানন্তি মাং মূঢ়াঃ" ইত্যাদিশ্লোকদ্বয়েন ক্ষিপ্রফলাশয়া দেবতান্তরং যজন্তো মাং নাদ্রিয়ন্ত ইত্যভক্তা দর্শিতাঃ। মহাত্মানস্তু মাং পার্থেত্যাদিনা চ ভক্তা উক্তাস্তত্রৈকত্বেন পৃথক্ত্বেন বা যে পরমেশ্বরং ন ভজন্তি তেষাং জন্ম-মৃত্যু-প্রবাহো দুর্বার ইত্যাহ ত্রৈবিদ্যা ইতিদ্বাভ্যাম্। ঋগ্‌যজুঃসামলক্ষণাস্তিস্রো বিদ্যা যেষাং তে ত্রিবিদ্যাস্ত্রিবিদ্যা এব ত্রৈবিদ্যাঃ (স্বার্থেঽন্), তিস্রো বিদ্যা অধীয়ন্তে জানন্তীতি বা ত্রৈবিদ্যাবেদত্রয়োক্তকর্ম্মপরা ইত্যর্থঃ, বেদত্রয়বিহিতৈর্যজ্ঞৈর্মামিষ্ট্বা মমৈবরূপং দেবতান্তরমিত্যজানন্তোঽপি বস্তুত ইন্দ্রাদিরূপেণ মামেবেষ্ট্বা সংপূজ্য যজ্ঞশেষং সোমং পিবন্তীতি সোমপাস্তেনৈব পূতপাপাঃ শোধিতকল্মষাঃ সন্তঃ স্বর্গতিং স্বর্গং প্রতি গতিং যে প্রার্থয়ন্তে তে পুণ্যফলরূপং সুরেন্দ্রলোকং স্বর্গমাসাদ্য প্রাপ্য দিবি স্বর্গে দিব্যানুত্তমান্ দেবানাং ভোগানশ্নন্তি ভুঞ্জতে॥ ২০॥

বলদেব।—ত্রৈবিদ্যেতি। এবং স্বভক্তানাং বৃত্তিমভিধায় তেষামেব বিশেষং বোধয়িতুং স্ববিমুখানাং বৃত্তিমাহ ত্রৈবিদ্যেতি দ্বাভ্যাম্। তিসৃণাং বিদ্যানাং সমাহারস্ত্রিবিদ্যম্, তদ্ যেঽধীয়তে বিদন্তি চ তে ত্রৈবিদ্যাঃ, (তদধীতে তদ্বেদেতী সূত্রাদন্), ঋগ্‌যজুঃসামোক্ত-কর্ম্মপরা ইত্যর্থঃ। ত্রয়ীবিহিতৈর্জ্যোতিষ্টোমাদিভির্যজ্ঞৈর্মামিষ্ট্বা ইন্দ্রাদয়ো মমৈব রূপাণ্যবিদ্বন্তোঽপি বস্তুতস্তত্তদ্রূপেণাবস্থিতং মামেবারাধ্যেত্যর্থঃ। সোমপা যজ্ঞশেষং সোমং পিবন্তঃ, পূতপাপা বিনষ্টস্বর্গাদিপ্রাপ্তিবিরোধিকল্মষাঃ সন্তো যে স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে তে, পুণ্যমিত্যাদি বিস্ফুটার্থঃ, ময়ৈব দত্তমিতি শেষঃ॥ ২০॥

মধুসূদন।—এবমেকত্বেন পৃথক্ত্বেন বহুধাচেতি ত্রিবিধা অপি নিষ্কামাঃ সন্তো ভগবন্তমুপাসীনাঃ সত্ত্বশুদ্ধিজ্ঞানোৎপত্তিদ্বারেণ ক্রমেণ মুচ্যন্তে, যে তু সকামাঃ সন্তো ন কেনাপি প্রকারেণ ভগবন্তমুপাসতে, কিন্তু স্বস্বকামসাধনানি কাম্যান্যেব কর্ম্মাণ্যনুতিষ্ঠন্তি, তে সত্ত্বশোধকভাবেন জ্ঞানসাধনমনধিরূঢ়াঃ পুনঃ পুনর্জ্জন্মমরণপ্রবন্ধেন সর্ব্বদা সংসারদুঃখমেবানুভবন্তীত্যাহ দ্বাভ্যাং ত্রৈবিদ্যা ইতি। ঋগ্বেদযজুর্ব্বেদসামবেদলক্ষণা হৌত্রাধ্বর্য্যবৌদ্গাত্রপ্রতিপত্তিহেতবস্তিস্রো বিদ্যা যেষাং তে ত্রিবিদ্যা এব, স্বার্থিকতদ্ধিতেন ত্রৈবিদ্যাস্তিস্রো বিদ্যা বদন্তীতি বা বেদত্রয়বিদো যাজ্ঞিকা যজ্ঞৈরগ্নিষ্টোমাদিভিঃ ক্রমেণ সবনত্রয়ে

উত্তরায়ণে তদপেক্ষা দশগুণ অধিক পুণ্য হইয়া থাকে। চাতুর্ম্মাস্য স্নান ও পৌর্ণমাসীতে গঙ্গা স্নানে অনন্ত পুণ্য, অক্ষয়া তিথিতে স্নানেও তত্তুল্য ফল। এই সকল দিনে গঙ্গা স্নানের ফল বেদ সকলও নিরূপণ করিতে পারেন নাই। এই সকল দিনে গঙ্গাস্নান করিলে মনুষ্য অসংখ্য ফল প্রাপ্ত হয়। সামান্য দিবসে সংক্রমস্নানে লোকে যে পুণ্য লাভ করে, মন্বন্তরা, যুগাদ্যা, অশোকাষ্টমী এবং রামনবমী দিবসে স্নান করিলে তদপেক্ষা শতগুণ ফল লাভ করিয়া থাকে। নন্দাতে গঙ্গা-স্নান করিলে তাহার দ্বিগুণ পুণ্যলাভ হয় এবং দশহরাদশমীতে গঙ্গাস্নান করিলে যুগাদ্যাদি গঙ্গাস্নানের সমান ফল লাভ হইয়া থাকে, বারুণী-স্নানে নন্দা-স্নানের সমান এবং মহাবারুণী স্নানে বারুণীস্নানের চতুর্গুণ পুণ্য ও মহা মহা বারুণী স্নানে মহাবারুণীর চতুর্গুণ পুণ্য লাভ হইয়া থাকে। চন্দ্রগ্রহণ কালে গঙ্গা স্নান করিলে সামান্য দিবসে স্নানাপেক্ষা কোটীগুণ পুণ্য হয় এবং

বস্থরুদ্রাদিত্যরূপং মামীশ্বরমিষ্ট্বা তদ্রূপেণ মামজানন্তোঽপি বস্তুবৃত্তেন পূজয়িত্বা অভিষ্টুত্য হুত্বা চ সোমং পিবন্তীতি সোমপাঃ সন্তস্তেনৈব সোমপানেন পূতপাপা নিরস্তস্বর্ভোগপ্রতিবন্ধকপাপাঃ সকামতয়া স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে, নতু সত্ত্বশুদ্ধিজ্ঞানোৎপত্ত্যাদিঃ, তে দিবি স্বর্গে লোকে পুণ্যং পুণ্যফলং সর্ব্বোৎকৃষ্টং সুরেন্দ্রলোকং শতক্রতোঃ স্থানমাসাদ্য দিব্যান্ মনুষ্যৈরলভ্যান্ দেবভোগান্ দেবদেহোপভোগ্যান্ কামানশ্নন্তি ভুঞ্জতে ॥ ২০ ॥

নীলকণ্ঠ।—ত্রৈবিদ্যেতি। যে পুনরুক্তেষু অন্যতমেনাপি মাং ন ভজন্তে তে কেবলং কর্ম্মঠাঃ কাং গতিং প্রাপ্নুবন্তীতি শৃণু, ত্রৈবিদ্যা ইতি। তিস্রঃ ঋগ্‌যজুঃসামরূপাঃ বিদ্যাযেষাং তে ত্রিবিদ্যাঃ ত এব ত্রৈবিদ্যাঃ, সোমপাঃ সোমপায়িনো যাজ্ঞিকাঃ যজ্ঞৈর্ম্মাং ইষ্ট্বা স্বর্গতিং ফলং প্রার্থয়ন্তে, দিব্যান্ অপ্রাকৃতান্ সঙ্কল্পমাত্রোপনতান্ দুঃখাসম্ভিন্নান্ ॥ ২০॥

বিশ্বনাথ।—এবং ত্রিবিধোপাসনাবন্তোঽপি ভক্তা এব মামেব পরমেশ্বরং জানন্তো-মুচ্যন্তে। যে তু কর্ম্মিণস্তে ন মুচ্যন্তে এব ইত্যাহ দ্বাভ্যাং ত্রৈবিদ্যা ইতি। ঋগ্‌যজুঃ-সামলক্ষণাস্তিস্রো বিদ্যা অধীয়ন্তে জানন্তি বা ত্রৈবিদ্যাঃ। বেদত্রয়োক্তকর্ম্মপরা ইত্যর্থঃ। যজ্ঞৈর্মামিষ্ট্বা ইন্দ্রাদয়ো মমৈব রূপানীত্যজানন্তোঽপি বস্তুত ইন্দ্রাদিরূপেণ মামেব ইষ্ট্বা যজ্ঞশেষং সোমং পিবন্তীতি সোমপাস্তে পুণ্যং প্রাপ্য ॥ ২০ ॥

তাৎপর্য্য।—"অবজানন্তি মাং মূঢ়াঃ" ইত্যাদি শ্লোকদ্বয়ে (বর্ত্তমান অধ্যায়, ১১ ও ১২ শ্লোক) শীঘ্র ফল প্রাপ্তির আশায়, ভক্তিবিহীন জনগণ, আমাকে অনাদর করিয়া দেবতান্তরের ভজনা করে, ইহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। পরবর্ত্তী শ্লোক হইতে ক্রমশঃ ভক্তি-পরায়ণ মহাত্মগণ যেরূপ প্রণালীতে আমার উপাসনা করিয়া থাকেন, তাহাই প্রদর্শন-ব্যপদেশে একত্ব ও পৃথক্ত্বভাবে ভগবদুপাসনার প্রণালী বিবৃত হইয়াছে। কিন্তু যাঁহারা উল্লিখিত প্রণালীর অনুবর্ত্তনক্রমে আমার ভজনা না করেন, তাঁহাদের জন্ম-মৃত্যু-প্রবাহ

এবং সূর্য্য-গ্রহণ সময়ে গঙ্গাস্নানে চন্দ্র গ্রহণাপেক্ষা দশগুণ পুণ্য জন্মে। অর্দ্ধোদয়-যোগে গঙ্গাস্নানে সূর্য্য-গ্রহণকালীন গঙ্গাস্নানের শতগুণ অধিক ফল লাভ হয়; সকলেরই এইরূপ সংকল্প থাকিলেও হরিভক্তি পরায়ণ বৈষ্ণবগণ তদ্বিপরীত অর্থ গ্রহণ করেন। ফল-সন্ধান-রহিত জীবন্মুক্ত বৈষ্ণবগণ আমার প্রতি ভক্তি-পরায়ণ হইয়া আমার প্রীতি-সম্পাদনার্থ সর্ব্বদা সকল কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। যাহার কর্ণে গুরু-মুখ-নিঃসৃত বিষ্ণুমন্ত্র প্রবেশ করিয়াছে, বেদ সকল সেই বৈষ্ণবকে জীবন্মুক্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। মানব বিষ্ণুমন্ত্র গ্রহণ মাত্র পিতৃ-পক্ষীয় শত পূর্ব্ব পুরুষ এবং শত পরপুরুষ, মাতামহ-কুলের শত পূর্ব্ব পুরুষ, মাতা, মাতামহী, ভগিনী, ভ্রাতা, ভাগিনেয়, মাতুল, শ্বশ্রূ, শ্বশুর, গুরুপত্নী, গুরুপুত্র, জ্ঞানদাতা গুরু, মিত্র, সহচর, ভৃত্য, শিষ্য, দাসী, আশ্রম-সন্নিহিত প্রজার উদ্ধার হয়। অর্দ্ধ মন্ত্রগ্রহণ করিবামাত্র আত্মার উদ্ধার হয় এবং পূর্ণ মন্ত্রগ্রহণ করিবামাত্র মনুষ্য জীবন্মুক্তি লাভ করে। সেই বিষ্ণু-ভক্তি-পরায়ণ সাধুর সংস্পর্শে ভারতীয় সমস্ত তীর্থ পবিত্রীকৃত হয় এবং তাঁহার পদরজঃ-স্পর্শে বসুন্ধরা সদ্য পবিত্রা হয়েন। যে স্থানে সেই সাধুর পাদোদক নিপতিত

অপ্রতিবিধেয়; এই তত্ত্ব পরিব্যক্ত করিবার অভিপ্রায়ে দুইটি শ্লোক অবতারিত হইতেছে। উল্লিখিতরূপ একত্ব এবং বহুধা ভাবে উপাসকগণ নিষ্কাম হইয়া সত্ত্বশুদ্ধি-জনিত-জ্ঞান লাভ করিয়া থাকেন এবং ক্রমশঃ মুক্তি-লাভ করেন। কিন্তু যাঁহারা কামনা-পরায়ণ হইয়া, উল্লিখিত কোন প্রকার প্রণালী-ক্রমে ভগবদুপাসনা না করিয়া, স্ব-স্ব-কামনানুসারে তত্তৎকামনার সাধন-স্বরূপ কাম্য কর্ম্মমাত্রের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, তাঁহারা সত্ত্ব-শুদ্ধি-জনিত জ্ঞান-সাধনের অধিকারী হইতে পারেন না; সুতরাং তাঁহাদিগকে নিয়ত

হয়, সে স্থান নিশ্চয়ই তীর্থ-স্বরূপ হইয়া থাকে। বিষ্ণুর অনিবেদিত অন্ন বিষ্ঠা তুল্য এবং জল মূত্র তুল্য; যে বৈষ্ণবগণ প্রত্যহ বিষ্ণুর নিবেদিত নৈবেদ্য ও অন্ন ভোজন করেন, তাঁহারা কখনই অনিবেদিত অন্ন বা পানীয় ভোজন করিবেন না। যে বৈষ্ণব নিত্য বিষ্ণু পাদোদক গ্রহণ করেন, তাঁহাদের সংস্পর্শে সমস্ত তীর্থ পবিত্র হয় ও তাঁহাদের দর্শনমাত্র ত্রিভুবন পবিত্র হয় এবং ভগবান্ বিষ্ণুর সুদর্শন চক্র সর্ব্বদা তাঁহাদিগকে রক্ষা করে। সুরেশ্বরি, আমার গুণ শ্রবণে যাঁহাদের দেহ পুলকে পরিপূরিত ও চিত্ত গদ্গদ হয় এবং নেত্র-যুগল হইতে প্রেমাশ্রু বিনির্গত হয়, যাঁহারা নিরন্তর আমার উপর পুত্র অপেক্ষাও অধিকতর মোহ-পরায়ণ হন, যাঁহারা গৃহাদি সমস্ত পদার্থ আমাতেই সমর্পণ করেন, আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্ত চরাচর সংকলিত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড আমা হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছে বলিয়া যাঁহাদের বিশ্বাস, যাঁহারা আমাকে সর্ব্বাত্মা বলিয়া বুঝিতে পারেন, অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড ও ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব প্রভৃতি দেবগণ প্রলয়কালে আমাতে লীন হন বলিয়া যাঁহারা জানেন, যাঁহারা আমাকে তেজঃ-স্বরূপ, ভক্তজনানুগ্রহকারক, স্বেচ্ছাময়, নির্গুণ, নিরীহ ও প্রকৃতির অতীত বলিয়া জানেন এবং প্রাকৃতিক পদার্থ-পুঞ্জ আমা হইতে আবির্ভূত ও আমাতেই তিরোহিত হয় বলিয়া যাঁহাদের ঐকান্তিক বিশ্বাস, তাঁহারাই বৈষ্ণব-শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকেন। সর্ব্ব-দেবেশ ভগবান্ শ্রীহরি বৈজয়ন্ত-বাসিনী গঙ্গাকে ইহা বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলে, ত্রিপথগামিনী ভক্তিযোগে নত-কন্ধরা হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন; নাথ! পূর্ব্বে ভারতী আমাকে যে শাপ প্রদান করিয়াছেন, সেই শাপ-বশতঃ আমি এক্ষণে তোমার আজ্ঞা-ক্রমে ও রাজশ্রেষ্ঠ ভগীরথের তপস্যা-নিবন্ধন ভারতে গমন করি। হে প্রভো! পাপিগণ আমাকে যে সকল পাপ অর্পণ করিবে, সেই সকল পাপ আমি কিরূপে নাশ করিব তাহা আমাকে বল। কতকাল আমাকে ভারতে অবস্থান করিতে হইবে এবং কোন সময়ে সর্ব্বেশ্বর বিষ্ণুর পরম-পদ লাভ করিব? আপনি সর্ব্বান্তর্য্যামী, সর্ব্বান্তরাত্মা ও সর্ব্বজ্ঞ; সুতরাং আপনি যাহা যাহা আমার বাঞ্ছনীয় সকলই জানিতেছেন। অতএব হে প্রভো! তৎসমুদয়ের উপায় আমাকে বলুন। তখন শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, হে সুরেশ্বরি! তোমার সমস্ত বাঞ্ছাই আমি জ্ঞাত আছি; রুদ্ররূপ লবণসমুদ্র তোমার পতি হইলেন। সমুদ্র আমার অংশ-স্বরূপ এবং তুমিও লক্ষীস্বরূপিনী; ভূতলে বিদগ্ধা নারীর সহিত বিদগ্ধ পুরুষের প্রীতিপ্রদ সম্মিলন হইবে। ভারত ভূমিতে ভারতী-প্রভৃতি যত নদী আছেন, তৎসর্ব্বাপেক্ষা তোমার সহিত সঙ্গম-হেতু লবণোদধির এবং তোমার সৌভাগ্যোদয় হইবে। হে দেবেশি! অদ্য হইতে কলির পঞ্চ সহস্র-বর্ষ পর্য্যন্ত তোমাকে সরস্বতীর শাপ-প্রভাবে ভারত-ভূমিতে অবস্থান করিতে হইবে। তুমি রসিকা, তিনিও রসিক-চূড়ামণি। ভারতবাসী জনগণ সকলেই ভক্তি-সহকারে তোমার পূজা করিবে এবং ভগীরথকৃত স্তোত্র দ্বারা

জন্ম-মরণের অধীন থাকিয়া সংসারদুঃখ অনুভব করিতে হয়; ইহাই অতঃপর দুই শ্লোকের প্রতিপাদ্য। ঋক্, সাম, এবং যজুর্ব্বেদ-বিহিত বিবিধ অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞপরায়ণ জনগণ আমাকে বসু, রুদ্র, আদিত্যাদি রূপে উপাসনা করিয়া থাকেন। এইরূপে যজ্ঞ দ্বারা আমাকে পরিতুষ্ট করিয়া তাঁহারা যজ্ঞাবশিষ্ট সোমরস পান করেন। এইরূপ অনুষ্ঠান দ্বারা তাঁহারা স্বর্গগমনের প্রতিবন্ধক-স্বরূপ পাপ-পরিশূন্য হইয়া থাকেন। তাদৃশ নিষ্পাপগণ কামনার পরতন্ত্রতা হেতু সত্ত্ব-শুদ্ধি-জনিত জ্ঞানোৎপত্তির উপায়ান্বেষণ না করিয়া, ভোগসুখাত্মক স্বর্গ-গমনের প্রার্থনা করিয়া থাকেন। তাঁহারা পুণ্যফল-স্বরূপ দেবরাজ-স্থান প্রাপ্ত হইয়া মনুষ্যের অলভ্য দেবভোগ্য-সমূহ ভোগ করিতে থাকেন ॥ ২০ ॥

তোমার স্তব করিবে। তাহারা সামবেদীয় কৌথুমী-শাখায় কথিত ধ্যান-দ্বারা তোমার পূজা করিবে এবং যে ব্যক্তি নিত্য তোমার স্তব করিয়া প্রণাম করিবে, সে অশ্বমেধযজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হইবে। যে ব্যক্তি শত যোজন অন্তর হইতেও 'গঙ্গা গঙ্গা' এই বাক্য উচ্চারণ করিবে, সে ব্যক্তি সর্ব্বপাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া বিষ্ণু-লোকে গমন করিবে। সহস্র পাপী ব্যক্তির স্নান-হেতু তোমার যে পাপ-সঞ্চয় হইবে, একমাত্র মদ্ভক্ত ব্যক্তিকে দর্শন করিলে, সেই পাপরাশি তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হইয়া যাইবে। সহস্র পাপী ব্যক্তির শবস্পর্শ-জনিত তোমার যে পাপ সঞ্চিত হইবে, একমাত্র আমার মন্ত্রোপাসক ব্যক্তির স্নান-হেতু সেই পাপরাশি ক্ষয়িত হইবে। হে গঙ্গে! যে যে স্থানে আমার নাম ও গুণানুকীর্ত্তন হইবে, তত্তৎ স্থানের পাপ মোচনার্থ তোমার অধিষ্ঠান হইবে। হে শুভে! সরস্বতী প্রভৃতি শ্রেষ্ঠা নদীগণের সহিত তুমি সেই স্থানে বিরাজিতা থাকিবে। যে স্থানে আমার গুণকীর্ত্তন হইবে, তাহা সদ্যই তীর্থরূপে পরিণত হইবে। তত্তৎ স্থান স্পর্শমাত্রই পাতকিগণ পবিত্র হইয়া থাকে এবং সেই স্থানের রেণু-প্রমাণ-বর্ষ-কাল তিনি নিশ্চয়ই বিষ্ণুত্বপ্রাপ্ত হন। আমার নাম স্মরণ পূর্ব্বক যাঁহারা সজ্ঞানে তোমার সলিল-সমীপে প্রাণত্যাগ করেন, তাঁহারা শ্রীহরির পদ-প্রাপ্ত হন এবং চিরদিন হরির পার্ষদ-প্রবর হইয়া অসংখ্য প্রাকৃতিক লয় দর্শন করেন। বহুপুণ্য-প্রভাবে যে মৃত ব্যক্তির অস্থি যাবৎ কাল তোমাতে থাকে, তাবৎ কাল তাহার বৈকুণ্ঠে বাস হয়। তদনন্তর কায়ব্যূহ করিয়া স্বকর্ম্মোচিত ফল-ভোগের পর আমি তাহাকে সারূপ্য প্রদান করিয়া এবং স্বকীয় পার্ষদরূপে গ্রহণ করি। যে ব্যক্তি অজ্ঞান-ভাবে তোমার জল-স্পর্শ করিয়া প্রাণ পরিহার করে, তাহাকেও আমি সারূপ্য ও পার্ষদত্ব দান করি। তোমার নাম স্মরণ পূর্ব্বক যদি লোকে স্থানান্তরেও বিগত জীব হয়, তাহা হইলে তাহাকেও অসংখ্য প্রলয় পর্য্যন্ত আমি সারূপ্য প্রদান করিয়া থাকি। শ্রীহরি গঙ্গাদেবীকে এইরূপ বলিয়া ভগীরথকে বলিলেন; এই দেবীর স্তব কর এবং সম্প্রতি ভক্তি-সহকারে ইঁহার পূজা কর। ভগীরথ এইরূপ স্তব দ্বারা গঙ্গার স্তুতি করিয়া যে স্থানে সগর সন্তানেরা বিনষ্ট হইয়াছিলেন, তথায় তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া চলিলেন। গঙ্গার বায়ু-স্পর্শমাত্র সগরসন্তানগণ মুক্ত হইয়া বৈকুণ্ঠে গমন করিলেন। ভগীরথ-কর্তৃক গঙ্গাদেবী ভূতলে আনীতা হইয়াছিলেন বলিয়া ভাগীরথী নামে বিখ্যাত হইলেন (ব্রহ্ম বৈবর্ত্ত পুরাণ, প্রকৃতি খণ্ড, দশম অধ্যায়)।

তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।
এবং ত্রয়ীধর্ম্মমনুপ্রপন্না-
গতাগতং কামকামা লভন্তে ॥ ২১ ॥

অন্বয়।—তে (সকামাঃ) তং বিশালম্ (বিপুলম্) স্বর্গলোকম্ (ইন্দ্রাদি-স্থানম্) ভুক্ত্বা (উপভোগং কৃত্বা) পুণ্যে (পুণ্যফলে) ক্ষীণে (অপচিতে) [সতি] মর্ত্ত্যলোকম্ (ইমাংবসুন্ধরাম্) বিশন্তি (আগচ্ছন্তি) এবম্ (পূর্ব্বোক্তক্রমেণ) ত্রয়ী-ধর্ম্মম্ (বেদত্রয়বিহিতং কাম্যং কর্ম্ম) অনুপ্রপন্নাঃ (অনুগতাঃ) কামকামাঃ (ভোগকাময়মানাঃ) গতাগতম্ (যাতায়াতম্) লভন্তে (প্রাপ্নুবন্তি) ॥ ২১ ॥

প্রতিশব্দ।—তাঁহারা সেই বিপুল স্বর্গলোক ভোগ-করিয়া পুণ্য-ফল ক্ষয়িত [হইলে] মর্ত্ত্য-ভুমিতে আগমন-করেন এইরূপ বেদ-কর্ম্ম-পরায়ণ বিষয়-কামনা-পরতন্ত্র-গণ যাতায়াত লাভ-করেন ॥ ২১ ॥

ব্যাখ্যা।—তাঁহারা পূর্ব্বার্জ্জিত পুণ্যফলে সুবিস্তীর্ণ স্বর্গরাজ্যের সুখ-সমূহ উপভোগ করিয়া, পুণ্যের ক্ষয় হইলে পুনরায় বসুন্ধরায় জন্ম গ্রহণ করেন এবং পূর্ব্বোক্ত প্রণালী-ক্রমে আবার ভোগ-কামনা-পরতন্ত্র হইয়া বেদত্রয়বিহিত কর্ম্ম-মার্গের অনুসরণ ক্রমে বার বার যাতায়াত করিতে থাকেন ॥ ২১ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—তে তমিতি। তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং বিস্তীর্ণং ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকমিমং বিশন্ত্যাবিশন্তি। এবং হি যথোক্তেন প্রকারেণ ত্রয়ীধর্ম্মং কেবলং বৈদিকং কর্ম্মানুপ্রপন্নাস্তে গতাগতং গতঞ্চাগতঞ্চ গতাগতং গমনাগমনং কামকামাঃ কামং কাময়ন্ত ইতি কামকামা লভন্তে গতাগতমেব ন তু স্বাতন্ত্র্যং কচিল্লভন্ত ইত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

আনন্দগিরি।—তর্হি স্বর্গপ্রাপ্তেরপি ভগবৎপ্রাপ্তিতুল্যতা ইত্যাশঙ্ক্যাহ তে তমিতি। পুণ্যে স্বর্গপ্রাপ্তিহেতাবিতি যাবৎ, প্রসিদ্ধোহর্থো হিশব্দঃ, ত্রয়াণাং হোত্রাদীনাং বেদত্রয়বিহিতানাং ধর্ম্মাণাং সমাহারস্ত্রিধর্ম্মং তদেব ত্রৈধর্ম্ম্যং তদনুপ্রপন্নাস্তদনুগতা ইতি যাবৎ। কামকামানাং গমনাগমনদ্বারা কামতৎফলাপ্তিশ্চেদিষ্টমেব চেষ্টিতমিত্যাশঙ্ক্যাহ গতেতি॥ ২১ ॥

রামানুজ।—তেতমিতি। তে তং বিশালং স্বর্গলোকং ভুক্ত্বা তদনুভবহেতুভূতে পুণ্যে ক্ষীণে পুনরপি মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি এবং ত্রয্যন্তসিদ্ধজ্ঞানবিধুরাঃ কাম্যস্বর্গাদিকামাঃ কেবলং ত্রয়ীধর্ম্মমনুপ্রপন্না গতাগতং লভন্তে অস্থিরস্বর্গাদীননুভূয়াবৃত্য পুনরাবর্ত্তন্ত ইত্যর্থঃ। মহাত্মানস্তু নিরতিশয়রূপং মচ্চিন্তনং কৃত্বা মামনবধিকাতিশয়ানন্দং প্রাপ্য ন পুনরাবর্ত্তন্ত ইতি॥ ২১॥

হনুমান্।—তেতমিতি। তে স্বর্গিনঃ বিশালং বিস্তীর্ণং ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্তলোকং বিশন্তি, এবং যথোক্তেন প্রকারেণ এয়ীধর্ম্মং ঋগ্‌যজুঃসামবেদোক্তধর্ম্মমনুপ্রপন্নাঃ আশ্রিতাঃ গতাগতং গমনাগমনং বিষয়াৎ কামান্ কামরতা ইতি কামা লভন্তে প্রাপ্নুবন্তি॥ ২১॥

শ্রীধর।—ততশ্চ তে তমিতি। তে স্বর্গকামাস্তং প্রার্থিতং বিপুলং স্বর্গলোকং তৎসুখং ভুক্ত্বা, ভোগ-প্রাপকে পুণ্যে ক্ষীণে সতি মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি, পুনরপ্যেবমেব বেদত্রয়বিহিতং ধর্ম্মমনুগতাঃ কামকামা ভোগান্ কাময়মানা গতাগতং যাতায়াতং লভন্তে॥ ২১॥

বলদেব।—ততশ্চ তে তমিতি। তে স্বর্গপ্রার্থকাঃ প্রার্থিতং তং স্বর্গলোকং ভুক্ত্বা তৎপ্রাপকে পুণ্যে ক্ষীণে সতি মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি, পঞ্চাগ্নিবিদ্যোক্তরীত্যা ভুবি ব্রাহ্মণাদিজন্মানি লভন্তে পুনরপ্যেবমেব ত্রয়ীবিহিতং ধর্ম্মমনুতিষ্ঠন্তঃ কামকামাঃ স্বর্গভোগেচ্ছবো গতাগতং লভন্তে সংসরন্তীত্যর্থঃ॥ ২১॥

মধুসূদন।—ততঃ কিমনিষ্টমিতি তদাহ ত ইতি। তে সকামাস্তং কাম্যেন পুণ্যেন প্রাপ্তং বিশালং বিস্তীর্ণং স্বর্গলোকং ভুক্ত্বা তদ্ভোগজনকে পুণ্যে ক্ষীণে সতি তদ্দেহনাশাৎ পুনর্দ্দেহগ্রহণায় মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি পুনর্গর্ভবাসাদিযাতনা অনুভবন্তীত্যর্থঃ, পুনঃ পুনরেবং উক্তপ্রকারেণ। হি শব্দঃ প্রসিদ্ধ্যর্থঃ। ত্রৈধর্ম্ম্যং হৌত্রাধ্বর্যবৌদ্গাত্রধর্ম্মত্রয়ার্হং জ্যোতিষ্টোমাদিকং কাম্যং কর্ম্ম। ত্রয়ীধর্ম্মমিতি পাঠেঽপি ত্রয্যা বেদত্রয়েণ প্রতিপাদিতং ধর্ম্মমিতি স এবার্থঃ। অনুপ্রপন্নাঃ অনাদৌ সংসারে পূর্ব্বপ্রতিপত্ত্যপেক্ষয়ানুশব্দঃ, পূর্ব্বপ্রতিপত্ত্যনন্তরং মনুষ্যলোকমাগত্য পুনঃ প্রতিপন্নাঃ কামকামা দিব্যান্ ভোগান্ কাময়মানা এবং গতাগতং লভন্তে কর্ম্ম কৃত্বা স্বর্গং বান্তি, তত আগত্য পুনঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্তীত্যেবং গর্ভবাসাদিযাতনা-প্রবাহস্তেষামনিশমনুবর্ত্তত ইত্যভিপ্রায়ঃ॥ ২১॥

নীলকণ্ঠ।—তে তমিতি। ত্রয়ী বেদত্রয়ী তস্যামুক্তং ধর্ম্মং কাম্যযজ্ঞম্, কামকামাঃ বিষয়কামুকাঃ, গতাগতং যাতায়তং লভন্তে, তথাচ শ্রুতিঃ "প্লবা হোতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপা অষ্টাদশোক্তমবরং যেষু কর্ম্ম, এতচ্ছ্রেয়ো যেঽভিনন্দন্তি মূঢ়া জরামৃত্যুং তে পুনরেবাপিয়ন্তি" ইতি, অষ্টাদশঃ ষোড়ষর্ত্বিজঃ যজমানঃ পত্নী চেতি দ্বৌ॥ ২১॥

বিশ্বনাথ।—ত ইতি। গতাগতং পুনঃ পুনর্মৃত্যুজন্মনী॥ ২১॥

তাৎপর্য্য।—পূর্ব্বে কথিত হইল যে সকাম কর্ম্মনিরতগণ পুণ্যফলে স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। তাহাতে প্রশ্ন হইতে পারে যে, তাহা তো

বড়ই উত্তম পরিণাম; তাহাতে অনিষ্ট কি আছে? উপস্থিত শ্লোকে এইরূপ আশঙ্কার উত্তর প্রদত্ত হইতেছে। সেই সকাম বেদবিহিত-কর্ম্ম-পরতন্ত্রগণ, স্ব-স্ব-কাম্য কর্ম্মানুষ্ঠান-জনিত পুণ্য-ফলে সুবিস্তীর্ণ স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইয়া, তত্রত্য দেব ভোগ্য পদার্থ সমূহ ভোগ করেন সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহাদের সেই ভোগপ্রদ পুণ্য চিরস্থায়ী নহে। নিয়মিত কালাবসানে তাহার ক্ষয় হইয়া যায়। তখন তাঁহাদের সেই স্বর্গীয় দেহ বিনাশ-দশায় উপনীত হয় এবং তাঁহাদিগকে পুনরায় নূতন দেহ পরিগ্রহ করিবার নিমিত্ত এই মর্ত্ত্যলোকে প্রবেশ করিতে হয়; সুতরাং পুনরায় গর্ভবাসাদিরূপ অশেষ যাতনার অধীন হইতে হয়। এবম্প্রকারে মর্ত্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করিয়া তাঁহারা বেদত্রয়বিহিত কর্ম্মমার্গের অনুসরণ-ক্রমে জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে থাকেন। এইরূপ কর্ম্মমার্গের অধীনতা-পাশে বদ্ধ হইয়া, সেই ভোগকামনাপরতন্ত্র মানবগণ কেবল নিরন্তর যাতায়ত করিতে থাকেন। তাঁহারা কর্ম্মানুষ্ঠান-জনিত স্বর্গলাভ করেন; আবার স্বর্গভোগান্তে পুনরায় ধরণীতে অবতীর্ণ হন। আবার কর্ম্মসেবায় কালপাত করিয়া স্বর্গ-গমন ও পুনরাগন করিতে থাকেন। এইরূপে নিরন্তর তাঁহারা যাতায়ত-সূত্রে আবদ্ধ হইয়া গর্ভবাসাদি যাতনা-প্রবাহে ভাসমান থাকেন।

পূর্ব্বে যে পঞ্চাগ্নিবিদ্যার বিষয় কথিত হইয়াছে, সেই প্রণালীক্রমে (৮ম অধ্যায় ২৩ শ্লোকের তাৎপর্য্য এবং ১৫৩৪ পৃষ্ঠার টিপ্পনী দ্রষ্টব্য) কামী কর্ম্মিগণ স্বর্গগমন করিয়া পুনরায় ভূতলে আগমন করিয়া থাকেন।

মূলে 'ত্রয়ীধর্ম্ম' এই পদের অর্থ ঋক্, সাম, যজু এই বেদত্রয়-বিহিত নানা প্রকার কর্ম্মকাণ্ড অথবা হোতা, অধ্বর্য্যু ও উদ্‌গাতা এই ঋত্বিক্-(৬৪০ পৃষ্ঠার টিপ্পনী দ্রষ্টব্য) ত্রয়-সাধ্য যজ্ঞাদি ক্রিয়া, এতদুভয়ই গৃহীত হইতে পারে।

শ্রুতি বলিয়াছেন,"প্লবা হ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপা অষ্টাদশোক্তমবরং যেষু কর্ম্ম। এতচ্ছ্রেয়ো যে হভিনন্দন্তি মূঢ়া জরা মৃত্যুং তে পুনরেবাপিয়ন্তি।" ইহার ভাবার্থ এই যে, 'অষ্টাদশ ব্যক্তি অর্থাৎ ষোড়শ ঋত্বিক্, যজমান ও তাঁহার পত্নী এই অষ্টাদশ ব্যক্তি-সাধ্য যজ্ঞাদি অদৃঢ় কর্ম্মের যাঁহারা আশ্রয় গ্রহণ করেন, সেই মূঢ়মতিগণকে পুনরায় জরামরণাদির অধীন হইতে হয়, অর্থাৎ তাঁহারা মোক্ষলাভ করিয়া সংসার-প্রাপ্তির অতীত হইতে পারেন না।'

বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের ফল আপাত-মনোহর হইলেও, অচিরস্থায়িত্ব-হেতু তাহা নিন্দনীয় ও অগ্রহণীয় ইহাই এতদ্দ্বারা প্রতিপন্ন হইল। কিন্তু ঐকান্তিকী-ভক্তিজনিত যে মোক্ষ তাহা চিরস্থায়ী ও পরমফলপ্রদ, ইহাও সূচিত হইল। অতএব শেষোক্ত পথে সাধকের অনন্যমনে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করা আবশ্যক এবং লক্ষ্য, মতি, গতি, সকলই সেই দিকেই পরিচালিত করা বিধেয় ॥ ২১ ॥

* * *

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তোমাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্ ॥ ২২॥

অন্বয়।—অনন্যাঃ (নাস্তি অন্যঃ উপাস্যঃ কাম্যং বা যেষাং তে) মাম্ চিন্তয়ন্তঃ (ভাবয়ন্তঃ) যে জনাঃ (সন্ন্যাসিনঃ) পরি-উপাসতে (সেবন্তে) নিত্য-অভিযুক্তানাম্ (সর্ব্বথা মদেকনিষ্ঠানাম্) তেষাম্ যোগক্ষেমম্ (অপ্রাপ্তস্য লাভং যোগম্, প্রাপ্তস্য পরিরক্ষণং ক্ষেমম্, এতদুভয়ম্) অহম্, বহামি (প্রাপয়ামি) ॥ ২২ ॥

প্রতিশব্দ।—অন্য-উপাস্য-বিরহিত-গণ আমাকে চিন্তা-করিতে-করিতে যে-সকল জনগণ সবিশেষ-উপাসনা-করেন নিরন্তর-মদেকনিষ্ঠ-গণের তাঁহাদিগের অপ্রাপ্ত-প্রাপ্তি প্রাপ্ত-পরিরক্ষণ আমি করিয়া-থাকি ॥ ২২ ॥

ব্যাখ্যা।—অন্য দেবোপাসনা-পরিশূন্য-হৃদয়ে যাঁহারা আমাকে চিন্তা করিতে করিতে আমারই উপাসনা করিয়া থাকেন, আমি সেই একান্ত মদেকনিষ্ঠগণের অলব্ধ বস্তুর লাভ এবং লব্ধ বস্তুর পরিরক্ষণের ভার গ্রহণ করিয়া থাকি ॥ ২২ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—যে পুনঃ নিষ্কামাঃ সম্যগ্‌দর্শিনঃ অনন্যা ইতি। অনন্যা অপৃথগ্‌ভূতাঃ পরং দেবং নারায়ণং আত্মত্বেন গতাঃ সন্তশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ সংন্যাসিনঃ পর্য্যুপাসতে, তেষাং পরমার্থদর্শিনাং নিত্যাভিযুক্তানাং সততাভিযোগিনাং যোগক্ষেমং যোগোঽপ্রাপ্তস্য প্রাপনং ক্ষেমস্তদ্রক্ষণং তদুভয়ং বহামি প্রাপয়াম্যহং জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতং, স চ মম প্রিয়ো যস্মাত্তস্মাত্তে মমাত্মভূতাঃ প্রিয়াশ্চেতি। নন্বেষামপি ভক্তানাং

যোগক্ষেমং বহত্যেব ভগবান্ সত্যমেবং বহত্যেব কিন্ত্বয়ং বিশেষোঽন্যে যে ভক্তাস্তে স্বাত্মার্থং স্বয়মপি যোগক্ষেমমীহন্তে অনন্যদর্শিনস্তু নাত্মার্থং যোগক্ষেমমীহন্তে, ন হি তে জীবিতে মরণে বাত্মনো গ্রন্থিং কুর্ব্বন্তি কেবলমেব ভগবচ্ছরণাস্তে অতো ভগবানেব তেষাং যোগক্ষেমং বহতীতি ॥ ২২ ॥

আনন্দগিরি ।—ফলমনভিসন্ধায় ত্বামেবারাধয়তাং সম্যগ্দর্শননিষ্ঠানামত্যন্তনিষ্কামানাং কথং যোগক্ষেমৌ স্যাতামিত্যাশঙ্ক্যাহ যে পুনরিতি। তেষাং যোগক্ষেমং বহামীত্যুত্তরত্র সম্বন্ধঃ। যেভ্যোঽন্যা ন বিদ্যত ইতি ব্যুৎপত্তিমাশ্রিত্যাহ অপৃথগিতি। কার্য্যস্যেব কারণে কর্ম্মতাদাত্ম্যং ব্যাবর্ত্তয়তি পরমিতি। অহমেব বাসুদেবঃ সর্ব্বাত্মা ন মত্তোঽন্যৎ কিঞ্চিদস্তীতি জ্ঞাত্বা তমেব প্রত্যঞ্চং সদা ধ্যায়ন্ত ইত্যাহ চিন্তয়ন্ত ইতি। প্রাকৃতান্ ব্যাবর্ত্ত্য মুখ্যানধিকারিণো নির্দ্দিশতি সংন্যাসিন ইতি। পর্য্যুপাসতে পরিতঃ সর্ব্বতোঽনবচ্ছিন্নতয়া পশ্যন্তীত্যর্থঃ। নিত্যাভিযুক্তানাং নিত্যমনবরতমাদরেণ ধ্যানব্যাপৃতানামিত্যাহ সততেতি। যোগশ্চ ক্ষেমঞ্চ যোগক্ষেমং তত্রাপুনরুক্তমর্থমাহ যোগ ইতি। কিমর্থং পরমার্থদর্শিনাং যোগক্ষেমং বহামীত্যাশঙ্ক্যাহ জ্ঞানী ত্বিতি। অতস্তেষাং যোগক্ষেমং বহামি ইতি সম্বন্ধঃ। সম্যগ্দর্শননিষ্ঠানামেব যোগক্ষেমং বহতি ভগবানিতি বিশেষণমমৃষ্যমাণঃ শঙ্কতে নন্বিতি। অন্যেষামপি ভক্তানাং ভগবান্ যোগক্ষেমং বহতীত্যেতদঙ্গীকরোতি সত্যমিতি। তর্হি ভক্তেষু জ্ঞানিষু চ বিশেষো নাস্তীতি পৃচ্ছতি কিং ত্বেতি। তত্র বিশেষং প্রতিজ্ঞায় বিবৃণোতি অয়মিত্যাদিনা। যোগক্ষেমমুদ্দিশ্য স্বয়মীহন্তে চেষ্টাং কুর্ব্বন্তীতি যাবৎ। আত্মবিদাং স্বার্থযোগক্ষেমমুদ্দিশ্য চেষ্টাভাবং স্পষ্টয়তি নহীতি। গ্রন্থিরপেক্ষা কামানামিত্যেতৎ। জ্ঞানিনাং তর্হি সর্ব্বত্রানাস্থেত্যাশঙ্ক্যাহ কেবলমিতি। তেষাং তদেকশরণত্বে ফলিতমাহ অত ইতি। ইতিশব্দো বিশেষশব্দেন সংবধ্যতে ॥ ২২ ॥

রামানুজ ।—মহানস্তু নিরতিশয়প্রিয়রূপং মচ্চিন্তনং কৃত্বা মামনবধিকাতিশয়ানন্দং প্রাপ্য পুনরাবর্ত্তন্ত ইতি তেষাং বিশেষং দর্শয়তি অনন্যা ইতি। অনন্যা অনন্যপ্রয়োজনা মচ্চিন্তনেন বিনা আত্মধারণাভাবাৎ [অলাভাৎ] মচ্চিন্তনৈকপ্রয়োজনা মাং চিন্তয়ন্তোঽপি যে মহাত্মানো জনাঃ পর্য্যুপাসতে সর্ব্বকল্যাণগুণান্বিতং সর্ব্ববিভূতিযুক্তং মাং অন্যূনং পরিত উপাসতে, তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং ময়ি নিত্যাভিযোগং কাংক্ষ্যমাণানামহং মৎপ্রাপ্তিলক্ষণং যোগং অপুনরাবৃত্তিরূপং ক্ষেমঞ্চ বহামি ॥ ২২ ॥

হনুমান্ ।—অনন্যা ইতি। ন বিদ্যতে যুক্তানাং যোগশ্চ ক্ষেমঞ্চ যোগক্ষেমং বহামি বিভরাম্যহম্ ॥ ২২ ॥

শ্রীধর ।—মদ্ভক্তাস্তু মৎপ্রসাদেন কৃতার্থা ভবন্তীত্যাহ অনন্যা ইতি। অনন্যা নাস্তি মদ্ব্যতিরেকেনান্যৎ কাম্যং যেষাং তে তথাভূতা যে জনা মাং চিন্তয়ন্তঃ সেবন্তে তেষান্তু নিত্যাভিযুক্তানাং সর্ব্বথা মদেকনিষ্ঠানাং যোগং ধনাদিলাভং ক্ষেমঞ্চ তৎপালনং মোক্ষং বা, তৈরপ্রার্থিতমপি অহমেব বহামি প্রাপয়ামি ॥ ২২ ॥

বলদেব ।—অথ স্বভক্তানাং বিশেষং নিরূপয়তি অনন্যা ইতি। যে জনা অনন্যা মদেকপ্রয়োজনা মাং চিন্তয়ন্তো ধ্যায়ন্তঃ পরিতঃ কল্যাণগুণরত্নাশ্রয়তয়া বিচিত্রাদ্ভুতলীলাপীযূষাশ্রয়তয়া দিব্যবিভূত্যাশ্রয়তয়া চোপাসতে ভজন্তি, তেষাং নিত্যং সর্ব্বদৈব মদ্যভিযুক্তানাং বিস্মৃতদেহযাত্রাণাং অহমেব যোগক্ষেমমন্নাদ্যাহরণং তৎসংরক্ষণঞ্চ বহামি। অত্র করোমীত্যনুক্ত্বা বহামীত্যুক্তিস্তু তৎপোষণভারো ময়ৈব বোঢ়ব্যো গৃহস্থস্যেব কুটুম্বপোষণভারঃ ইতি ব্যনক্তি। এবমাহ সূত্রকারঃ। স্বামিনঃ ফলশ্রুতেরিত্যাত্রেয় ইতি। অত্রাহুঃ, তেষাং নিত্যং ময়া সার্দ্ধমভিযোগং বাঞ্ছতাং যোগং মৎপ্রাপ্তিলক্ষণং ক্ষেমঞ্চ মত্তোঽপুনর:বৃত্তিলক্ষণমহমেব বহামি। তেষাং মৎপ্রাপণভারো মমৈব ন স্বর্চ্চিরাদের্দেবগণস্যেতি। এবমেবাভিধাস্যতি দ্বাদশে, "যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি" ইত্যাদিদ্বয়েন। সূত্রকারোঽপ্যেবমাহ। বিশেষঞ্চ দর্শয়তীতি ॥ ২২ ॥

মধুসূদন ।—অনন্যেতি। নিষ্কামাঃ সম্যগ্দর্শিনস্তু অন্যো ভেদদৃষ্টি-বিষয়ো ন বিদ্যতে যেষাং তেঽনন্যাঃ সর্ব্বাদ্বৈতদর্শিনঃ সর্ব্বভোগনিস্পৃহাঃ অহমেব ভগবান্ বাসুদেবঃ সর্ব্বাত্মা ন মদ্ব্যতিরিক্তং কিঞ্চিদস্তীতি জ্ঞাত্বা তমেব প্রত্যক্ষং সদা চিন্তয়ন্তো মাং নারায়ণমাত্মত্বেন যে জনাঃ সাধনচতুষ্টয়সম্পন্নাঃ সন্ন্যাসিনঃ পরি সর্ব্বতোঽনবছিন্নতয়া পশ্যন্তি তে মদনন্যতয়া কৃতকৃত্যা এবেতি শেষঃ। অদ্বৈতদর্শননিষ্ঠানামত্যন্তনিষ্কামানাং তেষাং স্বয়ং প্রযতমানানাং কথং যোগক্ষেমৌ স্যাতাম্? ইত্যত আহ তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং নিত্যমনবরতমাদরেণ ধ্যানে ব্যাবৃতানাং দেহযাত্রামাত্রার্থমপ্যপ্রযতমানানাং যোগঞ্চ ক্ষেমঞ্চ অলব্ধস্য লাভং লব্ধস্য পরিরক্ষণং চ শরীরস্থিত্যর্থং যোগক্ষেমমকাময়মানানামপি বহামি প্রাপয়াম্যহং সর্ব্বেশ্বরঃ। "প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ। উদারাঃ সর্ব্ব এবৈতে জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মেমতম্" ইত্যুক্তম্। যদ্যপি সর্ব্বেষামেব যোগক্ষেমং বহতি ভগবান্, তথাপি অন্যেষাং প্রযত্নমুৎপাদ্য তদ্দ্বারা বহতি জ্ঞানিনাং তু তদর্থং প্রযত্নমনুৎপাদ্য বহতীতি বিশেষঃ ॥ ২২ ॥

নীলকণ্ঠ ।—এবং কর্ম্মিণামাবৃত্তিঃ ফলঞ্চ উক্ত্বা ভক্তানামপি মদ্ভজনেনৈব সর্ব্বসিদ্ধিরিত্যাহ অনন্যা ইতি। নাস্তি অন্য উপাস্যো যেষাং অহমেব ভগবান্ বাসুদেব ইতি অভেদেন চিন্তয়ন্ত ইত্যর্থঃ, যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে পরিতঃ সাকল্যেন কাৎস্নেনাদ্বৈতদৃষ্ট্যেত্যর্থঃ উপাসতে, তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং সততাভিযোগিনাং যোগঃ অপ্রাপ্তস্য অন্নাদের্যোগভূমিকায়া বা প্রাপণং ক্ষেমঃ তস্যৈব প্রাপ্তস্য সংরক্ষণং তৎ দ্বয়ং অহমেব বহামি নির্ব্বহামি, তৈরন্নাদ্যর্থং বা যোগভূমিষূর্দ্ধোঽর্দ্ধভূমিলাভার্থং বা চিন্তা ন কর্ত্তব্যেত্যর্থঃ। অনন্যচেতসাং তেষাং মদভিন্নত্বাৎ সর্ব্বং সেৎস্যতীত্যর্থঃ, তথাচোক্তং "জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্" ইতি ॥২২॥

বিশ্বনাথ ।—মদনন্যভক্তানাং সুখন্তু ন কর্ম্ম-প্রাপ্যং কিন্তু মদ্দত্তমেব ইত্যাহ অনন্যা ইতি। নিত্যমেব সদৈবাভিযুক্তানাং পণ্ডিতানামিতি, তদন্যে নিত্যমপণ্ডিতা ইতি ভাবঃ। যদ্বা নিত্যসংযোগস্পৃহাবতাং যোগধ্যানাদিলাভঃ। ক্ষেমং তৎপালনঞ্চ, তৈরনপেক্ষিতমপ্যহমেব বহামি, অত্র করোমীত্যপ্রযুজ্য বহামীতি প্রয়োগাৎ তেষাং

শরীরপোষণভারো ময়ৈবোহ্যতে, যথা স্বকলত্রপুত্রাদিপোষণভারো গৃহস্থেনেতি ভাবঃ। নচান্যেষামিব তেষামপি যোগক্ষেমং কর্ম্ম প্রাপ্য মে বেত্যত আত্মারামস্য সর্ব্বত্রোদাসীনস্য পরমেশ্বরস্য তব কিং তদ্বহনেনেতি বাচ্যম্? "ভক্তিরস্য ভজনং তদিহামুত্রোপাধিনৈরাশ্যেনামুষ্মিণঃ কল্পনমেতদেব নৈষ্কর্ম্ম্যম্" ইতি শ্রুতেঃ। মদনন্যভক্তানাং নিষ্কামত্বেন নৈষ্কর্ম্ম্যাৎ তেষু দৃষ্টং সুখং মদ্দত্তমেব, তত্র মম সর্ব্বত্রোদাসীনস্যাপি স্বভক্তবাৎসল্যমেব হেতুর্জ্ঞেয়ঃ। নচৈবং ত্বয়ি স্বেষ্টদেবে স্বনির্ব্বাহভারং দদানাস্তে ভক্তাঃ প্রেমশূন্যা ইতি বাচ্যম্, তৈর্ময়ি স্বভারস্য সর্ব্বথৈবানর্পণাৎ ময়ৈবাস্বেচ্ছয়া গ্রহণাৎ, ন চ সঙ্কল্পমাত্রেণ বিশ্বসৃষ্ট্যাদিকর্ত্তুর্ম্মমায়ং ভারো জ্ঞেয়ঃ। যদ্বা ভক্তজনাসক্তস্য মম স্বভোগ্যকান্তাভারবহনমিব তদীয়যোগক্ষেমবহনমতিসুখপ্রদমিতি ॥ ২২ ॥

তাৎপর্য্য।—সকাম-কর্ম্মানুষ্ঠাতৃগণের স্বর্গ-ভোগ ও তদনন্তর পুনরাবৃত্তির বিষয় কীর্ত্তন করিয়া, এক্ষণে নিষ্কাম-সাধকগণের বিষয় বিবৃত করিতেছেন। যাঁহাদের ভেদ-দৃষ্টি নাই, যাঁহারা সর্ব্বত্র অদ্বৈত-দর্শন-সম্পন্ন, যাঁহারা যাবতীয় ভোগ-বিষয়ে স্পৃহা-রহিত, যাঁহারা আমাকে ভগবান্ বাসুদেবরূপ সর্ব্বাত্মা বলিয়া জ্ঞান করেন এবং যাঁহারা মদ্ব্যতিরিক্ত আর কিছুই নাই বলিয়া বিশ্বাস করেন, সেই সাধন-চতুষ্টয়-সম্পন্ন সন্ন্যাসী মহাত্মগণ, নিরন্তর আমারই চিন্তা-পরায়ণ থাকিয়া, একান্ত ভাবে আমার উপাসনা করিয়া থাকেন। কিন্তু এস্থলে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, তাদৃশ একান্ত ভগবন্নিষ্ঠ ও নিরতিশয় কামনা-শূন্য, স্বয়ং সর্ব্ব-প্রযত্ন-বিরহিত মহাপুরুষদিগের জীবন-যাত্রার নিমিত্ত যে সকল অপরিহার্য্য প্রয়োজনীয় পদার্থের অভাব উপস্থিত হয়, তাহার সংকুলন কিরূপে ঘটিয়া থাকে? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, "তাদৃশ নিয়ত ধ্যান-নিরত, দেহযাত্রা মাত্র নির্ব্বাহার্থও প্রযত্নবিহীন ব্যক্তিগণের যোগ এবং ক্ষেম আমিই বহন করিয়া থাকি।" তাঁহাদের শরীর রক্ষার্থ যে যে অপ্রাপ্ত বস্তুর আবশ্যক হয়, তাহার সংকুলনরূপ যোগ তিনিই সম্পাদন করিয়া থাকেন এবং যে যে প্রাপ্ত পদার্থের রক্ষা করা আবশ্যক, তিনিই তাহার রক্ষারূপ ক্ষেম নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। তাঁহারা সর্ব্বতোভাবে কামনা-শূন্য, সুতরাং যোগক্ষেমের প্রার্থী না হইলেও, সর্ব্বেশ্বর ভগবান্ স্বয়ং তাঁহাদিগের প্রয়োজনাদির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, অবশ্য-প্রয়োজনীয় পদার্থ-প্রাপ্তির উপায় বিধান করিয়া থাকেন। শ্রীভগবান্ এই গ্রন্থের সপ্তমাধ্যায়ে বলিয়াছেন, "প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ।" এবং

"উদারাঃ সর্ব্ব এবৈতে জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্॥" (১৭শ এবং ১৮শ শ্লোক) অর্থাৎ, "আমি জ্ঞানী ব্যক্তির সাতিশয় প্রিয় এবং তিনিও আমার প্রিয়।" এবং "ইঁহাদের সকলেই শ্রেষ্ঠ, কিন্তু জ্ঞানী ব্যক্তি আত্মার স্বরূপ, ইহাই আমার অভিপ্রায়।" অতএব এতাদৃশ একান্ত ভগবন্নিষ্ঠ জ্ঞানী জনের সকল অভাব সেই ভক্ত-বৎসল ভগবান্ পূর্ণ করিয়া থাকেন, তাহার সন্দেহ কি?

এই বিশ্বের পাপী অপাপী, সাধু অসাধু, জ্ঞানী অজ্ঞানী তাবতেরই যোগক্ষেম সেই বিশ্বেশ্বর ভগবান্ বহন করিয়া থাকেন। তাঁহার কৃপা না হইলে, কাহারও জীবন রক্ষিত হয় না এবং কেহই জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে সক্ষম হয় না। অতি ক্ষুদ্র পিপীলিকা হইতে সুবৃহৎকায় করিরাজ পর্য্যন্ত সকলেই শরীর ধারণ ও রক্ষণ বিষয়ে সেই সর্ব্বেশ্বরের অধীন; তবে এ স্থলে শ্রীভগবান্ কেন বলিতেছেন যে, তিনি কেবল একান্ত ভগবন্নিষ্ঠগণেরই যোগক্ষেম বহন করিয়া থাকেন? ইহার উত্তর নিরতিশয় সহজগম্য। অন্যান্য তাবতের প্রযত্ন সমুৎপাদন করাইয়া তদ্দ্বারা তাহাদের প্রয়োজন নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে, নিত্যাভিযুক্তগণের প্রযত্ন মাত্রও না থাকিলেও, তাহার সংকুলন ও সংরক্ষণ হইয়া থাকে, ইহাই বিশেষ।

গৃহস্থ যেমন অকাতরে কুটুম্বপোষণের ভার বহন করেন, পুরুষ যেমন নিরতিশয় প্রীত মনে স্বকীয় প্রণয়িনীর পরিপালন করিয়া থাকেন, আমিও তদ্রূপে মদ্ভক্তগণের অন্নাদি আহরণ ও পরিপালন নির্ব্বাহিত করি। যদি বলা যায়, পরমারাধ্য অভীষ্ট দেবের উপর স্বকীয় প্রতিপালনাদির ভারার্পণ করায়, সেই ভক্তগণের প্রেম-শূন্যতা প্রকাশিত হইতেছে, তদুত্তরে ইহাই বক্তব্য যে, ভক্তগণ তাঁহার উপর ভারার্পণ করেন না, তিনি স্বেচ্ছায় তাহা গ্রহণ করেন। তাঁহারা জীবন ও মৃত্যু, সুখ ও দুঃখ সর্ব্ব বিষয়েই উদাসীন; ভক্ত-বৎসল ভগবান্ স্বয়ং, স্বকীয় বাৎসল্য হেতু, তাঁহাদের ভার গ্রহণ করিয়া থাকেন। ইহাতে ভক্তগণের কোনই অপরাধ নাই। অপিচ যাঁহার ইচ্ছামাত্র সকল বস্তুর উদ্ভব হয়, যাঁহার বাসনায় জীব-সংস্থিতি রক্ষিত হয় এবং যাঁহার কৃপায় সৃষ্টি-কার্য্য সংসাধিত হয়, স্বকীয় ভক্তগণের প্রতিপালন-ভার তাঁহার পক্ষে কদাচ ভার বলিয়াই পরিগণিত হইতে পারে না। তাঁহার পক্ষে এই কার্য্য নিরতিশয় প্রীতিপ্রদরূপে গৃহীত ও অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

শ্রীমন্নীলকণ্ঠ বলিয়াছেন "যোগক্ষেম" এতন্মধ্যস্থ যোগশব্দের যোগভূমিকা-প্রাপ্তিরূপ অর্থও গ্রহণ করা যাইতে পারে ॥ ২২ ॥

যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়।—কৌন্তেয় শ্রদ্ধয়া (আস্তিক্যবুদ্ধ্যা) আশ্রিতাঃ (অনুগতাঃ) ভক্তাঃ [সন্তঃ] যে অন্যদেবতাঃ (ইন্দ্রাদি-রূপাঃ) অপি যজন্তে (পূজয়ন্তে) তে অপি মাম্ এব যজন্তি [কিন্তু] অবিধি-পূর্ব্বকম্ (অজ্ঞান-পূর্ব্বকম্) ॥ ২৩ ॥

প্রতিশব্দ।—হে-কৌন্তেয় আস্তিক্য-বুদ্ধি-দ্বারা যুক্তগণ ভক্তগণ [হইয়া] যাঁহারা অপর দেব-সকলের-ও পূজা-করেন তাঁহারা-ও আমাকে-ই পূজা-করেন [কিন্তু] অজ্ঞান-পূর্ব্বক ॥ ২৩ ॥

ব্যাখ্যা।—হে অর্জ্জুন! শ্রদ্ধা-সহকারে ও ভক্তভাবে যাঁহারা অন্য দেবতার পূজা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের সে পূজা আমারই পূজা বটে; কিন্তু তাহা বিধি-বিগর্হিত ॥ ২৩ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—নন্বন্যা অপি দেবতাস্ত্বমেব চেত্তদ্ভক্তাশ্চ ত্বামেব ভজন্তে সত্যমেবং যেঽপীতি। যে অন্যদেবতাভক্তা অন্যাসু দেবতাসু ভক্তা অন্যদেবতাভক্তাঃ সন্তো যজন্তে পূজয়ন্তি শ্রদ্ধয়াস্তিক্যবুদ্ধ্যা অন্বিতা অনুগতাস্তেঽপি মামেব কৌন্তেয়! যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকমবিধিরজ্ঞানং তৎপূর্ব্বকং অজ্ঞানপূর্ব্বকং যজন্তে ইত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

আনন্দগিরি।—তত্তদ্দেবতাত্মনা পরস্যৈবাত্মনঃ স্থিত্যভ্যুপগমাদ্দেবতান্তরপরাণামপি ভগবচ্ছরণত্বাবিশেষাত্তদেকনিষ্ঠত্বমকিঞ্চিৎকরমিতি মন্বানঃ শঙ্কতে নন্বিতি। উক্তমঙ্গীকৃত্য পরিহরতি সত্যমিত্যাদিনা। দেবতান্তরযাজিনাং ভগবদ্যাজিভ্যো বিশেষমাহ অবিধীতি। তদ্ব্যাকরোতি অবিধিরিতি ॥ ২৩ ॥

রামানুজ।—যেঽপ্যন্যেতি। যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তাঃ যে ত্বিন্দ্রাদিদেবতাভক্তাঃ কেবলং তন্নিষ্ঠাঃ শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ ইন্দ্রাদীন্ যজন্তে তেঽপ্যুক্তেন ন্যায়েন অন্বয়ং যথা—বেদান্তবাক্যানি সর্ব্বস্য মচ্ছরীরতয়া মদাত্মকত্বেনেন্দ্রাদিশব্দানাঞ্চ মদ্বাচ্যত্বাদ্বস্তুতো মামেব যজন্ত অপিত্ববিধিপূর্ব্বকং যজন্তে। ইন্দ্রাদিদেবতানাং কর্ম্ম স্বারাধ্যতয়া অন্বয়ং যথা বেদান্তবাক্যানি—"চতুর্হোতারো যত্র সম্পদং গচ্ছন্তি দেবৈঃ" ইত্যাদীনি বিদধতি, ন

তৎপূর্ব্বকং যজন্তে, বেদান্তবাক্যজাতং হি পরমপুরুষশরীরতয়াবস্থিতানামিন্দ্রাদীনাং আরাধ্যত্বং বিদধাত্যাত্মভূতস্য পরমপুরুষস্য সাক্ষাদারাধ্যতে বিদধাতি চতুর্হোতারোঽগ্নিহোত্রদর্শপূর্ণমাসাদীনি কর্ম্মাণি যত্র পরমাত্মনি আত্মতয়াবস্থিতে সত্যেব তচ্ছরীরভূতৈঃ ইন্দ্রাদিদেবৈঃ সম্পদং গচ্ছন্তি, ইন্দ্রাদিদেবানাং আরাধনান্যেতানি কর্ম্মাণীতো মাং সম্পদং গচ্ছন্তীত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

হনুমান্।—য ইতি। যে পুরুষা অন্যদেবতাভক্তাঃ অন্যস্যাং দেবতায়াং ভক্তায়ন্তে পূজন্তি তেঽপি মাং পরমেশ্বরমেব পূজয়ন্তি অবিধিপূর্ব্বকং অজ্ঞানপূর্ব্বকমিতি ॥ ২৩ ॥

শ্রীধর।—ননু চ ত্বদ্ব্যতিরেকেণ বস্তুতো দেবতান্তরস্যাভাবাদিন্দ্রাদিসেবিনোঽপি ত্বদ্ভক্তা এবেতি, কথং তে গতাগতং লভেরন্? তত্রাহ যেঽপীতি। শ্রদ্ধয়োপেতাঃ সন্তো যে জনা অন্যদেবতা ইন্দ্রাদিরূপা যজন্তে, তেঽপি মামেব যজন্তীতি সত্যং, কিন্তু অবিধিপূর্ব্বকম্, মোক্ষজ্ঞাপকং বিধিং বিনা যজন্তি, অতস্তে পুনরাবর্ত্তন্তে ॥ ২৩ ॥

বলদেব।—নন্বিন্দ্রাদিযাজিনোঽপি বস্তুতস্ত্বদ্‌যাজিন এব তেষাং কুতো গতাগতমিতি চেৎ? তত্রাহ যেঽপীতি। যে জনাঃ অন্যদেবতাভক্তাঃ কেবলেষ্বিন্দ্রাদিষু ভক্তিমন্তঃ শ্রদ্ধয়া এত এব ফলপ্রদা ইতি দৃঢ়বিশ্বাসেনোপেতাঃ সন্তো যজন্তে যজ্ঞৈস্তানর্চ্চয়ন্তি তেঽপি মামেব যজন্তি ইতি সত্যমেতৎ, কিন্ত্ববিধিপূর্ব্বকং তে যজন্তি। যেন বিধিনা গতাগতনিবর্ত্তিকা মৎপ্রাপ্তিঃ স্যাৎ তং বিধিং বিনৈব। অতস্তত্তে লভন্তে ॥ ২৩ ॥

মধুসূদন।—নন্বন্যা অপি দেবতাস্ত্বমেব তদ্ব্যতিরিক্তস্য বস্ত্বন্তরস্যাভাবাৎ, তথাচ দেবতান্তরভক্তা অপি ত্বামেব ভজন্ত ইতি ন কোঽপি বিশেষঃ স্যাৎ, তেন গতাগতং কামকামা বসুরুদ্রাদিত্যাদিভক্তা লভন্তে, অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং তু কৃতকৃত্যা ইতি কথমুক্তম্? তত্রাহ যেঽপীতি। যথা মদ্ভক্তা মামেব যজন্তি, তথা যেঽন্যদেবতানাং বস্বাদীনাং ভক্তা যজন্তে জ্যোতিষ্টোমাদিভিঃ শ্রদ্ধয়া আস্তিক্যবুদ্ধ্যা অন্বিতাঃ, তেঽপি মদ্ভক্তা ইব হে কৌন্তেয়! তত্তদ্দেবতারূপেণ স্থিতং মামেব যজন্তি পূজয়ন্তি অবিধিরজ্ঞানং তৎপূর্ব্বকং সর্ব্বাত্মত্বেন মামজ্ঞাত্বা মদ্ভিন্নত্বেন বস্বাদীন্ কল্পয়িত্বা যজন্তীত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

নীলকণ্ঠ।—অবিধিপূর্ব্বকং বিধিরভেদবুদ্ধিস্তদ্রাহিত্যাদিবিধিপূর্ব্বকত্বং তদীয়ভজনস্য ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ।—ননু চ “জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যন্যে” ইত্যনেন ত্বয়া স্বস্যৈবোপাসনা ত্রিবিধোক্তা। তত্র বহুশঃ বিশ্বতোমুখমিতি তৃতীয়ায়া উপাসনায়া জ্ঞাপনার্থং “অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ” ইত্যাদিনা স্বস্য বিশ্বরূপত্বং দর্শিতম্। অতঃ কর্ম্মযোগেন কর্ম্মাঙ্গভূতেন্দ্রাদিযাজকাস্তথা প্রাধান্যেনৈব দেবতান্তরভক্তা অপি তদ্ভক্তা এব, কথং তর্হি তে ন মুচ্যন্তে? যদুক্তং ত্বয়া “গতাগতং কামকামা লভন্তে” ইতি। অন্তবত্ত ফলং তেষামিতি চ তত্রাহ যেঽপীতি। সত্যং মামেব যজন্তীতি, কিন্তু বিধিপূর্ব্বকং মৎপ্রাপকং বিধিং বিনৈব যজন্ত্যতঃ পুনরা [কেবলত্রয়ীনিষ্ঠাঃ] বর্ত্তন্তে ॥ ২৩ ॥

তাৎপর্য্য।—বস্তুতঃ শ্রীভগবান্ বাসুদেব ব্যতিরিক্ত আর কোনই দেবতা নাই; সাধারণ্যে ইন্দ্র, রুদ্র, আদিত্য প্রভৃতি যে সকল দেবতার পূজা প্রচলিত আছে, সে সকল দেবতাও বাসুদেব ব্যতীত আর কিছুই নহেন। তাদৃশ দেবতার শরণাগত হইয়া, কামনা-পরায়ণ জনগণ যাতায়াত রূপ অশ্রেয়স্কর ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন মাত্র। যাঁহারা, অন্য দেবতার পূজা না করিয়া, একান্ত মনে শ্রীভগবানের সম্যক্ উপাসনা করেন, তাঁহারাই চরমে মোক্ষরূপ পরম ফল লাভ করিয়া থাকেন। কিন্তু যাঁহারা একান্ত মনে ইন্দ্রাদি অন্য দেবতার পূজা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের সে পূজাও কখনই নিষ্ফল হয় না। সে পূজা ফলতঃ অবিধি-সহকৃত ভগবৎ-পূজা রূপেই পর্য্যবসিত হয়; ইহাই এই শ্লোকের প্রতিপাদ্য। যাঁহারা শ্রদ্ধা-সহকারে, আস্তিক্য বুদ্ধি যুক্ত হইয়া, জ্যোতিষ্টোমাদি ক্রিয়া অবলম্বনে, ইন্দ্রাদি দেবতার যজন করেন, তাঁহারাও আমার ভক্তরূপে পরিগণিত হইবার যোগ্য; কারণ আমিই তাঁহাদের পূজিত সেই সেই দেবতা রূপে অবস্থিত সন্দেহ নাই; সুতরাং তত্তদ্দেবতা পূজা দ্বারা প্রকারান্তরে আমারই পূজা সংসিদ্ধ হইতেছে। কিন্তু তাঁহাদিগের সেই পূজা গৌণরূপে ভগবৎ-পূজা হইলেও, বস্তুতঃ তাহা অবিধি-পূর্ব্বক, অর্থাৎ অজ্ঞান-সহকারে অনুষ্ঠিত হইতেছে। কেন না আমি সর্ব্বাত্মা এ কথা না বুঝিয়া, তাঁহারা ইন্দ্রাদিকে মদ্ভিন্ন দেবতাজ্ঞানে পূজা করিতেছেন। ইহা তাঁহাদের নিরতিশয় অজ্ঞতার পরিচায়ক। ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ প্রভৃতি যে কিছু সকলই আমি। এই সাধারণ জ্ঞান যাঁহাদের নাই, তাঁহারা অজ্ঞান সন্দেহ নাই। অতএব অজ্ঞানগণের দেবতান্তরের পূজা অবিধি পূর্ব্বক অনুষ্ঠিত হইতেছে বলিতে হইবে। যে বিধির অনুসরণ করিলে যাতায়াত রূপ অশুভ ফল নিবারিত হয়, তাহাই সুবিধি; তাহার অনুসরণ না করিলেই অবিধি হইল ॥ ২৩ ॥

অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।
ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে ॥ ২৪ ॥

অন্বয়।—হি (যতঃ) সর্ব্বযজ্ঞানাম্ (শ্রুতি-স্মৃতি-বিহিতানাম্) অহম্ এব ভোক্তা (তত্তৎযজ্ঞ-সমর্পিত-দ্রব্যোপভোগকর্ত্তা) প্রভু-

(ফলদাতা) চ তে (অন্যদেবযাজিনঃ) তু (কিন্তু) মাম্ তত্ত্বেন (যথাবৎ) ন অভিজানন্তি (সম্যগ্রূপেণ উপলভন্তি) অতঃ (ভগবৎ-স্বরূপাপরিজ্ঞানরূপাৎ কারণাৎ) চ্যবন্তি (পুনরাবর্ত্তন্তে) ॥ ২৪ ॥

প্রতিশব্দ।—যে-হেতু সকল-যজ্ঞের আমি-ই ভোক্তা এবং স্বামী তাঁহারা কিন্তু আমাকে স্বরূপ-ভাবে না জানেন এই-হেতু পুনরাবর্ত্তিত-হন ॥ ২৪.॥

ব্যাখ্যা।—আমি সর্ব্বপ্রকার যজ্ঞের উপভোগকারী এবং ফলবিধায়ক স্বামী ; অন্য দেব যাজিগণ, আমার এই ভাবের সম্যগপরিজ্ঞান হেতু, পুনরাবর্ত্তিত হইয়া থাকেন ॥ ২৪ ॥

শঙ্করাচার্য্য। কস্মাত্তেঽবিধিপূর্ব্বকং যজন্তে ? ইত্যুচ্যতে যস্মাৎ অহমিতি। অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং শ্রৌতানাং স্মার্ত্তানাঞ্চ সর্ব্বেষাং যজ্ঞানাং দেবাত্মত্বেন ভোক্তা চ প্রভুরেব চ মৎস্বামিকো হি যজ্ঞোঽধিযজ্ঞোঽহমেবাত্রেতি চোক্তম্, তথা ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেন যথাবদতশ্চাবিধিপূর্ব্বকমিষ্ট্বা যাগফলাৎ চ্যবন্তি তে ॥ ২৪ ॥

আনন্দগিরি।—নহু বস্বাদিত্যেন্দ্রাদিজ্ঞানপূর্ব্বকমেব তদ্ভক্তাস্তদ্যাজিনো ভবন্তীতি। কথমবিধিপূর্ব্বকং তেষাং যজনমিতি শঙ্কতে কস্মাদিতি। দেবতান্তরযাজিনাং যজনমবিধিপূর্ব্বকমিত্যত্র হেত্বর্থত্বেন শ্লোকদ্বয়মুত্থাপয়তি উচ্যত ইতি। সর্ব্বেষাং দ্বিবিধানাং যজ্ঞানাং বস্বাদিদেবতাত্বেনাঽমেব ভোক্তা. স্বেনান্তর্যামিরূপেণ প্রভুশ্চাহমেবতি প্রসিদ্ধমেতদিতি হিশব্দঃ। প্রভুরেব চেত্যুক্তং বিবৃণোতি মৎস্বামিকোঽীতি। তত্র পূর্ব্বাধ্যায়গতবাক্যং প্রমাণয়তি অধিযজ্ঞোঽহমিতি। তথাপি দেবতান্তরযাজিনাং যজনমবিধিপূর্ব্বকমিতিকুতঃ সিদ্ধং তত্রাহ তথা ইতি। মমৈব যজ্ঞেষু ভোক্তৃত্বে প্রভুত্বে চ সতীতিযাবৎ। তয়োর্ভক্তৃপ্রভ্বোর্ভাবস্তত্ত্বং তেন ভোক্তৃত্বেন প্রভুত্বেন চ মাং যথাবদ্যতো ন জানন্তি অতো ভোক্তৃত্বাদিনা মমাজ্ঞানান্ময়ি অনর্পিতকর্ম্মাণশ্চাবর্ত্তন্তে কর্ম্মফলাদিত্যাহ অতশ্চেতি ॥ ২৪ ॥

রামানুজ।—অতস্ত্রৈবিদ্যা ইন্দ্রাদিশরীরস্থ পরমপুরুষস্যারাধনান্যেতানি কর্ম্মাণি আরাধ্যশ্চ স এবেতি নজানন্তি তে চ পরিমিতফলভাগিনশ্চ্যবনস্বভাবাশ্চ ভবন্তি, তদাহ অহং হীতি। প্রভুস্তত্র তত্র ফলপ্রদাতা চাহমেবেত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

হনুমান্।— অহমিতি। অহং দেবঃ সর্ব্বেষাং যজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুঃ স্বয়মেব চ ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেন পরমার্থতঃ অতঃ কারণাৎ চ্যবন্তি চ্যবন্তে ফলাদ্ভ্রশ্যন্তি তে যজিতাঃ ॥ ২৪ ॥

শ্রীধর।—এতদেব বিবৃণোতি অহমিতি। সর্ব্বেষাং যজ্ঞানাং তত্তদ্দেবতারূপেণাহমেব ভোক্তা, প্রভুশ্চ, স্বামী, ফলদাতাপ্যহমেবেত্যর্থঃ, এবংভূতং মাং তে তত্ত্বেন

যথাবন্নাভিজানন্তি অতশ্চ্যবন্তি প্রচ্যবন্তে পুনরাবর্ত্তন্তে, যে তু সর্ব্বদেবতাসু মামন্তর্যামিনং পশ্যন্তো যজন্তি তে তু নাবর্ত্তন্তে॥ ২৪ ॥

বলদেব।—অবিধিপূর্ব্বকতাং দর্শয়ত্যহং হীতি। অহমেবেন্দ্রাদিরূপেণ সর্ব্বেষাং যজ্ঞানাং ভোক্তা, প্রভুঃ স্বামী পালকঃ ফলদশ্চেত্যেবং তত্ত্বেন মাং নাভিজানন্তি, অতস্তে চ্যবন্তি সংসরন্তি ॥ ২৪ ॥

মধুসূদন।—অবিধিপূর্ব্বকত্বং বিবৃণ্বন্ ফলপ্রচ্যুতিমমীষামাহ অহমিতি। অহং ভগবান্ বাসুদেব এব সর্ব্বেষাং যজ্ঞানাং শ্রৌতানাং স্মার্ত্তানাঞ্চ তত্তদ্দেবতারূপেণ ভোক্তা চ, স্বেনান্তর্যামিরূপেণ অধিযজ্ঞত্বাৎ প্রভুশ্চ ফলদাতা চেতি প্রসিদ্ধমেতৎ, দেবতান্তরযাজিনস্তু মামীদৃশং তত্ত্বেন ভোক্তৃত্বেন প্রভুত্বেন চ ভগবান্ বাসুদেব এব বস্বাদিরূপেণ যজ্ঞানাং ভোক্তা স্বেন রূপেণ চ ফলদাতা ন তু তদন্যোঽস্তি কশ্চিদারাধ্য ইত্যেবং রূপেণ ন জানন্তি, অতো মৎস্বরূপাপরিজ্ঞানাৎ মহতায়াসেনেষ্ট্বাপি ময্যনর্পিতকর্ম্মাণস্তত্তদ্দেবলোকং ধূমাদিমার্গেন গত্বা তদ্ভোগান্তে চ্যবন্তি প্রচ্যবন্তে, তত্তদ্ভোগজনককর্ম্মক্ষয়াত্তত্তদ্দেহাদিবিযুক্তাঃ পুনর্দ্দেহগ্রহণায় মনুষ্যলোকং প্রত্যাবর্ত্তন্তে। যে তু তত্তদ্দেবতাসু ভগবন্তমেব সর্ব্বান্তর্যামিনং পশ্যন্তো যজন্তে তে ভগবদর্পিতকর্ম্মাণস্তদ্বিদ্যাসহিতকর্ম্মবশাদর্চ্চিরাদিমার্গেণ ব্রহ্মলোকং গত্বা তত্রোৎপন্নসম্যগ্দর্শনাস্তদ্ভোগান্তে মুচ্যন্ত ইতি বিবেকঃ ॥ ২৪ ॥

নীলকণ্ঠ।—হি যতঃ সর্ব্বযজ্ঞানামহমেব সর্ব্বদেবতারূপেণ ভোক্তা, প্রভুঃ, ফলদাতা চ, এবং সতি তে মাং প্রত্যগভিন্নং তত্ত্বেন যথাতথ্যেন ন জানন্তি, অতশ্চবন্তি নিষ্ঠামলব্ধা সংসার-গর্ত্তে পতন্তি ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ।—অবিধিপূর্ব্বকত্বমেবাহ অহমিতি। দেবতান্তররূপেণাহমেব ভোক্তা, প্রভুঃ স্বামী ফলদাতা চাহমেবেতি। মাস্তু তত্ত্বেন ন জানন্তি, যথা সূর্য্যস্যাহমুপাসকঃ সূর্য্য এব ময়ি প্রসীদতু, সূর্য্য এব মদভীষ্টং ফলং দদাতু, সূর্য্য এব পরমেশ্বরঃ, ইতি তেষাং বুদ্ধিঃ, ন তু পরমেশ্বরো নারায়ণ এব সূর্য্যঃ, স এব তাদৃশশ্রদ্ধোৎপাদকঃ, স এব মহ্যং সূর্য্যোপাসনাফলপ্রদ ইতি বুদ্ধিরতস্তত্ত্বতো মদভিজ্ঞানাভাবাত্তে চ্যবন্তে, ভগবান্নারায়ণ এব সূর্য্যাদিরূপেণারাধ্যতে ইতি ভাবনয়া বিশ্বতোমুখং মামুপাসীনাস্তু মুচ্যন্ত এব। তস্মান্মদ্বিভূতিষু সূর্য্যাদিষু পূজা মদ্বিভূতিজ্ঞানপূর্ব্বিকৈব কর্ত্তব্যা, নত্বন্যথেতি দ্যোতিতম্ ॥ ২৪ ॥

তাৎপর্য্য।—পূর্ব্বশ্লোকে কথিত হইয়াছে, যাঁহারা অন্য দেবতার ভজনা করেন, তাঁহারাও প্রকৃত প্রস্তাবে শ্রীভগবানেরই ভজনা করিয়া থাকেন; কিন্তু সে ভজনা অবিধি পূর্ব্বক অনুষ্ঠিত। তাদৃশ অবিধিপূর্ব্বক ভগবদ্ভজনের পরিণাম ফল কিরূপ হইয়া থাকে, তাহাই বর্ত্তমান শ্লোকে বিবৃত হইতেছে। শ্রুতি এবং স্মৃতি শাস্ত্রে যত প্রকার যজ্ঞাদি ক্রিয়ার বিধান আছে, আমি ভগবান্ বাসুদেব তৎসমস্ত যজ্ঞের লক্ষিত দেবতা রূপে

অধিষ্ঠিত; এবং তত্তৎ যজ্ঞে যে সকল বিভিন্ন দেবতার উদ্দেশে আজ্য, সোম প্রভৃতি প্রদত্ত হইয়া থাকে, আমিই তত্তাবতের ভোক্তা। আমি, অন্তর্যামিরূপে যাজ্ঞিকের অভিলাষ পরিজ্ঞাত হইয়া, তাঁহাকে যথোচিত ফল প্রদান করিয়া থাকি। সুতরাং আমিই যজ্ঞ সমূহের প্রভু অর্থাৎ স্বামী। যাঁহারা অন্য দেবতার উপাসক, অর্থাৎ যাঁহারা যজ্ঞাদি কর্ম্ম দ্বারা ইন্দ্র-রুদ্রাদি দেবতান্তরের প্রসন্নতা সাধনের প্রয়াসী, ভগবান্ বাসুদেব স্বরূপ আমিই যে সর্ব্ব যজ্ঞে ভোক্তৃ-ভাবে এবং প্রভু-ভাবে অবস্থিত, ইহা তাঁহারা জানেন না। কোন ভজনাই যে শ্রীভগবদ্-ব্যতিরিক্ত অন্য কিছুতেই পর্য্যবসিত হয় না, এই জ্ঞান তাঁহাদিগের নাই। এইরূপ মৎস্বরূপের অপরিজ্ঞান হেতু, সেই তত্ত্ব-দৃষ্টি-বিরহিত অন্য দেব-যাজিগণকে বারংবার পুনরাবর্ত্তিত হইতে হয়। তাঁহারা পূর্ব্ব কথিত প্রণালী-ক্রমে (৮ম অধ্যায় ২৫ শ্লোক), ধূমাদি মার্গ অবলম্বন পূর্ব্বক দেব-লোকে গমন করেন এবং তত্রত্য ভোগ সমূহ উপভুক্ত হইলে, ভোগ-জনক কর্ম্মের ক্ষয় হেতু, পুনরায় মানবদেহ ধারণ করিবার নিমিত্ত, মর্ত্ত্যলোকে আবর্ত্তিত হইয়া থাকেন। কিন্তু যাঁহারা যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান কালেও, তত্তৎ ক্রিয়ার লক্ষিত দেবতা ভগবান্ বাসুদেব ভিন্ন অন্য কেহই নহেন বলিয়া জ্ঞান করেন, এবং যাঁহারা তত্তাবৎ-ক্রিয়ায় সর্ব্বান্তর্যামী, সর্ব্ব-ফল-বিধাতা শ্রীভগবানেরই অধিষ্ঠান দর্শন করেন, তাদৃশ ভগবদর্পিত-কর্ম্ম মহাত্মগণ অর্চ্চিরাদি মার্গ (৮ম অধ্যায় ২৪ শ্লোক) অবলম্বনে ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া সম্যগ্-দর্শন-সম্পন্ন হইয়া থাকেন এবং ক্রমশঃ মুক্তিলাভ করেন।

যাঁহারা অবিধি-পূর্ব্বক ভগবদ্ভজন করিয়া থাকেন, তাঁহারা যে যে দেবতার উপাসনা করেন সেই সেই দেবতাকেই পরমেশ্বর বলিয়া জ্ঞান করেন; এইরূপে তাঁহারা যখন সূর্য্যের উপাসনা করেন, তখন সূর্য্যকেই সর্ব্ব-ফল-বিধাতা মনে করিয়া, তাঁহারই নিকট অভীষ্ট ফলের কামনা করিয়া থাকেন। সূর্য্যকেই পরমেশ্বর জ্ঞান করেন বলিয়াই, তাঁহাদিগের এইরূপ ভ্রমের উদ্ভব হইয়া থাকে। সূর্য্য পরমেশ্বর নহেন, পরমেশ্বরই সূর্য্য এবং সেই পরমেশ্বরই উপাসককে সূর্য্যোপাসনা-জনিত অভীষ্ট ফল প্রদানে কৃতার্থ করিবেন; এইরূপ মদভিজ্ঞান-রূপ তত্ত্ব-জ্ঞানের অভাব হেতু, তাদৃশ উপাসকগণ পুনরাবর্ত্তিত হইয়া থাকেন। কিন্তু যাঁহারা সূর্য্যাদি রূপে বিশ্বতোমুখ ভগবানেরই আরাধনা করিতেছেন, ইহাই নিশ্চিত রূপে জানেন, তাঁহারা মুক্ত হইয়া থাকেন। সকলই শ্রীভগবানের

বিভূতি; এইরূপ জ্ঞান-সহকারে সূর্য্যাদি তদ্বিভূতি সমূহের উপাসনা করা আবশ্যক। তত্তদ্বিভূতিকে পরমেশ্বর জ্ঞান করা কখনই বিধেয় নহে, ইহাই এই শ্লোকে দ্যোতিত হইল ॥ ২৪ ॥

* * *

যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৄন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্ ॥২৫॥

অন্বয়।—দেবব্রতাঃ (যজ্ঞপরায়ণাঃ) দেবান্ (দেবলোকান্) যান্তি (প্রাপ্নুবন্তি) পিতৃব্রতাঃ (শ্রাদ্ধাদি-ক্রিয়া-পরায়ণাঃ) পিতৄন্ (পিতৃলোকান্) যান্তি ভূত-ইজ্যাঃ (ভূতেষু পূজা যেষাং তে) ভূতানি (ভূতলোকান্) যান্তি মদ্‌যাজিনঃ (বৈষ্ণবাঃ) অপি মাম্ যান্তি ॥ ২৫ ॥

প্রতিশব্দ।—দেব-পূজা-পরায়ন-গণ দেব-লোক প্রাপ্ত-হন পিতৃগণের-পূজা-পরায়ণ-গণ পিতৃলোক প্রাপ্ত-হন। ভূত-পূজা-পরায়ণগণ ভূতলোক প্রাপ্ত-হন আমার পূজা-পরায়ণগণ-ও আমাকে প্রাপ্ত-হন ॥ ২৫ ॥

ব্যাখ্যা।—যাঁহারা দেবোপাসনা-পরায়ণ তাঁহারা দেব-লোক প্রাপ্ত হন, যাঁহারা শ্রাদ্ধাদি-সহকারে পিতৃ-পূজা-পরায়ণ, তাঁহারা পিতৃ-লোক প্রাপ্ত হন, যাঁহারা ভূতাদির পূজা-পরায়ণ তাঁহারা ভূত লোক প্রাপ্ত হন এবং যাঁহারা আমার পূজা-পরায়ণ তাঁহারা আমাকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ২৫ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তিমন্তেনাবিধিপূর্ব্বকং যজন্তে তেষামপি যাগফলমবশ্যম্ভাবিকং কথম্? যান্তীতি। যান্তি গচ্ছন্তি দেবব্রতা দেবেষু, ব্রতং নিয়মো ভক্তিশ্চ যেষাং তে দেবব্রতা দেরান্ যান্তি, পিতৄনগ্নিষ্বাত্তাদীন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ শ্রাদ্ধাদিক্রিয়াপরাঃ পিতৃভক্তাঃ, ভূতানি বিনায়কমাতৃগণচতুর্ভগিন্যাদীনি যান্তি ভূতেজ্যা ভূতানাং পূজকাঃ, মদ্‌যাজিনো মদ্‌যজনশীলা বৈষ্ণবাঃ মামেব যান্তি, সমানেঽপ্যায়াসে মামেব ন ভজন্তেঽজ্ঞানাত্তেন তেঽল্পফলভাজো ভবন্তীত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

আনন্দগিরি।—যদ্যন্যদেবতাভক্তা ভগবত্তত্ত্বাজ্ঞানাৎ কর্ম্মফলাচ্চ্যবন্তে তর্হি তেষাং

দেবতাযজনমকিঞ্চিৎকরমিত্যাশঙ্ক্যাহ যেঽপীতি। দেবতান্তরযাজিনামনাবৃত্তিফলাভাবেঽপি তত্তদ্দেবতাযাগানুরূপফলপ্রাপ্তিধ্রৌব্যান্ন তদকিঞ্চিৎকরমিত্যর্থঃ। দেবতান্তরযাজিনামাবশ্যকং তৎফলমাশঙ্কাপূর্ব্বকমুদাহরতি কথমিত্যাদিনা। নিয়মো বল্যুপহারপ্রদক্ষিণপ্রহ্বীভাবাদিরিত্যর্থঃ। দেবতান্তরারাধনস্যান্তবৎফলমুক্ত্বা ভগবদারাধনস্যানন্তফলত্বমাহ যান্তীতি। ভগবদারাধনস্যানন্তফলত্বে দেবতান্তরারাধনং ত্যক্ত্বা ভগবদারাধনমেব যুক্তমায়াসসাম্যাৎ ফলাতিরেকাচ্চেত্যাশঙ্ক্যাহ সমানেঽপীতি। অজ্ঞানাধীনত্বেন দেবতান্তরারাধনবতাং ফলতো ন্যূনতাং দর্শয়তি তেনেতি ॥ ২৫ ॥

রামানুজ।—অহো ! মহদিদং বৈচিত্র্যম্, যদেকস্মিন্নেব কর্ম্মণি বর্ত্তমানাঃ সঙ্কল্পমাত্রভেদেন কেচিদত্যল্পফলভাগিনশ্চ্যবনস্বভাবাশ্চ ভবন্তি, কেচনানবধিকাতিশয়ানন্দপরমপুরুষপ্রাপ্তিরূপফলভাগিনোঽপুনরাবর্ত্তিনশ্চ ভবন্তীত্যাহ যান্তীতি। ব্রতশব্দঃ সংকল্পবাচী, দেবব্রতাঃ দর্শপৌর্ণমাসাদিভিঃ কর্ম্মভিরিন্দ্রাদীন্ যজাম ইতি সঙ্কল্প্য ইন্দ্রাদিযজনসঙ্কল্পাঃ যে তে ইন্দ্রাদিদেবান্ যান্তি, যে চ পিতৃযজ্ঞাদিভিঃ পিতৃন্ যজাম ইতি পিতৃযজনসংকল্পাস্তে পিতৃন্ যান্তি, যে চ যক্ষপিশাচাদীনি ভূতানি যজাম ইতি ভূতযজনসঙ্কল্পাস্তে ভূতানি যান্তি, যে তু তৈরেব যজ্ঞৈঃ দেবপিতৃভূতং শরীরকং পরমাত্মানং ভগবন্তং বাসুদেবং যজাম ইতি মাং যজন্তে তে মদ্‌যাজিনো মামেব যান্তি। দেবাদিব্রতা দেবাদীন্ প্রাপ্য তৈঃ সহ পরিমিতং ভোগং ভুক্ত্বা তেষাং বিনাশকালে তৈঃ সহ বিনষ্টা ভবন্তি। মদ্‌যাজিনস্তু মামনাদিনিধনং সর্ব্বজ্ঞং সত্যসঙ্কল্পং অনবধিকাতিশয়াসংখ্যেয়কল্যাণগুণগণমহোদধিমনবধিকাতিশয়ানন্দং প্রাপ্য ন পুনর্নিবর্ত্তন্ত ইত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

হনুমান্।—দেবেষু ব্রতং যেষাং তে দেবব্রতাঃ দেবান্ যান্তীতি প্রকৃতেন সম্বন্ধঃ, পিতৃনগ্নিষ্ঠাদিবর্হিষদাদীন্ পিতৃব্রতাঃ পিতৃষু ব্রতং যজ্ঞো যেষাং তে পিতৃব্রতাঃ যান্তি, ভূতানি ভূতলোকপ্রভৃতিং যান্তি ভূতেষ্বিজ্যা যেষাং তে ভূতেজ্যাঃ, মদ্‌যাজিনঃ মাং পরমেশ্বরং যষ্টুং শীলং যেষাং তে মদ্‌যাজিনস্তেঽপি মাং যান্তীতি সম্বন্ধঃ ॥ ২৫ ॥

শ্রীধর।—তদেবোপপাদয়তি যান্তীতি। দেবেষ্বিন্দ্রাদিষু ব্রতং নিয়মো যেষাং তে বেদব্রতা দেবান্ যান্তি অতঃ পুনরাবর্ত্তন্তে, পিতৃষু ব্রতং যেষাং শ্রাদ্ধাদিক্রিয়াপরাণাং তে পিতৃন্ যান্তি, ভূতেষু বিনায়কমাতৃগণাদিষু ইজ্যা পূজা যেষাং তে ভূতেজ্যা ভূতানি যান্তি, মাং যষ্টুং শীলং যেষাং তে মদ্‌যাজিনস্তে তু মামক্ষয়ং পরমানন্দস্বরূপং যান্তি ॥ ২৫॥

বলদেব।—বস্তুতো মম তত্তদ্দেবতাদিরূপতয়া স্থিতত্বেঽপি তদ্রূপতয়া মজ্জ্ঞানাভাবাদেব তে মাং নাপ্নুবন্তীত্যাহ যান্তীতি। অত্রাদ্যপর্য্যায়ে যো ব্রতশব্দঃ পূজাভিধায়ী পরত্রেজ্যাশব্দাৎ, দেবব্রতাঃ দেবপূজকাঃ সাত্ত্বিকদর্শপৌর্ণমাস্যাদিকর্ম্মভিরিন্দ্রাদীন্ যজন্তস্তানেব যান্তি। পিতৃব্রতা রাজসাঃ শ্রাদ্ধাদিকর্ম্মভিঃ পিতৃন্ যজন্তস্তানেব যান্তি। ভূতেজ্যাস্তামসাস্তত্তদ্বলিভির্যক্ষরক্ষোবিনায়কান্ পূজয়ন্তস্তান্যেব ভূতানি যান্তি। মদ্‌যাজিনস্তু নির্গুণাঃ স্থূলৈর্দ্রব্যৈর্মামর্চ্চয়ন্তো মামেব যান্তি। অপিরবধারণে। অয়মর্থঃ—ইন্দ্রাদীনাং বয়মুপাস-

কাস্ত এবাস্মাকমীশ্বরাঃ পূজাভিঃ প্রসীদন্তঃ ফলান্যভীষ্টানি দদ্যুরিতি মদন্যদেবসেবকানাং ভাবনা, সর্ব্বশক্তিঃ সর্ব্বেশ্বরো বাসুদেবস্তদ্দেবতাদিরূপেণাবস্থিতোঽস্মৎস্বামী স্থূলভোপচারৈঃ কর্ম্মভিরারাধিতঃ সর্ব্বাণ্যস্মদভীষ্টানি দদ্যাদিতি মৎসেবকানাং ভাবনা। ততশ্চ সমানাস্বেব কর্ম্মাণ্যনুতিষ্ঠন্তোঽপি দেবাদিসেবিনো মদ্ভাবনাবৈধুর্য্যাত্তান্নিজেষ্টানেবাচিরায়ুষোঽল্পবিভূতিমাসাদ্য তৈঃ সহ পরিমিতান্ ভোগান্ ভুক্ত্বা তদ্বিনাশে বিনশ্যন্তি। মৎসেবিনস্তু মামনাদিনিধনং সত্যসঙ্কল্পমনন্তবিভূতিং বিজ্ঞানানন্দময়ং ভক্তবৎসলং সর্ব্বেশ্বরং প্রাপ্য মত্তঃ পুনর্ন নিবর্ত্তন্তে। ময়া সাকমনন্তানি সুখানি অনুভবন্তে মদ্ধাম্নি দিব্যে বিলসন্তীতি ॥ ২৫ ॥

মধুসূদন।—দেবতান্তরযাজিনামনাবৃত্তিফলাভাবেঽপি তত্তদ্দেবতাযাগানুরূপক্ষুদ্রফলাবাপ্তিঃ ধ্রুবেতি বদন্ ভগবদ্যাজিনাং তেভ্যো বৈলক্ষণ্যমাহ যান্তীতি। অবিধিপূর্ব্বকযাজিনো হি ত্রিবিধা অন্তঃকরণোপাধিগুণত্রয়ভেদাৎ, তত্র সাত্ত্বিকা দেবব্রতাঃ দেবা বসুরুদ্রাদিত্যাদয়স্তৎসম্বন্ধিব্রতং বল্যুপহারপ্রদক্ষিণপ্রহ্বীভাবাদিরূপঃ পূজনং যেষাং তে, তানেব দেবান্ যান্তি "তং যথা যথোপাসতে তদেব ভবতি" ইতি শ্রুতেঃ। রাজসাস্তু পিতৃব্রতাঃ শ্রাদ্ধাদিক্রিয়াভিরগ্নিষ্বাত্তাদীনাং পিতৃণামারাধকাস্তানেব পিতৃন্ যান্তি, তথা তামসা ভূতেজ্যা যক্ষরক্ষোবিনায়কমাতৃগণাদীনাং ভূতানাং পূজকাস্তান্যেব ভূতানি যান্তি। (অত্র দেবপিতৃভূতশব্দানাং তৎসম্বন্ধিলক্ষণয়োষ্ট্রমুখন্যায়েন সমাসঃ, মধ্যপদলোপিসমাসানঙ্গীকারাৎ প্রকৃতিবিকৃতিভাবাভাবেন চ তাদর্থ্যচতুর্থীসমাসাযোগাৎ)। অন্তে চ পূজাবাচীজ্যাশব্দপ্রয়োগাৎ পূর্ব্বপর্য্যায়দ্বয়েঽপি ব্রতশব্দঃ পূজাপর এব, এবং দেবতান্তরারাধনস্য তত্তদ্দেবতারূপত্বমন্তবৎফলমুক্ত্বা ভগবদ্রূপত্বমনন্তং ফলমাহ, মাং ভগবন্তং যষ্টুং পূজয়িতুং শীলং যেষাং তে মদ্যাজিনঃ সর্ব্বাসু দেবতাসু ভগবদ্ভাবদর্শিনো ভগবদারাধনপরায়ণা মাং ভগবন্তমেব যান্তি, সমানেঽপ্যভ্যাসে ভগবন্তমন্তর্যামিনমনন্তফলদমনারাধ্য দেবতান্তরমারাধ্যান্তবৎফলং যান্তীত্যহো! দুর্দ্দৈববৈভবমজ্ঞানামিত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ২৫ ॥

নীলকণ্ঠ।—সর্ব্বে ভক্তা যথা ভজনং প্রাপ্নুবন্তি স্বারাধ্যসান্নিধ্যমিত্যাহ যান্তীতি। ভূতার্থমিজ্যা যেষাং তে ভূতেজ্যাঃ ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ।—নন্বু চ তত্তদ্দেবতাপূজাপদ্ধতৌ যো যো বিধিরুক্তস্তেনৈব বিধিনা সা সা দেবতা পূজ্যত এব, যথা বিষ্ণুপূজাপদ্ধতৌ য এব বিধিস্তেনৈব বৈষ্ণবা বিষ্ণুং পূজয়ন্ত্যতঃ দেবতান্তরভক্তানাং কো দোষঃ ইতি চেৎ? সত্যং, তর্হি তাং তাং দেবতাং তদ্ভক্তাঃ প্রাপ্নুবন্ত্যেব ইত্যয়ং ন্যায় এব ইত্যাহ যান্তীতি। তেন তত্তদ্দেবতানামপি নশ্বরত্বাৎ তত্তদ্দেবতাভক্তাঃ কথমনশ্বরা ভবন্তু? "অহন্ত্বনশ্বরো নিত্যো মদ্ভক্তা অপ্যনশ্বরাঃ" নিত্যা এবেতি দ্যোতিতম্। "ভবানেকঃ শিষ্যতে শেষসংজ্ঞঃ" ইতি। "একো নারায়ণ এবাসীন্ন ব্রহ্মা ন চ শঙ্করঃ" ইতি। "পরার্দ্ধান্তে সোঽবুধ্যত গোপরূপো মে পুরস্তাদাবির্বভূব" ইতি। "ন চ্যবন্তে চ মদ্ভক্তা মহত্যাং প্রলয়াদপি" ইত্যাদি শ্রুতিভ্যঃ ॥ ২৫ ॥

তাৎপর্য্য।—যাঁহারা অন্য দেতার উপাসনা করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের তত্তদ্দেবতা ভজন-জনিত নিশ্চিতই অতি সামান্য ফল-প্রাপ্তি সংঘটিত হইয়া থাকে। প্রত্যুত তাঁহারা অবিধিপূর্ব্বক অন্য দেবতার ভজনা করিলেও তাঁহাদিগের ক্রিয়া-ফল অবশ্যম্ভাবী। যাঁহারা অবিধি পূর্ব্বক অন্য দেবতার উপাসনা-পরায়ণ তাঁহারা সাত্তিক, রাজসিক ও তামসিক এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। এতন্মধ্যে যাঁহারা সাত্ত্বিক, তাঁহারাই দেবব্রত, অর্থাৎ বসু, রুদ্র, আদিত্য, ইন্দ্রাদি * দেবতা-পরায়ণ। তাহারা বলি, নৈবেদ্যাদি উপচার-

---

* ইন্দ্র।—বেদ ও পুরাণোক্ত অতি প্রসিদ্ধ দেবতা। ইনি বহুনামে পরিচিত। তদ্ যথা;—"ইন্দ্রো মরুত্বান্ মঘবা বিড়োজাঃ পাকশাসনঃ॥ বৃদ্ধশ্রবাঃ সুনাসীরঃ পুরুহূতঃ পুরন্দরঃ। জিষ্ণুর্লেখর্ষভঃ শক্রঃ শতমন্যু র্দিবস্পতিঃ॥ সুত্রামা গোত্রভিদ্ বজ্রী বাসবো বৃত্রহা বৃষা। বাস্তোষ্পতিঃ সুরপতির্বলারাতিঃ শচীপতিঃ॥ জম্ভভেদী হরিহয়ঃ স্বারান্নমুচিসূদনঃ। সংক্রন্দনো দুশ্চ্যবনস্তুরাষান্মেঘবাহনঃ॥ আখণ্ডলঃ সহস্রাক্ষ ঋভুক্ষাস্তস্য তু প্রিয়া। পুলোমজা শচীন্দ্রানী নগরী ত্বমরাবতী॥ হয় উচ্চৈঃশ্রবাঃ সূতো মাতলির্নন্দনং বনম্। স্যাৎ প্রাসাদো বৈজয়ন্তো জয়ন্তঃ পাকশাসনিঃ॥ ঐরাবতোঽভ্রমাতঙ্গৈ রাবণাভ্রমুবল্লভাঃ। হ্রাদিনী বজ্রমস্ত্রী স্যাৎ কুলিশং ভিদুরং পবিঃ॥ শতকোটিঃ স্বরুঃ শম্বো দম্ভোলিরশনির্দ্বয়োঃ। ব্যোমযানং বিমানোঽস্ত্রী" অর্থাৎ ইন্দ্রের নাম,—ইন্দ্র, মরুত্বৎ, মঘবৎ, বিড়োজস্, পাকশাসন, বৃদ্ধশ্রবস্, সুনাসীর, পুরুহূত, পুরন্দর, জিষ্ণু, লেখর্ষভ, শক্র, শতমন্যু, দিবস্পতি, সূত্রামন্, গোত্রভিদ্, বজ্রিন্, বাসব, বৃত্রহন্, বৃষন্, বাস্তোষ্পতি, সুরপতি, বলারাতি, শচীপতি, জম্ভভেদিন্, হরিহয়, স্বারাজ্, নমুচিসূদন,সংক্রন্দন, দুশ্চ্যবন, তুরাসাহ্, মেঘবাহন, আখণ্ডল, সহস্রাক্ষ. ঋভুক্ষিন্.। ইন্দ্রপ্রিয়া শচীর নাম,—পুলোমজা, শচী, ইন্দ্রানী। ইন্দ্র-নগরীর নাম,—অমরাবতী। ইন্দ্রের ঘোটকের নাম,—উচ্চৈঃশ্রবা। ইন্দ্রসারথির নাম,—মাতলি। ইন্দ্রবনের নাম,—নন্দন। ইন্দ্র-প্রাসাদের নাম,—বৈজয়ন্ত। ইন্দ্রপুত্রের নাম,—জয়ন্ত, পাকশাসনি। ইন্দ্রহস্তীর নাম,—ঐরাবত অভ্রমাতঙ্গ ঐরাবণ, অভ্রমুবল্লভ। ইন্দ্রবজ্রের নাম,—হ্রাদিনী, বজ্র, কুলিশ, ভিদুর, পবি, শতকোটি, স্বরু, শম্ব, দম্ভোলি, অশনি এবং ইন্দ্ররথের নাম,—ব্যোমযান ও বিমান। (অমর-কোষ, স্বর্গবর্গঃ)

প্রসিদ্ধ ইন্দ্র দেবতার উৎপত্তি-সম্বন্ধে বেদ ও পুরাণে অনৈক্য পরিদৃষ্ট হয়। বেদ বলেন, তিনি একাষ্টকার গর্ভে নিষ্টিগ্রীর ঔরসজাত পুত্র। পুরাণ বলেন, তিনি অদিতির গর্ভে কশ্যপের ঔরসজাত। বেদের বহুলাংশ ইন্দ্র দেবতার স্তব.স্তুতি ও আরাধনায় পূর্ণ। অনেক যজ্ঞই তাঁহার উদ্দেশে অনুষ্ঠিত এবং অনেক সোম-প্রভৃতি তাঁহাকেই বৈদিক কালে অর্পিত হইত। তিনি শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা, অমিত বলশালী, শরণাগত-রক্ষক, উপাসকের প্রতি কৃপাবান্, সোম-পানানুরাগী প্রভৃতি নানারূপে কীর্ত্তিত হইয়াছেন। তিনি বজ্র নিক্ষেপের ও বারিবর্ষণের কর্ত্তা। দেবতাদিগের রক্ষক ও রাজা।

দ্বাপরাবসানে শ্রীকৃষ্ণের সহিত ইন্দ্র দেবতার দুইবার গুরুতর বিবাদ হয়। ব্রজবাসিগণ চিরদিন বর্ষে বর্ষে ইন্দ্র পূজা করিতেন। শ্রীকৃষ্ণ স্বকীয় পিতা প্রভৃতিকে, তাদৃশ পূজার আয়োজনোদ্যত দেখিয়া, তাঁহাদিগকে নিরস্ত করিলেন এবং যুক্তিগর্ভ-বাক্যে গো, ব্রাহ্মণ এবং পর্ব্বতাদির পূজার পরামর্শ প্রদান করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শে তাঁহারা ইন্দ্র-পূজা পরিত্যাগ করিলেন। ইহাতে দেবরাজ নিতান্ত কুপিত হইয়া, গোকুলবাসিগণকে প্রপীড়িত করিবার বাসনায়, ভয়ানক জলবর্ষণ আরম্ভ করিলেন। নর, নারী, গো, ও অন্যান্য তাবতেই

সহকারে দেবতা সমূহের পূজানুরক্ত। তাদৃশ দেব-পূজকগণ দেব-লোক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। শ্রুতি বলিয়াছেন, "ত্বং যথা যথোপাসতে ত্বমেব ভজন্তে"। অর্থাৎ 'যে যে ভাবে উপাসনা করে, তাহাই হইয়া থাকে।' যাঁহারা রাজস তাঁহারাই পিতৃব্রত, অর্থাৎ শাস্ত্রবিহিত প্রণালী-ক্রমে অবিচলিত ভাবে শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া দ্বারা পিতৃগণের পূজা-পরতন্ত্র; তাদৃশ উপাসকেরা পিতৃ-লোক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যাঁহারা তামস তাঁহারাই ভূত-পূজা পরায়ণ, অর্থাৎ যক্ষ*,

---

নিরতিশয় উৎপীড়িত হইয়া পড়িল। তখন শ্রীকৃষ্ণ এক হস্ত দ্বারা গোবর্দ্ধন পর্ব্বত উত্তোলিত করিয়া ধরিলেন এবং গোপগণ, তাহার তল-দেশে গোধনাদি সহ আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, বৃষ্টি-জনিত ক্লেশ হইতে অব্যাহতি লাভ করিলেন। সপ্তাহ কাল ভগবান্ নারায়ণ এই রূপে অবিচলিত ও অকাতর ভাবে গিরিধারণ করিয়া রহিলেন। তদনন্তর স্বয়ং দেবরাজ স্বকীয় অধ্যবসায় হইতে বিরত হইয়া বারিবর্ষণ পরিত্যাগ করিলেন এবং স্বকীয় সর্ব্বেশ্বরত্ব রূপ অহঙ্কার ত্যাগ করিয়া, সবিনয়ে শ্রীকৃষ্ণের সমীপাগত হইলেন এবং ভক্তি-পূর্ণ বাক্যে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন (শ্রীমদ্‌ভাগবত, ১০ম স্কন্ধ। ২৪, ২৫ ও ২৭ অধ্যায়। এই গ্রন্থের ১৩৬০ পৃষ্ঠার টিপ্‌নী দ্রষ্টব্য।

আর একবার শ্রীকৃষ্ণ, প্রেয়সী সত্যভামার প্রার্থনায় ইন্দ্রের নন্দন-কাননস্থিত পারিজাত বৃক্ষ চাহিয়াছিলেন। ইন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের এই প্রার্থনা পূরণ করিতে স্বীকৃত না হওয়ায়, উপেন্দ্র সাত্যকী প্রভৃতি যদুবীরগণকে সঙ্গে লইয়া, অমরপুরে গমন পূর্ব্বক ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। ইন্দ্র পরাজিত ও লাঞ্ছিত হইলেন। শিব প্রভৃতির মধ্যস্থতায় বিবাদের অবসান হইলে, ইন্দ্র সাদরে শ্রীকৃষ্ণকে পারিজাত সমর্পণ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাহা দ্বারকায় আনয়ন করিয়া সত্যভামার মন্দির-সম্মুখে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলে, নিয়মিত কালাবসানে, তাহা যথাস্থানে প্রতিপ্রেরিত হইল। (এই ব্যাপার পারিজাতহরণ নামে খ্যাত। (শ্রীমদ্‌ভাগবত, ১ম স্কন্ধ, ৫৯ অধ্যায় এবং এই গ্রন্থের ১৪১৬ পৃষ্ঠার টিপ্‌নী দ্রষ্টব্য)।

বর্ত্তমান কালে ইন্দ্রের বিশেষ কোন পূজা প্রচলিত নাই। ইদানীন্তন কালে দিক্‌পালগণের সঙ্গে একটা গন্ধ পুষ্প মাত্রই তাঁহার উদ্দেশে প্রদত্ত হইয়া থাকে। বেদের বহুলাংশ যাঁহার প্রসন্নতা লাভার্থ প্রযুক্ত, পৌরাণিক কালে যাঁহার প্রভুতার সীমা ছিল না, দ্বাপরের শেষ পর্য্যন্ত যাঁহার প্রীতির নিমিত্ত উৎসব ও যজ্ঞানুষ্ঠান সম্পন্ন হইত, তিনি এক্ষণে এক প্রকার অনাদৃত বলিলেই হয়।

ইন্দ্র দেবতা, নিদেশ-বশবর্ত্তিনী, মন্ত্র-জ্ঞান-সম্পন্না, কুন্তীর আহ্বানে, তাঁহার গর্ভে অর্জ্জুনের উৎপাদন করেন। অর্জ্জুনকে তিনি স্বর্গলোকে লইয়া গিয়াছিলেন এবং তাঁহার অনেক সহায়তা করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে বহুস্থানে সে সকল বৃত্তান্ত কথিত হইয়াছে।

* যক্ষ।—কুবেরের আশ্রিত ধনরক্ষকগণ। ইঁহারা গুহ্যক নামেও পরিচিত। পিশাচ লোকের উর্দ্ধে এবং গন্ধর্ব্বলোকের নিম্নে ইঁহাদের স্থান। যক্ষগণের আকৃতি-সম্বন্ধে ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে নিম্নলিখিত বর্ণনা পরিদৃষ্ট হয়। যথা; "আজগ্মুর্যক্ষনিকরাঃ কুবেরবরকিঙ্করাঃ। শৈলপ্রস্তরকরা অঙ্গনাকারমূর্ত্তয়ঃ॥ বিকৃতাকারবদনাঃ পিঙ্গলাক্ষা মহোদরাঃ। স্ফটিকারক্তবেশাশ্চ দীর্ঘস্কন্ধাশ্চ কেচন॥" (ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, শ্রীকৃষ্ণ জন্ম খণ্ড, ১৭ অধ্যায়)।

রক্ষ*, বিনায়ক,মাতৃগণ প্রভৃতি ভুত সমূহের পূজা-পরতন্ত্র ; তাদৃশ উপাসকেরা ভূত-লোক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। কিন্তু যাঁহারা আমার পূজা-পরায়ণ, অর্থাৎ যাঁহারা সম্যগ্‌দর্শিতা হেতু সকল দেবতাতে ভগবদ্ভাব দর্শন করিয়া, ভগবানের আরাধনা পরতন্ত্র ; তাঁহারা পরমানন্দঘনরূপ আমাকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। শ্রীভগবানের আরাধনা হেতু যে ফলপ্রাপ্তি হইয়া থাকে, তাহা সীমা-শূন্য, ক্ষয়-রহিত এবং অনন্তধারায় প্রবাহিত। কিন্তু দেবতান্তরের পূজন-জনিত যে ফল-প্রাপ্তি হইয়া থাকে, তাহা অতীব সামান্য, ক্ষয়শীল এবং সীমাবদ্ধ। যাঁহারা নিতান্ত হতভাগ্য তাঁহারাই এই পরিদৃশ্যমান পরম সত্য প্রণিধান করিতে অসমর্থ হইয়া, শ্রীভগবৎ-পূজন রূপ পরমপথ-পরিভ্রষ্ট হইয়া থাকেন এবং দেবতান্তরের পূজা রূপ কুপথ অবলম্বন করিয়া, অকিঞ্চিৎকর ফলভাগী হইয়া থাকেন।

যদি বলা যায় যে, অন্য দেবতা-পূজকেরা তত্তৎদেবতা-পূজায় যে যে বিশেষ বিধি নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহারই অনুসরণ-ক্রমে, সেই সেই দেবতার পূজা করিয়া থাকেন ; সুতরাং তাহাতে তাঁহাদের দোষ কি ? ইন্দ্র পূজার যে বিধি, বিষ্ণু পূজার যে বিধি প্রচলিত আছে, তাহারই অনুসারে তাঁহারা সেই সেই দেবতার পূজা সম্পাদন করেন ; সুতরাং তাঁহাদের সেই পূজা অবিধি পূর্ব্বক অনুষ্ঠিত বলিয়া অভিহিত হইতে পারে না। এ কথা সত্য হইলেও, বস্তুতঃ তাঁহাদের সেই পূজা বিধিপূর্ব্বক বলিয়া পরিগৃহীত হইবার অযোগ্য। চরম ফলাফল ধরিয়াই কর্ম্মের বিচার হইয়া থাকে। তাঁহারা শাস্ত্রসঙ্গত বিধি অবলম্বন করিয়া অন্য দেবতার ভজনা করেন বটে, কিন্তু সেই বিধি পরম ফল প্রদানে অসমর্থ; সুতরাং তাহা সুবিধিরূপে পরিগণিত হইবার যোগ্য নহে। উপাসকের যাতায়ত নিবারণ করিয়া পরম মোক্ষ প্রদানে যাহার ক্ষমতা আছে, তাহাই প্রকৃষ্ট বিধি এবং যাঁহারা সেই বিধির অনুগত তাঁহারাই প্রকৃষ্ট উপাসক। অন্য দেবতার উপাসকগণের ফলপ্রাপ্তি হয় না এমন নহে; তাঁহারাও দেবতান্তরের উপাসনা-

---

* রক্ষ।—রাক্ষস শব্দের সহিত সমার্থ। সূর্য্যলোকের অধঃ প্রদেশে ইঁহাদের স্থান। যথা ; "অন্তরীক্ষচরা যে চ ভূতপ্রেত-পিশাচকাঃ। বর্জয়িত্বা রুদ্রগণাংস্তে তত্রৈব চরন্তি হি॥ নোর্দ্ধ্বং বিক্রমণে স্তেষাং সম্ভূত পাপ্মানাম্। অত উর্দ্ধংত্ত বিপ্রেন্দ্র রাক্ষসা যে কৃতৈনসঃ॥ তে তু সূর্য্যাদধঃ সর্ব্বে বিহরন্ত্যূর্দ্ধবর্জ্জিতাঃ॥" (পদ্মপুরাণ, স্বর্গখণ্ড, ১৫ অধ্যায়)।"

জনিত ফলস্বরূপে তত্তদ্দেবলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ইহা অশুভ ফল বলিয়া আপাততঃ মনে না হইলেও, বস্তুতঃ ইহা কদাপি শুভ ফলরূপে পরিগৃহীত হইতে পারে না; উপাস্য-দেব-লোক-প্রাপ্তি-রূপ সেই ফল কখনই চিরস্থায়ী হয় না। অন্য দেবতা-সমূহ নশ্বর, তত্তদ্দেবলোকও নশ্বর। সুতরাং তত্তদ্দেবোপাসকগণ যে নশ্বর-ফলের অধিকারী হইয়া থাকেন, তাহার সন্দেহ নাই। একমাত্র ভগবান্ বাসুদেবই অবিনশ্বর ও নিত্য। তদ্ব্যতিরিক্ত বিশ্বের সকল দেবতা, সকল লোক, স্থাবর-জঙ্গমাদি সকল পদার্থ এবং মনুষ্যাদি যাবতীয় জীব সকলই নশ্বর ও অনিত্য। সুতরাং অন্যদেবোপাসকগণ, বিশেষ-বিধি-সঙ্গত-প্রণালী-ক্রমে অন্য দেবোপাসনা সম্পাদন করিয়া, চরমে তত্তদ্দেবলোক-প্রাপ্তি-রূপ ফললাভ করেন বটে; কিন্তু সে ফলও নশ্বর এবং অচিরস্থায়ী; সুতরাং কখনই পরম ফল নহে। শ্রুতি বলিয়াছেন, "অহস্ত্বনশ্বরো নিত্যো মদ্‌ভক্তা অপ্যনশ্বরাঃ।" "অর্থাৎ আমিই অনশ্বর ও নিত্য, আমার ভক্তেরাও সুতরাং অবিনশ্বর ও নিত্য।" যে সময়ে ব্রহ্ম-শিবাদি কোন দেবতার বিদ্যমানতা থাকে না, সেই বিশ্বেশ্বর শ্রীভগবান্ বাসুদেব তখনও বিদ্যমান থাকেন এবং তিনি যখন ইচ্ছা করেন তখনই অন্য দেবতার উদ্‌ভব হইয়া থাকে। প্রলয় কালে সকলেরই তিরোধান হয়; কিন্তু সেই সনাতন পরম পুরুষ নাশ-রহিত। তিনিই কেবল সমভাবে বর্ত্তমান থাকেন। শ্রুতি বলিয়াছেন, "ন চ্যবন্তে চ মদ্‌ভক্তাঃ মহত্যাং প্রলয়াদপি।" অর্থাৎ "আমার ভক্তগণ সুমহৎ প্রলয়াগমেও পুনরাবর্ত্তিত হন না।" সেই নাশরহিত পরম পুরুষের ন্যায়, তাঁহার একান্ত ভক্তগণও নাশ-হীনত্ব অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অতএব যে বিধির অনুসরণ করিলে নাশহীনত্ব লব্ধ হয়, পুনঃ পুনঃ যাতায়াতরূপ যাতনার অবসান হয়, তাহাই সুবিধি এবং তাহাই অবলম্বনীয়। অন্য দেবোপাসকগণ তত্তদ্দেবলোক প্রাপ্ত হন বটে, কিন্তু অনুধাবন করিয়া দেখিলেই উপলব্ধ হয় যে, সে ফল কখনই প্রার্থনীয় পরম ফল নহে। কারণ তাহা ক্ষয়শীল ও অচিরস্থায়ী। এ সংসারে সকলই বৃথা, সকলই অসার। কোন কর্ম্মই কর্ম্ম নহে, কোন জ্ঞানই জ্ঞান নহে এবং কোন বিধিই বিধি নহে; কেবল সেই সনাতন বাসুদেবই সত্য এবং সার। তাঁহার সেবাই সার কর্ম্ম এবং তদ্বিষয়ক জ্ঞানই পরম জ্ঞান এবং তাঁহার চরণাশ্রয় গ্রহণের বিধিই একমাত্র সুবিধি ॥২৫॥

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়।—যঃ মে (মহ্যং) ভক্ত্যা (প্রীতি-পূর্ব্বিকয়া আস্তিক্যা বুদ্ধ্যা) পত্রম্ (তুলস্যাদিম্) পুষ্পম্ (করব্যাদিম্) ফলম্ (কদল্যাদিম্) তোয়ম্ (গঙ্গাদিজলম্) প্রযচ্ছতি (প্রদদাতি) অহম্ প্রযত-আত্মনঃ (শুদ্ধচিত্তস্য) ভক্তি-উপহৃতম্ (ভক্ত্যা সমর্পিতম্) তৎ (পত্রাদি-সর্ব্বম্) অশ্নামি (গৃহ্ণামি) ॥ ২৬ ॥

প্রতিশব্দ।—যে-আমাকে ভক্তি-সহকারে পত্র পুষ্প ফল জল প্রদান-করেন আমি বিশুদ্ধ-বুদ্ধির ভক্তি-পূর্ব্বক-প্রদত্ত তাহা গ্রহণ-করি ॥ ২৬ ॥

ব্যাখ্যা।—যে কোন ব্যক্তি একান্ত ভক্তি-সহকারে আমাকে পত্র, পুষ্প, ফল, বা জল প্রদান করিলে, আমি সেই বিশুদ্ধ-চিত্ত ব্যক্তির প্রদত্ত ভক্ত্যুপহার সাদরে গ্রহণ করিয়া থাকি ॥ ২৬ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—ন কেবলং মদ্ভক্তানামনাবৃত্তিলক্ষণমনন্তফলমুক্তং সুখারাধনঞ্চাহ কথম্? পত্রমিতি। পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়মুদকং যো মে মহ্যং ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি তদহং পত্রাদি ভক্ত্যোপহৃতং ভক্তিপূর্ব্বকং প্রাপিতং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি গৃহ্ণামি প্রযতাত্মনঃ শুদ্ধবুদ্ধেঃ ॥ ২৬॥

আনন্দগিরি।—অনন্তফলত্বাদ্ভগবদারাধনমেব কর্ত্তব্যমিত্যুক্তং সুকরত্বাচ্চ তথেত্যাহ ন কেবলমিতি। ভগবদারাধনস্য সুকরত্বমেব প্রশ্নপূর্ব্বকং প্রপঞ্চয়তি কথমিত্যাদিনা। ষদ্ধি পুষ্পাদিকং ভক্তিপূর্ব্বকং মদর্থমর্পিতং তেনায়ং শুদ্ধচেতাঃ তপস্বী মামারাধয়তীত্যহমবধারয়ামীত্যাহ পত্রমিত্যাদিনা ॥ ২৬ ॥

রামানুজ।—মদ্‌যাজিনাময়মপি বিশেষোঽস্তীত্যাহ পত্রমিতি। সর্ব্বসুলভং পত্রং বা, পুষ্পং বা, ফলং বা, তোয়ং বা, যো ভক্ত্যা মে প্রযচ্ছতি, অত্যর্থমৎপ্রিয়তয়া তৎ সংপ্রদানেন বিনাত্মধারণমলভমানতয়া তদেকপ্রয়োজনো যো মে পত্রাদিকং দদাতি তস্য প্রযতাত্মনঃ তৎপ্রদানৈকপ্রয়োজনত্বরূপশুদ্ধিযুক্তমনসস্তথাবিধভক্ত্যুপহৃতমহং সর্ব্বেশ্বরো নিখিলজগদুদয়বিভবলয়কর্ত্তা [লীনঃ] নিরস্তসমস্তকামঃ [অবাপ্তসমস্তকামঃ] সত্যসংকল্পো নিরধিকাতিশয়াসংখ্যেয়কল্যাণগুণগণস্বাভাবিকানবধিকাতিশয়ানন্দস্বানুভবে বর্ত্তমানোঽপি মনোরথপথদূরবর্ত্তিপ্রিয়ং প্রাপ্যেবাশ্নামি। যথোক্তং মোক্ষধর্ম্মে, "যাঃ ক্রিয়াঃ সংপ্রযুক্তাঃ স্যুরেকান্তগতবুদ্ধিভিঃ। তাঃ সর্ব্বাঃ শিরসা দেবঃ প্রতিগৃহ্ণাতি বৈ স্বয়ম্" ইতি ॥ ২৬ ॥

হনুমান্।—পত্রমিতি। ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি দদাতি তদহং ভক্ত্যা অশ্নামি ভুঙ্ক্তে, প্রযতাত্মনঃ প্রযতঃ শ্রদ্ধয়া আত্মা যস্য তস্য প্রযতাত্মনো ভক্তস্য সম্বন্ধিমাত্রাদ্ দ্রব্যং মম প্রীতয়ে ভবতীত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

শ্রীধর।—তদেবং স্বভক্তানামক্ষয়ফলমুক্ত্বা অনায়াসত্বঞ্চ স্বভক্তের্দর্শয়তি পত্রমিতি। পত্রপুষ্পাদিমাত্রমপি মহ্যং ভক্ত্যা যঃ প্রযচ্ছতি, তস্য প্রযতাত্মনঃ শুদ্ধচিত্তস্য নিষ্কামভক্তস্য তৎ পত্রপুষ্পাদিকং ভক্ত্যা তেনোপহৃতং সমর্পিতমহমশ্নামি প্রাপ্নোমি প্রীত্যা গৃহ্ণামি, ন হি মহাবিভূতিপতেঃ পরমেশ্বরস্য মম ক্ষুদ্রদেবতানামিব বহুবিত্তসাধ্যযাগাদিভিঃ পরিতোষঃ স্যাৎ কিন্তু ভক্তিমাত্রেণ, অতো ভক্তেন সমর্পিতং যৎকিঞ্চিৎ পত্রাদিমাত্রমপি তদনুগ্রহার্থমেবাশ্নামীতি ভাবঃ ॥ ২৬ ॥

বলদেব।—এবং অক্ষয়ানন্তফলত্বান্মদ্ভক্তিঃ কার্য্যেত্যুক্ত্বা সুখসাধ্যত্বাচ্চ সা কার্য্যেত্যাহ পত্রমিতি। পত্রং বা, পুষ্পং বান্যদ্বা, যৎ সুলভং বস্তু যো ভক্ত্যা প্রীতিভরেণ মে সর্ব্বেশ্বরায় প্রযচ্ছতি, তস্য ভক্ত্যুপহৃতং প্রীত্যর্পিতং তত্তদনন্তবিভূতিঃ পূর্ণকামোঽপ্যহমশ্নামি যথোচিতমুপভুঞ্জে। তৎপ্রীত্যাদিতক্ষুত্তৃষ্ণঃ সন্ তদ্ভক্ত্যাবেশাৎ তৎ সর্ব্বমদ্মীতি বা। তস্য কীদৃশস্যেত্যাহ প্রযতাত্মনো বিশুদ্ধমনসো নিষ্কামস্যেত্যর্থঃ। তথাচ নিষ্কামেণ মদনুরক্তেনার্পিতং তদশ্নামি তদ্বিপরীতেনার্পিতং তু নাশ্নামীত্যুক্তম্। ভক্ত্যেত্যুক্ত্বাপি পুনর্ভক্ত্যুপহৃতমিত্যুক্তির্ভক্তিরেব মত্তোষিকা ন তু দ্বিজত্বতপস্বিত্বাদিরিতি সূচয়তি। ইহ সততমনন্যপত্রমিত্যাদিভিস্ত্রিভিরুক্তা কীর্ত্তনাদিরূপবিশুদ্ধভক্তিরর্পিতৈব ক্রিয়তে নতু কৃত্বার্পিতেতি। “ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা। ক্রিয়তে ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তম্”। ইতি প্রহ্লাদবাক্যাৎ। অতস্তথাত্র নোক্তেঃ ॥ ২৬ ॥

মধুসূদন।—তদেবং দেবতান্তরাণি পরিত্যজ্যানন্তফলত্বাৎ ভগবত এবারাধনং কর্ত্তব্যমতিসুকরত্বাচ্চেত্যাহ পত্রমিতি। পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং অন্যদ্বা অনায়াস-লভ্যং যৎ কিঞ্চিদ্বস্তু যঃ কশ্চিদপি নরো মে মহ্যং অনন্তমহাবিভূতিপতয়ে পরমেশ্বরায় ভক্ত্যা ন বাসুদেবাৎ পরমস্তি কিঞ্চিদিতি বুদ্ধি-পূর্ব্বিকয়া প্রীত্যা প্রযচ্ছতি, ঈশ্বরায় ভৃত্যবদুপকল্পয়তি মৎস্বত্বানাস্পদদ্রব্যাভাবাৎ সর্ব্বস্যাপি জগতো ময়ৈবার্জিতত্বাৎ, অতো মদীয়মেব সর্ব্বং মহ্যমর্পয়তি জনঃ তস্য প্রীত্যা প্রযচ্ছতঃ প্রযতাত্মনঃ শুদ্ধবুদ্ধেস্তৎ পত্র-পুষ্পাদি তুচ্ছমপিবস্তু অহং সর্ব্বেশ্বরোঽশ্নামি, অশনবৎ প্রীত্যা স্বীকৃত্য তৃপ্যামি। অত্র বাচ্যস্যাত্যন্ততিরস্কারদর্শনলক্ষিতেন স্বীকারবিশেষেণ প্রীত্যতিশয়হেতুত্বং ব্যজ্যতে। “নহ বৈ দেবা অশ্নন্তি ন পিবন্ত্যেতদেবামৃতং দৃষ্ট্বা তৃপ্যন্তে” ইতি শ্রুতেঃ। কস্মাত্তুচ্ছমপিতদশ্নামি? যস্মাৎ ভক্ত্যুপহৃতং ভক্ত্যা প্রীত্যা সমর্পিতং তেন প্রীত্যা সমর্পণং মৎস্বীকারনিমিত্তমিত্যর্থঃ। অত্র ভক্ত্যা প্রযচ্ছতীত্যুক্ত্বা পুনর্ভক্ত্যুপহৃতমিতি বদন্নভক্তস্য ব্রাহ্মণত্বতপস্বিত্বাদি মৎস্বীকারনিমিত্তং ন ভবতীতি পরিসংখ্যাং সূচয়তি। শ্রীদামব্রাহ্মণানীততণ্ডুলভক্ষণবৎ প্রীতিবিশেষপ্রতিবদ্ধভক্ষ্যবিজ্ঞানো বাল ইব মাত্রাদ্যর্পিতং পত্রপুষ্পাদি ভক্ত্যর্পিতং সাক্ষাদেব ভক্ষয়ামীতি বা, তেন

ভক্তিরেব মৎপরিতোষনিমিত্তম্, নতু দেবতান্তরবৎ বল্যুপহারাদিবহুবিত্তব্যয়ায়াসসাধ্যং কিঞ্চিদিতি দেবতান্তরমপহায় মামেব ভজতেত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ২৬ ॥

নীলকণ্ঠ।—মদ্ভক্তিরতিসুকরা দেবতান্তরভক্তিস্তু বহুবিত্তব্যয়ায়াসসাধ্যা ইত্যাশয়েনাহ পত্রমিতি। ভক্তিরেব কেবলং মমাপেক্ষিতা নান্যদিতি ভাবঃ, ভক্ত্যুপহৃতং ভক্ত্যা সমর্পিতম্ ॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ।—বরং দেবতান্তরভক্তা ব্যয়সাধিক্যং নতু মদ্ভক্তাবিত্যাহ পত্রমিতি। (অত্র ভক্ত্যেতি কারণং তৃতীয়ায়াং ভক্ত্যুপহৃতমিতি পৌনরুক্ত্যং স্যাৎ। অতঃ সংার্থে তৃতীয়া ভক্ত্যা সহিতো মদ্ভক্ত ইত্যর্থঃ)। তেন মদ্ভক্তভিন্নোজনস্তাৎ কালিকাদিভক্ত্যা যং প্রযচ্ছতি তৎ তেনোপহৃতমপি পত্রপুষ্পাদিকং নৈবাশ্নামীতি দ্যোতিতম্। ততশ্চ মদ্ভক্ত এব পত্রাদিকং যদ্দাতি তৎ তস্যাহমশ্নামি যথোচিতমুপভুঞ্জে। কীদৃশম্? ভক্ত্যা উপহৃতম্, নতু কস্যচিদনুরোধাদিনা দত্তমিত্যর্থঃ। কিঞ্চ মদ্ভক্তস্যাপ্যপবিত্র শরীরত্বে সতি নাশ্নামীত্যাহ প্রযতাত্মনঃ শুদ্ধশরীরস্যেতি রজস্বলাদয়ো ব্যাবৃত্তাঃ। যদ্বা প্রযতাত্মনঃ শুদ্ধান্তঃকরণস্য মদ্ভক্তং বিনা নান্যঃ শুদ্ধান্তঃকরণ ইতি। "ধৌতাত্মা পুরুষঃ কৃষ্ণপাদমূলং ন মুঞ্চতি।" ইতি পরীক্ষিদুক্তেঃ। মৎসেবাত্যাগসামর্থ্যমেব শুদ্ধচিত্তত্বচিহ্নম্, অতঃ ক্বচিৎ কামক্রোধাদিঃ সত্ত্বেঽপি উৎখাতদংষ্ট্রোরগদংশবত্তস্যাকিঞ্চিৎকরত্বং জ্ঞেয়ম্ ॥ ২৬ ॥

তাৎপর্য্য।—অন্য দেবতার আরাধনায় চরমে পরম ফল লব্ধ হয় না। একমাত্র ভগবানের আরাধনা দ্বারা মোক্ষরূপ বাঞ্ছনীয় ফলপ্রাপ্তি সংঘটিত হইয়া থাকে। অতএব দেবতান্তরের আরাধনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক, সেই সর্ব্বেশ্বরের ভজন-নিরত হওয়াই বিধেয়। তাঁহার আরাধনা নিরতিশয় অনায়াস-সাধ্য; শ্রুতি-স্মৃতি-সম্মত ক্রিয়া-কাণ্ডের অনুষ্ঠানে মহামূল্য ও আয়াসলভ্য বিবিধ দ্রব্যের সংগ্রহ করিতে হয়; কিন্তু শ্রীভগবানের উপাসনায় অকিঞ্চিৎকর অনায়াস-লভ্য সামগ্রী-সমূহ দ্বারাই উদ্দেশ্য সংসিদ্ধ হইতে পারে। পথি-পার্শ্বস্থ দূর্ব্বাদি পত্র, অঙ্গনস্থিত অযত্ন-সম্ভূত পুষ্প, যদৃচ্ছা-লব্ধ সাধারণ ফল, এবং অনায়াস-লভ্য জলাঞ্জলি প্রভৃতি যৎসামান্য বস্তু দ্বারাই শ্রীভগবানের পূজা সম্পন্ন হইতে পারে। যে কোন ব্যক্তি সেই মহাবিভূতি-সম্পন্ন অনন্ত পরমেশ্বরকে একান্ত আন্তরিক ভক্তি-সহকারে পত্র-পুষ্প-ফল-তোয়-প্রভৃতি সমর্পণ করেন, পরম কৃপা-নিদান পরমেশ্বর, সেই বিশুদ্ধ-বুদ্ধি ব্যক্তি-কর্ত্তৃক প্রদত্ত তৎসমস্ত নিরতিশয় তুচ্ছ ও অকিঞ্চিৎকর পদার্থ হইলেও, কৃপা সহকারে গ্রহণ করেন। তিনি সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বাত্মা ও সর্ব্বত্র বিরাজিত। তাঁহার কোন অভাব নাই এবং কোন বিশেষ পদার্থ-লাভের নিমিত্ত আকিঞ্চনও নাই; তথাপি তিনি ভক্তের ভক্তি ও প্রীতি-প্রভাবে কৃপা-পরবশ

হইয়া, তৎপ্রদত্ত সামান্য দ্রব্য সমস্তও ভোজ্য পদার্থের ন্যায় সানন্দে গ্রহণ ও উপভোগ করেন। তিনি ক্ষুধা ও তৃষ্ণা-রহিত; শরীর পোষণের প্রয়োজনাতীত; সুতরাং তাঁহার ভোজ্য, পেয় প্রভৃতি কোন পদার্থেরই প্রয়োজন হয় না। শ্রুতি বলিয়াছেন, "ন হ বৈ দেবা অশ্নন্তি ন পিবন্ত্যেতদেবামৃতং দৃষ্ট্বা তৃপ্যন্তি।" অর্থাৎ "সেই দেবতা ভোজন করেন না, পান করেন না; এই অমৃত দর্শন করিয়াই তিনি তৃপ্তি লাভ করেন।" তথাপি কেন তিনি ভক্ত-প্রদত্ত তুচ্ছ সামগ্রীও ভোজ্যরূপে গ্রহণ করেন? ইহার উত্তর এই যে, তৎ-সমস্ত পদার্থ ভক্তগণ একান্ত-ভক্তি-সহকারে সমর্পণ করিয়া থাকেন বলিয়া, ভক্তবৎসল ভগবান্ সাদরে তাহা গ্রহণ করেন। ভক্তের ভক্তিই তাঁহার এবংবিধ দ্রব্য গ্রহণ-স্বীকারের কারণ। মূলে "ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি" অর্থাৎ "ভক্তি সহকারে প্রদান করেন," এই কথা বলিয়া পুনরায় "ভক্ত্যুপহৃতম্" অর্থাৎ 'ভক্তি-সহকারে প্রদত্ত উপহার,"-এই কথার উল্লেখ করিয়াছেন। এতাবতা ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, অভক্তের উপহার তাঁহার গ্রহণীয় নহে। অভক্ত ব্যক্তি ব্রাহ্মণই হউন, বা ঋষি-তপস্বীই হউন, তাঁহার প্রদত্ত উপহার কদাপি ভগবানের গ্রহণ স্বীকারের কারণ হইতে পারে না। কেবল একান্ত ভগবদনুরক্তির সহিত নিষ্কাম ভাবে প্রদত্ত সামান্য বস্তুও তিনি ভোজ্য দ্রব্যের ন্যায় সাদরে গ্রহণ ও উপভোগ করেন।

শ্রীদাম নামক এক দীন-হীন ব্রাহ্মণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্ব হইতেই সখ্যভাব ছিল; ব্রাহ্মণ নিরতিশয় দরিদ্র ও ভিক্ষোপজীবী ছিলেন। একদা সাংসারিক ক্লেশে প্রপীড়িত হইয়া, শ্রীদাম-পত্নী স্বামীকে পূর্ব্ব-সখা শ্রীকৃষ্ণের সহিত সাক্ষাৎ করিতে অনুরোধ করিলেন। রাজরাজেশ্বর রুক্মিণী-বল্লভের সহিত রিক্তহস্তে সাক্ষাৎকার বিধেয় নহে বিবেচনায়, দ্রব্যান্তরের অভাবে, দীন বিপ্র স্বকীয় ছিন্ন ও মলিন বসনের প্রান্তভাগে, কিঞ্চিৎ তণ্ডুলকণা গ্রহণ করিয়া, শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনার্থ যাত্রা করিলেন। ক্রমশঃ তিনি দ্বারকানগরের রাজ-তোরণ অতিক্রম করিয়া পুর-মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং অব্যাঘাতে প্রেয়সী-গণ-পরিবৃত ভগবানের সম্মুখীন হইলেন। দূর হইতে সেই মলিন-বেশধর কাতর ও বিষন্ন সুহৃদ্ভক্তকে সমাগত দেখিয়া, শ্রীকৃষ্ণ সসম্ভ্রমে পর্য্যঙ্ক হইতে গাত্রোত্থান করিলেন এবং সেই নিখিল ঐশ্বর্য্য সংবেষ্টিত বিশ্বেশ্বর, সেই দারিদ্র্য-দুঃখ-নিপীড়িত বিমলিন ব্রাহ্মণের সমীপাগত হইয়া, প্রেমভরে তাঁহাকে আলিঙ্গন

করিলেন। তদনন্তর তাঁহাকে স্বকীয় আসনে সমুপবিষ্ট করাইয়া, স্বহস্তে তাঁহার পাদ-প্রক্ষালনাদি সৎকার ও স্বাগতাদি বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। রুক্মিণী প্রভৃতি লক্ষ্মীরূপা মহিলা-মণ্ডলী, জগন্নাথের এই ব্যবহার দর্শনে, আপনারাও বিবিধবিধানে সেই বিপ্রের সৎকারে প্রবৃত্ত হইলেন। নিতান্ত লজ্জাহেতু দুঃখী শ্রীদাম, সযত্ন-সমানীত তণ্ডুল-কণা, অতুল বিভবশালী নারায়ণকে উপহার-স্বরূপে প্রদান করিতে অক্ষমতা নিবন্ধন, সংগোপিত করিয়া রাখিলেন। অন্তর্য্যামী ভগবান্, ভক্ত-সখার হৃদয়-ভাব অনুভব করিয়া, ঈষদ্ধাস্য-সহকারে প্রীতিপূর্ণ ভাবে বলিলেন, "সখে! বহুকাল পরে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছ, অবশ্যই আমার নিমিত্ত কিছু প্রীতি-উপহার আনয়ন করিয়াছ। কি আনিয়াছ, আমাকে দাও—আমি ভোজন করি। লজ্জায় ম্রিয়মাণ শ্রীদাম তণ্ডুল-কণিকাসমূহ প্রদান করিতে সাহস করিলেন না। ভগবান্ স্বয়ং তাঁহার বস্ত্রাগ্র হইতে তাহা নিষ্কাশিত করিয়া সাগ্রহে ও সমাদরে ভোজন করিলেন। (শ্রীমদ্ভাগবৎ ১০ম স্কন্ধ ৮০ প্রভৃতি অধ্যায় এবং এই গ্রন্থের ১৫১৮ পৃষ্ঠার টিপ্পনী দ্রষ্টব্য)

ভক্তের প্রতি ভক্তবৎসল ভগবানের অপরিসীম দয়া। ভক্তিসহকারে যিনি যাহাই কেন তাঁহাকে অর্পণ করুন না, তিনি পরম সমাদরে তাহা গ্রহণ ও ভোজন করেন। ক্ষুৎপিপাসাবিবর্জ্জিত হইলেও, ভক্তের প্রীতি হেতু, তাঁহার ক্ষুৎপিপাসা উদ্রিক্ত হইয়া উঠে এবং তখন তিনি সেই প্রীতি-প্রদত্ত তুচ্ছ সামগ্রীও যথোচিত রূপে ভোগ করেন। মানব, এতাদৃশ অসদৃশকৃপাসিন্ধু, দীনবন্ধু ভগবানের শরণাগত না হইয়া, অশেষ যন্ত্রণাজালে বিজড়িত হয় এবং অপরিসীম ক্লেশরাশি উপভোগ করে। ক্ষুদ্র, অকিঞ্চিৎকর, অচিরস্থায়ী সুখের আশায় প্রমত্ত হইয়া, তাহারা সুমহৎ, অবিনশ্বর অনন্ত সুখ উপেক্ষা করে। মায়াময় মৃগ-তৃষ্ণিকায় মোহাচ্ছন্ন হইয়া, তাহারা সুশীতল সুপেয় পানীয়পূর্ণ স্রোতস্বিনীকে দেখিতে পায় না। অসার ঘৃণিত পথে ধাবমান হইয়া, তাহারা পরম সুখময়, প্রীতি ও আনন্দ-পূর্ণ ব্যবস্থাকে অবজ্ঞা করে। মোহের তাড়নায় বিকল-চিত্ত হইয়া, তাহারা কণ্টকাকীর্ণ অরণ্যে পরিক্রমণ করিতে করিতে ক্ষত-বিক্ষত কলেবর হয়, তথাপি শান্তির সুশীতলচ্ছায়া-সমাচ্ছন্ন সুকোমল-কুসুমাকীর্ণ মনোহর শোভনোদ্যানে পরিভ্রমণ করে না। অহো! জীবকুলের কি বিষম দুর্গতি! একান্ত-প্রীতি-সহকারে দুইটী কুসুম চয়ন করিয়া, সম্মুখে

দণ্ডায়মান হইলেও যাঁহার কৃপা লাভ করিতে পারা যায় ; ভক্তি-পূর্ণ-হৃদয়ে গুল্ম-লতিকার দুইটী পত্র লইয়া সম্মুখে উপস্থিত হইলেও, যাঁহার করুণা আকর্ষণ করা যায় ; অনুরক্ত অন্তরে মহীরুহ হইতে দুইটী ফল ছিন্ন করিয়া সম্মুখাগত হইলেও, যাঁহার প্রীতি উদ্রিক্ত করা যায় ; একান্ত আসক্ত-চিত্তে অঞ্জলিমাত্র জল-গ্রহণ করিয়া শরণাপন্ন হইলেও যাঁহার আশ্রয় লাভ করা যায় ; এবং নিরবচ্ছিন্ন তদ্গতচিত্তে যদৃচ্ছালব্ধ তুচ্ছ উপহার সামগ্রী-সহকারে নিকটস্থ হইলেও যাঁহার অনুগ্রহ সম্ভোগ করিতে পারা যায় ; সেই ভক্তাভীষ্ট-ফল-প্রদ ভগবানে বিমুখ হওয়া নিরতিশয় বিড়ম্বনার পরিচায়ক। ভক্তিরসে হৃদয়কে দ্রবীভূত করিয়া, প্রীতি-সংযোগে দেহ-মন আর্দ্র করিয়া, অনুরাগে অন্তঃকরণকে উদ্বেলিত করিয়া এবং আসক্তিতে সর্ব্বেন্দ্রিয় কোমল ও নমনশীল করিয়া, সেই পুরুষোত্তমের সম্মুখে দণ্ডায়মান হও। তাহা হইলে সকল সম্পদের সার, সকল সুখের শ্রেষ্ঠ সুখ, সকল আনন্দের উৎস, সকল প্রার্থনীয় পদার্থের পরাকাষ্ঠা, তোমার আয়ত্তগত হইবে। ধনের প্রয়োজন নাই, আয়োজনের আবশ্যকতা নাই, সহায়-সম্পদের অপেক্ষা নাই, সহজেই মনোভীষ্ট সংসিদ্ধ হইবে। দেশ, কাল বা পাত্র কিছুই ভক্তের ভগবৎ-সাধনার প্রতিকূলতাচরণ করিতে পারে না। অকূল সিন্ধুনীরে ভাসমান হইতে থাক, বা পথ-ভ্রষ্ট হইয়া দুর্গম গিরি-সঙ্কটে অবস্থিত হও, কিংবা নিদাঘের প্রচণ্ড-মার্ত্তণ্ড-তাপে বিকল-কলেবর হও, অথবা নিদারুণ ঝঞ্ঝাবাতে প্রপীড়িত হইতে থাক, কিংবা ছিন্ন-কন্থা-বিলম্বিত-স্কন্ধ হইয়া দেশ-পর্য্যটন কর, অথবা সর্ব্ব-সুখ-সংসাধক বিষয়-বেষ্টিত হইয়া সৌধ-সমাসীন হও, সকল অবস্থাতেই স্বচ্ছন্দে অব্যাঘাত ভাবে সেই সনাতন পূর্ণ পুরুষের উপাসনা অনুষ্ঠিত হইতে পারে। এমন অনায়াস সাধ্য, প্রীতিপ্রদ, পরম ফল-প্রদায়ক, সুখ-সন্তোষময় ব্যবস্থা আর কিছুই কল্পনা করা যাইতে পারে না। হেলায় এই অনায়াস-সাধ্য সাধন-পথ উপেক্ষা করিয়া, জীবনকে বিষময় করিও না ॥ ২৬ ॥

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্‌॥ ২৭॥

অন্বয়।—কৌন্তেয় যৎ করোষি (আচরসি) যৎ-অশ্নাসি (খাদসি) যৎ-জুহোষি (হবনং নিবর্ত্তয়সি) যৎ-দদাসি (প্রযচ্ছসি) যৎ-তপস্যসি (তপঃ করোষি) তৎ মৎ-অর্পণম্‌ (ময়ি সমর্পণম্‌) কুরুষ্ব ॥ ২৭।

প্রতিশব্দ।—হে-কৌন্তেয় যাহা কর যাহা-খাও যাহা-হোম-কর যাহা দেও যাহা-তপ-কর তাহা আমাকে অর্পণ কর ॥ ২৭ ॥

ব্যাখ্যা।—হে কৌন্তেয়! যে কিছু কর্ম্মানুষ্ঠান কর, যে কোন দ্রব্য ভোজন কর, যাহা হোম কর, সে সকলই আমাতে সমর্পণ করিবে ॥ ২৭ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—যত এবমতঃ যৎ করোষীতি। যৎ করোষি যদাচরসি শাস্ত্রীয়ং কর্ম্ম স্বতঃ প্রাপ্তম্‌, যদশ্নাসি যৎ খাদসি, যদ্‌জুহোষি হবনং নির্বর্ত্তয়সি শ্রৌতং স্মার্ত্তং বা, যদ্দদাসি প্রযচ্ছসি ব্রাহ্মণাদিভ্যো হিরণ্ময়পাত্ররত্নাদি, যত্তপস্যসি কৌন্তেয়! তৎ কুরুষ্ব মদর্পণং মৎসমর্পণম্‌ ॥ ২৭ ॥

আনন্দগিরি।—তদারাধনস্য সুকরত্বে তদেবাবশ্যকমিত্যাহ যত ইতি। স্বতঃ শাস্ত্রাদৃতেঃ প্রাপ্তং গমনাদীতি যাবৎ। যদশ্নাসি যং কিঞ্চিদ্ভোগং ভুংক্ষে। হবনস্য স্বতন্ত্রত্বং বারয়তি শ্রৌতমিতি। মৎসমর্পণং তৎসর্ব্বং মহ্যং সমর্পয়েত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥

রামানুজ।—যস্মাজ জ্ঞানিনাং মহাত্মনাং বাঙ্মনসাগোচরোঽয়ং স্বভাবঃ তস্মাজ্ জ্ঞানী ভূত্বা উক্তলক্ষণভক্তিভা [রাবনতাত্মাত্মীয়ঃ] বারাধনরতাত্মা কীর্ত্তনযগনার্চ্চনপ্রণামাদিকং সততং কুর্ব্বাণো লৌকিকং বৈদিকঞ্চ নিত্যনৈমিত্তিকং কর্ম্ম চেত্থং কুর্ব্বিত্যাহ যদিতি। যদ্দেহযাত্রাদিশেষভূতং লৌকিকং কর্ম্ম করোষি, যচ্চদেহধারণায়াশ্নাসি, যচ্চ বৈদিকং হোমদানতপঃপ্রভৃতি নিত্যনৈমিত্তিকং কর্ম্ম করোষি, তৎ সর্ব্বং মদর্পণং কুরুষ্ব অর্প্যত, ইতি অর্পণং সর্ব্বস্য লৌকিকস্য বৈদিকস্য কর্ম্মণঃ কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বমারাধ্যত্বঞ্চ যথা ময়ি সর্ব্বং সমর্পিতং ভবতি তথা কুরু। এতদুক্তং ভবতি, যাগদানাদিদ্বারাধ্যতয়া প্রতীয়মানানান্দেবানাং কর্ম্ম কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বাদৌ মদাপন্নতয়া [মদীয়তয়া] মৎসংকল্পায়ত্বস্বরূপস্থিতিপ্রবৃত্তিতয়া চ মষ্যেব পরমশেষিণি পরমকর্ত্তরি ত্বাঞ্চ কর্ত্তারং ভোক্তারমারাধ্যমারাধকঞ্চ দেবতাজাতমারাধনঞ্চ ক্রিয়াজাতং সর্ব্বং সমর্প্য তব মন্নিয়াম্যতাপূর্ব্বকং মচ্ছেষতৈকরসতামারাধ্যাদেশ্চৈতৎ স্বভাবকগর্ভত্বং অত্যর্থ-প্রীতিযুক্তো ভবেতি [অনুসন্ধৎস্বেতি] ॥ ২৭ ॥

হনুমান্‌।—যৎ করোষি যল্লৌকিকং বৈদিকং বা কর্ম্ম করোষি যদশ্নাসি তদদনাদি

ভুঙ্ক্ষে, যদাজ্যাদি জুহোষি দেবতার্থং যদ্ধিরণ্যাদিকং দদাসি, যৎকৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদিকং তপশ্চরসি, তৎসর্ব্বং কৌন্তেয়! কুরুষ্ব মদর্পণং মদারাধনম্॥ ২৭॥

শ্রীধর।—ন চ ফলপুষ্পাদিকমপি যজ্ঞার্থপশুসোমাদিদ্রব্যবন্মদর্থমেবোদ্যমৈরাপাদ্য সমর্পণীয়ম্, কিন্তর্হি যৎ করোষীতি। স্বভাবতঃ শাস্ত্রতো বা যৎকিঞ্চিৎ কর্ম্ম করোষি, তথা যদশ্নাসি, যজ্জুহোষি, যদ্দদাসি, যচ্চ তপস্যসি তপঃ করোষি, তৎ সর্ব্বং ময্যর্পিতং যথা ভবতি এবং কুরুষ্ব॥ ২৭॥

বলদেব।—সততমিত্যাদিভির্নিরপেক্ষাণাং ভক্তির্ময়া ত্বাং প্রত্যুক্তা, ত্বয়া তু পরিনিষ্ঠিতেন কীর্ত্তনার্চ্চনাদিকাং ভক্তিং কুর্ব্বতাপি লোকসংগ্রহায় নিখিলকর্ম্মার্পণাত্মমাপি ভক্তিঃ কার্য্যেতি ভাবেনাহ যদিতি। যত্ত্বং দেহযাত্রাসাধকং লৌকিকং কর্ম্ম করোষি, যচ্চ দেহধারণার্থং অন্নাদিকমশ্নাসি, তথা যজ্জুহোষি বৈদিকমগ্নিহোত্রাদিহোমমনুতিষ্ঠসি, যচ্চ সৎপাত্রেভ্যঃ অন্নহিরণ্যাদিকং দদাসি প্রত্যব্দমজ্ঞাতদুরিতক্ষতয়ে চান্দ্রায়ণাদ্যাচরসি, তৎ সর্ব্বং মদর্পণং যথা স্যাত্তথা কুরুষ্ব, তেন মন্নির্ম্মিতস্যাস্য লোকস্য সংগ্রহাত্ত্বয়ি মৎপ্রসাদো ভূয়ান্ ভাবীতি। ন চেয়ং সর্ব্বকর্ম্মার্পণরূপা ভক্তিঃ সনিষ্ঠানামিতি বাচ্যম্। তৈর্বৈদিকানামেব তত্রার্প্যমাণাৎ, কিন্তু পরিনিষ্ঠিতানামেবয়ম্। তৈর্যৎ করোষীত্যাদি স্বামিনির্দ্দেশেন সর্ব্বকর্ম্মণাং তত্রার্পণাৎ, তে হি স্বামিনো লোকসংগ্রহং প্রয়াসমপনিনীষবস্তথা তান্যাচরন্তস্তং প্রসাদয়ন্তীতি॥ ২৭॥

মধুসূদন।—কীদৃশং তে ভজনং তদাহ যৎ করোষীতি। যৎ করোষি শাস্ত্রাদৃতেঽপি রাগাৎ প্রাপ্তং গমনাদি, যদশ্নাসি স্বয়ং তৃপ্ত্যর্থং কর্ম্মসিদ্ধ্যর্থং বা, তথা যজ্জুহোষি শাস্ত্রবান্নিত্যমগ্নিহোত্রাদি হোমং নিবর্ত্তয়সি শ্রৌতস্মার্ত্তসর্ব্বহোমোপলক্ষণমেতৎ, তথা যদ্দদাসি অতিথিব্রাহ্মণাদিভ্যোঽন্নহিরণ্যাদি, তথা যত্তপস্যসি প্রতিসম্বৎসরমজ্ঞাতপ্রামাদিকপাপনিবৃত্তয়ে চান্দ্রায়ণাদি চরসি উৎশৃঙ্খলপ্রবৃত্তিনিরাশায় শরীরেন্দ্রিয়সংঘাতং সংযময়সীতি বা, এতচ্চ সর্ব্বেষাং নিত্যনৈমিত্তিককর্ম্মণামুপলক্ষণম্, তেন যত্তব প্রাণিস্বভাববশাদ্বিনাপি শাস্ত্রমবশ্যংভাবি গমনাশনাদি যচ্চ শাস্ত্রবশাদবশ্যংভাবি হোমদানাদি হে কৌন্তেয়! তৎ সর্ব্বং লৌকিকং বৈদিকঞ্চ কর্ম্মাণ্যনেনৈব নিমিত্তেন ক্রিয়মাণং মদর্পণং ময্যর্পিতং যথাস্যাত্তথা কুরুষ্ব। আত্মনেপদেন সমর্পকনিষ্ঠমেব সমর্পণফলং ন তুচ্ছমপি কিঞ্চিদিতি দর্শয়তি, অবশ্যংভাবিনাং কর্ম্মণাং ময়ি পরমগুরৌ সমর্পণমেব মদ্ভজনং ন তু তদর্থং পৃথগ্ব্যাপারঃ কশ্চিৎ কর্ত্তব্য ইত্যভিপ্রায়ঃ॥ ২৭॥

নীলকণ্ঠ।—অতঃ সর্ব্বং মদর্পণং কুর্ব্বিত্যাহ যদিতি। যৎ করোসি গমনাদিকং তৎ ভগবত এব প্রদক্ষিণাদিকং করোমীতি মৎপ্রীত্যর্থমেব তদর্পণং কুর্ব্বিতি। এবং বচনাদিষ্বপি নামকীর্ত্তনাদি দৃষ্ট্যা উহ্যম্॥ ২৭॥

বিশ্বনাথ।—নন্বু চার্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানীত্যারভ্য এতাবতীষু ত্বদুক্তাসু ভক্তিষু মধ্যে খল্বহং কাং ভক্তিং করবৈ ইত্যপেক্ষায়াং ভো অর্জ্জুন! সাম্প্রতং তাবত্তব কর্ম্মজ্ঞানাদীনাং

ত্যক্তুমশক্যত্বাৎ সর্ব্বোৎকৃষ্টায়াং কেবলায়ামমনন্যভক্তৌ নাধিকারঃ, নাপি নিকৃষ্টায়াং সকামভক্তৌ, তস্মাত্ত্বং নিষ্কামাং কর্ম্মজ্ঞানমিশ্রাং প্রধানীভূতামেব ভক্তিং কুর্ব্বিত্যাহ যৎকরোষীতি দ্বাভ্যাম্। লৌকিকং বৈদিকং বা যৎকর্ম্ম ত্বং করোষি,যদশ্নাসি ব্যবহারতো ভোজন-পানাদিকং যৎ করোষি, যত্তপস্যসি তপঃ করোষি, তৎ সর্ব্বং ময্যেবার্পণং যস্য তৎ যথা স্যাৎ তথা কুরু। নচায়ং নিষ্কামকর্ম্মযোগ এব নতু ভক্তি যোগ ইতি বাচ্যম্। নিষ্কামকর্ম্মিভিঃ শাস্ত্রবিহিতং কর্ম্মৈব ভগবত্যর্পতে নতু ব্যবহারিকং কিমপিকৃত্যম্, তথৈব সর্ব্বত্র দৃষ্টেঃ ভক্তৈস্তু স্বাত্মমনঃপ্রাণেন্দ্রিয়ব্যাপারমাত্রমেব স্বেষ্টদেবে ভগবত্যর্প্যতে। যদুক্তং ভক্তিপ্রকরণ এব, “কায়েন বাচা মনসেন্দ্রিয়ৈর্ব্বা বুদ্ধ্যাত্মনা বানুসৃতস্বভাবাৎ। করোতি যদ্ যৎ সকলং পরস্মৈ নারায়ণায়েতি সমর্পয়েৎ তৎ।” ইতি। নন্থ চ জুহোষীতি হবনমিদমর্চ্চনভক্ত্যঙ্গভূতং বিষ্ণুদ্দেশ্যকমেব, তপস্যতীতি তপোঽপ্যেতদেকাদশ্যাদিব্রতরূপমেব, অত ইয়মনন্যৈব ভক্তিঃ কিমিতিনোচ্যতে? সত্যম্। অনন্যা ভক্তির্হি কৃত্বাপি ন ভগবত্যর্পতে কিন্তু ভগবত্যর্পিতৈব ক্রিয়তে। যদুক্তং শ্রীপ্রহ্লাদেন “শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবণম্। ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিচেন্নবলক্ষণা” ইত্যত্র ক্রিয়তেতি ব্যাখ্যা চ শ্রীস্বামিচরণানাং বিষ্ণৌ অর্পিতা ভক্তিঃ ক্রিয়তে নতু কৃত্বাপশ্চাদর্প্যত ইত্যতঃ পদ্যমিদং ন কেবলায়াং পর্য্যবসেদিতি॥ ২৭॥

তাৎপর্য্য।—কেবল যে ফল-পুষ্পাদি অথবা যজ্ঞানুষ্ঠানার্থ পশু-সোমাদি শ্রীভগবান্‌কে সমর্পণীয় এমন নহে; কেবল যে পত্র-পুষ্প-ফলাদি তিনি গ্রহণ করেন, এমনও নহে; বস্তুতঃ মানব যে কোন কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকেন, তৎসমস্তই শ্রীভগবানে সমর্পণ করা বিধেয়। এই তত্ত্বই সমালোচ্য শ্লোকে পরিব্যক্ত হইতেছে। মনুষ্যেরা স্বভাবতঃ নানা প্রকার কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকেন, এবং শাস্ত্রের উপদেশানুসারেও বিবিধ ক্রিয়া-কলাপ সম্পাদন করেন। প্রত্যুতঃ মানবের ক্রিয়া-সমূহ দুই ভাগে বিভক্ত, তাহার কিয়দংশ স্বতঃপ্রাপ্ত, অথবা অনুরাগের প্রাবল্যে সঞ্জাত এবং কিয়দংশ শাস্ত্রাচার্য্যের উপদেশানুসারে অনুষ্ঠিত। এইরূপ মানবের ভোজন কার্য্যও দুই ভাগে বিভক্ত হইতে পারে। মনুষ্য স্বকীয় ক্ষুন্নিবৃত্তি রূপ তৃপ্তি-লাভার্থ ভোজন করিয়া থাকেন, এবং কখন কখন ধর্ম্ম-ক্রিয়া-বিশেষের অনুরোধে বিশেষ বিশেষ ভোজনাদির অনুষ্ঠানে বাধ্য হইয়া থাকেন। মানবের হোমকার্য্যও তদ্রূপ দ্বিবিধ রূপে পরিগণিত হইতে পারে। যথা; বিশেষ বিশেষ যজ্ঞাদি উপলক্ষে, শাস্ত্রবিহিত প্রণালী-ক্রমে, বিশেষ বিশেষ হোমের অনুষ্ঠান এবং নিত্য করণীয় অগ্নিহোত্রাদি হোমের পরিপালন। এতদ্দ্বারা শ্রৌত এবং স্মার্ত্ত সর্ব্বপ্রকার হোমই উপলক্ষিত হইল। মানব পুণ্য-লাভার্থ অতিথি ব্রাহ্মণাদিকে অন্ন, হিরণ্ময় পাত্র, রত্নাদি নানা পদার্থ দান করিয়া থাকেন। অপরিজ্ঞাত,

অথবা প্রমাদাদি-জনিত পাপ-শান্তির নিমিত্ত মনুষ্য প্রতি বৎসরে চান্দ্রায়ণাদি (৯১৬পৃষ্ঠার টিপ্পনী দ্রষ্টব্য) তপশ্চর্য্যা করিয়া থাকেন, অথবা উচ্ছৃঙ্খল-প্রবৃত্তির নিরোধ সাধনার্থ শরীরেন্দ্রিয়সঙ্ঘাত সংযমাদির অনুষ্ঠান করেন। এতদ্দ্বারা মনুষ্যের নিত্য-নৈমিত্তিক সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মই লক্ষিত হইল। এই সমস্ত ক্রিয়া, ভোজন, হোম, দান প্রভৃতি যাবতীয় লৌকিক এবং বৈদিক কর্ম্ম, অথবা কোন নিমিত্ত-বিশেষে অনুষ্ঠিত কর্ম্ম, হে কৌন্তেয়! আমাকেই সমর্পণ কর। অর্থাৎ এবংবিধ প্রণালীতে তাহার অনুষ্ঠান কর যে, চরমে তৎসমস্ত যেন আমাতেই পর্য্যবসিত হয়।

শ্রীভগবান্ পূর্ব্বে আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ইত্যাদি ক্রমে (৭ম অধ্যায় ১৬ শ্লোক) নানা প্রকার ভক্ত ও ভক্তির বিষয় অবতারিত করিয়াছেন। সুতরাং অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, হে হৃদয়-বল্লভ ভগবন্! ত্বৎ-কথিত উল্লিখিত রূপ বহুবিধ ভক্তির মধ্যে আমি কোন প্রকারের অনুসরণ করিব? এইরূপ আশঙ্কায় শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, হে অর্জ্জুন! সংপ্রতি তুমি কর্ম্ম-জ্ঞানাদি পরিত্যাগ করিতে অশক্ত; এজন্য সকল ভক্তির শ্রেষ্ঠা কেবলা অনন্যভক্তির তুমি এক্ষণে অধিকারী নহ। অথচ নিকৃষ্টা সকাম-ভক্তির অনুসরণে যেরূপ আত্মোন্নতির হীনতা সূচিত হয়, তুমি তাহারও অতীত। অতএব অধুনা তোমার নিষ্কামকর্ম্ম-জ্ঞান-মিশ্রা প্রধানীভূতা ভক্তি-মার্গেরই অনুসরণ করা আবশ্যক। এই অভিপ্রায় পরিব্যক্ত করাই বর্ত্তমান শ্লোকের উদ্দেশ্য। লৌকিক এবং বৈদিক যে সকল কর্ম্ম তুমি সম্পাদন কর, ব্যবহারতঃ যে ভোজন-পানাদির তুমি অনুষ্ঠান কর, যে হোম কর, যে তপ কর, তত্তাবৎ যাহাতে আমাতেই সমর্পিত হইতে পারে, এইরূপ ভাবে তৎসমস্তের আচরণ কর। এতদ্দ্বারা নিষ্কাম কর্ম্মযোগই সমর্থিত হইল এমন নহে; অথচ কেবল ভক্তিযোগের মাহাত্ম্যই কীর্ত্তিত হইল, এমনও নহে। নিষ্কাম-কর্ম্ম-পরায়ণগণ শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম-সমূহ শ্রীভগবানে সমর্পণ করিয়া থাকেন, কিন্তু ব্যবহারিক কর্ম্ম-সমূহ সেরূপ করেন না। যাঁহারা সর্ব্বত্র ভগবদ্দর্শী ভক্ত, তাঁহারা স্বকীয় আত্মা, মন, প্রাণ এবং ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার সমূহ ইষ্টদেবরূপ ভগবানে অর্পণ করেন। শাস্ত্র নির্দ্দেশ করিয়াছেন, "কায়েন বাচা মনসেন্দ্রিয়ৈর্ব্বা, বুদ্ধ্যাত্মনা বানুসৃতস্বভাবাৎ। করোতি যৎ যৎ সকলং পরস্মৈ নারায়ণায়েতি সমর্পয়েৎ তৎ॥" অর্থাৎ "শরীর-

দ্বারা, বাক্য-দ্বারা, মনের দ্বারা, ইন্দ্রিয়-সমূহ-দ্বারা, বুদ্ধি-দ্বারা অথবা আত্মদ্বারা কিংবা স্বভাবের অনুসরণ-ক্রমে ভক্ত যাহা যাহা করেন, সে সকলই পরাৎপর নারায়ণকে সমর্পণ করিয়া থাকেন।” যদি বলা যায় হবন কার্য্য কেবল অর্চ্চন মূলক ; সুতরাং ভক্তির অঙ্গভূত এবং বিষ্ণুর উদ্দেশক মাত্র। কিন্তু একাদশ্যাদি ব্রতরূপ তপ অনন্যা ভক্তিরই পরিচায়ক। একথা সত্য বটে। অনন্যা-ভক্তি-সহকৃত কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়া ভগবানে অর্পিত হয় না, কিন্তু ভগবানে অর্পিত হইয়া অনুষ্ঠিত হয়। এতাবতা অত্রত্য অনুষ্ঠান-সমূহ কর্ম্ম-জ্ঞান-মিশ্র-প্রধানী-ভূতা ভক্তির পরিচায়ক। কেবলা অনন্যা ভক্তি ইহাতে লক্ষিত হইতেছে না। এই কথা প্রমাণ-সহকারে পরিব্যক্ত করিবার অভিপ্রায়ে চক্রবর্ত্তী মহোদয় শ্রীমৎ-প্রহ্লাদোক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন। যথা ; “শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ শরণং পাদসেবনম্। অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্ম-নিবেদনম্। ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা। ক্রিয়তে ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্ ॥” (শ্রীমদ্ভাগবত ৭ম স্কন্ধ, ৫ম অধ্যায় ১৮। ১৯ শ্লোক) অর্থাৎ প্রহ্লাদ স্বকীয় পিতা হিরণ্যকশিপুকে বলিতেছেন, “হে পিতঃ! শ্রীবিষ্ণুর বিষয় শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, তাঁহার চরণ-সেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য এবং আত্ম-নিবেদন অর্থাৎ আত্ম-সমর্পণ, পুরুষ যদি এই নবলক্ষণা ভক্তি শ্রীবিষ্ণুকে অর্পণ করেন, তাহা হইলে, তাঁহাকেই উত্তম অধীত বলিয়া মনে করি” ॥ ২৭ ॥

* * *

শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্ম্মবন্ধনৈঃ।
সংন্যাসযোগযুক্তাত্মা বিমুক্তো মামুপৈষ্যসি ॥ ২৮ ॥

অন্বয়।—এবম্ (ময়ি কর্ম্ম-সমর্পণং কুর্ব্বন্) শুভ-অশুভ-ফলৈঃ (ইষ্টানিষ্ট-ফলৈঃ) কর্ম্মবন্ধনৈঃ (বন্ধরূপৈঃ কর্ম্মভিঃ) মোক্ষ্যসে (মুক্তো ভবিষ্যসি) বিমুক্তঃ [সন্] সন্ন্যাস-যোগ-যুক্ত-আত্মা (সন্ন্যাসঃ কর্ম্মণাং মদর্পণম্, স এব যোগঃ, তেন যুক্তং অন্তঃকরণং যস্য তথাভূতঃ) [ত্বম্] মাম্ উপৈষ্যসি (প্রাপ্স্যসি) ॥ ২৮ ॥

প্রতিশব্দ।—এইরূপ-করিলে ইষ্টানিষ্ট-ফল-রাশি-হইতে কর্ম্ম-বন্ধন-সমুহ-হইতে মুক্ত-হইবে বিমুক্ত [হইয়া] কর্ম্ম-সমর্পণ-রূপ-সন্ন্যাস-যোগে-যুক্ত-চিত্ত [তুমি] আমাকে পাইবে ॥ ২৮ ॥

ব্যাখ্যা।—উল্লিখিত প্রণালীতে কর্ম্মত্যাগ করিলে শুভাশুভ ফলাসক্তি হইতে ও কর্ম্ম বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিবে ; এইরূপে মুক্ত হইলে, কর্ম্ম-ত্যাগরূপ যোগ-যুক্ত হইয়া তুমি আমাকে প্রাপ্ত হইবে ॥ ২৮ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—এবং কুর্ব্বতস্তব যদ্ভবতি তচ্ছৃণু শুভাশুভফলৈরিতি। শুভাশুভফলৈরেবং শুভাশুভে ইষ্টানিষ্টফলে যেষাং তানি শুভাশুভফলানি কর্ম্মাণি, তৈঃ শুভাশুভফলৈঃ কর্ম্মবন্ধনৈরেবং মৎসমর্পণং কুর্ব্বন্ মোক্ষ্যসে, সোঽয়ং সংন্যাসযোগো নাম সংন্যাসশ্চাসৌ মৎসমর্পণতয়া, কর্ম্মকর্তৃত্বাদ্যোগশ্চাসাবিতি, তেন সংন্যাসযোগেন যুক্তঃ আত্মান্তঃকরণং যস্য তব স ত্বং সংন্যাসযোগযুক্তাত্মা সন্ বিমুক্তঃ কর্ম্মবন্ধনৈর্জীবন্নেব পতিতে চাস্মিন্ শরীরে মামুপৈষ্যস্যাগমিষ্যসি ॥ ২৮ ॥

আনন্দগিরি।—কিমতো ভবতি ? তদাহ এবমিতি। ভগবদর্পণবুদ্ধ্যা সর্ব্বকর্ম্ম কুর্ব্বতো জীবন্মুক্তস্য প্রারব্ধকর্ম্মাবসানে বিদেহকৈবল্যমাবশ্যকমিত্যাহ শুভেত্যাদিনা। ভগবদর্পণকারণান্মুক্তিঃ সংন্যাসযোগাচ্চেতি সাধনদ্বয়শঙ্কাং শাতয়তি সোঽয়মিতি ॥ ২৮ ॥

রামানুজ।—শুভাশুভেতি। এবং সংন্যাসাখ্যযোগযুক্তমনাঃ আত্মানং মচ্ছেষতামন্নিয়াম্যৈতকরসং কর্ম্ম চ সর্ব্বং মদারাধনমনুসন্দধানো লৌকিকং বৈদিকঞ্চ কর্ম্ম কুর্ব্বন্, শুভাশুভফলৈরনন্তৈঃ প্রাচীনকর্ম্মাখ্যৈর্ব্বন্ধনৈর্ম্মৎপ্রাপ্তিবিরোধিভিঃ সর্ব্বৈঃ মোক্ষ্যসে তৈঃ বিমুক্তো মামেবোপৈষ্যসি ॥ ২৮ ॥

হনুমান্।—এবং মদর্পণানুষ্ঠানে সতি শুভাশুভফলৈঃ পুণ্য-পাপ-ফলৈঃ মোক্ষ্যসে মুক্তো ভবসি, কর্ম্মাণ্যেব বন্ধনানি তৈঃ কর্ম্মবন্ধনৈঃ, সংন্যাসযোগ-যুক্তাত্মা সংন্যাস এব যোগস্তেন যুক্তাত্মা ফলাসঙ্গ ইত্যর্থঃ। কর্ম্মবন্ধনৈর্বিমুক্তো মামিত্যযুক্তং বাসুদেবমুপৈষ্যসি প্রাপ্স্যসি ॥ ২৮ ॥

শ্রীধর।—এবঞ্চ যৎ ফলং প্রাপ্স্যসি তচ্ছৃণু ইত্যাহ শুভাশুভেতি। এবং কুর্ব্বন্ কর্ম্মবন্ধনৈঃ কর্ম্মনিমিত্তৈরিষ্টানিষ্টফলৈর্মুক্তো ভবিষ্যসি, কর্ম্মণাং ময়ি সমর্পিতত্বেন তব তৎফলসম্বন্ধানুপপত্তেঃ, তৈশ্চ বিমুক্তঃ সন্ সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা সন্ন্যাসঃ কর্ম্মণাং মদর্পণং স এব যোগস্তেন যুক্ত আত্মা চিত্তং যস্য তথাভূতস্ত্বং মাং প্রাপ্স্যসীত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥

বলদেব।—ঈদৃশভক্তেঃ ফলমাহ শুভেতি। এবং মন্নিদেশকৃতায়াং সর্ব্বকর্ম্মার্পণলক্ষণায়াং ভক্তৌ সত্যাং কর্ম্মরূপৈর্বন্ধনৈস্ত্বং মোক্ষ্যসে। কীদৃশৈঃ ? ইত্যাহ শুভেতি। ইষ্টা-

নিষ্টফলৈস্তৎপ্রাপ্তিপ্রতীপৈঃ প্রাচীনৈরিত্যর্থঃ। কীদৃশম্ ? ইত্যাহ সংন্যাসেতি। ময়ি কর্ম্মার্পণং সংন্যাসঃ সএব চিত্তবিশোধকত্বাদ্ যোগস্তদ্‌যুক্ত আত্মা মনো যস্ত সঃ। ন কেবলং মুক্ত এব কর্ম্মভির্ভবিষ্যস্তসি তু বিমুক্তঃ সন্ মামুপৈষ্যসি। মুক্তেষু বিশিষ্টঃ সন্ মাং সাক্ষাৎ সেবিতুং মদন্তিকং প্রাপ্স্যসি ॥ ২৮ ॥

মধুসূদন।—এতাদৃশস্য ভজনস্য ফলমাহ শুভাশুভেতি। এবমনায়াসে সিদ্ধেঽপি সর্ব্বকর্ম্মসমর্পণরূপে মদ্ভজনে সতি শুভাশুভে ইষ্টানিষ্টে ফলে যেষাং তৈঃ কর্ম্মবন্ধৈর্নির্ব্বন্ধনরূপৈঃ কর্ম্মভির্মোক্ষ্যসে ময়ি সমর্পিতত্বাত্তব তৎ সম্বন্ধানুপপত্তেঃ, কর্ম্মভিস্তৎফলৈশ্চ ন সংস্রক্ষ্যসে, ততশ্চ সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা সন্ন্যাসঃ সর্ব্ব-কর্ম্মণাং ভগবতি সমর্পণং স এব যোগ ইব চিত্তশোধকত্বাদ্ যোগস্তেন যুক্তঃ শোধিত আত্মান্তঃকরণং যস্য স ত্বং ত্যক্তসর্ব্বকর্ম্মা বা কর্ম্মবন্ধৈর্জীবন্নেব বিমুক্তঃ সন্ সম্যগ্দর্শনেনাজ্ঞানাবরণনিবৃত্ত্যা মামুপৈষ্যসি সাক্ষাৎ করিষ্যস্যহং ব্রহ্মাস্মীতি। ততঃ প্রারব্ধ কর্ম্মক্ষয়াৎ পতিতেঽস্মিন্ শরীরে বিদেহকৈবল্যরূপং মামুপৈষ্যসি। ইদানীমপি সদ্রূপঃ সন্ সর্ব্বোপাধিনিবৃত্ত্যা মায়িকভেদব্যবহারবিষয়ো ন ভবিষ্যসীত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥

নীলকণ্ঠ।—এবং কুর্ব্বতঃ ফলমাহ শুভাশুভেতি। শুভাশুভফলৈঃ কর্ম্মরূপৈর্বন্ধনৈঃ এবং কুর্ব্বন্ ত্বং মোক্ষ্যসে, ভগবদর্পণবুদ্ধ্যা যৎ কিঞ্চিৎ কর্ম্ম কুর্ব্বতঃ কর্ম্মলেপো নাস্তীত্যর্থঃ। অয়মেবোক্তলক্ষণঃ কর্ম্মফলসন্ন্যাসরূপো যোগঃ, তত্র যুক্তাত্মা সমাহিতচিত্তঃ সন্, বিমুক্তঃ কর্ম্মবন্ধনৈঃ বিমুক্তঃ সন্, মাং সর্ব্বেষাং প্রত্যগাত্মানং উপৈষ্যসি ॥ ২৮ ॥

বিশ্বনাথ।—শুভেতি। শুভাশুভফলৈরনন্তৈঃ কর্ম্মরূপৈর্বন্ধনৈর্বিমোক্ষ্যসে। "ভক্তিরস্য ভজনং তদিহামুত্রোপাধিনৈরাশ্যেনামুষ্মিন্মনঃকল্পনমেতদেব নৈষ্কর্ম্ম্যম্" ইতি শ্রুতেঃ। সন্ন্যাসঃ কর্ম্মফলত্যাগঃ, স এব যোগঃ, তেন যুক্ত আত্মা মনো যস্ত সঃ। ন কেবলং মুক্ত এব ভবিষ্যসি অপিতু বিমুক্তো মুক্তেষ্বপি বিশিষ্টঃ সন্ মামুপৈষ্যসি সাক্ষাৎ পরিচরিতুং মন্নিকটমেষ্যসি। "মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ। সুদুর্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনে" ইতি স্মৃতেঃ, "মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগম্" ইতি শুকোক্তেঃ, মুক্তেঃ সকাশাদপি সাক্ষান্মৎপ্রেমসেবায়া ঔৎকর্ষোঽয়মেবেতি ভাবঃ ॥ ২৮ ॥

তাৎপর্য্য।—এইরূপ সর্ব্ব কর্ম্ম শ্রীভগবানে সমর্পণ করাই তাঁহার ভজনা; তজ্জন্য বিশেষ কোন অনুষ্ঠানান্তরের প্রয়োজনীয়তা নাই। উল্লিখিত সর্ব্ব কর্ম্ম ভগবানে সমর্পণরূপ ভজনার দ্বারা কি ফল লব্ধ হইয়া থাকে, তাহাই এস্থলে বিবৃত হইতেছে। সর্ব্বকর্ম্ম-সমর্পণরূপ আমার ভজনা অনায়াস-সাধ্য হইলেও, তাহার পরিণাম ফল কখনই তুচ্ছ নহে। বস্তুতঃ এরূপ সর্ব্ব-কর্ম্ম-অর্পণের ফল অতীব প্রভূত। এইরূপ কর্ম্ম-সমর্পণ দ্বারা শুভাশুভ-ফল-প্রদানক্ষম, বন্ধনের মূলীভূত কর্ম্ম-সমূহ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। কেন না,

কর্ম্ম-সমূহ শ্রীভগবানে সমর্পিত হইলে, তাহার সহিত সমর্পকের সমস্ত সম্বন্ধই শেষ হইয়া যায়; সুতরাং কর্ম্ম ও তাহার ফল কিছুই সমর্পককে আশ্রয় করে না। কর্ম্ম মাত্রই স্বকীয় প্রয়োজনে অনুষ্ঠিত হয় না, এবং তাহার মুখ্য বা গৌণ, ইষ্ট বা অনিষ্ট, সুখ বা অসুখ, কোন প্রকার পরিণাম-ফলের সহিতই সংশ্রব নাই, এরূপ ধ্রুব বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া যিনি যাবতীয় কর্ম্ম শ্রীভগবানে সমর্পণ করিতে সক্ষম, বন্ধনের মূলীভূত কর্ম্মসমূহ আর তাঁহাকে বন্ধন করিতে পারে না। তিনি তখন কর্ম্মের নিগড় বিচ্ছিন্ন করিয়া মুক্ত হইয়া থাকেন। তদনন্তর, সর্ব্ব-কর্ম্ম শ্রীভগবানে সমর্পণরূপ সন্ন্যাস, যোগের ন্যায় তাঁহার চিত্ত-শোধনের সহায়তা করে। তাদৃশ সন্ন্যাসযোগে তাঁহার অন্তঃকরণ বিশোধিত হইয়া থাকে। তখন সেই সর্ব্বকর্ম্মত্যাগী মহাত্মা কর্ম্মবন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া, সম্যগ্-দর্শন লাভ করেন এবং তৎপ্রভাবে অজ্ঞানের আবরণ বিচ্ছিন্ন করিয়া আমাকে প্রাপ্ত হন, অর্থাৎ আমার সাক্ষাৎকার লাভ করেন। তদনন্তর প্রারব্ধ কর্ম্মের ক্ষয় হইলে বিদেহকৈবল্যরূপ মোক্ষ লাভ করিয়া থাকেন। যতদিন সে অবস্থা না ঘটে, ততদিনও তাঁহাকে আর মায়িক-ভেদ ব্যবহারের বিষয়ীভূত হইতে হয় না।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্বিশ্বনাথের অভিপ্রায়। "ভক্তিরস্য ভজনং তদিহামুত্রোপাধিনৈরাশ্যেনৈবামুস্মিন্ মনসঃ কল্পনমেতদেব চ নৈষ্কর্ম্ম্যম্।" (শ্রীগোপালতাপনী উপনিষদ্, ১৫ শ্রুতি) অর্থাৎ "শ্রীকৃষ্ণের ভজনাই ভক্তি, এই ভক্তি ইহ লোকের ও পর লোকের উপাধি-নৈরাশ্য ভাবে অর্থাৎ ফলাভিসন্ধি-বিবর্জ্জিত হৃদয়ে অনুষ্ঠিত হইলে, সেই মানস কল্পনাই নৈষ্কর্ম্ম্য অর্থাৎ মোক্ষরূপে পরিণত হয়।" (এই গ্রন্থের ৫৮৭ পৃষ্ঠার টিপ্পনী দ্রষ্টব্য; তথায় ইহার বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে)। এতাদৃশ কর্ম্ম-সমর্পণহেতু, ভক্ত যে কেবল মুক্ত হইয়া থাকেন এমন নহে; তিনি বিমুক্ত অর্থাৎ মুক্তির অপেক্ষাও বিশিষ্টতা লাভ করেন। এইরূপ বিমুক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া, সাক্ষাৎভাবে আমার পরিচর্য্যা-সংসাধনের নিমিত্ত, তিনি আমার নৈকট্যবাসের অধিকার প্রাপ্ত হন। স্মৃতিশাস্ত্রে কথিত হইয়াছে, "মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ। সুদুর্ল্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনে!॥" অর্থাৎ "হে মহামুনে! কোটি সিদ্ধ-পুরুষের মধ্যেও একজন প্রশান্তাত্মা নারায়ণপারায়ণ ব্যক্তি সুদুর্ল্লভ।" ইহাতে প্রতিপাদিত হইতেছে যে, সিদ্ধি লাভ

অনেকেই করিতে পারেন ও করিয়া থাকেন; কিন্তু সিদ্ধি লাভ হইলেই যে আত্মার নির্ম্মলতা সাধিত হইয়া, শ্রীগন্নারায়ণে ঐকান্তিকী ভক্তিপরায়ণতা অর্থাৎ ভক্তি-নিষ্ঠার আবির্ভাব হইবে, এমন কোন কথা নহে। প্রত্যুতঃ সিদ্ধি লাভ অনেকেই করেন, কিন্তু ভক্তি লাভ করা সকলের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। ভক্তোত্তম শ্রীমৎ শুকদেব বলিয়াছেন, "মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্ম ন ভক্তি-যোগম্" ॥ অর্থাৎ "তিনি কাহাকেও মুক্তি প্রদান করিতে পারেন, কিন্তু ভক্তি যোগ দেন না।" মুক্তি সহজ-প্রাপ্য, কিন্তু ভক্তি হৃদয়ের ধন, বড় ভাগ্য না থাকিলে তাহা অর্জ্জন করা যায় না। ভক্তজন মুক্তি-কামী নহেন। মুক্তির অপেক্ষা সাক্ষাৎ শ্রীভগবানের প্রেমসেবা-পরিচর্য্যার অধিকার লাভই শ্রেষ্ঠ সন্দেহ নাই ॥ ২৮ ॥

সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্ ॥২৯॥

অন্বয়।—অহম্ সর্ব্ব-ভূতেষু (যাবতীয়প্রাণিষু) সমঃ (তুল্যঃ) মে (মম) দ্বেষ্যঃ (দ্বেষবিষয়ঃ) প্রিয়ঃ (প্রীতিবিষয়ঃ) ন অস্তি (বিদ্যতে) যে তু মাম্ ভক্ত্যা (ভক্তিপূর্ব্বিকয়া) ভজন্তি (সেবন্তে) তে (ভক্তাঃ) ময়ি (ভগবতি) [বর্ত্তন্তে] অহং অপি চ তেষু [বর্ত্তে] ॥ ২৯ ॥

প্রতিশব্দ।—আমি সকল-প্রাণীতে সমান আমার দ্বেষের-বিষয় প্রীতির-বিষয় না আছে যাঁহারা কিন্তু আমাকে ভক্তি-পূর্ব্বক ভজনা-করেন তাঁহারা আমাতে [থাকেন] আমি-ও এবং তাঁহাদিগতে [থাকি] ॥ ২৯ ॥

ব্যাখ্যা।—আমি সকল ভূতেই সমভাবে বিরাজিত; আমার কিছুই দ্বেষ্য বা প্রিয় নাই। কিন্তু যাঁহারা ভক্তি-সহকারে আমার ভজনা করেন, তাঁহারা আমাতেই অবস্থান করেন এবং আমিও সেই সকল ব্যক্তিতে অবস্থান করিয়া থাকি ॥ ২৯ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—রাগদ্বেষবান্ তর্হি ভগবান্, যতো ভক্তাননুগৃহ্ণাতি নেতরানিতি; তন্ন সমোঽহমিতি। সমঃ তুল্যোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ, অগ্নিবদহং দূর-

স্থানাং যথাগ্নিঃ শীতং নাপনয়তি সমীপমুপসর্পতামপনয়তি, তথাহং ভক্তাননুগৃহ্ণামি নেতরান্। যে ভজন্তি তু মামীশ্বরং ভক্ত্যা, ময়ি তে স্বভাবত এব ন মম রাগনিমিত্তং ময়ি বর্ত্তন্তে, তেষু চাপ্যহং স্বভাবত এব বর্ত্তে নেতরেষু, নৈতাবতা তেষু দ্বেষো মম ॥ ২৯ ॥

আনন্দগিরি।—ভগবতো রাগদ্বেষবত্ত্বেনানীশ্বরত্বমাশঙ্ক্য পরিহরতি রাগেত্যাদিনা। তর্হি ভগবদ্ভজনমকিঞ্চিৎকরমিত্যাশঙ্ক্যাহ অগ্নিবদিতি। তৎপ্রপঞ্চয়তি যথেতি। ভক্তানভক্তাংশ্চানুগৃহ্নতোঽননুগৃহ্নতশ্চভগবতো ন কথং রাগাদিমত্ত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ যে ভজন্তীতি। যে হি বর্ণাশ্রমাদিধর্ম্মৈর্মাং ভজন্তি, তে তেনৈব ভজনেনাচিন্ত্যমাহাত্ম্যেন পরিশুদ্ধবুদ্ধয়ো ময়ি মৎসমীপে বর্ত্তন্তে, মদভিব্যক্তিযোগ্যচিত্তা ভবন্তি, তুশব্দোঽস্য বিশেষস্য দ্যোতনার্থম্, তেষু চ সমীপে সমক্ষং তেষামহমপি স্বভাবতো বর্ত্তমানস্তদনুগ্রহপরো ভবামি, যথা ব্যাপকমপি সাবিত্র্যং তেজঃ স্বচ্ছে দর্পণাদৌ প্রতিফলতি, তথা পরমেশ্বরোঽবর্জনীয়তয়া ভক্তিনিরস্ত সমস্তকলুষসত্ত্বেষু পুরুষেষু সন্নিধত্তে দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতানাং ভজন্তীত্যুক্তত্বাদিত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥

রামানুজ।—সমোঽহমিতি। মমেবং পরমমতিলোকং স্বভাবং শৃণু দেবতির্য্যঙ্‌মনুষ্যস্থাবরাত্মনা স্থিতেষু জাতিত আকারতঃ স্বভাবতো জ্ঞানতশ্চাত্যন্তোৎকৃষ্টাপকৃষ্টরূপেণ বর্ত্তমানেষু সর্ব্বেষু ভূতেষু সমাশ্রয়ণীয়ত্বেন সমোঽহং অয়ং জাত্যাকারস্বভাবজ্ঞানাদিভিঃ নিকৃষ্ট ইতি সমাশ্রয়ণে ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি উদ্বেজনীয়তয়া ন ত্যাজ্যোঽস্তি তৎ সমাশ্রিতত্বা[ব্য] তিরেকেণ জাত্যাদিভিরত্যন্তোৎকৃষ্টোঽয়মিতি তদ্‌যুক্ততয়া সমাশ্রয়ণে ন কশ্চিৎ প্রিয়োঽস্তি ন সংগ্রাহ্যোঽস্তি, অপিত্বত্যর্থমৎপ্রিয়ত্বেন মদ্ভজনেন বিনাত্মধারণালাভাত্তজনৈকপ্রয়োজনা যে মাং ভজন্তে তে জাত্যাদিভিরুৎকৃষ্টা অপকৃষ্টা বা মৎসমানগুণা [গুণবৎ] যথাসুখং ময্যেব বর্ত্তন্তেঽহমপি তেষু মদুৎকৃষ্টেষ্বিব বর্ত্তে ॥ ২৯ ॥

হনুমান্।—সমস্তুল্যচিত্তোঽহং বাসুদেবঃ সর্ব্বভূতেষু সর্ব্বপ্রাণিষু সমো দ্বেষো নাস্তীতি প্রকৃতেন সম্বন্ধঃ, ন প্রিয়ঃ প্রিয়োঽপি নাস্তীতি, যে তু মাং ভজন্তি সেবন্তে মামীশ্বরং ভক্ত্যা প্রীত্যা ময়ীশ্বরে তে নিবসন্তি অহমেব তেষু বসামি ॥ ২৯ ॥

শ্রীধর।—যদি তু ভক্তেভ্য এব মোক্ষং দদাসি নাভক্তেভ্যস্তর্হি তবাপি কিং রাগদ্বেষাদিকৃতং বৈষম্যমস্তি ? নেত্যাহ সমোঽহমিতি। সর্ব্বেষু ভূতেষ্বহং সমঃ,অতো মম প্রিয়শ্চ দ্বেষ্যশ্চ নাস্ত্যেব, এবং সত্যপি যে মাং ভজন্তি তে ভক্তা ময়ি বর্ত্তন্তে অহমপি তেষ্বনুগ্রাহকতয়া বর্ত্তে। অয়ং ভাবঃ যথাগ্নেঃ স্বসেবকেষ্বেব তমঃশীতাদিদুঃখমপাকুর্ব্বতোঽপি ন বৈষম্যম্, যথা বা কল্পবৃক্ষস্য, তথৈব ভক্তপক্ষপাতিনোঽপি মম বৈষম্যং নাস্ত্যেব, কিন্তু মদ্ভক্তেরেবায়ং মহিমেতি ॥ ২৯ ॥

বলদেব।—ননু ভক্তানেব বিমুচ্যান্তিকং নয়সি নাভক্তানিতি তবাপি কিং সর্ব্বেশ্বরস্য রাগদ্বেষকৃতং বৈষম্যমস্তি ? তত্রাহ সমোঽহমিতি। দেবমনুষ্যতির্য্যক্‌স্থাবরাদিষু জাত্যাকৃতিস্বভাবৈর্বিষমেষু সর্ব্বেষু ভূতেষু তত্তৎকর্ম্মানুগুণ্যেন সৃষ্টিপালনকৃৎ সর্ব্বেশ্বরোঽহম্

সমঃ পর্জন্য ইব নানাবিধেষু তত্তদ্বীজেষু ; ন তেষু মে কোঽপি দ্বেষ্যঃ প্রিয়ো বেত্যর্থঃ। ভক্তানামভক্তেভ্যো বিশেষং বোধয়িতুমিহ তুশব্দঃ। যে তু মাং ভজন্তি শ্রবণাদিভক্তিভিরনুকূলয়ন্তি তে ভক্ত্যানুরক্ত্যা ময়ি বর্ত্তন্তে তেষ্বহং চ সর্ব্বেশ্বরোঽপি ভক্ত্যা বর্ত্তে, মণিসুবর্ণন্যায়েন ভগবতোঽপি ভক্তেষু ভক্তিরস্তি। "ভগবান্ ভক্তভক্তিমান্" ইত্যাদি শ্রীশুকবাক্যাদিভিঃ প্রেম্না মিথো বর্ত্তনবিশেষো দর্শিতঃ। অন্যথা ত্ববিশেষাপত্তিঃ। তস্য প্রতিজ্ঞা ত্বীদৃশ্যেবাবগম্যতে "যে যথা মাম্" ইত্যাদিনা। কল্পদ্রুমদৃষ্টান্তোঽপ্যত্রাংশিক এব। তত্র মিথঃ প্রীত্যপ্রতীতেঃ পক্ষপাতাপ্রতীতেশ্চ, তথাচ সর্ব্বত্রাবিষমেঽপি ময়ি স্বাশ্রিতবাৎসল্যলক্ষণং বৈষম্যমস্তীত্যুক্তম্। এবমাহ সূত্রকারঃ, "উপপদ্যতে চাভ্যুপলভ্যতে চ" ইতি। ননু ভক্তেরপি কর্ম্মত্বানুসারেণ তেষু তদ্বাৎসল্যান্ন তল্লক্ষণে তদিতি চেন্নৈবমেতৎ। স্বরূপশক্তিবৃত্তের্ভক্তেঃকর্ম্মান্যত্বাৎ। শ্রুতিশ্চ। "সচ্চিদানন্দৈকরসে ভক্তিযোগে তিষ্ঠতি" ইতি। ন চ স্বরূপপ্রযুক্তত্বাদ্ দূষণমেতদিতি বাচ্যম্। গুণশ্রেষ্ঠত্বেন স্তূয়মানত্বাৎ ॥ ২৯ ॥

মধুসূদন।—যদি ভক্তানেবানুগৃহ্নাতি নাভক্তান্, ততো রাগদ্বেষবত্ত্বেন কথং পরমেশ্বরঃ স্যাৎ ? ইতি নেত্যাহ সম ইতি। সর্ব্বেষু প্রাণিষু সমস্তুল্যোঽহং সদ্রূপেণ স্ফুরণরূপেণানন্দরূপেণ চ স্বাভাবিকেনৌপাধিকেন চান্তর্য্যামিত্বেন অতীব মম দ্বেষবিষয়ঃ প্রীতিবিষয়ো বা কশ্চিদস্তি সাবিত্রস্যেব গগনমণ্ডলব্যাপিনঃ প্রকাশস্য, তর্হি কথং ভক্তাভক্তয়োঃ ফলবৈষম্যম্ ? তত্রাহ যে ভজন্তি তু যে তু ভজন্তি সেবন্তে মাং সর্ব্বকর্ম্মসমর্পণরূপয়া ভক্ত্যা। অভক্তাপেক্ষয়া ভক্তানাং বিশেষদ্যোতনার্থস্তুশব্দঃ। কোঽসৌ ময়ি তে যে মদর্পিতৈর্নিষ্কামৈঃ কর্ম্মভিঃ শোধিতান্তঃকরণাস্তে নিরস্তসমস্তরজস্তমোমলস্য সত্ত্বোদ্রেকেণাতিস্বচ্ছস্যান্তঃকরণস্য সদা মদাকারাং বৃত্তিমুপনিষন্মানেনোৎপাদয়ন্তো ময়ি বর্ত্তন্তে অহমপ্যতিস্বচ্ছায়াং তদীয়চিত্তবৃত্তৌ প্রতিবিম্বিতস্তেষু বর্ত্তে। চকারোঽবধারণার্থঃ এব, ময়ি তে তেষ্বেবাহমিতি। স্বচ্ছস্য হি দ্রব্যস্যায়মেব স্বভাবো যেন সংবধ্যতে তদাকারং গৃহ্নাতীতি, স্বচ্ছদ্রব্যসংবদ্ধস্য চ বস্তুন এষ এব স্বভাবো যত্তত্র প্রতিফলতীতি। তথা অস্বচ্ছদ্রব্যস্যাপ্যেষ এব স্বভাবো যৎ স্বসংবদ্ধস্যাপ্যাকারং ন গৃহ্নাতীতি ; অস্বচ্ছদ্রব্যসংবদ্ধস্য চ বস্তুনঃ এষ এব স্বভাবো যৎ তত্র প্রতিফলতীতি। যথা হি সর্ব্বত্র বিদ্যমানোঽপি সাবিত্রঃ প্রকাশঃ স্বচ্ছে দর্পণাদাবেবাভিব্যজ্যতে ন ত্বস্বচ্ছে ঘটাদৌ, তাবতা ন দর্পণে রজ্যতি ন বা দ্বেষ্টি ঘটম্, এবং সর্ব্বত্র সমোঽপি স্বচ্ছে ভক্তচিত্তেঽভিব্যজ্যমানোঽস্বচ্ছে চাভক্তচিত্তে নাভিব্যজ্যমানোঽহং ন রজ্যামি কুত্রচিৎ, ন বা দ্বেষ্মি কঞ্চিৎ, সামগ্রীমর্য্যাদয়া জায়মানস্য কার্য্যস্যাপর্য্যনুযোজ্যত্বাৎ বহ্নিবৎ কল্পতরুবচ্চাবৈষম্যং ব্যাখ্যেয়ম্ ॥ ২৯ ॥

নীলকণ্ঠ।—যতো ভক্তানেবানুগৃহ্নাতি নেতরানিত্যতো রাগদ্বেষবান্ ভগবানিত্যত আহ সমোঽহমিতি। যথাগ্নিঃ রাগাদিশূন্যোঽপি সমীপস্থানামেব শীতং নাশয়তি ন দূরস্থানাম্, তদ্বৎ সর্ব্বত্র সমোপ্যহং শরণাগতানামেব বন্ধং নাশয়ামি নান্যেষামিত্যর্থঃ ; অতো ন মম রাগো দ্বেষো বেতি ভাবঃ। ময়ি তে তেষু চাপ্যহং ভক্তা অনন্যশরণতয়া ময্যেব

বর্ত্তন্তে অহমপি তেষ্বেব বর্ত্তে, অভক্তচিত্তানাং রাগাদ্যাক্রান্তত্বেন তত্র মম বিশেষতোঽভিব্যক্তিঃ নাস্তীতি ভাবঃ ॥ ২৯ ॥

বিশ্বনাথ।—ননু ভক্তানেব বিমুক্তীকৃত্য স্বং প্রাপয়সি ন ত্বভক্তানিতি চেত্তর্হি তবাপি কিং রাগদ্বেষাদিকৃতং বৈষম্যমস্তি? নেত্যাহ সমোঽহমিতি। তে ভক্তা ময়ি বর্ত্তন্তে অহমপি তেষু বর্ত্তে ইতি ব্যাখ্যানে ভগবত্যেব সর্ব্বং জগদ্বর্ত্তত এব ভগবানপি সর্ব্বজগৎসু বর্ত্তত এব ইতি নাস্তি বিশেষঃ, তস্মাৎ "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্" ইতি ন্যায়েন ময়ি তে আসক্তা ভক্তা বর্ত্তন্তে যথা তথাহমপি তেষ্বাসক্ত ইতি ব্যাখ্যেয়ম্। অত্র কল্পবৃক্ষাদিদৃষ্টান্তস্ত্বেকাংশেনৈব জ্ঞেয়ঃ। নহি কল্পবৃক্ষফলাকাঙ্ক্ষয়া তদাশ্রিতা আসজ্জন্তি, নাপি কল্পবৃক্ষঃ স্বাশ্রিতেষ্বাসক্তঃ, নাপি স আশ্রিতস্য বৈরিণং দ্বেষ্টি; ভগবাংস্তু স্বভক্তবৈরিণং স্বহস্তেনৈব হিনস্তি। যদুক্তং প্রহ্লাদায়, "যদা দ্রুহ্যেদ্ধনিষ্যেঽপি বরোর্জ্জিতম্।" ইতি। কেচিত্তু তুকারস্য ভিন্নোপক্রমার্থত্বমাখ্যায় ভক্তবাৎসল্যলক্ষণন্তু বৈষম্যং ময়ি বিদ্যত এবেতি, তচ্চ ভগবতো ভূষণং নতু দূষণমিতি ব্যাচক্ষতে। তথাহি ভগবতো ভক্তবাৎসল্যমেব প্রসিদ্ধং নতু জ্ঞানিবাৎসল্যং যোগিবাৎসল্যং বা, যথাহ্যন্যো জনঃ স্বদাসেষ্বেব বৎসলো নান্যদাসেষু, তথৈব ভগবানপি স্বভক্তেষ্বেব বৎসলো ন রুদ্রভক্তেষু নাপি দেবীভক্তেষ্বিতি ॥ ২৯ ॥

তাৎপর্য্য।—পূর্ব্ব শ্লোকে শ্রীভগবান্ ভক্ত-জনের মুক্তির প্রসঙ্গ কীর্ত্তিত করিয়াছেন। তাহার আলোচনা করিয়া স্বতঃই মনে সন্দেহ হইতে পারে যে, ভগবান্ স্বকীয় ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ পূর্ব্বক, তাঁহাদিগকে কর্ম্ম-বন্ধন হইতে বিমুক্ত করিয়া, ভগবৎ-প্রাপ্তি রূপ পরম ফল প্রদান করেন। তবে কি তিনি রাগ-দ্বেষের অধীন হইয়া, অভক্ত জনকে নিগৃহীত করিয়া থাকেন? এইরূপ সন্দেহ-নিরসনার্থ এই শ্লোকের অবতারণা। শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, "আমি সদ্রূপে, স্ফুরণরূপে এবং আনন্দ রূপে সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত এবং সকল প্রাণীতে সমভাবে বিরাজিত। সুতরাং আমার দ্বেষের আস্পদ বা প্রেমের আস্পদ কেহই নাই। নভোমণ্ডলে দিন-দেব সমুদিত হইয়া সর্ব্বত্র সমভাবে আলোক বর্ষণ করিয়া থাকেন; তদ্রূপ শ্রীভগবান্ও, সর্ব্বভুতে সমভাবে বিরাজিত থাকিয়া, রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করেন। এক্ষণে এই প্রশ্ন হইতে পারে যে, তবে ভক্ত এবং অভক্তের ফল-বৈষম্য কেন ঘটে? তদুত্তরে কথিত হইতেছে যে, যে ব্যক্তি সর্ব্ব-কর্ম্ম-সমর্পণরূপ ভক্তি-দ্বারা আমার সেবা করেন, তিনি আমাতে বর্ত্তমান থাকেন। মদর্পিত নিষ্কাম কর্ম্ম দ্বারা যে সকল মহাত্মার অন্তঃকরণ বিশোধিত হইয়াছে, তাঁহাদিগের সমস্ত রজস্তমোরূপ মলিনতা বিদূরিত

হওয়ায়, সত্বগুণের পূর্ণাবির্ভাব-হেতু, তাঁহারা নিরতিশয় স্বচ্ছান্তঃকরণ হইয়াছেন। নিরন্তর মদাকারা বৃত্তির সমুদ্ভব হেতু, তাঁহারা আমাতেই বর্ত্তমান রহিয়াছেন; এবং আমিও নিরন্তর তাঁহাদিগের চিত্তবৃত্তিতে প্রতিবিম্বিত হইয়া সতত তাঁহাদিগতেই বর্ত্তমান রহিয়াছি। একান্ত-ভক্তি হেতু, তাঁহারা আমাতেই বর্ত্তমান এবং অনুগ্রাহক রূপে আমিও তাঁহাদিগের চিত্ত-ক্ষেত্রে বিরাজমান। স্বচ্ছ পদার্থ মাত্রেরই প্রকৃতি এই যে, তাহা দ্রব্যান্তরের প্রতিবিম্ব ধারণ করিয়া তদাকারকে স্বকীয় অবয়বে গ্রহণ করে। সর্ব্বত্র স্বচ্ছ দ্রব্যের এইরূপ স্বাভাবিক ধর্ম্মের বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু অস্বচ্ছ দ্রব্যের এইরূপ ধর্ম্ম দেখিতে পাওয়া যায় না। তাহা দ্রব্যান্তরের আকার ধারণ করিতে সমর্থ নহে। সূর্য্যদেবতা সর্ব্বত্র প্রকাশমান হইলেও, স্বচ্ছ দর্পণাদিতে যেরূপ অভিব্যক্ত হন, অস্বচ্ছ ঘটাদিতে সেরূপ হন না। কিন্তু তজ্জন্য দর্পণাদির প্রতি তাঁহার অনুরাগ আছে এবং ঘটাদির প্রতি তাঁহার দ্বেষ আছে, এরূপ কথা বলা যাইতে পার না। সর্ব্বত্র সমভাবে অবস্থিত ভগবান্, স্বচ্ছ দর্পণাদির ন্যায় সুনির্ম্মল ভক্ত-চিত্তে যেরূপ অভিব্যক্ত হন, অস্বচ্ছ সমল অভক্ত-চিত্তে সেরূপ অভিব্যক্ত হন না। এজন্য ভক্তগণের প্রতি তাঁহার অনুরাগ, বা অভক্তগণের প্রতি তাঁহার দ্বেষ সূচিত হইতে পারে না। প্রত্যুতঃ অশুচি-কর্ম্ম-নিরত, ধর্ম্ম জ্ঞান-বিবর্জ্জিত, সদাচার-পরিভ্রষ্ট ম্লেচ্ছের প্রতি যে ভগবান্ দ্বেষযুক্ত হইয়া তাহার সর্ব্বনাশ সংসাধিত করেন; অথবা পুণ্য-কর্ম্ম-অনুশীলন-শীল, সদাচার-পরায়ণ, ধর্ম্মোপদেশ-পরতন্ত্র ব্রাহ্মণের প্রতি অনুগ্রহ-প্রবণ-হৃদয় হইয়া, তিনি তাঁহার মহোন্নতির ব্যবস্থা করেন, এরূপ নহে। অঙ্গহীন, কুষ্ঠরোগাবসিত-কলেবর, পূতিগন্ধ-পরিপূর্ণ হতভাগ্যের প্রতি তাঁহার হতাদর নাই এবং দিব্য-লাবণ্য-পরিপূর্ণ পরম্শোভাময়, চন্দন-চর্চ্চিত-কলেবর, কুসুম-সুবাসিত ভাগ্যবানের প্রতিও তাঁহার অনুরাগ নাই। তবে যে ভক্তাভক্তের ফল-বৈষম্যের বিষয় আলোচিত হইতেছে, তাহা অন্তরগত উন্নতিজনিত পরম শান্তির তারতম্য মাত্র। ভক্তজন চিত্তের নির্ম্মলতা সংসাধিত করিয়া,অলৌকিক প্রসন্নতা উপভোগ করেন এবং চরমে মোক্ষ লাভ করিয়া চরিতার্থ হন। আর অভক্তজন, চিত্তের তাদৃশ উন্নতি সংসাধিত করিতে না পারিয়া, নিরন্তর বৈষয়িক সুখ-দুঃখের জ্বালা উপভোগ করেন এবং চরমে অধোগতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এইরূপ ফল-

বৈষম্য ব্যাপারে ভগবানের দ্বেষ বা প্রীতির কোন সম্বন্ধ নাই। ইহা মানবের আত্মোন্নতির পরিণাম মাত্র। উত্তাপ প্রদান পূর্ব্বক শৈত্য নিবারণ অগ্নির সাধারণ ধর্ম্ম। কিন্তু যে ব্যক্তি অগ্নির সমীপদেশে অবস্থান করে, সেই তাহা উপভোগ করিতে পারে; যে ব্যক্তি অগ্নি হইতে সুদূরে অবস্থিত, সে সেই উত্তাপের অংশ প্রাপ্ত হয় না। যে ব্যক্তি বহ্নি-সেবন করে, সেই বহ্নির স্বাভাবিক ফলভাগী হইয়া থাকে; কিন্তু যে ব্যক্তি বহ্নিবিমুখ, সে ব্যক্তি তাহাতে বঞ্চিত হয়। অগ্নির যেমন দ্বেষ্য ও প্রিয় নাই; যে কেহ তাঁহার সেবা করিলেই তিনি স্বকীয় স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্মদ্বারা তাহাকে চরিতার্থ করিতে প্রস্তুত, তদ্রূপ ভগবান্‌ও অনুরাগ ও দ্বেষবিরহিত ভাবে সকল সেবককেই বাঞ্ছিত ফল প্রদান করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত। যেমন কল্পবৃক্ষ, বৈষম্য-বোধ-রহিত হইয়া, পাত্র নির্ব্বিশেষে, প্রার্থনা পূর্ণ করিয়া থাকেন, তদ্রূপ শ্রীভগবান্‌ও বৈষম্য-বিরহিত হইয়া, সকল প্রাণীতে সমদর্শন করিয়া থাকেন। তবে যে তিনি ভক্তগণের প্রতি পক্ষপাতী, তাহা কেবল সেই ভগবদ্ভক্তগণেরই মহিমার প্রতিপাদক।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য ও শ্রীমদ্বলদেবের অভিপ্রায়। তুমি ভক্তদিগকে বিমুক্ত করিয়া স্বকীয় সকাশে লইয়া যাও; তুমি সর্ব্বেশ্বর। তবে কি তোমারও রাগদ্বেষজনিত বৈষম্যবুদ্ধি আছে? এইরূপ প্রশ্নের উত্তর স্বরূপে কথিত হইতেছে যে, দেব, মনুষ্য, তির্য্যক্‌, স্থাবরাদি যাবতীয় পদার্থের জাতি, আকৃতি, স্বভাবাদির বৈষম্য-বিষয়ে আমি নিয়ামক নহি। তাহাদের কর্ম্মানুসারে সৃষ্টিপালনাদি আমি নির্ব্বাহিত করিয়া থাকি মাত্র। এ বিষয়ে পর্জ্জন্যের ন্যায় আমার সর্ব্বত্র সম ভাব। কিন্তু যাঁহারা শ্রবণাদি-ভক্তিসহকারে আমার সেবা করেন, অনুরাগের প্রাবল্যে তাঁহারা আমাতেই থাকেন। সর্ব্বেশ্বর আমিও ভক্তিহেতু সেই ভক্তগণে থাকি। মণি এবং সুবর্ণ এতদুভয়ের প্রত্যেকেই পরস্পর সাপেক্ষ ভাবে বিদ্যমান; ভগবান্‌ ও ভক্তেরও সেইরূপ সম্বন্ধ। ভক্তোত্তম শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন,—"ভগবান্‌ ভক্ত-ভক্তিমান্‌" অর্থাৎ "শ্রীভগবান্‌ স্বকীয় ভক্তের প্রতি ভক্তিযুক্ত।" শ্রীভগবানও স্বয়ং এই গ্রন্থে বলিয়াছেন, "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্‌॥" অর্থাৎ যাঁহারা যে প্রকারে আমার ভজনা করেন, আমি সে প্রকারেই তাঁহাদিগকে অনুগ্রহ করিয়া থাকি।" (৪র্থ অধ্যায়, ১১ শ্লোক)। শ্রীভগবানের এই প্রতিজ্ঞা-

বাক্যানুসারে, যে ব্যক্তি একান্ত-ভাবে ভক্তিসহকারে তাঁহাতেই অবস্থিত, তিনিও সেই ব্যক্তিতে তদ্রূপে অবস্থান করিতে বাধ্য। সর্ব্বত্র সম-দর্শী হইলেও, শ্রীভগবানের আশ্রিত-বাৎসল্যরূপ বৈষম্য উপলব্ধ হইয়া থাকে। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলেই প্রতীত হইবে যে, তদ্বিষয়ে তাঁহার বস্তুতঃ কোনই বৈষম্য নাই; ভক্তগণ স্বকীয় ভক্তি-প্রাবল্যে সেই বাৎসল্য অর্জ্জন করিয়া থাকেন। ভগবান্ বৈষম্য হেতু তাহা বিতরণে ইতর বিশেষ করেন না। মানবেরা স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে তাহা লাভ করিয়া থাকেন; ভক্তগণ স্ব স্ব ভক্তি হেতুই সচ্চিদানন্দৈকরসে অবস্থিত হন। শ্রীভগবানের বৈষম্য-বহীনতার বিষয় এই গ্রন্থের ৯ম অধ্যায়ের ৯ শ্লোকের তাৎপর্য্যে বিশেষরূপ আলোচনা আছে। এস্থলে, পাঠকগণ পুনরায় তাহা পাঠ করিবেন। বেদান্ত সূত্রে কথিত হইয়াছে যে, "উপপদ্যতে চাভ্যুপলভ্যতে চ।" (বেদান্ত সূত্র, দ্বিতীয় অধ্যায়, প্রথম পাদ, ৩৬ সূত্র) অর্থাৎ "সংসারের অনাদিত্ব যুক্তি-সঙ্গত। শ্রুতি এবং স্মৃতি উভয়ের দ্বারাই তাহা সমর্থিত হইয়াছে।" এতদ্দ্বারা ইহাই প্রতিপাদন করা হইতেছে যে, সৃষ্টি বিষয়ে ঈশ্বরের বৈষম্য নাই। অনাদি কাল হইতে জীবের বাসনা ও সংস্কার অনুসারেই কর্ম্মের উদ্ভব হয়; সেই কর্ম্ম অবিদ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিলে, তৎকর্ত্তৃক সৃষ্টি-বৈষম্য সংঘটিত হয়। অতএব বিষমা সৃষ্টি-বিষয়ে শ্রীভগবানের কোনই পক্ষপাতিত্ব নাই।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্বিশ্বনাথের অভিপ্রায়। ভক্তগণ আমাতেই বর্ত্তমান থাকেন, এবং আমিও ভক্তগণে বর্ত্তমান থাকি। অর্থাৎ সমস্ত জগৎই ভগবানে বর্ত্তমান আছে, এবং ভগবান্ও সমস্ত জগতে আছেন। এ সম্বন্ধে কোন বিশেষ নাই। ইহাই বর্ত্তমান শ্লোকে সূচিত হইতেছে। "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।" ভগবদুক্ত এই ন্যায়ানুসারে, ভক্তগণ তাঁহাতে যেরূপ আসক্ত ভাবে বর্ত্তমান থাকে, তিনিও সেইরূপ আসক্ত হইয়া ভক্তগণে বর্ত্তমান থাকেন, এইরূপ বুঝিতে হইবে। কল্পবৃক্ষের দৃষ্টান্ত সম্পূর্ণরূপে এস্থলে প্রযুক্ত হইতে পারে না। কেননা যাহারা ফলাকাঙ্ক্ষায় কল্পবৃক্ষের আশ্রিত হয়, তাহারা কল্পবৃক্ষের প্রতি আসক্ত হয় না। কল্পবৃক্ষও স্বকীয় আশ্রিতগণের প্রতি আসক্ত হয় না এবং আশ্রিতের বৈরিগণকেও দ্বেষ করে না। কিন্তু ভগবান্ আশ্রিত-গণের প্রতি নিরতিশয় আসক্ত হইয়া থাকেন এবং স্বকীয় ভক্তের বৈরি-গণকে স্বহস্ত দ্বারাই হনন করেন। ইহাতে ভগবানের ভক্ত-বাৎসল্য-লক্ষণ

বৈষম্য আছে বলিয়া অনুমিত হইতেছে। বস্তুতই তাহা আছে বটে; এবং তাহা ভগবানের ভূষণ স্বরূপ, কখনই দূষণ স্বরূপ নহে। ভগবানের ভক্ত-বাৎসল্য গুণ সর্ব্বত্র চিরপ্রসিদ্ধ। কিন্তু তাঁহার জ্ঞানি-বাৎসল্য বা যোগি-বাৎসল্য ইত্যাদিরূপ পরিচয় কুত্রাপি প্রচারিত নাই। মনুষ্য স্বকীয় দাসের প্রতি যেরূপ বাৎসল্য-পরায়ণ হইয়া থাকে, অপরের দাসের প্রতি সেরূপ হয় না; তদ্রূপ ভগবান্‌ও আপনার ভক্তগণের প্রতিই বৎসল হইয়া থাকেন; রুদ্র-ভক্ত বা দেবী-ভক্তের প্রতি তাঁহার বাৎসল্য থাকিতে পারে না ॥ ২৯ ॥

* * *

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্‌ব্যবসিতো হি সঃ ॥ ৩০ ॥

অন্বয়।—সুদুরাচারঃ (অতীব কুৎসিৎক্রিয়াশীলঃ) অপি চেৎ (যদি) অনন্য-ভাক্ (নান্যভক্তিঃ) [সন্] মাম্ ভজন্তে [তর্হি] সঃ সাধুঃ (শ্রেষ্ঠঃ) এব মন্তব্যঃ (জ্ঞাতব্যঃ) হি (যতঃ) সঃ সম্যক্-ব্যবসিতঃ (শোভনাধ্যবসায়ং কৃতবান্) ॥ ৩০ ॥

প্রতিশব্দ।—অত্যন্ত-দুর্ব্বৃত্ত-ও যদি অনন্য-ভজন-পরায়ণ [হইয়া] আমাকে ভজনা-করেন [তবে] তিনি সাধু-ই জ্ঞাতব্য যেহেতু তিনি বিহিত-ক্রিয়াশীল ॥ ৩০ ॥

ব্যাখ্যা।—নিরতিশয় দুরাচার ব্যক্তিও যদি অন্যদেবতার ভজন-পরায়ণ না হইয়া, আমারই ভজনা করেন, তাহা হইলে তিনিও সাধু-রূপে পরিগণিত হইবার উপযুক্ত; কেননা তিনি শ্রেয়স্কর কর্ম্ম-পরায়ণ ॥ ৩০ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—শৃণু মদ্ভক্তের্মাহাত্ম্যং অপি চেদিতি। অপি চেৎ যদ্যপি সুষ্ঠুদুরাচারঃ সুদুরাচারোঽতীবকুৎসিতাচারোঽপি ভজতে মাং অনন্যভাক্ নান্যভক্তিঃ সন্, সাধুরেব সম্যগ্‌বৃত্ত এব স মন্তব্যঃ জ্ঞাতব্যঃ, সম্যগ্ যথাবদ্ব্যবসিতো হি যস্মাৎ সাধু-নিশ্চয়ঃ সঃ ॥ ৩০ ॥

আনন্দগিরি।—প্রকৃতাং ভগবদ্ভক্তিং স্তুবন্ পাপীয়সামপি তত্রাধিকারোঽস্তীতি সূচয়তি শৃণ্বিতি। সম্যগ্‌বৃত্ত এব ভগবদ্ভক্তো জ্ঞাতব্য ইত্যত্র হেতুমাহ সম্যগিতি ॥ ৩০ ॥

রামানুজ।—অপীতি। তত্রাপি তত্র তত্র জাতিবিশেষে জাতানাং যঃ স [ম] দাচার উপাদেয়ঃ পরিহরণীয়শ্চ তস্মাদতিবৃত্তোঽপ্যুক্তপ্রকারেণ মামনন্যভাক্ ভজনৈকপ্রয়োজনো ভজতে চেৎ সাধুরেব স বৈষ্ণবাগ্রসর এব মন্তব্যঃ পূর্ব্বোক্তৈঃ সম ইত্যর্থঃ। কুত এ [ব] তৎ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ যতোঽস্য ব্যবসায়ঃ সুসমীচীনঃ, ভগবান্ নিখিলজগদাধারভূতঃ পরং ব্রহ্ম নারায়ণোঽস্মৎ স্বামী মম গুরুঃ মম সুহৃন্মম পরং ভোগ্যমিতি সর্ব্বৈর্দুষ্প্রাপোঽয়ং ব্যবসায়স্তেন কৃতঃ তৎ কার্য্যঞ্চানন্যপ্রয়োজনং নিরন্তরভজনং তস্যাস্তি অতঃ সাধুরেব বহুমন্তব্যঃ, অস্মিন্ ব্যবসায়ে তৎকার্য্যে চোক্তপ্রকারভজনে সম্পন্নে সতি তস্যাচারব্যতিক্রমঃ স্বল্পবৈকল্যমিতি নতাবতানাদরণীয় অপিতু বহুমন্তব্য এবেত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥

হনুমান্।—সুদুরাচারোঽপি মামীশ্বরং ভজতে চেদন্যং ন ভজতীত্যনন্যভাক্ সাধুরেব ধার্ম্মিক এব সমঃ তুল্যঃ বোধব্যঃ, হি যস্মাদর্থে সম্যক্ শোভনং ব্যবসিতঃ নিশ্চিতঃ তস্মাদ্ধার্ম্মিক এব স মন্তব্য ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৩০ ॥

শ্রীধর।—অপি চ মদ্ভক্তেরেবায়মবিতর্ক্যঃ প্রভাব ইতি দর্শয়ন্নাহ অপি চেদিতি। অত্যন্তদুরাচারোঽপি যদ্যপ্যপৃথক্ত্বেন পৃথগ্দেবতাপি বাসুদেব এবেতি বুদ্ধ্যা দেবতান্তরভক্তিমকুর্ব্বন্ মামেব পরমেশ্বরং ভজতে, তর্হি সাধুঃ শ্রেষ্ঠ এব স মন্তব্যঃ, যতোঽসৌ সম্যগ্ব্যবসিতঃ শোভনমধ্যবসায়ং কৃতবান্ ॥ ৩০ ॥

বলদেব।—মম শুদ্ধভক্তিবশ্যতালক্ষণঃ স্বভাবো দুস্ত্যজ এব, যদহং জুগুপ্সিতকর্ম্মণ্যপি ভক্তেঽনুরজ্যংস্তমুৎকর্ষয়ামীতি পূর্ব্বার্থং পুষ্ণন্নাহ অপি চেদিতি। অনন্যভাক্ জনশ্চেৎ সুদুরাচারোঽতিবিগর্হিতকর্ম্মাপি সন্ মাং ভজতে মৎকীর্ত্তনাদিভির্মাং সেবতে, তদাপি স সাধুরেব মন্তব্যঃ। মত্তোঽন্যাং দেবতাং ন ভজত্যাশ্রয়তীতি মদেকান্তী মামেব স্বামিনং পরমপুমর্থঞ্চ জানন্নিত্যর্থঃ। উভয়থা বর্ত্তমানোঽপি সাধুত্বেন স পূজ্য ইতি বোধয়িতুমেবকারঃ। তস্য তথাত্বেন মননে মন্তব্য ইতি স্বনিদেশরূপো বিধিশ্চ দর্শিতঃ। ইতরথা প্রত্যবায়াদিতি ভাবঃ। উভয়থাপি বর্ত্তমানস্য সাধুত্বমেবেত্যত্রোক্তঃ হেতুঃ পুষ্ণন্নাহ সম্যগিতি। যদসৌ সম্যগ্ব্যবসিতো মদেকান্তনিষ্ঠারূপশ্রেষ্ঠনিশ্চয়বানিত্যর্থঃ। এবমুক্তং নারসিংহে, “ভগবতি চ হরাবনন্যচেতা ভৃশমলিনোঽপি বিরাজতে মনুষ্যঃ। নহি শশকলুষচ্ছবিঃ কদাচিত্তিমিরপরাভবতামুপৈতি চন্দ্রঃ ॥” ইতি ॥ ৩০ ॥

মধুসূদন।—কিঞ্চ মদ্ভক্তেরেবায়ং মহিমা, যৎ সমেঽপি বৈষম্যমাপাদয়তি শৃণু তন্মহিমানমিত্যাহ অপীতি। যঃ কশ্চিৎ সুদুরাচারোঽপি চেদজামিলাদিরিব অনন্যভাক্ সন্ মাং ভজতে কুতশ্চিদ্ভাগ্যোদয়াৎ সেবতে, স প্রাগসাধুরপি সাধুরেব মন্তব্যঃ, হি যস্মাৎ সম্যগ্ব্যবসিতঃ সাধুনিশ্চয়বান্ সঃ ॥ ৩০ ॥

নীলকণ্ঠ।—ভক্তের্মাহাত্ম্যমাহ অপি চেদিতি। অত্যন্তপাপিষ্ঠোঽপি মাং যদ্যনন্যচেতাঃ সন্ ভজতে তথাপি স সাধুরেব মন্তব্যঃ, হি যতঃ স সম্যগ্ব্যবসিতঃ সম্যগ্বৃত্তঃ ॥ ৩০ ॥

বিশ্বনাথ।—স্বভক্তেষ্বাসক্তির্মম স্বাভাবিক্যেব ভবতি সা দুরাচারেঽপি ভক্তে নাপযাতি তমপ্যুৎকৃষ্টমেব করোমীত্যাহ অপিচেদিতি। সুদুরাচারঃ পরহিংসাপরদারপরদ্রব্যাদিগ্রহণপরায়ণোঽপি মাং ভজতে চেৎ, কীদৃক্‌ভজনবান্? ইত্যত আহ, অনন্যভাক্ মত্তোঽন্যদেবতান্তরং মদ্ভক্তেরন্যৎ কর্ম্মজ্ঞানাদিকং মৎকামনাতোঽন্যাং রাজ্যাদিকামনাং ন ভজতে স সাধুঃ। নন্বেতাদৃশে কদাচারে দৃষ্টে সতি কথং সাধুত্বম্? তত্রাহ মন্তব্যো মননীয়ঃ সাধুত্বেনৈব স জ্ঞেয় ইতি যাবৎ। মন্তব্যমিতি বিধিবাক্যং অন্যথা প্রত্যবায়ঃ স্যাৎ। অত্র মদাজ্ঞৈব প্রমাণমিতি ভাবঃ। ননু ত্বাং ভজতে ইত্যেতদংশেন সাধুঃ, পরদারাদিগ্রহণাংশেনাসাধুশ্চ স মন্তব্যস্তত্রাহ এবেতি। সর্ব্বেনাপ্যংশেন সাধুরেব মন্তব্যঃ, কদাপি তস্যাসাধুত্বং ন দ্রষ্টব্যমিতি ভাবঃ। সম্যগ্ব্যবসিতং নিশ্চয়ো যস্য সঃ। দুস্ত্যজেন স্বপাপেন নরকং তির্য্যক্‌যোনীর্ব্বা যামি, ঐকান্তিকং শ্রীকৃষ্ণভজনন্তু নৈব জিহাসামীতি সুশোভনমধ্যবসায়ং কৃতবানিত্যর্থঃ॥ ৩০॥

তাৎপর্য্য।—ভগবদ্ভক্তের অপরিসীম মহাত্ম্য প্রদর্শনার্থ এই শ্লোক অবতারিত হইতেছে। অজামিল (৪৪৩ পৃষ্ঠায় টিপ্পনী দ্রষ্টব্য) প্রভৃতির ন্যায় নিরন্তর পাপাচার-পরায়ণ, অতিশয় দুষ্ক্রিয়াশীল ব্যক্তিগণও যদি দেবতান্তরের প্রতি ভক্তি না করিয়া, কেবল আমারই ভজনা করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকেও সাধু বলিয়াই জ্ঞান করা আবশ্যক। যেহেতু তাঁহারা পরম শ্রেয়স্কর পথই অবলম্বন করিয়াছেন এবং সাধুগণের পরিগৃহীত অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য ও শ্রীমদ্বলদেববিদ্যাভূষণের অভিপ্রায়। আমার শুদ্ধ-ভক্তির বশ্যতারূপ স্বভাব দুস্ত্যজ্য। এই জন্যই আমি নিন্দিত ক্রিয়াশীল ভক্তগণকেও অবজ্ঞা না করিয়া, তাঁহাদিগের উৎকর্ষ সংসাধিত করিয়া থাকি। যদি কোন নিরতিশয়-নিন্দিত-কর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি, অন্যদেবতার ভজন-বিমুখ হইয়া, শ্রবণকীর্ত্তনাদিরূপ ভক্তি-সহকারে আমাকেই ভজনা করেন, তাহা হইলে সে ব্যক্তিও সাধুরূপে পরিগণিত। যে ব্যক্তি মদ্ভিন্ন অন্যদেবতার আশ্রয় গ্রহণ করে না এবং আমাকেই পরম দেবতা, পরম প্রভু ও সর্ব্বার্থ সিদ্ধির মূলীভূত জ্ঞান করিয়া ভজনা করে, তাহারই এইরূপে সাধুত্ব সূচিত হয়। কেননা সেই ব্যক্তি আগার প্রতি একান্ত-নিষ্ঠারূপ শ্রেষ্ঠ পন্থা নির্ব্বাচন করিয়াছেন। নারসিংহে কথিত হইয়াছে, "ভগবতি চ হরাবনন্যচেতা ভৃশ-মলিনোঽপি বিরাজতে মনুষ্যঃ। ন হি শশকলুষচ্ছবিঃ কদাচিত্তিমিরপরাভবতামুপৈতি চন্দ্রঃ॥" অর্থাৎ "সাতিশয় মলিন হইলেও মনুষ্য যদি শ্রীহরির প্রতি অনন্যচেতা হয়, তাহা হইলেও পরম শোভাময় রূপে বিরাজমান হইয়া থাকেন। শশাঙ্ক-লাঞ্ছন হেতু চন্দ্র কখনই তিমির-পরাভবতা প্রাপ্ত হন না।"

শ্রীমদ্বিশ্বনাথের অভিপ্রায়। স্বভক্তের প্রতি আমার স্বাভাবিক আসক্তি আছে। সে ব্যক্তি দুরাচার হইলেও তাহার প্রতি আমার সে আসক্তি অপগত হয় না এবং আমি তাহারও উৎকর্ষসাধন করিয়া থাকি। যদি সে ব্যক্তি পরহিংসা-পরায়ণ, পরদারাসক্ত, পরদ্রব্যাপহরণ-তৎপর হইয়া ঘোর দুষ্কৃতিশালী হয়, অথচ মদ্ব্যতীত দেবতান্তরের ভজন-পরায়ণ না হয়, মদ্ভক্তি ব্যতীত জ্ঞানকর্ম্মাদির অনুষ্ঠান-নিরত না হয়, মৎকামনা-ব্যতীত রাজ্য-সুখাদি কোন কামনাই না করে, তাহা হইলে সে ব্যক্তিও সাধু। এস্থলে 'মন্তব্য' এই বাক্য দ্বারা বিধি সূচিত হইতেছে। এতাদৃশ দুরাচার ব্যক্তিকেও সাধুজ্ঞান না করিলে প্রত্যবায়ভাগী হইতে হইবে। এ বিষয়ে আমার আজ্ঞাই প্রমাণ। যদি বলা যায়, তোমার ভজনা করে এই জন্য সে ব্যক্তি অংশতঃ সাধু; কিন্তু পরদার-পরায়ণতা প্রভৃতি কারণে সে মানব অংশতঃ অসাধু। তদুত্তরে কথিত হইতেছে যে, তাহাকে সর্ব্বতোভাবে সাধুজ্ঞান করিতে হইবে। তাহার অসাধুত্ব কখনই দ্রষ্টব্য নহে। কেননা সে লোক শোভন অধ্যবসায় কৃতবান্।

ফলতঃ ঘোর পাপপরায়ণ পুরুষও যদি অনন্যনিষ্ঠ হইয়া ভগবন্নিষ্ঠ হয়, তাহা হইলে সেও সাধুরূপে পরিগণিত। শ্রীভগবানের এই বচন আপাততঃ অসঙ্গত বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু স্থূলদৃষ্টি পরিত্যাগ করিয়া, সূক্ষ্ম রূপে পর্য্যালোচনা করিলে, সহজেই উপলব্ধ হইবে যে, সত্যস্বরূপ নারায়ণের সত্যস্বরূপ বাক্যে পরম সত্যই নিহিত আছে। যে মানব ভগবদ্ভক্তির পথে পদার্পণ করিয়াছে, তাহাকে স্বতঃই উত্তরোত্তর অধিকতর উন্নতির অভিমুখে প্রধাবিত হইতেই হইবে। শ্রীভগবদ্ভজনের এমনই মনোহর প্রভাব যে, একবার সেই আকর্ষণের-মধ্যগত হইলে, ক্রমেই অধিকতর আকর্ষণে আকৃষ্ট হইতে হইবে। ভগবদ্ভজন-জনিত পরমানন্দ তখন ক্রমশঃ ধীরে ধীরে ও অলক্ষিত ভাবে হৃদয়, মন ও ইন্দ্রিয়-গ্রামকে আচ্ছন্ন ও অভিভূত করিয়া ফেলিবে; তখন প্রাণ উন্মত্ত হইয়া অধিকতর আনন্দের আশায় সেই পূর্ণানন্দের উৎসাভিমুখে ছুটিতে থাকিবে। সংসারের ঘৃণিত লিপ্সা, বিষয়-ভোগের ক্ষণ-বিধ্বংসী আমোদ, ইন্দ্রিয়-গ্রামের ভোগানুরক্তি জনিত অতীব তুচ্ছ সুখ, সকলই নিরতিশয় অকিঞ্চিৎকর ও যৎপরোনাস্তি হেয় রূপে প্রতীত হইবে। সুতরাং পাপের নিন্দনীয় পন্থার বিচরণ করিবার প্রবৃত্তি ক্রমশঃ তিরোহিত হইয়া যাইবে; লালসার কুৎসিত অঙ্গুলি-সঙ্কেতের অনুসরণ করিতে আর প্রবৃত্তি থাকিবে না এবং বিষয়োপ-

ভোগ-জনিত ক্ষণিক বিলাসে নয়ন-মন আর ঝলসিত হইতে চাহিবে না। তখন যে ব্যক্তি একদা ঘোর দুষ্ক্রিয়াশীল ও চিরাভ্যস্তপাপী ছিলেন, তিনিও ভগবদ্ভক্তির প্রভাবে পরম সাধুরূপে পরিগণিত হইয়া, সর্ব্বত্র বরণীয় ও মুক্ত পুরুষ রূপে পূজনীয় হইতে থাকিবেন। প্রত্যুতঃ ভগবদ্ভক্তির মহিমা অপরিসীম। ইহা ক্রমোৎকর্ষ-বিধায়ক ও পরম ফলপ্রদ। পরশ্লোকে এই ভাব অধিকতর বিশদরূপে ব্যাখ্যাত হইবে॥ ৩০ ॥

ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ॥ ৩১ ॥

অন্বয়।—[সুদুরাচারোঽপি মাং ভজন্] ক্ষিপ্রম্ (শীঘ্রম্) ধর্ম্মাত্মা (ধর্ম্মানুগত-চিত্তঃ) ভবতি [ততশ্চ] শশ্বৎ-শান্তিম্ (নিত্যাং বিষয়-ভোগস্পৃহা-নিবৃত্তিম্) নিগচ্ছতি (প্রাপ্নোতি) কৌন্তেয় মে (মম) ভক্তঃ ন প্রণশ্যতি [ইতি] প্রতিজানীহি (প্রতিজ্ঞাং কুরু) ॥ ৩১ ॥

প্রতিশব্দ।—[অতি দুরাচারও আমাকে ভজনা করিতে করিতে] শীঘ্র ধর্ম্মগত-প্রাণ হন [তদনন্তর] নিত্য-শান্তি প্রাপ্ত-হন কৌন্তেয় আমার ভক্ত না নষ্ট-হন [ইহা] নিশ্চিত-রূপে-বলিতে-পার ॥ ৩১ ॥

ব্যাখ্যা।—নিরতিশয় দুরাত্মা ব্যক্তিও আমার ভজনপরায়ণ হইলে, অচিরকাল-মধ্যে ধর্ম্মগত-প্রাণ হইয়া উঠেন এবং তদনন্তর চিরশান্তি লাভ করিয়া থাকেন। হে কৌন্তেয়! আমার ভক্ত কখনই বিনষ্ট হন না, ইহা তুমি নিশ্চিতরূপে সমর্থন করিতে পার॥ ৩১ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—উৎসৃজ্য চ বাহ্যাং দুরাচারতামন্তঃ সম্যগ্ব্যবসায়সামর্থ্যাৎ ক্ষিপ্রমিতি। ক্ষিপ্রং শীঘ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মচিত্ত এব, শশ্বৎ নিত্যং শান্তিঞ্চোপশমং নিগচ্ছতি প্রাপ্নোতি, শৃণু পরমার্থং কৌন্তেয়! প্রতিজানীহি নিশ্চিতাং প্রতিজ্ঞাং কুরু, ন মে মম ভক্তঃ ময়ি সমর্পিতান্তরাত্মা মদ্ভক্তো ন প্রণশ্যতীতি ॥ ৩১ ॥

আনন্দগিরি।—হেত্বর্থমেব প্রপঞ্চয়তি উৎসৃজ্যেতি। ভগবন্তং ভজমানস্য কথং দুরাচারতা পরিত্যজ্যা ভবতি? ইত্যাশঙ্ক্যাহ ক্ষিপ্রমিতি। সতি দুরাচারে কথং ধর্ম্মচিত্তত্বম্? তদাহ শশ্বদিতি। উপশমো দুরাচারাদুপরমঃ। কিমিতি তদ্ভক্তস্য দুরাচারাদুপরতিরুচ্যতে, দুরাচারোঽপহতচেতস্তয়া কিমিত্যসৌ ন নঙ্ক্ষ্যতি? ইত্যাশঙ্ক্যাহ শৃণ্বিতি ॥ ৩১ ॥

রামানুজ ।—নন্থ “নাবিরতো দুশ্চরিতান্নাশান্তো নাসমাহিতঃ। ন শান্তমানসো বাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ।” ইত্যাদিশ্রুতেরাচারব্যতিক্রম উত্তরোত্তরভজনোৎপত্তি-প্রবাহং নিরুণদ্ধীত্যত্রাহ ক্ষিপ্রমিতি। মৎপ্রিয়ত্বকারিতানন্যপ্রয়োজনমদ্ভজনেন বিধূতপাপতয়া যো নির্ম্মলঃ সমূলোন্মূলিত-রজস্তমোগুণঃ ক্ষিপ্রং ধর্ম্মাত্মা ভবতি, ক্ষিপ্রমেব বিরোধিরহিত-সপরিকরমদ্ভজনৈকমনা ভবতি। এবং রূপভজনমেবহি “ধর্ম্মস্যাস্য পরন্তপ!” ইত্যুপক্রমে ধর্ম্ম-শব্দোদিতাং শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি, শাশ্বতীমপুনরাবর্ত্তিনীং মৎপ্রাপ্তিবিরুদ্ধাচারনিবৃত্তিং গচ্ছতি। কৌন্তেয়! ত্বমস্মিন্নর্থে প্রতিজ্ঞাং কুরু, মদ্ভক্তাবুপক্রান্তো বিরুদ্ধাচারমিশ্রোঽপি ন নশ্যতি। অপিতু মদ্ভক্তিমাহাত্ম্যেন সর্ব্বং বিরোধিজাতং নাশয়িত্বা শাশ্বতীং বিরোধিনিবৃত্তি-মধিগম্য ক্ষিপ্রং পরিপূর্ণভক্তির্ভবতি ॥ ৩১ ॥

হনুমান্ ।—ক্ষিপ্রমিতি ক্ষিপ্রং শীঘ্রং ভবতি জায়তে ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মস্বরূপাঃ শশ্বন্নিত্যাঃ শান্তিং মোক্ষলক্ষণাং নিগচ্ছতি প্রাপ্নোতি ॥ ৩১ ॥

শ্রীধর ।—নন্থ কথং সমীচীনাধ্যবসায়মাত্রেণ সাধুর্মন্তব্যঃ? তত্রাহ ক্ষিপ্রমিতি। সুদুরাচারোঽপি মাং ভজন্ শীঘ্রং ধর্ম্মচিত্তো ভবতি, ততশ্চ শশ্বচ্ছান্তিং চিত্তোপপ্লবোপরমরূপাং পরমেশ্বরনিষ্ঠাং নিতরাং গচ্ছতি প্রাপ্নোতি, কুতর্ককর্কশবাদিনো নৈতন্মন্যেরন্নিতি শঙ্কাকুল-মর্জ্জুনং প্রোৎসাহয়তি, হে কৌন্তেয়! পটহাদিমহাঘোষপূর্ব্বকং বিবদমানানাং সভাং গত্বা বাহুমুৎক্ষিপ্য নিঃশঙ্কং প্রতিজানীহি প্রতিজ্ঞাং কুরু। কথম্? মে পরমেশ্বরস্য ভক্তঃ সুদুরাচারোঽপি ন প্রণশ্যতি, অপি তু কৃতার্থ এব ভবতীতি। ততশ্চ তে তৎপ্রৌঢ়িবিজৃম্ভাৎ বিধ্বংসিতকুতর্কাঃ সন্তো নিঃসংশয়ং ত্বামেব গুরুত্বেনাশ্রয়েরন্ ॥ ৩১ ॥

বলদেব ।— নন্থ “নাবিরতো দুশ্চরিতান্নাশান্তো নাসমাহিতঃ। নাশান্তমানসো বাপি প্রাজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ।” ইতি দুরাচারিণস্তদ্বৈমুখ্যশ্রবণাৎ কথং তস্য সাধুত্বমিতি চেৎ? তত্রাহ ক্ষিপ্রমিতি। স্বাভাবিকদুরাচারিবিষয়মিদং শ্রবণং মদেকান্তী তু মনসি ধৃতেনাতিপূতেন সর্ব্বেশ্বরেণ ময়াগন্তুকং দুরাচারং বিনির্ধূয় ক্ষিপ্রমেব ধর্ম্মাত্মা সদাচারনিষ্ঠমনা ভবতি। শশ্বৎ পুনঃপুনরনুতপ্যন্ মৎস্মৃতিপ্রতিকূলাত্তস্মাচ্ছান্তিং নিবৃত্তিং নিতরাং গচ্ছতি। নন্বকৃত-প্রায়শ্চিত্তমেবং স্মার্ত্তাঃ সাধুং ন মন্যেরন্নতি চেৎ? তত্র ভক্তানুরক্তিবিবশঃ সকোপমিবাহ কৌন্তেয়েতি। ত্বং তেষাং সভাং গতঃ প্রতিজানীহি মে মমৈকান্তী ভক্তঃ প্রমাদাৎ সুদুরাচারোঽপি ন প্রণশ্যতি মত্তো ভ্রষ্টঃ সন্ দুর্গতিং নাপ্নোতি। অপি তু তাদৃশেন ময়া পূতো মৎপ্রাপ্তিযোগ্যশ্চকাস্তি। “স্বপাদমূলং ভজতঃ প্রিয়স্য ত্যক্তান্যভাবস্য হরিঃ পরেশঃ। বিকর্ম্ম যচ্চোৎপতিতং কথঞ্চিদ্ধুনোতি সর্ব্বং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ” ইত্যাদি স্মৃতিভ্যঃ। স্মার্ত্তৈস্তু মদেকান্তিতোঽন্যত্র বিধায়কৈর্ভাব্যম্। স্মার্ত্তং প্রায়শ্চিত্তমপেক্ষ্য যদুক্তং মৎস্মৃতিরূপং তত্তু প্রবলমিতি সুকুলীনৈরেব, নতু দুষ্কুলীনৈরাহর্ত্তব্যমিতি বোধয়িতুং কৌন্তেয়েতি ॥ ৩১ ॥

মধুসূদন ।—ক্ষিপ্রমিতি। অস্মাদেব সম্যগ্ব্যবসায়াৎ স হিত্বা দুরাচারতাং চির-কালমধর্ম্মাত্মাপি মদ্ভজনমহিম্না ক্ষিপ্রং শীঘ্রমেব ভবতি ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মানুগতচিত্তঃ, দুরাচারত্বং

ঝটিত্যেব ত্যক্ত্বা সদাচারো ভবতীত্যর্থঃ। কিঞ্চ শশ্বন্নিত্যং শান্তিং বিষয়ভোগস্পৃহানিবৃত্তিং নিগচ্ছতি নিতরাং প্রাপ্নোত্যতিনির্ব্বেদাৎ কশ্চিত্ত্বদ্ভক্তঃ প্রাগভ্যস্তং দুরাচারত্বমত্যজন্ন ভবেদপি ধর্ম্মাত্মা, তথাচ স নশ্যেদেবেতি নেত্যাহ ভক্তানুকম্পাপরবশতয়া কুপিত ইব ভগবান্নেতদাশ্চর্য্যং মন্বীথাঃ হে কৌন্তেয়! নিশ্চিতমেব ঈদৃশং মদ্ভক্তের্ম্মাহাত্ম্যম্, অতো বিপ্রতিপন্নানাং পুরস্তাদপি ত্বং প্রতিজানীহি সাবজ্ঞং সগর্ব্বঞ্চ প্রতিজ্ঞাং কুরু, ন মে বাসুদেবস্য ভক্তোঽতিদুরাচারোঽপি প্রাণসঙ্কটমাপন্নোঽপি সুদুর্লভমযোগ্যঃ সন্ প্রার্থয়মানোঽপ্যতিমূঢ়োঽশরণোঽপি ন প্রণশ্যতি, কিন্তু কৃতার্থ এব ভবতি, ইতি দৃষ্টান্তশ্চাজামিলপ্রহ্লাদধ্রুবগজেন্দ্রাদয়ঃ প্রসিদ্ধা এব, শাস্ত্রঞ্চ "ন বাসুদেবভক্তানামশুভং বিদ্যতে ক্বচিৎ।" ইতি॥ ৩১ ॥

নীলকণ্ঠ।—ক্ষিপ্রমিতি। সম্যগ্ব্যবসিতত্বাদেব ক্ষিপ্রং শীঘ্রং ধর্ম্মাত্মা ভবতি শান্তিঞ্চ শশ্বৎ নিগচ্ছতি প্রাপ্নোতি হে কৌন্তেয়! ত্বমেব মদাজ্ঞয়া প্রতিজানীহি প্রতিজ্ঞাং কুরু মে মম ভগবতো হরের্ভক্তো ন নশ্যতীতি॥ ৩১ ॥

বিশ্বনাথ।—ননু তাদৃশস্যাধর্ম্মিণঃ কথং ভজনং ত্বং গৃহ্ণাসি? কামক্রোধাদিদূষিতান্তঃকরণেন নিবেদিমন্নপানাদিকং কথমশ্নাসি? ইত্যত আহ ক্ষিপ্রমিতি। ক্ষিপ্রং শীঘ্রমেব স ধর্ম্মাত্মা ভবতি। অত্র ক্ষিপ্রংভাবী স ধর্ম্মাত্মা, শশ্বচ্ছান্তিং গমিষ্যতি ইতি অপ্রযুজ্য ভবতি গচ্ছতি ইতি বর্ত্তমানপ্রয়োগাৎ অধর্ম্মকরণানন্তরমেব মামনুস্মৃত্য কৃতানুতাপঃ ক্ষিপ্রমেব ধর্ম্মাত্মা ভবতি। 'হন্ত হন্ত মত্তুল্যঃ কোঽপি ভক্তলোকং কলঙ্কয়ন্নধমো নাস্তি, তদ্ধিঙ্মাম্' ইতি শশ্বৎ পুনঃ পুনরপি শান্তিং নির্ব্বেদং নিতরাং গচ্ছতি। যদ্বা কিয়তঃ সময়াদনন্তরং তস্য ভাবি ধর্ম্মাত্মত্বং তদানীমপি সূক্ষ্মরূপেণ বর্ত্তত এব, তন্মনসি ভক্তেঃ প্রবেশাৎ। যথা পীতে মহৌষধে সতি তদানীং কিয়ৎকালপর্য্যন্তং নশ্যদবস্থো জ্বরদাহো বিষদাহো বা বর্ত্তমানোঽপি ন গণ্যত ইতি ধ্বনিঃ। ততশ্চ তস্য ভক্তস্য দুরাচারত্বগমকাঃ কামক্রোধাদ্যা উৎখাতদংষ্ট্রোরগদংশবদকিঞ্চিৎকরা এব জ্ঞেয়া ইত্যনুধ্বনিঃ। অতএব শশ্বৎ সর্ব্বদৈব শান্তিং কামক্রোধাদ্যুপশমং নিতরাং গচ্ছতি অতিশয়েন প্রাপ্নোতীতি। দুরাচারত্বদশায়ামপি স শুদ্ধান্তঃকরণ এবোচ্যতে ইতি ভাবঃ। ননু যদি স ধর্ম্মাত্মা স্যাত্তদা নাস্তি কোঽপি বিবাদঃ, কিন্তু কশ্চিদ্দুরাচারো ভক্তো জন্মপর্য্যন্তমপি দুরাচারত্বং ন জহাতি, তস্য কা বার্ত্তা? ইত্যতো ভক্তবৎসলো ভগবান্ সপ্রৌঢ়ি সকোপমিবাহ কৌন্তেয়েতি। মে ভক্তো ন প্রণশ্যতি তদপি প্রাণনাশে অধঃপাতং ন যাতি। "কুতর্ককর্কশবাদিনো নৈতন্মন্যেরন্নিতি শোকশঙ্কাব্যাকুলমর্জ্জুনং প্রোৎসাহয়তি, হে কৌন্তেয়! পটহকাহলাদি মহাঘোষপূর্ব্বকং বিবদমানানাং সভাং গত্বা বাহুমুৎক্ষিপ্য নিঃশঙ্কং প্রতিজানীহি প্রতিজ্ঞাং কুরু। কথম্? মে মম পরমেশ্বরস্য ভক্তো দুরাচারোঽপি ন প্রণশ্যতি অপি তু কৃতার্থ এব ভবতি। ততশ্চ তে তৎপ্রৌঢ়িবিজৃম্ভিতবিধ্বংসিতকুতর্কা নিঃসংশয়ং ত্বামেব গুরুত্বেনাশ্রয়েরন্।" ইতি স্বামিচরণাঃ। ননু কথং ভগবান্ স্বয়মপ্রতিজ্ঞায় প্রতিজ্ঞাতুমর্জ্জুনমেবাতিদেশ, যথৈবাগ্রে মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে ইতি বক্ষ্যতে। তথৈবাত্রাপি কৌন্তেয়! প্রতিজানেঽহং ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ইতি কথং নোক্তম্?

উচ্যতে, ভগবতা তদানীমেব বিচারিতম্, ভক্তবৎসলেন ময়া স্বভক্তাপকর্ষলেশমপ্যসহিষ্ণুনা স্বপ্রতিজ্ঞাং খণ্ডয়িত্বাপি স্বাপকর্ষমঙ্গীকৃত্যাপি ভক্তপ্রতিজ্ঞৈব রক্ষিতা বহুত্র। যথা তত্রৈব ভীষ্মযুদ্ধে স্বপ্রতিজ্ঞামপ্যপাকৃত্য ভীষ্মপ্রতিজ্ঞৈব রক্ষিষ্যতে। বহির্মুখা বাদিনো বৈতণ্ডিকা মৎপ্রতিজ্ঞাং শ্রুত্বা হসিষ্যন্তি, অর্জ্জুনপ্রতিজ্ঞা তু পাষাণরেখেবেতি তে প্রতীয়ন্তি। অতোঽর্জ্জুমেব প্রতিজ্ঞাং কারয়ামীতি অত্রৈতাদৃশদুরাচারস্যাপ্যনন্যভক্তিশ্রবণাদনন্যভক্তাভিধায়কবাক্যেষু সর্ব্বত্র ন বিদ্যতেঽন্যৎ স্ত্রীপুত্রাদ্যাসক্তিবিধর্ম্মশোকমোহকামক্রোধাদিকং যত্র ইতি কুপণ্ডিতব্যাখ্যা ন গ্রাহ্যা ইতি ॥ ৩১ ॥

তাৎপর্য্য।—যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন, সমীচীন অধ্যবসায় মাত্র অবলম্বিত দেখিয়া, সুদুরাচার ব্যক্তিকে কেন সাধুরূপে পরিগণিত করিব? তদুত্তরে কথিত হইতেছে যে, আন্তরিক সম্যক্ ব্যবসায়ের সামর্থ্যে অচিরকাল-মধ্যে তাঁহার বাহ্য দুরাচারতা বিদূরিত হইয়া থাকে এবং চিরকালের অধর্ম্মাত্মাও মদ্ভজন-মহিমার প্রভাবে, অনতিকাল-মধ্যে ধর্ম্মানুগত-চিত্ত হইয়া উঠেন। তিনি ঝটিতি দুরাচারত্ব পরিত্যাগ করিয়া, সদাচারত্ব প্রাপ্ত হন। তদনন্তর তিনি বিষয়-ভোগ-স্পৃহা-নিবৃত্তিরূপা পরমা নিত্যা শান্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যদি অর্জ্জুন আশঙ্কা করেন যে, কোন ভগবদ্ভক্ত, যদি স্বকীয় চিরাভ্যস্ত দুরাচারত্ব পরিহার করিতে না পারিয়া, ধর্ম্মাত্মা হইতে না পারে, তাহা হইলে সে কি নষ্ট হইয়া যায়? অর্জ্জুনের ইত্যাকার আশঙ্কা অনুভব করিয়া, ভক্তানুকম্পা-পরবশতা হেতু, তাঁহাকে প্রোৎসাহিত করিবার অভিপ্রায়ে, শ্রীভগবান্ যেন ঈষৎ-ক্রোধজনিত সমর্থন-বাক্যে বলিতেছেন, হে কৌন্তেয়! এ বিষয়ে সন্দিহান হইও না। আমার ভক্তের এইরূপ মাহাত্ম্য অবিসংবাদিত। অতএব তুমি ঢক্কা-পটহাদি-বাদন পূর্ব্বক প্রতিপক্ষগণের সমক্ষে বাহুদ্বয় উত্তোলিত করিয়া, নিঃশঙ্কচিত্তে সগর্ব্বে প্রতিজ্ঞা করিতে পার যে, বাসুদেবের ভক্ত অতি দুরাচার হইলেও এবং প্রাণ-সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় নিপতিত হইলেও, কখনই বিনষ্ট হন না, কৃতার্থই হইয়া থাকেন। অজামিল, প্রহ্লাদ, ধ্রুব, গজেন্দ্রাদি ইহার দৃষ্টান্ত স্থল। শাস্ত্রও বলিয়াছেন, “ন বাসুদেবভক্তানামশুভং বিদ্যতে ক্বচিৎ” অর্থাৎ “বাসুদেব-ভক্তগণের অশুভ কোথাও থাকিতে পারে না।”

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য ও শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণের অভিপ্রায়। শ্রুতি বলিয়াছেন “নাবিরতো দুশ্চরিতান্নাশান্তো নাসমাহিতঃ। নাশান্তমানসো বাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ ॥” অর্থাৎ “সতত দুশ্চরিত্র, অশান্ত, অসমাহিত, অশান্ত-মনা, প্রজ্ঞানের দ্বারা ইঁহাকে প্রাপ্ত হয় না।” ইত্যাদি। এই শ্রৌত

বাক্যদ্বারা দুরাচার ব্যক্তির ভগবদ্বিমুখতা পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। তবে তাহার সাধুত্ব কিরূপে পরিগণিত হইবে, তাহাই এস্থলে কথিত হইতেছে। উল্লিখিত স্থলে শ্রুতিতে স্বাভাবিক দুরাচারের বিষয় কথিত হইয়াছে। কিন্তু দুরাচারের মধ্যে যাহারা আমার প্রতি অনুরক্ত, মনে মনেও যাহারা আমার ভজনশীল, তাহাদিগের দুর্ব্বৃত্ততা অচিরকাল-মধ্যেই বিধৌত হইয়া যায় এবং তখন তাহারা সদাচার-নিষ্ঠ-চিত্ত হইয়া উঠে। পুনঃ পুনঃ অনুতাপের উদ্ভব হওয়ায়, আমার স্মৃতির প্রতিকূল ব্যাপার সমূহ তাহাদের চিত্ত-ক্ষেত্র হইতে বিদূরিত হইয়া যায় এবং তাহারা নিবৃত্তিরূপা শান্তিলাভ করে। যদি বলা যায় যে, স্মৃতি শাস্ত্রানুসারে যে ব্যক্তি পূর্ব্বকৃত পাপের নিমিত্ত বিহিত প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান করে নাই, সে কখনই সাধুরূপে পরিগণিত হইতে পারে না। তদুত্তরে ভক্তানুরক্তি-পরবশ ভগবান্ যেন সকোপভাবে বলিতেছেন, হে কৌন্তেয়! তুমি তাদৃশ স্মার্ত্তগণের সভায় সগর্ব্বে বলিবে যে, আমার একান্ত-ভক্তগণ ভ্রমপ্রযুক্ত সুদুরাচার হইলেও, কখনও আমা হইতে ভ্রষ্ট হইয়া দুর্গতি প্রাপ্ত হয় না। স্মৃতি শাস্ত্রের ব্যবস্থা সমূহ আমার ভক্তগণের প্রতি কখনই প্রযুজ্য হইতে পারে না। তৎ সমস্ত আমার ভক্তি-বিরহিত ব্যক্তিগণের নিমিত্তই বিহিত। স্মৃতি-শাস্ত্রে আমার নামাদিস্মরণ, অন্ততম প্রায়শ্চিত্ত রূপে পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। স্মার্ত্তগণ, প্রায়শ্চিত্ত-সম্বন্ধে, আমার স্মৃতির বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন, তাহাই বলবান্।

শ্রীমদ্বিশ্বনাথের অভিপ্রায়। যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, তাদৃশ অধর্ম্মাচার-পরতন্ত্র ব্যক্তির সেবা-ভজন তুমি কিরূপে গ্রহণ কর? কাম-ক্রোধাদির দ্বারা বিগলিনান্তঃকরণ ব্যক্তির নিবেদিত অন্ন-পানাদি তুমি কিরূপে ভোজন কর? এইরূপ প্রশ্নের উত্তর স্বরূপে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন যে, শীঘ্রই সে ব্যক্তি ধর্ম্মাত্মা হয়। এস্থলে "ক্ষিপ্রম্" এই পদ দ্বারা ভাবী কাল সূচিত হইতেছে। সুতরাং ধর্ম্মাত্মা হইয়া নিত্য শান্তি 'গমিষ্যসি,' অর্থাৎ 'প্রাপ্ত হইবে' এইরূপ ভবিষ্যৎ কালের পদ প্রয়োগ না করিয়া, 'নিগচ্ছতি' অর্থাৎ 'প্রাপ্ত হয়' এই বর্ত্তমান কালের পদ প্রয়োগ করায়, ইহাই বুঝা যাইতেছে যে, অধর্ম্মানুষ্ঠানের পরই আমার ভজন-মার্গের অনুসরণ করিয়া অনুতাপ-প্রভাবে আমাকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। বারংবার আপনাকে মনুষ্য সমাজের কলঙ্ক ও নিরতিশয় অধম জ্ঞান করিয়া, সে ব্যক্তি পুনঃ পুনঃ নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হয়। অথবা কিয়ৎকাল

পরেই সে মানব যে ধর্ম্মাত্মত্ব লাভ করিবে, তখনও তাহা সূক্ষ্মরূপে তাহাতে বর্ত্তমান আছে, এই বিবেচনায়, বর্ত্তমান কালের ক্রিয়া-পদ-প্রয়োগ সুসঙ্গত হইয়াছে মনে করা যাইতে পারে। যেমন মহৌষধ সেবন করিলে, জ্বর-দাহ বা বিষ-দাহ ক্রমশঃ মন্দীভূত হইতে থাকিলেও, কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত সম্পূর্ণরূপে অপগত হয় না, অথচ তখন সেই দাহ খর্ব্বীকৃত হইতেছে দেখিয়া, কেহ আর তাহা ধর্ত্তব্য বলিয়াই মনে করেন না, সেইরূপ পাপরূপ বিষাক্ত-হৃদয়ে ভক্তিরূপ মহৌষধ প্রবেশ করিলে, আর সে পাপকে কেহ গণনায় আনিতে ইচ্ছা করেন না। তখন সেই ভক্তের দুরাচারত্ব এবং কাম-ক্রোধাদির প্রবলতা হেতু, দুর্ব্যবহার সমূহ, ভগ্ন-দন্ত বিষধরের দংশনের ন্যায়, নিতান্ত অকিঞ্চিতকর রূপেই পরিগণিত হইয়া থাকে। অতএব তাদৃশ ভক্ত দুরাচার হইলেও, সর্ব্বদাই কাম-ক্রোধাদির উপশমরূপ শান্তি নিরতিশয় ভাবে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এতদ্দ্বারা ইহাই সূচিত হইতেছে যে, দুরাচার দশাতেও সে ব্যক্তি শুদ্ধান্তঃকরণ। কোন কোন দুরাচার ভক্ত শেষকাল পর্য্যন্তও স্বকীয় দুর্ব্বৃত্ততা পরিহার করে না। তাহার কি দশা হয়? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে ভক্তবৎসল ভগবান্ যেন কুপিত ভাবে বলিতেছেন, হে কৌন্তেয়! আমার ভক্ত বিনষ্ট হয় না; তাহার প্রাণনাশ হইলেও, অধঃপাত কখনই ঘটে না। এক্ষণে আবার আপত্তি হইতে পারে যে, ভগবান্ স্বয়ং প্রতিজ্ঞা না করিয়া 'প্রতিজানীহি' 'প্রতিজ্ঞা কর' এই পদ দ্বারা অর্জ্জুনকে নিঃশঙ্ক চিত্তে প্রতিজ্ঞা করিবার নিমিত্ত কেন আদেশ করিতেছেন? ইহার উত্তর স্বরূপে কথিত হইতেছে যে, শ্রীভগবান্ স্বকীয় ভক্তের অপকর্ষ-লেশও সহ্য করিতে কখনই সক্ষম নহেন; এজন্য তিনি নানা স্থানে এবং নানা ব্যাপারে স্বকীয় প্রতিজ্ঞার খণ্ডন করিয়া এবং তজ্জন্য স্বকীয় অপকর্ষ অঙ্গীকার করিয়াও ভক্তের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়াছেন। যে বিষম সমরোপলক্ষে এই গীতারূপ পরম শাস্ত্রের উদ্ভব হইয়াছে, সেই ভারতযুদ্ধে শ্রীভগবান্ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, তিনি কদাপি যুদ্ধ-ব্যাপারে অস্ত্রধারণ করিয়া, শত্রু-সংহারাদি করিবেন না। কিন্তু তাঁহার একান্ত-ভক্ত শান্তনু-নন্দন ভীষ্মদেব প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, শ্রীভগবানের আঘাতেই প্রাণত্যাগ করিবেন। ভক্তবৎসল ভগবান্, ভক্তের সেই প্রতিজ্ঞা অক্ষুন্ন রাখিবার অভিপ্রায়ে, স্বকীয় প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করিয়া, ভীষ্মের অঙ্গে অস্ত্রাঘাত করিয়াছিলেন। যাহারা বহির্ম্মুখ এবং বিতণ্ডা-পরায়ণ, তাহারা ভগবানের প্রতিজ্ঞা শ্রবণ

করিয়া উপহাস-সূচক হাস্য করিতে পারে। কিন্তু অর্জ্জুনের প্রতিজ্ঞা তাহাদিগের নিকট পাষাণাঙ্কিত রেখার ন্যায় প্রতীত হইবে। এই জন্যই তিনি অর্জ্জুনকে এই প্রতিজ্ঞায় নিযোজিত করিয়াছেন ॥ ৩১ ॥

* * *

মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্ ॥৩২॥

অন্বয়।—পার্থ যে অপি পাপ-যোনয়ঃ (নিকৃষ্ট-জন্মানঃ) স্যুঃ (ভবেয়ুঃ) স্ত্রিয়ঃ বৈশ্যাঃ তথা শূদ্রাঃ তে অপি মাম্ ব্যপাশ্রিত্য (সংসেব্য) হি (নিশ্চিতম্) পরাং (শ্রেষ্ঠাং) গতিং যান্তি (প্রাপ্নুবন্তি) ॥ ৩২ ॥

প্রতিশব্দ।—হে-পার্থ যাঁহারা ও নিকৃষ্ট-বংশ-সম্ভূত হইয়াছেন স্ত্রী-সকল বৈশ্যগণ এবং শূদ্রেরা তাঁহারা ও আমাকে আশ্রয়-করিয়া নিশ্চয় প্রকৃষ্টা গতি প্রাপ্ত-হইয়া-থাকেন ॥ ৩২ ॥

ব্যাখ্যা।—হে পার্থ! যাঁহারা অধম-কুল-সম্ভূত অথবা স্ত্রীলোক, বৈশ্য ও শূদ্র, তাঁহারাও আমার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া নিশ্চয়ই সদ্গতি লাভ করিয়া থাকেন ॥ ৩২ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—কিঞ্চ মাং হীতি। মাং হি যস্মাৎ পার্থ ব্যপাশ্রিত্য মামাশ্রিত্যাশ্রয়ত্বেন গৃহীত্বা যেঽপি স্যুর্ভবেয়ুঃ পাপযোনয়ঃ, পাপানি যোনিঃ যেষাং তে পাপজন্মানঃ, কে তে? ইত্যাহ স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি গচ্ছন্তি পরাং গতিং প্রকৃষ্টাং গতিম্ ॥ ৩২ ॥

আনন্দগিরি।—ইতশ্চ ভগবদ্ভক্তির্বিধাতব্যেত্যাহ কিঞ্চেতি। ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতীত্যত্র হেতুমাচক্ষাণো ভক্ত্যধিকারে জাতিনিয়মো নাস্তীত্যাহ মাং হীতি ॥ ৩২ ॥

রামানুজ।—মামিতি। কিমতি স্ত্রিয়ো বৈশ্যাশ্চ শূদ্রাশ্চ পাপযোনয়োঽপি মাং ব্যপাশ্রিত্য পরাং গতিং যান্তি ॥ ৩২ ॥

হনুমান্।—মাং হীতি। হি যস্মাৎ পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ ভবেয়ুঃ পাপ যোনয়ঃ পাপিষ্ঠজন্মানঃ স্ত্রিয়ো বৈশ্যাশ্চ শূদ্রাশ্চ তেঽপি যান্তি পরাং গতিং মোক্ষম্ ॥ ৩২ ॥

শ্রীধর।—স্বাচারভ্রষ্টং মদ্ভক্তিঃ পবিত্রীকরোতীতি কিমত্র চিত্রম্। যতো মদ্ভক্তির্দুষ্কু-

লানপ্যনধিকারিণোঽপি সংসারান্মোচয়তীত্যাহ মাং হীতি। যেঽপি পাপযোনয়ঃ স্যুর্নিকৃষ্টজন্মানোঽন্ত্যজাদয়ো ভবেয়ুঃ, যেঽপি বৈশ্যাঃ কেবলং কৃষ্যাদিনিরতাঃ, অতঃ স্ত্রিয়ঃ শূদ্রাশ্চাপ্যধ্যয়নাদিরহিতাস্তেঽপি মাং ব্যপাশ্রিত্য সংসেব্য পরাং গতিং যান্তি হি নিশ্চিতম্॥ ৩২॥

বলদেব।—মহাঘোষপূর্ব্বকং বিবদমানানাং সভাং গত্বা বাহুমুৎক্ষিপ্য নিঃশঙ্কং প্রতিজানীহি প্রতিজ্ঞাং কুরু, কথম্? পরমেশ্বরস্য ভক্তঃ সর্ব্বেশ্বরোঽহং মদেকান্তিনাং আগন্তুকদোষান্ বিধুনোমীতি কিং চিত্রম্! যদতিপাপিনোঽপি মদ্ভক্তপ্রসঙ্গাদ্ বিধূতাবিদ্যা বিমুচ্যন্ত ইত্যাহ মাং হীতি। যে পাপযোনয়োঽন্ত্যজাঃ সহজদুরাচারাঃ স্যুস্তেঽপি মদ্ভক্তপ্রসঙ্গেন মাং সর্ব্বেশং বসুদেবসুতং ব্যপাশ্রিত্য শরণমাগত্য পরাং যোগিদুর্লভাং গতিং মৎপ্রাপ্তিং যান্তি হি নিশ্চিতমেতৎ। এবমাহ শ্রীমান্ শুকঃ। "কিরাতহূণান্ধ্রপুলিন্দপুক্কশা আভীরকঙ্কা যবনাঃ খশাদয়ঃ। যেঽন্যে চ পাপা যদপাশ্রয়াশ্রয়াঃ শুধ্যন্তি তস্মৈ প্রভবিষ্ণবে নমঃ॥" ইতি। স্ত্র্যাদয়ো যেঽশুদ্ধ্যলীকাদিমন্তস্তেঽপি॥ ৩২॥

মধুসূদন।—এবমাগন্তুকদোষেণ দুষ্টানাং ভগবদ্ভক্তিপ্রভাবান্নিস্তারমুক্ত্বা স্বাভাবিকদোষেণ দুষ্টানামপি তমাহ মামিতি। হি নিশ্চিতম্, হে পার্থ! মাং ব্যপাশ্রিত্য শরণমাগত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়োঽন্ত্যজাস্তির্য্যঞ্চো বা জাতিদোষেণ দুষ্টাঃ, তথা বেদাধ্যয়নাদিশূন্যতয়া নিকৃষ্টাঃ স্ত্রিয়ো বৈশ্যাঃ কৃষ্যাদিমাত্ররতাঃ, তথা শূদ্রা জাতিতোঽধ্যয়নাদ্যভাবেন চ পরমগত্যযোগ্যাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্ অপিশব্দাৎ প্রাগুক্তদুরাচারা অপি॥ ৩২॥

নীলকণ্ঠ।—মামিতি। কিঞ্চ হে পার্থ! প্রসিদ্ধং মাং ব্যপাশ্রিত্য যেঽত্যন্তং পাপয়োনয়ঃ স্ত্র্যাদয়স্তেঽপি পরাং গতিং যান্তি॥ ৩২॥

বিশ্বনাথ।—এবং কর্ম্মণা দুরাচারাণামাগন্তুকান্ দোষান্ মদ্ভক্তো ন গণয়তীতি কিং চিত্রম্! যতো জাত্যৈব দুরাচারাণাং স্বভাবিকানপি দোষান্ মদ্ভক্তির্নগণয়তীত্যাহ মামিতি। পাপযোনয়োঽন্ত্যজা ম্লেচ্ছা অপি। যদুক্তম্, "কিরাতহূণান্ধ্রপুলিন্দপুক্কশা আভীরকঙ্কা যবনাঃ খশাদয়ঃ। যেঽন্যে চ পাপা যদপাশ্রয়াশ্রয়াঃ শুধ্যন্তি তস্মৈ প্রভবিষ্ণবে নমঃ। অহো বত! শ্বপচোঽতো গরীয়ান্ যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যম্। তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে॥" কিং পুনঃ স্ত্রীবৈশ্যাদ্যা অশুদ্ধ্যলীকাদিমন্তঃ॥ ৩২॥

তাৎপর্য্য।—ভগবদ্ভক্তির এতই মাহাত্ম্য যে, তাহার প্রভাবে দুষ্কুলজাত অনধিকারী ব্যক্তিগণও সংসার-বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকে। এরূপ স্থলে ভগবদ্ভক্তি স্বাচারভ্রষ্টগণকে যে পবিত্রিত করিবে, ইহাতে আর বিচিত্রতা কি? পূর্ব্ব দুই শ্লোকে দুরাচারত্ব রূপ আগন্তুক দোষে কলুষিত ব্যক্তিগণের ভগবদ্ভক্তি-প্রভাবে নিস্তারের বিষয় কথিত হইয়াছে। এক্ষণে সেই ভগবদ্ভক্তির নীচজন্মত্বাদি-জনিত স্বাভাবিক দোষদুষ্টগণকে বন্ধন মোচনের সক্ষমতার বিষয় কীর্ত্তিত হইতেছে। হে পার্থ! আমার শরণাগত হইলে, যাহারা নিকৃষ্টবংশজাত, সুতরাং জাতিদোষে দুষ্ট, এবং বেদাধ্যয়নাদির

অধিকার-বিহীন, জ্ঞান-পরিশূন্য স্ত্রীজাতি, কৃষিকর্ম্মাদি-রত বৈশ্যজাতি এবং অধ্যয়নাদির অধিকার বিরহিত শূদ্রজাতি, এ সকলেই পরমগতির অযোগ্য হইলেও, প্রকৃষ্টা গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। মূলস্থিত "অপি" শব্দ দ্বারা প্রাগুক্ত দুরাচার পর্য্যন্ত লক্ষিত হইতেছে।

শ্রীমদ্রামানুজ ও শ্রীমদ্বিশ্বনাথ এবং শ্রীমদ্বলদেবের অভিপ্রায়। যাহারা পাপযোনি-সম্ভূত অর্থাৎ অন্ত্যজ, তাহারা সহজেই দুরাচার। তাদৃশ সহজ দুরাচারেরাও, আমার প্রতি ভক্তি হেতু, সর্ব্বেশ বসুদেব-সুত-রূপ আমার শরণ গ্রহণ করিয়া, যোগীদিগের দুর্ল্লভ মৎপ্রাপ্তিরূপ গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইহা নিশ্চিত, অর্থাৎ এই সত্যের ব্যভিচার নাই। ভক্তোত্তম শ্রীমান্ শুকদেব বলিয়াছেন, "কিরাত, হূন ইত্যাদি পাপ জাতিগণও শ্রীবিষ্ণুর আশ্রয় গ্রহণ করিলে বিশুদ্ধ হইয়া থাকে।"

শ্রীমদ্ভগবদ্ভজনের এতই উদার ভাব ও এমনই মহৎ প্রভাব যে, তাহাতে জাতি, ব্যবসায়, কুল, মান, কিছুরই বিচারের প্রয়োজন হয় না এবং কোনরূপ কারণে ভক্তকে কুণ্ঠিত হইতে হয় না। যাহাদিগকে আমরা ম্লেচ্ছ ও অস্পৃশ্য-জ্ঞানে পরিবর্জ্জন করি এবং দৈবাৎ যাহাদিগের ছায়াস্পর্শ করিলেও আপনাদিগকে অপবিত্র মনে করি, সেই অরণ্যচর নিষাদাদি নিকৃষ্ট বংশ-সম্ভূত ব্যক্তিগণও, ভগবদ্ভক্তির অধিকারী হইলে, ভগবানের নিকট পরম সমাদর প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ভক্তিহীন, বিচার-বিহীন, হিতাহিত বোধ-বিরহিত মূঢ়মতি আমরা ধর্ম্মের প্রকৃষ্ট মাহাত্ম্য অনুভব করিতে সক্ষম হই না; শ্রীকৃষ্ণের উদার ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না এবং সেই প্রেমময়ের বিশ্বব্যাপী প্রেমের মধুরতা অনুভব করিতে সমর্থ হই না। সেই জন্যই আমরা হয়ত পরম ভক্ত শূদ্র-বিশেষকেও অবজ্ঞা করি, প্রেমময়ী, ভক্তিময়ী নারী-কুলোত্তমাকেও উপেক্ষা করি এবং ভক্তোত্তম মহাপুরুষ চণ্ডালকেও হেয় জ্ঞান করি। ভ্রান্ত সামাজিক মনুষ্যেরা বাহ্য ব্যবহারের নিরতিশয় পক্ষপাতী। তাহারা মনে করে না যে, হৃদয়ে ভক্তির উন্মেষ না হইলে, শ্রেষ্ঠ জন্ম, বা আজন্মাচরিত পুণ্যানুষ্ঠান, বা বহু যত্নার্জ্জিত বেদ-বিদ্যা, কিছুই পারলৌকিক সদ্গতির সহায় হইবে না। তাহারা ভ্রমেও মনে করে না যে, তাহাদিগের শিখা-সূত্র, ভক্তি-জ্ঞান-পরিশূন্য হৃদয়কে আলোকিত ও পবিত্র করিয়া, তাহাদিগকে ভগবৎপ্রাপ্তির পথে লইয়া যাইবে না। তাহারা মনে করে না যে, তাহাদিগের

ভক্তিশূন্য গঙ্গাস্নান ও অনর্থক মন্ত্রোচ্চারণ, তাহাদিগের পাপ-পরিক্লিষ্ট অন্তঃকরণকে বিধৌত করিয়া পরম ফল প্রদান করিতে সক্ষম হইবে না। অহঙ্কারে মোহাচ্ছন্ন হইয়া, যাহাদিগকে তাহারা নিরতিশয় ঘৃণার চক্ষে দর্শন করিতেছে, হয়ত তাহাদিগের মধ্যে এমন পুণ্যশীল মহাপুরুষ থাকিতে পারেন যে, তিনি সেই অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা দুরাচারকে অতিক্রম করিয়া চরমে পরম শান্তি লাভ করিবেন এবং সংসার-দুঃখ-দুর্গতির হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া, শ্রীকৃষ্ণের সেবাধিকার প্রাপ্ত হইবেন। আন্তরিক ভক্তির প্রভাবে যে সদ্গতি লাভ করা যায়, অন্য কিছুতেই তাহার কণিকামাত্র প্রাপ্তির আশা নাই। এইরূপ ঐকান্তিক ভক্তির প্রভাবে চণ্ডাল গুহক, রাক্ষস বিভীষণ, পশু হনুমান্, দৈত্য প্রহ্লাদ, সঙ্করবর্ণ বিদুর, বৈশ্য শ্রীদামাদি গোপগণ, স্ত্রী গোপাঙ্গনাগণ প্রভৃতি অসংখ্য ভক্ত, ভগবানের কৃপারূপ অসুলভ সৌভাগ্যের অধিকারী হইয়াছেন। অহো! ভক্তির কি অলৌকিক প্রভাব! কি মহীয়সী শক্তি! ভক্তিহেতু শাখামৃগ ভগবানের বন্ধুরূপে পরিগণিত হইল; অস্পৃশ্য চণ্ডাল তাঁহার আলিঙ্গনের পাত্র হইল; গোপ-বালকগণ তাঁহাকে উচ্ছিষ্ট ভোজন করাইল; আর গোপাঙ্গনাগণের সেই ভক্তি-সম্পূরিত কলেবর তাঁহার পরম প্রীতির আস্পদ হইল এবং তাঁহাদিগের সেই পুণ্যময় তীর্থরূপ সুপবিত্র চরণ তাঁহার মস্তকে স্থান পাইল। হায়! কবে ভাগ্য-বলে মনুষ্য এরূপ ভক্তির কণিকা মাত্র লাভ করিয়া ধন্য হইবে? কবে আমরা আত্মাভিমান বিসর্জ্জন দিয়া, এরূপ ভক্তির কণিকামাত্র লাভ করিবার জন্য লালায়িত হইব? হে ভক্ত-বাঞ্ছা-কল্পতরো! হে দীন-জন-রক্ষণ নারায়ণ! তুমি কৃপা না করিলে, তোমার পথে অগ্রসর হইতে আমাদিগের সামর্থ্য নাই। হে অনাথ-বন্ধো! হে বিপন্ন-বান্ধব! হে আর্ত্ত-জন-সহায়! তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগকে তোমার রাজীব চরণের পার্শ্বৈকদেশে স্থান প্রদান কর। আমাদিগের এই তমসাচ্ছন্ন গিরি-গুহার ন্যায় দুর্গম হৃদয়-কন্দরে, তোমার ভক্তিরূপ বিমলালোকের মধুর রশ্মি কিঞ্চিন্মাত্র প্রবেশ করিতে দেও। তাহা হইলেই, আমরা ধন্য ও চরিতার্থ হইব। কাল-মাহাত্ম্যে, যুগ-ধর্ম্মে, অহঙ্কারের প্রাবল্যে, কুশিক্ষার দোষে, কু-সংসর্গের আবেগে, আমরা নিরবচ্ছিন্ন ভক্তি-বিহীন, কোমলতা-শূন্য, কঠিন-হৃদয় হইয়াছি। শাস্ত্রাচার্য্যের উপদেশ শুনিতে আর আমাদের প্রবৃত্তি নাই, মহাজন-পরিগৃহীত পন্থার অনুসরণ করিতে আর

আমাদের রুচি নাই, সিদ্ধ-কাম পুরুষদিগের সদ্দৃষ্টান্তের অনুকরণ করিতে আর আমাদের মতি নাই। আমরা ক্রমশঃ সকলই হারাইয়াছি। জ্ঞান-গর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া আপনাদিগকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনে করিলেও, চারিদিক হইতে দুর্ভেদ্য অজ্ঞান-অন্ধকাররাশি আসিয়া আমাদিগকে বেষ্টন করিয়াছে। সীমাশূন্য সমুদ্র-বক্ষে, দিগ্‌ভ্রান্ত নাবিকের ন্যায়, আমরা ভাসমান রহিয়াছি। এ ঘোর বিপদে, এ নিদারুণ বিপত্তিকালে, হে ভক্তবৎসল ভগবন্! তোমার করুণা ব্যতীত আর আমাদের পরিত্রাণের কোনই সম্ভাবনা নাই। কৃপাময়! কৃপা করিয়া ভক্তিরূপ অমৃত-বারি সিঞ্চনে এ বিগত-জীব হতভাগ্যগণকে পুনর্জ্জীবিত কর। ভক্তিরূপ নিরাপদ পথ দেখাইয়া দিয়া, আমাদিগকে অকূল সাগর পার করিয়া দেও। ভক্তিরূপ সুনির্ম্মল বায়ু সঞ্চালিত করিয়া, আমাদিগের রুদ্ধশ্বাস হৃদয়কে স্বকার্য্য-সাধনে সক্ষম করিয়া দেও॥ ৩২॥

* * *

কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যা ভক্তা রাজর্ষয়স্তথা।
অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্ ॥৩৩॥

অন্বয়।—পুণ্যাঃ (সদাচারাঃ) ব্রাহ্মণাঃ (বিপ্রাঃ) তথা রাজর্ষয়ঃ (রাজানশ্চ তে ঋষয়শ্চেতি) ভক্তাঃ [পরাংগতিং যান্তি] কিং পুনঃ (সন্দেহাভাবাৎ কিং পুনর্ব্বাচ্যম্) [অতঃ ত্বম্] অনিত্যম্ (ক্ষণভঙ্গুরম্) অসুখম্ (ক্লেশবহুলম্) ইমম্ লোকম্ (মনুষ্যলোকম্) প্রাপ্য (লব্ধ্বা) মাম্ ভজস্ব (সেবস্ব)॥ ৩৩॥

প্রতিশব্দ।—সুকৃতিশালিগণ ব্রাহ্মণসমুহ সেই-প্রকার রাজর্ষিগণ ভক্তবর্গ [শ্রেষ্ঠগতি প্রাপ্ত হন] কি আবার [অতএব তুমি] অস্থায়ী দুঃখপূর্ণ এই মর্ত্ত্যলোক পাইয়া আমাকে ভজনা-কর॥ ৩৩॥

ব্যাখ্যা।—সদাচার-সম্পন্ন বিপ্রগণ এবং রাজর্ষি ভক্তসমূহ প্রকৃষ্টা গতি লাভ করিয়া থাকেন; ইহার পুনরুক্তি অনাবশ্যক। অতএব তুমি ক্ষণভঙ্গুর ক্লেশ-বহুল এই মনুষ্য-দেহ লাভ করিয়া আমার ভজনা কর॥ ৩৩॥

শঙ্করাচার্য্য।—কিং পুনরিতি। কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যাঃ পুণ্যযোনয়ঃ ভক্তারাজর্ষয়স্তথা রাজানশ্চ তে ঋষয়শ্চেতি রাজর্ষয়ঃ যত এবমতোঽনিত্যং ক্ষণভঙ্গুরমসুখং চ সুখবর্জ্জিতং মনুষ্যলোকং প্রাপ্য পুরুষার্থসাধনং দুর্লভং মনুষ্যত্বং লব্ধ্বা ভজস্ব সেবস্ব মাম্॥ ৩৩॥

আনন্দগিরি।—যদি পাপযোনিঃ পাপাচারশ্চ ত্বদ্ভক্ত্যা পরাং গতিং গচ্ছতি, তর্হি কিমুত্তমজাতিনিমিত্তেন সংন্যাসাদিনা, কিংব সদ্বৃত্তেন? ইত্যাশঙ্ক্যাহ কিং পুনরিতি। উত্তমজাতিমতাং ব্রাহ্মণাদীনামতিশয়েন পরা গতির্যতো লভ্যতে, অতো ভগবদ্ভজনং তৈঃ একান্তেন বিধাতব্যমিত্যাহ যত ইতি। মনুষ্যদেহাতিরিক্তেষু পশ্বাদিদেহেষু ভগবদ্ভজনযোগ্যতাভাবাৎ প্রাপ্তে মনুষ্যত্বে তদ্ভজনে প্রযতিতব্যং ইত্যাহ দুর্লভমিতি॥ ৩৩॥

রামানুজ।—কিং পুনরিতি। কিং পুনঃ পুণ্যযোনয়ো ব্রাহ্মণা রাজর্ষয়শ্চ ভক্তিমাশ্রিতাঃ, অতস্ত্বং রাজর্ষিরনিত্যমস্থিরং তাপত্রয়াভিহততয়া অসুখমিমং লোকং প্রাপ্য স্বধর্ম্মে বর্ত্তমানো মাং ভজস্ব॥ ৩৩॥

হনুমান্।—কিং পুনরিতি। কিমুত বক্তব্যং ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যা ধর্ম্মাত্মানঃ ভক্তা ঈশ্বরং প্রপন্না রাজর্ষয়ঃ পরাং গতিং যান্তি স চ কিমু বক্তব্যমিত্যভিপ্রায়ঃ। তস্মাদনিত্যমসুখং সুখরহিতং লোকং পুরুষার্থসাধনমিমং মানুষং প্রাপ্যাধিগম্য ভজস্ব সেবস্ব মামীশ্বরম্॥ ৩৩॥

শ্রীধর।—যদৈবং তদা সৎকুলাঃ সদাচারাশ্চ মদ্ভক্তাঃ পরাং গতিং যান্তীতি কিং বক্তব্যমিত্যাহ কিং পুনরিতি। পুণ্যাঃ সুকৃতিনো ব্রাহ্মণাঃ, তথা রাজানশ্চ তে ঋষয়শ্চেতি, এবং ভূতাশ্চ পরাং গতিং যান্তীতি কিং বক্তব্যমিত্যর্থঃ। অতস্ত্বং ইমং রাজর্ষিরূপং দেহং প্রাপ্য লব্ধ্বা মাং ভজস্ব, কিঞ্চ অনিত্যমধ্রুবং অসুখং সুখরহিতঞ্চেমং মর্ত্ত্যলোকং প্রাপ্য অনিত্যত্বাদ্বিলম্বমকুর্ব্বন্ অসুখত্বাচ্চ সুখার্থমুদ্যমং হিত্বা মামেব ভজস্বেত্যর্থঃ॥ ৩৩॥

বলদেব।—কিমিতি। যদ্যেবম্, তর্হি ব্রাহ্মণা রাজর্ষয়ঃ, ক্ষত্রিয়াশ্চ সৎকুলাঃ পুণ্যাঃ সদাচারিণো ভক্তাঃ সন্তঃ, পরাং গতিং যান্তীতি কিং পুনর্ব্বাচ্যম্? নাস্ত্যত্র সংশয়লেশোঽপি, তস্মাত্ত্বমপি রাজর্ষিরিমং লোকং প্রাপ্য মাং ভজস্ব, অনিত্যং নশ্বরং অসুখমীষৎসুখং বিনাশিত্বল্লসুখেঽস্মিঁল্লোকে রাজ্যস্পৃহাং বিহায় নিত্যমনন্তানন্দং মামুপাস্য প্রাপ্নুহীতি ত্বরাত্র ব্যজ্যতে। অত্রাস্য লোকস্যানিত্যত্বং কণ্ঠতো ব্রুবন্ হরির্মিথ্যাত্বং তস্য নিরাসৎ॥ ৩৩॥

মধুসূদন।—কিমিতি। এবং চেৎ কিমিতি পুণ্যাঃ সদাচারাঃ উত্তমযোনয়শ্চ ব্রাহ্মণাঃ তথা রাজর্ষয়ঃ সূক্ষ্মবস্তুবিবেকিনঃ ক্ষত্রিয়া মম ভক্তাঃ পরাং গতিং যান্তীতি কিং পুনর্ব্বাচ্যম্? অত্র কস্যচিদপি সন্দেহাভাবাদিত্যর্থঃ। যতো মদ্ভক্তেরীদৃশো মহিমা, অতো মহতা প্রযত্নেন ইমং লোকং সর্ব্বপুরুষার্থসাধনযোগ্যং দুর্ল্লভঞ্চ মনুষ্যদেহমনিত্যমাশুবিনাশিনমসুখং গর্ভবাসাদ্যনেকদুঃখবহুলং লব্ধা, যাবদয়ং ন নশ্যতি, তাবদতিশীঘ্রমেব ভজস্ব মাং শীঘ্রং শরণমাশ্রয়স্ব, অনিত্যত্বাদসুখত্বাচ্চাস্য বিলম্বং সুখার্থমুদ্যমঞ্চ মাকার্ষীস্ত্বঞ্চ রাজর্ষিরতো মদ্ভজনেনাত্মানং সফলং কুরু, অন্যথা হ্যেতাদৃশং জন্ম নিষ্ফলমেব তে স্যাদিত্যর্থঃ॥ ৩৩॥

নীলকণ্ঠ।—কিং পুনরিতি। ব্রাহ্মণাদয়ঃ পুনঃ পুণ্যাঃ মদাশ্রয়েণ পরাং গতিং যান্তীত্যত্র কিং চিত্রম্! ততস্ত্বং ইমং মৃত্যুলোকং অনিত্যং নশ্বরং অসুখং সুখলেশহীনং প্রাপ্য মাং পরমাত্মানং ভজস্ব, লোকান্তরে ভজনং ন ভবতীত্যর্থঃ। তথা চ শ্রুতিঃ, “ইহ চেদবেদীদথ সত্যমস্তি ন চেদবেদীর্ম্মহতী বিনষ্টিঃ” ইতি॥ ৩৩॥

বিশ্বনাথ।—কিং পুনরিতি। ততোঽপি কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যাঃ সৎকুলাঃ সদাচারাশ্চ যে ভক্তাঃ, তস্মাত্ত্বং মাং ভজস্ব॥ ৩৩॥

তাৎপর্য্য।—পূর্ব্ব শ্লোকে, ভক্তির প্রভাবে, পাপ-বংশ-সম্ভূত ম্লেচ্ছাদি, শাস্ত্র-জ্ঞান-বিহীন স্ত্রী-শূদ্রাদি, তাবতের পরমা গতি প্রাপ্তির বিষয় পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। সুতরাং পরিশুদ্ধ বংশ-সম্ভূত, শাস্ত্রাদি-জ্ঞান-সম্পন্ন, সদাচার-নিরত বর্ণ-শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ এবং ভক্তি-পরতন্ত্র ক্ষত্রিয়-কুলোদ্ভব তত্ত্ব-জ্ঞান-সম্পন্ন রাজর্ষিগণ যে, ভক্তির প্রভাবে অনায়াসে সেই পরম ফলের অধিকারী হইবেন, একথা বলাই বাহুল্য। এই জন্যই করুণা-পরবশ শ্রীভগবান্, সৌভাগ্য-বান্ শিষ্য, অথচ অভিন্ন-হৃদয় বান্ধব, অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন যে, “তুমিও অপরিসীম পুণ্য-ফলে রাজর্ষির ন্যায় জ্ঞান-প্রদীপ্ত ও ধর্ম্মোজ্জ্বল কলেবর লাভ করিয়াছ; এক্ষণে অবিচলিত চিত্তে আমার ভজন-পরায়ণ হও; তাহা হইলেই এই দেহের সার্থকতা হইবে। আমার প্রতি ভক্তির মাহাত্ম্য সীমা শূন্য। অতএব প্রযত্নাতিশয্য-সহকারে আমার ভজন-মার্গের অনুসরণ কর। সর্ব্ব পুরুষার্থ সাধনের উপযোগী, অতিশয় দুর্ল্লভ এই মনুষ্য-দেহ তুমি লাভ করিয়াছ। কিন্তু ইহা ক্ষণ-বিধ্বংসী এবং গর্ভবাসাদি নানারূপ ক্লেশ-বহুল। কখন ইহার পতন হইবে, তাহার নিশ্চয়তা নাই। অতএব বিলম্ব না করিয়া, তুমি আমার ভক্তি-মার্গের শরণ গ্রহণ কর। এই দেহ যখন অনিত্য ও অসুখ-পূর্ণ, তখন ইহাকে চিরস্থায়ী ও সুখময় করিবার বাসনা নিতান্ত উন্মাদ চেষ্টা। তাদৃশ বৃথা আয়াস পরিহার করিয়া, যাহাতে অনন্ত সুখ আয়ত্ত করিতে পারা যায়, তাহার উপায় করাই বিধেয়। তাহার প্রণালী নিরতিশয় অনায়াসসাধ্য। একান্ত মনে আমার ভজন-নিষ্ঠ হইলেই, সেই পরম সৌভাগ্য সঞ্চিত হইয়া থাকে। অতএব অনিত্য সুখের অনুসরণ ত্যাগ করিয়া, অনিত্য কলেবরের মায়া পরিহার করতঃ, অবিচলিত চিত্তে, সময় থাকিতে, আমার সেবা-পরায়ণ হইয়া,’ এই অসুলভ মানব-জন্ম সফলিত কর; নচেৎ তোমার এই সর্ব্বোদ্যম-সাধন-ক্ষম দেহ নিতান্ত নিরর্থক হইয়া পড়িবে।”

প্রত্যুতঃ ভগবদ্ভক্তির মাহাত্ম্য অপরিসীম। ইহার অন্যান্য বিবিধ অনির্ব্বচনীয়-শক্তি ব্যতীত, একটী অতি অসাধারণ শক্তি আছে। ভক্তি-মার্গে পদার্পণ করিলে, যেন মন্ত্র-মুগ্ধ হইয়া ক্রমশঃ অগ্রসর হইবার নিমিত্ত অনিবার্য্য উত্তেজনা জন্মে। অধুনা যে ব্যক্তির হৃদয়, ভক্তিরূপ সুশীতল বারির বিন্দুমাত্র সম্পাত না থাকায়, মরুভূমির বালুকার ন্যায়, নিতান্ত নীরস, প্রতপ্ত ও ভয়াবহ হইয়া রহিয়াছে, সেই ব্যক্তি, যদি কোন সুহৃন্মহাত্মার পরামর্শ-ক্রমে, অন্ততঃ কৌতুহল পরবশ হইয়াও, ভক্তির অনুমাত্র অনুষ্ঠানেও প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে অচিরকাল মধ্যে তাহার সেই কঠিন অন্তরও কথঞ্চিৎ সরস, সুখময় ও শান্তিপূর্ণ হইয়া আসিবে। তখন একদা সেই হতভাগ্য পাপ-প্রপীড়িত পাষণ্ডের হৃদয়, স্বতঃই ক্রমে ভক্তি রূপ অমৃত-সলিলে পরিপ্লাবিত হইতে থাকিবে এবং অনতিকাল-মধ্যে সে একজন ভক্তিপূর্ণ দেব-তুল্য মহাপুরুষরূপে পরিণত হইয়া উঠিবে। অতএব ভগবদ্ভক্তিরূপ সর্ব্বোৎকৃষ্ট সাধনায় সিদ্ধ হইতে পারা যাইবে না, বা বহু কালাত্যয়ে, অথবা বহ্বায়াসে তাহাতে সফল-কাম হওয়া যাইবে, ইত্যাকার আশঙ্কা নিতান্ত অমূলক।

শুভকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে বিলম্ব করা অবিধেয়। কেননা প্রতি নিয়ত অশেষ বিঘ্ন-বাধা সমুপস্থিত হইয়া, সকল বাসনার প্রতিবন্ধকতাচরণ করিতে পারে। ভবিষ্যতের ব্যাপার-সমূহ-সম্বন্ধে মানবেরা নিতান্ত অন্ধ এবং তদ্বিষয়ে তাহাদের কোনই কর্ত্তৃত্ব নাই; সুতরাং এখনই কোন অপরিজ্ঞাত ঘটনা উপস্থিত হইয়া, মনোভীষ্ট সাধনের প্রতিকূলতাচরণ করিবে, তাহার স্থিরতা নাই। বিশেতঃ মানবের সকল উদ্যম ও সকল আকাঙ্ক্ষার সাধন স্বরূপ পঞ্চভূতাত্মক কলেবর নিরতিশয় ক্ষণ-বিধ্বংসী। মৃত্যু, প্রতি মুহূর্ত্তেই শিশু ও স্থবির-নির্ব্বিশেষে নিরন্তর রাশি রাশি মনুষ্যকে কবলিত করিতেছে। অতএব মৃত্যুর অবশ্যম্ভাবী আক্রমণে কখন জীব-লীলার অবসান হইবে, তাহার কোনই নিশ্চয়তা নাই। এই জন্যই ভগবদ্ভক্তিরূপ পুণ্যময় পন্থায় বিচরণ করিতে হইলে, ইতস্ততঃ করিয়া কাল-ব্যাজ করা নিতান্ত অবিধেয়। যে দিন, যে মুহূর্ত্তে, ভাগ্য-ক্রমে ভক্তি-সাধনা-বিষয়ক সদুপদেশ কর্ণ-কুহরে প্রবেশ করিবে, তৎক্ষণাৎ যাবতীয় প্রতিকূল চিন্তা উপেক্ষা করিয়া, এই সাধনার অভিমুখে প্রধাবিত হওয়া আবশ্যক।

এই দেহ অশেষ অসুখের আস্পদ। প্রথমতঃ ইহা ব্যাধি-মন্দির; সুতরাং

নানা রূপ রোগ-যাতনা প্রায়শঃ শরীরকে অভিভূত করিয়া রাখে। দ্বিতীয়তঃ আকাঙ্ক্ষা ও বাসনার অসিদ্ধি-জনিত অতৃপ্তি ও উদ্বেগ নিয়ত ইহাকে অবসন্ন ও আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। তৃতীয়তঃ মায়ার অধীনতা হেতু, আত্মীয় জনের বিয়োগ-জনিত অসহনীয় জ্বালা, ইহাকে ব্যথিত ও কাতর করিয়া থাকে। আরও বিবেচনা করিয়া দেখিলে উপলব্ধ হইবে যে, এ অনিত্য শরীরের রক্ষণ ও পোষণের নিমিত্ত যে সকল আয়োজন ও অধ্যবসায়ের প্রয়োজন হয়, তাহাও যৎপরোনাস্তি ক্লেশকর। শরীরের সুখ-শান্তি-বিধান ও অভাব-সঙ্কুলনের নিমিত্ত যে পরিবারাদি আত্মীয় সংগ্রহ করিতে হয়, তৎ সমস্তও অশেষ ক্লেশের কারণ। ভাবিয়া দেখিলে, যে সমস্ত পদার্থ আমরা নিতান্ত প্রিয় বোধে মুগ্ধ ভাবে পরিরক্ষণ করি, তৎ সমস্তই অশেষ ক্লেশের কারণ রূপে প্রতীত হয়। আরও স্থির-চিত্তে আলোচনা করিলে উপলব্ধ হইবে যে, এই দেহ পূতি গন্ধময় ও ক্লেদ-রাশি-পূর্ণ। নেত্রদ্বয়, নাসারন্ধ্র, কর্ণ-কোটর, মুখ-গহ্বর, মল-দ্বারাদি হইতে নিতান্ত ঘৃণা-জনক ও ন্যক্কারোৎপাদক ক্লেদরাশি নির্গত হইয়া থাকে। তৎ সমস্ত মানবকে স্ব-হস্তেই বিদূরিত করিতে হইতেছে। সুতরাং এই দেহ নিতান্ত ঘৃণাজনক ও অসুখকর বস্তু ভিন্ন আর কিছুই নহে। ইহা এতাদৃশ ক্লেশ-পরিবৃত হইলেও, পুরুষার্থ-সাধনে ইহার বিশেষ সক্ষমতা আছে। জ্ঞান-বলে বলীয়ান্ হইতে, যোগ-প্রভাবে সিদ্ধিলাভ করিতে, এবং ভক্তি-প্রভাবে মোক্ষরূপ পরম পদ প্রাপ্ত হইতে, এই দেহের যথেষ্ট সামর্থ্য আছে। এই জন্যই, অসুখ-পূর্ণ ও ঘৃণাস্পদ হইলেও, এই নশ্বর দেহ থাকিতে থাকিতে, পুরুষার্থ-সাধনে প্রয়াস-পর হওয়া আবশ্যক এবং সকল জ্ঞানের সার, সকল পুরুষার্থের শ্রেষ্ঠ ও সকল সাধনার চূড়ান্ত ভগবচ্চরণের শরণ গ্রহণ করাই একমাত্র সৎ পরামর্শ।

অকিঞ্চিৎকর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় আপাততঃ সুখ স্বরূপেই প্রতীয়মান হয় বটে; কিন্তু পরম জ্ঞানের উন্মেষ হইলে, তৎক্ষণাৎ তৎসমস্ত বিষয়ের অলীকত্ব ও অসারত্ব হৃদ্গত হইয়া থাকে এবং যে সুখ সত্য স্বরূপ, সার স্বরূপ, অনন্ত স্বরূপ, তল্লাভের নিমিত্ত তখন প্রাণ-মন ব্যাকুলিত হইয়া উঠে। ভগবদ্ভক্তি তৎপ্রাপ্তির একমাত্র অমোঘ উপায়। অতএব এই শরীর সক্ষম, প্রাণধারণে সমর্থ, ইন্দ্রিয়াদি কার্য্য-কুশল ও বুদ্ধিজ্ঞান প্রকৃতিস্থ থাকিতে থাকিতে, অসার-বাসনা বিসর্জ্জন দিয়া, অসচ্চিন্তা পরিহার করিয়া, এবং অলীক সাধনা উপেক্ষা

করিয়া, সেই পরম পথের শরণ গ্রহণ কর এবং অবিচলিত-চিত্তে ভগবচ্চরণারবিন্দ-লোলুপ হও ॥ ৩৩ ॥

* * *

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ ॥ ৩৪ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ভীষ্মপর্ব্বনি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং
যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে রাজবিদ্যারাজ-
গুহ্যযোগো নাম নবমোঽধ্যায়ঃ।

* * *

অন্বয়।—মন্মনাঃ (ময়ি মনো যস্য সঃ) মদ্ভক্তঃ (ময়ি ভক্তির্যস্য সঃ) মদ্যাজী (মৎ-পূজনশীলঃ) ভব মাম্ নমস্কুরু (প্রণামং কুরু) এবম্ (এতদুপায়েন) মৎপরায়ণঃ (মন্নিষ্ঠঃ) [সন্] আত্মানম্ (মনঃ) [ময়ি] যুক্ত্বা (সমাধায়) মাম্ এব এষ্যসি (প্রাপ্স্যসি) ॥ ৩৪ ॥

প্রতিশব্দ।—মদ্গতচিত্ত মৎসেবক মৎপূজা-পরায়ণ হও আমাকে নমস্কার কর এবম্প্রকারে মদেকনিষ্ঠ [হইয়া] মনকে [আমাতে] সমাহিত-করিলে আমাকে-ই প্রাপ্ত-হইবে ॥ ৩৪ ॥

ব্যাখ্যা।—তুমি একান্ত ভাবে মদ্গতচিত্ত, মদেক সেবক, মদুপাসক হও এবং আমাকেই নমস্কার কর ; মন্নিষ্ঠ হইয়া এই সকল উপায়ের অনুসরণ করিলে, তুমি আমাকেই প্রাপ্ত হইবে ॥ ৩৪ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—কথং মন্মনা ইতি। ময়ি মনো যস্য তব স ত্বং মন্মনা ভব, তথা মদ্ভক্তো ভব, মদযাজী মদ্যজনশীলো ভব, মামেব চ নমস্কুরু, মামেবেশ্বরমেষ্যসি আগমিষ্যসি ; যুক্ত্বা সমাধায় চিত্তমেবমাত্মানং মামেবমহং হি সর্ব্বেষাং ভূতানাং আত্মা পরা চ গতিঃ, পরময়নম্, ত্বং মামেবম্ভূতং এষ্যসীত্যতীতেন পদেন সম্বন্ধঃ মৎপরায়ণঃ সন্নিত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥

ইতি শ্রীগোবিন্দ-ভগবৎ-পূজ্যপাদশিষ্য-পরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্য-শ্রীমচ্ছঙ্কর-
ভাগবতকৃতৌ গীতাভাষ্যে নবমোঽধ্যায়ঃ।

আনন্দগিরি।—ভগবদ্ভক্তেরিত্থম্ভাবং পৃচ্ছতি কথমিতি। ঈশ্বরভজনে ইতি-কর্ত্তব্যতাং দর্শয়তি মন্মনা ইতি। এবং ভগবন্তং ভজমানস্য মম কিং স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ মামেবেতি। সমাধায় ভগবত্যেবেতি শেষঃ। এবমাত্মানমিত্যেতদ্বিবৃণোতি অহং হীতি। অহমেব পরময়নং তবেতি মৎপরায়ণস্তথাভূতঃ সন্ মামেবাত্মানমেষ্যসীতি সম্বন্ধঃ। তদেবং মধ্যমানাং ধ্যেয়ং নিরূপ্য নবমেনাধমানামারাধ্যাভিধানমুখেন নিজেন পারমার্থিকেন রূপেণ প্রত্যক্তেন জ্ঞানং পরমেশ্বরস্য পরমারাধনমিত্যভিদধতা সোপাধিকং তৎপদবাচ্যং নিরুপাধিকঞ্চতৎপদলক্ষ্যং ব্যাখ্যাতম্॥ ৩৪॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যশুদ্ধানন্দপূজ্যপাদশিষ্যভগবদানন্দগিরি-
বিরচিতেশ্রীগীতাভাষ্যবিবেচনেনবমোঽধ্যায়।

রামানুজ।—ভক্তিস্বরূপমাহ। মন্মনা ভব, ময়ি সর্ব্বেশ্বরে নিখিলহেয়প্রত্যনীক-কল্যাণৈকতানে সর্ব্বজ্ঞে সত্যসঙ্কল্পে নিখিলজগদেককারণে পরস্মিন্ ব্রহ্মণি পুরুষোত্তমে পুণ্ডরী-কদলামলায়তেক্ষণে স্বচ্ছ-নীল-জীমূতসঙ্কাশে যুগপদুদিত দিনকরসহস্রতেজসিলাবণ্যামৃতমহো-দধাবুদারপীবরচতুর্বাহাবত্যুজ্জলপীতাম্বরে অমলকিরীটমকরকুণ্ডলহারকেয়ূরকটকাদি ভূষিতেঽপার--কারুণ্য-সৌশীল্য-সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য-গাম্ভীর্য্যৌদার্য্যবাৎসল্য--জলধাবনালোচিত বিশেষাশেষলোকশরণ্যে সর্ব্বস্বামিনি তৈলাধারবদবিচ্ছেদেন নিবিষ্টমনাভব। তদেব বিশিনষ্টি মদ্ভক্তঃ অত্যর্থমৎপ্রিয়ত্বেন যুক্তোমন্মনাভবেত্যর্থঃ। পুনরপি বিশিনষ্টি মদ্‌যাজী অনবধিকাতিশয়প্রিয়মদনুভবকারি তমদ্যজনপরোভব। যজনং নাম পরিপূর্ণশেষবৃত্তিঃ ঔপচারিকসাংস্পর্শিকাভ্যবহারিকাদিসকলভোগপ্রদানরূপোহি যাগঃ, যথা মদনুভব জনিতনিরবধিকাতিশয়প্রীতিকারিতমত্যজনপরো ভবসি তথা মন্মনাভবেত্যুক্তংভবতি। পুনরপি তদেব বিশিনষ্টি মাং নমস্কুরু অনবধিকাতিশয়প্রিয়মদনুভবকারিতাত্যর্থপ্রিয়া শেষশেষবৃত্তাবপর্য্যবস্যন্ ময্যন্তরাত্মন্যতিমাত্রপ্রহ্বীভাবব্যবসায়ং কুরু। মৎপরায়ণঃ অহমেব পরময়নং যস্যাসৌ মৎপরায়ণ ময়াবিনাত্মধারণাসম্ভাবনয়া মদাশ্রয় ইত্যর্থঃ। এবমাত্মানং যুঙ্‌ক্ত্বা মৎপরায়ণস্ত্বমেব মনবধিকাতিশয়প্রীত্যা মদনু ভব সমর্থং মনঃ প্রাপ্য মামেবৈষ্যসি। আত্মশব্দো হ্যত্র মনোবিষয়ং। এবং রূপেণ মনসা মাং ধ্যাত্বা মামনুভূয় মামিষ্ট্বা মাং নমস্কৃত্য মৎ পরায়ণো মামেব প্রাপ্স্যসীত্যর্থঃ। তদেবং লৌকিকানি শরীরধারণার্থানি বৈদিকানি চ নিত্যনৈমিকানি কর্ম্মাণি ম. প্রীতয়েমচ্ছেষতৈকরসোমযৈবকারিতইতি কুর্ব্বন্‌সততংমৎ কীর্ত্তনযজননমস্কারাদিকান্ প্রীত্যা কুর্ব্বাণো মন্নিযাম্য নিখিলজগন্মচ্ছেষতৈকরসমিতি চানুসংদধায়াহ রহর্ হ্যুক্ত লক্ষণমিদমুপাসনমুপদধানো মামেব প্রাপ্স্যসি॥ ৩৪॥

ইতি শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য বিরচিতে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাভাষ্যে নবমোঽধ্যায়ঃ।

হনুমান্।—মন্মনা ইতি। ময়ি সর্ব্বজ্ঞে ব্রহ্মণি মনো যস্য স। মদ্ভক্তোভব।

মদ্‌যাজী মৎপূজনশীলোভব। নমস্কুরুমামেবচ। মৎপরায়ণঃ সন্ আত্মানং যুক্ত্বা সমাধায় এষ্যসি প্রাপ্স্যসি মামেব চ ॥ ৩৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্ধনুমদীয়েপৈশাচ ভাষ্যেনবমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীধর।—ভজনপ্রকারং দর্শয়ন্নুপসংহরতি মন্মনা ইতি। ময্যেব মনো যস্য স মন্মনাস্ত্বং ভব, তথা মমৈব ভক্তঃ সেবকো ভব, মদ্‌যাজী মৎপূজনশীলো ভব, মামেব চ নমস্কুরু, এবমেভিঃ প্রকারৈর্মৎপরায়ণঃ সন্নাত্মানং মনো ময়ি যুক্ত্বা সমাধায় মামেব পরমানন্দ রূপমেষ্যসি প্রাপ্স্যসি নিজমৈশ্বর্য্যমাশ্চর্য্যং ভক্তেশ্চাদ্ভুত বৈভবম্। নবমে রাজগুহ্যাখ্যে কৃপয়াবোচদচ্যুতঃ ॥ ৩৪ ॥

ইতি শ্রীভগবদ্গীতায়াং স্বামিকৃতটীকায়াং নবমোঽধ্যায়ঃ।

বলদেব।—অথ পরিনিষ্ঠিতস্যার্জ্জুনস্যাভীষ্টাং গুহ্যাং ভক্তিমুপদিশন্নুপসংহরতি মন্মনা ইতি। রাজভক্তোঽপি রাজভৃত্যঃ পত্ন্যাদিমনাস্তথা স তন্মনা অপি ন তদ্ভক্তো ভবতি ত্বং তু তদ্বিলক্ষণ ভাবেন মন্মনা মদ্ভক্তো ভব ময়ি নীলোৎপলশ্যামল-ত্বাদি গুণবতি বসুদেব-সূনৌ স্বস্বামিত্ব স্বপুমর্থত্ববুদ্ধ্যা নবচ্ছিন্নমধুধারাবৎ সততং মনো যস্য সঃ তথা মদ্‌যাজী তাদৃশ স্যাতিমাত্রপ্রিয়স্য মমার্চ্চনে নিরতো ভব। তাদৃশং মামতিপ্রেম্না নমস্কুরু দণ্ডবৎ প্রণম। এবমাত্মানং মনো দেহঞ্চ যুক্ত্বা ময়ি নিবেশ্য মৎপরায়ণো মদেকাশ্রয়ঃ সন্ মামুপৈষ্যসি। এষা ভক্তিরর্পিতৈব ক্রিয়তেতি বোধ্যম্। পাত্রাপাত্রধিয়া শূন্যা স্পর্শাৎ সর্ব্বাঘনাশিনী। গঙ্গেব ভক্তিরেবেতি রাজগুহ্যমিহ স্মৃতা ॥ ৩৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্‌বলদেবকৃতেগীতোপনিষদ্ভাষ্যে নবমোঽধ্যায়ঃ।

মধুসূদন।—ভজন প্রকারং দর্শয়ন্নুপসংরহতি মন্মনা ইতি। রাজভক্তস্যাপি রাজভৃত্যস্য পুত্রাদৌ মনস্তথা স তন্মনা অপি ন তদ্ভক্ত ইত্যত উক্তং মন্মনাভব, মদ্ভক্ত ইতি। তথা মদ্‌যাজী মৎপূজনশীলঃ মাং নমস্কুরু মনোবাক্কায়ৈঃ এবমেভিঃ প্রকারৈর্ম্মৎপরায়ণোমদেক-শরণঃ সন্নাত্মানমন্তঃকরণং যুক্ত্বা ময়ি সমাধায় মামেব পরমানন্দঘনং স্বপ্রকাশং,সর্ব্বোপদ্রবশূন্য-মভয়মেষ্যসি প্রাপ্স্যসি ॥ ৩৪ ॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যশ্রীবিশ্বেশ্বরসরস্বতী-শ্রীপাদশিষ্যশ্রীমন্মধুসূদন সরস্বতী-
বিরচিতায়াংশ্রীভগবদ্গীতাগূঢ়ার্থদীপিকায়াং রাজগুহ্য যোগোনামনবমোঽধ্যায়ঃ।

নীলকণ্ঠ।—ভজনপ্রকারং দর্শয়তি মন্মনা ইতি। ময্যেব মনো যস্য ন পুত্রাদৌ স মন্মনাঃ, মমৈব ভক্তো ন রাজাদের্ধনাদ্যর্থং স মদ্ভক্তঃ, মদ্‌যাজী মদর্থমেব যজতে ন স্বর্গাদ্যর্থং স মদ্‌যাজী তাদৃশোভব, মামেব নমস্কুরু শরণং ব্রজ, নত্বন্যান্ এবমনেন প্রকারেণ যুক্ত্বা যাগং কৃত্বা মামেবাত্মানং সর্ব্বান্তরং এষ্যসি প্রাপ্স্যসি অভেদেন ঘটাকাশইব মহাকাশং যতো মৎপরায়ণঃ অহমেব সর্ব্বোপাধি শূন্যশ্চিদাত্মাপরং সর্ব্বোৎকৃষ্টং অয়নং প্রাপ্তং যস্য স মৎ-

পরায়ণঃ। তথাচ শ্রূয়তে, "যথানদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমূদ্রেস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায় তথা বিদ্বান্নাম রূপাদ্বিমুক্তঃ পরাৎপরং পুরুষ মুপৈতিদিব্যম্।" ইতি ॥ ৩৪ ॥

ইতি শ্রীমৎপদবাক্যপ্রমাণমর্য্যাদাধুরন্ধরচতুর্দ্ধরবংশাবতংস-শ্রীগোবিন্দসূরিসূনোঃ শ্রীনীলকণ্ঠস্য কৃতৌ ভারতভাবদীপে ভীষ্মপর্ব্বণিভগবদ্গীতার্থ প্রকাশেরাজগুহ্যনামনবমোঽধ্যায়ঃ।

বিশ্বনাথ।—ভজন প্রকারং দর্শয়ন্নুপসংহরতি মন্মনা ইতি। এবমাত্মানং মনো দেহঞ্চ যুক্ত্বা ময়ি নিযোজ্য। পাত্রাপাত্র বিচারিত্বং স্বস্পর্শাৎ সর্ব্বশোধনং। ভক্তেরেবা ত্রৈতদস্যা রাজগুহ্যত্ব মীক্ষ্যতে ॥ ৩৪ ॥

ইতি সারার্থ বর্ষিণ্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্ত চেতসাং। গীতাসু নবমোঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাং।

তাৎপর্য্য।—পূর্ব্বে কতিপয় শ্লোকে ভগবদ্ভক্তির প্রাধান্য ও তজ্জনিত পরম পদপ্রাপ্তির উপায় পরিকীর্ত্তন করিয়া অধুনা শ্রীভগবান্ সেই ভক্তির প্রণালী বিবৃত করিতেছেন। সর্ব্বতোভাবে কায়মনোবাক্যে ভগবচ্চরণানুগত হইতে পারিলেই ভক্তির পরাকাষ্ঠা হয়। ভক্তের আরাধ্য করুণাময় ভগবান সুহৃৎ শিষ্যকে উপলক্ষ করিয়া, ভক্তি বিহীন, অধোগতি-প্রাপ্ত, বিষয়-পঙ্ক-পরিলিপ্ত, পাপ-তাপ-প্রপীড়িত নরগণের কল্যাণ-কামনায় স্বকীয় শ্রীমুখারবিন্দ হইতে ভক্তিরূপ পরমধন-প্রাপ্তির সহজ ও সুগম সদুপায় স্বয়ং ব্যক্ত করিয়া জগৎকে পরম সুখের পথ প্রদর্শন করিয়াছেন।

রথপরিচালক নন্দ-নন্দন, ভক্তশিষ্য অর্জ্জুনকে বলিতেছেন হে সখে! তুমি চিত্তকে সর্ব্ব প্রকার চিন্তা ও আসক্তি বিবর্জ্জিত করিয়া, আমার প্রতি একনিষ্ঠ কর। আমি শ্রীমতী দেবকীদেবীর গর্ভে এবং পরমপূজ্য বসুদেবের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে নন্দালয়ে লালিত, পালিত ও বর্দ্ধিত হইয়াছি; পরে মাতুল কংসের সংহার করিয়া অধুনা তোমাদিগের সহিত অচ্ছেদ্য, অকপট প্রেম সূত্রে নিবদ্ধ হইয়াছি। আমি তোমার সমবয়স্ক পরম হিতৈষি ও অভিন্ন হৃদয় বান্ধব, এই সকল কারণে, অপিচ আমার পূর্ব্ব বৃত্তান্ত স্মরণে তুমি আমাকে কখন কখন পরম পুরুষ-স্বরূপ জ্ঞান না করিলেও করিতে পার, তুমি অশেষ জ্ঞানবান ও বিজ্ঞোত্তম হইলেও কখন কখন তোমার চিত্ত উদ্ভ্রান্ত হইয়া আমাকে সমবয়স্ক সখা ব্যতীত অন্য ভাবে গ্রহণ করিতে নাও পারে। এই জন্য সাবধানতার অনুরোধে বলিয়া দিতেছি, হে অভিন্ন-হৃদয় সুহৃৎ! তুমি "মন্মনা" হও। অর্থাৎ সাংসারিক সুখ সংসাধক যাবতীয় চিন্তা পরিহার পূর্ব্বক একান্তমনে আমাতে আসক্ত হও। তোমার

স্ত্রী ও পুত্র আছেন, সোদরগণ ও বান্ধববৃন্দ আছেন, তোমার বিষয়সম্পদ ও ভোগবাসনা আছে তত্তাবতের জন্য তোমার চিত্তের অল্পাধিক আনুরক্তি আছে ; কিন্তু হে ভ্রাতঃ! সেই সকল অনুরাগ একান্তভাবে পরিবর্জ্জন করিয়া তোমাকে সর্ব্বান্তঃকরণে মদেকনিষ্ঠ হইতে হইবে। কেবল মদেক-নিষ্ঠা হইলেই যে যথেষ্ঠ হইল এরূপ মনে করিও না, কেননা ভক্তি বিহীন নিষ্ঠা নিরতিশয় উপহাসের বিষয়। আমার প্রতি ভক্তিবিহীন হইয়াও তুমি মদেক নিষ্ঠ হইতে পার ; আমার উপদেশ শ্রবণে তোমার মনে হইতে পারে যে, আমি তোমাকে মন্মনা হইতে বলিতেছি মাত্র ; কিন্তু তাহাতে ভক্তির আবশ্যকতা নাই, এই জন্য সাবধানতার অনুরোধে তোমাকে সঙ্গেসঙ্গে বলিয়া দিতেছি যে, তুমি "মদ্ভক্ত" হও। আমাকে বসুদেবাত্মজ বা যশোদানন্দনরূপে চিন্তা না করিয়া এই জগতের আদি কারণ স্বরূপ পূর্ণ-পুরুষ রূপে হৃদয়স্থ কর, এবং সরসিজাসন সন্নিবিষ্ট হিরণ্ময় বপুধারী কেয়ূর কিরীট কুণ্ডলালঙ্কৃত দিব্য পুরুষ জ্ঞানে ভক্তি করিতে প্রবৃত্ত হও। এ অসার সংসারে সকলই ক্ষণবিধ্বংসী ও মায়া বিজৃম্ভিত, কেবল আমি একমাত্র সৎ ও অনাদি পুরুষ। হে প্রিয়বন্ধো অর্জ্জুন ! এইরূপ পরম জ্ঞানালোকী মোহান্ধকার বিদূরিত করিয়া হৃদয়-মন্দিরে আমার নব-জলধর-রুচি শ্যামসুন্দর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত কর, এবং ভক্তিচন্দন-সম্পৃক্ত প্রীতি-কুসুমাঞ্জলি-সহকারে অবিরত আমার পূজা করিতে বিনিযুক্ত হও। কেবল অন্তরে আমার ভক্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিলেও হইবে না; বাহ্যকার্য্যেও নিরন্তর সেই আন্তরিক ভক্তির পরিচয় প্রদান করিতে হইবে। এই জন্য বলিয়া দিতেছি হে অর্জ্জুন ! তুমি "মদ্‌যাজী" অর্থাৎ আমার পূজনশীল হও। লৌকিক ব্যবহারে যে সকল অর্চ্চনা পদ্ধতি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তুমি তৎসমস্তের অনুসরণ ক্রমে বিহিত বিধানে আমার পূজা করিতে নিযুক্ত হও ; যেন তোমার অন্তরে ও বাহ্যে সমতন্ত্রী যন্ত্রের ন্যায় সমস্বরে সমভাবে আমার অর্চ্চনারূপ মধুর নিক্কণ নিয়ত ধ্বনিত হইতে থাকে।

এইরূপে বাহ্যেন্দ্রিয় ও অন্তরেন্দ্রিয়গ্রামকে একান্তভাবে মদ্ভক্তিপরায়ণ ও মদর্চ্চনশীল করিতে পারিলে স্বতঃই প্রেমে তোমার দেহ মচ্চরণোদ্দেশে অবনত হইবে, এবং ভক্তিরূপ পরমধন পাইয়া তোমার অন্তর আনন্দে আমার সমক্ষে প্রণত হইবে, এবম্বিধ অবস্থা প্রাপ্ত হইলে তুমি ধন্য ও চরিতার্থ হইবে ; হে অর্জ্জুন ! সেই ভক্তিনিষ্ঠা ও একাগ্রতা অবলম্বন করিয়া তুমি ভূলুণ্ঠিত হও এবং আমাকে সর্ব্ব শুভ-ফলদাতা জ্ঞানে নিয়ত নমস্কার করিতে থাক।

হে প্রিয়বন্ধো! আমি তোমাকে যে সকল উপদেশ প্রদান করিলাম তাহার কোন অনুষ্ঠান কঠোর বা দুষ্কর নহে, তুমি সমাহিত চিত্তে এই সকল অনুষ্ঠান আরম্ভ করিলে ক্রমশঃ সাধনা ও অভ্যাসবশে সম্পূর্ণরূপে মৎপরায়ণ হইয়া পড়িবে। তখন তোমার আহার ও নিদ্রা, হাস্য ও আলাপ, ভোগ ও চিন্তা সকল সময়েই সকলকার্য্য মদুদ্দেশে অনুষ্ঠিত হইবে। তখন আমাতেই তোমার ভোগের পরিসমাপ্তি এবং আমাতেই তোমার সকল আকাঙ্ক্ষা পর্য্যবসিত হইবে। যখন তুমি এই অবস্থায় উপনীত হইবে, তখন তুমি মৎপরায়ণ রূপে পরিগণিত হইবে। এইরূপ মৎপরায়ণ হওয়ার পর যখন তুমি একান্তরূপে মন্ময়তা প্রাপ্ত হইবে তখনই তোমার সাধনার শেষ হইবে। যখন তুমি অন্তরে ও বাহ্যে, নিকটে ও দূরে, কল্পনায় ও প্রত্যক্ষগোচরে কেবল আমাকেই উপলব্ধি করিবে, যখন তুমি সর্ব্বান্তঃকরণে আমাতেই সমাহিত হইবে তখনই হে ভক্তোত্তম সুহৃৎ! তোমাকে মদ্‌যুক্ত বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে। তাহার পর সকল ফলের সার স্বরূপ, সকল কামনার সিদ্ধি স্বরূপ, সকল বাসনার পরাকাষ্ঠা স্বরূপ, সকল আকাঙ্ক্ষার শেষ স্বরূপ, সকল আয়াসের চরম ফল স্বরূপ পরমপদ তুমি প্রাপ্ত হইবে। হে ভ্রাতঃ! তখন আমি ও তুমি বিভিন্ন থাকিব না, তখন ভগবানকে তোমার আর দূরের বস্তু বলিয়া বোধ হইবে না, তখন আমাকে পৃথকপদার্থ বলিয়া তোমার উপলব্ধি থাকিবে না। তখন জনন মরণরূপ যাতনা তোমাকে আর অধিকার করিতে পারিবে না, তখন মুক্তিরূপ পরম-সম্পদ লাভ করিয়া তুমি ধন্য হইবে। এবং যে সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইলে দেবতারা আনন্দে নৃত্য করিতে থাকেন সেই পরম পদার্থ তোমার করতলগত হইবে।

অধ্যায়ের উপসংহারকালে কতিপয় শ্লোকে ভক্তগণকে প্রকৃষ্ট প্রণালী প্রদর্শনার্থ শ্রীভগবান্ যে অমূল্যউপদেশরত্ন প্রদান করিয়াছেন তাহার তুলনা বোধ হয় বসুন্ধরায় আর নাই। এ পাপ-তাপ-পরিক্লিষ্ট সংসারে মানবগণ কেবল মাত্র ভক্তিরূপ পবিত্র পন্থা অবলম্বনে ভগবজ্‌জ্ঞানলাভ করিতে পারেন, ইহার পথ অতি সহজ, সুকোমল এবং আনন্দবর্দ্ধক, যাঁহারা আয়াসসাধ্যজ্ঞানে ও অতিমাত্র দুষ্করবোধে এই সহজ সাধনায় বিরত হন সেই মোহাচ্ছন্ন জনগণ নিতান্ত ভ্রান্ত ও একান্ত মূঢ়, এই সাধনায় প্রবৃত্ত হইলে ভক্তিরূপ সমুজ্জ্বল বর্ত্তিকা হৃদয়ে আপনি জ্বলিতে আরম্ভ হয় এবং উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে হইতে অচিরে সমূলে অজ্ঞান অন্ধকার বিনষ্ট করে, সকলেই যে পরম ভাগ্যবান্

অর্জ্জুনের ন্যায় ভক্তোত্তম সাধক শ্রেষ্ঠ হইবেন এমত নহে। চেষ্টা করিলে, আকাঙ্ক্ষা থাকিলে এবং অনুরাগের আতিশয্য হইলে সকলেই অনায়াসে এই সাধনার পথে অগ্রসর হইবার আয়োজন করিতে পারেন, সম্পূর্ণ সফলতা না হইলেও আংশিক কৃতকার্য্য হওয়া কাহারও পক্ষে অসম্ভব নহে।

যিনি যতটুকু অগ্রসর হইতে পারিবেন তাহাই তাঁহার সংগৃহীতসম্পত্তি রূপে সংস্থান হইয়া থাকিবে, জন্মান্তরে ন্যস্তধন রূপে অনায়াসে তিনি তাহা লাভ করিবেন, অতএব এসাধনায় হতাশ, ভগ্নোদ্যম বা নিরুৎসাহ হইবার কোন প্রয়োজন নাই। যে দুর্লভ মহদুপদেশ লাভ করিয়া ভাগ্যবান অর্জ্জুন চিরধন্য হইয়াছেন, আমাদিগের অসীম সৌভাগ্য বলে শ্রীভগবন্মুখনিঃসৃত সেই উপদেশ এখনও সমভাবে প্রচারিত রহিয়াছে এবং অনন্তকাল জগন্মণ্ডলে পরিকীর্ত্তিত হইতে থাকিবে। আমরা যদি সেই পরম পুরুষের অঙ্গুলি সঙ্কেত ক্রমে কার্য্যানুষ্ঠান না করি, অথবা তাঁহার উপদিষ্ট পথে অগ্রসর না হই, তাহা হইলে আমারা নিশ্চয়ই হতভাগ্যগণের অগ্রগণ্যরূপে পরিগণিত হইব। ॥ ৩৪ ॥

শ্রীমৎ শ্রীধর স্বামীর উপসংহার বাক্য।—সেই অচ্যুত শ্রীকৃষ্ণ স্বকীয় পরমাশ্চর্য্য মহান্ ঐশ্বর্য্য এবং ভক্তির অত্যদ্ভুত বৈভব, করুণাসহকারে এই রাজগুহ্যাভিধেয় নবম অধ্যায়ে পরিব্যক্ত করিয়াছেন।

শ্রীমৎবলদেব বিদ্যাভূষণের উপসংহার বাক্য।—পূতসলিলা জাহ্নবী-বারির ন্যায় পাত্রাপাত্রবিচারবিরহিতভাবে স্পর্শমাত্র সর্ব্বপাপবিমোচনকারিণী ভক্তির মাহাত্ম্য রাজগুহ্যাখ্য নবম অধ্যায়ে পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে।

শ্রীমন্মধুসূদনের উপসংহারবাক্য।—বেদান্তবিদ্‌গণ সকল মঙ্গলেরপরাকাষ্ঠাস্বরূপ পরমশ্রেয়ঃ অবধারণ করেন এবং দ্বৈতজ্ঞানরূপ বিষমভ্রমকে স্বপ্নবৎ অলীক ও অসার জ্ঞানে পরিহার করিয়া চরমে সুনির্ম্মল আনন্দ উপভোগ করিতে থাকেন।

শ্রীমদ্বিশ্বনাথের উপসংহারবাক্য।—ভক্তি, স্বকীয় স্পর্শমাত্রেই পাত্রাপাত্রনির্ব্বিশেষে সর্ব্বত্রপবিত্র করিয়া থাকেন, ইহাই রাজগুহ্যাখ্য নবম অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে।

নবম অধ্যায়ের তাৎপর্য্য সমাপ্ত।

যামুনমুনি।—স্বমাহাত্ম্যং মনুষ্যত্বে পরত্বং চ মহাত্মনাম্। বিশেষোনবমে যোগো ভক্তিরূপঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥

ভাবার্থ।—মনুষ্যরূপে স্বকীয় মাহাত্ম্য মহাত্মাগণের শ্রেষ্ঠত্ব এবং ভক্তিযোগের বিষয় বিশেষরূপে নবমাধ্যায়ে কীর্ত্তিত হইয়াছে।

দশমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীভগবানুবাচ।

ভূয় এব মহাবাহো! শৃণু মে পরমং বচঃ।
যত্তেঽহং প্রীয়মাণায় বক্ষ্যামি হিতকাম্যয়া ॥ ১ ॥

অন্বয়।—শ্রীভগবানুবাচ (শ্রীকৃষ্ণ কথয়ামাস)। হে মহাবাহো! হে ভুজবল শালিন্! ভূয় (পুনঃ) এব (অপি) মে (মম) পরমং বচঃ (বাক্যং) শৃণু, (আকর্ণয়) যৎ (পরমং বচঃ) প্রীয়মাণায় (প্রীতিমনুভবতে) তে (তুভ্যং) অহং হিতকাম্যয়া (হিতেচ্ছয়া) বক্ষ্যামি (কথায়ামি) ॥ ১ ॥

প্রতিশব্দ।—শ্রীভগবান্ কহিলেন। হে ভুজবল শালিন্! আবার আমার আত্মতত্ত্ব বিষয়ক বাক্য শ্রবণ-কর। যাহা প্রীতি অনুভবকারী তোমাকে আমি শুভবাসনার-বশবর্ত্তি-হইয়া বলিতেছি ॥ ১ ॥

ব্যাখ্যা।—শ্রীভগবান্ কহিলেন। হে বাহুবল সম্পন্ন অর্জ্জুন! তুমি আমার বাক্য শ্রবণে পরম আনন্দ অনুভব করিয়া থাক এই জন্য আমি তোমার শুভ সাধন বাসনার বশবর্ত্তী হইয়া আত্মতত্ত্ব-বিষয়ক যে পরম বাক্য পুনরায় বলিতেছি তাহা তুমি শ্রবণ কর ॥ ১ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—সপ্তমেঽধ্যায়ে ভগবতস্তত্ত্বং বিভূতয়শ্চ প্রকাশিতাঃ, নবমেচ। অথেদানীং যেষু যেষু ভাবেষু চিন্ত্যো ভগবাংস্তে ভাবা বক্তব্যাঃ তত্ত্বঞ্চ ভগবতো বক্তব্যং উক্তমপি দুর্ব্বিজ্ঞেয়ত্বাদিত্যতো ভগবানুবাচ ভূয় ইতি। ভূয় ত্রব ভূয়ঃ পুনঃ হে মহাবাহো! শৃণু মে মদীয়ং পরমং প্রকৃষ্টং নিরতিশয়বস্তুনঃ প্রকাশকং বচো বাক্যং, যৎ পরমং তে তুভ্যং প্রীয়মাণায় মদ্বচনাৎ প্রীয়সে ত্বমতীবামৃত মিব পিবংস্ততো বক্ষ্যামি হিতকাম্যয়া হিতেচ্ছয়া ॥১॥

আনন্দগিরি।—অধ্যায়দ্বয়ে সিদ্ধমর্থং সংক্ষেপতোঽনুভাষতে সপ্তম ইতি। তত্ত্বং সোপাধিকং নিরুপাধিকঞ্চবিভূতয়ঃ সবিশেষনির্ব্বিশেষরূপ প্রতিপত্ত্যুপযোগিন্যঃ। উত্তরাধ্যায়স্যাধ্যায়দ্বয়েন সম্বন্ধং বদন্নধ্যায়ান্তরমবতারয়তি অথেতি। বক্তব্যাঃ সবিশেষধ্যানে নির্ব্বিশেষ-

প্রতিপত্তৌ শেষত্বেনেতি শেষঃ। নন্থ সবিশেষং নির্ব্বিশেষঞ্চ ভগবতো রূপং প্রাগেব তত্র তত্রোক্তং তৎ কিমিতি পুনরুচ্যতে তত্রাহ উক্তমপীতি। তদ্‌যদি তত্র তত্র তত্ত্বমুক্তং তথাপি পুনর্ব্বক্তব্যং দুর্ব্বিজ্ঞেয়ত্বাদিতি যতো মন্যতেঽত ইতি যোজনা, প্রকৃষ্টত্বং বচসঃ স্পষ্টয়তি নিরতিশয়েতি। তদেব বচো বিশিনষ্টি যৎপরমিতি। সকৃদুক্তেরর্থসিদ্ধেরসকৃদুক্তিরনর্থিকেত্যাশঙ্ক্যাহ প্রীয়মাণায়েতি। ততো বক্ষ্যামি ইতি তুভ্যং পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ ॥ ১ ॥

রামানুজ।—ভক্তিযোগঃ সপরিকর উক্তঃ ইদানীং ভক্ত্যুৎপত্তয়ে তদ্বিবৃদ্ধয়ে চ ভগবতো নিরঙ্কুশৈশ্বর্য্যাদি কল্যাণগুণানন্তগুণং কৃৎস্নস্য জগতস্তচ্ছরীরতয়া তদাত্মকত্বেন তৎপ্রবর্ত্ত্যত্বং চ প্রপঞ্চয়তে। মম মাহাত্ম্যং শ্রুত্বা প্রীয়মাণায় তে মৎভক্ত্যুৎপত্তিবিবৃদ্ধিরূপরহিত কামনয়া ভূয়ো মন্মাহাত্ম্যপ্রপঞ্চবিষয় মেব পরমংবচো যদ্বক্ষ্যামি তদবহিতমনা শৃণু॥ ১ ॥

হনুমান্।—এবং তাবৎ ভজনীয়ং পরমেশ্বরতত্ত্বং সপ্তমাদিভিস্ত্রিভিরধ্যায়ৈ নিরূপিতং। ইদানীং তা এব বিভূতীঃ প্রপঞ্চয়িষ্যন্ শ্রীভগবানুবাচ ভূয় এবেতি। ভূয়ঃ পুনঃ এব হে মহাবাহো! মে মম পরমং প্রকৃষ্টংবচঃ বাক্যং শৃণু যৎ যস্মাৎ তে তুভ্যং প্রীয়মাণায় বক্ষ্যাম্যহং তব হিতকাম্যয়া ইষ্টপ্রাপ্তীচ্ছয়া ॥ ১ ॥

শ্রীধর।—উক্তাঃ সংক্ষেপতঃ পূর্ব্বং সপ্তমাদৌ বিভূতয়ঃ। দশমে তা বিতন্যন্তে সর্ব্বত্রেশ্বরদৃষ্টয়ে॥ এবং তাবৎ সপ্তমাদিভিস্ত্রিভিরধ্যায়ৈর্ভজনীয়ং পরমেশ্বরতত্ত্বং নিরূপিতং তদ্বিভূতয়শ্চ সপ্তমে "রসোঽহমপ্সু কৌন্তেয়ে" ত্যাদিনা সংক্ষেপতো দর্শিতাঃ অষ্টমে চ "অধিযজ্ঞোঽহমেবাত্রে" ত্যাদিনা নবমে চ "অহং ক্রতুরহং যজ্ঞ" ইত্যাদিনা, ইদানীং তা এব বিভূতীঃ প্রপঞ্চয়িষ্যন্ স্বভক্তেশ্চাবশ্যকরণীয়ত্বং বর্ণয়িষ্যন্ শ্রীভগবানুবাচ ভূয়এবেতি। মহান্তৌ যুদ্ধাদিস্বধর্ম্মানুষ্ঠানে মহৎ পরিচর্য্যায়াং বা কুশলৌ বাহূ যস্য তথা হে মহাবহো! ভূয়এব পুনরপি মে বচঃ শৃণু, কথংভূতং পরমং পরমাত্মনিষ্ঠং, মদ্বচনামৃতেনৈব প্রীতিং প্রাপ্নুবতে তুভ্যং হিতকাম্যয়া হিতেচ্ছয়া যদহং বক্ষ্যামি তৎ ॥ ১ ॥

বলদেব।—সপ্তমাদৌ নিজৈশ্বর্য্যং ভক্তিহেতু যদীরিতং। বিভূতিকথনেনাত্র দশমে তৎ প্রপুষ্যতে॥ পূর্ব্ব-পূর্ব্বত্র-স্বৈশ্বর্য্য-নিরূপণ-সংভিন্না-সপরিকরা-স্বভক্তিরুপদিষ্টা। ইদানীং তস্যা উৎপত্তয়ে বিবৃদ্ধয়ে চ স্বাসাধারণীঃ প্রাক্ সংক্ষিপ্যোক্তাঃ স্ববিভূতীর্বিস্তরেণ বর্ণয়িষ্যন্ ভগবানুবাচ ভূয় ইতি। হে মহাবাহো! ভূয় এব পুনরপি মে পরমং বচঃ শৃণু শৃণ্বন্তং প্রতি শৃণ্বিত্যুক্তিরুপদেশ্যে ঽর্থে সমবধানায়। পরমং শ্রীমৎমদ্দিব্য বিভূতিবিষয়কং যদ্বচস্তে তুভ্যমহং হিতকাম্যয়া বক্ষ্যামি। ক্রিয়ার্থোপপদেত্যাদি সূত্রাচ্চতুর্থী। বিজ্ঞমপি ত্বাং বিস্মিতং কর্তুমিত্যর্থঃ। হিতকাম্যয়া মদ্ভক্ত্যুৎপত্তিতদ্বিবৃদ্ধিরূপত্বং কল্যাণবাঞ্ছয়া। তে কীদৃশায়েত্যাহ প্রীয়মাণায়েতি। পীযুষপানাদিব মদ্বাক্যাৎ প্রীতিং বিন্দতে ॥ ১ ॥

মধুসূদন।—এবং সপ্তমাষ্টমনবমৈস্তৎপদার্থস্য ভগবতস্তত্ত্বং সোপাধিকং নিরুপাধিকং

চ দর্শিতং, তস্য চ বিভূতয়ঃ সোপাধিকস্য ধ্যানে নিরুপাধিকস্য জ্ঞানে চোপায়ভূতাঃ "রসোঽহমপ্সু কৌন্তেয়" ইত্যাদিনা সপ্তমে "অহং ক্রতুরহং যজ্ঞ" ইত্যাদিনা নবমেচ সংক্ষেপেণোক্তাঃ, অথেদানীং তাসাং বিস্তরোবক্তব্যোভগবতোধ্যানায় তত্ত্বমপি দুর্ব্বিজ্ঞেয়ত্বাৎ পুনস্তস্য বক্তব্যং জ্ঞানায়েতি দশমোঽধ্যায় আরভ্যতে ভূয় ইতি। তত্র প্রথমমর্জ্জুনং প্রোৎসাহয়িতুং ভূয় এব পুনরপি হে মহাবাহো! শৃণু মে মম পরমং প্রকৃষ্টং বচঃ, যত্তে তুভ্যং প্রীয়মাণায় মদ্বচনাদমৃতপানাদিব প্রীতিমনুভবতে বক্ষ্যাম্যহং পরমাপ্তস্তব হিতকাম্যয়া ইষ্টপ্রাপ্তীচ্ছয়া ॥ ১ ॥

নীলকণ্ঠ।—সপ্তমে ত্বং পদবাচ্যার্থোনিরূপিতঃ, তদুপাসনাচ্চ ক্রমমুক্তিরিত্যষ্টমে প্রোক্তং, নবমে তৎপদ লক্ষ্যার্থ উক্তস্তৎ প্রাপ্তয়েচ বিশ্বতোমুখং সর্ব্বত্র ভগবদ্ভাবভাবনাত্মকং ভগবদ্ভজনমুক্তং তদ্রাগদ্বেষকলুষিত মনসামশক্যমিতিমন্বানো ভগবাং স্তৎসিদ্ধয়ে স্ববিভূতীঃ কেষুচিদেব বিশ্বরূপদর্শনমেকাদশে দ্বাদশে পুনস্তৎপদলক্ষ্যস্যাব্যক্তস্যোপাসনং তদুপাসকলক্ষণানি চোক্ত্বা উপাসনাকাণ্ড তৎপদার্থশোধনার্থং সমাপয়িষ্যতি তত্র বাৎসল্যাৎ স্বয়মেব শ্রীভগবানুবাচ ভূয়এবেতি হে মহাবাহো ভূয়ঃ প্রাগুক্তমপি পুনঃ ভূয়ঃ পরমং নিরতিশয়বস্তুনপ্রকাশকং বচঃ শৃণু। প্রীয়মাণায় অমৃতপানাদিব মদ্বচনাৎ প্রীতিমনুভবতে বক্ষ্যামি হিতকাম্যয়া তব হিতেচ্ছয়া ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ।—ঐশ্বর্য্যজ্ঞাপয়িত্বোচে ভক্তিং ষৎসপ্তমাদিষু। সরহস্যং তদেবোক্তং দশমে স বিভূতিকং ॥ আরাধ্যত্ব জ্ঞান কারণ মৈশ্বর্য্যং যদেব পূর্ব্বত্র সপ্তমাদিষূক্তং তদেব সবিশেষং ভক্তিমতামানন্দার্থং প্রপঞ্চয়িষ্যন্ পরক্ষোবাদাবিষয়ং পারাক্ষাঞ্চ মম প্রিয়ং ইতি ন্যায়েন কিঞ্চিদ্দুর্বোধতয়ৈবাহ ভূয় ইতি পুনরপি রাজবিদ্যা রাজগুহ্যমিদ মুচ্যতে ইত্যর্থঃ। হে মহাবাহো! ইতি যথা বাহুবলং সর্ব্বাধিক্যেন ত্বয়া প্রকাশিতং তথৈতদ্বুদ্ধ্যা বুদ্ধিবলমপি সর্ব্বাধিক্যেন প্রকাশয়িতব্যমিতি ভাবঃ। শৃণ্বিতি শৃণ্বন্ত-মপি তং বক্ষ্যমানেঽর্থেসম্যগবধারণার্থং এব। পরমং পূর্ব্বোক্তাদপ্যুৎকৃষ্টং। তে ত্বামতিবিস্মৃতীকর্ত্তুং ক্রিয়ার্থোপপদস্য চেতি চতুর্থী। যতঃ প্রীয়মাণায় প্রেমবতে ॥ ১ ॥

তাৎপর্য্য।—শ্রীভগবান বলিলেন। পূর্ব্বগত তিন অধ্যায়ে আমি সংক্ষেপে আমার ঐশ্বর্য্যাদির আভাষ প্রদান করিয়াছি। আমি বুঝিয়াছি, তত্তাবৎ শ্রবণে তোমার হৃদয় আনন্দে উদ্বেল হইয়াছে, এবং সুধাসেবনে যেরূপ অত্যধিক সুখোদ্ভব হয়, আমার বাক্য শ্রবণে তোমারও তদ্রূপ প্রীতি সঞ্জাত হইয়াছে। অতএব আমার তত্ত্ব সম্যগ্রূপে ও নিঃসন্দিগ্ধ ভাবে তোমার হৃদয়ঙ্গম করাইতে আমার একান্ত বাসনা জন্মিয়াছে। তজ্জন্য আমি সম্প্রতি আমার বিভূতি ও ঐশ্বর্য্যাদির বিস্তারিত বিবরণ তোমার নিকট সবিশেষরূপে পুনঃ কীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইতেছি। যে তত্ত্ব আমি অধুনা পরিব্যক্ত করিব, তাহা নিরতিশয় দুর্ব্বোধ্য ও

দুর্ব্বিজ্ঞেয়, এইজন্য তাহার মর্ম্ম সমীচীনরূপে প্রণিধান করাইতে হইলে বাহুল্য-ভাবে তাহার পুনরালোচনা নিতান্ত আবশ্যক।

শ্রীভগবান পূর্ব্বে সপ্তমাধ্যায়ে "রসোঽহমপ্সু কৌন্তেয়" (সপ্তম অধ্যায়,৮শ্লোক) "অধিযজ্ঞোঽহমেবাত্র" (অষ্টম অধ্যায়, ৪ শ্লোক) "অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ" (নবম অধ্যায়, ১৬ শ্লোক) ইত্যাদি শ্লোকে স্থূলতঃ স্বকীয় বৈভবাদির বিবরণ করিয়াছেন, কিন্তু সেই সংক্ষেপ বৃত্তান্ত শ্রবণে শিষ্যের তদ্বিষয়ক সম্যজ্জ্ঞান উপলব্ধ হইল কি না, এই আশঙ্কায় পুনরায় তাহার বিস্তারিত বিবরণ ব্যক্ত করিতে উদ্যত হইয়াছেন। এই জন্যই এই অধ্যায়ের প্রথমে "ভূয়" অর্থাৎ পুনরায় এই বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন এবং "এব" এই শব্দদ্বারা পুনঃ বিবরণের আবশ্যকতা সমর্থন করিয়াছেন। অতঃপর এই অধ্যায় শ্রীভগবানের অনন্ত বিভূতি ও অতুল ঐশ্বর্য্যের আংশিক বিবরণে পর্য্যবসিত হইবে। ১১ একাদশ অধ্যায়ে ভক্তের পরমানন্দ বিধায়ক বিশ্বরূপ তত্ত্ব কথিত হইবে, এই দশম অধ্যায় বিভূতি বর্ণনা দ্বারা তন্মর্ম্মাববোধনার্থ হৃদয়কে প্রস্তুত করা হইতেছে।

শ্রীভগবান্ এই শ্লোকে ভক্তোত্তম সখা অর্জ্জুনকে "মহাবাহো" শব্দে সম্বোধন করিয়াছেন, এই সম্বোধন বাক্যে সব্যসাচীর যোদ্ধৃবিদ্যায় পারদর্শিতা সূচিত হইতেছে। এইরূপ কঠোর হৃদয় বীরশ্রেষ্ঠকে কেন তিনি স্বকীয় যাবতীয় তত্ত্ব সম্যগ্‌রূপে বুঝাইতে উদ্যত হইয়াছেন, তাহা অর্জ্জুন বিষয়ক ভগবদুক্ত "প্রীয়মাণায়" বাক্যে অনুমিত হইতেছে। এই বাক্য আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, ভগবদুক্ত বাক্যাবলি শ্রবণে এই বীরের হৃদয় প্রেমে ও ভক্তিতে বিগলিত হইয়াছে, এবং আনন্দে তাঁহার অন্তর পরিপূর্ণ হইয়াছে; সুতরাং বুঝিতে হইবে যে, ভগবানেরতত্ত্বকথা তিনি সম্পূর্ণরূপে প্রণিধান করিয়াছেন এবং এই মহদুপদেশ শেষ পর্য্যন্ত শ্রবণে তিনি অধিকারী হইয়াছেন। আগ্রহযুক্ত বিহিত অধিকারী শিষ্যের জ্ঞান পিপাসা নিবারণ করিতে শ্রীগুরুদেব বাধ্য; এই জন্যই শিষ্যোত্তম অর্জ্জুনের হিতকামনায় পরমকরুণাময় ভগবান্ স্বকীয় তত্ত্ব-কথা বিশদ ভাবে স্পষ্টীকৃত করিতে উদ্যত হইয়াছেন।

সপ্তমাদি অধ্যায় ত্রয়ে ব্রহ্ম পদার্থের তত্ত্ব, বিভূতিপ্রভৃতির বিবরণ দ্বারা সোপাধিক ভাবে এবং অন্যান্য বর্ণনা দ্বারা নিরুপাধিক ভাবে কীর্ত্তিত হইয়াছে। যাঁহারা যেরূপ অধিকারী তাঁহারা সেই ভাবে ভগবানের মহিমা প্রণিধান করিবেন। যাঁহারা সোপাধিক ব্রহ্মাববোধের অনুরাগী তাঁহারা ধ্যান দ্বারা তাঁহাকে গ্রহণ

করিবেন ; আর যাঁহারা নিরুপাধিক ব্রহ্মাববোধের অধিকারী তাঁহারা জ্ঞান দ্বারা তাঁহাকে হৃদয়ঙ্গম করিবেন; বিভূতি বিষয়ক বিস্তারিত জ্ঞান সোপাধিক ব্রহ্ম জ্ঞানের পরম উপায় স্বরূপ ; এইজন্য শ্রীভগবান অধুনা স্বকীয় সোপাধিক তত্ব বিশদরূপে বুঝাইবার অভিপ্রায়ে বিস্তারিত বিভূতি বিবরণে প্রবৃত্ত হইতেছেন।

শ্রীভগবানের উক্তি সমূহ অর্জ্জুন ধারাবাহিকরূপে শ্রবণ করিয়া আসিতেছেন ; তথাপি এই শ্লোকে "শৃণু" অর্থাৎ শ্রবণ কর এই বাক্য প্রয়োগ করায় অবহিত চিত্তে, ও ধীরভাবে শ্রবণ এবং মর্ম্মগ্রহণ কর ইহাই সূচিত হইতেছে। অর্জ্জুনকে প্রোৎসাহিত করিবার নিমিত্ত এই শ্লোকের অবতারণা হইয়াছে; পূজ্যপাদ শ্রীধরস্বামী "মহাবাহো" শব্দে যুদ্ধাদি স্বধর্ম্ম সাধনে নিযুক্ত বাহু অথবা মহৎ পরিচর্য্যায় নিপুণ হস্ত এইরূপ অর্থ-লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ॥ ১ ॥

শ্রীমৎ শ্রীধর স্বামীর প্রারম্ভ বাক্য।—সপ্তমাদি অধ্যায় ত্রয়ে সংক্ষেপভাবে নিজ বিভূতির বিবরণ করিয়া এক্ষণে দশমে সর্ব্বত্র ভগবদ্রূপ দর্শনের উপায় স্বরূপ বিভূতি সমূহের বাহুল্য বর্ণনা করিতেছেন।

শ্রীমদ্বলদেবের প্রারম্ভ বাক্য!—ভক্তিবিবর্দ্ধনের নিমিত্ত সপ্তমাদি অধ্যায় ত্রয়ে শ্রীভগবান স্বকীয় ঐশ্বর্য্যের যে বিবরণ করিয়াছেন অধুনা বিভূতি বর্ণনা দ্বারা তাহারই পরিপুষ্টি করিতেছেন।

শ্রীমদ্বিশ্বনাথের প্রারম্ভ বাক্য। সপ্তমাদি পূর্ব্বাধ্যায় নিচয়ে ঐশ্বর্য্যাদি জ্ঞাপনার্থ যে ভক্তিতত্ব পরিব্যক্ত হইয়াছে তাহারই রহস্য সহকৃত শ্রীভগবদ্বিভূতি দশমোহধ্যায়ে বর্ণিত হইতেছে।

* * *

ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ প্রভবং ন মহর্ষয়ঃ।
অহমাদির্হি দেবানাং মহর্ষীণাঞ্চ সর্ব্বশঃ ॥ ২ ॥

অন্বয়।—সুরগণাঃ (দেব সমূহাঃ) মহর্ষয়ঃ (ভৃগ্বাদয়ঃ) চ মে (মম) প্রভবং (উৎপত্তিং) ন বিদুঃ (জানন্তি) হি (যস্মাৎ) অহং দেবানাং মহর্ষীণাং চ সর্ব্বশঃ (সর্ব্বৈঃ প্রকারৈঃ) আদিঃ (কারণং) ॥ ২ ॥

প্রতিশব্দ।—দেবগণ ও মহর্ষিগণ আমার উৎপত্তি না জানেন। যেহেতু আমি দেবগণ ও মহর্ষিগণের সর্ব্বতোভাবে আদি কারণ ॥ ২ ॥

ব্যাখ্যা।—দেবগণ বা মহর্ষিগণ কেহই আমার জন্মবৃত্তান্ত পরিজ্ঞাত নহেন, যেহেতু আমি দেবতা ও মহর্ষি সকলেরই সর্ব্বতোভাবে আদিকারণ ॥ ২ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—কিমর্থমহং বক্ষ্যামীত্যত আহ ন মইতি। ন মে বিদুর্নজানন্তি সুরগণাঃ। কিং তে ন বিদুঃ! মম প্রভবং প্রভাবং প্রভুশক্ত্যতিশয়ং, অথবা প্রভবং প্রভবনং উৎপত্তিং বা, নাপি মহর্ষয়ো ভৃগ্বাদয়ো বিদুঃ, কস্মাত্তে ন বিদুরিত্যুচ্যতে অহমাদিঃ কারণং হি যস্মাদ্দেবানাং মহর্ষীণাং চ সর্ব্বশঃ সর্ব্বপ্রকারৈঃ ॥ ২ ॥

আনন্দগিরি।—হিতকাম্যয়া দুর্ব্বিজ্ঞেয়ং তত্ত্বজ্ঞানং কশ্চিদন্যোঽপি পরমং বচো মহ্যং বক্ষ্যতি তেন চ মম তত্ত্বজ্ঞানং ভবিষ্যত্যতো ভগবদ্বচনমকিঞ্চিৎকরমিতি শঙ্কিত্বা পরিহরতি কিমর্থমিত্যাদিনা। ইন্দ্রাদয়ো ভৃগ্বাদয়শ্চ ভগবৎপ্রভাবং ন বিন্দন্তীত্যত্র প্রশ্নপূর্ব্বকং হেতুমাহ কস্মাদিতি। নিমিত্তত্বেনোপাদানত্বেন চ যতো দেবাদীনাং ভগবানেব হেতুরতস্তদ্বিকারাস্তে ন তস্য প্রভাবং বিদুরিত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

রামানুজ।—সুরগণা মহর্ষয়শ্চাতীন্দ্রিয়ার্থ দর্শিনোঽধিকতর জ্ঞানা অপি মে প্রভবং প্রভাবং ন বিদুঃ মম নাম কর্ম্ম স্বরূপস্বভাবাদিকং ন জানন্তি। যতস্তেষাং দেবানাং মহর্ষীণাং চ সর্ব্বশোঽহমাদিঃ তেষাং স্বরূপস্য জ্ঞানশক্ত্যাদেশ্চাহমাদিঃ তেষাং দেবত্বদেবর্ষিত্বাদি হেতু ভূত পুণ্যানুগুণং ময়া দত্তং জ্ঞান পরিমিতম্ অতস্তে পরিমিত জ্ঞানাঃ মৎস্বরূপাদিকং যথাবন্ন জানন্তি ॥ ২ ॥

হনুমান্।—ন মইতি। সুরগণাঃ দেবগণাঃ মর্হষয়ো ভৃগ্বাদয়শ্চ মে মম প্রভবং প্রভুশক্ত্যতিশয়ং ন বিদুঃ, হি যস্মাৎ দেবানাং ইন্দ্রাদীনাং মহর্ষীণাং চ অহং আদিঃ সর্ব্বশঃ সর্ব্বৈঃ প্রকারৈঃ ॥ ২ ॥

শ্রীধর।—উক্তস্যাপি-পুনর্ব্বচনে দুর্ব্বিজ্ঞেয়ত্বং হেতুমাহ ন মে বিদুরিতি। মে মম প্রকৃষ্টং ভবং জন্মরহিতস্যাপি নানাবিভূতিভিরাবির্ভাবংসুরগণা অপি মহর্ষয়োঽপি ভৃগ্বাদয়ো ন জানন্তি তত্র হেতুঃ অহং হি দেবানাং মহর্ষীণাঞ্চাদিঃ কারণং সর্ব্বশঃ সর্ব্বৈঃ প্রকারৈরুৎপাদকত্বেন বুদ্ধ্যাদিপ্রবর্ত্তকত্বেন চ অতো মদনুগ্রহং বিনা মাং কেঽপি ন জানন্তীত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

বলদেব।—এতচ্চ মদ্ভক্তানুকম্পাং বিনা দুর্বিজ্ঞানমিতি ভাববানাহ ন মে ইতি। সুরগণাঃ ব্রহ্মাদয়ঃ মহর্ষয়শ্চ সনকাদয়ঃ মে প্রভবং প্রভুত্বেন ভবনং অনাদিদিব্যস্বরূপগুণ-বিভূতিমত্তয়াবর্ত্তনমিতি যাবৎ ন বিদুর্ন জানন্তি। কুত ইত্যাহ অহমাদিরিতি। যদহং তেষামাদিঃ পূর্ব্বকারণং সর্ব্বশঃ সর্ব্বৈঃ প্রকারৈরুৎপাদকতয়া বুদ্ধ্যাদিদাতৃতয়া চেত্যর্থঃ।

দেবত্বাদিকমৈশ্বর্য্যাদিকঞ্চ ময়ৈব তেভ্যস্তত্তদারাধনতুষ্টেন দত্তমতঃ স্বপূর্ব্বসিদ্ধং মাং মদৈশ্বর্য্যঞ্চ তে ন বিদুঃ। শ্রুতিশ্চৈবমাহ, "কো বা বেদ, ক ইহ প্রাবোচৎ, কুত আয়াতা, কুত ইয়ং বিসৃষ্টির্ব্বাগ্দেবা অস্য বিসর্জ্জনেনাথ কো বেদ, যত আবভূবেতি নৈতদ্দেবা আপ্নুবন্ পূর্ব্বমর্শদিতি" চৈবমাহ্বা ॥ ২ ॥

মধুসূদন।—প্রাগুক্তধোক্তমেব, কিমর্থং পুনর্ব্বক্ষ্যসীত্যত আহ ন ম ইতি। প্রভবং প্রভাবং প্রভুশক্ত্যাতিশয়ং প্রভবনমুৎপত্তিমনেকবিভূতিভিরাবির্ভাবং বা সুরগণাঃ ইন্দ্রাদয়ো-মহর্ষয়শ্চ ভৃগ্বাদয়ঃ সর্ব্বজ্ঞা অপি ন মে বিদুঃ, তেষাং তদজ্ঞানে হেতুমাহ অহং হি যস্মাৎ সর্ব্বেষাং দেবানাং মহর্ষীণাং চ সর্ব্বশঃ সর্ব্বৈঃ প্রকারৈরুৎপাদকত্বেন বুদ্ধ্যাদিপ্রবর্ত্তকত্বেন চ নিমিত্তত্বেনোপাদানত্বেন চাদিঃ কারণং অতোমদ্বিকারাস্তে মৎপ্রভাবং ন জানন্তীত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

নীলকণ্ঠ।—দুর্ব্বিজ্ঞেয়ত্বাচ্চ মৎস্বরূপস্যাহং ত্বাং ব্রবীমীত্যাহ ন মে ইতি। প্রভবং প্রকৃষ্টং ভবং ঐশ্বর্য্যং বিয়দাদি সৃষ্টিসামর্থ্যং নবিদুঃ, তত্র হেতুঃ অহমিতি। অয়ং ভাবঃ দেহোৎপত্ত্যনন্তরং হি দেবাদীনাং বুদ্ধ্যাদিলাভো ন চাধানৈ বুদ্ধ্যাদিভিঃ স্বোৎপত্তিপ্রাক্কালীনোর্থঃ পরিচ্ছেত্তুং শক্য ইতি পদার্থঃ স্পষ্টঃ ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ।—এতচ্চ কেবলং মদনুগ্রহাতিশয়েনৈব বেদং নান্যথেত্যাহ ন মে ইতি। মম প্রভবং প্রকৃষ্টং সর্ব্ব বিলক্ষণং ভবং দেবক্যাং জন্ম দেবগণা ন জানন্তি, তে বিষয়াবিষ্টত্বান্নবাস্তু ঋষয়স্তু জানীয়ুস্তত্রাহ ন মহর্ষয়োঽপি তত্র হেতুঃ অহমাদিঃ কারণং, সর্ব্বশঃ সর্ব্বৈরেব প্রকারৈঃ নহি পিতুর্জন্ম তত্ত্বং পুত্রাজানন্তীতি ভাবঃ। "নহি তে ভগবন্ ব্যক্তিং বিদুর্দেবান দানবাঃ"। ইত্যগ্রিমানুবাদাদত্র প্রভব শব্দস্যান্যর্থতা ন কল্প্যা ॥ ২ ॥

তাৎপর্য্য।—পূর্ব্বশ্লোকে শ্রীভগবান স্বকীয় বিভূতি বিষয়ক তত্ত্ব বিস্তারিত রূপে বিবৃত করিবার বাসনা ব্যক্ত করিয়াছেন; কেন বাহুল্য ভাবে তাহা কীর্ত্তন করিবার আবশ্যকতা হইয়াছে তাহাই সমালোচ্য শ্লোকে কথিত হইতেছে। শ্রীভগবান্ বলিতেছেন আমার শক্তি সামর্থ্যের বিবরণ ইন্দ্রাদি দেবগণ এবং ভৃগু প্রভৃতি মহর্ষিগণ * জানেন না, দেবগণ সর্ব্বশক্তিমান্ এবং মহর্ষিগণ অতীন্দ্রিয়

---

* ঋষিহিংসা গতৌ ধাতু র্বিদ্যাসত্য তপঃশ্রুতিঃ। এষ সন্নিচয়ো যস্মাৎ ব্রাহ্মণেভ্যঃ ততস্ত্বৃষিঃ। বিবৃত্তি সমকালস্তু বুদ্ধ্যা ব্যক্তি মৃষিস্ত্বয়ং। ঋষন্তে পরমাং যস্মাৎ পরমর্ষি স্ততঃ স্মৃতঃ। গত্যর্থাদৃষতের্ধাতোর্নাম নির্বৃত্তি কারণং। যস্মাদেষ স্বয়ম্ভূত স্তস্মাচ্চ ঋষিতা মতা। (মৎস্য পুরাণ ১২০ অধ্যায়)

অর্থাৎ হিংসা বিবর্জ্জিত বিদ্যাসত্য তপ ও বেদজ্ঞ যে ব্রাহ্মণ তাঁহাকে ঋষি বলে, বুদ্ধিদ্বারা তত্ত্বজ্ঞানের উন্মেষ প্রভাবে যাঁহার সর্ব্বত্র সমজ্ঞান উপজাত হইয়াছে তাঁহার নাম ঋষি, যিনি পরমাগতি প্রাপ্তির উপযোগী হইয়াছেন তিনি পরমর্ষিপদ বাচ্য যাঁহার মনে. স্বতঃই বাসনা নিবৃত্তি হইয়াছে এবং যিনি পরমাগতি প্রাপ্ত হইয়াছেন তাদৃশ মহাত্মাই ঋষি।

ব্যাসাদি মহাত্মারা মহর্ষিনামে পরিচিত। ভৃগুমরীচিরত্রিশ্চ অঙ্গিরাঃ পুলহঃ ক্রতুঃ। মনুর্দক্ষো বশিষ্ঠশ্চ পুলস্ত্যশ্চেতিতে দশ॥ ইঁহারা মহর্ষি সন্তান নামে অভিহিত। (১৬৭৩ পৃষ্ঠার টিপ্পনী দ্রষ্টব্য)।

বিষয়াবধারণে-সমর্থ একথা সত্য, কিন্তু ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, তাঁহারা অনাদি নহেন, এবং অনন্তও নহেন, তাঁহারা সকলেই সৃষ্ট এবং ভগবানের নিয়মাধীন ; স্বস্বগুণ, কর্ম্ম, বুদ্ধি, বিদ্যাও যোগ্যতা অনুসারে শ্রীভগবান কর্ত্তৃক তাঁহারা স্ব স্ব, পদ, ক্ষমতা ও মাহাত্ম্য লাভ করিয়াছেন ; কিন্তু ভগবান অনাদি ও অনন্ত তাঁহার ক্ষমতা ও কর্ম্মময়তা সীমাশূন্য ও অপ্রমেয়, সুতরাং সেই ভগবানের বিকারস্বরূপ ইন্দ্রাদিদেবগণ ও ভৃগু প্রভৃতি মহর্ষিগণের পক্ষে আদি ও অনন্ত পুরুষের তত্ত্ব বিষয়ক সম্যজ্জ্ঞান কখন সম্ভাবিত নহে।

দেবতাই হউন আর ঋষিই হউন সকলেরই নিমিত্ত-কারণ শ্রীভগবান এবং সকলেই সেই পরম উপাদান হইতে উদ্ভূত ; সুতরাং তত্তাবতের পক্ষে সেই মূল শক্তির পূর্ণাববোধ কখনই অনায়াস সাধ্য নহে, এই জন্যই ভগবান্ বলিতেছেন যে, তাঁহার তত্ত্ব দেবগণ ও ঋষিগণ জানেন না।

শ্রীভগবান অনাদিপুরুষ ; তিনি দিব্যস্বরূপ গুণ বিভূতি ঐশ্বর্য্যাদিসহকারে চিরবর্ত্তমান, ব্রহ্মাদি দেবগণ, নারদাদি দেবর্ষিগণ, মরীচ্যাদি মহর্ষিগণ সকলেই সেই পরম স্রষ্টার ইচ্ছা ক্রমে সঞ্জাত এবং তদীয় ব্যবস্থায় স্ব স্ব গুণ কর্ম্মানুরূপ প্রভাব ও ঐশ্বর্য্যাদি প্রাপ্ত ; সুতরাং তাঁহাদিগেরসৃষ্টির পূর্ব্বেও যে সচ্চিদানন্দ ভগবান চিরবিরাজমান ছিলেন, তাঁহার নামকর্ম্মাদি বিবরণের পরিজ্ঞান পরাগত সৃষ্ট কোন পুরুষেরই পক্ষে সম্ভব পর নহে।

মূলে যে "প্রভব" শব্দ আছে টীকা ও ভাষ্য কৃদ্গণ তাহার কয়েক প্রকার অর্থাবধারণ করিয়াছেন। প্রভাব অর্থাৎ প্রভুশক্তি অথবা প্রভবন অর্থাৎ উৎপত্তি, অথবা প্রভুরূপে বিদ্যমানতা, অথবা প্রকৃষ্ট অর্থাৎ বহুবিধ উপাধি ঐশ্বর্য্যাদি সহকৃতাবির্ভাব।

শ্রীভগবানের তত্ত্ব যে নিতান্ত দুর্ব্বিজ্ঞেয় এই উক্তির সমর্থনার্থ পূজ্যপাদ শ্রীমদ্বলদেব নিম্ন লিখিত শ্রুতি উদ্ধৃত করিয়াছেন। "কোবাবেদ, কইহ প্রাবোচৎ, কুত আয়াতা, কুত ইয়ং বিসৃষ্টিরর্ব্বাগ্‌দেবা। অস্য বিসর্জ্জনেনাথ কোবেদ যত আবুভুবেতি নৈতদ্দেবা আপ্নুবন্ পূর্ব্বমর্শদিতি চৈব মাত্বা" অর্থাৎ কেই বা তাঁহাকে জানে, কেই বা এই তত্ত্ব ব্যক্ত করিয়াছে, কোথা হইতেই বা ইঁহার আবির্ভাব হইল, কোথা হইতে ইঁহার সৃষ্টি হইল, দেব-মণ্ডলী ইঁহা দ্বারা সৃষ্ট ; অতএব কে ইঁহাকে জানে, যাহা হইতে আবির্ভাব হইয়াছে দেবতারা তাহা জানেন না॥ ২॥

যো মামজমনাদিঞ্চ বেত্তি লোকমহেশ্বরম্।
অসংমূঢ়ঃ স মর্ত্তেষু সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥ ৩॥

অন্বয়।—যঃ মাং অনাদিং (ন বিদ্যতে আদিঃ কারণং যস্য) অজং (জন্মশূন্যং) লোকমহেশ্বরং (লোকানাং মহেশ্বরঞ্চ) বেত্তি (জানাতি) স মর্ত্তেষু (লোকেষু) অসংমূঢ়ঃ (সম্মোহরহিতঃ) [সন্] সর্ব্বপাপৈঃ (কিল্মিষসমূহৈঃ) প্রমুচ্যতে (মুক্তোভবতি)॥ ৩॥

প্রতিশব্দ।—যিনি আমাকে আদিরহিত জন্মবিহীন লোকসমূহের-সর্ব্বনিয়ন্তা জানেন, তিনি লোক মধ্যে মোহশূন্য [হইয়া] নিখিল পাপ হইতে বিমুক্ত-হয়েন॥ ৩॥

ব্যাখ্যা।—যিনি আমাকে আদি রহিত জন্মপরিশূন্য ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বররূপে পরিজ্ঞাত হইয়াছেন তিনিই লোকমধ্যে মোহাদি পরিশূন্য হইয়া সর্ব্বপাপ হইতে মুক্তি লাভ করেন॥ ৩॥

শঙ্করাচার্য্য।—কিঞ্চ যো মামিতি। যো মামজমনাদিঞ্চ যস্মাৎ"অহমাদিহি দেবানাং মহর্ষীণাঞ্চ" ন মমাস্তঃ আদির্ব্বিদ্যতেঽহমজোঽনাদিশ্চ, অনাদিত্বমজত্বে হেতুস্তং মামজমনাদিঞ্চ যো বেত্তি বিজানাতি লোকমহেশ্বরং লোকানাং মহান্তমীশ্বরমসংমূঢ়ঃ সংমোহবর্জ্জিতঃ, স মর্ত্ত্যেষু মনুষ্যেষু সর্ব্বপাপৈঃ সর্ব্বৈঃ পাপৈঃ মতিপূর্ব্বামতিপূর্ব্বকৃতৈঃ প্রমুচ্যতে প্রমোক্ষ্যতে॥ ৩॥

আনন্দগিরি।—ইতশ্চ কশ্চিদেব ভগবৎপ্রভাবং বেত্তীত্যাহ কিঞ্চেতি। কোঽসৌ প্রভাবো ভগবতো মৎ বহবো ন বিদুরিত্যপেক্ষায়াং পারমার্থিকং প্রভাবং তদধীনফলঞ্চ কথয়তি যো মামিতি। পদদ্বয়াপৌনরুক্ত্যমাহ অনাদিত্বমিতি॥ ৩॥

রামানুজ।—তদেতদ্দেবাত্মচিন্ত্যস্বযাথাত্ম্যবিষয়জ্ঞানং ভক্ত্যুৎপত্তিবিরোধি পাপবিমোচনোপায়মাহ; ন জায়তেইত্যজঃ অনেন বিকারিদ্রব্যাদচেতনাত্তৎসং সৃষ্টাৎ সংসারিচেতনাচ্চ বিসজাতীয়ত্বমুক্তং সংসারিচেতনস্য হি কর্ম্মকৃতাঽচিৎসংসর্গোজন্ম। অনাদিমিত্যনেন পদেনাদিমতোঽ জাম্মুক্তাত্মনো বিসজাতীয়ত্বমুক্তম্। মুক্তাত্মনো হ্যজত্বমাদিমৎ তস্য হেয় সম্বন্ধস্য পূর্ব্ববৃত্তত্তাত্তদর্হতাস্তি। অতঃ অনাদিমিত্যনেন তদনর্হতয়া তৎপ্রতনীকতোচ্যতে "নিরবদ্যম্" ইত্যাদি শ্রুত্যাচ্। এবং হেয় সম্বন্ধঃ প্রত্যনীক স্বরূপতয়া তদনর্হং। মাং লোকমহেশ্বরং লোকেশ্বরণামপি ঈশ্বরং মর্ত্ত্যেষসংমূঢ়ো যো বেত্তি ইতর সজাতীয়

তয়ৈকীকৃত্য মোহঃ সংমোহঃ তদ্রহিতোঽ সংমূঢ়ঃ স মৎভক্ত্যুৎপত্তি বিরোধিভিঃ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে। এতদুক্তং ভবতি লোকে মনুষ্যাণাং রাজা ইতর মনুষ্য সজাতীয়ঃ কেনচিৎ কর্ম্মণা তদাধিপত্যং প্রাপ্তঃ তথা দেবাণামধিপতিরপি তথাণ্ডাধিপতিরপি ইতর সংসারি সজাতীয়ঃ তস্যাপি ভাবনাত্রয়ান্তর্গতত্বাৎ" যোব্রাহ্মণং বিদধাতিপূর্ব্বং" ইতি শ্রুতেশ্চ তথান্যেপি যে কেচন অণিমাদ্যৈশ্বর্য্যং প্রাপ্তাঃ। অয়ং তু লোকমহেশ্বরঃ কার্য্যকারণাবস্থাদচেতনাদ্বদ্ধাত্মক্তাচ্চ চেতনাদীশিতব্যাৎ সর্ব্বস্মাৎ নিখিল হেয় প্রত্যনীকানবধি কাতিশয়া সংখ্যেয় কল্যানৈকতান তয়া নিয়মনৈক স্বস্ব ভাবতয়া চ বিসজাতীয় ইতীতর সজাতীয়তা মোহরহিতো যোমাং বেত্তি স সর্বৈঃপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ইতি ॥ ৩ ॥

হনুমান্।—কিঞ্চযোমামিতি। যো মামজমনাদিঞ্চ ন মমাস্যঃ আদির্বিদ্যতেঽহমজোঽনাদিশ্চ বেত্তি বিজানাতি লোকমহেশ্বরং অসং মূঢ়ঃ সংমোহ বর্জ্জিতঃ সমর্ত্ত্যেষু লোকেষু সর্ব্বপাপৈঃ সর্বৈঃ পাপৈঃ প্রমুচ্যতে মুক্তো ভবতি ॥ ৩ ॥

শ্রীধর।—এবং ভূতাত্মজ্ঞানে ফলমাহ যো মামিতি। সর্ব্বকারণত্বাদেব ন বিদ্যতে আদিঃ কারণং যস্য তমনাদিং অতএবাজং জন্মশূন্যং লোকানাং মহেশ্বরঞ্চ মাং যো বেত্তি স মনুষ্যেষু সম্মোহরহিতঃ সন্ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৩ ॥

বলদেব।—ইদং তাদৃশমদ্বিষয়কং জ্ঞানং কস্যচিদেব ভবতীতি ভাবেনাহ যো মামিতি। মর্ত্ত্যেষু যতমানেস্বপি সহস্রেষু মধ্যে যো যাদৃচ্ছিকম্ তত্ত্ববিৎ সৎ প্রসঙ্গী কশ্চিজ্জনো মামনাদিমজং লোকমহেশ্বরং চ বেত্তি সোঽ সংমূঢ়ঃ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ইতি সম্বন্ধঃ। অত্রাজমিত্যনেন প্রধানাদচি-দ্বর্গাৎ সংসারিবর্গাচ্চ ভেদঃ। আত্মস্য স্বপরিণামেনান্তস্য দেহজন্মনা চ জন্মিত্বাৎ অনাদিমিত্যনেন বিশেষিতে তু মুক্তচিদ্বর্গাচ্চ ভেদঃ তস্যাজত্বমাদিমদেব দেহসম্বন্ধেন জন্মিত্বস্য পূর্ব্ববৃত্তিত্বাৎ। লোকমহেশ্বরমি-ত্যনেন নিত্যযুক্তচিদ্বর্গাৎ প্রকৃতিকালাভ্যাঞ্চ ভেদঃ তেষামনাদ্যজত্বে সত্যপি লোকমহেশ্বরত্বাভাবাৎ। পুনরনাদিমিত্যনেন বিশেষিতে বিধিরুদ্রাভ্যাঞ্চ ভেদঃ তয়োর্লোকমহেশ্বরতায়াঃ সাদিত্বাৎ সর্ব্বেশ্বরেনৈব তয়োঃ সেত্যন্যত্র বিস্তরঃ। ইত্থঞ্চ সর্ব্বদা হেয়সম্বন্ধাভাবাম্নিত্যসিদ্ধসার্ব্বৈশ্বর্য্যাচ্চ সর্ব্বেতরবিলক্ষণং যো বেত্তি স মদ্ভক্ত্যুৎ-পত্তিপ্রতীপৈর্নিখিলৈঃ কর্ম্মভির্বিমুক্তো মদ্ভক্তিং বিন্দতি অসংমূঢ়ঃ অন্তসজাতীয়তয়া মজ্জ্ঞানং সংমোহস্তেন বিবর্জ্জিতঃ ন চ দেবক্যাং জাতস্য তে কথমজত্বং তস্যামজত্বমবিহায়ৈব জাতত্বাৎ ॥ ৩ ॥

মধুসূদন।—মহাফলত্বাচ্চ কশ্চিদেব ভগবতঃ প্রভাবং বেত্তীত্যাহ যোমামিতি। সর্ব্বকারণত্বান্ন বিদ্যতে আদিঃ কারণং যস্য তমনাদিং, অনাদিত্বাদজং জন্মশূন্যং লোকানাং মহান্তমীশ্বরং চ মাং যো বেত্তি, স মর্ত্ত্যেষু মনুষ্যেষু মধ্যে অসংমূঢ়ঃ সংমোহবর্জ্জিতঃ সর্ব্বৈঃ পাপৈর্ম্মতিপূর্ব্বকৃতৈরপি প্রমুচ্যতে প্রকর্ষেণ কারণোচ্ছেদাত্তৎসংস্কারাভাবরূপেণমুচ্যতে মুক্তোভবতি ॥ ৩ ॥

নীলকণ্ঠ।—কস্তর্হি ত্বাং বেত্তি স এব চ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমূচ্যত ইতি। সংবন্ধং জড়াজড়য়োর্বুদ্ধ্যাত্মনোরেকোভাবেনান্যোন্যাধ্যাসলক্ষণেন মূঢ়ঃ সংমূঢ়ঃ তদ্বিপরীতোঽসংমূঢ়স্তত্ত্বজ্ঞানেন বিদিতাধ্যাসঃ স এবাত্মবিত্ত্বাদিতরস্তযোনিমনুভবন্ মাং প্রত্যগাত্মানং লোকমহেশ্বরং অনাদিং আদিকারণং তচ্ছূন্যমতএবাজমজাতং বেত্তি। স সর্ব্বৈঃ কৃতৈঃ ক্রিয়মানৈর্ব্বাপাপৈঃ প্রমুচ্যতে মর্ত্ত্যেষু মধ্যে ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ।—নন্থ পরব্রহ্মণঃ সর্ব্বদেশ-কালা-পরিচ্ছিন্নস্য তবৈতদ্দেহস্যৈব জন্ম দেবা ঋষয়শ্চ জানন্ত্যেব তত্র স্বতর্ভন্ত্যো স্ববক্ষঃ স্পৃষ্ট্বা যো মামিতি যো মামজং বেত্তি কিং পরমেশ্বরং ন অনাদিং সত্যং তর্হি অনাদিত্বাদজমজন্যং পরমাত্মানং ত্বাং বেত্ত্যেব তত্রাহচেতি অজমজন্যং বসুদেব জন্যঞ্চ মামনাদিমেবযোবেত্তি ইত্যর্থঃ। মামিতি পদেন বসুদেব জন্যত্বং বুধ্যতে জন্ম কর্ম্মচ মে দিব্যমিতি মদুক্তেঃ মম জন্মবতাং পরমাত্মতাং সদৈবজাতং চ ইত্যুভয়মপি মে পরমং সত্যং অচিন্ত্যশক্তিসিদ্ধমেব। যদুক্তং। অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা সম্ভবামীতি। তথা চোদ্ধব বাক্যং। কর্ম্মাণ্যহীনস্য ভবোঽভবস্য তে ইত্যাদ্যনন্তরং খিদ্যতি ধীর্বিদামিহ ইতি অত্র শ্রীভাগবতামৃতকারিকাচ। তত্তয়া। বাস্তবং চেদস্মদ্বিদাং বুদ্ধিভ্রম স্তদা। অস্যা দেবেত্যতো ঽচিন্তা শক্তির্নদাস্থ কারণং। তস্মাৎ যথা মম বাল্যে আমোদস্ব লীলায়াতেকদৈব নিষ্কিকন্যা বন্ধনাৎ পরিচ্ছিনত্বং চাতর্ক্যমেব তথৈব মমাজত্ব জন্মবত্বে চাতর্য্যে এব। দুর্বোধমৈশ্বর্য্যঞ্চাহ জো মহেশ্বরং তব সারথি মপি সর্ব্বেষাং লোকানাং মহান্তমীশ্বরং যোবেদ স ত্রব মর্ত্ত্যেষু মধ্যে অসংমূঢ়ঃ সর্ব্ব-পাপৈর্ভক্তিবিরোধিভিঃ। যস্তং অজত্বানাদিত্ব সর্ব্বেশ্বরত্বাণ্যবাস্তবানিস্থ্যর্জন্ম-বত্বাদীনি ভুতানামাদি কারণ মাত্র সিদ্ধানীতি ব্যাচষ্টে স সংমূঢ় এব সর্ব্বপাপৈ র্ন প্রমুচ্যতে ইত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

তাৎপর্য্য।—পূর্ব্বশ্লোকে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন, আমার দুর্ব্বিজ্ঞেয়-তত্ত্ব মনুষ্যগণদূরে থাকুক, দেবগণ ও মহর্ষিগণ পর্য্যন্ত জ্ঞাত নহেন। ভগবদ্বিষয়ক তত্ত্বজ্ঞান যে ভাগ্যবান লাভ করিতে পারেন, চরমে তিনি সর্ব্বপাপ পরিশূন্যতারূপ পরম ফলপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সেই বাঞ্ছনীয় শ্রেষ্ঠ পরিণাম বিষয়ক বিশেষ বৃত্তান্ত বুঝাইবার নিমিত্ত বর্ত্তমান শ্লোকের অবতারণা হইয়াছে। যে ব্যক্তি শ্রীভগবানকে জন্ম-রহিত সনাতন ব্রহ্মাণ্ডেশ্বর রূপে প্রণিধান করিতে সমর্থ হইয়াছেন, সেই সুকৃতিশালী পরমভক্ত সর্ব্বপ্রকার মোহাদি পরিশূন্য হইয়া এবং এই দেহে ইহ জন্মার্জ্জিত যাবদীয় পাপ-প্রলেপ-প্রধৌত হইয়া মুক্তিরূপ পরমধন লাভ করেন। যদি মনে করা যায় শ্রীভগবান্ মনুষ্যরূপে শ্রীমতী দেবকী-দেবীর গর্ভে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার সম্বন্ধে অজত্ব প্রযুক্ত হইতে পারে না, তদুত্তরে ইহাই বক্তব্য যে, তিনি যখন কংসালয়ে বসুদেবের অপত্যরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহার দিব্যকলেবর ও আয়ুধ ভূষণাদি ছিল; কিন্তু জনকজননীর উদ্বেগ নিবৃত্তির নিমিত্ত

তিনি তৎসমস্ত পরিত্যাগ করিয়া মানবরূপ ধারণ করিয়াছিলেন। অপিচ ইহাও বিবেচ্য যে,তিনি লোক-হিতার্থ লৌকিক-লীলা সাধনাভিলাষে মানবরূপে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, সেই আবির্ভাবের পূর্ব্বেও তিনি নিজলোকে নিজবিভূতি প্রভৃতি পরিবেষ্টিত হইয়া অনন্তকাল বিরাজমান ছিলেন, সুতরাং কংসালয়ে আবির্ভাব তাঁহার আদি জন্মরূপে কখনই মনে করা যাইতে পারে না। মহাপ্রলয়ের অন্তেও যে মহৎস্বরূপ পরম পুরুষ অক্ষুণ্ণভাবে বিদ্যমান থাকেন, শতশত যুগান্তরেও যে অব্যয় অক্ষয় পুরুষ স্ব স্বরূপে বর্ত্তমান থাকেন, তাঁহার আদি নির্ণয় করিতে কে পারে? সেই ভগবান লোকমহেশ্বর। কৃতিমান্ মনুষ্য রাজপদবী বা সম্রাট্-পদবী লাভ করিয়া থাকেন; বহু যজ্ঞানুষ্ঠান-ফলে ইন্দ্রাদি দেবগণ স্বর্গাদি লোকের উপর প্রভুত্ব স্থাপন করেন; বহু তপশ্চর্য্যা প্রভাবে শঙ্করাদি দেবগণ মহাদেব বা বিশ্বনাথ নামাদিতে অভিহিত হইয়া থাকেন, কিন্তু শ্রীভগবান তৎসমস্ত সৌভাগ্যবান ঈশ্বরগণের অপেক্ষাও প্রধান। ভুঃ ভুর্বঃ স্বরাদি, যাবতীয় লোকের তিনি মহেশ্বর। মোহরূপ তিমিরের কণিকামাত্র হৃদয়ে থাকিলে,ভগবত্তত্ত্ব প্রণিধান করা অসম্ভব। বিমল ভক্তিরূপ মধুরালোকে যাঁহার হৃদয়-কন্দরস্থিত মোহান্ধকার নিঃশেষে অপগত হয়, তিনিই সেই পরম পুরুষের প্রকৃততত্ত্ব প্রণিধান করিতে সক্ষম; সেইরূপ মহাত্মা লোকমধ্যে ভাগ্যবান্ গণের অগ্রগণ্য এবং পুণ্য পরায়ণগণেরও পূজনীয়; তাদৃশ মহাত্মা যদি জন্ম জন্মান্তরে রাশীকৃত পাপাচরণ করিয়া থাকেন, অথবা ইহজন্মে জ্ঞানোন্মেষের পূর্ব্বে ভ্রমে বা মোহে দুষ্কৃতিজনিত অশেষ পাপ সঞ্চয় করিয়া থাকেন, তৎসমস্ত এই ভক্তিজনিত ভগবজ্‌জ্ঞানের প্রভাবে অতি সহজে নিঃশেষে ধৌত হইয়া যাইবে। এবং তিনি তখন মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক দেবগণের ও বরণীয় হইবেন, তখন মুক্তি তাঁহার সহচরী হইবে এবং তিনি পরমাগতি প্রাপ্ত হইবেন।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য উল্লিখিত উক্তির সমর্থনার্থ দুইটি শ্রুতি উদ্ধৃত করিয়াছেন। তদ্‌যথা "নিস্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্। অমৃতস্য পরং সেতুং দগ্ধেন্ধনমিবানলম্॥" (শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ৬ষ্ঠ অধ্যায় ১৯শ্রুতি) ইহার ভাবার্থ এই যে, নিস্কল অর্থাৎ অংশ রহিত, নিষ্ক্রিয় অর্থাৎ ক্রিয়াশূন্য, শান্ত অর্থাৎ রাগাদিশূন্য, নিরবদ্য অর্থাৎ নির্দ্দোষ, নিরঞ্জন অর্থাৎ নির্ম্মল, অমরত্ব প্রাপ্তির একমাত্র উপায় স্বরূপ, এবং যাঁহার দহনীয় পদার্থ নিঃশেষে দগ্ধ হইয়াছে অর্থাৎ যিনি স্বয়ং দীপ্তিমান্, আমরা সেই পুরুষের শরণাগত হই।

"যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং যোবৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ। তংহ দৈব মাত্মবুদ্ধিপ্রকাশং। মুমূক্ষুর্বৈ শরণমহং প্রপদ্যে ॥" (শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ষষ্ঠ অধ্যায়।) অর্থাৎ যে পরম পুরুষ প্রথমে ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, যিনি তাঁহাকে প্রথমে বেদসমূহ প্রদান করিয়াছেন আমি মুক্তিকাম হইয়া আত্মজ্ঞানে প্রকাশিত সেই পরম পুরুষের শরণাগত হই ॥ ৩ ॥

বুদ্ধির্জ্ঞানমসংমোহঃ ক্ষমা সত্যং দমঃ শমঃ।
সুখং দুঃখং ভবোঽভাবো ভয়ঞ্চাভয়মেব চ ॥
অহিংসা সমতা তুষ্টিস্তপো দানং যশোঽযশঃ।
ভবন্তি ভাবা ভূতানাং মত্ত এব পৃথগ্বিধাঃ ॥৪।৫॥

অন্বয়।—বুদ্ধিঃ (অন্তঃকরণস্য সূক্ষ্মার্থবিবেকনৈপুণ্যং) জ্ঞানং (আত্মানাত্মসর্ব্বপদার্থাববোধঃ) অসংমোহঃ (ব্যাকুলত্বাভাবঃ) ক্ষমা (সহিষ্ণুত্বং) সত্যং (যথার্থভাষণং) দমঃ (বাহ্যেন্দ্রিয় সংযমঃ) শমঃ (অন্তঃকরণসংযমঃ) সুখং (আহ্লাদঃ) দুঃখং (সন্তাপঃ) ভবঃ (উদ্ভবঃ) অভাবঃ (নাশঃ) ভয়ং (ত্রাসঃ) অভয়ং (ভীতিশূন্যত্বং) অহিংসা (পরপীড়ানিবৃত্তিঃ) সমতা (রাগদ্বেষাদিরাহিত্যং) তুষ্টিঃ (সন্তোষঃ) তপঃ (শাস্ত্রীয় বিধিক্রমেণ শারীরনিগ্রহঃ) দানং (সদুপায়ার্জ্জিতবিত্তস্যযোগ্যপাত্রে সমর্পণং) যশঃ (সৎকীর্ত্তিজনিতা খ্যাতিঃ) অযশঃ (অকীর্ত্তিজনিতা নিন্দাঃ) [এতে] ভূতানাং (প্রাণিনাং) পৃথক্ বিধাঃ (নানাপ্রকারাঃ) ভাবাঃ মত্তঃ (ঈশ্বরাৎ) এব ভবন্তি ॥ ৪। ৫ ॥

প্রতিশব্দ।—বোধ্যব্য-বিষয়ে-বিবেক-সহকৃত-প্রবৃত্তি, আত্মানাত্মবোধ, সহিষ্ণুতা, যথার্থভাষণ, বাহ্যেন্দ্রিয়সংযম, অন্তরেন্দ্রিয়ের উপশম, আনন্দ, সন্তাপ, উদ্ভব, নাশ, ভীতি, ভয়হীনতা, প্রাণিপীড়ন-বিহীনতা, তুল্যভাব, সন্তোষ, বৈধশারীরশোষণ, সৎপাত্রে সমর্পণ, সৎকীর্ত্তি-জনিত-প্রসিদ্ধি, কুকার্য্য-জনিত-কুৎসা [এই সকল] প্রাণিদিগের নানা-প্রকার ভাব আমা-হইতে-ই হইয়া থাকে ॥ ৪। ৫ ॥

ব্যাখ্যা।—আত্মানাত্মবোধ, বোধ্যব্যবিষয়েবিবেক পূর্ব্বিকা প্রবৃত্তি, অব্যাকুল ভাব, সহিষ্ণুতা, সত্যবাক্য, বাহ্যেন্দ্রিয়-সংযম, অন্তরেন্দ্রিয়-নিগ্রহ, আনন্দ, সন্তাপ, উদ্ভব, মৃত্যু, ভয়, অভয়, প্রাণিবধে অপ্রবৃত্তি সর্ব্বভূতেসমজ্ঞান, সৎপাত্রে দান, খ্যাতি, নিন্দা, প্রাণিগণের এই সকল বহুবিধ ভাব আমা হইতেই সঞ্জাত হইয়া থাকে ॥ ৪ । ৫ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—ইতশ্চাহং মহেশ্বরো লোকানাং, বুদ্ধিরিতি। বুদ্ধিরন্তঃকরণস্য সূক্ষ্মাদ্যর্থাববোধনসামর্থ্যং তদ্বন্তং বুদ্ধিমানিতি হি বদন্তি, জ্ঞানমাত্মাদিপদার্থানামববোধঃ, অসংমোহঃ প্রত্যুৎপন্নেষু বোদ্ধব্যেষু দ্রব্যেষু বিবেকপূর্ব্বিকা প্রবৃত্তিঃ, ক্ষমা আক্রুষ্টস্য তাড়িতস্য বা অবিকৃতচিত্ততা, সত্যং যথাদৃষ্টস্য যথাশ্রুতস্য চাত্মানুভবস্য পরবুদ্ধিসংক্রান্তয়ে তথৈবোচ্চার্য্যমানা বাক্‌সত্যমুচ্যতে, দমো বাহ্যেন্দ্রিয়োপশমঃ, শমোঽন্তঃকরণস্যোপশমঃ, সুখং আহ্লাদঃ, দুঃখং সন্তাপঃ, ভব উদ্ভবঃ, অভাবস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ, ভয়ঞ্চ ত্রাসোঽভয়মেব চ তদ্বিপরীতং অহিংসেতি। অহিংসা অপীড়া প্রাণিনাং, সমতা সমচিত্ততা, তুষ্টিঃ সন্তোষঃ পর্য্যাপ্তবুদ্ধির্লাভেষু, তপ ইন্দ্রিয়সংযমপূর্ব্বকং শরীরপীড়নং, দানং যথাশক্তিসংবিভাগঃ, যশোধর্ম্মনিমিত্তা কীর্ত্তিঃ, অযশস্ত্বধর্ম্মনিমিত্তাঽকীর্ত্তিঃ, ভবন্তি ভাবা যথোক্তা বুদ্ধ্যাদয়োভূতানাঃ প্রাণিনাং মত্ত এবেশ্বরাৎ পৃথগ্বিধা নানাবিধাঃ স্বকর্ম্মানুরূপেণ ॥ ৪ । ৫ ॥

আনন্দগিরি।—ভগবতো লোকমহেশ্বরত্বে হেত্বন্তরমাহইতশ্চেতি। মুমুক্ষুভিরারাধ্যত্বসিদ্ধয়ে বন্ধমোক্ষসাধনং পুরস্কৃত্যাশেষজগৎ প্রকৃত্যধিষ্ঠাতৃত্বলক্ষণম্ সোপাধিকংভগবৎ প্রভাবমভিধত্তে বুদ্ধিরিতি। সূক্ষ্মাদীত্যাদিশব্দেন সূক্ষ্মতরঃ সূক্ষ্মতমশ্চার্থো গৃহ্যতে উক্তং সামর্থ্যং বুদ্ধিরিত্যস্মিন্নর্থে প্রসিদ্ধিং প্রমাণয়তি তদ্বন্তমিতি। আত্মাদীতি তদববোধবন্তং হি জ্ঞানিনং বদন্তি। অন্তঃকরণস্যোপমশো বিষয়েভ্যো ব্যাবৃত্তিরিতিশেষঃ। যথাশক্তীতি। পাত্রে শ্রদ্ধয়া স্বশক্তিমনতিক্রম্যার্থানাং দেশকালানুগুণ্যেন প্রতিপাদনমিত্যর্থঃ। উক্তানাং বুদ্ধ্যাদীনাং স্বাশ্রয়াণামীশ্বরাদুৎপত্তিং প্রতিজানীতে ভবন্তীতি। নানাবিধত্বে হেতুমাহ স্বকর্ম্মেতি ॥ ৪ । ৫ ॥

রামানুজ।—এবং স্বস্ব ভাবানুসংধানেন ভক্ত্যুৎপত্তি-বিরোধি-পাপনিরসনং বিরোধিনিরসনাদেবার্থতো ভক্ত্যুৎপত্তিং চ প্রতিপাদ্য স্বৈশ্বর্য্য-স্বকল্যাণ-গুণগান-প্রপঞ্চনুসংধানেন ভক্তিবৃদ্ধি প্রকারমাহ। বুদ্ধির্মনসো নিরূপণ-সামর্থং-জ্ঞানং চিদচিদ্বস্তু বিশেষ নিশ্চয়ঃ। অসংমোহঃ পূর্ব্বগৃহীতাদ্রজাতাদেবিসজাতীয়ে শুক্তিকাদি বস্তুনি সজাতীয়তাবুদ্ধিনিবৃত্তিঃ। ক্ষমা মনো বিকারহেতৌ সত্যবিকৃতমনস্ত্বম্। সত্যং যথাদৃষ্টবিষয়ং ভূতহিত রূপং বচনং তদনুগুণা মনোবৃত্তিরিহাভিপ্রেতা মনোবৃত্তি প্রকরণাৎ। দমো বাহ্যকরণাণা-মনর্থ বিষয়েভ্যো নিয়মনম্ শমোঽন্তঃকরণস্য তথা নিয়মনম্। সুখমাত্মানুকুলানুভবঃ। দুঃখং

প্রতিকূলাভবঃ। ভবো ভবনম্। অনুকূলানুভবহেতুকং মনসোভবনম্। অভাবঃ প্রতিকূলানুভব-হেতুকো মনসোঽবসাদঃ। ভয়ম্ আগামিনো দুঃখস্য হেতুদর্শনজং দুঃখম্। তন্নিবৃত্তিরভয়ম্ অহিংসা পরদুঃখাহেতুত্বম্। সমতা আত্মনি সুহৃৎসু বিপক্ষেধু চার্থানর্থয়োঃ সমমতিত্বম্। তুষ্টিঃ সর্ব্বেস্বাত্মসুদৃষ্টেষু তোষ স্বভাবত্বং। তপঃ শাস্ত্রীয়ো ভোগসং কোচরূপঃ কায়ক্লেশঃ দানং স্বকীয় ভোগ্যানং পরস্মৈ প্রতিপাদনম্। যশোগুণবত্তাপ্রথা অযশো নৈর্গুণ্যপ্রথা কীর্ত্ত্যকীর্ত্ত্যনুগুণ-মনোবৃত্তি-বিশেষৌ তথোক্তৌ মনোবৃত্তি প্রকরণাৎ। তপোদানে চ তথা এবমাদ্যাঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং ভাবাঃ প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি-হেতবো মনোবৃত্তয়ো মত্তএব মৎসংকল্পায়ত্তাঃ ভবন্তি ॥ ৪। ৫ ॥

হনুমান্।—অথ বুদ্ধিরিতিদ্বাভ্যাং সর্ব্বেশ্বরত্বং দর্শয়তি। বুদ্ধিঃ সারাসারবিবেক নৈপুণ্যং, জ্ঞানং চিদচিদ্বস্তুবিবেচনং, অসম্মোহঃ ব্যগ্রত্বাভাবঃ, ক্ষমা সহিষ্ণুতা, সত্যং দৃষ্টার্থ বিষয়পরিহিতকথনং দমঃ ইন্দ্রিয়সংযমঃ. শমঃ অন্তঃকরণসংযমঃ, সুখং আনুকুল্যেন বেদ্যং দুঃখং তদ্বিপরীতং ভবোজন্ম, অভাবো নাশঃ, ভয়ঞ্চত্রাসঃ। অভয়ং তদ্বিপরীতং অহিংসাপর-পীড়াঽজনকতা, সমতা সমচিত্ততা, তুষ্টিঃ দৈবলব্ধেন সন্তোষঃ, তপঃ শরীরপীড়নং, দানং যথা-শক্তিসৎপাত্রে ঽর্পণং। যশঃ কীর্ত্তিঃ, অযশঃ অখ্যাতিঃ, স্বকর্ম্মানুরূপেণ যথোক্তা বুদ্ধ্যাদয়ো ভাবা ভূতানাং প্রাণিনাং মত্তত্র ঈশ্বরাৎ পৃথগ্বিধাঃ নানাবিধাঃ ভবন্তি ॥ ৪। ৫ ॥

শ্রীধর।—লোকমহেশ্বরতাং স্ফুটয়তি বুদ্ধিরিতি ত্রিভিঃ। বুদ্ধিঃ সারাসারবিবেক-নৈপুণ্যং জ্ঞানমাত্মবিষয়ং, অসংমোহঃ ব্যাকুলত্বাভাবঃ, ক্ষমা সহিষ্ণুত্বং, সত্যং যথার্থভাষণং, দমো বাহ্যেন্দ্রিয়সংযমঃ, শমোঽন্তঃকরণসংযমঃ, সুখমনুকূলসংবেদনীয়ং, দুঃখঞ্চ তদ্বিপরীতং, ভব উদ্ভবঃ, অভাবস্তদ্বিপরীতঃ, ভয়ংত্রাসঃ, অভয়ং তদ্বিপরীতং। অস্য শ্লোকস্য মত্তএব ভবন্তীত্যুত্তরেণান্বয়ঃ কিঞ্চ অহিংসেতি। অহিংসা পরপীড়ানিবৃত্তিঃ, সমতা রাগদ্বেষাদি-রাহিত্যং তুষ্টির্দৈবলব্ধেন সন্তোষঃ, তপঃ শারীরাদিবক্ষ্যমাণং, দানং ন্যায়ার্জিতস্য ধনাদেঃ পাত্রেঽর্পণং যশঃ সৎকীর্ত্তিঃ, অযশো দুষ্কীর্ত্তিঃ, এতে বুদ্ধিজ্ঞানাদয়স্তদ্বিপরীতাশ্চাবুদ্ধ্যাদয়ো নানাবিধা ভাবাঃ প্রাণিনাং মত্তঃ সকাশাদেব ভবন্তি ॥ ৪। ৫ ॥

বলদেব।—অথাত্মনঃ সর্ব্বাদিত্বং সর্ব্বেশ্বরত্বঞ্চ প্রপঞ্চয়তি বুদ্ধিরিতি দ্বাভ্যাং। বুদ্ধিঃ সূক্ষ্মার্থবিবেচনসামর্থ্যং। জ্ঞানং চিদচিদ্বস্তুবিবেচনং। অসংমোহো ব্যগ্রত্বাভাবঃ,ক্ষমা সহিষ্ণুতা। সত্যং যথাদৃষ্টার্থবিষয়ং পরহিতভাষণং। দমোঽনর্থবিষয়াৎ শ্রোত্রাদের্নিযমনং : শমস্তস্মান্মনসশ্চ সুখমানুকূল্যেন বেদ্যং। দুঃখন্তু প্রাতিকূল্যেন বেদ্যং। ভবো জন্ম অভাবো মৃত্যুঃ। ভয়-মাগামিদুঃখকারণবীক্ষণাদ্বিত্রাসঃ। তন্নিবৃত্তিরভয়ং অহিংসা পরপীড়নাজনকতা। সমতা রাগদ্বেষশূন্যতা। তুষ্টিরদৃষ্টলব্ধেন সন্তোষঃ। তপো বেদোক্তকায়ক্লেশঃ। দানং স্বভোগ্যস্য সৎপাত্রেঽর্পণং। যশঃ সাদ্গুণ্যখ্যাতি। তদ্বিপরীতমযশঃ। এবমাদয়ো ভাবা ভূতানাং দেবমানবাদীনাং মত্তো মৎসংকল্পাদেব ভবন্তীত্যহমেব তেষাং হেতুরিত্যর্থঃ। পৃথগ্বিধা ভিন্নলক্ষণা ॥ ৪। ৫ ॥

মধুসূদন।—আত্মনোলোকমহেশ্বরত্বং. প্রপঞ্চয়তি বুদ্ধিরিতি। বুদ্ধিরন্তঃকরণস্য সূক্ষ্মার্থবিবেকসামর্থ্যং, জ্ঞানমাত্মানাত্মসর্ব্বপদার্থাববোধঃ, অসংমোহঃ প্রত্যুৎপন্নেষু বোদ্ধব্যেষু কর্ত্তব্যেষু চাব্যাকুলতয়া বিবেকেন প্রবৃত্তিঃ, ক্ষমা আক্রুষ্টস্য তাড়িতস্য বা নির্ব্বিকারচিত্ততা, সত্যং প্রমাণেনাববুদ্ধস্যার্থস্য তথৈব ভাষণং. দমোবাহ্যেন্দ্রিয়ানাং স্ববিষয়েভ্যোনিবৃত্তিঃ, শমোঽন্তঃকরণস্য, সুখং ধর্ম্মাসাধারণকারণকমনুকূলবেদনীয়ং, দুঃখমধর্ম্মাসাধারণকারণকং প্রতীকূলবেদনীয়ং, ভবঃ উৎপত্তিঃ, ভাবঃসত্তা, অভাবোঽসত্তেতি বা, ভয়ং চ ত্রাসস্তদ্বিপরীতমভয়ং। এবং একশ্চকার উক্তসমুচ্চয়ার্থঃ, অপরোঽনুক্তাবুদ্ধ্যজ্ঞানাদিসমুচ্চয়ার্থঃ এবেত্যেতে সর্ব্বলোকপ্রসিদ্ধা এবেত্যর্থঃ। মত্ত এব ভবন্তীত্যুত্তরেণান্বয়ঃ. অহিংসেতি। অহিংসা প্রণিনাং পীড়ানিবৃত্তিঃ, সমতা চিত্তস্য রাগদ্বেষাদিরহিতাবস্থা, তুষ্টির্ভোগ্যেষ্বেতাবতাঽলমিতি বুদ্ধিঃ, তপঃ শাস্ত্রীয়মার্গেণ কায়েন্দ্রিয়শোষণং, দানং দেশে কালে শ্রদ্ধয়া যথাশক্ত্যর্থানাং সৎপাত্রে সমর্পণং, যশোধর্ম্ম-নিমিত্তালোকশ্লাঘারূপা প্রসিদ্ধিঃ, অযশস্ত্বধর্ম্মনিমিত্তা লোকনিন্দারূপা প্রসিদ্ধিঃ, এতে বুদ্ধ্যাদয়োভাবাঃ সকারণকাঃ পৃথগ্বিধাঃ ধর্ম্মাধর্ম্মাদিসাধনবৈচিত্র্যেণ নানাবিধাঃ ভূতানাং সর্ব্বেষাং প্রণিনাং মত্তঃ পরমেশ্বরাদেব ভবন্তি নান্যস্মাত্তস্মাৎ কিং বাচ্যং মম লোকমহেশ্বরত্বমিত্যর্থঃ ॥ ৪। ৫ ॥

নীলকণ্ঠ।—মম মহেশ্বরত্বাদেব মত্তো বুদ্ধ্যাদয়ো ভবন্তীত্যাহ বুদ্ধিরিতি। বুদ্ধিঃ অন্তঃকরণস্য সূক্ষ্মার্থাববোধনসামর্থ্যং জ্ঞানং আত্মানাত্মাদি-পদার্থাববোধঃ। অসংমোহঃ প্রত্যুৎপন্নেষু বোদ্ধব্যেষু অব্যাকূলতয়া বিবেকপূর্ব্বিকা প্রতিপত্তিঃ ক্ষমা আক্রুষ্টস্য তাড়িতস্য বা অবিক্লৃত-চিত্ততা, সত্যং প্রমাণেনাবগতস্যার্থস্য যথার্থেন ভাষণং দমোবাহ্যেন্দ্রিয় নিয়মঃ শমোমনো নিগ্রহঃ, সুখমাহ্লাদঃ, দুঃখং তাপঃ ভবঃ উৎপত্তিঃ, ভাবঃ সত্তা, অভাবস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ ভয়ং ত্রাসঃ অভয়মেব চ তদ্বিপরীতং অহিংসা প্রাণিনামপীড়া সমতা মিত্রামিত্রাদৌসমচিত্ততা, তুষ্টিঃ সন্তোষোলব্ধেপর্য্যাপ্তবুদ্ধিঃ, তপঃ ইন্দ্রিয়-সংযমপুর্ব্বকং শরীরপীড়নং দানং যথা-শক্তিসংবিভাগঃ যশোধর্ম্মনিমিত্তা কীর্ত্তিঃ অযশঃ অধর্ম্মনিমিত্তা অকীর্ত্তিঃ এতে বুদ্ধ্যাদয়ো বিংশতিভাবাঃ মত্ত এব প্রাণিনাং ভবন্তি পৃথগ্বিধাঃ প্রত্যেকং নানাপ্রকারাঃ তত উত্তমগুণলাভায়াহমেব ত্বয়া শরণীকরণীয় ইতিভাবঃ ॥ ৪। ৫ ॥

বিশ্বনাথ।—নচ শাস্ত্রজ্ঞাঃ স্ববুদ্ধ্যাদিভিঃ মত্তত্ত্বং জ্ঞাতুং শক্নুবন্তি যতোবুদ্ধ্যাদীনাং সত্ত্বাদিবন্মায়াগুণ-জন্যত্বান্মত্ত এব জাতানামপি গুণাতীতে ময়ি নাস্তি স্বতঃ প্রবেশযোগ্যতেত্যাহ বুদ্ধিঃসূক্ষ্মার্থ নিশ্চয় সামর্থ্যং, জ্ঞানমাত্মানাত্মবিবেকঃ, অসংমোহো বৈয়গ্র্যভাবঃ, এতে ত্রয়োভাবা মত্তত্ত্বজ্ঞানে হেতুত্বেন সংভাব্যমানাইব নতু হেতবঃ। প্রসঙ্গাদন্যাপিভাবান লোকেষু দৃষ্টান স্বতএবম্ভুতানাং ক্ষমা সহিষ্ণুত্বংসত্যঃ যথার্থভাষণং দমোবাহ্যেন্দ্রিয় নিগ্রহঃ শমোঽন্তরিন্দ্রিয় নিগ্রহঃ এতে সাত্বিকাঃ। সুখং সাত্বিকং দুঃখং তামসংভবাভাবৌ জন্ম মৃত্যু দুঃখ বিশেষৌ। ভয়ং তমসং অভয়ং জ্ঞানোত্থং সাত্বিকং, রাজসাদ্ধ্যুত্থং,রাজসং সমতা আত্মোপম্যেন

সর্ব্বত্র সুখ দুঃখাদি দর্শনং। অহিংসা সমতাসাত্ত্বিকৌতুষ্টিঃ সা নিরুপাধিঃ সাত্ত্বিকীসোপাধিস্তু রাজসী তপোদানে অপি সোপাধি-নিরুপাধিত্বাভ্যাং সাত্ত্বিকরাজসে যশোহযশোসী অনিত্যতা। মত্তইতি এতে মন্মায়াতো ভবন্তোহপি শক্তি শক্তিমতোরৈক্যাৎ মত্তএব ॥ ৪।৫ ॥

তাৎপর্য্য।—শ্রীভগবান্ স্বকীয় লোক মহেশ্বরত্ব এবং সর্ব্বশক্তিমত্ব সমর্থন করিবার অভিপ্রায়ে বর্ত্তমান শ্লোকে প্রদর্শন করিতেছেন যে, মানবগণের যে সকল ভোগাভোগ ঘটিয়া থাকে, তৎসমস্তই সেই নিত্যপুরুষের ব্যবস্থানুবর্ত্তী। মানবের বিভিন্নাবস্থা বহুবিধ কারণে সঞ্জাত হয়; একে একে সমালোচ্য দুই শ্লোকে তাহার অনেকগুলি কথা অবতারিত হইয়াছে, এক্ষণে আমরা ক্রমে ক্রমে শ্লোকদ্বয়োক্ত সেই সকল শব্দের অর্থাবধারণে প্রবৃত্ত হইতেছি; বুদ্ধি অর্থাৎ সূক্ষ্মবিষয় অবধারণে অন্তঃকরণের সামর্থ্য, অথবা সার এবং অসার বিষয়ের বিবেক; জ্ঞান অর্থাৎ আত্মানাত্ম বিষয়ক অববোধ, অসংমোহ অর্থাৎ বোদ্ধব্য ও কর্ত্তব্য বিষয়ে বিবেকসহকারে অব্যাকুলভাবে প্রবৃত্তি; ক্ষমা অর্থাৎ কোন বিষয়ে আকৃষ্ট বা বিতাড়িত হইলেও মনের অবিকৃত ভাব, সত্য অর্থাৎ শ্রবণাদি প্রমাণলব্ধ যথাজ্ঞান বিষয়ের তথাবৎ ভাষণ, দম অর্থাৎ বাহেন্দ্রিয় গণের সর্ব্ববিষয়ে নিবৃত্তি, শম অর্থাৎ অন্তরিন্দ্রিয় গণের সর্ব্ববিষয়ে নিবৃত্তি, সুখ অর্থাৎ স্বকীয় অনুকূল প্রাপ্তিরূপ অনুভূতিজনিত আহ্লাদ, দুঃখ অর্থাৎ স্বকীয় প্রতিকূলাগম জনিত সন্তাপ, ভব অর্থাৎ উৎপত্তি অথবা জন্ম, অভাব অর্থাৎ নাশ, অথবা মৃত্যু; ভয় অর্থাৎ ত্রাস কিংবা দুঃখ সম্ভাবনাজনিত আশঙ্কা; অভয় অর্থাৎ আগামী দুঃখ নিবৃত্তি হেতু প্রসাদ, অহিংসা অর্থাৎ পরপীড়াজননে অপ্রবৃত্তি, সমতা অর্থাৎ সমচিত্ততা কিংবা চিত্তের রাগদ্বেষাদিরহিত অবস্থা, তুষ্টি অর্থাৎ লব্ধবিষয়ে সন্তোষ, কিংবা লব্ধ ভোগ্য পদার্থে পর্য্যাপ্তজ্ঞান, তপঃ অর্থাৎ বেদাদি শাস্ত্রীয়পদ্ধতি ক্রমে শরীরেন্দ্রিয়াদি পীড়ন, দান অর্থাৎ দেশকালপাত্রানুসারে ন্যায়ার্জ্জিত বিত্তের যথাসাধ্য অর্পণ, যশঃ অর্থাৎ ধর্ম্মাচরণ জনিতা কীর্ত্তি কিংবা সদ্‌গুণজনিত খ্যাতি বা প্রসিদ্ধি, অযশঃ অর্থাৎ অধর্ম্মাচরণ জনিতা অকীর্ত্তি, কিংবা কুকার্য্যজনিত লোক নিন্দারূপ অপ্রসিদ্ধি, মনুষ্যদিগের এই সকল ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা স্ব স্ব গুণ কর্ম্মানুসারে শ্রীভগবান্ হইতেই ঘটিয়া থাকে অর্থাৎ তিনিই মানব কুলের এবংবিধ ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা প্রাপ্তির একমাত্র নিয়ামক ও ব্যবস্থাপক। এতাবতা ভগবানের লোক মহেশ্বরত্ব অবিসংবাদিতরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে।

মানব সমাজে সতত পরিদৃষ্ট হয় যে, ব্যক্তি বিশেষের বুদ্ধি, জ্ঞান, ভয়, হিংসা প্রভৃতি বৃত্তিসমূহ সাধারণের অপেক্ষা অধিক প্রবল। কাহারও কাহারও বিষয় বিশেষে মনোবৃত্তির তীক্ষ্ণ বিকাশ, কাহারও বা তত্তদ্বিষয়ে তত্তদ্বৃত্তির একান্ত হীনতা পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। এক ব্যক্তি হয় ত যে বিষয়ের স্মরণ মাত্রেই ভয়ে আকুল-চিত্ত হয়, অপর ব্যক্তি হয় ত নিঃশঙ্কোচে অতিশয় সাহসীকতা সহকারে সেই ব্যাপারের সম্মুখীন হইয়া থাকে। কোন বিষয়ে এক জনের বুদ্ধির স্বভাবতঃ অতিশয় স্ফূরণ হয়, সেই বিষয়েই অপরের বুদ্ধি হয় ত কোন মতেই প্রবেশ করিতে সক্ষম হয় না। পক্ষান্তরে ইহাও দৃষ্ট হয় যে, এক জন যাহা পরম শ্রেয়স্কর ও যশস্কর কার্য্য বলিয়া মনে করে, অপর ব্যক্তি হয় ত সেই কার্য্যই নিতান্ত নিন্দনীয় ও একান্ত বিগর্হিত অনুষ্ঠান বলিয়া বোধ করে। মানবের বিভিন্ন প্রকার ভাব ও অবস্থা শ্রীভগবানের ব্যবস্থা ক্রমেই প্রবর্ত্তিত হয়; সুতরাং সহজেই আশঙ্কা জন্মিতে পারে যে তত্তাবতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বিবিধ পার্থক্য, অসামঞ্জস্য এবং তারতম্য কেন ঘটে? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে ইহাই বক্তব্য যে, মনুষ্যের মনোবৃত্তির বিভিন্নতা ভোগাভোগের ইতর বিশেষ অবস্থাঘটিত বিপর্য্যয়াদি ব্যাপারে শ্রীভগবান্ একমাত্র নিয়ামক ও ব্যবস্থাপক হইলেও মানবগণ প্রারব্ধ সূত্রে বদ্ধ থাকিয়া স্ব স্ব জন্মান্তরার্জ্জিত পাপ, পুণ্য, গুণ, কর্ম্ম ও যোগ্যতানুসারে যথোপযুক্ত ফলাফল ভোগ করিয়া থাকে। জন্মান্তরীণ কর্ম্মোচিত ফল-প্রাপ্তির ব্যবস্থা শ্রীভগবানেরই দ্বারা প্রতিষ্ঠিত; অসামঞ্জস্য ও ফল প্রাপ্তি বিষয়ক বিভিন্নতা মনুষ্যের স্বকৃত কর্ম্মাকর্ম্মের পরিণাম স্বরূপ। এই জন্যই এই সকল ব্যাপারের সমতা কদাপি পরিদৃষ্ট হইতে পারে না। অপিচ সর্ব্ববিষয়ে মানবকুলের সর্ব্ব প্রকার সমতা ও একীভাব থাকিলে সৃষ্টির অত্যদ্ভুত মধুরতা ও কল্পনাতীত কবিত্ব বিদ্ধংস হইয়া যায়। দুর্দ্দমনীয় আশা ও হাস্যজনক দুরাকাঙ্ক্ষা মনুষ্যগণকে মত্ত করিয়া অবিরত কর্ম্ম-সাগরে ভাসাইতেছে; উদ্যম এবং অধ্যবসায় তাহাদিগকে প্রতিনিয়ত অসাধ্য সাধনে উত্তেজিত করিতেছে। সুখ ও দুঃখ, ভয় ও সাহস, নিরন্তর মানবকুলকে পর্য্যায় ক্রমে উৎফুল্ল বা বিষণ্ণ করিতে করিতে কার্য্যস্রোত প্রবাহিত রাখিয়াছে। যুগপৎ আনন্দ ও মনস্তাপ তাহাদিগকে পেষণ যন্ত্রে নিষ্পেষিত করিয়া ভিন্নরূপে পরিবর্ত্তিত করিতেছে। এ সকলই শ্রীভগবানের বাসনায় তাঁহারই নিয়মাধীনতায় এবং তদীয় ব্যবস্থাক্রমে সংঘটিত হইতেছে; এইরূপ হইতেছে বলিয়াই এই দুঃখময়

বসুন্ধরাকে পরম সুখের নিকেতন জ্ঞান করিয়া নিরুদ্ধনেত্র-বলীবর্দ্দের ন্যায় মানবকুল ঘুরিতেছে এবং কখন বা সুখকে দুঃখ ও কখন বা দুঃখকে সুখ জ্ঞান করিয়া হৃষ্ট বা বিষণ্ণ হইতেছে।

"ভয়ঞ্চাভয়মেবচ" মূলস্থিত এই বাক্যাংশে দুইটী চকার আছে; তন্মধ্যে একটী বুদ্ধি ইত্যাদি শ্লোকোক্ত প্রসঙ্গ সমূহের সমুচ্চয়ার্থ প্রযুক্ত হইয়াছে, অপরটী অবুদ্ধি প্রভৃতি অনুক্ত বিষয়কে লক্ষ্য করিয়া প্রযুক্ত হইয়াছে ॥ ৪। ৫ ॥

* * *

মহর্ষয়ঃ সপ্ত পূর্ব্বে চত্বারো মনবস্তথা।
মদ্ভাবা মানসা জাতা যেষাং লোক ইমাঃ প্রজাঃ ॥৬॥

অন্বয়।—সপ্তমহর্ষয়ঃ (ভৃগ্বাদয়ঃ) পূর্ব্বে (প্রথমে) চত্বারঃ (সনকাদয়ঃ) তথা মনবঃ (স্বায়ম্ভুবাদয়ঃ চতুর্দ্দশ) [এতে] মদ্ভাবাঃ (মচ্চিন্তনপরাঃ) মানসা জাতাঃ (মনসৈব ময়া উৎপাদিতাঃ) লোকে ইমাঃ (ব্রাহ্মণাদ্যাঃ) যেষাং প্রজাঃ (সন্তানাঃ পুত্রপৌত্রাদি রূপেণেতিভাবঃ) ॥ ৬ ॥

প্রতিশব্দ।—সাত মহর্ষিগণ, পূর্ব্বে চারি এবং মনুগণ [ইঁহারা] আমার-চিন্তা-পরায়ণ, মনের-দ্বারা উৎপন্ন, সংসারে যাঁহাদিগের, এই-সকল সন্তান-সন্ততি ॥ ৬ ॥

ব্যাখ্যা।—ভৃগ্বাদি সপ্ত-মহর্ষি এবং তৎপূর্ব্ববর্ত্তী সনকাদি ঋষি-চতুষ্টয়, তদনন্তর স্বায়ম্ভুবাদি মনুগণ তাবতেই মচ্চিন্তাপরায়ণ এবং আমার মনের সঙ্কল্পানুসারে সমুৎপন্ন; তাঁহাদিগেরই সন্তান সন্ততি ও শিষ্য প্রশিষ্যাদি ক্রমে ভূরাদিলোক সমূহের এই সকল প্রকৃতি সঞ্জাত হইয়াছে ॥ ৬ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—কিঞ্চ মহর্ষয় ইতি। মহর্ষয়ঃ সপ্তভৃগ্বাদয়ঃ পূর্ব্বেঽতীতকাল-সম্বন্ধিনশ্চত্বারো মনবস্তথা সাবর্ণা ইতি প্রসিদ্ধাঃ, তে চ মদ্ভাবা মদ্গতভাবনা বৈষ্ণবেন বা সামর্থ্যেনোপেতা মানসা মনসৈবোৎপাদিতা ময়া জাতা উৎপন্নাঃ যেষাং মনূনাং মহর্ষীণাঞ্চ সৃষ্টির্লোক ইমাঃ স্থাবরজঙ্গমলক্ষণাঃ প্রজাঃ ॥ ৬ ॥

আনন্দগিরি।—কথঞ্চিদপি তেষামাত্মাতিরেকেণাভাবাৎ মত্তত্ত্ববেত্যুক্তং ন কেবলং ভগবতঃ সর্ব্বপ্রকৃতিত্বমেব কিন্তু সর্ব্বজ্ঞত্বসর্ব্বেশ্বরস্বরূপমধিষ্ঠাতৃত্বমপীত্যাহ কিঞ্চেতি। আত্মা ভৃগ্বাদয়োবশিষ্ঠান্তাঃ সর্ব্বজ্ঞা বিদ্যাসংপ্রদায়প্রবর্ত্তকাস্তথেতি মনূনামপি পূর্ব্বত্বেনাস্তত্বমনূক্ষ্যতে। কে তে মনবস্তত্রাহ সাবর্ণা ইতি। প্রসিদ্ধাঃ পুরাণেষু প্রজানাং পালকাঃ স্বয়মীশ্বরাশ্চেতি শেষঃ। মহর্ষীণাং মনূনাঞ্চ তুল্যং বিশেষণং তে চেতি। ময়ি সর্ব্বজ্ঞে সর্ব্বেশ্বরে গতা ভাবনা যেষাং তে তথা। ভাবনাফলমাহ বৈষ্ণবেনেতি। বৈষ্ণব্যা শক্ত্যাধিষ্ঠিতত্বেন জ্ঞানৈশ্বর্য্যবন্ত ইত্যর্থঃ। তেষাং জন্মনোবৈশিষ্ট্যমাচষ্টে মানসা ইতি। মদাদীনেব বিশিনষ্টি যেষামিতি বিদ্যয়া জন্মনা চ সন্ততিভূতা মন্বাদীনামস্মিন্ লোকে সর্ব্বাঃ প্রজা ইত্যর্থঃ ॥ ৬॥

রামানুজ।—সর্ব্বস্য ভূতজাতস্যসৃষ্টিস্থিত্যোঃ প্রবর্ত্তয়িতারশ্চ মৎসংকল্পায়ত্তপ্রবৃত্তয় ইত্যাহ মহর্ষয় ইতি। পূর্ব্বে সপ্ত মহর্ষয়োঽতীত মন্বন্তরে যে ভৃগ্বাদয়ঃ সপ্তমহর্ষয়ো নিত্য সৃষ্টি প্রবর্ত্তনায় ব্রহ্মণো মনঃ সম্ভবাঃ। নিত্যস্থিতিপ্রবর্ত্তনায় যেচ সাবর্ণিকা নাম চত্বারো মনবঃ স্থিতাঃ যেষাং সন্তান-সময়ে লোকে জাতা ইমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ প্রতিক্ষণমাপ্রলয়াদপত্যান্যুৎপাদকাঃ পালকাশ্চ ভবন্তি। তে ভৃগ্বাদয়ো মহর্ষয়ো মনবশ্চ মদ্ভাবাঃ। মম যো ভাবঃ স এব ভাবোযেষাং তে মদ্ভাবাঃ মন্মতেস্থিতাঃ মৎ সংকল্পানুবর্ত্তিন ইত্যর্থঃ॥ ৬॥

হনুমান্।—কিঞ্চমহর্ষয় ইতি। সপ্তমহর্ষয়ঃ পূর্ব্বেঽতীতকাল-সম্বন্ধিনশ্চত্বারোমনবস্তথা, মদ্ভাবা মচ্চিন্তনপরাঃ মানসা জাতা উৎপন্না ময়া, যেষাং লোক ইমাঃ স্থাবর জঙ্গমলক্ষণাঃ ভবন্তি প্রজাঃ সন্ততিরূপাঃ ॥ ৬ ॥

শ্রীধর।—কিঞ্চ মহর্ষয় ইতি। সপ্ত মহর্ষয়োভৃগ্বাদয়ঃ সপ্ত ব্রাহ্মণা ইত্যেতে পুরাণে নিশ্চয়ং গতা ইত্যাদিপুরাণপ্রসিদ্ধাস্তেভ্যোঽপি পূর্ব্বেঽন্যে চত্বারোমহর্ষয়ঃ সনকাদয়স্তথা মনবঃ স্বায়ম্ভুবাদয়োমদ্ভাবা মদীয়োভাবঃ প্রভাবোযেষু তে হিরণ্যগর্ভাত্মনোমমৈব মনসঃ সঙ্কল্পমাত্রাজ্জাতাঃ। প্রভাবমেবাহ যেষামিতি। যেষাং ভৃগ্বাদীনাং সনকাদীনাঞ্চ ইমা ব্রাহ্মণাদ্যা লোকে বর্দ্ধমানা যথাযথং পুত্রপৌত্রাদিরূপাঃ শিষ্যপ্রশিষ্যাদিরূপাশ্চ প্রজাঃ প্রজায়ন্তে ॥ ৬ ॥

বলদেব।—ইতশ্চৈতদেবমিত্যাহ মহর্ষয় ইতি। সপ্ত ভৃগ্বাদয়ঃ তেভ্যোঽপি পূর্ব্বে প্রথমাশ্চত্বারঃ সনকাদয়ঃ একাদশৈতে মহর্ষয়ঃ। তথা মনবশ্চতুর্দ্দশ স্বায়ম্ভুবাদয়ঃ এবং পঞ্চবিংশতিরেতে মানসাঃ। হিরণ্যগর্ভাত্মনো মম মনঃ প্রভৃত্যেভ্যো জাতাঃ। মদ্ভাবা মচ্চিন্তনপরাঃ। তৎপ্রভাবেনোপলব্ধমজ্জ্ঞানৈশ্বর্য্যশক্তয় ইত্যর্থঃ। যেষাং ভৃগ্বাদীনাং পঞ্চবিংশতেরিমা ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়াদয়ঃ প্রজা জন্মনা বিদ্যয়া চ সন্ততিরূপা ভবন্তি ॥ ৬॥

মধুসূদন।—ইতশ্চৈতদেবং মহর্ষয়ঃ বেদতদর্থদ্রষ্টারঃ সর্ব্বজ্ঞা বিদ্যাসংপ্রদায়প্রবর্ত্তকা ভৃগ্বাদ্যাঃ সপ্ত পূর্ব্বে সর্গাদ্যকালাবির্ভূতাঃ। তথা চ পুরাণং, "ভৃগুংমরীচিমত্রিঞ্চ পুলস্ত্যং পুলহং ক্রতুং। বশিষ্ঠং চ মহাতেজাঃ সোঽসৃজন্মনসা সুতান্॥ সপ্ত ব্রহ্মাণ ইত্যেতে পুরাণে নিশ্চয়ং গতা।" ইতি। তথা চত্বারোমনবঃ সাবর্ণা ইতি প্রসিদ্ধাঃ, অথবা মহর্ষয়ঃ সপ্ত

ভৃগ্বাদ্যাঃ তেভ্যোঽপি পূর্ব্বে প্রথমাশ্চত্বারঃ সনকাদ্যা মহর্ষয়ঃ মনবস্তথা স্বায়ম্ভুবাদ্যাশ্চতুর্দ্দশ ময়ি পরমেশ্বরে ভাবোভাবনা যেষাং তে মদ্ভাবা মচ্চিন্তনপরাঃ মদ্ভাবনাবশাদাবির্ভূতমদীয়-জ্ঞানৈশ্বর্য্যশক্তয় ইত্যর্থঃ মানসাঃ মনসঃ সঙ্কল্পাদেবোৎপন্নাঃ, নতু যোনিজাঃ অতোবিশুদ্ধ-জন্মত্বেন সর্ব্বপ্রাণিশ্রেষ্ঠা মত্ত এব হিরণ্যগর্ভাত্মনোজাতাঃ সর্গাদ্যকালে প্রাদুর্ভূতাঃ, যেষাং মহর্ষীণাং সপ্তানাং চতুর্ণাং চ সনকাদীনাং মনূনাং চ চতুর্দ্দশানাং অস্মিন্ লোকে জন্মনা চ বিদ্যয়া চ সন্ততিভূতা ইমা ব্রাহ্মণাদ্যাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ ॥ ৬ ॥

নীলকণ্ঠ।—এতদেব শিষ্টাচার প্রদর্শণেন দ্রঢ়য়তি মহর্ষয় ইতি সপ্তভৃগ্বাদ্যাঃ চত্বার সনকাদয়শ্চ পূর্ব্বে প্রসিদ্ধাঃ মহর্ষয় ইতি সংবন্ধঃ. তথামনব চতুর্দ্দশ প্রসিদ্ধাঃ তে সর্ব্বে মানবাঃ হিরণ্যগর্ভরূপস্য মমমনস এবোপেতা অযোনিজাতা উৎপন্নাঃ ইমাঃ প্রজাশ্চতুর্ব্বিধা অয়ং লোকশ্চ তদাধারভূতঃ তদুভয়ং যেষাং যৎসম্বন্ধি সন্ততি যেষাং সন্ততিরিত্যর্থঃ যদ্বা যেষামিতি ষষ্ঠীপঞ্চম্যর্থে যেভ্যঃ ইমাঃ প্রজাঃ অয়ং লোকশ্চ জাতা ইত্যর্থঃ তেপি মদ্ভাবা ময়িভব ভাবো মনো যেষাং তে প্রসিদ্ধমহিমানোপ্যেতে যতোমামেবোপাসতে অয়মতিঃ মামুপাস্বেতি ভাবঃ ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ।—বুদ্ধি জ্ঞানা সংমোহান স্বতত্ত্ব জ্ঞানে ঽসমর্থামুক্ত্বাতত্ত্বতোঽপি তত্রা সমর্থানাহ মহর্ষয়ঃ সপ্ত মরীচ্যাদয়ঃ তেভ্যোপি পূর্ব্বে হন্তে চত্বারঃ সনকাদয়ঃ মনবশ্চতুর্দ্দশ স্বায়ম্ভুবাদয়ঃ মত্ত এব হিরণ্যগর্ভাত্মনঃ সকাশাদ্ভাবো জন্ম যেষাংতে। মানসা মন আদিভ্য উৎপন্নাজাতাঃ অভূবন্নিত্যর্থঃ। যেষাং মরীচ্যাদীনাং সনকাদীনাঞ্চ ইমা ব্রাহ্মণাদ্যা লোকে বর্ত্তমানাঃ প্রজাঃ পুত্র পৌত্রাদিরূপাঃ শিষ্য প্রশিষ্য রূপাশ্চ ॥ ৬ ॥

তাৎপর্য্য।—পূর্ব্বশ্লোকদ্বয়ে শ্রীভগবান্ স্বকীয় লোকমহেশ্বরত্ব প্রতিপাদন করিয়া এক্ষণে স্বকীয় অনাদিত্ব ও সর্ব্বকর্ত্তৃত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন। পূর্ব্বে অর্থাৎ আদিকালে, সর্গাদি সৃষ্টির প্রারম্ভে ভৃগু প্রভৃতি সাতজন মহর্ষি এবং তৎ-পূর্ব্ববর্ত্তী সনকাদি চারিজন মহর্ষি, অপিচ স্বায়ম্ভুবাদি চতুর্দ্দশ মনু শ্রীভগবানের মনঃ সংকল্প হইতে তদীয় ভাব অর্থাৎ ঈশ্বরত্ব লাভ করিয়া জন্মগ্রহণ করেন। সেই মহর্ষি ও মনুগণ হইতেই ইহলোকে এই সকল ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণাত্মক প্রজা-পুঞ্জের উদ্ভব হইয়াছে।

মৎস্য পুরাণে ১২০শ অধ্যায়ে কথিত আছে যে, “ভৃগুর্মরীচিরত্রিশ্চ অঙ্গিরাঃ পুলহঃ ক্রতুঃ। মনুর্দক্ষোবশিষ্ঠশ্চ পুলস্ত্যশ্চেতিতেদশ ॥ ব্রহ্মণো মানসা যেতে উৎপন্নাঃ স্বয়মীশ্বরাঃ। পরত্বেনর্ষয়স্তস্মাদ্ভূতাস্তস্মান্মহর্ষয়ঃ ॥” অর্থাৎ ভৃগু, মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরাঃ, পুলহ, ক্রতু, মনু, দক্ষ, বশিষ্ঠ, পুলস্ত্য এই দশ জন ব্রহ্মার মানস পুত্র এবং স্বয়ং ঈশ্বররূপে উদ্ভূত হইয়াছিলেন, অন্যান্য ঋষিগণ পূর্ব্ব কথিত

মহর্ষিগণ হইতে সঞ্জাত হইয়াছিলেন। অন্যান্য অনেক পুরাণে "ভৃগুং মরীচি অত্রিঞ্চ পুলস্ত্যং পুলহং ক্রতুং। বশিষ্ঠং চ মহাতেজা সোঽসৃজন্মনসাসুতান্॥" এই সাতজন মহর্ষির উল্লেখ আছে। মৎস্য পুরাণোক্ত তিন জন মহর্ষির নাম অন্যান্য পুরাণে উল্লেখ নাই, অধিকাংশ পুরাণের মতে সাত জন মাত্র মহর্ষির উল্লেখ দেখা যায়, সুতরাং মূলস্থিত সপ্ত মহর্ষির বৃত্তান্ত বিবিধ পুরাণের সহিত সুসঙ্গত হইতেছে। এই মহর্ষিগণ ব্রহ্মার মানস পুত্ররূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। অন্যান্য ঋষি প্রভৃতি তাঁহাদিগের সন্তান।

উল্লিখিত সপ্তমহর্ষির পূর্ব্বেও বিষ্ণু-পারিষদরূপে সনকাদি চারি জন মহর্ষি বিরাজমান ছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতে ৩য় স্কন্ধে দ্বাদশ অধ্যায়ে কথিত আছে যে, "দৃষ্ট্বাপাপীয়সীং সৃষ্টিং নাত্মনং বহ্বমন্যত। ভগবদ্ধ্যান পূতেন মনসান্যাং স্ততোঽসৃজৎ॥ সনকঞ্চ সনন্দঞ্চ সনাতন মথাত্মভূঃ। সনৎকুমারঞ্চ মুনীন্ নিষ্ক্রিয়ানূর্দ্ধরেতসঃ॥ তান্ বভাষে স্বভূঃ পুত্রান্ প্রজাঃ সৃজত পুত্রকাঃ॥" অর্থাৎ পূর্ব্বকৃত সৃষ্টি পাপ পূর্ণ দেখিয়া ব্রহ্মার অন্তরে বিশেষ আনন্দানুভব হইল না, এই কারণে ভগবানের আরাধনা করিয়া তিনি অন্যান্য মহর্ষিগণকে সৃষ্টি করিতে উদ্যত হইলেন। সনক, সনন্দ, সনাতন, সনৎকুমার এই চারিজন ঋষি সৃষ্টি করিলেন। কিন্তু ইঁহারা সকলেই নিষ্ক্রিয় ও ঊর্দ্ধরেতাঃ। ব্রহ্মা ঐ মানস পুত্র চতুষ্টয়কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "হে বৎসগণ! তোমরা প্রজা সৃষ্টি কর।"

শাস্ত্রে সৃষ্টির আদিকাল হইতে স্বায়ম্ভুবাদি চতুর্দ্দশ মনুর উল্লেখ আছে। তদ্‌যথা প্রথম স্বায়ম্ভুবোমনু, দ্বিতীয় স্বারোচিষমনু, তৃতীয় উত্তমমনু, চতুর্থ তামসমনু, পঞ্চম রৈবতমনু, ষষ্ঠ চাক্ষুসমনু, সপ্তম বৈবস্বতমনু (বর্ত্তমান), অষ্টম সাবর্ণিমনু, নবম দক্ষসাবর্ণিমনু, দশম ব্রহ্মসাবর্ণিমনু, একাদশ ধর্ম্মসাবর্ণিমনু, দ্বাদশ রুদ্রসাবর্ণিমনু, ত্রয়োদশ দেবসাবর্ণিমনু, চতুর্দ্দশ ইন্দ্রসাবর্ণিমনু। সংসারে মানবদেহ ধারণ করিয়া যে সকল প্রাণী বিচরণ করিতেছে, তাহারা তাবতেই মনুর সন্তান-সন্ততিরূপে পরিচিত। এইজন্যই তাহাদের মানব, মনুজ, মনুষ্য প্রভৃতি নাম হইয়াছে।

পূজ্যপাদ শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য সমালোচ্য শ্লোকের ভাষ্যে ভৃগু প্রভৃতি সপ্ত-ঋষি এবং সাবর্ণাদি মনু চতুষ্টয় এইরূপ অর্থ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু অন্যান্য অনেক ভাষ্য ও টীকাকৃদ্ ভৃগু প্রভৃতি সপ্তমহর্ষি এবং তৎপূর্ব্ববর্ত্তী সনকাদি মহর্ষি চতুষ্টয় এইরূপ অর্থাবধারণ করিয়াছেন ; ফলতঃ এই শ্লোকের অর্থ সহজবোধ্য

হইলেও প্রকৃত প্রস্তাবে ভিন্ন ভিন্ন টীকাকারগণের মত আলোচনা করিতে হইলে, অনেক বিচারের উদ্ভব হয়, মূলস্থিত "পূর্ব্বে" এই শব্দ "চত্বার" এই শব্দের সহিত মিলিত করিয়া অর্থ করিলে "মহর্ষয়" এই বাক্যের পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন হইবে। সেরূপ অর্থ করিলে পূর্ব্ববর্ত্তী মহর্ষিচতুষ্টয় অর্থাৎ সনকাদি লক্ষিত হইয়া থাকেন। কিন্তু ভাগবতাদি প্রামাণ্য শাস্ত্রের মতানুসারে সনকাদি মহর্ষিচতুষ্টয় আজন্ম নিষ্ক্রিয় ও ঊর্দ্ধরেতাঃ এবং নিবৃত্তিমার্গগামী। সুতরাং তাঁহাদিগের দ্বারা প্রজা সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকিতে পারে না; সম্ভবতঃ এজন্য পূজ্যপাদ শ্রীধরস্বামী প্রভৃতি ব্যাখ্যাকৃদ্‌গণ পূর্ব্ববর্ত্তী ভৃগ্বাদি সপ্তমহর্ষি এবং স্বায়ম্ভুবাদি চারিজন মনু এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

পূজ্যপাদ শ্রীমৎ রাঘবেন্দ্র-যতি মহাত্মার এক প্রাঞ্জল ও সরল গীতা বিবৃতি আছে, ঐ উপাদেয় টীকা এ প্রদেশে কখনই প্রচারিত হয় নাই। বর্ত্তমান শ্লোকে তিনি এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, "বুদ্ধ্যাদি অবস্থানিচয়ই যে ভগবান্ হইতে উদ্ভূত হয় এমত নহে, ভূতগণও তাঁহা হইতে জাত; পূর্ব্বের সপ্তর্ষি অর্থাৎ পূর্ব্ব পূর্ব্ব মন্বন্তরগত মরীচ্যাদি সপ্তমহর্ষি ব্রহ্মার মানস পুত্ররূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, অপিচ স্বায়ম্ভুব স্বারোচিষ, রৈবত, উত্তম, এই মনুচতুষ্টয়ও ব্রহ্মার মানস হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, অথবা মনু শব্দের উত্তর উ প্রত্যয় করিয়া ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চতুর্ব্বর্ণাত্মক মানব পদ সিদ্ধ হইতে পারে। এ সকলই শ্রীভগবানের সৃষ্ট, যদিও স্থূল দর্শনে ব্রহ্মাকে এতাবতের সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া মনে হয়, কিন্তু সূক্ষ্মরূপে বিচার করিলে শ্রীভগবান্ ব্যতীত অন্য কাহাকেও স্রষ্টা বলিয়া উপলব্ধি হয় না। অযোনিজ ব্রহ্মা, বিষ্ণুর শক্তিতে ও ইচ্ছায় সঞ্জাত, ব্রহ্মা হইতে সপ্তমহর্ষি এবং মনু চতুষ্টয় অথবা চতুর্ব্বর্ণাত্মক মানবমণ্ডলী সৃষ্ট হইয়াছে। সুতরাং ব্রহ্মা সৃষ্টির কেবলমাত্র দ্বার স্বরূপ, মূল স্রষ্টা শ্রীভগবান্।" ইত্যাদি।

শ্রীভগবান্ এই ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় স্থাবরজঙ্গমাত্মক পদার্থপুঞ্জের স্রষ্টা। এই তত্ত্ব পরিস্ফুট করিবার অভিপ্রায়ে পূর্ব্ব শ্লোকদ্বয়ে তিনি ব্যক্ত করিয়াছেন যে বুদ্ধি, জ্ঞান প্রভৃতি যে সকল মানসিক ভাব ও অবস্থা মনুষ্যগণকে উন্নত বা অবনত করিয়া থাকে, তত্তাবতের তিনিই একমাত্র ব্যবস্থাপক ও নিয়ামক। বর্ত্তমান শ্লোকে ইহাই প্রদর্শন করিতেছেন যে, জগন্মণ্ডলে আচারভ্রষ্ট কুপথগামী অথবা পরম নিষ্ঠাবান সম্মার্গাবলম্বী সাধু, মুকুট-শোভিত-মস্তক নরপতি

অথবা ছিন্ন কন্থাধারী ভিক্ষুক সকলেই সেই ভগবানের প্রজা এবং তাঁহারই ব্যবস্থাক্রমে মহর্ষিগণ অথবা মনুগণের সন্তান সন্ততিরূপে ভূমণ্ডলে সমাকীর্ণ। এতাবতা শ্রীভগবানের সর্ব্বস্থষ্টি কর্ত্তৃত্ব ও লোকমহেশ্বরত্ব নিঃসংশয়িত রূপে প্রতিপন্ন হইতেছে ॥ ৬ ॥

* * *

এতাং বিভূতিং যোগঞ্চ মম যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
সোঽবিকম্পেন যোগেন যুজ্যতে নাত্র সংশয়ঃ॥ ৭॥

অন্বয়।—যঃ মম এতাং বিভূতিং (পরমৈশ্বর্য্যং) যোগং চ তত্ত্বতঃ (যথাবৎ) বেত্তি (জানাতি) সঃ অবিকল্পেন (নিঃসংশয়েন) যোগেন (সম্যক্‌দর্শনেন) যুজ্যতে (সংবধ্যতে) অত্র ন সংশয়ঃ (অস্মিন্নর্থে সন্দেহোনাস্তি) ॥ ৭ ॥

প্রতিশব্দ।—যিনি আমার এই-সকল বহুভাব ও পরমসামর্থ্য সম্যক্‌রূপে জানেন, তিনি নিঃসংশয়িত পূর্ণ-প্রজ্ঞা-দ্বারা যুক্ত-হন এ-বিষয়ে সন্দেহ নাই ॥ ৭ ॥

ব্যাখ্যা।—যে ব্যক্তি আমার এই সকল বিভূতি ও ঐশ্বর্য্যের বিষয় সম্যক্‌রূপে অবগত আছেন, তিনি অবিচলিতভাবে আমার সহিত সম্মিলিত হন ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই ॥ ৭ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—এতামিতি। এতাং যথোক্তাং বিভূতিং বিস্তারং যোগঞ্চ যুক্তিং চাত্মনোঘটনমথবা যোগৈশ্বর্য্যসামর্থ্যং সর্ব্বজ্ঞত্বঞ্চ যোগজং যোগ উচ্যতে মম মদীয়ং যোগং যো বেত্তি তত্ত্বতস্তত্ত্বেন যথাবদিত্যেতৎ, সঃ অবিকল্পেনাপ্রচলিতেন যোগেন সম্যগ্‌দর্শনস্থৈর্য্যলক্ষণেন যুজ্যতে সংবধ্যতে, নাত্র সংশয়ঃ নাস্মিন্নর্থে সংশয়োঽস্তি ॥ ৭ ॥

আনন্দগিরি।—সোপাধিকং প্রভাবং ভগবতো দর্শয়িত্বা তজ্‌জ্ঞানফলমাহ এতামিতি। বুদ্ধ্যাদ্যুপাদানত্বেন বিবিধা ভূতির্ভবনং বৈভবং সর্ব্বাত্মকত্বং তদাহ বিস্তারমিতি। ঈশ্বরস্য তত্তদর্থসংপাদনসামর্থ্যং যোগস্তদাহ আত্মন ইতি। যোগস্তৎফলমৈশ্বর্য্যং সর্ব্বজ্ঞত্বং সর্ব্বেশ্বরত্বঞ্চ। মদীয়ং শক্তিজ্ঞানলেশমাশ্রিত্য মন্বাদয়ো ভৃগ্বাদয়শ্চেশতে জানতে চ তদাহ অথবেতি। যথা তৌ বিভূতিযোগৌ তথা নিরঙ্কুশত্বেনেতি। বেদনস্য নিরঙ্কুশত্বং দর্শয়তি

যথাবদিতি। সোপাধিকংজ্ঞানং নিরুপাধিকজ্ঞানে দ্বারমিত্যাহ সোঽবিকল্পেনেতি। উক্তেঽর্থে প্রতিবন্ধাভাবমাহ নাস্মিন্নিতি ॥ ৭ ॥

রামানুজ।—এতামিতি। বিভূতিরৈশ্বর্য্যং এতাং সর্ব্বস্য মদায়ত্তোৎপত্তি স্থিতি প্রবৃত্তিরূপাং বিভূতিং মমহেয় প্রত্যনীক কল্যাণ গুণাখ্য গুণরূপং যোগঞ্চ যস্তত্ত্বতোবেত্তি সোঽবিকম্পেন অপ্রকম্পেন মদ্ভক্তিযোগেন যুজ্যতে নাত্রসংশয়ঃ। মদ্বিভূতিবিষয়ং কল্যাণগুণবিষয়ঞ্চ জ্ঞানং ভক্তিযোগবর্দ্ধনমিতি স্বয়মেবদ্রক্ষ্যসীত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৭ ॥

হনুমান্‌।—জ্ঞানফলমাহৈতামিতি যো মম এতাং সংক্ষেপেণৈব বক্ষ্যমাণাং বিভূতিং যোগং তত্ত্বতো যথাবৎ বেত্তিজানাতি। সোঽবিকম্পেন নিশ্চলেন যোগেন ধ্যানরূপোপায়েন যুজ্যতে যুক্তো ভবতি। অত্রার্থে সংশয়োনেত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

শ্রীধর।—যথোক্তবিভূত্যাদিতত্ত্বজ্ঞানস্য ফলমাহ এতামিতি। এতাং ভৃগ্বাদিলক্ষণাং মম বিভূতিং যোগঞ্চৈশ্বর্য্যলক্ষণং তত্ত্বতো যো বেত্তি সঃ অবিকল্পেন নিঃসংশয়েন যোগেন সম্যগ্দর্শনেন যুক্তোভবতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥ ৭ ॥

বলদেব।—উক্তার্থজ্ঞানফলমাহৈতামিতি। এতাং বিধিরুদ্রাদিদেবতাসনকাদিমহর্ষিস্বায়ম্ভুবাদিমনুপ্রমুখঃ কৃৎপ্রপঞ্চো মদধীনস্থিতিপ্রবৃত্তিজ্ঞানৈশ্বর্য্যশক্তিকো ভবতীতোবং পারমৈশ্বর্য্যলক্ষণাং বিভূতিং : যোগমনাত্মজত্বাদিভিঃ কল্যাণগুণরত্নৈর্মম সম্বন্ধঞ্চ যো বেত্তি সর্ব্বেশ্বরেণ সর্ব্বজ্ঞেন বাসুদেবেনোপদিষ্টমিদং তাত্ত্বিকং ভবতীতি দৃঢ়বিশ্বাসেন যো গৃহ্নাতি সঃ। অবিকল্পেন স্থিরেণ যোগেন মদ্ভক্তিলক্ষণেন যুজ্যতে সম্পন্নো ভবতি। এতাদৃশতয়া মজ্জ্ঞানং মদ্ভক্তেরুৎপাদকং বিবর্দ্ধকঞ্চেতিভাবঃ ॥ ৭ ॥

মধুসূদন।—এবং সোপাধিকস্য ভগবতঃ প্রভাবমুক্ত্বা তজ্জ্ঞানফলমাহ এতামিতি। এতাং প্রাগুক্তাং বুদ্ধ্যাদিমহর্ষ্যাদিরূপাং বিভূতিং বিবিধভাবং তদ্রূপেণাবস্থিতিং যোগং চ তত্তদর্থনির্ম্মাণসামর্থ্যং পরমৈশ্বর্য্যমিতি যাবৎ মম যো বেত্তি তত্ত্বতঃ যথাবৎ, সোঽবিকল্পেনাপ্রচলিতেন যোগেন সম্যগ্জ্ঞানস্থৈর্য্যলক্ষণেন সমাধিনা যুজ্যতে নাত্র সংশয়ঃ প্রতিবন্ধঃ কশ্চিৎ ॥ ৭ ॥

নীলকণ্ঠ।—উপাস্তাবধিকারিণমাহ এতামিতি। এতাং বক্ষ্যমানাং বিভূতিং যোগং চ বিশ্বতো মুখে ভগবতি মনঃ সমাধানং যস্তত্ত্বতো বেত্তি সম্যগনুষ্ঠাতুং জ্ঞাতুং চ সমর্থো ভবতি সঃ অবিকল্পেন অচলেন নির্ব্বিকল্পকেন যদ্বাধ্যায়োক্তেন যোগেন মদ্বিষয়েন সমাধিনা যুজ্যতে ততশ্চ কৃতকৃত্যো ভবতি নাত্র সংশয় ইতি প্রবৃত্ত্যতিশয়ার্থমুচ্যতে ভগবদ্বচসি সংশয়াসম্ভবাৎ ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ।—কিন্তু ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্য ইতি মদুক্তে র্মদনন্যভক্ত এবমৎপ্রসাদান্মদ্বাচি দৃঢ় মাস্তিক্যং দধানো মত্তত্ত্বং বেত্তীত্যাহ এতাং সংক্ষেপেণৈব বক্ষ্যমানাং বিভূতিং যোগং ভক্তিযোগঞ্চযস্তত্ত্বতো বেত্তি মৎপ্রভোঃ শ্রীকৃষ্ণস্য বাক্যত্বাদিদমেব পরমং তত্ত্বমিতি

দৃঢ়তরাস্তিক্যবানেব যো বেত্তি সঃ। অবিকল্পেন নিশ্চলেন যোগেন মত্তত্ত্বজ্ঞানলক্ষণেন যুজ্যতে যুক্তোভবেদত্র নাস্তি কোপি সন্দেহঃ ॥ ৭ ॥

তাৎপর্য্য ।—পূর্ব্বে কতিপয় শ্লোকে শ্রীভগবান্ স্বকীয় লোকমহেশ্বরত্ব ও পরমসৃষ্টিকর্ত্তৃত্ব প্রভৃতি শক্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। এক্ষণে তদ্বিষয়ক জ্ঞানদ্বারা কি ফলপ্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে, তাহা নির্দ্দেশ করিতেছেন। শ্রীভগবানের পরমৈশ্বর্য্য বিষয়ক জ্ঞান, যে সাধক লাভ করিতে সক্ষম, তিনি কল্পনাতীত পরমফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যিনি তত্ত্বজ্ঞান সহকারে স্থিরা ও অচলা বুদ্ধিতে শ্রীভগবানের অলৌকিক মাহাত্ম্য ও পরমবিভূতি প্রণিধান করিতে পারেন, তিনি চরমে অবিচলিতভাবে ভগবানে যুক্ত হইয়া থাকেন। এ বিষয় এতই নিশ্চিতরূপে স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, ইহাতে সন্দেহের কোন অবসর নাই।

শ্রীভগবানের বিভূতি বিষয়ক জ্ঞান জন্মিলে সংসারের সকল ব্যাপারই অলীক, অসার ও অসৎ বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, তখন কেবল সেই সত্যস্বরূপ সারস্বরূপ এবং পূর্ণস্বরূপ পরমৈশ্বর্য্য পরিবেষ্টিত পরম পুরুষকে একমাত্র সৎ বলিয়া সিদ্ধান্ত জন্মে। তখন সেই ভাগ্যবান্ ভক্তের চিত্ত অন্য কোন অবাস্তব বিষয়ের অভিমুখে প্রধাবিত হইতে পারে না। তখন সাংসারিক ভোগৈশ্বর্য্য, প্রাণাধিক পুত্র কলত্র সকলই তুচ্ছ ও অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে হয়। কেবল চিত্ত-ক্ষেত্রে সেই মাহাত্ম্যপূর্ণ লোকমহেশ্বরের তত্ত্বই একমাত্র ধ্যান, ধারণা ও নিদিধ্যাসনের বিষয় হইয়া পড়ে, সুতরাং তখন অন্তঃকরণ অবিকল্পিত অর্থাৎ স্থির ও নিশ্চলভাবে সেই ভগবচ্চরণানুগত হইয়া থাকে।

শ্রীভগবানের বিভূতি বিষয়ক সম্যজজ্ঞান পরমাগতির প্রাপক। এই সংসারে প্রত্যেক পদার্থই ভগবন্ময়। অথবা সামান্য ও মহৎ প্রত্যেক পদার্থেই সেই মহেশ্বর অনুস্যূত। এই তত্ত্ব কথা মানবেরা বিজ্ঞের ন্যায় মুখে ব্যক্ত করিয়া থাকে; কিন্তু অন্তর প্রদেশে প্রায়শঃ তাহা সম্পূর্ণরূপে প্রণিধান করিতে পারে না। এইরূপ মৌখিক জ্ঞানের দ্বারা শ্রীভগবানের সহিত অবিকল্প যোগরূপ পরম সৌভাগ্য কখনই ঘটিতে পারে না। এই জন্যই মূলে "তত্ত্বত"শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য প্রভৃতি"অবিকল্পেন"স্থানে"অবিকম্পেন"পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন। অবিকল্প শব্দের অর্থ বিকল্প অর্থাৎ দ্বৈধ রহিত ভাব, সুতরাং এই শব্দ হইতে ইহাই উপপন্ন হয় যে, স্থির ও অবিচলিত অবস্থা। অবিকম্প শব্দের

অর্থ কম্পরহিত ভাব অর্থাৎ নিবাত প্রদেশস্থ দীপের ন্যায় স্থির ও নিশ্চল অবস্থা, সুতরাং উভয় পাঠই সমার্থজ্ঞাপক।

শ্রীভগবানের বিভূতি বিষয়ক প্রকৃষ্ট জ্ঞানের দ্বারা নিশ্চলভাবে তাঁহাতেই যুক্ত হওয়া যায়। এই তত্ত্ব এতই নিশ্চিত যে, মূলে "নাত্রসংশয়" অর্থাৎ এই বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই, এই নিঃসংশয়িত বাক্য প্রযুক্ত হইয়াছে ॥ ৭ ॥

* * *

অহং সর্ব্বস্য প্রভবোমত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ ॥ ৮ ॥

অন্বয়।—অহং সর্ব্বস্য (জগতঃ) প্রভবঃ (উৎপত্তিস্থানং) মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে ইতি মত্বা (জ্ঞাত্বা) বুধাঃ (পণ্ডিতাঃ) ভাবসমন্বিতাঃ (প্রীতিযুক্তাঃ) [সন্তঃ] মাং ভজন্তে (সেবন্তে) ॥ ৮ ॥

প্রতিশব্দ।—আমি সকলের উৎপত্তি-স্থান, আমা-হইতে সকলে কার্য্য-রত-হয়, ইহা জানিয়া, পণ্ডিতগণ প্রীতি-সংযুক্ত [হইয়া] আমাকে ভজনা-করেন ॥ ৮ ॥

ব্যাখ্যা।—আমি এই স্থাবরজঙ্গমাত্মকজগতের উৎপত্তি স্থান এবং সৃষ্ট সমস্ত পদার্থ আমা হইতেই স্বকার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত, এ রহস্য পরিজ্ঞাত হইয়া পণ্ডিতগণ প্রীতিসহকারে আমার অর্চ্চনা করিয়া থাকেন ॥৮॥

শঙ্করাচার্য্য।—কীদৃশেনাবিকম্পেন যোগেন যুজ্যত ইত্যুচ্যতে অহমিতি। অহং পরং ব্রহ্ম বাসুদেবাখ্যং সর্ব্বস্য জগতঃ প্রভব উৎপত্তির্মত্তএব স্থিতিনাশক্রিয়াফলোপভোগলক্ষণং বিক্রিয়ারূপং সর্ব্বং জগৎ প্রবর্ত্ততে ইত্যেবং মত্বা ভজন্তে সেবন্তে মাং বুধা অবগতপরমার্থতত্ত্বার্থাঃ ভাবসমন্বিতাঃ ভাবোভাবনা পরমার্থতত্ত্বাভিনিবেশস্তেন সমন্বিতাঃ সংযুক্তা ইত্যর্থঃ ॥৮॥

আনন্দগিরি।—কথং তাবকবিভূত্যৈশ্বর্য্যজ্ঞানমুক্তযোগস্য হেতুরিতি মত্বা পৃচ্ছতি কীদৃশেনেতি। উক্তজ্ঞানমাহাত্ম্যাৎ প্রতিষ্ঠিতা ভগবন্নিষ্ঠা সিদ্ধ্যতীত্যাহ উচ্যত ইতি। প্রভবত্যস্মাদিতি প্রভবঃ সর্ব্বপ্রকৃতিঃ সর্ব্বাত্মেত্যাহ উৎপত্তিরিতি। সর্ব্বজ্ঞাৎ সর্ব্বেশ্বরান্মত্তোনিমিত্তাৎ সর্গস্থিতিনাশাদি ভবতি ময়ান্তর্যামিনা প্রের্য্যমাণঃ সর্ব্বং যথা স্বাং মর্য্যাদামনতিক্রম্য চেষ্টতে তদাহমত্ত ইতি। ইত্থং মম সর্ব্বাত্মত্বং সর্ব্বপ্রকৃতিত্বং সর্ব্বেশ্বরত্বং

সর্ব্বজ্ঞত্বঞ্চ মহিমানং জ্ঞাত্বা ময্যেব নিষ্ঠাবন্তো ভবন্তীত্যাহ ইত্যেবমিতি। সংসারাসারতা জ্ঞানবতাং ভগবদ্ভজনেঽধিকারং দ্যোতয়তি অবগতেতি। পরমার্থতত্ত্বে পূর্ব্বোক্তরীত্যা জ্ঞাতে প্রেমাদরাবভিনিবেশাখ্যৌ ভবতস্তেন সংযুক্তত্বঞ্চ ভগবদ্ভজনে ভবতি হেতুরিত্যাহ ভাবেতি ॥ ৮ ॥

রামানুজ।—বিভূতিং জ্ঞানবিপাকরূপাং ভক্তিবৃদ্ধিং দর্শয়তি অহমিতি। অহং সর্ব্বস্য বিচিত্রচিদচিৎপ্রপঞ্চস্য প্রভবঃ উৎপত্তিকারণং সর্ব্বং মত্তএব প্রবর্ত্তত ইতীদং মম স্বাভাবিকং নিরঙ্কুশৈশ্বর্য্যং সৌন্দর্য্যসৌশীল্যবাৎসল্যাদি কল্যাণগুণগণযোগঞ্চ মত্বা বুধাঃ জ্ঞানিনো ভাব সমন্বিতাঃ মাং সর্ব্বকল্যাণগুণান্বিতং ভজন্তে। ভাবো মনোবৃত্তিবিশেষঃ। ময়ি স্পৃহয়ালবো মাং ভজন্ত ইত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

হনুমান্।—অহং সর্ব্বস্যেতি প্রভবত্যস্মাদিতিপ্রভবঃ সর্ব্বস্যাহমুৎপাদকইত্যর্থঃ। মত্তঃসর্ব্বং প্রবর্ত্ততে। ইষ্টানিষ্ট-প্রাপ্তিপরিহারাত্মনুকূলব্যাপারবদ্ভবতি। ইতি মত্বা বুধাঃ জ্ঞানিনঃ ভাবসমন্বিতাঃ প্রীতিযুক্তাঃ সন্তঃ মাং ভজন্তে ॥ ৮ ॥

শ্রীধর।—যথা চ বিভূতিযোগয়োর্জ্ঞানে সম্যগ্জ্ঞানাবাপ্তিস্তদ্দর্শয়তি অহমিত্যাদি-চতুর্ভিঃ। অহং সর্ব্বস্য জগতঃ প্রভবো ভৃগ্বাদিমন্বাদিরূপবিভূতিদ্বারেণোৎপত্তিহেতুঃ, মত্ত এব চ সর্ব্বস্য "বুদ্ধির্জ্ঞানমসংমোহ" ইত্যাদি সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে, ইত্যেবং মত্বা অববুধ্য বুধা বিবেকিনো ভাবসমন্বিতাঃপ্রীতিযুক্তা মাং ভজন্তে ॥ ৮ ॥

বলদেব।—অথ চতুঃশ্লোক্যো পরমৈকান্তিনাং ভক্তিং ব্রুবন্ তস্যা জনকং পোষকং চাত্মযাথাত্ম্যং তাবদাহ অহমিতি। স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণোঽহং সর্ব্বস্যাস্য বিধিরুদ্রপ্রমুখস্য প্রপঞ্চস্য প্রভবো হেতুঃ। এবমেবাথর্ব্বস্থ পঠ্যতে। যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং যো বৈ বেদাংশ্চ গাপয়তি স্ম কৃষ্ণ ইতি। অথ পুরুষো হ বৈ নারায়ণোঽকাময়ত প্রজাঃ সৃজেয়েত্যুপক্রম্য নারায়ণাদ্ব্রহ্মা জায়তে নারায়ণাৎপ্রজাপতিঃ প্রজায়তে নারায়ণাদিন্দ্রো জায়তে নারায়ণাদষ্টৌ বসবো জায়ন্তে নারায়ণাদেকাদশ রুদ্রা জায়ন্তে নারায়ণাদ্দ্বাদশাদিত্যা ইত্যাদি। এষ নারায়ণঃ কৃষ্ণো বোধ্যঃ। ব্রহ্মণ্যো দেবকীপুত্র ইত্যাদ্যুত্তরপাঠাৎ তদাহুরেকো বৈ নারায়ণ আসীন্ন ব্রহ্মা ন ঈশানো নাপো নাগ্নী সমৌ নেমে দ্যাবাপৃথিবী ন নক্ষত্রাণি ন সূর্য্যঃ স একাকী ন রমতে তস্য ধ্যানান্তস্থস্য যত্র ছান্দোগৈঃ ক্রিয়মাণাষ্টকাদিসংজ্ঞকা স্তুতিস্তোমঃ স্তোমমুচ্যত ইত্যাদ্যুপক্রম্য প্রধানাদিসৃষ্টিমভিধায়াথ পুনরেব নারায়ণঃ সোঽন্যৎকামো মনসা ধ্যায়ত তস্য ধ্যানান্তস্থস্য তল্ললাটাত্র্যক্ষ্যঃ শূলপাণিঃ পুরুষো জায়ত বিভ্রচ্ছ্রিয়ং সত্যং ব্রহ্মচর্য্যং তপোবৈরাগ্যমিতি। তত্র চতুর্ম্মুখো জায়তে ইত্যাদি চ। ঋক্ষু চ যং কাময়ে তং তমুগ্রং কৃণোমি তং ব্রহ্মাণং তমৃষিং তং সুমেধামিত্যাদি। মোক্ষধর্ম্মে চ। প্রজাপতিং চ রুদ্রঞ্চাপ্যহমেব সৃজামি বৈ। তৌ হি মাং ন বিজানীতো মম মায়াবিমোহিতাবিতি। বারাহে চ। নারায়ণঃ পরোদেবস্তস্মাজ্জাতশ্চতুর্ম্মুখঃ। তস্মাদ্রুদ্রোঽভবদ্দেবঃ স চ সর্ব্বজ্ঞতাং গতঃ ইতি। এবঞ্চ মদিতরনিখিলোপাদাননিমিত্তভূতোঽহমিত্যুক্তং। যন্মৎসন্ত তং তং

সর্ব্বং মত্তঃ প্রবর্ত্ততে মদধীনপ্রবৃত্তিকমিতি। মদন্যনিখিলনিয়ন্তাচাহমিত্যুক্তং। ইতি মত্বা মমেদৃশত্বং সদ্‌গুরুমুখান্নিশ্চিত্য ভাবেন প্রেম্না সমন্বিতাঃ সন্তো বুধা মাং ভজন্তে ॥ ৮ ॥

মধুসূদন।—যাদৃশেন বিভূতিযোগয়োর্জ্ঞানেনাবিকম্পযোগপ্রাপ্তিস্তদ্দর্শয়তি চতুর্ভিঃ অহমিতি। অহং পরং ব্রহ্ম বাসুদেবাখ্যং সর্ব্বস্য জগতঃ প্রভব উৎপত্তিকারণমুপাদানং নিমিত্তং চ সর্ব্বং মত্তএব প্রবর্ত্ততে ভবতি ময়ৈবান্তর্যামিনা সর্ব্বজ্ঞেন সর্ব্বশক্তিনা প্রের্য্যমাণং স্ব স্ব-মর্য্যাদামনতিক্রম্য সর্ব্বং জগৎ প্রবর্ত্ততে চেত ইতি বা, ইত্যেবং মত্বা বুধাঃ বিবেকেনাবগত-তত্ত্বাঃ ভাবেন পরমার্থতত্ত্বগ্রহরূপেণ প্রেম্ণা সমন্বিতাঃ সন্তো মাং ভজন্তে ॥ ৮ ॥

নীলকণ্ঠ।—উপাসনাস্বরূপ মাহ দ্বাভ্যাং অহমিতি, বুধাঃ মাং প্রত্যগাত্মানং ইতি মত্বা ভজন্তে ইতি কথং অহমেব সর্ব্বস্য জগতঃ প্রভব উৎপত্তিঃ মত্তঃ মদনুগ্রহং প্রাপ্যৈব সর্ব্বং বুদ্ধ্যাদিকং স্বস্ব কার্য্যায় প্রবর্ত্ততে অহমেব জগতঃ কর্ত্তান্তর্য্যামী চেতি অহং গ্রহাণ-দাত্মানমুপাসীতেতি ভাবঃ। ভাবসমন্বিতাঃ ভাবনাযুক্তাঃ এতচ্চোত্তরার্থঃ ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ।—তত্র মহৈশ্বর্য্যলক্ষণাং বিভূতি মাহ অহং সর্ব্বস্য প্রাকৃতাপ্রাকৃতবস্তু মাত্রস্য প্রভবঃ উৎপত্তিপ্রাদুর্ভাবয়োঃ হেতুঃ। মত্ত এবান্তর্যামিস্বরূপাৎ সর্ব্বং জগৎ প্রবর্ত্ততে চেষ্টতে তথা মত্ত এব নারদাদ্যবতারাত্মকাৎ সর্ব্বং ভক্তি জ্ঞান তপঃ কর্ম্মাদিকং সাধনং তত্তৎ সাধ্যঞ্চ প্রবৃত্তিং ভবতি। ঐকান্তিকভক্তিলক্ষণং যোগমাহ ইতিমত্বা আস্তিক্যতো জ্ঞানেন নিশ্চিত্য ইত্যর্থঃ। ভাবো দাস্যসখ্যাদি স্তদ্‌যুক্তাঃ ॥ ৮ ॥

তাৎপর্য্য।—কি প্রকারে এবং কি ভাবের প্রাবল্যে জ্ঞানিগণের হৃদয়ে ভক্তির উন্মেষ হয় ও ভগবদারাধনায় প্রবৃত্তি জন্মে, তাহাই অতঃপর শ্লোক চতুষ্টয়ে প্রদর্শিত হইতেছে। বিবেক-বলে যাঁহাদিগের বুদ্ধি স্থির হইয়াছে, পরমার্থ-তত্ত্ব-লিপ্সা দ্বারা প্রণোদিত হইয়া যাঁহারা সত্য-তত্ত্বনির্ণয়ে সক্ষম হইয়াছেন, সেই সকল জ্ঞানবান্ পুরুষ প্রকৃত পরমতত্ত্ব নির্ণয়ে অধিকার লাভ করেন। তাঁহারা সহজেই বুঝিতে পারেন যে, স্থাবরজঙ্গমাত্মক এই বিশ্ব এবং তদতিরিক্ত লোকসমূহের যাবতীয় জড় ও চেতন পদার্থ শ্রীভগবান্ হইতেই উদ্ভূত এবং তাঁহারই নিয়মে ব্যবস্থায় ও শাসনে সকলেই স্ব স্ব কর্ম্মে বিনিযুক্ত। এইরূপ পরম তত্ত্বজ্ঞান সহকারে সেই বিবেকসম্পন্ন পুরুষেরা অবিচলিত চিত্তে আমারই ভজনা করিয়া থাকেন।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বময়ত্ব ও সর্ব্বাদিত্ব সমর্থন করিবার অভিপ্রায়ে নিম্নলিখিত অথর্ব্ববেদোক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন। "যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি যো বৈ বেদাংশ্চ গাপয়তি স্ম কৃষ্ণ।" ইতি। অর্থাৎ যিনি পূর্ব্বে ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, যিনি আদিকালে বেদগান করিয়াছেন, তিনিই

কৃষ্ণ। অতঃপর আরও কয়েকটি বেদবচন উদ্ধৃত করিয়া ভাষ্যকার মহাত্মা প্রদর্শন করাইয়াছেন যে, দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণ অর্থাৎ ভগবান্ নারায়ণ এই চরাচরের দেব-মানবাদি সমস্ত পদার্থের একমাত্র সৃষ্টিকর্ত্তা।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্রাঘবেন্দ্র যতি মহোদয় এই শ্লোক উপলক্ষে যে বিবৃতি লিখিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে।

(উক্তফলে বিশ্বাসজননার্থং পূর্ব্বোক্তমহিমজ্ঞানপূর্ব্বং মাং ভজন্তঃ সন্তীত্যহমিত্যাদিদ্বাভ্যামুক্ত্বা পুনস্তেষামিত্যাদি দ্বাভ্যাং ফলং চ ব্যনক্তি। প্রভবত্যস্মাদিতি প্রভবঃ সর্ব্বস্যাহমুৎপাদক ইত্যর্থঃ। মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে। ইষ্টানিষ্ট প্রাপ্তি পরিহারাদ্যনুকূল ব্যাপারবদ্ভবতি। লয়াদিরপিমদায়ত্ত ইত্যুপলক্ষ্যতে ইতি মত্বা বুধা: জ্ঞানিনঃ ভাবসমন্বিতাঃ ভাবেন ভক্ত্যা সমুপেতাঃ সন্তঃ মাং ভজন্তে। পত্রপুষ্পাদিভিরর্চ্চয়ন্তি ধ্যায়ন্তিচেত্যর্থঃ। অত্র পূর্ব্বার্দ্ধেনৈবমামিত্যস্যলাভাৎ পুনর্মামিত্যুক্তিজীবেশ্বরৈক্যাভিপ্রায়েণস্বাত্মান মুদ্দিশ্যাহমেবসর্ব্বস্যপ্রভব ইতিমত্বা ভজন্তইতি প্রতীতি নিরাসায়।)

পূর্ব্বকথিত কল্যাণময় পরিণামে বিশ্বাসবান করিবার অভিপ্রায়ে অধুনা দুই শ্লোক অবতারিত হইতেছে। ভগবন্মাহিমা জ্ঞান জানত পূর্ব্ববিশ্বাসের ফল পরবর্ত্তী শ্লোকদ্বয়ে প্রদর্শিত হইবে। যাঁহা হইতে সকলের উদ্ভব হয় তিনিই প্রভব, অর্থাৎ সর্ব্বোৎপাদক। শ্রীভগবান হইতে সকলেই প্রবর্ত্তিত হয় অর্থাৎ ইষ্টানিষ্ট বোধ পরিহার পূর্ব্বক সকল ব্যাপারই অনুকূলরূপে গ্রহণ করে। এতদ্বারা ইহাও সূচিত হইতেছে যে, প্রলয়াদি ব্যাপার ও শ্রীভগবানের আয়ত্তাধীন। এবংবিধ জ্ঞানসহকারে বুধগণ ভাব সমন্বিত অর্থাৎ ভক্তিনিষ্ঠাযুক্ত হইয়া ভগবানকে ভজনা করেন; তুলসীপত্র বিবিধকুসুমচন্দনগঙ্গোদকাদিদ্বারা তাঁহারা ভগবানের অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। এবং ভগবদ্বিষয়ক অনুধ্যানজনিত আনন্দানুভব করেন। এস্থলে পূর্ব্বার্দ্ধে "মাং" পদ আছে। এবং পরেও এক "মাং" পদ দৃষ্টি হইতেছে। এতদুভয় দ্বারা জীব এবং ঈশ্বরের একতা প্রতিপন্ন হইয়াছে। সকলেরই মনে হইতে পারে যে, "অহং" সর্ব্বস্য প্রভবঃ মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে। ইতি মত্বা ভজন্তে মাং" ইত্যাদি বাক্যদ্বারা শ্রীভগবান আপনারই অর্চ্চনার কীর্ত্তন করিয়াছেন। কিন্তু উল্লিখিত উভয় মাং পদের দ্বারা জীবেশ্বরের একতা সমর্থিত হইলে এ প্রতীতির নিরাস হইবে।

শ্রীভগবান সকলেরই স্রষ্টা, অর্থাৎ তাঁহা হইতেই ভূত সমূহ উদ্ভূত এবং

তাঁহারই ইচ্ছায় ও নিয়মাধীনতায় সকলে স্ব স্ব কর্ম্ম সাধনে বিনিযুক্ত, এই তত্ত্ব হৃদয়ে সঞ্চিত হইলে বুধগণ ভক্তিপ্রভাবে মত্ত হইয়া উঠেন এবং কর্ম্মান্তর পরিহার পূর্ব্বক বিহিত বিধানে ভগবানের ভজনায় প্রবৃত্ত হন। তত্ত্বজ্ঞানের প্রথম সোপান এই শ্রীভগবানের সর্ব্বকর্তৃত্ব বিষয়ক জ্ঞানের আবশ্যক। সঙ্গে সঙ্গেই আনন্দ উদ্বেলিত হৃদয়ে ভক্তিসহকারে তাঁহার ভজনার আবশ্যকতা অনুভূত হইয়া থাকে। পরমেশ্বর বিষয়ক প্রথম জ্ঞান ও তজ্জনিত ভক্তি ও ভজনার সূত্র এই শ্লোকে নির্দ্দিষ্ট হইল ॥ ৮ ॥

মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ ॥ ৯ ॥

অন্বয়।—মচ্চিত্তাঃ (ময়ি চিত্তং যেষাং তে) মদ্গতপ্রাণাঃ (ময়ি গতাঃ প্রাণাঃ যেষাং তে) [বুধাঃ] মাং পরস্পরং বোধয়ন্তঃ (অবগময়ন্তঃ) নিত্যং কথয়ন্তঃ চ তুষ্যন্তি (পরিতোষমুপযান্তি) রমন্তি চ (রতিঞ্চ প্রাপ্নুবন্তি) ॥ ৯ ॥

প্রতিশব্দ।—মদেকনিষ্ঠ মদর্পিত-জীবন [পণ্ডিতগণ] পরস্পরকে আমার-তত্ত্ব-বুঝাইতে-বুঝাইতে এবং আলাপ-করিতে-করিতে সন্তোষ-লাভ-করেন ও আনন্দানুভব-করেন ॥ ৯ ॥

ব্যাখ্যা।—মদেকনিষ্ঠ মচ্ছরণাগত সাধকগণ পরস্পর আমার বিষয় হৃদয়ঙ্গম করিতে করিতে ও মৎপ্রসঙ্গ আলোচনা করিতে করিতে পরম সন্তোষ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন এবং পরমানন্দ উপভোগ করিয়া থাকেন ॥ ৯ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—কিঞ্চ মচ্চিত্তা ইতি। মচ্চিত্তা ময়ি চিত্তং যেষাং তে মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণাঃ ময়ি গতাঃ প্রাপ্তাশ্চক্ষুরাদয়ঃ প্রাণা যেষাং তে মদ্গতপ্রাণা ময়্যুপসংহৃতকরণা ইত্যর্থঃ, অথবা মদ্গতপ্রাণা মদ্গতজীবনা ইত্যেতদ্বোধয়ন্তোঽবগময়ন্তঃ পরস্পরমন্যোন্যং কথয়ন্তো জ্ঞানবলবীর্য্যাদিধর্ম্মৈর্ব্বিশিষ্টং মাং তুষ্যন্তি চ পরিতোষমুপযান্তি রমন্তি চ রতিঞ্চ প্রাপ্নুবন্তি প্রিয়সংগত্যেব ॥ ৯ ॥

আনন্দগিরি ।—ন কেবলমুক্তমেব ভগবদ্ভজনে সাধনান্তরঞ্চাস্তীত্যাহ কিঞ্চেতি। ঈশ্বরাৎ প্রতীচঃ প্রাগুক্তাদন্যত্র চিত্তপ্রচাররাহিত্যং ভগবদ্ভজনোপায়মাহ ময্যীতি। চক্ষুরাদীনাং ভগবত্যপ্রাপ্তিস্তদগোচরত্বাত্তস্যেত্যাশঙ্ক্যাহ মর্য্যুপসংহৃতেতি’ ভগবদতিরেকেণ জীবনেঽপি নাদরস্তদপি ময্যেবার্পিতং ভক্তানামিত্যাহ অথবেতি। আচার্য্যেভ্যঃ শ্রুত্বা বাদকথয়া পরস্পরং ভগবন্তং সব্রহ্মচারিণোবোধয়ন্তি তদপি ভগবদ্ভজনসাধনমিত্যাহ বোধয়ন্ত ইতি। আগমোপপত্তিভ্যাং ভগবন্তমেব বিশিষ্টধর্ম্মাণং শিষ্যেভ্যো গুরবোব্যপদিশন্তি তদপি ভগবদ্ভজনমেবেত্যাহ কথয়ন্ত ইতি। ভক্তানাং তুষ্টিরতী স্বরসতঃ স্যাতামিত্যাহ তুষ্যন্তীতি। মনোরথপূর্ত্ত্যা রতিপ্রাপ্তৌ কামুকসংমতমুদাহরণমাহ প্রিয়েতি ॥ ৯ ॥

রামানুজ ।—কথং মচ্চিত্তাঃ ময়ি নিবিষ্টমনসঃ মদগতপ্রাণাঃ মদগতজীবিতাঃ ময়াবিনাত্মধারণমলভমানা ইত্যর্থঃ। স্বৈঃ স্বৈরনু ভূতান্ মদীয়ান্ গুণান্ পরস্পরং বোধয়ন্তোমদীয়ানি দিব্যানি রমণীয়ানি চ কর্ম্মাণি কথয়ন্ত স্তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ বক্তারঃ স্তদ্বচনেন শ্রোতৃ প্রশ্নেনানন্যপ্রয়োজনেনতুষ্যন্তি শ্রোতারশ্চ তচ্ছ্রবণেনানবধিকাতিশয় প্রিয়েণ রমন্তে ॥ ৯ ॥

হনুমান্ ।—পুনর্ভজনপ্রকারমেবাহ মচ্চিত্তা ইতি। মন্নিষ্ঠমনস্কাঃ। মদ্গতপ্রাণাঃ মদ্বিষয়চেষ্টাবন্তঃ। বোধয়ন্তঃ শিষ্যান্ প্রতিবোধয়ন্তঃ। পরস্পরং মাং কথয়ন্তঃ নিত্যমিতি সর্ব্বত্রসম্বন্ধঃ। তুষ্যন্তি তৃপ্তাভবন্তি রমন্তি চ সুখমনুভবন্তিচেতি ॥ ৯ ॥

শ্রীধর ।—প্রীতিপূর্ব্বকং ভজনমাহ মচ্চিত্তা ইতি। ময্যেব চিত্তং যেষাং তে মচ্চিত্তাঃ, মামেব গতাঃ প্রাপ্তাঃ প্রাণা ইন্দ্রিয়াণি যেষাং তে মদ্গতপ্রাণাঃ ময্যর্পিতজীবনা ইতি বা, এবম্ভূতাস্তে বুধা অন্যোন্যং মাং ন্যায়োপেতৈঃ শ্রুত্যাদিপ্রমাণৈর্ব্বোধয়ন্তোবুদ্ধা চ মাং কথয়ন্তঃ সংকীর্ত্তয়ন্তঃ সন্তঃ নিত্যং তুষ্যন্তি অনুমোদনেন তুষ্টিং যান্তি রমন্তি চ নির্ব্বৃতিং যান্তি ॥ ৯ ॥

বলদেব ।—ভক্তেঃ প্রকারমাহ মচ্চিত্তা ইতি। মচ্চিত্তা মৎস্মৃতিপরাঃ। মদ্গতপ্রাণা মাং বিনা প্রাণান্ ধর্ত্তুমক্ষমাঃ মীনা ইব বিনাম্ভঃ। পরস্পরং মদ্রূপগুণলাবণ্যাদি বোধয়ন্তঃ। তথা মাং স্বভক্তবাৎসল্যনীরধিমতিবিচিত্রচরিতং কথয়ন্তশ্চেত্যেবং স্মরণশ্রবণকীর্ত্তনলক্ষণৈর্ভজনৈঃ সুধাপানৈরিব তুষ্যন্তি তথৈব তেষ্বেব রমন্তে চ যুবতিস্মিতকটাক্ষাদিষ্বিব যূবানঃ ॥ ৯ ॥

মধুসূদন ।—প্রেমপূর্ব্বকং ভজনমেব বিবৃণোতি মচ্চিত্তা ইতি। ময়ি ভগবতি চিত্তং যেষাং তে মচ্চিত্তাঃ তথা মদ্গতা মাং প্রাপ্তাঃ প্রাণাশ্চক্ষুরাদয়োযেষাং তে মদ্গতপ্রাণা মদ্ভজননিমিত্তচক্ষুরাদিব্যাপারা ময্যুপসংহৃতসর্ব্বকরণা বা অথবা মদ্গতপ্রাণাঃ মদ্ভজনার্থজীবনা মদ্ভজনাতিরিক্তপ্রয়োজনশূন্যজীবনা ইতি যাবৎ বিদ্বদ্গোষ্ঠীষু পরস্পরমন্যোন্যং শ্রুতিভির্যুক্তিভিশ্চ মামেব বোধয়ন্তঃ তত্ত্ববুভুৎসুকথয়া জ্ঞাপয়ন্তঃ তথা স্বশিষ্যেভ্যশ্চ মামেব কথয়ন্ত উপদিশন্তশ্চ ময়ি চিত্তার্পণং তথা বাহ্যকরণার্পণং তথা জীবনার্পণং এবং সমানানামন্যোন্যং সম্বোধনং স্বন্যূনেভ্যশ্চ মদুপদেশনমিত্যেবংরূপং মদ্ভজনং তেনৈব তুষ্যন্তি চ এতাবতৈব

লব্ধসর্ব্বার্থা বয়মলমন্যেন লব্ধব্যেনেত্যেবংপ্রত্যয়রূপং সন্তোষং প্রাপ্নুবন্তি চ তেন সন্তোষেণ রমন্তি চ রমন্তে চ প্রিয়সঙ্গমেনেব উত্তমং সুখমনুভবন্তি চ, তদুক্তং পতঞ্জলিনা, "সন্তোষাদনুত্তমঃ সুখলাভ" ইতি। উক্তং চ পুরাণে, "যচ্চ কামসুখং লোকে যচ্চ দিব্যং মহৎ সুখং। তৃষ্ণাক্ষয়সুখস্যৈতে নার্হতঃ ষোড়শীং কলাং।" ইতি। তৃষ্ণাক্ষয়ঃ সন্তোষঃ ॥ ৯ ॥

নীলকণ্ঠ।—এবং ধ্যানে ভাবনাপ্রকার মুক্ত্বা ব্যুত্থানে তমাহ মচ্চিত্তা ইতি। অহমেব চিত্তে যেষাং তে মদ্যাত প্রসায়ং চিত্তেনেন্দ্রিয়ৈর্বা যদ্গৃহ্যতে তৎসর্ব্বং প্রত্যগাত্মা বাসুদেব ইতি ভাবয়ন্ত ইত্যর্থঃ জ্ঞাপয়ন্তঃ কথয়ন্তশ্চশিষ্যান্ প্রতি তুষ্যন্তি তে শ্রুতি যুক্তি প্রদর্শনেন সমানানাংসমুদায়ং ইমমেবার্থং পরস্পরং বোধয়ন্তঃ নৈব জ্ঞানেন তু মিষ্টান্নাদিনা রমন্তি চ তত্রৈব ন তুষ্যাদাবিত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ।—এতাদৃশা অনন্য ভক্তা এব মৎপ্রসাদাল্লব্ধবুদ্ধিযোগাঃ পূর্ব্বোক্ত লক্ষণং দুর্ব্বোধমপি মত্তত্ত্বজ্ঞানং প্রাপ্নুবন্তীত্যাহ মচ্চিত্তা মদ্রূপ নাম গুণ লীলা মাধুর্য্যাস্বাদেষ্বেব লুব্ধমনসঃ। মদ্গতপ্রাণাঃ মাং বিনা প্রাণান্ ধর্ত্তুমসমর্থাঃ অন্নগত প্রাণানরা ইতিবৎ। বোধয়ন্তঃ ভক্তি স্বরূপ প্রকারাদিকং সৌহার্দ্দেন জ্ঞাপয়ন্তঃ। মাং মহামধুর-রূপ-গুণ-লীলা-মহোদধিং কথয়ন্তঃ মদ্রূপাদিব্যাখ্যানেনোৎকীর্ত্তনাদিকং কুর্ব্বন্তঃ ইত্যেবং সর্ব্ব ভক্তিষ্বতি শ্রেষ্ঠাৎ স্মরণ শ্রবণ কীর্ত্তনান্যুক্তানি। তুষ্যন্তি চ রমন্তি চেতি ভক্ত্যেব সন্তোষশ্চ রমণঞ্চেতি রহস্যং। যদ্বা সাধন দশায়ামপি ভাগ্যবশাৎ ভজনে নির্ব্বিঘ্নে সংপদ্যমানে সতি তুষ্যন্তি তদৈব ভাবিন্যীয়সাধ্যদশা মনুস্মৃত্য রমন্তিচ মনসা স্বপ্রভুনা সহরমন্তি চেতি রাগানুগা ভক্তি দ্যোতিতা ॥ ৯ ॥

তাৎপর্য্য।—পূর্ব্বশ্লোকে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন, ভাবসমন্বিত বুধগণ আমার তত্ত্ব সম্যক্‌রূপে প্রণিধান করিয়া আমারই ভজনা করিয়া থাকেন। বর্ত্তমান শ্লোকে সেই ভজনশীল ভক্তিপূর্ণ বিদ্বদ্‌গণের যেরূপ ভাব হয় তাহাই ব্যক্ত করিতেছেন। সেই ভক্তগণ একান্তভাবে ভগবদর্পিত চিত্ত হইয়া থাকেন অর্থাৎ তাঁহাদিগের মন অন্যান্য যাবতীয় চিন্তা ও আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বতোভাবে শ্রীভগবানে অর্পিত ও অনুরক্ত হইয়া থাকে এবং তাঁহাদিগের প্রাণ অর্থাৎ বাহ্যেন্দ্রিয় ও অন্তরেন্দ্রিয় সহকৃত জীবনচেষ্টা নিরবচ্ছিন্ন ভাবে শ্রীভগবানে সমর্পিত হইয়া থাকে। তাঁহাদিগের অনুষ্ঠিত কার্য্য ও অবলম্বিত অধ্যবসায়াদি শ্রীভগবজ্জ্ঞান মূলক এবং তৎপ্রাপ্তির সাধনা স্বরূপ,তাঁহাদিগের জীবন বারি-রাশি মধ্যস্থিত মীনের ন্যায় সম্পূর্ণরূপে শ্রীভগবানের আশ্রয়ে, সহায়তায়, কৃপায় ও অনুগ্রহে পরিপুষ্ট হয়। তাঁহারা শিষ্যগণ সন্নিধানে উপদেশ প্রদানকালে ভগবত্তত্ত্ব-জ্ঞানবিষয়ক আলাপ করিয়া থাকেন, এমন কি সুহৃদ্বন্ধুর সহিত বাক্যালাপেও শ্রীভগবানের

মহিমা বিষয়ক প্রসঙ্গ ব্যতীত ও তদ্বিষয়ক জ্ঞানবর্দ্ধনের উপায়ালোচনা ভিন্ন অন্য কোন বৃথা বাক্যে বিনিযুক্ত হন না। তাঁহারা অবিরত শ্রীভগবানের কথাই কীর্ত্তন করিয়া থাকেন এবং এইরূপ আলাপ ব্যতীত অন্য যাবতীয় ভাষণ অলীক ও অসার বোধে পরিহার করেন। এইরূপ একান্তভাবে ভগবন্নিষ্ঠা লাভ করিয়া সে সকল ভক্ত মহাত্মা পরমপরিতোষ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন এবং প্রেয়সী যুবতী-সঙ্গ-লাভে নরগণ যেরূপ পরিতৃপ্তি অনুভব করে, সেইরূপ পরমানন্দ নিয়ত উপভোগ করিতে থাকেন। সংক্ষেপতঃ আনন্দ তখন তাঁহাদিগের নিত্যসঙ্গী হয় এবং সাংসারিক যাবতীয় জ্বালা ও যন্ত্রণা তাঁহাদিগের নিকট হইতে দূরে পলায়ন করে।

পূজ্যপাদ শ্রীমন্মধুসূদন সরস্বতী মহাশয় এই শ্লোকের টীকা উপলক্ষে নিম্নলিখিত পাতঞ্জলসূত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন। “সন্তোষাদনুত্তমঃ সুখলাভ” (পাতঞ্জলসূত্র সাধনপাদ। ৪২সূত্র) ইহার ভাবার্থ এই যে, হৃদয়ে বাসনাবিনিবৃত্তি জনিত সন্তোষের উদ্ভব হইলে,সাধক যাহার অপেক্ষা উত্তম সুখ আর হইতে পারে না, তাহাই লাভ করেন। তদনন্তর সরস্বতী মহোদয় নিম্নলিখিত পৌরাণিক বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। “যচ্চকামসুখং লোকে যচ্চ দিব্যং মহৎসুখং। তৃষ্ণাক্ষয় সুখস্যৈতে নার্হতঃ ষোড়শীং কলাং॥” ইহার ভাবার্থ এই যে, যাহা কামসুখ এবং যাহা দিব্য মহৎ সুখ, তাহা ব্রহ্মজ্ঞান জনিত তৃষ্ণাক্ষয় রূপ সুখের ষোড়শ ভাগের এক ভাগেরও যোগ্য নহে।

এতদ্বারা ইহাই সূচিত হইতেছে যে, প্রথমে পরমেশ্বর বিষয়ক জ্ঞান, তদনন্তর ভক্তিসহকারে তাঁহারই ভজনা, তদনন্তর নিয়ত তাঁহারই প্রসঙ্গ কীর্ত্তন ও চিন্তন এবং তজ্জন্য অলোকিক ও অননুভূতপূর্ব্ববিমলানন্দের উদ্ভব হইয়া থাকে॥ ৯॥

* * *

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥১০॥

অন্বয়।—সততযুক্তানাং (নিত্যাভিযুক্তানাং) প্রীতিপূর্ব্বকং ভজতাং (সেবমানানাং) তেষাং তং বুদ্ধিযোগং (সম্যগ্দর্শনরূপং যোগং) দদামি, যেন (বুদ্ধিযোগেন) তে মাং উপযান্তি (প্রাপ্নুবন্তি)॥ ১০॥

প্রতিশব্দ।—নিত্যাভিযুক্ত প্রীতিসহকারে ভজনশীল তাঁহাদিগের সেই বুদ্ধিযোগ প্রদান-করি, যদ্দারা তাঁহারা আমাকে প্রাপ্ত-হন ॥ ১০ ॥

ব্যাখ্যা।—সতত মচ্চিন্তন পরায়ণ এবং প্রীতিসহকারে মৎপূজনশীল পুণ্যবানগণকে আমি যে বুদ্ধিবৃত্তি প্রদান করিয়া থাকি, তৎসাহায্যে তাঁহারা চরমে আমাকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ১০ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—যে যথোক্তৈঃ প্রকারৈর্ভজন্তে মাং ভক্তাঃ সন্তঃ প্রীতিপূর্ব্বক তেষামিতি। তেষাং সততযুক্তানাং নিত্যাভিযুক্তানাং ভজতাং সেবমানানাং, কিমর্থিত্বাদিনা কারণেন নেত্যাহ প্রীতিপূর্ব্বকং প্রীতিঃ স্নেহস্তৎপূর্ব্বকং মাং ভজতামিত্যর্থঃ দদামি প্রযচ্ছামি বুদ্ধিযোগং বুদ্ধিঃ সম্যগ্দর্শনং মত্তত্ত্ববিষয়ং তেন যোগো বুদ্ধিযোগস্তং বুদ্ধিযোগং, যেন বুদ্ধিযোগেন সম্যগ্দর্শনলক্ষণেন মাং পরমেশ্বরমাত্মভূতং আত্মত্বেনোপযান্তি প্রতিপদ্যন্তে ॥ ১০ ॥

আনন্দগিরি।—যদুক্তং সোঽবিকল্পেনেত্যাদি তদর্থং ভূমিবাং কৃত্বা তদিদানীমুদাহরতি যে যথোক্তেতি। নিত্যাভিযুক্তানামনবরতং ভগবত্যেকাগ্র্যসংপন্নানামিত্যর্থঃ। পুত্রাদিলোকত্রয়হেত্বর্থিত্বেন বা গর্ভদাসত্বেন বা প্রত্যহং জীবনোপায়সিদ্ধয়ে বা ভজনমিতি শঙ্কিত্বা দূষয়তি কিমিত্যাদিনা। প্রাগুক্তাং জ্ঞানাখ্যাং ভক্তিং স্নেহেন কুর্ব্বতামিত্যর্থঃ। তেভ্যোঽহং তত্ত্বজ্ঞানং প্রযচ্ছামীত্যাহ দদামীতি। উক্তবুদ্ধিসম্বন্ধস্য ফলমাহ যেনেতি ॥ ১০ ॥

রামানুজ।—তেষামিতি। তেষাং সততযুক্তানাং ময়ি সতত যোগমাশংসমানানাং মাং ভজমানানামহং তমেব বুদ্ধিযোগং বিপাকদশামাপন্নং প্রীতিপূর্ব্বকং দদামি যেন তে মামুপযান্তি ॥ ১০ ॥

হনুমান্।—সততযুক্তানাং নিত্যংময়ি বিনিবদ্ধচিত্তানাং প্রীতিপূর্ব্বকং মাং ভজতাং তেষামেববুদ্ধিযোগং জ্ঞানরূপং মুক্ত্যুপায়ং দদামি। যেন বুদ্ধিযোগেন মামুপযান্তি তমিত্যন্বয়ঃ ॥ ১০ ॥

শ্রীধর।—এবম্ভূতানাঞ্চ সম্যগ্জ্ঞানমহং দদামীত্যাহ তেষামিতি। এবং সততযুক্তানাং ময্যাসক্তচিত্তানাং প্রীতিপূর্ব্বকং ভজতাং তং বুদ্ধিরূপং যোগমুপায়ং দদামি তমিতি কং? যেনোপায়েন তে মদ্ভক্তা মাং প্রাপ্নুবন্তি ॥ ১০ ॥

বলদেব।—নন্বু স্বরূপেণ গুণৈর্বিভূতিভিশ্চানন্তং ত্বাং কথং গুরূপদেশমাত্রেণ তে গ্রহীতুং ক্ষমেরন্নিতি চেত্তত্রাহ তেষামিতি। সততযুক্তানাং নিত্যং মদ্যোগং বাঞ্ছতাং প্রীতিপূর্ব্বকং মম যাথাত্ম্যজ্ঞানজেন রুচিভরেণ ভজতাং। তং বুদ্ধিযোগমহং স্বভক্তিসুখরসিকো দদাম্যর্পয়ামি যেন তে মামুপযান্তি তদ্বুদ্ধিং তথাহমুদ্ভাবয়ামি যথানন্তগুণবিভূতিং মাং গৃহীত্বোপাস্য চ প্রাপ্নুবন্তীতি ॥ ১০ ॥

মধুসূদন।—যে যথোক্তেন প্রকারেণ ভজন্তে মাং সততং সর্ব্বদা, যুক্তানাং ভগবত্যেকাগ্রবুদ্ধীনাং অতএব লাভপূজাখ্যাত্যাদ্যনভিসংধায় প্রীতিপূর্ব্বকমেব ভজতাং

সেবমানানাং তেষাং অবিকম্পেন যোগেনেতি যঃ প্রাগুক্তস্তং বুদ্ধিযোগং মত্তত্ত্ববিষয়-সম্যগ্দর্শনং দদামি উৎপাদয়ামি, যেন বুদ্ধিযোগেন মামীশ্বরমাত্মত্বেনোপযান্তি, যে মচ্চিত্তত্বাদিপ্রকারৈর্ম্মাং ভজন্তে তে॥ ১০ ॥

নীলকণ্ঠ। উপসনায়াঃ ফলমাহ তেষামিতি। সততযুক্তানাং নিত্যোৎসাহবতাং প্রীতিং প্রেম্‌না তৎপূর্ব্বকং ভজতাং সেবমানানাং তেভ্যো দদাম্মি তং বুদ্ধিযোগং জ্ঞানরূপং যোগং সমাধিং জ্ঞাননিষ্ঠামিত্যর্থঃ তাংদদামি যেন যয়া নিষ্ঠয়া তে মামুপযান্তি সমুদ্র মিব নদ্যোঽভেদেন প্রবিশন্তি ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ।—নন্থ তুষ্যন্তি চ রমন্তি চেতি ত্বদুক্ত্যা ত্বদ্ভক্তানাং ভক্ত্যৈব পরমানন্দো গুণাতীত ইত্যবগতং কিন্তু তেষাং ত্বৎসাক্ষাৎ প্রাপ্তৌ কঃ প্রকারঃ সচ কুতঃ সকাশাত্তৈরবগন্তব্য ইত্যপেক্ষায়ামাহ তেষামিতি। সততযুক্তানাং নিত্যমেব মৎসংযোগাকাঙিক্ষণাং তং বুদ্ধিযোগং দদামি তেষাংহৃদ্বৃত্তিস্বহমেব উদ্ভাবয়ামীতি স বুদ্ধিযোগঃ স্বতোঽন্যস্মাচ্চ কুতশ্চিদপ্যধিগন্তু মশক্যঃ কিন্তু মদেকদেয় স্তদেকগ্রাহ্য ইতি ভাবঃ। মামুপযান্তি মামুপলভন্তে সাক্ষান্মন্নিকটং প্রাপ্নুবন্তি ॥ ১০ ॥

তাৎপর্য্য।—পূর্ব্ববর্ণিত ভক্তগণের চরমে কি গতি হয়, তাহাই বর্ত্তমান শ্লোকে প্রদর্শিত হইতেছে। সেই পরমেশ্বর-পূজনশীল অবিরত-ভগবচ্চিন্তা-পরায়ণ তন্নিষ্ঠ সাধু ব্যক্তিগণকে কৃপাপরবশ হইয়া শ্রীভগবান প্রীতি অর্থাৎ আন্তরিক স্নেহানন্দসহকারে পরমাবুদ্ধি প্রদান করিয়া থাকেন। সেই বুদ্ধি যাঁহাদিগের হৃদয়ে উপজাত হয়, তাঁহারা চরমে শ্রীভগবানকে প্রাপ্ত হন, অর্থাৎ সেই প্রকৃষ্ট বুদ্ধিযুক্ত হইয়া তাঁহারা বিশেষরূপে সেই ভগবানে আত্মসমর্পণ করিয়া পরমাগতি লাভ করেন। পূর্ব্বে বর্ত্তমান অধ্যায়ের ৭ম শ্লোকে অবিকম্পযোগের কথা কথিত হইয়াছে, শ্রীভগবানে একাগ্রতা হইলে তিনি অনুগ্রহপূর্ব্বক ভক্তকে যে বুদ্ধিযোগ প্রদান করেন তৎপ্রভাবে ভক্তের সেই অবিকম্পযোগ উপস্থিত হয়। তৎপরিণামস্বরূপে ভগবত্তত্ত্ববিষয়ে তাঁহার সম্পূর্ণ অন্তরদৃষ্টি জন্মিয়া থাকে।

কেবলমাত্র গুরূপদেশদ্বারা শ্রীভগবানের স্বরূপ জ্ঞান ও তাঁহার বিভূতিপরিবৃত মহত্ত্ব প্রণিধান করা কখনই সম্ভবপর নহে, এইজন্য তাঁহার কৃপা একান্ত আবশ্যক। শ্রীভগবান্ সেইজন্য এই শ্লোকে উল্লেখ করিয়াছেন যে, তদ্গতপ্রাণ সাধককে তিনিই অনুগ্রহ পূর্ব্বক ভগবদ্বোধানুকূল পরমবুদ্ধিযোগ প্রদান করিয়া থাকেন ॥ ১০ ॥

তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা ॥ ১১ ॥

অন্বয় ।—তেষাং (সততযুক্তানাং) অনুকম্পার্থং (অনুগ্রহার্থং) এব অহং আত্মভাবস্থঃ (বুদ্ধিবৃত্তিস্থিতঃ) [সন্] ভাস্বতা (দীপ্যমানেন) জ্ঞানদীপেন (বোধালোকেন) অজ্ঞানজং (অবিবেকজনিতং) তমঃ (অন্ধকারং) নাশয়ামি (দূরীকরোমি) ॥ ১১ ॥

প্রতিশব্দ ।—তাহাদিগের অনুগ্রহার্থ-ই আমি বুদ্ধি-বৃত্তিতে-অবস্থিত [হইয়া] প্রদীপ্ত জ্ঞানালোকের-দ্বারা অজ্ঞানজাত অন্ধকারকে বিনষ্ট-করি ॥ ১১ ॥

ব্যাখ্যা ।—আমি অনুগ্রহ পূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ভজনশীল সাধকগণের চিত্তবৃত্তিতে অবস্থিত থাকিয়া প্রদীপ্ত জ্ঞানালোকের দ্বারা অজ্ঞানজাত অন্ধকারকে বিনাশ করিয়া থাকি ॥ ১১ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—কে তে যে মচ্চিত্তাদিপ্রকারৈঃ মাং ভজন্তে কিমর্থং কস্য বা তৎপ্রাপ্তিপ্রতিবন্ধহেতোঃ নাশকং বুদ্ধিযোগং তেষাং মদ্ভাবনাং দদামীত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ তেষামিতি। তেষামেব কথং নাম শ্রেয়ঃ স্যাদিত্যনুকম্পার্থং দয়াহেতোরহমজ্ঞানজমবিবেকতোজ্জাতং মিথ্যাপ্রত্যয়লক্ষণং মোহান্ধকারং তমো নাশয়াম্যাত্মভাবস্থঃ আত্মনোভাবোঽন্তঃকরণাশয়স্তস্মিন্নেব স্থিতঃ সন্ জ্ঞানদীপেন বিবেকপ্রত্যয়রূপেণ ভক্তিপ্রসাদস্নেহাভিসিক্তেন মদ্ভাবনাভিনিবেশবাতেরিতেন ব্রহ্মচর্য্যাদিসাধনসংস্কারবৎপ্রজ্ঞাবর্ত্তিনাপি বিরক্তান্তঃকরণাধারেণ বিষয়ব্যাবৃত্তচিত্তরাগদ্বেষাকলুষিতনিবাতাপবরকস্থেন নিত্যপ্রবৃত্তৈকাগ্রধ্যানজনিতসম্যগ্দর্শনভাস্বতা জ্ঞানদীপেনেত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

আনন্দগিরি ।—ধ্যানজন্যপ্রকর্ষকাষ্ঠাগতান্তঃকরণপরিণামে নিরস্তাশেষবিশেষভগবদ্রূপপ্রাপ্তিহেতৌ বুদ্ধিযোগে প্রশ্নপূর্ব্বক ভক্তানধিকারিণোদর্শয়তি কেতে ইতি। ভগবৎপ্রাপ্তের্বুদ্ধিসাধ্যত্বে সত্যনিত্যত্বাপত্তেস্ত্বং ভক্তেভ্যো বুদ্ধিযোগং দদাসীত্যযুক্তমিতি শঙ্কতে কিমর্থমিতি। তেষাং বুদ্ধিযোগং কিমর্থং দদামীতি সম্বন্ধঃ। ভগবৎপ্রাপ্তিপ্রতিবন্ধকনাশকো বুদ্ধিযোগস্তেন নাস্তি তৎপ্রাপ্তেরনিত্যত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ কস্যেতি। ভক্তানাং তৎপ্রাপ্তিপ্রতিবন্ধকং বিবিচ্য দর্শয়তি ইত্যাকাঙ্ক্ষায়ামিতি। অবিবেকোঽনাত্মজ্ঞানং ততো জাতং মিথ্যাজ্ঞানং তদুভয়মেকীকৃত্য তমো বিবক্ষ্যতে। ন চ তন্নাশকত্বং জড়স্য কস্যচিত্তদন্তর্ভূতস্য যুক্তং তেনাহং নাশয়ামীত্যুক্তং কেবলচৈতন্যস্য জড়বুদ্ধিবৃত্তেরিবাজ্ঞানাদ্যনাশকত্বমাশঙ্ক্য বিশি-

নষ্টি আত্মেতি। তস্থাশয়স্তন্নিষ্ঠোবৃত্তিবিশেষঃ বাক্যোত্থবুদ্ধিবৃত্ত্যভিব্যক্তশ্চিদাত্মা সহায়সামর্থ্যাদজ্ঞানাদিনিবৃত্তিহেতুরিত্যর্থঃ বুদ্ধিত্ববোধস্যাজ্ঞানাদিনিবর্ত্তকত্বমুক্ত্বা বোধেত্ববুদ্ধেস্তন্নিবর্ত্তকত্বমিতি পক্ষান্তরমাহ জ্ঞানেতি। দেহাত্মব্যক্তান্তানাত্মবর্গাতিরিক্ত বস্তুগোচরত্বমাহ বিবেকেতি। ভগবতি সদা বিহিতয়া ভক্ত্যা তস্ত প্রসাদোনুগ্রহঃ সএব স্নেহস্তেনাসেচনদ্বারা স্বোৎপত্তিমাহ ভক্তীতি। ময্যেব ভাবনায়ামভিনিবেশোবাতস্তেন প্রেরিতোঽয়ং জায়তে ন হি বাতপ্রেরণমন্তরেণাদৌ দীপস্থোৎপত্তিরিত্যাহ মদ্ভাবনেতি। ব্রহ্মচর্য্যমষ্টাঙ্গমাদিশব্দেন শমাদিগ্রহণং। তেন হেতুনাহিতসংস্কারবতী যা প্রজ্ঞা তথাবিধবর্ত্তিনিষ্ঠশ্চায়ং ন হি বর্ত্ত্যতিরেকেণ দীপোনির্ব্বর্ত্ত্যতে তদাহ ব্রহ্মচর্য্যেতি। ন চাধারাদৃতে দীপস্যোৎপত্তিরদৃষ্টত্বাদিত্যাহ বিরক্তেতি। যদ্বিষয়েভ্যো ব্যাবৃত্তং চিত্তং রাগাদ্যকলুষিতং তদেব নিবাতমপাবরকং তত্র স্থিতত্বমস্ত দর্শয়তি বিষয়েতি। ভাস্বতেতি বিশেষণং বিশদয়তি নিত্যেতি। সদাতনং চিত্তৈকাগ্র্যং তৎপূর্ব্বং ধ্যানং তেন জনিতং সম্যগ্দর্শনফলং তদেব ভাঃ তদ্বতা তৎপর্যন্তেনেত্যর্থঃ। তেনাজ্ঞানে সকার্য্যে নিবৃত্তে ভগবদ্ভাবঃ স্বয়মেব প্রকাশোভবতীতি মত্বা ব্যাখ্যাতমেব পদমনুবদতি জ্ঞানেতি॥ ১১॥

রামানুজ।—তেষামিতি। তেষামেবানুগ্রহার্থমহমাত্মভাবস্থস্তেষাং মনোবৃত্তৌ বিষয়তয়াবস্থিতোমদীয়ান্ কল্যাণ গুণগণাংশ্চাবিষ্কুর্ব্বন মদ্বিষয়জ্ঞানাখ্যেন ভাস্বতা দীপেন জ্ঞানবিরোধিপ্রাচীনকর্ম্মরূপাজ্ঞানজং মদ্ব্যতিরিক্তবিষয়প্রাবল্যরূপং পূর্ব্বাভ্যস্তং তমো নাশয়ামি॥ ১১॥

হনুমান্।—তেষামেবেতি। তেষামনুকম্পার্থমনুগ্রহার্থমেব। নতুকিঞ্চিৎফলমুদ্দিশ্য। অহমজ্ঞানজং তেষাং তমঃসুখদুঃখাদিক্লেশরূপবন্ধং ভাস্বতা বিবোধিনাশনদক্ষতয়েন প্রকাশমানেনজ্ঞানদীপেন আত্মভাবস্থঃ তদীয়চিত্তবৃত্তিস্থঃ সন্ নাশয়ামীতি॥ ১১॥

শ্রীধর।—বুদ্ধিযোগং দত্বা চ তস্যানুভবপর্য্যন্তং তমাবিষ্কৃত্যাবিত্থাকৃতং সংসারং নাশয়ামীত্যাহ তেষামিতি। তেষামনুকম্পার্থমনুগ্রহার্থমেবাজ্ঞানাজ্জাতং তমঃ সংসারাখ্যং নাশয়ামি, কুত্র স্থিতঃ সন্ কেন বা সাধনেন তমোনাশয়সীত্যত আহ আত্মভাবস্থোবুদ্ধিবৃত্তৌ স্থিতঃ সন্ ভাস্বতা বিস্ফুরতা জ্ঞানলক্ষণেন দীপেন নাশয়ামি॥ ১১॥

বলদেব।—ননু চিরন্তনস্যাবিদ্যাতিমিরস্য সত্ত্বাত্তেষাং হৃদি কথং তৎপ্রকাশঃ স্যাদিতি চেত্তত্রাহ তেষামেবেতি। তেষামেব মাং বিনা প্রাণান্ ধর্ত্তুমসমর্থানাং মদেকান্তিনামেব ন তু সনিষ্ঠানামনুকম্পার্থং মৎকৃপাপাত্রত্বার্থং। অহমেবাত্মভাবস্থোঽরবিন্দকোষে ভৃঙ্গ ইব তদ্ভাবে স্থিতো দিব্যস্বরূপগুণাংস্তত্র প্রকাশয়ংস্তদ্বিষয়কজ্ঞানরূপেণ ভাস্বতা দীপেন জ্ঞানবিরোধ্যনাদিকর্ম্মরূপাজ্ঞানজং মদন্যবিষয়স্পৃহারূপং তমো নাশয়ামি। তেষামেকান্তভাবেন প্রসাদিতোঽহং যোগক্ষেমবদ্বুদ্ধিবৃত্তেরুদ্ভাবনং তদ্বর্ত্তিতমোবিনাশঞ্চ করোমীতি তৎ সর্ব্বনির্ব্বাহভারো মমৈবেতি ন তৈঃ কুত্রাপ্যর্থে প্রযতিতব্যমিত্যুক্তম্। নবমাদিদ্বয়ে গীতাগর্ভেঽস্মিন্ যঃ প্রকীর্ত্তিতং তদেব গীতাশাস্ত্রার্থসারং বোধ্যং বিচক্ষণৈঃ॥ ১১॥

মধুসূদন।—দীয়মানস্য বুদ্ধিযোগস্যাত্মপ্রাপ্তৌ ফলে মধ্যবর্ত্তিনং ব্যাপারমাহ তেষামিতি। তেষামেব কথং শ্রেয়ঃ স্যাদিত্যনুগ্রহার্থং আত্মভাবস্থ আত্মাকারান্তঃকরণবৃত্তৌ বিষয়ত্বেন স্থিতোঽহং স্বপ্রকাশচৈতন্যানন্দাদ্বয়লক্ষণ আত্মা তেনৈব মদ্বিষয়ান্তকরণপরিণামরূপেণ জ্ঞানদীপেন দীপসদৃশেন জ্ঞানেন ভাস্বতা চিদাভাসযুক্তেনাপ্রতিবদ্ধেনাজ্ঞানজং অজ্ঞানোপাদানকং তমোমিথ্যাপ্রত্যয়লক্ষণং স্ববিষয়াবরণমন্ধকারং তদুপাদানাঽজ্ঞাননাশেন নাশয়ামি সর্ব্বভ্রমোপাদানস্যাজ্ঞানস্য জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বাদুপাদাননাশনিবর্ত্ত্যত্বাচ্চোপাদেয়স্য, যথা দীপেনান্ধকারে নিবর্ত্তনীয়ে দীপোৎপত্তিমন্তরেণ ন কর্ম্মণোঽভ্যাসস্য চাপেক্ষাবিদ্যমানস্যৈব চ বস্তুনোঽভিব্যক্তিস্ততোনানুৎপন্নস্য কস্যচিদুৎপত্তিস্তথা জ্ঞানেনাজ্ঞানে নিবর্ত্তনীয়ে ন জ্ঞানোৎপত্তিমন্তরেণান্যস্য কর্ম্মণোঽভ্যাসস্য চাপেক্ষাবিদ্যমানস্যৈব চ ব্রহ্মভাবস্য মোক্ষস্যাভিব্যক্তিস্ততোনানুৎপন্নস্যোৎপত্তির্যেন ক্ষয়িত্বং কর্ম্মাদিসাপেক্ষত্বং বা ভবেদিতি রূপকালঙ্কারেণ সূচিতোঽর্থঃ। ভাস্বতেত্যনেন তীব্রপবনাদেরসংভাবনাদেঃ প্রতিবন্ধকস্যাভাবঃ সূচিতঃ। জ্ঞানস্য চ দীপসাধর্ম্ম্যং স্ববিষয়াবরণনিবর্ত্তকত্বং স্বব্যবহারে সজাতীয়পরানপেক্ষত্বং স্বোৎপত্ত্যতিরিক্তসহকার্য্যনপেক্ষত্বমিত্যাদিরূপকবীজং দ্রষ্টব্য ॥ ১১ ॥

নীলকণ্ঠ।— কিন্তু তেষাং ভক্তানাং উপর্যনুকং পার্থং নস্বপ্রয়োজন সিদ্ধ্যর্থং রাজবৎ বুদ্ধি যোগ প্রদানেন অজ্ঞানজং অবিবেকাদুত্থিতং মিথ্যাপ্রত্যয়লক্ষণং মোহান্ধকারং তমোনামকং সর্ব্বানর্থনিদানমূলাজ্ঞাননাশেন নাশয়ামি আত্মভাবস্থঃ আত্মনো ভাবান্তঃকরণগৃহংতৎস্থঃ জ্ঞানরূপেণ দীপেন ভাস্বতা প্রবলেন অয়ং ভাব তত্ত্বমসীতি বাক্যজাব্রহ্মাকারান্তঃকরণবৃত্তিঃ স্বোৎপত্তয়ে শ্রবণমননধ্যানানি শমাদীনি কর্ম্মাণি চাপেক্ষতে যথাদীপঃ স্বোৎপত্তয়ে তৈলবর্ত্ত্যগ্ন্যাদীন্ উৎপন্না তু তমোনাশেন স্ববিষয় প্রকাশনার্থং প্রত্যয়াবৃত্তিলক্ষণং প্রসংখ্যানং চ কর্ম্মভি রূপকারং বা নাপেক্ষতে নহি জ্ঞাতেঘটেতদাকারপ্রতায়াবৃত্তিবা কর্ম্মাপেক্ষাবাতজ্জ্ঞান দার্ঢ্যায়াপেক্ষতে প্রমাণব্যাপ্তিমাত্র সাপেক্ষত্বাৎ জ্ঞানস্য তস্মাৎ যে উৎপন্নজ্ঞানানামপি প্রসংখ্যানাপেক্ষাং কর্ম্মভিরূপকারাপেক্ষাং চ বদন্তি তে বলাদেব মোক্ষস্য কৃতকতামনিত্যতাঞ্চপ্রার্থয়ন্ত . ইতি দিক্ ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ।—নন্বচ বিদ্যাদিবৃত্তিং বিনা কথং ত্বদধিগমঃ তস্মাত্তৈরপিতদর্থং যতনীয়মেব তত্র নহি নহীত্যাহ তেষামেব নত্বন্যেষাং যোগিনাং অনুকম্পার্থং মদনুকম্পা যেন প্রকারেণ স্যাত্তদর্থ মিত্যর্থঃ, তৈর্মদনুকম্পা প্রাপ্তৌ কাপি চিন্তা ন কার্য্যা যত স্তেষাং মদনুকম্পা প্রাপ্ত্যর্থমহমেব যতমানো বর্ত্তে এবেতি ভাবঃ। আত্মভাবস্থঃ তেষাং বুদ্ধিবৃত্তৌ স্থিতঃ। জ্ঞানং মদেকপ্রকাশ্যত্বান্নসাত্ত্বিকং নির্গুণত্বেপিভক্ত্যুত্থজ্ঞানতোপি বিলক্ষণং যত্তদেবদীপস্তেন। অহমেব নাশয়ামীতি তৈঃ কথং তদর্থং প্রযতনীয়ং। "তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগ ক্ষেমং বহাম্যহং" ইতি মদুক্তে স্তেষাং ব্যবহারিকঃ পারমার্থিকশ্চ সর্ব্বোপিভারো ময়া বোঢ়ুমঙ্গীকৃত এবেতি ভাবঃ। শ্রীমদ্গীতা সর্ব্বসারভূতা ভূতাপতাপহৃৎ। চতুঃশ্লোকীয় মাখ্যাতা খ্যাতা সর্ব্ব নিশর্ম্মকৃৎ ॥ ১১ ॥

তাৎপর্য্য।—শ্রীভগবান্ পূর্ব্বশ্লোকে দেখাইয়াছেন যে, ভক্তগণ তাঁহারই প্রদত্ত বুদ্ধিযোগপ্রভাবে চরমে তাঁহাকেই প্রাপ্ত হন, তাঁহার কৃপায় ভক্তগণের আরও কি সৌভাগ্যোদয় হয় তাহাই বর্ত্তমান শ্লোকে শ্রীভগবান্ প্রদর্শন করিতেছেন। যাঁহারা একান্ত ভাবে ভগবদ্ভক্ত, মোহ বা অজ্ঞানজনিত তিমিরে তাঁহাদিগের হৃদয় অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকিতে পারে না; শ্রীভগবান্ তাদৃশ পরম ভক্তগণের প্রতি নিরতিশয় অনুকম্পাপরায়ণ। যে সকল ভক্ত অনন্যমনে শ্রীভগবানে অনুরক্ত, যাঁহারা ভগবদ্রূপবারিমধ্যে ভক্তরূপ মীনরূপে সঞ্চরণশীল, যাঁহারা পরমপুরুষস্বরূপ-আনন্দময়-অরবিন্দকোষস্থিত ভক্তিরূপমকরন্দ-লোলুপ ভৃঙ্গের ন্যায় তচ্চরণ-সরসিজে সন্নিবিষ্ট, তাদৃশ মহাত্মাগণের প্রতি পরমকারুণিক শ্রীভগবান্ কৃপাপরতন্ত্র হইয়া থাকেন, এবং পূর্ণজ্ঞানরূপ জ্যোতির্ম্ময় নিশ্চল প্রদীপ সেই ভাগ্যবান্ ভক্তগণের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিয়া মিথ্যা লক্ষণ অজ্ঞানরূপ তমঃ নাশ করিয়া থাকেন।

এই গ্রন্থের নবম অধ্যায়স্থিত দ্বাবিংশশ্লোকে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন, "তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্"। (উক্তশ্লোকের তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য) সে স্থলেও শ্রীভগবান্ নিত্যাভিযুক্তদিগের প্রতি স্বকীয় করুণার যেরূপ পরিচয় দিয়াছেন, এস্থলেও একান্ত ভগবদ্ভক্তদিগের প্রতি সেইরূপ অনুকম্পার পরিচয় প্রদান করিলেন। শ্রীভগবান্ পূর্ব্বে অঙ্গীকার করিয়াছেন যে, নিত্যাভিযুক্তদিগের যোগক্ষেম তিনিই বহন করিয়া থাকেন। অধুনা প্রকাশ করিতেছেন যে, ভগবচ্চরণ স্মরণাগত তদ্ভজনশীল ব্যক্তিগণকে অনুকম্পা সহকারে তিনি চরমোৎকর্ষবিধায়ক বুদ্ধিযোগ প্রদান করিয়া থাকেন এবং তাহাদিগের পরম সদ্গতির উপায় করিয়া দেন। এই উপলক্ষে ভক্তিপথাবলম্বিত সাধকগণ ভক্তিমার্গের প্রাধান্য প্রতিপাদন করিয়াছেন। অসৎপদার্থ পরিহার করিয়া ক্রমশঃ সৎপদার্থের অনুসন্ধান করিতে থাকিলে উত্তরোত্তর জ্ঞানের বৃদ্ধি ও পরিপুষ্ট হয়, কিন্তু মানব অসম্পূর্ণ জ্ঞান ও সীমাবদ্ধ ক্ষমতাশালী জীব; এরূপ ক্ষুদ্রবুদ্ধি জীবের পক্ষে কেবলমাত্র জ্ঞানের অনুশীলনে ব্রহ্মাববোধ সুদূরপরাহত। ভগবদনুগ্রহ ব্যতীত জীবের পক্ষে ভগবদ্জ্ঞান সম্ভাবিত নহে, ভক্তি ভিন্ন ভগবদনুকম্পা লাভের উপায়ান্তর নাই, অতএব মুক্তি-অভিলাষী মানবগণের পক্ষে ভক্তিই সার বস্তু ও একমাত্র অবলম্বনীয়। শ্রীভগবানও এই শ্লোকে এ সম্বন্ধে স্বকীয় অনুকম্পারই উল্লেখ করিয়াছেন, এবং উল্লিখিত নবমাধ্যায়স্থ শ্লোকেও স্বকীয় কৃপার কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন॥ ১১॥

অর্জুন উবাচ :—

পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্।
পুরুষং শাশ্বতং দিব্যমাদিদেবমজং বিভুং ॥
আহুস্ত্বামৃষয়ঃ সর্ব্বে দেবর্ষির্নারদস্তথা।
অসিতোদেবলোব্যাসঃ স্বয়ঞ্চৈব ব্রবীষি মে ॥ ১২।১৩ ॥

অন্বয়।—অর্জ্জুন উবাচ (অর্জ্জুনঃ কথয়ামাস)। ভবান্ (ত্বং) পরং ব্রহ্ম (পরমাত্মা) পরং (উৎকৃষ্টং) ধাম (আশ্রয়ঃ) পরমং পবিত্রং (পাবনং) সর্ব্বে ঋষয়ঃ (মুনয়ঃ) দেবর্ষিঃ নারদঃ তথা অসিতঃ দেবলঃ ব্যাসঃ ত্বাং শাশ্বতং (নিত্যং) পুরুষং দিব্যং (স্বয়ং প্রকাশং) আদিদেবং (মূলেশ্বরং) অজং (জন্মরহিতং) বিভুং (সর্ব্বগতং) আহুঃ (বদন্তি) চ [ত্বং] স্বয়ং এব মে (মহ্যং) ব্রবীষি (কথয়সি) ॥ ১২।১৩ ॥

প্রতিশব্দ।—অর্জ্জুন বলিলেন, আপনি পরমাত্মা, প্রধান আশ্রয়, উৎকৃষ্ট পাবন; সকল ঋষিগণ দেবর্ষি-নারদ এবং অসিত দেবল ব্যাস আপনাকে নিত্য পুরুষ স্বয়ং-প্রকাশমান মূলেশ্বর জন্মরহিত সর্ব্বব্যাপক বলেন; এবং [আপনি] স্বয়ং ও আমাকে বলিতেছেন ॥ ১২।১৩ ॥

ব্যাখ্যা।—অর্জ্জুন বলিলেন, আপনি পরমাত্মা, জীবের প্রধান আশ্রয়, এবং পরম পবিত্র। দেবর্ষি নারদ এবং অসিত দেবল ব্যাস প্রভৃতি ঋষিগণ আপনাকে নিত্য স্বকীয়তেজঃদ্বারা স্বয়ং প্রকাশমান ব্রহ্মাদি দেবগণেরও আদিভূত সর্ব্বগত পুরুষ বলিয়া থাকেন; আপনি স্বয়ং ও আমাকে তাহাই বলিতেছেন ॥ ১২।১৩ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—যথোক্তা ভগবতোবিভূতিং যোগঞ্চ শ্রুত্বা অর্জ্জুন উবাচ পরমিতি। পরং ব্রহ্ম পরমাত্মা পরং ধাম পরং তেজঃ পবিত্রং পাবনং পরমং প্রকৃষ্টঃ ভবান্, পুরুষং শাশ্বতং নিত্যং দিব্যং দিবি ভবমাদিদেবং সর্ব্বদেবানামাদৌ ভবং দেবমজং বিভুং বিভবনশীলং। ঈদৃশং আহুঃ কথয়ন্তি ত্বামৃষয়োবশিষ্ঠাদয়ঃ সর্ব্বে দেবর্ষির্নারদস্তথা অসিতোদেবলোঽপ্যেবমাহ ব্যাসশ্চ, স্বয়ঞ্চৈব ত্বঞ্চৈব ব্রবীষি মে মহ্যং ॥ ১২।১৩ ॥

আনন্দগিরি।—নিরস্তাশেষবিশেষং নিরুপাধিকং সোপাধিকঞ্চ সর্ব্বাত্মত্বাদি ভগবতোরূপং তদ্বিফলঞ্চ শ্রুত্বা নিরুপাধিকরূপস্য প্রাকৃতবুদ্ধ্যানবগাহ্যোক্তিপূর্ব্বকং মন্দানুগ্রহার্থং

সর্ব্বদা সর্ব্ববুদ্ধিগ্রাহ্যং সোপাধিকং রূপং বিস্তরেণ শ্রোতুমিচ্ছন্ পৃচ্ছতীত্যাহ যথোক্তামিতি। পরং ব্রহ্ম ভবানিতি লক্ষ্যনির্দ্দেশঃ তস্য লক্ষণার্থং পরং ধামেত্যাদি বিশেষণত্রয়ং। ধামশব্দস্য স্থানবাচিত্বং ব্যাবর্ত্তয়ন্ ব্যাচষ্টে তেজ ইতি। তস্য চৈতন্যস্য পরমত্বং জন্মাদিরাহিত্যেন কৌটস্থং প্রকৃষ্টং পাবনমত্যন্তশুদ্ধত্বমুচ্যতে যদেবং লক্ষণং পরমং ব্রহ্ম তদ্ভবানেব নান্য ইত্যর্থঃ। কুতস্ত্বমেবমজ্ঞাসীরিত্যাশঙ্ক্যাপ্তবাক্যাদিত্যাহ পুরুষমিতি। দিবি পরমে ব্যোম্নি ভবতীতি দিব্যঃ সর্ব্বপ্রপঞ্চাতীতং দীব্যতি দ্যোতত ইতি দেবঃ সচাদিঃ সর্ব্বমূলত্বাদতএবাজস্তং ত্বাং সর্ব্বগতমাহুরিতি সম্বন্ধঃ উক্ত বিশেষণং ত্বামৃষয়ঃ সর্ব্বে যস্মাদাহুস্তস্মাত্তদ্বচনাত্তদ্যথোক্তং ব্রহ্মত্বং যুক্তমিত্যাহ ঈদৃশমিতি। ঋষিগ্রহণেন গৃহীতানামপি নারদাদীনাং বিশিষ্টাৎ পৃথক্ গ্রহণং, অসিতো দেবলস্য পিতা। কিমন্যৈস্ত্বং স্বয়মেবাত্মান মুক্তরূপং মহ্যমুক্তবানিত্যাহ স্বয়ঞ্চেতি॥ ১২।১৩॥

রামানুজ।—এবং সকলেতরবিসজাতীয়ং ভগবদসাধারণং শৃণ্বতাং নিরতিশয়ানন্দজনকংকল্যাণগুণগণযোগং তদৈশ্বর্য্যবিভূতিঞ্চ শ্রুত্বা তদ্বিস্তারং [শ্রোতু] জ্ঞাতুকামঃ অর্জ্জুন উবাচ। পরং ব্রহ্মেতি। পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পরমং পবিত্রমিতি যং শ্রুতয়ো বদন্তি স হি ভবান্। "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি, তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ব্রহ্মেতি" "ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরং" "সযোহবৈ তৎপরং ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি।" ইতি। নারায়ণ পরং ব্রহ্ম তত্বং নারায়ণঃ পরঃ নারায়ণঃ পরং জ্যোতিরাত্মানারায়ণঃ পরং। তথাপরং ধাম ধাম শব্দো জ্যোতির্ব্বচনঃ পরং জ্যোঃতিঃ "অথ যদতঃপরোদিব্যজ্যোতি দীপ্যতে পরং জ্যোতিঃ রূপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে তং দেব জ্যোতিষাং জোতিঃ ইত্যাদি শ্রূয়তে। তথা পরমং পবিত্রং পরমং পাবনং স্মর্ত্তুশ্চাশেষ কল্মষা শ্লেষ বিনাশকরং চ যথা "পুষ্করপলাশ আপোনশ্লিষ্যন্তে বমেবং বিদি পাপং কর্ম্ম নশ্লিষ্যতে তদ্যথৈষীকাতূলমগ্নৌ প্রোতং প্রদূয়েতৈব গহাস্য সর্ব্বেপাত্মান প্রদূয়ন্তে ঋষয়শ্চ সর্ব্বে পরাবরতত্ত্বযাথাত্ম্যবিদস্ত্বামেবং শাশ্বতং দিব্যং পুরুষমাদি দেব মজং বিভুং আহুস্তথৈব দেবর্ষি নারদ অসিতো দেবলো ব্যাসশ্চ "এষ নারায়ণ শ্রীমান্ ক্ষীরার্ণব নিকেতনঃ। নাগপর্য্যঙ্ক মুৎসৃজ্য হ্যাগতোমথুরাপুরীম্। পুণ্যা দ্বারাবতী তত্র যত্রাস্তে মধুসূদনঃ। সাক্ষাদ্দেবঃ পুরাণোহসৌ সহিধর্ম্ম সনাতনঃ। যে চ বেদবিদো বিপ্রা যেচাধ্যাত্মবিদোজনাঃ তেবদন্তি মহাত্মানং কৃষ্ণং ধর্ম্মং সনাতনং। পরিত্রাণাং হি গোবিন্দ পবিত্রং পরমুচ্যতে। পুণ্যানামপি পুণ্যোহসৌ মঙ্গলানাঞ্চ মঙ্গলং। ত্রৈলোক্যং পুণ্ডরীকাক্ষো দেবদেবঃ সনাতনঃ। আস্তে হরিরচিন্ত্যাত্মা তত্রৈব মধুসূদনঃ।" তথা "যত্র নারায়ণো দেবঃ পরমাত্মা সনাতনঃ। তত্র কৃৎস্নং জগৎ পার্থ তীর্থান্যায়তনানি চ। তৎ পুণ্যং তৎপরংব্রহ্ম তত্তীর্থং তত্র যো বনং। তত্রদেবর্ষয়ঃ সিদ্ধাঃ সর্ব্বেচৈবতপোধনাঃ। আদিদেবো মহাযোগী যত্রাস্তে মধুসূদনঃ। পুণ্যানামপি তৎ পুণ্যং মা ভূত্তে সংশয়োহত্রবৈ। কৃষ্ণ এবহি লোকানামুৎপত্তিরপিচাপ্যয়ঃ। কৃষ্ণস্থহি কৃতে ভূত মিদং বিশ্বং চরাচরম্।" ইতি তথা স্বযমেব ব্রবীষিচ। "ভূমিরাপোনলো বায়ুরিত্যাদিনা অহং সর্ব্বস্য প্রভবোমত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে" ইত্যন্তেন॥ ১২।১৩॥

হনুমান।—ভবান্ পরমুত্তমং ব্রহ্মপরিপূর্ণং বস্তু পরংধাম উত্তমাশ্রয়ঃ পরমং পবিত্রং ত্বাং ঋষয়ো বশিষ্ঠাদ্যা দেবর্ষিনারদাসিতাদয়শ্চ পুরুষং পূর্ণযশোগুণং শাশ্বতং নির্ব্বিকারং দিব্যং লোকবিলক্ষণং আদিদেবং অজঃ বিভুং ব্যাপকমাহুঃ। অহং সর্ব্বস্যেত্যাদিনা স্বয়ং চ মে মহ্যং ব্রবীষি বদসি॥ ১২—১৩॥

শ্রীধর।—সংক্ষেপেণোক্তাং বিভূতিং বিস্তরেণ জিজ্ঞাসুর্ভগবন্তং স্তুবন্নর্জ্জুন উবাচ পরং ব্রহ্মেতি সপ্তভিঃ। পরং ব্রহ্ম পরং ধাম চ আশ্রয়ঃ পরমং পবিত্রং ভবানেব, কুত ইত্যত আহ যতঃ শাশ্বতং নিত্যং পুরুষং, তথা দিব্যং দ্যোতনাত্মকং স্বয়ংপ্রকাশং, আদিশ্চাসৌ দেবশ্চেতি তং দেবানামাদিভূতমিত্যর্থঃ, তথা অজং অজন্মানং বিভুঞ্চ ব্যাপকং ত্বামেবাহুঃ। কে তে ইত্যাহ আহুরিতি। ঋষয়ো ভৃগ্বাদয়ঃ সর্ব্বে, দেবর্ষিশ্চ নারদঃ, অসিতশ্চ দেবলশ্চ ব্যাসশ্চ, স্বয়ং ত্বমেব সাক্ষান্মে মহ্যং ব্রবীষি॥ ১২—১৩॥

বলদেব।—সংক্ষেপেণ শ্রুতাং বিভূতিং বিস্তরেণ শ্রোতুমিচ্ছন্নর্জ্জুন উবাচ পরমিতি। ভবানেব সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মেতি শ্রূয়মাণং পরং ব্রহ্ম। ভবানেব তস্মিন্নবাশ্রিতাঃ সর্ব্বে তদু নাত্যেতি কশ্চনেতি শ্রূয়মাণং পরং ধাম নিখিলাশ্রয়ভূতং বস্তু। ভবানেব পরমং পবিত্রং জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাপৈঃ সর্ব্বং পাপ্মানং তরতি নৈনং পাপ্মা তরতীত্যাদি শ্রূয়মাণং স্মর্ত্তুরখিলপাপহরং বস্তু ইত্যহং বেদ্মি তথা সর্ব্বে তদনুকম্পিতা ঋষয়স্তেষু প্রধানভূতা নারদাদয়শ্চ তস্মাৎ কৃষ্ণ এব পরো দেবস্তং ধ্যায়েত্তং রসেত্তং ভজেত্তং যজেদিতি ওঁ তৎসদিতি জন্মজরাভ্যাং ভিন্নঃ স্থাণুরয়মচ্ছেদ্যোঽয়মিতি শ্রুত্যর্থবিদস্ত্বাং দিব্যং পুরুষমাদিদেবমজং বিভুমাহুস্তত্তৎকথাসম্বাদেষু পুরাণেষ্বিতিহাসেষু চ স্বয়ঞ্চ ব্রবীষীতি। অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মেতি যো মামজমনাদিঞ্চেতি। অহং সর্ব্বস্য প্রভব ইত্যাদিভিঃ॥ ১২—১৩॥

মধুসূদন।—এবং ভগবতো বিভূতিং যোগং চ শ্রুত্বা পরমোৎকণ্ঠিতঃ অর্জ্জুন উবাচ পরমিতি। পরং ব্রহ্ম পরং ধাম আশ্রয়ঃ প্রকাশো বা পরমং পবিত্রং পাবনং চ ভবানেব, যতঃ পুরুষং পরমাত্মানং শাশ্বতং সর্ব্বদৈকরূপং দিবি পরমে ব্যোম্নি স্বস্বরূপে ভবং দিব্যং সর্ব্বপ্রপঞ্চাতীতং আদিং চ সর্ব্বকারণং দেবং চ দ্যোতনাত্মকং স্বপ্রকাশমাদিদেবং অতএবাজং বিভুং সর্ব্বগতং ত্বামাহুরিতি সম্বন্ধঃ। আহুঃ কথয়ন্তি ত্বামনন্তমহিমানং ঋষয়স্তত্ত্বজ্ঞাননিষ্ঠাঃ সর্ব্বে ভৃগুবশিষ্ঠাদয়ঃ, তথা দেবর্ষির্নারদঃ, অসিতো দেবলশ্চ ধৌম্যস্য জ্যেষ্ঠো ভ্রাতা, ব্যাসশ্চ ভগবান কৃষ্ণদ্বৈপায়নঃ এতেঽপি ত্বাং পূর্ব্বোক্তবিশেষণং মে মহ্যমাহুঃ; সাক্ষাৎ কিমন্যৈর্ব্বক্তৃভিঃ স্বয়মেব ত্বং চ মহ্যং ব্রবীষি। অত্র ঋষিত্বেঽপি সাক্ষাদ্বক্তৄণাং নারদাদীনামতিবিশিষ্টত্বাৎ পৃথগ্‌গ্রহণম্॥ ১২—১৩॥

নীলকণ্ঠ।—এবং এতাং বিভূতিং যোগং চেত্যাদিনা বিভূতিজ্ঞানস্য ফলোদর্কং শ্রুত্বা তৎ প্রাপ্তুমুৎসুকঃ প্রথমং স্তুত্যা ভগবন্তমাবর্জয়ন্নর্জ্জুন উবাচ পরমিতি পরংব্রহ্ম নত্বপরমুপাস্যং "তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে" ইতি শ্রুতেঃ পরংধাম জ্যোতিঃ নত্বপরং বৃত্তিরূপজ্ঞানং এতস্য হ্রী ধী ভীরিত্যেতৎ সর্ব্বং মন এবেতি শ্রুতের্বৃত্তিরূপত্বাৎ পরমং পবিত্রং নতু তীর্থাদিবদপরমং ভবান্ তত্র মানমাহ পুরুষমিতি সার্দ্ধেন পুরুষং দেহান্তরস্থং শাশ্বতং নিত্যং দিব্যং

দিবি হার্দ্দাকাশে আবির্ভূতং আদিদেবং স্বগ্রাত্মনোহপ্যাদ্যঃ অতএব অজং বিভুং ব্যাপকং ত্বাং ঋষয় আহুরিতিসংবন্ধঃ ॥ ১২—১৩ ॥

বিশ্বনাথ।—সংক্ষেপেনোক্তমর্থং বিস্তরেণ শ্রোতুমিচ্ছন্ স্তুতিপূর্ব্বকমাহ পরমিতি। পরং সর্ব্বোৎকৃষ্টং ধাম শ্যামসুন্দরং বপুরেব পরংব্রহ্ম। "গৃহদেহত্বিট্ প্রভাবা ধামানি" ইত্যমরঃ। তদ্ধামভবান্ ভবতি। জীবস্যেব তব দেহদেহিবিভাগো নাস্তীতি ভাবঃ। ধাম কীদৃশং পরং পবিত্রং দ্রষ্টৃণামবিদ্যামালিন্যহরং অতএব ঋষয়োহপি ত্বাং শাশ্বতং পুরুষমাহুঃ পুরুষাকারস্যাস্য নিত্যত্বং বদন্তি ॥ ১২—১৩ ॥

তাৎপর্য্য।—শ্রীভগবানের পূর্ব্বোক্তরূপ বিভূতি বর্ণনা, শক্তিমত্তা এবং ভক্তগণের প্রতি অনুকম্পার কথা শ্রবণ করিয়া অর্জ্জুনের হৃদয় প্রেমে বিগলিত হইয়া আসিল, তখন তাঁহার জ্ঞান-পিপাসা বলবতী হইল। বিশেষতঃ পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকে ভগবান্ স্বকীয় অনুকম্পার উল্লেখ করিয়াছেন। সেই অনুকম্পাপূর্ণ বিশ্বেশ্বর সশরীরে অর্জ্জুনের সম্মুখে বিরাজমান। এমন শুভ সুযোগ আর কাহার ভাগ্যে ঘটে! তখন প্রেমার্দ্র ভক্তি-বিগলিত হৃদয়ে অর্জ্জুন ভবভয়হারী ভগবানকে প্রাণের জিজ্ঞাস্য নিবেদন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

হে ভগবন্! আপনি পরব্রহ্ম অর্থাৎ পরমাত্মা। শ্রুতি বলিয়াছেন "সত্যং জ্ঞান মনন্তং ব্রহ্ম" অর্থাৎ ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ এবং অনন্তস্বরূপ। অথবা আপনি শ্যামকলেবরধারী পূর্ণপুরুষরূপ পরব্রহ্ম। আপনি পরমধাম অর্থাৎ আপনি সর্ব্বাশ্রয় অথবা সর্ব্বপ্রকাশক ও স্বপ্রকাশ। আপনি এই চরাচরের চেতনাচেতন যাবতীয় পদার্থের আশ্রয়ভূত পরমবস্তু। আপনি পরম পবিত্র অর্থাৎ সর্ব্বশ্রেষ্ঠপূতপাবন বস্তু। আপনার স্মৃতিমাত্রেই অশেষ কলুষরাশি নিঃশেষিত হয় এবং আপনাকে দৃষ্টিমাত্রেই দর্শকের অবিদ্যাজনিত যাবতীয় মায়ামোহাপগত হয়। আপনি শাশ্বতপুরুষ অর্থাৎ আপনি নিত্য সনাতন পরমেশ্বর। জ্ঞানিগণ বলিয়াছেন যে, আপনার পুরুষাকারই নিত্য, আর আপনি সর্ব্বদা একরূপ অর্থাৎ আপনি সমভাবে সমাকারে বিকারশূন্য হইয়া নিত্য বিরাজমান। আপনি দিব্য অর্থাৎ পরমাকাশে স্বয়মুৎপন্ন ও প্রপঞ্চাতীত। আপনি তেজঃপুঞ্জপরিবেষ্টিত দিব্যধামে স্বপ্রকাশরূপে অধিষ্ঠিত। আপনি আদি দেব অর্থাৎ সকল দেবতার মূল ও কারণস্বরূপ পরমদেবতা। আপনি অজ অর্থাৎ জন্মরহিত। বিজ্ঞগণ আপনার জন্মের কথা কখনই জানেন না এবং তাহা স্বীকারও করেন না।

আপনি বিভু অর্থাৎ সর্ব্বগতও সর্ব্বব্যাপক। আপনার এই সকল অলৌকিক স্বরূপ ও মহত্ত্বের কথা বশিষ্ঠাদি যাবতীয় ঋষি* মুক্তকণ্ঠে ভক্তিগদগদ স্বরে সংঘোষিত করিয়া থাকেন। অপিচ দেবর্ষি নারদ† অসিত দেবল এবং কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস‡ নানাস্থানে নানাভাবে ভগবানের এইরূপ তত্ত্ব-

---

* ঋষিদিগের উৎপত্তি।—পূর্ব্বে ঋষিদিগের প্রসঙ্গ উত্থাপন করা হইয়াছে। এই শ্লোকেও ঋষিসমূহের কথার অবতারণা আছে, অতএব তাঁহাদিগের উৎপত্তির বিবরণ উদ্ধৃত করা হইতেছে।

“পুলস্ত্যো দক্ষকর্ণাচ্চ পুলহো বামকর্ণতঃ। দক্ষনেত্রাত্তথাঽত্রিশ্চ বামনেত্রাৎ ক্রতুঃ স্বয়ং॥ অরুনির্নাসিকারন্ধ্রাদঙ্গিরাশ্চ মুখাদ্রুচি। ভৃগুশ্চ বামপার্শ্বাচ্চ দক্ষো দক্ষিণপার্শ্বতঃ॥ ছায়ায়াঃ কর্দ্দমো জাতোনাভেঃ পঞ্চশিখস্তথা। বক্ষসশ্চৈব বোঢ়ুশ্চ কণ্ঠদেশাচ্চ নারদঃ॥ মরীচিঃ স্কন্ধদেশাচ্চৈবাপান্তরতমা গলাৎ। বশিষ্ঠো রসনাদেশাৎ প্রচেতা অধরোষ্ঠতঃ॥ হংসশ্চ বামকুক্ষেশ্চ দক্ষকুক্ষের্যতিঃ স্বয়ং॥” (ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ ব্রহ্মখণ্ড ৮ম অধ্যায় ২৪—২৭ শ্লোক)।

ব্রহ্মার দক্ষিণ কর্ণ হইতে পুলস্ত্য, বাম কর্ণ হইতে পুলহ, দক্ষিণ চক্ষু হইতে অত্রি এবং বাম চক্ষু হইতে স্বয়ং ক্রতু জন্মগ্রহণ করিলেন। নাসিকা রন্ধ্র হইতে অরুনি, মুখ হইতে অঙ্গিরা, বামপার্শ্ব হইতে ভৃগু এবং দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে দক্ষ, ছায়া হইতে কর্দ্দম, নাভিদেশ হইতে পঞ্চশিখ, বক্ষদেশ হইতে বোঢ়ু এবং কণ্ঠদেশ হইতে হরিপরায়ণ দেবর্ষি নারদ জন্মগ্রহণ করিলেন। ব্রহ্মার স্কন্ধদেশ হইতে মরীচি, গলদেশ হইতে অপান্তরতম, রসনা হইতে বশিষ্ঠ, অধরোষ্ঠ হইতে প্রচেতা, বাম কুক্ষি হইতে হংস, দক্ষিণ কুক্ষি হইতে স্বয়ং যতি জন্মগ্রহণ করিলেন।

† নারদ।—ব্রহ্মার পুত্র দেবর্ষি। ইঁহার জন্মের পর লোকপিতামহ নারদকে প্রজা সৃষ্টি করিতে আদেশ করেন। তাহাতে নারদ প্রতিবাদ করিয়া সবিনয়ে বলিলেন, “ঘোরবিপদসঙ্কুল বিবিধমায়ামোহাদিপরিবৃত বিষয়ক্ষেত্রে পর্য্যটন করিয়া সাংসারিক লোকের ন্যায় বিষয় লিপ্ত হইতে আমার বাসনা নাই, আমার অন্তরে তপশ্চর্য্যা ও শ্রীকৃষ্ণ দেবতার আরাধনা ভিন্ন অন্য কোন কামনা নাই। অতএব আমার প্রতি নিষ্করুণ হইয়া প্রজা সৃষ্টির ভার প্রদান করিবেন না।” নারদের এইরূপ অভিপ্রায় শ্রবণে প্রজাপতি ব্রহ্মা নিরতিশয় কোপ সন্তপ্ত হইয়া উঠিলেন, এবং অভিসম্পাত প্রদান করিয়া বলিলেন “আমার বাক্য অবহেলা করায় তোমাকে অতঃপর ঘোর ইন্দ্রিয়াসক্ত যুবতী-সঙ্গলোলুপ,—লম্পটচূড়ামণি রূপে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে। গন্ধর্ব্বকুলে উপবর্হন্ নামে সুন্দর কলেবর ধারণ করিয়া তুমি আবির্ভূত হইবে। এবং বহুকাল এইরূপ ভোগের পর দাসীপুত্ররূপে তোমার জন্ম হইবে। তদনন্তর কৃষ্ণভক্তি প্রভাবে শাপ মুক্ত হইয়া পুনরায় আমার পুত্ররূপে জন্ম লাভ করিবে।”

পিতামহের এই বাক্য শ্রবণে রোরুদ্যমান নারদ বলিলেন,—“আপনার অলঙ্ঘনীয় বাক্যানুসারে আমার দুর্গতি অপরিহার্য্য। কিন্তু এই প্রার্থনা করি যে, কৃপা করিয়া এই ব্যবস্থা করুন যেন আমি কোন দুরবস্থাতেই হরিভক্তিবিহীন না হই।” অনন্তর ব্রহ্মার বাসনাক্রমে নারদকে প্রথমে উপবর্হন গন্ধর্ব্ব, পরে দাসীপুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিতে হইল। বহুকালাত্যয়ে শাপাবসানে তিনি পুনরায় নারদরূপে ব্রহ্মলোকে স্থান পাইলেন। (ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ ব্রহ্ম খণ্ড ৮ম অধ্যায়)

‡ ব্যাস।—দাসরাজ-নন্দিনী সত্যবতীর গর্ভে পরাশর ঋষির ঔরসে মহর্ষি বেদব্যাসের জন্ম হয়। তিনি বেদ সমস্তের বিভাগ কর্ত্তা এবং পুরাণসমূহের রচয়িতা বলিয়া প্রসিদ্ধ। তাঁহার বিস্তারিত বিবরণ মহাভারতে পরি-

কথা বিশেষরূপে পরিব্যক্ত করিয়াছেন। কেবল যে পবিত্র শাস্ত্রগ্রন্থাদিতে শ্রীভগবানের ইত্যাকার মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে অথবা সর্ব্বজ্ঞান সম্পন্ন পুণ্যময় দেবর্ষি বা মহর্ষিগণ ভগবানের এতাদৃশ মাহাত্ম্য ঘোষণা করিয়াছেন এমন নহে। শ্রীভগবান স্বয়ং ও অর্জ্জুনের নিকট এই তত্ত্বকথা নিজমুখে নানাস্থানে বিশদভাবে পরিব্যক্ত করিয়াছেন। এই শ্লোক উপলক্ষে পূজ্যপাদ শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য কয়েকটি শ্রৌত বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। যেন জাতানি জীবন্তি যৎপ্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্‌ব্রহ্ম" (তৈত্তিরীয় উপনিষৎ ভৃগুবল্লী নাম তৃতীয় বল্লী ১ শ্লোক)। অর্থাৎ যাঁহা হইতে এই প্রাণীসকল জন্মগ্রহণ করে, যাঁহা দ্বারা জাত প্রাণী সকল জীবন ধারণ করে, এবং অন্তকালে যাঁহাতে প্রবেশ করে, তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে। "ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরং" (তৈত্তিরীয়োপনিষৎ ব্রহ্মানন্দবল্লীনাম প্রথমানুবাক দ্বিতীয়বল্লী) অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞব্যক্তি পরব্রহ্মকে লাভ করেন। "নারায়ণঃ পরং ব্রহ্ম তত্ত্বং নারায়ণঃ পরঃ। নারায়ণঃ পরং জ্যোতিরাত্মা নারায়ণঃ পরঃ" অর্থাৎ নারায়ণই পরব্রহ্ম, নারায়ণই পরমতত্ত্ব, নারায়ণই পরম জ্যোতিঃ নারায়ণই পরমাত্মা। তদনন্তর আচার্য্য মহোদয় যে ঋষিবাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা যথাস্থানে ভাষ্যমধ্যে দ্রষ্টব্য। নিম্নে তাহার ভাবার্থ প্রদত্ত হইতেছে।

"এই নারায়ণ ক্ষীরোদ সাগরমধ্যে অনন্তনাগের পৃষ্ঠরূপ পর্য্যঙ্কে শয়ান ছিলেন। সে শয্যা পরিত্যাগ পূর্ব্বক মথুরাপুরীতে আগমন করিলেন; তদনন্তর মধুসূদনের প্রিয় নিকেতন পুণ্যময় দ্বারকানগরে শুভাগমন করিলেন।

দৃষ্ট হয়। শাস্ত্রে যুগে যুগে অনেক ব্যাসের উল্লেখ আছে এবং বিবিধ ব্যাপারে জগতের হিতসাধনকল্পে তাঁহারা নিযুক্ত বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অংশরূপে ব্যাসদেব ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ। ব্যাস নিত্য। প্রতিদ্বাপর যুগে প্রথমাদিক্রমে যে সকল ব্যাসের আবির্ভাব হইয়াছে তাঁহাদের নাম যথা। "প্রথম দ্বাপরে ব্যাস ভগবান্ স্বয়ম্ভূ, দ্বিতীয়ে প্রজাপতি মনু, তৃতীয়ে উশনা, চতুর্থে বৃহস্পতি, পঞ্চমে সবিতা ব্যাস, ষষ্ঠে মৃত্যু ব্যাস, সপ্তমে ইন্দ্র ব্যাস, অষ্টমে বশিষ্ঠ ব্যাস, নবমে সারস্বত ব্যাস, দশমে ত্রিধামা ব্যাস, একাদশে ত্রিবৃষ ব্যাস, দ্বাদশে ভারদ্বাজ, ত্রয়োদশে অন্তরীক্ষ ব্যাস, চতুর্দ্দশে ধর্ম্মী ব্যাস, পঞ্চদশে ত্রয্যারুণ ব্যাস, ষোড়শে ধনঞ্জয়, সপ্তদশে কৃতঞ্জয়, অষ্টাদশে ঋণজ্য ব্যাস, উনবিংশে ভরদ্বাজ, বিংশে গৌতম, একবিংশে হর্য্যাত্মা, দ্বাবিংশে বেণ, ত্রয়োবিংশে তৃণবিন্দু, চতুর্বিংশে বাল্মিকী, পঞ্চবিংশে শক্তি, ষড়বিংশে আমি (পরাশর,) সপ্তবিংশে জাতুকর্ণ, অষ্টাবিংশে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন।"

(বিষ্ণুপুরাণ ৩ অংশ ৩য় অধ্যায় ১১—১৯ শ্লোক)।

তিনিই সাক্ষাৎ সনাতন আদিস্বরূপ এবং ধর্ম্মস্বরূপ। যে সকল বিপ্রোত্তম বেদজ্ঞান সম্পন্ন, যাঁহারা আধ্যাত্মিক বিদ্যায় পারদর্শী, তাঁহারা সকলেই বলিয়া থাকেন যে, সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সনাতন এবং ধর্ম্মস্বরূপ পুরুষ। সেই গোবিন্দ পবিত্রদিগের অপেক্ষাও পরম পবিত্র। তিনি পুণ্যবান্ এবং সকল মঙ্গলের অপেক্ষাও পরম মঙ্গল। ত্রিলোকব্যাপী সেই পুণ্ডরীকাক্ষ দেবদেব এবং সনাতন, সেই মধুসূদন শ্রীহরি সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত আছেন। হে পার্থ! যে স্থানে সকল তীর্থ এবং আয়তন অধিষ্ঠিত, তাহাই পুণ্য, তাহাই পরব্রহ্ম. তাহাই তীর্থ, তাহাই তপোবন, সেই স্থানেই দেবর্ষিগণ সিদ্ধগণ এবং তপোধনগণ অবস্থিতি করেন। আদিদেব মহাযোগী মধুসূদন যে স্থানে বিরাজমান, তাহা সকল পুণ্যক্ষেত্রাপেক্ষা পুণ্যময় এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হইতেই লোকের উৎপত্তি, এবং তাঁহাতেই লয়। এই চরাচর বিশ্ব এবং ভূত সমূহ শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক সৃষ্ট। আপনি স্বয়ংও এই কথা নানা ভঙ্গিতে আমাকে বলিয়াছেন। এই গ্রন্থের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে নানাভাবে আপনি স্বকীয় লোকাতীত মহত্ব ও সর্ব্বশক্তিমত্ব কীর্ত্তন করিয়াছেন, সুতরাং শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশ এবং ভবদীয় মুখনিঃসৃত বাক্যের এ সম্বন্ধে কোনই বিসম্বাদ দেখিতেছি না। শ্রীমদর্জ্জুনের জ্ঞান-পিপাসা যেরূপ বৰ্দ্ধিত হইয়াছে এবং ভগবদুপদেশ-শ্রবণরূপ-শান্তিলাভার্থ যে আকাঙ্ক্ষা জন্মিয়াছে, বর্ত্তমান শ্লোকে তাহার সূচনা আরম্ভ হইয়াছে। অতঃপর ক্রমশঃ কয় শ্লোকে তিনি শ্রীভগবানকে বিস্তারিতরূপে তত্বজ্ঞান প্রদানের নিমিত্ত অনুরোধ করিবেন।

বর্ত্তমান শ্লোকে পুরুষ শব্দের উল্লেখ আছে, এই গ্রন্থের উত্তর ভাগেও পুরুষ শব্দ পরিদৃষ্ট হইবে। পুরুষ শব্দের সম্পূর্ণ মর্ম্মাবধারণ একান্ত আবশ্যক কেননা নিম্নলিখিত শ্রুতি এবং অন্যান্য বহুস্থানেও আদিদেবকে পুরুষ নামে অভিহিত করা হইয়াছে।

পূর্ব্বে নানাস্থানে এই শ্রুতি বিশেষরূপে আলোচিত হইয়াছে। পাঠকগণের বোধ সৌকর্য্যের সহায়তার অনুরোধে পুনরায় সেই শ্রুতি এস্থলে উদ্ধৃত হইল। "ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরাহ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ। মনসশ্চ পরা বুদ্ধির্বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ। মহতঃপরমব্যক্ত মব্যক্তাৎ পুরুষঃপরঃ। পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরাগতিঃ। (কঠোপনিষৎ

৩য়বল্লী ১০।১১) অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সমূহ হইতে ইন্দ্রিয়বিষয়সমূহ শ্রেষ্ঠ, বিষয় সমূহ হইতে মনঃ শ্রেষ্ঠ, মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, এবং বুদ্ধি হইতে মহান আত্মা শ্রেষ্ঠ। মহৎ হইতে অব্যক্ত শ্রেষ্ঠ, অব্যক্তাপেক্ষা পুরুষ, পুরুষ হইতে শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই, সেই শেষ, তাহাই পরাগতি ॥

ঋগ্বেদে ১০ম মণ্ডলে পুরুষসূক্তনামে একটি স্বতন্ত্র সূক্ত বিদ্যমান আছে ঐ সূক্ত ব্রাহ্মণ মাত্রেরই অবশ্যজ্ঞাতব্য, অন্ততঃ তাহার প্রথমাংশ এতদ্দেশীয় সকল বিপ্র অবগত আছেন। তদযথা। "সহস্র শীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ। সভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাঽত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্ ॥ ১ ॥ পুরুষ এবেদং সর্ব্বং যদ্ভূতং যচ্চভব্যম্। উতামৃতত্বস্যেশানো যদন্নেনাতিরোহতি ॥ ২ ॥ এতাবানস্য মহিমাঽতো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ। পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি ॥ ৩ ॥ ত্রিপাদূর্দ্ধ উদৈৎ পুরুষঃ পাদোঽস্যেহাভবৎপুনঃ। ততো বিষ্বঙ্ ব্যক্রামৎ সাশনানশনে অভি ॥ ৪ ॥ তস্মাদ্বিরাড়জায়ত বিরাজো অধিপুরুষঃ। সজাতো অত্যরিচ্যত পশ্চাদ্ভূমি মথো পুরঃ ॥ ৫ ॥ যৎপুরুষেণ হবিষা দেবা যজ্ঞ মতন্বত। বসন্তো অস্যাসীদাজ্যং গ্রীষ্ম ইধ্মঃ শরদ্ধবিঃ ॥ ৬ ॥ তং যজ্ঞং বর্হিষি প্রৌক্ষন্ পুরুষং জাতমগ্রতঃ। তেন দেবা অযজন্ত সাধ্যা ঋষয়শ্চযে ॥ ৭ ॥ তস্মাৎ যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুতঃ সংভৃতং পৃষদাজ্যং। পশূন্তাঁশ্চক্রে বায়ব্যানারণ্যান্ গ্রাম্যাশ্চ যে ॥ ৮ ॥ তস্মাৎ যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুত ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে। ছন্দাংসি জজ্ঞিরে তস্মাৎ যজুস্তস্মাদজায়ত ॥ ৯ ॥ তস্মাদশ্বা অজায়ন্ত যে কে চোভয়াদতঃ। গাবোহ জজ্ঞিরে তস্মাত্তস্মাজ্জাতা অজাঽবয়ঃ ॥ ১০ ॥ যৎপুরুষং ব্যদধুঃ কতিধা ব্যকল্পয়ন্। মুখং কিমস্য কৌ বাহূ কা ঊরূ পাদা উচ্যেতে ॥ ১১ ॥ ব্রাহ্মণোঽস্যমুখমাসীদ্ বাহূরাজন্যঃ কৃতঃ। ঊরূ তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত ॥ ১২ ॥ চন্দ্রমা মনসোজাতশ্চক্ষোঃ সূর্য্যো অজায়ত। মুখাদিন্দ্রশ্চাগ্নিশ্চ প্রাণাদ্বায়ুরজায়ত ॥ ১৩ ॥ নাভ্যা আসীদন্তরিক্ষং শীর্ষ্ণো দ্যৌঃ সমবর্ত্তত। পদ্ভ্যাংভূমির্দিশঃ শ্রোত্রাত্তথালোকাং অকল্পয়ন্ ॥ ১৪ ॥ সপ্তাস্যাসন্ পরিধয়স্ত্রিঃ সপ্ত সমিধঃ কৃতাঃ। দেবা যদ্‌যজ্ঞং তন্বানা অবধ্নন্ পুরুষং পশুম্ ॥ ১৫ ॥ যজ্ঞেন যজ্ঞমযজন্ত দেবাস্তানি ধর্ম্মাণি প্রথমান্যাসন্। তে হ নাকং মহিমানঃ সচন্ত যত্র পূর্ব্বে সাধ্যাঃ সন্তি দেবাঃ ॥ ১৬ ॥

এই সূক্তের বঙ্গানুবাদ এইরূপ—সেই বিরাট পুরুষের সহস্র অর্থাৎ

অসংখ্য মস্তক, চক্ষুঃ অসংখ্য, পাদও অসংখ্য, তিনি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া দশ অঙ্গুলি অতিক্রম পূর্ব্বক অবস্থিত রহিয়াছেন ॥ ১ ॥

দৃশ্যমান এই চরাচর বিশ্ব, যাহা হইয়াছে এবং যাহা হইবেক সমস্তই সেই বিরাট পুরুষ। ইনি জীবগণকে দেবতা করিয়া থাকেন। কেননা জীবনের ভোগের নিমিত্ত অন্নদ্বারা অতিরোহণ করেন ।। ২ ।।

ভূতাদি সমস্ত বিশ্ব সেই সর্ব্বব্যাপী বিরাট পুরুষের মহিমা, কিন্তু এই বিরাট পুরুষ ইহা (বিশ্ব) অপেক্ষাও অতি বৃহৎ। ব্রহ্মাণ্ডস্থ প্রাণিসমূহ তাঁহার এক পাদমাত্র, শূন্যে অমর অংশ তাঁহার তিনপাদ ।। ৩ ।।

সেই বিরাট পুরুষ আপনার তিন অংশ লইয়া উপরে উত্থিত হইলেন, পুরুষের একপাদ মাত্র মায়াতে পুনঃ পুনঃ আসিতেছেন। তৎপরে তিনি চেতন ও অচেতন রূপে বিশ্বস্থ যাবতীয় বস্তুতে ব্যাপ্ত হইলেন ॥ ৪ ॥

সেই আদিপুরুষ হইতে ব্রহ্মাণ্ড হইল, ব্রহ্মাণ্ড শরীরাভিমানী কোন এক অনির্ব্বচনীয় পুরুষ সেই ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে স্বয়ং প্রকাশিত হইলেন। তিনি জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক নানাপ্রকার জীবভাব প্রাপ্ত হইলেন। পুরোভাগে ও পশ্চাৎ ভাগে পৃথিবীকে অতিক্রম করিলেন ।। ৫ ॥

সেই পুরুষকে হবি কল্পনা করিয়া দেবগণ তখন যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। বসন্ত ঋতু এই যজ্ঞের ঘৃত হইল, গ্রীষ্ম ঋতু কাষ্ঠ হইল এবং শরৎ ঋতু হবি স্থানীয় হইল ।। ৬ ।।

অমরগণ সেই প্রথমজাত পুরুষকে যজ্ঞীয় পশুস্বরূপে সেই বহ্নিতে পূজা দিয়া যজ্ঞ সম্পাদন করেন, দেবগণ ও সাধ্যবর্গ এবং ঋষিগণ এই যজ্ঞের কর্ত্তা ।। ৭ ।।

অমরগণের যজ্ঞে অতিশয় আনন্দিত হইয়া সেই যজ্ঞ পুরুষ সর্ব্ব প্রথমে দধি ও ঘৃতের সৃষ্টি করিলেন। তদনন্তর বায়ুদৈবত আরণ্য পশু সকল সৃষ্টি করিলেন পরিশেষে গ্রাম্য পশুসকল সৃষ্ট হইল ।। ৮ ।।

সেই যজ্ঞ হইতে ঋক্‌মন্ত্র ও সামগান প্রাদুর্ভূত হইল। ছন্দ সকল তথা হইতে এবং তাঁহা হইতে যজুর্মন্ত্র সকল ও প্রাদুর্ভূত হইল ।। ৯ ।।

তাঁহা হইতে অশ্ব সকল ও গর্দ্দভ সকল উৎপন্ন হইল. দন্তপংক্তি বিশিষ্ট অন্য অন্য পশু সকলও জন্মগ্রহণ করিল, এবং তাঁহা হইতেই গো, ছাগ, ও মেষ সকল উৎপন্ন হইল ।। ১০ ।।

পুরুষকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কয় ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছিল। ইহার শির দুই হস্ত দুই উরু ও দুই চরণ কি হইল ? ।। ১১ ।।

ইহার মুখ ব্রাহ্মণ, বাহুদ্বয় ক্ষত্রিয়, উরুদ্বয় বৈশ্য ও পাদযুগল শূদ্র হইল ।। ১২ ।।

মন হইতে চন্দ্র হইলেন, চক্ষু হইতে সূর্য্য, মুখ হইতে ইন্দ্র ও অগ্নি উৎপন্ন হইলেন। প্রাণ হইতে বায়ুর উৎপত্তি হইল ।। ১৩ ।।

নাভি হইতে ব্যোম, শির হইতে স্বর্গ, এবং পাদদ্বয় হইতে পৃথিবী হইল। কর্ণ হইতে দিক্‌সমূহ ও ভুবন সকল সৃষ্ট হইল ।। ১৪ ।।

দেবগণ যজ্ঞ করিয়া যখন বিরাট পুরুষকে পশু কল্পনা করিয়াছিলেন তখন সপ্তপ্রকার ছন্দ অর্থাৎ গায়ত্রী, উষ্ণিক্, অনুষ্টুভ্, বৃহতী, পংক্তি, ত্রিষ্টুপ ও জগতী যজ্ঞের পরিধিস্বরূপ এবং পঞ্চঋতু, দ্বাদশ মাস, ত্রিলোক এবং আদিত্য এই একবিংশতিকে কাষ্ঠিকা কল্পনা করেন ।। ১৫ ।।

দেবগণ এইরূপে নিজ নিজ সংকল্প দ্বারা এইরূপে যজ্ঞ পুরুষের পূজা সম্পাদনকরিলেন। তাহার ফলে চিরন্তন ধর্ম্ম সকল প্রথম হইল এবং প্রধান প্রধান সাধ্য ও দেবগণের অধিষ্ঠিত স্বর্গপ্রতিষ্ঠিত করিলেন ।। ১৬ ।। ইতি ।। ১২—১৩ ।।

* * *

সর্ব্বমেতদৃতংমন্যে যন্মাং বদসি কেশব।
নহি তে ভগবন্! ব্যক্তিং বিদুর্দেবা ন দানবাঃ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়।—হে কেশব! মাং যৎ বদসি (কথয়সি) এতৎ সর্ব্বং ঋতং (সত্যং) মন্যে (জানামি) হি (যস্মাৎ) হে ভগবন্! তে (তব) ব্যক্তিং (প্রভাবং) দেবাঃ (সুরাঃ) দানবাঃ (অসুরাঃ) চ ন বিদুঃ (জানন্তি) ॥ ১৪ ॥

প্রতিশব্দ।—হে কেশব! [আপনি] আমাকে যাহা বলিতেছেন, ইহা সমস্তই সত্য জ্ঞান-করিলাম। যে-হেতু হে ভগবন! আপনার প্রভাব দেবগণ ও দানবগণ জানে না ॥ ১৪ ॥

ব্যাখ্যা।—হে কেশব! আপনি আমাকে যাহা বলিতেছেন, সে

সমস্তই আমি যথার্থ বলিয়া মনে করি ; কারণ হে ভগবন্ ! দেবগণ কিম্বা দানবগণ কেহই আপনার সম্যক্‌তত্ত্ব জানিতে সমর্থ নহে ॥ ১৪ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—সর্ব্বমিতি। সর্ব্বমেতদ্যথোক্তমৃষিভিস্ত্বয়া চৈতদৃতং সত্যমেব মন্যে যন্মাং প্রতি বদসি ভাষসে হে কেশব! ন হি তে তব ভগবন্! ব্যক্তিং প্রভবং বিদুর্ন দেবা ন দানবাঃ ॥ ১৪ ॥

আনন্দগিরি ।—ঋষিভিস্ত্বয়া চোক্তস্বাহূক্তং সর্ব্বং সত্যমেবেতি মম মনীষেত্যাহ সর্ব্বমিতি। কিং তদিত্যাশঙ্ক্যাত্মরূপমিত্যাহ যন্মামিতি। দেবাদিভিঃ সর্ব্বৈরূচ্যমানত্বা তদ্রূপে বিশিষ্টবক্তৃগ্রহণমনর্থকমিত্যাশঙ্ক্যাহ ন হীতি। প্রভবো নাম প্রভবো নিরুপাধিকস্বভাবঃ যদা দেবাদীনামপি দুর্ব্বিজ্ঞেয়ং তব রূপং তদা কা কথা মনুষ্যাণামিত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

রামানুজ ।—সর্ব্বমেতদৃতং মন্য ইতি। অতঃ সর্ব্বমেতদ্‌যথাবস্থিতবস্তুকথনং মন্যে ন প্রশংসামাত্রমিত্যভিপ্রায়ঃ। যন্মাং সুহৃত্ত্বেন শিষ্যত্বেন প্রপন্নত্বেন চ বর্ত্তমানং প্রত্যনন্যসাধারণং অনবধিকাশয়ং স্বাভাবিকং তবৈশ্বর্য্যং কল্যাণগুণগণানন্ত্যং চ বদসি। অতো ভগবন্নিরতিশয়জ্ঞানশক্তিবলৈশ্বর্য্যবীর্য্যতেজসাং নিধে! তে ব্যক্তিং ব্যঞ্জনপ্রকারং নহি চ প্রকাশনং প্রকাশনপ্রকারাং পরিমিতজ্ঞানা দেবা দানবাশ্চ বিদুঃ ॥ ১৪ ॥

হনুমান্ ।—হে কেশব! যন্মাং প্রতি বদসি সর্ব্বমেতৎ মাহাত্ম্যং ঋতং সত্যমেব মন্যে। হে ভগবন্! ষড়্‌গুণযুক্ত! তে ব্যক্তিং সামর্থ্যাতিশয়ং দেবা দানবাশ্চ ন বিদুঃ ॥ ১৪ ॥

শ্রীধর ।—অতোমমেদানীং ত্বদীয়ৈশ্বর্য্যেঽসম্ভাবনা নিবৃত্তেত্যাহ সর্ব্বমেতদিতি। এতদ্ভবানেব পরং ব্রহ্মেত্যাদি সর্ব্বমপি ঋতং সত্যং মন্যে, যন্মাং প্রতি ত্বং কথয়সি "ন মে বিদুঃ সুরগণা" ইত্যাদি ; তদপি সত্যমেব মন্যে ইত্যাহ নহীতি। হে ভগবংস্তব ব্যক্তিং দেবা ন বিদুঃ অস্মদনুগ্রহার্থ মিয়মভিব্যক্তিরিতি ন জানন্তি, দানবাশ্চ অস্মন্নিগ্রহার্থমিতি ন বিদুরেবেতি ॥ ১৪ ॥

বলদেব ।—সর্ব্বমিতি। এতৎ সর্ব্বমহমৃতং সত্যমেব ন তু প্রশংসামাত্রং মন্যে। হে কেশবেতি। কেশৌ বিধিরুদ্রৌ বয়সে স্বতত্ত্বাপরিজ্ঞানেন নিবধ্নাসি প্রজাপতিঞ্চ রুদ্রঞ্চেত্যাদি ত্বদুক্তেঃ হে সর্ব্বেশ্বরেশ্বর হে ভগবন্নিরবধিকাতিশয়ষড়ৈশ্বর্য্যনিধে তে ব্যক্তিং পরব্রহ্মত্বাদিগুণাং শ্রীমূর্ত্তিং দেবা দানবাশ্চ ন বিদুঃ যত্তেঽন্যস্বজাতীয়ত্ববুদ্ধ্যা ত্বামবজানন্তি দ্রুহ্যন্তি চেতি ভাবঃ ॥ ১৪ ॥

মধুসূদন ।—সর্ব্বমেতদুক্তমৃষিভিশ্চ ত্বয়া চ তদৃতং সত্যমেবাহং মন্যে, যন্মাং প্রতি বদসি কেশব! নহি ত্বদ্বচসি মম কুত্রাপ্যপ্রামাণ্যশঙ্কা, তচ্চ সর্ব্বজ্ঞত্বাত্ত্বং জানাসীতি কেশৌ ব্রহ্মরুদ্রৌ সর্ব্বেশাবপ্যনুকম্প্যতয়া বাত্যবগচ্ছতীতি ব্যুৎপত্তিমাশ্রিত্য নিরতিশয়ৈশ্বর্য্যপ্রতিপাদকেন কেশবপদেন সূচিতং, অতোযদুক্তং "ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ প্রভবং ন মহর্ষয়" ইত্যাদি তথৈব, হি যস্মাৎ হে ভগবন্! সমগ্রৈশ্বর্য্যাদিসম্পন্ন! তে তব ব্যক্তিং প্রভাবং জ্ঞানাতিশয়শালিনোঽপি দেবা ন বিদুর্নাপি দানবাঃ ন মহর্ষয় ইত্যপি দ্রষ্টব্যম্ ॥ ১৪ ॥

নীলকণ্ঠ।—সর্ব্বমেতদিতি ব্যক্তিংপ্রভবং ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ।—নাত্র মম কোঽপ্যবিশ্বাস ইত্যাহ সর্ব্বমিতি। কিঞ্চ তে ঋষয়ঃ পরং ব্রহ্মধামানং ত্বাং অজং আহুরেব নতু তে ব্যক্তিং জন্ম বিদুঃ। পরব্রহ্মস্বরূপস্থ তব অজত্বং জন্মবত্ত্বঞ্চ কিং প্রকারকমিতি তু ন বিদুরিত্যর্থঃ। অতএব "ন মে:বিদুঃ সুরগণাঃ প্রভবং ন মহর্ষয়ঃ।" যত্ত্বয়োক্তং তৎ সর্ব্বং ঋতং সত্যমেব মন্যে হে কেশব কো ব্রহ্মা ঈশো রুদ্রশ্চ তাবপি বয়সে স্বতত্ত্বাজ্ঞানে নিবধ্নাসি কিং পুনর্দেবদানবাস্থাঃ ত্বাং ন বিদন্তীতি বাচ্যং ইতি ভাবঃ ॥ ১৪ ॥

তাৎপর্য্য।—শ্রীভগবান্ পূর্ব্বে কতিপয় শ্লোকে ব্যক্ত করিয়াছেন যে, তাঁহার মাহাত্ম্য এবং আদি, দেবগণ ও মহর্ষিগণও জানেন না। ভক্তোত্তম অর্জ্জুন শ্রীভগবানের সেই সকল উক্তি অবিসংবাদিত সত্য বলিয়া অনুধাবন করিয়াছেন। হৃদয়ের সেই ভাব পরিব্যক্ত করিবার নিমিত্ত এই শ্লোকে বলিতেছেন, হে নারায়ণ! আপনি যাহা যাহা বলিয়াছেন, আপনার অনাদিত্ব সর্ব্বব্যাপিত্ব সর্ব্বময়ত্ব ও সর্ব্বশক্তিমত্ব সম্বন্ধে যে যে তত্ত্বকথা অনুকম্পাসহকারে আমাকে শুনাইয়াছেন, তত্তাবৎ যে পরম সত্য ও নিঃসংশয়িতরূপে প্রমাণিত তদ্বিষয়ে আমার অন্তরে কুত্রাপি আর কোনই সন্দেহ নাই। আমি স্পষ্টই হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি যে, আপনার প্রভবন বৃত্তান্ত পরমজ্ঞানসম্পন্ন দেবগণ অথবা অহংকারবিমূঢ়াত্মা দানবগণ কেহই পরিজ্ঞাত নহেন।

এই শ্লোকে "কেশব ও ভগবন্" এই দুইটি সম্বোধন বাক্য প্রযুক্ত হইয়াছে। ক অর্থাৎ ব্রহ্মা, ঈশ অর্থাৎ রুদ্র, এবং গমনার্থ বা ধাতুর ভাবার্থ সহকারে ঐ দুই দেবতা যাঁহার সহিত গমন করেন, তিনিই কেশব। (১১২ পৃষ্ঠার টীপ্পনী দ্রষ্টব্য) এই সম্বোধন পদদ্বারা শ্রীভগবানের পরমেশ্বরত্ব সূচিত হইল। ভগবন্—ভগ অর্থাৎ নিরতিশয় ঐশ্বর্য্য, "ঐশ্বর্য্যস্থ সমগ্রস্থ বীর্য্যস্থ যশসঃ শ্রিয়ঃ। জ্ঞানবৈরাগয়োশ্চেতি ষণ্ণাং ভগ ইতি স্মৃতঃ" এই সকল মহত্ত্ব যাঁহাতে আছে তিনি ভগবান। এই সম্বোধন বাক্যে নারায়ণের সর্ব্ব শক্তিমত্ত্ব যে অর্জ্জুন সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন তাহাই সূচিত হইতেছে।

মূলে "দানব" শব্দের উল্লেখ আছে। দনুনাম্নী দক্ষকন্যার গর্ভে কশ্যপের ঔরসে দানবদিগের জন্ম হয়। দানবগণ সাধারণতঃ অসুর নামে পরিচিত। তাঁহারা দেবদ্বেষী এবং দেবতাগণকে লাঞ্ছিত ও নির্জ্জিত করিতে তৎপর। এরূপ বদ্ধবৈরিগণ ভগবানের পরম তত্ত্ব ও আদি অবধারণে অক্ষম।

অর্জ্জুন শাস্ত্রালোচনা দ্বারা পরিজ্ঞাত হইয়াছেন যে, শ্রীভগবান্ অনন্ত-শক্তিসম্পন্ন, এবং অনাদি পুরুষ। তিনিই জগতের স্রষ্টা পাতা ও সংহারক। অপিচ বহুতর ঋষি মহর্ষি ও দেবর্ষির মুখেও তথাবৎ উপদেশ শ্রবণ করিয়াছেন। সর্ব্বোপরি শ্রীভগবান নিজমুখেও স্বকীয় তত্ত্বসমূহ এইরূপ পরিব্যক্ত করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার হৃদয়ে ভগবানের দুজ্ঞেয় তত্ত্ব ও দুরবগম্য-মাহাত্ম্য সম্বন্ধে কোনই সন্দেহ থাকিতে পারে না। এই জন্যই তিনি বলিয়াছেন, "সর্ব্বং ঋতং মন্যে" ॥ ১৪ ॥

——(:*:)——

স্বয়মেবাত্মনাত্মানং বেত্থ ত্বং পুরুষোত্তম।
ভূতভাবন! ভূতেশ! দেবদেব! জগৎপতে! ॥ ১৫ ॥

অন্বয়।—হে পুরুষোত্তম! (পুরুষশ্রেষ্ঠ!) হে ভূতভাবন! (ভূতোৎপাদক!) হে ভূতেশ! (প্রাণিনিয়ামক!) হে দেবদেব! (দেবানামপি প্রকাশক!) হে জগৎপতে! (বিশ্বপালক!) ত্বং স্বয়ং এব আত্মনা (স্বেন) আত্মানং (স্বং) বেত্থ (জানাসি) ॥ ১৫ ॥

প্রতিশব্দ।—হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! হে ভূতজনক! হে সর্ব্বভূতনিয়ামক! হে আদিত্যাদি-দেবপ্রকাশক! হে বিশ্বপালক! আপনি স্বয়ংই আপনার-দ্বারা আপনাকে জানিতেছেন ॥ ১৫ ॥

ব্যাখ্যা।—হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! ভূতজনক! ভূতেশ! আদিত্যাদিদেবগণেরও প্রকাশক! হে বিশ্বপালক! আপনি স্বয়ং আপনার অনন্তজ্ঞানৈশ্বর্য্যশক্তি দ্বারা আপনার স্বরূপকে জানিতেছেন ॥ ১৫ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—যতস্ত্বং দেবাদীনামাদিরতঃ স্বয়মিতি। স্বয়মেবাত্মনাত্মানং বেত্থ জানাসি ত্বং, কথম্ভূতং নিরতিশয়জ্ঞানৈশ্বর্য্যবলাদিশক্তিমন্তমীশ্বরং পুরুষোত্তম! ভূতানি ভাবয়তীতি ভূতভাবনঃ, তৎসম্বদ্ধৌ হে ভূতভাবন! ভূতেশ! ভূতানামীশ! হে দেবদেব! জগৎপতে! ॥ ১৫ ॥

আনন্দগিরি।—কশ্চিদেব মহতা কষ্টেনানেকজন্মসংসিদ্ধো জানাতি ত্বদনুগৃহীত স্তদ্রূপমিত্যভিপ্রেত্যাহ যতইতি। স্বয়মেবোপদেশমন্তরেণেত্যর্থঃ আত্মনা প্রত্যেকেনাবিষয়তয়েতি যাবৎ। আত্মানং নিরুপাধিকং রূপং ন চ তব সোপাধিকমপি রূপমন্যস্য গোচরে তিষ্ঠতীত্যাহ নিরতিশয়েতি। পুরুষশ্চাসাবুত্তমশ্চেতি ক্ষরাক্ষরাতীতপূর্ণচৈতন্যরূপত্বংসম্বোধনেন

বোধ্যতে। সর্ব্বপ্রকৃতিত্বং সর্ব্বকর্তৃত্বঞ্চ কথয়তি ভূতানীতি। সর্ব্বেশ্বরত্বমাহ ভূতানামিতি। উক্তং তে সোপাধিকং রূপং দেবাদীনামারাধ্যতামধিগচ্ছতীত্যাহ দেবেতি। জগতঃ সর্ব্বস্য স্বামিত্বেন পালয়িতৃত্বমাহ জগদিতি॥ ১৫॥

রামানুজ।—স্বয়মিতি। হে পুরুষোত্তম! আত্মনাত্মানং ত্বাং স্বয়মেব স্বেনৈব জ্ঞানেনৈব বেত্থ ভূতভাবন সর্ব্বেষাং ভূতানামুৎপাদয়িতঃ। ভূতেশ, সর্ব্বেষাং ভূতানাং নিয়ন্তঃ, দেবদেব দেবতানামপি পরমং দৈবতং, যথা মনুষ্যমৃগপক্ষিসরীসৃপাদীন্ সৌন্দর্য্যসৌশীল্যাদিকল্যাণগুণগণৈর্দেবতানাতীত্য বর্ত্তন্তে তথা তান্যপি সর্ব্বাণি দৈবতান্যপি তৈস্তৈর্গুণৈরতীত্য বর্ত্তমান জগৎপতে জগৎস্বামিন্ বক্তুমর্হসীত্যুত্তরেণান্বয়ঃ॥ ১৫॥

হনুমান্।—স্বয়মেবেতি। হে পুরুষোত্তম ত্বং স্বয়মেবান্যদনপেক্ষ্যাত্মনা স্বসামর্থ্যেনাত্মানং বেত্থ জানাসি। ভূতভাবন ভূতানামুৎপাদক, ভূতেশ ভূতনিয়ামক॥ ১৫॥

শ্রীধর।—কিং তর্হি স্বয়মিতি। স্বয়মেব ত্বমাত্মানং বেত্থ জানাসি নান্যঃ, তদপ্যাত্মনা স্বেনৈব বেত্থ ন সাধনান্তরেণ। অত্যাদরেণ বহুধা সম্বোধয়তি হে পুরুষোত্তম! পুরুষোত্তমত্বে হেতুগর্ভসম্বোধনানি হে ভূতভাবন! ভূতোৎপাদক! ভূতানামীশ! নিয়ন্তঃ! দেবানামাদিত্যাদীনাং দেব! প্রকাশক! জগৎপতে! বিশ্বপালক!॥ ১৫॥

বলদেব।—স্বয়মেব ত্বমাত্মনা স্বেনৈব জ্ঞানেনাত্মানং সংবেত্থ ইদমিত্থমিতি জানাসি। যে দেবেষু দানবেষু চ ত্বদ্ভক্তাস্তে তাদৃশাং ত্বন্মূর্ত্তিং বস্তুভূতাং জানন্ত্যেব তস্মাস্তথাত্বে কথং তাং ন জানন্তীত্যেবকারাৎ হে পুরুষোত্তম সর্ব্বপুরুষেশ্বর! পুরুষোত্তমত্বং বিবৃণ্বন্ সম্বোধয়তি হে ভূতভাবন সর্ব্বপ্রাণিজনক! ভূতভাবনোঽপি কশ্চিন্নেষ্টে তত্রাহ হে ভূতেশ সর্ব্বপ্রাণিনিয়ন্তঃ। ভূতেশোঽপি কশ্চিন্ন রক্ষকস্তত্রাহ হে জগৎপতে হিতাহিতোপদেশেন জীবিকার্পণেন চ বিশ্বপালক! ঈদৃশস্য তে তত্ত্বং সুসিদ্ধমিতি॥ ১৫॥

মধুসূদন।—যতস্ত্বং তেষাং সর্ব্বেষামাদিরশক্যজ্ঞানশ্চাতঃ স্বয়মেব অন্যোপদেশাদিকমন্তরেণৈব ত্বমেবাত্মনা স্বরূপেণাত্মানং নিরুপাধিকং সোপাধিকং চ, নিরুপাধিকং প্রত্যক্ত্বেনাবিষয়তয়া, সোপাধিকং চ নিরতিশয়জ্ঞানৈশ্বর্য্যাদিশক্তিমত্ত্বেন বেত্থ জানাসি নান্যঃ কশ্চিৎ। অন্যৈর্জ্ঞাতুমশক্যমহং কথং জানীয়ামিত্যাশঙ্কামপনুদন্ প্রেমোৎকর্ষেণ বহুধা সংবোধয়তি হে পুরুষোত্তম! ত্বদপেক্ষয়া সর্ব্বেঽপি পুরুষা অপকৃষ্টা এব অতস্তেষামশক্যং সর্ব্বোত্তমস্য তব শক্যমেবেত্যভিপ্রায়ঃ! পুরুষোত্তমত্বমেব বিবৃণোতি পুনশ্চতুর্ভিঃ সংবোধনৈঃ ভূতানি সর্ব্বাণি ভাবয়ত্যুৎপাদয়তীতি হে ভূতভাবন! সর্ব্বভূতপিতঃ! পিতাপি কশ্চিন্নেষ্টস্তত্রাহ হে ভূতেশ! সর্ব্বভূতনিয়ন্তঃ! নিয়ন্তাপি কশ্চিন্নারাধ্যস্তত্রাহ হে দেবদেব! দেবানাং সর্ব্বারাধ্যানামপ্যারাধ্য! আরাধ্যোঽপি কশ্চিন্ন পালয়িতৃত্বেন পতিস্তত্রাহ হে জগৎপতে! হিতাহিতোপদেশক! বেদপ্রণেতৃত্বেন সর্ব্বস্য জগতঃ পালয়িতঃ! এতাদৃশসর্ব্ববিশেষণবিশিষ্টস্ত্বং সর্ব্বেষাং পিতা সর্ব্বেষাং গুরুঃ সর্ব্বেষাং রাজাঽতঃ সর্ব্বৈঃ প্রকারৈঃ সর্ব্বেষামারাধ্য ইতি কিং বাচ্যং পুরুষোত্তমত্বং তবেতি ভাবঃ॥ ১৫॥

নীলকণ্ঠ।—হে ভূতভাবন ভূতানাং ভাবক॥ ১৫॥

বিশ্বনাথ।—তস্মাত্ত্বংস্বয়মেবাত্মানং বেত্থ ইতি এবম্প্রকারেণ তবাজত্বজন্মবত্ত্বাদীনাং দুর্ঘটানামপি বাস্তবত্বমেব ত্বদ্ভক্তো বেত্তি তৎ কেন প্রকারেণেতি তু সোঽপি ন বেত্তীত্যর্থঃ তদপ্যাত্মনা স্বেনৈব বেত্থ ন সাধনান্তরেন। অতএব ত্বং পুরুষেষু মহৎস্রষ্টাদিষ্বপি মধ্যে উত্তমঃ ন কেবল মুত্তমএব যতো ভূতভাবনঃ ভূতভাবনরূপঃ ভূতা যে তদাদয়ঃ পরমেষ্ঠ্যন্তাঃ তেষামীশঃ ন কেবল মীশ এব যতো দেবৈস্তৈরেব দেবঃ ক্রীড়া যস্য ইতি ত্বৎক্রীড়োপকরণভূতা এব তে ইত্যর্থঃ। তদপ্যপারকারুণ্যবশাৎ জগদ্বর্ত্তিনামস্মাদৃশানামপি ত্বমেব পতির্ভবসীতি চতুর্ণাং সম্বোধনপদানামর্থঃ যদ্বা পুরুষোত্তমত্বমেব বিবৃণোতি হে ভূতভাবন সর্ব্বভূতপিতঃ পিতাপি কশ্চিন্নেষ্টে তত্রাহ হে ভূতেশ ভূতেশোঽপি কশ্চিন্নারাধ্যস্তত্রাহ হে দেবদেব। দেবারাধ্যোঽপি কশ্চিন্নপালয়তীতি তত্রাহ হে জগৎপতে॥ ১৫॥

তাৎপর্য্য।—অর্জ্জুন পূর্ব্বে শুনিয়াছেন এবং বুঝিয়াছেন যে, শ্রীভগবানের স্বরূপ ও আদিতত্ব সুরগণ ও মহর্ষিগণ এবং শত্রুভাবাপন্ন দৈত্যগণ ও জানেন না। তাহাহইলে প্রশ্ন হইতে পারে, তবে সে তত্বকথা জানেন কে? এইরূপ আশঙ্কিত প্রশ্নের উত্তরে অর্জ্জুন স্বয়ং বলিতেছেন, হে নারায়ণ! তোমার তত্ব অর্থাৎ সবিকল্প ও নির্ব্বিকল্প ভেদে তোমার যথাযথ মাহাত্ম্য তুমিই স্বয়ং জান। তুমি কৃপা পরবশ হইয়া যে ভক্তের হৃদয়ে স্বকীয় ভাবে অধিষ্ঠিত হও, সেই ভাগ্যবান তোমার তত্ব জানিলেও জানিতে পারে। কিন্তু তাহার সে জ্ঞান তোমারি জ্ঞান বলিয়া বুঝিতে হইবে। কারণ ভক্তিপ্রভাবে তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত না হইলে তোমার স্বরূপ জ্ঞান কাহার ও অন্তরে উদয় হয় না।

এই শ্লোকে অর্জ্জুন চারিটি সম্বোধন বাক্যে শ্রীভগবানকে আহ্বান করিয়াছেন। সেই পদ চতুষ্টয়ে শ্রীভগবানের সর্ব্বেশ্বরত্ব এবং পুরুষোত্তমত্ব নিঃসংশয়িতরূপে পরিব্যক্ত হইয়াছে। প্রথমে অর্জ্জুন "ভূতভাবন" নামে নারায়ণকে সম্বোধন করিয়াছেন। ভূত অর্থাৎ বিশ্বচরাচরের যাবতীয় জীব; তত্তাবতের উদ্ভব-স্থল অর্থাৎ স্রষ্টা এই অর্থ প্রতিপাদিত হইতেছে। কিন্তু এরূপ সম্বোধন করিয়াও অর্জ্জুনের পরিতৃপ্তি হয় নাই। তাঁহার আশঙ্কা হইয়াছে যে, স্থাবরজঙ্গমাত্মক বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্ত্তা হইলেও তিনি যে, তত্তাবতের ঈশ্বর ইহা ব্যক্ত হয় না। এজন্য পুনরায় সম্বোধন করিয়াছেন, "ভূতেশ" অর্থাৎ ভূত সমূহের নিয়ামক, ব্যবস্থাপক, পরিচালক ও সর্ব্বেশ্বর। কিন্তু এ সম্বোধনে ও ভক্তোত্তম অর্জ্জুনের হৃদয়ে পূর্ণসন্তোষ জন্মে নাই।

তাঁহার আবার আশঙ্কা হইয়াছে যে, ভূতসমূহের সর্ব্বেশ্বর হইলেও তিনি যে তত্ত্বাবতের আরাধ্য পদার্থ ইহা পরিস্ফুট হয় না। এই আশঙ্কা দূরীকরণার্থ তিনি পুনরায় সম্বোধন করিয়াছেন, "দেবদেব" অর্থাৎ দেবতাদিগের ও দেবতা; দেবতারা ভক্তির পাত্র এবং আরাধনার বস্তু; নারায়ণ সেই আরাধ্যদেবতাগণেরও ভক্তিভাজন, আরাধিত, এবং অর্চ্চিত পরমেশ্বর। ইহার পরেও অর্জ্জুন মনে করিয়াছেন যে, এই কয় সম্বোধন বাক্যে নারায়ণের সর্ব্বপালকত্ব সূচিত হয় নাই। এইজন্য তিনি পুনরায় সম্বোধন করিয়াছেন, "জগৎপতে" শ্রীহরি জগতের পতি অর্থাৎ বিশ্বের পালক, রক্ষক, শিক্ষক, এবং উপদেষ্টা। এই সম্বোধন বাক্যচতুষ্টয়ে নিরতিশয় ভক্তির প্রাবল্যে অর্জ্জুনের হৃদয় যে কিরূপ বিগলিত হইয়াছে তাহা অনুমিত হইতেছে। দেখা যাইতেছে যে, সেই সর্ব্বেশ্বর পরমপুরুষকে উদ্বেলিতহৃদয় অর্জ্জুন মনের ভাব বুঝাইবার নিমিত্ত কত কথাই বলিতেছেন, এবং কত কথা বলিয়াও পরিতৃপ্তি অনুভব করিতেছেন না।

মূলে "স্বয়মেব" এই বাক্যে যে "এব" পদ আছে। তাহা দ্বারা "তুমি আপনার তত্ত্ব আপনিই জান" ইহাই বিশেষরূপে সমর্থিত হইতেছে। অন্য যে সকল ভাগ্যবান ব্যক্তি তোমার তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইয়াছেন, তোমার অনুগ্রহ ও সহায়তা লাভ করিয়াই তাঁহারা তদ্বিষয়ে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। কিন্তু তোমার আত্মতত্ত্বজ্ঞানে কাহারও সহায়তা বা অনুগ্রহ প্রার্থী হইতে হয় নাই, তুমি আপনার শক্তিতেই আপনাকে চিনিয়াছ ॥ ১৫ ॥

* * *

বক্তুমর্হস্যশেষেণ দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ।
যাভির্বিভূতিভির্লোকানিমাংস্ত্বং ব্যাপ্য তিষ্ঠসি ॥ ১৬ ॥

অন্বয়।—যাভিঃ বিভূতিভিঃ (ঐশ্বর্য্যাদিভিঃ) ত্বং ইমান্ লোকান্ (জগতঃ) ব্যাপ্য (আক্রম্য) তিষ্ঠসি, দিব্যাঃ (অদ্ভূতাঃ) আত্মবিভূতয়ঃ (স্বীয়ৈশ্বর্য্যানি) অশেষেণ (সমগ্রেণ) বক্তুং (আখ্যাতুং) অর্হসি (শক্নোসি) হি ॥ ১৬ ॥

প্রতিশব্দ ।—যে সমস্ত বিভূতি-দ্বারা আপনি এই-সমস্ত জগতকে ব্যাপিয়া আছেন, [সেই] অদ্ভুত স্বীয়ৈশ্বর্য্য-সমূহ সম্যক্‌রূপে বলিবার-নিমিত্ত যোগ্য-হউন ॥ ১৬ ॥

ব্যাখ্যা ।—আপনি যে সমস্ত বিভূতি দ্বারা এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া রহিয়াছেন, তৎসমস্ত সম্যক্‌রূপে কীর্ত্তন করুন ॥ ১৬ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—বক্তুমিতি। বক্তুং কথয়িতুমর্হস্যশেষেণ দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ আত্মনোবিভূতয়ো যা স্তা বক্তুমর্হসি, যাভির্বিভূতিভিরাত্মনো মাহাত্ম্যবিস্তরৈরিমান্ লোকাংস্ত্বং ব্যাপ্য তিষ্ঠসি ॥ ১৬ ॥

আনন্দগিরি ।—যস্মাদস্মাদৃশামগোচরস্তবাত্মা জিজ্ঞাসিতশ্চ তস্মাত্ত্বয়ৈব তদ্রূপং বক্তুব্যমিত্যাহ বক্তুমিতি। দিব্যত্বমপ্রাকৃতত্বং। সংপ্রত্যন্বয়মন্বাচষ্টে আত্মন ইতি। বক্তব্যা বিভূতীর্বিশিনষ্টি যাভিরিতি। যদ্দ্বারা লোকান্ পূরয়িত্বা বর্ত্তসে তা বিভূতীরশেষেণ -বক্তমর্হসীত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

রামানুজ ।—বক্তুমিতি। দিব্যাস্তবাসাধারণ্যো বিভূতয়ো যাস্তাস্ত্বমেবাশেষেণ বক্তুমর্হসি ত্বমেব ব্যঞ্জয়েত্যর্থঃ যাভিরনন্তাভির্ব্বিভূতিভি র্যৈ র্নিয়মনবিশেষৈর্যুক্তঃ ইমান্ লোকান্ নিয়ন্তৃত্বেন ব্যাপ্য ত্বং তিষ্ঠসি ॥ ১৬ ॥

হনুমান্ ।—বক্তুমিতি। দিব্যাঃ যা বিভূতয়ঃ। যাভির্বিভূতিভিস্ত্বমিমান্ লোকান্ ব্যাপ্য তিষ্ঠসি তা বিভূতীরশেষেণ বক্তুমর্হসীত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

শ্রীধর ।—যস্মাত্তবাভিব্যক্তিং ত্বমেব বেৎসি ন দেবাদয়স্তস্মাদ্বক্তুমিতি। যা আত্মনস্তব দিব্যা অদ্ভূতা বিভূতয়স্তাঃ সর্ব্বা বক্তুং ত্বমেবার্হসি যোগ্যোঽসি, যাভিরিতি বিভূতীনাং বিশেষণং স্পষ্টার্থং ॥ ১৬ ॥

বলদেব ।—ত্বৎস্বরূপযাথাত্ম্যং খলু কথং তয়া দুর্গমমেবাতস্ত্বদ্বিভূতিষ্বেব মজ্জিজ্ঞাসোপজায়ত ইতি সূচয়ন্নাহ বক্তুমিতি। দিব্যা উৎকৃষ্টাস্তদসাধারণীরাত্মনো বিভূতিরশেষেণ বক্তুমর্হসি (দ্বিতীয়ার্থে প্রথমা।) যাভির্বিশিষ্টস্ত্বমিমান্ লোকান্ ব্যাপ্য নিয়ম্য তিষ্ঠসি ॥ ১৬ ॥

মধুসূদন ।—যস্মাদন্যেষাং সর্ব্বেষাং জ্ঞাতুমশক্যা অবশ্যং জ্ঞাতব্যাশ্চ তব বিভূতয়ঃ, তস্মাৎ যাভির্ব্বিভূতিভি রিমান্ সর্ব্বান্ লোকান্ ব্যাপ্য ত্বং তিষ্ঠসি, তাস্তবাঽসাধারণবিভূতয়ো দিব্যা অসর্ব্বজ্ঞৈর্জ্ঞাতুমশক্যা হি যস্মাত্তস্মাৎ সর্ব্বজ্ঞস্ত্বমেব তাঃ অশেষেণ বক্তুমর্হসি ॥ ১৬ ॥

নীলকণ্ঠ ।—এবং স্বত্বাত্মনো বুভুৎসিতমাহ বক্তুমিতি ॥ ১৬ ॥

বিশ্বনাথ ।—তব তত্ত্বং দুর্গমস্তব বিভূতিষ্বেব মম জিজ্ঞাসা জায়ত ইতি দ্যোতয়ন্নাহ বক্তুমিতি দিব্যা উৎকৃষ্টা যা আত্মবিভূতয়স্তা বক্তুং অর্হসীত্যন্বয়ঃ নন্বশেষেণ মদ্বিভূতয়ঃ সর্ব্বা বক্তমশক্যা এব তত্রাহ যাভিরিতি ॥ ১৬ ॥

তাৎপর্য্য।—পূর্ব্বশ্লোকে অর্জ্জুন ব্যক্ত করিয়াছেন যে, হে নারায়ণ! তোমার তত্ত্ব তুমিই স্বয়ং জ্ঞাত আছ। আমার বহুজন্মার্জ্জিত সুকৃতি ফলে তুমি আমার নয়ন সমক্ষে সশরীরে বিরাজমান। আমার প্রতি তোমার অনুকম্পা অসীম। এ অবস্থায় তোমার তত্ত্ব জানিবার যে অসুলভ সুযোগ আমার ভাগ্যে উপস্থিত হইয়াছে এমন আর কাহারও হয় না। তোমার মহিমা ও স্বরূপ প্রণিধান করিতে হইলে তোমার অশেষ বিভূতিবিষয়ক পরিজ্ঞানই প্রকৃষ্ট সহায়। তোমার বিভূতি অনন্ত এবং তত্তাবতদ্বারা তুমি স্বর্গ মর্ত্ত্যাদি তাবল্লোকে ব্যাপ্ত, তোমার অনন্ত ঐশ্বর্য্যসমূহ অত্যদ্ভুত, অলৌকিক ও অনির্ব্বচনীয়। তুমি স্বয়ং ব্যক্ত না করিলে, তদ্বিষয়ক বর্ণনা আর কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। অতএব তোমাকে কৃপা সহকারে স্বকীয় বিভূতির বর্ণনা করিতেই হইবে।

পূজ্যপাদ শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য একজন সম্প্রদায় প্রবর্ত্তক মহাপুরুষ। তাঁহার প্রণীত গীতাভাষ্য ভক্তিপ্রাণ ব্যক্তিগণের পরমাদরের বস্তু। মধ্বাচার্য্য বিভূতিশব্দোপলক্ষে লিখিয়াছেন "বিবিধা ভূতয়ঃ" অর্থাৎ নানাপ্রকার প্রাণিবর্গ। পূজ্যপাদ শ্রীমদ্রাঘবেন্দ্র-যতি এই বিভূতি শব্দের "বিভূতয়ো নাম বিবিধতয়া নানারূপতয়া রামকৃষ্ণাদিতয়া ভূতানি রূপানি" এইরূপ অর্থ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

শ্রীভগবানের বিভূতি বিষয়ক জ্ঞানলাভের নিমিত্ত অর্জ্জুনের আকাঙ্ক্ষা অতিশয় বর্দ্ধিত হইয়াছে। এই অধ্যায়ের দ্বাদশ শ্লোক হইতে অর্জ্জুন তত্ত্বজ্ঞানের নিমিত্ত পিপাসিত হইয়া হৃদয়ের ভাব ব্যক্ত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এক্ষণে উপসংহার কালে তিনি স্পষ্টতঃ শ্রীভগবানকে স্বরূপোক্তির নিমিত্ত কাতরভাবে প্রার্থনা করিয়া বলিতেছেন, হে পুরুষোত্তম! সর্ব্বজ্ঞানসম্পন্ন ত্রিকালদর্শী ঋষিদিগের নিঃসন্দিগ্ধ বাক্য শ্রবণেও আমার হৃদয়ের পরিতৃপ্তি হইতেছে না। যখন সেই আরাধ্যতম ভগবানকে ভাগ্যক্রমে সম্মুখে দেখিতে পাইতেছি; যখন সকল জ্ঞানের সকল তর্কের শেষ মীমাংসাস্বরূপ শ্রীমন্নারায়ণ আমার এই মরনয়নের সম্মুখে বিরাজমান, তখন পরের কথা শ্রবণ করিয়া বা অপরের জ্ঞানগর্ভ ও যুক্তিময় উপদেশে কর্ণপাত করিয়া আমার অন্তর পরিতোষ লাভ করিবে কেন? হে

দীনবন্ধো! হে কৃপাসিন্ধো! আপনার অনন্ত বিভূতির, অচিন্তনীয় ঐশ্বর্য্যের, লোকাতীত মহত্ত্বের সংক্ষেপ বিবরণ ভবদীয় শ্রীমুখপঙ্কজ হইতে শুনিতে বাসনা করি। যাঁহার নিঃশ্বাসে সকল জ্ঞানের উৎসস্বরূপ বেদশাস্ত্রের উদ্ভব হইয়াছে; যাঁহার বাসনায় এই অসীম ব্রহ্মাণ্ড ব্যোমপথে ভাসিতেছে, যাঁহার আজ্ঞায় ব্রহ্মাদি দেবগণ অক্ষুণ্ণচিত্তে স্ব স্ব কর্ত্তব্যপালনে বিনিযুক্ত রহিয়াছেন, এবং যাঁহার আদেশে জীবগণ জননমরণাদির নিয়মাধীন হইয়া সৃষ্টিচক্রে আবর্ত্তন করিতেছে, সেই দেবারাধ্য পরমপুরুষের শ্রীমুখ হইতে তাঁহার অনন্ত মহত্ত্বের অত্যল্পমাত্র অংশ শ্রবণ করিবার নিমিত্ত আমার অন্তর ব্যাকুল হইয়াছে। অতএব হে গুরো! আপনি অনুকম্পা সহকারে এক্ষণে সেই পরমতত্ত্ব স্বয়ং ব্যক্ত করুন ॥ ১৬ ॥

——(:*:)——

কথং বিদ্যামহং যোগিং স্ত্বাং সদা পরিচিন্তয়ন্।
কেষু কেষু চ ভাবেষু চিন্ত্যোঽসি ভগবন্! ময়া ॥১৭ ॥

অন্বয়।—হে যোগিন্! (নিরতিশয়ৈশ্বর্য্যশালিন্!) অহং সদা ত্বাং পরিচিন্তয়ন্ (ধ্যায়ন্) কথং বিদ্যাং (জানীয়াং) হে ভগবন্! কেষু কেষু ভাবেষু (পদার্থেষু) চ [ত্বং] ময়া চিন্ত্যঃ (ধ্যেয়ঃ) অসি ॥ ১৭ ॥

প্রতিশব্দ।—হে নিরতিশয়ৈশ্বর্য্যশালিন্! আমি সর্ব্বদা আপনাকে ধ্যান-করিয়া কি-প্রকারে জানিব, হে ভগবন্! কোন্ কোন্ পদার্থে বা [আপনি] আমার-কর্ত্তৃক চিন্তনীয়-হইবেন ॥ ১৭ ॥

ব্যাখ্যা।—হে যোগিবর! সর্ব্বদা আপনাকে কিরূপে ধ্যান করিয়া আপনার প্রকৃততত্ত্ব জানিতে সমর্থ হইব? এবং পরিদৃশ্যমান চেতনাচেতন পদার্থসমূহের মধ্যে কোন কোন পদার্থরূপেই বা আপনাকে চিন্তা করিব? ॥ ১৭ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—কথমিতি। কথং বিদ্যাং বিজানীয়াং অহং হে যোগিন্! সদা পরিচিন্তয়ন্ কেষু কেষু চ ভাবেষু বস্তুষু চিন্ত্যোঽসি ধ্যেয়োঽসি ভগবন্! ময়া ॥ ১৭ ॥

আনন্দগিরি।—কিমর্থং বিভূতীঃ শ্রোতুমিচ্ছতীত্যাশঙ্ক্য ধ্যানসৌকর্য্যপ্রকারপ্রশ্নেন ফলং কথয়তি কথমিতি। যোগো নামৈশ্বর্য্যং তদস্যাস্তীতি যোগী তস্য সম্বুদ্ধৌ হে যোগিন্নহং

স্থবিষ্ঠমতি ত্বাং কেন প্রকারেন সততমনুসন্দধানো বিশুদ্ধবুদ্ধির্ভূত্বা ত্বাং বিজানীয়ামিতি প্রশ্নঃ। প্রশ্নান্তরং প্রস্তৌতি কেষু কেম্বিতি। চেতনাচেতনভেদাদুপাধিবহুত্বাচ্চ বহুবচনং ॥ ১৭ ॥

রামানুজ।—কথমিতি অহং যোগী ভক্তিযোগনিষ্ঠঃ সন্ ভক্ত্যা সদা ত্বাং পরিচিন্তয়িতুং প্রবৃত্তঃ। পরিচিন্তনীয়ং ত্বাং পরিপূর্ণৈশ্বর্য্যাদিককল্যাণগুণগণেষু কথং বিদ্যাং পূর্ব্বোক্তবুদ্ধিজ্ঞানাদিভাবব্যতিরিক্তেম্বনুক্তেষু কেষু কেষু চ ময়া নিয়ন্তৃত্বেন চিন্ত্যোঽসি ॥ ১৭ ॥

হনুমান্।—নিত্যং মচ্চিন্তনং ত্বয়া বিভূতিরূপাণি জানীহি ইত্যত আহ কথমিতি। ত্বাং পরিচিন্তয়ন্নপ্যহংত্বদ্বচনাভাবে হে যোগিন্নন্তশক্তে বিভূতিঃ কথং বিদ্যাং জানীয়াং। অতো হে ভগবন্ ময়া কেষু কেষু ভাবেষু পদার্থেষু তেষাং স্বজাত্যুত্তমতাপাদকতয়া স্থিতঃ সন্ চিন্ত্যোঽসি ॥ ১৭ ॥

শ্রীধর।—কথনপ্রয়োজনং দর্শয়ন্ প্রার্থয়তে কথমিতি দ্বাভ্যাং। হে যোগিন্! কথং কৈর্ব্বিভূতিভেদৈঃ সদা পরিচিন্তয়ন্নহং ত্বাং বিদ্যাং জানীয়াং বিভূতিভেদেন চিন্ত্যোঽসি ত্বং কেষু কেষু পদার্থেষু ময়া চিন্তনীয়োঽসি ॥ ১৭ ॥

বলদেব।—নন্বু কিমর্থং তৎকথনং তত্রাহ কথমিতি। যোগঃ যোগমায়াশক্তিরস্তাস্যেতি হে যোগিন্ ত্বাং সদা পরিচিন্তয়ন্ সংস্মরন্নহং কল্যাণানন্তগুণযোগিনং কথং বিদ্যাং জানীয়াং। কেষু কেষু চ ভাবেষু পদার্থেষু প্রকাশমানস্ত্বং ময়া চিন্ত্যো ধ্যেয়োঽসি তদেতদুভয়ং বদ তচ্চ বিভূত্যুদ্দেশেনৈব সেৎস্যতীতি তামুপদিশেত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

মধুসূদন।—কিং প্রয়োজনং তৎকথনস্য তদাহ দ্বাভ্যাং কথমিতি। যোগো নিরতিশয়ৈশ্বর্য্যাদিশক্তিঃ সোঽস্যাস্তীতি হে যোগিন্! নিরতিশয়ৈশ্বর্য্যাদিশক্তিশালিন্! অহমতিস্থূলমতিস্ত্বাং দেবাদিভিরপি জ্ঞাতুমশক্যং কথং বিদ্যাং জানীয়াং সদা পরিচিন্তয়ন্ সর্ব্বদা ধ্যায়ন্। নন্বু মদ্বিভূতিষু মাং ধ্যায়ন্ জ্ঞাস্যসি, তত্রাহ কেষু কেষু চ ভাবেষু চেতনাচেতনাত্মকেষু বস্তুষু ত্বদ্বিভূতিভূতেষু ময়া চিন্ত্যোঽসি হে ভগবন্! ॥ ১৭ ॥

নীলকণ্ঠ।—কথমিতি—যোগ ঐশ্বর্য্যং তদ্বন্ হে যোগিন্! ত্বাং কথং চর্ম্মচক্ষুষা বিদ্যাং ন কথমপীতি বিশ্বরূপদর্শনস্য দৌর্লভ্যং মন্বানঃ কতিপয়েম্বেব স্থানেষু ভগবন্তং চিন্তয়িষ্যামি বিশ্বরূপদর্শনে ঽধিকারসিদ্ধ্যর্থ মিত্যাশয়েনাহ কেম্বিতি ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ।—যোগো যোগমায়াশক্তিঃ বর্ত্ততে যস্য হে যোগিন্ (বনমালীতিবৎ।) ত্বামহং কথং পরিচিন্তয়ন্ সন্ ত্বাং সদা বিদ্যাং জানীয়াং। ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ ইতি ত্বদুক্তেঃ। তথা কেষু ভাবেষু পদার্থেষু চিন্ত্যঃ ত্বচ্চিন্তনভক্তি ময়া কর্ত্তব্যা ইত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

তাৎপর্য্য।—শ্রীভগবান্‌কে স্বকীয় তত্ত্বকথা বিবৃত করিবার নিমিত্ত অর্জ্জুন পূর্ব্বে অনুরোধ করিয়াছেন। এক্ষণে ভগবদ্বিষয়ক কোন্ কোন্ বিষয় কি ভাবে জানিতে তাঁহার অভিলাষ, তাহাই বর্ত্তমান শ্লোকে উত্থাপন

করিতেছেন। প্রথমে অর্জ্জুন "যোগিন্" শব্দে শ্রীভগবান্‌কে সম্বোধন করিয়া ইহাই সূচনা করিয়াছেন যে, নারায়ণ যোগমায়াদিপরিবৃত যোগীশ্বর; সুতরাং সর্ব্বজ্ঞ ও তত্ত্বজ্ঞান প্রদানক্ষম। অর্জ্জুন বলিতেছেন, হে যোগিবর! তোমার ভাব অনন্ত, মহিমা সীমাশূন্য, এবং ক্রিয়া কল্পনাতীত, তোমার সকল ভাব ও সকল মহত্ত্ব চিন্তা করা ও ধারণা করা কখনই সম্ভবপর নহে। এই জন্যই জিজ্ঞাসা করিতেছি, নিরন্তর তোমার কোন ভাব অবিচ্ছিন্নভাবে চিন্তা করিতে করিতে তোমাকে জানিতে পারিব? কোন উপায়ে নিয়ত তোমার বিষয় আলোচনা করিতে করিতে, তোমার মাহাত্ম্য আমার জ্ঞান গোচর হইবে? তোমার অনন্ত ভাবের সকলগুলি সর্ব্বদা হৃদয়ে জাগরূক রাখিয়া তোমার পরিচিন্তন সাধ্যায়ত্ত নহে। অতএব হে ভগবন্! বলিয়া দাও, কি প্রণালীতে প্রতিনিয়ত চিন্তা করিলে তুমি আমার পরিজ্ঞাত হইবে। তোমাকে চিন্তা করিতে হইলে একসঙ্গে তোমার অনন্ত মহিমা হৃদয়ে ধারণ করিতে আমার ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তির সাধ্য হইবে না। এইজন্য অনুরোধ করিতেছি, সংসারে চেতনাচেতন, বিভিন্ন বস্তুতে তোমার যে বিভূতি সমূহ পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে, তাহাই যাহাতে প্রণিধান করিয়া তোমার বিষয় চিন্তা করিতে পারি তাহার উপায় বলিয়া দাও।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য এই শ্লোকের এক পাঠান্তর গ্রহণ করিয়াছেন। মূলে যে স্থলে "যোগিন্" এই সম্বোধন বাক্য আছে, সেই স্থানে আচার্য্য মহাশয় "যোগী" এই পাঠ লিখিয়াছেন। এইরূপ পাঠ গ্রহণ করিলে বুঝিতে হইবে যে, অর্জ্জুন বলিতেছেন, আমি যোগী অর্থাৎ যোগনিষ্ঠ বা যোগপরায়ণ হইয়া কি ভাবে সর্ব্বদা তোমার চিন্তা করিলে তুমি আমার বোধগম্য হইবে।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় লিখিয়াছেন, কি উপায়ে তোমাকে জানিতে পারা যাইবে? সঙ্গে সঙ্গে শ্রীভগবদ্ভক্তির দ্বারা তিনিই এইরূপ প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিয়াছেন। এই গ্রন্থের অষ্টাদশাধ্যায়ে পঞ্চপঞ্চাশৎতম শ্লোকে শ্রীভগবান বলিয়াছেন, "ভক্ত্যা মামভিজানাতি" ইত্যাদি। অর্থাৎ ভক্তিপ্রভাবে আমাকে জানিতে পারা যায়। কোন কোন ভাবে অর্থাৎ পদার্থে তুমি চিন্তনীয়, অর্থাৎ কি ভাবে তোমার প্রতি চিন্তারূপভক্তি কর্ত্তব্য। অর্জ্জুন কৃত এই প্রশ্নের ভাবার্থ, যেমন বনমালী শব্দ

দ্বারা মালিকাবিভূষিত শ্রীকৃষ্ণকে বুঝায়, সেইরূপ যোগী শব্দে মায়াশক্তি প্রভৃতি পরিবেষ্টিত ভগবানকে বুঝাইতেছে।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্রাঘবেন্দ্রযতি মহোদয় এই শ্লোকোপলক্ষে লিখিয়াছেন, হে অনন্তশক্তে! তুমি বলিয়া না দিলে তোমার বিভূতি আমি কি প্রকারে বুঝিতে পারিব। অতএব হে ভগবন্! কোন্ কোন্ পদার্থে তোমার বিভূতি প্রকৃত ভাবে অধিষ্ঠিত আছে, তদ্বিষয়ক পরিজ্ঞান দ্বারা তোমাকে কিরূপে চিন্তা করিতে হইবে তাহা বলিয়া দাও॥ ১৭॥

* * *

বিস্তরেণাত্মনো যোগং বিভূতিঞ্চ জনার্দ্দন।
ভূয়ঃ কথয় তৃপ্তির্হি শৃণ্বতো নাস্তি মেঽমৃতং॥ ১৮॥

অন্বয়।—হে জনার্দ্দন! আত্মনঃ (স্বস্য) যোগং (সর্ব্বজ্ঞত্বাদ্যৈশ্বর্য্যং) বিভূতিং চ বিস্তরেণ (বাহুল্যেন) ভূয়ঃ (পুনঃ) কথয়, হি (যস্মাৎ) অমৃতং (ত্বন্মুখনিঃসৃতবাক্যপীযূষং) শৃণ্বতঃ (শ্রবণপথেন পিবতঃ) মে (মম) তৃপ্তিঃ (নিরাকাঙ্ক্ষত্বং) ন অস্তি (ভবতি)॥১৮॥

প্রতিশব্দ।—হে জনার্দ্দন! আপনার সর্ব্বজ্ঞত্বাদি-ঐশ্বর্য্য এবং বিভূতিকে বিস্তররূপে পুনর্ব্বার বলুন। কারণ আপনার-মুখ-নিঃসৃত-বাক্যামৃত শুনিতে-শুনিতে আমার আকাঙ্ক্ষা-শেষ হইতেছে না॥১৮॥

ব্যাখ্যা।—হে জনার্দ্দন! আপনার সর্ব্বজ্ঞত্বাদি ঐশ্বর্য্য এবং বিভুতি বিস্তারিত রূপে পুনর্ব্বার বলুন। কারণ আপনার মুখপদ্মনিঃসৃত বাক্যসুধা শ্রবণপথে পান করিয়া আমার আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি হইতেছে না॥ ১৮॥

শঙ্করাচার্য্য।—বিস্তরেণেতি। বিস্তরেণাত্মনোযোগং যোগৈশ্বর্য্যং শক্তিবিশেষং বিভূতিঞ্চ বিস্তরং ধ্যেয়পদার্থানাং হে জনার্দ্দন! অর্দ্দতের্গতিকর্ম্মণোরূপং অসুরাণাং দেবপ্রতিপক্ষভূতানাং জনানাং নরকাদিগময়িতৃত্বাজ্জনার্দ্দন! অভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সপুরুষার্থপ্রয়োজনং সর্ব্বৈজনৈর্যাচ্যত ইতি বা। ভূয় পূর্ব্বমুক্তমপি কথয় তৃপ্তির্হি পরিতোষো যস্মান্নাস্তি মে মম শৃণ্বতঃ ত্বন্মুখনিঃসৃতবাক্যামৃতং। ১৮॥

আনন্দগিরি।—প্রকৃতপ্রশ্নমুপসংহরতি বিস্তরেণেতি। অর্দ্দতের্গাতিকর্ম্মণো জনার্দ্দনেতি রূপং তৎ ব্যুৎপাদয়তি অসুরাণামিতি। প্রকারান্তরেণ শব্দার্থং ব্যুৎপাদয়তি অভ্যুদয়েতি। ননু পূর্ব্বমেব সপ্তমে চ বিভূতিরৈশ্বর্য্যঞ্চেশ্বরস্য দর্শিতং তৎ কিমিতি শ্রোতুমিষ্যতে তত্র ভূয় ইতি অমৃতমমৃতপ্রখ্যমিত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

রামানুজ।—বিস্তরেণেতি। অহং সর্ব্বস্য প্রভবোমত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্তত ইতি সংক্ষেপেণোক্ত তব স্রষ্টৃত্বাদি যোগং বিভূতিং নিয়মনঞ্চ ভূয়ো মে বিস্তরেণ কথয় ভূয়োচ্যমানং ত্বন্মাহাত্ম্যং শৃন্বতো মেঽমৃতং পিবতঃ স্বতৃপ্তির্নাস্তি প্রসিদ্ধা হি মমাতৃপ্তিস্ত্বয়ৈব বিদিতেত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ১৮ ॥

হনুমান্।—বিস্তরেণাত্মনো যোগং বিভূতিং বিস্তরমমৃতং ॥ ১৮ ॥

শ্রীধর।—তদেবং বহির্মুখেঽপি চিত্তে তত্র তত্র বিভূতিভেদেন ত্বচ্চিন্তৈব যথা ভবেত্তথা বিস্তরেণ কথয়েত্যাহ বিস্তরেণেতি। আত্মনস্তব যোগং সর্ব্বজ্ঞত্বসর্ব্বশক্তিত্বাদিলক্ষণং যোগৈশ্বর্য্যং বিভূতিঞ্চ বিস্তরেণ পুনঃ কথয় যতস্তব বাক্যমমৃতরূপং শৃণ্বতো মম তৃপ্তিরলং বুদ্ধির্নাস্তি ॥ ১৮ ॥

বলদেব।—ননু পূর্ব্বপূর্ব্বত্রাজোঽপি সন্নিত্যাদিনাজত্বাদিকল্যাণগুণযোগঃ রসোঽহমিত্যাদিনা বিভূতয়শ্চাসকৃৎ কথিতাঃ কিং পুনঃ পৃচ্ছসীতি চেত্তত্রাহ বিস্তরেণেতি। স্ফুটার্থং পদ্যং। জনার্দ্দনেতি প্রাগ্বৎ। ত্বদ্বাক্যমমৃতং শৃণ্বতঃ শ্রোত্ররসনয়াস্বাদয়তো মম তৃপ্তির্নাস্তি (অত্র ত্বদ্বাক্যমিত্যনুক্তেরপহ্নুতিঃ, প্রথমাতিশয়োক্তির্বা, তয়োঃ সঙ্করো বালঙ্কারঃ) ॥ ১৮ ॥

মধুসূদন।—অতঃ আত্মনস্তব যোগং সর্ব্বজ্ঞত্বসর্ব্বশক্তিত্বাদিলক্ষণমৈশ্বর্য্যাতিশয়ং বিভূতিং চ ধ্যানালম্বনং বিস্তরেণ সংক্ষেপেণ সপ্তমে নবমে চোক্তমপি ভূয়ঃ পুনঃ কথয় সর্ব্বৈর্জ্জনৈরভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সপ্রয়োজনং যাচ্যস ইতি হে জনার্দ্দন! অতো মমাপি যাচ্ঞা ত্বয্যুচিতৈব উক্তস্য পুনঃ কথনং কুতো যাচসে, তত্রাহ তৃপ্তিরলংপ্রত্যয়েনেচ্ছাবিচ্ছিত্তির্নাস্তি, হি যস্মাচ্ছৃণ্বতঃ শ্রবণেন পিবতস্ত্বদ্বাক্যমমৃতং অমৃতবৎ পদে পদে স্বাদু। (অত্র ত্বদ্বাক্যমিত্যনুক্তেরপহ্নুত্যতিশয়োক্তিরূপকসঙ্করোঽয়ং) মাধুর্য্যাতিশয়ানুভবেনোৎকণ্ঠাতিশয়ং ব্যনক্তি ॥ ১৮ ॥

নীলকণ্ঠ।—যোগং বৈশ্বরূপং, বিভূতিং ধ্যানালম্বনমমৃতং অমৃতস্য মোক্ষস্য সাধনং ॥ ১৮॥

বিশ্বনাথ।—নন্বহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে ইত্যনেনৈব সর্ব্বে পদার্থা মদ্বিভূতয়ঃ মদুক্তা এব বিভূতয়ঃ। তথা :ইতি মত্বা ভজন্তে মাং ইতি ভক্তিযোগশ্চোক্ত এব তত্রাহ বিস্তরেণেতি হে জনার্দ্দনেতি মাদৃশজনানাং ত্বমেব হিতোপদেশমাধুর্য্যেণ লোভমুৎপাদ্য অর্দ্দয়সে যাচয়সীতি বয়ং কিং কুর্ম্ম ইতি ভাবঃ। তদুপদেশরূপমমৃতং শৃণ্বতঃ শ্রুতিরসনয়া আস্বাদয়তঃ ॥ ১৮ ॥

তাৎপর্য্য।—শ্রীভগবান পূর্ব্বে সপ্তমাদি অধ্যায়ে স্বকীয় সর্ব্বশক্তিমত্ত্ব ও বিভূত্যাদির বিবরণ উল্লেখ করিয়াছেন। তথাপি অর্জ্জুন পূর্ব্বশ্রুত বৃত্তান্ত অন্তরের পূর্ণ পরিতৃপ্তি বিধায়ক হয় নাই বুঝিয়া এই শ্লোকের অবতারণা করিতেছেন। হে জনার্দ্দন! হে পাপতাপকলুষনাশকনারায়ণ!

তোমার অনন্তশক্তি,মহত্ত্ব ও ঐশ্বর্য্যাদির বৃত্তান্ত বিস্তারিতরূপে বর্ণনা কর। তোমার বচনরূপ পীযূষপানে আমার অন্তঃকরণ এতই সুখশান্তিপূর্ণ হইয়াছে যে, সে পিপাসা আমি কোন ক্রমেই নিবারণ করিতে পারিতেছি না। তুমি পূর্ব্বে সংক্ষেপে যে সকল কথা বলিয়াছ, সেই বাক্যসুধা পুনরায় পান করিবার নিমিত্ত আমি আগ্রহসহকারে তত্তদ্বিষয় বিস্তারিতরূপে আবার বলিবার নিমিত্ত তোমাকে অনুরোধ করিতেছি।

এই শ্লোকে পূজ্যপাদ শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্য “জনার্দ্দন” শব্দের নিম্নলিখিত রূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যিনি জীবের গতিকর্ম্মাদিরূপ ফলাফল নাশ করেন তিনিই জনার্দ্দন। অথবা দেবপ্রতিপক্ষ অসুরাদির নরকাদিরূপ অসদ্গতি যিনি বিধান করেন তিনি জনার্দ্দন। অথবা মনুষ্যেরা যাঁহার নিকট মুক্তি ও অভ্যুদয় যাচ্ঞা করে তিনিই জনার্দ্দন।

পূজ্যপাদ শ্রীমন্মধুসূদন সরস্বতী এবং শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ এই শ্লোকে অনেকগুলি অলঙ্কারের উল্লেখ করিয়াছেন। মূলে “তদ্বাক্য” ইত্যাকার কোন কথা না থাকায় অপহ্নুতি * অলঙ্কার ঘটিয়াছে। আর “অমৃতং শৃণ্বত” এই বাক্যে অতিশয়োক্তি† হইয়াছে। এবং “অমৃতং” এই পদে বাক্যরূপ অমৃত ইত্যাকার অর্থে রূপকালঙ্কার‡ও মনে করা যাইতে পারে। শ্রীভগবানের বাক্যরূপসুধা শ্রবণপথে পান করার উল্লেখে অর্জ্জুনের সেই সুমধুর বিষয় শ্রবণাকাঙ্ক্ষার আতিশয্য পরিব্যক্ত হইতেছে।

মূলে যে “হি” আছে,তদুপলক্ষে পূজ্যপাদ শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য লিখিয়াছেন যে, “তুমি সমস্তই অবগত আছ” এইরূপ অর্থ সূচিত হইতেছে ॥ ১৮ ॥

---

* অপহ্নুতি।—“প্রকৃতং প্রতিষিধ্যান্যস্থাপনং স্যাদপহ্নুতিঃ।” অর্থাৎ প্রকৃতকে (উপমেয়কে) বাধ করিয়া অন্যকে অর্থাৎ উপমানকে যদি তাহার স্থানে আরোপিত করা হয়, তবে তাহাকে অপহ্নুতি অলঙ্কার কহে। উদাহরণ; “বিরাজতি ব্যোমবপুঃ পয়োধি স্তারাময়া স্তত্রচ ফেণভঙ্গাঃ।” (সাহিত্যদর্পণ দশমপরিচ্ছেদ)

† অতিশয়োক্তিঃ।—“সিদ্ধত্বে ঽধ্যবসায়স্যাতিশয়োক্তি র্নিগদ্যতে।” অর্থাৎ উপমান্ এবং উপমেয়ের সাম্য স্থাপিত হইলে যদি অধ্যবসায়ের অর্থাৎ উপমেয়ের কোনও বিষয়ভেদ দ্বারা আধিক্য উক্ত হয়, তবে তাহাকে অতিশয়োক্তি অলঙ্কার কহে। উদাহরণ; “যদি স্যান্মণ্ডলে সক্তমিন্দোরিন্দীবরদ্বয়ং। তদোপমীয়তে তস্যা বদনং চারুলোচনং॥” (সাহিত্যদর্পণ দশমপরিচ্ছেদ)

‡ রূপক।—“রূপকং রূপিতারোপাৎ বিষয়ে নিরপহ্নবে।” অর্থাৎ অপহ্নুতি অলঙ্কারের সম্বন্ধরহিত উপমেয়ে যদি উপমানকে আরোপ করা যায়, তবে তাহা রূপক-অলঙ্কার। উদাহরণ; “পদ্মোদয়দিনাধীশঃ সদা গতিসমীরণঃ। ভূভৃদাবলিদম্ভোলি রেক এব ভবান্ ভুবি।” (সাহিত্যদর্পণ দশমপরিচ্ছেদ)

শ্রীভগবান্ উবাচ।

হন্ত তে কথয়িষ্যামি দিব্যাহ্যাত্মবিভূতয়ঃ।
প্রাধান্যতঃ কুরুশ্রেষ্ঠ! নাস্ত্যন্তো বিস্তরস্য মে ॥ ১৯ ॥

অন্বয়।—শ্রীভগবান্ উবাচ (কথয়ামাস), হন্ত কুরুশ্রেষ্ঠ! দিব্যাঃ (অলৌকিকীঃ) আত্মবিভূতয়ঃ (স্বীয়ৈশ্বর্য্যানি) প্রাধান্যতঃ (অবিস্তরেণ) তে (তুভ্যং) কথয়িষ্যামি (বক্ষ্যামি) হি (যস্মাৎ) মে (মম) [বিভূতেঃ] বিস্তরস্য অন্তঃ (অবসানং) ন অস্তি ॥ ১৯ ॥

প্রতিশব্দ।—শ্রীভগবান্ বলিলেন, হে কুরুশ্রেষ্ঠ! অলৌকিকী মদীয়-বিভূতিসমূহ সংক্ষেপে তোমাকে বলিব। কারণ আমার [বিভূতির] বিস্তারের শেষ নাই ॥ ১৯ ॥

ব্যাখ্যা।—শ্রীভগবান্ বলিলেন, হে কুরুকুলগৌরব! আমার অলৌকিক বিভূতি সকল সংক্ষেপে তোমার নিকট বলিব। কারণ আমার অনন্ত বিভূতিসমূহ বিস্তৃতরূপে উল্লেখ করিয়া শেষ করা যায় না ॥ ১৯ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—হন্ত ত ইতি। হন্তেদানীং তে তব দিব্যা দিবি ভবা আত্মবিভূতয়ঃ আত্মনো মম বিভূতয়ো যাস্তাঃ কথয়িষ্যামীত্যেতৎ প্রাধান্যতো যত্র যত্র প্রধানা যা যা বিভূতিস্তাং তাং প্রধানাং প্রাধান্যতঃ কথয়িষ্যাম্যহং কুরুশ্রেষ্ঠ! অশেষতস্তু বর্ষশতেনাপি ন শক্যতে বক্তুমতো নাস্ত্যন্তো বিস্তরস্য মে বিভূতীনামিত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

আনন্দগিরি।—প্রষ্টারং বিশ্রম্ভয়িতুং ভগবানুক্তবানিত্যাহ শ্রীভগবানিতি। হন্তেত্যনুমতিং ব্যাবর্ত্ত্য জিজ্ঞাসাবচ্ছিন্নং কালং দর্শয়তি ইদানীমিতি। দিবি ভবত্বমপ্রকৃতত্বমস্মদগোচরত্বং। বাক্যান্বয়ং দ্যোতয়তি যাস্তা ইতি। সর্ব্ববিভূতীনাং বক্তব্যত্বপ্রাপ্তাবুক্তং যত্রেতি। কিমিত্যনবশেষতো বিভূতয়ো নোচ্যন্তে তত্রাহ অশেষতস্ত্বিতি। তত্র হেতুর্যত ইতি ॥ ১৯ ॥

রামানুজ।—শ্রীভগবানুবাচ। হন্তেতি হে কুরুশ্রেষ্ঠ মদীয়াঃ কল্যাণীর্ব্বিভূতীঃ প্রাধান্যতস্তে কথয়িষ্যামি প্রাধান্যশব্দেনোৎকর্ষো চ বিবক্ষিতঃ পুরোধসাং মুখ্যং মামিতি হি বক্ষ্যতে জগত্যুৎকৃষ্টাঃ কাশ্চন বিভূতীর্ব্বক্ষ্যামি বিস্তরেণ বক্তুং শ্রোতুঞ্চ ন শক্যতে তাসামানন্ত্যাৎ বিভূতিত্বং নাম নিয়াম্যত্বং সর্ব্বেষাং ভূতানাং বুদ্ধ্যাদয়ঃ পৃথগ্বিধা ভাবা মত্তএব ভবন্তীতুক্ত্বা "এতাং বিভূতিং যোগঞ্চ মম যোবেত্তি তত্বত" ইতি প্রতিপাদনাৎ তথা তত্র যোগশব্দনির্দ্দিষ্টং শ্রেষ্ঠত্বাদিকং বিভূতিশব্দনির্দ্দিষ্টং তৎ প্রবর্ত্ত্যামিতি। পুনশ্চা"হহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে। ইতি মত্বা ভজন্তে মাতং বুধা ভাবসমন্বিতা।" ইত্যুক্তং ॥ ১৯ ॥

হনুমান্।—শ্রীভগবানুবাচ। হন্তেতে প্রাধান্যতঃ প্রাধান্যাৎ ॥ ১৯ ॥

শ্রীধর।—এবং প্রার্থিতঃসন্ শ্রীভগবানুবাচ হন্তেতি। হন্তেত্যনুকম্পাসম্বোধনে, দিব্যা যা মদ্বিভূতয়স্তাঃ প্রাধান্যেন তুভ্যং কথয়িষ্যামি, যতোহবান্তরস্য বিভূতিবিস্তরস্য মদীয়স্যান্তো নাস্তি, অতঃ প্রধানভূতাঃ কতিচিদ্বর্ণয়িষ্যামি ॥ ১৯ ॥

বলদেব।—এবং পৃষ্টঃ শ্রীভগবানুবাচ। হন্তেত্যনুকম্পার্থকং। দিব্যা উৎকৃষ্টা ন তু তৃণেষ্টকাদয়ঃ। বিভূতয় ইতি প্রাগ্বৎ। প্রাধান্যতঃ প্রধানভূতাঃ যতস্তাসাং বিস্তরস্যান্তো নাস্তি। ইহ বিভূতিশব্দেন নিয়ামকত্বরূপাণ্যৈশ্বর্য্যাণি বোধ্যানি বিভূতির্ভূতিরৈশ্বর্য্যমিত্যমরকোষাৎ। প্রাকৃতান্যপ্রাকৃতানি চ বস্তূনি ভূতিত্বেন বর্ণ্যানি তানি সর্ব্বাণি সর্ব্বেশশক্তিব্যঙ্গত্বাৎ সর্ব্বেশাত্মনা তারতম্যেন ভাব্যানি মতানি যানি সাক্ষাদীশ্বররূপাণি তত্ত্বেনোক্তানি তানি তু তেন রূপেণ ভাবনার্থান্যেব ন ত্বন্যবত্তচ্ছক্ত্যেকদেশরূপাণীতি বোধ্যং সঙ্গতেরিতি ॥১৯॥

মধুসূদন।—অত্রোত্তরং হন্তেত্যনুমতাং যত্ত্বয়া প্রার্থিতং তৎ করিষ্যামি মা ব্যাকুলো ভূরিত্যর্জ্জুনং সমাশ্বাস্য তদেব কর্ত্তুমারভতে। কথয়িষ্যামি প্রাধান্যতস্তা বিভূতীর্যা দিব্যা হি প্রসিদ্ধা আত্মনো মমাসাধারণা বিভূতয়ঃ হে কুরুশ্রেষ্ঠ! বিস্তরেণ তু কথনমশক্যং যতোনাস্ত্যন্তোবিস্তরস্য মে বিভূতীনাং অতঃ প্রধানভূতাঃ কাশ্চিদেব বিভূতীর্ব্বক্ষ্যামীত্যর্থঃ ॥১৯॥

নীলকণ্ঠ।—অত্রোত্তরং শ্রীভগবানউবাচ হন্তেতি—হন্ত ইদানীং হন্তেত্যনুমতৌ বা, যাঃ পুরাণান্তরেষ্বপি শ্রেষ্ঠত্বেন প্রসিদ্ধা বিভূতয় স্তাঃ কথয়ামীতি যোজনা, প্রাধান্যত ইতি যোগোপকারিত্বেন বিভূতয় ইহ প্রাধান্যেন যোগস্তু সংক্ষেপেনেবোচ্যতে তস্যাগ্রে বক্ষ্যমানত্বাদিতি ভাবঃ, অন্যথা যোগং বিভূতিঞ্চ কথয়েতি পৃষ্টে বিভূতিমাত্রকথনেন অনবহিতচিত্তত্বং ভগবতঃ স্যাৎ, নাস্ত্যন্তো বিস্তরস্য মে বিভূতীনামিতি বিপরিণামেনানুষঞ্জনীয়ম্ ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ।—হন্তেত্যনুকম্পায়াং প্রাধান্যতঃ প্রাধান্যেন যতস্তাসাংবিস্তরস্যান্তো নাস্তি বিভূতয়ো বিভূতীঃ দিব্যা উত্তমা এব নতু তৃণেষ্টকাদ্যাঃ অত্র বিভূতিশব্দেন প্রাকৃতা বস্তবোচ্যন্তে তানি সর্ব্বাণ্যেব ভগবচ্ছক্তিসমুদ্ভূতত্বাৎ ভগবদ্রূপেণৈব তারতম্যেন ধ্যেয়ত্বে নাভিমতানি জ্ঞেয়ানি ॥ ১৯ ॥

তাৎপর্য্য।—অর্জ্জুন কর্ত্তৃক বিবিধ বিধানে অনুরুদ্ধ হইয়া শ্রীভগবানের অন্তরে চিরসঞ্চিত স্নেহানুকম্পার সাতিশয় উদ্রেক হইল। তখন তিনি প্রিয়শিষ্যের আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তির অভিপ্রায়ে নিম্নলিখিতরূপ বাক্য বলিতে লাগিলেন। হে কুরুকুলগৌরব অর্জ্জুন! আমি তোমার প্রার্থনানুসারে আমার লোকাতীত অত্যদ্ভুত বিভূতি সমূহের বর্ণনা করিতেছি। কিন্তু হে সুহৃদুত্তম! আমার ঐশ্বর্য্য সমূহের প্রধান অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ কয়েকটিমাত্রের উল্লেখ করিতে সমর্থ হইব। কারণ আমার যাবতীয় বিভূতির বিস্তারিত বিবরণ অসম্ভব। কেননা আমার বিভূতি অনন্ত অর্থাৎ সীমা শূন্য।

অতঃপর শ্রীভগবান্ ক্রমশঃ স্বকীয় যে সকল বিভূতি বর্ণনে প্রবৃত্ত হইতেছেন. বাস্তবিক তত্তাবত তাঁহার অশেষকল্যাণগুণসম্পন্ন অনন্ত ঐশ্বর্য্যসম্পদের প্রধানভূত কয়েকটি মাত্র। যাঁহার ঐশীশক্তি কোনরূপ বাধা বা বিঘ্নের অধীন নহে, যাঁহার ক্ষমতা ও মহিমা দেশ, কাল, ও পাত্রে সীমাবদ্ধ নহে, এবং যাঁহার প্রতাপ ও শাসনের বিরুদ্ধে মস্তকোত্তোলন করিতে পারে, এরূপ ক্ষমতা সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে দেব দানব বা মানবের নাই। সেই পুরুষেশ্বর ভগবানের বিভূতির কখনও ইয়ত্তা হইতে পারে না।

মূলে যে "হন্ত" শব্দ আছে, তাহা অনুকম্পাসূচক বলিয়া কোন কোন টীকাকার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা হইতে কেহ কেহ ভাবার্থে এরূপ বুঝাইয়াছেন যে, ব্যাকুলচিত্ত অর্জ্জুনকে আশ্বাস প্রদান করাই ইহার লক্ষ্য।

পূজ্যপাদ শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি কোন কোন মহাত্মা উল্লিখিত শব্দের "ইদানীং" এই অর্থ ব্যক্ত করিয়াছেন।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্রাঘবেন্দ্রযতি মহোদয় "হন্ত" শব্দের হর্ষ সূচক অর্থ ব্যক্ত করিয়াছেন।

এই শ্লোকে শ্রীভগবান্ অতিশয় আদরপূর্ব্বক অর্জ্জুনকে কুরুশ্রেষ্ঠ নামে সম্বোধন করিয়াছেন। অতি মহৎ ও ধার্ম্মিকচূড়ামণিগণের বংশে অর্জ্জুনের জন্ম। স্বকীয় ধর্ম্মোন্নতি ও যশোবৃদ্ধির দ্বারা অর্জ্জুন সর্ব্বথা সেই বংশের শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ গৌরবস্বরূপ হইয়া উঠিয়াছেন।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য এই শ্লোক উপলক্ষে বলিয়াছেন যে, বিভূতি অর্থাৎ শ্রীভগবানের নিয়ামকত্ব। পূর্ব্বে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন, "এতাং বিভূতিং যোগঞ্চ মম যো বেত্তি তত্বতঃ" ইত্যাদি (১০ম অধ্যায় ৭ম শ্লোক) এতন্মধ্যস্থ যোগশব্দের দ্বারা সৃষ্টির কর্তৃত্ব এবং বিভূতি শব্দ দ্বারা তৎ প্রবর্ত্তনত্ব সূচিত হইয়াছে। তদনন্তর পরবর্ত্তি শ্লোকে শ্রীভগবান্ "অহং সর্ব্বস্য প্রভব" ইত্যাদি বাক্যে বুঝাইয়াছেন যে, তাঁহার সৃষ্টিকর্তৃত্ব ও লোকমহেশ্বরত্ব উপলব্ধি করিয়া "ভাবসমন্বিত বুধগণ" তাঁহার ভজনা করেন। এতাবতা ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে, অতঃপর ভগবান্ যে বিভূতি বর্ণনা করিবেন, তদ্বারা নিঃসংশয়িতরূপে তাঁহার সর্ব্বশক্তিমত্ব উপলব্ধি হইবে। এবং কি প্রভাবে সর্ব্বত্র তাঁহার নিয়ামকত্ব দর্শন করিয়া সর্ব্বেশ্বর জ্ঞানে তাঁহাকে ভজনা করিতে হইবে তাহাও হৃদয়ঙ্গম হইবে।

অর্জ্জুন পূর্ব্বশ্লোকে ভগবানকে অনুরোধ করিয়াছেন, "বক্তুমর্হস্যশেষেণ" ইত্যাদি। অর্থাৎ হে ভগবন্! তোমার বিভূতি প্রভৃতির বিবরণ তোমাকে নিঃশেষরূপে ব্যক্ত করিতে হইবে। শ্রীমদ্রাঘবেন্দ্র যতি দেখাইতেছেন যে, অর্জ্জুনের প্রার্থনানুযায়ী অশেষরূপে বিভূতি বর্ণনা সম্ভবপর নহে। অতএব স্বীয় শিষ্য ও সখার সে অনুরোধ তিনি রক্ষা করিতে পারিবেন না বলিয়া বর্ত্তমান শ্লোকে প্রথমেই বলিয়াছেন, "নাস্ত্যন্তো বিস্তরস্য মে" অর্থাৎ আমার অনন্ত বিভূতির শেষ নাই ॥ ১৯ ॥

* * *

অহমাত্মা গুড়াকেশ ! সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ।
অহমাদিশ্চ মধ্যশ্চ ভূতানামন্ত এব চ ॥ ২০ ॥

অন্বয়।—হে গুড়াকেশ! (জিতনিদ্র!) সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ (সর্ব্বভূতান্তঃকরণস্থিতঃ) আত্মা (প্রত্যক্‌চৈতন্যস্বরূপঃ) অহং, ভূতানাং আদিঃ (জন্ম) চ মধ্যঃ (স্থিতিঃ) চ অন্তঃ (সংহারঃ) চ অহং এব ॥ ২০॥

প্রতিশব্দ।—হে নিদ্রাবিজয়িন্! সর্ব্বভূতের-হৃদয়স্থিত আত্মা আমি; ভূতসমূহের উৎপত্তি ও স্থিতি এবং সংহার আমিই ॥ ২০ ॥

ব্যাখ্যা।—হে গুড়াকেশ! ভূতসমূহের হৃদয়স্থিত চৈতন্যস্বরূপ যে আত্মা তাহাই আমি; এবং আমিই ভূতগণের সৃষ্টিকর্ত্তা, পালনকর্ত্তা, এবং সংহার কর্ত্তা ॥ ২০ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—তত্র প্রথমমেব তাবচ্ছৃণু অহমিতি। অহমাত্মা প্রত্যগাত্মা গুড়াকেশঃ গুড়াকা নিদ্রা তস্যা ঈশো গুড়াকেশো জিতনিদ্র ইত্যর্থঃ ঘনকেশ ইতি বা। সর্ব্বেষাং ভূতানাং আশয়েঽন্তর্হৃদি স্থিতোঽহমাত্মা নিত্যধ্যেয়স্তদশক্তেন চোত্তরেষু ভাবেষু চিন্ত্যোঽহং চিন্তয়িতুং শক্যঃ, যস্মাদহমেবাদির্ভূতানাং কারণং তথা মধ্যঞ্চ স্থিতিরন্তঃ প্রলয়ঞ্চ এবঞ্চ ধ্যেয়োঽহং ॥ ২০।

আনন্দগিরি।—বিভূতিপ্রদর্শনে প্রস্তুতে সত্যাদাবেব পারমার্থিকং পারমেশ্বরং রূপং দর্শয়িতুং শ্রোতুরর্জ্জুনস্য মনঃসমাধানার্থং অর্থয়তে তত্রেতি। সোপাধিকমপি কাল্পনিকং পরস্য রূপং পশ্চাদ্বক্ষ্যমাণং শ্রোতুশ্চিত্তসমাধানঞ্চ কর্ত্তব্যমেবেত্যাহ তাবদিতি। আশেরতেঽস্মিন্নবিদ্যাকর্ম্মপূর্ব্বপ্রজ্ঞা ইত্যাশয়ো হৃদয়ং সর্ব্বেষাং ভূতানাং হৃদয়েঽন্তঃ স্থিতো যঃ প্রত্যগাত্মা সোঽহমেবেতি বাক্যার্থমাহ সর্ব্বেষামিতি। যস্তু মন্দো মধ্যমো বা পরমাত্মানমাত্মত্বেন ধ্যাতুং নালং তং প্রত্যাহ তদশক্তেনেতি। বক্ষ্যমাণাদিত্যাদিষু পরস্য ন ধ্যেয়ত্বমস্তদেব

কারণং কিঞ্চিত্তত্র ধ্যেয়মিত্যাশঙ্ক্যাহ যস্মাদিতি। সর্ব্বকারণত্বেন সর্ব্বজ্ঞত্বেন সর্ব্বেশ্বরত্বেন চ পরস্য ধ্যেয়ত্বমত্রেপ্সিতং নান্যস্য কস্যচিৎ কারণং স্যাদিত্যাদিষু ধ্যেয়তেত্যর্থঃ। উক্তধ্যানাশক্তেভ্যো বক্তব্যং বিভূতিযোগমুপদিশতি এবঞ্চেতি, তত্র তত্র প্রধানত্বেন পরস্য ধ্যেয়ত্বং ॥ ২০ ॥

রামানুজ।—অহমিতি। সর্ব্বেষাং ভূতানাং মম শরীরভূতানামাশয়ে হৃদয়ে অহমাত্মতয়াঽবস্থিত আত্মা হি নাম শরীরস্য সর্ব্বাত্মনাধারো নিয়ন্তা শেষোচ তথা বক্ষ্যতে "সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সংনিবিষ্টো মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনঞ্চ। ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি। ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া।" ইতি শ্রূয়তে চ। "যঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠৎ সর্ব্বেভ্যো ভূতেভ্যোঽন্তরোঽয়ং সর্ব্বাণি ভুতানি ন বিদুঃ যস্য সর্ব্বাণি ভূতানি শরীরং যঃ সর্ব্বাণি ভূতান্যন্তরো যময়তি এষত আত্মা সর্ব্বান্তর্যাম্যমৃত।" ইতি য এবং সর্ব্বভূতানামাত্মতয়াবস্থিতোঽহং তেষামাদির্ম্মধ্যোঽন্তশ্চ তেষামুৎপত্তিস্থিতিপ্রলয়হেতুরিত্যর্থঃ এবং ভগবতঃ স্ববিভূতিভূতেষু সর্ব্বেষাত্মতয়াবস্থানং এব তত্তৎ সামান্যাধিকরণ্যনির্দ্দেশহেতুপ্রতিপাদ্যবিভূতিবিশেষান্ সামানাধিকরণ্যেন ব্যপদিশতি ভগবত্যাত্মতয়াবস্থিতাঃ সর্ব্বেশব্দাস্তস্মিন্নেব পর্য্যবস্যন্তি যথা দেবমনুষ্যপক্ষিবৃক্ষাদয়ঃ শব্দাঃ শরীরাণি প্রতিপাদয়ন্তস্তত্তদাত্মনি পর্য্যবস্যন্তি তথা ভগবতস্তত্তদাত্মতয়াবস্থানমেব তত্তচ্ছব্দসামান্যাধিকরণ্যনিবন্ধনমিতি বিভূত্যুপসংহারে বক্ষ্যতে। ন তদস্তি বিনা যৎস্যান্ময়া ভূতং চরাচরং। সর্ব্বেষাং স্বেন বিনা স্ববচনাদ্ বিনা ভাবশ্চ নিশম্য তয়েতি মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্তত ইত্যুপক্রম্য উদিতং ॥ ২০ ॥

হনুমান্।—গুড়া পিণ্ডীকৃতা কেশা যস্য গুড়াকেশ সর্ব্বাণি ভূতানি আশয়ো যস্য সর্ব্বভূতাশয়ঃ ॥ ২০ ॥

শ্রীধর।—তত্র প্রথমমৈশ্বরং রূপং কথয়তি অহমিতি। হে গুড়াকেশ! সর্ব্বেষাং ভূতানামাশয়েষ্বন্তঃকরণেষু সর্ব্বজ্ঞত্বাদিগুণৈর্নিয়ন্তৃত্বেনাবস্থিতঃ পরমাত্মাহং, আদির্জন্ম, মধ্যং স্থিতিঃ, অন্তঃ সংহারঃ সর্ব্বভূতানাং জন্মাদিহেতুশ্চাহমেবেত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

বলদেব।—তত্র তাবন্মামেব ত্বং মহৎস্রষ্টাদিত্রিরূপেণ স্বাংশেন নিখিলবিভূতিহেতুং বিচিন্তয়েত্যাশয়েনাহ অহমাত্মেতি। হে গুড়াকেশেতি বিজিতনিদ্রস্য তদ্বিচিন্তনক্ষমত্বং ব্যজ্যতে। আত্মা বিভূর্বিজ্ঞানানন্দো মহৎস্রষ্টাদি ত্রিরূপঃ পরমাত্মাহমস্মচ্ছব্দার্থঃ সর্ব্বভূতাশয়স্থিতস্ত্বয়া বিচিন্ত্যঃ। সর্ব্বভূতা প্রধানাদিপৃথিব্যন্ততত্ত্বরূপা যা মূলপ্রকৃতিস্তস্যা আশয়েঽন্তঃ কারণোদশয়রূপেণাহমেব প্রকৃত্যন্তর্য্যামী স্থিতঃ। তথা সর্ব্বজীবাভিমানী যো বৈরাজস্তস্যাশয়ে গর্ভোদশয়রূপেণাহমেব সমষ্টিবিরাড়ন্তর্যামী স্থিতঃ। সর্ব্বেষাং ভূতানাং জীবানামাশয়ে ক্ষীরোদশয়রূপেণাহমেব ব্যষ্টিবিরাড়ন্তর্যামী স্থিতঃ ইতি তানি ত্রীণি রূপাণি মদ্বিভূতিত্বেন ত্বয়া বিচিন্ত্যানীত্যর্থঃ। সুবালোপনিষদি প্রকৃত্যাদিসর্ব্বভূতান্তর্যামী সর্ব্বশেষী চ নারায়ণঃ পঠ্যতে। সাত্বততন্ত্রে ত্রয়ঃ পুরুষাবতারাঃ স্মৃতাঃ। বিষ্ণোস্তু ত্রীণি রূপাণি পুরুষাখ্যান্যথো বিদুঃ। একন্তু মহতঃ স্রষ্টৃ দ্বিতীয়ন্ত্বণ্ডসংস্থিতং। তৃতীয়ং সর্ব্বভূতস্থং তানি জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে ইতি। তে চ বাসুদেবস্য কৃষ্ণস্যাবতারাঃ যঃ কারণার্ণবজলে

ভজতি স্ম যোগনিদ্রামিত্যাদিক। ব্রহ্মসংহিতাপদ্যত্রয়াৎ। ভূতানামাদিরুৎপত্তির্মধ্যং পালনং অন্তশ্চ সংহারঃ তত্তদ্ধেতুরহমেবোক্তপুরুষলক্ষ্যস্ত্বয়া ভাব্যঃ ॥ ২০ ॥

মধুসূদন।—তত্র প্রথমং তাবন্মুখ্যং চিন্তনীয়ং শৃণু সর্ব্বভূতানামাশয়ে হৃদ্দেশেঽন্তর্য্যামিরূপেণ প্রত্যগাত্মরূপেণ চ স্থিত আত্মা চৈতন্যানন্দঘনস্তয়াঽহং বাসুদেবএবেতি ধ্যেয়ঃ হে গুড়াকেশ জিতনিদ্রেতি ধ্যানসামর্থ্যং সূচয়তি। এবং ধ্যানাসামর্থ্যে তু বক্ষ্যমাণানি ধ্যানানি কার্য্যাণি, তত্রাপ্যাদৌ ধ্যেয়মাহ অহমেবাদিশ্চ উৎপত্তিঃ ভূতানাং প্রাণিনাং চেতনত্বেন লোকে ব্যবহ্রিয়মাণানাং, মধ্যং চ স্থিতিঃ অন্তশ্চ নাশঃ সর্ব্বচেতনবর্গাণামুৎপত্তিস্থিতিনাশরূপেণ চাহমেব ধ্যেয়ইত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

নীলকণ্ঠ।—সংক্ষেপেণ যোগমাহ অহমিতি হে গুড়াকেশ। হে জিতনিদ্র! হে ঘনকেশ! ইতি বা, অহং বাসুদেব আত্মা অতীত্যাত্মাব্যাপকঃ অতএব সর্ব্বেষাং ভূতানাং আশয়ঃ একীভাবস্থানং জলানামিব কাসারো জলাশয় স্তদ্বৎ অহং সর্ব্বভূতাশয়ঃ স্থিতঃ চঞ্চলঃ (খর্পরে খরি বা বিসর্গলোপো বক্তব্য ইতি বার্ত্তিকেন পক্ষে বিসর্গলোপঃ) ভাষ্যে তু সর্ব্বেষাং ভূতানামাশয়ে হৃন্তর্হৃদি স্থিত ইতি ব্যাখ্যাতং, সর্ব্বভূতাশয়ত্বাদেব অহং আদিঃ জন্মকারণং মধ্যং স্থিতিকারণং ভূতানাং অন্তঃ লয়স্থানং সর্ব্বমিদং ব্রহ্মাণ্ডং ময্যেবাস্তীতি ভাবঃ ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ।—অত্র প্রথমং মামেবৈকাংশেন সর্ব্ববিভূতিকারণং ত্বং ভাবয়েত্যাহ অহমিতি। আত্মা প্রকৃত্যন্তর্যামী মহৎ স্রষ্টা পুরুষঃ পরমাত্মা হে গুড়াকেশ জিতনিদ্র ইতি ধ্যানসামর্থ্যং সূচয়তি। সর্ব্বভূতো যো বৈরাজ স্তস্যাশয়েস্থিত ইতি সমষ্টির্ব্বিরাড়ন্তর্যামী। তথা সর্ব্বেষাং ভূতানামাশয় স্থিত ইতিব্যষ্টিবিরাডন্তর্যামী চ। ভূতানামাদির্জন্ম মধ্যং স্থিতিঃ অন্তঃ সংহারঃ তত্তদ্ধেতুরহমিত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

তাৎপর্য্য।—পূর্ব্বশ্লোকে সংক্ষেপে স্বকীয় প্রধান প্রধান বিভূতির বর্ণন করিবার আশ্বাস দিয়া, এক্ষণে শ্রীভগবান্ সর্ব্বাগ্রে আত্মার কথা বলিতে উদ্যত হইয়াছেন। যত প্রকার বিভূতির বর্ণন পরে বিবৃত হইবে, তৎসমস্তের মধ্যে আত্মা বিষয়ক জ্ঞানই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, এইজন্য সর্ব্বাগ্রে তাহারই অবতারণা হইতেছে।

বিভূতি জ্ঞানের দ্বারা শ্রীভগবানকে ধ্যান করা সহজ ও সুসাধ্য। তন্মধ্যে আত্মার জ্ঞান উপজাত হইলে সেই ধ্যানের পরমোপায় লব্ধ হইয়া থাকে। এজন্য যাহাতে ভক্তোত্তম অর্জ্জুনের হৃদয়ে সেই প্রধান ও অত্যাবশ্যক জ্ঞান সহজে উপজাত হয়, সেই অভিপ্রায়ে শ্রীভগবান্ প্রথমে তাঁহার সমক্ষে আত্মার বিষয় কীর্ত্তন করিতে প্রবৃত্ত হইতেছেন।

শ্রীভগবান্ এই শ্লোকে প্রিয়শিষ্য অর্জ্জুনকে "গুড়াকেশ" নামে সম্বোধন করিয়াছেন। গুড়াকা শব্দের অর্থ নিদ্রা, এবং ঈশ শব্দের অর্থ বিজেতা,

সুতরাং গুড়াকেশ বাক্যের অর্থ জিতনিদ্র। (এই গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়স্থিত ২৪শ শ্লোকের তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য) যে ব্যক্তি নিদ্রা, তন্দ্রা বা আলস্যের অধীন তাহার দ্বারা ধ্যান প্রভৃতি কর্ম্ম সম্ভাবিত নহে; কিন্তু অর্জ্জুন নিদ্রাবিজেতা. সুতরাং সতত প্রখরমস্তিষ্ক ও ক্রিয়াপটু; অতএব যে সকল ভাবে ভগবানকে ধ্যান করা আবশ্যক, তাহা প্রণিধান করিতে পারিলে, তিনি অনুরূপ বিহিত কর্ম্ম সম্পাদনে নিশ্চয়ই সক্ষম হইবেন।

শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, হে অতন্দ্রিত অর্জ্জুন! আমি সর্ব্বভূতের অর্থাৎ যাবতীয় প্রাণীর আত্মাস্বরূপ; এবং তদ্রূপে সকলের অন্তর প্রদেশে অবস্থিত। আমি জীবগণের আদি, অর্থাৎ আমা হইতেই তাহাদিগের প্রারব্ধ ও সৃষ্টি প্রবাহ অবিরত চলিতেছে। আমি জীবগণের মধ্য, অর্থাৎ তাহাদিগের জনন, মরণ, সুখ, দুঃখাদি ভোগের একমাত্র বিধানকর্ত্তা। আমি তাহাদিগের অন্ত অর্থাৎ তাহাদিগের দেহক্ষয়, এবং আত্মার গত্যন্তর প্রাপ্তির নিয়ামক। হে অর্জ্জুন! আমাকে এইভাবে প্রণিধান করিয়া একান্ত মনে আমার ধ্যান করিতে প্রবৃত্ত হও।

পূজ্যপাদ শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য ও শ্রীমদানন্দগিরির অভিপ্রায়। শ্রবণার্থী অর্জ্জুনের নিকট প্রথমে পারমেশ্বরস্বরূপ পরিব্যক্ত করিবার নিমিত্ত এই শ্লোকের অবতারণা হইয়াছে। পরব্রহ্মের সোপাধিক কাল্পনিক স্বরূপজ্ঞানের নিমিত্তও চিত্ত সমাধান করা আবশ্যক; পরব্রহ্মের পরম ভাব উপাধি বিবর্জ্জিত; কিন্তু সে ভাবে কেহই সহসা তাঁহার ধ্যান করিতে পারে না; এজন্যই সোপাধিক অর্থাৎ উপাধিযুক্ত ভগবানের স্বরূপজ্ঞান আবশ্যক হয়। জীবের হৃদয় অবিদ্যা এবং পূর্ব্বকর্ম্মার্জ্জিত প্রজ্ঞা প্রভৃতির নিবাস স্থল, এইজন্য সেই হৃদয়কে "আশয়" অর্থাৎ অবিদ্যাদির নিকেতন বলা যায়। সেই আশয়ে অর্থাৎ হৃদয়প্রদেশে আমি প্রত্যগাত্মারূপে অধিষ্ঠিত। "সোঽহং" (৩৯০ পৃষ্ঠার টীপ্পনী দ্রষ্টব্য) এই মহাবাক্যের মর্ম্মানুসারে ইহাই উপলব্ধ হইতেছেযে, পরমাত্মা সর্ব্বজীবের হৃদয়াকাশে প্রত্যগাত্মারূপে নিত্য বিরাজমান; সেই প্রত্যগাত্মার ও পরমাত্মার অভিন্নভাবরূপ জ্ঞানই মুক্তির পরমোপায়। সকলের পক্ষে পরমাত্মার সেই ভাব প্রণিধান করা সহজসাধ্য নহে। কারণ সকলের বুদ্ধি সমান প্রখরা এবং সকলের ধারণাশক্তি সমান তেজস্বিনী নহে। এইজন্য যাঁহারা

সর্ব্বাশয়স্থিত প্রত্যগাত্মা নামধেয় পরমাত্মরূপ ব্রহ্মকে সোঽহংরূপে চিন্তা করিতে অশক্ত, তাঁহাদিগের পক্ষে বিভূতিবিজ্ঞানের দ্বারা তাঁহার সোপাধিক স্বরূপাববোধ একান্ত আবশ্যক। কিন্তু সেই বিভূতি বিজ্ঞানের দ্বারা যে ব্রহ্মাববোধ জন্মিবে, সেই ব্রহ্মই পরমধ্যেয় বস্তু, এরূপ নহে। পরে "আদিত্যাদি" বিবিধ বিভূতির প্রসঙ্গ কথিত হইবে; কিন্তু তত্তাবৎ যে এই জগতের পরম কারণ, পরম নিয়ামক, পরব্রহ্ম, এরূপ অনুমান কখনই সঙ্গত নহে। এবং সেই সকল আদিত্যাদি পদার্থ কখনই ধ্যানযোগের পরম বস্তু নহে; যে হেতু আদিত্যাদিরও কারণস্বরূপ সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বেশ্বর পরব্রহ্ম চির বিরাজমান রহিয়াছেন; এবং তিনিই ধ্যানের পরম বিষয়। কিন্তু যাঁহারা সে ভাবে ভগবানের ধ্যান করিতে অক্ষম, তাঁহাদিগের নিমিত্ত বিভূতি বর্ণনোপলক্ষে এই শ্লোকের দ্বিতীয়ার্দ্ধ অবতারিত হইয়াছে। পরমাত্মা সকল ভূতের আদি অর্থাৎ কারণ, মধ্য অর্থাৎ স্থিতি এবং অন্ত অর্থাৎ প্রলয়। তাঁহাকে পূর্ব্ববদ্ধ্যানে অশক্তগণ এইরূপ ভাবেও ধ্যান করিবেন।

পূজ্যপাদ শ্রীমন্মধুসূদন সরস্বতীর অভিপ্রায়; হে অর্জ্জুন! যে সকল কথা তুমি শুনিতে অভিলাষ করিয়াছ, তন্মধ্যে মুখ্যচিন্তনীয় বিষয় সর্ব্বাগ্রে শ্রবণ কর। সর্ব্বভূতের হৃদ্দেশে অন্তর্যামিরূপে এবং প্রত্যগাত্মারূপে আমি অবস্থিত; আমাকে চৈতন্যস্বরূপ,আনন্দঘনস্বরূপ,এবং বাসুদেবস্বরূপ সর্ব্বহৃদয়াবস্থিত পরমরূপে ধ্যান করা তোমার আবশ্যক। কি প্রণালীতে আমার ধ্যান করিতে হইবে তাহারই প্রসঙ্গক্রমে বলিতেছি যে, আমাকে আদি অর্থাৎ চরাচরব্যাপ্ত জীববর্গের উৎপত্তিস্থল বলিয়া জানিবে। অপিচ, আমি চেতনবর্গের মধ্য অর্থাৎ স্থিতি. এবং অন্ত অর্থাৎ নাশ, আমাকে এইরূপ জানিয়া তুমি ধ্যান করিবে।

পূজ্যপাদশ্রীমদ্বলদেবের অভিপ্রায়। হে অর্জ্জুন! আমাকে মহৎ, স্রষ্টা এবং আদি এই ত্রিবিধরূপে পরিজ্ঞাত হইয়া, আমার বিষয় তোমাকে চিন্তা করিতে হইবে। কেননা, আমি পরমাত্মা অর্থাৎ বিভু; বিজ্ঞানানন্দরূপে এবং মহৎস্রষ্টা ও আদিরূপে সর্ব্বভূতের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত। প্রধান হইতে পৃথিবী পর্য্যন্ত যাবতীয় ভূতের মূল প্রকৃতির * অন্তঃকরণে

---

* প্রকৃতি।—সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ প্রকৃতের্মহান্ মহতোঽহঙ্কারোঽহঙ্কারাৎ পঞ্চতন্মাত্রাণ্যুভয়-

আমিই অন্তর্যামিরূপে অবস্থিত। জীবাভিমানী বিরাটে আমি সমষ্টিরূপে (২০১ পৃষ্ঠার টীপ্পনী দ্রষ্টব্য) অন্তর্যামি ভাবে অবস্থিত; সকল জীবের হৃদয়ে আমি ব্যষ্টি (২০১ পৃষ্ঠার টীপ্পনী দ্রষ্টব্য) অন্তর্যামীরূপে) বিরাজমান। শাস্ত্রেও উক্ত আছে, "প্রকৃত্যাদি সকল ভূতের অন্তর্যামী

মিন্দ্রিয়ং তন্মাত্রেভ্যঃ স্থূলভূতানি পুরুষ ইতি পঞ্চবিংশতির্গণঃ (সাংখ্যদর্শন প্রথম অধ্যায় ৬১ সূত্র) ইহার বিস্তারিত ভাবার্থ এইরূপ, যে রজ্জু দ্বারা পশুকে বন্ধন করা যায় তাহাকে গুণ বলে। সাংখ্যমতে সৃষ্টি তত্ত্বের মধ্যে যে পুরুষ আছেন, সত্ত্ব রজঃ তমোরূপরজ্জু দ্বারা তাঁহার বন্ধন সংসাধিত হয়; এই জন্য এই সকলকে গুণ বলা হইয়া থাকে। সত্ত্বাদিগুণত্রয়ের হ্রাস বৃদ্ধি অনুসারে সৃষ্টি হয়। যখন এই গুণত্রয় সাম্যাবস্থায় থাকে, অর্থাৎ যখন কোনও গুণেরই ন্যূনাধিক্য না হয় তখন সৃষ্টিরূপ বিকার তিরোহিত হইয়া যায়, অর্থাৎ তৎকালে আর সৃষ্টি থাকে না। ফলতঃ এই গুণত্রয়ের তারতম্যক্রমে সৃষ্টির সূচনা উদ্ভব হইয়া থাকে। এইরূপ অবস্থায় সত্ত্বাদি গুণত্রয় যাঁহাতে লীন হইয়া যায় তিনিই প্রকৃতি অর্থাৎ অসৃষ্ট, অকার্য্যাবস্থাতেও যিনি পুনঃসৃষ্টির বীজরূপে বিদ্যমান থাকেন তাঁহারই নাম প্রকৃতি, তাঁহাকে প্রধান বলিয়াও স্বীকার করা হয়। এই প্রকৃতি হইতে মহৎ বা মহত্তত্ত্বের উদ্ভব হয়। মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কারের উৎপত্তি এবং অহঙ্কার হইতে রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ এই পঞ্চ তন্মাত্র এবং চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের উদ্ভব হয়। অনন্তর এতৎ সহ মনকে উভয়বিধ ইন্দ্রিয়ের নিয়ামকরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। উল্লিখিত পঞ্চ তন্মাত্র হইতে ক্ষিতি, অপ, তেজঃ, মরুৎ, ও ব্যোম এই পঞ্চভূত উদ্ভূত। এতৎসহ পুরুষকে গণনা করিলে পঞ্চবিংশ হয়। এই পঞ্চবিংশতত্ত্ব সাংখ্যদর্শন প্রবর্ত্তয়িতা কপিলমুনির মতানুসারে সৃষ্টির ক্রম।

এই সৃষ্টির ক্রম বিষ্ণুপুরাণে অতিশয় স্পষ্টীকৃত হইয়াছে, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইতেছে। "তদেতৎ সর্ব্বমেবাসীদ্ ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপবৎ। তথাপুরুষরূপেণ কালরূপেন চ স্থিতম্। পরস্য ব্রহ্মণোরূপং পুরুষঃ প্রথমং দ্বিজ। ব্যক্তাব্যক্তে তথৈবান্যে রূপে কালস্তথাপরম্। প্রধানপুরুষব্যক্তকালানাং পরমং হি যৎ। পশ্যন্তি সূরয়ঃ শুদ্ধং তদ্বিষ্ণোঃ পরমংপদং। প্রধানপুরুষব্যক্তকালাস্তু প্রবিভাগশঃ। রূপাণি স্থিতিসর্গান্তব্যক্তিসদ্ভাবহেতবঃ। ব্যক্তং বিষ্ণুস্তথাব্যক্তঃ পুরুষঃ কালএব চ। ক্রীড়তো বালকস্যেব চেষ্টাং তস্য নিশাময়। অব্যক্তং কারণং যৎ তৎ প্রধান মৃষিসত্তমৈঃ। প্রোচ্যতে প্রকৃতিঃ সূক্ষ্মং নিত্যং সদসদাত্মকম্। অক্ষয়ং নান্যদাধার মমেয়মজরং ধ্রুবম্। শব্দস্পর্শবিহীনং তদ্ রূপাদিভিরসংহতম্। ত্রিগুণং তজ্জগদ্যোনিরনাদিপ্রভবাপ্যয়ম্। তেনাগ্রে সর্ব্বমেবাসীদ্ ব্যাপ্তং বৈ প্রলয়াদনু। বেদবাদবিদো বিদ্বন্! নিয়তা ব্রহ্মবাদিনঃ। পঠন্তি বৈ তমেবার্থং প্রধানপ্রতিপাদকম্॥ নাহো ন রাত্রি র্ন নভো ন ভূমির্নাসীৎ তমো জ্যোতিরভূন্নচান্যৎ। শ্রোত্রাদিবুদ্ধ্যানুপলভ্যমেকং প্রাধানিকং ব্রহ্মপুমাং স্তদাসীৎ॥ বিষ্ণোঃ স্বরূপাৎ পরতো হি তেঽন্যে রূপে প্রধানং পুরুষশ্চ বিপ্র। তস্যৈব তেঽন্যেন ধৃতে বিযুক্তে রূপেণ যৎ তদ্দ্বিজ কালসংজ্ঞম্॥ প্রকৃতৌ সংস্থিতং ব্যক্ত মতীতপ্রলয়েতু যৎ। তস্মাৎ প্রাকৃতসংজ্ঞোঽয়মুচ্যতে প্রতিসঞ্চরঃ। অনাদির্ভগবান্ কালো নান্তোঽস্য দ্বিজ! বিদ্যতে। অব্যুচ্ছিন্নাস্ততস্ত্বেতে সর্গস্থিত্যন্তসংযমাঃ। গুণসাম্যে ততস্তস্মিন্ পৃথক্ পুংসি ব্যবস্থিতে। কালস্বরূপং রূপং তদ্বিষ্ণোর্মৈত্রেয়! বর্ত্ততে॥ ততস্তৎ পরমং ব্রহ্ম পরমাত্মা জগন্ময়ঃ। সর্ব্বগঃ সর্ব্বভূতেশঃ সর্ব্বাত্মা পরমেশ্বরঃ। প্রধানং পুরুষঞ্চাপি প্রবিশ্যাত্মেচ্ছয়া হরিঃ। ক্ষোভয়ামাস সম্প্রাপ্তে সর্গকালে ব্যয়াব্যয়ৌ। যথা সন্নিধিমাত্রেণ গন্ধঃ ক্ষোভায় জায়তে। মনসো নোপকর্ত্তৃত্বাৎ তথাসৌ পরমেশ্বরঃ। সএব ক্ষোভকো ব্রহ্মণ। ক্ষোভ্যশ্চ পুরুষোত্তমঃ। স সঙ্কোচবিকা

এবং সকলের শেষই নারায়ণ” সাত্বততন্ত্রে তিনজন পুরুষের উল্লেখ আছে, “বিষ্ণোস্তু ত্রীণি রূপাণি পুরুষাখ্যান্যথো বিদুঃ। একন্তু মহতঃ স্রষ্টৃ দ্বিতীয়ন্ত্বণ্ডসংস্থিতং। তৃতীয়ং সর্ব্বভূতস্থং তানি জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে” ইহার ভাবার্থ এই যে, পুরুষনামাভিধেয়বিষ্ণুর তিন রূপ জানিবে। প্রথম মহৎ-

---

শাভ্যাং প্রধানত্বেঽপি চ স্থিতঃ। বিকারাণুস্বরূপৈশ্চ ব্রহ্মরূপাদিভিস্তথা। ব্যক্তস্বরূপশ্চ তথা বিষ্ণুঃ সর্ব্বেশ্বরেশ্বরঃ। গুণসাম্যাৎ ততস্তস্মাৎ ক্ষেত্রজ্ঞাধিষ্ঠিতান্মুনে!। গুণব্যঞ্জনসম্ভূতিঃ সর্গকালে দ্বিজোত্তম!। প্রধানতত্ত্বমুদ্ভূতং মহান্তং তৎ সমাবৃণোৎ। সাত্ত্বিকো রাজসশ্চৈব তামসশ্চ ত্রিধা মহান। প্রধানতত্ত্বেন সমং ত্বচাবীজমিবাবৃতম্। বৈকারিকস্তৈজসশ্চ ভূতাদিশ্চৈব তামসঃ। ভূতেন্দ্রিয়াণাং হেতুঃ স ত্রিগুণত্বান্মহামুনে!। যথা প্রধানেন মহান্ মহতা স তথাবৃতঃ। ভূতাদিস্তু বিকুর্ব্বাণঃ শব্দতন্মাত্রিকং ততঃ। সসর্জ্জ শব্দতন্মাত্রাদাকাশং শব্দলক্ষণং। শব্দমাত্রং তথাকাশং ভূতাদিঃ স সমাবৃণোৎ। আকাশস্তু বিকুর্ব্বাণঃ স্পর্শমাত্রং সসর্জ্জ হ। বলবানভবদ্বায়ুস্তস্য-স্পর্শো গুণো মতঃ। আকাশং শব্দমাত্রন্তু স্পর্শমাত্রং সমাবৃণোৎ। ততো বায়ুর্ব্বিকুর্ব্বাণো রূপমাত্রং সসর্জ্জ হ। জ্যোতিরুৎপদ্যতে বায়োস্তদ্রূপগুণমুচ্যতে। স্পর্শমাত্রন্তু বৈ বায়ু রূপমাত্রং সমাবৃণোৎ। জ্যোতিশ্চাপি বিকুর্ব্বাণঃ রসমাত্রং সসর্জ্জ হ। সম্ভবন্তি ততোঽম্ভাংসি রসাধারাণি তানি চ। রসমাত্রাণি চাম্ভাংসি রূপমাত্রং সমাবৃণোৎ। বিকুর্ব্বাণানি চাম্ভাংসি গন্ধমাত্রং সসর্জ্জিরে। সংঘাতো জায়তে তস্মাৎ তস্য গন্ধোগুণো মতঃ। তস্মিংস্তস্মিংস্তু তন্মাত্রা তেন তন্মাত্রতা স্মৃতা। তন্মাত্রাণ্যবিশেষাণি অবিশেষাস্ততো হি তে। ন শান্তা নাপি ঘোরাস্তে নমূঢ়াশ্চাবিশেষণাঃ। ভূততন্মাত্রসর্গোঽয়মহঙ্কারাৎ তু তামসাৎ। তৈজসানীন্দ্রিয়াণ্যাহুর্দ্দেবা বৈকারিকাঃ স্মৃতাঃ। ত্বক্চক্ষুর্নাসিকা জিহ্বা শ্রোত্রমত্র চ পঞ্চমম্। শব্দাদীনামবাপ্ত্যর্থং বুদ্ধিযুক্তানি বৈ দ্বিজ! পায়ূপস্থৌ করৌ পাদৌ বাক্ চ মৈত্রেয়! পঞ্চমী। বিসর্গশিল্পগত্যুক্তিঃ কর্ম্ম তেষাঞ্চকথ্যতে। আকাশবায়ুতেজাংসি সলিলং পৃথিবী তথা। শব্দাদিভির্গুণৈ ব্রহ্মন্! সংযুক্তান্যুত্তরোত্তরৈঃ। শান্তা ঘোরাশ্চ মূঢ়াশ্চ বিশেষাস্তেন তে স্মৃতাঃ। নানাবীর্য্যাঃ পৃথগ্ভূতাস্ততস্তে সংহতিং বিনা। নাশক্নুবন্ প্রজাঃ স্রষ্টুমসমাগম্য কৃৎস্নশঃ। সমেত্যান্যোন্যসংযোগং পরস্পরসমাশ্রয়াঃ। একসংঘাতলক্ষ্যাশ্চ সংপ্রাপ্যৈক্যমশেষতঃ। পুরুষাধিষ্ঠিতত্বাচ্চ প্রধানানুগ্রহেণচ। মহদাদ্যা বিশেষান্তাহ্যণ্ডমুৎপাদয়ন্তি তে। (বিষ্ণুপুরাণ ১ম অংশ ২য় অধ্যায় ১৩।৪৯ শ্লোক।) ইহার সংক্ষেপ ভাবার্থ এই যে, পূর্ব্বোক্ত পুরুষই এই সমুদয় প্রপঞ্চ। তিনিই অব্যক্ত অর্থাৎ প্রকৃতিস্বরূপ, ব্যক্ত অর্থাৎ মহদাদি স্বরূপ। এবং তিনিই পুরুষরূপে ও কালরূপে স্থিত রহিয়াছেন। হে ব্রহ্মণ! “আমি এক আছি, বহু হইব,” এইরূপ পর্য্যালোচনা করিয়া যিনি সৃষ্টিকার্য্যে নিরত হন, সেই পুরুষই পরম ব্রহ্মের প্রথম রূপ। অব্যক্ত প্রকৃতি, ব্যক্ত মহদাদি, কাল ও একাদশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চীকৃত ভূত প্রভৃতি তাঁহার অপর রূপ। বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ প্রকৃতি, পুরুষ, মহদাদি ও কাল হইতে পৃথক্রূপে সেই বিষ্ণুর পরমপদ ধ্যান করিয়া থাকেন। প্রকৃতি, পুরুষ, মহদাদি ও কাল এই রূপ চতুষ্টয় ঈশ্বরের জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও লয়ের উৎপাদক এবং ব্যঞ্জক। প্রথম সৃষ্ট শরীরি বিষ্ণু, প্রকৃতি, পুরুষ, মহদাদি, কাল এ সমস্তই ক্রীড়াসক্ত বালকের ন্যায় ঈশ্বরের চেষ্টাতেই আবির্ভূত হইয়াছে। ঋষিরা প্রকৃতিকেই অব্যক্ত, কারণ ও প্রধান বলিয়া থাকেন এই প্রকৃতি অক্ষয়, অনন্যাশ্রয়, ইয়ত্তাশূন্য, অজর, নিশ্চল, শব্দও স্পর্শপরিশূন্য, রূপাদিরহিত, ত্রিগুণবিশিষ্ট। ইহা হইতেই জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। ইহা অনাদি, নিত্য, প্রলয়কালে সমুদায় সৃষ্ট বস্তু ইহাতেই লীন হইবে। সৃষ্টির পূর্ব্বে অতীতপ্রলয়কালে সমস্ত সৃষ্ট বস্তু এই প্রকৃতিরই অন্তর্নিবিষ্ট ছিল। হে বিদ্বন্! যাঁহারা বেদ্য বে

স্রষ্টা, দ্বিতীয় অণ্ডসংস্থিত, তৃতীয় সর্ব্বভূতে অবস্থিত, তাঁহাদিগকে জানিতে পারিলে মুক্তি হয়।

পূজ্যপাদ শ্রীমন্নীলকণ্ঠের অভিপ্রায়। হে অর্জ্জুন! আমি বাসুদেব, আত্মা এইপদ অত্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে অত ধাতুর অর্থ বিস্তৃতি;

জ্ঞাত আছেন, সেই সকল বেদনিষ্ঠ ব্রহ্মবাদী উক্ত প্রকৃতিতত্ত্ব প্রতিপাদনার্থ এইরূপ বলিয়া থাকেন যে, সেই অতীত মহাপ্রলয় কালে সূর্য্য না থাকাতে দিবস বা রাত্রি ছিল না, আকাশ বা ভূমি কিছুই ছিল না, তখন অন্ধকার জ্যোতি বা অন্য কোন পদার্থই ছিল না। তৎকালে দর্শন শ্রবণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সমূহের অগম্য বুদ্ধির অগোচর প্রকৃতি, পুরুষ এবং ব্রহ্ম বিদ্যমান ছিলেন। হে দ্বিজ! নিরূপাধিক বিষ্ণুর যেমন প্রকৃতি পুরুষ এই দুইটী রূপ উল্লিখিত হইল, সেই প্রকার কাল নামেও তাঁহার আর একটী রূপ আছে। ঐ কালের সহিত প্রকৃতি ও পুরুষ সৃষ্টিকালে সংযুক্ত ও প্রলয়কালে বিযুক্ত হয়। অতীত মহাপ্রলয়কালে ব্যক্ত, মহৎ, অহঙ্কার প্রভৃতি প্রকৃতিতে লীন ছিল। সেই প্রকৃতিতে লয় হেতু ঐ কালের প্রাকৃত নাম মহাপ্রলয় হইয়াছে। হে দ্বিজ! ভগবান কাল অনাদি, এবং তাঁহারও অন্ত নাই। এই কালে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় নিরন্তর প্রবহমান হইতেছে। হে মৈত্রেয়! সত্ত্ব রজ, তম, এই গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থাপন্ন প্রকৃতি ও পুরুষ মহাপ্রলয় কালে পৃথক্ পৃথক্ অবস্থিতি করেন। সে সময় পরস্পরবিযুক্ত সেই প্রকৃতিপুরুষের ধারণার্থ মহাকালস্বরূপ বিষ্ণুর রূপ বর্ত্তমান থাকে। অনন্তর সৃষ্টির সময় উপস্থিত হইলে পরমব্রহ্ম পরমাত্মা জগন্ময় সর্ব্বগামী সর্ব্বভূতেশ্বর সর্ব্বাত্মা সেই পরমেশ্বর স্বীয় ইচ্ছানুসারে জগতের উপাদানকারণস্বরূপ প্রকৃতিতে ও নিমিত্তকারণস্বরূপ পুরুষে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া তদুভয়কে সংক্ষোভিত করেন। অর্থাৎ সেই ঈশ্বরকৃত ক্ষোভই প্রকৃতি পুরুষকে সংযুক্ত করিয়া সৃষ্টিতে উন্মুখ করিয়া দেয়। যেমন গন্ধ কোন বিশেষ কার্য্য না করিয়াও সান্নিধ্য মাত্রেই মনকে বিক্ষোভিত করে, সেইরূপ পরমেশ্বর স্বয়ং নিষ্ক্রিয় হইয়াও সান্নিধ্য মাত্রেই প্রকৃতি ও পুরুষের বিক্ষোভক হন। হে ব্রহ্মন্! সূক্ষ্ম বিবেচনা করিয়া দেখিলে প্রতীয়মান হইবে যে, সেই পুরুষোত্তম বিষ্ণুই বিক্ষোভক ও রূপান্তরে তিনিই ক্ষোভ্য। কারণ সঙ্কোচ অর্থাৎ গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা এবং বিকাশ অর্থাৎ গুণক্ষোভ, এই উভয়গুণবিশিষ্ট বিষ্ণুই প্রলয় ও সৃষ্টি কালে প্রকৃতিতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া থাকেন। সেই বিষ্ণুই স্থূল মহাভূত রূপে, সূক্ষ্ম মহদহঙ্কার প্রভৃতি রূপে, এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর প্রভৃতি বহুবিধ জীবভেদে ব্যক্তস্বরূপ হইতেছেন। সুতরাং তিনি সমুদায় ঈশ্বরেরও ঈশ্বর। হে দ্বিজোত্তম! অনন্তর সৃষ্টিকালে প্রকৃতিক্ষোভ হইলে ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত সেই ত্রিগুণের সাম্যাবস্থারূপ প্রকৃতি হইতে গুণব্যঞ্জক মহত্তত্ত্ব উৎপন্ন হইল। মহত্তত্ত্ব উৎপন্ন হইবামাত্র প্রকৃতিকর্ত্তৃক পরিব্যাপ্ত হইল। বীজ যেমন ত্বক্ দ্বারা সমাচ্ছাদিত থাকে, তাহার ন্যায় সাত্ত্বিক রাজস ও তামস এই ত্রিবিধ মহত্তত্ত্ব প্রকৃতি কর্ত্তৃক সর্ব্বত্র সমভাবে সমাবৃত থাকিল। সাত্ত্বিক রাজস ও তামস এই ত্রিবিধ মহত্তত্ত্ব হইতে যথাক্রমে বৈকারিক তৈজস ও ভূতাদি এই তিন প্রকার অহঙ্কার উৎপন্ন হইল। মহর্ষে! মহত্তত্ত্ব যেমন মূল প্রকৃতি কর্ত্তৃক সমাবৃত হয়, তাহার ন্যায় ভূত ও ইন্দ্রিয়গণের হেতু ত্রিগুণাশ্রয় অহঙ্কার তত্ত্বও মহত্তত্ত্ব কর্ত্তৃক ব্যাপ্ত হইল। তদনন্তর ভূতাদি অর্থাৎ তামস অহঙ্কার বিকৃত হইয়া শব্দ তন্মাত্র উৎপন্ন হইল। পরে শব্দ তন্মাত্র হইতে শব্দগুণবিশিষ্ট আকাশের উৎপত্তি হইল। শব্দতন্মাত্র ও আকাশ সৃষ্ট হইবামাত্র তামসঅহঙ্কার কর্ত্তৃক ব্যাপ্ত হইল। আকাশ ক্ষুভ্যমাণ অর্থাৎ বিকৃত হইয়া স্পর্শ তন্মাত্র উৎপাদন করিল। এবং সেই স্পর্শতন্মাত্র হইতে স্পর্শগুণসম্পন্ন বলবান্ বায়ুর সৃষ্টি হইল। শব্দগুণ সম্পন্ন আকাশ স্পর্শগুণবিশিষ্ট বায়ুকে ব্যাপিয়া রহিল।

এই অর্থে আত্মাশব্দের অর্থ ব্যাপক। হে জিতনিদ্র! আমি আত্মা সুতরাং সর্ব্বব্যাপক। সকলভূতের আমি আশয় অর্থাৎ একত্র সম্মিলনস্থল। যেমন জলসমূহের একত্র সম্মিলনস্থলের নাম জলাশয়, তদ্রূপ সকল ভূতের আমি একীভাবস্থল। আমি স্থিত অর্থাৎ অচল ও স্থির। জীববর্গের একীভাব স্থল বলিয়া আমি সকলের আদি অর্থাৎ জন্মকারণ। মধ্য অর্থাৎ

অনন্তর বায়ু বিকৃত হওয়াতে রূপতন্মাত্রের সৃষ্টি হইল। সুতরাং রূপবিশিষ্ট তেজঃ পদার্থ বায়ু হইতেই উৎপন্ন রূপবিশিষ্ট তেজঃ পদার্থ স্পর্শবিশিষ্ট বায়ু কর্ত্তৃক পরিব্যাপ্ত হইল। পরে জ্যোতিঃ পদার্থ বিকৃত হইয়া রসতন্মাত্র উৎপাদন করিল; এবং তাহাতেই রসাধার সলিলের সৃষ্টি হইল। রসবিশিষ্ট সলিলও রূপবান তেজ কর্ত্তৃক সমাবৃত হইল। অনন্তর জল বিকৃত হইয়া গন্ধতন্মাত্র উৎপাদন করিল। এবং ঐ গন্ধতন্মাত্র হইতে গন্ধবিশিষ্ট কাঠিন্যযুক্ত সর্ব্বগুণের সমষ্টিস্বরূপ পার্থিব পদার্থ উদ্ভূত হইল। তত্তৎপদার্থে তত্তৎগুণের চিহ্নমাত্র অথবা সূক্ষ্মাবস্থা তন্মাত্র। তন্মাত্র সমুদায়ের একটী বিশেষ নাম "অবিশেষ"। কারণ ইহারা শান্ত অর্থাৎ সুখহেতু, ঘোর অর্থাৎ দুঃখহেতু মূঢ় অর্থাৎ মোহহেতু না হওয়াতে ইহাদের পরস্পর কোন বিশেষ নাই। তামস অহঙ্কার হইতে এইরূপে পঞ্চতন্মাত্র ও পঞ্চভূতের সৃষ্টি হয়। তৈজস অহঙ্কার হইতে শ্রোত্র ত্বক্ নাসিকা চক্ষু জিহ্বা বাক্ পাণি পাদ পায়ু উপস্থ এই দশেন্দ্রিয়ের সৃষ্টি হইল, এবং সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে যথাক্রমে উক্ত দশেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা দিক্, বাত, অর্ক, প্রচেতা, অশ্বিনীকুমার, বহ্নি ইন্দ্র, উপেন্দ্র, মিত্র, এবং প্রজাপতি এই দশদেবতা সৃষ্ট হন। মন একাদশ ইন্দ্রিয়; ইহার নাম অন্তঃকরণ; ইহার মন, বুদ্ধি, অহঙ্কারও চিত্ত নামে চারিপ্রকার বৃত্তি আছে। এবং ইহার চন্দ্র ব্রহ্মা রুদ্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ নামে চারিজন অধিষ্ঠাতা দেবতা আছেন। এতৎ সমুদায় সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। একাদশ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়। ইহার দ্বারা রূপ শব্দ স্পর্শ রস ও গন্ধের উপলব্ধি হয়। বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, ও উপস্থ এই পাচটি কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা উক্তি শিল্প, গতি, মলত্যাগ, মূত্রত্যাগ এই পঞ্চবিধ কার্য্য হয়। হে ব্রহ্মন! আকাশ বায়ু তেজ, অপ, পৃথিবী, এই পঞ্চভূত ক্রমান্বয়ে কার্য্যগুণ ও কারণগুণ সম্পন্ন এবং ইহারা শান্ত অর্থাৎ সুখহেতু, ঘোর অর্থাৎ দুঃখহেতু, মূঢ় অর্থাৎ মোহহেতু হওয়াতে ইহাদের একটি বিশেষ রূঢ় নাম "বিশেষ।" অনন্তর আকাশ, বায়ু, তেজ, জলও পৃথিবী এই পঞ্চভূত সৃষ্ট হইয়া পরমাণু অবস্থায় থাকিল; কারণ তাহারা অবকাশ, শোধন, দহন, ক্লেদন, ধারণ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন শক্তিসম্পন্ন ও পৃথক্ স্বভাবাক্রান্ত হওয়াতে পরস্পর সংযোগ অর্থাৎ পঞ্চীকরণ ব্যতিরেকে সম্পূর্ণরূপে প্রজাসৃষ্টি করিতে সমর্থ হইল না। পরে তাঁহারা পঞ্চীকরণ দ্বারা পরস্পর দৃঢ় সংযোগ, সম্পূর্ণ ঐক্য ও পরস্পর আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়া এক পদার্থবৎ প্রতীয়মান হইতে লাগিল। মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি, বিশেষ পর্য্যন্ত ইহারা ঈশ্বর কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত হওয়াতে ও প্রকৃতির পরিণামোন্মুখতা হেতু ব্রহ্মাণ্ড উৎপাদন করিল।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্বলদেববিদ্যাভূষণ সাত্ত্বততন্ত্রের বচনটি দিয়াছেন। তাহাতে "অণ্ডসংস্থিত" এই শব্দটি আছে, তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ প্রমাণ প্রদত্ত হইল। "সোঽভিধ্যায় শরীরাৎ স্বাৎ সিসৃক্ষুর্ব্বিবিধাঃ প্রজাঃ। অপএব সসর্জ্জাদৌ তাসু বীজমবাসৃজৎ। তদণ্ডমভবদ্ধৈমং সহস্রাংশুসমপ্রভম্। তস্মিন্ জজ্ঞে স্বয়ং ব্রহ্মা সর্ব্বলোকপিতামহঃ।" (মনুসংহিতা প্রথমাধ্যায় ৮।৯ শ্লোক) সেই পরমাত্মা প্রকৃতিরূপে পরিণত আপন শরীর হইতে নানা প্রকার প্রজা সৃষ্টি করিবার মানসে "কিরূপে সৃষ্টি সম্পাদন হইবে" এই সঙ্কল্প করিয়া প্রথমতঃ জল হউক বলিয়া আকাশাদি ক্রমে জলের সৃষ্টি করিলেন ও তাহাতে আপন শক্তিরূপবীজ অর্পণ করিলেন। ঐ বীজ সুবর্ণনির্ম্মিতের

স্থিতিকারণ, এবং অন্ত অর্থাৎ লয়কারণ; এই ব্রহ্মাণ্ড সকল আমাতেই নিহিত ইহাই এই শ্লোকের ভাব। এই টীকাকার মহাশয় অন্যান্য ভাষ্য ও টীকাকারগণের পথানুসরণ না করিয়া যে সুমিষ্ট অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা মনোযোগ সহকারে দ্রষ্টব্য।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্রাঘবেন্দ্রযতির অভিপ্রায়। যদি অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করেন হে বাসুদেব!* কোন্ কোন্ ভাবে তোমার বিষয় চিন্তা করিতে হইবে? এই

ন্যায় ও সূর্য্য সদৃশ তেজস্বী একটী অণ্ড হইল; ঐ অণ্ডে সকল লোকের জনক স্বয়ং ব্রহ্মা শরীর পরিগ্রহ করিলেন।

অপিচ। "পুরুষাধিষ্ঠিতত্বাচ্চ প্রধানানুগ্রহেণ চ। মহদাদ্যা বিশেষান্তা হ্যণ্ডমুৎপাদয়ন্তি তে। তৎক্রমেণ বিবৃদ্ধন্ত জলবুদ্‌বুদবৎসমম্। ভূতেভ্যোঽণ্ডং মহাবুদ্ধে! বৃহৎ তদুদকেশয়ম্। প্রাকৃত ব্রহ্মরূপস্য বিষ্ণোঃ সংস্থানমুত্তমম্। তত্রাব্যক্ত স্বরূপোঽসৌ ব্যক্তরূপী জগৎ পতিঃ। বিষ্ণুর্ব্রহ্মস্বরূপেণ স্বয়মেব ব্যবস্থিতঃ॥ মেরুরুল্বমভূৎ তস্য জরায়ুশ্চ মহীধরাঃ। গর্ভোদকং সমুদ্রাশ্চ তস্যাসন্ সুমহাত্মনঃ। সাদ্রিদ্বীপসমুদ্রাস্ত সজ্যোতির্লোকসংগ্রহঃ। তস্মিন্নণ্ডেঽভবৎ বিপ্র! সদেবাসুরঃ মানুষঃ।" অর্থাৎ মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি বিশেষপর্য্যন্ত ইহারা ঈশ্বর কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত হওয়াতে ও প্রকৃতির পরিণামোন্মুখতা হেতু ব্রহ্মাণ্ড উৎপাদন করিল। প্রাকৃত অর্থাৎ প্রকৃতি সম্ভূত, সেই ব্রহ্মাণ্ড বর্ত্তুল ও জল বুদ্‌বুদবৎ জলস্থিত হইয়া মহাভূত দ্বারা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। এবং তাহাই হিরণ্যগর্ভরূপী বিষ্ণুর উত্তম আশ্রয়স্থান ও সংস্থান, অর্থাৎ শরীরারম্ভক অবয়ব হইল। অনন্তর অব্যক্তস্বরূপ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের অগোচর জগদীশ্বর বিষ্ণু মায়াদ্বারা ব্যক্তরূপী হইয়া হিরণ্যগর্ভরূপে স্বয়ং সেই অণ্ডে বাস করিতে লাগিলেন। সুমেরু পর্ব্বত তাহার উল্ব অর্থাৎ গর্ভবেষ্টনচর্ম্ম এবং অন্যান্য পর্ব্বত তাহার জরায়ু ও সমুদ্রগণ সেই মহাত্মার গর্ভোদক স্বরূপ হইল। হে বিপ্র! সেই অণ্ডেতেই সমুদ্র, দ্বীপ, পর্ব্বত, জ্যোতি, ভূ, ভুব, স্বঃ প্রভৃতি সমস্ত ভুবন দেবগণ, অসুরগণ ও মানুষগণ সমুৎপন্ন হইল। (বিষ্ণুপুরাণ ১ম অংশ ২য় অধ্যায় ৪৯।৫৩ শ্লোক)

(সাংখ্যমতানুযায়ী সৃষ্টিতত্ত্ব নিতান্তদুরূহ। এই জন্য এই গ্রন্থের নানাস্থানে নানাভাবে ইহা আলোচিত হইয়াছে। ১৪। ৩৭। ২০১। ১৩১১ পৃষ্ঠার টীপ্পনী দ্রষ্টব্য।)

* বাসুদেব অর্থে অনেকে বসুদেবের পুত্র মনে করেন। ব্যাকরণের নিয়মানুসারে এরূপ অর্থ না হইতে পারে এমত নহে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে বাসুদেব শব্দ সে অর্থে ব্যবহৃত হয় না। শ্রীভগবানের অষ্টোত্তরশতনাম স্তোত্রে আছে যে, "শ্রীকৃষ্ণঃ কমলানাথো বাসুদেবঃ সনাতনঃ। বসুদেবাত্মজঃ পুণ্যো লীলামানুষবিগ্রহঃ।" যদি বাসুদেব শব্দে বসুদেবসুত বুঝাইত, তাহা হইলে মহর্ষি কখনই এস্থলে বাসুদেব এবং বসুদেবাত্মজ এই উভয় শব্দ ব্যবহার করিতেন না। ফলতঃ বাসুদেব শব্দের অর্থ, অন্যরূপ। বিশেষ প্রমাণ প্রয়োগে তাহা প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াসবান্ না হইয়া আমরা এস্থলে কেবল মাত্র পবিত্র শাস্ত্রীয় প্রমাণ উদ্ধৃত করিতেছি।

বাসুদেব শব্দের প্রমাণ ও ব্যুৎপত্তি দেওয়া যাইতেছে। "সর্ব্বত্রাসৌ সমস্তঞ্চ বসত্যত্রেতি বৈ যতঃ। ততঃ স বাসুদেবেতি বিদ্বদ্ভিঃ পরিপঠ্যতে।" (বিষ্ণু পুরাণ ১ম অংশ ২য় অধ্যায় ১১ শ্লোক)। তিনি এই জগতের সকল স্থানে ও সকল বস্তুতে বাস করেন বলিয়া পণ্ডিতগণ তাঁহাকে বাসুদেব বলিয়া থাকেন। অপিচ, "বাসনাৎ দ্যোতনাচ্চৈব বাসুদেবং ততো বিদুঃ।" ইতি (মোক্ষধর্ম্মে) যিনি বাস করেন ও দীপ্তিযুক্ত করেন তাঁহার নাম বাসুদেব।

রূপ আশঙ্কিত প্রশ্নের উত্তরে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, হে জিতনিদ্র! সকল ভূতেই আমাকে চিন্তা করিবে, অর্থাৎ আমি সর্ব্বভূতাবস্থিত। এই ভাব ব্যক্ত করিবার জন্য এই শ্লোক অবতারিত হইয়াছে। হে অর্জ্জুন! আমি আত্মা সুতরাং ব্যাপ্ত। তথাপি আমি সকল ভূতের হৃদয়গুহায় অবস্থিত। আমি ভূতবর্গের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়কর্ত্তা ॥ ২০ ॥

——(:*:)——

আদিত্যানামহং বিষ্ণুর্জ্যোতিষাং রবিরংশুমান্।
মরীচির্মরুতামস্মি নক্ষত্রাণামহং শশী ॥ ২১ ॥

অন্বয়।—অহং আদিত্যানাং (দ্বাদশ সূর্য্যানাং) [মধ্যে] বিষ্ণুঃ (বিষ্ণুনামকঃ), জ্যোতিষাং (প্রকাশকানাং) অংশুমান্ (সহস্রকিরণঃ) রবিঃ (সূর্য্যঃ), মরুতাং (বায়ূনাং) মরীচিঃ, নক্ষত্রাণাং শশী (চন্দ্রঃ) অস্মি ॥ ২১ ॥

প্রতিশব্দ।—আমি দ্বাদশ-আদিত্যের [মধ্যে] বিষ্ণুনামক-আদিত্য, প্রকাশকগণের [মধ্যে] কিরণশালী সূর্য্য, বায়ুগণের [মধ্যে] মরীচি, নক্ষত্রগণের [মধ্যে] চন্দ্রমা হই ॥ ২১ ॥

ব্যাখ্যা।—আমি দ্বাদশ আদিত্যের মধ্যে বিষ্ণু নামক আদিত্য; জ্যোতিষ্কগণের মধ্যে আমি বিশ্বব্যাপক সহস্রকিরণমালী সূর্য্য; ঊনপঞ্চাশৎ বায়ুর মধ্যে আমি প্রভূতশক্তিশালী মরীচি নামক বায়ু; এবং নক্ষত্রগণের মধ্যে আমি স্নিগ্ধরশ্মি চন্দ্রমা ॥ ২১ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—আদিত্যানামিতি। আদিত্যানাং দ্বাদশানাং বিষ্ণুনামাদিত্যোঽহং, জ্যোতিষাং রবিঃ অংশুমান্ প্রকাশয়িতৃণামংশুমান রশ্মিমান্ মরীচির্নাম মরুদ্দেবতাভেদানাং অস্মি, নক্ষত্রাণামহং শশী চন্দ্রমাঃ ॥ ২১ ॥

আনন্দগিরি।—এবং শব্দার্থমেব দর্শয়তি আদিত্যানামিত্যাদিনা ॥ ২১ ॥

রামানুজ।—এবং ভগবতঃ স্ববিভূতিভূতেষু সর্ব্বেষাত্মতয়াবস্থানং তত্তচ্ছব্দ সামানাধিকরণ্যনির্দ্দেশহেতুং প্রতিপাদ্য বিভূতিবিশেষান্ সামানাধিকরণ্যেন ব্যপদিশতি। ভগবত্যাত্মতয়াবস্থিতেহি সর্ব্বে শব্দা স্তস্মিন্নেব পর্য্যবস্যন্তি যথা দেবো মনুষ্যঃ পক্ষী বৃক্ষ ইত্যাদয়ঃ শব্দাঃ

শরীরাণি প্রতিপাদয়ন্তঃ তত্তদাত্মনি পর্য্যবস্যন্তি ভগবত স্তত্তদাত্মতয়াবস্থানমেব তত্তচ্ছব্দসামানাধিকরণ্যনিবন্ধনমিতি বিভূত্যুপসংহারে বক্ষ্যতি "ন তদস্তি বিনা যৎস্যান্ময়া ভূতং চরাচরং" ইতি সর্ব্বেষাংস্বেনাবিনাভাববচনাৎ অবিনাভাবশ্চ নিযাম্যতয়েতি "মত্তঃসর্ব্বংপ্রবর্ত্ততে ইত্যুপক্রমোদিতং দ্বাদশ সংখ্যাসংখ্যাতানামাদিত্যানাং দ্বাদশো য উৎকৃষ্টো বিষ্ণুনামাদিত্যঃ সোঽহং জ্যোতিষাং জগতি প্রকাশকানাং যোঽংশুমান্ রবিরাদিত্যগণঃ সো ঽহং মরুতাং উৎকৃষ্টো মরীচির্যঃ সোঽহমস্মি নক্ষত্রাণামহংশশী। (নেয়ং নির্দ্ধারণে ষষ্ঠী ভূতানামস্মি চেতনেতিবৎ) নক্ষত্রাণাংপতির্যশ্চন্দ্রঃ সোঽহমস্মি ॥ ২১ ॥

হনুমান্।—দ্বাদশাদিত্যানাং মধ্যেঽবিষ্ণুরহং তেজসাং মধ্যে রবিরহং মরুতাং দেবানাং মধ্যে মরীচিরহং নক্ষত্রাণাং মধ্যে অহং শশী ননু নক্ষত্রানাং মধ্যে শশিনো নির্দ্ধারণা নোপপদ্যতে তস্মান্নক্ষত্ররূপত্বান্নৈতদেবং শশী চ নক্ষত্রমেবতৎ কথমিহ পুণ্যতঃ ফলভোগার্থমনুংলোকং নক্ষত্রং তে গচ্ছতীতি নক্ষত্রং (?) তথাহি শ্রুতিঃ "যোবান্ ইহ জায়মানোঽমুং লোকং লক্ষতে-তন্নক্ষত্রাণাং নক্ষত্রত্বমিতি ॥ ২১ ॥

শ্রীধর।—ইদানীং বিভূতীঃ কথয়তি আদিত্যানামিতি যাবৎসমাপ্তি। আদিত্যানাঞ্চ দ্বাদশাদিত্যানাং মধ্যে বিষ্ণুনামাহং, জ্যোতিষাং প্রকাশকানাং মধ্যে অংশুমান্ বিশ্বব্যাপিরশ্মিযুক্তো রবিঃ সূর্য্যোঽহং,মরুতাং বায়ূনাং মধ্যে মরীচিনামাহমস্মি,যদ্বা সপ্ত মরুদ্গণা দেববিশেষাস্তেষাং মধ্যে, নক্ষত্রাণাং মধ্যে চন্দ্রোঽহং। (অত্র চাদিত্যানামহং বিষ্ণুরিত্যাদিষু প্রায়শো নির্দ্ধারণে ষষ্ঠী ক্বচিচ্চ ভূতানামস্মি চেতনেত্যাদিষু সম্বন্ধে ষষ্ঠী, তচ্চ তত্রৈব দর্শয়িষ্যামঃ) বিষ্ণুরিত্যাদিম্ববতারোঽপি প্রভাবাতিশয়মাত্রবিবক্ষয়া বিভুতিত্বেন নির্দ্দিশ্যতে, অতঃপরঞ্চাধ্যায়স্য স্পষ্টার্থত্বেঽপি ক্বচিৎ কিঞ্চিদ্ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥ ২১ ॥

বলদেব।—আদিত্যানাং দ্বাদশানাং মধ্যে বিষ্ণুর্বামনোঽহং। জ্যোতিষাং প্রকাশানাং মধ্যেঽংশুমান্‌বিশ্বব্যাপিরশ্মীরবিরহং। মরুতামূনপঞ্চাশৎসংখ্যকানাং মধ্যে মরীচিরহং। নক্ষত্রাণামধিপতিঃ শশী সুধাবর্ষী চন্দ্রোঽহং। (অত্র নির্দ্ধারণে ষষ্ঠী প্রায়েণ ক্বচিৎ সম্বন্ধেঽপীতি বোধ্যং)॥ ২১॥

মধুসূদন।—এতদশক্তেন বাহ্যানি ধ্যানানি কার্য্যাণীত্যাহ আদিত্যানামিত্যাদি যাবদধ্যায় সমাপ্তি। আদিত্যানাং দ্বাদশানাং মধ্যে বিষ্ণুর্ব্বিষ্ণুনামাদিত্যোঽহং বামনাবতারো বা, জ্যোতিষাং প্রকাশকানাং মধ্যে রবিরংশুমান্ বিশ্বব্যাপী প্রকাশকঃ, মরুতাং সপ্তসপ্তকানাং মধ্যে মরীচিনামাহং নক্ষত্রাণামধিপতিরহং শশী চন্দ্রমাঃ (নির্দ্ধারণে ষষ্ঠী, ক্বচিৎ সম্বন্ধেঽপি যথা ভূতানামস্মি চেতনেত্যাদৌ)। বামনরামাদয়শ্চাবতারাঃ সর্ব্বৈশ্বর্য্যশালিনোঽপ্যনেন রূপেণ ধ্যানবিবক্ষয়া বিভূতিষু পঠ্যন্তে, বৃষ্ণীনাং বাসুদেবোঽস্মীতি তেন রূপেণ ধ্যানবিবক্ষয়া স্বস্যাপি স্ববিভূতিমধ্যে পাঠবৎ। অতঃপরঞ্চ প্রায়েণায়মধ্যায়ঃ স্পষ্টার্থ ইতি ক্বচিৎ কিঞ্চিদ্ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥ ২১ ॥

নীলকণ্ঠ।—যোগমুক্তা বিভূতীরাহ আদিত্যানামিত্যাদিনা যাবদধ্যায়সমাপ্তিঃ।

আদিত্যানাং দ্বাদশানাং মধ্যে বিষ্ণুনামা আদিত্যোঽহং বামনাবতারো বা জ্যোতিষামগ্ন্যাদীনাং মধ্যে রবিঃ অংশুমান্ অত্যন্তং প্রতপনশীলো নিদাঘমধ্যাহ্নে তীব্রাতপবানহমেবেত্যর্থঃ, (অত্রপ্রায়ো নির্দ্ধারণে ষষ্ঠী, ভূতানামস্মি চেতনেত্যাদ্যো সম্বন্ধে ঽপি) শশী চন্দ্রমাঃ ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ।—অথ (নির্দ্ধারণষষ্ঠ্যা ক্বচিৎ সম্বন্ধষষ্ঠ্যা চ) বিভূতীরাহ যাবদধ্যায়সমাপ্তিঃ। আদিত্যানাং দ্বাদশানাং মধ্যে বিষ্ণুরহমিতি তন্নামা সূর্য্যো মদ্বিভূতিরিত্যর্থঃ। এবং সর্ব্বত্র প্রকাশকানাং জ্যোতিষাং মধ্যে অংশুমান্ মহাকিরণমালীরবিরহং। মরীচিঃ পবনবিশেষঃ ॥ ২১ ॥

তাৎপর্য্য।—অতঃপর শ্রীভগবান্ প্রকৃত প্রস্তাবে স্বকীয় বিভূতি বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইতেছেন। বাহ্য জগতের সমস্ত পদার্থে তিনি ব্যাপ্ত হইলেও যে কিছু সর্ব্বোত্তম পদার্থ, তাহাই তাঁহার বিভূতি। তন্মধ্যেও কতকগুলি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিভূতি মাত্র অধ্যায় সমাপ্তি পর্য্যন্ত কথিত হইতেছে। শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, আমি আদিত্যগণের মধ্যে বিষ্ণু, * পৌরানিক আখ্যানানুসারে ভগবান কশ্যপের ঔরসে দক্ষকন্যা অদিতি দেবীর গর্ভে দেবগণের জন্ম হয়; সেই জন্য অদিতি দেবীর একনাম দেবমাতা। সেই দেবগণের মধ্যে বিষ্ণু দেবতা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। অপিচ স্বয়ং ভগবান্ বিষ্ণু পঞ্চমাবতার বামনদেব রূপে অদিতি দেবীর গর্ভ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এজন্য তিনি আপনাকে আদিত্যগণের মধ্যে বিষ্ণু বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। পূজ্যপাদ শ্রীমন্নীলকণ্ঠ সূরি প্রভৃতি এস্থলে নিদাঘকালীন প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডই লক্ষিত বলিয়া মনে করিয়াছেন। জ্যোতিষ্কগণ অর্থাৎ তমো নাশক ও প্রকাশকগণের মধ্যে ভগবান্ তেজঃপুঞ্জ দিবাকর। জগতে যত কিছু দীপ্তিমান্ জ্যোতিষ্মান্ পদার্থ পরিদৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে শ্রীসূর্য্যদেব সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল প্রতাপ, এইজন্য ভগবান্ এস্থলে আপনাকে তেজস্বিবর্গের মধ্যে অংশুমালীরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মরুৎ অর্থাৎ বায়ুগণের মধ্যে শ্রীভগবান্

---

* অদিতেরপত্যং পুমান্ ইতি আদিত্যঃ। অদিতি শব্দ সম্বন্ধে কিছু বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে। অদিতি দক্ষ প্রজাপতিকন্যা, কশ্যপপত্নী এবং দেবমাতা। কশ্যপের ঔরসে অদিতের গর্ভে সমস্ত দেবগণের জন্ম হয়। এইজন্য তিনি দেবমাতা। শ্লোকস্থ বিষ্ণু এই শব্দটি সম্বন্ধে কোন কোন টীকাকার বামনাবতার বলিয়াছেন। তৎসম্বন্ধে শাস্ত্রোক্ত প্রমাণ দেওয়া যাইতেছে। বিষ্ণুর পঞ্চমাবতার বামন। অপিচ, "শ্রী উবাচ, অথবর্ষসহস্রান্তে সর্ব্বলোক মহেশ্বরং। অদিতির্জনয়ামাস বামনং বিষ্ণুমচ্যুতং। শ্রীবৎসকৌস্তভোরস্কং পূর্ণেন্দুসদৃশদ্যুতিং। সুন্দরং পুণ্ডরীকাক্ষং অ তথর্ব্বতরং হরিং। বটুবেশধরং দেবং সর্ব্ববেদান্তগোচরং। মেখলাজিনদণ্ডাদিচিহ্নেনাঙ্কিতমীশ্বরং।" (পদ্মপুরাণ উত্তর খণ্ড ৪৯ অধ্যায়) অনন্তর হাজার বৎসর পরে সর্ব্বজীবের অধীশ্বর শ্রীবৎসকৌস্তভচিহ্নিত, পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় দীপ্তিশালী অতি মনোহারী, অতি ক্ষুদ্র, ব্রাহ্মণবেশধারী, বেদান্তশাস্ত্রবেত্তা, মেখলাজিন দণ্ডাদি চিহ্নিত বামনদেব হরি অদিতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করিলেন। তদনন্তর বিষ্ণুর এই পঞ্চমাবতার বামনদেব

মরীচি। অথবা মরুদ্‌গণনামক সপ্তদেবতার মধ্যে তিনি মরীচি নামক শ্রেষ্ঠদেবতা। গগণবিরাজী অগণ্য তারকামালার মধ্যে শ্রীভগবান্ চন্দ্রমা। নক্ষত্র মণ্ডলীর পরম শোভাময় অধীশ্বররূপে সুধাংশু ব্যোমপথে বিচরণ করেন ও পরম শোভা এবং স্নিগ্ধোজ্জ্বল কিরণরশ্মিতে সকলের হৃদয়ে আনন্দ সঞ্চার করেন, এইজন্য শ্রীভগবান্ আপনাকে শশী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

"আদিত্যানাং" ইত্যাদি স্থলে নির্দ্ধারণে ষষ্ঠী বিভক্তি হইয়াছে। ইহার পরবর্ত্তী কোন কোন স্থানে সম্বন্ধে ষষ্ঠীও আছে। কিন্তু রামানুজ-আচার্য্য বলিয়াছেন, এস্থলে নির্দ্ধারণে ষষ্ঠী হয় নাই, সম্বন্ধে ষষ্ঠী বিভক্তি হইয়াছে। অতঃপর ভাষ্যও টীকাকৃদ্গণ অনেকেই বিভূতি বর্ণনাংশ সুস্পষ্ট ও সহজবোধ্য বলিয়া মনে করিয়াছেন ॥ ২১ ॥

* * *

বেদানাং সামবেদোঽস্মি দেবানামস্মি বাসবঃ।
ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মি ভূতানামস্মি চেতনা ॥ ২২ ॥

অন্বয়।—[অহং] বেদানাং (সামাদিচতুর্ণাং) [মধ্যে] সামবেদঃ অস্মি, দেবানাং বাসবঃ (ইন্দ্রঃ) অস্মি, ইন্দ্রিয়াণাং (চক্ষুরাদীনাং) মনঃ চ অস্মি, ভূতানাং (প্রাণিনাং) চেতনা অস্মি ॥ ২২ ॥

দৈত্যরাজ বলির নিকট উপস্থিত হইয়া ত্রিপাদ ভূমি ভিক্ষা করিলেন। তিনি বলিলেন, "ভূমিদানের তুল্য দান পৃথিবীতে নাই, প্রার্থনাকারী বিপ্রকে যে ব্যক্তি অঙ্গুষ্ঠমাত্র ভূমি দান করে, সে ব্যক্তি পৃথিবীপতি হয়। ভূমিদান অতি পবিত্র দান, অতএব আমাকে ত্রিপাদ ভূমিমাত্র দান কর।" তদনন্তর দৈত্যরাজ বলির পুরোহিত শুক্রাচার্য্য বলিকে ভূমি দান করিতে নিষেধ করিলেন। কিন্তু দৈত্যরাজ বলি তাঁহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া এবং ত্রিপাদ ভূমি সামান্য মনে করিয়া বামন দেবকে ত্রিপাদ ভূমি দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। তখন বামন দেব হরি নিজমূর্ত্তি ধারণ করিয়া সমস্ত পৃথিবীতে এক পাদ বিস্তার করিয়া বলিরাজের নিকট অবশিষ্ট দ্বিপাদ ভিক্ষা করিলেন। দৈত্যরাজ বলি ইহা দেখিয়া অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং ভাবিয়া ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। পরিশেষে তাহাকে অনন্যোপায় দেখিয়া দেবগণ বলিলেন, পৃথিবীতে একপাদ হইয়াছে, স্বর্গে একপাদ ভূমি এবং পাতালে একপাদ, ইহাই দান করিলে ত্রিপাদ হইবে। দৈত্যরাজ বলি তৎক্ষণাৎ তাহাই করা যাউক ইহা বলিয়া বামন দেব হরিকে এই ত্রিপাদ ভূমি দান করিলেন। ইহা প্রাপ্ত হইয়া তিনি দৈত্যরাজ বলিকে যথোচিত আশীর্ব্বাদ প্রদান করিলেন এবং সমস্ত দেবগণ কর্ত্তৃক পূজিত ও বন্দিত বামনদেব হরি তিরোহিত হইলেন।

প্রতিশব্দ।— [আমি] বেদ-সমূহের [মধ্যে] সাম-বেদ হই, দেব-গণের [মধ্যে] ইন্দ্র হই, ইন্দ্রিয়গণের [মধ্যে] মনঃ হই, এবং প্রাণি-গণের [মধ্যে] চৈতন্য হই ॥ ২২ ॥

ব্যাখ্যা।—আমি সাম ঋক্ যজুঃ অথর্ব্ব এই চারি বেদের মধ্যে গীতিমধুর সামবেদ, দেবগণের মধ্যে আমি দেবাধিপতি ইন্দ্র, এবং একাদশ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে আমি সঙ্কল্পবিকল্পশালী মন, প্রাণিগণের মধ্যে আমি বুদ্ধি বৃত্তি ॥ ২২ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—বেদানামিতি। বেদানাং মধ্যে সামবেদোঽস্মি দেবানাং রুদ্রাদিত্যাদীনাং বাসব ইন্দ্রোঽস্মি, ইন্দ্রিয়াণামেকাদশানাং মনশ্চাস্মি, ভূতানামস্মি চেতনা কার্য্যকারণসংঘাতেঽভিব্যক্তা বুদ্ধের্বৃত্তিশ্চেতনা ॥ ২২ ॥

আনন্দগিরি।—মন্ত্রব্রাহ্মণসমুদায়ানামৃগাদীনাং মধ্যে সামবেদোঽস্মীতি ধ্যানান্তরমুদাহরতি বেদানামিতি। সংঘাতে জীবাধিষ্ঠিতে যাবৎপঞ্চত্বং সর্ব্বত্র ব্যাপিনা চৈতন্যাভিব্যঞ্জিকেতি শেষঃ ॥ ২২ । ২৩ ॥

রামানুজ।—বেদানাং ঋগ্‌যজুঃসামাথর্ব্বনাং য উৎকৃষ্টঃ সামবেদঃ সোঽহং দেবানামিন্দ্রোঽহমস্মি একাদশানামিন্দ্রিয়াণাং যদুৎকৃষ্টং মনঃ ইন্দ্রিয়ং তদহমস্মি। ইয়মপি ন নির্দ্ধারণে) ভূতানাং চেতনাবতাং যা চেতনা সাহমস্মি ॥ ২২ ॥

হনুমান্।—বেদানাং সামবেদোঽস্মি ভূতানাং কার্য্যকারণসংঘাতানাং সম্বন্ধিনী চেতনা ॥ ২২ ॥

শ্রীধর।—বেদানামিতি। বাসব ইন্দ্রঃ ভূতানাং সম্বন্ধিনী চেতনা জ্ঞানশক্তিরহমস্মি ॥ ২২ ॥

বলদেব।—বেদানাং মধ্যে গীতমাধুর্য্যোণোৎকর্ষাৎ সামবেদোঽহং। দেবানাং মধ্যে বাসবস্তেষাং রাজা ইন্দ্রোঽহং। ইন্দ্রিয়াণাং মধ্যে দুর্জ্জয়ং তেষাং প্রবর্ত্তকঞ্চ মনোঽহং ভূতানাং সম্বন্ধিনী চেতনা জ্ঞানশক্তিরহং ॥ ২২ ॥

মধুসূদন।—চতুর্ণাং বেদানাং মধ্যে গানমাধুর্য্যেণাতিরমণীয়ঃ সামবেদোঽহমস্মি, বাসব ইন্দ্রঃ সর্ব্বদেবাধিপতিঃ, ইন্দ্রিয়াণামেকাদশানাং প্রবর্ত্তকং মনঃ, ভূতানাং সর্ব্বপ্রাণিসম্বন্ধিনাং পরিণামানাং মধ্যে চিদভিব্যঞ্জিকা বুদ্ধের্বৃত্তিশ্চেতনাঽহমস্মি ॥ ২২ ॥

নীলকণ্ঠ।—সামবেদগানেন রমণীয়ত্বাৎ, মনঃ ইন্দ্রিয়ান্তরপ্রবর্ত্তকত্বাৎ চেতনা ধীবৃত্তিঃ চিদভিব্যক্তিহেতুত্বাৎ, এতে বেদাদীনাং মধ্যে শ্রেষ্ঠাঃ ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ।—বাসব ইন্দ্রঃ ভূতানাং সম্বন্ধিনী চেতনা জ্ঞানশক্তিঃ ॥ ২২ ॥

তাৎপর্য্য।—পূর্ব্ববৎ বিভূতি বর্ণন চলিতেছে। এই শ্লোকে শ্রীভগবান্ সৃষ্টপদার্থের আদিবর্গ লক্ষ্য করিয়া স্বকীয় বিভূতি বর্ণনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ঋক্, সাম, যজু, অথর্ব্ব এই বেদচতুষ্টয় অপৌরুষেয় ও ভগবানের বাসনা ক্রমে স্বতঃ উপজাত; কথিত আছে বেদসমূহ কল্পান্তস্থায়ী এবং প্রলয়ান্তে শ্রীভগবানে লীন হইয়া থাকে, পুনরায় সৃষ্টির প্রারম্ভে পরমেশ্বরের নিশ্বাসরূপে বেদের আবির্ভাব হয়। (৩২০ ও ১৩২৯ পৃষ্ঠার বেদবিষয়ক টিপ্পনী দ্রষ্টব্য)। এই বেদচতুষ্টয়ের মধ্যে উৎকৃষ্টাপকৃষ্ট নাই। ঋগ্বেদ যেরূপ সম্মানিত ও প্রয়োজনীয় অথর্ব্ববেদও তদ্রূপ; এবং সামবেদ ও যেরূপ আদরণীয় ও অবশ্য জ্ঞাতব্য, যজুর্ব্বেদ ও তদ্রূপ। চারিবেদই সমান পবিত্র পুণ্যাত্মক ও পূজার্হ। তথাপি বেদচতুষ্টয়ের মধ্যে সামবেদের অধিকতর আকর্ষণী শক্তি আছে। কারণ তাহা আমূল উদাত্ত অনুদাত্ত ও স্বরিৎ ইত্যাদি সুর সংযোগে গ্রথিত, এবং তজ্জন্য পরম রমণীয়তার আধার। যখন সুশিক্ষিত মুনিবালকেরা আশ্রমপাদপে মণ্ডপ মধ্যে সমস্বরে ঊষার নবাগত আলোকে নাচিতে নাচিতে সামগান করিতে থাকেন, অথবা অস্তোন্মুখ দিবাকরকে প্রদোষে বিদায় প্রদান কালে সুস্নিগ্ধ মলয়মারুতে দুলিতে দুলিতে মনোহর সামবেদের ঋক্‌বিশেষ গান করিতে থাকেন, তখন মনে হয়, এ পাপতাপক্লিষ্ট বসুন্ধরায় অমরধামের কল্পনাতীত সুখ লহরী ক্রীড়া করিতেছে, এবং শান্তিও পবিত্রতা যেন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া এই ধরাধামে বিচরণ করিতেছে। সামবেদের এই মহীয়সী মোহিনীশক্তি আছে বলিয়াই শ্রীভগবান্ এস্থলে নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, "বেদ সমূহের মধ্যে আমি সামবেদ"।

অমৃত পানে অমরতা লাভ করিলেও এবং কল্পনাতীত সুখসৌভাগ্য পরিবেষ্টিত হইলেও দেবগণ সর্ব্বকালে সমান সুখের অধিকারী হইয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। সেই অমরবৃন্দের নিকেতন সুরপুর কখন কখন দুষ্ট দৈত্যগণকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছে, এবং অনেক সময়ে অমরাবতী অসুরগণ কর্ত্তৃক নিপীড়িত হইয়াছে। শতক্রতু শচীপতি সুরগণের অধীশ্বর; তাঁহাকে আয়ুধশ্রেষ্ঠ বজ্রসহকারে বারংবার মহাহবে প্রবৃত্ত হইয়া শত্রুদলন ও দেবগণের রক্ষাসাধন করিতে হইয়াছে। কেবল তপশ্চর্য্যা বা ধর্ম্মনিষ্ঠার বলে ইন্দ্রত্বপদ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। সুরনাথের এই সম্মানিত

আসন অধিকার করিতে হইলে নির্ব্বিঘ্নে শতাশ্বমেধ সম্পাদন করিতে হয়। অমরাবতী দেবরাজের রাজধানী, নন্দন কানন তাঁহার রম্যোপবন, সমুদ্রমন্থনোত্থিত ঐরাবত হস্তী ও উচ্চৈঃশ্রবা হয় তাঁহার বাহন; তিনি পূর্ব্বদিক্‌পতি এবং মেঘনায়ক। তিনি পুলোম, নমুচি প্রভৃতি দুষ্টদলনকারী, এবং দিক্‌পালগণের মধ্যে প্রথমস্থানীয়। ইত্যাকার বিবিধ কারণে এস্থলে শ্রীভগবান্ আপনাকে দেবগণের মধ্যে বাসব * বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় এবং তাহাদের নিয়ামকস্বরূপ মনকে লইয়া ইন্দ্রিয় একাদশটি। এসম্বন্ধের বিস্তারিত বিবরণ এই গ্রন্থের নানাস্থানে নানাভাবে বিন্যস্ত হইয়াছে (২১৪, ৬১২, ৯০৯, ১০১১ পৃষ্ঠার টিপ্পনী ও তত্তৎস্থানের তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য)। ইন্দ্রিয় সমূহের অস্তিত্ব হেতু জীবগণ সুখদুঃখের ভোগাভোগে সক্ষম, এবং তত্তাবত চালিত এই দেহ দ্বারা সাধনাবলে পরমাত্মারূপ পরম পদার্থবিষয়ক জ্ঞান লাভেও সমর্থ। চঞ্চল ইন্দ্রিয়গ্রাম ক্ষণিক সুখের মোহে আকৃষ্ট করিয়া কখন মানবকে অধঃপতনের পথে লইয়া যায়, আবার কখন বা ধৈর্য্য ও স্থিরতা সঞ্চয় করিয়া মনুষ্যকে ক্রমোন্নতির পথাবলম্বনে পরমপদের অভিমুখে অগ্রসর করে। মনই ইন্দ্রিয়নিচয়ের নিয়ন্তা এবং প্রধান ইন্দ্রিয়রূপে পরিগণিত। এই মনের সংযম ও অসংযম হেতু মনুষ্যের উন্নতি ও অবনতি নিয়ত সংঘটিত হইতে দেখা যায়। মনুষ্যের কার্য্যে ও অকার্য্যে সর্ব্বত্রই মনের প্রাধান্য পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে, এইজন্যই এস্থলে শ্রীভগবান্ আপনাকে ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে মন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

এই চরাচরে যাবতীয় প্রাণীর অন্তরে চেতনাশক্তি পরিদৃষ্ট হয়। তাহাদিগের কার্য্যাকার্য্যের অভিব্যক্তি চেতনা দ্বারাই ঘটিয়া থাকে। যে বুদ্ধিবৃত্তি প্রভাবে প্রাণিগণের অভিব্যক্তি হয়, তাহাই চিচ্ছক্তি। সেই বুদ্ধিবৃত্তি-

---

* বাসব। -তৎপর্য্যায়ঃ। মরুত্বান্, মঘবা বিড়োজাঃ, পাকশাসনঃ, বৃদ্ধশ্রবাঃ, সুনাসীরঃ, পুরুহূতঃ, পুরন্দরঃ, জিষ্ণুঃ, লেখর্ষভঃ, শক্রঃ, শতমন্যুঃ, দিবস্পতিঃ, সুত্রামা, গোত্রভিৎ বজ্রী, বাসবঃ, বৃত্রহাঃ, বৃষা; বাস্তোষ্পতিঃ, সুরপতিঃ, বলারাতিঃ, শচীপতিঃ, জম্ভভেদী হরিহয়ঃ, স্বারাট্, নমুচিসূদনঃ, সংক্রন্দনঃ, দুশ্চ্যবনঃ, তুরাষাট্, মেঘবাহনঃ, আখণ্ডলঃ, সহস্রাক্ষঃ, ঋভুক্ষা, ইত্যমরঃ। বসন্ত্যত্রেতি বাসঃ সর্ব্বদেশঃ, তত্র বর্ত্তত ইতি বাসবঃ।" (রাঘবেন্দ্রমাত)

রূপা চিচ্ছক্তি বিদ্যমান আছে বলিয়াই প্রাণিগণ আকাঙ্ক্ষা ও বাসনার বশবর্ত্তী হইয়া সুখের অন্বেষণে ধাবিত হয় এবং সভয়ে দুঃখকে পরিবর্জ্জন করিবার প্রয়াস করে। এই চেতনাশক্তি জীবের প্রধান লক্ষণ বলিয়াই তাহারা ক্রমোন্নতি সহকারে সকল চেতনার মূলাধার স্বরূপ সচ্চিদানন্দ পরম পুরুষকে প্রাপ্ত হইবার আশা করে। এই বুদ্ধিবৃত্তিরূপা চেতনা শক্তি তাহাদিগকে অনুকূল ও প্রতিকূল গ্রহণে সক্ষম করে. এবং হিত ও অহিত নির্ব্বাচনে সামর্থ্য প্রদান করে। স্রোতস্বিনীর তীরনিপতিত বালুকাপুঞ্জের এবং শৈলসানুদেশ সংস্থিত অগণ্য প্রায় শিলাখণ্ডের অন্তরে চেতনা নাই, সুতরাং জীবগণের ন্যায় তাহারা সুখদুঃখের অধীন নহে। এই চেতনাই প্রাণিগণের শ্রেষ্ঠত্ব বিধায়ক এবং পরম ফল প্রদানক্ষম। এইজন্যই এস্থলে শ্রীভগবান্ আপনাকে ভূতগণের মধ্যে চেতনা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্রাঘবেন্দ্র যতি মহোদয় এই শ্লোকের টীকায় শব্দ সকলের ব্যুৎপত্তিঘটিত অর্থ আলোচনা করিয়া অতীব হৃদয়গ্রাহী বিবৃতি লিখিয়াছেন। শ্রীভগবান্ সর্ব্বত্র সমদৃষ্টিসম্পন্ন ও সকলের সাম্যবিধানকর্ত্তা; এই জন্যই তিনি বেদসমূহের মধ্যে সামবেদ। "এই স্থানে বাস করেন" এই অর্থে বাস অর্থাৎ সর্ব্বদেশ, তাহাতে যিনি অধিষ্ঠিত তিনি বাসব। যাহা দ্বারা সর্ব্বাববোধ হয় তাহার নাম মন। সর্ব্বভূতের চেতনকারিত্ব হেতু তিনি চেতনা। স্ত্রীরূপে চেতনভাবে সর্ব্বজীবে অবস্থান হেতু চেতনা স্ত্রীলিঙ্গ হইয়াছে। অথবা ভূতবর্গের চেতনারূপ শ্রেষ্ঠধর্ম্ম প্রদান করেন বলিয়া তিনি চেতনা; ইত্যাদি ॥ ২২ ॥

* * *

রুদ্রাণাং শঙ্করশ্চাস্মি বিত্তেশো যক্ষরক্ষসাং।
বসূনাং পাবকশ্চাস্মি মেরুঃ শিখরিণামহং ॥ ২৩ ॥

অন্বয়।—অহং রুদ্রাণাং [মধ্যে] শঙ্করঃ অস্মি, যক্ষরক্ষসাং বিত্তেশঃ (কুবেরঃ) চ অস্মি, বসুনাং পাবকঃ (অগ্নিঃ) অস্মি শিখরিণাং (পর্ব্বতানাং) মেরুঃ (সুমেরুঃ) চ ॥ ২৩ ॥

প্রতিশব্দ।—আমি রুদ্রগণের [মধ্যে] শঙ্কর হই, যক্ষরাক্ষসগণের

[মধ্যে] কুবের হই, বসুগণের [মধ্যে] অগ্নি হই, এবং পর্ব্বত-গণের [মধ্যে] সুমেরু ॥ ২৩ ॥

ব্যাখ্যা।—আমি একাদশ রুদ্রের মধ্যে শঙ্কর নামক রুদ্র ; যক্ষ রাক্ষস গণের মধ্যে আমি বিত্তাধিপতি কুবের ; অষ্ট বসুর মধ্যে আমি অগ্নিনামক বসু, এবং পর্ব্বতসমূহের মধ্যে আমি অত্যুন্নত সুমেরু পর্ব্বত ॥ ২৩ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—রুদ্রাণামেকাদশানাং শঙ্করশ্চাস্মি, বিত্তেশঃ কুবেরো যক্ষরক্ষসাং যক্ষাণাং রক্ষসাঞ্চ বসূনামষ্টানাং পাবকশ্চাস্মি অগ্নিঃ, মেরুঃ শিখরিণাং শিখরবতামহং ॥ ২৩ ॥

রামানুজ।—রুদ্রাণামেকাদশানাং শঙ্করোঽহমস্মি যক্ষরক্ষসাং বৈশ্রবণোঽহং বসূনামষ্টানাং পাবকোঽহং, শিখরিণাং শিখরশোভিনাং পর্ব্বতানাং মধ্যে মেরুরহং ॥২৩॥

হনুমান্।—রুদ্রানামেকাদশানাং শঙ্করশ্চাস্মি বিত্তেশো যক্ষঃ বৈশ্রবনাঃ বসূনাং মধ্যে পাবকোঽস্মি ॥ ২৩ ॥

শ্রীধর।—রুদ্রাণামিতি। রক্ষসামপি ক্রূরত্বাদিসাম্যাৎ যক্ষৈঃ সহৈকীকৃতা নির্দ্দেশঃ, তেষাং মধ্যে বিত্তেশঃ কুবেরোঽস্মি পাবকোঽগ্নিঃ শিখরিণাং শিখরবতামুচ্ছ্রিতানাং মধ্যে মেরুঃ॥২৩॥

বলদেব।—রুদ্রাণামেকাদশানাং মধ্যে শঙ্করাখ্যো রুদ্রোঽহং। যক্ষরক্ষসামধিপো বিত্তেশঃ কুবেরোঽহং। বসূনামষ্টানাং মধ্যে পাবকোঽগ্নিরহং। শিখরিণামত্যুচ্ছ্রিতানাং মধ্যে মেরুঃ স্বর্ণাচলোঽহং ॥ ২৩ ॥

মধুসূদন।—রুদ্রাণামেকাদশানাং, বিত্তেশো ধনাধ্যক্ষঃ কুবেরঃ, যক্ষরক্ষসাং যক্ষাণাং রাক্ষসানাং চ বসূনামষ্টানাং পাবকোঽগ্নিঃ, মেরুঃ সুমেরুঃ শিখরিণাং শিখরবতাং অত্যুচ্ছ্রিতানাং ॥ ২৩ ॥

নীলকণ্ঠ।—রুদ্রাণাং একাদশানাং বসূনাং অষ্টানাং শিখরাণি রত্নবিশেষা সন্তিতাং মধ্যে মেরুরহং ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ।—বিত্তেশঃ কুবেরঃ ॥ ২৩ ॥

তাৎপর্য্য —পূর্ব্ববৎ শ্রীভগবানের বিভূতি বর্ণন চলিতেছে। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বলিতেছেন যে, আমি একাদশ রুদ্রের মধ্যে শঙ্কর ইত্যভিধেয় রুদ্র *।

---

* রুদ্র।—রুদ্র শব্দের অর্থ মহাদেব, তাহার বিস্তারিত বিবরণ প্রদত্ত হইতেছে। "কথিতস্তামসঃ সর্গো ব্রহ্মণস্তে মহামুনে!। রুদ্রসর্গং প্রবক্ষ্যামি তন্মে নিগদতঃ শৃণু। কল্পাদাবাত্মনস্তুল্যং সুতং প্রধ্যায়তস্ততঃ। প্রাদুরাসীৎ প্রভোরঙ্কে কুমারো নীললোহিতঃ। রুদন্ বৈ সুস্বরং সোঽথ দ্রবংশ্চ দ্বিজসত্তম!। কিং রো দমীতি তংব্রহ্মা রুদন্তং প্রত্যুবাচ হ। নাম দেহীতি তং সোঽথ প্রত্যুবাচ প্রজাপতিম্। রুদ্রস্ত্বং দেবনাম্নাসি মারোদীর্ধৈর্য্যমাবহ। এবমুক্তঃ পুনঃ সোঽথ সপ্তকৃত্বো রুরোদবৈ। ততোঽন্যানি দদৌ তস্মৈ সপ্তনামানি বৈ প্রভুঃ। ভবং শর্ব্বং মহেশানং তথা পশুপতিং দ্বিজ। ভীমমুগ্রং

পুরাণে কথিত আছে, সৃষ্টিকারী ব্রহ্মার মুখগহ্বর হইতে প্রতপ্ত পাবক তুল্য মহাতেজস্বী রুদ্রের আবির্ভাব হয়, এবং সেই রুদ্র জন্মমাত্র রোদন করিতে আরম্ভ করেন। ব্রহ্মা তাঁহাকে রোদনে নিরস্ত হইতে অনুরোধ করিলে তিনি ক্ষান্ত হন। এবং রোদনার্থক রুদ্ ধাতু হইতে তাঁহার রুদ্র এই নামকরণ হয়। এই রুদ্র দেবতা বিষ্ণুদেবতার সহিত সমপদস্থ ও অভেদ-ভাবাপন্ন তদ্‌যথা। “সদৈব দেবো ভগবান্ মহাদেবো নসংশয়ঃ। মন্যন্তে যে জগদ্‌যোনিং বিভিন্নং বিষ্ণুমীশ্বরাৎ। মোহাদবেদনিষ্ঠাত্বা তে যান্তি নরকং নরাঃ। বেদানুবর্ত্তিনং রুদ্রং দেবং নারায়ণন্তথা। একীভাবেন পশ্যন্তি মুক্তিভাজো ভবন্তি তে।” (কূর্ম্মপুরাণ ১৩ অধ্যায়)। ভাবার্থ; ভগবান্ মহাদেব সর্ব্বদাই দেবস্বরূপ এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। জগতের আদিকারণস্বরূপ ভগবান্ মহাদেবকে অজ্ঞানবশতঃ যে ব্যক্তি বিষ্ণু হইতে ভিন্ন বলিয়া ভাবনা করেন, তিনি নিশ্চয়ই নরকগামী হয়েন। আর যে ব্যক্তিরা বেদানুবর্ত্তী ভগবান্ রুদ্র ও নারায়ণকে একভাবে দর্শন করেন তাঁহারা নিশ্চয় মুক্তিলাভ করেন। যিনি রুদ্র দেবতা তিনি

মহাদেব মুবাচ স পিতামহঃ। চক্রে নামান্যথৈতানি স্থানান্যেষাং চকার সঃ। সূর্য্যোজলং মহীবহ্নির্বায়ুরাকাশমেব চ। দীক্ষিতো ব্রাহ্মণঃ সোম ইত্যেতাস্তনবঃ ক্রমাৎ। সুবর্চ্চলা তথৈবোমা সুকেশী চাপরা শিবা। স্বাহা:দিশস্তথা দীক্ষা রোহিণী চ যথাক্রমম্। সূর্য্যাদীনাং নরশ্রেষ্ঠ! রুদ্রাদ্যৈর্নামভিঃ সহ। পত্ন্যঃ স্মৃতাঃ মহাভাগ! তদপত্যানি মে শৃণু। যেষাং সূতিপ্রসূতৈর্ব্বা ইদমাপূরিতং জগৎ। শনৈশ্চরস্তথা শুক্রো লোহিতাঙ্গো মনোজবঃ। স্কন্দঃ স্বর্গোঽথ সন্তানো বুধশ্চানুক্রমাৎ সুতাঃ। এবম্প্রকারো রুদ্রোঽসৌ সতীং ভার্য্যামবিন্দত। দক্ষকোপাচ্চ তত্যাজ সা সতী স্বং কলেবরম্। হিমবদ্দুহিতা-সাভূৎ মেনায়াং দ্বিজসত্তম। উপযেমে পুনশ্চেমাম্ অনন্যাং ভগবান্ ভবঃ। দেবৌ ধাতাবিধাতারৌ ভৃগোঃ খ্যাতিরসূয়ত। শ্রিয়ঞ্চ দেবদেবস্য পত্নী নারায়ণস্য বা॥” (বিষ্ণুপুরাণ ১ম অংশ ৮ম অধ্যায়) ইহার ভাবার্থ এই যে, পরাশর বলিলেন, হে মহর্ষে! আমি তোমার নিকট ব্রহ্মার তামস সৃষ্টির বৃত্তান্ত বর্ণন করিলাম; এইক্ষণে রুদ্রসৃষ্টির বিষয় বলিতেছি শ্রবণ কর। প্রলয়াবসানে প্রভু ব্রহ্মা আত্মসদৃশ পুত্রের নিমিত্ত চিন্তা করিতেছেন, এমত সময়ে তাঁহার ক্রোড়ে কুমার নীললোহিত আবির্ভূত হইলেন। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! নীললোহিত আবির্ভূত হইবা মাত্র মধুরস্বরে রোদন করিতে করিতে ধাবমান হইলেন। প্রজাপতি [illegible] তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি জন্য রোদন করিতেছ? কুমার উত্তর করিলেন, আমার নামকরণ কর। ব্রহ্মা বলিলেন, হে দেব! তুমি রুদ্র নামে খ্যাত হইবে, রোদন করিও না ধৈর্য্য অবলম্বন কর। রুদ্র এইরূপ কথিত হইয়া পুনর্ব্বার সপ্তবার রোদন করিলেন। প্রভু ব্রহ্মাও তাঁহাকে আর সাতটী নাম দিলেন এবং পরে তিনি সেই অষ্টনামের আধার অষ্টমূর্ত্তি এবং সেই অষ্টমূর্ত্তির আটটী পত্নী ও অষ্ট পুত্র স্থির করিলেন। ভব, শর্ব্ব, ঈশান, পশুপতি, ভীম, উগ্র, মহাদেব. রুদ্রের এই সাতটি নাম পিতামহ কর্ত্তৃক শেষে নির্দ্দিষ্ট হয়। সূর্য্য, জল, ক্ষিতি, বহ্নি, বায়ু, আকাশ, যজমান, সোম এই

সাধারণতঃ মহাদেব বা মহেশ্বর নামে পরিচিত। মহাদেবের বহুসংখ্যক নামের মধ্যে "শঙ্কর" অন্যতম। শং শব্দেরঅর্থ মঙ্গল, মঙ্গলের যিনি বিধানকর্ত্তা তিনি শঙ্কর। যে দেবতা বিষ্ণুর সহিত অভিন্ন, যিনি এই বিশ্বের সংহারকর্ত্তা অথচ পরম মঙ্গলময়, যিনি দেবাদিদেব, ও অমরগণের ও পূজিত, যিনি যোগে ও ঐশ্বর্য্যে অতুলনীয়, বিদ্যা ও বুদ্ধিতে সর্ব্বত্র বরণীয়, এবং যিনি সতত শান্তিময় ও পরম পুণ্যশীল, সেই শঙ্কর দেব একাদশরুদ্রের অন্যতম। এজন্য শ্রীভগবান্ এস্থলে আপনাকে রুদ্রগণের মধ্যে "শঙ্কর" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

বীণাপাণির বরপুত্র কবীন্দ্র-কালীদাসের মধুময়ী লেখনীপ্রসূত মেঘদূত কাব্যের নায়ক বিরহবিধুর যক্ষের পরিচয় এবং যক্ষপুরীর বিবরণ সাহিত্য পিপাসু কোন ব্যক্তি ই অবিদিত নাই। এই যক্ষগণ * প্রত্যেকেই প্রভূত বিত্তশালী ও বিবিধ বসন ভূষণাদি পরিবৃত; তাহাদের নিবাসনগর পরম শোভাময় এবং মনোহর কুঞ্জকাননাদি সমাকীর্ণ। ভুবনবিখ্যাত ধর্ম্মগ্রন্থ রামায়ণের কৃপায় রাক্ষসগণের বৃত্তান্ত সকলেই জানেন। এই রাক্ষসগণের মধ্যে অনেকেই বিবিধ বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন, এবং নানাপ্রকার যোগৈশ্বর্য্যাদি সম্পন্ন হইয়া যশঃ অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের রাজধানী স্বর্ণমণ্ডিত ও মণিমাণিক্যালঙ্কৃত ছিল। এস্থলে শ্রীভগবান্

অষ্টমূর্ত্তিকে অষ্টনামের আধার বলিয়া ব্রহ্মা স্থির করিয়া দেন। সুবর্চ্চলা, উমা, সুকেশী, শিবা, স্বাহা, দিক্, দীক্ষা, রোহিণী ইহাঁরা সূর্য্যাদিমূর্ত্তিবিশিষ্ট রুদ্র প্রভৃতির পত্নী হইলেন। হে মহাভাগ! মানবশ্রেষ্ঠ! এই অষ্টমূর্ত্তির যে অষ্টপুত্র উৎপন্ন হয়, তাঁহাদের পুত্রপৌত্রাদি দ্বারা এই জগৎ পূর্ণ হইয়াছে। এইক্ষণে সেই অষ্টপুত্রের নাম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। শনৈশ্চর, শুক্র, লোহিতাঙ্গ, মনোজব, স্কন্দ, স্বর্গ,সন্তান,বুধ ইহারা যথাযথ অষ্টমূর্ত্তির পুত্র। ঈদৃশ অষ্টমূর্ত্তি বিশিষ্ট রুদ্র সতীনাম্নী দক্ষ কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। পরন্তু সতী দক্ষের প্রতি কুপিতা হইয়া স্বীয় কলেবর পরিত্যাগ করিলেন। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! অনন্তর সতী হিমালয়ের ঔরসে মেনকার গর্ভে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া উমা নামে খ্যাত হয়েন। ভগবান্ রুদ্র পুনর্ব্বার অনন্যপরায়ণা উমাকে বিবাহ করিলেন। ভৃগুপত্নী খ্যাতি, ধাতা ও বিধাতা নামে পুত্রদ্বয় এবং দেবদেব নারায়ণের পত্নী লক্ষ্মীকে প্রসব করিলেন। একাদশ রুদ্রের নাম যথা। "অজৈকপাদহিব্রধ্নো বিরূপাক্ষঃ সুরেশ্বরঃ। জয়ন্তো বহুরূপশ্চ ত্র্যম্বকোঽপ্যপরাজিতঃ। বৈবস্বতশ্চ সাবিত্রো হরো রুদ্রা ইমে স্মৃতাঃ॥" অজ, একপাদ্,অহিব্রধ্ন,বিরূপাক্ষ, সুরেশ্বর, জয়ন্ত,বহুরূপ, ত্র্যম্বক,অপরাজিত, বৈবস্বত, সাবিত্র, হর,রুদ্র॥

* যক্ষ।—যক্ষদিগের আকারাদি সম্বন্ধে ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে সপ্তদশাধ্যায়ে নিম্নোদ্ধৃত বিবরণ দৃষ্ট হয়। "আজগ্মুর্যক্ষনিকরাঃ কুবেরস্যবকিঙ্করাঃ। শৈলজপ্রস্তর

যক্ষকুল ও রাক্ষসগণকে সমশ্রেণীস্থ বলিয়া অবধারণ করিয়াছেন। এতদুভয়-শ্রেণীর আকার প্রকারেরও অনেক সাম্য আছে। পূজ্যপাদ শ্রীমৎ শ্রীধর স্বামী লিখিয়াছেন যে, যক্ষ রক্ষ * উভয় শ্রেণীই ক্রূরত্বাদি বিষয়ে সমান-ধর্ম্মী, এজন্য তদুভয়েরই এস্থলে একত্র নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এই যক্ষরক্ষগণের মধ্যে বিত্তেশ অর্থাৎ কুবেরই † শ্রেষ্ঠ পুরুষ; তিনি যক্ষাধিপ নামে পরিচিত এবং অপরিসীম ধনৈশ্বর্য্যের অধিকারী। তিনি অন্যতম দেবতারূপে পরিগণিত। সময় বিশেষে তিনি সর্ব্বাগ্রে পূজিত হইয়া থাকেন। এই সকল কারণে এস্থলে শ্রীভগবান্ আপনাকে "বিত্তেশ" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শ্রীভগবান্ স্বয়ং ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত বিত্তের অধিপতি, এজন্য "বিত্তেশ" শব্দের প্রয়োগ সার্থক হইয়াছে। পুলস্ত্য ঋষির বংশে রাক্ষসাদির জন্ম, এবং পুলস্ত্যের পুত্র বিশ্রবণের ঔরসে যক্ষরাজ কুবেরের জন্ম। এজন্য যক্ষ রক্ষের একত্র প্রয়োগ সমীচীন হইয়াছে।

মহাভারতের দানধর্ম্মে লিখিত আছে, "আপো ধ্রুবশ্চ সোমশ্চ ধরশ্চৈবানিলোঽনলঃ। প্রত্যুষশ্চ প্রভাসশ্চ বসবো হষ্টৌ প্রকীর্ত্তিতাঃ।" এই অষ্টবসুর মধ্যে শ্রীভগবান্ আপনাকে "পাবক" অর্থাৎ অনলনামক বসু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অগ্নিদেব সর্ব্বশোধনকারী এবং জগতের উত্তাপ বিধায়ক, এইজন্য এস্থলে আপনাকে বসুগণের মধ্যে পাবকরূপে উল্লেখ করা সার্থক হইয়াছে।

করাঃ অঞ্জনাকারমূর্ত্তয়ঃ। বিকৃতাকারবদনাঃ পিঙ্গলাক্ষা মহোদরাঃ। স্ফটিকারক্তবেশাশ্চ দীর্ঘস্কন্ধাশ্চ কেচন।" দীর্ঘস্কন্ধ, মহোদর, পিঙ্গলাক্ষ রক্তস্ফটিক সদৃশ বেশধারী, ভীমমূর্ত্তি, বিকৃত বদন, ধনাধিপতি কুবেরানুচর যক্ষ সকল প্রস্তর হস্তে আসিয়া উপস্থিত হইল।

* রক্ষ।—অগ্নিপুরাণে যমশার্ম্মিলোপাখ্যানে লিখিত আছে যে, "দৃষ্ট্বাতু বিকলান্ ব্যঙ্গাননাথান্ রোগিণস্তথা। দয়া ন জায়তে যস্য স রক্ষ ইতি মে মতিঃ॥" বিকলাঙ্গ, অঙ্গহীন, অনাথ, রোগী, এই সমস্ত দেখিয়া যাহাদের হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার না হয় পণ্ডিতগণ তাহাদিগকেই রক্ষ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

† কুবের।—যক্ষগণ প্রিয়দর্শন ছিলেন না। স্বয়ং যক্ষাধিপ কুবের অতিশয় কুৎসিতকায় ছিলেন, তাঁহার নামের ব্যুৎপত্তি আলোচনা করিলেই তাহা উপলব্ধি হয়। কু অর্থাৎ কুৎসিত, বের অর্থাৎ শরীর, সুতরাং কুবের শব্দে কুৎসিতকায় বুঝায়। তাঁহার তিনচরণ ও অষ্টদ্রংষ্ট্রা। কুবেরের নাম যথা। ত্র্যম্বকসখ, যক্ষরাট্, গুহ্যকেশ্বর, মনুষ্যধর্ম্মা, ধনদ, রাজরাজ ধনাধিপ, কিন্নরেশ, বৈশ্রবণ, পৌলস্ত্য, নরবাহন, যক্ষ, একপিঙ্গ, ঐলবিল, শ্রীদ, পুণ্যজনেশ্বর, ইত্যমরঃ।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্রাঘবেন্দ্রযতি বলিয়াছেন, "পাবকঃ পাবয়তি শোধয়তীতি ব্যুৎপত্ত্যা পাবকনামা পরশুদ্ধাবিতি শুদ্ধিকর্ত্তেত্যর্থঃ"।

শিখরী অর্থাৎ শৃঙ্গাদি সংযুক্ত উন্নতকায় পর্ব্বত সমূহের মধ্যে শ্রীভগবান্ আপনাকে সুমেরুরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সুমেরু * পর্ব্বত রমণীয়তা ও শোভার ভাণ্ডার স্বরূপ; তাহার পবিত্রতা এবং শ্রেষ্ঠতা সর্ব্বত্র পরিকীর্ত্তিত।

---

* সুমেরু।—ইহার বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে। "এষাং মধ্যেইলাবৃতং নামাভ্যন্তরবর্ষং যস্য নাভ্যামবস্থিতঃ সর্ব্বতঃ সৌবর্ণঃ কুলগিরিরাজো মেরুর্দ্বীপায়ামসমুন্নাহঃ কর্ণিকাভূতঃ কুবলয়কমলস্য:মূর্দ্ধনি দ্বাত্রিংশৎসহস্রযোজনবিততো মূলে ষোড়শসাহস্রং তাবতান্তর্ভূম্যাং প্রবিষ্টঃ উত্তরোত্তরে ণেলাবৃতং নীলঃ শ্বেতঃ শৃঙ্গবানিতি ত্রয়ো রম্যকহিরণ্ময়কুরূণাং বর্ষাণাং মর্য্যাদাগিরয়ঃ প্রাগায়তা উভয়তঃ ক্ষারোদাবধয়ো দ্বিসহস্রযোজনপৃথব একৈকশঃ পূর্ব্বস্মাৎ পূর্ব্বস্মাদুত্তরোত্তরো দশাংশাধিকাং দৈর্ঘ্য এব হ্রসন্তি। এবং দক্ষিণেনেলাবৃতং নিষধো হেমকূটো হিমালয় ইতি প্রাগায়তা যথা নীলাদয়ঃ। অযুতযোজনোৎসেধা হরিবর্ষ কিংপুরুষ ভারতানাং যথাসংখ্যং। তথৈবেলাবৃতমপরেণ পূর্ব্বেণ চ মাল্যবদ্গন্ধমাদনাবনীল নিষধায়তৌ দ্বিসহস্রং পপ্রথতুঃ। কেতুমালভদ্রাশ্বয়োঃ সীমানং বিদধাতে। মন্দরো মেরুমন্দরঃ সুপার্শ্বকুমুদ ইত্যযুতযোজনবিস্তারোন্নাহামেরো চতুর্দ্দিশমবষ্টম্ভ গিরয় উপক্লৃপ্তাঃ। চতুর্ষ্বেতেষু চূতজম্বুকদম্বন্যগ্রোধাশ্চত্বারঃ পাদপপ্রবরাঃ পর্ব্বতকেতব ইবাধিসহস্রযোজনোন্নাহাস্তাবাদ্বিটপাবিততয়ঃ শতযোজনপরিণাহাঃ। হ্রদাশ্চত্বারঃ পয়োমধ্বিক্ষুরস মৃষ্টজলাঃ যদুপস্পর্শিন উপদেবগণা যোগৈশ্বর্য্যানি স্বাভাবিকানি ভরতর্ষভ ধারয়ন্তি। দেবোদ্যানানিচ ভবন্তি চত্বারি নন্দনং চৈত্ররথং বৈভ্রজকং সর্ব্বতোভদ্রামিতি। যেষ্বমরপরিবৃঢ়াঃ সহসুরললনা ললামযূথপতয় উপদেবগণৈরুপগীয়মানমহিমানঃ কিল বিহরন্তি। মন্দরোৎসঙ্গ একাদশ শতযোজনোত্তুঙ্গ দেবচূতশিরসো গিরিশিখরস্থূলানি ফলান্যমৃতকল্পানি নিপতন্তি। তেষাং বিশীর্য্যমাণানামতিমধুরসুরভিসুগন্ধিবহুলারুণরসোদেনারুণোদা নামনদী মন্দরগিরিশিখরান্নিপতন্তী পূর্ব্বেণেলাবৃতমুপপ্লাবয়তি। যদুপযোষণাদ্ভবান্যা অনুচরীনাং পুণ্যজনবধূনা মবয়বস্পর্শসুগন্ধিবাতো দশযোজনং সমন্তাদনুবাসয়তি॥" (শ্রীমদ্ভাগবত ৫ম স্কন্ধ। ১৬ অধ্যায়। ৭। ১৭ শ্লোক) ইহার ভাবার্থ। এই সকল বর্ষের মধ্যে ইলাবৃতনামক বর্ষ অভ্যন্তর বর্ষ, তাহার মধ্যস্থলে কুলপর্ব্বত সকলের রাজা ও সর্ব্বতোভাবে সুবর্ণময় সুমেরু পর্ব্বত অবস্থিতি করিতেছেন। ঐ সুমেরুর উচ্চতা উক্তদ্বীপের বিস্তার পরিমাণের তুল্য লক্ষযোজন। তাহার মস্তকের দিকে দ্বাত্রিংশৎসহস্রযোজন এবং মূলে ষোড়শসহস্র যোজন আর ভূমির মধ্যে ও তত সহস্র যোজন দৃষ্ট হইয়া থাকে। সে যাহা হউক, উক্তপর্ব্বত ঐ প্রকারে ভূমণ্ডলরূপ বৃহৎ পদ্মের কর্ণিকার ন্যায় হইয়াছে। ইলাবৃত বর্ষের উত্তরভাগে উত্তরাদি দিক্ ক্রমে ক্রমশঃ নীল, শ্বেত এবং শৃঙ্গবান্ এই তিন পর্ব্বত যথাক্রমে রম্যক্ হিরণ্ময় ও কুরু এই বর্ষত্রয়ের সীমা পর্ব্বত স্বরূপ হইয়া রহিয়াছে। উক্ত পর্ব্বতত্রয় পূর্ব্বদিকে দীর্ঘ. এই পর্ব্বতত্রয়ের উত্তর পার্শ্বে লবণসমুদ্র পর্য্যন্তসীমা, ইহাদের বিস্তার দ্বিসহস্রযোজন। কিন্তু অগ্রস্থিত পর্ব্বত হইতে পরবর্ত্তী পর্ব্বত দশাংশের অধিক যে অংশ অর্থাৎ কেবল একাদশ অংশে দৈর্ঘ্য পরিমাণে হ্রস্ব। এই প্রকারে ইলাবৃতবর্ষের দক্ষিণে নিষধ, হেমকূট এবং হিমালয় নামে অচল ত্রয় আছে। ঐ পর্ব্বতত্রয় উল্লিখিত নীলাদিপর্ব্বতেরন্যায় পূর্ব্বদিকে বিস্তৃত এবং

এই গিরির উচ্চতা ও প্রশস্ততা অত্যদ্ভুত। স্বর্গলোক এই গিরিশৃঙ্গে প্রতিষ্ঠিত, এবং ইহা দেবগণের রম্যনিকেতন। পূজ্যপাদ শ্রীমদ্রাঘবেন্দ্র যতি লিখিয়াছেন. মা এবং ইর এতদুভয়ের সংযোগে মেরুপদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। মা শব্দ নিষেধার্থক এবং ইরশব্দ প্রেরণার্থক। "ইহার অন্য প্রেরক নাই" এই অর্থে মের, তদুত্তরে তাচ্ছীল্যার্থে উ প্রত্যয় দ্বারা মেরু পদ সিদ্ধ হইয়াছে॥ ২৩ ॥

—(ঃ*ঃ)—

পুরোধসাঞ্চ মুখ্যং মাং বিদ্ধি পার্থ বৃহস্পতিং।
সেনানীনামহং স্কন্দঃ সরসামস্মি সাগরঃ॥ ২৪ ॥

অন্বয়।—হে পার্থ! মাং পুরোধসাং (রাজপুরোহিতানাং) মুখ্যং (প্রধানং) বৃহস্পতিং বিদ্ধি (জানীহি) অহং সেনানীনাং (সেনানায়কানাং) স্কন্দঃ (কার্ত্তিকঃ) সরসাং (দেবখাতানাং) সাগরঃ (সমুদ্রঃ) অস্মি (ভবামি)॥ ২৪ ॥

উক্ত পর্ব্বত ত্রয় যথাক্রমে হরিবর্ষ, কিংপুরুষবর্ষ, এবং ভারতবর্ষের সীমা পর্ব্বত। ঐরূপে উক্ত ইলাবৃতবর্ষের পূর্ব্ব ও পশ্চিমদিকে যথাক্রমে মাল্যবান্ ও গন্ধমাদন পর্ব্বত। উল্লিখিত পর্ব্বতদ্বয়ের উত্তরে নীল, এবং দক্ষিণে নিষধ পর্ব্বত পর্য্যন্ত দীর্ঘ ও দুই সহস্রযোজন বিস্তীর্ণ। এই দুই অচলই যথাক্রমে কেতুমাল এবং ভদ্রাশ্ববর্ষের সীমা পর্ব্বত হইয়া আছে। সুমেরু পর্ব্বতের চতুর্দ্দিকে মন্দর, মেরুমন্দর, সুপার্শ্ব এবং কুমুদনামে চারিটী অবষ্টম্ভ পর্ব্বত আছে। ঐ সকল পর্ব্বতের প্রত্যেকের বিস্তারও উচ্চতা দশসহস্র যোজন। এই চারি পর্ব্বতের মধ্যে পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকের পর্ব্বত দক্ষিণোত্তরে বিস্তৃত এবং দক্ষিণোত্তর দিকের পর্ব্বত পূর্ব্বপশ্চিমে বিস্তৃত। এই চারি পর্ব্বতে যথাক্রমে আম্র, জম্বু, কদম্ব এবং বট এই চারিটী বৃক্ষ আছে। ঐ সকল বৃক্ষের বিস্তার শত যোজন। তাহারা পার্ব্বত্যধ্বজার ন্যায় একাদশ শত যোজন উচ্চ এবং তাহাদের শাখা সকলও তাবৎ শত যোজন বিস্তীর্ণ। মহারাজ! উক্ত বৃক্ষ চতুষ্টয়ের অদূরে চারিটী হ্রদ আছে। তন্মধ্যে একটী দুগ্ধজল, দ্বিতীয় মধুজল, তৃতীয় ইক্ষুরসজল চতুর্থ শুদ্ধজল; ঐ চারিটী হ্রদেরই জল অতি চমৎকার। উপদেবগণ তাহা সেবন করিয়া স্বাভাবিক যোগৈশ্বর্য্য ধারণ করিতেছেন। ঐ স্থানে উল্লিখিত চারিটী হ্রদ ব্যতীত চারিটী উৎকৃষ্ট উদ্যানও আছে। তাহাদের নাম যথা নন্দন, চৈত্ররথ, বৈভ্রাজক এবং সর্ব্বতোভদ্র ঐ সকল উদ্যানে অমরোত্তম সকল, যাঁহারা সুরস্ত্রীগণের অলঙ্কার স্বরূপ প্রধান প্রধান রমণীদের পতি, তাঁহারা স্ব স্ব প্রেয়সীসহ মিলিত হইয়া বিহার করিয়া থাকেন, ঐরূপ বিহারকালে গন্ধর্ব্বগণ তাঁহাদের মহিমা গান করেন। মন্দর পর্ব্বতের ক্রোড়দেশে দেবচূত নামে একটী

প্রতিশব্দ।—হে পার্থ ! আমাকে পুরোহিতগণের প্রধান বৃহস্পতি জানিও, আমি সেনাপতিগণের কার্ত্তিকেয় ; দেবখাত-জলাশয়-সমূহের সমুদ্র হই ॥ ২৪ ॥

ব্যাখ্যা।—হে পার্থ ! আমাকে পুরোহিতগণের মুখ্যস্বরূপ দেব-পুরোহিত বৃহস্পতি বলিয়া জানিবে ; আমিই সেনাপতিগণের মধ্যে দেব সেনাপতি কার্ত্তিকেয়, এবং যাবতীয় জলাশয়ের মধ্যে সমুদ্র ॥২৪॥

শঙ্করাচার্য্য।—পুরোধসামিতি। পুরোধসাং রাজপুরোহিতানাং মুখ্যং প্রধানং মাং বিদ্ধি জানীহি। হে পার্থ ! বৃহস্পতিং স হীন্দ্রস্যেতি মুখ্যঃ স্যাৎ পুরোধাঃ, সেনানীনাং সেনাপতীনামহং স্কন্দো দেবসেনাপতিঃ, সরসাং যানি দেবখাতানি সরাংসি তেষাং সরসাং সাগরোঽস্মি ভবামি ॥ ২৪ ॥

আনন্দগিরি।—পুরোহিতেষু বৃহস্পতের্ম্মুখ্যত্বে হেতুমাহ স হীতি ॥ ২৪ ॥

রামানুজ।—পুরোধসামুৎকৃষ্টো বৃহস্পতির্যঃ সোঽহমস্মি সেনানীনাং সেনাপতীনাং স্কন্দোঽহমস্মি সরসাং সাগরোঽহমস্মি ॥ ২৪ ॥

হনুমান্।—পুরোধসাঞ্চ মুখ্যং মাং ॥ ২৪ ॥

শ্রীধর।—পুরোধসামিতি। পুরোধসাং মধ্যে দেবপুরোহিতত্বান্মুখ্যং বৃহস্পতিং মাং বিদ্ধি, সেনানীনাং সেনাপতীনাং মধ্যে দেবসেনাপতিঃ স্কন্দোঽহমস্মি, সরসাং স্থিরজলাশয়ানাং মধ্যে সমুদ্রোঽস্মি ॥ ২৪ ॥

বলদেব।—ইন্দ্রস্য সর্ব্বরাজমুখ্যত্বাৎ তৎপুরোহিতং বৃহস্পতিং সর্ব্বপতিং রাজপুরোহিতানাং মুখ্যং মাং বিদ্ধীতি সোঽহমিত্যর্থঃ। সেনানীনামিতি (নুড়াগমস্ত্বার্ষঃ)। সর্ব্বরাজসেনানাং মধ্যে স্কন্দঃ কার্ত্তিকেয়োঽহং। স্থিরজলানাংমধ্যে সাগরোঽহং ॥ ২৪ ॥

মধুসূদন।—ইন্দ্রস্য সর্ব্বরাজশ্রেষ্ঠত্বাত্তৎপুরোধসং বৃহস্পতিং সর্ব্বেষাং পুরোধসাং রাজপুরোহিতানাং মধ্যে মুখ্যং শ্রেষ্ঠং মামেব হে পার্থ ! বিদ্ধি জানীহি, সেনাপতীনাং মধ্যে দেবসেনাপতিঃ স্কন্দো গুহঃ অহমস্মি, সরসাং দেবখাতজলাশয়ানাং মধ্যে সাগরঃ সগরপুত্রৈঃ খাতো জলাশয়োঽহমস্মি ॥ ২৪ ॥

পাদপ আছে, তাহার উচ্চতা একাদশ শত যোজন। ঐ বৃক্ষের অগ্রভাগ হইতে সর্ব্বদা প্রচুর পরিমাণে অমৃততুল্য ফল পতিত হয়। সেই সকল ফল পর্ব্বতশৃঙ্গ সদৃশ স্থূল। ঐ সকল বিশীর্য্যমান ফলের অতি মধুর সৌগন্ধ, এবং অন্য সৌরভে সুরভিযুক্ত অরুণবর্ণ রসই জলস্বরূপ হওয়াতে তদ্দ্বারা অরুণোদা নামে একটী নদী নির্গত হইয়াছে। সেই নদী মন্দর পর্ব্বতের শিখর হইতে নির্গত হইয়া পূর্ব্বদিকে ইলাবৃত বর্ষকে আপ্যায়িত করিতেছে। ঐ রস সেবন করাতেই ভবানীর অনুচরী যক্ষাঙ্গনাদিগের অঙ্গে সৌগন্ধ্য হয়। তাহাদের গাত্রস্পর্শবায়ু এমত সুরভি হয় যে সকল দিকে দশ যোজন আমোদিত করে।

নীলকণ্ঠ।—পুরোধসাং পুরোহিতানাং বৃহস্পতিঃ দেবরাজপুরোহিতত্বাৎ সেনানীনাং স্কন্দঃ কার্ত্তিকেয়ঃ, সরসাং জলাশয়ানাং ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ।—সেনানীনামিত্যার্ষং স্কন্দঃ কার্ত্তিকেয়ঃ ॥ ২৪ ॥

তাৎপর্য্য।—পূর্ব্ববৎ বিভূতি বর্ণন চলিতেছে। যে সকল লৌকিক রাজা জগতীতলে অক্ষয় প্রতিষ্ঠাভাজন হইয়াছেন, দেবগণ তাঁহাদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠপদাভিষিক্ত। দেবগণের রাজা ইন্দ্র তাঁহাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; সেই রাজ পুরোহিতগণের মধ্যে বৃহস্পতি * সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তিনি বিদ্যায়

---

* বৃহস্পতি।—ইনি অঙ্গিরার পুত্র এবং দেবদিগের গুরু। গ্রহগণের মধ্যে ইনি পঞ্চমস্থানীয় এবং ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রয়োজক রূপে প্রসিদ্ধ। ইহাঁর উৎপত্তি ও শক্তি সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিবরণ দৃষ্ট হয়। "মহেন্দ্র উবাচ। কথন্বা বেদকর্ত্তুশ্চ সিদ্ধানাং যোগিনাং গুরোঃ। মৃত্যুঞ্জয়স্য শম্ভোশ্চ গুরুপুত্রো বৃহস্পতিঃ॥ অঙ্গিরাস্তব পুত্রশ্চ তৎপুত্রশ্চ বৃহস্পতিঃ। তত্ত্বজ্ঞানং মহাদেবঃ কথংশিষ্যো গুরোঃ পিতুঃ॥ ব্রহ্মোবাচ। কথেয়মতিগুপ্তা চ পুরাণেষু পুরন্দর! ইমাং ত্বয়া প্রবৃত্তিঞ্চ কথয়ামি নিশাময়॥ মৃতবৎসা কর্ম্মদোষাদ্ভার্য্যা চাঙ্গিরসঃ পুরা। ব্রতংচকার সা চৈবং কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ॥ ব্রতং পুংসবনং নাম বর্ষমেকং চকার সা। সনৎকুমারো ভগবান্ কারয়ামাস তাং ব্রতং॥ তদাগত্য চ গোলোকাৎ পরমাত্মা কৃপাময়ঃ। স্বেচ্ছাময়ং পরংব্রহ্ম ভক্তানুগ্রহবিগ্রহঃ॥ সুব্রতান স লক্ষ্মীনাং তামুবাচ কৃপানিধিঃ। প্রণতাং সাশ্রুনেত্রাঞ্চ বিনীতাঞ্চ তয়া স্তুতঃ। শ্রীকৃষ্ণ উবাচ। গৃহাণেদং ব্রতফলং মম তেজঃসমন্বিতং। ভুঙ্ক্ষ ভোগান্ মদ্বংশে ভবিষ্যতি মদংশতঃ॥ পতির্গুরুশ্চ দেবানাং বৃহতাং জ্ঞানিনাং বরঃ। পুত্রস্তে ভবিতা সাধ্বি! মদ্বরেণ ভবিষ্যতি॥ মদ্বরেণ ভবেদ্ যো হি সচ মদ্বরপুত্রকঃ। ত্বদ্গর্ভে মম পুত্রোঽয়ং চিরজীবী ভবিষ্যতি॥ বরজো বীর্য্যজশ্চৈব ক্ষেত্রজঃ পালকস্তথা। বিদ্যা মন্ত্রঃ সুতানাঞ্চ গৃহীতা সপ্তমঃ সুতঃ॥ ইত্যুক্ত্বা রাধিকানাথঃ স্বর্লোকঞ্চ জগাম সঃ। শ্রীকৃষ্ণবরপুত্রোঽয়ং জ্ঞানীশ্বরগুরুঃ স্বয়ং॥ (ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ প্রকৃতি খণ্ড ৫৯ অধ্যায় ৫৯। ৭০ শ্লোক) ইহার ভাবার্থ। দেবরাজ ইন্দ্র বলিলেন, ভগবন্! বৃহস্পতি কিরূপে সিদ্ধগণ ও যোগিগণের গুরুদেব বেদকর্ত্তা মৃত্যুঞ্জয় শিবের গুরুপুত্র হইলেন? আমরা ইহাই জানি যে, আপনার পুত্র অঙ্গিরা ও অঙ্গিরার পুত্র বৃহস্পতি। অতএব দেবাদিদেব মহাদেব আমাদিগের বৃহস্পতির পিতার শিষ্য কিরূপে হইলেন, এ বিষয়ে সংশয় উপস্থিত হইতেছে; আপনি ইহা আমার নিকট বিশেষরূপে কীর্ত্তন করুন। ব্রহ্মা কহিলেন, দেবরাজ! অতি গূঢ় বিষয় তুমি জিজ্ঞাসা করিয়াছ। ইহা সমস্ত পুরাণ মধ্যে গোপনীয়, এইক্ষণে ইহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি তুমি শ্রবণ কর। পূর্ব্বে অঙ্গিরার স্ত্রী কর্ম্মদোষে মৃতবৎসা হইয়া পরমাত্মা কৃষ্ণের ব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন। ঐ ব্রতের নাম পুংসবন ব্রত, একবর্ষ তিনি ঐ ব্রত করেন। ভগবান্ সনৎকুমার তাঁহাকে ঐ ব্রত করাইয়াছিলেন। পরে:পরমাত্মা কৃপাময় হরি প্রসন্ন হইয়া অঙ্গিরার পত্নীর নিকট আগমন করিয়াছিলেন। তিনি স্বেচ্ছাময় পূর্ণব্রহ্ম, কেবল ভক্তের প্রতি অনুগ্রহার্থ তাঁহার মূর্ত্তি প্রকাশ হয়। কৃপানিধি কৃষ্ণ সেই ব্রতধারিনী লক্ষ্মীস্বরূপা নারীর নিকট আবির্ভূত হইলে তিনি বিনীতসহকারে এবং অশ্রুপূর্ণনয়নে তাঁহার চরণে প্রণতা হইয়া বিস্তর স্তব করিলেন। তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, হে সাধ্বি! তোমার ব্রতফলস্বরূপ আমার এই তেজঃগ্রহণ পূর্ব্বক ভোজন কর। আমি বরপ্রদান করিতেছি, ইহা ভোজন করিলে

অতুলনীয়, বুদ্ধিতে অমেয় এবং সর্ব্ববিষয়ে জ্ঞানিগণের অগ্রগণ্য। এস্থলে শ্রীভগবান্ আপনাকে রাজপুরোহিতগণের মধ্যে “বৃহস্পতি” রূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

তদনন্তর শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন, “সেনানী” দিগের মধ্যে আমি “স্কন্দ” অর্থাৎ কার্ত্তিকেয় *। এস্থলে সেনানীশব্দের অর্থ সেনাপতি বলিয়া অনেকে

আমার অংশেই তুমি দেবগণের গুরু জ্ঞানিগণের অগ্রগণ্য এক পুত্র লাভ করিয়া এই মহদ্বংশ সমুজ্জ্বল করিবে ইহার সন্দেহ নাই। সতি! তোমার গর্ভে যে সন্তান জন্মগ্রহণ করিবে সে আমার বরপুত্র হইয়া চিরজীবী হইবে। সুব্রতে! শাস্ত্রে বরজ, বীর্য্যজ, ক্ষেত্রজ, পালক, বিদ্যাগ্রাহী, মন্ত্রগ্রাহী ও দত্তক এই সপ্তপ্রকার পুত্র নির্দ্দিষ্ট আছে। রাধিকানাথ কৃষ্ণ অঙ্গিরার পত্নীকে এইরূপ বলিয়া স্বলোকে গমন করিলেন। ভগবানের এই বরেই বৃহস্পতির জন্ম হইয়াছে, সুতরাং তিনি কৃষ্ণের বরপুত্র জ্ঞানিগণের শ্রেষ্ঠ ও দেবগণের গুরু হইয়াছেন। বৃহস্পতির নাম যথা। সুরাচার্য্য, গীষ্পতি, ধীষণ, গুরু, জীব, আঙ্গিরস, বাচস্পতি, চিত্রশিখণ্ডিজ। (ইত্যমরঃ)।

* কার্ত্তিকেয়।—দেবাদিদেব মহাদেবের পুত্র। তৎসম্বন্ধে প্রমাণ নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে। "শ্রীধর্ম্মউবাচ। রতেরুত্তিষ্ঠতো বীর্য্যং পপাত বসুধাতলে। ময়া জ্ঞাত মমোঘং তৎ শঙ্করস্য প্রকোপতঃ॥ ক্ষিতিরুবাচ। বীর্য্যং বোঢ়ুমশক্তাহং তদ্বহ্নৌ ন্যক্ষিপং পুরা। অতীবদুর্ব্বহং ব্রহ্মন্নবলাং ক্ষন্তু মর্হসি॥ অগ্নিরুবাচ। বীর্য্যং বোঢ়ুমশক্তোহহং ন্যক্ষিপং শরকাননে। দুর্ব্বলস্য জগন্নাথ কিং যশঃ কিঞ্চপৌরুষং॥ বায়ুরুবাচ। শরেষু পতিতং বীর্য্যং সদ্যো বালো বভুব হ। অতীবসুন্দরো বিষ্ণো! স্বর্ণরেখানদীতটে॥ শ্রীসূর্য্যউবাচ। রুদন্তং বালকং দৃষ্ট্বা মগমস্তাচলং প্রতি। প্রেরিতঃ কালচক্রেণ নিশি সংস্থাতু মক্ষমঃ॥ চন্দ্রউবাচ। রুদন্তং বালকং প্রাপ্য গৃহীত্বা কৃত্তিকাগণঃ। জগাম স্বালয়ং বিষ্ণো! গচ্ছন্ বদরিকাশ্রমাৎ॥ জলমুবাচ। অমু রুদন্ত মানীয় স্তনং দত্বা স্তনার্থিনে। বর্দ্ধয়ামাসুরীশস্য সুতং সূর্য্যাধিকপ্রভং॥ সন্ধ্যোবাচ। অধুনা কৃত্তিকানাঞ্চ যষ্ঠাং তৎপোষ্যপুত্রকঃ। তন্নামচক্রুস্তাঃ প্রেম্না কার্ত্তিকশ্চেতিকৌতুকাৎ॥ (ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ গণেশখণ্ড ১৪শ অধ্যায় ২৭। ৩৪ শ্লোক) ইহার ভাবার্থ। ধর্ম্ম বলিলেন, ভগবন্! দেবদেব রতিক্রীড়া হইতে গাত্রোত্থান মাত্র প্রকোপবশতঃ তদীয় অমোঘবীর্য্য যে বসুধাতলে নিপতিত হইয়াছিল তাহাই আমি জানি। পৃথিবী বলিলেন, প্রভো। অতীবদুর্ব্বহ শিববীর্য্য আমাতে বিক্ষিপ্ত হইলে আমি তাহা ধারণ করিতে না পারিয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়াছিলাম। আমি অবলা. আপনি আমার এই অপরাধ ক্ষমা করুন। অগ্নিদেব বলিলেন, জগৎপ্রভো! ধরণী সেই দুঃসহশিববীর্য্য আমাতে নিক্ষেপ করিলে আমি তাহা বহন করিতে সমর্থ না হইয়া শরবনে নিক্ষেপ করিয়াছিলাম, ইহাতে আমার অকীর্ত্তি ও অপৌরুষ প্রকাশ হইয়াছে, কারণ দুর্ব্বলের কখনই যশ ও পৌরুষ লাভ হয় না। বায়ু বলিলেন, আমি যথার্থরূপে আপনার নিকট বলিতেছি, স্বর্ণরেখানদীতটে শরবনে যেমন সেই শিববীর্য্য পতিত হইল, অমনি তাহাতে অতীব সুন্দর এক বালক সমুৎপন্ন হইয়াছিল। সূর্য্যদেব বলিলেন, হরে! সেই পরম সুন্দর বালক শিববীর্য্যে সঞ্জাত হইয়া রোদন করিতে লাগিল, এই মাত্র দর্শন পূর্ব্বক আমি কালচক্রে প্রেরিত হইয়া অস্তাচলাভিমুখে গমন করিয়াছিলাম। রাত্রিযোগে তথায় অবস্থান করিতে পারি নাই। চন্দ্র বলিলেন, প্রভো! তৎকালে কৃত্তিকাগণ তথায় আগমন পূর্ব্বক সেই বালককে রোরুদ্যমান দেখিয়া তাহাকে গ্রহণ করতঃ সেই বদরিকাশ্রম হইতে স্বীয় আলয়ে প্রত্যাগত হন। জলাধিষ্ঠাতা দেব বলিলেন,

অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। কৃত্তিকানন্দন দেবসেনাপতি, এবং সতত ধনুর্দ্ধর; তিনি মহাদেবের পুত্র এবং বিপুল বলবিক্রমশালী। অতএব শ্রীভগবানের আপনাকে স্কন্দরূপে উল্লেখ সার্থক হইয়াছে।

তদনন্তর শ্রীভগবান্ আপনাকে স্বতঃ সঞ্জাত জলাশয় মধ্যে "সাগররূপে" নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যে সকল প্রাকৃতিক হ্রদ, তড়াগ, সরিৎ এবং স্রোতস্বিনী বসুন্ধরার বিভিন্নস্থানে অবস্থিত থাকিয়া শোভা ও স্বাস্থ্য বিতরণ করিতেছে এবং জীবনদান করিয়া সন্নিহিত জনগণের জীবন রক্ষা করিতেছে, সেই সমস্ত দেবখাত জলাশয় বিবিধ জীবের নিবাস ভূমি, স্বর্ণাদি বিবিধ ধাতব পদার্থের নিকেতন এবং নানাবিধ রত্ন ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যের ভাণ্ডার; কিন্তু সরিৎপতি সাগরের তুলনায় তত্তাবৎ অতি ক্ষুদ্র। সাগর * বিবিধ রত্নপ্রসূ; এই জন্য তাঁহার অন্য নাম রত্নাকর। যাবতীয় স্রোতস্বিনী পতিরূপে তাঁহাকে বরণ করেন ॥ ২৪ ॥

কৃত্তিকাগণ ভগবান শঙ্করের সেই সূর্য্যাধিক প্রভাসম্পন্ন স্তন্যার্থ রোরুদ্যমান শিশুসন্তানকে গৃহে সমানীত করিয়া স্তনদুগ্ধ প্রদানে তাহাকে বর্দ্ধিত করিয়াছেন। সন্ধ্যা বলিলেন, জগৎপ্রভো! অধুনা সেই বালক ষট্‌কৃত্তিকার পোষ্যপুত্র হইয়াছে। তন্নিমিত্ত তাহারা স্নেহবশতঃ পরম কৌতুকে তাহার কার্ত্তিকনাম প্রদান করিয়াছেন। অপিচ, "পার্ব্বতী সস্মিতা হৃষ্টা পরমানন্দ মানসা। মহাবিদ্যাংসুশীলাঞ্চ বিদ্যাং মেধাং দয়াং স্মৃতিং। বুদ্ধিং সুনির্ম্মলাং শান্তিং তুষ্টিং পুষ্টিং ক্ষমাং ধৃতিং। সদৃঢ়াঞ্চহরেৌভক্তিং হরিদাস্যং দদৌ মুদা। প্রজাপতির্দেবসেনাং রত্নভূষণভূষিতাং। সুবিনীতাং সুশীলাঞ্চ সুন্দরীং সুমনোহরাং ॥ দদৌ তস্মৈ বিবাহেন বেদমন্ত্রেণ নারদ। যাং বদন্তি মহাষষ্ঠীং পণ্ডিতাঃ শিশুপালিকাং।" ভাবার্থ এই, অতঃপর পার্ব্বতী দেবী পরমানন্দিতা হইয়া প্রফুল্লচিত্তে ও সহাস্যবদনে কুমারকে মহাবিদ্যা, সুশীলা, বিদ্যা, মেধা, দয়া, স্মৃতি, সুনির্ম্মলাবুদ্ধি, শান্তি, তুষ্টি, পুষ্টি, ক্ষমা, ধৃতি ও সুদৃঢ়া হরিভক্তি প্রদান করিতে কিছুমাত্র ত্রুটি করিলেন না। তৎপরে প্রজাপতি কুমারকে বেদমন্ত্রানুসারে রত্নভূষণভূষিতা সুবিনীতা সুশীলা সুমনোহরা পরমসুন্দরী দেবসেনানাম্নী পত্নী সম্প্রদান করিলেন। পণ্ডিতগণ ঐ কুমারপত্নী দেবসেনাকে শিশুপালিকা মহাষষ্ঠীনামে কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। কার্ত্তিকেয়ের নাম যথা। মহাসেন, শরজন্মা, ষড়ানন, পার্ব্বতীনন্দন, স্কন্দ, সেনানী, অগ্নিভূ, গুহ, বাহুলেয়, তারকজিৎ, বিশাখ, শিখিবাহন, ষাণ্মাতুর, শক্তিধর, কুমার, ক্রৌঞ্চদারণ। (ইত্যমরঃ)।

* সাগর।—তৎপর্য্যায়। অব্ধি, অকূপার, পারাবার, সরিৎপতি, উদন্বান্, উদধি, সিন্ধু, সরস্বান্, সাগর, অর্ণব, রত্নাকর, জলনিধি যাদঃপতি, অসাংপতি (ইত্যমরঃ)। শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত আছে যে, ব্রহ্মার মেঢ্র হইতে সমুদ্রের উৎপত্তি হইয়াছে। এবং ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে উক্ত আছে যে, শ্রীকৃষ্ণের ঔরসে বিরজার গর্ভে সপ্তসমুদ্রের জন্মহয়। তাহার নাম যথা। "লবণেক্ষু সুরাসর্পি র্দধিদুগ্ধ জলার্ণবাঃ।" এই সপ্ত সমুদ্র পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অবস্থিত।

মহর্ষীণাং ভৃগুরহং গিরামস্ম্যেকমক্ষরং।
যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়।—অহং মহর্ষীণাং (সপ্তব্রহ্মনাং) ভৃগুঃ, গিরাং (বাক্যানাং) একং অক্ষরং (ওঙ্কারঃ) অস্মি, যজ্ঞানাং (ক্রতুনাং) জপযজ্ঞঃ (যথাবিধি মন্ত্রোচ্চারণরূপযজ্ঞঃ) অস্মি, স্থাবরাণাং (স্থিতিমতাং) হিমালয়ঃ ॥ ২৫ ॥

প্রতিশব্দ।—আমি সপ্তমহর্ষির ভৃগু বাক্যসমুহের এক ওঙ্কার হই, যজ্ঞসমূহের ধ্যানযজ্ঞ হই, স্থাবর সকলের হিমালয় ॥ ২৫ ॥

ব্যাখ্যা।—আমি সপ্তমহর্ষিগণের মধ্যে ভৃগুনামক মহর্ষি, বাক্য সমূহের মধ্যে আমি প্রণবরূপ ওঙ্কার ; এবং যজ্ঞের মধ্যে নির্দোষ জপযজ্ঞ ; ও স্থাবর সমূহের মধ্যে আমি হিমালয় ভূধর ॥ ২৫ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—মহর্ষীণামিতি। মহর্ষীণাং ভৃগুরহং গিরাং বাচাং পদলক্ষণানামেকমক্ষরমোঙ্কারোঽস্মি, যজ্ঞানামিতি। যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি স্থাবরাণাং স্থিতিমতাং হিমালয়ঃ॥২৫॥

আনন্দগিরি।—একমিত্যোঙ্কারস্য ব্রহ্ম প্রতীকত্বেন তদভিধানত্বেন চ প্রধানত্বমুচ্যতে। জপযজ্ঞস্য যজ্ঞান্তরেভ্যো হিংসাদিরাহিত্যেন প্রাধান্যমুপেত্যাহ যজ্ঞানামিতি। শিখরবতামুচ্ছ্রিতানাং পর্ব্বতানাং মধ্যে মেরুরহমিত্যুক্তেঽপি স্থিতিশীলানাং তেষামেব হিমবান্ পর্ব্বতরাজোঽস্মীত্যর্থভেদং গৃহীত্বাহ স্থিতিমতামিতি ॥ ২৫ ॥

রামানুজ।— মহর্ষীণাং মরীচ্যাদীনাং ভৃগুরহং অর্থাভিধায়িনঃ শব্দা গিরঃ তাসামেকমক্ষরং প্রণবোঽহমস্মি যজ্ঞানামুৎকৃষ্টো জপযজ্ঞোঽস্মি পর্ব্বতমাত্রাণাং হিমবানহং ॥ ২৫ ॥

হনুমান্।—মহর্ষীণাং ভৃগুরহং গিরাং মধ্যে এক মক্ষরং প্রণবোঽস্মি ॥ ২৫। ২৬। ২৭॥

শ্রীধর।—মহর্ষীণামিতি। গিরাং বাচাং পদাত্মিকানাং মধ্যে একমক্ষরমোঙ্কারাখ্যং পদমস্মি ॥ ২৫ ॥

বলদেব।—মহর্ষীণাং ব্রহ্মপুত্রাণাং মধ্যেঽতিতেজস্বী ভৃগুরহং। গিরাং পদলক্ষণানাং বাচাং মধ্যে একমক্ষরং প্রণবোঽহমস্মি। যজ্ঞানাং মধ্যে জপযজ্ঞোঽস্মি তস্যাহিংসাত্মকত্বেনোৎকৃষ্টত্বাৎ। স্থাবরাণাং স্থিতিমতাং মধ্যে হিমাচলোঽহং। অত্যুচ্চত্বেনাতিস্থৈর্য্যেন চার্থভেদান্মেরুহিমালয়য়োর্বিভূত্যোর্ভেদঃ ॥ ২৫ ॥

মধুসূদন।—মহর্ষীণাং সপ্তব্রহ্মণাং মধ্যে ভৃগুরতিতেজস্বিত্বাদহং গিরাং বাচাংপদলক্ষণানাং মধ্যে একমক্ষরং পদমোঙ্কারোঽহমস্মি যজ্ঞানাং মধ্যে জপযজ্ঞো হিংসাদিদোষশূন্যত্বেনাত্য-

স্তশোধকোহহমস্মি স্থাবরাণাং স্থিতিমতাং মধ্যে হিমালয়োহহং শিখরবতাং মধ্যে হি মেরুরহমিত্যুক্তং অতঃ স্থাবরত্বেন শিখরবত্ত্বেন চার্থভেদাদদোষঃ ॥ ২৫ ॥

নীলকণ্ঠ।—একং অক্ষরং ওঙ্কারাখ্যং জপযজ্ঞো হিংসাশূন্যত্বাৎ স্থাবরাণাং স্থিতিমতাং ॥ ২৫। ২৬॥

বিশ্বনাথ।—একমক্ষরং প্রণবঃ ॥ ২৫ ॥

তাৎপর্য্য।—পূর্ব্ববৎ শ্রীভগবানের বিভূতি বর্ণনা চলিতেছে। শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, আমি মহর্ষিদিগের মধ্যে “ভৃগু”*। শুদ্ধসত্ত্ব দেবপ্রভাব-সম্পন্ন মহর্ষিগণ পরম তেজস্বী ও একান্ত ধর্ম্মশীল। তত্তাবতের মধ্যে ভৃগু নামাভিধেয় মহর্ষি অতি তেজঃপ্রদীপ্ত ও নিতান্ত ন্যায়পরায়ণরূপে খ্যাত। এই জন্যই এস্থলে শ্রীভগবান্ আপনাকে ভৃগুরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, বাক্য সমূহের মধ্যে আমি এক “অক্ষর” অর্থাৎ ওঙ্কার। পূর্ব্বে (৮ অধ্যায় ১৮ শ্লোকের তাৎপর্য্যও টিপ্পনী দ্রষ্টব্য) ওঙ্কারের মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছেএবং তাহার অর্থ বিবৃত হইয়াছে। ওঙ্কার সকল সাধনার সার এবং সকলধর্ম্মের প্রভবস্থান। দেবভাষা বা প্রচলিত লৌকিক ভাষায় যত শব্দ আছে, তত্তাবৎ প্রণব অর্থাৎ ওঙ্কারের তুলনায় অকিঞ্চিৎকর। বাস্তবিক ওঙ্কার একাক্ষরাত্মক নহে। অ, উ এবং ম এই তিন বর্ণের সম্মিলনে ওঙ্কারের উৎপত্তি হইয়াছে। এইরূপ সন্ধিবদ্ধ ওঙ্কার একাক্ষররূপে পরিণত হইয়াছেএবং একাক্ষরী বীজ বা একাক্ষর মন্ত্ররূপে ব্যবহৃত হইতেছে। এই একাক্ষর আর্য্যধর্ম্মের সারস্বরূপ, বেদসমূহের মাতৃস্বরূপ এবং সকল মঙ্গলানুষ্ঠানের প্রারম্ভবাক্য; ইহা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বররূপী; এবং ধ্যান, জপ ও সাধনার পরম সহায়। এই জন্যই শ্রীভগবান্ এস্থলে আপনাকে সর্ব্ববাক্যের সারস্বরূপ একাক্ষরাত্মক প্রণবরূপ পরমবাক্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, যত প্রকার যজ্ঞ আছে, আমি তাহার মধ্যে জপ-যজ্ঞ †। বৈদিক ও তান্ত্রিক বহু যজ্ঞই হিংসাত্মক,এজন্য তত্তাবতের অনুষ্ঠান

---

* ভৃগু।—মুনিবিশেষ, ব্রহ্মার ত্বক্ হইতে ইহার উৎপত্তি হয়। কর্দ্দম মুনির কন্যা খ্যাতি ইহার স্ত্রী, এবং ধাতা ও বিধাতা নামক দুই পুত্র, ও শ্রী নাম্নী এক কন্যা ছিল।

† জপ।—বিহিত প্রণালী ক্রমে গুরূপদিষ্ট মন্ত্রের বৈধ উচ্চারণকে জপ বলে। উচ্চজপ, উপাংশুজপ জিহ্বাজপ, মানসজপ সাধারণতঃ এই কয় প্রকার জপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। উচ্চশব্দে অর্থাৎ সন্নিহিত অপর

কখনই সর্ব্বশ্রেণীর অবলম্বনীয় হইতে পারেনা, এবং পরম ফলপ্রদ হইলেও সকলে তাহার অনুসরণ করিতে বাসনা করেন না। কিন্তু গুরূপদিষ্ট প্রণালী ক্রমে অথবা শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসারে লব্ধ মন্ত্রের যথারীতি জপরূপ যজ্ঞানুষ্ঠানে কাহারও কোনই আপত্তি হইতে পারে না। প্রত্যুত হিংসাদি ক্রূরকর্ম্মবিবর্জ্জিত অথচ পরম কল্যাণপ্রদ জপযজ্ঞের অনুষ্ঠান একান্ত

ব্যক্তি শুনিতে পায় এরূপ ভাবে যে জপ অনুষ্ঠিত হয় তাহার নাম উচ্চজপ। নির্জ্জনে অর্থাৎ যে স্থানে জনসমাগমের সম্ভাবনা নাই, অথবা উচ্চারিত মন্ত্র অপরের কর্ণগোচর হইবার উপায় নাই, সে স্থানে যে জপ অনুষ্ঠিত হয় তাহার নাম উপাংশুজপ। কেবল মাত্র মন্ত্রোচ্চারণ কালে জিহ্বার বিহিত আন্দোলন ও স্পন্দন হইবে, অথচ উচ্চারিত মন্ত্র মুখগহ্বর নিঃসৃত হইয়া কাহারও কর্ণে প্রবেশ করিতে পারিবে না তাহার নাম জিহ্বাজপ। যখন মন্ত্র মনে মনে উচ্চারিত হইতে থাকিবে, বাক্যরূপে নিঃসৃত হইয়া কাহারও কর্ণগোচর হইবে না, তখনই মানস জপ হইবে। এই চতুর্ব্বিধ জপের ফল ক্রমশঃ পরম্পরা ক্রমে উচ্চ। কোন কোন মতে বাচিকজপ নামে আরও এক প্রকার জপ আছে। পূর্ব্বোল্লিখিত যত প্রকার জপের কথা বিবৃত হইয়াছে তৎসমস্তের অনুষ্ঠানে মনে মনে মন্ত্রের এবং মন্ত্রনির্দ্দিষ্ট দেবতার চিন্তা আবশ্যক। চিন্তা বিরহিতভাবে কেবল মাত্র সংখ্যা নির্দ্দেশপূর্ব্বক নির্দ্দিষ্ট মন্ত্রের উচ্চারণকে বাচিকজপ বলে। "মনঃ সংহৃত্য বিষয়ান্মন্ত্রার্থগতমানসঃ। ন দ্রুতং ন বিলম্বং জপেন্মৌক্তিকপঙ্‌ক্তিবৎ। জপঃ স্যাদক্ষরাবৃত্তির্মানসোপাংশুবাচিকৈঃ। ধিয়া যদক্ষর শ্রেণীং বর্ণস্বরপদাত্মিকাং। উচ্চরেদর্থমুদ্দিশ্য মানসঃ স জপঃস্মৃতঃ। জিহ্বোষ্ঠৌ চালয়েৎ কিঞ্চিদ্দেবতাগতমানসঃ। কিঞ্চিচ্ছ্রবণযোগ্যঃ স্যাদুপাংশু স জপঃ স্মৃতঃ। উচ্চৈর্জপাদ্বিশিষ্টঃ স্যাদুপাংশুর্দশভির্গুণৈঃ। জিহ্বাজপঃ শতগুণঃ সহস্রো মানসঃ স্মৃতঃ॥" বর্ণমালার অনুলোম ও বিলোম ক্রমে জপের এক পদ্ধতি আছে তাহার নাম বর্ণমালা জপ। তাহার প্রথমে অং বর্ণমালার এই আদ্যক্ষর উচ্চারণ পূর্ব্বক নির্দ্দিষ্ট মন্ত্রোচ্চারণ করিতে হয়; তদনন্তর পরম্পরা ক্রমে বর্ণমালার অক্ষর ও মন্ত্রোচ্চারণ করিতে করিতে হকার পর্যান্ত গমন করিতে হয়। তদনন্তর হকার হইতে পুনরায় বিলোম ক্রমে এক এক বর্ণ ও মন্ত্রোচ্চারণ করিতে করিতে পুনরায় অকারে প্রত্যাগত হইতে হয়। জপসম্বন্ধে তন্ত্রসারে ভিন্ন ভিন্ন আসনের ভিন্ন উপকারিতা ও উপযোগিতার উল্লেখ আছে। তদ্ব্যতীত জপের সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট করিবার জন্য ও অঙ্গুলিপর্ব্বাদি নির্দ্ধারিত করিবার নিমিত্ত নানা প্রকার মালার বিবরণ আছে। তদ্‌যথা "পদ্মবীজাদিভির্মালা বহির্যোগে শৃণুষ্ব তাঃ। রুদ্রাক্ষশঙ্খপদ্মাক্ষপুত্রজীবকমৌক্তিকৈঃ। স্ফাটিকৈ র্মণিরত্নৈশ্চ সুবর্ণৈ বিদ্রুমৈ স্তথা। রাজতৈঃ কুশমূলৈশ্চ গৃহস্থস্যাক্ষমালিকাঃ। অঙ্গুলী গণনাদেকং পর্ব্বণাষ্টগুণং ভবেৎ। পুত্রজীবৈর্দশগুণং শতংশঙ্খৈঃ সহস্রকং। প্রবালৈর্ম্মণিরত্নৈশ্চ দশসাহস্রকং স্মৃতং। তদেব স্ফাটিকৈঃ প্রোক্তং মৌক্তিকৈর্লক্ষমুচ্যতে। পদ্মাক্ষৈর্দ্দশলক্ষং স্যাৎ সৌবর্ণৈঃ কোটিরুচ্যতে। কুশগ্রন্থ্যা কোটিশতং রুদ্রাক্ষৈঃ স্যাদনন্তকং। সর্ব্বৈর্বিরচিতা মালা নৃণাং মুক্তিফলপ্রদা॥" "কম্বলং কোমলং কৌশং দারবং কর্ম্মসাধনম্। এতেষা মাসনং শুদ্ধং চর্ম্মাসনং সুরেশ্বরি। লোম্নি চৈব যদাসীন স্তদা সর্ব্বং বিনশ্যতি। লোমস্পর্শনমাত্রেণ সিদ্ধিহানিঃ প্রজায়তে। কাম্যার্থং কম্বলঞ্চৈব শ্রেষ্ঠঞ্চ রক্তকম্বলম্। কৃষ্ণাজিনে জ্ঞানসিদ্ধি র্মোক্ষঃ শ্রীর্ব্বাঘ্র-চর্ম্মণি। কুশাসনে মন্ত্রসিদ্ধির্নাত্র কার্য্যা বিচারণা। ধরণ্যাং দুঃখসম্ভূতি দৌর্ভাগ্যং দারুজাসনে। বংশাসনে দরিদ্রঃ স্যাৎপাষাণে ব্যাধিপীড়নম্। তৃণাসনে যশোহানিঃ পল্লবে চিত্তবিভ্রমঃ। জপধ্যানতপোহানিং বস্ত্রাসনং করোতি হি।" (তন্ত্রসার) স্থানভেদে জপানুষ্ঠানের নানা প্রকার ফলাফলের বিষয় কীর্ত্তিত হইয়াছে।

শান্তিময় ও পরমাদরণীয়। দেবতার প্রীতি সম্পাদন, দেবানুগ্রহে অভীষ্ট ফললাভ ইত্যাদি কামনায় সাধারণতঃ যজ্ঞাদি (৬৩১ পৃষ্ঠার টিপ্পনী দ্রষ্টব্য) অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। কিন্তু জপের দ্বারা অধিকতর শ্রেষ্ঠ ফললাভ হইয়া থাকে, অর্থাৎ ভগবত্তত্ত্ব পরিজ্ঞান জপের দ্বারাই জন্মিতে পারে; অতএব অন্যান্য সকল যজ্ঞের অপেক্ষা জপযজ্ঞই যে শ্রেষ্ঠ, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই। এই জন্যই এস্থলে শ্রীভগবান্ আপনাকে জপযজ্ঞ রূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, স্থাবর অর্থাৎ একস্থানাবস্থিত অচল পদার্থদিগের মধ্যে আমি হিমালয়*। বসুন্ধরার বিভিন্ন স্থানে যেসকল পর্ব্বতরাজি বিরাজিত আছে, তন্মধ্যে উচ্চতায় ও দৈর্ঘ্যে হিমগিরি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই গিরিরাজ নানাপ্রকার রত্নখনিপূর্ণ এবং বিবিধ বনস্পতির আশ্রয় স্থান। ইহার নানাস্থানে নানাতীর্থ ও দেবায়তন প্রতিষ্ঠিত আছে এবং ইহার কলেবর ভেদ করিয়া বিবিধ স্রোতস্বতী সমুৎপন্ন হইয়াছে। এই নগেন্দ্রের চূড়া চিরতুষারাবৃত ইত্যাদি বিবিধ কারণে হিমালয় পর্ব্বতসমূহের মধ্যে অবিসংবাদিত রূপে শ্রেষ্ঠ। এইজন্যই শ্রীভগবান্ আপনাকে স্থাবরগণের মধ্যে হিমালয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

অচিরপূর্ব্বে (দশমাধ্যায় ২৩ শ্লোক) শ্রীভগবান্ আপনাকে শিখরিদিগের মধ্যে মেরু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এক্ষণে আবার স্থাবরদিগের

তদ্‌যথা। "গৃহে শতগুণং বিদ্যাদ্ গোষ্ঠে লক্ষগুণং ভবেৎ। কোটির্দেবালয়ে পুণ্যা অনন্তং শিবসন্নিধৌ।" (ব্রহ্মযামলে)। "জপমেকগুণং গেহে গোষ্ঠে দশগুণং স্মৃতং। বনান্তরে শতগুণং তড়াগে চ সহস্রকং। নদীতীরে লক্ষগুণং নগাগ্রে কোটিসম্মিতং। শিবালয়ে কোটিশত মনন্তং গুরুসন্নিধৌ।" (তন্ত্রসার)

* হিমালয়।—ভারতবর্ষের উত্তর সীমায় এই পর্ব্বত অবস্থিত। ইহার শৃঙ্গ পৃথিবীর অন্যান্য সকল পর্ব্বতশৃঙ্গের অপেক্ষা উচ্চ। এই সুদীর্ঘ ও সুবিস্তৃত পর্ব্বতে অনেক তীর্থ বিবিধ লোকালয় এবং বহু রম্য নিকেতন আছে। গঙ্গা, সিন্ধু প্রভৃতি বহু নদ নদী এই পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। কথিত আছে যে, ইহার দৈর্ঘ্য দশসহস্রযোজন এবং প্রস্থ দুইসহস্রযোজন। এই পর্ব্বত সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে এইরূপ উল্লেখ আছে। "এবং দক্ষিণেনেলাবৃতং নিষধো হেমকূটো হিমালয়ঃ। ইতি প্রাগায়তা যথা নীলাদয়ঃ। অযুতযোজনোৎসেধা হরিবর্ষ কিম্পুরুষ ভারতানাং যথা সংখ্যং।" (শ্রীমদ্ভাগবত ৫ম স্কন্ধ ১৫ অধ্যায় ৯ শ্লোক) ইহার ভাবার্থ এই যে, ইলাবৃতবর্ষের দক্ষিণ ভাগে নিষধ হেমকূট ও হিমালয় নামক তিনটি পর্ব্বত আছে। উক্ত পর্ব্বতত্রয় নীলাদি পর্ব্বতের ন্যায় পূর্ব্বদিকে আয়ত এবং প্রত্যেক পর্ব্বত দশ সহস্র যোজন উচ্চ। উক্ত পর্ব্বতত্রয় যথাক্রমে হরিবর্ষ, কিংপুরুষবর্ষ এবং ভারতবর্ষের সীমা পর্ব্বত।

মধ্যে হিমালয় বলিয়া উল্লেখ করিতেছেন ; ইহা পুনরুক্তি বা অনাবশ্যকোক্তি বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু শিখরী ও স্থাবর এই শব্দদ্বয়ের অর্থগত পার্থক্য আলোচনা করিলে সেরূপ আশঙ্কা তিরোহিত হইবে। এস্থলে স্থাবর শব্দদ্বারা স্থিতিশীল অর্থাৎ সমভাবে ও স্থিরভাবে অবস্থিত পদার্থ লক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু শিখরী শব্দের লক্ষ্য অন্যরূপ।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্রাঘবেন্দ্র যতি মহোদয়ের অভিপ্রায়। বিরোধিদিগের ভজন বা দহন করিতে সক্ষমতা হেতু ভগবান্ ভৃগুতে অবস্থিত। ভগবান্ সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব হেতু এবং চতুর্ব্বিধ নাশহীনতা হেতু তিনি অক্ষররূপে প্রণবাবস্থিত। জাতজীবের রক্ষা করেন বলিয়া ভগবান্ জপ। যজন দ্বারা প্রাপ্য এইজন্য তিনি জপযজ্ঞাবস্থিত। গতিহীনদিগের মধ্যে তিনি হিমালয়। হী অর্থাৎ শ্রী এবং মা অর্থাৎ লক্ষ্মী, এই দুই রূপের যাহাতে অধিষ্ঠান তাহাই হিমালয় ॥ ২৫ ॥

* * *

অশ্বত্থঃ সর্ব্ববৃক্ষাণাং দেবর্ষীণাঞ্চ নারদঃ।
গন্ধর্ব্বাণাং চিত্ররথঃ সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ ॥ ২৬॥

অন্বয়।—[অহং] সর্ব্ববৃক্ষাণাং অশ্বত্থঃ, দেবর্ষীণাং নারদঃ চ, গন্ধর্ব্বাণাং (দেবগায়কানাং) চিত্ররথঃ, সিদ্ধানাং (আজন্মতত্ত্বজ্ঞানাং) কপিলঃ মুনিঃ ॥ ২৬ ॥

প্রতিশব্দ।—[আমি] বৃক্ষসকলের অশ্বত্থ, দেবর্ষিগণের নারদ, গন্ধর্ব্বগণের চিত্ররথ, সিদ্ধগণের কপিলমুনি ॥ ২৬ ॥

ব্যাখ্যা।—বৃক্ষসমূহের মধ্যে আমি অশ্বত্থবৃক্ষরূপে বিরাজিত, দেবর্ষিগণের মধ্যে আমি ভক্তশ্রেষ্ঠ নারদ, গন্ধর্ব্বগণের মধ্যে আমি চিত্ররথ, এবং স্বভাবসিদ্ধ মহাপুরুষগণের মধ্যে আমি পরমতত্ত্বজ্ঞ কপিল মুনি ॥ ২৬ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—অশ্বত্থ ইতি। অশ্বত্থঃ সর্ব্ববৃক্ষাণাং দেবর্ষীণাঞ্চ নারদঃ দেবা এব স ঋষিত্বং প্রাপ্তাঃ মন্ত্রদর্শিত্বাদেতে দেবর্ষয়ঃ তেষাং নারদোঽস্মি, গন্ধর্ব্বাণাং চিত্ররথো নাম গন্ধর্ব্বো সিদ্ধানাং জন্মনৈব ধর্ম্মজ্ঞানবৈরাগ্যৈশ্বর্য্যাতিশয়ং প্রাপ্তানাং কপিলো মুনিঃ ॥ ২৬ ॥

আনন্দগিরি।—সর্ব্ববৃক্ষাণামিত্যত্র সর্ব্বশব্দেন বনস্পতয়ো গৃহ্যন্তে ॥ ২৬ । ২৭ ॥

রামানুজ।—সর্ব্ববৃক্ষানাং পূজ্যোঽশ্বত্থ এবাহং দেবর্ষীণাং মধ্যে পরমবৈষ্ণবো নারদোঽস্মি গন্ধর্ব্বাণাং দেবগায়কানাং মধ্যে চিত্ররথোঽস্মি সিদ্ধানাং যোগনিষ্ঠানাং পরমোপাস্যক.পলোঽহং ॥ ২৬ ॥

শ্রীধর।—অশ্বত্থ ইতি। দেবা এব সন্তো যে মন্ত্রদর্শনেন ঋষিত্বং প্রাপ্তাস্তেষাং মধ্যে নারদোঽস্মি, সিদ্ধানামুৎপত্তিত এবাধিগতপরমার্থতত্ত্বানাং মধ্যে কপিলাখ্যো মুনিরস্মি ॥ ২৬ ॥

বলদেব।—পূজ্যত্বেন সর্ব্ববৃক্ষাণাং মধ্যে শ্রেষ্ঠোঽশ্বত্থোঽহং। দেবর্ষীণাং মধ্যে পরমভক্তত্বেনোৎকৃষ্টো নারদোঽহং। গন্ধর্ব্বাণাং মধ্যেঽতিগায়কত্বেনোৎকৃষ্টত্বাৎ চিত্ররথোঽহং। সিদ্ধানাং স্বাভাবিকাণিমাদিমতাং কপিলঃ কার্দ্দমির্মুনিরহং ॥ ২৬ ॥

মধুসূদন।—সর্ব্বেষাং বৃক্ষাণাং বনস্পতীনামন্যেষাং চ দেবা এব সন্তো যে মন্ত্রদর্শিত্বেন ঋষিত্বং প্রাপ্তাস্তে দেবর্ষয়স্তেষাং মধ্যে নারদোঽহমস্মি, গন্ধর্ব্বাণাং গানধর্ম্মাণাং দেবগায়কানাং মধ্যে চিত্ররথোঽহমস্মি. সিদ্ধানাং জন্মনৈব বিনা প্রযত্নং ধর্ম্মজ্ঞানবৈরাগ্যৈশ্বর্য্যাতিশয়ং প্রাপ্তানামধিগতপরমার্থানাং মধ্যে কপিলো মুনিরহং । ২৬ ॥

বিশ্বনাথ।—অমৃতোদ্ভবং অমৃতমথনোদ্ভূতঃ ॥ ২৬ । ২৭ ॥

তাৎপর্য্য।—পূর্ব্ববদ্বিভূতি বর্ণনা চলিতেছে। শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, যাবতীয় পাদপের মধ্যে আমি অশ্বত্থ*। এই বিশাল বিশ্বের নানাস্থানে নানাপ্রকার মহীরুহ শোভা পাইতেছে, বিলাসীর রম্য কাননে বহুবিধ বিটপী মোহন প্রসূনভারে দেহ সাজাইয়া সৌন্দর্য্য বিলাইতেছে। ধনশালীর শোভনোদ্যানে বিবিধ সুখসেব্য ফলসমন্বিত সহকারাদি বৃক্ষ নয়নবিনোদন করিতেছে। শৈলমালার সানুদেশে অথবা শীর্ষে অগণ্যপ্রায় বহুজাতীয় বৃক্ষরাজি বিরাজ করিতেছে। প্রয়োজনীয়তায় তত্তাবত মানবজাতির ন্যূনাধিক পরিমাণে আদরের বস্তু। কিন্তু বনস্পতি সমূহের মধ্যে অশ্বত্থ অতিশয় পূজার্হ ও ধর্ম্মজনক, বিবিধ অনুষ্ঠান সহকারে অশ্বত্থপাদপের প্রতিষ্ঠা করিতে হয়। এবং প্রতিদিন তাঁহার মূলে প্রণাম সহকারে মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক জলসেক করিতে হয়। এই পুণ্য বৃক্ষ দেব-

---

* অশ্বত্থ।—অশ্বত্থ বৃক্ষ নারায়ণের অনুরূপ। কথিত আছে, ভগবতী পার্ব্বতীর অভিসম্পাতে বিষ্ণু অশ্বত্থরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই অশ্বত্থবৃক্ষ দর্শন, নমস্কার ও প্রদক্ষিণ করিলে অশেষ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। তদ্‌যথা। "অশ্বত্থরূপী ভগবান্ প্রীয়তাং মে জনার্দ্দন। ত্বাং দৃষ্ট্বা নশ্যতে পাপং দৃষ্ট্বা লক্ষ্মী প্রবর্ত্ততে। প্রদক্ষিণে ভবেদায়ুঃ সদাশ্বত্থনমোঽস্তু তে।" অশ্বত্থ যে ভগবানস্বরূপ, তৎসম্বন্ধে নিম্নলিখিত পদ্মপুরাণোক্ত সূতোক্তি উদ্ধৃত হইতেছে। "সূত উবাচ, অশ্বত্থরূপো ভগবান্ বিষ্ণুরেব ন সংশয়ঃ।"

তার ন্যায় সমাদৃত এবং পারলৌকিক শ্রেয়ঃলাভের অন্যতম উপায়রূপে পরিগণিত। এইজন্যই শ্রীভগবান্ আপনাকে বসুন্ধরার তাবৎ বনস্পতির মধ্যে অশ্বত্থরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

দেবর্ষিগণের মধ্যে আমি নারদ। (৭ অধ্যায়ের ২৫ শ্লোকের টিপ্পনী দ্রষ্টব্য) যিনি পরমজ্ঞানের নিকেতন, যাঁহার সত্যলোক পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র অবাধ গতি, যিনি ইন্দ্রাদিদেবগণেরও আদরণীয় এবং পরম তত্ত্বগুরু ও মন্ত্রদাতা রূপে পরিগণিত, সেই নারদ স্বকীয় অসাধারণ যোগশক্তিপ্রভাবে দেবত্ব এবং ঋষিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সেই তেজঃপ্রভাবসম্পন্ন মহাযোগী নারদ বৈকুণ্ঠবাসী লক্ষ্মীনারায়ণেরও একান্ত প্রিয়। তিনি ভক্তগণের চূড়ামণি, বৈষ্ণবগণের আদর্শ, জ্ঞানিগণের বরণীয় এবং যোগৈশ্বর্য্য সম্পন্ন। এই জন্যই শ্রীভগবান্ আপনাকে নারদরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

* গন্ধর্ব্বদিগের মধ্যে আমি চিত্ররথ †। গন্ধর্ব্বগণ সঙ্গীত বিদ্যায় সুনিপুণ। দেবর্ষি নারদের অনুকম্পায় গীতবিদ্যায় তাঁহারা শিক্ষালাভ করেন, এবং এই বিদ্যায় পারদর্শিতা হেতু তাঁহারা দেবাদিদেব মহাদেবেরও অনুগ্রহভাজন হন। গন্ধর্ব্বগণ দেবযোনি এবং সুরলোকের গায়করূপে প্রসিদ্ধ। বিদ্যাধরলোকের নিম্নেই তাঁহাদিগের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। চিত্ররথ নামাভিধেয় গন্ধর্ব্ব তাঁহাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠপুরুষ; সঙ্গীতবিদ্যায় তাঁহার অত্যদ্ভুত পারদর্শিতা ছিল, অধিকন্তু যুদ্ধবিদ্যায় তাঁহার যথেষ্ট নিপুণতা ছিল। এই সকল কারণে শ্রীভগবান্ আপনাকে গন্ধর্ব্বগণের মধ্যে চিত্ররথ রূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

---

* গন্ধর্ব্ব।—দেবযোনি বিশেষ। ইহারা দেবগায়করূপে পরিচিত। গুহ্যকলোকের ঊর্দ্ধে এবং বিদ্যাধর লোকের নিম্নে ইহাদিগের স্থান। "গণাবুচতুঃ। গান্ধর্ব্বস্ত্বেষ লোকোহমী গন্ধর্ব্বাশ্চ শুভব্রতাঃ। দেবানাং গায়কা হ্যেতে চারণাঃ স্তুতিপাঠকাঃ। গীতজ্ঞা অতিগীতেন তোষয়ন্তি নরাধিপান্। স্তুবন্তি চ ধনাঢ্যাংশ্চ ধনলোভেন মোহিতাঃ। রাজ্ঞাং প্রসাদলব্ধানি সুবাসাংসি ধনানি চ। দ্রব্যাণ্যপি সুগন্ধীনি কর্পূরাদীন্যনেকশঃ। ব্রাহ্মণেভ্যঃ প্রযচ্ছন্তি গীতং গায়ন্ত্যহর্নিশম্। স্তুতাবেব মনস্তেষাং নাট্যশাস্ত্র কৃতশ্রমাঃ। তেন পুণ্যেন গান্ধর্ব্বো লোকস্তেষাং বিধীয়তে।" (কাশীখণ্ড)।

† চিত্ররথ।—গন্ধর্ব্বরাজ নামে পরিচিত। মহাভারতে কথিত আছে, মুনিনাম্নী দক্ষকন্যার গর্ভে কশ্যপের ঔরসে ইহার জন্ম হয়। ধৃতরাষ্ট্রতনয় রাজা দুর্য্যোধনের সহিত একদা চিত্ররথের বিষম সমর হইয়াছিল; তাহাতে কর্ণ, দুর্য্যোধন, দুঃশাসন প্রভৃতি কৌরবপক্ষীয় বীরগণ পরাজিত হইয়াছিলেন, এবং দুর্য্যোধনও তাঁহার পত্নী প্রভৃতি পৌর কামিনীরা গন্ধর্ব্বগণ কর্তৃক অবরুদ্ধ হইয়াছিলেন। অবশেষে ভীমার্জ্জুনপ্রমুখ পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণের চেষ্টায় গন্ধর্ব্বগণ পরাজিত

সিদ্ধগণের মধ্যে আমি কপিল*। যাঁহারা জন্মমাত্র অনায়াসে অণিমাদি যোগৈশ্বর্য্য লাভ করিয়া জগতীতলে ধন্য হইয়াছেন এবং সহজে ধর্ম্ম বৈরাগ্য ও তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া মরলোকে অতুল কীর্ত্তি বিস্তার করিয়াছেন, তাঁহারাই সিদ্ধ নামে সংপূজিত। সেই সিদ্ধগণের মধ্যে ভগবান্ কপিল আজন্ম পরমজ্ঞানী ও পরমোপদেষ্টা রূপে পরিগণিত। তিনি কর্দ্দমের ঔরসে দেবহূতির গর্ভে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, এবং নানারূপ শাস্ত্রোপদেশ প্রদান এবং নিগূঢ় ধর্ম্ম তত্ত্বের ব্যাখ্যা করিয়া আপনার জনকজননীর এবং সঙ্গে সঙ্গে মেদিনীর জন সাধারণের পরম কল্যাণ সাধন করিয়া-

---

হইয়াছিলেন, এবং তাহাদিগের হস্ত হইতে দুর্য্যোধনাদি কৌরবগণ ও পৌরনারীগণ উদ্ধার লাভ করিয়াছিলেন। (মহাভারত বনপর্ব্ব ২৭৫ অধ্যায়)।

* কপিল।—ভগবান্ বিষ্ণুর অবতার বিশেষ। মহর্ষি কর্দ্দমের ঔরসে দেবহূতির গর্ভে ইহাঁর জন্ম। যথা, "শ্রীমৈত্রেয় উবাচ। দেবহূত্যপি সন্দেশং গৌরবেণ প্রজাপতেঃ। সম্যক্শ্রদ্ধায় পুরুষং কূটস্থ মভজদ্গুরুং। তস্যাং বহুতিথে কালে ভগবান্ মধুসূদনঃ। কর্দ্দমং বীর্য্যমাপেদে জজ্ঞে হগ্নিরিব দারুণি। অবাদয়ং স্তদা ব্যোম্নি বাদিত্রাণি ঘনাঘনাঃ। গায়ন্তি তং স্ম গন্ধর্ব্বা নৃত্যন্ত্যপ্সরসো মুদা। পেতুঃ সুমনসো দিব্যাঃ খেচরৈরপবর্জ্জিতা। প্রসেদুশ্চ দিশঃ সর্ব্বা অম্ভাংসি চ মনাংসি চ। তৎকর্দ্দমাশ্রমপদং সরস্বত্যা পরিশ্রিতং। স্বয়ম্ভূঃ সাকমৃষিভি র্মরীচ্যাদিভিরভ্যয়াৎ। ভগবন্তং পরং ব্রহ্ম সত্ত্বেনাংশেন শত্রুহন্। তত্ত্বসংখ্যানবিজ্ঞপ্ত্যৈ জাতো বিদ্বানজঃ স্বরাট্। স ভাজয়ন বিশুদ্ধেন চেতসা তচ্চিকীর্ষিতং। প্রহৃষ্যমাণৈরসুভিঃ কর্দ্দমঞ্চেদমভ্যধাৎ।" (শ্রীমদ্ভাগবত ৩য় স্কন্ধ ২৪ অধ্যায় ৫।১১ শ্লোক)। ইহার ভাবার্থ এই যে, মৈত্রেয় কহিলেন, বৎস বিদুর! কর্দ্দম প্রজাপতি এই প্রকার আদেশ করিলে-দেবহূতি গৌরব করিয়া তাঁহার উপদেশ বাক্য গ্রহণ করিলেন। এবং তাহাতে সম্যক্ বিশ্বাস করিয়া সর্ব্বকালব্যাপি পরম পুরুষ ভগবানের আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। এইরূপ আরাধনায় বহুতরকাল অতিক্রান্ত হইলে, কাষ্ঠে যেমন অগ্নি উৎপন্ন হয়, তাহার ন্যায় ভগবান্ মধুসূদন কর্দ্দমের বীর্য্য আশ্রয় করিয়া দেবহূতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করিলেন। যখন দেবহূতির গর্ভে ভগবান্ উৎপন্ন হইলেন, তখন গগনমণ্ডলে জলধর পটল হইতে বিবিধ বাদ্য হইল এবং গন্ধর্ব্বগণ গান করিতে লাগিল, অপ্সরা সকল আনন্দে নৃত্য আরম্ভ করিল। আকাশ হইতে অমরবৃন্দ-কর্ত্তৃক পরিমুক্ত দিব্য পুষ্পবৃষ্টি পতিত হইতে লাগিল। দিক্, জল, এবং সর্ব্ব প্রাণির মন প্রসন্ন হইয়া উঠিল। হে বিদুর! তদনন্তর মরীচি প্রভৃতি ঋষিগণ সমভিব্যাহারে ব্রহ্মা কর্দ্দমের আশ্রমে আগমন করিলেন। স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান প্রভাবে ব্রহ্মার বিদিত হইল, বিশেষরূপে সাংখ্যজ্ঞান উপদেশার্থ পরব্রহ্ম স্বয়ং ভগবান্ সত্ত্ব অংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। বিশুদ্ধচিত্তদ্বারা ভগবানের ঐ চিকীর্ষিত অবগত হওয়াতে তিনি তদীয় বাসনার প্রশংসা করিলেন। পরে প্রফুল্লচিত্তে আনন্দ প্রকাশ পূর্ব্বক কর্দ্দম এবং দেবহূতিকে বলিতে লাগিলেন। ইত্যাদি। কপিলদেব জননী দেবহূতিকে যে সকল তত্ত্বোপদেশ ও ধর্ম্মশিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন, শ্রীমদ্ভাগবতে তাহার বিস্তারিত বিবরণ আছে। সেই জ্ঞানোপদেশ প্রভাবে দেবহূতি জীবন্মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন। কপিলদেব আজন্মজ্ঞানী ও সাংখ্য-উপদেশের প্রতিষ্ঠাতা।

ছিলেন। এইজন্যই শ্রীভগবান্ আপনাকে সিদ্ধগণের মধ্যে কপিল নামে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। "কপিল" শব্দের অর্থ প্রসঙ্গে পূজ্যপাদ রাঘবেন্দ্র লিখিয়াছেন, ক অর্থাৎ সুখরূপত্ব পি অর্থাৎ যাঁহাদ্বারা জগৎপালিত হয়, এবং ল অর্থাৎ যাঁহাদ্বারা জগতের লয় হয়; এতদর্থে যিনি সুখস্বরূপ, পালকস্বরূপ এবং লয় কর্ত্তাস্বরূপ তিনিই কপিল। অথবা লীলাদ্বারা যিনি সুখানুভব করেন তিনিই কপিল ॥ ২৬ ॥

* * *

উচ্চৈঃশ্রবসমশ্বানাং বিদ্ধি মামমৃতোদ্ভবং।
ঐরাবতং গজেন্দ্রাণাং নরাণাঞ্চ নরাধিপং ॥ ২৭ ॥

অন্বয়।—অশ্বানাং মাং অমৃতোদ্ভবং (অমৃতমথনোদ্ভূতং) উচ্চৈঃশ্রবসং, গজেন্দ্রাণাং (করীন্দ্রাণাং) ঐরাবতং, নরাণাং নরাধিপং (রাজানং) চ বিদ্ধি (জানীহি) ॥ ২৭ ॥

প্রতিশব্দ।—অশ্ব-সমূহের আমাকে অমৃতনিমিত্ত-মন্থন-জাত উচ্চৈঃশ্রবা, গজেন্দ্রগণের ঐরাবত, এবং মানবগণের নৃপতি [বলিয়া] জানিবে ॥ ২৭ ॥

ব্যাখ্যা।—অশ্ব সকলের মধ্যে আমাকে অমৃতপ্রাপ্তিনিমিত্ত মন্থিতক্ষীরোদসমুদ্র হইতে উদ্ভূত উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব বলিয়া জানিবে; গজেন্দ্রগণের মধ্যে আমাকে ঐরাবত এবং মানবগণের মধ্যে আমাকে নরশ্রেষ্ঠ ভূপতি বলিয়া জানিবে ॥ ২৭ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—উচ্চৈরিতি। উচ্চৈঃশ্রবসমশ্বানাং উচ্চৈশ্রবানামাশ্বস্তং মাং বিদ্ধি জানীহি, অমৃতোদ্ভবং অমৃতনিমিত্তমথনোদ্ভবং। ঐরাবতমিরাবত্যা অপত্যং গজেন্দ্রাণাং হস্তীশ্বরাণাং তং মাং বিদ্ধি ইত্যনুবর্ত্ততে, নরাণাং মনুষ্যাণাঞ্চ নরাধিপং রাজানং মাং বিদ্ধি জানীহি ॥ ২৭ ॥

রামানুজ।—উচ্চৈঃশ্রবসং সর্ব্বেষামশ্বানাং মধ্যে অমৃতোদ্ভবমিতি ঐরাবতস্যাপি বিশেষাণাং নরাণাং মধ্যে রাজানং মাং বিদ্ধি ॥ ২৭ ॥

শ্রীধর।—উচ্চৈঃশ্রবসমিতি। অমৃতার্থং ক্ষীরোদধিমথনোদ্ভূতং উচ্চৈঃশ্রবসনামাশ্বং মদ্বিভূতিং বিদ্ধি, অমৃতোদ্ভবমিত্যেতদৈরাবতেঽপি সংবধ্যতে, নরাধিপং রাজানং মাং বিদ্ধি ॥ ২৭ ॥

বলদেব —অশ্বানাং মধ্যে উচ্চৈঃশ্রবসং গজেন্দ্রাণাং মধ্যে ঐরাবতং চ মাং বিদ্ধি। অমৃতোদ্ভবমমৃতার্থকাৎ ক্ষীরাব্ধিমথনাজ্জাতমিতি দ্বয়োর্বিশেষণং। নরাধিপং রাজানমসহ্যতেজসং ধর্ম্মিষ্ঠং ॥ ২৭ ॥

মধুসূদন ।—অশ্বানাং মধ্যে উচ্চৈঃশ্রবসমমৃতমথনোদ্ভবমশ্বং মাং বিদ্ধি, ঐরাবতং গজমমৃতমথনোদ্ভবং গজেন্দ্রাণাং মধ্যে মাং বিদ্ধি নরাণাং চ মধ্যে নরাধিপং রাজানং মাং বিদ্ধীত্যনুষজ্যতে ॥ ২৭ ॥

নীলকণ্ঠ ।—অমৃতোদ্ভবং অমৃতমথনাবসরে উদ্ভবো যস্য তম্॥ ২৭ ॥

তাৎপর্য্য । পূর্ব্ববদ্বিভূতি বর্ণনা চলিতেছে। পুরাকালে অমৃতলাভ কামনায় দেবাসুরে মিলিত হইয়া ক্ষীরসমুদ্র মন্থন * করিয়াছিলেন। (৯ম

---

* সমুদ্রমন্থন।—দেবাসুরে চিরদিন মনান্তর ও বিসম্বাদ চলিতে ছিল। দেবগণ অসুরগণের প্রতাপে অবসন্নপ্রায় হইয়াছিলেন। এই অবস্থায় অসুর অপেক্ষা প্রাধান্যলাভের উপায় স্বরূপে ভগবান তাঁহাদিগকে সমুদ্রমন্থনের পরামর্শ প্রদান করেন। সেই ভয়ানক মন্থনকার্য্যে অসুরগণেরও সহায়তা গ্রহণ করা আবশ্যক বলিয়া মনে হয়। তখন মন্দার পর্ব্বতকে মন্থনদণ্ড এবং বাসুকিকে রজ্জুরূপে গ্রহণ করিয়া দেবাসুরে মিলিত হইয়া সমুদ্রমন্থনে প্রবৃত্ত হন। তদ্বিষয়ক বিশেষ বৃত্তান্ত শ্রীমদ্ভাগবতে বিস্তারিতরূপে আছে, তন্মধ্য হইতে কিঞ্চিদুদ্ধৃত করা গেল। "শ্রীশুক উবাচ। তে নাগরাজ মামন্ত্র্য ফলভাগেন বাসুকিং। পরিবীয় গিরৌ তস্মিন্নেত্রমব্ধিং মুদান্বিতাঃ। আরেভিরে সুরা যত্তা অমৃতার্থে কুরূদ্বহ। হরিঃ পুরস্তাজ্জগৃহে পূর্ব্বং দেবাস্ততোঽভবন্। তন্নৈচ্ছন্দৈত্যপতয়ো মহাপুরুষচেষ্টিতং। ন গৃহ্ণীমো বয়ং পুচ্ছ মহেরঙ্গ মমঙ্গলং। স্বাধ্যায়শ্রুতসম্পন্নাঃ প্রখ্যাতা জন্মকর্ম্মভিঃ। ইতি তূষ্ণীং স্থিতান্ দৈত্যান্ বিলোক্য পুরুষোত্তমঃ। স্ময়মানো বিসৃজ্যাগ্রং পুচ্ছং জগ্রাহ সামরঃ। কৃতস্থানবিভাগাস্তে এবং কশ্যপনন্দনাঃ। মমন্থুঃ পরমং যত্তা অমৃতার্থং পয়োনিধিং। মথ্যমানেঽর্ণবে সোঽদ্রিরনাধারো হ্যপোবিশৎ ধ্রিয়মাণোঽপি বলিভি র্গৌরবাৎ পাণ্ডুনন্দনঃ। তে সুনির্ব্বিণ্ণমনসঃ পরিম্লান মুখশ্রিয়ঃ। আসন্ স্বপৌরুষে নষ্টে দৈবেনাতি বলীয়সা। বিলোক্য বিঘ্নেশবিধিং তদেশ্বরো দুরন্তবীর্য্যোঽবিতথাভিসন্ধিঃ। কৃত্বা বপুঃ কাচ্ছপ মদ্ভুতং মহৎ প্রবিশ্য তোয়ং গিরিমুজ্জহার হ॥ তমুত্থিতং বীক্ষ্য কুলাচলং পুনঃ সমুদ্যতা নির্ম্মথিতুং সুরাসুরাঃ। দধার পৃষ্ঠেন সলক্ষযোজন প্রসারিণা দ্বীপ ইবাপরো মহান্॥ সুরাসুরেন্দ্রৈর্ভুজবীর্য্যবেপিতং পরিভ্রমন্তং গিরিমঙ্গপৃষ্ঠতঃ। বিভ্রত্তদাবর্ত্তনমাদিকচ্ছপো মেনেঽঙ্গকণ্ডূয়ন মপ্রমেয়ঃ॥ তথাঽসুরানাবিশদাসুরেণ রূপেণ তেষাং বলবীর্য্য মীরয়ন্। উদ্দীপয়ন্ দেবগণাংশ্চ বিষ্ণু দৈবেন নাগেন্দ্র মবোধরূপঃ। উপর্য্যগেন্দ্রং গিরিরাডিবান্য আক্রম্য হস্তেন সহস্রবাহুঃ। তস্থৌ দিবি ব্রহ্মভবেন্দ্রমুখ্যৈরভিষ্টুবদ্ভিঃ সুমনোঽভিবৃষ্টঃ॥ উপর্য্যধশ্চাত্মনি গোত্রনেত্রয়োঃ পরেণ তে প্রাবিশতা সমেধিতাঃ। মমন্থুরব্ধিং তরসা মদোৎকটা মহাদ্রিণা ক্ষোভিতনক্রচক্রং॥ অহীন্দ্রসাহস্রকঠোরদৃঙ্মুখ শ্বাসাগ্নিধূমা হতবর্চ্চসোঽসুরাঃ। পৌলোমকালেয় বলীল্বলাদয়ো দাবাগ্নিদগ্ধাঃ শরলা ইবাভবন্" (শ্রীমদ্ভাগবত ৮স্কঃ ৭ অঃ ১—১০ শ্লোক) ইহার ভাবার্থ এই যে, শুকদেব বলিলেন, হে কুরুশ্রেষ্ঠ! "সমুদ্রমন্থনে যে অমৃত উৎপন্ন হইবেক তাহাতে তোমার ও অংশ রহিবে" ইহা বলিয়া সুর ও অসুরগণ বাসুকিকে মন্থনরজ্জু করিয়া মন্দরপর্ব্বতে বেষ্টন করিলেন। পরে সংযত হইয়া অমৃতলাভেচ্ছায় মন্থন কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। বাসুকির মুখ বিষদন্তে অতিশয় তীব্র, একারণ কৌশলে তাহাই

ছিলেন। এইজন্যই শ্রীভগবান্ আপনাকে সিদ্ধগণের মধ্যে কপিল নামে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। “কপিল” শব্দের অর্থ প্রসঙ্গে পূজ্যপাদ রাঘবেন্দ্র লিখিয়াছেন, ক অর্থাৎ সুখরূপত্ব পি অর্থাৎ যাঁহাদ্বারা জগৎপালিত হয়, এবং ল অর্থাৎ যাঁহাদ্বারা জগতের লয় হয়; এতদর্থে যিনি সুখস্বরূপ, পালকস্বরূপ এবং লয় কর্ত্তাস্বরূপ তিনিই কপিল। অথবা লীলাদ্বারা যিনি সুখানুভব করেন তিনিই কপিল ॥ ২৬ ॥

* * *

উচ্চৈঃশ্রবসমশ্বানাং বিদ্ধি মামমৃতোদ্ভবং ।
ঐরাবতং গজেন্দ্রাণাং নরাণাঞ্চ নরাধিপং ॥ ২৭ ॥

অন্বয় ।—অশ্বানাং মাং অমৃতোদ্ভবং (অমৃতমথনোদ্ভূতং) উচ্চৈঃশ্রবসং, গজেন্দ্রাণাং (করীন্দ্রাণাং) ঐরাবতং, নরাণাং নরাধিপং (রাজানং) চ বিদ্ধি (জানীহি) ॥ ২৭ ॥

প্রতিশব্দ ।—অশ্ব-সমূহের আমাকে অমৃতনিমিত্ত-মন্থন-জাত উচ্চৈঃশ্রবা, গজেন্দ্রগণের ঐরাবত, এবং মানবগণের নৃপতি [বলিয়া] জানিবে ॥ ২৭ ॥

ব্যাখ্যা ।—অশ্ব সকলের মধ্যে আমাকে অমৃতপ্রাপ্তিনিমিত্ত মন্থিতক্ষীরোদসমুদ্র হইতে উদ্ভূত উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব বলিয়া জানিবে; গজেন্দ্রগণের মধ্যে আমাকে ঐরাবত এবং মানবগণের মধ্যে আমাকে নরশ্রেষ্ঠ ভূপতি বলিয়া জানিবে ॥ ২৭ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—উচ্চৈরিতি। উচ্চৈঃশ্রবসমশ্বানাং উচ্চৈশ্রবানামাশ্বস্তং মাং বিদ্ধি জানীহি, অমৃতোদ্ভবং অমৃতনিমিত্তমথনোদ্ভবং। ঐরাবতমিরাবত্যা অপত্যং গজেন্দ্রাণাং হস্তীশ্বরাণাং তং মাং বিদ্ধি ইত্যনুবর্ত্ততে, নরাণাং মনুষ্যাণাঞ্চ নরাধিপং রাজানং মাং বিদ্ধি জানীহি ॥ ২৭ ॥

রামানুজ ।—উচ্চৈঃশ্রবসং সর্ব্বেষামশ্বানাং মধ্যে অমৃতোদ্ভবমিতি ঐরাবতস্যাপি বিশেষাণাং নরাণাং মধ্যে রাজানং মাং বিদ্ধি ॥ ২৭ ॥

শ্রীধর ।—উচ্চৈঃশ্রবসমিতি। অমৃতার্থং ক্ষীরোদধিমথনোদ্ভূতং উচ্চৈঃশ্রবসনামাশ্বং মদ্বিভূতিং বিদ্ধি, অমৃতোদ্ভবমিত্যেতদৈরাবতেঽপি সংবধ্যতে, নরাধিপং রাজানং মাং বিদ্ধি ॥ ২৭ ॥

বলদেব —অশ্বানাং মধ্যে উচ্চৈঃশ্রবসং গজেন্দ্রাণাং মধ্যে ঐরাবতং চ মাং বিদ্ধি। অমৃতোদ্ভবমমৃতার্থকাৎ ক্ষীরাব্ধিমথনাজ্জাতমিতি দ্বয়োর্বিশেষণং। নরাধিপং রাজানমসহ্যতেজসং ধর্ম্মিষ্ঠং ॥ ২৭ ॥

মধুসূদন।—অশ্বানাং মধ্যে উচ্চৈঃশ্রবসমমৃতমথনোদ্ভবমশ্বং মাং বিদ্ধি, ঐরাবতং গজমমৃতমথনোদ্ভবং গজেন্দ্রাণাং মধ্যে মাং বিদ্ধি নরাণাং চ মধ্যে নরাধিপং রাজানং মাং বিদ্ধীত্যনুষজ্যতে ॥ ২৭ ॥

নীলকণ্ঠ।—অমৃতোদ্ভবং অমৃতমথনাবসরে উদ্ভবো যস্য তম্॥ ২৭ ॥

তাৎপর্য্য। পূর্ব্ববদ্বিভূতি বর্ণনা চলিতেছে। পুরাকালে অমৃতলাভ কামনায় দেবাসুরে মিলিত হইয়া ক্ষীরসমুদ্র মন্থন * করিয়াছিলেন। (৯ম

---

* সমুদ্রমন্থন।—দেবাসুরে চিরদিন মনান্তর ও বিসম্বাদ চলিতে ছিল। দেবগণ অসুরগণের প্রতাপে অবসন্নপ্রায় হইয়াছিলেন। এই অবস্থায় অসুর অপেক্ষা প্রাধান্যলাভের উপায় স্বরূপে ভগবান তাঁহাদিগকে সমুদ্রমন্থনের পরামর্শ প্রদান করেন। সেই ভয়ানক মন্থনকার্য্যে অসুরগণেরও সহায়তা গ্রহণ করা আবশ্যক বলিয়া মনে হয়। তখন মন্দার পর্ব্বতকে মন্থনদণ্ড এবং বাসুকিকে রজ্জুরূপে গ্রহণ করিয়া দেবাসুরে মিলিত হইয়া সমুদ্রমন্থনে প্রবৃত্ত হন। তদ্বিষয়ক বিশেষ বৃত্তান্ত শ্রীমদ্ভাগবতে বিস্তারিতরূপে আছে, তন্মধ্য হইতে কিঞ্চিদুদ্ধৃত করা গেল। "শ্রীশুক উবাচ। তে নাগরাজ মামন্ত্র্য ফলভাগেন বাসুকিং। পরিবীয় গিরৌ তস্মিন্নেত্রমব্ধিং মুদান্বিতাঃ। আরেভিরে সুরা যত্তা অমৃতার্থে কুরূদ্বহ। হরিঃ পুরস্তাজ্জগৃহে পূর্ব্বং দেবাস্ততোঽভবন্। তন্নৈচ্ছন্দৈত্যপতয়ো মহাপুরুষচেষ্টিতং। ন গৃহ্ণীমো বয়ং পুচ্ছমহেরঙ্গমমঙ্গলং। স্বাধ্যায়শ্রুতসম্পন্নাঃ প্রখ্যাতা জন্মকর্ম্মভিঃ। ইতি তূষ্ণীং স্থিতান্ দৈত্যান্ বিলোক্য পুরুষোত্তমঃ। স্ময়মানো বিসৃজ্যাগ্রং পুচ্ছং জগ্রাহ সামরঃ। কৃতস্থানবিভাগাস্তে এবং কশ্যপনন্দনাঃ। মমন্থুঃ পরমং যত্তা অমৃতার্থং পয়োনিধিং। মথ্যমানেঽর্ণবে সোঽদ্রিরনাধারো হ্যপোবিশৎ ধ্রিয়মাণোঽপি বলিভি র্গৌরবাৎ পাণ্ডুনন্দনঃ। তে সুনির্ব্বিণ্নমনসঃ পরিম্লানমুখশ্রিয়ঃ। আসন্ স্বপৌরুষে নষ্টে দৈবেনাতি বলীয়সা। বিলোক্য বিঘ্নেশবিধিং তদেশ্বরো দুরন্তবীর্য্যোঽবিতথাভিসন্ধিঃ। কৃত্বা বপুঃ কাচ্ছপমদ্ভুতং মহৎ প্রবিশ্য তোয়ং গিরিমুজ্জহার হ॥ তমুত্থিতং বীক্ষ্য কুলাচলং পুনঃ সমুদ্যতা নির্ম্মথিতুং সুরাসুরাঃ। দধার পৃষ্ঠেন স লক্ষযোজনপ্রসারিণা দ্বীপ ইবাপরো মহান্॥ সুরাসুরেন্দ্রৈর্ভুজবীর্য্যবেপিতং পরিভ্রমন্তং গিরিমঙ্গপৃষ্ঠতঃ। বিভ্রত্তদাবর্ত্তনমাদিকচ্ছপো মেনেঽঙ্গকণ্ডূয়নমপ্রমেয়ঃ॥ তথাসুরানাবিশদাসুরেণ রূপেণ তেষাং বলবীর্য্যমীরয়ন্। উদ্দীপয়ন্ দেবগণাংশ্চ বিষ্ণু র্দৈবেন নাগেন্দ্র মবোধরূপঃ। উপর্য্যগেন্দ্রং গিরিরাড়িবান্য আক্রম্য হস্তেন সহস্রবাহুঃ। তস্থৌ দিবি ব্রহ্মভবেন্দ্রমুখ্যৈরভিষ্টুবদ্ভিঃ সুমনোঽভিবৃষ্টঃ॥ উপর্য্যধশ্চাত্মনি গোত্রনেত্রয়োঃ পরেণ তে প্রাবিশতা সমেধিতাঃ। মমন্থুরব্ধিং তরসা মদোৎকটা মহাদ্রিণা ক্ষোভিতনক্রচক্রং॥ অহীন্দ্রসাহস্রকঠোরদৃঙ্মুখ শ্বাসাগ্নিধূমা হতবর্চ্চসোঽসুরাঃ। পৌলোমকালেয় বলীল্বলাদয়ো দাবাগ্নিদগ্ধাঃ শরলা ইবাভবন্" (শ্রীমদ্ভাগবত ৮স্কঃ ৭ অঃ ১—১০ শ্লোক) ইহার ভাবার্থ এই যে, শুকদেব বলিলেন, হে কুরুশ্রেষ্ঠ! "সমুদ্রমন্থনে যে অমৃত উৎপন্ন হইবেক তাহাতে তোমার ও অংশ রহিবে" ইহা বলিয়া সুর ও অসুরগণ বাসুকিকে মন্থনরজ্জু করিয়া মন্দরপর্ব্বতে বেষ্টন করিলেন। পরে সংযত হইয়া অমৃতলাভেচ্ছায় মন্থন কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। বাসুকির মুখ বিষদন্তে অতিশয় তীব্র, একারণ কৌশলে তাহাই

অধ্যায় ৫ম শ্লোকে রাহুশব্দের টিপ্পনী দ্রষ্টব্য) সেই মন্থনফলে সমুদ্র হইতে নানারূপ আশ্চর্য্য পদার্থের উদ্ভব হয়। দেবগণের অনেকে সেই সকল পদার্থ স্ব স্ব প্রয়োজনানুসারে বিভাগ করিয়া লইয়াছিলেন। উচ্চৈঃশ্রবাঅশ্ব* এবং ঐরাবত হস্তী সমুদ্রমন্থন লব্ধ। ঐ দুই প্রয়োজনীয় বস্তু রাজা ও ঐশ্বর্য্যশালী মহাত্মার ভোগ্য ; এই জন্য তদুভয় পদার্থ দেবরাজ ইন্দ্রের

অসুরদিগকে গ্রহণ করাইবার মানসে ভগবান হরি মন্থনরজ্জুর মুখের দিক ধারণ করিলেন ; অন্যান্য দেবগণও সেই দিকে গেলেন। তদ্দর্শনে দৈত্যপতিরা মনে করিল উহা পৌরুষের কর্ম্ম, অতএব তাহারা দেবতাদিগকে মুখের দিক ধারণ করিতে দিতে ইচ্ছা করিলনা। আপত্তি করিয়া কহিতে লাগিল, আমরা বেদাধ্যয়ন ও শাস্ত্র শ্রবণ করিয়াছি, এবং আমরা জন্ম ও কর্ম্মদ্বারা সর্ব্বত্র বিখ্যাত। সর্পের পুচ্ছভাগ অমঙ্গল, আমরা উহা গ্রহণ করিবনা। ইহা বলিয়া তাহারা নীরব হইল। দৈত্যদিগের এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া ভগবান হরি ঈষদ্ধাস্য করিলেন, এবং তৎক্ষণাৎ বাসুকির মুখ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অমরগণের সহিত পুচ্ছদেশ ধারণ করিলেন। হে রাজন্! কশ্যপনন্দন দেবদানবগণ এইরূপ স্থান নির্দ্দেশ পূর্ব্বক মন্থনরজ্জু ধারণ করিয়া অতিশয় যত্ন সহকারে অমৃত মন্থন করিতে প্রবৃত্ত হইল। যদিও বিপুল পরাক্রমশালী সুর ও অসুরগণ কর্ত্তৃক মন্থনদণ্ড মন্দরগিরি ধৃত হইয়াছিল, তথাচ মন্থন করিতে করিতে ঐ মন্দর আধারশূন্য হইয়া সাগর জলে মগ্ন হইল। তখন দেব ও দানবগণ অত্যন্ত হতাশচিত্ত হইলে ভগবান হরি কূর্ম্মরূপ ধারণ করিয়া সমুদ্র গর্ভ হইতে পর্ব্বতকে উদ্ধার করিলেন। এবং আপনার বিশাল পৃষ্ঠোপরি তাহাকে স্থাপন করিয়া দেবাসুরগণকে পুনরায় মন্থন করিতে আদেশ করিলেন। তখন সুরাসুরগণ দ্বিগুণ উৎসাহে মন্থন করিতে প্রবৃত্ত হইল। (১৬২৪ পৃষ্ঠায় রাহু শব্দের টিপ্পনী দ্রষ্টব্য)।

* উচ্চৈঃশ্রবা। "শ্রীশুক উবাচ। পীতে গরে বৃষাঙ্কেণ প্রীতাস্তেঽমর দানবাঃ। মমন্থুস্তরসা সিন্ধুং হবির্ধানী ততোঽভবৎ। তামগ্নিহোত্রীমৃষয়ো জগৃহু ব্রহ্মবাদিনঃ। যজ্ঞস্য দেবযানস্য মেধ্যায় হবিষে নৃপ। তত উচ্চৈঃশ্রবা নাম হয়োঽভূচ্চন্দ্র পাণ্ডুরঃ। তস্মিন্ বলিঃ স্পৃহাঞ্চক্রে নেন্দ্র ঈশ্বরশিক্ষয়া। ততো ঐরাবতো নাম বারণেন্দ্রো বিনির্গতঃ। দন্তৈশ্চতুর্ভিঃ শ্বেতাদ্রের্হরন্ ভগবতোমহিং। ঐরাবতাদয়স্ত্বষ্টৌ দিগ্‌গজা অভবংস্ততঃ। অভ্রমুপ্রভৃতয়োঽষ্টৌচ করিণ্যস্ত্বভবন্ পুনঃ। কৌস্তভাখ্য মভূদ্রত্নং পদ্মরাগো মহোদধেঃ। তস্মিন্মণৌ স্পৃহাঞ্চক্রে বক্ষোঽলঙ্করণে হরিঃ। ততোঽভবৎ পারিজাতঃ সুরলোকবিভূষণং। পূরয়ত্যর্থিনো যোঽর্থৈঃ শশ্বদ্ভুবি যথা ভবান্।" (শ্রীমদ্ভাগবত ৮ম স্কন্ধ ৮ম অধ্যায় ১—৪ শ্লোক) ইহার ভাবার্থ এই যে, শুকদেব বলিলেন, বৃষধ্বজ কালকূট পান করিলে দেব ও দানবগণ অতিশয় প্রীত হইয়া পুনরায় মহাবেগে মন্থন আরম্ভ করিলেন, তাহাতে সুরভি গাভী উত্থিতা হইল। ব্রহ্মলোক প্রাপক যজ্ঞের হবি নিমিত্ত ঋষিগণ ঐ সুরভি গ্রহণ করিলেন। তাহার পর উচ্চৈঃশ্রবা নামে চন্দ্রবৎ পাণ্ডুবর্ণ অশ্ব উত্থিত হইল। দৈত্যরাজ বলি তজ্জন্য স্পৃহা করিলে ঈশ্বরের শিক্ষায় দেবরাজ ইন্দ্র তাহার প্রতি অভিলাষ করিলেন না। হে রাজন্! এইরূপে সমুদ্রমন্থন দ্বারা বহুবিধ অতিপ্রয়োজনীয় ও দুর্লভপদার্থের উদ্ভব হইল। কৌস্তভাদি ভূষণ, দারুণ হলাহল, লক্ষ্মীপ্রভৃতি দেবী, ঐরাবত, উচ্চৈঃশ্রবা প্রভৃতি পশু, সুরভি গাভী এবং অন্যান্য বহুতর পদার্থ সমুদ্র হইতে মন্থনদ্বারা লব্ধ হইল। দেবগণ প্রায় সমস্ত সামগ্রীই বিভাগ করিয়া লইলেন।

ব্যবহারার্থ নিয়োজিত হইয়াছিল। তদবধি উচ্চৈঃশ্রবা অশ্বের ইন্দ্রঘোটক এই নামান্তর হইয়াছে। এই অশ্ব শ্বেতবর্ণ, অতি বলশালী, ইচ্ছাগামী এবং বিচিত্র শক্তিসম্পন্ন। এই জন্যই শ্রীভগবান্ এস্থলে আপনাকে অশ্বদিগের মধ্যে উচ্চৈঃশ্রবা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মূলে "অমৃতোদ্ভবম্" এই শব্দের প্রয়োগ আছে। ইহার অর্থ এই যে, অমৃত লাভের নিমিত্ত সমুদ্র-মন্থনোত্থিত অথবা অমৃতস্বরূপ ক্ষীরসমুদ্রের মন্থন দ্বারা প্রাপ্ত। এই শব্দ উচ্চৈঃশ্রবা সম্বন্ধে যেরূপ প্রযোজ্য, পরবর্ত্তী ঐরাবত গজ সম্বন্ধেও সেইরূপ প্রযোজ্য বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ গজরাজ ঐরাবতও দেবতুরঙ্গম উচ্চৈঃশ্রবার ন্যায় সমুদ্রমন্থনজাত।

ঐরাবত হস্তী ইন্দ্রের বাহন। সেই গজরাজ শ্বেতকায় এবং চতুর্দ্দন্তবিশিষ্ট ইন্দ্রকুঞ্জর তাহার নামান্তর। হস্তীগণের মধ্যে সমুদ্রমন্থনোত্থিত ঐরাবতই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই জন্য শ্রীভগবান্ আপনাকে গজরাজগণের মধ্যে ঐরাবত রূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

মানবকুলের জীবন সাধারণতঃ দুঃখ দারিদ্র্যে নিপীড়িত এবং ভোগ ও বিলাসসংসাধক দ্রব্যাহরণের চেষ্টায় ব্যতিব্যস্ত। যাঁহারা ভাগ্যবলে রাজ-পদবী লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা নিরন্তর সুখসংসাধক বস্তু পরিবৃত হইয়া বিবিধ ভোগ্য পদার্থ উপভোগ করিতে করিতে কালপাত করিয়া থাকেন, দৈন্য ও তজ্জনিত চিন্তা তাঁহাদিগের কখনই আকুল করে না। অপিচ তাঁহারা অধীনস্থ প্রকৃতিপুঞ্জের দণ্ড মুণ্ডের কর্ত্তা ও বিবিধ ব্যবস্থা বিধায়ক। তাঁহারা অসংখ্যপ্রায় মানবের অধিনায়ক এবং তাহাদের উন্নতি ও অবনতির নিয়ামক। এই সকল কারণে মনুষ্যগণের মধ্যে রাজন্য বা রাজ-চক্রবর্ত্তীগণই শ্রেষ্ঠ। এই জন্যই শ্রীভগবান্ আপনাকে নরগণের মধ্যে নরাধিপ নামে নির্দ্দেশ করিয়াছেন ॥ ২৭ ॥

——(:*:)——

আয়ুধানামহং বজ্রং ধেনূনামস্মি কামধুক্।
প্রজনশ্চাস্মি কন্দর্পঃ সর্পাণামস্মি বাসুকিঃ ॥ ২৮ ॥

অন্বয়।—আয়ুধানাং (অস্ত্রাণাং) অহং বজ্রং (কুলীশং), ধেনূনাং

কামধুক্ (কামধেনুঃ) অস্মি, [অহং] প্রজনঃ (পুত্রোৎপত্তিহেতুঃ) কন্দর্পঃ (কামঃ) চ অস্মি, সর্পাণাং বাসুকিঃ (সর্পরাজঃ) অস্মি ॥ ২৮ ॥

প্রতিশব্দ —অস্ত্রসকলের আমি বজ্র, ধেনুগণের কামধেনু হই, এবং আমি পুত্রোৎপত্তির-কারণ কাম হই, সর্পগণের বাসুকি হই ॥ ২৮ ॥

ব্যাখ্যা ।—আমি মহাস্ত্রসমূহের মধ্যে সর্ব্বলোকভয়ঙ্কর বজ্র ; ধেনুগণের মধ্যে কামধেনু ; এবং পুত্রোৎপত্তির নিমিত্তই আমি লোক-বিমোহন মদন ; সর্পগণের মধ্যে আমি সর্পরাজ বাসুকি ॥ ২৮ ॥

শঙ্করাচার্য্য —আয়ুধানামিতি। আয়ুধানামহং বজ্রং দধীচ্যস্থিসম্ভবং মাং বিদ্ধি, ধেনূনাং দোগ্ধ্রীণামস্মি কামধুক্ বশিষ্ঠস্য সর্ব্বকামানাং দোগ্ধ্রী সামান্যা বা কামধুক্ প্রজনঃ প্রজনয়িতাস্মি কন্দর্পঃ কামঃ চাস্মি, সর্পাণাং সর্পভেদানামস্মি বাসুকিঃ সর্পরাজঃ ॥ ২৮ ॥

আনন্দগিরি ।—প্রজনয়তীতিব্যুৎপত্তিমাশ্রিত্যাহ প্রজনয়িতেতি। সর্পা নাগাশ্চ জাতি-ভেদাদ্ভিদ্যন্তে ॥ ২৮ ॥ ২৯ ॥ ৩০ ॥

রামানুজ ।—কামধুক্ দিব্যা সুরভিঃ জননহেতুঃ কন্দর্পশ্চাস্মি সর্পাঃ একশিরসঃ ॥২৮॥

হনুমান্ ।—প্রজনঃ পিতা ॥ ২৮ ॥

শ্রীধর ।—আয়ুধানামিতি। কামান্ দোগ্ধ্রীতি কামধুক্ প্রজনঃ প্রজোৎপত্তিহেতুঃ কন্দর্পঃ কামোঽস্মি ন কেবলং সম্ভোগমাত্রপ্রধানঃ কামো মদ্বিভূতিরশাস্ত্রীয়ত্বাৎ, সর্পাণাং সবিষাং রাজা বাসুকিরস্মি॥ ২৮ ॥

বলদেব ।—আয়ুধানামস্ত্রাণাং মধ্যে বজ্রঃ পবিরহং। কামধুক্ বাঞ্ছিতপূরয়িত্রী কামধেনুরহং। প্রজনঃ সন্তানোৎপাদকঃ কন্দর্পঃ কামোঽহং রতিসুখমাত্রহেতুঃ স নাহমিতি চ শব্দাৎ। সর্পাণামেকশিরসাং মধ্যে বাসুকিরহং ॥ ২৮ ॥

মধুসূদন ।—আয়ুধানামস্ত্রাণাং মধ্যে বজ্রং দধিচেরস্থিসম্ভবমস্ত্রমহমস্মি,ধেনূনাং দোগ্ধ্রীণাং মধ্যে কামং দোগ্ধীতি কামধুক্ সমুদ্রমথনোদ্ভবা বশিষ্ঠস্য কামধেনুরহমস্মি, কামানাং মধ্যে প্রজনঃ প্রজনয়িতা পুত্রোৎপত্ত্যর্থো যঃ কন্দর্পঃ কামঃ সোঽহমস্মি। চকারস্ত্বর্থে রতিমাত্রহেতুকামব্যাবৃত্ত্যর্থঃ। সর্পাশ্চ নাগাশ্চ জাতিভেদাদ্ভিদ্যন্তে তত্র সর্পাণাং মধ্যে তেষাং রাজা বাসুকিরহমস্মি ॥ ২৮ ॥

নীলকণ্ঠ ।—প্রজনোঽপত্যজনয়িতা কন্দর্পঃ কামঃ নতু বৃথামৈথুনরূপঃ ॥ ২৮ ॥

বিশ্বনাথ ।—কামধেনুঃ কন্দর্পাণাং মধ্যে প্রজোৎপত্তিহেতুঃ কন্দর্পোঽহং ॥ ২৮ ॥

তাৎপর্য্য ;—পূর্ব্ববদ্বিভূতি বর্ণনা চলিতেছে। শত্রু নিপাতনকল্পে বা স্বকীয় প্রভুত্ব পরিস্থাপনার্থ স্বর্গাদি চরাচরে যে সকল অস্ত্রের ব্যবহার

আছে তন্মধ্যে বজ্র* সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ। বৃত্রাসুর বধকালে দেবগণের প্রার্থনায় দধীচি মুনির অস্থিদানরূপ অতুলনীয় ব্যাপারের ফলে বজ্রের উদ্ভব হয়। এই বজ্র দেবরাজ ইন্দ্রের সর্ব্ব প্রধান আয়ুধ এবং ইহা দেবগণের গৌরব ও প্রাধান্য পরিবর্দ্ধক। ইহার নির্ঘোষে মেদিনী কম্পান্বিতা হয় এবং ইহার সম্পাতে বিশাল শৈল বিদারিত হয়। জীবের শক্তি ও ক্ষমতা ইহার নিকট নিত্য পরাজিত ও অকিঞ্চিৎকর। এইজন্যই শ্রীভগবান্ এই স্থলে আপনাকে অস্ত্রসমূহের মধ্যে বজ্ররূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

---

*বজ্র।—বৃত্রনামক দুর্দ্দান্ত অসুরের উৎপীড়নে দেবগণ অতিশয় অবসন্ন ও ত্রস্ত হইয়াছিলেন।
কোন মতেই বৃত্রাসুরকে পরাভূত করিতে না পারিয়া ইন্দ্রপ্রমুখ অমরবৃন্দ শ্রীমন্নারায়ণের
শরণাপন্ন হয়েন, এবং বিবিধ স্তব স্তুতি দ্বারা তাঁহার প্রসন্নতা লাভ করেন। দুর্দ্দান্ত শত্রুনাশ
করিবার নিমিত্ত শ্রীভগবান্ তাঁহাদিগকে অথর্ব্বপুত্র দধীচি মুনির অস্থি সংগ্রহ করিতে আদেশ
প্রদান করেন। তদ্‌যথা। "মঘবন্ যাত ভদ্রংবো দধ্যঞ্চমৃষি সত্তমং। বিদ্যাব্রত তপঃ সারং গাত্রং
যাচত মাচিরং। সবা অধিগতো দধ্যঙ্‌ঙশ্বিভ্যাং ব্রহ্মনিষ্কলং। যদ্বা অশ্বশিরো নাম তয়োরমরতাং
ব্যধাৎ। দধ্যঙঙাথর্ব্বণস্ত্বষ্ট্রেবর্ম্মাভেদ্যং মদাত্মকং। বিশ্বরূপায় যৎপ্রাদাৎ ত্বষ্ট্রা বত্ত্বমধাস্ততঃ।
যুষ্মভ্যাং যাচিতোঽশ্বিভ্যাং ধর্ম্মজ্ঞোঽঙ্গানি দাস্যতি। ততস্তৈরায়ুধশ্রেষ্ঠো বিশ্বকর্ম্মবিনির্ম্মিতঃ।
যেন বৃত্তশিরোহর্ত্তা মত্তেজউপবৃংহিতঃ।" (৬ষ্ঠ স্কঃ ৯ম অঃ) হে ইন্দ্র! তুমি এইক্ষণে নিজালয়ে
গমন কর তোমার কল্যাণ হউক, তপস্যা, বিদ্যা ও ব্রত নিয়মাদির দ্বারা দধীচিমুনির দেহ
অতিশয় দৃঢ়, তুমি শীঘ্র তাঁহার নিকট গমন করিয়া তদীয় দেহ প্রার্থনা কর। হে দেবেন্দ্র!
দধীচিমুনি ব্রহ্মবিদ্যায় অতিশয় বিজ্ঞ, তিনিই অশ্বিনী কুমারদ্বয়কে শুদ্ধব্রহ্মবিদ্যা প্রদান করিয়া-
ছিলেন। অশ্বের: মস্তক দ্বারা সেই ব্রহ্মবিদ্যা বর্ণিত হইয়াছিল, এইজন্যই তাহা অশ্বশির নামে
খ্যাতি লাভ করিয়াছে। এই শুদ্ধ ব্রহ্মবিদ্যা প্রভাবে অশ্বিনীকুমারদিগের জীবন্মুক্তি লাভ হয়।
হে দেবেন্দ্র দধীচিমুনি মদাত্মক বর্ম্ম অর্থাৎ নারায়ণকবচ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং উক্ত মুনিই ত্বষ্টাকে
ঐ কবচ উপদেশ করেন, ত্বষ্টা হইতে বিশ্বরূপ প্রাপ্ত হন, পরে বিশ্বরূপ তোমাকে দিয়াছেন। এই-
জন্যই ঐ মুনির শরীর অতিশয় দৃঢ় তোমরা তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া তাঁহার শরীর প্রার্থনা
কর। হেদেবরাজ সকলজীবেরই দেহের প্রতি মায়া মমতা আছে, দধীচি কেন তোমাদিগকে
দেহ প্রদান করিবেন এইরূপ মনেও চিন্তা করিও না, কারণ তিনি অতিশয় ধার্ম্মিক। অশ্বিনী
কুমারদ্বয় প্রার্থনা করিলে শিষ্যপ্রীতিজন্য তিনি তৎক্ষণাৎ আপনার দেহ নিশ্চয়ই প্রদান
করিবেন। সেই সকল অস্থির দ্বারা বিশ্বকর্ম্মা যে সকল শস্ত্র প্রস্তুত করিবেন, তাহাতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ
আয়ুধ অর্থাৎ বজ্র হইবেক। আমার তেজে বর্দ্ধিত হইয়া তুমি ঐ বজ্র দ্বারা বৃত্রাসুরকে বধ
করিও। "শ্রী বাদরায়ণিরুবাচ। এবং কৃতব্যবসিতো দধ্যঙাথর্ব্বণ স্তনুং। পরে ভগবতি-
ব্রহ্মণ্যাত্মানং সন্নয়ন্ জহৌ॥ যাতাক্ষাসুমনোবুদ্ধি স্তত্ত্বদৃকৃধ্বস্তবন্ধনঃ। আস্থিতঃ পরমং যোগং
ন দেহং বুবুধে গতং। মুনেঃ শক্তিভি রুৎসিক্তো ভগবত্তেজসান্বিতঃ। বৃতো দেবগণৈঃ
সর্ব্বৈর্গজেন্দ্রোপর্য্যশোভত। স্তূয়মানো মুনিগণৈ স্ত্রৈলোক্যং হর্ষয়ন্নিব॥" শুকদেব বলিলেন,
হে রাজন্। আথর্ব্বণ দধীচি ঋষি এই প্রকার নিশ্চয় করিয়া পর ব্রহ্মের সহিত জীবাত্মার
ঐক্য সম্পাদন পূর্ব্বক দেহত্যাগ করিলেন। তাঁহার মনঃ, প্রাণ, ইন্দ্রিয়, এবং বুদ্ধি সংযত ছিল,
আপনি তত্ত্বদর্শন করিতেন, সুতরাং সমস্ত বন্ধন বিধ্বস্ত হইয়াছিল; অতএব পরম যোগাবলম্বন

মহর্ষি বশিষ্ঠের সুরভিনামে এক কামধেনু* ছিল। ঐ পয়স্বিনী গাভী সমুদ্র মন্থনোত্থিতা। এই গাভী কেবল দুগ্ধপ্রদান করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেন না; তিনি সেবকের সর্ব্বাভীষ্ট পূরণ করিতেন। তাঁহাকে উপলক্ষ্য করিয়া মহর্ষি বশিষ্ঠের সহিত বিশ্বামিত্রের তুমুল সংগ্রাম হইয়াছিল এবং অতি-শোচনীয় ভাবে সেই বিবাদের পর্য্যবসান হইয়াছিল। দোগ্ধ্রীগণের মধ্যে এই কামধেনু সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া শ্রীভগবান্ আপনাকে সুরভিরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

যে অলক্ষ্য ও দুশ্ছেদ্য শক্তিপাশে আবদ্ধ হইয়া নরনারীর পরস্পর সম্মিলন হয় এবং যে অত্যাশ্চর্য্য নিয়ম প্রভাবে মানব কুলের সংবর্দ্ধন ও প্রজনন হইয়া থাকে, তাহার বিচিত্রতা মধুরতা ও শ্রেষ্ঠতার স্মরণ ও পর্য্যালোচনা করিলে বিস্মিত হইতে হয়। ভগবান্ কামদেব তাহার নিয়ামক ও পরিচালক। ক্ষুদ্রবুদ্ধি মানবগণ মনে করিয়া থাকে যে, তাহাদিগের সুখ ভোগের ও আনন্দ বর্দ্ধনের নিমিত্ত যৌনসংসর্গের অর্থাৎ রতিক্রীড়ার উদ্ভব হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে বুঝিয়া দেখিলে সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইবে যে, প্রজাসৃষ্টি ও জীবসংরক্ষণ এই মহদ্ব্যাপারের মুখ্য লক্ষ্য, ভোগ পরিতৃপ্তি ও সঙ্গসুখ ইহার আনুসঙ্গিক ফলমাত্র। মূলে "প্রজনঃ+চ+অস্মি" এই তিন পদ আছে। এতন্মধ্যস্থ চকার দ্বারা ইহাই সূচিত হইতেছে যে,

---

করাতে নিজ দেহ যে গত হইল, তাহা তাঁহার বোধগম্য হইল না। অনন্তর মুনির অস্থি দ্বারা বিশ্বকর্ম্মা বজ্র নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র সেই বজ্র ধারণ পূর্ব্বক ভগবত্তেজে সমন্বিত ও উর্জ্জিত হইয়া গজেন্দ্রের উপরি শোভা পাইতে লাগিলেন। দেবতারা চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন এবং মুনিগণ স্তব আরম্ভ করিলেন, তাহাতে সমস্ত জগৎ যেন পুলকিত হইল। (শ্রীমদ্ভাগবত ৬স্কঃ ১০ অঃ) সেই বজ্রাঘাতে বৃত্রাসুরের সংহার হয়। সেই বজ্র দেবগণের প্রধান আয়ুধ ও অমেয় শক্তিশালী।

*কামধেনু।—কান্যকুব্জাধিপতি গাধিনন্দন বিশ্বামিত্র একদা মহর্ষি বশিষ্ঠের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। মহর্ষির একটী কামধেনু ছিল। কামধেনুর নিকট অভিলষিত বস্তু প্রার্থনা মাত্র ইচ্ছা পূর্ণ হইত। ঐ ধেনুকে নন্দিনী নামে অভিহিত করা হইত। বিশ্বামিত্র এই ধেনু লইবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন; কিন্তু বশিষ্ঠ দিতে অসম্মত হওয়াতে রাজা ক্রোধান্ধ হইয়া বল পূর্ব্বক ধেনু হরণে প্রবৃত্ত হন। এবং নন্দিনীকে বন্ধন পূর্ব্বক কষাঘাত করিতে আরম্ভ করিলে নন্দিনী ক্রোধান্ধ হইয়া বশিষ্ঠের ইচ্ছামত বিপুল সৈন্য উৎপাদন করেন। নন্দিনীর সৈন্যের সহিত রাজার তুমুল যুদ্ধ হয় এবং বিশ্বামিত্র পরাজিত হন। রাজা বশিষ্ঠের ব্রহ্মতেজ ও নন্দিনীর আশ্চর্য্য ক্ষমতা দর্শনে ব্রহ্মত্বলাভ করিবার জন্য বনমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক তপস্যাদ্বারা ভগবান পদ্মযোনিকে সন্তুষ্ট করিয়া ব্রহ্মত্ব লাভ করেন। (মহাভারত। পঞ্চসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়) –

কেবল রতি সুখমাত্র এস্থলে লক্ষিত নহে, প্রজননরূপ মহত্ত্বহেতুই এস্থলের লক্ষ্য। অপিচ কেবল মাত্র তিসুখাত্মক কামময়তা বিভূতির অন্তর্নিবিষ্ট হইতে পারে না। সুতরাং বুঝিতে হইবে যে, এ স্থলে শ্রীভগবান্ স্বকীয় জন্মকর্ত্তৃত্বরূপ মহচ্ছক্তি লক্ষ্য করিয়া আপনাকে কন্দর্প * রূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

ভূমণ্ডলে যতপ্রকার ভুজঙ্গমের অস্তিত্ব আছে, তাহা নির্ণয় করা এক প্রকার অসম্ভব ব্যাপার। নিপাতকারী হলাহল বহুপ্রকার সর্পের দংষ্ট্রা মধ্যে নিহিত আছে। ভুজঙ্গমদিগের হস্ত নাই, পদ নাই, এবং জীবগণের শক্তি সঞ্চারক যে সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ থাকে তাহার অনেকগুলিই সর্পের নাই। তথাপি তাহারা ভয়ানকের একশেষ এবং তাহাদিগকে দর্শনমাত্র কৃতান্ত বোধে লোকে ভয়চকিত ভাবে পলায়ন করে। এই সর্পদিগের মধ্যে বাসুকি † অহীশ্বর। এইজন্যই শ্রীভগবান্ আপনাকে অহিগণের মধ্যে বাসুকি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

---

* কন্দর্প।—যে প্রতাপশালী দেবতার শক্তিপ্রভাবে নরনারী পরস্পর আকৃষ্ট হইয়া সৃষ্টিপ্রবাহ পরিরক্ষণ করিতেছে, তিনিই কামদেব বা কন্দর্প। যাহার বাসনায় মানবের হৃদয়ে আসঙ্গলিপ্সা ও প্রণয়োচ্ছ্বাসের ধারা নিয়ত প্রবাহিত হয়, সেই পরম শক্তিমান্ দেবতা মন্মথ, মদন, কন্দর্প, অনঙ্গ, পঞ্চশর, মনসিজ, রতিপতি, মীনকেতন, আত্মভূ ইত্যাদি বহু নামে পরিচিত ও পূজিত। তাঁহার উৎপত্তি সম্বন্ধে শাস্ত্রে লিখিত আছে, তিনি ব্রহ্মার মন হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার রূপের নিম্নলিখিত বর্ণনা পরিদৃষ্ট হয়। "এবং চিন্তয়তস্তস্য ব্রহ্মণো মুনি সত্তমাঃ। মনসঃ পুরুষো বল্গু রাবির্ভূতে বিনিঃসৃতঃ। কাঞ্চনীচূর্ণপীতাভঃ পীনোন্নতঃ সুনাসিকঃ। কপাটবিস্তীর্ণহৃদে রোমরাজী বিরাজিতঃ। শুভ্র মাতঙ্গকরবৎ পীন নিস্তল বাহুকঃ। আরক্ত পাণিনয়ন মুখপাদ করোদ্ভবঃ। ক্ষীণমধ্যশ্চারুদন্তঃ প্রমত্ত গজ কন্ধরঃ। প্রফুল্ল পদ্ম পত্রাক্ষঃ কেশরঘ্রাণতর্পণঃ। কম্বুগ্রীবো মীনকেতুঃ প্রাংশুর্মকর বাহনঃ। পঞ্চ পুষ্পায়ুধো যোগী পুষ্পকোদণ্ডমণ্ডিতঃ। কান্তঃ কটাক্ষপাতেন ভ্রাময়ন্নয়নদ্বয়ং। সুগন্ধ মারুতা ভ্রান্তং শৃঙ্গাররসসেবিতং।" (কালিকা পুরাণ)। এইরূপে আবির্ভূত কামদেবের কর্ত্তব্যাদি সম্বন্ধে ব্রহ্মা নিম্ন লিখিতরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। "ব্রহ্মোবাচ। অনেন চারুরূপেণ পুষ্পবাণৈশ্চ পঞ্চভিঃ। মোহয়ন্ পুরুষাং স্ত্রীংশ্চ কুরু সৃষ্টিং সনাতনীং। ন দেবা ন চ গন্ধর্ব্বা ন কিন্নরমহোরগাঃ। নাসুরা ন চ দৈত্যা বা ন বিদ্যাধররাক্ষসাঃ। ন যক্ষা ন পিশাচাশ্চ ন ভূতা ন বিনায়কাঃ। ন গুহ্যকা ন সিদ্ধাশ্চ ন মনুষ্যা ন পক্ষিণঃ। পশবো ন মৃগাঃ কীটাঃ পতঙ্গা জলজাশ্চ যে। ন তে সর্ব্বে ভবিষ্যন্তি ন লক্ষ্যা যে শরস্য তে। অহংবা বাসুদেবো বা স্থাণুর্বা পুরুষোত্তমঃ। ভবিষ্যাম স্তব বশে কিমন্যৈঃ প্রাণধারিভিঃ। প্রচ্ছন্নরূপী জন্তূনাং প্রবিশন্ হৃদয়ে সদা। সুখহেতুঃ স্বয়ং ভূত্বা কুরু সৃষ্টিং সনাতনীং।" কামদেবের পুষ্পময় ধনু এবং সম্মোহনাদি পঞ্চ শরের বর্ণনা আছে। যথা, "সম্মোহনোন্মাদনৌচ শোষণস্তাপন স্তথা। স্তম্ভনশ্চেতি কামস্য পঞ্চবাণাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।"

† বাসুকি।—মহর্ষি কশ্যপের কদ্রু ও বিনতা নাম্নী দুই পত্নী ছিলেন। কদ্রুর গর্ভ হইতে অসংখ্য নাগের

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্রাঘবেন্দ্র যতি মহোদয় এই শ্লোকোপলক্ষ্যে লিখিয়াছেন যে, সর্ব্বদোষবিহীনতা হেতু অথবা শত্রুগণ কর্ত্তৃক পরিবর্জ্জন হেতু ইন্দ্রায়ুধ বজ্রনামে অভিহিত। কামনা পূর্ব্বক দোহন করা হয় এইজন্য কামধুক্। ক অর্থাৎ সুখ, দর অর্থাৎ প্রভেদ এবং প অর্থাৎ অনুভব করেন, এই অর্থে কন্দর্প। বাসের সুখ এই অর্থে বাসক, তদুত্তরে অতিশয়ার্থে উকার যুক্ত হইয়া বাসুক পদ সিদ্ধ হইয়াছে। তদুত্তরে মতু অর্থাৎ বিদ্যমানার্থে ইকার প্রত্যয় দ্বারা বাসুকি পদ উপপন্ন হইয়াছে। যিনি বাসের সুখ প্রদান করেন তিনি বাসুকি। বেদের নির্ঘণ্ট স্বরূপ নিরুক্তগ্রন্থেও এইরূপ অর্থ নিরূপিত আছে ॥ ২৮ ॥

——(ঃ০ঃ)——

অনন্তশ্চাস্মি নাগানাং বরুণো যাদসামহং ।
পিতৄণামর্য্যমা চাস্মি যমঃ সংযমতামহং ॥ ২৯ ॥

অন্বয় ।—নাগানাং অনন্তঃ অস্মি, যাদসাং (জলজন্তূনাং) অহং বরুণঃ চ, পিতৄণাং অর্য্যমা চ অস্মি, সংযমতাং (নিয়মং কুর্ব্বতাং) যমঃ (ন্যায্যদণ্ডকৃৎ বৈবস্বতঃ) অহং [অস্মি] ॥ ২৯ ॥

উৎপত্তি হইয়াছিল। সেই নাগকুলের মধ্যে যিনি জ্যেষ্ঠ ও বল বিক্রমে এবং ধর্ম্ম ও তত্ত্ব জ্ঞানে শ্রেষ্ঠ তাঁহারই নাম বাসুকি। একদা পুত্রগণের প্রতি ক্রোধান্ধ হইয়া জননী কদ্রু অভিসম্পাত করিয়াছিলেন যে, রাজা জন্মেজয়ের সর্পযজ্ঞে নাগকুলের বিনাশ হইবে। নাগরাজ বাসুকি অনুজগণসহ মাতৃশাপ ভয়ে নিতান্ত চিন্তাকুল ছিলেন, সেই সময়ে দেবাসুরে সমুদ্র মন্থন আরব্ধ হয়। মন্থন কালে বাসুকি রজ্জুরূপে তৎকার্য্যের সহায়তা করেন এবং আপনি তজ্জন্য অশেষ ক্লেশ ভোগ করেন। সমুদ্র মন্থনের অবসানে দেবগণ কাতর ও অবসন্ন নাগরাজ বাসুকিকে ভগবান্ ব্রহ্মার সন্নিধানে লইয়া যান। ব্রহ্মাদি দেবগণ বাসুকির কার্য্যে অতিশয় পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন, এক্ষণে বাসুকিকে অভয়দান পূর্ব্বক ব্রহ্মা কহিলেন, হে নাগরাজ! জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞে তোমার ন্যায় ধার্ম্মিক নাগদিগের কোন অনিষ্ট হইবে না। তোমার জননীর অভিসম্পাত বাক্য আমি স্বকর্ণে শ্রবণ করিয়াছি; যাহারা দুষ্ট ক্রূর ও হিংস্র নাগ তাহাদিগের ধ্বংস হইবে, ইহাই তেমোর মাতৃশাপের অভিপ্রায়; অতএব সে জন্য তোমরা নিঃশঙ্ক হও। এ সম্বন্ধে তোমাদিগের আরও এক উপায় করিতেছি, সম্প্রতি জরৎকারু মুনি কঠোর তপস্যায় নিযুক্ত আছেন, তপশ্চর্য্যার শেষ হইলে তাঁহার হস্তে তুমি তোমার ভগিনীকে সম্প্রদান করিও। সেই মুনির ঔরসে এক মহাতেজা মুনির জন্ম হইবে। সেই মুনির প্রভাবে তোমরা সকলেই সর্পসত্র হইতে রক্ষা পাইবে। বাসুকি নিশ্চিন্ত হইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন ইত্যাদি। (মহাভারত আদি পর্ব্ব দ্রষ্টব্য) বাসুকির নামান্তর সর্পরাজ (অমরকোষ), বাসুকেয় (শব্দ রত্নাবলী)।

প্রতিশব্দ।—নাগগণের অনন্ত হই, এবং জলচরগণের আমি বরুণ, পিতৃগণের অর্য্যমা হই, এবং দণ্ডধারীগণের যম আমি [হই] ॥ ২৯॥

ব্যাখ্যা।—নাগগণের মধ্যে আমি সহস্রশীর্ষ নাগরাজ অনন্ত; জলচরগণের মধ্যে আমি জলাধিপতি বরুণ; এবং পিতৃগণের মধ্যে আমি অর্য্যমা; দণ্ডধরগণের মধ্যে আমি ন্যায়দণ্ডধারী ধর্ম্মরাজ যম ॥ ২৯ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—অনন্ত ইতি। অনন্তশ্চাস্মি নাগানাং নাগবিশেষাণাং নাগরাজঃ বরুণো যাদসামহমব্দেবতানাং রাজাহং, পিতৃণামর্য্যমা নাম পিতৃরাজশ্চাস্মি, যমঃ সংযমতাং সংযমনং কুর্ব্বতামহং ॥ ২৯ ॥

রামানুজ।—নাগা বহুশিরসঃ যাদাংসি জলবাসিন স্তেষাং বরুণোঽহং দণ্ডয়তাং বৈবস্বতোঽহং ॥ ৯ ॥

হনুমান্।—যাদসাং জলৌকসাং সংযমতাং সংযমনকুর্ব্বতাং ॥ ২৯ ॥

শ্রীধর।—অনন্ত ইতি। নাগানাং নির্ব্বিষাণাং রাজা অনন্তঃ শেষোঽস্মি, যাদসাং জলচরাণাং মধ্যে রাজা বরুণোঽস্মি, পিতৃণাং রাজা অর্য্যমাস্মি. সংযমতাং নিয়মং কুর্ব্বতাং মধ্যে যমোঽস্মি ॥ ২৯ ॥

বলদেব।—নাগানামনেকশিরসাং মধ্যেঽনন্তঃ শেষোঽহং। যাদসাং জলজন্তূনামধিপো বরুণোঽহং। পিতৃণাং রাজার্য্যমাখ্যঃ পিতৃদেবোঽহং। সংযমতাং দণ্ডয়তাং মধ্যে ন্যায্যদণ্ডকৃৎ যমোঽহং (ছাদেশাভাব আর্ষঃ) ॥ ২৯ ॥

মধুসূদন। -নাগানাং জাতিভেদানাং মধ্যে তেষাং রাজাঽনন্তশ্চ শেষাখ্যোঽহমস্মি, যাদসাং জলচরাণাং মধ্যে তেষাং রাজা বরুণোঽহমস্মি, পিতৃণাং মধ্যে অর্য্যমা নাম পিতৃরাজশ্চাহমস্মি সংযমতাং সংযমং ধর্ম্মাধর্ম্মফলদানেনানুগ্রহং নিগ্রহং চ কুর্ব্বতাং মধ্যে যমোঽহমস্মি ॥ ২৯ ॥

নীলকণ্ঠ।—নাগানাং সর্পান্তরভেদানাং, যাদসাং জলচরাণাং, সংযমতাং নিয়মনকর্ত্তৃণাং ॥ ২৯ ॥

বিশ্বনাথ।—যাদসাং জলচরাণাং সংযমতাং দণ্ডয়তাং ॥ ২৯ ॥

তাৎপর্য্য।—পূর্ব্ববদ্বিভূতি বর্ণনা চলিতেছে। পূর্ব্বশ্লোকে যে সর্পের কথা লিখিত হইয়াছে, তাহা বিষধর পন্নগগণকে লক্ষ্য করিয়া প্রযুক্ত হইয়াছে। বর্ত্তমান শ্লোকে যে নাগশব্দের উল্লেখ আছে, তাহা বিষহীন ভুজঙ্গমদিগকে লক্ষ্য করিয়া প্রযুক্ত হইয়াছে। কোন কোন পূজ্যপাদ টীকাকৃন্মহাত্মা এই দুই শব্দের অন্যরূপ পার্থক্যও প্রদর্শন করিয়াছেন।

তাঁহাদিগের মতে যে সকল ভুজগ এক মস্তক তাহারাই সর্প; এবং যাহাদিগের একাধিক মস্তক তাহারা নাগ। শেষনাগনামাভিধেয় অনন্ত * নাগকুলের রাজা। শ্রীভগবান্ প্রলয়ান্তে লক্ষ্মীকর্ত্তৃক সেব্যমান হইয়া শেষশয্যায় শয়ন করিয়া থাকেন, অনন্ত বহুফণা বিস্তার পূর্ব্বক তাঁহাকে আবৃত করিয়া রাখে; এই জন্যই ভগবান্ আপনাকে নাগকুলের মধ্যে অনন্তরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

এই বিশালকায়া মেদিনীর ভুরিভাগ অতলস্পর্শ সমুদ্রজলে সমাচ্ছন্ন। সেই সীমাশূন্যপ্রায় বারিনিধির গর্ভে অসংখ্য মকর, কুম্ভীর, তিমিঙ্গিলাদি ভীষণ জলচর সুখস্বচ্ছন্দে বিহার, বিচরণ ও জীবনপাত করে। বহুবিধ শঙ্খ, শম্বুক, বরাটক, কুর্ম্মাদি দুর্ভেদ্যকায় জীব সাগরে স্বচ্ছন্দে বসতি করে। তদ্ব্যতীত অগণ্য ক্ষুদ্র ও বৃহৎ মৎস্য এবং সর্প প্রভৃতি বিবিধ জাতীয় জলচর জীব সাগরের বিশাল বারিরাশির মধ্যে ক্রীড়া করিতে করিতে জীবন যাপন করে। এই সকল সামুদ্রিক জীব সাধারণতঃ "যাদস্" নামে পরিচিত। বরুণদেব † অর্থাৎ সমুদ্র সেই যাদস্ কুলের অধিপতি, এই জন্য তাঁহার নাম যাদসাংপতি বা যাদসাংনাথ। স্থলচর জীবরাজ্য যেরূপ সংখ্যাতীত বলিয়া মনে হয়, জলচর জীবরাজ্যও তদপেক্ষা কোন অংশে

---

* অনন্ত।—অনন্ত ও কদ্রুর সন্তান এবং প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ও সর্ব্বাপেক্ষা জ্ঞানী। তাঁহার অব্যবহিত কনিষ্ঠ সহোদর বাসুকি কিন্তু অনন্ত অল্প কালেই সর্পকুলের নেতৃত্ব এবং জননীর সঙ্গ পরিত্যাগ করেন, এজন্য বাসুকিকে নাগকুলের আধিপত্য ভার গ্রহণ করিতে হয়। অনন্ত জটাবল্কলধারী হইয়া বিবিধ পুণ্যতীর্থে পরিভ্রমণ করিয়া কঠোর তপশ্চর্য্যায় নিযুক্ত হন। তাঁহার তপস্যায় প্রীত হইয়া ভগবান্ ব্রহ্মা তাঁহার সমক্ষে উপস্থিত হন এবং তাঁহাকে অভিলষিত বর প্রার্থনা করিতে অনুরোধ করেন। ভগবান্ অনন্ত কেবল ধর্ম্ম জ্ঞান ও তত্ত্বজ্ঞানের বৃদ্ধি কামনা করেন। চতুর্ম্মুখ তাঁহাকে প্রার্থিত বর প্রদান করিয়া অনুরোধ করেন যে, পর্ব্বত অরণ্যাদিসংকুল এই বিশাল মেদিনী অনন্তকে নিজ মস্তকে ধারণ করিতে হইবে। ধার্ম্মিকোত্তম অনন্ত তাহাতে সম্মত হইলে ধরিত্রা অনন্তের গমনোপযোগী পথ প্রদান করিলেন। সেই পথাবলম্বনে অনন্ত পৃথিবীর অধোদেশে গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে মস্তকে ধারণ করিলেন। তদবধি বসুন্ধরা অনন্তের মস্তকে স্থাপিত রহিয়াছেন। ইত্যাদি। (মহাভারত আদিপর্ব্ব দ্রষ্টব্য) অনন্তের নামান্তর শেষ। (অমরকোষ)

† বরুণ। কশ্যপের ঔরসে অদিতির গর্ভে বরুণের জন্ম হয়। বরুণদেব জলাধিপ এবং পশ্চিম দিক্পতি রূপে পূজিত। পুষ্করাদি মেঘমালা এই দেবতার পুত্র। বৃষ্টিপাতের নিমিত্ত বরুণদেবের বিশেষ পূজার বিধি আছে। বরুণের নাম যথা, প্রচেতা, বরুণ, পাশী, যাদসাংপতি, অপ্পতি (অমরকোষ)। বরুণ শব্দে জলও বুঝায়। মূলে "যাদসাং" এই শব্দ আছে, তাহার অর্থ জলজন্তু. "যাদসাংনাথ" শব্দে জলজন্তু বিশেষকে বুঝায়।

ন্যূন নহে। শ্রীভগবান্ পূর্ব্বে স্থলচরজীবের কয়েকটি শ্রেষ্ঠ পদার্থের সহিত আপনার ঐশীসম্বন্ধ কীর্ত্তন করিয়াছেন। এক্ষণে সমস্ত জলচরবর্গের সহিত স্বকীয় সম্বন্ধ প্রতিপাদন করিবার অভিপ্রায়ে আপনাকে যাদস্‌দিগের অধিপতি স্বরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

বেদের নানাস্থানে অর্য্যমা দেবতার উদ্দেশে স্তুতি আছে। ঋগ্বেদে ১ মণ্ডল ৪১ সূক্তে মিত্র, বরুণ ও অর্য্যমা দেবতার স্তোত্র কীর্ত্তিত হইয়াছে। এইরূপ সূক্ত আরও আছে। অর্য্যমাশব্দে পিতৃদেববিশেষকে বুঝায়। নানাস্থানে সূর্য্য ও অর্য্যমা নামে অভিহিত হইয়াছেন। অর্য্যমা* মানবকুলের পরম হিতসাধক দেবতা। ইহাঁর কৃপায় আপদ সকল দূরে পলায়ন করে, এবং সর্ব্বত্র মঙ্গল বিরাজ করিতে থাকে। ইনি পিতৃরাজ শব্দে অভিহিত হইয়া থাকেন। মানবকুলের পক্ষে পিতৃগণ পরমারাধ্য দেবতা এবং কল্যাণবিধাতা। অর্য্যমা সেই পিতৃগণের অধিপতিস্বরূপ। এই জন্যই ভগবান্ আপনাকে পিতৃগণের মধ্যে অর্য্যমা নামে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

এ সংসারে জীবের ভাগ্যচক্র সুখদুঃখ, ভোগাভোগরূপ বিবিধ আবর্ত্তনে আবর্ত্তিত হইয়া ক্রমশঃ মৃত্যুরূপ চরম দশায় পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। বিদ্বান্ বা মূর্খ, রাজা বা প্রজা, কেহই মৃত্যুর করালগ্রাস অতিক্রম করিতে পারে না। সংসারে সকল নিয়মের ব্যভিচার আছে, কিন্তু যমদণ্ড নিয়ত অব্যভিচারী। যিনি যেরূপ ক্ষমতা বা আধিপত্য লাভ করিয়া দুর্ব্বলের প্রতি উৎপীড়ন করুন না কেন, যিনি অহঙ্কারে মত্ত হইয়া বসুন্ধরার তাবৎ মানবকে পদদলিত করুন না কেন, যিনি জ্ঞানরাজ্যের আধিপত্যলাভ করিয়া ধন্য হউন না কেন, যিনি ধর্ম্মধনের অধিকারী হইয়া সকলের পূজনীয় ও বরণীয় হউন না কেন, মৃত্যুর হস্ত হইতে কাহারও

---

* অর্য্যমা।—প্রাচীন আর্য্যেরা অর্য্যমা নামাভিধেয় পিতৃদেবতার পূজা করিতেন এবং তাহার প্রীতির নিমিত্ত ধন, খাদ্যাদি উৎসর্গ করিতেন। বরুণ ও মিত্র দেবতার ন্যায় অর্য্যমা দেবতাও মানবের কল্যাণসাধক ও রক্ষাকারী ছিলেন। নিম্নে ঋগ্বেদ হইতে যে মন্ত্র উদ্ধৃত হইতেছে, তাহা পাঠ করিলেই অর্য্যমা দেবতার কার্য্য প্রণালী বুঝা যাইবে। "যংরক্ষন্তি প্রচেতসো বরুণো মিত্রো অর্য্যমা। নূ চিত্‌ স দভ্যতে জনঃ।" (ঋগ্বেদ ১ম মণ্ডল ৪১ সূঃ) ইহার ভাব যথা। বিশুদ্ধ জ্ঞান সম্পন্ন বরুণ, মিত্র ও অর্য্যমা যে ব্যক্তিকে রক্ষা করেন, অপর কেহই তাহাকে হনন করিতে পারে না।

নিস্তার নাই। সর্ব্বৈশ্বর্য্যপরিবৃত সুখসৌভাগ্যশালী সম্রাটের যে গতি, পথপার্শ্বনিপতিত ছিন্নকন্থাধারী মলিনকায় ভিক্ষুকেরও সেই গতি, সূক্ষ্মদর্শী সুনিয়ামক ধর্ম্মময় যমরাজ * ন্যায়দণ্ড হস্তে লইয়া পক্ষপাত বিবর্জ্জিত ভাবে সকলকেই করতলগত করিতেছেন, এবং তত্তাবতের কর্ম্মোচিত যথোপযুক্ত ফল অবিচলিত ভাবে বিধান করিতেছেন। তাঁহার এ নিয়মের কোন অন্যথা নাই, তাঁহার ব্যবস্থার কোন ব্যতিক্রম নাই। মানব অধ্যবসায় ও সাধনাবলে অনেক নিয়ম ও ব্যবস্থার বিরুদ্ধাচরণ করিলেও করিতে পারেন, কিন্তু যমরাজ কৃত ব্যবস্থার অন্যথা করিতে কাহারও সাধ্য নাই। সুতরাং নিয়ামকগণের মধ্যে যমই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই জন্যই শ্রীভগবান্ এস্থলে আপনাকে নিয়ামকগণের মধ্যে যমরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যম শব্দের বিভিন্নার্থে সুনিয়ম দ্বারা শরীর ও মনের সম্পূর্ণ সংশোধন বুঝায়। যোগশাস্ত্রে এইরূপ অর্থে যম শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে (এই গ্রন্থের ৪৪ পৃষ্ঠার টিপ্পনী দ্রষ্টব্য) ॥ ২৯ ॥

---

* যম।—যিনি সৃষ্ট জীবসমূহের যথাকালে নিধনকারী এবং মরণান্তে যিনি তাদের কর্ম্মোচিত ফলবিধাতা তিনিই যম। তিনি সূর্য্যতনয় এবং যমুনা নাম্নী নদী তাঁহার ভগিনী, সংজ্ঞা দেবী তাঁহার জননী। যম পরমজ্ঞানী তত্ত্বদর্শী এবং ন্যায়ময় বলিয়া দেবসমাজে ও জগন্মণ্ডলে সংপূজিত। তাঁহার সাধুনিষ্ঠার ও করুণাময়তার বিশেষ পরিচয় সাবিত্রীসত্যবানোপাখ্যানে প্রাপ্ত হওয়া যায়। অপ্রাসঙ্গিক বোধে সে বিবরণ এস্থলে বিন্যস্ত হইল না। পতি পরায়ণাগণের অগ্রগণ্যা সাবিত্রী যে অষ্টশ্লোকাত্মক স্তবে যমের প্রীতি সাধন করিয়াছিলেন, তাহাতে ঐ দেবতার মাহাত্ম্য কথঞ্চিৎ উপলব্ধ হইবে বিবেচনায় এস্থলে তাহা উদ্ধৃত হইল। "সাবিত্র্যুবাচ। তপসা ধর্ম্ম মারাধ্য পুষ্করে ভাস্করঃ পুরা। ধর্ম্মাংশং যং সুতং প্রাপ ধর্ম্মরাজং নমাম্যহং। সমতা সর্ব্ব ভূতেষু যস্য সর্ব্বস্য সাক্ষিণঃ। অতো যন্নাম শমনমিতি তং প্রণমাম্যহং। যেনান্তশ্চ কৃতো বিশ্বে সর্ব্বেষাং জীবিনাং পরং। কর্ম্মানুরূপ কালে চ তং কৃতান্তং নমাম্যহং। বিভর্ত্তি দণ্ডং দণ্ডায় পাপিনাং শুদ্ধহেতবে। নমামি তং দণ্ডধরং যঃ শাস্তা সর্ব্বকর্ম্মণাং। বিশ্বেচ কলয়েত্যেব যঃ সর্ব্বাংশ্চাপি সন্ততং। অতীব দুর্নিবার্য্যঞ্চ তং কালং প্রণমাম্যহং। তপস্বী বৈষ্ণবো ধর্ম্মী সংযমী বিজিতেন্দ্রিয়ঃ। জীবিনাং কর্ম্মফলদং তং যমং প্রণমাম্যহং। স্বাত্মারামশ্চ সর্ব্বজ্ঞো মিত্রঃ পুণ্যকৃতাংভবেৎ। পাপিনাং ক্লেশদো যশ্চ পুণ্যমিত্রং নমাম্যহং। যজ্জন্ম ব্রহ্মণোবংশেজ্বলন্তং ব্রহ্মতেজসা। যো ধ্যায়তি পরং ব্রহ্ম ব্রহ্মবংশংনমাম্যহং। ইত্যুক্ত্বা সাচ সাবিত্রী প্রণনাম যমংমুনে। যমস্তাং বিষ্ণুভজনং কর্ম্মপাকমুবাচহ। ইদং যমাষ্টকং নিত্যং প্রাতরুত্থায় যঃপঠেৎ। যমাত্তস্য ভয়ং নাস্তি সর্ব্বপাপাৎ প্রমুচ্যতে। মহাপাপী যদি পঠেৎনিত্যং ভক্ত্যাচ নারদ। যমঃকরোতি তং শুদ্ধং কায়ব্যূহেন নিশ্চিতং।" ইহার ভাবার্থ এই যে, সাবিত্রী বলিতেছেন, পূর্ব্বে ভগবান ভাস্কর পুষ্কর তীর্থে তপঃ সাধনানন্তর ভগবান্ ধর্ম্মকে সন্তুষ্ট করিয়া যে পুত্র লাভ করিয়াছিলেন, আমি সেই ধর্ম্মরাজকে ভক্তিসহকারে প্রণাম করি। যিনি সর্ব্বজীবের মঙ্গলামঙ্গল কর্ম্মের সাক্ষিস্বরূপ। সর্ব্বভূতে যাঁহার তুল্যজ্ঞান আছে এবং যিনি শমন নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, আমি তাঁহার পদে ভক্তিপূর্ণহৃদয়ে প্রণিপাত করি। যিনি এই জগতে সমস্ত জীবের কর্ম্মানুরূপ

প্রহ্লাদশ্চাস্মি দৈত্যানাং কালঃ কলয়তামহম্।
মৃগাণাঞ্চ মৃগেন্দ্রোঽহং বৈনতেয়শ্চ পক্ষিণাম্ ॥ ৩০ ॥

অন্বয়।—দৈত্যানাং (দিতিসুতানাং) প্রহ্লাদঃ অস্মি, অহং কলয়তাং (গণয়তাং) কালঃ, মৃগাণাং অহং মৃগেন্দ্রঃ (সিংহঃ), পক্ষিণাং বৈনতেয়ঃ (গরুড়ঃ) চ ॥ ৩০ ॥

প্রতিশব্দ।—দৈত্যগণের প্রহ্লাদ হই, আমি সংখ্যাগণনকারীর কাল, মৃগগণের আমি মৃগরাজসিংহ, এবং পক্ষিগণের গরুড় ॥ ৩০ ॥

ব্যাখ্যা।—দেবদ্বেষি দৈত্যগণের মধ্যে আমি সাত্ত্বিকপ্রকৃতি ভক্তপ্রবীর প্রহ্লাদ; সংখ্যা গণনাকারীগণের মধ্যে আমি নিত্য অখণ্ডদণ্ডায়মান কাল; মৃগগণের মধ্যে আমি অমিতবিক্রমশালী মৃগরাজ সিংহ; এবং পক্ষিগণের মধ্যে আমি সর্ব্বগামী তেজস্বী গরুড় ॥ ৩০ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—প্রহ্লাদ ইতি। প্রহ্লাদোনাম চাস্মি দৈত্যানাং, দিতিবংশ্যানাং কালঃ কলয়তাং কলনং গণনং কুর্ব্বতামহং মৃগাণাঞ্চ মৃগেন্দ্রঃ সিংহোব্যাঘ্রোবাহং, বৈনতেয়শ্চ গরুত্মান্ বিনতাসুতঃ পক্ষিণাং পতত্রিণাং ॥ ৩০ ॥

কালে অন্ত বিধান করেন, সেই কৃতান্তের পদে আমি ভক্তিসহকারে নমস্কার করি। যিনি পাপিদিগের পাপ নাশের জন্য দণ্ড বিধান করেন, এবং যিনি সমস্ত কর্ম্মের শাসনকর্ত্তা, সেই দণ্ডধরকে আমি প্রণাম করি। যিনি সর্ব্বদা এই জাগতিক প্রাণিগণের আয়ু নাশ করিতেছেন, সেই অতীব দুর্নিবার ভয়ঙ্কর কালকে আমি নমস্কার করি। যিনি তপস্বী, বিষ্ণুধর্ম্মপরায়ণ, সংযমী ও জিতেন্দ্রিয় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছেন, সেই সর্ব্বপ্রাণির কর্ম্মফলদাতা দণ্ডধরকে আমি নমস্কার করি। যে ধর্ম্মরাজ নিজের আত্মাতে বিহার করেন, যিনি সর্ব্বজ্ঞ, পুণ্যবানদিগের মিত্র ও পাপিগণের ক্লেশদাতা, সেই পবিত্র মিত্রস্বরূপ যমকে আমি নমস্কার করি। সর্ব্বলোক পিতামহ ব্রহ্মার বংশে যিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, ব্রহ্মতেজে যিনি পরিপূর্ণ এবং যিনি সর্ব্বদা পরব্রহ্মের ধ্যান করেন : সেই যমকে আমি অশেষবিধ ভক্তিসহকারে নমস্কার করি। হে মুনে! সাবিত্রীদেবী এইরূপ স্তব করিয়া ধর্ম্মরাজের চরণ প্রণাম করিলে তিনি বিষ্ণুপূজা ও জীবের কর্ম্ম বিপাক বর্ণন করিলেন। হে নারদ! যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া এই যমাষ্টক পাঠ করেন, তিনি সমস্ত পাপ হইতে মুক্তিলাভ করেন। অধিক আর কি লিখিব, তাঁহার শমন ভয় নিবারণ হইয়া যায়। যদি মহাপাপীও নিত্য ঐ যমাষ্টক পাঠ করে, সেও যমের প্রসাদে বিবিধ দেহ ধারণের পর শুদ্ধিলাভ করিতে পারে সন্দেহ নাই। (ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ ২৯ অধ্যায় ৮—১৮ শ্লোক) যমের নামান্তর যথা। ধর্ম্মরাজ, পিতৃপতি, সমবর্ত্তী, প্রেতরাজ, কৃতান্ত, যমুনাভ্রাতা, শমন, যমরাজ, যম, কাল, দণ্ডধর, শ্রাদ্ধদেব, বৈবস্বত, অন্তক। (অমর কোষ)

রামানুজ।—অনর্থপ্রেপ্সুতয়া গণয়তাংমধ্যে কালো মৃত্যুরহং ॥ ৩০ ॥

হনুমান্।কলয়তাং বিচ্ছেতৃণাং ॥ ৩০ ॥

শ্রীধর।—প্রহ্লাদ ইতি। কলয়তাং বশীকুর্ব্বতাং গণয়তাং বা মধ্যে কালোঽহমস্মি, মৃগেন্দ্রঃ সিংহঃ পক্ষিণাং মধ্যে গরুড়োঽস্মি ॥ ৩০ ॥

বলদেব।—দৈত্যানাং দিতিবংশ্যানাং মধ্যে তেষামধিপতির্ভগবন্নিষ্ঠাতিশয়াদ্বরীয়ান্ প্রহ্লাদোঽহং। কলয়তাং বশীকুর্ব্বতাং মধ্যে কালোঽহং মৃগাণাং পশূনাং মধ্যেঽতিবিক্রমেণোৎকৃষ্টো মৃগেন্দ্রঃ সিংহোঽহং পক্ষিণাং মধ্যে বিষ্ণুরথত্বেনাতিশ্রেষ্ঠো বৈনতেয়ো গরুড়োঽহং ॥ ৩০ ॥

মধুসূদন।—দৈত্যানাং দিতিবংশ্যানাং মধ্যে প্রকর্ষেণ হ্লাদয়ত্যানন্দয়তি পরমসাত্ত্বিকত্বেন সর্ব্বানিতি প্রহ্লাদশ্চাস্মি, কলয়তাং সংখ্যানং গণনং কুর্ব্বতাং মধ্যে কালোঽহং মৃগেন্দ্রঃ সিংহঃ মৃগাণাং পশূনাং মধ্যেঽহং, বৈনতেয়শ্চ পক্ষিণাং বিনতাপুত্রো গরুড়ঃ ॥ ৩০ ॥

নীলকণ্ঠ।—কলয়তাং গণনং কুর্ব্বতাং ॥ ৩০ ॥

বিশ্বনাথ।—কলয়তাং বশীকুর্ব্বতাং মৃগেন্দ্রঃ সিংহঃ বৈনতেয়ো গরুড়ঃ ॥ ৩০ ॥

তাৎপর্য্য।—পূর্ব্ববদ্বিভূতি বর্ণনা চলিতেছে। হিরণ্যকশিপু একান্ত ভগবদ্বিদ্বেষী ছিলেন। কিন্তু তাঁহার পুত্র হরিভক্তগণের চূড়ামণি স্বরূপ হইয়াছিলেন। (এই সকল বৃত্তান্ত৫০৯—১৩৫৯—১৫১৬পৃষ্ঠায় বিস্তারিতরূপে আলোচিত হইয়াছে) নরসিংহরূপী নারায়ণ হিরণ্যকশিপুকে বধ করিয়া ভক্তবর্য্য প্রহ্লাদকে চরণে স্থান দিয়াছিলেন, । প্রহ্লাদপ্রদত্ত ভক্তিবিষয়ক শিক্ষা ও উপদেশ ভক্তগণের পক্ষে পরম সমাদরের বস্তু। দৈত্যকুলে* কেন, অন্যান্য অনেক সমাদৃতকুলেও প্রহ্লাদের ন্যায় মহাপুরুষের আবির্ভাব

---

* দৈত্য।—দক্ষরাজকন্যা দিতির গর্ভে দৈত্যকুলের জন্ম হয়। ভগবান্ কশ্যপের অদিতিও দিতি এই দুই পত্নী ছিলেন। অদিতির গর্ভে বহু সংখ্যক দেবতা জন্মগ্রহণ করেন। বস্তুতঃ দেবও দৈত্যেরা বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। দৈত্যগণের সহিত দেবগণের চিরবিরোধের কথা প্রচলিত আছে, ঋগ্বেদ হইতে পুরাণাদি পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই এই দেবদৈত্যের বিরোধের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। দৈত্যগণকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত দেবগণকে সতত ব্যস্ত থাকিতে হইত এবং দৈত্যগণের হস্তে নির্জ্জিত হইয়া তাঁহাদিগকে অশেষ ক্লেশভোগ করিতে হইত। দৈত্যগণের নিধনসাধনার্থ দেবগণকে নানারূপ কৌশলজাল বিস্তার করিতে হইত, এবং কখন কখন ছলনা বা প্রবঞ্চনার ফাঁদ পাতিয়া তাহাদিগকে নাশ করিতে হইত। কখন কখন অতি ভীষণ শক্তির উদ্ভব করিয়া, অথবা অতি ভয়ানক কাণ্ড ঘটাইয়া দৈত্যগণকে পর্য্যুদস্ত করিতে হইত। দৈত্যগণ বল বিক্রমে অতুলনীয় ছিলেন এবং তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকে জ্ঞানী পরমধার্ম্মিক ও শাস্ত্রার্থবিৎরূপে পরিচিত হইয়াছিলেন। অনেকে যোগানুষ্ঠান প্রভাবে ও তপশ্চর্য্যার দ্বারা বিশেষ ক্ষমতাশালী হইয়াছিলেন, এবং দেবতাগণের কৃপাভাজন হইয়া সদ্গতি লাভ করিয়াছিলেন। দৈত্যদিগের নামান্তর অসুর। ভগবান শুক্রাচার্য্য দৈতদিগের গুরু।

সচরাচর পরিদৃষ্ট হয় না। সাধারণতঃ লোকে কোন নিকৃষ্টবংশে উৎকৃষ্ট লোকের সমাবেশ দর্শনে বলিয়া থাকে, "যেন দৈত্যকুলের প্রহ্লাদ"। প্রহ্লাদের আবির্ভাবে দৈত্যকুলও ধন্য হইয়াছে। কোনও ক্লেশ বা বিপদভয়ে ভক্তোত্তম প্রহ্লাদ জীবনে কদাপি চক্রপাণির চরণ চিন্তনে বিরত হন নাই। তাঁহার ক্লেশসহিষ্ণুতা ও অসীম ধৈর্য্যের কথা স্মরণ করিলে মুগ্ধ হইতে হয়। এইজন্যই শ্রীভগবান্ আপনাকে দৈত্যকুলের প্রহ্লাদরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

অনন্ত কালচক্র * অবিচ্ছেদ্য ভাবে সংসারকে উদর মধ্যস্থ করিয়া প্রবাহিত হইতেছে। তাহার আদি অন্বেষণ করিয়া পাওয়া যায় না, অন্ত কোথায় হইবে তাহারও স্থিরতা নাই। সৃষ্টির প্রারম্ভেও পরমাত্মার অস্তিত্ব থাকে, সুতরাং তখন কালও বিদ্যমান থাকে। প্রলয়ান্তেও শ্রীমন্নারায়ণ বিদ্যমান থাকেন, সুতরাং কালও থাকে। এই আদ্যন্তবিরহিত কাল কোন বিঘ্ন বাধা গ্রাহ্য না করিয়া, কাহারও নিষেধ বা অনুরোধে কর্ণপাত না করিয়া অপ্রতিহত প্রভাবে প্রধাবিত হইতেছে। দেবতারা দেবপরিমাণানুসারে কালের বিভাগ ও গণনা করিতেছেন, এবং মানবেরা দিবা, রাত্রি, পক্ষ, মাস; ঋতু ও বৎসরাদিক্রমে এই কালের বিভাগ ও গণনা করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে অনন্তকালের তুলনায় এই সকল গণনা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। আমরা প্রাণভয়ে ব্যাকুলমনুষ্য নিয়ত আপনার জীবনের দিন গণনা করিতেছি, ব্যাধিভয়ে ভীত হইয়া তিথি বা ঋতু বিশেষের দিন গণিতেছি। ভোগও বিলাসমত্ততাহেতু পর্ব্বাহ উৎসব বিশেষের নিমিত্ত দিন গণনা করিতেছি, অথবা ধর্ম্মানন্দে বিহ্বল হইয়া পুণ্যানুষ্ঠান প্রবর্দ্ধক সুযোগের প্রতীক্ষায় দিন গণনা করিতেছি। কিন্তু অনন্তকালের পক্ষে সমুদ্র হইতে কলসমেয়

---

* কাল।—স্মার্ত্তশিরোমণি শ্রীমদ্রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের তিথ্যাদিতত্ত্বনামক গ্রন্থে কাল সম্বন্ধে যে একবচন আছে তাহা আমাদিগের লিখিত তাৎপর্য্যের উপযোগী বোধে এস্থলে উদ্ধৃত হইল। "অনাদিনিধনঃ কালো রুদ্রঃ সঙ্কর্ষণঃ স্মৃতঃ। কলনাৎ সর্ব্বভূতানাং স কালঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।" ইহার ভাবার্থ. যাহা আদি অন্ত রহিত, যাহা সকলের শেষ, যাহা মহেশ্বর, যাহা অনন্ত যাহা সর্ব্বজীবের পরাভবকারী তাহাই কাল। কালের প্রচলিত অর্থ নিম্নোদ্ধৃত উক্তিতে স্পষ্ট রূপে ব্যক্ত হইয়াছে। "ক্ষণদণ্ডমুহূর্ত্ত প্রহরদিনরাত্রিপক্ষমাসায়নবৎসরাদিঃ" কালের পর্য্যায় যথা, কালোদিষ্টোঽপ্যনেহাপি সময়ঃ পথপক্ষতিঃ" (অমরকোষঃ)। (৩৭ও ১৫৩৬ পৃষ্ঠার টিপ্পনী দ্রষ্টব্য)

বারি উত্তোলনের ন্যায়, এ চেষ্টা কেবল আত্মকার্য্য সাধনের সহায় হয় মাত্র। কালকে পরিমিত বা খণ্ডিত করিতে কাহারও সাধ্য নাই। মূলস্থিত "কলয়তাং" শব্দের অর্থ "বশীকুর্ব্বতাং" অর্থাৎ বশীভূত কারিদিগের। এইরূপ অর্থও কেহ কেহ অবধারিত করিয়াছেন। এসংসারে অনেকে অনেকোপায়ে অনেককে বশীভূত করে; বাহুবলে বা সৈন্য সাহায্যে রাজা প্রকৃতিপুঞ্জকে বশীভূত করেন; জ্ঞানবলে গুরুদেব বহুসংখ্যক শিষ্যকে বশীভূত করিয়া রাখেন। ইত্যাকার নানা প্রকার কারণে মনুষ্য মনুষ্যের বশীভূত হইয়া থাকে। স্বস্ব কর্ম্মানুসারেও প্রারব্ধের নিয়মক্রমে তাহাদিগকে অচ্ছেদ্য বন্ধনে বশীভূত থাকিতে হয়। সর্ব্বোপরি দৈব শাসনের অধীনতাপাশে নিবদ্ধ হইয়া তাহারা নিয়তির বশীভূত থাকে, কিন্তু বশীভূতকারী ও বশীভূত উভয়ই কালের অধীন; কালের বিশাল কুক্ষিমধ্যে সকলই ক্ষুদ্র জলবুদ্‌বুদের ন্যায় লীন হইয়াছে। সকলের কুকীর্ত্তি ও সুকীর্ত্তি কাল প্রভাবে বিলীন ও ও নিদর্শন রহিত হইয়া যাইতেছে, কিন্তু কাল সমান ভাবে চিরদিন চলিয়া আসিতেছে। এই কালের নিকট সকলকেই অবনত মস্তকে দণ্ডায়মান হইতে হইতেছে, এবং কালকেই সর্ব্বাপেক্ষা মহান্ ও বলবান বোধে সম্মান করিতে হইতেছে। এইজন্যই শ্রীভগবান্ এস্থলে আপনাকে গণনাকারী অথবা বশীভূতকারিগণের মধ্যে কালরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। (কাল সম্বন্ধে ৩৭ পৃষ্ঠার টিপ্পনী দ্রষ্টব্য)

অরন্যানীমধ্যে বিবিধ হিংস্র অথবা শান্ত স্বভাব পশুকুল বাস করে। তন্মধ্যে সিংহ বল বিক্রমে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এইজন্যই তাহাকে পশুরাজ নামে অভিহিত করা হয়। যাবতীয় পশু তাহার অধীন এবং ভক্ষ্যরূপে পরিগণিত। এই সকল কারণে ভগবান্ এস্থলে আপনাকে পশুকুলের মধ্যে মৃগেন্দ্র অর্থাৎ সিংহনামে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

আকাশমার্গে পক্ষপুট সঞ্চালন করিতে করিতে বিবিধ জাতীয় বিহঙ্গম সন্ধ্যায় ও প্রাতে গতিশীল কুসুমের ন্যায় দুলিতে দুলিতে উড়িতে থাকে। কাহারও বা শোভা অতুলনীয়, কাহারও বা শক্তি অমেয়, কাহারও বা কণ্ঠের স্বর মধুমাখা। এই তির্য্যক্ কুলের মধ্যে বিনতানন্দন বল বিক্রমে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। (১৪১৬ পৃষ্ঠার গরুড় শব্দের টিপ্পনী দ্রষ্টব্য) অপিচ ধর্ম্মময়তা হেতু তিনি মানবের পরম পূজার্হ। তিনি ভগবানের বাহনও

নিত্যানুগত অনুচর। বিহগকুল জাতিস্মররূপে পরিচিত এবং ভগবন্মাহাত্ম্য পরিকীর্ত্তননিপুণ। গরুড় সেই পক্ষিজাতির অধীশ্বরস্বরূপ এবং সর্ব্বথা শ্রেষ্ঠ পুরুষ। এই সকল কারণে শ্রীভগবান্ আপনাকে পক্ষিগণের মধ্যে গরুড় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন ॥ ৩০ ॥

——(:০:)——

পবনঃ পবতামস্মি রামঃ শস্ত্রভৃতামহম্।
ঝষাণাং মকরশ্চাস্মি স্রোতসামস্মি জাহ্নবী ॥ ৩১ ॥

অন্বয়।—পবতাং (বেগবতাং) পবনঃ অস্মি, শস্ত্রভৃতাং (অস্ত্রধারিণাং) রামঃ (দাশরথিঃ) অহং, ঝষানাং (মৎস্যানাং) মকরঃ চ অস্মি, স্রোতসাং (স্রোতস্বিনীনাং) জাহ্নবী অস্মি ॥ ৩১ ॥

প্রতিশব্দ।—বেগশালিগণের পবন হই, শস্ত্রধারিসমূহের দাশরথি-রাম আমি, এবং মৎস্যগণের মকর হই, স্রোতস্বিনী-সকলের জাহ্নবী হই ॥ ৩১ ॥

ব্যাখ্যা।—বেগশালী পদার্থের মধ্যে আমি আশুগতি বায়ু; অস্ত্রধারিগণের মধ্যে আমি নিখিল রাক্ষস-বংশধ্বংসকারী দাশরথি রাম; এবং মৎস্যসমূহের মধ্যে আমি বলশালী গঙ্গাবাহন মকর; স্রোতস্বিনীগণের মধ্যে আমি পূততোয়া সদ্যঃপাতকসংহন্ত্রী জাহ্নবী ॥ ৩১ ॥

শঙ্করাচার্য্য—পবনো বায়ুঃ পবতাং পাবয়িতৃণাং অস্মি, রামঃ শস্ত্রভৃতামহং শস্ত্রাণাং ধারয়িতৃণাং দাশরথী রামোঽহং, ঝষাণাং মৎস্যাদানাং মকরোনাম জাতিবিশেষোঽহং, স্রোতসাং স্রবন্তীনামস্মি জাহ্নবী গঙ্গা ॥ ৩১ ॥

আনন্দগিরি।—অহমাদিশ্চেত্যাদাবুক্তমেব পুনরিহোচ্যতে তথাচ পুনরুক্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ ভূতানামিতি। সর্গশব্দেন সৃজ্যন্তইতি সর্ব্বাণি কার্য্যাণি গৃহ্যন্তে। অধ্যাত্মবিদ্যেতি। আত্মগুন্তঃকরণপরিণতিরবিদ্যানিবর্ত্তিকা গৃহীতা, প্রবদতাং সম্বন্ধী বাদো বীতরাগকথা তত্ত্বনির্ণয়াবসানা যদ্বা প্র-বদতামিতি লক্ষণয়া কথাভেদোপাদানং তদা নির্দ্ধারণে ষষ্ঠীত্যাহ প্রবক্তৃি তি ॥ ৩১। ৩২ ॥

রামানুজ।—পবতাং গমনস্বভাবানাং পবনোঽহং শস্ত্রভৃতাং রামোঽহং অত্র শস্ত্রভৃত্বং বিভূতিঃ অর্থান্তরাভাবাৎ আদিত্যায়শ্চ ক্ষেত্রজ্ঞা আত্মত্বেনাবস্থিতস্থ ভগবতঃ শরীরতয়া ধর্ম্মভূতা ইতি শাস্ত্রভৃত্ব স্থানীয়াঃ ॥ ৩১ ॥

পাঠান্তর। স্রোতসাঙ্কাস্মি জাহ্নবী।

হনুমান্ ।—পবতাং গচ্ছতাং বা মেধা সরস্বতী (?) রূপা হিংস্রজলচরাঃ ॥ ৩১ ॥

শ্রীধর ।—পবন ইতি। পবতাং পাবয়িতৃণাং বেগবতাং বা মধ্যে বায়ুরহমস্মি, রামো দাশরথিঃ, ঝষাণাং মৎস্যানাং মধ্যে মকরনামা মৎস্যজাতিবিশেষোঽহং, স্রোতসাং প্রবাহোদকানাং মধ্যে ভাগীরথী ॥ ৩১ ॥

বলদেব ।—পবতাং পাবনানাং বেগবতাং চ মধ্যে পবনো বায়ুরহং। রামঃ পরশুরামঃ। ঝষাণাং মৎস্যানাং মধ্যে মকরস্তজ্জাতিবিশেষোঽহং। স্রোতসাং প্রবহজ্জলানাং মধ্যে জাহ্নবী গঙ্গাহং ॥ ৩১ ॥

মধুসূদন ।—পবতাং পাবয়িতৃণাং বেগবতাং বা মধ্যে পবনোবায়ুরহমস্মি, শস্ত্রভৃতাং শস্ত্রধারিণাং যুদ্ধকুশলানাং মধ্যে রামো দাশরথিরখিলরাক্ষসকুলক্ষয়করঃ পরমবীরোঽহমস্মি,সাক্ষাৎ-স্বরূপস্থাপ্যনেন রূপেণ চিন্তনার্থং বৃষ্ণীণাং বাসুদেবোঽস্মীতিবদত্র পাঠ ইতি প্রাগুক্তং। ঝষাণাং মৎস্যানাং মধ্যে মকরোনাম তজ্জাতিবিশেষঃ, স্রোতসাং বেগেন চলজ্জলানাং নদীনাং মধ্যে সর্ব্বনদীশ্রেষ্ঠা জাহ্নবী গঙ্গাহমস্মি ॥ ৩১ ॥

নীলকণ্ঠ ।—পবতাং পাবয়িতৃণাং বেগবতাং বা, রামো দাশরথিঃ রামাদীনাং পরমেশ্বরানামপি বিভূতিমধ্যে গণনং ধ্যানার্থং ঝষাণাং মৎস্যাদীনাং মকরো জাতিভেদঃ স্রোতসাং নদীনাং ॥ ৩১ ॥

বিশ্বনাথ ।—পবতাং বেগবতাং পবিত্রীকুর্ব্বতাং বা মধ্যে রামঃ পরশুরামঃ তস্যাবেশাবতারত্বাদাবেশানাঞ্চ জীব বিশেষত্বাৎ যুক্তমেব বিভূতিত্বং। তথাচ ভাগবতামৃতধৃতপাদ্মবাক্যং এতত্তে কথিতং দেবি জামদগ্নের্মহাত্মনঃ। শক্ত্যাবেশাবতারস্য চরিতং শার্ঙ্গিনঃ প্রভোঃ। আবিষ্টো ভার্গবে চাভূদিতিচ। আবেশাবতার লক্ষণঞ্চ তত্রৈব ভাগবতামৃতে যথা জ্ঞানশক্ত্যাদিকলয়া যত্রাবিষ্টো জনার্দ্দনঃ। ত আবেশা নিগদ্যন্তে জীবা এব মহত্তমাঃ ইতি ঝষাণাং মৎস্যানাং মকরো মৎস্যজাতিবিশেষঃ স্রোতস্যং স্রোতস্বতীনাং ॥ ৩১ ॥

তাৎপর্য্য ।—পূর্ব্ববদ্বিভূতি বর্ণনা চলিতেছে। এ সংসারে যে সকল পবিত্রকারী বস্তু আছে, তন্মধ্যে পবনদেব পরম সমাদরণীয়। পবনদেবের* অনুগ্রহে দুর্গন্ধ ও দুষ্ট পদার্থের বিষময় বাষ্প দূরে পলায়ন করে। জীবগণ ও উদ্ভিদাদি পদার্থপুঞ্জ শ্বাস প্রশ্বাসরূপে বায়ু সেবন করিয়া জীবনধারণ

---

* পবন।—পূতকারী পবন অন্যতম দিক্‌পাল। সকল পদার্থের পবিত্রতা বিধান করেন বলিয়া তাঁহার নাম পবন। তাঁহার নামান্তর বায়ু; প্রাণ, অপান, সমান, উদান. ব্যান এই পঞ্চবায়ুরূপে তিনি জীবশরীরে ব্যাপ্ত। হনুমান্ এবং দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীম পবনের সন্তানরূপে পরিকীর্ত্তিত। পবন সপ্তবিধ তদ্‌যথা। "আবহঃ প্রবহশ্চৈব সম্বহো নিবহস্তথা। উদ্বহো বিবহো বায়ুঃ সপ্তবাতাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।" (জ্যোতিস্তত্ত্ব) পবন শব্দের পর্য্যায় "শ্বসনঃ স্পর্শনো বায়ুর্মাতরিশ্বা সদাগতিঃ। পৃষদশ্বঃগন্ধবহো গন্ধবাহানিলাশুগাঃ। সমীরোমারুতোমরুৎ জগৎ প্রাণঃ সমীরণঃ। নভস্বান্ বাতঃ পবনঃ পবমানঃ প্রভঞ্জন।" (অমর কোষঃ)

করে। পবনের শক্তি অতুলনীয়; ইহা সাগর বক্ষে উত্তাল তরঙ্গমালা উৎপাদন করিয়া জলোচ্ছ্বাসে সন্নিহিত জনপদ পরিপ্লাবিত করিয়া দেয়; প্রচণ্ড প্রভাবে প্রকাণ্ড মহীরুহ সমূলে উৎপাটন করে; এবং দুর্দ্দান্ত বেগে মনুষ্যের সৌধাদি বিচূর্ণ করে। আবার কখনও শান্তমূর্ত্তি সুশীতল মলয় মারুতরূপে প্রবাহিত হইয়া তাপক্লিষ্ট জীবের শরীরে শৈত্য সঞ্চার করে; অথবা সুরভি কুসুমাবলির সৌরভ আহরণ করিয়া লোকের হৃদয় মন বিনোদন করে। বায়ুর শক্তিতে একস্থানের শব্দ স্থানান্তরে গমন করে। বায়ুর দ্বারা বাহিত হইয়া কিন্নরকণ্ঠী গায়িকার সুরলয় সম্বদ্ধ সঙ্গীতালাপ, শিশুর অর্দ্ধোচ্চারিত অমৃতকল্প আনন্দোচ্ছ্বাস ধ্বনি, অথবা ব্যোমবিহারী হৃদয়মনবিহ্বলকারী বজ্রনির্ঘোষ আমাদিগের অন্তরকে কখন বা আনন্দে পরিপ্লুত, কখন বা ভয়ে অবসন্ন করিতে থাকে। মূলে "পবতাং" পদ আছে। টীকাকৃদ্‌গণ তাহা শুদ্ধিকারী ও বেগবান্ এই দুই অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন। শোধনকার্য্যে পবনের অদ্ভুত শক্তি, এবং বেগবিষয়ে ও তিনি অতুলনীয়। এই জন্যই শ্রীভগবান্ আপনাকে পবনরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

অস্ত্রধারী বীরশ্রেষ্ঠগণের মধ্যে ত্রেতাবতার দশরথাত্মজ রামচন্দ্র পরম যশস্বী। তিনি রাবণাদি দুষ্ট রাক্ষসগণকে স্ববংশে নিধন করিয়া ভূতলে অক্ষয়কীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন। তিনি স্বয়ং ভগবান্‌রূপে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। এবং তাঁহার আবির্ভাবে বসুন্ধরা ধন্য হইয়াছে। কোন কোন পূজ্যপাদ টীকাকার মূলস্থিত "রামঃ" পদ সীতাপতি রামচন্দ্র রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, এ স্থলে শ্রীভগবান্ আপনাকে আপনার বিভূতিরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। রামচন্দ্র স্বকীয় স্বরূপ হইলেও সেই ভাবে তাঁহার চিন্তা করিতে হইবে। পরেও "বৃষ্ণীনাং বাসুদেবোঽস্মি" (১০ অধ্যায় ৩৭ শ্লোক) এই স্থলে শ্রীভগবান্ আপনার স্বরূপকে বিভূতিরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পক্ষান্তরে অন্য কোন কোন ব্যাখ্যাকৃন্মহাত্মা এ স্থলে রাম শব্দের "জমদগ্নি তনয় পরশুরাম" এই অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। পরশুরাম একবিংশতিবার ধরণীকে নিক্ষত্রিয় করিয়াছিলেন এবং নানারূপ বলবীর্য্যের পরিচয় প্রদান করিয়া বীরগণের অগ্রগণ্য রূপে পরিগণিত হইয়াছিলেন। পূজ্যপাদ শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী তাঁহাকে আবেশাবতাররূপে উল্লেখ করিয়াছেন; এবং আপনার উক্তির

সমর্থনার্থ পদ্মপুরাণোক্ত ভাগবতামৃতধৃত নিম্নলিখিত শাস্ত্রীয় মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। (১৬৫২ পৃষ্ঠার টিপ্পনী দ্রষ্টব্য) "এতত্তে কথিতং দেবি জামদগ্নে র্মহাত্মনঃ। শক্ত্যাবেশাবতারস্য চরিতং শাঙ্গিনঃ প্রভোঃ।" ভাবার্থ এই যে, হে দেবি! ধনুর্দ্ধারী, মহাত্মা, শক্তিদ্বারা আবেশাবতার জামদগ্ন্য প্রভুর এই সকল চরিত তোমার নিকট ব্যক্ত করিলাম। আবেশাবতার সম্বন্ধে তিনি নিম্নলিখিত ভাগবতামৃতোক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন। "জ্ঞানশক্ত্যাদিকলয়া যত্রাবিষ্টো জনার্দ্দনঃ। ত আবেশা নিগদ্যন্তে জীবা এব মহত্তমাঃ॥" ইহার ভাবার্থ এই যে, জ্ঞান শক্তি প্রভৃতি অংশক্রমে জনার্দ্দন যাঁহাতে আবিষ্ট হন, জীবগণের মধ্যে সেই শ্রেষ্ঠ মহাত্মাগণই আবেশাবতার রূপে পরিগণিত। এই সকল কারণে শ্রীভগবান্ এ স্থলে আপনাকে রামরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। (১৫১৭ পৃষ্ঠার টিপ্পনী দ্রষ্টব্য)।

বসুন্ধরার হ্রদ, তড়াগ, সরোবর স্রোতস্বিনী প্রভৃতি জলাশয়ে যে সকল মৎস্যাদি বাস করে, তন্মধ্যে মকর* আকার ও প্রকারে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। অধিকন্তু ইহা পূতসলিলা গঙ্গাদেবীর বাহন রূপে কীর্ত্তিত। এইজন্যই শ্রীভগবান্ আপনাকে মৎস্যাদির মধ্যে মকর নামে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

গিরিরাজের বক্ষ বিদার করিয়া যে সকল স্রোতস্বিনী মেদিনী মণ্ডলকে জলসিক্ত করিতে করিতে সাগরাভিমুখে প্রধাবিত হইতেছে, তন্মধ্যে পুণ্যতোয়া জাহ্নবী পরম পূজনীয়া। এই দেবনদী ভগীরথের অসাধ্য চেষ্টায় ভূতলে অবতীর্ণা হইয়াছিলেন; এবং গঙ্গা, ভাগীরথী, জাহ্নবী, ইত্যাদি বহুবিধ নামে পরিচিত হইয়া সাগরের সহিত মিলিতা হইয়াছেন। ইহাঁর জলের পবিত্রতা ও শক্তি অসাধারণ। গঙ্গাজলে স্নান, গঙ্গাজল সংস্পর্শ, গঙ্গার নামোচ্চারণ, গঙ্গাতীরে তনুত্যাগ, গঙ্গানীরে শব প্রক্ষেপ ইত্যাদি সকল কার্য্যের ফল অতুলনীয়। (১৬৮২ পৃষ্ঠার গঙ্গাশব্দের টিপ্পনী দ্রষ্টব্য) মূলস্থিত জাহ্নবী শব্দের অর্থ স্বরূপে শ্রীমদ্রাঘবেন্দ্র লিখিয়াছেন।

---

* মকর।—মকর একপ্রকার বিশালকায় মৎস্যজাতীয় জলজন্তু। এই প্রাণী ভগবতী গঙ্গার বাহনরূপে কীর্ত্তিত। সাধারণতঃ পটাদিতে গঙ্গার বাহনরূপে যে মকর চিত্রিত হইয়া থাকে, তাহার কলেবর সুবৃহৎকায় মীনের অনুরূপ, অধিকন্তু তাহার মুখের উপর একটী ক্ষুদ্র চক্র ও শুণ্ড আছে। কামদেবের রথধ্বজ মকরাঙ্কিত থাকে, এইজন্য তাঁহার নামান্তর মকরধ্বজ বা মকরকেতন।

"অসারতয়া সংসারং জহতস্ত্যজতোঽবতি রক্ষতীতি জাহ্নবী।" অর্থাৎ অসার বোধে যিনি সংসারত্যাগী, তাঁহাকে যিনি রক্ষা করেন তিনি জাহ্নবী। কিন্তু জাহ্নবী শব্দের প্রচলিত অর্থ অন্যরূপ। জহ্নু নামক মুনিবিশেষ ভগীরথ কর্ত্তৃক নীয়মানা সলিলরূপা গঙ্গাদেবীকে উদরসাৎ করিয়াছিলেন; পরে ভগীরথের বিনয় ও কাতরতায় স্বকীয় জানুভেদ করিয়া গঙ্গাদেবীকে বহির্গত করিয়া দিয়াছিলেন। তদবধি গঙ্গাদেবীর জহ্নুতনয়া বা জাহ্নবী এই নাম হইয়াছে। শাস্ত্রাদিতে গঙ্গাদেবীর যে মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা এক প্রকার সীমাশূন্য বলিলেই হয়। এই সকল কারণে শ্রীভগবান্ আপনাকে স্রোতস্বিনী গণের মধ্যে জাহ্নবীরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন ॥ ৩১ ॥

——(:*:)——

সর্গাণামাদিরন্তশ্চ মধ্যঞ্চৈবাহমর্জ্জুন।
অধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যানাং বাদঃ প্রবদতামহং ॥ ৩২ ॥

অন্বয়।—হে অর্জ্জুন! সর্গাণাং (সৃষ্টবস্তূনাং) আদিঃ (উৎপত্তিঃ) অন্তঃ (লয়ঃ) মধ্যং (স্থিতিঃ) চ অহং এব, বিদ্যানাং (বেদাদি চতুর্দ্দশশাস্ত্ররূপত্বেনোক্তানাং) অধ্যাত্মবিদ্যা (আত্মনির্ণয়াত্মিকা বেদান্ত বিদ্যা), প্রবদতাং (বাদজল্পবিতণ্ডাখ্যানাং) বাদঃ (তত্ত্বনিরূপণফলাত্মকঃ) অহং ॥ ৩২ ॥

প্রতিশব্দ।—হে অর্জ্জুন! সৃষ্ট-পদার্থ-সমূহের উৎপত্তি, লয়, এবং স্থিতি আমিই; বেদাদি-চতুর্দ্দশ-বিদ্যার অধ্যাত্ম-বিদ্যা, বাদাদি-তর্কের সদ্বিচার-বাদ আমি ॥ ৩২ ॥

ব্যাখ্যা।—হে অর্জ্জুন! যাবতীয় জড় চেতন সৃষ্ট পদার্থসমূহের আমিই একমাত্র সৃষ্টিস্থিতি সংহার; বেদাদি-চতুর্দ্দশ বিদ্যার মধ্যে আমি পরমাত্ম-নির্ণয়পর বেদান্তবিদ্যা, এবং বাদজল্পবিতণ্ডা এই ত্রিবিধ তর্কের মধ্যে আমি তত্ত্ব-নিরূপক সদ্বিচারাত্মক বাদ ॥ ৩২ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—সর্গাণামিতি। সর্গাণাং সৃষ্টীনাং আদিরন্তশ্চ মধ্যঞ্চৈবাহমুৎপত্তিস্থিতিলয়ানাং অহমর্জ্জুন! ভূতানাং জীবাধিষ্ঠিতানামেবাদিরন্তশ্চেত্যাদ্যুক্তমুপক্রম ইহ তু সর্ব্বস্যৈব

সর্গমাত্রস্থেতি বিশেষঃ, অধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যানাং মোক্ষার্থত্বাৎ প্রধানমস্মি, বাদোঽর্থনির্ণয়হেতুত্বাৎ প্রবদতাং প্রধানমতঃ সোঽহমস্মি প্রবক্তৃদ্বারেণ বদনভেদানামেব বাদজল্পবিতণ্ডানামিহ গ্রহণং প্রবদতামিতি ॥ ৩২ ॥

রামানুজ।—সৃজ্যন্ত ইতি সর্গাঃ তেষা মাদিঃ কারণং সর্ব্বদা সৃজ্যমানানাং সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং তত্র তত্র স্রষ্টারোঽহমেবেত্যর্থঃ। তথান্তঃ সর্ব্বদা সংহ্রিয়মাণানাং তত্র তত্র সংহর্ত্তারো ঽপ্যহমেব তথাচ মধ্যং পালনং সর্ব্বদা পাল্যমানানাং পালয়িতারশ্চাহমিত্যর্থঃ। জল্পবিতণ্ডাদি কুর্ব্বতাং তত্ত্বনির্ণয়ায় প্রবৃত্তো বাদো যঃ সোঽহম্ ॥ ৩২ ॥

হনুমান্।—সর্গানাং সৃষ্টীনামাদিরন্তশ্চমধ্যঞ্চ সৃষ্টিস্থিতিসংহারাঃ প্রবদতাং সম্বন্ধি বাদো ঽহং প্রমাণতর্কসাধনোপষ্টম্ভসিদ্ধান্তা বিরুদ্ধঃ পঞ্চাবয়বত্বেনোপপন্নপক্ষপ্রতিপক্ষপরিগ্রহো বাদঃ ॥ ৩২ ॥

শ্রীধর।—সর্গাণামিতি। সৃজ্যন্ত ইতি সর্গা আকাশাদয়স্তেষামাদিরন্তশ্চ মধ্যঞ্চৈবাহং, অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চেত্যত্র সৃষ্ট্যাদিকর্ত্তৃত্বং পারমৈশ্বর্য্যমুক্তং, অত্র তে সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়া মদ্বিভূতিত্বেন ধ্যেয়া ইত্যুচ্যত ইতি বিশেষঃ। অধ্যাত্মবিদ্যা, প্রবদতাং বাদিনাং সম্বন্ধিন্যো বাদজল্পবিতণ্ডাখ্যাস্তিস্রঃ কথাঃ প্রসিদ্ধাস্তাসাং মধ্যে বাদোঽহং যত্র দ্বাভ্যামপি প্রমাণতস্তর্কতশ্চ স্বপক্ষঃ স্থাপ্যতে পরপক্ষশ্ছলজাতিনিগ্রহস্থানৈর্দূষ্যতে স জল্পোনাম যত্র ত্বেকঃ স্বপক্ষং স্থাপয়তি অন্যস্ত ছলজাতিনিগ্রহস্থানৈস্তৎপক্ষং দূষয়তি সা বিতণ্ডা নাম কথা, তত্র জল্পবিতণ্ডে বিজিগীষমাণয়োর্ব্বাদিনোঃ শক্তিপরীক্ষামাত্রফলে, বাদস্তু বীতরাগয়োঃ শিষ্যাচার্য্যয়োরন্যয়োর্ব্বা তত্ত্বনিরূপণফলঃ, অতোঽসৌ শ্রেষ্ঠত্বান্মদ্বিভূতিরিত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥

বলদেব।—সর্গাণাং মহদাদীনাং জড়সৃষ্টীনামাদিরন্তো মধ্যঞ্চাহমিতি তেষাং সর্গসংহারপালনানি মদ্বিভূতিতয়া ভাব্যানীত্যর্থঃ। অহমাদিশ্চেত্যাদৌ মৎস্বাংশচেতনানাং ভূতানাং সর্গাদিহেতুর্মদ্বিভূতিরিত্যুক্তমতো ন পুনঃপুনরুক্তিঃ। অঙ্গানি বেদাশ্চত্বারো মীমাংসা ন্যায়বিস্তরঃ। ধর্ম্মশাস্ত্রং পুরাণঞ্চ বিদ্যা হেতাশ্চতুর্দ্দশেত্যুক্তানাং বিদ্যানাং মধ্যে ঽধ্যাত্মবিদ্যা সপরিকরপরমাত্মনির্ণেত্রী চতুর্লক্ষণী বেদান্তবিদ্যাহমেবেত্যর্থঃ। প্রবদতাং সম্বন্ধী যো বাদঃ সোঽহং। তেষাং খলু বাদজল্পবিতণ্ডাস্তিস্রঃ কথাঃ প্রসিদ্ধাঃ তত্রোভয়সাধনবতী বিজিগীষুকথা জল্পঃ। যত্রোভাভ্যাং প্রমাণেন তর্কেণ স্বপক্ষঃ স্থাপ্যতে ছলজাতিনিগ্রহস্থানৈঃ পরপক্ষো দূষ্যতে স্বপক্ষস্থাপনহীনা পরপক্ষদূষণাবসানা কথা বিতণ্ডা। এতে প্রবদতোর্বিজিগীষোঃ শক্তি মাত্রপরীক্ষকে নিষ্ফলে। তত্ত্ববুভুৎসুকথা বাদঃ। স চ তত্ত্বনির্ণয়ফলকত্বেনোৎকৃষ্টত্বান্মদ্বিভূতিরিতি ॥ ৩২ ॥

মধুসূদন।—সর্গাণামচেতনসৃষ্টীনামাদিরন্তশ্চ মধ্যং চোৎপত্তিস্থিতিলয়া অহমেব হে অর্জ্জুন! ভূতানাং জীবাবিষ্টানাং চেতনত্বেন প্রসিদ্ধানামেবাদিরন্তশ্চ মধ্যং চেত্যুপক্রমে, ইহ ত্বচেতনসর্গাণামিতি ন পৌনরুক্ত্যং। বিদ্যানাং মধ্যে অধ্যাত্মবিদ্যা মোক্ষহেতুরাত্মতত্ত্ববিদ্যাহং প্রবদতাং প্রবদৎসংবন্ধিনাং কথাভেদানাং বাদজল্পবিতণ্ডাত্মকানাং মধ্যে বাদোঽহং, ভূতানামস্মি চেতনেত্যত্র থা ভূতশব্দেন তৎসংবন্ধিনঃ পরিণামলক্ষিতাস্তথেহ প্রবদচ্ছব্দেন তৎসংবন্ধিনঃ কথাভেদা লভ্যন্তে

অতোনির্দ্ধারণোপপত্তিঃ। (যথা শ্রুতে তূভয়ত্রাপি সম্বন্ধে ষষ্ঠী,) তত্র তত্ত্ববুভুৎসোবীতরাগয়োঃ সব্রহ্মচারিণোর্গুরুশিষ্যয়োর্ব্বা প্রমাণেন তর্কেণ চ সাধনদূষণাত্মা পক্ষপ্রতিপক্ষপরিগ্রহস্তত্ত্বনির্ণয়পর্য্যন্তো বাদঃ। তদুক্তং,—"প্রমাণতর্কসাধনোপলম্ভঃ সিদ্ধান্তবিরুদ্ধঃ পক্ষপ্রতিপক্ষপরিগ্রহো বাদ" ইতি। বাদফলস্য তত্ত্বনির্ণয়স্য দুরূঢ়বাদিনিরাকরণেন সংরক্ষণার্থং বিজিগীষুকথে জল্পবিতণ্ডে জয়পরাজয়মাত্রপর্য্যন্তে। তদুক্তং,—"তত্ত্বাধ্যবসায়সংরক্ষণার্থং জল্পবিতণ্ডে বীজপ্ররোহসংরক্ষণার্থং কণ্টকশাখাপ্রাবরণবদিতি ছলজাতিনিগ্রহস্থানৈঃ পরপক্ষো দূষ্যতে" ইতি। জল্পে বিতণ্ডায়াঞ্চসমানং, তত্র বিতণ্ডায়ামেকেন স্বপক্ষঃ স্থাপ্যএব অন্যেন চ স দূষ্যতএব, জল্পে তু তাভ্যামপি স্বপক্ষঃ স্থাপ্যতে উভাভ্যামপি পরপক্ষো দূষ্যতে ইতি বিশেষঃ। তদুক্তং—"যথোক্তোপপন্নছলজাতিনিগ্রহস্থানসাধনোপালম্ভো জল্পঃ স প্রতিপক্ষস্থাপনাহীনোবিতণ্ডা" ইতি। অতোবিতণ্ডাদ্বয়শরীরত্বাজ্জল্পো নাম নৈকা কথা। কিন্তু শক্ত্যতিশয়জ্ঞানার্থং সময়বন্ধমাত্রেণ প্রবর্ত্তত ইতি খণ্ডনকারাঃ। তত্ত্বাধ্যবসায়পর্য্যবসায়িত্বেন তু বাদস্য শ্রেষ্ঠত্বমুক্তমেব॥ ৩২॥

নীলকণ্ঠ।—সর্গানাং ভৌতিকানাং ভূতানামাদিরন্ত ইতি প্রাগেবোক্তত্বাৎ বিদ্যানাং চতুঃষষ্টিসংখ্যানাং মধ্যে অধ্যাত্মবিদ্যাঃ বন্ধচ্ছেদহেতুত্বাৎ, প্রবক্তৃদ্বারেণ বদনভেদা এব বাদজল্পবিতণ্ডা ইহ গৃহ্যন্তে, তেষাং মধ্যে বাদস্তত্ত্বনির্ণয়ার্থত্বাদহং॥ ৩২॥

বিশ্বনাথ।—সৃজ্যন্ত ইতি সর্গা আকাশাদয় স্তেষামাদিঃ সৃষ্টিঃ অন্তঃ সংহারঃ মধ্যং পালনঞ্চ ইতি সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়া মদ্বিভূতিত্বেন ধ্যেয়া ইত্যর্থঃ। অহমধ্যাত্মবিদ্যা আত্মজ্ঞানং। প্রবদতাং স্বপক্ষস্থাপনপরপক্ষদূষণাদিরূপ জল্পবিতণ্ডাদিকুর্ব্বতাং বাদস্তত্ত্বনির্ণয়প্রবৃত্তি সিদ্ধান্তো যঃ সোঽহং॥ ৩২॥

তাৎপর্য্য।—পূর্ব্ববদ্বিভূতি বর্ণনা চলিতেছে। অগ্রে বিভূতিবর্ণনা পূর্ণ শ্লোকনিচয়ে সৃষ্ট দেব, মানব, জীব ও নির্জীব পদার্থ পুঞ্জের মধ্যে যাহা যাহা জ্ঞানবলে বা শক্তিবলে, পরাক্রমে বা আকারপ্রকারে, কিম্বা উপকারিতায় অথবা উপযোগিতায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, শ্রীভগবান্ তত্তাবৎকে নির্ব্বাচন করিয়া স্বকীয় বিভূতিরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সমালোচ্য শ্লোকে সেরূপভাবে বিভূতি বর্ণনা করিতেছেন না। এই শ্লোকে তিনি স্বকীয় সর্ব্বনিয়ন্তৃত্ব প্রভৃতি ঐশীশক্তিকে বিভূতি রূপে উল্লেখ করিতেছেন। অধিকন্তু বাহ্যব্যাপার পরিত্যাগ করিয়া, মানবের বুদ্ধিবৃত্তির অভিমুখে শিষ্যের দৃষ্টিসঞ্চালন করাইয়াছেন, এবং সেই বুদ্ধিবৃত্তির যে অদ্ভুতবিকাশে ও পরিণতিতে মানব দেবত্ব বা দেবত্বাধিক পদ লাভ করিয়া চরিতার্থতা লাভ করিতে পারে, তাহাও স্বকীয় বিভূতিরূপে নির্দ্দেশ করিতেছেন।

শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, হে অর্জ্জুন! আমি এই সৃষ্টির অর্থাৎ দেব,

মানব, তির্য্যগাদি পরিপূর্ণ জীবরাজ্যের এবং নগ, নদী, কান্তার, সরিৎ প্রভৃতি সহকৃত জড় রাজ্যের আদি। শ্রীভগবানের বাসনাতে এবং তাঁহারই শক্তিতে এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের উদ্ভব হইয়াছে। সত্য বটে, প্রজাপতি ব্রহ্মা বিশ্বসৃষ্টির প্রথম কারণ; কিন্তু পরমাত্মা স্বরূপ শ্রীভগবানের বাসনায় কমলযোনির উদ্ভব হইয়াছে, এবং সেই পরমপুরুষ হইতে শক্তিলাভ করিয়াই তিনি সৃষ্টিকার্য্যে সক্ষম হইয়াছিলেন। সুতরাং শ্রীমন্নারায়ণ ভিন্ন অন্য কেহই এই সৃষ্টির আদি বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেন না। সেই শ্রীভগবান্ এই সৃষ্টির অর্থাৎ সৃষ্ট যাবতীয় বস্তুর মধ্য। সাধারণতঃ পরিবর্ত্তনশীল পদার্থ মাত্রেরই তিন অবস্থা দৃষ্ট হয়। প্রথম আদি অর্থাৎ উদ্ভব, মধ্য অর্থাৎ অবস্থানকাল, অন্ত অর্থাৎ সমাপ্তি। এই তিন অবস্থার অবান্তর সূক্ষ্মভেদ অনেক থাকিতে পারে, কিন্তু স্থূলতঃ এই তিন ভেদই প্রাকৃতিক পদার্থপুঞ্জের সাধারণ নিয়ামক। উদ্ভব হইতে সমাপ্তি পর্য্যন্ত যে অবস্থা তাহাকেই মধ্য বলা যায়। ইহারই নাম সংস্থিতি। এই সংস্থিতি অর্থাৎ পালন, পরিপোষণ ও রক্ষণ শ্রীভগবান্ কর্ত্তৃক নিরন্তর নির্ব্বাহিত হইতেছে। তাঁহারই নিয়মপ্রভাবে দুর্দ্দমনীয় কামপ্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া জীব সকল যৌনসংসর্গে উন্মত্ত হইতেছে এবং তদ্দ্বারা ধারাবাহিকরূপে জীব প্রবাহ পরিবর্দ্ধন করিতেছে। তাঁহারই বাসনার অনুবর্ত্তিতায় দুশ্ছেদ্য সুকোমল স্নেহপাশে নিবদ্ধ জীবকুল আপনার সন্তান সন্ততি ও সম্পর্কিত জীবান্তরকে সাধ্যাতীত যত্নে লালনপালন ও পোষণ করিতেছে। তাঁহারই ইচ্ছানুসারে জনকজননীরূপজীব, বক্ষস্থিত সুধাধারাবৎ পেয় অথবা যত্নার্জ্জিত মুখের আহার দিয়া সন্তানরূপ জীবকে পরিপুষ্ট করিতেছে। তাঁহারই বাসনাক্রমে আপনারা বিপদকে আলিঙ্গন করিয়া জীবকুল স্ব স্ব সন্তানকে নিরাপদ করিতেছে। এইরূপ ভগবন্নিয়মাধীনতায় বদ্ধ হইয়া প্রাণিগণ জীবপ্রবাহ সংরক্ষণ ও পরিবর্দ্ধন করিয়া আসিতেছে। সুতরাং অবশ্যই বলিতে হইবে যে, শ্রীভগবান্ সৃষ্টির মধ্য অর্থাৎ পালনের একমাত্র বিধাতা। লোক প্রসিদ্ধি ক্রমে ও শাস্ত্র মতানুসারে ভগবান্ ব্রহ্মা সৃষ্টির পালকরূপে কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে উপলব্ধি হইবে যে, প্রকৃত প্রস্তাবে সেই পরম পুরুষ, পরমাত্মা, পরব্রহ্ম এই পালন কার্য্যের একমাত্র কর্ত্তা। প্রভুকর্ত্তৃক নিয়োজিত কর্ম্মচারী

বিশেষ শক্তিশালী ও প্রতাপান্বিত হইলেও যেমন প্রভুপদ বাচ্য হইতে পারেনা, সেইরূপ শ্রীমন্নারায়ণ কর্তৃক নিয়োজিত ও বিশেষ কর্ত্তব্য সাধনের নিমিত্ত ভারপ্রাপ্ত ব্রহ্মাদি দেবগণ কখনই ভগবানের স্বরূপ হইতে পারেন না। যেমন কোন সদয়হৃদয় ব্যক্তির অনুষ্ঠিত দানাদি ব্যাপার অথবা তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সরোবরাদি পূর্ত্তকার্য্য যিনি পর্য্যবেক্ষণ করেন বা স্বহস্তে সম্পাদন করেন, তিনি তত্তৎকার্য্যজনিত যশঃ কীর্ত্তি ও পুণ্যাদি ফল প্রাপ্ত হন না। যাঁহার ইচ্ছায়, ব্যবস্থায় ও ব্যয়ে তত্তৎ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে, তিনিই যেমন সে সকল ফলের নিত্য অধিকারী হইয়া থাকেন, সেইরূপ এই জগতের সৃষ্টি, পালন ও লয়াদি ব্যাপারে শ্রীভগবানেরই নিয়ন্তৃত্ব, কর্ত্তৃত্ব ও ফল ভাগিত্ব স্বীকার করিতে হইবে। মধ্য অর্থাৎ পালন সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, অন্ত অর্থাৎ সৃষ্টির উপসংহার সম্বন্ধেও সেই কথা প্রয়োজ্য। মহেশ্বরের উপর সংহারভার অর্পিত থাকিলেও প্রকৃত প্রস্তাবে শ্রীমন্নারায়ণই তাহার নিয়ামক ও কর্ত্তা। এই জন্যই শ্রীভগবান্ আপনাকে সৃষ্টির আদি, মধ্য ও অন্তরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

পূর্ব্বে "অহং আদিশ্চ মধ্যঞ্চ" (১০ম অধ্যায় ২০শ শ্লোক) ইত্যাদি বাক্যে সমালোচ্য শ্লোকের অনুরূপ ভাব পরিব্যক্ত করিয়াছেন, সুতরাং এখনকার বাক্য পুনরুক্তি বলিয়া মনে হইতে পারে। পূজ্যপাদ ভাষ্য ও টীকাকারগণ এ বিষয়ের সুন্দর মীমাংসা করিয়াছেন। তাঁহাদের কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বে যে আদিমধ্যাদির উল্লেখ হইয়াছে, তাহা বিভূতিরূপে নির্দ্দিষ্ট হয় নাই কেবল ভগবানের অনন্ত শক্তিমত্তার পরিচয় স্বরূপে তদ্ভাবতের কথা উত্থাপিত হইয়াছে। এস্থলে সেই সকল ব্যাপার ভগবদ্বিভূতিরূপে কীর্ত্তিত হইতেছে. সুতরাং ইহা পুনরুক্তি নহে। কেহ কেহ বলিয়াছেন, পূর্ব্বে সৃষ্টপদার্থের মধ্যে চেতনবর্গকে লক্ষ্য করিয়া আদি মধ্যাদির উল্লেখ করা হইয়াছে। অধুনা অচেতনবর্গকে লক্ষ্য করিয়া তাহা প্রযুক্ত হইতেছে, সুতরাং ইহা পুনরুক্তি নহে।

"সর্গ" অর্থাৎ সৃষ্টি সম্বন্ধে কোন কোন ব্যাখ্যাকার মহাত্মা আকাশাদি পঞ্চভূতাত্মিকা সৃষ্টির উল্লেখ করিয়াছেন। আবার কোন কোন মহোদয় মহদাদি ক্রমে সৃষ্টির অবধারণ করিয়াছেন।

শ্রীভগবান্ পুনরায় বলিতেছেন, "আমি বিদ্যাসমূহের মধ্যে অধ্যাত্ম-

বিদ্যা।” মনুষ্য বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনা দ্বারা নানাস্থান হইতে যে সকল জ্ঞাতব্য তত্ত্বের শিক্ষালাভ করে, তাহাই তাহাদের বিদ্যা। বিদ্যা ও জ্ঞান অনেক সময়ে তুল্যার্থকরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। শাস্ত্রকারগণ চতুর্দ্দশ প্রকার বিদ্যার উল্লেখ করিয়াছেন। যথা। “অঙ্গানি বেদাশ্চত্বারো মীমংসা ন্যায় এব চ। ধর্ম্মশাস্ত্রং পুরাণঞ্চ বিদ্যাহ্যেতাশ্চতুর্দ্দশ।” ইহার অর্থ এই যে, শিক্ষা, কল্প. ব্যাকরণ, জ্যোতিষ, নিরুক্ত, ছন্দ এই ছয় বেদাঙ্গ, ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব্ব এই চারি বেদ, মীমাংসা, ন্যায়, ধর্ম্মশাস্ত্র ও পুরাণ এইগুলি চতুর্দ্দশ বিদ্যা নামে পরিচিত। শাস্ত্রোক্ত এই চতুর্দ্দশ বিদ্যা বুদ্ধিবৃত্তির প্রখরতা সম্পাদন করে; ধর্ম্মপ্রবৃত্তির উত্তেজনা ও জ্ঞানের পরিবর্দ্ধন করতঃ সাধকের উন্নতি সাধন করে। ধর্ম্মমার্গ দেখাইয়া দেয় এবং সর্ব্বপ্রকারে মানবের জীবনপাতের সহায়তা করে। কিন্তু যে বিদ্যাপ্রভাবে মনুষ্য অমরত্ব লাভ করে, যে বিদ্যার বলে সাধক পরব্রহ্ম বিষয়ক পূর্ণজ্ঞান লাভ করে, যে বিদ্যাদ্বারা মনুষ্য ভববন্ধন বিনির্ম্মুক্ত হইয়া জননমরণকে অতিক্রম করে, সেই অধ্যত্মবিদ্যা এই সকল বিদ্যার অপেক্ষা সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ এবং অবিসংবাদিত রূপে পরমাবলম্বনীয়। আত্মজ্ঞান অর্থাৎ ব্রহ্মাববোধ অবলম্বন করিয়া যে বিদ্যা মনুষ্যের হৃদয়ের অন্ধকার দূর করিয়া দেয়; যাহা দ্বারা পরমাত্মতত্ত্বের পূর্ণোপলব্ধি হয়; এবং যাহা মানবের হৃদয়ে জীবব্রহ্মের প্রকৃত সম্বন্ধ নিরূপণ করিয়া দেয়, তাহাই অধ্যাত্ম বিদ্যা। কোন বিদ্যাই এই বিদ্যার সমতুল্য নহে। এই জন্যই শ্রীভগবান্ আপনাকে অধ্যাত্মবিদ্যারূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্বলদেব লিখিয়াছেন, পূর্ব্বোদ্ধৃত চতুর্দ্দশ বিদ্যার মধ্যে বেদান্তবিদ্যাই অধ্যাত্মবিদ্যা। উল্লিখিত বচনে মীমাংসাশাস্ত্রের উল্লেখ আছে। এই মীমাংসাশাস্ত্র উত্তর ও পূর্ব্ব এই দুই ভাগে বিভক্ত। যাহা পূর্ব্বমীমাংসা তাহাই সাধারণতঃ ভগবান্ জৈমিনিকৃত মীমাংসাদর্শন নামে পরিচিত। যাহা উত্তরমীমাংসা সাধারণতঃ তাহা বেদান্ত নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই বেদান্তের অপর নাম শারীরকসূত্র বা ব্রহ্মসূত্র। (৪৪ ও ২৫৯ পৃষ্ঠার টিপ্পনী দ্রষ্টব্য) এই বেদান্তশাস্ত্রের চারি পাদ। প্রত্যেক পাদে চারিটি অধ্যায়, চারিটি প্রধানসূত্র এই শাস্ত্রের মেরুদণ্ডস্বরূপ। তজ্জন্য এই শাস্ত্রকে চতুঃসূত্রী বলে। এই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও উপনিষদ্ সমূহ অধ্যাত্মবিদ্যাপ্রাপক বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে।

হে অর্জ্জুন! যাঁহারা বিচার, যুক্তি ও তর্কদ্বারা মীমাংসায় উপনীত হইয়া সত্যাবধারণ করেন, তাঁহাদিগের মধ্যে আমি "বাদ"। তর্ক ও বিচারস্থলে বাদ, জল্পনা ও বিতণ্ডা এই তিন প্রকারের কথা দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে তত্ত্বফলনির্ণায়ক পরমসত্য প্রতিষ্ঠা করা যে বিচারের উদ্দেশ্য তাহাই বাদ। জ্ঞানসম্পন্ন গুরু ও শিষ্য অথবা তত্ত্বদর্শী ব্রহ্মনিষ্ঠমহাত্মা ও জ্ঞানপিপাসু শ্রোতা পরস্পর মিলিত হইয়া তত্ত্বনির্ণয়ার্থ বিজিগীষা পরিহারপূর্ব্বক যে সদালাপ বা সুসঙ্গত বিচার দ্বারা সত্যনির্ণয় করিয়া থাকেন তাহাকে বাদ বলে। বাদে অহঙ্কার বা আত্মাভিমান, অনুরাগ বা ঘৃণা, গৌরবলাভেচ্ছা বা বিতৃষ্ণা কিছুরই স্থান নাই। বিচাররূপ নিকষে সত্যরূপ স্বর্ণের পরীক্ষা করা মাত্রই বাদের উদ্দেশ্য। খণ্ডনখাদ্যে বাদ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত লক্ষণ লিখিত আছে। যথা, "প্রমাণতর্কসাধনোপলম্ভঃ সিদ্ধান্তাবিরুদ্ধঃ পঞ্চাবয়বোপপন্নঃ পক্ষপ্রতিপক্ষপরিগ্রহো বাদঃ।" অর্থাৎ প্রমাণ, তর্ক, সাধন, উপলব্ধি এবং সিদ্ধান্তের অবিরোধ এই পঞ্চাবয়ব দ্বারা উপপন্ন এবং স্বপক্ষ ও প্রতিপক্ষ উভয়েরই গ্রহণীয় বিচারের নাম বাদ। যে স্থলে একপক্ষ স্বকীয় মত সংস্থাপনার্থ বিজিগীষাপরতন্ত্র হইয়া, নিয়ত পরকীয় মতে দোষারোপ করিতে থাকেন তাহাই জল্পনা। সত্যসংস্থাপনবাসনা দূরে রাখিয়া স্বপক্ষের গৌরববৃদ্ধির জন্য আত্মাভিমানের বশবর্ত্তী হইয়া যে বিচার নিষ্পন্ন হয় তাহাকেই জল্পনা বলে। জল্পনাস্থলে পরকীয় মতের প্রতি দোষারোপ, প্রতিপক্ষের পাণ্ডিত্যে কটাক্ষ অথবা আত্মমতের অবৈধতা উপলব্ধির পরও তাহা স্বীকার না করা, এই সকল ব্যাপার প্রায়শঃ পরিলক্ষিত হয়। সত্যকে দূরে রাখিয়া বিচার ও যুক্তিমার্গ পরিহারপূর্ব্বক পক্ষদ্বয়ের পরপস্পরকে দোষারোপ করার নাম বিতণ্ডা। ইহাতে সত্যসংস্থাপনের প্রতি পক্ষদ্বয়ের লক্ষ্য থাকে না; পাণ্ডিত্যপ্রকাশ ও জয়েচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া পক্ষদ্বয় প্রকৃত প্রসঙ্গ ভুলিয়া যান; এবং অকারণ অসঙ্গত প্রসঙ্গের অবতরণা করিয়া অনর্থক আত্মাভিমানের পরিচয় প্রদান করেন। সুতরাং বিতণ্ডা অতিশয় হেয়, এবং জ্ঞানীর বা পণ্ডিতের কখনই অবলম্বনীয় নহে। জল্পনা তাদৃশ নিকৃষ্ট না হইলেও বস্তুতঃ অকর্ম্মরূপে পরিগণিত এবং বৃথা কার্য্য জ্ঞানে পরিহর্ত্তব্য। বাদ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কারণ ইহা তত্ত্বফল পর্য্য

বসায়ী, এবং জ্ঞানবর্দ্ধনরূপ সৌভাগ্যফলপ্রদ। বাদের এইরূপ শ্রেষ্ঠতা আছে বলিয়া শ্রীভগবান্ আপনাকে তদ্রূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন ॥ ৩২ ॥

——(ঃ০ঃ)——

অক্ষরাণামকারোঽস্মি দ্বন্দ্বঃ সামাসিকস্য চ।
অহমেবাক্ষয়ঃ কালো ধাতাহং বিশ্বতোমুখঃ ॥ ৩৩॥

অন্বয়।—অক্ষরাণাং (বর্ণানাং) অহং অকারঃ, সামাসিকস্য দ্বন্দ্বঃ (তন্নামকসমাসঃ) চ, অহং এব অক্ষয়ঃ (প্রবাহরূপেণ নিত্যঃ) কালঃ, বিশ্বতোমুখঃ (সর্ব্বতোমুখঃ) ধাতা (কর্ম্মফলবিধাতা) অহং ॥ ৩৩॥

প্রতিশব্দ।— অক্ষর-সমূহের আমি অকার এবং ষট্‌সমাসের দ্বন্দ্ব-সমাস; আমিই নিত্য কাল, সর্ব্বতোমুখ বিধাতা আমি ॥ ৩৩ ॥

ব্যাখ্যা।—আমি বর্ণসমুহের মধ্যে সকলের আদিভূত অকার, এবং ষট্‌সমাসের মধ্যে আমি সর্ব্বপদপ্রধান দ্বন্দ্বসমাস; আমিই অনন্তপ্রবাহরূপ অক্ষয় কাল, এবং আমিই সর্ব্বব্যাপী কর্ম্মফলদাতা বিধাতা ॥ ৩৩ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—অক্ষরাণামিতি। অক্ষরাণাং বর্ণানামকারো বর্ণোঽস্মি, দ্বন্দ্বঃ সমাসোঽস্মি সামাসিকস্য সমাসসমূহস্য, কিঞ্চ অহমেবাক্ষয়োঽক্ষীণঃ কালঃ প্রসিদ্ধঃ ক্ষণলবাখ্যঃ, অথবা পরমেশ্বরঃ কালস্যাপি কালোঽস্মি, ধাতাহং কর্ম্মফলস্য বিধাতা সর্ব্বজগতো বিশ্বতোমুখঃ সর্ব্বতোমুখঃ ॥ ৩৩ ॥

আনন্দগিরি।—সর্ব্বহরশব্দস্য মুখ্যমর্থান্তরমাহ অথবেতি। ভাবিকল্যাণানামিত্যুক্তমেব স্পষ্টয়তি উৎকর্ষেতি। কীর্ত্তির্ধার্ম্মিকত্বনিমিত্তা খ্যাতিঃ শ্রীর্লক্ষ্মীঃ কান্তিঃ শোভা বাক্ বাণী সর্ব্বস্য প্রকাশিকা স্মৃতি শ্চিরানুভূতস্মরণশক্তিঃ মেধা গ্রন্থধারণশক্তিঃ ধৃতির্ধৈর্য্যং ক্ষমা মানাপমানয়োরবিকৃতচিত্ততা। স্ত্রীষু কীর্ত্ত্যাদীনামুত্তমত্বমুপপাদয়তি যাসামিতি ॥ ৩৩। ৩৪ ॥

রামানুজ।—অক্ষরাণাং মধ্যে "অকারো বৈ সর্ব্বা বাক্" ইতি শ্রুতিসিদ্ধঃ সর্ব্ববর্ণানাং প্রকৃতিরকারোঽহং সামাসিকঃ সমাসসমূহস্তস্য মধ্যে দ্বন্দ্বসমাসোঽহং সহ্যুভয়পদার্থপ্রধানত্বেনোৎকৃষ্টঃ কলামুহূর্ত্তাদিময়ো হ্যক্ষয়ঃ কালোঽহমেব সর্ব্বস্য স্রষ্টা হিরণ্যগর্ভশ্চতুর্ম্মুখোঽহম্ ॥ ৩৩ ॥

হনুমান্।—সমাসে ভব সামাসিকঃ দ্বন্দ্বঃ ধাতা কর্ম্মফলভাবনার্হঃ ঈশ্বরো বিশ্বতোমুখঃ বিশ্বরূপঃ ॥ ৩৩ ॥

শ্রীধর।—অক্ষরাণামিতি। অক্ষরাণাং বর্ণানাং মধ্যে অকারোঽস্মি তস্য সর্ব্ববাঙ্ময়ত্বেন

শ্রেষ্ঠত্বাৎ তথা চ শ্রুতিঃ—"অকারোবৈ সর্ব্বা বাক্ সৈষ স্পর্শোষ্মভির্ব্ব্যজ্যমানা বহ্বী নানারূপা ভবতীতি" স্তূয়ত ইতি শ্রৈষ্ঠং, সমাসসমূহস্য মধ্যে দ্বন্দ্বঃ রামকৃষ্ণাবিত্যাদিসমাসোহস্মি উভয়পদপ্রধানত্বেন শ্রেষ্ঠত্বাৎ, অক্ষয়ঃ প্রবাহরূপঃ কালোহহমস্মি কালঃ কলয়তামহমিত্যত্রায়ুর্গণনাত্মকঃ সম্বৎসরশতাদ্যায়ুঃস্বরূপঃ কাল উক্তঃ, স চ তস্মিন্নায়ুষি ক্ষীণে সতি ক্ষীয়তে, অত্র তু প্রাবাহাত্মকোহক্ষয়ঃ কাল উচ্যত ইতি বিশেষঃ, কর্ম্মফলবিধাতৃণাং মধ্যে বিশ্বতোমুখো ধাতা সর্ব্বকর্ম্মফলবিধাতাহমিত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥

বলদেব।—অক্ষরাণাং সর্ব্বেষাং বর্ণানাং মধ্যেহহমকারোহস্মি। অকারো বৈ সর্ব্বা বাগিতি শ্রুতিশ্চ। সামাসিকস্য সমাসসমূহস্য মধ্যে দ্বন্দ্বোহহং অব্যয়ীভাব তৎপুরুষবহুব্রীহিষূভয়পদার্থপ্রধানতাবিরহিষু মধ্যে তস্যোভয়পদার্থপ্রধানতয়োৎকৃষ্টত্বাৎ। সংহর্ত্তৃণাং মধ্যেহক্ষয়ঃ কালঃ সংকর্ষণমুখোত্থঃ কালাগ্নিরহং। স্রষ্টৄণাং মধ্যে বিশ্বতোমুখশ্চতুর্ব্বক্ত্রো ধাতা বিধিরহং ॥ ৩৩ ॥

মধুসূদন।—অক্ষরাণাং সর্ব্বেষাং বর্ণানাং মধ্যে অকারোহহমস্মি "অকারোবৈ সর্ব্বা বাগিতি" শ্রুতেস্তস্য শ্রেষ্ঠত্বং প্রসিদ্ধং। দ্বন্দ্বঃ সমাস উভয়পদার্থপ্রধানঃ সামাসিকস্য সমাসসমূহস্য মধ্যেহহমস্মি পূর্ব্বপদার্থপ্রধানোহব্যয়ীভাবঃ, উত্তরপদার্থপ্রধানস্তৎপুরুষঃ, অন্যপদার্থপ্রধানো বহুব্রীহিরিতি তেষামুভয়পদার্থসাম্যাভাবেনাপকৃষ্টত্বাৎ ক্ষয়কালাভিমানী অক্ষয়ঃ পরমেশ্বরাখ্যঃ কালজ্ঞঃ কালকালোগুণী সর্ব্ববিদ্য ইত্যাদিশ্রুতিপ্রসিদ্ধোহহমেব কালঃ কলয়তামহমিত্যত্র তু ক্ষয়ী কাল ইতি উক্তভেদঃ কর্ম্মফলবিধাতৃণাং মধ্যে বিশ্বতোমুখঃ সর্ব্বতোমুখো ধাতা সর্ব্বকর্ম্মফলদাতেশ্বরোহহমিত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥

নীলকণ্ঠ।—অক্ষরাণাং মধ্যে হকারঃ অকারো বৈ সর্ব্বাবাগিতি শ্রুতেঃ, সামাসিকস্য সমাসস্য সমূদায়স্য মধ্যেহহং দ্বন্দ্বোহস্মি উভয়পদার্থপ্রধানত্বাদিতি প্রাঞ্চঃ সমং একত্রাসনং সমাসো বিদুষাং বা গুরুশিষ্যাণাং বা মন্ত্রার্থকথনার্থং একত্রাবস্থানং, তত্র বিদিতমর্থজাতং সামাসিকং (চাতুরর্থিক ঠক্ ঠস্যেক ইতি কাদেশঃ, যস্যেতি চেত্যলোপঃ) তস্যমধ্যে দ্বন্দ্বো রহস্যোহর্থোহহং; দ্বন্দ্বে রহস্যেতিসূত্রে দ্বন্দ্বশব্দস্য রহস্যবাচিত্বং শাব্দিকপ্রসিদ্ধং, অক্ষয়ঃ ক্ষয়হীনঃ কালঃক্ষণলবাদিঃ পরো বা ঈশ্বরঃ কালস্যাপি কালোহস্মি, ধাতা কর্ম্মফলপ্রদঃ। বিশ্বতোমুখঃ সর্ব্বপ্রাণিতৃপ্ত্যা তৃপ্ত্যামীত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥

বিশ্বনাথ।—সামাসিকস্য সমাসসমূহস্য মধ্যে দ্বন্দ্বঃ উভয়পদার্থপ্রধানত্বেন তস্য সমাসেষু শ্রৈষ্ঠ্যাৎ। অক্ষয়ঃ কালঃ সংহর্ত্তৃণাং মধ্যে মহাকালো রুদ্রঃ বিশ্বতোমুখশ্চতুর্ম্মুখো হহংধাতা স্রষ্টৄণাং মধ্যে ব্রহ্মা ॥৩৩ ॥

তাৎপর্য্য।—পূর্ব্ববৎ বিভূতিবর্ণনা চলিতেছে। শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, অক্ষর সমূহের অর্থাৎ বর্ণমালার মধ্যে আমি অকার। অকার আদিবর্ণ এবং সর্ব্ব বাঙ্ময়ত্ব হেতু শ্রেষ্ঠবর্ণ রূপে পরিগণিত। শ্রুতি বলিয়াছেন, "অকারো বৈ সর্ব্বা বাক্" ইহার ভাবার্থ, অকারই সকল বাক্ স্বরূপ। এই

শ্রৌত বাক্যানুসারে অকারের শ্রেষ্ঠত্ব সপ্রমাণ হইতেছে। অকার ব্যতীত ব্যঞ্জন বর্ণমালার কোন বর্ণই উচ্চারিত হইতে পারে না। অপিচ, ওঙ্কাররূপ সর্ব্বশ্রেষ্ঠবাক্যের আদ্যক্ষর অকার, এইজন্য অকারের একনাম প্রণবাদ্যাবয়ব। অকার বিষ্ণুবাচী, ইহাও শাস্ত্রাদিতে বিশেষরূপে উক্ত আছে। বর্ণাভিধান তন্ত্রে অকারের নিম্নলিখিত পর্য্যায় দৃষ্ট হয়। যথা, “অঃ শ্রীকণ্ঠঃ সুরেশশ্চ ললাটশ্চৈক মাত্রিকঃ। পূর্ণোদরী সৃষ্টিমেধৌ সারস্বতঃ প্রিয়ম্বদঃ। মহাব্রাহ্মী বাসুদেবো ধনেশঃ কেশবোঽমৃতং। কীর্ত্তির্নিবৃত্তির্ব্বাগিশো নরকারি র্হরো মরুৎ। ব্রহ্মা বামাদ্যজোহ্রস্বঃ করস্বঃ প্রণবাদ্যকঃ।” ইত্যাদি। অকারের এইরূপ শ্রেষ্ঠত্ব হেতু শ্রীভগবান্ আপনাকে অক্ষরের মধ্যে অকাররূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, সমাস* সমূহের মধ্যে আমি দ্বন্দ্ব। যে দুই বা তদধিক পদ মিলিত হইয়া পরস্পর সম্বন্ধ স্থাপন পূর্ব্বক পদার্থান্তরের গুণদোষ ঘোষণা করে, অথবা যে স্থানে মিলিত পদসমূহ পরস্পর সাপেক্ষরূপে ব্যবহৃত হয়, অথবা এক অন্যের বিশেষত্ব সমর্থন করে, তাহাকে সমাস বলে। সমাস প্রধানতঃ ছয়টী। যথা, দ্বন্দ্ব বহুব্রীহি, কর্ম্মধারয়, তৎপুরুষ, দ্বিগু, অব্যয়ীভাব। এই সমস্ত সমাসের মধ্যে শ্রীভগবান্ দ্বন্দ্ব সমাসকেই

---

* সমাস।—বৈয়াকরণ শ্রেষ্ঠ ভগবান্ পাণিনির গ্রন্থ হইতে সমাসসমূহের লক্ষণাদি উদ্ধৃত হইতেছে। “চার্থেদ্বন্দ্বঃ।” মহামহোপাধ্যায় ভট্টোজি দীক্ষিত এই সূত্র সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, “অনেকং সুবন্তং চার্থে বর্ত্তমানং বা সমস্যতে স দ্বন্দ্বঃ।” (সিদ্ধান্ত কৌমুদী ২।২।২৯) অর্থাৎ অনেক সুবন্তপদ পরস্পর নিরপেক্ষ ও স্বতন্ত্রভাবে সমাসে মিলিত হইলে দ্বন্দ্ব সমাস হয়। যথা; হোতাপোতানেষ্টোদ্গাতারঃ। হরিহরৌ। “অনেক মন্যপদার্থে।” (২।২।২৪) অর্থাৎ অনেক প্রথমান্ত পদ যদি পদার্থান্তরে বর্ত্তমান হয়, অর্থাৎ তাহারই কোনরূপ সমর্থন করে, তাহা হইলে বহুব্রীহি হয়। যথা, পীতাম্বরো হরিঃ। উপহৃতপশুঃ রুদ্রঃ। “সমানাধিকরণঃ কর্ম্মধারয়ঃ।” (২।২।৪২) বিশেষ্য বিশেষণে মিলিত হইয়া কর্ম্মধারয় সমাস হয়। যথা; নীলোৎপলং। “তৎপুরুষঃ।” (২।১।২২) অর্থাৎ দ্বিতীয়াদি সুবন্তপদের সহিত পদান্তর সমাসবদ্ধ হইয়া বহুব্রীহির ন্যায় পদার্থান্তরে বর্ত্তমান হইলে তৎপুরুষ হয়। যথা; কৃষ্ণাশ্রিতঃ। ব্যাঘ্রভীতঃ। রাজপুরুষঃ। “সংখ্যাপূর্ব্বোদ্বিগুঃ।” (২।১।৫২) সংখ্যাবাচক পদের সহিত সমাস হইলে দ্বিগু হয়। যথা) পঞ্চগবং। সপ্তর্ষয়ঃ। অব্যয়ীভাব সম্বন্ধে ভট্টোজিদীক্ষিত মহোদয় লিখিয়াছেন. “অব্যয়ং সমর্থেন সহ সমস্যতে সোঽব্যয়ীভাবঃ।” অব্যয় পদের সহিত সমাস হইলে অব্যয়ীভাব। যথা; উপকৃষ্ণং। সহরি। যথাবিধি।

তৎপুরুষ ও দ্বিগু সমাসের অনেক প্রকার ভেদ আছে। বাহুল্য ভয়ে তাহার আলোচনা করা হইল না।

স্বকীয় বিভূতিরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কারণ অন্যান্য সমাসসমূহ পরপদের অথবা সমস্ত অর্থাৎ সমাসযুক্ত বাক্যের মধ্যে পদ বিশেষের প্রাধান্য কীর্ত্তন করে। কিন্তু দ্বন্দ্বসমাস যেদুই বা তদধিক পদদ্বারা গঠিত, তাহার প্রত্যেকেরই প্রাধান্য ঘোষণা করিয়া থাকে। যথা "রামকৃষ্ণৌ" এই সমাসযুক্ত বাক্য মধ্যস্থ রাম এবং কৃষ্ণ উভয়েরই সমগৌরব রক্ষিত হইয়াছে। দ্বন্দ্বসমাসের প্রাধান্য সম্বন্ধে ইহাও বক্তব্য যে, সমাসযুক্ত পদনিচয়ের শেষে কারকবাচী বা বিশেষ কোন অর্থপ্রকাশক যে বিভক্তি প্রভৃতি যুক্ত হয়, তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী পদ সমূহের সহিত সম্বন্ধ রক্ষা করে। "রামরাবণয়োঃ" এস্থলে সম্বন্ধ কারক বুঝাইবার নিমিত্ত ষষ্ঠীর দ্বিবচন প্রযুক্ত হইয়াছে। এতদ্দ্বারা ইহাই বুঝাইতেছে যে,রামস্য এবং রাবণস্য,এতদুভয়ের দ্বিবচনে রামরাবণয়ো পদ সিদ্ধ হইয়াছে। এই সকল কারণে ভগবান্ আপনাকে সমাস সমূহের মধ্যে দ্বন্দ্বরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। মূলে সামাসিকস্য পদ আছে। ইহাতে যাবতীয় সমাস সূচিত হইতেছে। পূজ্যপাদ শ্রীমদ্বোপদেব গোস্বামী সূত্র করিয়াছেন যে, "বিকারসংঘ ভাবেদংহিত স্বার্থাদৌ" (মুগ্ধবোধব্যাকরণ তদ্ধিত প্রকরণ ১০৮৫ সূত্র) অর্থাৎ বিকার, সমূহ, ভাব, ইদম্, হিত, স্বার্থাদি অর্থে ষ্ণিক প্রভৃতি প্রত্যয় হয়। এ স্থলে সমাস শব্দের উত্তর সমূহার্থে ষ্ণিকপ্রত্যয় করিয়া সামাসিক পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে।

শ্রীভগবান্ পুনরায় বলিতেছেন, আমিই অক্ষয় কাল। পূর্ব্বে "কালঃ কলয়তামহং" (দশম অধ্যায় ৩০ শ্লোক) ইত্যাদি শ্লোকে শ্রীভগবান্ আপনাকে কালরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। এই স্থলে পুনরায় তিনি কালকে স্বকীয় বিভূতিরূপে নির্দ্দেশ করিতেছেন। অতএব ইহাই বুঝিতে হইবে যে, সে স্থলে কালপদে তিনি আপনাকে গণনাস্বরূপে এবং জীবের আয়ুষ্কালস্বরূপে কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান স্থলে তিনি আপনাকে অনন্ত, অক্ষয় ও অপরিমেয় কালরূপে নির্দ্দেশ করিতেছেন। এতদুভয় ভাব উক্ত শ্লোকের তাৎপর্য্যে ও টিপ্পনীতে পরিস্ফুট করিবার চেষ্টাকরা হইয়াছে সুতরাং এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, কর্ম্মফলদাতাদিগের মধ্যে আমি সর্ব্বকর্ম্মফলপ্রদায়ক ব্রহ্মা। মানবের নানারূপ কর্ম্মোচিতফল দেবগণ বিধান

করিয়া থাকেন। কর্ম্মবিশেষ দ্বারা মহাদেবকে তুষ্ট করিতে পারিলে তিনি বাঞ্ছনীয় ফল প্রদান করেন। কর্ম্মান্তরের দ্বারা ইন্দ্র, চন্দ্রাদি দেবতা বা লক্ষ্মী, সরস্বতী প্রভৃতি দেবীর সন্তোষ সাধন করিতে পারিলে নানারূপ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। এইরূপে যে সকল ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, ভগবান্ ব্রহ্মা তাহার নিয়ামক। কারণ তিনি ফলবিধানকারিদিগেরও ফলবিধায়ক। ক্ষুদ্র ও পরিণামী ফলসমূহ শীঘ্র বা বিলম্বে পর্য্যবসিত হয়, কিন্তু সৃষ্টির সূত্রপাত হইতে প্রলয়কাল পর্য্যন্ত যে দেবতার কার্য্য সমভাবে চলিতে থাকে, তিনিই প্রকৃত প্রস্তাবে সর্ব্বফল বিধাতা। ভগবান্ বিষ্ণু সত্ত্বগুণকে আশ্রয় করিয়া ব্রহ্মারূপে সৃষ্টিকার্য্য নির্ব্বাহ করেন, তদনন্তর সেই চতুর্ম্মুখ প্রজাপতি রজোগুণের দ্বারা এই বিশ্বের পরিপালন করেন। তদনন্তর তমোগুণকে আশ্রয় করিয়া মহাদেবরূপে এই সৃষ্টির সংহার করেন। প্রলয়কালে সমস্ত গুণক্রিয়া পুনরায় ব্রহ্মায় লীন হয় (১৩১৯। ১৫৪০ পৃষ্ঠার টিপ্পনী দ্রষ্টব্য) এবং আদিকারণস্বরূপ ভগবানে পর্য্যবসিত হয়। সুতরা ব্রহ্মাই ফলবিধায়কগণের মধ্যে সর্ব্ব নিয়ন্তা ও সর্ব্বফল দাতা। এইজন্যই শ্রীভগবান্ আপনাকে ধাতা অর্থাৎ চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মারূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন ॥ ৩৩ ॥

——(:০:)——

মৃত্যুঃ সর্ব্বহরশ্চাহমুদ্ভবশ্চ ভবিষ্যতাং।
কীর্ত্তিঃ শ্রীর্ব্বাক্ চ নারীণাং স্মৃতি র্মেধা ধৃতিঃক্ষমা ॥৩৪॥

অন্বয়।—অহং সর্ব্বহরঃ (সর্ব্বসংহারকঃ) মৃত্যুঃ, ভবিষ্যতাং (ভাবিকল্পানাং) চ উদ্ভবঃ (অভ্যুদয়ঃ); নারীণাং কীর্ত্তিঃ (খ্যাতিঃ) শ্রীঃ (কান্তিঃ) বাক্ (সংস্কৃতা বাণী) স্মৃতিঃ, (স্মরণশক্তিঃ) মেধা (অর্থধারণা) ধৃতিঃ (ধৈর্য্যং) ক্ষমা চ ॥ ৩৪ ॥

প্রতিশব্দ।—আমি সর্ব্বসংহারক মৃত্যু; ভবিষ্যতের ও অভ্যুদয়; এবং নারীগণের কীর্ত্তি, শ্রী, বাক্, স্মৃতি, মেধা, ধৃতি ও ক্ষমা ॥ ৩৪ ॥

ব্যাখ্যা।—আমি সর্ব্বসংহারক মৃত্যু, এবং ভবিষ্যৎ জগতের উৎপত্তির বীজ; আমিই নারীগণের মধ্যে কীর্ত্তি, কান্তি, অমৃতময়ী বাক্‌শক্তি, স্মৃতি, ধারণা, ধীরতা এবং ক্ষমা ॥ ৩৪ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—মৃত্যুরিতি। মৃত্যুর্দ্বিবিধোধনাদিহরঃ প্রাণহরশ্চ, তত্র যঃ প্রাণহরঃ সর্ব্বহরঃ স উচ্যতে সোঽহমিত্যর্থোঽথবা পর ঈশ্বরঃ প্রলয়ে সর্ব্বহরণাৎ সর্ব্বহরঃ সোঽহমুদ্ভব উৎকর্ষোঽভ্যুদয়স্তৎপ্রাপ্তিহেতুশ্চাহং কেষাং ভবিষ্যতাং ভাবিকল্যাণানামুৎকর্ষপ্রাপ্তিযোগ্যানামিত্যর্থঃ কীর্ত্তিঃ শ্রীর্বাক্ চ নারীণাং স্মৃতির্ম্মেধা ধৃতিঃ ক্ষমেত্যেতা উত্তমাঃ স্ত্রীণামহমস্মি যাসামাভাসমাত্রসম্বন্ধেনাপি লোকাঃ কৃতার্থমাত্মানং মন্যন্তে ॥ ৩৪ ॥

রামানুজ।—সর্ব্বপ্রাণহরো মৃত্যুশ্চাহং উৎপৎস্যমানানাং উদ্ভবাখ্যং কর্ম্ম চাহং নারীণাং শ্রীরহং কীর্ত্তিশ্চাহং স্মৃতিশ্চাহং মেধাচাহং ধৃতিশ্চাহং ক্ষমা চাহম্ ॥ ৩৪ ॥

হনুমান্।—পরত্রেশ্বরঃ সর্ব্বত্রগো মৃত্যু রুচ্যতে প্রলয়ে সর্ব্বহরণাৎ ভবিষ্যতামুদ্ভূয়তামুদ্ভব অভ্যুদয়োঽহং স্বরূপেণ কথনং কীর্ত্তিঃ, শ্রীঃলক্ষ্মী বাক্ সরস্বতী, স্মৃতিঃ, স্মরণশক্তিঃ, ধৃতি ধৈর্য্যং ক্ষুৎপিপাসাদিসহনং, ক্ষমা আক্রুষ্টোভিহতোরূপিতা ক্রোশ ভৈবতা দ্রয়েন অদৃষ্টোবাঙ্মাতঃ কায়ে সাক্ষরাণী কীর্ত্তিতা এতারূত্তমাত্রয়োঽহং যাসামাভাসমাত্রং সম্বন্ধো লোকঃ কৃতার্থমাত্মানং মন্যতে (?) ॥ ৩৪ ॥

শ্রীধর।—মৃত্যুরিতি। সংহারকাণাং মধ্যে সর্ব্বহরো মৃত্যুরহং, ভবিষ্যতাং ভাবিকল্যানাং প্রাণিনামুদ্ভবোঽভ্যুদয়োঽহং, নারীণাং মধ্যে কীর্ত্ত্যাদ্যাঃ সপ্ত দেবতারূপাঃ স্ত্রিয়োঽহং যাসামাভাসমাত্রযোগেন প্রাণিনঃ শ্লাঘ্যা ভবন্তীতি তাঃ কীর্ত্ত্যাদ্যাঃ স্ত্রিয়ো মদ্বিভূতয়ঃ ॥ ৩৪ ॥

বলদেব।—প্রাতিক্ষণিকানাং মৃত্যূনাং মধ্যে সর্ব্বস্মৃতিহরো মৃত্যুরহং। ভবিষ্যতাং ভাবিনাং ষণ্ণাং প্রাণিবিকারাণাং উদ্ভবো জন্মাখ্যঃ প্রথমবিকারোঽহং। নারীণাং মধ্যে কীর্ত্ত্যাদয়ঃ সপ্ত মদ্বিভূতয়ঃ। দৈবতা হেতাঃ যাসামাভাসেনাপি নরাঃ শ্লাঘ্যা ভবন্তি। তত্র কীর্ত্তির্ধার্ম্মিকত্বাদ্বিসাদ্গুণ্যখ্যাতিঃ। শ্রীস্ত্রিবর্গসম্পৎকায়দ্যুতির্ব্বা বাক্ সর্ব্বার্থব্যঞ্জকা সংস্কৃতভাষা। স্মৃতিরনুভূতার্থস্মরণশক্তিঃ। মেধা বহুশাস্ত্রার্থাবধারণশক্তিঃ। ধৃতিশ্চাপল্যপ্রাপ্তৌ তন্নিবর্ত্তনশক্তিঃ। ক্ষমা হর্ষে বিষাদে চ প্রাপ্তে নির্ব্বিকারচিত্ততা ॥ ৩৪ ॥

মধুসূদন।—সংহারকারিণাং মধ্যে সর্ব্বহরঃ সর্ব্বসংহারকারী মৃত্যুরহং ভবিষ্যতাং ভাবিকল্যাণানাং য উদ্ভব উৎকর্ষঃ স চাহমেব, নারীণাং মধ্যে কীর্ত্তিঃ শ্রীর্ব্বাক্ স্মৃতির্মেধা ধৃতিঃ ক্ষমেতি চ সপ্ত ধর্ম্মপত্ন্যোঽহমেব,তত্র কীর্ত্তির্ধার্ম্মিকনিমিত্তা প্রশস্তত্বেন নানাদিগ্দেশীয়লোকজ্ঞানবিষয়তারূপা খ্যাতিঃ, শ্রীধর্ম্মার্থকামসম্পৎ শরীরশোভা বা কান্তির্ব্বা, বাক্ সরস্বতী সর্ব্বস্যার্থস্য প্রকাশিকা সংস্কৃতা বাণী, চমৎকারান্মূর্ত্ত্যাদয়োঽপি শরীরেন্দ্রিয়সঙ্ঘাতোত্তম্ভনশক্তিঃ উচ্ছৃঙ্খলপ্রবৃত্তিকারণে চাপল্যপ্রাপ্তৌ তন্নিবর্ত্তনশক্তির্ব্বা ক্ষমা হর্ষবিষাদয়োরবিকৃতচিত্ততা যাসামাভাসমাত্রসম্বন্ধেনাপি জনঃ সর্ব্বলোকাদরণীয়ো ভবতি, তাসাং সর্ব্বস্ত্রীষূত্তমত্বকেতিপ্রসিদ্ধমেব ॥ ৩৪ ॥

নীলকণ্ঠ।—সর্ব্বহরঃ প্রলয়কালিকো মৃত্যুরস্মি ভবিষ্যতাং ভাবিকল্যানাং উদ্ভবঃ ঐশ্বর্য্যোৎকর্ষোঽহং কীর্ত্ত্যাদি সপ্তকমহং যাসাং সংশ্রয়মাত্রেণ মনুষ্যেষু কৃতার্থতা বুদ্ধির্ভবতি ॥ ৩৪ ॥

বিশ্বনাথ।—প্রাতিক্ষণিকানাং মৃত্যূনাং মধ্যে সর্ব্বহরঃ সর্ব্বস্মৃতিহরো মৃত্যুরহং। যদুক্তং

মৃত্যুরত্যন্ত বিস্মৃতিরিতি। ভবিষ্যতাং ভাবিনাং প্রাণিবিকারাণাং মধ্যে উদ্ভবঃ প্রথম বিকারো জন্মাহং নারীণাং মধ্যে কীর্ত্তিঃ খ্যাতিঃ শ্রীঃকান্তিঃ বাক্ সংস্কৃতা বাণীতি তিস্রঃ তথা স্মৃতাদয়শ্চতস্রঃ চকারাৎ মূর্ত্ত্যাদয়শ্চান্যা ধর্ম্মপত্ন্যশ্চাহং ॥ ৩৪ ॥

তাৎপর্য্য।—পূর্ব্ববদ্বিভূতি বর্ণনা চলিতেছে। শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, আমি সর্ব্বসংহারক মৃত্যু। এসংসারে জীব নানা প্রকারে প্রতিনিয়ত কালকবলিত হইতেছে, নিরন্তর অংসখ্যপ্রায় ব্যাধি ভীষণ আক্রমণে পরাভূত করিয়া জীবকুলকে যমমন্দিরে প্রেরণ করিতেছে; প্রাণিগণ অবিরত পরস্পর পরস্পরকে খাদ্যরূপে উদরসাৎ করিয়া শমন সদনে উপস্থিত করিতেছে। বিনা কারণে কেবল হিংসা প্রবৃত্তির প্রাবল্যে সর্পাদি খলজীব অপর জীবের জীবনাবসান ঘটাইতেছে; তদ্ব্যতীত অদৃষ্টপূর্ব্ব ও অচিন্তিত পূর্ব্ব বিপৎপাতেও জীবের প্রাণান্ত ঘটিতেছে। মেঘমালা বিচ্যুত অশনি সম্পাতে মানবাদি জীব কৃতান্তের ক্রোড়ে গমন করিতেছে; নৌকানিমজ্জনে, বৃক্ষ বা অট্টালিকাপাত প্রভৃতি দুর্ব্বিপাকে মনুষ্যাদি প্রাণী লীলা সংবরণ করিতেছে। ইত্যাকার বিবিধ উপায়ে নিরন্তর মৃত্যু জীবসংহার কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছে। কিন্তু মৃত্যুর ও মৃত্যু আছে। সংহারককরূপে যত উপায় দংষ্ট্রাবিস্তার পূর্ব্বক জীবকুলকে গ্রাস করিতেছে। তাহাদিগের মৃত্যু যিনি বিধান করেন তিনি সর্ব্বহর মৃত্যু। আরও দেখিতে হইবে এসংসারে কিছুই চিরস্থায়ী নহে, প্রলয়কালে সকল শক্তিমানের সকল শক্তি এবং সকল কার্য্যভারপ্রাপ্তগণের প্রলয় হইবে। তখন ব্যাধি বৈকল্য থাকিবে না, ব্যাঘ্রাদি হিংসাত্মক প্রাণী থাকিবে না, বজ্র কালান্তকরূপে মেঘ মালার বক্ষে ক্রীড়া করিবে না, আপদও আশঙ্কা দেখা দিবে না। যিনি সেই অবস্থা ঘটাইবার কর্ত্তা, যিনি প্রলয়ের নিয়ামক তিনিই সর্ব্বহর মৃত্যু। মতান্তরে কথিত হইয়াছে যে, প্রতিক্ষণে সংসারের লয় হয়; ইহাকেই প্রাতিক্ষণিক মৃত্যু বলে। এইক্ষণে যাহার সম্বন্ধে যে বস্তু যে ভাবে বর্ত্তমান থাকে, পরক্ষণে তাহা সেরূপ থাকে না। বৌদ্ধগণ এইক্ষণিকবাদের বিশেষ বিচার করিয়াছেন এই মতানুসারে প্রতিক্ষণেই মৃত্যু ঘটিতেছে। কিন্তু সেই ক্ষণিক মৃত্যু সর্ব্বহর নহে। কারণ তাহাতে জীবের আত্মা ও দেহের বিচ্ছেদ ঘটেনা এবং দেহ বিকৃত ও নিষ্ক্রিয় হয় না। কিন্তু পরিণামে যে সংহার দশায় উপস্থিত হইতে হয়, তাহাতে বিকলাঙ্গ, গলিত, কর্ম্মাক্ষম দেহের সহিত আত্মার

সম্পূর্ণরূপ পার্থক্য ঘটে, তাহাই সর্ব্বহর মৃত্যু। মৃত্যু অতি ভয়ানক ব্যাপার এবং জীবের পক্ষে নিতান্ত আশঙ্কাজনক হইলেও বস্তুতঃ ইহা পরম কল্যাণপ্রদ। মৃত্যুর পথ দিয়া জীব কর্ম্মোচিত ফল ভোগ করিতে সমর্থ হয় এবং এই জন্মে যে জীবন বৃথা কার্য্যে ও অসার ভোগে ব্যয়িত করিয়াছে, তাহার অবসানে নবোৎসাহপূর্ণ নরজীবন প্রাপ্তির সুযোগ প্রাপ্ত হয়। ইত্যাকার বিবিধ কারণে মৃত্যু ভয়ানক নহে, সুতরাং তাহা ভগবদ্বিভূতিরূপে পরিগণিত হওয়ায় দয়াময় সর্ব্বজীবসংরক্ষক শ্রীহরির মাহাত্ম্যের কোনই লাঘব হইতেছে না। যদিও বা মরণাকুলিতচিত্ত মানবগণ মৃত্যুকে অশুভের একশেষ বলিয়া জ্ঞান করেন, তাহা হইলেও মৃত্যু ভগবদ্বিভূতিরূপে বর্ণিত হওয়ায় কোন ক্ষতি নাই। যাবতীয় শুভাশুভ যাঁহার কৃপায় উদ্ভুত হইতেছে, রক্ষণ ও পালন যাঁহার বাসনায় চলিতেছে, জনন ও মরণও তাঁহার নিয়মে নির্ব্বাহিত হইতেছে। আমরা ক্ষুদ্র বিচার শক্তি লইয়া, অতি সামান্য মানদণ্ড গ্রহণ করিয়া অমেয়, অচিন্তনীয় বিশ্বেশ্বরের কার্য্যাকার্য্যের বিচারে প্রবৃত্ত হই অথবা তাঁহার অনুষ্ঠান সমূহের দোষগুণের পরিমাণ করিতে উদ্যত হই, ইহা আমাদিগেরই হাস্যজনক ভ্রান্তি ও দুর্ম্মতি। বস্তুতঃ তাঁহার কার্য্য সকলই কল্যাণময়, সকলই হিতকর। আমরা যাহা অকল্যাণকর ও ভয়ানক বলিয়া মনে করি, তত্তাবতও নিশ্চয়ই সেই ভগবানের বিভূতি। এই সকল কারণে এইস্থলে শ্রীভগবান্ আপনাকে মৃত্যুরূপে উল্লেখ করিয়াছেন।

শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, এসংসারে সম্ভাবিত উৎকর্ষ সমূহ ও আমি, মনুষ্য বা অন্যান্য জীব নানাবিধ কল্যাণ ও অকল্যাণ অবলম্বন করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে। এই কল্যাণ ও অকল্যাণ সকলের পক্ষে সকল অবস্থায় সমান নহে। যে বস্তু বা যে অবস্থা একের পক্ষে পরম মঙ্গলময়, তাহাই আবার অপরের পক্ষে একান্ত অমঙ্গলের হেতুভূত। যাহা অদ্য আমার পক্ষে পরম আনন্দদায়ক কল্যাণস্বরূপ, তাহাই হয়ত কিছুকাল পরে আমারই একান্ত দুঃখবর্দ্ধক অমঙ্গলময় হইতে পারে। যে পুত্র কলত্র বিষয় সম্পৎ কাহারও পক্ষে পরমানন্দদায়ক অপরিহার্য্য বস্তু, তাহাই আবার জ্ঞান মার্গে অগ্রসর কোন মহাপুরুষের পক্ষে ক্লেশের হেতুভূত বন্ধনের কারণস্বরূপ একান্ত পরিবর্জ্জনীয় পদার্থরূপে পরিগণিত। আজ

যে ব্যক্তি সুরাপান ও ইতরসহবাস পরমানন্দময় জ্ঞান করিয়া পরিতৃপ্তি অনুভব করিতেছে, কালে হয়ত সেই ব্যক্তি তত্তাবৎকে একান্ত ঘৃণিত, অমঙ্গলকর কার্য্যবোধে পরিত্যাগ করে। অতএব মঙ্গলামঙ্গলরূপ অবস্থা কখনও সমান নহে। ভাবি অভ্যুদয়ের জন্য ও উন্নতিলাভের নিমিত্ত মনুষ্য নিয়ত ব্যতিব্যস্ত; তাহাদের যত্ন ও চেষ্টা, উদ্যম ও অধ্যবসায় কেবল এই জন্যই পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। যে যাহাকে মঙ্গলজনক অবস্থা, অভ্যুদয় বা উন্নতি বলিয়া জ্ঞান করে, সে তৎপ্রাপ্তির নিমিত্ত নিরন্তর আকিঞ্চন করিতেছে। এই যে ভাবি উৎকর্ষ বা অভ্যুদয় বা উন্নতি, সে সকলই শ্রীভগবান্। পূজ্যপাদ ভাষ্যকার শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য বলিয়াছেন, উৎপৎস্যমানানাং অর্থাৎ ভবিষ্যতে যাহারা আবির্ভূত হইবে, তাহাদিগের উদ্ভবরূপ কর্ম্মই শ্রীভগবান্। পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ধনুমানের অভিপ্রায় এই যে, শ্রীভগবান্ আপনাকে প্রথমতঃ সর্ব্বহর মৃত্যুরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। সর্ব্বহরণ সম্পন্ন হইলে অবশ্যই প্রলয় উপস্থিত হয়, প্রলয়ান্তে নূতন সৃষ্টি-কালে উদ্ভূতদিগের অভ্যুদয় অর্থাৎ কল্যাণ শ্রীভগবান্। পূজ্যপাদ শ্রীমৎ শ্রীধর স্বামী বলিয়াছেন। ভাবী কল্পাগত প্রাণিবর্গের শ্রীভগবান্ অভ্যুদয়-স্বরূপ। পূজ্যপাদ শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ তথা শ্রীমদ্বিশ্বনাথ বলিয়াছেন, প্রাণিবর্গ ছয়প্রকার বিকারের অধীন। তন্মধ্যে উদ্ভব অর্থাৎ জন্মরূপ প্রথম বিকার শ্রীভগবান্। বেদের পোষকস্বরূপ বেদাঙ্গরূপে পরিগণিত ভগবান্ যাস্ক প্রণীত নিরুক্ত শাস্ত্রে ছয় প্রকার বিকারের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। তদ্যথা; "জায়তে, অস্তি, বর্দ্ধতে, বিপরিণমতে, অপক্ষীয়তে, নশ্যতি।" বেদান্তদর্শনের শঙ্করাচার্য্যপ্রণীত শারীরকভাষ্যে উৎপত্তি স্থিতি লয় এই তিনপ্রকার বিকারবিষয়ক বিচার ও প্রমাণাদির সমাবেশ দৃষ্ট হয়। সেইস্থলে প্রসঙ্গতঃ কথিত হইয়াছে যে, ভগবান্ যাস্ক নির্দ্দিষ্ট এতদতিরিক্ত তিন প্রকার বিকার উল্লিখিত তিনেরই অন্তর্ভূত।

পূর্ব্বে সকল স্থানেই এক জাতীয় বস্তুর মধ্যে যাহা বলে, বিক্রমে, গুণে বা প্রতাপে শ্রেষ্ঠ শ্রীভগবান্ তাহাই আপনার বিভূতি রূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু বর্ত্তমান শ্লোকের প্রথমার্দ্ধে তিনি আপনাকে সর্ব্বহর মৃত্যু ও ভবিষ্যতের উদ্ভব বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কোন্ পদার্থের মধ্যে তিনি মৃত্যু বা কিসের মধ্যে তিনি উদ্ভব তাহার কোন উল্লেখ নাই।

পূর্ব্বে সকল স্থলেই এইরূপ নির্দ্ধারণ হইয়াছে, কিন্তু এস্থলে তাহা হইল না কেন? ইহার উত্তর এই যে, কোন কোন পণ্ডিত অনুমান করেন এস্থলে সৃষ্টির অন্ত ও সৃষ্টির আদি এই দুই অবস্থা সূচিত হইয়াছে। যখন সর্ব্বনাশরূপ সংহার দশা উপস্থিত হয়, তখন কিছুই থাকে না। সে অবস্থায় থাকেন কেবল চিন্ময় নারায়ণ। যখন দেবতা নাই, মনুষ্য নাই, তির্য্যগ্ নাই, তখন ভগবান্ কাহার মধ্যে আপনার বিভূতি নির্দ্ধারণ করিবেন। তখন মৃত্যুই তিনি এবং নাশ কার্য্যই তাঁহার তৎকালে একমাত্র কার্য্য। সে অবস্থায় সেই মৃত্যুরূপী ভগবানের একমাত্র বিভূতি সেই মৃত্যুরূপী ভগবান্। এইজন্যই এস্থলে কোন নির্দ্ধারণ নাই। তথাবৎ উত্তরকালে যখন নবাবির্ভাব আরব্ধ হয়; যখন পূর্ব্বদিগাকাশে নবোদিত ভাস্করের জ্বলন্ত মূর্ত্তি প্রথম প্রকটিত হয়, যখন স্বর্গলোক ও নরলোকাদির প্রাথমিক সূচনা হয়, তখনও সর্ব্বত্র সেই কার্য্যময়, লীলাময় শ্রীনিবাসের সর্ব্ব শক্তিমান্ হস্তের কার্য্য পরিদৃষ্ট হয়। সেই প্রারম্ভকালে, সেই সূত্রপাত সময়ে তিনিই বাসনাময় সর্ব্বময় ও অদ্বিতীয় পুরুষ। সুতরাং সেই পুনরভ্যুদয় বা আবির্ভাব কালে ভগবানের বিভূতি কেবল ভগবান্। কোন কোন সাধু মহাত্মা এস্থলে মনে করেন যে, শ্রীভগবান মৃত্যুদিগের মৃত্যু এবং উদ্ভব অর্থাৎ পুনরুত্থান বা পুনরাবির্ভাবের তিনি উদ্ভব। মৃত্যু অর্থাৎ মারক অসংখ্যপ্রায় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ক্ষুদ্রকায় কীট হইতে অতিকায় আরণ্য জন্তু পরস্পর পরস্পরের মারক। তদ্ব্যতীত বিবিধ ব্যাধি ও দৈব দুর্ঘটনা জীবের নিত্য-সংহারক। সেই সকল সংহারকেরও সংহারক শ্রীভগবান্। সুতরাং এইস্থলে কল্পনা করা আবশ্যক যে, আপনাকে সর্ব্বহর মৃত্যুরূপে উল্লেখ করিয়া শ্রীভগবান্ ইহাই ব্যক্ত করিয়াছেন যে, তিনি সকল মৃত্যুর মধ্যে পরম মৃত্যু। অর্থাৎ যত প্রকার মারক আছে তত্তাবতই শ্রীভগবান্ কর্ত্তৃক ধ্বংস দশায় নীত হইবে। সর্প, ব্যাঘ্র, সিংহ, কুম্ভীরাদি হিংস্র প্রাণী, বিবিধ ব্যাধি এবং যাবতীয় দুর্ব্বিপাকউৎপাদক ভূতসমূহ সকলেই একদিন সেই সর্ব্বহর মৃত্যুর হস্তে লয় প্রাপ্ত হইবে। সুতরাং বুঝিতে হইবে যে এস্থলে শ্রীভগবান্ আপনাকে সকল মৃত্যুর মধ্যে সর্ব্বহর মৃত্যুরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তথাবৎ ইহাই অনুমান করিতে হইবে যে, শ্রীভগবান্ আপনাকে সকল সৃষ্টির

উদ্ভব অর্থাৎ উৎকৃষ্টাভ্যুদয়রূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। স্ত্রী পুরুষের সম্মিলনে নিত্য জীবের সৃষ্টি চলিতেছে। কুসুমের পরাগ ও মকরন্দ সম্মিলনে নিরন্তর বৃক্ষবীজের সমুদ্ভব হইতেছে। এবং সর্ব্বত্র বিভিন্নপ্রকার সম্মিলনে বিভিন্ন জাতীয় অন্য বস্তুর উদ্ভব হইতেছে। কিন্তু এসকল সৃষ্টিরই অপূর্ণতা অক্ষমতা ও অযোগ্যতা আছে। এবং দেশ কাল পাত্র সাপেক্ষতা আছে। অপিচ ইত্যাকার সৃষ্টি পরস্পরের সাহায্য সাপেক্ষ। কিন্তু উদ্ভবের যখন প্রথম আরম্ভ, তখন পদার্থপুঞ্জ পরস্পর মিলিত হইয়া পদার্থান্তরের উদ্ভব করিবার উপায় কিরূপে প্রাপ্ত হয়? আদি স্রষ্টা বহু পদার্থের প্রাথমিক উদ্ভব না করিয়া দিলে এসৃষ্টিপ্রবাহ এভাবে চলিতে পারিত না। অতএব বুঝিতে হইবে. ভবিষ্যতে পদার্থপুঞ্জের প্রকৃষ্টাবির্ভাব যাঁহা হইতে সূচিত হয়, যিনি স্বয়ং সৃষ্টি করিয়া সৃষ্টির অব্যাহত গতির ব্যবস্থা অবধারণ করেন, তিনিই সকল উদ্ভবের উদ্ভব। সংসারত্যাগী দেবকল্প পরমহংস গুরুদিগের নিকট আমরা এই উভয় প্রকার মীমাংসা শ্রবণ করিয়াছি। পাঠকগণের পরিতৃপ্তির নিমিত্ত মহাপুরুষদিগের এই ব্যাখ্যা লিপিবদ্ধ হইল।

শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, নারীদিগের মধ্যে আমি কীর্ত্তি, শ্রী, বাক্, স্মৃতি, মেধা, ধৃতি, ক্ষমা। পুরাণাদিতে কথিত আছে যে, ভগবান্ ব্রহ্মার দক্ষিণ স্তন হইতে শ্বেতকুণ্ডল ও শ্বেতমাল্যানুলেপনাদি অলঙ্কৃত ধর্ম্ম নামক পরম পুরুষের আবির্ভাব হয়। তিনি দক্ষ প্রজাপতির ত্রয়োদশটী কন্যার সহিত বিবাহ বন্ধনে বদ্ধ হন। তদ্‌যথা। "শ্রদ্ধালক্ষ্মীঃ ধৃতিস্তুষ্টিঃ পুষ্টির্মেধা তথা ক্রিয়া। বুদ্ধিলর্জ্জা বপুঃ শান্তিঃ সিদ্ধিঃ কীর্ত্তিস্ত্রয়োদশী।" এই ত্রয়োদশের মধ্যে মূলে ধর্ম্মের সপ্তপত্নীর নাম ধৃত হইয়াছে। শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি পূজ্যপাদ গীতা ব্যাখ্যাতৃগণ বলিয়াছেন, এই সপ্তের কিঞ্চিন্মাত্র অনুকম্পা হইলে মনুষ্য ধন্য, শ্লাঘনীয়, বরণীয় এবং চরিতার্থ হয়। ইহাঁরা সকলেই দেবতারূপে পরিগণিত। মনুষ্য লোকের কথা দূরে থাকুক, দেব লোকেও এই ধর্ম্মপত্নীগণ স্ত্রীজাতির মধ্যে উত্তমা স্ত্রীরূপে পরিকীর্ত্তিত। প্রত্যুত এই ধর্ম্মপত্নীগণের নামের অর্থ পর্য্যালোচনা করিলেও সহজেই অনুমিত হইবে যে ইহাঁদের মাহাত্ম্য অপরিসীম। কীর্ত্তি অর্থাৎ ধার্ম্মিকত্বাদি সৎগুণের প্রাচুর্য্য হেতু নানাদিগ্‌দেশব্যাপনী খ্যাতি; শ্রী অর্থাৎ ধর্ম্মার্থকামরূপ সম্পদ্বর্গ অথবা দৈহিকদ্যুতি অর্থাৎ কলেবরের কান্তি; বাক্ অর্থাৎ

সকল ভাবার্থপরিব্যক্তকারিণী সংস্কৃত নাম্নী দেবভাষা; স্মৃতি অর্থাৎ পূর্ব্বানুভূত বিষয়ের স্মরণশক্তি; মেধা অর্থাৎ অধীত শাস্ত্রাদির অর্থ ধারণা-শক্তি; ধৃতি অর্থাৎ চপল ইন্দ্রিয়গ্রামকে শাসন করিবার শক্তি, অথবা অবসন্ন শরীরেন্দ্রিয়ের কার্য্য সম্পাদনোপযোগী শক্তি সংরক্ষণ; ক্ষমা অর্থাৎ হর্ষ বা বিষাদাগমে চিত্তের নির্ব্বিকার ভাব। এতাবতা পরিদৃষ্ট হইতেছে যে, হৃদয়ের যেরূপ প্রশস্ততা, ক্ষমতা ও মহত্ত্ব জন্মিলে মনুষ্যগণ অতি শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিতে পারেন, সেই সকল গুণগ্রাম মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া ধর্ম্মের পত্নীরূপে বিরাজমান। এই জন্যই শ্রীভগবান্ আপনাকে স্ত্রীজাতির মধ্যে এই সপ্ত ধর্ম্মপত্নীরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন ॥ ৩৪ ॥

——(০)——

বৃহৎসাম তথা সাম্নাং গায়ত্রী চ্ছন্দসামহং।
মাসানাং মার্গশীর্ষোঽহমৃতূনাং কুসুমাকরঃ ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়।—অহং সাম্নাং বৃহৎসাম, তথা ছন্দসাং (গায়ত্র্যাদি ছন্দো-বিশেষঋচাং) গায়ত্রী, অহং মাসানাং মার্গশীর্ষঃ (অগ্রহায়ণঃ), ঋতূনাং কুসুমাকরঃ (বসন্তঃ) ॥ ৩৫ ॥

প্রতিশব্দ।—আমি সামবেদের বৃহৎসাম, সেইরূপ গায়ত্রী-প্রভৃতি-ছন্দো-বিশিষ্ট-ঋক্‌সমূহের গায়ত্রী, আমি মাস-সকলের অগ্রহায়ণ, ঋতুগণের বসন্ত ॥ ৩৫ ॥

ব্যাখ্যা।— আমি সামবেদের মধ্যে বৃহৎসাম; গায়ত্রী-প্রভৃতি নানা ছন্দো বিশিষ্ট ঋক্‌সমূহের মধ্যে আমি দ্বিজগণের শোধক পাপনাশিনী গায়ত্রী ঋক্; দ্বাদশমাসের মধ্যে আমি শীতাতপবিহীন অগ্রহায়ণ, এবং ষড়্‌ঋতুর মধ্যে আমি সুখময় বসন্ত ঋতু ॥ ৩৫ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—বৃহৎসামেতি। বৃহৎ সাম তথা সাম্নাং মোক্ষপ্রতিপাদকসামবেদ-বিশেষঃ প্রধানমস্মি গায়ত্রী ছন্দসামহং গায়ত্র্যাদিচ্ছন্দোবিশিষ্টানামৃচাং গায়ত্র্যা ঋগহমিত্যর্থঃ। মাসানামিতি, মাসানাং মার্গশীর্ষোঽহমৃতূনাং কুসুমাকরো বসন্তঃ ॥ ৩৫ ॥

আনন্দগিরি।—বেদানাং সামবেদোঽস্মীত্যুক্তং তত্রাবান্তর-বিশেষমাহ বৃহদিতি। ছন্দসাং মধ্যে গায়ত্রী নাম যচ্ছন্দস্তদহমিত্যযুক্তং। ছন্দসামৃগভ্যোঽতিরেকেণ স্বরূপাভাবাদিত্যাশঙ্ক্যাহ গায়ত্র্যাদীতি। দ্বিজাতেরিতি তাস্বজন্মপ্রদানাদিত্যর্থঃ। মার্গশীর্ষো মৃগশীর্ষেণ যুক্তা পৌর্ণমাস্যস্মিন্নিতি

মার্গশীর্ষো মাসঃ সোঽহং পক্বশস্যাদ্যত্বাদিত্যাহ মাসানামিতি। বসন্তো রমণীয়ত্বাদিতি শেষঃ ॥৩৫॥

রামানুজ।—সাম্নাং বৃহৎসামাহং ছন্দসাং গায়ত্রী অহং কুসুমাকরো বসন্তঃ ॥ ৩৫ ॥

হনুমান্।—বৃহৎসাম নাম সাম্নাং প্রধানং সাম গায়ত্রীচ্ছন্দো বিবিধানামৃচাং গায়ত্রী অহং কুসুমাকরো বসন্তর্ত্তুঃ ॥ ৭৫ ॥

শ্রীধর।—বৃহদিতি। "ত্বাং ইন্দ্র হবামহ" ইত্যস্যাং ঋচি গীয়মানং বৃহৎসামাহং তেন চেন্দ্রঃ সর্ব্বেশ্বরত্বেন স্তূয়ত ইতি শ্রৈষ্ঠ্যং, ছন্দোবিশিষ্টানাং মন্ত্রাণাং মধ্যে গায়ত্রীমন্ত্রোঽহং দ্বিজত্বাপাদকত্বেন সোমাহরণেন চ শ্রেষ্ঠত্বাৎ, কুসুমাকরোবসন্তঃ ॥ ৩৫ ॥

বলদেব।—বেদানাং সামবেদোঽস্মীত্যুক্তং প্রাক্ তত্রান্যং বিশেষমাহ বৃহদিতি। সাম্নামৃগক্ষরারূঢ়ানাং গীতিবিশেষাণাং মধ্যে ত্বামিদ্ধিহবামহে ইত্যস্যামৃচি গীতিবিশেষো বৃহৎসাম। তচ্চাতিরাত্রে পৃষ্ঠস্তোত্রং সর্ব্বেশ্বরত্বেনেন্দ্রস্তুতিরূপমন্যসামোৎকৃষ্টত্বাদহং। ছন্দসাং নিয়তাক্ষরপাদত্বরূপচ্ছন্দোবিশিষ্টানামৃচাং মধ্যে গায়ত্রী ঋগহং। দ্বিজাতের্দ্বিতীয়জন্মহেতুত্বেন তস্যাঃ শ্রৈষ্ঠ্যাৎ গায়ত্রী বা ইদং সর্ব্বভূতং যদিদং কিঞ্চেতি ব্রহ্মাবতারত্বশ্রবণাচ্চ। মার্গশীর্ষোঽহমিতি। অভিনবধান্যাদিসম্পত্ত্যা তস্যান্যেভ্যঃ শ্রৈষ্ঠ্যাৎ। কুসুমাকরো বসন্তোঽহমিতি শীতাতপাভাবেন বিবিধসুগন্ধিপুষ্পময়ত্বেন মদুৎসবহেতুত্বেন চ তস্যান্যেভ্যঃ শ্রৈষ্ঠ্যাৎ ॥ ৩৫ ॥

মধুসূদন।—বেদানাং সামবেদোঽস্মীত্যুক্তং তত্রায়মন্যোবিশেষঃ সাম্নামৃগক্ষরারূঢ়ানাং গীতিবিশেষাণাং মধ্যে "ত্বামিদ্ধিহবামহ" ইত্যস্যামৃচি গীতিবিশেষোবৃহৎসাম তচ্চাতিরাত্রে পৃষ্ঠস্তোত্রং সর্ব্বেশ্বরত্বেনেন্দ্রস্তুতিরূপমন্যতঃ শ্রেষ্ঠত্বাদহং, ছন্দসাং নিয়তাক্ষরপাদত্বরূপচ্ছন্দোবিশিষ্টানামৃচাং মধ্যে দ্বিজাতের্দ্বিতীয়জন্মহেতুত্বেন প্রাতঃসবনাদি সবনত্রয়ব্যাপিত্বেন ত্রিষ্টুপ্জগতীভ্যাং সোমাহরণার্থগতাভ্যাং সোমেন লব্ধোঽক্ষরাণি চ হারিতানি জগত্যা ত্রীণি ত্রিষ্টুভৈকামিতি চত্বারী তৈরক্ষরৈঃ সহ সোমস্যাহরণেন চ সর্ব্বশ্রেষ্ঠা গায়ত্রী ঋগহং চতুরক্ষরাণি হবা অগ্রেছন্দাংস্যাসুস্ততো জগতীসোমমচ্ছাপতৎসা ত্রীণ্যক্ষরাণি হিত্বা জগাম ততস্ত্রিষ্টুপ্ সোমমচ্ছাপতৎ সৈকমক্ষরং হিত্বা পতত্ততোগায়ত্রীসামচ্ছাপতৎ সা তানি চাক্ষরাণি হরন্ত্যাগচ্ছৎ সোমং চ তস্মাদষ্টাক্ষরা গায়ত্র্যুপক্রম্য, তদাহুর্গায়ত্রাণি বৈ সর্ব্বাণি সবনানি গায়ত্রী হ্যেবৈতদুপসৃজানৈরিতি শতপথশ্রুতেঃ গায়ত্রী বা ইদং সর্ব্বভূতমিত্যাদিচ্ছান্দোগ্যশ্রুতেশ্চ। মাসানাং দ্বাদশানাং মধ্যেঽভিনবশালিবাস্তূশাকাদিশালী শীতাতপশূন্যত্বেন চ সুখহেতুর্মার্গশীর্ষোঽহং ঋতূনাং ষণ্ণাং মধ্যে কুসুমাকরঃ সর্ব্বসুগন্ধিকুসুমানামাকরোঽতিরমণীয়োবসন্তঃ বসন্তে ব্রাহ্মণমুপনয়ীত বসন্তে ব্রাহ্মণোঽগ্নীনাদধীত বসন্তে বসন্তে জ্যোতিষা যজেত তদ্বৈ বসন্ত এবাভ্যারভেত বসন্তোবৈ ব্রাহ্মণস্যর্ত্তুরিত্যাদিশাস্ত্রপ্রসিদ্ধোঽহমস্মি ॥ ৩৫ ॥

নীলকণ্ঠ।—বৃহৎসাম ত্বামিদ্ধি হবামহ ইত্যস্যামৃচি গীয়মানং সাম পৃষ্ঠস্তোত্রে বিনিযুক্তং ইন্দ্রদৈবত্যং তৎ সাম্নাং মধ্যেঽহমস্মি, ছন্দসাং মধ্যে গায়ত্রী দ্বিজত্বসম্পাদনাৎ সোমাহরণাচ্চ শ্রেষ্ঠোঽহমস্মি, কুসুমাকরোবসন্তঃ ॥ ৩৫ ॥

বিশ্বনাথ।—বেদানাং সামবেদোঽস্মীত্যুক্তং তত্র সাম্নামপি মধ্যে বৃহৎ সাম। ত্বামিদ্ধিহবামহ ইত্যস্যাঃ ঋষিভির্গীয়মানং বৃহৎ সাম। ছন্দসাং মধ্যে গায়ত্রীনাম ছন্দঃ কুসুমাকরো বসন্তঃ॥ ৩৫॥

তাৎপর্য্য।—পূর্ব্ববৎ বিভূতি বর্ণনা চলিতেছে। শ্রীভগবান্ পূর্ব্বে নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, বেদসমূহের মধ্যে তিনি সামবেদ। (দশম অধ্যায় ২২শ শ্লোক দ্রষ্টব্য) এক্ষণে পুনরায় বলিতেছেন, সামসমূহের মধ্যে তিনিই "বৃহৎসাম"। সেই বৃহৎসাম এই; "ঔহোঽঈত্বামিদ্ধিহবা মহা তত্র সাতৌবাজা স্থাকারা বাঃ তুবা ঔহোবা বৃত্রা ঈষুবাঈ দ্রাসাৎ পতিং না রাঃ ত্বাং কাষ্ঠা ঔহোবা সু অর্ব্বা তাঃ উহুবা হাউ বা হস্।" ইহার ভাবার্থ, হে ইন্দ্র! যখন আমরা অন্ন উপার্জ্জনে প্রবৃত্ত থাকি, তখন তল্লাভের জন্য তোমাকেই আহ্বান করি; যখন শত্রু বেষ্টিত বিপন্ন হইয়া পড়ি, তখন "সাধুগণের রক্ষাকর্ত্তা" বলিয়া তোমাকেই আহ্বান করি; যখন সেনা সমূহে পরিবৃত হইয়া রণ প্রয়াণ করি, তখনও তোমাকেই সর্ব্ব নেতৃরূপে স্থির জানিয়া আহ্বান করি। (সামবেদ আরণ্যগানং ১ম প্রপাঠকঃ ১ম অধ্যায়ঃ ২৭সাম্ প্রসিদ্ধ বৈদিকাচার্য্য সত্যব্রত সামশ্রমী মহাশয় কৃত বঙ্গানুবাদ)

টীকা ও ভাষ্যকারগণ অবধারণ করিয়াছেন যে, এই সামগানে সর্ব্বেশ্বর স্বরূপ ইন্দ্রের বিশেষ স্তুতি নিবদ্ধ থাকায় ইহা অপরাপর সামের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এবং এই জন্যই ইহার বৃহৎসাম নাম হইয়াছে। কিন্তু আমরা উক্ত বৈদিকাচার্য্য মহাশয়ের নিকট জ্ঞাত হইয়াছি যে; এই সাম বৃহৎসাম নামে অভিহিত হইবার কারণ এই যে, এইসাম গান কালে বল পূর্ব্বক প্রাণবায়ু আকর্ষণ করিতে হয়। নিম্নোদ্ধৃত ব্রাহ্মণোক্ত বচন ইহার প্রমাণ। তদ্‌যথা। "হসিসি বৃহৎপ্রাণ মুদজয়ৎ" (ব্রাহ্মণ ৭।৬)

ঋগক্ষরারূঢ় সামসমূহ স্বর সংযোগে গান করিতে হয় একথা পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। সেই গান কালে গায়ককে বিবিধ বায়ুর আকর্ষণ বিকর্ষণ কম্পন ইত্যাদি করিতে হয়। কিন্তু বৃহৎ সামের বিশেষত্ব এই যে; গান কালে প্রাণ বায়ু অতিশয় বলসহকারে টানিতে হয়। অধিকন্তু ইহার মধ্যে ইন্দ্র দেবতার বিশেষরূপ স্তুতি নিবদ্ধ আছে। অনেক সামে ইন্দ্রাদি দেবতার বিবিধস্তুতি পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু বৃহৎসামে ইন্দ্রকেই অন্ন প্রদাতা,

শত্রুনাশক, এবং রক্ষকরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এই জন্যই শ্রীভগবান্ আপনাকে সাম সমূহের মধ্যে বৃহৎসাম নামে উল্লেখ করিয়াছেন।

শ্রীভগবান্ পুনরায় বলিতেছেন, বিবিধ ছন্দোবদ্ধ * ঋক্সমূহের মধ্যে আমি গায়ত্রী †। ঋগ্বেদ আমূল বৃহতী, জগতী, ত্রিষ্টুপ, গায়ত্রী প্রভৃতি

---

* ছন্দ।—বেদ, ছন্দ, স্বৈরাচার, অভিলাষ, কোষগ্রন্থ মেদিনীর মতে সমপর্য্যায়।

† গায়ত্রী। ছান্দোগ্য উপনিষদে গায়ত্রী সম্বন্ধে নিম্নোদ্ধৃত উক্তি দৃষ্ট হয়। "গায়ত্রী বা ইদং সর্ব্বং ভূতং যদিদং কিঞ্চ বাগ্বৈ গায়ত্রী বাগ্বা ইদং সর্ব্বং ভূতং গায়তি চ ত্রায়তে চ। যা বৈ সা গায়ত্রী যং বাব সা যেয়ং পৃথিব্যস্যাং হীদং সর্ব্বভূতং প্রতিষ্ঠিত মেতামেব নাতি শীয়তে। যা বৈ সা পৃথিবীয়ং বাব সা যদিদ মস্মিন্ পুরুষে শরীর মস্মিন্ হীমে প্রাণাঃ প্রতিষ্ঠিতা এতদেব নাতিশীয়ন্তে যদ্বৈতৎ পুরুষে শরীরমিদং বাব তদ্যদিদমস্মিন্নন্তঃপুরুষে হৃদয় মস্মিন্ হীমে প্রাণাঃ প্রতিষ্ঠিতা এতদেব নাতিশীয়ন্তে সৈষা চতুষ্পদা ষড়্বিধা গায়ত্রী তদেতদৃচাভ্যনুক্তম্। তাবানস্য মহিমা ততো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ পাদোঽস্য সর্ব্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবীতি। তদ্বৈ তদ্‌ব্রহ্মেতীদং বাব তদ্যোঽয়ং বহির্দ্ধা পুরুষাদাকাশঃ অয়ং বাব স যোঽয়মন্তঃপুরুষ আকাশো যো বৈ সোঽন্তঃপুরুষ আকাশঃ। অয়ংবাব স যোঽয়মন্তঃহৃদয় আকাশ স্তদেতৎপূর্ণং অপ্রবর্ত্তি পূর্ণমপ্রবর্ত্তিনীং শ্রিয়ং লভতে য এবং বেদ॥ ১—৯॥ (ছান্দোগ্যোপনিষৎ তৃতীয় প্রপাঠক ১২শ খণ্ড) ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য এই শ্রুতির যে ভাষ্য লিখিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত হইতেছে। যথা। "যতএব মতিশয় ফলৈষা ব্রহ্মবিদ্যা অতঃ সা প্রকারান্তরেণাপি বক্তব্যেতি গায়ত্রী ইত্যাদারভ্যতে। গায়ত্রীদ্বারেণ চোচ্যতে ব্রহ্ম। সর্ব্ববিশেষরহিতস্য নেতি নেতীত্যাদি বিশেষপ্রতিষেধগম্যস্য দুর্ব্বোধত্বাৎ। সৎস্বনেকেষু ছন্দঃসু গায়ত্র্যা এব ব্রহ্মজ্ঞানদ্বারতয়োপাদানং প্রাধান্যাৎ। সোমাহরণাদিতরচ্ছন্দোঽক্ষরাহরণেন ইতরচ্ছন্দো ব্যাপ্ত্যাচ সর্ব্বসবনব্যাপকত্বাচ্চ যজ্ঞে প্রাধান্যং গায়ত্র্যাঃ। গায়ত্রীসারত্বাচ্চ ব্রাহ্মণস্য। মাতরমিব হিত্বা গুরুতরাং গায়ত্রীং ততোঽন্যদ্ গুরুতরং ন প্রতিপদ্যতে ইদং যথোক্তং ব্রহ্মাপ্নোতি তস্যামত্যন্তগৌরবস্য প্রসিদ্ধত্বাৎ। অতো গায়ত্রীমুখেনৈব ব্রহ্মোচ্যতে গায়ত্রীবৈ ইত্যবধারণার্থো বৈ শব্দঃ। সর্ব্বং ভূতং প্রাণিজাতং যৎকিঞ্চস্থাবরং জঙ্গমং বা তৎসর্ব্বং গায়ত্র্যেব। তস্যাশ্ছন্দোমাত্রায়াঃ সর্ব্বভূতত্ব মনুপপন্নমিতি গায়ত্রীকারণং বাচং শব্দরূপা মাপাদয়তি গায়ত্রীং। বাগ্‌বৈ গায়ত্রীতি। বাগ্বা ইদং সর্ব্বং ভূতং তস্মাৎ বাক্ শব্দরূপা সতী সর্ব্বংভূতং গায়তি শব্দয়তি অসৌ গৌরসাবশ্ব ইতি ত্রায়তে চ রক্ষত্যমুষ্মান্ন ভৈষীঃ কিংতে ভয়মুত্থিমিত্যাদি। সর্ব্বতো ময়ান্নিবর্ত্ত্যমানো বাচা ত্রাতঃ স্যাৎ যদ্বাগভূতং গায়তি ত্রায়তে চ গায়ত্র্যেব তদ্গায়তি চ বাচোঽনন্যত্বাৎ গায়ত্র্যা গানাত্ত্রানাচ্চ গায়ত্র্যা গায়ত্রীত্বং। যা বৈ সৈবং লক্ষণা সর্ব্বরূপা গায়ত্রী। ইয়ং বাব সা যেয়ং পৃথিবী। কথং পুনরিয়ং পৃথিবী গায়ত্রীত্যুচ্যতে। সর্ব্বভূতসম্বন্ধোঽস্যাং পৃথিব্যাং হি। যস্মাৎ সর্ব্বং স্থাবর জঙ্গমঞ্চ ভূতং প্রতিষ্ঠিত মেতামেব পৃথিবীং নাতিশীয়তে নাতিবর্ত্তত ইত্যেতৎ। যথা গানত্রানাভ্যাং ভূতসম্বন্ধো গায়ত্র্যা এবংভূত প্রতিষ্ঠানাদ্ভূতসম্বন্ধাদ্বা পৃথিবী অতো গায়ত্রী পৃথিবী। যা বৈ সা পৃথিবী গায়ত্রীয়ং বাব সা ইদমেব। তৎকিং যদিদমস্মিন্ পুরুষে কার্য্যকারণ সঙ্ঘাতে জীবতি শরীরং পার্থিবত্বাচ্ছরীরস্য কথং শরীরস্য গায়ত্রীত্ব মিত্যুচ্যতে। অস্মিন্ হীমে প্রাণা ভূত শব্দবাচ্যাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ। অন্তঃ পৃথিবীবৎ ভূতশব্দবাচ্য প্রাণ প্রতিষ্ঠানাচ্ছরীরং গায়ত্রী। এতদেব যস্মাচ্ছরীরং নাতিশীয়ন্তে প্রাণাঃ। যদ্বৈতৎপুরুষে শরীরং গায়ত্রীদং বাব

ছন্দে গ্রথিত এই জন্যই বেদসমূহ ছন্দ নামেও পরিচিত। এই মাত্রাত্মক সুপবিত্র ঋগ্বেদের মধ্যে শ্রীভগবান্ আপনাকে গায়ত্রীরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই গায়ত্রী বেদমাতারূপে পরিচিতা; ইনি সর্ব্বকলুষনাশিনী, দ্বিজাতিগণের পরম অবলম্বনীয়া, এবং আর্য্যজাতির জ্ঞান ও গৌরবের প্রকৃষ্ট নিদর্শন। সুপবিত্র ঋগ্বেদে তৃতীয় মণ্ডলে দ্বিষষ্টিতম সূক্তে গায়ত্রী মন্ত্রের প্রথম উল্লেখ পরিদৃষ্ট হয়। ইহা উক্তসূক্তের ১০ম মন্ত্র। আমরা এস্থলে উক্ত সূক্তের দশম একাদশ ও দ্বাদশ মন্ত্র উদ্ধৃত করিতেছি। এই মন্ত্রত্রয়ে বরণীয় সবিতা দেবতার উল্লেখ আছে।

তৎ। যদিদমস্মিন্নন্তর্ম্মধ্যে পুরুষে হৃদয়ং পুণ্ডরীকাক্ষ মেতদ্গায়ত্রী। কথমিত্যাহ অস্মিন্ হীমে প্রাণাঃ প্রতিষ্ঠিতা অতঃ শরীরবদ্গায়ত্রী হৃদয়ম্। এতদেব চ নাতিশীয়ন্তে প্রাণাঃ। প্রাণো হি পিতা। প্রাণো মাতা। অহিংসন্ সর্ব্বভূতানীতি শ্রুতেঃ। ভূতশব্দবাচ্যাঃ প্রাণাঃ। সৈষা চতুষ্পদা ষড়ক্ষরপাদা চ্ছন্দোরূপা সতী ভবতি গায়ত্রী ষড়্বিধা। বাগ্ভূতপৃথিবী শরীরহৃদয়প্রাণরূপা সতী ষড়্বিধা ভবতি। বাক্প্রাণয়ো রন্যার্থ নির্দ্দিষ্টয়োরপি গায়ত্রী প্রকারত্বং। অন্যথা ষড়্বিধসংখ্যাপূরণানুপপত্তেঃ। তদেতস্মিন্নর্থে এতদ্ গায়ত্র্যাখ্যং ব্রহ্ম গায়ত্র্যনুগতং গায়ত্র্যামুখেনোক্তং। ঋচাপি মন্ত্রেণাভ্যনুক্তং প্রকাশিতং। তাবানস্য গায়ত্র্যাখ্যস্য ব্রহ্মণঃ সমস্তস্য মহিমা বিভূতিবিস্তারঃ যাবাংশ্চতুষ্পাৎ ষড়বিধশ্চ ব্রহ্মণোঃ বিকারঃ পাদো গায়ত্রীতি ব্যাখ্যাতঃ। অতস্তস্মাদ্বিকারলক্ষণাৎ গায়ত্র্যাখ্যাদ্বাচারম্ভণমাত্রাত্ততো জ্যায়ান্মহত্তরশ্চ পরমার্থসত্যরূপো হবিকারঃ পুরুষঃ সর্ব্বপূরণাৎ পূরীশয়নাচ্চ। তস্যাস্যপাদঃ সর্ব্বা সর্ব্বাণি ভূতানি তেজাহবন্নাদীনি সস্থাবরজঙ্গমানি ত্রিপাৎ ত্রয়ঃপাদা অস্য সোহয়ং ত্রিপাৎ। ত্রিপাদমৃতং পুরুষাখ্যং সমস্তস্য গায়ত্র্যাত্মনো দিবি দ্যোতনবতি স্বাত্মন্যবস্থিত মিত্যর্থ ইতি॥ যদ্বৈতত্রিপাদমৃতং গায়ত্রীমুখেনোক্তং ব্রহ্মেতদ্দং বাব তদ্দিদমেব। তদেযাহয়ং প্রসিদ্ধো বহির্দ্ধা বহিঃপুরুষাদাকাশো ভৌতিকো যো বৈ স বহির্দ্ধা পুরুষাদাকাশ উক্তঃ। অয়ং বাব স যোহয় মন্তঃপুরুষে শরীর আকাশঃ। যো বৈ সোহন্তঃপুরুষঃ আকাশঃ অয়ং বাব স যোহয় মন্তর্হৃদয়ে পুণ্ডরীক আকাশঃ। কথমেকস্য সত আকাশস্য ত্রিধা ভেদ ইতি। উচ্যতে বাহ্যেন্দ্রিয়বিষয়ে জাগরিতস্থানে নভসি দুঃখবাহুল্যং দৃশ্যতে অতঃ শরীরে স্বপ্নস্থানভূতে মন্দতরং দুঃখং ভবতি। স্বপ্নান্ পশ্যতো হৃদয়স্থে পুনর্নভসি ন কঞ্চন কাময়তে ন কঞ্চন স্বপ্নং পশ্যতি। অতঃ সর্ব্বদুঃখনিবৃত্তিরূপ মাকাশং সুষুপ্তস্য স্থানং অতো যুক্ত মেকস্যাপি ত্রিধা ভেদানুব্যাখ্যানং। বহির্দ্ধা পুরুষাদারভ্যাকাশস্য হৃদয়ে সঙ্কোচকরণং চেতঃ সমাধানস্থানস্তুতয়ে। যথা ত্রয়াণামপি লোকানাং কুরুক্ষেত্রং বিশিষ্যতে। অর্দ্ধতস্ত কুরুক্ষেত্রমর্দ্ধতস্ত পৃথূদকমিতি তদ্বৎ। তদেতদ্ধার্দ্দাকাশাখ্যং ব্রহ্ম পূর্ণং সর্ব্বগতং ন হৃদয়মাত্র পরিচ্ছিন্নমিতি মন্তব্যং। যদ্যপি হৃদয়াকাশে চেতঃ সমাধীয়তে অপ্রবর্ত্তিন কুতশ্চিৎ প্রবর্ত্তিতুং শীলমস্যেতি অপ্রবর্ত্তিত তদনুচ্ছিত্তি ধর্ম্মকং। যথান্যানি ভূতানি পরিচ্ছিন্নান্যুচ্ছিত্তিধর্ম্মকানি ন তথা হার্দ্দংনভঃ পূর্ণমপ্রবর্ত্তিনী মনুচ্ছেদাত্মিকাং শ্রিয়ং বিভূতিং গুণফলাং লভতে দৃষ্টং। য এবং যথোক্তং পূর্ণ মপ্রবর্ত্তিগুণং ব্রহ্ম বেদ জানাতীহৈব জীবংস্তদ্ভাবং প্রতিপদ্যত ইত্যর্থঃ॥ ১—৯॥ ইহার ভাবার্থ যথা। ব্রহ্মবিদ্যার ফলোৎকর্ষসম্বন্ধে বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, এক্ষণে প্রকারান্তরে তাহাই কীর্ত্তন করা হইতেছে। গায়ত্রীর দ্বারা ও ব্রহ্মজ্ঞান

"তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ।১০। দেবস্য সবিতুর্বয়ং বাজয়ংতঃ পুরন্ধ্যা ভগস্য রাতি মীমহে । ১১ । দেবং নরং সবিতারং বিপ্রা যজ্ঞৈঃসুবৃক্তিভিঃ নমংস্যন্তি ধিয়েধিতাঃ ।১২।" এই গায়ত্রী মন্ত্রের ব্যাখ্যা ভগবান্ সায়নাচার্য্য লিখিয়াছেন । যথা, প্রচোদয়াৎ প্রেরয়তি তস্যসবিতুঃ প্রসবিতুর্দেবস্য দ্যোতমানস্য সূর্য্যস্য তৎ সর্ব্বৈ দৃশ্যমানতয়া প্রসিদ্ধং বরেণ্যং সর্ব্বৈঃ সংভাবনীয়ং ভর্গঃ পাপানাং তাপকং

লাভ করা যাইতে পারে। "ইহা এরূপ নহে" "ইহা এরূপ নহে" ইত্যাদি প্রণালিক্রমে বিচার ও মীমাংসাদ্বারা ক্রমশঃ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা সর্ব্ব সাধারণের পক্ষে কখনই আনায়াসসাধ্য নহে, গায়ত্রার উপাসনা দ্বারা ব্রহ্মবিদ্যার সাধনা করা শ্রেয়স্কর। ছন্দ নানা প্রকার তন্মধ্যে গায়ত্রীছন্দ ব্রহ্মজ্ঞান সাধনার প্রধান সহায়স্বরূপ বলিয়া সকলেই স্বীকার করেন। বৃহতী জগতী প্রভৃতি বহুবিধ ছন্দ বিদ্যমান আছে বটে, কিন্তু তন্মধ্যে কোনটীই গায়ত্রীর ন্যায় সর্ব্বব্যাপক নহে। সোমাহবনাদি কার্য্যে ও সকল প্রকার যজ্ঞে গায়ত্রীছন্দের প্রয়োজনীয়তা ও প্রাধান্য পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। এইজন্য গায়ত্রীকে সর্বব্যাপক ও বহুবিস্তৃত বলা হয়। ব্রাহ্মণ মাত্রেরই গায়ত্রী সারস্বরূপ ও সর্ব্বথা অবশ্যকরণীয়। মাতার ন্যায় গরীয়সী গায়ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য কোন ছন্দ গ্রহণ করিবার আবশ্যকতা নাই। কারণ কেহই গায়ত্রার অপেক্ষা গুরু ও শ্রেষ্ঠ নহে। গায়ত্রী অবলম্বনে যাঁহারাব্রহ্মলাভ করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের গৌরবের সীমা থাকে না। অতএব গায়ত্রীমুখেই ব্রহ্ম আরাধনা বিধেয়। বিশ্বের ভূত অর্থাৎ প্রাণিবর্গ এমন কি স্থাবরজঙ্গমাত্মক যাবতীয় পদার্থ গায়ত্রী স্বরূপ গায়ত্রীই শব্দরূপ এই শব্দরূপা গায়ত্রীর প্রভাবে "ইহা গো" "ইহা অশ্ব" প্রভৃতি সকলের পরিব্যক্তি হয়। এবং এই গায়ত্রী শব্দরূপে "ভয় কি. অমুকের ভয় করিও না" ইত্যাদি বিবিধ বাক্যে লোককে বিপদ ও ভয় হইতে ত্রাণ করিয়া থাকেন। যিনি গায়ককে ত্রাণ করেন, তাঁহারই নাম গায়ত্রা। ব্রহ্মাববোধের পক্ষে গায়ত্রীই প্রধান উপায় স্বরূপ। পূর্ব্বে গায়ত্রীকে সর্ব্বভূতরূপা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রত্যুত গায়ত্রী পৃথিবী স্বরূপ। ধারিত্রীর বক্ষে স্থাবর জঙ্গমাত্মক যে সকল ভূত পদার্থ বিদ্যমান রহিয়াছে, তৎসমস্তই গায়ত্রীকে আশ্রয় করিয়া আছে; তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া কোন বস্তুই তিষ্ঠিতে পারে না। যে হেতু গানকারী ভূতসমূহের ত্রাণকর্ত্রী, এই জন্য গায়ত্রীর সহিত ভূত সমূহের সম্বন্ধ। আধাররূপা পৃথিবীর সহিত ভূতসমূহের তথাবৎ সম্বন্ধ, এই জন্যই গায়ত্রাকে পৃথিবী বলা যাইতে পারে। এই পৃথিবীরূপা গায়ত্রী জীবগণের শরীর স্বরূপ। যেহেতু কার্য্যকারণ সঙ্ঘাতরূপদেহ বিবিধ পার্থিব উপাদানে গঠিত। কেন গায়ত্রাকে ভূতসমূহের শরীররূপে উল্লেখ করা হইতেছে, তদুত্তরে ইহাই বক্তব্য যে, ভূতসমূহের দেহান্তর্গত প্রাণ দেহকেই আশ্রয় করিয়া বিদ্যমান থাকেন। দেহের অপায় বা ধ্বংস হইলে তাহা বিদ্যমান থাকিতে পারে না; অতএব শরীরকেই গায়ত্রী বলা উচিত। এই জন্যই শরীরধারী প্রাণিগণকেও গায়ত্রী বলা যাইতে পারে। প্রাণিগণের দেহাভ্যন্তরে যে হৃদয় পুণ্ডরীক আছে তাহাও গায়ত্রী। কারণ সেই হৃদয়কে আশ্রয় করিয়া জীবের প্রাণ বর্ত্তমান থাকে। প্রাণসমূহ কখনই হৃদয়কে অতিক্রম করিয়া তিষ্ঠিতে পারে না। প্রাণই পিতাস্বরূপ এবং প্রাণই মাতাস্বরূপ। প্রাণ কোন ভূতেরই হিংসা করে না, ইহাই শ্রুতির তাৎ

তেজোমণ্ডলং ধীমহি।” পূর্ব্বোদ্ধৃত ঋঙ্‌মন্ত্রত্রয়ের বঙ্গানুবাদ যথা। যিনি আমাদিগের বুদ্ধিবৃত্তি প্রেরণ করেন, সবিতৃদেবের সেই বরণীয় তেজ আমরা ধ্যান করি। ১০। অন্নলাভ কামনায় আমরা স্তুতি সহকারে সবিতৃদেবের ও ভগদেবের নিকট অর্থ প্রার্থনা করিতেছি। ১১। কর্ম্মজ্ঞ ও ধীমান বিপ্রগণ যজ্ঞানুষ্ঠান ও সুমধুর স্তোত্র দ্বারা সবিতৃদেবতার পূজা করিয়া থাকেন। ১২। এই গায়ত্রী বা সাবিত্রী মন্ত্র যথানিয়মে গুরুর নিকট হইতে প্রাপ্ত হইলে দ্বিজশিশুগণ দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। গুরুর নিকট উপনয়নান্তে সাবিত্রী মন্ত্র লাভই বৈদিকী দীক্ষা ও দ্বিজগণের প্রধান সংস্কার। এই কারণে শ্রীভগবান্ আপনাকে ছন্দোবদ্ধঋক্‌সমূহের মধ্যে গায়ত্রীরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

পর্য্য। এস্থলে ভূতশব্দে প্রাণিই লক্ষিত। এই গায়ত্রীই চতুষ্পদা, প্রত্যেক পদ ষড়ক্ষরযুক্ত এবং ছন্দোরূপা ; এইরূপে তাঁহার ছয় প্রকার ভেদ আছে। যথা, বাক্য ভূত শরীর পৃথিবী হৃদয় প্রাণ। বাক্য ও প্রাণ ভিন্নার্থক হইলেও ইহারা গায়ত্রীবাচক। ব্রহ্মকেও গায়ত্রীর অনুগত বলিয়া জ্ঞান করা আবশ্যক। এই গায়ত্রী ঋঙ্‌ মন্ত্রবিশেষ দ্বারা প্রকাশিত। গায়ত্রীর চতুষ্পাদ ষড়ক্ষর পাদ এবং ষড়বিধ ভাবের কথা পূর্ব্বে যাহা কথিত হইয়াছে, তৎসমস্তই ব্রহ্মের মহিমা ও বিভূতি বিস্তার। এই বিকাররূপা গায়ত্রীর কথনারম্ভ মাত্রেই অধিকাররূপ ব্রহ্মের আবির্ভাব হইয়া থাকে ; সেই ব্রহ্ম পরমার্থপূরণসমর্থ, সত্যরূপ এবং অবিকার। তিনি পুর মধ্যে শয়ান,এবং গায়ত্রী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সর্ব্বভূত এবং অপ্‌তেজাদি পদার্থ পুঞ্জ এই ব্রহ্মপুরুষের পাদ স্বরূপ। তিনি তিনপাদ বিশিষ্ট, এইজন্য ত্রিপাদ নামে অভিহিত। সেই ত্রিপাদবিশিষ্ট পুরুষ গায়ত্র্যাখ্য ব্রহ্মের অমৃতস্বরূপ। দ্যোতনাত্মক স্বর্গে আত্মরূপে তাঁহার অবস্থান। গায়ত্রী মুখে যে ত্রিপাদ অমৃতের উল্লেখ আছে তাহাই ব্রহ্ম। বাহ্যাকাশ বহির্দ্ধানামক ব্রহ্মপুরুষের দ্বারা প্রকাশিত, এবং শরীরস্থ শারীরাকাশ সেই অন্তঃপুরুষ দ্বারা উদ্ভাসিত। অতএব সেই পুরুষকেই সর্ব্বময় জ্ঞান করিতে হইবে। হৃদয়পুণ্ডরীকে যে আকাশ আছে, তাহাও সেই ব্রহ্মস্বরূপ। একই আকাশ বাহ্য, শরীর ও আন্তরিক এই তিন ভাগে বিভক্ত। বাহেন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত ব্যাপার সমূহের জাগরণকালে মনের দুঃখাদির আতিশয্য পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে ; স্বপ্নাধিকৃত শরীরে দুঃখসমূহ অপরিস্ফুট ভাবে গোচরীভূত হয় ; সুষুপ্ত ব্যক্তির হৃদয়াকাশে কোনই কামনা বা আকিঞ্চন থাকে না। অতএব একই আকাশ অবস্থাভেদে ত্রিবিধ হইয়া থাকে। যেরূপ লোক মধ্যে কুরুক্ষেত্র বিশিষ্ট, সেইরূপ ভূতসমূহের মধ্যে আকাশই বিশেষ পদার্থ। সেই আকাশ সর্ব্বগত, এবং কেবল মাত্র হৃদয় দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নহে। হার্দ্দ-আকাশ অন্যান্য আকাশের ন্যায় পরিচ্ছেদশীল নহে। যিনি অপ্রবর্ত্তনশীল আকাশতত্ত্ব পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে অবগত হইতে পারেন, তিনিই পরমা গতি লাভ করেন ; এবং ব্রহ্মাববোধরূপ পরম ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

শতপথ ব্রাহ্মণেও গায়ত্রী সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ লিখিত আছে। এবং অন্যান্য বিবিধ শাস্ত্রে গায়ত্রীর বৃত্তান্ত ও মাহাত্ম্য বিস্তারিতরূপে কীর্ত্তিত হইয়াছে। তৎসমস্ত উদ্ধৃত করিতে হইলে এক প্রকাণ্ড পুস্তকের প্রয়োজন হয়।

শ্রীভগবান পুনরায় বলিতেছেন, দ্বাদশমাসপূর্ণ বৎসরের মধ্যে আমি মার্গশীর্ষ * অর্থাৎ অগ্রহায়ণ মাস। অগ্রহায়ণ মাসে রবিকরের প্রখরতা মন্দীভূত থাকে এবং শীতের আধিক্য না থাকায় দিবা ও রাত্রি সুস্নিগ্ধ ও প্রীতিজনক বলিয়া উপলব্ধ হয়। এই কালে শারদীয় জ্যোৎস্নালোকে বসুন্ধরা আলোকিতা থাকেন এবং এই অগ্রহায়ণ মাসে অথবা তাহার অচিরকালপূর্ব্বেই গোপিনীসঙ্গলোলুপ শ্রীনিবাসের রাসোৎসবে ভক্তবৃন্দের হৃদয় আনন্দে পুলকিত হয়। নাতিশীতোষ্ণ অগ্রহায়ণ মাস আর্য্যদিগের চিরদিনই বিবিধ আনন্দোৎসবের কাল। এই সময়ে গৃহস্থগণের সুপরিষ্কৃত অঙ্গন নবজাত স্বর্ণকান্তি ধান্যস্তূপে সুশোভিত হইয়া থাকে। এই সময়ে ধনী ও দরিদ্র তাবতেই নবান্নাদির অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। এই মাসে আর্য্যগণের পরলোকগত পিতৃপুরুষাদির বিবিধ উপচার সহকৃত শ্রাদ্ধাদি অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। বিশেষতঃ বৈদিককাল হইতে অনুষ্ঠীয়মান অষ্টকাদি পর্ব্বণ† অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণাষ্টমী হইতে আরব্ধ হইয়া থাকে। এই মাস দ্বাদশ মাসের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও প্রশস্ত, এই জন্যই ইহার নাম অগ্রহায়ণ হইয়াছে। হায়ণ শব্দের অর্থ বৎসর এবং অগ্র শব্দের অর্থ শ্রেষ্ঠ বা প্রথম। এই সকল কারণে শ্রীভগবান্ মাসসমূহের মধ্যে আপনাকে অগ্রহায়ণরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

শ্রীভগবান্ পুনরায় বলিতেছেন, ষড়্ঋতুর মধ্যে আমি বসন্ত ‡। এই

---

* মার্গশীর্ষ।—ইহার পর্য্যায় যথা। "সহামার্গাগ্রহায়ণিকাঃ'। (ইত্যমরঃ) হায়ণস্য অগ্রঃ অগ্রহায়ণঃ নিপাতনাৎ পরনিপাতনত্বঞ্চ। (অমরটীকায়াং ভরতঃ)। মৃগাশিরানক্ষত্রযুক্ত পৌর্ণমাসী যে মাসে থাকে, তাহাই মার্গশীর্ষ অর্থাৎ অগ্রহায়ণ।

† অষ্টকা। শ্রাদ্ধবিশেষ। পূপাষ্টকা মাংসাষ্টকা ও শাকাষ্টকা এই তিনপ্রকার। "যোর্দ্ধ্বমাগ্রহায়ন্যাস্তমিস্রাষ্টমী তামপূপাষ্টকেত্যাচক্ষতে।" (গোভিল গৃহ্যসূত্র তৃতীয় প্রপাঠক নবমখণ্ড ৬ সূত্র) অগ্রহায়ণমাসের পূর্ণিমার পর যে কৃষ্ণাষ্টমী তাহাই অপূপাষ্টকা। ইহাতে অপূপ অর্থাৎ পিষ্টক দ্বারা শ্রাদ্ধ করিতে হয়। "তৈষ্যাউর্দ্ধমষ্টম্যাং গৌঃ।" (গোভিল গৃহ্যসূত্র ৩ প্রঃ ৯খঃ ১৪ সূত্র) পৌষমাসের পূর্ণিমার পর কৃষ্ণাষ্টমীতে মাংসাষ্টকা। ইহাতে মাংসের দ্বারা শ্রাদ্ধ বিধেয়। মাংস দ্বারা শ্রাদ্ধ করিতে অক্ষম হইলে পায়সের দ্বারা করিবে। "ম্যাঘ্যামূর্দ্ধ মষ্টম্যাং স্থালীপাকঃ।" (গোভিল গৃহ্যসূত্র ৪ প্রঃ ৪খঃ ১৬ সূত্র) মাঘমাসের পূর্ণিমার পর কৃষ্ণাষ্টমীতে শাকাষ্টকা করিবে।

‡ বসন্ত।—ইহার পর্য্যায় যথা; পুষ্পসময়ঃ, সুরভী। (অমরঃ)। অন্যচ্চ "ঋতুরাজঃ পুষ্পমাসঃ কান্তঃকামসখস্তথা। পিকানন্দো মাধবশ্চ" (ইতি জটাধরঃ)।

ঋতুতে দক্ষিণবাহি মৃদুমন্দ মলয়ানিল প্রকৃতিপুঞ্জকে স্বাস্থ্য আনন্দ ও উৎসাহ বিতরণ করে। এই কালে বৃক্ষ গুল্ম ও বল্লরী সমূহ নবোদ্গত কিসলয় কুসুমাদি পরিশোভিত হইয়া বসুন্ধরাকে অতীব রমণীয়তা প্রদান করে। এবং সহকারাদির কুসুমগন্ধে দিগ্‌বলয় সৌগন্ধাকীর্ণ হইয়া থাকে। কোকিল কুল এই সময়ে পাদপশাখাপত্রান্তরালে অবস্থিত হইয়া সুললিত পঞ্চমতানে শ্রোতৃগণের হৃদয়ে সুধাধারা বর্ষণ করিতে থাকে। মকরন্দ গন্ধাকৃষ্ট ষট্‌পদ সমূহ সুমধুর গুঞ্জনশব্দ সহকারে কুসুমে কুসুমে বিচরণ করিতে থাকে। এই সময়ে নাতিশীতোষ্ণ বায়ু প্রবাহিত হইয়া রোগীকে রোগমুক্ত করে। এবংএই কালের নিত্যসঙ্গী ঘটনা সকল সম্মিলিত হইয়া যুবক যুবতীর হৃদয়ে আসঙ্গলিপ্সার উৎপাদন করে। এই সময়ে কবিগণের বর্ণনানুসারে বিরহী ও বিরহিণী প্রিয়সমাগমের নিমিত্ত উন্মত্ত ও ব্যাকুল হইয়া থকে। এই সকল বিবিধ কারণে বসন্তঋতু ঋতুরাজ নামে অভিহিত। এই ঋতুতে সমস্ত ভারতবর্ষ ব্যাপিয়া শ্রীকৃষ্ণের দোললীলা* ও বসন্তোৎসব† হইয়া থাকে। টীকাকার পূজ্যপাদ শ্রীমন্মধুসূদন সরস্বতী মহাশয় "বসন্তে ব্রাহ্মণ মুপনয়ীত" অর্থাৎ বসন্তকালে ব্রাহ্মণ বালকের উপনয়ন করাইবে ইত্যাদি কয়েকটি শাস্ত্রীয় বচন উদ্ধৃত করিয়া বসন্তের প্রাধান্য কীর্ত্তন করিয়াছেন ॥ ৩৫ ॥

---

* দোল।—শ্রীকৃষ্ণের পর্ব্ববিশেষ। "বিশেষতঃ কলিযুগে দোলোৎসবো বিধীয়তে। ফাল্গুণে চ চতুর্দ্দশ্যা মষ্টমে যামসংজ্ঞকে। অথবা পৌর্ণমাস্যান্ত প্রতিপৎসন্ধিসম্মিতৌ। পূজয়েদ্বিধিবদ্ ভক্ত্যা ফল্গুচূর্ণৈ শ্চতুর্ব্বিধৈঃ। সিতরক্তৈ র্গৌর পীতৈঃ কর্পূরাদিবিমিশ্রিতৈঃ। হরিদ্রাক্ষারযোগাচ্চ রঙ্গরম্যৈ র্ম্মনোহরৈঃ। অন্যৈর্ব্বা রঙ্গরম্যৈশ্চ প্রীণয়েৎ পরমেশ্বরং। একাদশ্যাং সমারভ্য পঞ্চম্যন্তং সমাপয়েৎ। পঞ্চাহানি ত্র্যহানি বা দোলোৎসবো বিধীয়তে। দক্ষিণাভিমুখং কৃষ্ণং দোলযানং সকৃন্নরাঃ। দৃষ্ট্বাপরাধনিচয়ৈ র্ম্মুক্তাস্তে নাত্রসংশয়ঃ।" (পদ্মপুরাণ পাতালখণ্ড) ইহার ভাবার্থ এই যে কলিযুগে দোলোৎসব কর্ত্তব্য। ফাল্গুণমাসের চতুর্দ্দশীর অষ্টম যামে অথবা প্রতিপদ্‌যুক্ত পূর্ণিমাতে চতুর্ব্বিধ ফল্গুচূর্ণের দ্বারা ভক্তির সহিত বিধিপূর্ব্বক শ্রীহরির পুজা করিবে। শুভ্র, লোহিত, গৌর, হরিদ্বর্ণ কর্পূরাদি মিশ্রিত রঙ্গচূর্ণ দ্বারা অথবা অন্যপ্রকার চূর্ণিকা দ্বারা শ্রীহরির প্রীতিসাধন করিবে। একাদশী তিথিতে আরম্ভ করিয়া পঞ্চমী পর্য্যন্ত একদিন দুইদিন বা তিনদিন ব্যাপিয়া দোলযাত্রা সমাপন করিবে। দোলযানারূঢ় দক্ষিণাভিমুখ শ্রীকৃষ্ণকে একবার মাত্র দর্শন করিলে মানবগণ সকল অপরাধভার হইতে মুক্ত হইয়া থাকে, এবিষয়ে কোনও সংশয় নাই।

† বসন্তোৎসব।—শ্রীহরির ভক্তগণের করণীয় উৎসব বিশেষ। ফাল্গুন মাসের পৌর্ণমাসীতে এই উৎসবের অনুষ্ঠান হয়। "এবং যঃ কুরুতে পার্থ শাস্ত্রোক্তং ফাল্গুনোৎসবং। মৎপ্রসাদাচ্চ সিদ্ধ্যন্তি তস্য সর্ব্বে মনোরথাঃ। বৃত্তে তুষারসময়ে সিতপঞ্চদশ্যাং প্রাতর্ব্বসন্তসময়ে সমুপস্থিতে

দ্যূতং ছলয়তামস্মি তেজ স্তেজস্বিনামহং।
জয়োঽস্মি ব্যবসায়োঽস্মি সত্ত্বং সত্ত্ববতামহং ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়।---ছলয়তাং (বঞ্চকানাং) দ্যূতং (পাশকং) অস্মি, অহং তেজস্বিনাং (প্রভাবশালিনাং) তেজঃ (প্রভাবঃ), [জেতৃনাং] জয়ঃ অস্মি, [ব্যবসায়িনাং] ব্যবসায়ঃ (উদ্যোগঃ অস্মি, অহং সত্ত্ববতাং (সাত্ত্বিকানাং) সত্ত্বং ॥ ৩৬ ॥

প্রতিশব্দ।—প্রবঞ্চকদিগের পাশাক্রীড়া হই, আমি তেজস্বিগণের তেজ, [জয়শীলগণের] জয় হই, [ব্যবসায়িগণের] উদ্যোগ হই, আমি সাত্ত্বিকগণের স্বত্ব ॥ ৩৬ ॥

ব্যাখ্যা।—আমি প্রবঞ্চনাকারিদিগের দ্যূতক্রীড়া, তেজস্বীগণের তেজ; আমিই বিজয়িগণের জয়, উৎসাহশীলগণের উদ্যোগ এবং সাত্ত্বিকগণের স্বত্ত্ব ॥ ৩৬ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—দ্যূতমিতি। দ্যূতমক্ষদেবনাদিলক্ষণং ছলয়তাং ছলস্য কর্ত্তৃণামস্মি, তেজস্বিনাং তেজোঽহং জয়োঽস্মি জেতৃণাং ব্যবসায়িনাং, সত্ত্বং সত্ত্ববতাং সাত্ত্বিকানামহং ॥ ৩৬ ॥

আনন্দগিরি।—দ্যূতমুক্তলক্ষণং সর্ব্বস্বাপহারকারণমন্যায়াপদেশেন পরাভিপ্রেতং নিয়তাং স্বাভিপ্রেতং বা সংপাদয়তামিত্যাহ ছলস্যেতি। তেজোঽপ্রতিহতাজ্ঞা উৎকর্ষোজয়ঃ ব্যবসায়ঃ ফলহেতুরুদ্যমঃ। ধর্ম্মজ্ঞানবৈরাগ্যাদি সত্ত্বকার্য্যং সত্ত্বং উশনাঃ ;শুক্রঃ কবিশব্দোঽত্র যৌগীকো ন রূঢ়ঃ পৌনরুক্ত্যাৎ ॥ ৩৬। ৩৭ ॥

রামানুজ।—ছলং কুর্ব্বতাং ছলাস্পদেষক্ষাদি লক্ষণ দ্যূতমহং জেতৃনাং জয়োঽস্মি ব্যবসায়িনাং ব্যবসায়োঽস্মি সত্ত্ববতাং সত্ত্বং মহামনস্ত্বং ॥ ৩৬ ॥

হনুমান্।—ছলয়তাংছন্মবৃত্তীনাং দ্যূত মস্মি জেতৃণাং জয়োঽস্মি ব্যবসায়িনাং ব্যবসায়োঽস্মি সত্ত্ববতাং সাত্ত্বিকানাং সত্ত্বমহমস্মি ॥ ৩৬ ॥

শ্রীধর।—দ্যূতমিতি ছলয়তামন্যোন্যবঞ্চনপরাণাং সম্বন্ধি দ্যূতমস্মি, তেজস্বিনাং

চ। সংপ্রাশ্য চূতকুসুমং সহ চন্দনেন সত্যংহি পার্থ পুরুষোঽব্দশতং সুখী স্যাৎ ॥" (হরিভক্তিবিলাস ১৪শ বিলাসঃ) ইহার ভাবার্থ যথা; হে পার্থ! যে ব্যক্তি শাস্ত্রোক্ত আমার বসন্তোৎসব অনুষ্ঠান করে, আমার প্রসাদে তাহার সমস্ত মনোরথ সিদ্ধ হয়। শীতকাল বিগত হইলে বসন্ত সময়ে পৌর্ণমাসীর প্রভাতে চন্দনাক্ত চূতকুসুম সেবন করিয়া মানব অধিকতর সুখ সৌভাগ্যশালী হইয়া থাকে।

প্রভাববতাং তেজঃ প্রভাবোঽস্মি; জেতৃণাং জয়োঽস্মি, ব্যবসায়িনামুদ্যমবতাং ব্যবসায় উদ্যমোঽস্মি, সত্ত্ববতাং সাত্ত্বিকানাং সত্ত্বমহং ॥ ৩৬ ॥

বলদেব।—ছলয়তাং মিথোবঞ্চনাং কুর্ব্বতাং সম্বন্ধি দ্যূতং সর্ব্বস্বহরমক্ষদেবনাদ্যহং। তেজস্বিনাং প্রভাববতাং সম্বন্ধি তেজঃ প্রভাবোঽহম্ জেতৃণাম্ সম্বন্ধী জয়োঽহম্। ব্যবসায়িনামুদ্যমিনাং সম্বন্ধী ব্যবসায়ঃ ফলবানুদ্যমোঽহম্। সত্ত্ববতাং বলিনাং সম্বন্ধী সত্ত্বং বলমহম্ ॥ ৩৬ ॥

মধুসূদন।—ছলয়তাং ছলস্য পরবঞ্চনস্য কর্ত্তৃণাং সম্বন্ধি দ্যূতমক্ষদেবনাদিলক্ষণং সর্ব্বস্বাপহারকারণমহমস্মি, তেজস্বিনামত্যুগ্রপ্রভাবানাং সম্বন্ধি তেজোঽপ্রতিহতাজ্ঞত্বমহমস্মি, জেতৃণাং পরাজিতাপেক্ষয়োৎকর্ষলক্ষণোজ্জয়োঽস্মি, ব্যবসায়িনাং ব্যবসায়ঃ ফলাব্যভিচার্য্যুদ্যমোঽহমস্মি, সত্ত্ববতাং সাত্ত্বিকানাং ধর্ম্মজ্ঞানবৈরাগ্যৈশ্বর্য্যলক্ষণং সত্ত্বকার্য্যমেবাত্র সত্ত্বমহম্ ॥ ৩৬ ॥

নীলকণ্ঠ।—ব্যবসায়ো নিশ্চয় উদ্যমো বা ॥ ৩৬ ॥

বিশ্বনাথ।—ছলয়তামন্যোন্যবঞ্চনপরাণাং সম্বন্ধি দ্যূতমস্মি জেতৃণাং জয়োঽস্মি ব্যবসায়িনামুদ্যমবতাং ব্যবসায়োঽস্মি সত্ত্ববতাং বলবতাং সত্ত্বং বল মস্মি ॥ ৩৬ ॥

তাৎপর্য্য।—পূর্ব্ববদ্বিভূতি বর্ণনা চলিতেছে। শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, বঞ্চনাকারীদিগের মধ্যে আমি দ্যূতস্বরূপ। সংসারে উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট সকল বস্তু ও সকল কার্য্যই ভগবদ্বিভূতি। তন্মধ্যে শ্রীভগবান্ কতকগুলি শ্রেষ্ঠ, প্রত্যক্ষ ও নিয়ত জ্ঞানগোচরীভূত কার্য্য বা পদার্থমাত্রকে নির্দ্ধারণপূর্ব্বক গীতাগ্রন্থে বিভূতিরূপে নির্দ্দেশ করিতেছেন। অক্ষদেবনাদি সহকারে যে দ্যূতক্রীড়া নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে, তাহা অতিশয় নিন্দিত ও অনুচিত কার্য্য। কারণ পরবঞ্চনা, পরস্বাপহরণ প্রভৃতি অসদভিসন্ধি প্রণোদিত হইয়া ক্রীড়াকারীগণ দ্যূতে নিযুক্ত হইয়া থাকেন। কিন্তু সেই ছলনামূলক কুকর্ম্মলিপ্তদিগের অন্তরে স্বাভিলাষ সিদ্ধির নিমিত্ত যে বাসনা, উদ্যোগ, আয়াস প্রভৃতি পরিদৃষ্ট হয়, তাহা শ্রীভগবান্ কর্ত্তৃকই উপজাত হইয়া থাকে। সাধুজনসেবিত পুণ্যানুষ্ঠানই হউক অথবা পরবিত্তলোলুপ অসাধুজনানুষ্ঠিত ঘৃণিত আচারই হউক, সর্ব্বত্র শ্রীভগবানের মহিমা নিত্য প্রকাশিত। এই শ্লোকেই কিঞ্চিৎ পরে শ্রীভগবদুক্তিতে এই কথা সুন্দররূপে মীমাংসিত হইয়াছে। অসংখ্য পাপাচরণ বিশ্বের চতুর্দ্দিকে সগর্ব্বে মস্তকোত্তোলন করিয়া বিকট হাস্য করিতেছে; অগণ্য নিন্দিত অনুষ্ঠান বসুন্ধরার সর্ব্বত্র পিশাচরের ন্যায় নৃত্য করিতেছে। তত্তাবতের অনেকের অনুষ্ঠান এতই ভয়াবহ যে তাহার স্মরণ ও চিন্তনে হৃদয় বিকম্পিত হয় ও মনুষ্য অবসন্ন হইয়া পড়ে।

সে সমস্তের তুলনায় ছলনামূলক দ্যূতক্রীড়া পবিত্র পুণ্যানুষ্ঠান রূপে পরিগণিত হইলেও হইতে পারে। তথাপি সেই সকল অতীব হেয় কার্য্যের উল্লেখ না করিয়া কেন ভগবান্ এস্থলে কেবল মাত্র দ্যূতের উল্লেখ করিলেন; ইহার তথ্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে সহজেই উপলব্ধ হয় যে, এসম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ অভিসন্ধি আছে। অনতিকাল পরে অর্জ্জুন দেখিতে পাইবেন, সংসারের যত কিছু কার্য্য, যত কিছু অকার্য্য, যত কিছু সৎ, যত কিছু অসৎ, সকলই ভগবন্মাহাত্ম্য দ্যোতক। ব্রহ্মাণ্ডেশ্বর বিশ্বরূপরূপ স্বরূপপ্রদর্শন দ্বারা অর্জ্জুনকে বুঝাইবেন, সৃষ্টি ও নাশ, পাপ ও পুণ্য, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, সকলই সেই ভগবদ্রূপসাগর হইতে সমুত্থিত হইয়া ছড়াইয়া পড়িতেছে। যে অক্ষক্রীড়া হইতে এই ভারত যুদ্ধের উদ্ভব হইয়াছে, যে অক্ষক্রীড়ার নিমিত্ত পাণ্ডবগণকে সহধর্ম্মিণী সহ বনবাসে ও অজ্ঞাতবাসে কালপাত করিতে হইয়াছে, যে অক্ষক্রীড়ানিবন্ধন অর্জ্জুনের সশরীরে স্বর্গগমন ও কিরাতরূপী মহাদবের সহিত যুদ্ধাদি ঘটিয়াছে এবং যে অক্ষক্রীড়ার ফলস্বরূপে আজ অষ্টাদশ অক্ষৌহিনী উদ্যতায়ুধসেনা জীবনত্যাগে সঙ্কল্প বদ্ধ হইয়া এই সমরাঙ্গনে সমবেত হইয়াছে, তাহারও মূল, তাহারও নিয়ামক পাণ্ডবদিগের পরম সুহৃৎ ও সহায় শ্রীকৃষ্ণরূপী সেই পরম পুরুষ। শকুনি, দুর্য্যোধন, দুঃশাসন প্রভৃতি সকলেই নিমিত্ত কারণ মাত্র, কার্য্যের প্রকৃত কর্ত্তা ক্রিয়াময়, সর্ব্বনিয়ন্তা শ্রীহরি। অর্জ্জুন অচির কাল মধ্যে এই পরম তত্ত্ব প্রত্যক্ষ দ্বারা উপলব্ধি করিবেন। শ্রীভগবান্ তাহারই সূচনাস্বরূপে যে সকল বিভূতি বর্ণনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তন্মধ্যে স্বকীয় সর্ব্বময়তার আভাষ দিবার অভিপ্রায়ে আপনাকে পাপ দ্যূতরূপে নির্দ্দেশ করিলেন।

শ্রীভগবান্ পুনরায় বলিতেছেন, আমি তেজস্বিদিগের তেজ। ভারত যুদ্ধের প্রাক্কালে, দ্যূতবিষয়ক উল্লেখের অব্যবহিত পরেই তেজের কথা উত্থাপন করিয়া শ্রীভগবান্ স্বকীয় মাহাত্ম্যের যথেষ্ট পরিচয় দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ভীষ্মদ্রোণাদি যোধবৃন্দ কৌরবপক্ষে অসীম তেজস্বিতা সহকারে বিপক্ষগণকে পরাভূত করিবার অভিপ্রায়ে ধনুষ্টঙ্কার ও শঙ্খধ্বনি করিতে করিতে দণ্ডায়মান; পক্ষান্তরে অমিততেজা ভীমার্জ্জুন প্রভৃতি অশেষ বলবীর্য্যসম্পন্ন শূরগণ বিজয়লক্ষ্মীকে আলিঙ্গন করিবার নিমিত্ত বদ্ধ পরিকর; কিন্তু তত্তাবৎ বীরগণের হৃদয়চুল্লীতে যে তেজবহ্নি প্রজ্জ্বলিত

রহিয়াছে, সে তেজ তাঁহাদিগের নিজস্ব ধন নহে, শ্রীভগবানের বাসনায় তাঁহারই আদেশ ও ব্যবস্থা ক্রমে তেজস্বিগণ স্বস্ব গুণ, কর্ম্ম, যোগ্যতানুসারে তাহা প্রাপ্ত হইয়াছেন। সৃষ্টি ও সংহার যাঁহার বাসনার অধীন, সিদ্ধি ও অসিদ্ধি যাঁহার ব্যবস্থানুগত, তেজের প্রদান ও প্রতিগ্রহণ সেই ভগবানেরই কার্য্য, এই জন্যই শ্রীভগবান্ এস্থলে আপনাকে তেজীয়ান্‌দিগের তেজরূপে উল্লেখ করিয়াছেন।

শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, বিজয়িদিগের মধ্যে আমি জয়। এই আরব্ধ প্রায় ভারত যুদ্ধে উভয় পক্ষই জয়াশায় উন্মত্ত, কিন্তু বিজয়লক্ষ্মী কাহার অঙ্কগত হইবেন তাহা এক্ষণে কে বলিতে পারে। শ্রীভগবান্ যাঁহাদিগের প্রতি সদয় দৃষ্টিপাত করিবেন, তাঁহারাই বিজয়ী হইবেন। জয়লাভ যোদ্ধাগণের সাধ্যায়ত্ত নহে। তাঁহারা স্ব স্ব রণদক্ষতা ও শৌর্য্যবীর্য্যের অহঙ্কারে স্ফীতবক্ষ হইয়া থাকিতে পারেন, এবং অনায়াসে অরাতি নিপাত করিয়া জয়োল্লাসে উৎফুল্ল হইবার আশায় প্রমত্ত হইতে পারেন; কিন্তু ভগবানের অনুকম্পা ব্যতীত তাঁহাদিগের আশা সফল হওয়া কখনই সম্ভবপর নহে। যাঁহারা ভগবানে নির্ভর করিতে জানেন, যাঁহারা স্ব স্ব ক্ষমতার অসারতা প্রণিধান করিতে শিখিয়াছেন, তাঁহারাই বুঝিয়াছেন অতি সামান্য ব্যাপারেও সফল মনোরথ হইতে হইলে, কেবল মাত্র ভগবানের করুণাই একমাত্র অবলম্বন। এইজন্য শ্রীভগবান্ আপনাকে জেতৃদিগের মধ্যে জয়রূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

শ্রীভগবান্ পুনরায় বলিতেছেন, আমি ব্যবসায়িদিগের মধ্যে উদ্যম। প্রবল উদ্যম সুদৃঢ় অধ্যবসায় এবং স্থায়ী একাগ্রতা ব্যতীত কোন কার্য্যেই সফল হইতে পারা যায় না। যুদ্ধাদি সমর ব্যাপারই হউক, বিদ্যা, যশ, কীর্ত্তি ও ধর্ম্ম অর্জ্জনাদি কার্য্যেই হউক, অথবা ক্রয়বিক্রয়াত্মক অনুষ্ঠানেই হউক, সর্ব্বত্র অব্যভিচারী উদ্যম একান্ত আবশ্যক। এই আরব্ধপ্রায় সমরে যে পক্ষের হৃদয়ে অদম্য, স্থির ও প্রগাঢ় উদ্যম আছে, যাঁহারা আরম্ভ হইতে সমাপ্তি পর্য্যন্ত কদাপি সেই অধ্যবসায় হইতে বিরত হইবেন না; যাঁহারা অবলম্বিত কর্ত্তব্য সাধনে কদাচ শিথিল বা পশ্চাৎপদ হইবেন না, ভগবানের অনুকম্পা ও কৃপাদৃষ্টি লাভ করিয়া নিশ্চয়ই তাঁহারা ধন্য হইবেন, এবং মনস্কামনার সফলতা হেতু পরমানন্দের অধিকারী হইবেন।

পণ্যজীবিদিগের মধ্যেও এই নিয়ম। তাঁহারা যদি অবলম্বিত ব্যবসায়ে কদাপি অমনোযোগী না হন এবং যে উদ্যম সহকারে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, শেষ পর্য্যন্ত ধারাবাহিকরূপে সেই উদ্যম ও অধ্যবসায়কে অবিচ্ছিন্ন সহচররূপে গ্রহণ করেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাঁহারা কৃতকার্য্যতারূপ মুকুটালঙ্কৃত হইয়া থাকেন। "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী" এই প্রবচন সম্পূর্ণ সত্যমূলক। প্রত্যুত একাগ্রচিত্ত হইলে অবলম্বিত কার্য্যে নিশ্চয়ই ভগবানের সহায়তা লাভ করা যায়; এবং বাসনা সংসিদ্ধিরূপ ফল লাভ ব্যবসায়ীর অবশ্যই ঘটে। এই জন্যই শ্রীভগবান্ আপনাকে ব্যবসায়িদিগের ব্যবসায়রূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

শ্রীভগবান্ পুনরায় বলিতেছেন, সত্ত্বগুণালম্বিত ধর্ম্মপ্রাণ লোকদিগের আমি সত্ত্ব। যে গুণ প্রভাবে মনুষ্য পরহিংসা বিবর্জ্জিত হইয়া সর্ব্বজীবে দয়া ও সমজ্ঞান করিয়া থাকে, যে গুণের প্রাবল্যে মনুষ্য বসুন্ধরার সর্ব্বত্র সাধুতা ও সৎকীর্ত্তি বিস্তার করে, যে গুণের প্ররোচনায় মানব পুণ্য ও ধর্ম্মানুষ্ঠানের পথ পরিত্যাগ করিয়া অন্য কোন পন্থা প্রাণান্তেও গ্রহণ করিতে চাহে না সেই গুণেরই নাম সত্ত্বগুণ। এই সত্ত্ব গুণের আধিক্য হইলে মনুষ্য ধর্ম্মৈশ্বর্য্যাদি পরিবেষ্টিত হইয়া রাজরাজেশ্বরের অপেক্ষাও শ্লাঘনীয় ও সম্মানিত হইয়া থাকে। সত্ত্বগুণান্বিত ব্যক্তির সকল কামনাই সিদ্ধ হয় এবং লৌকিক ও পারত্রিক যাবতীয় মঙ্গল তাঁহাকে আশ্রয় করে। এই সত্ত্বগুণ শ্রীভগবানের অনুকম্পা প্রভাবে সঞ্জাত হয় এবং তিনিই সত্ত্বগুণরূপে মানবহৃদয়ে বিরাজমান থাকেন। এইজন্যই এস্থলে শ্রীভগবান্ আপনাকে সত্ত্বগুণান্বিত ব্যক্তিগণের সত্ত্বরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

শ্রীভগবান্ এই শ্লোকের প্রথমে ছলনাকারিদিগের প্রসঙ্গ অবতারিত করিয়া সত্ত্বগুণান্বিত ব্যক্তিবর্গের প্রসঙ্গ উল্লেখ সহকারে শ্লোক সমাপ্ত করিয়াছেন। শ্লোক মধ্যে যে সকল বিভূতির উল্লেখ করিয়াছেন, তদালোচনায় ইহাই উপলব্ধ হয় যে, কুরুক্ষেত্র সমরাঙ্গনে যে বিষম ব্যাপার সংঘটিত হইতেছে, তাহারই আলেখ্য অর্জ্জুনের নয়ন সমক্ষে পরিস্থাপিত করাই ভগবানের অভিপ্রায়। ছলনায় যে বিষম ব্যাপারের সূত্রপাত হইয়াছে, অকারণ তেজস্বিতায় যাহার ধারা অবিচ্ছেদে চলিতেছে, জয় পরাজয়রূপ ভাবি পরিণামের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া যে কার্য্যের অনুসরণ হইতেছে এবং সুদৃঢ়

উদ্যম ও একান্ত অধ্যবসায় অবলম্বনে যে অনুষ্ঠানের সঙ্কল্প হইয়াছে, কেবল মাত্র সর্ব্বসদ্‌গুণের শীর্ষস্থানীয় সত্ত্বগুণের প্রাবল্যে তাহার পরিসমাপ্তি হইবে এবং জয়শ্রী তমোগুণান্বিতগণকে পরিহার করিয়া সত্ত্বগুণান্বিত মহাত্মাগণকে আলিঙ্গন প্রদান করিবেন। তমোগুণের আধার স্বরূপ দুর্য্যোধন দুঃশাসন প্রভৃতি যতই তেজের গর্ব্ব করুন. পরিণামে জয়লাভ করিবেন বলিয়া যতই আস্ফালন করিতে থাকুন, অবলম্বিত যুদ্ধ কার্য্যে যতই উদ্যম ও দৃঢ়তা সহকারে প্রবৃত্ত হউন, পরিণামে জয় পতাকা সত্ত্বগুণের অবতার স্বরূপ ধর্ম্মময় যুধিষ্ঠিরাদির মস্তকে উড্ডীয়মান হইবে। এই শ্লোকের এইরূপ গূঢ় আধ্যাত্মিক ভাব কোন কোন সিদ্ধ মহাপুরুষ ব্যাখ্যামুখে ব্যক্ত করিয়া থাকেন।

শ্লোকের শেষার্দ্ধে কেবলমাত্র জয়,ব্যবসায় ও সত্ত্বের কথা আছে। পূজ্যপাদ টীকা ও ভাষ্যকৃদ্‌ মহাত্মাগণ এই সকল স্থলে ক্রমান্বয়ে "জেতৃণাং" অর্থাৎ জয়ীদিগের মধ্যে "ব্যবসায়িনাং" অর্থাৎ ব্যবসায়ীদিগের মধ্যে "সত্ত্ববতাং" অর্থাৎ সত্ত্বগুণ বিশিষ্টদিগের মধ্যে, এই পদনিচয় উহ্যরূপে গ্রহণ করিয়াছেন।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্বলদেব ও বিশ্বনাথ সত্ত্ব শব্দের "বল"এইরূপ অর্থ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহাদের অভিপ্রায়ানুসারে ভগবান্ বলবানদিগের বল স্বরূপ, এইরূপ অর্থ হয়।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য সত্ত্ব শব্দের মহামনাঃ এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্রাঘবেন্দ্র যতি এই শ্লোকোপলক্ষে লিখিয়াছেন যে, কাপট্য আচরণকারী ব্যক্তিদিগের মধ্যে ভগবান্ দ্যূতস্বরূপ, প্রকাশকত্ব হেতু তিনি তেজস্বরূপ, জয়রূপ সার প্রদান হেতু তিনি জয়ীদিগের জয় স্বরূপ। ব্যবসায় অর্থাৎ নিশ্চয়। গীতায় ২য় অধ্যায়ে ৪১।৪৪ শ্লোকে এইরূপ অর্থে ব্যবসায় শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। নিশ্চয় ফলান্বেষীদিগকে সারধর্ম্ম প্রদান করেন বলিয়া ভগবান্ ব্যবসায় স্বরূপ; সত্ত্বগুণালম্বিতগণকে সত্ত্বরূপ সারধর্ম্ম প্রদান করেন বলিয়া তিনি সত্ত্ব॥ ৩৬॥

* * *

বৃষ্ণীনাং বাসুদেবোঽস্মি পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ।
মুনীনামপ্যহং ব্যাসঃ কবীনামুশনাঃ কবিঃ ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়।—বৃষ্ণীনাং (বৃষ্ণিবংশোদ্ভবানাং) বাসুদেবঃ অস্মি, পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ, অহং মুনীনাং অপি ব্যাসঃ, কবীনাং (শাস্ত্রদর্শিনাং) উশনাঃ (শুক্রঃ) কবিঃ ॥ ৩৭ ॥

প্রতিশব্দ।—বৃষ্ণিগণের বাসুদেব হই, পাণ্ডবগণের ধনঞ্জয়, এবং আমি মুনিদিগের বেদব্যাস, কবিদিগের শুক্রনামক কবি ॥ ৩৭ ॥

ব্যাখ্যা।—আমি বৃষ্ণিবংশের মধ্যে বাসুদেব কৃষ্ণ; পাণ্ডবগণের মধ্যে আমি মহাবীর পরমভক্ত ধনঞ্জয়; মুনিগণের মধ্যে আমি বেদব্যাস; এবং কবিদিগের মধ্যে আমি সর্ব্বশাস্ত্রদর্শী শুক্রাচার্য্য ॥ ৩৭ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—বৃষ্ণীনামিতি। বৃষ্ণীনাং যাদবানাং বাসুদেবোঽস্মি অয়মেবাহং ত্বৎসখা, পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়স্ত্বমেব, মুনীনাং মননশীলানাং সর্ব্বপদার্থজ্ঞানিনামপ্যহং ব্যাসঃ, কবীনাং ক্রান্তদর্শিনা মুশনাঃ কবিরস্মি ॥ ৩৭ ॥

রামানুজ।—বসুদেব সূনুত্বমত্র বিভূতিঃ অর্থান্তরাভাবাদেব পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়োঽহং মুনয়ো মননেনার্থ যাথাত্ম্যদর্শিনঃ তেষাং ব্যাসোঽহং কবয়ো বিপশ্চিতঃ ॥ ৩৭ ॥

হনুমান্।—বৃষ্ণীনাং বাসুদেবোঽস্মি মুনীনাং মননশীলানাং সকল পদার্থত্বে জ্ঞানিনাং কবীনাং ক্রান্তদর্শীনাং ॥ ৩৭ ॥

শ্রীধর।—বৃষ্ণীনামিতি। বাসুদেবো যোঽহং ত্বামুপদিশামি, ধনঞ্জয়স্ত্বমেব মদ্বিভূতিঃ, মুনীনাং বেদার্থমননশীলানাং বেদব্যাসোঽস্মি, কবীনাং শাস্ত্রদর্শিনামুশনা নাম কবিঃ শুক্রঃ ॥৩৭॥

বলদেব।—বৃষ্ণীনাং মধ্যে বাসুদেবো বসুদেবপুত্রঃ সঙ্কর্ষণোঽহং ন চ বাসুদেবঃ কৃষ্ণোঽহমিতি ব্যাখ্যেয়ং তস্য স্বয়ংরূপস্য বিভূতিত্বাযোগাৎ মহৎস্রষ্ট্রাদীনাং বামনকপিলাদীনাঞ্চ সাক্ষাদীশ্বরত্বেঽপি বিভূতিত্বেনোক্তিঃ স্বাংশাবতারত্বাত্তেন রূপেণ চিন্তাত্ববিবক্ষয়া বা যুজ্যতে স্বাংশত্বং চানভিব্যঞ্জিতসর্ব্বশক্তিত্বং বোধ্যং। পাণ্ডবানাং মধ্যে ধনঞ্জয়স্ত্বমহমস্মি। নরাবতারত্বেনান্যেভ্যঃ শ্রৈষ্ঠ্যাৎ। মুনীনাং বেদার্থমননপরাণাং মধ্যে ব্যাসো বাদরায়ণোঽহং মদবতারত্বেন তস্যান্যেভ্যঃ শ্রৈষ্ঠ্যাৎ। কবীনাং সূক্ষ্মার্থবিবেচকানাং মধ্যে উশনাঃ শুক্রোঽহং যঃ কবিরিতিখ্যাতঃ ॥ ৩৭ ॥

মধুসূদন।—সাক্ষাদীশ্বরস্যাপি বিভূতিমধ্যে পাঠস্তেন রূপেণ চিন্তনার্থ ইতি প্রাগেবোক্তং বৃষ্ণীনাং মধ্যে বাসুদেবো বসুদেবপুত্রত্বেন প্রসিদ্ধস্ত্বদুপদেষ্টায়মহং তথা পাণ্ডবানাং মধ্যে ধনঞ্জয়স্ত্বমেবাহং, মুনীনাং মননশীলানামপি মধ্যে বেদব্যাসোঽহং, কবীনাং ক্রান্তদর্শিনাং সূক্ষ্মার্থবিবেকিনাং মধ্যে উশনা কবিরিতি খ্যাতঃ শুক্রোঽহং ॥ ৩৭ ॥

নীলকণ্ঠ।—বৃষ্ণীনাং যাদবানাম্, উশনা শুক্রঃ ॥ ৩৭ ॥

বিশ্বনাথ।—বৃষ্ণীনাং মধ্যে বাসুদেবঃ বসুদেবো মৎপিতা মদ্বিভূতিঃ প্রজ্ঞাদিত্বাৎ স্বার্থিকেহন্। বৃষ্ণীনা মহমেবাসীত্যনুক্তেঃ অস্যান্যার্থতা নেষ্টা ॥ ৩৭ ॥

তাৎপর্য্য।—পূর্ব্ববৎ বিভূতি বর্ণনা চলিতেছে। শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, বৃষ্ণিবংশীয়গণের * মধ্যে বসুদেবাত্মজরূপে মানব কলেবরধারী অধুনা কুরুক্ষেত্র সমর প্রাঙ্গনে বিজয়াভিলাষপ্রমত্ত বীরপুঙ্গের মধ্যস্থ রথসারথীরূপে দণ্ডায়মান এবং তোমাকে পরমতত্ত্বোপদেশ প্রদাননিরত বাসুদেবরূপ আমিই আমার বিভূতি। বৃষ্ণিবংশ অতি সম্মানিত ; ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মা যযাতিনন্দন যদু হইতে সমারব্ধ। এইজন্য এ বংশ যাদব নামেও

---

* বৃষ্ণি বংশ।—"পরাশর উবাচ। অতঃপরং যযাতেঃ প্রথম পুত্রস্য যদোর্বংশমহং কথয়ামি। যত্রাশেষলোকনিবাসি মনুষ্যসিদ্ধ গন্ধর্ব্ব যক্ষ রাক্ষস গুহ্যক কিম্পুরুষাপ্সরউরগ বিহগ দৈত্যদানব দেবর্ষি দ্বিজর্ষি মুমুক্ষুভি ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষার্থিভি স্তৎফল লাভায় সদাভিষ্টুতা পরিচ্ছেদ্য মাহাত্ম্যেনাংশেন ভগবাননাদিনিধনো বিষ্ণুরবততার। অত্র শ্লোকঃ। যদোর্বংশং নরঃশ্রুত্বা সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে। যত্রাবতীর্ণং বিষ্ণ্বাখ্যং পরংব্রহ্ম নিরাকৃতি॥ সহস্রজিৎ—ক্রোষ্টু—নল—রঘু—সংজ্ঞা শ্চত্বারো যদুপুত্রা বভূবুঃ। সহস্রজিৎ পুত্রঃ শতজিৎ। তস্য হৈহয়—বেণু—হয়াস্ত্রয়ঃ পুত্রা বভূবুঃ। হৈহয়াৎ ধর্ম্মনেত্রঃ ততঃ কুন্তিঃ, কুন্তেঃ সাহজ্ঞিঃ তত্তনয়ো মহিষ্মান্ তস্মাৎ ভদ্রশ্রেণ্যঃ ততো দুর্দমঃ তস্মাৎ ধনকঃ ধনকস্য কৃতবীর্য্য—কৃতাগ্নি—কৃতবর্ম্ম-কৃতৌজস শ্চত্বারো পুত্রাঃ। কৃতবীর্য্যাদর্জ্জুনঃ সপ্তদ্বীপপতির্বাহুসহস্রী জজ্ঞে।……তস্য পুত্রশতং, প্রধানাঃ পঞ্চপুত্রা বভূবুঃ, শূর শূরসেন বৃষণ—মধুধ্বজ—জয়ধ্বজ সংজ্ঞাঃ। জয়ধ্বজাৎ তালজঙ্ঘঃ পুত্রো হ্ভবৎ। তালজঙ্ঘস্য তালজঙ্ঘাখ্যং পুত্রশতমাসীৎ। যেষাং জ্যেষ্ঠো বীতিহোত্রঃ, তথান্যো ভরতঃ, ভরতাৎ বৃষস্সুজাতো চ। বৃষস্য পুত্রো মধুরভবৎ। তস্যাপি বৃষ্ণিপ্রমুখং পুত্রশত মাসীৎ। যতো বৃষ্ণিসংজ্ঞামেতৎ গোত্রমবাপ। মধুসংজ্ঞা হেতুশ্চ মধুরভবৎ। যাদবাশ্চ যদুনামোপলক্ষণাৎ।" (বিষ্ণুপুরাণ চতুর্থাংশ ১১ শ অধ্যায় ১—৭ শ্লোক) ইহার ভাবার্থ যথা;—পরাশর কহিলেন, অতঃপর যযাতির প্রথম পুত্র যদুর বংশাবলি বর্ণন করিতেছি। বহুসংখ্যক মানব, সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস, গুহ্যক, কিম্পুরুষ, অপ্সর, উরগ, বিহগ, দৈত্য, দানব, দেবর্ষি, ব্রহ্মর্ষি প্রভৃতি ধর্ম্মার্থকামমোক্ষপ্রার্থীগণের বাসনা সিদ্ধির একমাত্র উপায়স্বরূপ, অপরিচ্ছিন্ন মাহাত্ম্যবিশিষ্ট জন্মমৃত্যুরহিত শ্রীভগবান্ অংশরূপে এই বংশে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এ বিষয়ে প্রচলিত শ্লোক যথা; যে বংশে স্বয়ং নিরাকার পরমব্রহ্ম বিষ্ণু আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সেই যদুবংশের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলে মনুষ্য সর্ব্বপাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকে। সহস্রজিৎ, ক্রোষ্টু, নল ও রঘু নামক যদুর চারিপুত্র হইয়াছিল।] সহস্রজিতের পুত্র শতজিৎ। শতজিতের হৈহয় বেণু ও হয় নামে তিন পুত্র জন্মে। হৈহয়ের পুত্র ধর্ম্মনেত্র ; ধর্ম্মনেত্রের পুত্র কুন্তি ; কুন্তির পুত্র সাহজ্ঞি ; সাহজ্ঞির পুত্র মহিষ্মান্ ; মহিষ্মানের পুত্র ভদ্রশ্রেণ্য ; ভদ্রশ্রেণ্যের পুত্র দুর্দম ; দুর্দমের পুত্র ধনক। ধনকের কৃতবীর্য্য, কৃতাগ্নি, কৃতবর্ম্ম, কৃতৌজস নামক চারিপুত্র হইয়াছিল। কৃতবীর্য্য হইতে সপ্তদ্বীপের অধীশ্বর সহস্র বাহুধর বিখ্যাত অর্জ্জুন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।……অর্জ্জুনের শত পুত্র হইয়াছিল। তন্মধ্যে শূর, শূরসেন, বৃষণ, মধুধ্বজ ও জয়ধ্বজ নামক পাঁচ পুত্রই প্রধান। এই জয়ধ্বজের পুত্র তালজঙ্ঘ। তালজঙ্ঘের ঐ তালজঙ্ঘ নামেই বিখ্যাত শত পুত্র হইয়াছিল ইহাদের

কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। এই বংশে প্রাদুর্ভূত মহিমান্বিত তেজস্বী পুরুষগণের অনেকেই সৎকীর্ত্তি দ্বারা ভূতলে পরম যশস্বী হইয়াছেন। স্বয়ং শ্রীমন্নারায়ণ এই বংশে অবতীর্ণ। এইজন্য তিনি বার্ষ্ণেয় বা বৃষ্ণিপ্রবীর নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। পাণ্ডবজননী কুন্তীদেবী বৃষ্ণিবংশের কন্যা। (৩য় অধ্যায় ৩৬ শ্লোকের তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য) স্বর্গমর্ত্ত চরাচরের যাবতীয় পদার্থ যাঁহার সৃষ্ট, যাঁহার অনুকম্পায় সকলে স্ব স্ব কর্ম্ম সাধনে বিনিযুক্ত, এবং যাঁহার ব্যবস্থায় নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম সাধনান্তে সকলেই নাশশীল; যিনি বিশ্বের সর্ব্বত্র অনুস্যূত এবং সর্ব্বত্র যাঁহার অনন্ত মহিমা ও অচিন্ত্যশক্তির পরিচয় দেদীপ্যমান, তিনিই প্রাণাধিক সুহৃদ ও একান্তানুরক্ত শিষ্যের মনস্তুষ্টির নিমিত্ত আপনাকেই আপনার বিভূতিরূপে নির্দ্দেশ করিতেছেন।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্বলদেব এস্থলে বসুদেবাত্মজ সঙ্কর্ষণদেবকে শ্রীভগবানের বিভূতি রূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে বসুদেবাত্মজ শ্রীহরির সহিত ভগবানের বিভূতির যোগ সম্ভবপর নহে।

টীকাকার পূজ্যপাদ শ্রীমদ্‌বিশ্বনাথ বাসুদেব অর্থে বসুদেবই লক্ষিত বলিয়া মনে করিয়াছেন। তাঁহার বিবেচনায় বসুদেব শব্দের উত্তর স্বার্থে অণ্‌ প্রত্যয় করিয়া বাসুদেব পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। তিনি আরও মনে করেন, এস্থলে "অহং" অর্থাৎ আমি পদের উল্লেখ না থাকায় অন্যরূপ অর্থ গ্রহণ করা অনাবশ্যক।

শ্রীভগবান্ পুনরায় বলিতেছেন, পাণ্ডবদিগের মধ্যে আমি ধনঞ্জয়। পাণ্ডবগণ সকলেই দেবকুমার ধর্ম্মপরায়ণ অমিত কীর্ত্তিশালী এবং প্রথিত-নামা। তন্মধ্যে তৃতীয়পাণ্ডব অর্জ্জুন দেবরাজ ইন্দ্রের পুত্র, এবং সশরীরে স্বর্গপুর পর্য্যন্ত পরিভ্রমণ করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছেন। তিনি কিরাতরূপী বিশ্বেশ্বরকে সমরে পরাজিত করিয়া পাশুপত অস্ত্র লাভ করিয়াছিলেন। এবং পিতার অনুকম্পায় অপিচ খাণ্ডবদাহন-কালে বিবিধ দিব্যাস্ত্র ও যুদ্ধোপকরণাদি লাভ করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। তিনি নরনারায়ণের অন্যতর, মানবরূপী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার অভিন্নহৃদয়

মধ্যে জ্যেষ্ঠের নাম বীতিহোত্র, এবং দ্বিতীয়ের নাম ভরত। ভরতের পুত্র বৃষ ও সুজাত; বৃষের পুত্র মধু। মধুর বৃষ্ণি প্রভৃতি শত পুত্র হইয়াছিল। সেই বৃষ্ণি হইতেই এই বংশ বৃষ্ণিবংশ নামে প্রসিদ্ধ। মধু হইতেই এই বংশের নাম মধুবংশ। এবং যদুবংশোৎপন্ন বলিয়া যাদব নামে প্রসিদ্ধ।

সুহৃদ্ ও একান্ত হিতচিকীর্ষু আত্মীয়। সেই শ্রীহরি এই মহাযুদ্ধে স্বয়ং তাহার রথ চালনার ভার গ্রহণ করিয়া অশ্ববলগা ও তাড়নী হস্তে সম্মুখে দণ্ডায়মান। যাঁহাকে দর্শনমাত্র সকল পাপের ক্ষয় হয়, যাঁহাকে স্মরণ ও চিন্তা করিলে মানবের সদ্‌গতি হয়, সেই শ্রীনিবাস অর্জ্জুনের সহিত সখ্যসূত্রে বদ্ধ; এবং শ্রীমুখারবিন্দ হইতে অনন্ত জ্ঞানের উৎসস্বরূপ পরম তত্ত্বোপদেশ প্রদানে বান্ধবের অশেষ সদ্‌গতি বিধানে বিনিযুক্ত। সুতরাং অর্জ্জুনের ন্যায় ভাগ্যবান পাণ্ডবগণের মধ্যে কেন, বসুন্ধরায় কুত্রাপি কেহ কখনও আবির্ভূত হন নাই। এই জন্যই শ্রীভগবান্ আপনাকে পাণ্ডবগণের মধ্যে অর্জ্জুনরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

শ্রীভগবান্ পুনরায় বলিতেছেন, যাঁহারা বেদাদি শাস্ত্র বিষয়ে মননশীল, যাহারা বেদাদির ধ্যানপরায়ণ সেই মুনিদিগের * মধ্যে আমি ব্যাস। ভগবান্ বাদরায়ণি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদসমূহের বিভাগকর্ত্তা, মহাভারতাদি ইতিহাস গ্রন্থের প্রণেতা, এবং বহুবিধ পুরাণাদির রচয়িতা। তিনি অশেষ তত্ত্বদর্শী মহর্ষি; এবং ভগবানের অবতাররূপে পরিচিত। বিষ্ণুপুরাণে কথিত আছে যে, "কৃষ্ণদ্বৈপায়নং ব্যাসং বিদ্ধি নারায়ণং প্রভুং। কোঽন্যো হি ভুবি মৈত্রেয় মহাভারতকৃদ্‌ভবেৎ॥" ইহার ভাবার্থ এই যে, হে মৈত্রেয়! কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসকে স্বয়ং নারায়ণ বলিয়া জানিবে। কারণ তিনি ভিন্ন অন্য কে বিশাল মহাভারত প্রস্তুত করিতে পারেন? (বিষ্ণুপুরাণ ৩য় অংশ চতুর্থ অধ্যায় ৫ম শ্লোক) অন্যান্য বহুপ্রামাণিক গ্রন্থেও ভগবান্ বেদব্যাসের বিস্তর মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। এই সকল কারণে এস্থলে শ্রীভগবান্ আপনাকে মুনিদিগের মধ্যে ব্যাসরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

শ্রীভগবান্ পুনরায় বলিতেছেন, শাস্ত্রার্থজ্ঞানসম্পন্ন সূক্ষ্মার্থদর্শী কবিদিগের মধ্যে আমি শুক্রাচার্য্য † নামাভিধেয় কবি। শুক্রাচার্য্য দৈত্য-

---

* মুনি।—গরুড় পুরাণে ব্রহ্মা বলিয়াছেন, "মুনিভিশ্চরিতাধর্ম্মা উক্তা ব্যাস ময়া তব। যৈ বিষ্ণুস্তুষ্যতে দেবঃ সুখাদিপরিভাবিকঃ। তর্পণেন চ হোমেন সন্ধ্যায়া বন্দনেন চ। প্রাপ্যতে ভগবান্ বিষ্ণু র্ধর্ম্মকামার্থমোক্ষদঃ। ধর্ম্মো বিষ্ণু র্ব্রতো বিষ্ণুঃ পূজা বিষ্ণুস্তু তর্পণং। হোমঃ সন্ধ্যা তথা ধ্যানং ধারণা সকলং হরিঃ॥" (গরুড় পুরাণ ২২৭ অধ্যায়) এই গীতা শাস্ত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৫৬ শ্লোকে শ্রীভগবান্ মুনির লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। উক্ত শ্লোকের তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য।

† শুক্র।—"শুক্রো দৈত্যগুরুঃ কাব্য উশনা ভার্গবঃ কবিঃ।" (অমরকোষ) শুক্রাচার্য্যের কন্যার নাম দেবযানী। এই কন্যার সহিত যযাতি রাজার বিবাহ হইয়াছিল। (১৪৯ পৃষ্ঠা টীপ্পনী দ্রষ্টব্য।)

গুরু, সর্ব্বশাস্ত্রদর্শী এবং মহামনস্বী। জ্ঞানের আতিশয্য হেতু তিনি কবি নামে প্রসিদ্ধ। বামন পুরাণে কথিত আছে, শুক্রাচার্য্য এক সময়ে দেবাদিদেবের বিরাগভাজন হইয়াছিলেন। মহাদেবের আদেশে গণপতি নন্দী দৈত্যগুরুকে শিবসন্নিধানে আনয়ন করিলে ক্রুদ্ধ মহাদেব তাঁহাকে স্বকীয় উদরস্থ করিয়াছিলেন। পরে দয়াপরবশ হইয়া তাঁহাকে স্বকীয় উপস্থ দ্বারপথে নিষ্ক্রান্ত করিয়াছিলেন। মহাদেবের জঠর প্রত্যাগত শুক্রাচার্য্য সর্ব্বজ্ঞ ও বিবেকজ্ঞান সম্পন্ন হইয়াছিলেন। ইহাতেই তাঁহার শুক্র নাম হইয়াছিল। এই জন্যই এস্থলে শ্রীভগবান্ আপনাকে কবিদিগের মধ্যে উশনারূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যাঁহারা ছন্দাদি নিবদ্ধ শ্লোকসমূহ রচনা করেন; সাধারণতঃ লোকে তাঁহাদিগকে কবি বলিয়া থাকে। কিন্তু বস্তুতঃ কবিশব্দের মূলার্থ সেরূপ নহে। যাঁহারা পণ্ডিত, যাঁহারা ধর্ম্মশাস্ত্রাদির মর্ম্মজ্ঞ, যাঁহারা ভগবানের স্তুতিপরায়ণ, তাঁহারাই প্রকৃত প্রস্তাবে পূর্ব্বকালে কবিনাম প্রাপ্ত হইতেন। ভগবান্ ব্রহ্মা পরম কবি নামে পরিচিত। কব্ ধাতু হইতে কবি পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। এই ধাতুর অর্থ স্তুতিকরণ। মহর্ষি বাল্মীকি প্রভৃতি ত্রিকালজ্ঞ দেবোপম ব্যক্তিগণ কবি নামে পরিচিত। মহর্ষি বাল্মীকি আদি কবি নামে সম্মানিত। ভগবান্ বাদরায়ণি বেদব্যাস কবিনামে জগন্মান্য। এসকল মহাপুরুষ জ্ঞানগিরিকল্প এবং অসীম শক্তি ও মাহাত্ম্য সম্পন্ন। ভগবান্ শুক্রাচার্য্যও এইরূপ সম্মানিত দেবতা। অধিকন্তু কবি তাঁহার নামান্তর ॥ ৩৭ ॥

——(ঃ০ঃ)——

দণ্ডো দময়তামস্মি নীতিরস্মি জিগীষতাং।
মৌনং চৈবাস্মি গুহ্যানাং জ্ঞানং জ্ঞানবতামহং ॥৩৮॥

অন্বয়।—অহং দময়তাং (দণ্ডকর্ত্তৄণাং) দণ্ডঃ অস্মি, জিগীষতাং (জেতুমিচ্ছতাং) নীতিঃ (সামাদ্যুপায়ঃ) অস্মি, গুহ্যানাং (গোপনীয়ানাং) মৌনং (বাচংযমত্বং) অস্মি, জ্ঞানবতাংচ জ্ঞানং ॥ ৩৮ ॥

প্রতিশব্দ।—আমি দণ্ডকারীগণের দণ্ড হই, জিগীষুগণের নীতি হই, গোপনীয় সমূহের মৌন হই এবং জ্ঞানীগণের জ্ঞান ॥ ৩৮ ॥

ব্যাখ্যা ।—আমি দণ্ডদাতা গণের দণ্ডস্বরূপ, বিজয়াভিলাষি ব্যক্তির আমি সামাদি উপায় ; গোপনীয় বিষয়ের মধ্যে আমি মৌন এবং জ্ঞানীগণের হৃদয়ে আমিই জ্ঞানরূপে অবস্থিত ॥ ৩৮ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—দণ্ড ইতি দণ্ডোদময়তাং দময়িতৄণামস্মি অদান্তানাং দমনকারণং, নীতি-রস্মি জিগীষতাং জেতুমিচ্ছতাং, মৌনঞ্চৈবাস্মি গুহ্যানাং, জ্ঞানং জ্ঞানবতামহং ॥৩৮ ॥

আনন্দগিরি—অদান্তানুৎপথান্ পথি প্রবর্ত্তয়তাং দণ্ডোহনুৎপথপ্রবৃত্তৌ নিগ্রহে হেতুরিত্যর্থঃ, নীতির্ন্যায়োধর্ম্মস্য জয়ঃ পাপস্য প্রণাশকঃ মৌনং বাচঃ সংযমস্ত্বমুত্তমা বা চতুর্থা-শ্রমবৃত্তিঃ শ্রবণাদিদ্বারা পরিপক্বসমাধিজন্যং সম্যগ্‌জ্ঞানং ॥ ৩৮ ॥

রামানুজ ।—নিয়মাতিক্রমণে দণ্ডং কুর্ব্বতাং দণ্ডোহহং বিজিগীষূণাং জয়োপায়ভূতা নীতিরস্মি গুহ্যানাং সম্বন্ধিষু গোপনেষু মৌন মস্মি জ্ঞানবতাং জ্ঞানং চাহং ॥ ৩৮ ॥

হনুমান্ ।—দময়িতৄণাং সম্বন্ধি দণ্ডোঽস্মি অদান্তানাং দমনকারণং জিগীষতাং জিগীষূণাং নীতিরস্মীতি ষাড়্‌গুণ্যং গুহ্যানাং গোপ্যানাং গুপ্তহেতু মৌন মস্মি ॥ ৩৮ ॥

শ্রীধর ।—দণ্ড ইতি। দময়তাং দমনকর্ত্তৄণাং সম্বন্ধী দণ্ডোহস্মি যেনাসংযতা অপি সংযতা ভবন্তি স দণ্ডো মদ্বিভূতিঃ, জেতুমিচ্ছতাং সম্বন্ধিনী সামাদ্যুপায়রূপা নীতিরস্মি,গুহ্যানাং গোপ্যানাং গোপনহেতুর্ম্মৌনবচনমস্মি, নহি তূষ্ণীং স্থিতস্যাভিপ্রায়ো জ্ঞায়তে, জ্ঞানবতাং তত্ত্বজ্ঞানিনাং যৎ জ্ঞানং তদহমস্মি ॥ ৩৮ ॥

বলদেব ।—দময়তাং দণ্ডকর্ত্তৃণাং সম্বন্ধী দণ্ডোহহং যেনোৎপথগাঃ সৎপথে চরন্তি স দণ্ডো মদ্বিভূতিরিত্যর্থঃ। জিগীষতাং জেতুমিচ্ছতাং সম্বন্ধিনী নীতির্ন্যায়োঽহং। গুহ্যানাং শ্রবণমননিদিধ্যাসনানাং মধ্যে মৌনমহং ফলাব্যবধানেন শ্রবণাদিভ্যাং তস্য শ্রৈষ্ঠ্যাৎ। জ্ঞান-বতাং পরাবরতত্ত্ববিদাং সম্বন্ধী তত্তদ্বিষয়কজ্ঞানমহং ॥ ৩৮ ॥

মধুসূদন ।—দময়তামদান্তানুৎপথান্ পথি প্রবর্ত্তয়তামুৎপথপ্রবৃত্তৌ নিগ্রহ হেতুর্দণ্ডো হহমস্মি, জিগীষতাং জেতুমিচ্ছতাং নীতির্ন্যায়োজয়োপায়স্য প্রকাশকোহহমস্মি, গুহ্যানাং গোপ্যানাং গোপনহেতুর্মৌনং বাচংযমত্বমহমস্মি, নহি তূষ্ণীং স্থিতস্যাভিপ্রায়ো জ্ঞায়তে। গুহ্যানাং গোপ্যানাং মধ্যে সম্যক্ সন্ন্যাসশ্রবণমননপূর্ব্বকমাত্মনোনিদিধ্যাসলক্ষণং মৌনং চাহমস্মি,জ্ঞানবতাং জ্ঞানিনাং যচ্ছ্রবণমনননিদিধ্যাসনপরিপাক প্রভবমদ্বিতীয়াত্মসাক্ষাৎকাররূপং সর্ব্বাজ্ঞানবিরোধিজ্ঞানং তদহমস্মি ॥ ৩৮ ॥

নীলকণ্ঠ ।—দময়তাং রাজাদীনাং দমনসাধনং দণ্ডোহহমস্মি, জিগীষতাং জেতুমিচ্ছতাং জয়সাধনং নীতিরস্মি, মৌনং বাচো নিগ্রহঃ ॥ ৩৮ ॥

বিশ্বনাথ ।—দমনকর্ত্তৃণাং সম্বন্ধী দণ্ডোহহং ॥ ৩৮ ॥

তাৎপর্য্য ।—পূর্ব্ববৎ বিভূতি বর্ণনা চলিতেছে। শ্রীভগবান্ বলিতে-ছেন, আমি দণ্ডধারিদিগের দণ্ড স্বরূপ। যে শাসন প্রভাবে বিপথগামী

উচ্ছৃঙ্খল মানবগণ সৎপথে আগমন করে; যে দণ্ড ভয়ে কাণ্ডজ্ঞানহীন জনগণ-পাপপন্থায় পরিভ্রমণ করিতে সঙ্কুচিত হয়; যে নিয়ম প্রভাবে ভ্রষ্টাচার ব্যক্তিবৃন্দ সমাজবন্ধন বিচ্ছিন্ন করিতে কুণ্ঠিত হয়, তাহাই ন্যায় ও ধর্ম্মজ্ঞান বিহিত দণ্ড। আমিই সে দণ্ডের প্রযোক্তা ও নিয়ামক। আমারই প্রতিষ্ঠিত নিয়ম প্রভাবে, আমারই অনুষ্ঠিত নীতির অনুসরণে ভূপাল বা প্রতাপান্বিত ব্যক্তিগণ মনুষ্য সমাজে পাপোচিত দণ্ডবিধানের প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। সুতরাং দণ্ডধারীগণের বিধান ক্রমে প্রযুক্ত দণ্ড আমারই বিভূতি বলিয়া জানিবে।

শ্রীভগবান্ পুনরায় বলিতেছেন, বিজয়াভিলাষিদিগের আমিই নীতি। যে উপায় প্রভাবে প্রতিদ্বন্দ্বীগণের মধ্যে এক পক্ষ জয়লাভ করিয়া থাকেন সেই উপায়ই নীতি। এই নীতি সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড :এই চারিভাগে বিভক্ত। পরস্পর বিজীগিষু প্রতিদ্বন্দ্বীদিগের মধ্যে একপক্ষ অপর পক্ষের অনেকের অথবা প্রধান প্রধান ব্যক্তিবিশেষের সহিত সমভাবে আত্মীয়তা স্থাপন পূর্ব্বক সমতুল্য ব্যবহার করিয়া যে ঘনিষ্টতা স্থাপন করেন, ও তদুপায়ে কার্য্যোদ্ধার করেন তাহার নাম সাম। বিপক্ষ পক্ষের ব্যক্তিবিশেষকে বা অনেককে যথেপ্সিত অর্থাদি সমর্পণ করিয়া বশতাপন্ন করার নাম দান-নীতি। প্রতিপক্ষের মধ্যে পরস্পর মনান্তর ও বিদ্বেষবুদ্ধি উৎপাদন করিয়া স্বকীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার নাম ভেদনীতি। অস্ত্রশস্ত্রাদি প্রয়োগে বাহুবলে বিপক্ষকে অধীন করার নাম দণ্ডনীতি। সময় ও অবস্থা বুঝিয়া চতুর নীতিজ্ঞেরা এই নীতি সমূহের প্রয়োগ করিয়া থাকেন। যে স্থানে সামের আবশ্যক, সে স্থানে ভেদের অনুসরণ করিলে অথবা যে স্থানে দানের আবশ্যক, সে স্থানে দণ্ডের বিধান করিলে কুনীতির প্রয়োগ করা হয়। এতাদৃশ অবিজ্ঞ বিজীগিষু কখনই জয়শ্রীতে ভূষিত হইতে পারেন না। “সাম দানঞ্চ ভেদশ্চ দণ্ডশ্চেতি চতুষ্টয়ং। জ্ঞাত্বোপায়াংস্তু তৎস্থানে তানুপায়ান্ প্রযোজয়েৎ। সাম্নস্তুবিষয়ে ভেদো মধ্যমঃ পরিকীর্ত্তিতঃ। দানস্য বিষয়ে দণ্ডো হ্যধমঃ পরিকীর্ত্তিতঃ। সাম্নস্তু গোচরে দণ্ডো হ্যধমাদধমঃ স্মৃতঃ। সৌজন্যং সততং জ্ঞেয়ং ভূভৃতো ভেদদণ্ডয়োঃ। সাম্নো দানস্য চ তথা সৌজন্যং যাতি গোচরে॥” যে নীতি প্রভাবে বিজয়ীগণ জয়লাভ করিয়া থাকেন, সে নীতি আমারই বিভূতি বলিয়া জানিবে।

শ্রীভগবান্ পুনরায় বলিতেছেন, গুহ্যদিগের আমি মৌনস্বরূপ। যাঁহারা ভগবন্নিষ্ঠা পরায়ণতা হেতু অলীক অসার বৈষয়িক কথোপকথনে বিরত হইয়া মৌনভাব অবলম্বন করিয়াছেন, যাঁহারা জ্ঞানের প্রাবল্যে ভগবদর্পিত-চিত্ত হইয়া বাহ্য ভাষণাদি বিরত হইয়াছেন, যাঁহারা ধ্যান ধারণাদির পরিপাকান্তে সমাধিস্থ হইয়া বাগিন্দ্রিয়ের ব্যবহার পরিহার করিয়াছেন, আমি তত্তাবতের মৌনভাব স্বরূপ। তাঁহাদিগের মৌনভাব কোন কাল্পনিক অনুষ্ঠানের সহায় নহে, কোন জঘন্য উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায় নহে, কোন হীন আচরণের অনুকুল নহে। তাঁহাদিগের সে মৌন ভাব মহদুদ্দেশ্যের ফল স্বরূপ, হৃদয় জাত মহৎভাবের পরিণাম স্বরূপ। সুতরাং তাঁহাদিগের সেই মৌন আমারই বিভূতি বলিয়া জানিবে। কিন্তু যে স্থলে ভণ্ডব্যক্তি দুরভিসন্ধি সাধনার নিমিত্ত বাঙ্নিরোধ করিয়া থাকে, যে স্থানে গোপনে দুর্ব্বৃত্ততা সিদ্ধির বাসনায় পাপিষ্ঠগণ মৌনভাব অবলম্বন করে, তাহাদিগের সে মৌনভাব এস্থলে লক্ষিত নহে।

শ্রীভগবান্ পুনরায় বলিতেছেন, জ্ঞানীগণের আমিই জ্ঞান। শ্রবণ মননাদির পরিপাকান্তে হৃদয় মধ্যে যে ব্রহ্মজ্ঞানের উদ্ভব হয়, বিহিত গুরূপদেশ শ্রবণ, নিয়ত সদাচারানুষ্ঠান, নিষ্কামকর্ম্ম সাধন, অবিচলিত ভাবে যমনিয়মাদির পালন ইত্যাদি বহুবিধ কার্য্যের পরিণাম স্বরূপে জ্ঞানের উদয় হয়। সেই ব্রহ্মাববোধরূপ পরম জ্ঞান আমারই বিভূতি বলিয়া জানিবে ॥ ৩৮ ॥

———(:*:)———

যচ্চাপি সর্ব্বভুতানাং বীজং তদহমর্জ্জুন!।
ন তদস্তি বিনা যৎ স্যান্ময়া ভুতং চরাচরং ॥ ৩৯ ॥

অন্বয়।—হে অর্জ্জুন! যৎ চ অপি সর্ব্বভুতানাং বীজং (প্ররোহ-হেতুঃ) তৎ অহং, ময়া বিনা যৎস্যাৎ (ভবেৎ) তৎ চরাচরং (স্থাবর-জঙ্গমাত্মকং) ভূতং ন অস্তি (বিদ্যতে) ॥ ৩৯ ॥

প্রতিশব্দ।—হে অর্জ্জুন! যাহাই সমস্ত-ভূতের বীজ, তাহা আমি; আমা বিনা যাহা হয়, সেই চরাচর ভূত বিদ্যমান নাই ॥ ৩৯ ॥

ব্যাখ্যা।—হে অর্জ্জুন! সমস্ত ভূতের যাহা বীজস্বরূপ তাহা আমিই; এমন স্থাবর জঙ্গমাদি কোন বস্তুই নাই, যাহাতে আমার অস্তিত্ব নাই॥ ৩৯॥

শঙ্করাচার্য্য।—যচ্চাপীতি। যচ্চাপি সর্ব্বভূতানাং বীজং প্ররোহকারণং তদহমর্জ্জুন! প্রকরণোপসংহারার্থং বিভূতিসংক্ষেপমাহ ন তদস্তি ভূতং চরাচরং বা ময়া বিনা যৎ স্যাদ্ভবে ন্ময়াপকৃষ্টং পরিত্যক্তং নিরাত্মকং শূন্যং হি তৎ স্যাদতো মদাত্মকং সর্ব্বমিত্যর্থঃ॥ ৩৯॥

আনন্দগিরি।—জাড্যমাত্রপ্রতিবিম্বিতং চৈতন্যং বীজং কিমিতি স্থাবরং জঙ্গমং বা ত্বদতিরেকেণ ন ভবতি তত্রাহ ময়েতি। তস্যাপি স্বরূপেণ সত্ত্বমাশঙ্ক্যোক্তং শূন্যং হীতি। আত্মনোঽপকর্ষাদিত্যর্থঃ ময়ৈব সচ্চিদানন্দস্বরূপেণ সর্ব্বস্য সিদ্ধেরিত্যতঃশব্দার্থঃ॥ ৩৯॥

রামানুজ।—সর্ব্বভূতানাংসর্ব্বাবস্থাবস্থিতানাং তত্তবদস্থাবীজভূতং প্রতীয়মানমপ্রতীয়মানং চ যত্তদহমেব চরাচরসর্ব্বভূতজাতং ময়া আত্মতয়াবস্থিতেন বিনা যৎস্যাৎ নতদস্তি“অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ”ইতি প্রক্রমাৎ “নতদস্তি বিনা যৎস্যাৎ ময়া ভূতং চরাচরং” ইত্যত্রাপ্যাত্মতয়াবস্থানমেব বিবক্ষিতং। সর্ব্ববস্তুজাতং সর্ব্বাবস্থং ময়াত্মভূতেন যুক্তং স্যাদিত্যর্থঃ। অনেন সর্ব্বস্যাস্য সামানাধিকরণ্যনির্দ্দেশস্যাত্মতয়াবস্থিতিরেব হেতুরিতি প্রকটয়তি॥ ৩৯॥

হনুমান্।—বীজং প্ররোহকারণং নতদিতি সংক্ষেপমাহ ময়া বিনা যৎ স্যাচ্চরাচরং তদহমস্মি॥ ৩৯। ৪০॥

শ্রীধর।—যচ্চাপীতি। যদপি সর্ব্বভূতানাং বীজং প্ররোহকারণং তদহং, তত্র হেতুঃ ময়া বিনা যৎ স্যাৎ ভবেৎ তচ্চরমচরং বা ভূতং নাস্ত্যেবেতি॥ ৩৯॥

বলদেব।—যচ্চ সর্ব্বভূতানাং বীজং প্ররোহকারণং তদপ্যহং তত্র হেতুন তদিতি। ময়া সর্ব্বশক্তিমতা পরেশেন বিনা যচ্চরমচরঞ্চ ভূতং তত্ত্বং স্যাত্তন্নাস্তি মৃষৈবেত্যর্থঃ॥ ৩৯॥

মধুসূদন।—যদপি চ সর্ব্বভূতানাং প্ররোহকারণং বীজং তন্মায়োপাধিকাং চৈতন্যমহমেব হে অর্জ্জুন! ময়া বিনা যৎ স্যাদ্ভবেচ্চরমচরং বা ভূতং বস্তু তন্নাস্ত্যেব যতঃ সর্ব্বং মৎকার্য্যমেবেত্যর্থঃ॥ ৩৯॥

নীলকণ্ঠ।—সর্ব্বভূতানাং বীজমিত্যনেন সর্ব্বভূতানি মদ্বিভূতিরিতি দর্শিতম্, তদেবোপপাদয়তি ন তদস্তীতি ময়া বিনা ভূতং কিমপি নাস্তি উপাদেয়স্য উপাদানমন্তরেণ স্থিত্যাসম্ভবাৎ॥ ৩৯।

বিশ্বনাথ।—বীজং প্ররোহকারণং যত্তদহমস্মি তত্র হেতুঃ ময়া বিনা যৎস্যাচ্চরমচরং বা তন্নৈবাস্তি মিথ্যৈবেত্যর্থঃ॥ ৩৯॥

তাৎপর্য্য।—শ্রীভগবান্ বর্ত্তমান শ্লোক হইতে বিভূতি বর্ণনার উপসংহার করিয়া আনিতেছেন। তিনি পূর্ব্বে বলিয়াছেন, “অহং সর্ব্বস্য প্রভবঃ” (১০ অধ্যায় ৮ শ্লোক) অর্থাৎ আমিই সকলের উৎপত্তি স্থান। এক্ষণে সমা-

লোচ্য শ্লোকে তিনি বলিতেছেন, যে আমিই সকলের বীজ। পল্লবশাখাকুসুমাদি পরিবৃত যে বিশাল মহীরুহ শোভা পাইয়া থাকে, তাহার অস্তিত্ব বীজ বিশেষের মধ্যেই নিহিত ছিল। যে গুণধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়া লতা গুল্ম পাদপাদি স্ব স্ব কার্য্য সাধন করিতেছে, তত্তজ্জাতীয় বীজই তাহার প্রেরক। শ্রীহরি কেবল যে সকলের উদ্ভব স্থান এমন নহে। প্রত্যুত তাঁহারই তেজোশক্তি লইয়া, বিভূতি ঐশ্বর্য্য লইয়া, জগতে সকল বস্তু বিরাজ করিতেছে। এ স্থলে শ্রীভগবান্ আপনাকে বীজরূপে নির্দ্দেশ করায় ইহাই উপপন্ন হইতেছে যে, সংসারের যাবতীয় বস্তু তাঁহারই শক্তিতে শক্তিমান, তাঁহারই গুণানুসারে স্বকার্য্য সাধনে সক্ষম, এবং তাঁহারই প্রকৃতির কণিকা মাত্র প্রাপ্ত হইয়া বিদ্যমান। এই চরাচরে যাহাতে শ্রীভগবান্ নাই অর্থাৎ বীজরূপে ভগবানের সত্ত্বা যে বস্তুতে নাই, তাহা জগতে থাকিতে পারে না। বাস্তবিক কল্পনাবলেও ঈশ্বরের শক্তিবিবর্জ্জিত কোন বস্তুর সত্ত্বা মনে ধারণা করা যায় না। যাহাতে ভগবান্ নাই এমন কোন বস্তুই নাই। পূতিগন্ধ পরিপূরিত ন্যক্কারজনক স্থানাবস্থিত কৃমি হইতে তেজঃপুঞ্জ জ্ঞানসম্পদ্‌সম্পন্ন মহর্ষি পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র সেই বিশ্বনিযন্তা পরম কারুণিক শ্রীভগবানের বিদ্যমানতা সুস্পষ্ট রূপে প্রতীত হইতেছে। সাগর তীরস্থিত বেলা ভূমির অসংখ্য বালুকা কণা হইতে চিরতুহিনসমাচ্ছন্ন অভ্রঙ্কষ হিমাদ্রি পর্য্যন্ত প্রত্যেক স্থানেই সেই মহামহিমময় মহেশ্বরের অস্তিত্বের সুস্পষ্ট নিদর্শন পরিদৃশ্যমান হইতেছে। তাঁহার আশ্রয় ও অবলম্বন ব্যতীত চেতনাচেতন কোন বস্তু ক্ষণকালও তিষ্ঠিতে পারে না। তিনি আছেন বলিয়াই চন্দ্র সূর্য্য নভোমণ্ডলে বিরাজ করিতেছে, অগণ্য হীরকখণ্ড বক্ষে ধারণ করিয়া রজনী শোভা ছড়াইতেছে; বিশাল সাগরোর্ম্মি সৈকত ভূমিতে নৃত্য করিতেছে; নির্ঝরিণী শৈলবক্ষ বিদার করিয়া কুলু কুলু ধ্বনি করিতে করিতে প্রধাবিত হইতেছে। এবং দেব ও মানব, তির্য্যক্ ও উরগ সকলেই স্ব স্ব কর্ম্ম সাধনে বিনিযুক্ত রহিয়াছে। বীজরূপে ভগবান্ হরি সকলেরই মূল ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, এবং সকলকেই নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মসাধনে নিযুক্ত করিয়াছেন। তিনি এক হইলেও অসংখ্য, নিরাকার হইলেও বহু-আকার সম্পন্ন এবং নিষ্ক্রিয় হইলেও বহুতর ক্রিয়াশীল। একই বীজ হইতে একই বৃক্ষ উৎপন্ন

হয়। এবং একজাতীয় বহুবীজ হইতে একজাতীয় বহু বৃক্ষের উদ্ভব হয়। ভগবান্ এক হইলেও চরাচরের বিভিন্ন ধর্ম্মাক্রান্ত বিভিন্ন ভাবসম্পন্ন এবং বিভিন্ন ক্রিয়াশীল ভূতপুঞ্জের বীজ স্বরূপ। সুতরাং তিনি এক হইলেও বহুবিধ। তিনি স্বয়ং নিরাকার ও নির্ব্বিকার হইলেও এই বিশ্বের যাবতীয় পদার্থ তাঁহারই সত্তা লইয়া বর্ত্তমান রহিয়াছে। সুতরাং সকলই তাঁহারই আকার ও তাঁহারই বিকার স্বরূপ। সংসারে স্থাবর অস্থাবর চেতনাচেতন প্রত্যেক পদার্থই কোন না কোন ক্রিয়ায় নিযুক্ত। সেই কর্ম্ম সম্পাদিনী শক্তি তাঁহারা ভগবানের নিকটে প্রাপ্ত হইয়াছে। সুতরাং বলিতে হইবে, এসংসারের প্রত্যেক পদার্থই ভগবানের অনন্ত ক্রিয়াশীলতার পরিচায়ক ॥ ৩৯ ॥

* * *

নান্তোঽস্তি মম দিব্যানাং বিভূতীনাং পরন্তপ ।
এষতূদ্দেশতঃ প্রোক্তো বিভূতের্বিস্তরো ময়া ॥৪০॥

অন্বয়।—হে পরন্তপ! (শত্রুতাপন!) মম দিব্যানাং (অলৌকিকীনাং) বিভূতীনাং (ঐশ্বর্য্যাণাং) অন্তঃ ন অস্তি, এষ তু বিভূতেঃ (ঐশ্বর্য্যস্য) বিস্তরঃ ময়া উদ্দেশতঃ (সংক্ষেপেণ) প্রোক্তঃ (কথিতঃ) ॥ ৪০ ॥

প্রতিশব্দ।—হে শত্রুতাপন! আমার দিব্য বিভূতিসকলের অন্ত নাই, কিন্তু এই বিভূতির বিস্তার আমি সংক্ষেপে বলিলাম ॥ ৪০ ॥

ব্যাখ্যা।—হে শত্রুতাপন! আমার অনন্ত দিব্যবিভূতির অন্ত নাই। তবে কেবল মাত্র সংক্ষেপে আমি তোমার নিকট অনন্ত বিভূতির বিষয় কীর্ত্তন করিলাম ॥ ৪০ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—নান্তোঽস্তীতি। নান্তোঽস্তি মম দিব্যানাং বিভূতীনাং বিস্তরাণাং পরন্তপ! ন হীশ্বরস্য সর্ব্বাত্মনো দিব্যানাং বিভূতীনাং ইয়ত্তা শক্যা বক্তুং জ্ঞাতুং বা কেনচিৎ, এষ তূদ্দেশতএকদেশেন প্রোক্তো বিভূতের্বিস্তরো ময়া ॥ ৪০ ॥

আনন্দগিরি।—দিব্যানাং বিভূতীনাং পরিমিতত্বশঙ্কাং বারয়তি নেত্যাদিনা। তদেবোপপাদয়তি. ন হীতি। কথং তর্হি বিভূতের্বিস্তরোদর্শিত স্তত্রাহ এষত্বিতি ॥ ৪০ ॥

রামানুজ।—মম দিব্যানাং কল্যাণীনাং বিভূতীনামন্তো নাস্তি এষতু বিভূতে র্বিস্তরো ময়া কৈশ্চিদুপাধিভিঃ সংক্ষেপতঃ প্রোক্তঃ ॥ ৪০ ॥

শ্রীধর।—প্রকরণার্থমুপসংহরতি নান্তোঽস্তীতি। অনন্তত্বাদ্বিভূতীনাং তাঃ সাকল্যেন বক্তুং ন শক্যন্তে, এষ তু বিভূতিবিস্তর উদ্দেশতঃ সংক্ষেপতঃ প্রোক্তঃ ॥ ৪০ ॥

বলদেব।—প্রকরণমুপসংহরতি। নান্তোঽস্তীতি বিস্তরো বিস্তারঃ উদ্দেশত একদেশেন প্রোক্তঃ ॥ ৪০ ॥

মধুসূদন।—প্রকরণার্থমুপসংহরন্ সংক্ষিপতি হে পরন্তপ! পরেষাং শত্রূণাং কামক্রোধলোভাদীনাং তাপজনক! মম দিব্যানাং বিভূতীনামন্ত ইয়ত্তা নাস্তি, অতঃ সর্ব্বজ্ঞেনাপি সা ন শক্যতে জ্ঞাতুং বা সন্মাত্রবিষয়ত্বাৎ সর্ব্বজ্ঞতায়াঃ, এষ তু স্বাং প্রত্যুদ্দেশত একদেশেন প্রোক্তো বিভূতের্ব্বিস্তারো ময়া ॥ ৪০ ॥

নীলকণ্ঠ।—নান্তোঽস্তীতি উদ্দেশতঃ একদেশেন বিভূতের্ব্বিস্তরো ময়া প্রোক্তঃ ॥ ৪০ ॥

বিশ্বনাথ।—প্রকরণ মুপসংহরতি নান্তোঽস্তীতি এষতু বিস্তারো বাহুল্যং উদ্দেশতো নামমাত্রত এব কৃতঃ ॥ ৪০ ॥

তাৎপর্য্য।—বিভূতি বর্ণনার উপসংহার হইতেছে। শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, হে অরিনিসূদন অর্জ্জুন! আমার বিভূতির অন্ত নাই। তোমার নিকট আমার বিস্তর বিভূতির একদেশ মাত্র ব্যক্ত করা হইল। যিনি স্থাবর জঙ্গমাত্মক প্রত্যেক পদার্থেই বিরাজমান, যাঁহার শক্তি অনন্ত, জ্ঞান অনন্ত, ক্রিয়া অনন্ত, ঐশ্বর্য্য অনন্ত, তাঁহার মহিমা বলিয়া শেষ করা সম্ভবপর নহে। সেই অনন্ত শক্তিমান্ পরমেশ্বরও স্বকীয় বিভূতির সম্যক্ বর্ণনা করিয়া উঠিতে পারিলেন না। প্রিয়শিষ্য ও অভিন্নসখা অর্জ্জুনের প্রার্থনায় স্বকীয় বিভূতির অংশমাত্র বর্ণনা করিয়াই তাঁহাকে নিরস্ত হইতে হইল। সঙ্কেত দ্বারা লোকে যেরূপ মনের ভাব অপরকে বুঝাইয়া দেয়, বহুস্থলে মনের ভাব কিয়দংশ বা বাক্য কিয়দংশ বা ঈঙ্গিত দ্বারা মানবেরা পরিব্যক্ত করে. তদ্রূপ শ্রীভগবান্ এস্থলে কিঞ্চিন্মাত্র বিভূতির বিষয় বাক্যে পরিব্যক্ত করিয়া অর্জ্জুনকে সমগ্র ব্যাপার বুঝিয়া লইবার ইঙ্গিত করিলেন। যাহা বলা হইয়াছে তাহা ভগবানের অপরিসীম কল্পনাতীত বিভূতির তুলনায় কিছুই নহে। কিন্তু বুদ্ধিমান তত্ত্বজ্ঞানলিপ্সু কর্ত্তব্য পরায়ণ ও ধর্ম্মশীল অর্জ্জুন সেই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র বর্ণনা শ্রবণে সমস্ত ব্যাপার হৃদয়ঙ্গম ও প্রণিধান করিতে পারিবেন বুঝিয়া শ্রীভগবান্ এই স্থানে অসম্ভবপর বিভূতি বর্ণনে ক্ষান্ত হইলেন ॥ ৪০ ॥

—(-:*:-)—

যদ্‌যদ্বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবং ॥ ৪১ ॥

অন্বয়।—বিভূতিমৎ (ঐশ্বর্য্যযুক্তং) শ্রীমৎ (লক্ষ্মীমৎ) ঊর্জ্জিতং (বলশালিনং) বা যৎ যৎ এব সত্ত্বং (পদার্থং) তৎ তৎ [পদার্থং] এব মম তেজোঽংশসম্ভবং (শক্ত্যংশসম্ভূতং) ত্বং অবগচ্ছ (জানীহি) ॥ ৪১ ॥

প্রতিশব্দ।—ঐশ্বর্য্যযুক্ত কান্তিমৎ বা বলশালি যে যে পদার্থ, সেই সেই [পদার্থই] আমার শক্তির-অংশ-সম্ভূত তুমি জানিও ॥ ৪১ ॥

ব্যাখ্যা।—ঐশ্বর্য্যশালী শ্রীমান্ এবং প্রভাবযুক্ত যে যে পদার্থ তুমি দেখিতে পাইবে, তাহাই আমার তেজের অংশসম্ভূত বলিয়া জানিবে ॥ ৪১ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—যদ্‌যদিতি। যৎ যল্লোকে বিভূতিমদ্বিভূতিযুক্তং সত্ত্বং বস্তুজাতং শ্রীমদূর্জিতমেব বা শ্রীঃ লক্ষ্মীঃ তয়া সহিতং উৎসাহোপেতং বা তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং জানীহি মমেশ্বরস্য তেজোঽংশসম্ভবং তেজোঽংশঃ একদেশঃ সম্ভবো যস্য তত্তেজোঽংশসম্ভবমিত্যবগচ্ছ ত্বং জানীহি ॥ ৪১ ॥

আনন্দগিরি।—অনুক্তা অপি পরস্য বিভূতিঃ সংগ্রহীতুং লক্ষণমাহ যদ্‌যদিতি। বস্তু প্রাণিজাতং শ্রীমৎ সমৃদ্ধিমদ্বা শোভাবদ্বা কান্তিমদ্বা সপ্রাণং বলবদূর্জিতং তদাহ উৎসাহেতি। সম্ভবত্যস্মাদিতি সম্ভবঃ তেজসশ্চৈতন্যস্যেশ্বরশক্তের্বাংশস্তেজোঽংশঃ সম্ভবোঽস্যেতি তেজোঽংশসম্ভবং তদাহ তেজসইতি ॥ ৪১ ॥

রামানুজ।—যদ্‌যদ্বিভূতিমদীশিতব্যসংপন্নং ভূতজাতং শ্রীমৎকান্তিমৎ ধনধান্যসমৃদ্ধং বা উর্জ্জিতং কল্যাণারম্ভেষূদ্যুক্তং তত্তন্মমতেজোঽংশসম্ভব মিত্যবগচ্ছ। তেজঃ পরাভিভবনসামর্থ্যং মমাচিন্ত্যশক্তে র্নিযমনশক্ত্যেকদেশ সংভবমিত্যর্থঃ ॥ ৪১ ॥

হনুমান্।—তেজসোঽংশস্তেজোঽংশঃ সম্ভবঃ কারণং যস্য তত্তেজোঽংশসম্ভবং ॥ ৪১ ॥

শ্রীধর।—পুনশ্চ সাকাঙ্ক্ষং প্রতি কথঞ্চিৎ সাকল্যেন কথয়তি যৎযদিতি। বিভূতিমদৈশ্বর্য্যযুক্তং, শ্রীমৎ সম্পত্তিযুক্তং উর্জ্জিতং কেনাপি প্রভাববলাদিনা গুণেনাতিশয়িতং যদ্যৎ সর্ব্বং বস্তুমাত্রং ভবেত্তদেব মম তেজসঃ প্রভাবস্যাংশেন জানীহি ॥ ৪১ ॥

বলদেব।—অনুক্তা বিভূতীঃ সংগ্রহীতুমাহ যদ্‌যদিতি। বিভূতিমদৈশ্বর্য্যযুক্তং শ্রীমৎ সৌন্দর্য্যেণ সম্পত্ত্যা বা যুক্তং উর্জিতং বলেন যুক্তং বা যদ্‌যৎ সত্ত্বং বস্তু ভবতি তত্তদেব মম তেজোঽংশেন শক্তিলেশেন সংভবং সিদ্ধমবগচ্ছ প্রতীহীতি স্বায়ত্তত্বস্বব্যাপ্যত্বাভ্যাং সর্ব্বেঽভেদ-নির্দ্দেশা নীতা বামনাদিনাং তন্নির্দ্দেশাস্তু সঙ্গমিতাঃ সন্তি ॥ ৪২ ॥

মধুসূদন।—অনুক্তা অপি ভগবতোবিভূতীঃ সংগ্রহীতুমুপলক্ষণমিদমুচ্যতে। যদ্‌যৎ সত্ত্বং প্রাণী বিভূতিমদৈশ্বর্য্যযুক্তং, তথা শ্রীমৎ শ্রীর্লক্ষ্মীঃ সম্পৎ শোভা কান্তির্বা তয়া যুক্তং, তথা ঊর্জিতম্ বলাদ্যতিশয়েন যুক্তম্, তত্তদেব মম তেজসঃ শক্তেরংশেন সম্ভূতং ত্বমবগচ্ছ জানীহি ॥৪১॥

নীলকণ্ঠ —সর্ব্বভূতানাং বীজমহং ইত্যুক্ত্বা স্বস্য সার্ব্বাত্ম্যোক্তেঃ সর্ব্বং বিভূতিরিত্যুক্তমেব তথাপি তদ্‌গ্রহণাশক্তং প্রতি প্রাহ যদ্যদিতি যদ্যৎ সত্ত্বং প্রাণি বিভূতিমৎ ঐশ্বর্য্যযুক্তং শ্রীলক্ষ্মীঃ শোভা বা তদ্যুক্তং ঊর্জিতং বলাদ্যতিশয়যুক্তং তত্তৎ সর্ব্বং মম তেজসঃ চিচ্ছক্তেরংশসম্ভবম্ অংশাৎ সম্ভূতং ত্বমবগচ্ছ জানীহি, লোকে যদতিরমণীয়ং তদ্ভগবতো রূপমিতি ধ্যায়েদিত্যর্থঃ ॥ ৪১ ॥

বিশ্বনাথ।—অনুক্তা অপি ত্রৈকালিকী র্বিভূতীঃ সংগ্রহীতুমাহ যদ্যদিতি বিভূতিমৎঐশ্বর্য্যযুক্তং। শ্রীমৎ সম্পত্তি যুক্তং। ঊর্জ্জিতং বলপ্রভাবাদ্যধিকং সত্ত্বং বস্তুমাত্রং ॥ ৪১ ॥

তাৎপর্য্য।—সাকল্যে কি ভাবে ভগবানের বিভূতি প্রণিধান করিতে পারা যায়, ভগবান্ সংক্ষেপে এস্থলে তাহারই একটী সূত্র নির্দ্দেশ করিতেছেন। যে সূত্র নির্দ্দিষ্ট হইতেছে, তাহাতেও ভগবদ্বিভূতির একদেশ মাত্র অংশতঃ লক্ষিত হইতেছে। শ্রীভগবাম্ বলিতেছেন; এই বিশ্বমধ্যে যে যে প্রাণী স্বজাতীয় গণের মধ্যে অপেক্ষাকৃত গুণৈশ্বর্য্য বা রূপ লাবণ্য সম্পন্ন, অপিচ যে যে জীব বলশালী ও পরাক্রান্ত তত্তাবৎকেই আমার বিভূতি বলিয়া জানিবে। তাহারা প্রত্যেকে আমার তেজে তেজস্বী, আমার শক্তিতে শক্তিমান, আমার রূপে সৌন্দর্য্যবান, এবং আমার ঐশ্বর্য্যে ঐশ্বর্য্যশালী। অর্থাৎ জীববর্গের মধ্যে যাহা যাহা শক্তি সৌন্দর্য্য ও সম্পদে অপরাপর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তত্তাবতই ভগবানের তেজোভাসিত বলিয়া জ্ঞান করিবে। এ স্থলে সহজেই আশঙ্কা হইতে পারে যে, মানবের মধ্যে যে ভাগ্যবান্ ধন সম্পত্তি পদপ্রতিষ্ঠায় রাজচক্রবর্ত্তী তুল্য, সৌন্দর্য্য ও বলবীর্য্যে দেব সেনাপতির অনুরূপ কেবল তিনিই কি ভগবানের তেজোদ্দীপ্ত এবং বিভূতি স্বরূপ? যে সিংহ বা শার্দ্দূল দৈহিক শক্তিতে অজেয়, স্বাস্থ্য ও নির্ভীকতায় অতুলনীয়, কেবল তাহারাই কি ভগবানের বিকাশ স্বরূপ? যে বিশালকায় হস্তী কোন দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া অহঙ্কারে মেদিনী বক্ষে স্বাধীন ভাবে বিচরণ করিতেছে, কেবল তাহাই কি ভগবানের তেজোভাসিত? যে চাক্‌চিক্যময় ভুজঙ্গম ফণা বিস্তার করিয়া সমীপাগত জীববৃন্দের হৃদয়ে ভীতিসঞ্চার করিতেছে, কেবল তাহাই কি ভগবানের তেজঃসম্পন্ন? পথপার্শ্বস্থ বৃক্ষতলাশ্রিত জীর্ণ শীর্ণ কায় ভিক্ষুকে কি ভগবানের

বিকাশ নাই? শকটবদ্ধ কষাঘাতপ্রপীড়িত শ্রমকাতর শীর্ণকায় অশ্বের দেহে কি ভগবানের বিকাশ নাই? যে ক্ষুদ্র পিপীলিকা দীন ভাবে অলক্ষ্যে আপনার আহার চেষ্টায় বিব্রত হইয়া কাল কাটাইতেছে, তাহাতে কি ভগবানের তেজ নাই? এরূপ আশঙ্কা অমূলক। বর্ত্তমান শ্লোকে শ্রীভগবান্ কেবল ইহাই বলিতেছেন যে, সকল ঐশ্বর্য্য ও বিভূতির পূর্ণ বর্ণনা অসম্ভব। সুতরাং একদেশ মাত্র প্রদর্শন করিতে হইবে। সেই জন্যই একমাত্র লক্ষণ দ্বারা একদিকে শিষ্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। পরবর্ত্তী শ্লোকে এইরূপ আশঙ্কার নিবারণ হইয়াছে ॥ ৪১ ॥

——(:o:)——

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥ ৪২ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে বিভূতিযোগো নাম দশমোঽধ্যায়ঃ।

* * *

অন্বয়:—অথবা হে অর্জ্জুন! এতেন বহুনা জ্ঞাতেন (জ্ঞানেন) তব কিং; অহং ইদং কৃৎস্নং (সমগ্রং) জগৎ একাংশেন বিষ্টভ্য (ব্যাপ্য) স্থিতঃ ॥ ৪২ ॥

প্রতিশব্দ।—অথবা হে অর্জ্জুন! এই রূপ বহু জ্ঞান-দ্বারা তোমার কি [হইবে]; আমি এই সমগ্র জগৎ এক-অংশ-দ্বারা ব্যাপিয়া অবস্থিত ॥ ৪২ ॥

ব্যাখ্যা।—হে অর্জ্জুন! অথবা এইরূপ বহুবিধ জ্ঞানে তোমার কি প্রয়োজন? বস্তুতঃ তুমি ইহাই জানিও যে, আমি একাংশ দ্বারা এই সমগ্র চরাচর জগৎ ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছি ॥ ৪২ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—অথবেতি। অথবা বহুনা এতেনৈবমাদিনা কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন! স্যাৎ, সাবশেষেণ অশেষতস্ত্বমিমমুচ্যমানমর্থং শৃণু বিষ্টভ্য বিশেষতস্তম্ভনং দৃঢ়ং কৃত্বা ইদং কৃৎস্নং জগৎ একাংশেন একাবয়বেনৈকপাদেন সর্ব্বভূতস্বরূপেণেত্যেতত্তথা চ মন্ত্রবর্ণঃ, “পাদোঽস্য সর্ব্বা ভূতানী”তি স্থিতোঽহং ইতি ॥ ৪২ ॥

ইতি শ্রীগোবিন্দভগবৎ-পূজ্যপাদশিষ্যপরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমচ্ছঙ্করভাগবতকৃতৌ শ্রীভগবদ্গীতাভাষ্যে দশমোঽধ্যায়ঃ।

আনন্দগিরি।—সর্ব্বেষাং সুগমত্বায়াবয়বশ্য বিভূতিমুক্ত্বা ভক্তানুগ্রহার্থং সাকল্যেন তামাহ অথবেতি। পক্ষান্তর পরিগ্রহার্থমথবেত্যুক্তং। বহুনা বিস্তীর্ণেনৈতেন গ্রন্থেন সংজ্ঞাতেন সাবশেষেণ তব শক্তস্য ন কিঞ্চিৎ ফলং স্যাদিত্যাহ বহুনেতি। ন হি বিভূতিযুক্তাসু জ্ঞাতাসু সর্ব্বং জ্ঞায়তে কাসাঞ্চিদেব বিভূতীনামুক্তত্বাদিত্যর্থঃ। তর্হি কেনোপদেশেনাল্পাক্ষরেণ সর্ব্বার্থো জ্ঞাতুং শক্যতে তত্রাহ অশেষত ইতি। বিশেষতস্তম্ভনং বিধরণং সর্ব্বভূতস্বরূপেণ সর্ব্বপ্রপঞ্চোপাদানশক্ত্যুপাধিকেনৈকেন পাদেন কৃৎস্নং জগৎ বিধৃত্য স্থিতোঽস্মীতি সম্বন্ধঃ। তত্রৈব শ্রুতিং প্রমাণয়তি তথাচেতি। তদনেন ভগবতো নানাবিধবিভূতীর্ধ্যেয়ত্বেন জ্ঞেয়ত্বেন চোপদিশ্যান্তে সর্ব্বপ্রপঞ্চাত্মকং ধ্যেয়রূপং দর্শয়িত্বা ত্রিপাদস্যামৃতং দিবীতি প্রপঞ্চাধিকং নিরুপাধিকং তত্ত্বমুপদিশতা পরিপূর্ণঃ সচ্চিদানন্দৈকতানঃ তৎপদলক্ষ্যোঽর্থো নির্দ্ধারিতঃ ॥ ৪২ ॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য-শুদ্ধানন্দপূজ্যপাদশিষ্যভগবদানন্দগিরিবিরচিতে শ্রীভগবদ্গীতাভাষ্যবিবেচনে দশমোঽধ্যায়ঃ।

রামানুজ।—বহুনৈতেনোচ্যমানেন জ্ঞানেন কিং প্রয়োজনং ইদং চিদচিদাত্মকং কৃৎস্নং জগৎকার্য্যাবস্থং কারণাবস্থং স্থূলসূক্ষ্মং চ স্বরূপসদ্ভাবে স্থিতো প্রবৃত্তিভেদে চ যথা মৎসংকল্পং নাতিবর্ত্তেত তথা মম মহিম্নঃ অযুতাযুতাংশেন বিষ্টভ্যাহ মবস্থিতঃ। যথোক্তং ভগবতা পরাশরেণ “যস্যা যুতাযুতাংশাংশে বিশ্বশক্তিরিয়ং স্থিতা” ইতি ॥ ৪২ ॥

ইতি শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্যবিরচিতে গীতাভাষ্যে দশমোঽধ্যায়ঃ।

হনুমান্।—অথবা বহুনেতেনৈবমাদিনা কিং জ্ঞানেন অর্জ্জুন স্যাৎ সাবশেষেন অশেষতস্ত্বমিদংশৃণু অহমেকেন সূক্ষ্মাংশেন ইহ কৃৎস্নং জগদ্বিষ্টভ্য ব্যাপ্য স্থিতমিতি মন্তব্যম্ ॥ ৪২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ধনুমদীয়ে পৈশাচভাষ্যে দশমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীধর।—অথবা কিমেতেন পরিচ্ছিন্নবিভূতিদর্শনেন সর্ব্বত্র সমদৃষ্টিমেব কুর্ব্বিত্যাহ অথবেতি। বহুনা পৃথগ্জ্ঞাতেন কিং তব কার্য্যং, যস্মাদিদং সর্ব্বং জগদেকাংশেনৈকদেশমাত্রেণ

বিষ্টভ্য ধৃত্বা ব্যাপ্যেতি বা অহমেবাবস্থিতঃ ন মদ্ব্যতিরিক্তং কিঞ্চিদস্তি "পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানী"তি শ্রুতেঃ। ইন্দ্রিয়দ্বারতশ্চিত্তে বহির্ধাবতি সত্যপি। ঈশদৃষ্টিবিধানায় বিভূতীর্দশমেঽব্রবীৎ ॥ ৪২ ॥

ইতি শ্রীভগবদ্গীতায়াং স্বামিকৃতটীকায়াং দশমোঽধ্যায়ঃ।

বলদেব।—এবমন্বয়বশো বিভূতীরুপবর্ণ্য সাকল্যেন তাঃ প্রাহ অথবেতি। বহুনা পৃথক্ পৃথগুপদিশ্যমানেন বিভূতিবিষয়কেন জ্ঞানেন তব কিং প্রয়োজনং। হে অর্জ্জুন চিদচিদাত্মকং হরবিরিঞ্চিপ্রমুখং কৃৎস্নং জগদহমেকেনৈব প্রকৃত্যাদ্যন্তর্যামিণা পুরুষাখ্যেনাংশেন বিষ্টভ্য স্রষ্টৃত্বাৎ সৃষ্ট্বা ধারকত্বাদ্ধৃত্বা ব্যাপকত্বাদ্ব্যাপ্য পালকত্বাৎ পালয়িত্বা চ স্থিতোঽস্মীতি সর্জনাদীনি মদ্বিভূতয়ঃ মদ্ব্যাপ্তেষু সর্ব্বৈশ্বর্য্যাদিসর্ব্বাণি বস্তূনি মদ্বিভূতিতয়া বোধ্যানীতি। যচ্ছক্তিলেশাৎ সূর্য্যাদ্যা ভবন্ত্যত্যুগ্রতেজসঃ। যদংশেন ধৃতং বিশ্বং স কৃষ্ণো দশমেঽর্চ্চ্যতে ॥ ৪২ ॥

ইতি শ্রীবলদেবকৃতে শ্রীভগবদ্গীতোপনিষদ্ভাষ্যে দশমোঽধ্যায়ঃ।

মধুসূদন।—এবমন্বয়বশো বিভূতিমুক্ত্বা সাকল্যেন তামাহ অথবেতি। অথবেতি পক্ষান্তরে বহুনৈতেন সাবশেষেণ জ্ঞাতেন কিং তব স্যাৎ, হে অর্জ্জুন! ইদং কৃৎস্নং সর্ব্বং জগদেকাংশেন একদেশমাত্রেণ বিষ্টভ্য বিধৃত্য ব্যাপ্য চাহমেব স্থিতো ন মদ্ব্যতিরিক্তং কিঞ্চিদস্তি "পাদোঽস্য বিশ্বাভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবীতি" শ্রুতেঃ। তস্মাৎ কিমনেন পরিচ্ছিন্নদর্শনেন সর্ব্বত্র মদ্দৃষ্টিমেব কুর্বিত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৪২ ॥

ইতি শ্রীপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীবিশ্বেশ্বরসরস্বতী-শ্রীপাদশিষ্য শ্রীমন্মধুসূদন সরস্বতী
বিরচিতায়াং শ্রীভগবদ্গীতা-গূঢ়ার্থদীপিকায়াং দশমোঽধ্যায়ঃ।

নীলকণ্ঠ।—উত্তমাধিকারিণমুদ্দিশ্যাহ অথবেতি। মূঢ়ান্ প্রত্যেতদুক্তং ত্বন্তু এতাবদেব বিদ্ধি একাংশেনাহমিদং বিষ্টভ্য ব্যাপ্য স্থিতোঽস্মি, পাদোঽস্য বিশ্বাভূতানীতি শ্রুতেঃ, তস্মাৎ পরিচ্ছিন্নং দর্শনং ত্যক্ত্বা সর্ব্বত্র ব্রহ্মবুদ্ধিমেব কুর্ব্বিত্যাশয়ঃ ॥ ৪২ ॥

ইতি শ্রীমৎপদবাক্যপ্রমাণমর্য্যাদাধুরন্ধরচতুর্দ্ধরবংশাবতংস শ্রীগোবিন্দসূরিসূনোঃ শ্রীনীলকণ্ঠস্য
কৃতৌ ভারতভাবদীপে ভীষ্মপর্ব্বণি ভগবদ্গীতার্থপ্রকাশে দশমোঽধ্যায়ঃ।

বিশ্বনাথ।—বহুনা পৃথক্পৃথগ্জ্ঞাতেন কিংফলং সমুদিতমেব জানীহি ইত্যাহ বিষ্টভ্যেতি একাংশেন একেনৈবাংশেন প্রকৃত্যন্তর্যামিণা পুরুষরূপেণৈব ইদং সৃষ্টং জগদ্বিষ্টভ্য অধিষ্ঠানত্বাৎ বিধৃত্য অধিষ্ঠাতৃত্বাদধিষ্ঠায় নিয়ন্তৃত্বান্নিয়ম্য ব্যাপকত্বাৎ ব্যাপ্য কারণত্বাৎ সৃষ্ট্বা স্থিতোঽস্মি। বিশ্বং শ্রীকৃষ্ণ এবাতঃ সেব্যস্তদ্দত্তয়া ধিয়া। স এবাস্বাদ্যমাধুর্য্য ইত্যধ্যায়ার্থ ঈরিতঃ ॥ ইতি সারার্থবর্ষিণ্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাং। গীতাসু দশমোঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাং ॥ ৪২ ॥

তাৎপর্য্য।—উপসংহারে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, হে অর্জ্জুন! এরূপ খণ্ডিতভাবে, এরূপ অংশক্রমে, এরূপ স্বতন্ত্ররূপে আমার বিভূতি বোধের প্রয়োজনই বা কি? যখন সর্ব্বত্র আমি অনুস্যূত এবং আমার তেজে সকলে উদ্ভাসিত, তখন স্বতন্ত্র ভাবে কত পদার্থ আমি প্রদর্শন করিব, কতই বা তুমি শ্রবণ করিবে। এত বাহুল্যরূপে প্রত্যেক বিভূতির বৃত্তান্তের জ্ঞানদ্বারা তোমার কি ফল হইবে? সংক্ষেপে তোমাকে এইমাত্র বলিতেছি যে, আমি একাংশ দ্বারা এই সমস্ত জগৎ ধারণ করিয়া ও ব্যাপিয়া রহিয়াছি।

শ্রীভগবান্ ধারণ করিয়া আছেন বলিয়া জগৎ স্বকক্ষে বিচরণ করিতেছে। তিনিই ব্যাপিয়া আছেন বলিয়া ইহা বিদ্যমান রহিয়াছে। তাঁহারই প্রাণে ইহা অনুপ্রাণিত, তাঁহারই চেষ্টায় ইহা চেষ্টাশীল, এবং তাঁহারই ক্রিয়াময়তায় ইহা ক্রিয়াময়। বিধি রুদ্রাদি চিদচিৎ যাবতীয় পদার্থের স্রষ্টা রূপে পালকরূপে ধারকরূপে এবং ব্যাপকরূপে ভগবান্ হরি সর্ব্বত্র বিদ্যমান। শ্রুতি বলিয়াছেন "পাদোঽস্য বিশ্বাভূতানি" অর্থাৎ বিশ্বও ভূতবর্গ ভগবানের অংশ মাত্র।

পূর্ব্ব শ্লোকে যে আশঙ্কা জন্মিয়াছিল, অতঃপর তাহা তিরোহিত হইতেছে। কারণ বিশ্বের সমস্ত ভূতই সেই বিশ্বেশ্বরের অংশস্বরূপ। সুতরাং তেজঃপ্রদীপ্ত অথবা লক্ষ্মী শ্রীবিভূষিত পদার্থেই যে তাঁহার বিশেষ কৃপা, এবং যাহা শীর্ণ ও মলিন, যাহা নিষ্প্রভ ও অবসন্ন তাহাতে তাঁহার সমান করুণা নাই এরূপ অনুমান করা নিতান্ত ভ্রম। তিনিই সকল, এবং সকল পদার্থ তাঁহারই বিকাশ মাত্র॥ ৪২॥

শ্রীমৎ শ্রীধর স্বামীর উপসংহার বাক্য। ইন্দ্রিয়দ্বার দ্বারা বাহ্য বিষয়াকৃষ্টচিত্তে ভগবদ্ বিষয়ক জ্ঞান সমুৎপাদন করিবার অভিপ্রায়ে দশমাধ্যায়ে বিভূতি বর্ণিত হইল।

শ্রীমদ্বলদেবের উপসংহার বাক্য। যাঁহার কণিকা মাত্র শক্তি প্রভাবে সূর্য্যাদি অতিমাত্র তেজঃ সম্পন্ন হইয়া থাকেন; যিনি অংশ দ্বারা এই বিশ্বকে ধারণ করিয়া আছেন, সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দশমাধ্যায়ে অর্চ্চিত হইতেছেন।

শ্রীমদ্বিশ্বনাথের উপসংহার বাক্য। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণপ্রদত্ত বুদ্ধি দ্বারা

এই বিশ্ব তিনি ধারণ করিয়া আছেন এইরূপ জ্ঞানে তাঁহারই সেবা করিতে হইবে ; এবং তাঁহারই মাধুর্য্য আস্বাদনীয় ইহাই দশমাধ্যায়ে কথিত হইল।

ইতি তাৎপর্য্য সমাপ্ত।

যামুন মুনি।—স্বকল্যান গুণানন্ত্যকৃৎস্নস্বাধীনতা মতিঃ। ভক্ত্যুৎপত্তিবিবৃদ্ধ্যর্থং বিস্তীর্ণা দশমোদিতা ।।

ভাবার্থ।—ভক্ত্যুৎপত্তি বর্দ্ধনের নিমিত্ত স্বকীয় অনন্ত কল্যাণ গুণ এবং সর্ব্ব বিষয়ে স্বকীয় স্বাধীন বুদ্ধির বিষয় বিস্তীর্ণরূপে দশমে কথিত হইল।

* * *

একাদশোঽধ্যায়ঃ ।

শ্রীঅর্জ্জুন উবাচ ।

মদনুগ্রহায় পরমং গুহ্যমধ্যাত্মসংজ্ঞিতম্ ।
যত্ত্বয়োক্তং বচস্তেন মোহোঽয়ং বিগতো মম ॥ ১ ॥

অন্বয় ।—অর্জ্জুনঃ উবাচ (কথয়ামাস)। মদনুগ্রহায় (ময়ি অনুগ্রহার্থং) পরমং (পরমাত্মনিষ্ঠং) গুহ্যং (গোপনীয়ং) অধ্যাত্মসংজ্ঞিতং (আত্মানাত্মবিবেকবিষয়ং) যৎ বচঃ (বাক্যং) ত্বয়া উক্তং (কথিতং) তেন (বচসা) মম অয়ং মোহঃ (ভ্রান্তিঃ) বিগতঃ (বিনষ্টঃ) ॥ ১ ॥

প্রতিশব্দ ।—অর্জ্জুন বলিলেন, আমার-প্রতি-অনুগ্রহের-নিমিত্ত পরমাত্ম-নিষ্ঠ গোপনীয় অধ্যাত্ম-বিষয়ক যে বাক্য আপনি বলিয়াছেন, তদ্দ্বারা আমার ভ্রম বিনষ্ট-হইয়াছে ॥ ১ ॥

ব্যাখ্যা ।—অর্জ্জুন বলিলেন, আপনি আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া পরম অতিগুহ্য আত্মতত্ত্ব বিষয়ক যে সমস্ত বাক্য বলিলেন, তদ্দ্বারা আমার অবিবেকরূপ মোহ বিদূরিত হইয়াছে ॥ ১ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—ভগবতোবি তা উক্তাস্তত্র চ "বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতোজগদি" তি ভগবতাভিহিতং শ্রুত্বা যজ্জগদাত্মকং রূপমাদ্যমৈশ্বরং তৎ সাক্ষাৎ কর্ত্তুমিচ্ছন্নর্জুন উবাচ। মদনুগ্রহার্থং পরমং নিরতিশয়ং গুহ্যং গোপ্যং অধ্যাত্মসংজ্ঞিতমাত্মানাত্মবিবেকবিষয়ং নিরতিশয়ং যত্ত্বয়োক্তং বচোবাক্যং, তেন বচসা মোহোঽয়ং বিগতো মমাবিবেকবুদ্ধিরপগতেত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

আনন্দগিরি ।—তেন তেনাত্মনা ভগবদনুসন্ধানার্থমুক্তা বিভূতীরনুবদতি ভগবতইতি। পরস্তু সোপাধিকং নিরুপাধিকঞ্চ চিদ্রূপং ধ্যেয়ত্বেন জ্ঞেয়ত্বেন চোক্তমিত্যর্থঃ। সোপাধিকমৈশ্বরং রূপমশেষজগদাত্মকং বিশ্বরূপাখ্যমধিকৃত্যাধ্যায়ান্তরমবতারয়ন্নন্তরপ্রশ্নোপযোগিত্বেন বৃত্তং কীর্ত্তয়তি তত্রচেতি। যদেতদশেষপ্রপঞ্চাত্মকমখিলস্যৈতস্য জগতঃ কারণং সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বৈশ্বর্য্যবদ্রূপমুক্তং শ্রুত্বা তস্য সাক্ষাৎকারং যিযাচয়িষুরাদৌ পৃষ্টবানিত্যাহ শ্রুত্বেতি। ময়িকরুণাং নিমিত্তীকৃত্যোপকা-

রোঽনুগ্রহস্তদর্থমিতি বচসোবিশেষণং, নিরতিশয়ত্বং পরমপুরুষার্থসাধনত্বং, অশোচ্যানিত্যাদি ত্বংপদার্থপ্রধানবাক্যং মোহস্যায়মিত্যাত্মসাক্ষিকত্বং দর্শয়তি ॥ ১ ॥

রামানুজ।—এবং ভক্তিযোগ নিষ্পত্তয়ে তদ্বিবৃদ্ধয়েচ সকলেতর বিলক্ষণেন স্বাভাবিকেন ভগবদসাধারণেন কল্যাণগুণগণেন সহ ভগবতঃ সর্ব্বাত্মত্বং তদ্ব্যতিরিক্তস্যকৃৎস্নস্য চিদচিদাত্মকস্য বস্তুজাতস্য তচ্ছরীরতয়া তদায়ত্তস্বরূপস্থিতিপ্রবৃত্তিত্বং চোক্তং তমেতং ভগবদসাধারণস্বভাবং কৃৎস্নস্য তদায়ত্তস্বরূপস্থিতি প্রবৃত্তিতাং চ ভগবৎ সকাশাদুপশ্রুত্যৈবমেবেতি নিশ্চিত্য তথাভূতং ভগবন্তং সাক্ষাৎকর্ত্তুকামো হর্জ্জুন [illegible] তথৈব ভগবৎ প্রসাদাদনন্তরং দ্রক্ষ্যতি "সর্ব্বাশ্চর্য্যময়ং-দেব মনন্তং বিশ্বতোমুখং। তত্রৈক [illegible] গৎকৃৎস্নং প্রবিভক্ত মনেকধা॥" ইতি হি বক্ষ্যতে। দেহাত্মাভিমান রূপমোহেন মোহিতস্য মমানুগ্রহৈকপ্রয়োজনায় পরমং রহস্যং অধ্যাত্মসংজ্ঞিতং আত্মনি বক্তব্যং বচঃ "নত্বেবাহং জাতুনাসং" ইত্যাদি "তস্মাদেযাগা ভবার্জ্জুন" ইত্যেতদন্তং যত্ত্বয়োক্তং তেনায়ং মমাত্মবিষয়ো মোহঃসর্ব্বোবিগতো দূরতো নিরস্তঃ ॥ ১ ॥

হনুমান্।—এবং ভগবন্মুখাৎ সংক্ষেপবিস্তারাভ্যাং বিভূতিং শ্রুত্বা পররূপং দ্রষ্টুকামো অর্জ্জুন উবাচ। অধ্যাত্মসংজ্ঞিত মধ্যাত্মপ্রতিপাদকং বচনমপ্যুপচারেণাধ্যাত্মসংজ্ঞিত মিত্যুচ্যতে ॥১॥

শ্রীধর।—বিভূতেবৈভবং প্রোচ্য কৃপয়া পরয়া হরিঃ। দিদৃক্ষোরর্জ্জুনস্যাথ বিশ্বরূপমদর্শয়ৎ॥ পূর্ব্বাধ্যায়ান্তে "বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতোজগদি" তি বিশ্বাত্মকং পারমেশ্বরংরূপমুপক্ষিপ্তং, তদ্দিদৃক্ষুঃ পূর্ব্বোক্তমভিনন্দন্নর্জ্জুন উবাচ মদনুগ্রহায়েতি চতুর্ভিঃ। মমানুগ্রহার শোকনিবৃত্তয়ে পরমং পরমাত্মনিষ্ঠং গুহ্যং গোপ্যমপি অধ্যাত্মসংজ্ঞিতমাত্মানাত্মবিবেকবিষয়ং যত্ত্বয়োক্তং বচঃ "অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বমি" ত্যাদি ষষ্ঠাধ্যায়পর্য্যন্তং যদ্বাক্যং তেন মমায়ং মোহোঽহং হন্তা, এতে হন্যন্তে ইত্যাদিলক্ষণভ্রমো বিগতোবিনষ্ট আত্মনঃ কর্ত্তৃত্বাদ্যভাবোক্তেঃ ॥ ১ ॥

বলদেব।—একাদশে বিশ্বরূপং বিলোক্য ত্রস্তধীঃ স্তবন্। দর্শয়িত্বা স্বকং রূপং হরিণা হর্ষিতোঽর্জ্জুনঃ॥ পূর্ব্বত্রাহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ব্বভূতাশয়স্থিত ইতি বিভূতিকথনোপক্রমে বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমিতি তদুপসংহারে চ নিখিলবিভূত্যাশ্রয়ো মহৎস্রষ্টা পুরুষঃ স্বস্য কৃষ্ণস্যাবতারঃ স তু মহৎস্রষ্টাদিসর্ব্বাবতারীতি তন্মুখাৎ প্রতীত্য সথ্যানন্দসিন্ধুনিমগ্নোঽর্জ্জুনস্তৎপুরুষরূপং দিদৃক্ষুঃ কৃষ্ণোক্তমনুবদতি মদিতি। মদনুগ্রহায়াধ্যাত্মসংজ্ঞিতং বিভূতিবিষয়কং যদ্বচস্ত্বয়োক্তং তেন মম মোহঃ কথং বিদ্যামিত্যাদ্যুক্তো বিগতো নষ্টঃ অধ্যাত্মমাত্মনি পরমাত্মনি ত্বয়ি যা বিভূতিলক্ষণা সংজ্ঞা সা জাতা যস্য তদ্বচঃ (বিভক্ত্যর্থেঽব্যয়ীভাবঃ) পরমং গুহ্যমতিরহস্যং ত্বদন্যাগম্যমিত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

মধুসূদন।—পূর্ব্বাধ্যায়ে নানাবিভূতীরুক্ত্বা "বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ" ইতি বিশ্বাত্মকং পারমেশ্বরং ভগবতান্তেঽভিহিতং শ্রুত্বা পরমোৎকণ্ঠিতস্তং সাক্ষাৎ কর্ত্তুমিচ্ছন্ পূর্ব্বোক্তমভিনন্দন্ অর্জ্জুন উবাচ। মদনুগ্রহায় শোকনিবৃত্ত্যুপকারায় পরমং নিরতিশয়পুরুষার্থপর্য্যবসায়ি গুহ্যং গোপ্যং যস্মৈ কস্মৈচিদ্বক্তুমনর্হমপি অধ্যাত্মসংজ্ঞিতং অধ্যাত্মমিতি শব্দিত মাত্মানাত্ম বিবেকবিষয় "মশোচ্যানন্বশোচস্ত্বমিত্যাদি" ষষ্ঠাধ্যায় পর্য্যন্তং ত্বং পদার্থ প্রধানং যত্ত্বয়া পরমকারুণিকেন সর্ব্বজ্ঞেনোক্তং বচোবাক্যং, তেন বাক্যেনাহমেষাং হন্তা, মদ্যৈতে হন্যন্তে

ইত্যাদি বিবিধ বিপর্য্যাসলক্ষণোমোহোঽয়মনুভবসাক্ষিকো বিগতো বিনষ্টো মম তত্রাসঙ্গদাত্মনঃ সর্ব্ববিক্রিয়া শূন্যাত্মোক্তেঃ ॥ ১ ॥

নীলকণ্ঠ।—পূর্ব্বাস্মিন্নধ্যায়ে যোগো বিভূতিশ্চ ব্যাখ্যেয়ত্বেন প্রতিজ্ঞাতৌ এতাং বিভূতিং যোগঞ্চ মম যোবেত্তীতি আত্মনোযোগং বিভূতিঞ্চ জনার্দ্দন ! ভূয়ঃ কথয়তীতরেণ চ শ্রোতব্যত্বেন প্রার্থিতৌ তত্র অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ব্বভূতাশয়স্থিত ইতি সংক্ষেপেণ যোগো ভগবতঃ সর্ব্বভূতাধারত্বলক্ষণ উক্তঃ প্রাগ্বিভূতিকথনাৎ তদন্তে চ বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতোজগৎ ইতি কুস্থলেন ধান্যমিব ময়েদং জগদ্বিষ্টব্ধমিত্যুক্ত্যা স এব স্মারিতঃ তদেব ভগবতঃ সর্ব্বভূতাধারত্বং সাক্ষাৎকর্ত্তুকামোঽর্জ্জুন উবাচ, মদনুগ্রহায়েতি—ময়ি অনুগ্রহোঽনুকম্পা তদর্থং মদনুগ্রহায় পরমং সত্ত্বঃশোকমোহনিবর্ত্তকত্বেন উৎকৃষ্টং গুহ্যং গোপ্যম্ অধ্যাত্মসংজ্ঞিতম্ আত্মানাত্মবিবেকার্থং শাস্ত্রম্ অধ্যাত্মং তৎসংজ্ঞিতং যত্ত্বয়া বচঃ অশোচ্যানন্বশোচ ইত্যাদিনা ষষ্ঠাধ্যায়পর্য্যন্তং ত্বম্পদার্থশুদ্ধিপ্রধানং নায়ং হন্তি ন [illegible]তে ইত্যাত্মনোঽকর্ত্তৃত্বাভোক্তৃত্বপ্রতিপাদকং তেন মম মোহ অবিবেকোঽয়ং বিশেষেণ গতোনষ্টঃ, (অত্র প্রথমে পাদেঽক্ষরাধিক্যমার্ষম্) ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ।—পূর্ব্বাধ্যায়ান্তে বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতোজগদিতি সর্ব্ববিভূত্যাশ্রয় মাদি পুরুষং স্বপ্রিয়সখস্যাংশংশ্রুত্বা পরমানন্দনিমগ্ন স্তদ্রূপং দিদৃক্ষমানো ভগবদুক্তং অভিনন্দতি মদনুগ্রহায়েতি ত্রিভিঃ। (অধ্যাত্মমিতি সপ্তম্যর্থে অব্যয়ীভাবাদাত্মনীত্যর্থঃ।) আত্মনি যা যা সংজ্ঞা বিভূতি লক্ষণা সা সংজাতা যস্তদ্বচঃ মোহ স্বদৈশ্বর্যাজ্ঞানং ॥ ১ ॥

তাৎপর্য্য।—অর্জ্জুনবাক্যে এই অধ্যায়ের সূচনা হইতেছে। পূর্ব্বাধ্যায়ে সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ পরম কারুণিক শ্রীকৃষ্ণের বদনারবিন্দ-বিগলিত বিবিধ বিভূতি বিবরণ শ্রবণ করিয়া অর্জ্জুনের হৃদয়জাত মোহ বিদূরিত হইয়াছে। তিনি অধুনা জ্ঞানের অধিকারী হইয়াছেন, এবং ভ্রম তাঁহার নিকট হইতে দূরাপগত হইয়াছে। এইরূপ অবস্থায় তাঁহার চিত্ত ভগবানের প্রেমে আর্দ্র হইয়াছে, এবং প্রত্যক্ষরূপে সেই পরমেশ্বরকে সন্দর্শন করিবার নিমিত্ত তিনি ব্যাকুল হইয়াছেন। সেই পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ রথ সারথিরূপে তাঁহার চর্ম্মচক্ষুর সমক্ষে দণ্ডায়মান। কিন্তু তিনি পরমেশ্বর হইলেও হৃদয়সখা, সর্ব্বশক্তিমান হইলেও রথপরিচালক, অনন্ত মহিমাময় হইলেও সান্ত ও নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম সম্পাদনে বিনিযুক্ত। এরূপ শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্শনে অর্জ্জুনের ভগবদ্দর্শনের তৃপ্তি জন্মিল না। যিনি বালুকা কণা হইতে বিশালকায় গিরিরাজ পর্য্যন্ত,এবং ক্ষুদ্র দংশ মশক হইতে জ্ঞানোন্নত মানব পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত, সেই বিশ্বেশ্বর শ্রীহরিকে সেই ভাবে দর্শন করিতে ধনঞ্জয়ের অন্তর একান্ত আগ্রহান্বিত হইল। জ্ঞানগর্ভ সদুপদেশ সমূহ মনো-

যোগ সহকারে হৃদয়ে ধারণ করায়, ভগবদুক্ত বাক্যাবলীর মর্ম্ম প্রকৃষ্টরূপে প্রণিধান করায় সব্যসাচী বিশ্বাত্মক বিশ্বব্যাপী বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপের স্বরূপ উপলব্ধি করিয়াছেন। কিন্তু প্রাণের আগ্রহ ও আকুলতা প্রত্যক্ষ সন্দর্শন ব্যতীত শান্ত হইতেছে না। সেই জন্যই অর্জ্জুন অতঃপর শ্লোক চতুষ্টয়ে আপনার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা কাতরভাবে শ্রীভগবানের নিকট নিবেদন করিতে উদ্যত হইয়াছেন।

গত অধ্যায়ের শেষ শ্লোকে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন, "বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ" অর্থাৎ সমস্ত জগৎ বিষ্ণুর একাংশে স্থিত মাত্র। সেই বিষ্ণুদেবতাকে দর্শন করিবার বাসনা অসঙ্গত বা অস্বাভাবিক নহে। কোন ঘটনাবিশেষের বিশেষ বৃত্তান্ত লোকমুখে শ্রবণ করিলে সেই ঘটনা চাক্ষুষ করিতে সকলেরই আগ্রহ হইয়া থাকে। অতি সামান্য লৌকিক ঘটনায় যখন মানবের এবংবিধ আসক্তি পরিদৃষ্ট হয়, তখন যাহা সকল ব্যাপারের সার, সকল কার্য্যের মূল, সকল চেষ্টার বীজ, সকল শক্তির উৎস, ইহপরকালের পরমপ্রীতি, সেই শ্রীমন্নারায়ণের মুখে তদ্বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া স্বরূপতঃ তাঁহাকে দর্শন করিবার অত্যাকাঙ্ক্ষা কেননা জন্মিবে? অর্জ্জুন বলিতেছেন, হে দেবদেব! তুমি চিরদিনই আমার প্রতি একান্ত অনুগ্রহ পরায়ণ। আজি যে আমার এই শ্লোকক্লিষ্টহৃদয়ে শান্তি সঞ্চার করিবার নিমিত্ত সদুপদেশ প্রদান দ্বারা আমাকে তুমি ধন্য করিয়াছ এরূপ নহে। অতীত জীবন মনে করিয়া দেখিতেছি, ভবসিন্ধুর কর্ণধার শ্রীকৃষ্ণ চিরদিনই আমাদের বিপদে ও সম্পদে সুহৃদ্‌রূপে দণ্ডায়মান। যখন রাজসূয় যজ্ঞে পাণ্ডবনাথ প্রবৃত্ত, তখন কে তাহার উদ্যোক্তা? তখন কে বারিপূর্ণ ভৃঙ্গার হস্তে আমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গের সৎকারে নিযুক্ত? যখন কপট অক্ষক্রীড়ায় পাণ্ডবগণ সর্ব্বস্ব বিহীন, যখন রজঃস্বলা পাণ্ডববধূ সভামধ্যে দুঃশাসন ও দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক নির্জ্জিতা, যখন আকৃষ্টকেশা দ্রৌপদী লজ্জা নিবারণের নিমিত্ত হা কৃষ্ণ! হা কেশব! শব্দে রোরুদ্যমানা, তখন কে তাহার লজ্জা নিবারণের সহায়? যখন পাঞ্চালপুরে স্বয়ংবর সভায় শত ভূপাল কর্ত্তৃক বেষ্টিত হইয়া ভীমার্জ্জুন অবসন্ন, তখন কে তাহাদিগের রক্ষক? যখন বিরাট ভবনে অজ্ঞাতবাস সমাপ্তির পর ভ্রাতৃপঞ্চকের নিমিত্ত পঞ্চগ্রাম মাত্র দুর্য্যোধনের নিকট ভিক্ষাস্বরূপ প্রার্থনা করিতে হইল,

তখন কে সেই প্রস্তাবের দূত ? যখন সুরম্য রৈবতকশৈলে বিচরণশীলা সুভদ্রার লাবণ্য লীলায় বিমোহিত হইয়া তাহাকে হরণ করিয়াছি, সঙ্গে সঙ্গে যখন বীরচূড়ামণি বলভদ্র প্রেরিত শতবীরের শরনিক্ষেপজনিত শন্ শন্ ধ্বনি শ্রবণে আকুলিত হইয়াছি, তখন কে আমার রক্ষক ? আর আজি এই ঘোর রণক্ষেত্রে বিজয়াভিলাষী দুর্ম্মদ অরাতিপুঞ্জের সম্মুখে কে আমার রথ পরিচালনার ভার গ্রহণ করিয়াছে ? কিন্তু ছার রথ পরিচালনার কথায় আর কাজ কি ! যে অমূল্য জ্ঞান প্রাপ্ত হইলে দেবতারাও ধন্য হইয়া থাকেন, যে অধ্যাত্ম বিদ্যার জন্য সর্ব্বত্যাগী সমাধিস্থ যোগীগণ লালায়িত, সেই পরম তত্ত্ব কথা শ্রবণ করাইয়া কে আমাকে আজ জগতের মধ্যে পরম সুখী পরম ভাগ্যবান্ করিতেছে। হে কৃপাসিন্ধো ! হে দীনবান্ধব হরি ! তুমি চিরদিনই আমার প্রতি অনুগ্রহ পরায়ণ। তোমার আজিকার অনুগ্রহ নূতন বা প্রথম অনুগ্রহ নহে। "অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে" ইত্যাদি (দ্বিতীয়াধ্যায় ১১শ শ্লোক) বাক্যে যে মৃদু অনুযোগ ও ভর্ৎসনা সহকৃত উপদেশরূপ অমৃতধারা তোমার বদনচন্দ্রমা হইতে ক্ষরিত হইতেছিল, তাহারই চরম উপদেশ জনিত মোহান্ধকার নাশরূপ, শোকোচ্ছ্বাস দূরীকরণ রূপ অমরতা আমি লাভ করিয়াছি। এই পরমামৃত সাগ্রহে আকণ্ঠ সেবন করিয়া আমার বিষয় পিপাসা শান্ত হইয়াছে, অহঙ্কার গর্ব্ব নষ্ট হইয়াছে, বাসনা বিগত হইয়াছে। হে ভগবন্ ! এক্ষণে তোমার অঙ্গুলি সঙ্কেত নির্দ্দিষ্ট পথ ব্যতীত আর কোথাও বিচরণ করিতে আমার অভিলাষ নাই। অবলম্বিত ব্রত সমাপন ও কর্ত্তব্যপালন ব্যতীত আর কিছুতেই আমার আসক্তি নাই।

তুমি যে উপদেশ রত্নসমূহ প্রদান করিয়া আমার হৃদয়ের দীনতা দূর করিয়াছ, তৎসমস্ত অতীব শ্রেষ্ঠ। কারণ যে উপদেশে হৃদয়ের মোহান্ধকার অপচিত হয়, যে বাক্যানুসরণে মানব পরকালের সদ্গতির উপায়াবধারণে সমর্থ হয়, যে তত্ত্বকথায় সে আপনাকে আপনি চিনিতে ও বুঝিতে পারে, এবং যে অলক্ষ্য অথচ অসীম শক্তিশালিনিগড়ে নিবদ্ধ থাকিয়া সে নিরন্তর জীবন মরণ রূপ কুলাল চক্রে বিঘূর্ণিত হইতেছে, যদ্দ্বারা সে সেই বন্ধন ছিন্ন করিতে পারে, তাহার ন্যায় শ্রেষ্ঠ সার ও স্পৃহণীয় কথা আর কি আছে। সেই উপদেশ একান্ত গুহ্য। প্রথমতঃ কেহই সম্যক্‌রূপে তাহা

পরিজ্ঞাত নহে, সুতরাং প্রকৃষ্টরূপে তাহা প্রদানে অক্ষম; দ্বিতীয়তঃ তাহা গ্রহণ ও প্রণিধান করিতে সকলে সক্ষম নহে; তৃতীয়তঃ সে সমস্ত অতিশয় গোপনীয়। কারণ যত্রতত্র তাহা বিকীর্ণ হইবার পদার্থ নহে। অনেক সাধনা অনেক সুকৃতি অনেক পুণ্য সঞ্চয় হইলে তাহা প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। আমি অধম অযোগ্য হইলেও সর্ব্বেশ্বর হরির সহিত সখ্যসূত্রে বদ্ধ হইয়া ভাগ্যবানের অগ্রগণ্য হইয়াছি। সুকৃতিশালী সাধকগণের পদরেণুর অযোগ্য হইলেও তোমার অনুকম্পায় আমি তত্ত্ব কথা শ্রবণ করিবার অধিকারী হইয়াছি। বহুতপস্যা, বহু যোগসাধন, বহু চিত্তশুদ্ধি এবং বহু আয়াসে যে গুহ্য তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হওয়া যায়, হে শ্রীনিবাস! তোমার কৃপায় আমি তাহা অনায়াসে লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছি।

যে পরম বিদ্যার উপদেশ তুমি আমাকে প্রদান করিয়াছ তাহাই অধ্যাত্ম বিদ্যা। আত্মাকে অধিকার করিয়া যে বিদ্যা ফল প্রদান ও কার্য্য সাধন করে, ইহকালের সহিত পরকালের সম্বন্ধ বিষয়ক বোধ জন্মাইয়া যে বিদ্যা মানবকে অলীক ও অসার বস্তু পরিত্যাগ পূর্ব্বক সার ও সত্যতত্ত্ব গ্রহণ করিতে শিক্ষা দেয়, তাহাই অধ্যাত্ম বিদ্যা। অন্যান্য সকল বিদ্যা তাহার কিঙ্করী স্বরূপা। লঘুচেতা মানবেরা ঐহিক ভোগাভিলাষ সাধনাভিপ্রায়ে আয়াস সহকারে হীন ও অসার অর্থকরী বিদ্যা উপার্জ্জন করিয়া থাকে। সে বিদ্যা যে ফল প্রদান করে, সে ফলও অলীক অসার ক্ষণস্থায়ী ও ঘৃণার্হ। কিন্তু ভবৎকথিত অধ্যাত্ম বিদ্যা দ্বারা যে পরম ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, ইহ পরকালে কুত্রাপি তাহার আর তুলনা নাই, তল্লব্ধফলের ক্ষয় নাই, এবং তাহাতে কোন আশঙ্কা নাই।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্যের অভিপ্রায়। ভক্তিযোগ প্রকৃষ্ট রূপে প্রণিধান করিবার নিমিত্ত এবং সেই ভক্তিযোগ বৃদ্ধি করিবার অভিপ্রায়ে শ্রীভগবান্ শ্রেষ্ঠ বিভূতি সমূহের নির্দ্দেশ পূর্ব্বক স্বকীয় অসাধারণত্ব কীর্ত্তন করিয়াছেন। তিনি অশেষ কল্যাণগুণগণ পরিবেষ্টিত এবং সর্ব্বাত্ম স্বরূপ। তদ্ব্যতিরিক্ত চেতনাচেতন সমস্ত পদার্থ সেই ভগবানের শরীর স্বরূপ এবং তত্তাবৎ তাঁহারই আয়ত্ত ভাবে অবস্থিত। ইহা পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। শ্রীভগবানের অসাধারণ স্বরূপ এবং তদায়ত্তরূপ সর্ব্বভূতের তাঁহাতেই স্থিতি ও প্রবৃত্তি ইত্যাদির বিবরণ শ্রীভগবানের মুখ হইতে শ্রবণ করিয়া এবং তাহা

নিজ হৃদয়ে বিশিষ্টরূপে নির্দ্ধারণ করিয়া তদ্রূপধর সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বেশ্বর ভগবানকে দর্শন করিবার কামনায় অর্জ্জুন প্রসঙ্গের অবতারণা করিতেছেন। ভগবানের প্রসাদে ভগবৎ স্বরূপ দর্শনে ধন্য হইয়া অর্জ্জুন এই একাদশ অধ্যায়ের "সর্ব্বাশ্চর্য্যময়ং দেবং" "তত্রৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং" (১১।১৩) ইত্যাদি বাক্যে আনন্দোচ্ছ্বাস পরিব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, দেহকেই আত্মা জ্ঞান করিয়া ভ্রমকূপে আমি নিপতিত ছিলাম। আমার প্রতি অনুকম্পাসহকারে তুমি অতিশ্রেষ্ঠ রহস্যময় অধ্যাত্ম নামাভিধেয় আত্মবিদ্যার উপদেশ প্রদান করিয়াছ। "নত্বেবাহং জাতুনাশং" (২য় অধ্যায় ১২ শ্লোক) হইতে "তস্মাদযোগী ভবার্জ্জুন" (৬ষ্ঠ অধ্যায় ৪৬ শ্লোক) পর্য্যন্ত বিবিধ বাক্যে আমার ভ্রমাপনোদন ও উদ্ধার সাধন করিয়াছ। তদ্দ্বারা আমার আত্মবিষয়ক তাবন্মোহ দূরে পলায়ন করিয়াছে।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্বলদেবের অভিপ্রায়। পূর্ব্বে "অহমাত্মা গুড়াকেশ" (১০ম অধ্যায় ২০ শ্লোক) হইতে বিভূতি বর্ণনার সূত্রপাত করিয়া "বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নং" (১০ম অধ্যায় ৪২ শ্লোক) বাক্যে তৎপ্রসঙ্গের উপসংহার দ্বারা নিখিল বিভূতির আশ্রয় স্বরূপ সর্ব্বস্রষ্টা মহাপুরুষের বিবরণ করিয়াছ। তোমার নিজমুখনিঃসৃত বিবরণ শ্রবণে আমি বুঝিতে পারিয়াছি তুমি শ্রীকৃষ্ণরূপ ধারণ করিয়া স্বয়ং অবতার রূপে আবির্ভূত হইয়াছ। এই সকল জ্ঞানজনিত সখ্যানন্দে পূর্ণ হৃদয় অর্জ্জুন সেই পূর্ণ পুরুষকে স্বরূপতঃ দর্শন কামনায় বলিতেছেন যে, হে কৃষ্ণ! তোমার কথিত পরমোপদেশে আমার মোহ অপগত হইয়াছে।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্বিশ্বনাথের অভিপ্রায়। পূর্ব্বে শ্রীভগবান্ ব্যক্ত করিয়াছেন যে, তাঁহার অংশমাত্রই এই জগত ধারণ করিয়া আছেন। আনন্দনিমগ্ন অর্জ্জুন সর্ব্বাংশ সহকৃত পূর্ণপুরুষকে দর্শন কামনায় এই শ্লোকের অবতারণা করিয়াছেন।

এই শ্লোক মধ্যস্থ "অধ্যাত্ম" পদ উপলক্ষ্যে কোন কোন টীকাকৃৎ মহাত্মা অব্যয়ীভাব সমাসের উল্লেখ করিয়াছেন। কেহ কেহ বিভক্তি হেতু অব্যয়ীভাবের কেহবা সপ্তমী অর্থে অব্যয়ীভাবের নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অধি এবং আত্মন্ এই দুই পদ সমাসবদ্ধ এবং সন্ধিযুক্ত হইয়া অধ্যাত্মং পদ সিদ্ধ হয়।

ভগবান্ পাণিনির নিম্ন লিখিত সূত্রানুসারে শেষস্থিত নকারের লোপ হইয়া থাকে। যথা ; "নস্তদ্ধিতে" (পাঃ ৬। ৪। ১০৯। সূত্র)

নিষ্কাম কর্ম্মরূপ ভিত্তির উপর সাধনারূপী ইষ্টক পরম্পরা স্থাপিত করিয়া যে ভক্তিরূপ মহাসৌধ শনৈঃ শনৈঃ বিরচিত হইতেছিল, তাহাই অধুনা সমাপ্ত প্রায় হইয়া আসিতেছে। নিষ্কাম কর্ম্মজনিত চিত্তশুদ্ধি, চিত্তশুদ্ধি জনিত ব্রহ্মাববোধের উল্লেখ, তদনন্তর ভক্তির আবির্ভাব ও ব্রহ্মলাভের নিমিত্ত ব্যাকুলতা, তজ্জনিত সর্ব্বত্র বিভুতি রূপে ব্রহ্মপদার্থের অন্বেষণ ও দর্শন, পরিশেষে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার ঘটিয়া থাকে। এপর্য্যন্ত ধীরে ধীরে উপদেশের পর উপদেশ, সাধনার পর সাধনা এবং অধ্যায়ের পর অধ্যায় পরম্পরা দ্বারা তত্তাবৎই সাধিত হইয়াছে। গত অধ্যায়ে সর্ব্বত্র শ্রীবিষ্ণুর বিদ্যমানতা এবং তাঁহারই অংশদ্বারা জগতের ধৃতি সকলই কথিত হইয়াছে। ইহারই পরিণাম স্বরূপে বিশ্বরূপ ভগবদ্দর্শন অবশ্যম্ভাবী। পরমপবিত্র শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতার এই সুপবিত্র একাদশ অধ্যায়ে সেই কল্পনাতীত অসুলভ ব্যাপার সংঘটিত হইবে। যাহা সকল কর্ম্মের একমাত্র লক্ষ্য, যাহা সকল সাধনার পরম ফল, যাহা জ্ঞান ও ভক্তির একান্ত স্পৃহণীয় পদার্থ, সেই বিশ্বরূপ ভগবানের দর্শন লাভ এই একাদশ অধ্যায়ে ঘটিতেছে। কেবল যে সৌভাগ্যবান সব্যসাচীর অদৃষ্টে এই পরম সুযোগ উপস্থিত হইতেছে এমন নহে। এই গীতাশাস্ত্র অক্ষয় ও অমর, এতন্মধ্যস্থ শিক্ষা ও উপদেশ অনন্ত কালস্থায়ী। যিনি সেই শিক্ষা ও উপদেশ সমূহের মর্ম্ম সুচারুরূপে প্রণিধান করিতে সক্ষম হইবেন, তিনিই কুন্তীনন্দনের ন্যায় সকল ফলের অধিকারী হইতে পারিবেন।

এই শ্লোক অনুষ্টুপছন্দে গ্রথিত। এই ছন্দে রচিত শ্লোকে চারি চরণ থাকে। এবং প্রত্যেক চরণে আটটি করিয়া অক্ষর বিন্যাস করিতে হয়। এস্থলে "মদনুগ্রহায় পরমং" এই প্রথম চরণে আট অক্ষর স্থলে নয়টি অক্ষর সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। পূজ্যপাদ শ্রীমন্নীলকণ্ঠ এই ব্যভিচার আর্ষপ্রয়োগ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন ॥ ১ ॥

শ্রীমৎ শ্রীধর স্বামীর প্রারম্ভ বাক্য। কৃপাপরবশ নারায়ণ পূর্ব্বে স্বকীয় বিভূতি ও বৈভব সমূহের বিবরণ ব্যক্ত করিয়া অধুনা দর্শনাভিলাষী অর্জ্জুনকে নিজ বিশ্বরূপ প্রদর্শন করিতেছেন।

শ্রীমদ্বলদেবের প্রারম্ভ বাক্য। একদেশে নারায়ণের বিশ্বরূপ সন্দর্শনে সন্ত্রস্ত বুদ্ধি অর্জ্জুন শ্রীভগবানের স্তব করিতেছেন। শ্রীহরি স্বকীয়রূপপ্রদর্শন দ্বারা অর্জ্জুনের হৃদয়কে আনন্দিত করিলেন।

শ্রীমদ্বিশ্বনাথের প্রারম্ভ বাক্য। একাদশ অধ্যায়ে শ্রীভগবানের বিশ্বরূপদর্শনে অর্জ্জুন সসম্মানে স্তব করিতে লাগিলেন। শ্রীহরির সেই স্বরূপ দর্শন করিয়া পুনরায় তাঁহার চিত্ত আনন্দিত হইল।

——(:*:)——

ভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাং শ্রুতৌ বিস্তরশো ময়া।
ত্বত্তঃ কমলপত্রাক্ষ! মাহাত্ম্যমপি চাব্যয়ম্॥ ২ ॥

অন্বয়।—হে কমলপত্রাক্ষ! (পদ্মপলাশ-লোচন!) ত্বত্তঃ (ত্বৎসকাশাৎ) হি ভূতানাং (প্রাণিনাং) ভবাপ্যয়ৌ (উৎপত্তিপ্রলয়ৌ) ময়া বিস্তরশঃ (বাহুল্যেন) শ্রুতৌ, অব্যয়ং (অক্ষয়ং) মাহাত্ম্যং (মহিমানং) অপি [শ্রুতং] চ ॥ ২ ॥

প্রতিশব্দ।—হে পদ্মপলাশলোচন! আপনার-নিকট-হইতেই প্রাণিগণের উৎপত্তি-প্রলয় আমি বাহুল্য-রূপে শুনিয়াছি, এবং অক্ষয় মাহাত্ম্য ও [শুনিয়াছি] ॥ ২ ॥

ব্যাখ্যা।—হে পদ্মপলাশলোচন! আমি আপনার নিকটে জীবগণের সৃষ্টি এবং সংহারের বিষয় বিস্তারিত রূপে শ্রবণ করিয়াছি; এবং আপনার অক্ষয় অনন্ত মাহাত্ম্যও সবিশেষ জ্ঞাত হইয়াছি ॥ ২ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—কিঞ্চ ভবেতি। ভব উৎপত্তিরপ্যয়ঃ:প্রলয়ো ভূতানাং তৌ ভবাপ্যয়ৌ শ্রুতৌ বিস্তরশোময়া ন সংক্ষেপতস্ত্বত্তঃ ত্বৎসকাশাৎ কমলপত্রাক্ষ! কমলস্য পত্রং কমলপত্রং তদ্বৎ অক্ষিণী যস্য তব স ত্বং কমলপত্রাক্ষ হে কমলপত্রাক্ষ! মাহাত্ম্যমপি চাব্যয়মক্ষয়ং শ্রুতমিত্যনুবর্ত্ততে ॥ ২ ॥

আনন্দগিরি।—অবিবেকবুদ্ধিরজ্ঞানবিপর্য্যাসাত্মিকা সপ্তমাদারভ্য তৎপদার্থনির্ণয়ার্থমপি ভগবদুক্তং বচোময়া শ্রুতমিত্যাহ কিঞ্চেতি। ভূতানামুৎপত্তিপ্রলয়ৌ ত্বত্তঃ শ্রুতাবিত্যাভ্যাং সম্বধ্যতে, মহাত্মনস্তব ভাবোমাহাত্ম্যং পারমার্থিকং সোপাধিকং বা সর্ব্বাত্মত্বাদিরূপং শ্রুতমিতি পরিণম্যানুবৃত্তিং দ্যোতয়িতুং অপি চেত্যুক্তং ॥ ২ ॥

রামানুজ ।—তথা সপ্তমপ্রভৃতিদশমপর্য্যন্তং তদ্ব্যতিরিক্তানাং সর্ব্বেষাং ভূতানাং ত্বত্তঃ পরমাত্মনো ভবাপ্যয়াবুৎপত্তিপ্রলয়ৌ বিস্তরশো ময়া শ্রুতৌ হে কমলপত্রাক্ষ তবাব্যয়ং নিত্যং সর্ব্বচেতনাচেতন বস্তুশেষিত্বম্ জ্ঞানম্ বলাদিকল্যাণগুণগণৈ স্তবৈব পরতরত্বম্ সর্ব্বাধারত্বং চিন্তিতনিমিষিতাদি সর্ব্বপ্রবৃত্তিষুত্বয়ৈব প্রবর্ত্তয়িতৃত্বমিত্যাদ্যপরিমিতম্ মাহাত্ম্যং চ শ্রুতম্ হি শব্দো বক্ষ্যমাণ দিদৃক্ষা দ্যোতনার্থঃ ॥ ২ ॥

হনুমান্ ।—ভবাপ্যয়ৌ নু সতিপ্রলয়ৌ ॥ ২ ॥

শ্রীধর ।—কিঞ্চ ভবেতি। ভূতানাং ভবাপ্যয়ৌ সৃষ্টিপ্রলয়ৌ ত্বত্তঃ সকাশাদেব ভবতইতি শ্রুতৌময়া "অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথে" ত্যাদৌ বিস্তরশঃ পুনঃ পুনঃ কমলস্য পত্রে ইব সুপ্রসন্নে বিশালে অক্ষিণী যস্য তব হে কমলপত্রাক্ষ! মাহাত্ম্যমপি চাব্যয়ং অক্ষয়ং শ্রুতং বিশ্বসৃষ্ট্যাদিকর্ত্তৃত্বেঽপি শুভাশুভ কর্ম্মকারয়িতৃত্বেঽপি বন্ধমোক্ষাদিবিচিত্রফলদাতৃত্বেঽপি অবিকারাবৈষম্যাসঙ্গৌদাসীন্যাদিলক্ষণমপরিমিতং মহত্ত্বঞ্চ শ্রুতং "অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়" ইতি, "ময়া ততমিদং সর্ব্বমিতি, ন চ মাং তানি কর্ম্মাণীতি, সমোঽহং সর্ব্বভূতেষ্বি" ত্যাদিনা চ, অতস্ত্বৎপরতন্ত্রাণামপি জীবানামহং কর্ত্তেত্যাদি মদীয়োমোহোবিগত ইতি ভাবঃ ॥ ২ ॥

বলদেব।—হে কমলপত্রাক্ষ কমলপত্রে ইবাতিরম্যে দীর্ঘরক্তান্তে চাক্ষিণী যস্যেতি প্রেমাতিশয়াৎ সৌন্দর্য্যাতিশয়োল্লেখঃ। ত্বত্তস্ত্বদ্ধেতুকৌ ভূতানাং ভবাপ্যয়ৌ সর্গপ্রলয়ৌ ময়া ত্বত্তঃ সকাশাদ্বিস্তরশোঽসকৃৎ শ্রুতৌ অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথেত্যাদিনা অব্যয়ং নিত্যং মাহাত্ম্যমৈশ্বর্য্যং চ তব সর্ব্বকর্ত্তৃত্বেঽপি নির্ব্বিকারত্বং সর্ব্বনিয়ন্তৃত্বেঽপি অসঙ্গত্বমিত্যেবমাদি ত্বত্ত এব ময়া বিস্তরশঃ শ্রুতং। ময়া ততমিদং সর্ব্বমিত্যাদিভিঃ ॥ ২ ॥

মধুসূদন ।—তথা সপ্তমাদারভ্য দশমপর্য্যন্তং তৎপদার্থনির্ণয়প্রধানমপি ভগবতোবচনং ময়া শ্রুতমিত্যাহ ভবেতি। ভূতানাং ভবাপ্যয়াবুৎপত্তিলয়ৌ ত্বত্তএব বিস্তরশো ময়া শ্রুতৌ নতু সঙ্ক্ষেপেণাসকৃদিত্যর্থঃ। কমলস্য পত্রে ইব দীর্ঘে রক্তান্তে পরমমনোরমে অক্ষিণী যস্য তব স ত্বং, হে কমলপত্রাক্ষ! অতিসৌন্দর্য্যাতিশয়োল্লেখোঽয়ং প্রেমাতিশয়াৎ, ন কেবলং ভবাপ্যয়ৌ ত্বত্তঃ শ্রুতৌ মহাত্মনস্তব ভাবোমাহাত্ম্যমনতিশয়ৈশ্বর্য্যং বিশ্বসৃষ্ট্যাদিকর্ত্তৃত্বেঽপ্যবিকারিত্বং শুভাশুভকর্ম্মকারয়িতৃত্বেঽপ্যবৈষম্যং বন্ধমোক্ষাদিবিচিত্রফলদাতৃত্বেঽপ্যসঙ্গৌদাসীন্যমন্যদপি সর্ব্বাত্মত্বাদিসোপাধিকং নিরুপাধিকমপিচাব্যয়মক্ষয়ং ময়া শ্রুতমিতি পরিণতমনুবর্ত্ততে চকারাৎ ॥ ২ ॥

নীলকণ্ঠ ।—তথা সপ্তমাধ্যায়মারভ্য দশমপর্য্যন্তং ত্বয়া ভূতানাং ভবাপ্যয়াবপি উক্তৌ অহং সর্ব্বস্য জগতোমত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্তত ইতি তাবপি ময়া বিস্তরশঃ ত্বত্তঃ শ্রুতৌ হে কমলপত্রাক্ষ! অব্যয়ং মাহাত্ম্যমপি ন চ মাং তানি কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তীতি বিষমসৃষ্টিকর্ত্তুরপি বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যদোষো নাস্তি জগৎকর্ত্তুরপি বিকারগন্ধোনাস্তীত্যেবমাদিরূপতৎপদার্থ শুদ্ধিপ্রধানং শ্রুত মিত্যনুষঙ্গঃ ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ ।—অস্মিন্ষট্‌কেতু ভবাপ্যয়ৌ সৃষ্টিসংহারৌ ত্বত্ত ইতি "অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয় স্তথা" ইত্যাদিনা অব্যয়ং মাহাত্ম্যং সৃষ্ট্যাদি কর্ত্তৃত্বেঽপ্যবিকারাসঙ্গাদি লক্ষণং। "ময়া ততমিদং সর্ব্বমিতি, নচমাং তানি কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তী" ত্যাদিনা ॥ ২ ॥

তাৎপর্য্য।—অর্জ্জুন পুনরায় বলিতেছেন, হে ইন্দীবরনয়ন নারায়ণ! তোমার নিকট হইতে স্থাবর জঙ্গমাত্মক ভূতসমূহের উৎপত্তি ও প্রলয় সম্বন্ধীয় বিবিধ বিবরণ আমি শ্রবণ করিয়াছি। তুমি পুনঃ পুনঃ বিবিধ বিধানে উৎপত্তি ও নাশ বিষয়ক রহস্য আমার নিকট বিবৃত করিয়াছ। সংক্ষেপে বা অস্পষ্ট ভাবে কোন কথাই ব্যক্ত কর নাই। কেবল তোমার নিকট হইতে ভূতসমূহের উৎপত্তি ও পরিণতি বিষয়ক বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইয়াছি এমন নহে, তোমার অক্ষয় অনন্ত মহিমার সবিশেষ তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইয়াছি। তুমি এই বিশ্বের মূল স্রষ্টা, ইহা তোমার এক মাহাত্ম্য। অপিচ তুমি জীবের শুভাশুভ সকল কার্য্যের নিয়ামক ও ব্যবস্থাপক,ইহাও তোমার আর এক মাহাত্ম্য। অপিচ প্রাণিবর্গের বন্ধন ও মুক্তিরূপ বিচিত্র ফল প্রদানও তোমার আয়ত্ত, ইহাও তোমার আর এক মাহাত্ম্য। তোমার মাহাত্ম্য সীমা শূন্য ও বর্ণনাতীত। এস্থলে যে সকল মাহাত্ম্যের নির্দ্দেশ করা হইল, সে কেবল সঙ্কেতে একদেশ মাত্র প্রদর্শনের নিমিত্ত। প্রত্যুত তোমার মহিমার সীমা নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক বিবরণ করিতে কাহারও সাধ্য নাই। বিশ্বেশ্বর হরি এইরূপ মাহাত্ম্য পরিবেষ্টিত হইলেও সর্ব্বব্যাপারেই তিনি নির্লিপ্ত, বিকার বিরহিত, নিষ্ক্রিয় ও উদাসীন। গীতার নিম্নোদ্ধৃত শ্লোক-নিচয়ে শ্রীভগবানের এই মাহাত্ম্য অবিসংবাদিতরূপে কীর্ত্তিত হইয়াছে। "অব্যক্তং ব্যক্তি মাপন্নং" (৭ম অধ্যায় ২৪ শ্লোক) "ময়া ততমিদং সর্ব্বং" (৯ম অধ্যায় ৪ শ্লোক) "নচমাংতানি কর্ম্মাণি" (৯ম অধ্যায় ৯ শ্লোক) "সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু" (৯ম অধ্যায় ২৯ শ্লোক)।

মূলস্থিত "হি" শব্দ অচির কাল মধ্যে বিশ্বরূপ দর্শন কামনার দ্যোতক, ইহাই পূজ্যপাদ রামানুজাচার্য্যের অভিপ্রায়। মূলস্থিত "কমলপত্রাক্ষ" এই বাক্যে ইহাই সূচিত হইতেছে যে, শ্বেত অথচ লোহিত আভা ও রেখা যুক্ত সুবিস্তৃত বিশাল নয়ন। ইহা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অর্জ্জুনের অত্যানুরক্তি ব্যক্ত হইতেছে। তিনি বিশ্বরূপ দর্শনলোলুপ হইয়াও অধুনা শ্রীকৃষ্ণের ভুবনমোহন রূপের প্রতিই আকৃষ্টচিত্ত হইয়াছেন।

অর্জ্জুন পরবর্ত্তী শ্লোকে ভগবানের বিশ্বরূপ সন্দর্শনের অভিলাষ নিবেদন করিবেন। এক্ষণে ভগবচ্চরণে বিনীত ভাবে তিনি ইহাই নিবেদন করিতেছেন যে, ভগবানের মাহাত্ম্য, বিভূতি, ক্ষমতা, গুণ ও কর্ম্ম ঘটিত কোন বিব-

রণই তাঁহার আর অপরিজ্ঞাত নাই। তাঁহার হৃদয়স্থিত মায়া মোহান্ধকারও নিঃশেষে অপগত হইয়াছে। কেবল ভগবৎ সম্বন্ধীয় একটি রহস্য গোচরীভূত করা এখনও তাঁহার অদৃষ্টে ঘটে নাই। হৃদয়ে যাহা তিনি বুঝিয়াছেন, অন্তরে যে ভাবের উন্মেষ হইয়াছে, ভগবানের সেই স্বরূপ এখনও তাঁহার মর নয়নের গোচরীভূত হয় নাই। সেই বাসনা বিজ্ঞাপিত করিবার সূচনা এই দুই শ্লোকে সমাপ্ত হইল ॥ ২ ॥

——(⁂)——

এবমেতদ্যথাত্থ ত্বমাত্মানং পরমেশ্বর ! ।
দ্রষ্টুমিচ্ছামি তে রূপমৈশ্বরং পুরুষোত্তম ! ॥ ৩ ॥

অন্বয়।—হে পরমেশ্বর! ত্বং আত্মানং (স্বং) যথা (যাদৃক্) আত্থ (ব্রবীষি) এতৎ এবং (এবংবিধং) [তথাপি] হে পুরুষোত্তম! (পুরুষপ্রবর!) তে (তব) ঐশ্বরং (অনন্তৈশ্বর্য্যাদি সম্পন্নং) রূপং দ্রষ্টুং (প্রত্যক্ষীকর্ত্তুং) ইচ্ছামি ॥ ৩ ॥

প্রতিশব্দ।—হে পরমেশ্বর! আপনি আপনাকে যেরূপ বলিলেন ইহা এইরূপ; [কিন্তু] হে পুরুষোত্তম! আপনার ঐশ্বরিক রূপকে দর্শন-নিমিত্ত ইচ্ছা করিতেছি ॥ ৩ ॥

ব্যাখ্যা।—হে পরমেশ্বর! আপনি আপনাকে যেরূপ অনন্ত বিভূতি-সম্পন্ন বলিয়া বর্ণনা করিলেন, তাহা যে নিশ্চয়ই সেইরূপ ইহা আমি বুঝিতে পারিয়াছি; কিন্তু হে পুরুষোত্তম! আপনার সেই অনন্ত ঐশ্বর্য্যাদি পরিবৃত ঐশ্বরিক রূপ আমি প্রত্যক্ষ করিতে অভিলাষী হইয়াছি ॥ ৩ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—এবমিতি। এবমেতন্নান্যথা যথা যেন প্রকারেণাত্থ কথয়সি ত্বমাত্মানং পরমেশ্বর! তথাপি দ্রষ্টুমিচ্ছামি তে তব জ্ঞানৈশ্বর্য্যশক্তিবলবীর্য্যতেজোভিঃ সংপন্নমৈশ্বরং বৈষ্ণবং রূপং পুরুষোত্তম! ॥ ৩ ॥

আনন্দগিরি।—ত্বদুক্তেঽবিশ্বাসাভাবাৎ ন তস্মিন্ দিদৃক্ষা কিন্তু কৃতার্থীবুভূষয়া ইত্যাহ এবমেতদিতি। যেন প্রকারেণ সোপাধিকেন নিরূপাধিকেন চেত্যর্থঃ। যদি মমাপ্তত্বং নিশ্চিতা মদ্বাক্যং তে মানং তর্হি কিমিতি মদুক্তং দিদৃক্ষ্যতে কৃতার্থীবুভূষয়েত্যুক্তং মত্বাহ তথাপীতি। চক্ষুর্জাদিরূপনিবৃত্ত্যর্থমাহ ঐশ্বরমিতি। তদ্ব্যাচষ্টে জ্ঞানেত্যাদিনা ॥ ৩ ॥

রামানুজ।—হে পরমেশ্বর এবমেতদিত্যবধৃতম্ যথাত্থ ত্বমাত্মানম্ ব্রবীষি পুরুষোত্তম আশ্রিতবাৎসল্যজলধে তবৈশ্বরম্ ত্বদসাধারণম্ সর্ব্বস্য প্রশাসিতৃত্বে পালয়িতৃত্বে স্রষ্টৃত্বে সংহর্ত্তৃত্বে ভর্ত্তৃত্বে কল্যাণগুণাকরত্বে পরতরত্বে সকলেতর বিসজাতীয়ত্বে চ অবস্থিতম্ রূপং দ্রষ্টুং সাক্ষাৎ কর্ত্তুমিচ্ছামি ॥ ৩ ॥

হনুমান্।—ঈশ্বরস্যেদমৈশ্বরং ॥ ৩ ॥

শ্রীধর।—কিঞ্চ এবমেতদিতি। ভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানামিত্যাদি ময়া শ্রুতং যথা চেদানীমাত্মানং ত্বমাত্থ "বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতোজগদি" ত্যেবং কথয়সি হে পরমেশ্বর! এতদেবমেব অত্রাপ্যবিশ্বাসো মম নাস্তি, তথাপি হে পুরুষোত্তম! তবৈশ্বর্য্যং জ্ঞানৈশ্বর্য্যশক্তিবীর্য্যাদিভিঃ সম্পন্নং ত্বদ্রূপং কৌতূহলাদহং দ্রষ্টুমিচ্ছামি ॥ ৩ ॥

বলদেব।—এবমিতি বিষ্টভ্যাহমিদমিত্যাদিনা যয়া ত্বমাত্মানং স্বমাত্থ ব্রবীষি তদেতদেবমেব ন তত্র মে সংশয়লেশোঽপি তথাপি তবৈশ্বরং সর্ব্বপ্রশাস্তৃ তদ্রূপমহং কৌতুকাদ্দ্রষ্টুমিচ্ছামি। হে পরমেশ্বর হে পুরুষোত্তমেতি সম্বোধয়ন্ মম তদ্দিদৃক্ষাং জানাস্যেব তাং পূরয়েতি ব্যঞ্জয়তি মধুররসাস্বাদিনঃ কটুকরসজিঘৃক্ষাবত্তন্মাধুর্য্যানুভবিনো মে ত্বদৈশ্বর্য্যানুবুভূষাভূদেতীত ভাবঃ ॥ ৩ ॥

মধুসূদন।—হে পরমেশ্বর! যথা যেন প্রকারেণ সোপাধিকেন নিরুপাধিকেন চ নিরতিশয়ৈশ্বর্য্যেণাত্মানং ত্বমাত্থ কথয়সি ত্বং এবমেতন্নান্যথা ত্বদ্বচসি কুত্রাপি মমাবিশ্বাসশঙ্কা নাস্ত্যেবেত্যর্থঃ যদ্যপ্যেবং কৃতার্থীবুভূষয়া দ্রষ্টুমিচ্ছামি তে তব রূপমৈশ্বরং জ্ঞানৈশ্বর্য্যশক্তিবলবীর্য্যতেজোভিঃ সম্পন্নমদ্ভুতং হে পুরুষোত্তমেতি সংবোধনেন ত্বদ্বচস্যবিশ্বাসো মম নাস্তি দিদৃক্ষা চ মহতী বর্ত্তত ইতি সর্ব্বজ্ঞত্বাত্ত্বং জানাসি সর্ব্বান্তর্য্যামিত্বাচ্চেতি সূচয়তি ॥ ৩ ॥

নীলকণ্ঠ।—এবমিতি যচ্চ ত্বং বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতোজগদিত্যাত্মানং জগদাধারমাত্থ তদপি ইত্থমেব ন মমাঽত্র অসম্ভাবনাঽস্তি হে পরমেশ্বর! তে তব রূপম্ ঐশ্বরম্ ঈশ্বরস্যেদং বিশ্বাত্মকং মায়াময়মিত্যর্থঃ, হে পুরুষোত্তম! ক্ষরাক্ষরাতীত! বিশ্বরূপং মায়াময়ং বাস্তবস্তু রূপং মায়াময়মিত্যৈশ্বরমিতি পুরুষোত্তমেতি চ পদাভ্যাং লভ্যতে তথা চ বক্ষ্যতি, "মায়া হেষা ময়া সৃষ্টা যন্মাং পশ্যসি নারদ। সর্ব্বভূতগুণৈর্যুক্তং নৈবং মাং জ্ঞাতুমর্হসীতি" উক্তঞ্চ শুদ্ধম্ রূপমভিপ্রেত্য অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মিতি ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ।—ইদানীমাত্মানং ত্বং যথাত্থ "বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্ন মেকাংশেন স্থিত" ইতি তচ্চৈবমেব মম নাত্র কোঽপ্যবিশ্বাসোঽস্তীতিভাবঃ। কিন্তু তদপি স্বংকৃতার্থীবুভূষয়া তবৈশ্বরং তদ্রূপং দ্রষ্টুমিচ্ছামি যেনৈকাংশেনেশ্বররূপেণ ত্বং জগৎ বিষ্টভ্য বর্ত্তসে তস্যৈব তে রূপ মহমিদানীং চক্ষুর্ভ্যাং দ্রষ্টুমিচ্ছামীত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

তাৎপর্য্য।—অর্জ্জুন পুনরপি বলিতেছেন, হে নারায়ণ! তুমি পূর্ব্বে নানাভাবে নানাস্থানে তোমার অশেষ ঐশ্বরিক শক্তির মাহাত্ম্য ও বিভুতির

বর্ণনা করিয়াছ। তৎসমস্ত বৃত্তান্ত আমি সম্যক্ রূপে প্রণিধান করিয়াছি। তৎসম্বন্ধে আমার হৃদয়ে সন্দেহের কণিকামাত্রেরও স্থান নাই। তথাপি হে পরমেশ্বর! তোমার মহামহিমময় অশেষ ঐশ্বর্য্যাদি সংবেষ্টিত স্বরূপ দর্শনের নিমিত্ত আমি নিরতিশয় কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াছি। জ্ঞান চক্ষুতে তোমার দিব্যস্বরূপ সন্দর্শন করিলেও আমার পার্থিব নয়ন ও মন অতৃপ্ত রহিয়াছে। এজন্য হে শ্রীনিবাস! আমি সবিনয়ে তোমার বিশ্বরূপী বিরাট স্বরূপ দর্শন করিবার নিমিত্ত প্রার্থনা করিতেছি।

গীতাশাস্ত্র যে পরম পবিত্র ধর্ম্মগ্রন্থ, তদ্বিষয়ে বোধ হয় কাহারও কোনই সন্দেহ নাই। ইহার স্তরে স্তরে কর্ম্ম, সাধনা, যোগ, জ্ঞান, ভক্তি প্রভৃতির যে সকল বিকাশও বিন্যাস পরিদৃষ্ট হয়, বোধ হয় ভূমণ্ডলে আর কোন গ্রন্থেই তাহা নাই। অধিকন্তু এই গ্রন্থের মধ্য যট্‌কে ভগবান্ সশরীরে পরিদৃশ্যমান। তিনি স্বয়ং বক্তা, স্বয়ং মীমাংসক এবং স্বয়ং সর্ব্ব ফল বিধাতা। অপিচ তিনি সশরীরে স্বরূপে সাধকের সমক্ষে দণ্ডায়মান। জ্ঞান ও ভক্তির যেরূপ পরিণতি হইলে ভগবদ্দর্শন সম্ভবপর, অর্জ্জুনের তাহা হইয়াছে। এইরূপ মানসিক পরিপুষ্টির পরই ভগবদ্দর্শনেচ্ছা বলবতী হইয়া থাকে। জ্ঞানের আতিশয্যে ভক্তির প্রাবল্যে অর্জ্জুন হৃদয় পটে বিশ্বেশ্বরের বিশাল মূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া প্রেম কণ্টকিত শরীরে তাহা দর্শন করিতে সক্ষম হইয়াছেন। কিন্তু বাহ্যেন্দ্রিয় গ্রামের পিপাসা মিটিতেছেনা। এইজন্যই নয়নের প্রবল দিদৃক্ষা জন্মিয়াছে। সুতরাং অর্জ্জুন অনুগত শিষ্যের ভাবে সবিনয়ে মনের বাসনা সর্ব্বহৃদয়ের মর্ম্মজ্ঞ ভগবানের চরণে নিবেদন করিলেন। এইরূপ জ্ঞান ও ভক্তির সম্পূর্ণতা ও পরিপুষ্টতা ঘটিলে এরূপ ভগবদ্দর্শনের কামনা সকলেরই হইতে পারে। এবং সকলেই সৌভাগ্যবান্ অর্জ্জুনের ন্যায় সে অসুলভ প্রেমানন্দ উপভোগ করিতে পারেন।

এই শ্লোকে ভগবান্‌কে পার্থ "পুরুষোত্তম" শব্দে সম্বোধন করিয়াছেন। ইহাতে শ্রীভগবানের সর্ব্বশক্তিমত্তা ও সর্ব্বান্তর্যামিত্ব সূচিত হইতেছে। নারায়ণ সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়ের কর্ত্তা বিভূতি পরিবৃত বিশ্বনাথ, এ বিষয়ে অর্জ্জুনের কোনই সন্দেহ নাই। তাঁহার বাক্য শ্রবণেই ও উপদেশ দ্বারা ধনঞ্জয় তৎসম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইয়াছেন। তথাপি যদি কেহ মনে করেন, পরমেশ্বর বিষয়ক এতাদৃশ গভীর জ্ঞানোদয়ের পরও যখন তাঁহার রূপ-

দর্শনার্থ কুন্তীনন্দনের কৌতূহল প্রকাশ পাইতেছে, তখন সম্ভবতঃ তাঁহার হৃদয়ে মধুসূদনের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে হয়তো কিঞ্চিৎ সন্দেহাবশেষ প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। এবংবিধ সন্দেহ পুরুষোত্তম শব্দদ্বারা নিরস্ত হইতেছে। যে হেতু যিনি হৃদয়ের মর্ম্মজ্ঞ অন্তর্যামী পুরুষ, যাঁহার অগোচর কোন ব্যাপার বা কোন স্থানই নাই, তাঁহার নিকট হৃদয়ের ভাব লুক্কায়িত রাখা কদাপি সম্ভবপর নহে। এতদ্দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, অর্জ্জুন সরল ভাবে কেবল কৌতূহল মাত্রের বশবর্ত্তী হইয়া বিশ্বরূপদর্শনের প্রার্থী হইয়াছেন।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্বলদেব একটী দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। যথা; মধুর রস যাঁহারা আস্বাদন করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের যেমন কখনও কখনও কটু রস সেবনের আকাঙ্ক্ষা জন্মে, তদ্রূপ নিয়ত ভগবানের মধুর প্রেম উপভোগকারী অর্জ্জুনের হৃদয়ে তাঁহার বিভূতি ও বিশ্বরূপ দর্শনের আকাঙ্ক্ষা জন্মিয়াছে। যে ব্যক্তি অন্তরপ্রদেশে ভগবানের মাধুর্য্য রসাস্বাদন জনিত বিমলানন্দ উপভোগ করে, তাহার পক্ষে বাহ্যনয়নের রূপদর্শন বা বিভূতি বিজ্ঞানের কোন প্রয়োজন হয় না। তথাপি বারেক আস্বাদ পরিবর্ত্তনের প্রয়োজনানুবোধবৎ দর্শন কামনার উদ্ভব হওয়া অসঙ্গত নহে ॥ ৩ ॥

——(*)——

মন্যসে যদি তচ্ছক্যং ময়া দ্রষ্টুমিতি প্রভো!।
যোগেশ্বর! ততো মে ত্বং দর্শয়াত্মানমব্যয়ং ॥ ৪ ॥

অন্বয়।—হে প্রভো! যদি তৎ (রূপং) ময়া দ্রষ্টুং শক্যং (যোগ্যং) ইতি মন্যসে (জানাসি) ততঃ (তর্হি) হে যোগেশ্বর! (যোগীশ্রেষ্ঠ!) ত্বং মে (মহ্যং) অব্যয়ং (নিত্যং) আত্মানং (স্বরূপং) দর্শয় ॥ ৪ ॥

প্রতিশব্দ।—হে প্রভো! যদি সেই-রূপ আমার-কর্ত্তৃক দর্শননিমিত্ত যোগ্য এইরূপ মনে-করেন, তাহা-হইলে হে যোগীশ্রেষ্ঠ! আপনি আমাকে নিত্য আত্ম-স্বরূপ দেখান ॥ ৪ ॥

ব্যাখ্যা—হে প্রভো! যদি সেই অনন্ত অদ্ভুত রূপ মাদৃশ ক্ষুদ্র

ব্যক্তির দর্শন যোগ্য এরূপ বিবেচনা করেন, তাঁহা হইলে হে যোগনাথ! আপনার সেই অবিনাশী অলৌকিক রূপ আমাকে একবার দেখাইয়া কৃতার্থ করুন ॥ ৪ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—মন্যস ইতি। মন্যসে চিন্তয়সি যদি ময়ার্জ্জুনেন তৎ শক্যং দ্রষ্টুমিতি প্রভো! স্বামিন্ হে যোগেশ্বর! যোগিনোযোগাস্তেষামীশ্বরো যোগেশ্বরঃ হে যোগেশ্বর! যস্মাদহমতীবার্থী দ্রষ্টুং তস্মান্মে মম মদর্থং দর্শয় ত্বমাত্মানমব্যয়ং ॥ ৪ ॥

আনন্দগিরি।—দ্রষ্টুমযোগ্যে কুতোদিদৃক্ষেত্যাশঙ্ক্যাহ মন্যস ইতি। প্রভবতি সৃষ্টিস্থিতিসংহারপ্রবেশপ্রশাসনেভ্যঃ ইতি প্রভুঃ। লক্ষণয়া যোগ শব্দার্থমাহ যোগিনইতি। ততইত্যাদি ব্যাচষ্টে যস্মাদিতি ॥ ৪ ॥

রামানুজ।—তৎসর্ব্বস্য স্রষ্টৃ সর্ব্বস্য প্রশাসিতৃ সর্ব্বস্যাধারভূতং ত্বদ্রূপম্ ময়াদ্রষ্টুম্ শক্যমিতি যদি মন্যসে ততো যোগেশ্বর যোগো জ্ঞানাদি কল্যাণগুণযোগঃ "পশ্যমে যোগ মৈশ্বরম্" ইতি হি বক্ষ্যতে ত্বদ্ব্যতিরিক্তস্য কস্যাপ্যসংভাবিতানাম্ জ্ঞানবলৈশ্বর্য্য বীর্য্য শক্তিতেজসাম্ নিধে আত্মানং ত্বামব্যয়ম্ মে দর্শয় ত্ব (মব্যয়মিতি ক্রিয়াবিশেষণম্) ত্বাং সকলম্ মে দর্শয়েত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

হনুমান্।—(যোগশব্দাৎ সমাধিবচনাদর্শআদিত্বাদচ্ প্রত্যয়ঃ) যোগোবিদ্যতে যেষাং তে যোগাঃ যোগিনা মীশ্বরো যোগীশ্বরস্তস্য সংবোধনং ॥ ৪ ॥

শ্রীধর।—নচাহং দ্রষ্টুমিচ্ছামীত্যেতাবতৈব ত্বয়া তদ্রূপং দর্শয়িতব্যং কিং তর্হি মন্যসইতি। যোগিন এব যোগাস্তেষামীশ্বর! ময়ার্জ্জুনেন তদ্রূপং দ্রষ্টুং শক্যমিতি যদি মন্যসে, ততস্তর্হি তদ্রূপং পরমাত্মানমব্যয়ং নিত্যং মম দর্শয় ॥ ৪ ॥

বলদেব।—ঐশ্বর্য্যদর্শনে ভগবৎসম্মতিং গৃহ্লাতি মন্যসে যদীতি। জানাসীচ্ছসি বেত্যর্থঃ। হে প্রভো সর্ব্বস্বামিন্ যোগেশ্বরেতি সম্বোধয়ন্নযোগস্য মে ত্বদ্দর্শনে ত্বচ্ছক্তিরেব হেতুরিতি ব্যঞ্জয়তি ॥ ৪ ॥

মধুসূদন।—দ্রষ্টুমযোগ্যে কুতস্তে দিদৃক্ষেত্যাশঙ্কাহ প্রভবতি সৃষ্টিস্থিতিসংহারপ্রবেশপ্রশাসনেম্বিতি প্রভুঃ হে প্রভো! তং তবৈশ্বরং রূপং ময়ার্জ্জুনেন দ্রষ্টুং শক্যমিতি যদি মন্যসে জানাসীচ্ছসি বা হে যোগেশ্বর! সর্ব্বেষামণিমাদিসিদ্ধিশালিনাং যোগানাং যোগিনামীশ্বর! ততস্তদিচ্ছাবশাদেব মে মহ্যমত্যর্থমর্থিনে ত্বং পরমকারুণিকো দর্শয় চাক্ষুষজ্ঞানবিষয়ীকারয় আত্মানমৈশ্বররূপবিশিষ্টমব্যয়মক্ষয়ং ॥ ৪ ॥

নীলকণ্ঠ। মন্যস ইতি। হে যোগেশ্বর! যোগানাম্ যোগিনামীশ্বর তদ্রূপম্ যদি ময়া দ্রষ্টুং শক্যমিতি মন্যসে যদি ময়ি তদ্দর্শনাধিকারম্ পশ্যসি তার্হি দর্শয় ততর্হি মে মহ্যম্ অব্যয়মাত্মানম্ দর্শয় মায়াময়ত্বাদেবাস্যাব্যয়ত্বম্ মায়ায়া হি সর্ব্ব সর্ব্বাত্মকম্ সর্ব্বদাহস্তীতি প্রসিদ্ধম্, যথোক্তম্ বশিষ্ঠেন, "বর্ত্তমান মতীতঞ্চ ভবিষ্যৎস্থূলমপ্যপি। তথা দূর মদূরঞ্চ নিমেষঃ কল্প ইত্যপি। চিদাত্মনিস্থিতান্যেব পশ্য মায়াবিজৃম্ভিতমিতি"। নহি মরু মরীচি সরসীক্রমশঃ শুষ্যতীতি। অতো মায়াময়ত্বাদেবাস্য ঈশ্বরস্য রূপস্যাব্যয়ত্বম্ ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ ;—যোগেশ্বরেতি অযোগ্যস্যাপি মম তদ্দর্শনযোগ্যতায়াং তব যোগৈশ্বর্য্যমেব কারণ মিতিভাবঃ ॥ ৪ ॥

তাৎপর্য্য ।—পূর্ব্বশ্লোকে অর্জ্জুন যে প্রার্থনা নিবেদন করিয়াছেন, তাহারই পরিপোষণার্থ এই শ্লোকের অবতারণা করিয়াছেন। প্রার্থনা বাক্য নিবেদন করিয়াই তাঁহার মনে স্বতঃ আশঙ্কা জন্মিয়াছে যে, আমি ভগবদ্দর্শনের যোগ্য কি না, তাহার বিচার না করিয়াই দর্শনাভিলাষ ব্যক্ত করিয়াছি। যেরূপ পুণ্য ও সাধনা থাকিলে, যেরূপ সুকৃতিশালী হইলে ভগবদ্দর্শনের অধিকারী হইতে পারা যায়, আমার হয়তো তাহার কিছুই নাই। তথাপি আমি বাসনার প্রাবল্যে প্রলুব্ধ হইয়া বিশ্বেশ্বরের নিকট চাপল্য প্রকাশ করিয়াছি। হৃদয়ের এইরূপ দীনতা, অন্তঃকরণের এইরূপ কোমলতা, অহঙ্কার ও গর্ব্বের এইরূপ একান্ত অভাব ভক্তির প্রধান লক্ষণ। পরম ভক্ত অর্জ্জুনের আশঙ্কা ও আকুলতার সীমা নাই।

সভয়ে অর্জ্জুন বলিতেছেন, হে প্রভো ! আমি না বুঝিয়া স্বকীয় যোগ্যতা ও অধিকারের বিষয় বিবেচনা না করিয়া অন্তরের ব্যাকুলতা আপনাকে জানাইয়াছি। কিন্তু আপনি সর্ব্বজ্ঞ ; আপনি যদি মনে করেন, আমি ভবদীয় অনন্ত বিভূতি পরিবেষ্টিত বিশ্বরূপ দর্শনের উপযোগী ব্যক্তি নহি, তাহা হইলে আমার বাসনা অবশ্যই এই স্থানেই অবসিত হইবে। কিন্তু হে যোগেশ্বর ! যদি আমি কিঞ্চিৎমাত্রও ভবদীয় ভক্তিরসজ্ঞ হইয়া থাকি, যদি আমি অনুমাত্রও জ্ঞানরাজ্যে অগ্রসর হইয়া থাকি, অথবা সে কথায় কাজ কি, যদি আপনি আমাকে ভবদ্রূপ দর্শনের যোগ্য বলিয়া মনে করেন, তাহা হইলে কৃপা করিয়া আমার এই নশ্বর নয়নের সমক্ষে সেই রূপে আবির্ভূত হউন। আমি সেই রূপ দর্শন করিয়া কৃতার্থ হই।

মূলে "প্রভো" ও "যোগেশ্বর" এই দুইটী সম্বোধন বাক্য প্রযুক্ত হইয়াছে। এই দুই বাক্যের সার্থকতা যথেষ্ট। যাঁহা হইতে সকলের প্রভব হয়, যাঁহাতে অন্তে সকলেই প্রবেশ করে, এবং যাঁহার প্রশাসনের অধীন হইয়া সকলকে কালপাত করিতে হয়, তিনি প্রভু। এই বাক্যে অর্জ্জুনের সর্ব্বতোভাবে ভগবদধীনতা বিজ্ঞাপিত হইতেছে। অণিমা লঘিমাদি (২৯৬ পৃষ্ঠার টিপ্পনী দ্রষ্টব্য) যোগৈশ্বর্য্যে সিদ্ধ যোগীগণেরও শ্রীভগবান্ ঈশ্বর।

অষ্টসিদ্ধিপ্রাপ্ত যোগীগণ অশেষ ক্ষমতাশালী রূপে মানব সমাজে পূজিত হইয়া থাকেন। তাঁহাদিগেরও যিনি ঈশ্বর তাঁহার ক্ষমতার ইয়ত্তা কে করিতে পারে, ইহাই যোগেশ্বর শব্দে প্রতিপন্ন হইতেছে। অপিচ ইহাও উপলব্ধ হইতেছে যে, যে যোগিগণ দূরের বা নিকটের দৃষ্ট বা অদৃষ্ট সকল পদার্থের তথ্য নিরূপণে সমর্থ, তাঁহাদিগেরও যিনি ঈশ্বর তাঁহার নিকট অপরিজ্ঞাত ব্যাপার কিছুই থাকিতে পারে না। যিনি প্রভু ও যোগেশ্বর, ভগবদ্দর্শনের অধিকার অর্জ্জুনের আছে কিনা, তাহার সম্যক্ বিচার তাঁহার ন্যায় কে করিতে পারে।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্বলদেব ও শ্রীমদ্বিশ্বনাথ যোগেশ্বর শব্দের অন্য সার্থকতা প্রদর্শন করিয়াছেন। যদি ভগদ্রূপ দর্শনে অর্জ্জুনের যোগ্যতা না থাকে, তাহা হইলে যোগেশ্বরের শক্তি তদ্দর্শনের হেতুভূত হইবে ॥ ৪ ॥

——(*)——

শ্রীভগবানুবাচ ।

পশ্যমে পার্থ ! রূপাণি শতশোঽথ সহস্রশঃ ।
নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ ॥ ৫ ॥

অন্বয় ।—শ্রীভগবান্ উবাচ (কথয়ামাস), হে পার্থ ! মে (মম) দিব্যানি (অলৌকিকানি) নানাবিধানি (বহুপ্রকারাণি) নানাবর্ণাকৃতীনি (বহুবর্ণাবয়ববিশিষ্টানি) চ শতশঃ অথ সহস্রশঃ রূপাণি পশ্য (অবলোকয়) ॥ ৫ ॥

প্রতিশব্দ ।—শ্রীভগবান্ বলিলেন, হে পার্থ ! আমার অলৌকিক বহু-প্রকার এবং বহুবর্ণায়ব-সম্পন্ন শত-শতঅনন্তর সহস্র সহস্র রূপ দর্শন-কর ॥ ৫ ॥

ব্যাখ্যা ।—শ্রীভগবান্ বলিলেন, হে পার্থ ! তুমি সমাহিত চিত্তে আমার অলৌকিক নানা প্রকার নীল পীতাদি বহুবিধ বর্ণ একত্র সমাবিষ্ট, নানাবিধ আকৃতি এক স্থানে উদিত অত্যদ্ভুত শত শত সহস্র সহস্র দিব্য রূপ দর্শন কর ॥ ৫ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—এবঞ্চোদিতোঽর্জ্জুনেন ভগবানুবাচ পশ্য ম ইতি। পশ্য মে মম পার্থ! রূপাণি শতশোঽথ সহস্রশ অনেকশ ইত্যর্থঃ তানি চ নানাবিধানি অনেক প্রকারাণি দিবি ভবানি দিব্যান্যপ্রাকৃতানি চ নানাবর্ণাকৃতীনি চ নানা নীলপীতাদিপ্রকারা বর্ণা বিলক্ষণাস্তথা আকৃতয়োঅবয়বসংস্থানবিশেষা যেষাং রূপাণাং তানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ ॥ ৫ ॥

আনন্দগিরি।—অর্জ্জুনমতিভক্তং সখায়ং প্রার্থিতপ্রতিশ্রবণেনাশ্বাসয়িতুমাহ এবমিতি ॥ ৫ ॥

রামানুজ।—এবং কৌতূহলান্বিতেন হর্ষগদগদ কণ্ঠেন পার্থেন প্রার্থিতো ভগবানুবাচ। পশ্য মে সর্ব্বাশ্চর্য্যাণি রূপাণি অথ শতশঃ সহস্রশশ্চ নানাবিধানি নানা প্রকারাণি দিব্যান্যপ্রাকৃতানি নানাবর্ণাকৃতানি শুক্লকৃষ্ণাদি নানাবর্ণানি নানাকারাণি চ পশ্য ॥ ৫ ॥

হনুমান্।—এবমর্জ্জুনেন স্বরূপ সংদর্শনং প্রার্থিতং তদ্দর্শয়িতুং কামো শ্রীভগবানুবাচ শতশঃ শতানি সহস্রশঃ সহস্রানি নানাবর্ণাকৃতীনি নানাবিধবর্ণসংস্থানি ॥ ৫। ৬ ॥

শ্রীধর।—এবং প্রার্থিতঃ সন্নত্যদ্ভূতং রূপং দর্শয়িষ্যন্ সাবধানোভবেত্যেবমভিমুখীকরোতি শ্রীভগবানুবাচ পশ্যেতি চতুর্ভিঃ। রূপস্যৈকত্বেঽপি নানাবিধত্বাদ্রূপাণীতি বহুবচনং, অপরিমিতানি অনেকপ্রকারাণি দিব্যান্যলৌকিকানি মম রূপাণি পশ্য, বর্ণাঃ শুক্লকৃষ্ণাদয়ঃ আকৃতয়ঃ অবয়ববিশেষাঃ নানা অনেকা বর্ণা আকৃতয়শ্চ যেষাং তানি নানাবর্ণাকৃতীনি ॥ ৫ ॥

বলদেব।—এবং অভ্যর্থিতো ভগবান্ প্রকৃত্যন্তর্য্যামিণং সহস্রশিরসং প্রশান্তত্বপ্রধানং দেবাকারং স্বাংশং প্রদর্শয়িতুং প্রকৃতোপযোগিত্বাত্তত্রৈব কালাত্মকতাঞ্চ বোধয়িতুমর্জ্জুনমবধাপয়তীত্যাহ পশ্যেতি। চতুর্ষু পশ্যেতি পদাবৃত্তির্দর্শনীয়ানাং রূপাণামত্যন্ত তত্ত্বদ্যোতনার্থা চ বোধ্যা। মে মম সহস্রশীর্ষাকারেণ ভাসমানস্যৈকস্যৈব শতানি সহস্রাণি চ বিভূতিভূতানি রূপাণি পশ্য। (অর্হে লোট) তানি দ্রষ্টুমর্হো ভবেত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

মধুসূদন।—এবমত্যন্তভক্তেনার্জ্জুনেন প্রার্থিতঃ সন্ অত্র ক্রমেণ শ্লোকচতুষ্টয়েঽপি পশ্যেত্যাবৃত্ত্যাঽত্যদ্ভুতরূপাণি দর্শয়িষ্যামি ত্বং সাবধানোভবেত্যর্জ্জুনমভিমুখীকরোতি ভগবান্ শতশোঽথ সহস্রশ ইত্যপরিমিতানি তানি চ নানাবিধান্যনেকপ্রকারাণি দিব্যান্যত্যদ্ভুতানি নানা বিলক্ষণা বর্ণা নীলপাতাদিপ্রকারাস্তথা আকৃতয়শ্চাবয়বসংস্থানবিশেষা যেষাং তানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ মম রূপাণি পশ্য। (অর্হে লোট্)। দ্রষ্টুমর্হোভব হে পার্থ! ॥ ৫ ॥

নীলকণ্ঠ।—এবং প্রার্থিতঃ সন্ ভগবান্ উবাচ পশ্যেতি, শতশঃ ইত্যাদিনা সমস্তানীত্যুক্তং নানাবর্ণানি নানাকৃতীনি চ ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ।—ততশ্চ স্বাংশস্য প্রকৃত্যন্তর্যামিণঃ প্রথম পুরুষস্য সহস্রশীর্ষা পুরুষ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ ইতি পুরুষসূক্তপ্রোক্তং রূপং প্রথমমিদং দর্শয়ামি পশ্চাৎ প্রস্তুতোপযোগিত্বেন তস্যৈব কাল রূপত্ব মপি জ্ঞাপয়িষ্যামীতি মনসি বিমৃষ্য অর্জ্জুনং প্রতি সাবধানো ভবেত্যভিমুখীকরোতি পশ্যেতি রূপাণীতি একস্মিন্নপি মৎস্বরূপে শতশো মৎস্বরূপাণি মদ্বিভূতীঃ ॥ ৫ ॥৬ ॥

তাৎপর্য্য।—ভগবদ্রূপ দর্শনেচ্ছার বশবর্ত্তী অর্জ্জুন সবিনয়ে আন্তরিক

আগ্রহ সহকারে যে বাসনা পরিব্যক্ত করিয়াছেন, তাহাই পূরণোদ্যত হইয়া সর্ব্বহৃদয়ের ভাবজ্ঞ জনার্দ্দন সাবধানতার অনুরোধে সম্প্রতি কয়েকটী শ্লোকের অবতারণা করিয়া বলিতেছেন, যে রূপ কল্পনায় ধারণ করিতে পারা যায় না, যে রূপের তুলনা কোন দ্বিতীয় পদার্থ দ্বারা সাধিত হইতে পারে না, যে রূপ ভয় ও বিস্ময়ে দর্শককে আকুল করে, এবং যে রূপ মনুষ্যকে স্তব্ধ,সংক্ষুব্ধ ও অবসন্ন করিয়া দেয়, সহসা তদ্দর্শনে অসাবধান হৃদয়ে ভীতি সঞ্চারিত হওয়া অসম্ভব নহে। এই জন্যই শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে স্বস্বরূপে দর্শন দানের পূর্ব্বে সাবধানতার প্রয়োজন অনুভব করিয়াছেন। পুরুষোত্তম বলিতেছেন, হে প্রেমাস্পদ পার্থ! তুমি মদীয় বিশ্বরূপ দর্শনের নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়াছ, আমি তোমাকে মৎস্বরূপ প্রদর্শন করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি, তুমি সাবধানতার সহিত সুস্থির চিত্তে সমাহিত ভাবে আমাকে দর্শন করিতে থাক। আমার এই রূপ এক হইলেও বহুবিধ। এই রূপের মধ্যে অশেষ ভাব তোমার দৃষ্টি গোচর হইবে, এবং এই একরূপই বারংবার শত সহস্র ভঙ্গীতে বহুবিধ প্রকারে তোমার উপলব্ধ হইবে। আমার এই রূপ স্বর্গীয় তেজ ও বিভায় পরিপূর্ণ এবং ইহা অলৌকিক ও অত্যদ্ভুত। এই রূপের মধ্যে শ্বেত ও কৃষ্ণ, লোহিত ও পীত ইত্যাদি বিবিধ বর্ণের সমাবেশ দেখিতে পাইবে। এবং আমার হস্তে বিবিধ আয়ুধ অঙ্গে বিবিধ ভূষণ এবং নানা স্থানে নানা প্রকার ভাব সন্দর্শনে তোমার মনে হইবে, আমার আকৃতি বহু প্রকার এবং বহু ভাব বিশিষ্ট। তুমি বিবিধ প্রকারে বার বার এই রূপ দর্শন করিতে থাক।

ঋগ্বেদান্তর্গত ১০ম মণ্ডলে পুরুষসূক্তে শ্রীভগবানের যে স্বরূপ কথিত হইয়াছে, (১০ম অধ্যায় ১২।১৩ শ্লোকের তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য) সেই রূপ অর্জ্জুনের নয়ন সমক্ষে অচিরকাল মধ্যে উপস্থিত হইবে। যে রূপ ধ্যান ও কল্পনায় উপলব্ধি হয় না, সেই বিশ্বব্যাপক বিশ্বরূপ অধুনা অর্জ্জুন স্বচক্ষে দর্শন করিবেন। সে জন্য অর্জ্জুনের হৃদয় ও মনকে প্রস্তুত করা আবশ্যক। এই শ্লোকে এবং অতঃপর আরও তিন শ্লোকে অর্জ্জুনকে বিশ্বরূপ দর্শনের নিমিত্ত প্রস্তুত হইতে উপদেশ প্রদান করা হইয়াছে।

মূলে যে “পশ্য” অর্থাৎ দর্শন কর পদ আছে তাহা পরবর্ত্তী তিন শ্লোকেই গ্রহণ করিতে হইবে।

মূলে“পার্থ” পদের প্রয়োগ আছে। অর্জ্জুনের বিবিধ অত্যদ্ভুত গুণ-গ্রাম সূচক অনেক নাম আছে। তাদৃশ কোন নামে তাঁহাকে সম্বোধন না করিয়া শোনিত সম্বন্ধ সূচক পৃথানন্দন অর্থাৎ পিতৃস্বসার পুত্র রূপে সম্বোধন করায় সাতিশয় প্রেমের পরিচয় প্রদান করা হইয়াছে। বস্তুতঃ ভগবৎ প্রেমের আধার না হইলে চর্ম্মচক্ষুতে ভগবদ্দর্শনরূপ পরম সৌভাগ্য আর কাহার হইতে পারে ? ভগবানের এই প্রেম যে অর্জ্জুন কেবল মাত্র সম্পর্ক বলেই লাভ করিয়াছিলেন, এরূপ নহে। তাঁহার বিশ্বাস ও ভক্তি, দীনতা ও ব্যাকুলতা তাঁহাকে সর্ব্বতোভাবে ভগবদনুরক্ত ও ভগবচ্চরণনিষ্ঠ করিয়াছিল। তাহারই ফলে এই অত্যাশ্চর্য্য সৌভাগ্যোদয় হইতেছে ॥৫॥

—(:*:)—

পশ্যাদিত্যান্ বসূন্ রুদ্রানশ্বিনৌ মরুতস্তথা ।
বহূন্যদৃষ্টপূর্ব্বাণি পশ্যাশ্চর্য্যাণি ভারত ! ॥ ৬॥

অন্বয় ।— হে ভারত ! (ভরতবংশাবতংস !) আদিত্যান্ (দ্বাদশ-সূর্য্যান) বসূন্ রুদ্রান্ অশ্বিনৌ (অশ্বিনীকুমারৌ) তথা মরুতঃ (একোনপঞ্চাশদ্বায়ূন্) পশ্য, বহূনি অদৃষ্টপূর্ব্বাণি (প্রাক্ ন দৃষ্টানি) আশ্চর্য্যানি (অদ্ভূতানি) পশ্য ॥ ৬ ॥

প্রতিশব্দ ।—হে ভরতকুলশ্রেষ্ঠ ! দ্বাদশ-আদিত্যকে অষ্টবসুকে একাদশরুদ্রকে অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে সেইরূপ উনপঞ্চাশৎ-পবনকে দেখ ; বিবিধ অদৃষ্টপূর্ব্ব আশ্চর্য্য-ব্যাপার-সমূহকে দেখ ॥ ৬ ॥

ব্যাখ্যা ।—হে ভরতকুলপ্রদীপ ! তুমি আমার সেই বিশ্বরূপের মধ্যে দ্বাদশ আদিত্য, অষ্টবসু, একাদশরুদ্র, অশ্বিনীকুমারদ্বয় এবং উনপঞ্চাশৎ পবন এই সকলকে একত্রে অবস্থিত দর্শন কর ; এবং তুমি কিম্বা অন্য কেহ যাহা কখনও পূর্ব্বে দেখে নাই, এরূপ বহুবিধ আশ্চর্য্য ব্যাপার অবলোকন কর ॥ ৬ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—পশ্যাদিত্যানিতি। পশ্য আদিত্যান্ দ্বাদশ বসূনষ্টৌ রুদ্রানেকাদশাশ্বিনৌ দ্বৌ মরুতঃ সপ্ত সপ্ত গণান্ এতান্ তথা চ বহূন্যন্যান্যপি অদৃষ্টপূর্ব্বাণি মনুষ্যলোকে ত্বয়া ত্বত্তোহন্যেন বা কেনচিৎ পশ্যাশ্চর্য্যাণি রূপাণ্যদ্ভুতানি ॥ ৬ ॥

আনন্দগিরি।—দিব্যানি রূপাণি পশ্যেত্যুক্তং তান্যেব লেশতোঽনুক্রামতি। তান্ মরুতস্তথা পশ্যেতি সম্বন্ধঃ। নানাবিধানীত্যুক্তং তদেব স্ফুটয়তি বহূনীতি। অদৃষ্টপূর্ব্বাণি পূর্ব্বমদৃষ্টানি নানাবর্ণাকৃতিনীত্যুক্তং ব্যনক্তি আশ্চর্য্যানীতি ॥ ৬ ॥

রামানুজ।—মমৈকস্মিন্ রূপে পশ্যাদিত্যান্ দ্বাদশ বসূনষ্টৌ রুদ্রানেকাদশ অশ্বিনৌ দ্বৌ মরুতশ্চৈকোনপঞ্চাশৎ প্রদর্শনার্থ মিদম্ ইহজগতি প্রত্যক্ষদৃষ্টানি শাস্ত্রদৃষ্টানি চ যানি বস্তুনি তানি সর্ব্বাণ্যপি সর্ব্বেষু লোকেষু সর্ব্বেষু চ শাস্ত্রেষ্বদৃষ্টপূর্ব্বাণি বহূন্যাশ্চর্য্যাণি পশ্য ॥ ৬ ॥

শ্রীধর।—তান্যেবাহ পশ্যেতি। আদিত্যাদীন্ মম দেহে পশ্য, মরুত একোনপঞ্চাশ-দ্দেবতাবিশেষান্, অদৃষ্টপূর্ব্বাণি ত্বয়া চান্যেন বা পূর্ব্বমদৃষ্টানি রূপাণি ॥ ৬ ॥

বলদেব।—তান্যেকদেশতঃ প্রাহ পশ্যাদিত্যানিতি দ্বাভ্যাং। অদৃষ্টপূর্ব্বাণীতি ত্বয়ান্যৈশ্চ পূর্ব্বমদৃষ্টানি আশ্চর্য্যাণ্যদ্ভুতানি ॥ ৬ ॥

মধুসূদন।—দিব্যানি রূপাণি পশ্যেত্যুক্ত্বা তান্যেব লেশতোঽনুক্রামতি দ্বাভ্যাং। পশ্যাদিত্যান্ দ্বাদশ বসূনষ্টৌ রুদ্রানেকাদশ অশ্বিনৌ দ্বৌ মরুতঃ সপ্ত সপ্তকানেকোনপঞ্চাশৎ, তথাঽন্যানপি দেবানিত্যর্থঃ বহূন্যন্যান্যদৃষ্টপূর্ব্বাণি পূর্ব্বমদৃষ্টানি মনুষ্যলোকে ত্বয়া ত্বত্তোঽন্যেন বা কেনচিৎ পশ্যাশ্চর্য্যাণ্যদ্ভুতানি হে ভারত! অত্র শতশোঽথসহস্রশঃ নানাবিধানীত্যস্য বিবরণং বহূনীতি আদিত্যানিত্যাদি চ অদৃষ্টপূর্ব্বাণীতি দিব্যানীত্যস্য আশ্চর্য্যাণীতি নানাবর্ণাকৃতীনীত্যস্যেতি দ্রষ্টব্যম্ ॥ ৬ ॥

নীলকণ্ঠ।—দিব্যানি তাবদাহ পশ্যাদিত্যানিতি, অদৃষ্টপূর্ব্বাণি আশ্চর্য্যাণি অদ্ভুতানি চতুর্ম্মুখপঞ্চমুখষড়্মুখাদীনি ॥ ৬ ॥

তাৎপর্য্য।—ভক্তবৎসল ভগবান্ পুনরায় বলিতেছেন, হে অর্জ্জুন! আমি সম্প্রতি তোমাকে যে রূপ প্রদর্শন করিতে উদ্যত হইয়াছি, তন্মধ্যে তুমি বহু ব্যাপারই দর্শন করিবে। তুমি আমার এই রূপের মধ্যে দ্বাদশ সূর্য্যের সমাবেশ দেখিতে পাইবে, সুতরাং আমার এই দেহ তেজঃপুঞ্জ জলন্ত ও প্রভারাশি সম্পন্ন বলিয়া তোমার বোধ হইবে। তুমি আমার এই রূপ মধ্যে বসুনামাভিধেয় অষ্টদেব মূর্ত্তি (৭৩ পৃষ্ঠার টীপ্পনী দ্রষ্টব্য) দেখিতে পাইবে। সুতরাং আমার শরীর নিরতিশয় সুশীতল বলিয়া তোমার প্রতীতি হইবে। আমার এই রূপ মধ্যে তুমি একাদশ রুদ্রের সন্নিবেশ দেখিতে পাইবে। সুতরাং আমার কলেবর তোমার নয়নে নিরতিশয় প্রতাপশালী ও শক্তি সম্পন্ন বলিয়া উপলব্ধ হইবে। আমার সেই রূপের মধ্যে তুমি অশ্বিনীকুমার দ্বয়ের* বিদ্যমানতা দেখিতে পাইবে, সুতরাং আমার সেই শরীর রমণীয়

---

* অশ্বিনীকুমার।—সূর্য্যপত্নী অশ্বিনীর গর্ভে দুই পরম রূপবান যমজ পুত্রের জন্ম হয়। তাঁহারা শাস্ত্র শি

কমনীয় ও সুললিত বলিয়া তোমার বোধ জন্মিবে। আমার এই রূপ মধ্যে তুমি একোনপঞ্চাশৎমরুতের আবির্ভাব দেখিতে পাইবে, সুতরাং আমার সেই শরীরকে যৎপরোনাস্তি বেগবান বলিয়া তোমার প্রতীতি হইবে। এতদ্ব্যতীত যাহা নরলোকে কেহ কখনও দেখিতে পায় নাই, যাহা অত্যাশ্চর্য্য ও বিস্ময়াবহ এরূপ অনেক ব্যাপারের সমাবেশ আমার সেই দিব্য রূপমধ্যে পরিদৃষ্ট হইবে। হে ভরতবংশাবতংশ অর্জ্জুন! তুমি তত্তাবৎ দর্শন করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হও।

শ্রীভগবানের সেই অলৌকিক অত্যদ্ভুত রূপ মধ্যে সকলই আছে। যাহা যাহা তাহাতে আছে, তাহা বলিয়া শেষ হয় না। তথাপি করুণাপরবশ ভগবান্ ভক্তের মনোরঞ্জনার্থ কয়েকটীমাত্র প্রধান পদার্থের স্বতন্ত্রোল্লেখ দ্বারা প্রসঙ্গের অবতারণা করিতেছেন, এবং দর্শকের চিত্তকে তদভিমুখী ও তৎপ্রণিধানে সমর্থ করিতেছেন।

মূলে "ভারত" পদে অর্জ্জুনকে সম্বোধন করা হইয়াছে। রাজর্ষি ভরত পরম পুণ্যবান্ জ্ঞানবান্ এবং মুক্তপুরুষ ছিলেন। (১৪৭২ পৃঃ টীপ্পনী দ্রষ্টব্য) সেই ধর্ম্মশীলের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া অর্জ্জুনও পরম ধার্ম্মিক ও একান্ত ভগবচ্চরণানুগত হইয়াছেন। তাহা না হইলে ভগবানের বিরাড়্রূপ দর্শনের অধিকার তাঁহার কখনই হইতে পারিত না।

পূর্ব্বে শ্রীভগবান্ স্বকীয় বিভূতিবর্ণন কালে অনেক দেবমানব তির্য্যক্ প্রভৃতি প্রধান প্রধান বস্তুকে বিভূতিরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। দেবতারাও তাঁহার বিভূতি ভিন্ন আর কিছুই নহে। সেই সর্ব্বশক্তিমান সর্ব্বেশ্বর পূর্ণপুরুষ যখন সশরীরে পরিদৃশ্যমান হইতেছেন, তখন সংসারের কোন পদার্থই অপরিদৃষ্ট থাকিতেছে না। যিনি সকল সাধনার শেষ, যিনি ভক্তের পরম ধ্যেয়, যিনি আরাধ্যগণেরও আরাধ্য তাঁহাকেই যখন

বহু গুণান্বিত ও অতিশয় প্রিয় দর্শন ছিলেন, এবং দেব কুলের চিকিৎসক হইয়াছিলেন। এজন্য তাঁহারা স্বর্ব্বৈদ্য নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। সর্ব্বত্র এই ভ্রাতৃদ্বয়ের একত্র উল্লেখ দৃষ্ট হয়। এবং গ্রন্থাদিতে. তাঁহাদিগের নাম দ্বিবচনান্ত রূপে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। ইহাঁদিগেরই কৃপায় এবং স্বকীয় পুণ্যশীলা পত্নীর সতীত্ব প্রভাবে গলিতকায় বিগতদর্শন অপ্রিয় মূর্ত্তি মহর্ষি চ্যবন যৌবনশ্রীতে বিভূষিত হইয়াছিলেন, এবং দর্শন শক্তি ও দৈহিক বল প্রাপ্ত হইয়া পরমানন্দ উপভোগ করিয়াছিলেন। (এই গ্রন্থ সম্পাদক প্রণীত সুকন্যা নাটক দ্রষ্টব্য)

দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, তখন তদাশ্রিত, তৎসৃষ্ট এবং তদধীন প্রত্যেক পদার্থই নয়নগোচর হইবে। তখন আদিত্য ও রুদ্র কেন, যে যে বস্তুর রূপ কখনও কল্পনাপথে উদিত হয় নাই তত্তাবতও পরিদৃষ্ট হইবে। (১০ম অধ্যায় ২১।২৩ শ্লোকের টীপ্পনী ও তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য) ॥ ৬ ॥

* * *

ইহৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং পশ্যাদ্য সচরাচরম্।
মম দেহে গুড়াকেশ! যচ্চান্যদ্ দ্রষ্টুমিচ্ছসি ॥ ৭ ॥

অন্বয়।—হে গুড়াকেশ! (নিদ্রাবিজয়িন্!) ইহ (অস্মিন্) মম দেহে (বিশ্বরূপে) একস্থং (একত্রস্থিতং) কৃৎস্নং (সমগ্রং) সচরাচরং (স্থাবর জঙ্গমাত্মকং) জগৎ অন্যৎ চ যৎ দ্রষ্টুং ইচ্ছসি [তৎ] অদ্য (অধুনা) পশ্য ॥৭ ॥

প্রতিশব্দ।—হে নিদ্রাবিজয়িন্! এই আমার বিশ্বরূপে একত্রস্থিত সমগ্র স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগৎ এবং অন্য যাহা দেখিবার-নিমিত্ত ইচ্ছা-কর [তাহা] এক্ষণে দেখ ॥ ৭ ॥

ব্যাখ্যা।—হে নিদ্রাবিজয়িন্ ধনঞ্জয়! আমার এই বিরাট রূপের মধ্যে স্থাবর জঙ্গমাত্মক এই নিখিল জগৎ একত্রে অবস্থান করিতেছে ইহা তুমি দর্শন কর। এবং ইহা ব্যতীত আরও যে কিছু দেখিবার তোমার বাসনা থাকে, এক্ষণে তাহাও দেখিয়া নয়নের সফলতা লাভ কর ॥ ৭ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—ন কেবলমেতাবদেব ইহৈকস্থমিতি। ইহৈকস্থং একস্মিন্ স্থিতং জগৎ কৃৎস্নং সমস্তং পশ্যাদ্যেদানীং সচরাচরং সহ চরেণাচরেণ বর্ত্ততে মম দেহে গুড়াকেশ! যচ্চান্যজ্জয়-পরাজয়াদি যচ্ছঙ্কসে "যদ্বা জয়েম যদি বা নোজয়েয়ুরি" তি যদবোচঃ তদপি দ্রষ্টুং যদীচ্ছসি ॥ ৭ ॥

আনন্দগিরি।—ন কেবলমাদিত্যবস্বাদ্যেব মদ্রূপং ত্বয়া দ্রষ্টুং শক্যং কিন্তু সমস্তং জগদপি মদ্দেহস্থং দ্রষ্টুমর্হসীত্যাহ নেত্যাদিনা। (সপ্তমীদ্বয়ং মিথঃ সম্বধ্যতে সমাসান্তর্গতাপি সপ্তমী তত্রৈবান্বিতা, যদীচ্ছসি তর্হিইহৈব পশ্যেতি সম্বন্ধঃ) ॥ ৭ ॥

রামানুজ।—ইহ মমৈকস্মিন্ দেহে তত্রাপ্যেকদেশস্থ মেকদেশস্থং সচরাচরম্ কৃৎস্নং জগৎ পশ্য যচ্চান্যদ্ দ্রষ্টুমিচ্ছসি তদপ্যেকদেহৈকদেশ এবপশ্য ॥ ৭ ॥

হনুমান্।—ইহ মমদেহে গুড়াকা নিদ্রা তস্য ঈশ্বরঃস্বামী গুড়াকেশঃ জিতনিদ্র ইত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥ ৮ ॥

শ্রীধর।—কিঞ্চ ইহৈকস্থমিতি। তত্র তত্র পরিভ্রমতা বর্ষকোটিভিরপি দ্রষ্টুমশক্যং কৃৎস্নমপি চরাচরসহিতং জগদ্বিহাস্মিন্ মম দেহেঽবয়বরূপেণৈকত্র স্থিতমদ্যৈবাধুনৈব পশ্য, যচ্চান্যজ্জগদাশ্রয়ভূতং কারণস্বরূপং জগতশ্চাবস্থাবিশেষাদিকং জয়পরাজয়াদিকঞ্চ যচ্চ যদপ্যন্যদ্দ্রষ্টুমিচ্ছসি তৎ সর্ব্বং পশ্য ॥ ৭ ॥

বলদেব।—কিঞ্চ ইহ মম দেহে একস্থমেকদেশস্থিতং সচরাচরং কৃৎস্নং জগত্ত্বমদ্যাধুনৈব পশ্য যত্তত্র তত্র পরিভ্রমতা ত্বয়া বর্ষায়ুতৈরপি দ্রষ্টুমশক্যং তদৈকদৈবৈকত্রৈব মদনুগ্রহাদবলোকস্বেত্যর্থঃ। যচ্চ জগদাশ্রয়ভূতং প্রধানমহদাদি কারণস্বরূপং স্বজয়পরাজয়াদিকং চান্যদ্দ্রষ্টুমিচ্ছসি তদপি পশ্য ॥ ৭ ॥

মধুসূদন।—ন কেবলমেতাবদেব সমস্তং জগদপি মদ্দেহস্থং দ্রষ্টুমর্হসীত্যাহ। ইহাস্মিন্মম দেহে একস্থং একস্মিন্নেবাবয়বরূপেণ স্থিতং জগৎ কৃৎস্নং সমস্তং সচরাচরং জঙ্গমস্থাবরসহিতং তত্র তত্র পরিভ্রমতা বর্ষকোটিসহস্রেণাপি দ্রষ্টুমশক্যম্ অদ্যাধুনৈব পশ্য, হে গুড়াকেশ! যচ্চান্যজ্জয়পরাজয়াদিকং দ্রষ্টুমিচ্ছসি তদপি সন্দেহোচ্ছেদায় পশ্য ॥ ৭ ॥

নীলকণ্ঠ।—হে গুড়াকেশ! জিতনিদ্র! ইহমম দেহে একস্থং একস্মিন্নেবাবয়বে নখাগ্রভাগে স্থিতং কৃৎস্নং বর্ত্তমানং জগৎ পশ্য যৎ চান্যৎ অতীত মনাগতং বিপ্রকৃষ্টং ব্যবহিতং স্থূলং সূক্ষ্মং বা তৎসর্ব্বমিহ পশ্য ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ।—পরিভ্রমতা ত্বয়া বর্ষকোটিভিরপি দ্রষ্টুমশক্যং কৃৎস্নমপিজগৎ ইহ প্রস্তাবে একস্মিন্নপি মদ্দেহাবয়বে তিষ্ঠতি ইতি একস্থং যচ্চান্যৎ স্বজয় পরাজয়াদিকঞ্চ মমাস্মিন দেহে জগদাশ্রয় ভূত কারণ রূপে ॥ ৭ ॥

তাৎপর্য্য।—শ্রীভগবান্ পুনরায় বলিতেছেন, হে অর্জ্জুন! আমার এই বিশ্বরূপ মধ্যে সমস্ত জগৎ দেখিতে পাইবে। যাহা পর্য্যটকেরা বহুকালে ও বহু আয়াসেও দর্শন করিয়া সমাপ্ত করিতে পারেন না, যাহা সংসার ত্যাগী পরিব্রাজকেরা বহু সহস্র বর্ষেও দেখিয়া শেষ করিতে পারেন না, তুমি আমার এই শরীরে তত্তাবৎ এখনই দেখিতে পাইবে। স্থাবর জঙ্গমাত্মক নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল অসংখ্য পদার্থ তুমি আমার এই দেহে দর্শন করিতে পাইবে। যখন এই বিশাল জগৎ তোমার নয়ন গোচর হইবে, তখন একথা বলাই বাহুল্য যে, সঙ্গে সঙ্গে তদুপরিস্থিত চরাচর অবশ্যই তোমার পরি-

দৃষ্ট হইবে। হে অর্জ্জুন! অন্য যে কোন পদার্থ দেখিতে তোহার বাসনা থাকে; কল্পিত বা বাস্তব, শাস্ত্রাদি বিবৃত বা শ্রুতপূর্ব্ব যে কোন পদার্থ দেখিতে তুমি অভিলাষী হইবে, তত্তাবতই তুমি আমার এই দেহে দেখিতে পাইবে। কেবল যে বিবিধ পদার্থই তুমি দেখিতে পাইবে তাহা নহে। মনুষ্যের বিভিন্ন মানসিক ভাব, বহুবিধ দশা এবং অবস্থা ঘটিত বিস্তর বিপর্য্যয়ও তুমি দেখিতে পাইবে। তুমি পূর্ব্বে নানা স্থানে নানারূপ আশঙ্কা করিয়াছ। "যদ্বাজয়েম যদি বা নোজয়েয়ুঃ" (২য় অধ্যায় ৬ষ্ঠ শ্লোক) ইত্যাদি বাক্যে জয় পরাজয় বিষয়ে আশঙ্কা ব্যক্ত করিয়াছ, আমার এই দিব্যরূপ দর্শনে তোমার সে সমস্ত আশঙ্কা সমূলে উন্মূলিত হইবে। তুমি সহজেই বুঝিতে পারিবে, সকলই বিধি নিয়োজিত ব্যবস্থা মাত্র।

মূলস্থিত "গুড়াকেশ" সম্বোধন বাক্যে ইহাই সূচিত হইতেছে যে, তুমি জিতনিদ্র। সুতরাং অতন্দ্রিত ভাবে আমার রূপ দর্শন করিলে সকল ব্যাপারই দেখিতে পাইবে। আমাকে সৃষ্টির আদি কারণ বলিয়া হৃদয়ঙ্গম করিবে; মনের যত প্রকার আশঙ্কা থাকে, তাহা তিরোহিত হইবে, এবং আমিই যে জয় পরাজয় প্রভৃতির নিদান তাহাও বুঝিতে পারিবে।

"যচ্চান্যদ্দ্রষ্টু মিচ্ছসি" এই বাক্যে ইহাই সূচিত হইতেছে যে, বাহুল্য রূপে বলিয়া কি হইবে। যাহা কিছু দেখিতে তোমার অভিলাষ থাকে, তোমার হৃদয়ের গূঢ়তম প্রদেশেও মদ্বিষয়ের বা মদীয় কার্য্যাকার্য্য বিষয়ের পরিজ্ঞান সম্বন্ধে যে কোন বাসনা থাকে, তত্তাবতই তুমি বিশদরূপে দেখিতে বুঝিতে ও জানিতে পারিবে।

শৈশবকালে ক্রীড়াচ্ছলে শ্রীকৃষ্ণ জননী যশোদা দেবীকে বদনগহ্বরে ব্রহ্মাণ্ড প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রত্যেক লোমকূপে জগতের বিদ্যমানতা অনেক স্থলেই প্রদর্শিত হইয়াছে। সেই ভগবান্ অদ্য ভক্তোত্তম অর্জ্জুনকে বিশ্বরূপ প্রদর্শন ব্যপদেশে একস্থানে সমস্ত জগৎ অপিচ জগৎবাসীজীবগণের অবস্থান্তর ঘটিত যাবতীয় ব্যাপার প্রদর্শন করিতে উদ্যত হইয়াছেন। এবং বলিতেছেন, হে জিতনিদ্র অর্জ্জুন! তুমি সাবধানে সমস্ত ব্যাপার পর্য্যবেক্ষণ কর ॥ ৭ ॥

——(:*:)——

ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুষা।
দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্ ॥ ৮ ॥

অন্বয়।—অনেন স্বচক্ষুষা (চর্ম্মচক্ষুষা) এব তু মাং (বিশ্বরূপ ধারিণং) দ্রষ্টুং ন শক্যসে (শক্তো ভবিষ্যসি) [অতঃ] তে (তুভ্যং) দিব্যং (জ্ঞানময়ং) চক্ষুঃ দদামি, মে (মম) ঐশ্বরং (অসাধারণং) যোগং (শক্ত্যতিশয়ং) পশ্য ॥ ৮ ॥

প্রতিশব্দ।—এই চর্ম্মচক্ষু-দ্বারাই কিন্তু আমাকে দেখিবার-নিমিত্ত সমর্থ-হইবে না, [অতএব] তোমাকে দিব্য চক্ষু প্রদান-করিতেছি, আমার ঐশ্বরিক শক্তিকে দর্শন-কর ॥ ৮ ॥

ব্যাখ্যা।—কিন্তু তুমি এই চর্ম্ম চক্ষু দ্বারা আমার বিশ্বরূপ দেখিতে সক্ষম হইবে না। অতএব আমি তোমাকে জ্ঞানময় চক্ষু প্রদান করিতেছি, তুমি সেই দিব্য চক্ষুদ্বারা আমার ঐশ্বরিক প্রভাব সন্দর্শন কর ॥ ৮ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—কিন্তু ন তু মামিতি। ন তু মাং শক্যসে ন স্বকীয়েন চক্ষুষা মাং বিশ্বরূপধরং শক্যসে দ্রষ্টুমনেন প্রাকৃতেন স্বচক্ষুষা, যেন তু শক্যসে দ্রষ্টুং দিব্যেন তদ্দিব্যংদদামি তে তুভ্যং চক্ষুস্তেন পশ্য মে মম-যোগমৈশ্বরং যোগং যোগশক্ত্যতিশয়মিত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

আনন্দগিরি।—মন্যসে যদীত্যুক্তমনুবদতি কিং ত্বিতি। সপ্রপঞ্চমনবচ্ছিন্নং মাং স্বচক্ষুষা ন শক্নোষি দ্রষ্টুমিত্যাশঙ্ক্যাহ যেনেতি। দিব্যস্য চক্ষুষোবক্ষ্যমাণযোগশক্ত্যতিশয়দর্শনে বিনিয়োগং দর্শয়তি তেনেতি ॥ ৮ ॥

রামানুজ।—অহং মম দেহৈকদেশে সর্ব্বংজগদ্দর্শয়িষ্যামি ত্বং ত্বনেন নিয়মিতপরিমিত-বস্তুগ্রাহিণা প্রাকৃতেন স্বচক্ষুষা মাং তথাভূতম্ সকলেতর বিসজাতীয় মপরিমেয়ম্ দ্রষ্টুং ন শক্যসে তব দিব্যমপ্রাকৃতম্ মদ্দর্শনসাধনম্ চক্ষুর্দদামি। পশ্য মে যোগমৈশ্বরং মদসাধারণং যোগং পশ্য মমানন্তজ্ঞানাদিযোগ মনন্তবিভূতিযোগং চ পশ্যেত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

শ্রীধর।—যদুক্তমর্জ্জুনেন মন্যসে যদি তচ্ছক্যমিতি তত্রাহ নতু মামিতি। অনেনৈব তু স্বীয়েন চর্ম্মচক্ষুষা মাং দ্রষ্টুং ন শক্যসে শক্তো ন ভবিষ্যসি অতো দিব্যমলৌকিকং জ্ঞানাত্মকং চক্ষুস্তুভ্যং দদামি মদৈশ্বরমসাধারণং যোগং যুক্তিমঘটনঘটনাসামর্থ্যং পশ্য ॥ ৮ ॥

বলদেব।—মন্যসে যদি তচ্ছক্যমিত্যর্জ্জুনপ্রার্থিতং সম্পাদয়ন্নির তং বিস্মিতং কর্ত্তুং তস্মৈ স্বদেবাকারগ্রাহি দিব্যঞ্চক্ষুর্ভগবান্ দদাবিত্যাহ নতু মামিতি অনেনৈব মন্মাধুর্য্যৈকান্তেন।

স্বচক্ষুষা যুগপদ্বিভাতসহস্রসূর্য্যপ্রখ্যং সহস্রশিরস্কং মাং দ্রষ্টুং ন শক্যসে ন শক্নোষি। অতস্তে দিব্যং চক্ষুর্দদামি। যথাহমাত্মানমতিপ্রবাহাক্রান্তং ব্যনজ্মি তথা ত্বচ্চক্ষুশ্চেতি ভাবঃ। তেন মৈশ্বরং যোগং রূপং ত্বং পশ্য যুজ্যতে অনেনেতি ব্যুৎপত্তের্যোগো রূপং পরমং রূপমৈশ্বরমিত্যগ্রিমাচ্চ। অত্র দিব্যং চক্ষুরেব দত্তং ন তু দিব্যং মনোঽপীতি বোধ্যং। তাদৃশে মনসি দত্তে তস্য তদ্রূপে রুচিপ্রসঙ্গাৎ ইহ দিব্যদৃষ্টিদানেন লিঙ্গেন পার্থসারথিরূপাৎ সহস্রশিরসো বিশ্বরূপস্যাধিক্যমিতি যন্বদন্তি তত্ত্বগ্রে নিরস্তং॥ ৮॥

মধুসূদন।—যত্তূক্তং মন্যসে যদি তচ্ছক্যং ময়া দ্রষ্টুমিতি তত্র বিশেষমাহ। অনেনৈব প্রাকৃতেন স্বচক্ষুষা স্বভাবসিদ্ধেন চক্ষুষা মাং দিব্যরূপং দ্রষ্টুং নতু শক্যসে ন শক্নোষি তু এব। [শক্ষ্যসে] ইতি পাঠে শক্তো ন ভবিষ্যসীত্যর্থঃ (সৌবাদিকস্যাপি শক্নোতের্দৈবাদিকঃ শ্যন্ ছান্দস ইতি বা, দিবাদৌ পাঠোবেত্যেব সাম্প্রদায়িকম্) তর্হি ত্বাং দ্রষ্টুংকথং শক্নুয়ামত আহ দিব্যমপ্রাকৃতং মম দিব্যরূপদর্শনক্ষমং দদামি তে তুভ্যং চক্ষুস্তেন দিব্যেন চক্ষুষা পশ্য মে যোগমঘটনঘটনাসামর্থ্যাতিশয়মৈশ্বরমীশ্বরস্য মমাসাধারণম্॥ ৮॥

নীলকণ্ঠ।—যত্তূক্তং মন্যসে যদি তচ্ছক্যং ময়া দ্রষ্টুমিতি তত্রাহ নত্বিতি, শক্যসে শক্নোষি (পদবিকরণব্যত্যয়ঃ আর্ষঃ) অনেন প্রাকৃতেন, দিব্যমপ্রাকৃতং ঐশ্বরং ঈশ্বরসম্বন্ধিনং যোগং বিশ্বাশ্রয়ত্বলক্ষণং সামর্থং॥ ৮।।

বিশ্বনাথ।—ইদমিন্দ্রজালং মায়াময়ং বা রূপ মিত্যর্জ্জুনো মা মন্যতাং কিন্তু সচ্চিদানন্দময় মেব স্বরূপমন্তর্ভূতসর্ব্বজগৎ ক মতীন্দ্রিয়ত্বেনৈব বিশ্বসিতুং ইত্যেদর্থ মাহ নত্বিতি অনেনৈব প্রাকৃতেন স্বচক্ষুষা মাং চিদ্ঘনাকারং দ্রষ্টুং নশক্যসে নশক্নোষি ইতি অতস্তভ্যং দিব্যং অপ্রাকৃতং চক্ষুর্দ্দামি তেনৈব পশ্যেতি প্রাকৃত নরমানিনমর্জ্জুনং কমপি চমৎকারং প্রাপয়িতুং এব। যতোহি অর্জ্জুনো ভগবৎপার্ষদমুখ্যত্বাৎ নরাবতারত্বাচ্চ প্রাকৃতনরইব নচর্ম্মচক্ষুষ্কঃ। কিঞ্চ সাক্ষাদ্ভগবন্মাধুর্য্যমেব যঃ স্বচক্ষুষা সাক্ষাদনুভবতি সোঽর্জ্জুনো ভগবদংশং দ্রষ্টুং তেন অশক্নুবন্ দিব্যং চক্ষু গৃহ্ণীয়াদিতি কঃ খলুন্যায়ঃ। একেত্বেব মাচক্ষতে ভগবতো নরলীলাত্ব মহামাধুর্য্যৈকগ্রাহি সর্ব্বোৎকৃষ্টঃ যদ্ভবতি তচ্চক্ষুরনন্য ভক্তইব ভগবতো দেবলীলত্ব সম্পদং নৈব গৃহ্ণাতি। নহি সিতোপলারসাস্বাদিনী রসনা খণ্ডং গুড়ং বা স্বাদয়িতুং তস্মাদর্জ্জুনায় তৎ প্রার্থিতং চমৎকার বিশেষং দাতুং দেবলীলত্বমৈশ্বর্য্যং জিগ্রাহয়িষু র্ভগবান্ প্রেমরসানুকূলং দিব্যমমানুষং এব চক্ষুর্দাবিতি। তথা দিব্যচক্ষুর্দানাভিপ্রায়োঽধ্যায়ান্তেব্যক্তীভবিষ্যতীতি ॥ ৮ ॥ ৯ ॥ ১০ ॥

তাৎপর্য্য।—শ্রীভগবান্ পুনরায় বলিতেছেন, হে অর্জ্জুন! তুমি পূর্ব্বে আশঙ্কা করিয়াছ যে, "মন্যসে যদিতচ্ছক্যং" (১১শ অধ্যায় ৪র্থ শ্লোক) অর্থাৎ তোমার বিশ্বরূপ দর্শনে যদি আমাকে উপযুক্ত জ্ঞান কর, তাহা হইলে তাহা প্রদর্শন কর। তুমি ভক্তি ও বিশ্বাস প্রভাবে আমার বিশ্বরূপদর্শনে অধিকারী হইয়াছ সন্দেহ নাই। কিন্তু তোমার এই সীমাবদ্ধ শরীরস্থিত

পার্থিবউপাদানে গঠিত, সুতরাং সামান্য দর্শন শক্তিসম্পন্ন নয়নযুগল আমার বিরাট্‌রূপ দর্শন করিবার উপযোগী নহে। তাহা দর্শন করিতে হইলে অসাধারণ ও অলৌকিক শক্তির আবশ্যক, সে শক্তি তোমার এ নয়নে নাই। আমি তোমার অবিচলিত বিশ্বাস দর্শনে ও সর্ব্বোতোমুখী ভক্তির প্রভাবে একান্ত মুগ্ধ হইয়াছি, এবং তোমার প্রতি সর্ব্ব প্রকার কারুণ্য প্রকাশ করিতে প্রস্তুত হইয়াছি। এই জন্য আমি তোমাকে সম্প্রতি জ্ঞানালোকোদ্ভাসিত দিব্য দর্শনশক্তি প্রদান করিতেছি। এইরূপ শক্তি লাভ না করিলে কেহই আমাকে বিহিতরূপে দর্শন বা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। তুমি মৎপ্রদত্ত জ্ঞাননয়ন সম্পন্ন হইয়া আমার ঐশ্বরশক্তি ও প্রভাব সমূহ পরিদর্শন করিতে থাক। তুমি অপ্রাকৃত দৃষ্টি সম্পন্ন হইয়া কেবল যে আমার বিশ্বরূপই দেখিতে পাইবে এমন নহে; অধিকন্তু আমার অঘটনঘটনাসামর্থ্য প্রভৃতি বিবিধ অলৌকিক ও ঐশ্বরিকশক্তির পরিচয় প্রাপ্ত হইবে।

মূলে "শক্যসে" পাঠ আছে। কেহ কেহ এস্থলে "শক্ষ্যসে" এরূপ পাঠও হইতে পারে বলিয়া স্থির করিয়াছেন। প্রথমে বর্ত্তমান কাল ও দ্বিতীয়ে ভবিষ্যৎকাল বুঝায়। তদ্ব্যতীত অর্থগত অন্য কোন বৈষম্য ঘটে না। বৈদিক প্রয়োগানুসারে শক্ষ্যসে পদ বর্ত্তমান কালেও সিদ্ধ হইতে পারে।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্বলদেবের অভিপ্রায়; অর্জ্জুনকে কৃতার্থ ও বিস্ময়াবিষ্ট করিবার অভিলাষে শ্রীভগবান্ স্বকীয় দেবরূপ গ্রহণক্ষম দিব্য চক্ষু প্রদান করিলেন; এবং বলিলেন, তোমার এই মদীয় মাধুর্য্য পরিপূরিত রূপ দর্শনে সমর্থ ও অভ্যস্ত চক্ষুদ্বারা একত্র সহস্র সূর্য্যের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন ও জ্যোতির্ম্ময় সহস্র মস্তক যুক্ত আমার বিরাট্‌রূপ দেখিতে তুমি সক্ষম হইবে না। অতএব তোমার বাসনা পূরণের নিমিত্ত আমি তোমাকে দিব্য নয়ন প্রদান করিতেছি। আমি আপনাকে সম্প্রতি অতি বিশাল কলেবর সম্পন্ন রূপে প্রকটিত করিব; তোমার চক্ষুও তদ্বৎ বিশেষশক্তি সম্পন্ন হইবে। সেই শক্তিসম্পন্ন চক্ষুদ্বারা তুমি আমার ঐশীশক্তিসম্পন্ন রূপ সন্দর্শন কর। যোগ শব্দের ব্যুৎপত্তি গত অর্থানুসারে ইহাই উপলব্ধ হয় যে, যাহা দ্বারা যুক্ত হয় তাহাই যোগ অর্থাৎ রূপ। এই ভাবে এ স্থলে

"ঐশ্বরং যোগং" অর্থাৎ পরমরূপের উল্লেখ করা হইয়াছে। এস্থলে অর্জ্জুনকে দিব্য চক্ষু প্রদানের কথা হইতেছে। এতদ্দ্বারা তাঁহাকে দিব্য মনও প্রদত্ত হইবে এরূপ অনুমান অসঙ্গত। দিব্য ভাবাক্রান্ত মন প্রদত্ত হইলে শ্রীভগবানের স্বরূপ গ্রহণ সম্মুখস্থ রুচিকর রূপ দর্শন দ্বারা সিদ্ধ হইতে পারিত। দিব্যচক্ষু দ্বারা দর্শন করিলে পরিদৃশ্যমান পার্থ সারথি রূপ হইতে বিশ্বরূপের অত্যাধিক্য অনুমিত হইবে; কিন্তু যাহা ভগবানের স্বরূপ তাহাই সর্ব্বৈশ্বর্য্যপূর্ণ পরমরূপ। দিব্য চক্ষু দ্বারা রূপের আধিক্য অর্থাৎ বিশ্বরূপত্ব অদ্ভূতত্ব অত্যুজ্জ্বলত্ব প্রভৃতি আধিক্য দৃষ্ট হইবে; কিন্তু তত্তাবৎসমাবিষ্ট বিরাট্ রূপই যে সম্পূর্ণ, ইত্যাকার বিশ্বাস অমূলক ও ভ্রমাত্মক। পরে স্থানান্তরে এবম্বিধ আশঙ্কা নিঃশেষে নিরস্ত হইবে।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্বিশ্বনাথের অভিপ্রায়; হে অর্জ্জুন! আমি অধুনা যে রূপ প্রদর্শন করিতে উদ্যত হইতেছি, তাহা ইন্দ্রজাল বা মায়াময় বলিয়া তুমি মনে করিও না। প্রত্যুত আমার সেই রূপ সচ্চিদানন্দ এবং সমস্ত জগৎ তদন্তর্নিবিষ্ট; কিন্তু অতীন্দ্রিয়ত্ব হেতু তাহা দর্শন ও ধারণা করিতে লোকের সামর্থ নাই। তুমি এই প্রাকৃতিক চক্ষুদ্বারা আমার এই চিদ্ঘন রূপ দর্শন করিতে সক্ষম হইবে না। অতএব তোমাকে অপ্রাকৃত চক্ষু প্রদান করিতেছি, তদ্দ্বারা তুমি আমার স্বরূপ দর্শন কর। প্রাকৃত মানব ধর্ম্মাক্রান্ত অর্জ্জুন কেন অপ্রাকৃত দর্শন শক্তি প্রাপ্ত হইতেছেন, এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে কথিত হইতেছে যে, তিনি ও শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্বকালে নরনারায়ণ রূপে একত্র লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন, ও বহুবিধ কার্য্যানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ধনঞ্জয় শ্রীভগবানের পার্ষদরূপে বিরাজমান ছিলেন। এই সকল কারণে তিনি প্রাকৃত নর হইলেও তাহাদিগের ন্যায় চর্ম্মচক্ষুধারী নহেন। যে সৌভাগ্যবান্ অর্জ্জুন নিরন্তর শ্রীভগবানের মাধুর্য্য স্বচক্ষু দ্বারা দর্শন করিয়া উপভোগ করিতেছেন, ভগবানের অংশমাত্র দর্শনার্থ দিব্যচক্ষু তাঁহাকে কেন গ্রহণ করিতে হইতেছে? যে চক্ষু শ্রীভগবানের অপূর্ব্ব ও সুললিত নরলীলা সম্ভোগে নিয়ত নিরত, সে চক্ষু কদাপি শ্রীভগবানের দেবলীলারূপ ঐশ্বর্য্য দর্শনে প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছা করে না। যে ব্যক্তির রসনা সতত শুভ্র শর্করা আস্বাদন করিয়া থাকে, সে গুড়খণ্ড আস্বাদনের প্রয়াসী কেন হইবে? অতএব ইহাই বুঝিতে হইবে যে,

অর্জ্জুনের প্রার্থনানুসারে এবং তাঁহার দেবলীলা দর্শনাকাঙ্ক্ষাপ্রণিধান করিয়া শ্রীভগবান্ প্রেমসহকারে তাঁহাকে দিব্যচক্ষু প্রদান করিলেন ॥ ৮ ।

সঞ্জয় উবাচ ।

এবমুক্ত্বা ততো রাজন্ ! মহাযোগেশ্বরো হরিঃ ।
দর্শয়ামাস পার্থায় পরমং রূপমৈশ্বরং ॥ ৯ ॥

অন্বয় ।—সঞ্জয় উবাচ (কথয়ামাস) হে রাজন্ ! (ধৃতরাষ্ট্র !) মহাযোগেশ্বরঃ হরিঃ এবং উক্ত্বা ততঃ (অনন্তরং) পার্থায় পরমং (দিব্যং) ঐশ্বরং রূপং দর্শয়ামাস ॥ ৯ ॥

প্রতিশব্দ ।—সঞ্জয় বলিয়াছিলেন, হে রাজন ! মহাযোগেশ্বর হরি এইরূপ বলিয়া অনন্তর পার্থকে দিব্য ঐশ্বরিক রূপকে প্রদর্শন-করিয়াছিলেন ॥ ৯ ॥

ব্যাখ্যা ।—সঞ্জয় বলিলেন, হে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ! মহাযোগেশ্বর ভক্তদুঃখাপহারী শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ বলিয়া অনন্তর পার্থকে আপনার দিব্য বিরাট্‌রূপ প্রদর্শন করিয়াছিলেন ॥ ৯ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—এবং তং যথোক্তপ্রকারেণোক্ত্বা ততোঽনন্তরং রাজন্ ! ধৃতরাষ্ট্র ! মহাংশ্চাসৌ যোগেশ্বরশ্চ মহাযোগেশ্বরোহরির্নারায়ণঃ দর্শয়ামাস দর্শিতবান্ পার্থায় পৃথাসুতায় পরমং রূপং বিশ্বরূপমৈশ্বরং ॥ ৯ ॥

আনন্দগিরি ।—ইমম্ বৃত্তান্তম্ ধৃতরাষ্ট্রায় সঞ্জয়ো নিবেদিতবানিত্যাহ সঞ্জয় ইতি। মদীয়ং বিশ্বরূপাখ্যং রূপং ন প্রাকৃতেন চক্ষুষা নিরীক্ষিতুং ক্ষমং কিন্তু দিব্যেন ইত্যাদি যথোক্ত প্রকারঃ, অনন্তরং দিব্যচক্ষুষঃ প্রদানাদিতিশেষঃ, হরত্যবিদ্যাং সকার্য্যাং ইতি হরিঃ। যদীশ্বরস্য মায়োপহিতস্য পরমমুৎকৃষ্টং রূপং তদ্দর্শয়াম্বভূবেত্যাহ পরমমিতি ॥ ৯ ॥

রামানুজ ।—এবমুক্ত্বা সারথ্যে-ঽবস্থিতঃ পার্থমাতুলজো মহাযোগেশ্বরো হরিঃ মহাশ্চর্য্যযোগানামীশ্বরঃ পরব্রহ্মভূতো নারায়ণঃ পরমেশ্বরং স্বং অসাধারণং রূপং পার্থায় পিতৃস্বস্রুঃ পুত্রায় দর্শয়ামাস তদ্বিবিধবিচিত্রনিখিলজগদাশ্রয়ং বিশ্বস্য প্রশাসিতৃ চ রূপং ॥ ৯ ॥

হনুমান্ ।—সঞ্জয়উবাচ। এবমুক্ত্বেতি রাজন্নিতি ধৃতরাষ্ট্রস্য সম্বোধনং যোগো বিদ্যতে যেষাং তে যোগাঃ মহাযোগানামীশ্বরো হরিঃ। অনেক বক্ত্রনয়ন মুদরস্থা অনেকানিচ যানি

যানি অনেকাদ্ভুতদর্শনমুপচ্ছিন্নরূপে তৎপুনরনেকাদ্ভুতদর্শনং দিব্যান্যনেকান্যুদ্যতা আয়ুধা নয়ন্ত-রূপে তদ্বিধান্যনেকোদ্যতায়ূধঃ ॥ ৯। ১০। ১১ ॥

শ্রীধর।—এবমুক্ত্বা ভগবানর্জ্জুনায় স্বরূপং দর্শিতবাংস্তচ্চ রূপং দৃষ্ট্বার্জ্জুনঃ শ্রীকৃষ্ণং বিজ্ঞাপিতবানিতামমর্থং ষড়্ভিঃ শ্লোকৈর্ধৃতরাষ্ট্রং প্রতি সঞ্জয় উবাচ এবমুক্ত্বেতি। হে রাজন্ ধৃতরাষ্ট্র! মহাংশ্চাসৌ যোগেশ্বরশ্চ হরিঃ পরমমৈশ্বরং রূপং দর্শিতবান্ ॥ ৯ ॥

বলদেব।—এবমুক্ত্বা হরিঃ পার্থায় বিশ্বরূপং দর্শিতবান্। তচ্চ রূপং বীক্ষ্য পার্থঃ হরিমেবং বিজ্ঞাপিতবানিতীমমর্থং সঞ্জয়ঃ প্রাহৈব ষড়্ভিঃ। ততো দিব্যচক্ষুর্দানানন্তরং হে রাজন্ ধৃতরাষ্ট্র! মহাংশ্চাসৌ যোগেশ্বরশ্চ হরিঃ ॥ ৯ ॥

মধুসূদন।—ভগবানর্জ্জুনায় দিব্যং রূপং দর্শিতবান্, স চ তদ্দৃষ্ট্বা বিস্ময়াবিষ্টো ভগবন্তং বিজ্ঞাপিতবানতীমং বৃত্তান্তমেবমুক্ত্বেত্যাদিভিঃ ষড়্ভিঃ শ্লোকৈর্ধৃতরাষ্ট্রং প্রাত, এবং নতু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমনেন চক্ষুষা অতো দিব্যং দদামি তে চক্ষুরিত্যুক্ত্বা ততো দিব্যচক্ষুঃপ্রদানাদনন্তরং হে রাজন্ ধৃতরাষ্ট্র! স্থিরো ভব শ্রবণায় মহান্ সর্ব্বোৎকৃষ্টশ্চাসৌ যোগেশ্বরশ্চেতি মহাযোগেশ্বরো হরির্ভক্তানাং সর্ব্বক্লেশাপহারী ভগবান্ দর্শনাযোগ্যমপি দর্শয়ামাস পার্থায় একান্তভক্তায় পরমং দিব্যং রূপমৈশ্বরম্ ॥ ৯ ॥

নীলকণ্ঠ।—এবমুক্ত্বা ভগবানর্জ্জুনায় দিব্যং রূপং দর্শিতবান্, সচ দৃষ্ট্বা বিস্ময়াবিষ্টো ভগবন্তং বিজ্ঞাপিতবানিতীমংবৃত্তান্তং এবমুক্ত্বেত্যাদি ষড়্ভিঃ শ্লোকৈর্ধৃতরাষ্ট্রং প্রতি সঞ্জয় উবাচ। এবমুক্ত্বেতি, ততঃ দিব্যচক্ষুঃপ্রদানানন্তরং রাজন্! হে ধৃতরাষ্ট্র! মহাংশ্চাসৌ যোগেশ্বরশ্চেতি বিগ্রহঃ মহতো যোগস্য বা ঈশ্বরঃ পরমং দিব্যং রূপং ঐশ্বরং মায়াবিসম্বন্ধি নতু মায়াতীতং দর্শয়ামাস ॥ ৯ ॥

তাৎপর্য্য।—শ্রীভগবান্ এই পর্য্যন্ত বলিয়া নিরস্ত হইলেন। তদনন্তর সঞ্জয় অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্রকে সম্বোধন করিয়া ছয়টী শ্লোক ব্যক্ত করিতেছেন। অতঃপর শ্রীভগবান্ বিশ্বরূপ ধারণ করিলেন। আমূল সমস্ত বৃত্তান্ত জানিতে জানিতে এই স্থানে ধৃতরাষ্ট্রের কৌতূহল অতিশয় সংবর্দ্ধিত হওয়ার সম্ভাবনা। এইজন্যই তাহাকে শান্ত করিবার অভিপ্রায়ে সঞ্জয়ের এই বিবরণের প্রয়োজন হইয়াছে।

সঞ্জয় বলিলেন, হে রাজন ধৃতরাষ্ট্র! অশেষ যোগৈশ্বর্য্য পরিবৃত শ্রীহরি এই সকল কথার পর আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র অর্জ্জুনকে স্বকীয় পরম ঐশ্বরিক রূপ প্রদর্শন করিলেন।

সহজেই ধৃতরাষ্ট্র বুঝিতেছেন যে, পরম কৃপাভাজন অর্জ্জুনকে ভগবান্ নিশ্চয়ই দিব্যরূপ দর্শনোপযোগী দিব্যচক্ষু প্রদান করিলেন। এরূপ দিব্য

চক্ষু সম্পন্ন হইয়া নিশ্চয়ই অর্জ্জুন অদৃষ্টপূর্ব্ব অজ্ঞাতপূর্ব্ব অচিন্তিতপূর্ব্ব কোন অলৌকিক ব্যাপার দর্শন করিলেন। এইরূপ বিস্ময়ে ও কৌতূহলে পাছে তিনি জিজ্ঞাসা করিয়া উঠেন, "তাহার পর কি হইল" এই আশঙ্কায় সঞ্জয় অগ্রেই যথোচিত প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়াছেন।

মূলে "হরি" শব্দের প্রয়োগ আছে। তৎ সম্বন্ধে ১২০৫। ১৪৬৩ পৃষ্ঠার টীপ্পনীতে বিশেষ আলোচনা আছে, এস্থানে পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। "যোগেশ্বর" শব্দসম্বন্ধে এই অধ্যায়ের ৪র্থ শ্লোকের তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য।

সঞ্জয়ের বক্ষ্যমাণ বাক্যে ইহাই সূচিত হইতেছে যে, অর্জ্জুনের সৌভাগ্যের সীমা নাই। কেন না তাঁহার প্রতি ভগবানের অমেয় অনুগ্রহ। শ্রীভগবান্ যখন স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাকে দিব্যরূপ দর্শনক্ষম দিব্য চক্ষু প্রদান করিলেন. তখন যুদ্ধাদি জয়রূপ সামান্য মঙ্গল তো দূরের কথা, ইহত্র ও পরত্র কল্যাণসমূহ যে তাঁহাকে অবিরত আশ্রয় করিয়া থাকিবে, তাহার আর কোনই সন্দেহ নাই। স্বপুত্রগণের বিজয়াভিলাষী ধৃতরাষ্ট্রের বাসনা সমূলে নষ্ট হইতেছে।

এই গ্রন্থ সঞ্জয় বাক্যে আরব্ধ এবং সঞ্জয় বাক্যে পরিসমাপ্ত। যে যে স্থলে সমাগত ঘটনাবলীর বর্ণনা করিবার প্রয়োজন হইয়াছে, সেই সেই স্থলেই সাধু সঞ্জয় বক্তারূপে উপস্থিত হইয়াছেন। তদ্ব্যতীত অন্যান্য যাবতীয় স্থলে তিনি কার্য্য সম্পাদকদিগের যথাযথ বাক্য নিজমুখে পরিব্যক্ত করিয়াছেন মাত্র॥ ৯॥

——(៖০៖)——

অনেকবক্ত্রনয়নমনেকাদ্ভুতদর্শনং।
অনেকদিব্যাভরণং দিব্যানেকোদ্যতায়ুধং॥
দিব্যমাল্যাম্বরধরং দিব্যগন্ধানুলেপনং।
সর্ব্বাশ্চর্য্যময়ং দেবমনন্তং বিশ্বতোমুখং॥ ১০। ১১॥

অন্বয়।—অনেকবক্ত্রনয়নং (বহুবদননেত্রং) অনেকাদ্ভুতদর্শনং (অনেকাশ্চর্য্যরূপং) অনেকদিব্যাভরণং (বিবিধ দিব্যালঙ্কারশোভিতং) দিব্যানেকোদ্যতায়ুধং (দিব্যাস্ত্রশস্ত্রবিশিষ্টং) দিব্যমাল্যাম্বরধরং

(দিব্যপুষ্পাস্ত্রধারিণং) দিব্যগন্ধানুলেপনং (দিব্যচন্দনাদ্যনুলিপ্তং) সর্ব্বাশ্চর্য্যময়ং (অনেকাদ্ভুত প্রচুরং) দেবং (দ্যোতনাত্মকং) অনন্তং (অপরিচ্ছিন্নং) বিশ্বতোমুখং (সর্ব্বতোমুখং) ॥ ১০ । ১১ ॥

প্রতিশব্দ —[সেই রূপ] বহুবদন-এবং-বহুনেত্রবিশিষ্ট, বহুবিধ-আশ্চর্য্যের-আধার, বিবিধ-অস্ত্রশস্ত্রবিশিষ্ট, দিব্য-মালা-এবং-দিব্যবস্ত্র-ধারী দিব্যচন্দনাদি-দ্বারা-অনুলিপ্ত, বিবিধ-অদ্ভুতপ্রচুর, দ্যোতনশীল, অনন্ত, সর্ব্বতঃ-মুখ-বিশিষ্ট ॥ ১০ । ১১ ॥

ব্যাখ্যা।—ভগবানের সেই বিশ্বরূপ অসংখ্যবদন এবং অসংখ্য নেত্র বিশিষ্ট, তাহা বহুবিধ আশ্চর্য্যদৃশ্যের আধার, বিবিধ দিব্যালঙ্কার পরিশোভিত, এবং প্রহারোদ্যত দিব্যাস্ত্র সমূহের ধারণ হেতু ভয়ঙ্কর; তাহা দিব্যমাল্য এবং দিব্যবস্ত্রধারী, সুগন্ধিচন্দনাদি দ্বারা অনুলিপ্ত, আশ্চর্য্যময়, জ্যোতির্ম্ময়, অনন্ত এবং সর্ব্বব্যাপী ॥ ১০ । ১১ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—অনেকবক্ত্রনয়নং অনেকানি বক্ত্রাণি নয়নানি চ যস্মিন্ রূপে তদনেকবক্ত্রনয়নং অনেকাদ্ভূতদর্শনং অনেকান্যদ্ভূতানি বিস্মাপকানি দর্শনানি যস্মিন্ রূপে তদনেকাদ্ভুতদর্শনং রূপং তথানেকদিব্যাভরণম্ অনেকানি দিব্যাভরণানি যস্মিংস্তদনেকদিব্যাভরণম্ তথা দিব্যানেকোদ্যতায়ুধং দিব্যানি অনেকানি উদ্যতানি আয়ুধানি যস্মিংস্তদ্দিব্যানেকোদ্যতায়ুধং দর্শয়ামাসেতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ। কিঞ্চ দিব্যেতি। দিব্যমাল্যাম্বরধরং দিব্যানি মাল্যানি পুষ্পাণি অম্বরাণি বস্ত্রাণি চ ধ্রিয়ন্তে যেনেশ্বরেণ তং দিব্যমাল্যাম্বরধরং দিব্যগন্ধানুলেপনং দিব্যা গন্ধা অনুলেপনং যস্মিন্ সর্ব্বাশ্চর্য্যময়ং সর্ব্বাশ্চর্য্যপ্রায়ং দেবমনন্তং নাস্যান্তোঽস্তীতি অনন্তস্তং বিশ্বতোমুখং সর্ব্বভূতাত্মত্বাৎ তংদর্শয়ামাসা র্জ্জুনো দদর্শেতি বা অধ্যাহ্রিয়তে ॥ ১০ । ১১ ॥

আনন্দগিরি।—তদেতদ্ রূপং বিশিনষ্টি অনেকেতি। দিব্যান্যাভরণাদীনি হারকেয়ূরাদীনি ভূষণান্যুদ্যতানি উচ্ছ্রিতানি। উক্তরূপবন্তং ভগবন্তং প্রকারান্তরেণ বিশিনষ্টি কিঞ্চেতি। অধ্যাহারোঽপি পদসংঘটনাসম্ভবাৎ ॥ ১০ । ১১ ॥

রামানুজ।—তচ্চেদৃশং দেবং দ্যোতমানং অনন্তং কালত্রয়বর্ত্তি নিখিল জগদাশ্রয়তয়া দেশকালপরিচ্ছেদানর্হং বিশ্বতোমুখং বিশ্বদিগ্বর্ত্তিমুখং স্বোচিতদিব্যাম্বরগন্ধমাল্যাভরণায়ুধান্বিতং ॥ ১০ । ১১ ॥

শ্রীধর।—কথম্ভূতং তদিত্যত্রাহ অনেকবক্ত্রনয়নমিতি। অনেকানি বক্ত্রাণি নয়নানি চ যস্মিংস্তৎ, অনেকানামদ্ভুতানাং দর্শনং যস্মিংস্তৎ, অনেকানি দিব্যাভরণানি যস্মিংস্তং;

দিব্যান্যনেকান্যুদ্যতান্যায়ুধানি যস্মিংস্তৎ। কিঞ্চ দিব্যেতি। দিব্যানি মাল্যান্যম্বরাণি চ ধারয়তীতি তৎ; তথা দিব্যোগন্ধো যস্য তাদৃশমনুলেপনং যস্য তৎ, সর্ব্বাশ্চর্য্যময়মনেকাশ্চর্য্যপ্রায়ং, দেবং দ্যোতমাত্মকং, অনন্তমপরিচ্ছিন্নং; বিশ্বতঃ সর্ব্বতোমুখানি যস্মিংস্তৎ॥ ১০। ১১॥

বলদেব।—অনেকেতি। অনেকানি সহস্রাণি নয়নানি চ যস্য তদ্রূপং সহস্রবাহো ভব বিশ্বমূর্ত্তে ইত্যগ্রিমবাক্যাৎ। ইহানেকবহুসহস্রশব্দাস্ত্বসংখ্যেয়ার্থবাচিনঃ "বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতোমুখ" ইত্যাদিজ্ঞাপকাৎ। অনেকানামদ্ভুতানাং দর্শনং যত্র তৎ, দিব্যো গন্ধো যত্র তাদৃগনুলেপনং যস্য তৎ, দেবং দ্যোতমানং অনন্ত মপারং বিশ্বতঃ সর্ব্বতো মুখানি যস্য তৎ॥ ১০। ১১॥

মধুসূদন।—তদেব রূপং বিশিনষ্টি অনেকানি বক্ত্রাণি নয়নানিচ যস্মিন্ রূপে অনেকানামদ্ভুতানাং বিস্ময়হেতূনাং দর্শনং যস্মিন্ অনেকানি দিব্যান্যাভরণানি ভূষণানি যস্মিন্ দিব্যান্যনেকান্যুদ্যতান্যায়ুধানি অস্ত্রাণি যস্মিন্ তত্তথা রূপম্। দিব্যানি মাল্যানি পুষ্পময়ানি রত্নময়ানি চ তথা দিব্যাম্বরাণি বস্ত্রাণি চ ধ্রিয়ন্তে যেন তদ্দিব্যমাল্যাম্বরধরং দিব্যোগন্ধোঽস্যেতি দিব্যগন্ধস্তদনুলেপনং যস্য তৎ সর্ব্বাশ্চর্য্যময়মনেকাদ্ভুতপ্রচুরং দেবং দ্যোতনাত্মকং অনন্তমপরিচ্ছিন্নং বিশ্বতঃ সর্ব্বতোমুখানি যস্মিন্ তদ্রূপম্ দর্শয়ামাসেতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ অর্জ্জুনোদদর্শেত্যধ্যাহারো বা॥১০।১১॥

নীলকণ্ঠ।—তদেবং রূপং বিশিনষ্টি দ্বাভ্যাং অনেকেত্যাদিনা। অনেকানি অনন্তানি বক্ত্রাণি নয়নানি চ যস্মিন্ তদনেকবক্ত্রনয়নং অনেকান্যদ্ভুতানি দর্শনানি যস্মিন্ দিব্যানি অনেকানি চ উদ্যতানি আয়ুধানি চক্রাদীনি যস্মিন্। বিশ্বতো মুখমিতি। পূর্ব্বোক্তস্য একত্বেন পৃথক্ত্বেন বহুধা বিশ্বতো মুখ মিত্যস্যায়ং পরামর্শ, অনন্তং সর্ব্বতঃ পরিচ্ছেদরহিতং॥ ১০। ১১॥

বিশ্বনাথ।—বিশ্বতঃ সর্ব্বতোমুখানি যস্যতৎ॥ ১১॥

তাৎপর্য্য।—শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনের নয়ন সমক্ষে যে রূপে পরিদৃশ্যমান হইলেন, সঞ্জয় এক্ষণে ধৃতরাষ্ট্র সমীপে তাহাই কীর্ত্তন করিতেছেন। ভগবান্ যে রূপ পরিগ্রহ করিলেন, তাহাতে বহুবদন ও নয়ন সমাবিষ্ট, অর্থাৎ সেই রূপের উর্দ্ধভাগে অনেক বিশালবক্ত্র ও বহু সংখ্যক আয়তনেত্র পরিদৃষ্ট হইল। সেই রূপ বহু বিস্ময়াবহ ব্যাপারের নিকেতন স্বরূপ, অর্থাৎ তদ্দর্শনে দর্শকের হৃদয়ে যুগপৎ অত্যাশ্চর্য্য দর্শনজনিত অশেষ বিস্ময়ের আবির্ভাব হইল। সেইরূপধারী ভগবৎকলেবরের নানাস্থানে নানাবিধ জ্যোতির্ম্ময় অলঙ্কারাদি পরিদৃষ্ট হইল। সেই বিরাট্ পুরুষের দেহের নানাস্থান বহু তেজঃপ্রদীপ্ত, স্বর্গীয় অস্ত্রশস্ত্রাদিতে সুশোভিত, সেই আয়ুধসমূহ উদ্যত, অর্থাৎ কালব্যাজ না করিয়াই প্রক্ষেপের উপযুক্ত। সেই পুরুষ পরম শোভাময় মালা ও বস্ত্রাদিতে সুশোভিত; তাঁহার দেহ সুগন্ধ চন্দন ও অনুলেপনাদিতে চর্চ্চিত; সেই রূপ বহু অদ্ভুত এবং আশ্চর্য্য ব্যাপারে

পরিপূর্ণ, অর্থাৎ সেই রূপধারী পুরুষের ভাব, ভঙ্গী, অনুষ্ঠান, বিকাশ সকলই বহুবিধ বিচিত্র অত্যাশ্চর্য্য কাণ্ডসংবৃত। সেই পুরুষের কলেবর অদ্ভুত দ্যুতি সম্পন্ন; অর্থাৎ তেজঃপুঞ্জবিশিষ্ট ; সেই মহাপুরুষ অনন্ত অর্থাৎ তাঁহার অন্তাবধারণ করিতে কাহারও সাধ্য নাই। তিনি বিশ্বতোমুখ, অর্থাৎ সর্ব্বভূত তাঁহাতেই স্থিত, এই জন্য তাঁহার মুখ সর্ব্বব্যাপী। ভগবানের এই রূপ বিশ্বব্যাপী ও সর্ব্বত্র সমদর্শন। এতাদৃশ অদ্ভুত ভূষণবসনাদি পরিবৃত বিচিত্র কলেবর ভগবান্ অর্জ্জুনকে বিশ্বরূপ প্রদর্শন করিলেন ॥ ১০ । ১১ ॥

——(**)——

দিবি সূর্য্যসহস্রস্য ভবেদ্ যুগপদুত্থিতা।
যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাদ্ভাসস্তস্য মহাত্মনঃ ॥ ১২ ॥

অন্বয়। দিবি (আকাশে) যদি সূর্য্যসহস্রস্য ভাঃ (প্রভা) যুগপৎ (একদৈব) উত্থিতা (উদিতা) ভবেৎ, [তদা] সা (প্রভা) তস্য মহাত্মনঃ (বিশ্বরূপস্য) ভাসঃ (প্রভায়াঃ) সদৃশী (তুল্যা) স্যাৎ (ভবেৎ) ॥ ১২ ॥

প্রতিশব্দ।—আকাশে যদি সহস্র-সূর্য্যের প্রভা এককালে উদিত হয়,[তাহা-হইলে] সেই-প্রভা সেই-বিশ্বরূপের প্রভার সদৃশ হয় ॥১২॥

ব্যাখ্যা।—যদি আকাশে সহস্র সূর্য্যের প্রভা এক সময়েই উদিত হয়, তাহা হইলে সেই প্রচণ্ড জ্যোতি বিশ্বরূপের কিরণচ্ছটার কথঞ্চিৎ তুল্য হইতে পারে ॥ ১২ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—যা পুনর্ভগবতোবিশ্বরূপস্য ভাস্তস্যা উপমোচ্যতে দিবীতি। দিব্যন্তরীক্ষে তৃতীয়স্যাং বা দিবি সূর্য্যাণাং সহস্রং সূর্য্যসহস্রং তস্য যুগপদুত্থিতস্য যুগপদুদিতা ভাঃ সা যদি সদৃশী স্যাৎ তস্য মহাত্মনো বিশ্বরূপস্য ভাসো যদি বা ন স্যাৎ ততোঽপি বিশ্বরূপস্যৈব ভাঃ অতিরিচ্যত ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ১২ ॥

আনন্দগিরি।—নন্থ প্রকৃতস্য ভগবতোরূপস্য দীপ্তিরস্তি ন বা নচেৎ কাষ্ঠাদিসাম্যং যত্বস্তি কীদৃশী সেত্যাশঙ্ক্যাহ বা পুনরিতি। সা যদি স্যাত্তদ্ভাসঃ সদৃশী সেতি যোজনা, অসম্ভাবিতাভ্যুপগমার্থো যদিশব্দঃ, স্যাচ্ছব্দোনিশ্চয়ার্থঃ সা কথং সদৃশী সম্ভবতি ন তু ভবত্যেবেতি বিবক্ষিত্বাহ যদিবেতি ॥ ১২ ॥

রামানুজ।—তামেব দেবশব্দনির্দ্দিষ্টাং দ্যোতমানতাং বিশিনষ্টি তেজসো হপরিমিতত্ব-দর্শনার্থ মিদং অক্ষয়তেজঃস্বরূপমিত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

হনুমান্।—দিবি সূর্য্যসহস্রস্য ॥ ১২ ॥

শ্রীধর।—বিশ্বরূপদীপ্তের্নিরূপমত্বমাহ দিবি সূর্য্যেতি। দিবি আকাশে সূর্য্যসহস্রস্য যুগপদুত্থিতস্য যদি যুগপদুত্থিতা ভাঃ প্রভা ভবেত্তর্হি সা মহাত্মনোবিশ্বরূপস্য ভাসঃ প্রভায়াঃ কথঞ্চিৎ সদৃশী স্যাৎ অন্যোপমা নাস্ত্যেবেত্যর্থঃ, তথাভূতং রূপং দর্শয়ামাসেতি পূর্ব্বেণৈবান্বয়ঃ ॥ ১২ ॥

বলদেব।—তদ্দীপ্তের্নৈরুপম্যমাহ দিবীতি। দিবি আকাশে যুগপদুত্থিতস্য সূর্য্যসহস্র ভাঃ কান্তিশ্চেদ্‌যুগপদুত্থিতা ভবেত্তর্হি সা তস্য মহাত্মনো বিশ্বরূপস্য হরের্ভাস একস্যাঃ কান্তেঃ সদৃশী স্যাত্তদেতি (সংভাবনায়াং লট্। অভূতোপমেয়মুচ্যতে তয়োৎপ্রেক্ষা ব্যঙ্গা সতী সর্ব্বথা তৎকান্তের্নৈরুপম্যং ব্যঞ্জয়তি) তাদৃগ্রূপং দর্শয়ামাসেতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ ॥ ১২ ॥

মধুসূদন।—দেবমিত্যুক্তম্ বিবৃণোতি। দিবি অন্তরীক্ষে সূর্য্যাণাং সহস্রস্য অপরিমিত-সূর্য্যসমূহস্য যুগপদুদিতস্য যুগপদুত্থিতা ভাঃ প্রভা যদি ভবেৎ, তদা সা তস্য মহাত্মনোবিশ্বরূপস্য ভাসোদীপ্তেঃ সদৃশী তুল্যা যদি স্যাৎ যদি বা ন স্যাৎ ততোহপি নূনং বিশ্বরূপস্যৈবভা অতিরিচ্যেতেত্যহং মন্যে অন্যা তূপমা নাস্ত্যেবেত্যর্থঃ। (অত্রাবিদ্যমানাধ্যবসায়াত্তদভাবেনোপমাভাবপরাদভূতোপমারূপেয়মতিশয়োক্তিরুৎপ্রেক্ষাং ব্যঞ্জতী সর্ব্বথা নিরুপমত্বমেব ব্যনক্তি "উভৌ যদি ব্যোম্নি পৃথক্ প্রবাহাবি" ত্যাদিবৎ) ॥ ১২ ॥

নীলকণ্ঠ।—দিবি অন্তরীক্ষে ভাঃদীপ্তিঃভাসঃ দীপ্তেঃ অভূতোপমেয়ম্, নিরুপমতামেব তস্য দীপ্তে দর্শয়তি উভৌ যদি ব্যোম্নি পৃথক্ প্রবাহাবিত্যাদিবৎ ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ।—একদৈব যদি ভাঃ কান্তিরুত্থিতা ভবেৎ তদা তস্য মহাত্মনঃ বিশ্বরূপ পুরুষস্য ভাসঃ একস্যাঃকান্তেঃ সদৃশী ভবেৎ ॥ ১২ ॥

তাৎপর্য্য।—সঞ্জয় পুনরায় বলিতেছেন, ভগবানের তৎকালে যে প্রভা বিকীর্ণ হইল, ব্রহ্মাণ্ডে তাহার আর তুলনা নাই। যদি নভোমণ্ডলে যুগপৎ সহস্র ভাস্করের উদয় হয়, অর্থাৎ যদি কদাপি একসঙ্গে অসংখ্য মরীচিমালী কিরণরাজিতে বসুন্ধরা প্লাবিত করেন, তাহা হইলে বিশ্বরূপ ভগবানের তদানীন্তন প্রভার অনুরূপ হয় কিনা সন্দেহ।

মূলে "যদি" শব্দের উল্লেখ আছে। তদ্দ্বারা ইহাই সূচিত হইতেছে যে, একত্র সমুদিত সহস্র ভাস্করের প্রভাও যদি ভগবৎ প্রভার সমতুল্য হয়, যদি বা নাও হয়। অর্থাৎ সেই মহাত্মার প্রভার তুলনায় সহস্র ভাস্করের তেজও ন্যূন হইবে বলিয়া সঞ্জয়ের ধারণা। এইস্থলে সঞ্জয় পরিদৃশ্যমান ভগবন্মূর্ত্তির কোনও উপমার নির্দ্দেশ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন

তদভিপ্রায়ে তিনি এক অসম্ভব অজ্ঞাত পূর্ব্ব ব্যাপারের অবতারণা করিয়াছেন। অন্তরীক্ষে কদাপি একাধিক সূর্য্যোদয় পরিদৃষ্ট হয় না; তথাপি তথায় একসঙ্গে সহস্রদিবাকর আবির্ভাবের কল্পনা অসঙ্গত। এক সূর্য্যের প্রতি স্থির নয়নে দৃষ্টিপাত করা কাহারও পক্ষে সুসাধ্য নহে। সুতরাং যুগপদাগত সহস্র ভাস্করের অনন্ততেজোরাশির প্রতি দৃষ্টিপাত করা কল্পনাতীত কাণ্ড। এরূপ কল্পনাতীত উপমার প্রয়োগ করিয়াও সঞ্জয়ের তৃপ্তি হয় নাই। এবং প্রকৃত ব্যাপারের যথোচিত বর্ণনা হইল বলিয়া তাঁহার মনে হয় নাই। এই জন্যই মূলে যদি পদের প্রয়োগ হইয়াছে। আলঙ্কারিকেরা এস্থলে অদ্ভুত উপমা * জনিত অতিশয়োক্তি (১৮৩০ পৃঃ টীঃ দ্রষ্টব্য) মূলা উৎপ্রেক্ষার † নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

সহজেই আশঙ্কা হইতে পারে যে, ভগবজ্জ্যোতি যদি সহস্র ভাস্করের অপেক্ষাও অধিক, তাহা হইলে অর্জ্জুন তৎপ্রতি দৃষ্টি সঞ্চালন করিতে কিরূপে সমর্থ হইলেন? যখন একমাত্র সূর্য্যের প্রতি কেহই সুস্থির নয়নে দৃষ্টিপাত করিতে পারে না, তখন এই তেজঃ সমষ্টি স্বরূপ ভগবদ্দর্শন কিরূপে সম্ভবপর হইল? যদি স্মরণ রাখা যায় যে, ভগবৎ কৃপায় অর্জ্জুন দিব্যশক্তি লাভ করিয়াছেন, এবং তাঁহার নয়ন যুগল অলৌকিক ব্যাপার দর্শনে সমর্থ হইয়াছে, তাহা হইলে অতি সহজেই আশঙ্কা নিবারিত হইবে ॥ ১২ ॥

——(*)——

তত্রৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং প্রবিভক্ত মনেকধা।
অপশ্যদ্দেবদেবস্য শরীরে পাণ্ডবস্তদা ॥ ১৩॥

অন্বয়।—তদা পাণ্ডবঃ (অর্জ্জুনঃ) তত্র দেবদেবস্য (বিশ্বমূর্ত্তেঃ)

---

* উপমা।—"সাম্যং বাচ্যমবৈধর্ম্ম্যং বাক্যৈক্যে উপমা দ্বয়োঃ।" ভাবার্থ; একবাক্য গত হইয়া সমানধর্ম্মী পদদ্বয়ের সমতা থাকিলে উপম অলঙ্কার হয়। উদাহরণ; "বারিজেনেব সরসী শশিনেব নিশিথিনী। যৌবনেনেব বনিতা নয়েন শ্রীর্মনোহরা।" (সাহিত্য দর্পণ ১০ম পরিচ্ছেদ)

† উৎপ্রেক্ষা।—"ভবেৎ সম্ভাবনোৎপ্রেক্ষা প্রকৃতস্য পরাত্মনা।" ভাবার্থ; উপমেয়কে উপমান স্বরূপে সম্ভাবনা করিলে উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার হয়। উদাহরণ; "মুখমেণীদৃশো ভাতি পূর্ণচন্দ্র ইবাপরঃ।" (সাহিত্য দর্পণ ১০ম পরিচ্ছেদ)

শরীরে অনেকধা (নানাপ্রকারেণ) প্রবিভক্তং (বিভজ্য স্থিতং) কৃৎস্নং (নিখিলং) জগৎ একস্থং (একত্রাবস্থিতং) অপশ্যৎ (দদর্শ) ॥ ১৩ ॥

প্রতিশব্দ।—তখন অর্জ্জুন সেই বিশ্বরূপের দেহে নানা-ভাগে বিভক্ত নিখিল জগৎকে একস্থানে-অবস্থিত দেখিয়াছিলেন ॥ ১৩ ॥

ব্যাখ্যা।—তখন পাণ্ডুতনয় অর্জ্জুন সেই বিশ্বরূপের বিরাট দেহে দেব পিতৃ মনুষ্য প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন অসীম অনন্ত জগৎকে একাধারেই অবস্থিত দর্শন করিয়াছিলেন ॥ ১৩ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—কিঞ্চ তত্রৈকস্থমিতি। তত্র তস্মিন্ বিশ্বরূপে একস্মিন্ স্থিতমেকস্থং জগৎ কৃৎস্নং প্রবিভক্তমনেকধা দেবপিতৃমনুষ্যাদিভেদৈরপশ্যৎ দৃষ্টবান্ দেবদেবস্য হরেঃ শরীরে পাণ্ডবোহর্জ্জুনস্তদা ॥ ১৩ ॥

আনন্দগিরি।—ন কেবলমুক্তমেবার্জ্জুনোদৃষ্টবান্ কিন্তু তত্রৈব বিশ্বরূপে সর্ব্বং জগদেকস্মিন্নবস্থিতমনুভূতবানিত্যাহ কিঞ্চেতি। তদা বিশ্বরূপস্য ভগবদ্রূপস্য দর্শনং দর্শয়ামীত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

রামানুজ।—তত্রানন্তায়ামবিস্তারে অনন্তবাহূদরবক্ত্রনেত্রে অপরিমিততেজস্কে অপরিমিতদিব্যায়ুধোপেতে স্বোচিতাপরিমিতদিব্যভূষণে দিব্যমাল্যাম্বরধরে দিব্যগন্ধানুলেপনে অনন্তাশ্চর্য্যময়ে দেবদেবস্য শরীরে দিব্যে অনেকধা প্রবিভক্তং ব্রহ্মাদিবিবিধবিচিত্রদেবতির্য্যঙ্‌মনুষ্যস্থাবরাদিভোক্তৃবর্গপৃথিব্যন্তরীক্ষস্বর্গপাতালাতলবিতলসুতলাদিভোগস্থান ভোগ্যভোগোপকরণভেদভিন্নং প্রকৃতিপুরুষাত্মকং কৃৎস্নং জগৎ "অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে" "হন্ততে কথয়িষ্যামি বিভূতারাত্মনঃ শুভাঃ॥ অহমাত্মাগুড়াকেশ সর্ব্বভূতাশয় স্থিতঃ। আদিত্যানামহং বিষ্ণু" ইত্যাদিনা "নতদস্তি বিনা যৎস্যান্ময়াভূতং চরাচরং। বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেনস্থিতো জগৎ" ইত্যন্তেনোদিতং একস্থং একদেশস্থং পাণ্ডবো ভগবৎপ্রসাদলব্ধতদ্দর্শনানুগুণদিব্যচক্ষুরপশ্যৎ ॥ ১৩ ॥

হনুমান্।—তত্রেতি শরীরে পাণ্ডব স্তদা দেবস্য শরীরে কৃৎস্নং জগদনেকধা প্রবিভক্তমেকস্থমপশ্যদিতি ব্যবহিতেন সম্বন্ধঃ ॥ ১৩। ১৪ ॥

শ্রীধর।—ততঃ কিং বৃত্তমিত্যপেক্ষায়ামাহ তত্রেতি। অনেকধা প্রবিভক্তং নানাবিভাগেনাবস্থিতং কৃৎস্নং জগদ্দেবদেবস্য শরীরে তদবয়বত্বেনৈকত্র ব্যবস্থিতং তদা পাণ্ডবোহর্জ্জুনোহপশ্যৎ ॥ ১৩ ॥

বলদেব।—ততঃ কিমভূদিত্যাপেক্ষায়ামাহ তত্রেতি। তত্র যুদ্ধভূমৌ দেবদেবস্য কৃষ্ণস্য ব্যঞ্জিতসহস্রশিরস্কে শরীরে শ্রীবিগ্রহে কৃৎস্নং নিখিলং জগদ্ ব্রহ্মাণ্ডং তদা পাণ্ডবোহপশ্যৎ। প্রবিভক্তং পৃথক্পৃথগ্‌ভূতং একস্থমিতি প্রাগ্বৎ। অনেকধোত মৃণ্ময়ং স্বর্ণময়ং রত্নময়ং বা লঘুমধ্যে বৃহদ্ভূতং বেত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

মধুসূদন।—ইহৈকস্থং জগৎকৃৎস্নং পশ্যাদ্য সচরাচরমিতি ভগবদাজ্ঞপ্তমপ্যনুভূতবানর্জ্জুন ইত্যাহ। একস্থমেকত্র স্থিতং জগৎ কৃৎস্নং প্রবিভক্তমনেকধা দেবপিতৃমনুষ্যাদিনানাপ্রকারৈরপশ্যদ্দেবস্য ভগবতঃ তত্র বিশ্বরূপে শরীরে পাণ্ডবোঽর্জ্জুনস্তদা বিশ্বরূপাশ্চর্য্যদর্শনদশায়াম্॥ ১৩॥

নীলকণ্ঠ।—"ইহৈকস্থং জগৎকৃৎস্নং পশ্যেতি" যৎ প্রাক্ ভগবতা উক্তং তদপ্যপশ্যদিত্যাহ তত্রেতি। অনেকধা প্রবিভক্তমিত্যনেন বর্ষাসুখেন তিন্তিড়ীবীজেন সূক্ষ্মরূপেণ তরুর্দৃশ্যতে তদ্বদ্মাভূদিতি দর্শয়িতু সাবকাশং অনেকধা বিভাগযুক্তং বিবিক্তং অপশ্যৎ, একস্থং একাবয়বস্থং, অয়মর্থঃ, যদা ভগবতশ্চতুর্ভুজং রূপং চিন্ত্যতে তত্র চ চেতসি লব্ধপদে সতি ক্রমশ স্তদীয়াবয়বান্ ত্যক্ত্বা মুখে স্মিতে পদনখে বা চিত্তং ধ্রিয়তে তত্রাপি লব্ধপদে অস্মিন্ তদপি ত্যক্ত্বা বিশ্বরূপ মারোহতি দিব্যং চক্ষুরপি এবং সূক্ষ্মতা মাপাদিতং মন এব, "মনোঽস্য দৈবং চক্ষুঃ সতেন দৈবেন চক্ষুষা মনসৈতান্ কামান্ পশ্যন্ রমত" ইতি শ্রুতেঃ, কামান্ বিষয়ান্ এতান্ হার্দ্দাকাশাখ্যসগুণব্রহ্মগতানিতি শ্রুতিপদয়োরর্থঃ, যথোক্তং শ্রীভাগবতে, "তত্রলব্ধপদং চিত্তমাকৃষ্যৈকত্র ধারয়েৎ। নান্যানি চিন্তয়েৎ ভূয়ঃ সুস্মিতং ভাবয়েন্মুখং। তত্রলব্ধপদং চিত্তমাকৃষ্যব্যোম্নি ধারয়েৎ। তচ্চ ত্যক্ত্বা মদারোহো ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়ে" দিতি। তত্র সর্ব্বো একত্র অঙ্গে ব্যোম্নি কারণে মদারোহো নির্বিকল্পে ব্রহ্মণ্যারূঢ়ঃ। তদিদমুক্তং দেবদেবস্য শরীরে কৃৎস্নং জগদেকস্থং পাণ্ডবোঽপশ্যদিতি॥ ১৩॥

বিশ্বনাথ।—তত্র তস্মিন্ যুদ্ধভূমাবেব দেবদেবস্য শরীরে জগৎ ব্রহ্মাণ্ডং কৃৎস্নং সর্ব্বমেব গণয়িতু মশক্যমিত্যর্থঃ। প্রবিভক্তং পৃথক্ পৃথক্তয়া স্থিতং একস্থং একদেশস্থং প্রতি রোমকূপস্থং প্রতি কুক্ষিস্থং বা ইত্যর্থঃ। অনেকধা মৃন্ময়ং মণিময়ং বা পঞ্চাশৎকোটি যোজন প্রমাণং শতকোটি যোজন প্রমাণং লক্ষ্যকোট্যাদি যোজন প্রমাণং বা ইত্যর্থঃ॥ ১৩॥ ১৪॥

তাৎপর্য্য।—সঞ্জয় পুনরায় বলিতেছেন, তখন বিশ্বরূপধর শ্রীহরির বিরাটদেহে বহু প্রকারে বিভক্ত সমস্ত জগৎ পাণ্ডুনন্দন অর্জ্জুন নয়ন গোচর করিলেন। সেই বিশ্বরূপ দেবতাদিগেরও দেবতা, সর্ব্বস্রষ্টা, সর্ব্বপালক, সর্ব্বসংহারক, মূলকারণ। সেই পরম দেবতার বিরাটদেহে দেবলোক পিতৃলোক এবং মনুষ্যলোক ইত্যাদি বিবিধ আকারে বিভক্ত সমস্ত জগৎ বিদ্যমান ছিল। ভূঃ, ভুর্বঃ, স্বঃ, মহ, জন, তপঃ, সত্য ইহা সপ্ত লোক *

---

* লোকাধিবাসী।—"ভূর্লোকঃ পার্থিবোলোকঃ অন্তরীক্ষং ভুবঃস্মৃতঃ। ভাবো লোকো দিবিহ্যেতচ্ছেষা-দূৰ্দ্ধং যথাক্রমং। ভূতস্যাধিপতি হ্যগ্নিস্ততো ভূতপতিস্তু সঃ। বায়ুর্নভসোঽধিপতি স্তেন বায়ুর্নভস্পতিঃ। ভাব্যস্য সূর্য্যাধিপতি স্তেন সূর্য্যো দিবস্পতিঃ। গন্ধর্ব্বাপ্সরশ্চৈব গুহ্যক' সহরাক্ষসৈঃ। ভূর্লোকবাসিনঃ সর্ব্বে অন্তরীক্ষচরান্ শৃণু। মরুতঃ সপ্তভিঃ স্কন্দৈঃ রুদ্রাস্তথৈব চাশ্বিনৌ। আদিত্যা বসবঃসর্ব্বে তথৈব চ গবাঙ্গনাঃ। চতুর্থেতু মহর্লোকে তিষ্ঠন্তে কল্পবাসিনঃ। প্রজানাং পতিভিঃ সর্ব্বৈঃ সেব্যতে পঙ্কজো মহান্। মনুঃসনং

নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই সপ্তলোকাকারে বিভক্ত সমস্ত জগৎ সেই বিশ্বরূপের দেহে বর্ত্তমান ছিল। ইতি পূর্ব্বে ভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন, "ইহৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং পশ্যাদ্য সচরাচরং" (১১ অধ্যায় ৭ম শ্লোক) সঞ্জয় বর্ণিত বিশ্বরূপের শরীরে বহু লোকের অবস্থান পরিদৃষ্ট হইল। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত ভগবদুক্তির প্রত্যক্ষ প্রমাণ অর্জ্জুন নয়ন গোচর করিলেন ॥ ১৩ ॥

* * *

ততঃ স বিস্ময়াবিষ্টো হৃষ্টরোমা ধনঞ্জয়ঃ।
প্রণম্য শিরসা দেবং কৃতাঞ্জলিরভাষত ॥ ১৪ ॥

অন্বয়।—ততঃ (অনন্তরং) স ধনঞ্জয়ঃ বিস্ময়াবিষ্টঃ (বিস্মিতঃ) হৃষ্টরোমা (রোমাঞ্চিতঃ) [সন্] দেবং (বিশ্বরূপধরং) শিরসা (মস্তকেন) প্রণম্য (প্রকর্ষেণ নত্বা) কৃতাঞ্জলিঃ (সংপুটীকৃতহস্তঃ) [সন্] অভাষত (উক্তবান্) ॥ ১৪ ॥

প্রতিশব্দ।— অনন্তর সেই ধনঞ্জয় বিস্মিত রোমাঞ্চিত [হইয়া] বিশ্বরূপধারীকে মস্তকের-দ্বারা প্রকৃষ্টরূপে-নমস্কার-করিয়া অঞ্জলি-বদ্ধ [হইয়া] বলিয়াছিলেন ॥ ১৪ ॥

কুমারাদ্যা বৈরাজশ্চ সুতাস্ত্রয়ঃ। ষষ্ঠেতু সংস্থিতা হেতে দেবা দেববিরোধিকাঃ। সত্যস্তু সপ্তমো লোকো হ্যপুনর্ভববাসিনাং। ব্রহ্মলোকঃ সমাখ্যাতো হ্যপ্রতীঘাতঃ লক্ষণঃ॥" (দেবী পুরাণে গ্রহগতিনামক অধ্যায়)

ইহার ভাবার্থ;— ভূলোক মনুষ্যলোক এবং অন্তরীক্ষ ভুবলোক বলিয়া খ্যাত। এই ভুবলোকই পিতৃগণের নিবাস ভূমি। ("এতেত একতনবো বর্ত্তন্তে দ্বিজসত্তমাঃ। ভূর্লোকবাসিনা যাজ্যা ভুবলোক নিবাসিনঃ" (বরাহপুরাণ শ্রাদ্ধকল্প). এই লোক দ্বয়ের উর্দ্ধে ভাব্য অর্থাৎ স্বর্গলোক অবস্থিত। অগ্নি ভূতগণের অধিপতি, এইজন্য তিনি ভূতপতি; বায়ু আকাশের অধিপতি, তজ্জন্য বায়ু নভস্পতি; এবং সূর্য্য ভাব্য অর্থাৎ স্বর্লোকের অধিপতি, এজন্য সূর্য্য দিবস্পতি নামে অভিহিত। গন্ধর্ব্ব, অপ্সরঃ গুহ্যক এবং রাক্ষসগণ ইহারা ভূলোকবাসী এবং অন্তরীক্ষচারী। দেবগণ, সপ্তস্কন্দ, রুদ্রগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, আদিত্যগণ, অষ্টবসু প্রভৃতি ইহারা স্বর্গবাসী। চতুর্থ মহলোকে কল্পবাসীগণ অবস্থান করেন। পঞ্চম জনলোকে দক্ষ প্রভৃতি প্রজাপতিগণ অবস্থিত। মনু, সনৎকুমার প্রভৃতি ষষ্ঠ তপোলোকে বাস করেন। সপ্তম ব্রহ্মলোক সত্যলোক নামে অভিহিত।

ব্যাখ্যা —এইরূপ অদ্ভূত রূপ দেখিয়া ভক্তশ্রেষ্ঠ বীরাগ্রগণ্য সেই ধনঞ্জয় অতিশয় বিস্মিত ও রোমাঞ্চিত কলেবর হইয়া বিশ্বরূপধারী দেবকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া এইরূপ বলিতে লাগিলেন ॥ ১৪ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—তত ইতি। ততস্তং দৃষ্ট্বা স বিস্ময়েনাবিষ্টো হৃষ্টানি রোমাণ্যস্য সোঽয়ং হৃষ্টরোমা চাভবদ্ধনঞ্জয়ঃ প্রণম্য প্রকর্ষেণ নমনং কৃত্বা প্রহ্বীভূতঃ সন্ শিরসা দেবং বিশ্বরূপধরং কৃতাঞ্জলির্নমস্কারার্থং সংপুটীকৃতহস্তঃ সন্নভাষতোক্তবান্ ॥ ১৪ ॥

আনন্দগিরি।—বিশ্বরূপধরস্য ভগবতস্তস্মিন্নেকীভূতজগতশ্চোক্তবিশেষণস্য দর্শনানন্তরং কিমকরোদিত্যপেক্ষায়ামাহ ততইতি। আশ্চর্য্যবুদ্ধির্বিস্ময়ঃ রোম্নাং হৃষ্টত্বং পুলকিতত্বং প্রকর্ষোভক্তিশ্রদ্ধয়োরতিশয়ঃ ॥ ১৪ ॥

রামানুজ।—ততো ধনঞ্জয়ো মহাশ্চর্য্যস্য কৃৎস্নস্য জগতঃ স্বদেহৈকদেশেনাশ্রয়ভূতং কৃৎস্নস্য প্রবর্ত্তয়িতারং আশ্চর্য্যতমানন্ত্যজ্ঞানাদিকল্যাণগুণগণং দেবং দৃষ্ট্বা বিস্ময়াবিষ্টো হৃষ্টরোমা শিরসাদণ্ডবৎ প্রণম্য কৃতাঞ্জলিরভাষত ॥ ১৪ ॥

শ্রীধর।-এবং দৃষ্ট্বা কিং কৃতবানিত্যত্রাহ তত ইতি। ততোদর্শনানন্তরং বিস্ময়েনাবিষ্টোব্যাপ্তঃ সন্ হৃষ্টান্যুৎপুলকিতানি রোমাণি যস্য স ধনঞ্জয়স্তমেব দেবং শিরসা প্রণম্য কৃতাঞ্জলিঃ সম্পুটীকৃতহস্তোভূত্বা অভাষতোক্তবান্ ॥ ১৪ ॥

বলদেব।—এবং কৃষ্ণতত্ত্ববিদর্জ্জুনস্তস্মিন্ সত্ত্বেন জ্ঞাতং সহস্রশীর্ষত্বমধুনা বীক্ষ্যাদ্ভুতং রসমন্বভূদিত্যাহ তত ইতি। ব্যঞ্জিততদ্রূপং কৃষ্ণং বিলোক্যেত্যর্থঃ। ধনঞ্জয়েতি। ধীরোঽপি বিস্ময়েনাবিষ্টো হৃষ্টরোমা পুলকিতো দেবং শিরসা ভূলগ্নেন প্রণম্য কৃতাঞ্জলিঃ সন্নভাষত। অত্র ভয়নেত্রসম্বরণাদিকং তস্য নাভূৎ কিন্ত্বদ্ভুতো রসোঽত্যুদৈদিতি ব্যজ্যতে। ইহ তাদৃশো হরিরালম্বনো মুহুর্মুহুস্তদ্বীক্ষণমুদ্দীপনং, প্রণতিপাণিযোগাবনুভাবৌ রোমাঞ্চঃ সাত্ত্বিকঃ তৈরাক্ষিপ্তা মতিধৃতিহর্ষাদয়ঃ সঞ্চারিণঃ এতৈরালম্বনাদ্যৈঃ পুষ্টো বিস্ময়স্থায়িভাবোঽদ্ভুতরসঃ ॥ ১৪ ॥

মধুসূদন।—এবমদ্ভুতদর্শনেঽপ্যর্জ্জুনো ন বিভয়াঞ্চকার, নাপি নেত্রে সঞ্চচার, নাপি সংভ্রমাৎ কর্ত্তব্যং বিসস্মার, নাপি তস্মাদ্দেশাদপসসার, কিন্ত্বতিধীরত্বাত্তৎকালোচিতমেব ব্যবজহার; মহতি চিত্তক্ষোভেঽপীত্যাহ তত ইতি। ততস্তদ্দর্শনাদনন্তরং বিস্ময়েনাদ্ভুতদর্শনপ্রভবেনালৌকিকচিত্তচমৎকারবিশেষেণাবিষ্টোব্যাপ্তঃ অতএব হৃষ্টরোমা পুলকিতঃ সন্ স প্রখ্যাতমহাদেবসংগ্রামাদিপ্রভাবঃ ধনঞ্জয়ঃ যুধিষ্ঠিররাজসূয়ে উত্তরগোগৃহে চ সর্ব্বান্ বীরান্ জিত্বা ধনমাহৃতবানিতি প্রথিতমহাপরাক্রমোঽতিধীরঃ সাক্ষাদগ্নিরিতি বা মহাতেজস্বিত্বাৎ দেবং তমেব বিশ্বরূপধরং নারায়ণং শিরসা ভূমিলগ্নেন প্রণম্য প্রকর্ষেণ ভক্তিশ্রদ্ধাতিশয়েন নত্বা নমস্কৃত্য কৃতাঞ্জলিঃ সংপুটীকৃতহস্তযুগঃ সন্নভাষতোক্তবান্। অত্র বিস্ময়াখ্যস্থায়িভাবস্যার্জ্জুনগতস্যালম্বনবিভাবেন ভগবতা বিশ্বরূপেণোদ্দীপনবিভাবেনাসকৃত্তদ্দর্শনেনানুভাবেন সাত্ত্বিকরোমহর্ষেণ নমস্কারেণাঞ্জলি-

করণেন চাব্যভিচারিণা চানুভাবক্ষিপ্তেন বা ধৃতিমতিহর্ষবিতর্কাদিনা পরিপোষাৎ সবাসনানাং শ্রোতৃণাং তাদৃশশ্চিত্তচমৎকারোঽপি তদ্ভেদানধ্যবসায়াৎ পরিপোষং গতঃ পরমানন্দাস্বাদরূপেণাদ্ভুতরসোভবতীতি সূচিতম্ ॥ ১৪ ॥

নীলকণ্ঠ।—হৃষ্টরোমা রোমাঞ্চিতগাত্রঃ ॥ ১৪।

তাৎপর্য্য।—ধৃতরাষ্ট্র মনে করিতে পারেন যে, সহস্রসূর্য্যের ন্যায় ভাস্বর এবং বহু বদনাদিযুক্ত বিকটমূর্ত্তি দর্শনে অর্জ্জুনের হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার হইল। এবং তিনি হয়তো সে স্থান হইতে দূরে পলায়ন করিলেন! এতাদৃশ আশঙ্কার উত্তর স্বরূপে সঞ্জয় এই শ্লোকের অবতারণা করিয়াছেন। এতাদৃশ অদ্ভুত ব্যাপার দর্শনে অর্জ্জুনের হৃদয়ে কিঞ্চিন্মাত্রও ভয়ের সঞ্চার হইল না। এবং তিনি ত্রস্তভাবে আপনার নয়নকে সে দিক হইতে অপসারিত করিলেন না। বিকলচিত্ত হইয়া অর্জ্জুন তৎকালোচিত কর্ত্তব্য সাধনে বিরত হইলেন না, অথবা ব্যাকুল ভাবে সে স্থান হইতে দূরে পলায়ন করিবার চেষ্টা করিলেন না। যদিও তাঁহার চিত্ত এইজগন্মণ্ডল ব্যাপী বিশ্বরূপ দেখিয়া নানাভাবের প্রাবল্যে আলোড়িত হইতে থাকিল, তথাপি তিনি স্বভাবসিদ্ধ ধীরতা সহকারে তদানীন্তন শিষ্ট ব্যবহার সাধনে বিরত হইলেন না। সেই অত্যদ্ভুত রূপ দর্শনে তিনি চমৎকৃত চিত্ত হইলেন, এবং তাঁহার হৃদয়ে ভক্তি, বিস্ময়, আনন্দ ইত্যাদি সংবলিত এক অলৌকিক ভাবের আবির্ভাব হইল। তিনি সেই ভাবের প্রাবল্যে হৃষ্টরোম অর্থাৎ কণ্টকিতকলেবর হইয়া উঠিলেন। অনন্তর যিনি কিরাত রূপী পশুপতিকে পরাজিত করিয়া স্বকীয় শৌর্য্যের নিঃসন্দিগ্ধ পরিচয় দিয়াছিলেন, যিনি যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞোপলক্ষে বহুপ্রদেশের নরপতিগণকে বিজিত করিয়া, এবং উত্তর গোগৃহে অরাতি কুলকে পরাভূত করিয়া প্রভূত ধন আহরণ করিয়াছিলেন, সেই প্রথিতনামা বিজ্ঞোত্তম হুতাশনবৎ তেজস্বী ধনঞ্জয় ভূতলে মস্তকস্থাপন পূর্ব্বক সেই বিশ্বরূপধর নারায়ণকে ভক্তি শ্রদ্ধা সহকারে প্রকৃষ্টরূপে নমস্কার করিতে লাগিলেন। সঙ্গে সঙ্গেই কৃতাঞ্জলি বদ্ধ হইয়া সবিনয়ে সেই দেবতার সমক্ষে পরবর্ত্তী শ্লোকসমূহ কহিতে লাগিলেন। এই স্থলে অদ্ভুতরসের * আবি-

---

* অদ্ভুতরস।—"অদ্ভুতো বিস্ময়ো স্থায়িভাবো গন্ধর্ব্বদৈবতঃ। পীতবর্ণো বস্তু লোকাতিগমালম্বনং মতং। গুণানাং তস্য মহিমা ভবেদুদ্দীপনং পুনঃ। স্তম্ভঃ স্বেদোঽথ রোমাঞ্চগদ্গদস্বর সম্ভ্রমাঃ। তথা নেত্রবিকাশাদ্যা

র্ভাব হইয়াছে। বিস্ময় এখানে স্থায়ীভাব, এই ভাব অর্জ্জুনকে আশ্রয় করিয়াছে, এবং বিশ্বরূপ দ্বারা আলম্বনবিভাবনের * উদ্ভব হইয়াছে; বিরাট পুরুষের অদ্ভুতভাব দ্বারা উদ্দীপন বিভাবনের † সঞ্চার হইতেছে। বারবার বিশ্বরূপের দর্শনই অনুভাব ‡; এবং রোমহর্ষ, অঞ্জলিকরণ নমস্কার অব্যভিচারী ভাব। এইসকলের বিদ্যমানতা হেতু এস্থলে অলঙ্কার শাস্ত্র বিহিত অদ্ভুতরসের আবির্ভাব হইয়াছে। সঞ্জয়বাক্য আপাততঃ সমাপ্ত হইল। যে যে স্থলে স্বয়ং স্বীয় উক্তির দ্বারা সমালোচ্য-বিষয়ের বর্ণনা না করিলে প্রসঙ্গ অসম্পূর্ণ থাকে, সেই সেই স্থলেই বিজ্ঞ রাজামাত্য সঞ্জয় স্বয়ং বক্তারূপে উপস্থিত হন। এই গ্রন্থের বক্তা সঞ্জয়। (এই গ্রন্থের সূচনা ১০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, যে ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিতে কাহারও সাধ্য হয় না, সঞ্জয় তাহা কিরূপে দর্শন করিলেন? ইহার উত্তর এই যে, ভগবান্ বেদব্যাসের বাসনায় সঞ্জয় কুরুক্ষেত্র ও তত্রত্য যাবতীয় ব্যাপার দর্শন করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ১৪ ॥

অনুভাবা প্রকীর্ত্তিতাঃ। বিতর্কাবেগসম্ভ্রান্তিহর্ষাদ্যা ব্যাভিচারিণঃ।" ভাবার্থ; অদ্ভুতরস অলঙ্কারশাস্ত্র বিহিত রস সমূহের অন্যতম। বিস্ময় ইহার স্থায়িভাব; ইহার দেবতা গন্ধর্ব্ব; বর্ণ পীত। লোকাতীত বস্তু ইহার আলম্বন; তদগুণ এবং মহিমা ইহার উদ্দীপন। স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, গদগদ স্বর, সম্ভ্রম এবং নেত্রবিস্ফারণাদি অদ্ভুতরসের অনুভাব। বিতর্ক, আবেগ, সম্ভ্রম ও হর্ষ প্রভৃতি ইহার ব্যভিচারী ভাব। (সাহিত্যদর্পণ ৩য় পরিচ্ছেদ)

* আলম্বন।—"আলম্বনং নায়কাদি স্তমালম্ব্য রসোদ্গমাৎ।" অর্থাৎ যাহাকে অবলম্বন করিয়া রসের উদ্গম হয়, তাহাই আলম্বন। (সাহিত্যদর্পণ ৩য় পরিচ্ছেদ)

† উদ্দীপন।—"উদ্দীপনবিভাবাস্তে রসমুদ্দীপয়ন্তি যে।" অর্থাৎ যাহার দ্বারা যে রসের উদ্রেক হয়, তাহাই সেই রসের উদ্দীপন বিভাব। (সাহিত্যদর্পণ ৩য় পরিচ্ছেদ)

‡ অনুভাব।—"উদ্বুদ্ধং কারণৈঃ স্বৈঃ স্বৈঃ বহির্ভাবং প্রকাশয়ন্। লোকৈর্যঃ কার্য্যরূপঃ সো হনুভাবঃ কাব্যনাট্যয়োঃ।" অর্থাৎ স্বস্ব কারণ দ্বারা উত্থিত হইয়া অনুরূপ বাহ্যভাব প্রবাণ করতঃ লোকে যাহা কার্য্যরূপে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয় তাহাই অনুভাব। (সাহিত্যদর্পণ ৩য় পরিচ্ছেদ)

অর্জ্জুন উবাচ ।

পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে
সর্ব্বাংস্তথা ভূতবিশেষসঙ্ঘান্ ।
ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থ-
মৃষীংশ্চ সর্ব্বানুরগাংশ্চ দিব্যান্ ॥ ১৫ ॥

অন্বয় ।—অর্জ্জুনঃ উবাচ (কথয়ামাস)। হে দেব! তব দেহে সর্ব্বান্ দেবান্ তথা ভূতবিশেষসংঘান্ (স্থাবরজঙ্গমসমূহান্) ঈশং (সর্ব্বনিয়ামকং) কমলাসনস্থং (পদ্মাসনস্থং) ব্রহ্মাণং (ধাতারং) দিব্যান্ ঋষীন্ চ সর্ব্বান্ উরগান্ (সর্পান্) চ পশ্যামি ॥ ১৫ ॥

প্রতিশব্দ ।—অর্জ্জুন বলিলেন, হে দেব! আপনার দেহে সমস্ত দেবগণকে এবং স্থাবরজঙ্গমাদি-ভূতসমূহকে, সর্ব্বনিয়ন্তা পদ্মাসনস্থিত ব্রহ্মাকে এবং দিব্যঋষিগণকে ও সমস্ত সর্পগণকে দেখিতেছি ॥ ১৫ ॥

ব্যাখ্যা ।—অর্জ্জুন বলিলেন, হে দেব! আমি আপনার বিরাট দেহ মধ্যে আদিত্যাদি দেবগণকে এবং স্থাবরজঙ্গমাত্মক ভূতসমূহকে, সৃষ্টিকর্ত্তা কমলাসনস্থ ব্রহ্মাকে, দিব্যঋষিগণকে এবং বাসুকী প্রভৃতি সর্পগণকে দেখিতে পাইতেছি ॥ ১৫ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—কথং যত্ত্বয়া দর্শিতং বিশ্বরূপং তদহং পশ্যামীতি স্বানুভবমাবিষ্কুর্ব্বন্ অর্জ্জুনউবাচ পশ্যামীতি। পশ্যাম্যুপলভে হে দেব! তব দেহে দেবান্ সর্ব্বাংস্তথা ভূতবিশেষসংঘান্ ভূতবিশেষাণাং স্থাবরজঙ্গমানাং নানাসংস্থানবিশেষাণাং সংঘাঃ ভূতবিশেষসংঘাস্তান্; কিঞ্চ ব্রহ্মাণং চতুর্ম্মুখমীশমীশিতারং প্রজানাং কমলাসনস্থং পৃথিবীপদ্মমধ্যে মেরুকর্ণিকাসনস্থমিত্যর্থঃ ঋষীংশ্চ বশিষ্ঠাদীন্ সর্ব্বানুরগাংশ্চ বাসুকিপ্রভৃতীন্ দিবি ভবান্ ॥ ১৫ ॥

আনন্দগিরি ।—কথং ভগবন্তং প্রত্যর্জ্জুনো ভাষিতবানিতি পৃচ্ছতি কথমিতি। তৎ প্রশ্নমপেক্ষিতং পূরয়ন্নবতারয়তি। ভূতবিশেষসংঘাতেষু দেবতানামন্তর্ভাবেঽপি পৃথক্ করণমুৎকৃষ্টাদ্ব্রহ্মণঃ সর্ব্বদেবতাত্মত্বেঽপি তেভ্যো ভেদকথনম্ তদুৎপাদকত্বাদিতি মত্বাহ কিঞ্চেতি। ঋষীণামুরগাণাঞ্চ কিঞ্চিদ্বৈষম্যাৎ পৃথক্কৃত্বং, দিব্যানিত্যুভয়েষাং বিশেষণম্ ॥ ১৫ ॥

রামানুজ ।—দেব তব দেহে সর্ব্বান্ দেবান্ পশ্যামি তথা সর্ব্বান্ প্রাণি বিশেষা

সংঘান্ তথাব্রহ্মাণম্ চতুর্ম্মুখমণ্ডাধিপতিম্ তথেশম্ কমলাসনস্থনম্ কমলাসনে ব্রহ্মণি স্থিতমীশম্ তন্মতেঽবস্থিতম্ তথা দেবর্ষিপ্রমুখান্ সর্ব্বান্ ঋষীন্ উরগাংশ্চ বাসুকীতক্ষকাদীন দীপ্তান্॥ ১৫ ॥

হনুমান্।—পশ্যামীতি ॥ ১৫ ॥

শ্রীধর।—ভাবণমেবাহ পশ্যামীতি সপ্তদশভিঃ। হে দেব! তব দেহে দেবানাদিত্যাদীন্ পশ্যামি তথা সর্ব্বান্ ভূতবিশেষাণাং জরায়ুজাণ্ডজাদীনাং সংঘাংশ্চ তথা দিব্যানৃষীন্ উরগাংশ্চ তক্ষকাদীন্ তথা তেষাং দেবাদীনামীশং স্বামিনং ব্রহ্মাণঞ্চ কথম্ভূতং কমলাসনস্থং পৃথিবীপদ্মকর্ণিকায়াং মেরৌ স্থিতমিত্যর্থঃ, যদ্বা মন্নাভিপদ্মাসনস্থমিতি ॥ ১৫ ॥

বলদেব।—কিমভাষত তদাহ পশ্যামীতি সপ্তদশভিঃ। তথা ভূতবিশেষাণাং জরায়ুজাদীনাং সজ্ঘান্ পশ্যামি। ব্রহ্মাণং চতুর্ম্মুখং কমলাসনে চতুর্ম্মুখে স্থিতং তদন্তর্যামিণমীশং, উরগান্ বাসুক্যাদীন্ সর্পান্॥ ১৫ ॥

মধুসূদন।—যদ্ভগবতা দর্শিতং বিশ্বরূপং তদ্ভগবদ্দত্তেন দিব্যেন চক্ষুষা সর্ব্বলোকাদৃশ্যমপি পশ্যাম্যহোমম ভাগ্যপ্রকর্ষ ইতি স্বানুভবমাবিষ্কুর্ব্বন্ অর্জ্জুন উবাচ পশ্যেতি। পশ্যামি চাক্ষুষজ্ঞানবিষয়ীকরোমি হে দেব! তব দেহে বিশ্বরূপে দেবান্ বস্বাদীন্ সর্ব্বান্, তথা ভূতবিশেষাণাং স্থাবরাণাং জঙ্গমানাং চ নানাসংস্থানানাং সংঘান্ সমূহান্ তথা ব্রহ্মাণং চতুর্ম্মুখমীশমীশিতারং সর্ব্বেষাং কমলাসনস্থং পৃথিবীপদ্মমধ্যে মেরুকর্ণিকাসনস্থং ভগবন্নাভিকমলাসনস্থমিতি বা তথা ঋষীংশ্চ সর্ব্বান্ বশিষ্ঠাদীন্ ব্রহ্মপুত্রান্ উরগাংশ্চ দিব্যান্ অপ্রাকৃতান্ বাসুকিপ্রভৃতীন্ পশ্যামীতি সর্ব্বত্রান্বয়ঃ ॥ ১৫ ॥

নীলকণ্ঠ।—দেবান্ আদিত্যাদীন্ ভূতবিশেষাঃ চতুর্ব্বিধা জরায়ুজাদয়ঃ তেষাং সংঘান্ সমূহান্ ব্রহ্মাণং চতুর্ম্মুখং ঈশং ঈশিতারং কমলাসনস্থমিত্যনেন দূরদর্শনমুক্তম্,উরগান্ পাতালস্থান্ অনন্তাদীন্ দিব্যান্ কৈলাসাদৌ স্থিতান্ বাসুকিপ্রমুখান্, এতেন ব্যবহিতদর্শনমুক্তম্॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ।—ভূতবিশেষাণাং জরায়ুজাদীনাং সংঘান্ কমলাসনস্থং পৃথ্বীপদ্মকর্ণিকায়াং সুমেরৌ স্থিতং ব্রহ্মাণং ॥ ১৫ ॥

তাৎপর্য্য।—ভগবানের অত্যদ্ভুত বিশ্বরূপ সন্দর্শনে বিস্ময়াবিষ্ট অর্জ্জুন ভক্তিগদগদ কণ্ঠে হর্ষ সহকারে কহিতে লাগিলেন, হে ভগবন্! আমি তোমার এই বিশ্বরূপরূপ বিরাড়্ শরীরে ইন্দ্রাদি সকল দেবতার সমাবেশ দেখিতে পাইতেছি; আর তোমার এই শরীরে ভৌতিক পদার্থ পুঞ্জের বিদ্যমানতা দেখিতে পাইতেছি। জরায়ুজ অণ্ডজ স্বেদজ ইত্যাকার বিবিধ প্রাণী তোমার এই অত্যদ্ভুত কলেবরে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। অধিকন্তু তোমার এই কল্পনাতীত শরীরে প্রকৃতি পুঞ্জের অধীশ্বর, স্রষ্টা

তোমার নাভিপদ্মরূপ কমলাসনোপবিষ্ট অথবা মেরু মধ্যস্থ কর্ণিকারূপ পদ্মাসনাসীন ব্রহ্মাকেও দর্শন করিতেছি। অপিচ আমি তোমার এই বিশ্বরূপে বশিষ্ঠাদি ঋষিবর্গকেও অবলোকন করিতেছি। এবং হে বিশ্বেশ্বর! তোমার এই বিশালদেহে আমি তক্ষক বাসুকী প্রভৃতি দিব্য সর্পসমূহকেও নয়ন গোচর করিতেছি।

শত সহস্র বর্ষব্যাপী কঠোর সাধনা ও তপস্যা বলে মনুষ্য যাহা দেখিতে পায় না, সেই সর্ব্ব প্রার্থনার সার, সর্ব্ব আকাঙ্ক্ষার উচ্চ সীমা, এবং সর্ব্ব অধ্যবসায়ের চরম ফলস্বরূপ ভগবদ্দর্শনরূপ অপরিসীম সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইয়া অদ্য অর্জ্জুন ধন্য হইয়াছেন। কেবল বিশ্বাসের প্রাবল্যে, ভক্তির প্রগাঢ়তায় অনায়াসে তিনি সফল মনোরথ হইয়াছেন। প্রেমমুগ্ধ ভগবান্ কৃপাসহকারে তাঁহার জ্ঞান নয়ন উন্মীলন করিয়া দিয়াছেন। দিব্য চক্ষু প্রাপ্ত হইয়া অর্জ্জুন শ্রীভগবানের বিচিত্র দেহে যে সকল অত্যদ্ভুত ব্যাপারের সমাবেশ সন্দর্শন করিতেছেন, তাহাই অতঃপর সপ্তদশ শ্লোকে ভক্তি, আনন্দ, বিস্ময় সহকারে ক্রমশঃ পরিব্যক্ত করিতেছেন।

মূলে যে "পশ্যামি" পদ আছে, তাহা অতঃপর অর্জ্জুনোক্ত শ্লোক নিচয়ে সর্ব্বত্র অন্বিত হইবে।

মূলে "ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থং" এই বাক্যের উল্লেখ আছে। পূজ্যপাদ শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য মনে করেন যে, এস্থলে দুই ব্রহ্মার উল্লেখ হইয়াছে। প্রথম চতুর্ম্মুখ অণ্ডাধিপতি ব্রহ্মা, অপর কমলাসনাবস্থিত ব্রহ্মার অধিষ্ঠিত ঈশ।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্বলদেব এই বাক্য অন্যরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, ব্রহ্মা চতুর্ম্মুখ এবং তদ্রূপে কমলাসনে অবস্থিত; তাঁহার অন্তর্যামিরূপে গর্ভোদকশায়িত ঈশ এস্থলে লক্ষিত।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্রাঘবেন্দ্রযতি এই স্থানের অর্থ সুস্পষ্টরূপে লিখিয়াছেন। তিনি বলেন, কমলাসনাবস্থিত চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা এস্থলে লক্ষিত। "ঈশ" শব্দ রুদ্র বাচক। পুরাণাদিতে উক্ত আছে যে, কমলাসনস্থিত চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মায় রুদ্রাদি দেবগণ সমাসীন। এই উক্তির সমর্থনার্থ এস্থলে পদ্মপুরাণের একটী বচন উদ্ধৃত হইতেছে। "বিষ্ণুংসমাশ্রিতো ব্রহ্মা ব্রহ্মণো হঙ্কগতো হরঃ। হরস্যাঙ্গবিশেষেষু দেবাঃ সর্ব্বে হপি সংস্থিতাঃ॥" ইহার ভাবার্থ

এই যে, বিষ্ণুর আশ্রয়ে ব্রহ্মা অবস্থিত ; সেই ব্রহ্মার অঙ্কে মহাদেব আসীন ; সেই মহাদেবের অঙ্গ বিশেষকে আশ্রয় করিয়া দেবগণ অবস্থিত (১৫ ৪৭ পৃষ্ঠার টীপ্পনী দ্রষ্টব্য) ॥ ১৫ ॥

* * *

অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রং
পশ্যামি ত্বাং সর্ব্বতোঽনন্তরূপম্।
নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং
পশ্যামি বিশ্বেশ্বর ! বিশ্বরূপ !॥ ১৬ ॥

অন্বয়।—হে বিশ্বেশ্বর ! (বিশ্বস্বামিন্) হে বিশ্বরূপ ! অনেকবাহূদর বক্ত্রনেত্রং (অসংখ্যভুজোদর-মুখনয়নবিশিষ্টং) অনন্তরূপং ত্বাং সর্ব্বতঃ (দশদিক্ষু) পশ্যামি, পুনঃ তব ন অন্তং (অবসানং) ন মধ্যং ন আদিং পশ্যামি ॥ ১৬ ॥

প্রতিশব্দ।—হে বিশ্বেশ্বর ! হে বিশ্বরূপ ! অসংখ্য—বাহু-উদর-মুখ-নয়ন-বিশিষ্ট অনন্তরূপধারী আপনাকে সর্ব্বত্রই দেখিতেছি ; পুনর্ব্বার আপনার না অন্ত, না মধ্য, না আদি দেখিতে-পাইতেছি ॥ ১৬ ॥

ব্যাখ্যা।—হে বিশ্বনাথ ! হে বিশ্বরূপধারিন্ ! আমি আপনাকে অসংখ্য বাহুযুক্ত, অসংখ্য উদর যুক্ত, অসংখ্য বদনবিশিষ্ট, অসংখ্যনয়ন বিশিষ্ট দেখিতেছি ; আমি সকল দিকেই আপনাকে অনন্তরূপে দেখিতে পাইতেছি ; আরও আমি আপনার আদি মধ্য বা অন্ত কিছুই দেখিতে পাইতেছি না ॥ ১৬ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—কিঞ্চ অনেকেতি। অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রং অনেকে বাহব উদরাণি বক্ত্রাণি নেত্রাণি চ যস্য তব স ত্বমনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রস্তমনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রং পশ্যামি ত্বা ত্বাং সর্ব্বতঃ সর্ব্বত্র অনন্তরূপমনন্তানি রূপাণি অস্যেত্যনন্তরূপস্তং অনন্তরূপং নান্তমন্তোঽবসানং ন মধ্যং মধ্যং নাম দ্বয়োঃ কোট্যোরন্তরং ন পুনস্তবাদিং তব দেবস্য ন অন্তং পশ্যামি ন মধ্যং পশ্যামি ন পুনরাদিং পশ্যামি হে বিশ্বেশ্বর ! হে বিশ্বরূপ ! ॥ ১৬ ॥

আনন্দগিরি।—যত্র ভগবদ্দেহে সর্ব্বমিদং দৃষ্টং তমেব বিশিনষ্টি অনেকেতি। আদি শব্দেন মূলমুচ্যতে, নান্তং ন মধ্যমিত্যত্রাপি পশ্যামীত্যস্য প্রত্যেকম্ সম্বন্ধং সূচয়তি নান্তং পশ্যামীতি ॥ ১৬ ॥

রামানুজ।—অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রং অনন্তরূপং ত্বাং সর্ব্বতঃ পশ্যামি, বিশ্বেশ্বরঃ! বিশ্বস্য নিয়ন্তঃ বিশ্বরূপ বিশ্বশরীর! যতস্ত্বমনন্তঃ অতস্তব নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং পশ্যামি ॥ ১৬ ॥

হনুমান্।—অনেকেতি ॥ ১৬ ॥

শ্রীধর।—কিঞ্চ অনেকেতি। অনেকানি বাহ্বাদীনি যস্য তাদৃশং ত্বাং পশ্যামি, অনন্তানি রূপাণি যস্য তং ত্বাং সর্ব্বতঃ পশ্যামি, তব তু অন্তং মধ্যমাদিঞ্চ ন পশ্যামি সর্ব্বগতত্বাৎ ॥ ১৬ ॥

বলদেব।—যত্র দেহে দেবাদীন্ দৃষ্টবাংস্তং বিশিনষ্টি অনেকেতি। হে বিশ্বরূপ প্রথমপুরুষ! ॥ ১৬ ॥

মধুসূদন।—যত্র ভগবদ্দেহে সর্ব্বমিদং দৃষ্টবান্ তমেব বিশিনষ্টি। বাহব উদরাণি বক্ত্রাণি নেত্রাণি চানেকানি যস্য তমনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রং পশ্যামি ত্বাং সর্ব্বতঃ সর্ব্বত্র অনন্তানি রূপাণি যস্যেতি তং, তব তু পুনর্নান্তমবসানং ন মধ্যং নাপ্যাদিং পশ্যামি সর্ব্বগতত্বাৎ হে বিশ্বেশ্বর! হে বিশ্বরূপ! সংবোধনদ্বয়মতি সংভ্রমাৎ ॥ ১৬ ॥

নীলকণ্ঠ।—অনেকে অনন্তাঃ বাহবঃ উদরাণি বক্ত্রাণি চ নেত্রাণি চ যস্মিন্ তদনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রং সর্ব্বতঃ চতুর্দ্দিক্ষু উপর্য্যধশ্চ অনন্তমপরিচ্ছিন্নং রূপমস্য তম্, অনন্তমেবাহ নান্তমিতি, দীর্ঘরজ্জ্বা ইব তবাদ্যন্তৌ নস্ত ইত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

বিশ্বনাথ।—হে বিশ্বেশ্বর আদিপুরুষ! ॥ ১৬ । ১৭ ॥

তাৎপর্য্য।—অর্জ্জুন বলিতেছেন, হে বিরাট্ পুরুষ! হে জগদীশ্বর! তোমার শরীরে অনেক বাহু, বহুসংখ্যক উদর, অসংখ্য বদন, বিস্তর নেত্র দেখিতে পাইতেছি। তোমার এ সীমাশূন্য কলেবর সর্ব্বতোমুখী ও সর্ব্বগতরূপে অবলোকন করিতেছি। সর্ব্বগতত্ব হেতু হে ভগবন্! আমি তোমার আদি অর্থাৎ আরম্ভ দেখিতে পাইতেছি না; তোমার মধ্যস্থলও আমি নির্ণয় করিতে পারিতেছি না। এবং তোমার অন্ত অর্থাৎ অবসানও অবধারণ করিতে আমি অশক্ত। কোন স্থান হইতে তোমার এই বিশ্বরূপের সূত্রপাত হইল, কোথায় ইহার শেষ হইয়াছে, তাহা অনুধাবন করা অসম্ভব। আমি যে দিকে নয়ন ফিরাইতেছি, সেই দিকেই তোমাকে সমান রূপে ও সমান ভাবে দর্শন করিতেছি।

পূজ্যপাদ শ্রীমন্মাধ্বাচার্য্য মহোদয় বহুশাস্ত্রের আলোড়ন করিয়া

প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, অনেক শব্দ অনন্তবাচী। এবং বিশ্বরূপ শব্দে অনন্তরূপ। শ্রীভগবানের রূপ অনন্ত এবং তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অনন্ত। যাঁহার আদি নাই, অন্ত নাই, তাঁহার মধ্যও নাই। তথাপি আশঙ্কা নিবারণের নিমিত্ত মূলে "ন মধ্যং" অর্থাৎ মধ্যও নাই এই রূপ বলা হইয়াছে।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য, বলিয়াছেন, যে হেতু তুমি অনন্ত, সুতরাং তোমার আদি মধ্য ও অন্ত আমি নির্ণয় করিতে পারিতেছি না।

মূলে "বিশ্বরূপ" ও "বিশ্বেশ্বর" এই দুই সম্বোধন পদ প্রযুক্ত হইয়াছে। যাঁহার রূপ অনন্ত তিনিই বিশ্বরূপ ; যিনি স্থাবর জঙ্গমাত্মক অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি তিনিই বিশ্বেশ্বর ; ভক্তি, আনন্দ, বিস্ময়, এবং আগ্রহের আতিশয্যে অর্জ্জুন এই দুই বাক্যে শ্রীভগবানকে সম্বোধন করিয়াছেন। এই দুই সম্বোধন বাক্যে শ্রীহরির মাহাত্ম্য যেরূপ পরিব্যক্ত হইয়াছে, অন্য বাক্যদ্বারা সেরূপ হইত কি না সন্দেহ। প্রাণের আবেগ, হৃদয়ের ঐকান্তিক ভক্তি এবং অন্তরের অত্যধিকনিষ্ঠা ইহা দ্বারা ঘোষিত হইয়াছে ॥১৬॥

*

কিরীটিনং গদিনং চক্রিণঞ্চ
তেজোরাশিং সর্ব্বতো দীপ্তিমন্তম্।
পশ্যামি ত্বাং দুর্নিরীক্ষ্যং সমন্তাদ্-
দীপ্তানলার্কদ্যুতিমপ্রমেয়ম্ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়।—কিরীটিনং (কিরীটযুক্তং) গদিনং (গদাধারিণং) চক্রিণং (চক্রপাণিং) চ সর্ব্বতঃ (দশদিক্ষু) দীপ্তিমন্তং (দীপ্তিশালিনং) তেজোরাশিং (তেজঃপুঞ্জং) দুর্নিরীক্ষ্যং (সুদুর্দর্শং) দীপ্তানলার্কদ্যুতিং (প্রদীপ্তাগ্নিসূর্য্যপ্রভং) অপ্রমেয়ং (অপরিচ্ছিন্নং) চ ত্বাং সমন্তাৎ (সর্ব্বতঃ) পশ্যামি ॥ ১৭ ॥

প্রতিশব্দ।—কিরীটিযুক্ত, গদাধারী, এবং চক্রপাণি, দশদিকে দীপ্তিশালী তেজপুঞ্জস্বরূপ, দুর্দর্শন, প্রদীপ্ত-অনল-এবং-সূর্য্যতুল্য-প্রভাশালী, ও অপরিসীম আপনাকে সর্ব্বত্র দেখিতেছি ॥ ১৭ ॥

ব্যাখ্যা।—আমি আপনাকে কিরীটীধারী, গদাধারী, চক্রধারী এবং দশদিকেই দীপ্তিমান্ তেজঃপুঞ্জ স্বরূপ দেখিতেছি ; আপনার প্রচণ্ড হুতাশন ও মার্ত্তণ্ডতুল্য জ্যোতিরাশি দুর্নিরীক্ষ্য এবং সীমারহিত, এজন্য আমি সর্ব্বত্রই আপনাকে নিরীক্ষণ করিতেছি ॥ ১৭ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—কিঞ্চ কিরীটিনমিতি। কিরীটিনং কিরীটোনাম শিরোভূষণবিশেষঃ তদ্যস্যাস্তীতি স কিরীটী তং কিরীটিনং তথা গদিনং গদা যস্য বিদ্যত ইতি গদী তং গদিনং তথা চক্রিণং চক্রমস্যাস্তীতি চক্রী তং চক্রিণং চ তেজোরাশিং তেজঃপুঞ্জং সর্ব্বতোদীপ্তিমন্তং সর্ব্বতোদীপ্তির্যস্যাস্তীতি সর্ব্বতোদীপ্তিমন্তং পশ্যামি ত্বাং দুর্নিরীক্ষ্যং দুঃখেন নিরীক্ষ্যোদুর্নিরীক্ষ্যস্তং সমন্ততঃ সর্ব্বত্র দীপ্তানলার্কদ্যুতিং অনলশ্চার্কশ্চানলার্কৌ দীপ্তাবনলার্কৌ দীপ্তানলার্কৌ তয়োর্দীপ্তানলার্কয়োর্দ্যুতিরিব দ্যুতিস্তেজোঽস্য তব স ত্বং দীপ্তানলার্কদ্যুতিস্তং ত্বাং দীপ্তানলার্কদ্যুতিং অপ্রমেয়ং ন প্রমেয়মপ্রমেয়মশক্যপরিচ্ছেদমিত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

আনন্দগিরি।—বিশ্বরূপবন্তং ভগবন্তমেব প্রকারান্তরেণ প্রপঞ্চয়তি। পরিচ্ছিন্নত্বং ব্যাবর্ত্তয়তি সর্ব্বতইতি। দুর্নিরীক্ষ্যং পশ্যামীত্যধিকারিভেদাদবিরুদ্ধং। পুরতোবা পৃষ্ঠতোবা পার্শ্বতোবা নাস্য দর্শনং কিন্তু সর্ব্বত্রেত্যাহ সমন্ততইতি। দীপ্তিমন্তং দৃষ্টান্তেন স্পষ্টয়তি দীপ্তেতি ॥ ১৭ ॥

রামানুজ।—তেজোরাশিং সর্ব্বতো দীপ্তিমন্তম্ সমন্তাদ্দুর্নিরীক্ষ্যম্ দীপ্তানলার্কদ্যুতিমপ্রমেয়ম্ ত্বাম্ কিরীটিনম্ গদিনম্ চক্রিণংচ পশ্যামি ॥ ১৭ ॥

হনুমান্।—কিঞ্চ কিরীটিনমিতি। সমন্তাৎ সর্ব্বতঃ, অপ্রমেয়ং অপরিচ্ছিন্নমিতি যাবৎ ॥ ১৭ ॥

শ্রীধর।—কিঞ্চ কিরীটিনমিতি। মুকুটবন্তং চক্রবন্তং সর্ব্বতোদীপ্তিমন্তং তেজঃপুঞ্জরূপং তথা দুর্নিরীক্ষ্যং দ্রষ্টুমশক্যং তত্র হেতুঃ দীপ্তয়োরনলার্কয়োর্দ্যুতিরিব দ্যুতির্যস্য তং অতএবাপ্রমেয়ং এবম্ভূত ইতি নিশ্চেতুমশক্যং ত্বাং সমন্ততঃ পশ্যামি ॥ ১৭ ॥

বলদেব।—বিধান্তরেণ তমেব বিশিনষ্টি কিরীটিনমিতি। দুর্নিরীক্ষ্যমপি ত্বামহং পশ্যামি তৎপ্রসাদাদ্দিব্যচক্ষুর্লাভাৎ। দুর্নিরীক্ষ্যতায়াং হেতুঃ সমন্তাদ্দীপ্তানলেতি। অপ্রমেয়মিদমিত্থমিতি প্রমাতুমশক্যম্ ॥ ১৭ ॥

মধুসূদন।—তমেব বিশ্বরূপং ভগবন্তং প্রকারান্তরেণ বিশিনষ্টি। কিরীটগদাচক্রধারিণম্ চ সর্ব্বতোদীপ্তিমন্তং তেজোরাশিঞ্চ অতএব দুর্নিরীক্ষম্ দিব্যেন চক্ষুষা বিনা নিরীক্ষিতুমশক্যং। সষকারপাঠে দুঃশব্দোঽপহ্নববচনঃ অনিরীক্ষ্যমিতি যাবৎ। দীপ্তয়োরনলার্কয়োর্দ্যুতিরিব দ্যুতির্যস্য তমপ্রমেয়মিত্থময়মিতি পরিচ্ছেত্তুমশক্যং ত্বাং সমন্তাৎ সর্ব্বতঃ পশ্যামি দিব্যেন চক্ষুষা অতোঽধিকারিভেদাদ্দুর্নিরীক্ষং পশ্যামীতি ন বিরোধঃ ॥ ১৭ ॥

নীলকণ্ঠ।—কিরীটগদাচক্রধারিণং দীপ্তিমত্ত্বাদেব দুর্নিরীক্ষ্যং দ্রষ্টুমশক্যম্ সমন্তাৎ সর্ব্বতো যে দীপ্তাঃ অনলা অর্কাশ্চ তদ্বৎ দ্যুতির্যস্য তং সমন্তাদ্দীপ্তানলার্কদ্যুতিমিত্যেকং পদম্, অতএবাপ্রমেয়ং দ্রষ্টুমশক্যপরিচ্ছেদম্॥ ১৭ ॥

তাৎপর্য্য।—অর্জ্জুন অন্য প্রকারে বিশ্বরূপের বর্ণনা করিতেছেন। হে জগন্নাথ! আমি দেখিতে পাইতেছি, তোমার মস্তকে কিরীট নামক পরম শোভাময় মুকুট বিশেষ শোভা পাইতেছে। তোমার হস্তে বিশাল গদা* রহিয়াছে। এবং তোমার হস্তান্তরে চক্র† শোভা পাইতেছে। আরও দেখিতেছি, তুমি সর্ব্বত্র দীপ্তিমান তেজঃপুঞ্জস্বরূপ; সুতরাং তোমার প্রতি নেত্রপাত করা সুকঠিন ব্যাপার; দিব্য চক্ষুর সহায়তা ভিন্ন তোমাকে দর্শন করা অসম্ভব। তোমার কলেবর প্রচণ্ড দিবাকর এবং প্রদীপ্ত পাবকের তুল্য; অর্থাৎ উদ্দীপ্ত সূর্য্য ও প্রবল হুতাশন উভয়ের সমবায়ে যেরূপ অসহনীয় দুর্নিরীক্ষ্য তেজ ও জ্যোতি সমুদ্ভূত হয়, তোমার এই শরীরে তাহাই পরিদৃষ্ট হইতেছে। তুমি সীমাশূন্য, পরিমাণাতীত বিশ্বব্যাপী। এইটীই তুমি, এরূপ নির্ণয় করিতে কাহারও সাধ্য নাই। এইরূপ আকার বিশিষ্ট তোমাকে আমি চতুর্দ্দিকেই অবলোকন করিতেছি। তোমার প্রদত্ত দিব্য চক্ষু আমি যেদিকে আবর্ত্তন করিতেছি, সেই দিকেই হে বিশ্বে-

---

* গদা।—শ্রীবিষ্ণুর অস্ত্র বিশেষ। এই অস্ত্র দ্বারা তিনি গয়াসুর প্রভৃতিকে নির্জ্জিত করিয়াছিলেন। এই অস্ত্র তাঁহার হস্তে শোভা পায় বলিয়া তিনি গদাধর ও গদাভৃৎ নামে পরিচিত।

† চক্র।—চক্র সাধারণতঃ সুদর্শন চক্র নামে পরিচিত। সূর্য্যের তেজ, মহাদেবের ত্রিশূল, এবং ইন্দ্রের বজ্র এই সকলের সম্মিলনে চক্রাস্ত্র নির্ম্মিত হইয়াছিল। কথিত আছে, মহাদেব দৈত্যদানবগণকে সংহার করিবার নিমিত্ত বিষ্ণুকে সেই চক্র দান করিয়াছিলেন। যথা; "ততঃ প্রীতঃ প্রভুঃ প্রাদাৎ বিষ্ণবে প্রবরংবরং। প্রত্যক্ষং তৈজসং শ্রীমান্ দিব্যং চক্রং সুদর্শনং। তদ্দত্বা দেবদেবায় সর্ব্বভূতভয়প্রদং। কালচক্রনিভং চক্রং শঙ্করো বিষ্ণুমব্রবীৎ। বরায়ুধোঽয়ং দেবেশ! সর্ব্বায়ুধনিবর্হণঃ। সুদর্শনো দ্বাদশারো যো মনঃ সদৃশো জবী। ……ত্বমেব মাদায় বিভো! বরায়ুধং শক্রং সুরাণাং জহি মা বিশঙ্কিথাঃ। অমোঘ এষোঽমররাজপুজিতো ধৃতো ময়া দেহগতস্তপোবলাৎ॥" (বামন পুরাণ ৭৯ অধ্যায়॥)

ইহার ভাবার্থ যথা; অনন্তর মহাদেব প্রীত হইয়া তেজঃ পদার্থের দ্বারা নির্ম্মিত দিব্য চক্র বিষ্ণুকে প্রদান করিয়াছিলেন। শঙ্কর দেবদেব বিষ্ণুকে সর্ব্বভূত ভয়ঙ্কর কালচক্র সদৃশ সেই চক্র দিয়া বলিলেন, "দেব! ইহা আয়ুধশ্রেষ্ঠ, সর্ব্বাস্ত্র প্রতিরোধকারী; ইহা সুদর্শন নামক অস্ত্র, দ্বাদশ অরা (চক্রের কেন্দ্র হইতে পরিধি পর্য্যন্ত নিবদ্ধ দণ্ড সকলের নাম) বিশিষ্ট, এবং মনের সদৃশ বেগগামী। …… তুমি এই আয়ুধশ্রেষ্ঠকে গ্রহণ করিয়া নির্ভীকচিত্তে দেবগণের শত্রুদিগকে বিনাশ কর। এই অস্ত্র মহেন্দ্রপূজিত এবং অমোঘ শক্তিসম্পন্ন। 'কেবল তপোবলেই আমি এই মহাস্ত্রকে ধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছি।

শ্বর! ইত্যাকার অলৌকিক রূপধর তোমাকে দেখিতে পাইতেছি!

এক্ষণে আশঙ্কা উপস্থিত হইতে পারে যে, যিনি দুর্নিরীক্ষ, অর্থাৎ ক্লেশ বা আয়াসেও যাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ,অর্জ্জুন অনায়াসে তাঁহাকে দেখিতে পাইতেছেন কি প্রকারে? ইহার উত্তর এই যে, স্বল্পাধিকারীর পক্ষে অর্থাৎ যাঁহার সাধনার পরিপাক হয় নাই, জ্ঞানের আতিশয্যে যাঁহার ব্রহ্মাববোধ জন্মে নাই, ভক্তিভরে যাঁহার অহঙ্কার ও আত্মাভিমান নিঃশেষে নষ্ট হয় নাই, তাঁহার পক্ষে শ্রীভগবান্ দুর্নিরীক্ষ্য; কিন্তু অর্জ্জুনের ন্যায় সুকৃতিমান্ সাধক প্রগাঢ় জ্ঞানী ও বিশ্বাসী ভক্তের পক্ষে ভগবান্ কদাপি দুর্নিরীক্ষ্য নহেন। অপিচ ইহাও বিবেচ্য যে অর্জ্জুন ভগবৎ কৃপায় দিব্য চক্ষু অর্থাৎ অলৌকিক দর্শনশক্তি লাভ করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার পক্ষে এবম্ভূত জ্বলন্ত তেজোরাশি তুল্য বিশ্বব্যাপী দুর্নিরীক্ষ্য রূপদর্শনে কোনই বিচিত্রতা নাই। "কিরীটধারী গদাযুক্ত চক্রপাণি এবং তেজঃপুঞ্জ সদৃশ কলেবর দেখিতেছি," এইরূপ বিবরণে সহজেই মনে হইতে পারে, ভগবদ্রূপ সীমাবদ্ধ, এবং যুগপৎ সর্ব্বাবয়ব পরিদৃশ্য মাত্র। এইরূপ আশঙ্কা "অপ্রমেয়" শব্দদ্বারা তিরোহিত হইতেছে। অর্থাৎ তাঁহার পরিচ্ছেদ সম্ভাবনা নাই, এবং "ইহাই তিনি" এরূপ নির্দ্দেশ করিবার কোন উপায়ও নাই। পরবর্ত্তী "সমন্তাৎ" শব্দ এই ভাব আরও বিশদ রূপে পরিস্ফুট করিয়াছে। ইহার অর্থ সর্ব্বদিকে সর্ব্বস্থানে। সুতরাং সর্ব্বসাকল্যে ইহাই সূচিত হইতেছে যে, যেদিকে নেত্রপাত করা যাইতেছে, সেদিকেই সেই কিরীটশোভিত গদাচক্রধরের তেজঃপ্রদীপ্ত কলেবর পরিদৃষ্ট হইতেছে ॥ ১৭ ॥

——(:০:)——

ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং
ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানং।
ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বতধর্ম্মগোপ্তা
সনাতনস্ত্বং পুরুষো মতো মে ॥ ১৮ ॥

অন্বয়।—ত্বং অক্ষরং পরমং [ব্রহ্ম] বেদিতব্যং (জ্ঞাতব্যং) ত্বং অস্য বিশ্বস্য (ব্রহ্মাণ্ডস্য) পরং (প্রকৃষ্টং) নিধানং (আশ্রয়ং) ত্বং

অব্যয়ঃ (নিত্যঃ) শাশ্বতধর্ম্মগোপ্তা (নিত্যধর্ম্মরক্ষকঃ) সনাতনঃ (চিরন্তনঃ) পুরুষঃ [ইতি] মে (মম) মতঃ (অভিপ্রেতঃ)॥ ১৮॥

প্রতিশব্দ।—তুমি অক্ষর পরম [ব্রহ্ম] জ্ঞেয়, তুমি এই বিশ্বের পরম আশ্রয়, তুমি অব্যয় নিত্যধর্ম্মের-রক্ষক, সনাতন পুরুষ [ইহা] আমার অভিপ্রেত॥ ১৮॥

ব্যাখ্যা।—ইহাই আমি স্থির বুঝিয়াছি যে, আপনি অক্ষর পরম ব্রহ্মস্বরূপ এবং জ্ঞানিগণের জ্ঞেয়,আপনি এই বিশ্বের একমাত্র আশ্রয়, আপনি নিত্য এবং সনাতন ধর্ম্মের রক্ষক সনাতন-পুরুষ॥ ১৮॥

শঙ্করাচার্য্য।—ইতএব তে যোগশক্তিদর্শনমনুমিনোমি ত্বমিতি। ত্বমক্ষরং ন ক্ষরতীতি পরমং পরং ব্রহ্ম বেদিতব্যং জ্ঞাতব্যং মুমুক্ষুভিঃ ত্বমস্য বিশ্বস্য সমস্তস্য পরং প্রকৃষ্টং নিধানং নিধীয়তে অস্মিন্নিতি নিধানং পরমাশ্রয় ইত্যর্থঃ কিঞ্চ ত্বমব্যয়ো ন চ তব ব্যয়োবিদ্যত ইতি অব্যয়ঃ শাশ্বতধর্ম্মগোপ্তা শাশ্বতোনিত্যোধর্ম্মস্তস্য গোপ্তা শাশ্বতধর্ম্মগোপ্তা সনাতনশ্চিরন্তনস্ত্বং পুরুষঃ পরমোঽভিপ্রেতোমে মম॥ ১৮॥

আনন্দগিরি।—সপ্রপঞ্চে ভগবদ্রূপে প্রকৃতে প্রকরণবিরুদ্ধত্বমক্ষরমিত্যাদি নিরুপাধিকবচনমিত্যাশঙ্ক্যাহ ইতএবেতি। যোগশক্তিরৈশ্বর্য্যাতিশয়ঃ, ন ক্ষরতীতি নিষ্প্রপঞ্চত্বমুচ্যতে, পরমপুরুষার্থত্বাৎ পরমার্থত্বাচ্চ জ্ঞাতব্যত্বং। যস্মিন্ দ্যৌঃ পৃথিবীত্যাদ্যৌ প্রপঞ্চায়তনত্বস্যৈব ততোনিকৃষ্টস্য জ্ঞাতব্যত্বশ্রবণাৎ কুতোব্রহ্মণোজ্ঞাতব্যত্বং তত্রাহ ত্বমস্যেতি। নিঃপ্রপঞ্চস্য ব্রহ্মণোজ্ঞেয়ত্বে হেত্বন্তরমাহ কিঞ্চেতি। অবিনাশিত্বাত্তবৈব জ্ঞাতব্যতাতিরিক্তস্য নাশিত্বেন হেয়ত্বাদিত্যর্থঃ, জ্ঞানকর্ম্মাত্মনো ধর্ম্মস্য নিত্যত্বং বেদপ্রমাণকত্বং ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামীত্যুক্তত্বাদ্গোপ্তা রক্ষিতা॥ ১৮॥

রামানুজ।—উপনিষৎসু "দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে" ইত্যাদিষু বেদিতব্যতয়া নির্দ্দিষ্টং পরমমক্ষরং ত্বমেব অস্য বিশ্বস্য পরং নিধানং বিশ্বস্যাস্য পরমাধারভূতস্ত্বমেব ত্বমব্যয়ঃ ব্যয়রহিতঃ যৎস্বরূপো যদ্গুণো যদ্বিভবশ্চ ত্বং তৈনৈব রূপেণ সর্ব্বদাবতিষ্ঠসে শাশ্বতধর্ম্মগোপ্তা শাশ্বতস্য নিত্যস্য বৈদিকস্য ধর্ম্মস্যৈবমাদিভিরবতারৈ স্ত্বমেব গোপ্তা সনাতনস্ত্বং পুরুষো মতো মে "বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং পরাৎপরং পুরুষং" ইত্যাদিষূদিতঃ সনাতনপুরুষস্ত্বমেবেতি মে মতঃ জ্ঞাতঃ যদুকুলতিলকস্ত্বমেবংভূতং ইদানীং সাক্ষাৎকৃতো ময়েত্যর্থঃ॥ ১৮॥

হনুমান।—ত্বমিতি। শাশ্বতো নিত্যঃ॥ ১৮॥

শ্রীধর।—যস্মাদেবং তবাতর্ক্যমৈশ্বর্য্যং তস্মাত্ত্বমিতি। ত্বমেব অক্ষরং পরমং পরং ব্রহ্মরূপংভূতং বেদিতব্যং মুমুক্ষুভির্জ্ঞাতব্যং, ত্বমেবাস্য বিশ্বস্য পরং নিধানং নিধীয়তেঽস্মিন্নিতি

নিধানং প্রকৃষ্টাশ্রয়ঃ, অতএব ত্বমব্যয়োনিত্যঃ, শাশ্বতস্য নিত্যস্য ধর্ম্মস্য গোপ্তা পালকঃ, সনাতনশ্চিরন্তনঃ পুরুষোমতোমে সম্মতোঽসি ॥ ১৮ ॥

বলদেব।—অচিন্ত্যমৈশ্বর্য্যবীক্ষণাত্ত্বামহমেবং নিশ্চিনোমীত্যাহ ত্বমিতি। "অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে যত্তদদ্রেশ্যমি"ত্যাদি বেদান্তবাক্যৈর্বেদিতব্যং যৎ পরমং সশ্রীকমক্ষরং তত্ত্বমেবনিধানমাশ্রয়ঃ অব্যয়স্ত্বমবিনাশী। শাশ্বতধর্ম্মগোপ্তা বেদোক্তধর্ম্মপালকস্ত্বং "সকারণং কারণাধিপাধিপো ন চাস্য কশ্চিজ্জনিতা ন চাধিপ" ইতি মন্ত্রবর্ণোক্তঃ সনাতনঃ পুরাণঃ পুরুষস্ত্বমেব ॥১৮ ॥

মধুসূদন।—এবং তবাতর্ক্যনিরতিশয়ৈশ্বর্য্যদর্শনাদনুমিনোমি ত্বমেবাক্ষরং পরমং ব্রহ্ম বেদিতব্যং মুমুক্ষুভির্বেদান্তশ্রবণাদিনা ত্বমেবাস্য বিশ্বস্য পরং প্রকৃষ্টং নিধীয়তেঽস্মিন্নিতি নিধানমাশ্রয়ঃ অতএব ত্বমব্যয়োনিত্যঃ শাশ্বতস্য নিত্যবেদপ্রতিপাদ্যতয়াঽস্য ধর্ম্মস্য গোপ্তা পালয়িতা শাশ্বতেতি সম্বোধনং বা। তস্মিন্ পক্ষেঽব্যয়োবিনাশরহিতঃ অতএব সনাতনশ্চিরন্তনঃ পুরুষোযঃ পরমাত্মা স এব ত্বং মে মতোবিদিতোঽসি ॥ ১৮ ॥

নীলকণ্ঠ।—এবং তব যোগৈশ্বর্য্যদর্শনাৎ ত্বামেবমবৈমীতি বদন্নপ্রমেয়ত্বমেব বিবৃণোতি। পরমং অক্ষরং অস্থুলাদিলক্ষণং অক্ষরং পরমং ব্রহ্মেত্যত্র প্রাগুক্তং নিষ্কলং ব্রহ্ম তদেব ত্বমসি, এতেন সগুণরূপস্য নির্গুণজ্ঞাপকত্বমুক্তং শাখাগ্রস্যেব চন্দ্রজ্ঞাপকত্বম্ অতএব বেদিতব্যং বেদান্তপ্রমাণেন জ্ঞাতুং যোগ্যং ন তূপাসনীয়ং সগুণং ব্রহ্মাপি ত্বমেবেত্যাহ ত্বমস্যেতি, নিধানং লয়স্থানং এতেন কারণত্বমুক্তম্ অব্যয়ঃ অমৃতঃ দেবত্বাৎ শাশ্বতস্য বৈদিকস্য ধর্ম্মস্য গোপ্তেত্যনেন কার্য্যং ব্রহ্ম ততঃ হিরণ্যগর্ভরূপত্বমুক্তম্ সনাতনশ্চিরন্তনোঽনাদিঃ পুরুষোজীবাত্মা সোঽপি ত্বমেব মে মম মতঃ এবং বিশ্বরূপদর্শনে জীবব্রহ্মণোরৈক্যং শাখাচন্দ্র ইবাধিগম্যত ইত্যুক্তম্ ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ।—বেদিতব্যং মুক্তৈর্জ্ঞেয়ং যদক্ষরং ব্রহ্ম তত্ত্বং নিধানংলয়স্থানং ॥ ১৮ ॥

তাৎপর্য্য।—পূর্ব্বোক্তরূপ আকার প্রকারাদি ঐশ্বর্য্যের পর্য্যালোচনা করিয়া অর্জ্জুন ভক্তি ও প্রেমে বিগলিত হৃদয় হইয়াছেন, এবং বলিতেছেন, হে জনার্দ্দন! আমি বুঝিয়াছি, এ সংসারে সকলেই মরণশীল এবং বিকারশীল; কেবল এক মাত্র তুমি নাশরহিত বিকারশূন্য। তোমার ক্ষরণ নাই, চ্যুতি নাই, রূপান্তর নাই; এবং পরিণাম নাই। মানব ঐহিক সুখ সম্পদের কামনায় বিবিধ বিদ্যা উপার্জ্জন করিয়া থাকে, মৃত্যুর পর স্বর্গাদিবাসজনিত আনন্দ লাভের কামনায় নানাপ্রকার জ্ঞানসঞ্চয় করিয়া থাকে, এবং সর্ব্বকালে আত্মানন্দ উপভোগের নিমিত্ত অশেষ জ্ঞানান্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়া কালাতিপাত করে। কিন্তু মানবেরা আয়াস স্বীকার করিয়া যাহা যাহা লাভ করিবার চেষ্টা করিয়া থাকে, তোমার তুলনায় তত্তাবৎ অতিশয় হেয়, অকিঞ্চিৎকর, এবং অসার। তুমি অতি শ্রেষ্ঠ জ্ঞাতব্য বিষয়;

কারণ তুমিই জ্ঞানের শেষ, সাধনার লক্ষ্য এবং সকল আয়াসের পরম ফল স্বরূপ। যাঁহারা সকল আনন্দের চরমোৎকর্ষ এবং সকল অধ্যবসায়ের পরম ফলস্বরূপ মুক্তিলাভের প্রয়াসী, তাঁহারা কেবল মাত্র তোমাকেই অন্বেষণ করিয়া, তোমাকেই জানিবার জন্য যত্ন পরায়ণ হইয়া কালাতিপাত করেন। হে ভগবন্! আমি বুঝিয়াছি, এই বিশ্ব তোমাকে আশ্রয় করিয়া স্বকার্য্য সাধনে নিযুক্ত রহিয়াছে। মানবেরা ক্ষুদ্রজ্ঞান সহকারে নির্ণয় করিয়াছেন যে, মাধ্যাকর্ষণ শক্তি প্রভাবে আমাদিগের এই ধরিত্রী ও নভোমণ্ডলস্থ চন্দ্র তারা স্ব স্ব কক্ষে পরিভ্রমণ করিতেছে। কিন্তু কে সে মাধ্যাকর্ষণের প্রতিষ্ঠাতা? কেই বা সে ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি? কাহার প্রবর্ত্তিত নিয়মসূত্র অবলম্বনে সকলে স্ব স্ব পদে প্রতিষ্ঠিত? হে নারায়ণ! তুমিই সে শক্তি, তুমিই সে অবলম্বন, এবং তুমিই সে আশ্রয়। চক্ষুর অগোচর অতি ক্ষুদ্রজীব হইতে বিভীষিকা জনক বিশাল বিক্রান্ত প্রাণী পর্য্যন্ত, এবং দুর্নিরীক্ষ্য পরমাণু হইতে বিস্ময়াবহ গিরিরাজ পর্য্যন্ত সকলেই তোমার আশ্রিত. তোমাকে অবলম্বন করিয়া স্ব স্ব স্থানে বিদ্যমান; তোমারই নিয়মাধীনতায় স্বকার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত, এবং তোমারই কৃপায় স্ব স্ব রূপে প্রতিষ্ঠিত। হে ভগবন্! তুমি নিরন্তর পূর্ণপুরুষ। তোমার ব্যয় নাই, পরিচ্ছেদ নাই, পরিমাণ নাই, এবং নির্দ্ধারণ নাই। বেদাদি সুপবিত্র শাস্ত্র যে ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন; যে ধর্ম্ম ব্যভিচার রহিত, পরম সত্যস্বরূপে চির বিদ্যমান, চন্দ্র সূর্য্য ও ইন্দ্রাদি দেবগণ যে শাস্ত্রের সাক্ষী ও অনুসরণকারী, হে পরমাত্মন্! তুমিই সেই নিত্য সত্য পরম ধর্ম্মের প্রতি পালক। তুমি স্বয়ংই ধর্ম্ম, এবং হে নারায়ণ! বসুন্ধরার ধর্ম্ম তোমারই আশ্রিত। তুমিই আদি, চিরস্থায়ী. এবং অনন্তকাল হইতে সমভাবে বিরাজমান। গগণ বিহারী জোতিষ্কগণ নির্ব্বাণ হইয়া যাইবে, মেদিনীমণ্ডল শুষ্ক ও জীব বিরহিত হইবে, মহাপ্রলয়ে সকলেই নাশ প্রাপ্ত হইবে, কিন্তু হে শ্রীনিবাস! সেই নাশশীল পদার্থপুঞ্জের পরিণাম দর্শন করিতে করিতে কেবল তুমিই বিদ্যমান থাকিবে। আদিতে কেবল মাত্র তুমিই ছিলে, মধ্যেও কেবল মাত্র তুমিই আছ, এবং অন্তেও কেবল মাত্র তুমিই থাকিবে। অতএব হে বাসুদেব! এ সংসারে কেবল তুমিই একমাত্র সৎ ও চিরন্তন বস্তু। হে ভক্তবৎসল হরি! তোমার অচিন্ত্য

মহিমা অনন্ত ঐশ্বর্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া আমি তোমার সম্বন্ধে উক্তরূপ অভিপ্রায় সমূহ অবধারণ করিয়াছি।

মূলে "শাশ্বত" পদের প্রয়োগ আছে। পূজ্যপাদ শ্রীমন্মধুসূদন সরস্বতী মহাশয় বলিয়াছেন, ইহা ভগবৎ-সম্বোধন বাক্যরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে, অথবা "ধর্ম্ম" পদের বিশেষণ রূপেও ব্যবহৃত বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। সম্বোধন রূপে গ্রহণ করিলে "নিত্য পুরুষ" "চির বিরাজমান" এইরূপ অর্থে অর্জ্জুন শ্রীভগবানকে আহ্বান করিয়াছেন বুঝিতে হইবে।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য শ্রুতির নিম্নলিখিত অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন। "দ্বে বিদ্যেবেদিতব্যে" এই শ্রুতি মণ্ডুকোপনিষদের প্রথমমণ্ডুকান্তর্গত প্রথমখণ্ডে ৪র্থ শ্রুতি। ইহার সম্পূর্ণরূপ যথা, "তস্মৈ স হোবাচ। দ্বে বিদ্যে বেদিতব্য ইতি হস্ম যদ্‌ব্রহ্মবিদোবদন্তি পরা চৈবাপরা চ তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি। অথ পরা যয়া তদধিগম্যতে॥" ৪। ৫॥ মূলের ভাব বিশদ হইবে বিবেচনায় এই দুইটী সম্পূর্ণ শ্রুতি উদ্ধৃত হইল। একদা শৌনক নামক এক গৃহস্থ ব্যক্তি সর্ব্ববিদ্যা পারদর্শী আঙ্গিরসকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে ভগবন্! কোন জ্ঞান দ্বারা সমস্ত তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হওয়া যায়।" তদুত্তরে আঙ্গিরস অনেক জ্ঞানগর্ভ সদুপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। উল্লিখিত শ্রৌতবাক্যদ্বয় সেই উপদেশ মালার অন্তর্নিবিষ্ট। মণ্ডুকোপনিষদের উক্ত শ্রুতিদ্বয়ের ভাবার্থ যথা। "আঙ্গিরস শৌনককে বলিলেন, ব্রহ্মবিদেরা বলিয়া থাকেন, পরা ও অপরা এই দুই বিদ্যা জ্ঞাতব্য। ঋগ্বেদ, সামবেদ, যজুর্ব্বেদ, অথর্ব্ববেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ, ও জ্যোতিষ এইগুলিই অপরা বিদ্যা। এবং যাহাতে সেই অক্ষর পুরুষের পরিজ্ঞান হয়, তাহাই পরাবিদ্যা।" এই উপনিষদ বাক্যে ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, শ্রীভগবানই অক্ষর পুরুষ এবং পরম বেদিতব্য। সেই ভগবান্ বিশ্বের পরম:নিধান অর্থাৎ আধারভূত। তিনি অব্যয় অর্থাৎ ব্যয় রহিত; তাঁহার যাহা স্বরূপ, গুণ ও বিভব, তিনি সেইরূপে ততৎ পদার্থে সর্ব্বদা অধিষ্ঠিত। তিনি নিত্য স্বরূপ বৈদিক ধর্ম্মের স্বয়ং এবং মৎস্য কূর্ম্মাদি

আদি অবতাররূপে গোপ্তা। তদনন্তর আচার্য্য, মহোদয় নিম্নলিখিত শাস্ত্রোক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন। "বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং পরাৎপরং পুরুষং" ইহার ভাবার্থ এই যে, "এই পরাৎপর মহৎ পুরুষকে আমি জানি।" ইত্যাদি বাক্যে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, সেই ভগবানই সনাতন পুরুষ, এই তত্ত্ব অর্জ্জুন জ্ঞাত হইয়াছিলেন।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্বলদেব উল্লিখিত মণ্ডুকোপনিষদের একাংশমাত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন। উপসংহার কালে তিনি মন্ত্রবর্ণোক্ত নিম্নলিখিত প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন। "স কারণং কারণাধিপাধিপো ন চাস্য কশ্চিজ্জনিতা ন চাধিপঃ।" ইহার ভাবার্থ "কারণ সহকৃত কারণের অধিপতিরও তিনি অধিপতি; তাঁহার কোন জনয়িতা নাই, এবং তাঁহার কেহই অধিপতি নাই।" এতদ্দারা ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, ভগবানই সনাতন পুরাণ পুরুষ।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্রাঘবেন্দ্রযতি, "শাশ্বতধর্ম্মস্য গোপ্তা" এতদর্থে লিখিয়াছেন, যে অনাদি পরম্পরা ক্রমে প্রাপ্তধর্ম্মের রক্ষক।

মূলস্থিত "নিধান" শব্দের অধিকাংশ টীকাকৃৎ আশ্রয় অর্থ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু পূজ্যপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি উক্ত শব্দের "লয়স্থান" এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। লয়স্থান অর্থেও চরমের আশ্রয় অর্থাৎ শেষাশ্রয় এইরূপ উপলব্ধ হয়। কেবলাশ্রয় অর্থ গ্রহণ করিলে তাঁহাকে অতীতের বর্ত্তমানের এবং ভবিষ্যতের আশ্রয় বলিয়া প্রতীতি জন্মে ॥১৮॥

——(:*:)——

অনাদিমধ্যান্তমনন্তবীর্য্য-
মনন্তবাহুং শশিসূর্য্যনেত্রং।
পশ্যামি ত্বাং দীপ্তহুতাশবক্ত্রং
স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপন্তং ॥ ১৯ ॥

অন্বয়।—অনাদিমধ্যান্তং (উৎপত্তিস্থিতিলয়রহিতং) অনন্তবীর্য্যং (অনন্তপ্রভাবং) অনন্তবাহুং (অনন্তভুজাদিশালিনং) শশিসূর্য্যনেত্রং

(চন্দ্রাদিত্যনয়নং) দীপ্তহুতাশবক্ত্রং (প্রদীপ্তাগ্নিতুল্যবদনং) স্বতেজসা (স্বীয়কান্ত্যা) ইদং বিশ্বং তপন্তং (সন্তাপয়ন্তং) ত্বাং পশ্যামি ॥ ১৯ ॥

প্রতিশব্দ।—উৎপত্তিস্থিতি-লয়রহিত, অনন্তপ্রভাবশালী, অনন্তভুজ-যুক্ত, চন্দ্রসূর্য্যনয়ন, প্রদীপ্ত-অগ্নির-ন্যায়-মুখ-বিশিষ্ট, স্বীয়-জ্যোতি-দ্বারা এই বিশ্বকে সন্তাপকারী তোমাকে দেখিতেছি ॥ ১৯ ॥

ব্যাখ্যা।—উৎপত্তি স্থিতি এবং বিনাশ শূন্য আপনাকে আমি অনন্ত শক্তিসম্পন্ন অনন্তবাহুযুক্ত দেখিতেছি; দেখিতেছি, চন্দ্রসূর্য্য আপনার নেত্রদ্বয়, আপনার ভয়ঙ্কর মুখমণ্ডলসমূহ প্রদীপ্ত হুতাশন তুল্য; আপনি স্বীয় তেজোমালার দ্বারা এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডকে সন্তাপিত করিতেছেন ॥ ১৯ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—কিঞ্চ অনাদীতি। অনাদিমধ্যান্তমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ অন্তশ্চ ন বিদ্যতে যস্য সোঽয়মনাদিমধ্যান্তস্তং ত্বামনাদিমধ্যান্তমনন্তবীর্য্যং ন তব বীর্য্যস্যান্তোঽস্তীত্যনন্তবীর্য্যস্তম্ ত্বামনন্তবীর্য্যম্ তথা অনন্তবাহুমনন্তা বাহবোযস্য তব স ত্বমনন্তবাহুস্তম্ ত্বাং অনন্তবাহুম্ শশিসূর্য্যনেত্রং শশিসূর্য্যৌ নেত্রে যস্য তব সঃ ত্বং শশিসূর্য্যনেত্রঃ তং ত্বাং শশিসূর্য্যনেত্রম্ চন্দ্রাদিত্যনয়নম্ পশ্যামি ত্বাং দীপ্তহুতাশবক্ত্রম্ দীপ্তশ্চাসৌ হুতাশশ্চ তদ্বৎ বক্ত্রং যস্য স ত্বং দীপ্তহুতাশবক্ত্রঃ তং ত্বাং দীপ্তহুতাশবক্ত্রং স্বতেজসা বিশ্বম্ সমস্তমিদম্ তপন্তম্ সন্তাপয়ন্তম্ ॥ ১৯ ॥

আনন্দগিরি।—ভগবতোরূপং বিশ্বরূপাখ্যং রূপমেব পুনর্ব্বিবৃণোতি কিঞ্চেতি। হুতমশ্নাতীতি হুতাশোবহ্নিঃ ॥ ১৯ ॥

রামানুজ।—অনাদিমধ্যান্তং আদিমধ্যান্তরহিতং অনন্তবীর্য্যং অনবধিকাতিশয়বীর্য্যং বীর্য্যশব্দঃ প্রদর্শনার্থঃ অনবধিকাতিশয় জ্ঞানবলৈশ্বর্য্যশক্তিতেজসাং নিধিমিত্যর্থঃ। অনন্তবাহুং অসংখ্যেয়বাহুং সোঽপি প্রদর্শনার্থঃ অনন্তবাহূদরপাদবক্ত্রাদিকং শশিসূর্য্যনেত্রং শশিবৎসূর্য্যবচ্চ প্রসাদপ্রতাপযুক্তসর্ব্বনেত্রং দেবাদীননুকূলান্নমস্কারাদিকুর্ব্বাণান্ প্রতি প্রসাদঃ তদ্বিপরীতানসুররাক্ষসাদীন্ প্রতি প্রতাপঃ "রক্ষাংসি ভীতানি দিশো দ্রবন্তি সর্ব্বে নমস্যন্তি চ সিদ্ধসংঘাঃ" ইতি হি বক্ষ্যতে দীপ্তহুতাশবক্ত্রং প্রদীপ্তকালানলবৎ সংহারানুগুণবক্ত্রং তেজঃ পরাভিভবনসামর্থ্যং স্বকীয়েন তেজসা বিশ্বমিদং তপন্তং ত্বাং পশ্যামি এবং ভূতং সর্ব্বস্য স্রষ্টারং সর্ব্বস্যাধারভূতং সর্ব্বস্য প্রশাসিতারং সর্ব্বস্য সংহর্ত্তারং জ্ঞানাদ্যপরিমিতগুণসাগর মাদিমধ্যান্তরহিতমেবংভূত দিব্যদেহং ত্বাং যথোপদেশং সাক্ষাৎকরোমীত্যর্থঃ। একস্মিন্ দিব্যদেহে অনেকোদরাদিকং কথমিত্থমুপপদ্যতে একস্মাৎ কটিপ্রদেশাদনন্তপরিমাণাহূর্দ্ধমুদ্গতা যথোদিতদিব্যোদরাদয়ঃ অধশ্চ যথোদিত দিব্যপাদাঃ তত্রৈকস্মিন্ মুখে নেত্রদ্বয়মিতি চ ন বিরোধঃ ॥ ১৯ ॥

হনুমান্ ।—অনাদীতি। অনাদিমধ্যান্তং আদিমধ্যাবসানরহিতং ॥ ১৯ ॥

শ্রীধর ।—কিঞ্চ অনাদীতি। অনাদিমধ্যান্তম্ উৎপত্তিস্থিতিলয়রহিতম্, অনন্তং বীর্য্যং প্রভাবোযস্য তং, অনন্তা বাহবোযস্য তং, শশিসূর্য্যৌ নেত্রে যস্য তাদৃশম্ পশ্যামি, তথা দীপ্তো হুতাশোঽগ্নির্ব্বক্ত্রেষু যস্য তং স্বতেজসা ইদম্ বিশ্বম্ তপন্তম্ সন্তাপয়ন্তং পশ্যামি ॥ ১৯ ॥

বলদেব ।—অনাদীতি। আদিমধ্যাবসানশূন্যং, অনন্তানি বীর্য্যাণি তদুপলক্ষিতানি সমগ্রাণৈশ্বর্য্যাণি ষট্ যস্য তং, অনন্তবাহুং সহস্রভুজং শশিসূর্য্যোপমানি নেত্রাণি যস্য তং, দেবাদিষু প্রণতেষু প্রসন্ননেত্রং তদ্বিপরীতেষু অসুরাদিষু ক্রূরনেত্রমিত্যর্থঃ। দীপ্তহুতাশোপমানি সংহারানুগুণানি বক্ত্রাণি যস্য তং। অর্জ্জুনস্য বাক্যে ক্বচিৎ পুনরুক্তিস্তস্য বিস্ময়াবিষ্টত্বান্ন দোষায়। যদুক্তং, “প্রমাদে বিস্ময়ে হর্ষে দ্বিস্ত্রিরুক্তং ন দুষ্যতীতি” ॥ ১৯ ॥

মধুসূদন ।—কিঞ্চ আদিরুৎপত্তির্মধ্যম্ স্থিতিরন্তোবিনাশস্তদ্রহিতম্ অনাদিমধ্যান্তম্ অনন্তং বীর্য্যং প্রভাবোযস্য তং অনন্তা বাহবোযস্য তং উপলক্ষণমেতন্মুখাদীনামপি। শশিসূর্য্যৌ নেত্রে যস্য তং দীপ্তোহুতাশোবক্ত্রম্ যস্য বক্ত্রেষু যস্যেতি বা তং স্বতেজসা বিশ্বমিদম্ তপন্তম্ সন্তাপয়ন্তম্ ত্বা ত্বাং পশ্যামি ॥ ১৯ ॥

নীলকণ্ঠ ।—দেশতঃ কালতশ্চাদিমধ্যান্তহীনত্বাৎ অনাদিমধ্যান্তং দীপ্তোহুতাশো বক্ত্রে যস্যেতি ভাস্বরদন্তত্বং ব্যজ্যতে, স্বতেজসা চৈতন্যজ্যোতিষা ইদং বিশ্বং বিশ্বরূপং তপন্তং প্রকাশয়ন্তং অনাদিত্বাদিসর্ব্ববিশেষণবিশিষ্টং বিশ্বং তপিকর্ম্মীভূতং তাপয়ন্তং ত্বাং পরং জ্যোতীরূপং পশ্যামি জানামি চিত্রপটস্থানীয়ং বিশ্বরূপং সকলকারকাত্মকধীবাসনোপেতং যেন জ্যোতিষা প্রকাশতে তদেব ত্বমসীতি জানামীতি ভাবঃ ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ ।—অনাদীত্যত্র মহাবিস্ময়রসসিন্ধু নিমগ্নস্যার্জ্জুনস্য বচসি পৌনরুক্ত্যং ন দোষায় যদুক্তং “প্রমাদে বিস্ময়ে হর্ষে দ্বিস্ত্রিরুক্তং নদুষ্যতি ॥” ১৯ ॥

তাৎপর্য্য ।—অর্জ্জুন আবার বলিতেছেন, হে জগৎপতে! তোমার আদি অর্থাৎ উৎপত্তি, মধ্য অর্থাৎ স্থিতি, এবং অন্ত অর্থাৎ লয় নাই। আমি পূর্ব্বেই নির্দ্দেশ করিয়াছি, তুমি সনাতন, অক্ষর, অব্যয়, পরমপুরুষ। সুতরাং তোমার উদ্ভব স্থিতি ও লয়ের কোন সম্ভাবনা থাকিতে পারে না। যে সকল পদার্থ বিকারী, তাহাদিগেরই অবস্থান্তর বা পরিণাম বিপর্য্যয় পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু হে ভগবন! তুমি অবিক্রিয় অজ, অনন্ত, তোমার বীর্য্যের ইয়ত্তা নাই। যাঁহার বাসনায় শত শত ব্রহ্মাণ্ডের উদ্ভব হয়, যাঁহার অঙ্গুলি সঙ্কেতে মুহূর্ত্ত মধ্যে শত সহস্র জীবের জনন ও মরণ হয়, যাঁহার বাসনা লক্ষ্য করিয়া গ্রহ নক্ষত্রাদি নিরন্তর কক্ষপথে ধাবমান হয়, যাঁহার মহিমা বর্ণনা করিয়া কেহই কখন শেষ

করিতে পারে না, তাঁহার প্রভাব যে অসীম ও অপরিমেয় তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। হে ভগবন! তোমার বাহু অনন্ত; মনুষ্য লোকে যে ব্যক্তি পরাক্রমে প্রতিদ্বন্দ্বীগণের উপর আধিপত্য স্থাপনে সমর্থ, লোকে তাঁহার বাহুবলেরই প্রশংসা করিয়া থাকে। মনুষ্যগণ দুইবাহু মাত্র সম্পন্ন, অথচ তাঁহারা ভুজবলের গৌরবে স্ফীত। কিন্তু হে মধুসূদন! তোমার বাহুবলের তুলনা নাই, সীমা নাই, এবং পরিমাণ নাই। এরূপ শক্তিশালী সংখ্যাতীত বাহুদ্বারা তুমি বিভূষিত। হে বিশ্বরূপ! নভোমণ্ডলস্থ অত্যুজ্জ্বল দিবাকর এবং নিশানাথ তোমার নেত্রস্বরূপ। আমরা জগতে যে দুই অত্যুজ্জ্বল পদার্থের আলোকে স্ব স্ব কর্ম্ম নির্ব্বাহিত করিয়া থাকি, যাহাদিগের অংশুপাতে আমরা পুলকিত ও আনন্দিত হই, এবং দূরাবস্থান ও দুরবগম্যতা হেতু যাহাদিগের তত্ত্ব আমরা প্রণিধান করিতে সক্ষম হই না, সেই শশিসূর্য্য তোমার নয়ন। হে নারায়ণ! আমি দেখিতেছি, তোমার বদন বিবর হইতে জ্বালাময় প্রদীপ্ত অনলরাশি বিগলিত হইতেছে; এবং তুমি স্বকীয় অচিন্তনীয় তেজঃপ্রভাবে এই বিশ্ব প্রতপ্ত করিতেছ।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য ও শ্রীমদ্বলদেবের অভিপ্রায়। "অনন্তবীর্য্য" শব্দদ্বারা ইহাই সূচিত হইতেছে যে, শ্রীভগবান্ অতিশয় জ্ঞান, বল, ঐশ্বর্য্য, শক্তি ও তেজের নিকেতন স্বরূপ। বীর্য্য শব্দ যেরূপ অনেক শক্তির প্রদর্শনার্থ প্রযুক্ত হইয়াছে, "অনন্ত বাহু" শব্দ ও তদ্রূপ অনেকার্থ প্রদর্শনার্থ ব্যবহৃত হইয়াছে; অর্থাৎ অনন্তবাহু ইহার অর্থে সংখ্যাতীত বাহু বুঝাইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও উপলব্ধ হইতেছে যে, ভগবানের অনন্ত উদর, অনন্তপাদ, অনন্ত বক্ত্র ইত্যাদি। "শশিসূর্য্যনেত্র" অর্থাৎ চন্দ্র সূর্য্যের ন্যায় প্রসাদ ও প্রতাপযুক্ত নয়ন সমূহ বিশিষ্ট। অতি রমণীয় চন্দ্র প্রসাদ গুণের আশ্রয়, এবং অত্যুগ্র সূর্য্য প্রতাপের আধার। এই দ্বিবিধ দ্বিভাবাপন্ন নয়নের উল্লেখে ইহাই সূচিত হইতেছে যে, ভগবচ্চরণচিন্তনপরায়ণ দেবতা বা মনুষ্যগণের প্রতি তাঁহার সুধাংশুর ন্যায় সুমধুর রমণীয় কৃপাপূর্ণ দৃষ্টি নিপতিত হইয়া থাকে। এবং ভগবদ্দ্রোহী ক্রূরকর্ম্মা অসুরাদির প্রতি তাঁহার প্রচণ্ড সূর্য্যের ন্যায় ক্রোধোদ্দীপ্ত দৃষ্টি নিপতিত হইয়া থাকে। অচিরকাল পরে অর্জ্জুন বলিয়াছেন, " রক্ষাংসি ভীতানি দিশো-দ্রবন্তি" ইত্যাদি (১১শ অধ্যায় ৩৬ শ্লোক।) বাক্যদ্বারা অত্রত্য অভিপ্রায়

সমর্থিত ও পরিস্ফুট হইয়াছে। "দীপ্তহুতাশবক্ত্রং" অর্থাৎ প্রদীপ্ত কালানল তুল্য সংহারক্ষম বদন। "তেজঃ" অর্থাৎ অপরকে পরাভব করিবার সামর্থ্য। এতাদৃশ স্বকীয় তেজঃ দ্বারা তুমি বিশ্বকে সন্তপ্ত করিতেছ। এবম্ভূত তোমাকে আমি দর্শন করিতেছি। সকলের স্রষ্টাস্বরূপ, সকলের আধার স্বরূপ, সকলের শাসনকর্ত্তা স্বরূপ, সকলের সংহারক স্বরূপ, জ্ঞানাদি অপরিমিত গুণসাগর স্বরূপ, আদি মধ্য এবং অন্তরহিত, এবম্ভূত দিব্যদেহধারী তোমাকে প্রাপ্ত উপদেশানুসারে সাক্ষাৎ করিতেছি। একই দেহে অনেক উদর বক্ত্রাদির কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? ইহারই উত্তরে কথিত হইতেছে যে, এক অনন্ত প্রমাণ কটি প্রদেশ হইতে উর্দ্ধে উদ্গাত অসংখ্য উদরাদি এবং অধোদিকে অনন্ত দিব্যচরণাদি বুঝিয়া লইতে হইবে। অনন্ত বদনের প্রত্যেক মুখে দুই দুই নেত্র স্থির করিতে হইবে।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী তথা শ্রীমদ্বলদেব অর্জ্জুন বাক্যের স্থানে স্থানে পুনরুক্তি লক্ষ্য করিয়া তদ্দোষক্ষালনার্থ যুক্তি স্বরূপে উল্লেখ করিয়াছেন যে, বিস্ময়ের আধিক্যে এরূপ পুনরুক্তি দোষাবহ হয় না। তদ্বিষয়ক শাস্ত্রোক্তি এই যে, " প্রমাদে বিস্ময়ে হর্ষে দ্বিস্ত্রিরুক্তং ন দুষ্যতি।" অর্থাৎ প্রমাদকালে, বিস্ময়ে ও হর্ষে একই বিষয়ের দ্বিরুক্তি বা ত্রিরুক্তি দূষণীয় নহে।

মূলে " অনন্তবাহু" শব্দের উল্লেখ আছে। পূজ্যপাদ শ্রীমন্মধুসূদন সরস্বতী মহোদয় বলিয়াছেন যে, এস্থলে উপলক্ষণ দ্বারা অনন্ত বক্ত্র, অনন্ত নেত্র অনন্ত উদর ইত্যাদির প্রতীতি হইতেছে।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্রাঘবেন্দ্র যতি মহোদয় লিখিয়াছেন যে, পূর্ব্বে " নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং" (১১শ অধ্যায় ১৬শ শ্লোক) ইত্যাদি বাক্যে যে ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন, অধুনা " অনাদিমধ্যান্তং" এই বাক্যেও সেই অভিপ্রায় কীর্ত্তন করিতেছেন। ইহা পুনরুক্তি বলিয়া সহজেই মনে হইতে পারে। কিন্তু বস্তুতঃ ইহা পুনরুক্তি নহে। পূর্ব্বে দেশানুসারে অর্থাৎ স্থানানুরূপ বিভাগ ক্রমে আদি মধ্য ও অন্তের উল্লেখ করা হইয়াছিল। আর এক্ষণে গুণানুসারে অর্থাৎ শ্রীভগবানের স্বাভাবিক ভাব অবলম্বনে আদি মধ্য ও অন্তের উল্লেখ হইয়াছে। সুতরাং ইহা দোষাবহ নহে। শশি সূর্য্যই ভগবানের নেত্র। ভাবান্তরে এরূপও মনে করা যাইতে পারে যে, জন্ম-

জনক সম্বন্ধ হেতু এস্থানের ভেদোক্তি অসঙ্গত হয় নাই। শ্রীভগবানের কলেবরে সর্ব্ব দেবতার অবস্থান পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। চন্দ্রমা ভগবানের মানসোৎপন্ন, সুতরাং ভগবদ্দেহে তাহার বা সূর্য্যের বিদ্যমানতা অসঙ্গত নহে। দীপ্তহুতাশনই যাহার মুখ, এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিলে জন্যজনক ভাব ঘটে; যাহার মুখে দীপ্ত হুতাশন, এরূপ অর্থ গ্রহণ করিলে আশ্রয়াশ্রয়িভাব ঘটে।

“চন্দ্রমা মনসো জাতঃ চক্ষুঃসূর্য্যো অজায়ত। শ্রোত্রাদ্বায়ুশ্চ প্রাণশ্চমুখাদগ্নিরজায়ত ॥” (সামবেদীয় সন্ধ্যাবিধিঃ) অর্থাৎ মন হইতে চন্দ্র জন্মিয়াছেন, চক্ষু হইতে সূর্য্য জন্মিয়াছেন, শ্রবণ হইতে বায়ু এবং প্রাণ ও মুখ হইতে অগ্নি জন্মিয়াছেন। এতদ্দ্বারা শশীসূর্য্য হুতাশন প্রভৃতির সহিত ভগবানের জন্যজনকত্ব সমর্থিত হইতেছে। অধিকন্তু হুতাশনের ভগবদ্বদনে অবস্থিতির অবিসংবাদিত উল্লেখ পরিদৃষ্ট হইতেছে ॥ ১৯ ॥ *

* * *

দ্যাবাপৃথিব্যোরিদমন্তরংহি
ব্যাপ্তং ত্বয়ৈকেন দিশশ্চ সর্ব্বাঃ।
দৃষ্ট্বাদ্ভূতং রূপমিদং তবোগ্রং
লোকত্রয়ং প্রব্যথিতং মহাত্মন্ ! ॥ ২০ ॥

অন্বয়।—হে মহাত্মন্! দ্যাবাপৃথিব্যোঃ (স্বর্গভূমণ্ডলয়োঃ) ইদং অন্তরং (আকাশং) একেন ত্বয়া হি (এব) ব্যাপ্তং (আক্রান্তং) সর্ব্বাঃদিশঃ চ [ব্যাপ্তাঃ] তব ইদং অদ্ভুতং (অদৃষ্টপূর্ব্বং) উগ্রং (ভয়ানকং) রূপং (মূর্ত্তিং) দৃষ্ট্বা লোকত্রয়ং (ত্রিভুবনং) প্রব্যথিতং (অতিভীতং) [পশ্যামি] ॥ ২০ ॥

প্রতিশব্দ।—হে মহাত্মন্! স্বর্গ ও-ভূমণ্ডলের এই মধ্য-ভাগ [অন্তরীক্ষ] এক তোমার-কর্ত্তৃকই ব্যাপ্ত-হইয়াছে; এবং সমস্ত দিকও ব্যাপ্ত-হইয়াছে, তোমার এই অদ্ভূত ভয়ানক মূর্ত্তি দেখিয়া ত্রিভূবন অতি-ভীত [দেখিতেছি] ॥ ২০ ॥

---

* পাঠান্তর।—“পশ্যামিত্বা”।

ব্যাখ্যা।—হে মহাত্মন্! স্বর্গ ও পৃথিবীর অন্তরাল ভাগ সমস্তই আপনার দ্বারা পরিব্যাপ্ত হইয়াছে, এবং দিক্‌সমূহও ব্যাপ্ত হইয়াছে; আপনার অত্যদ্‌ভূত সর্ব্বলোকভয়ঙ্কর এই বিরাট্ মুর্ত্তি দেখিয়া ত্রিভুবন অতিশয় ভীত হইয়াছে, দেখিতেছি ॥ ২০ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—দ্যাবাপৃথিব্যোরিতি। দ্যাবাপৃথিব্যোরিদমন্তরম্ হি অন্তরীক্ষম্ ব্যাপ্তম্ ত্বয়ৈকেন বিশ্বরূপধরেণ দিশশ্চ সর্ব্বা ব্যাপ্তাঃ দৃষ্ট্বা উপলভ্য অদ্ভুতম্ বিস্মাপকম্ রূপমিদম্ তব উগ্রম্ ক্রূরম্ লোকত্রয়ম্ লোকানাং ত্রয়ং লোকত্রয়ম্ প্রব্যথিতং ভীতম্ প্রচলিতম্ বা হে মহাত্মন্! অক্ষুদ্রস্বভাব! ॥ ২০ ॥

আনন্দগিরি।—প্রকৃতভগবদ্রূপস্যব্যাপ্তিং ব্যনক্তি দ্যাবাপৃথিব্যোরিতীতি। তস্যৈব ভয়ঙ্করত্বমাচষ্টে দৃষ্ট্বেতি ॥ ২০ ॥

রামানুজ।—এবংভূতং ত্বাং দৃষ্ট্বা দেবাদয়োঽহং চ প্রব্যথিতা ভবাম ইত্যাহ। দ্যুঃশব্দঃ পৃথিবীশব্দ শ্চোভাবুপরিতনানামধস্তনানাং চ লোকানাম্ প্রদর্শনার্থৌ দ্যাবাপৃথিব্যোরন্তর মবকাশঃ যস্মিন্নবকাশে সর্ব্বে লোকাস্তিষ্ঠন্তি সর্ব্বোঽয়মবকাশোদিশশ্চ সর্ব্বাস্ত্বয়ৈকেন ব্যাপ্তাঃ দৃষ্ট্বাদ্ভূতং রূপমুগ্রং তবেদং অনন্তায়ামবিস্তারমত্যদ্‌ভূতমত্যুগ্রং তবরূপম্ দৃষ্ট্বা লোকত্রয়ং প্রব্যথিতং যুদ্ধদিদৃক্ষয়া আগতেষু ব্রহ্মাদিদেবগণাসুরপিতৃগণসিদ্ধগন্ধর্ব্বযক্ষরাক্ষসেষু প্রতিকূলানুকূলমধ্যস্থরূপম্ লোকত্রয়ং সর্ব্বং প্রব্যথিতম্ অত্যন্তভীতম্· মহাত্মন্! অপরিচ্ছেদ্যমনোবৃত্তে! এতেষামপ্যর্জ্জুনস্যেব বিশ্বাশ্রয়রূপসাক্ষাৎকারসাধনং দিব্যং চক্ষুর্ভগবতা দত্তং কিমর্থমিতি চেদর্জ্জুনায় স্বৈশ্বর্য্যংসর্ব্বং প্রদর্শয়িতুং, অত ইদমুচ্যতে "দৃষ্ট্বাদ্‌ভূতং রূপমুগ্রং তবেদং লোকত্রয়ং প্রব্যথিতং মহাত্মন্!" ইতি ॥ ২০ ॥

হনুমান্।—কিঞ্চ দ্যাবাপৃথিব্যোরিতি। অন্তরং অবকাশং অন্তরীক্ষমিতি যাবৎ ॥ ২০॥

শ্রীধর।—কিঞ্চ দ্যাবাপৃথিব্যোরিতি। দ্যাবাপৃথিব্যোরিদমন্তরীক্ষং ত্বয়ৈবৈকেন ব্যাপ্তং দিশশ্চ সর্ব্বা ব্যাপ্তাঃ, অদ্ভূতমদৃষ্টপূর্ব্বং ত্বদীয়মিদমুগ্রং ঘোরং রূপং দৃষ্ট্বা লোকত্রয়ং প্রব্যথিতমতিভীতং পশ্যামীতি পূর্ব্বস্যৈবানুষঙ্গঃ ॥ ২০ ॥

বলদেব।—অথ তস্যৈব রূপস্য প্রকৃতোপযোগিত্বেন কালরূপতাং দর্শিতবানিত্যাহ দ্যাবেতি দশভিঃ। দ্যাবাপৃথিব্যোরন্তরমন্তরীক্ষং তথা সর্ব্বা দিশশ্চৈকেন ত্বয়া ব্যাপ্তং। তবেদমপরিমিতমদ্ভূতমুগ্রঞ্চরূপং দৃষ্ট্বা লোকত্রয়ং প্রব্যথিতং ভীতং সংচলঞ্চ ভবতি, হে মহাত্মন্ সর্ব্বাশ্রয়! অত্রেদমবগম্যতে তদা যুদ্ধদর্শনায় যে ত্রৈলোক্যস্থা মিত্রোদাসীনা দেবাসুরা গন্ধর্ব্বকিন্নরাদয়ঃ সমাগতাস্তৈরপি ভক্তিমদ্ভির্ভগবদ্দত্তদিব্যনেত্রৈস্তদ্রূপং দৃষ্টং ন ত্বেকেনৈবার্জ্জুনেন স্বপতেব স্বাপ্নিকরথাদানি। নিজৈশ্বর্য্যস্য বহুসাক্ষিকতার্থমেতৎ ॥ ২০ ॥

মধুসূদন।—প্রকৃতস্য ভগবদ্রূপস্য ব্যাপ্তিমাহ। দ্যাবাপৃথিব্যোরিদমন্তরীক্ষং হি এব

ত্বয়ৈবৈকেন ব্যাপ্তং দিশশ্চ সর্ব্বা ব্যাপ্তাঃ দৃষ্ট্বাদ্ভুতমত্যন্তবিস্ময়করমিদমুগ্রং তুরধিগমং মহাতেজস্বিত্বাত্তব রূপমুপলভ্য লোকত্রয়ং প্রব্যথিতং অত্যন্তভীতং জাতং হে মহাত্মন্! সাধূনামভয়প্রদায়ক! ইতঃ পরমিদমুপসংহরেত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ২০ ॥

নীলকণ্ঠ।—ত্বয়া একেন ইদং দ্যাবাপৃথিব্যোরন্তরং মধ্যং সর্ব্বাঃ দিশশ্চ ব্যাপ্তাঃ, অতস্তবেদং অদ্ভুতং উগ্ররূপং দৃষ্ট্বা লোকত্রয়ং প্রকৃষ্টং ব্যথিতম্, অতঃপরং ইদমুপসংহরেত্যভিপ্রায়ঃ ॥২০॥

বিশ্বনাথ।—অথ প্রস্তুতোপযোগিত্বাত্তস্যৈব রূপস্য কালরূপত্বং দর্শয়ামাস দ্যাবেত্যাদি দশভিঃ ॥ ২০ ॥

তাৎপর্য্য।—অর্জ্জুন পূর্ব্ববৎ বলিতেছেন, হে ভগবন্! তোমার পরিগৃহীত এই বিশ্বরূপে মেদিনীমণ্ডল অন্তরীক্ষ ও দিক্‌সমূহ পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। আমি দেখিতেছি, তুমি একাকী লোকসমূহ ও দিক্‌বলয়কে আচ্ছন্ন এবং অধিকার করিয়া বিদ্যমান রহিয়াছ। হে জনার্দ্দন! তোমার এই বিস্ময়জনক অত্যদ্ভুত রূপদর্শনে ভূর্ভুবস্বঃ এই ত্রিলোকের অধিবাসীবর্গ ভয়ে আকুল ও নিরতিশয় বিচলিত হইয়াছে। হে ভগবন্! তুমি সাধুগণের অভয়দাতা, ধর্ম্মপ্রতিপালক পরম পুরুষ। অতঃপর তোমার এই বিশ্বরূপ আর অধিকক্ষণ এইভাবে বিরাজমান থাকিবার প্রয়োজন দেখিতেছি না। তুমি কৃপাপূর্ব্বক এরূপের সংহার কর।

এ স্থলে অর্জ্জুনবাক্য শ্রবণ করিয়া সহজেই মনে হইতে পারে যে, শ্রীভগবানের কৃপায় তিনি স্বয়ং দিব্যচক্ষু লাভ করিয়া বিশ্বরূপ দর্শনের অধিকারী হইয়াছিলেন; তবে এই বিরাট্ রূপ দর্শনে লোকত্রয়নিবাসীগণ প্রব্যথিত অর্থাৎ চঞ্চলচিত্ত ও উৎপীড়িত হইতেছে, এরূপ বিবরণের আবশ্যকতা কি? যখন আর কাহারও সে রূপ দর্শনের সম্ভাবনা নাই, তখন আর কাহারও ভয় ব্যাকুলতারও সম্ভাবনা নাই। কোন কোন টীকাকার এই বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন। কুরুক্ষেত্র সমর ভূতলে অত্যদ্ভুত ব্যাপার। এই ব্যাপার দর্শনার্থ ব্রহ্মাদি অনেক দেবতা পিতৃগণ গন্ধর্ব্বগণ যক্ষ রক্ষ ভক্ত ও সাধুপুরুষ মিত্রভাবে শত্রুভাবে বা উদাসীন ভাবে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা ভগবানের পরম ভক্ত, এবং সর্ব্বতোভাবে ভগবদ্‌গত প্রাণ। তাদৃশ ব্যক্তিরা ভক্তিপ্রভাবে দিব্যচক্ষুসম্পন্ন। যে ভক্তি ও বিশ্বাসের প্রাবল্যে অর্জ্জুন দিব্যচক্ষু লাভ করিয়া ভগবদ্দর্শনে সমর্থ হইয়াছেন, যুদ্ধ দর্শনার্থ সমাগত ব্যক্তিগণের অনেকেই তাদৃশ বা তদধিক ভক্তিশালী ছিলেন। সুতরাং ভগবদনুগ্রহে তাঁহারাও দিব্য দর্শন শক্তি

প্রাপ্ত হইয়াছেন। কেবল অর্জ্জুনই যে একাকী স্বপ্নাশ্রিত ব্যক্তির ন্যায় স্বপ্নসম্ভূত রথ,অশ্ব,সৈন্য-সেনানায়কবৎ ভগবদ্দর্শন করিয়াছেন এরূপ নহে। যাঁহারা ভক্ত, যাঁহারা সাধক, যাঁহারা বিশ্বাসী, তাঁহারা সকলেই এই বিশ্বরূপ দর্শনে সক্ষম হইয়াছেন। এতদ্বারা শ্রীভগবদৈশ্বর্য্যের বহুসাক্ষীর উল্লেখ করা হইল।

মূলে "দ্যাবা" শব্দের উল্লেখ আছে। দ্যাবা শব্দে স্বর্গলোক বুঝায়। "দ্যু" শব্দ হইতে ইহার উৎপত্তি। পৃথিবী শব্দ দ্বারা মানবের নিবাস ভূমি এই ধরিত্রীকে বুঝাইতেছে। দ্যু এবং পৃথিবী এতদুভয়ের মধ্যস্থিত ব্যবধানের নাম অবকাশ।

মূলে শ্রীভগবানের রূপকে উগ্র বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ভূভারহরণার্থ শ্রীভগবান্ যে রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা উগ্র বলিয়া মনে হইলেও বস্তুতঃ তাহা উগ্র নহে। সংহারক ও বিক্ষোভক রূপে তাঁহাকে দেখিলে যেরূপ অত্যুগ্র ও প্রচণ্ড বলিয়া মনে হয়, প্রশান্তভাবে জন্মমৃত্যু রহস্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সে মূর্ত্তি সংদর্শন করিলে কদাপি উগ্র বলিয়া মনে হয় না। অভ্যাসও ভিন্নরূপাববোধের এক প্রধান হেতু। সহসা বিশ্বব্যাপী এই জ্বলন্ত মূর্ত্তি দর্শন করিলে উগ্র বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু বারংবার দীর্ঘকাল এই রূপ দর্শন করিতে করিতে ইহা সুশীতল প্রশান্ত এবং বিমলানন্দপ্রদ মূর্ত্তি বলিয়া উপলব্ধ হইয়া থাকে।

মূলে "লোকত্রয়" শব্দের উল্লেখ আছে। তদ্দ্বারা লোকত্রয়ের অধিবাসীবৃন্দই লক্ষিত। কিন্তু লোকত্রয়বাসী ভক্তগণ ব্যতীত অভক্তগণ এস্থলে লক্ষিত নহে। এই ত্রিলোকবাসী লোক সমূহের ভয়বিহ্বলতা সম্বন্ধে পূজ্যপাদ রাঘবেন্দ্র যতি লিখিয়াছেন যে, বাস্তবিকই লোকত্রয়নিবাসী প্রত্যেকে বিশ্বরূপ দর্শনে বিচলিত হইয়াছিল, এরূপ বলা যায় না। অর্জ্জুন স্বয়ং ব্যাকুল ও বিস্ময় বিহ্বল হইয়াছিলেন এবং মনে মনে কল্পনা করিয়াছিলেন যে, ত্রিলোকবাসী তাবতেই তাঁহারই মত প্রব্যথিত হইতেছেন।

মূলে ভগবানের সম্বোধন স্বরূপে "মহাত্মন্" শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। এই বাক্যের অর্থ স্বরূপে পূজ্যপাদ শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য "অক্ষুদ্রচিত্ত" শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। যাঁহার চিত্তের মধ্যে ক্ষুদ্রতা অর্থাৎ লঘুতা নীচতা ও সঙ্কীর্ণতা নাই তিনিই মহাত্মা। যাঁহার চিত্ত সকলকেই সমভাবে ধারণ করিতে

সমর্থ, যাঁহার চিত্ত আত্ম ও পর ইত্যাকার বুদ্ধিবিহীন, এবং যাঁহার চিত্ত অহঙ্কার ও অভিমান বর্জ্জিত তিনিই মহাত্মা।

শ্রীমন্মধুসূদন সরস্বতী নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যিনি সাধুদিগের অভয় দাতা, তিনিই মহাত্মা। শ্রীমদ্বলদেব লিখিয়াছেন, যিনি সকলের আশ্রয় স্বরূপ তিনিই মহাত্মা। শ্রীমদ্রামানুজ লিখিয়াছেন, যাঁহার মনোবৃত্তি সমূহ অপরিচ্ছেদ্য অর্থাৎ যাঁহার দয়া, দাক্ষিণ্য, অনুগ্রহ, স্নেহ, ক্রোধ প্রভৃতি মানসিক বৃত্তি সমূহ দেশ কাল পাত্র নির্ব্বিশেষে বিভিন্ন ভাবাপন্ন হয় না, তিনিই মহাত্মা ॥ ২০ ॥

* * *

অমী হি ত্বাং সুরসঙ্ঘা বিশন্তি
কেচিদ্ভীতাঃ প্রাঞ্জলয়ো গৃণন্তি।
স্বস্তীত্যুক্ত্বা মহর্ষি সিদ্ধসঙ্ঘা
বীক্ষন্তে ত্বাং স্তুতিভিঃ পুষ্কলাভিঃ ॥ ২১ ॥

অন্বয়।—অমী সুরসংঘাঃ (দেবগণাঃ) হি ত্বাং বিশন্তি (প্রবিশন্তি) কেচিৎ ভীতাঃ (শঙ্কিতাঃ) প্রাঞ্জলয়ঃ (কৃতাঞ্জলয়ঃ) [সন্তঃ] গৃণন্তি (স্তুবন্তি), মহর্ষিসিদ্ধসংঘাঃ (নারদাদয়ঃ) স্বস্তি ইতি উক্ত্বা পুষ্কলাভিঃ (মনোহরাভিঃ) স্তুতিভিঃ (স্তবৈঃ) ত্বাং বীক্ষন্তে (অবলোকয়ন্তি) ॥ ২১ ॥

প্রতিশব্দ।—এই সকল সুরগণ তোমার-মধ্যে প্রবেশ-করিতেছেন, কেহ ভীতভাবে কৃতাঞ্জলি [হইয়া] স্তব-করিতেছেন, মহর্ষি-এবং-সিদ্ধগণ স্বস্তি এই বলিয়া মনোহর স্তুতি-দ্বারা তোমাকে দর্শন-করিতেছেন ॥ ২১ ॥

ব্যাখ্যা।—দেখিতেছি, ভীষ্মাদিরূপে অবতীর্ণ এই সমস্ত দেবগণ আপনার বিরাট বিশ্বরূপ মধ্যে প্রবেশ করিতেছেন, আবার কেহ বা ভীত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে আপনাকে স্তব করিতেছেন। বশিষ্ঠ নার-

দাদি সিদ্ধ ঋষিগণ স্বস্তিবাক্য উচ্চারণ করিয়া মনোহর স্তুতির সহিত আপনাকে দর্শন করিতেছেন ॥ ২১ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—অথাধুনা পুরা যদ্বা জয়েম যদি বা নোজয়েয়ুরিতি অর্জ্জুনস্য সংশয় আসীৎ, তন্নির্ণয়ায় পাণ্ডবজয়মৈকান্তিকং দর্শয়ামীতি প্রবৃত্তোভগবান্ তং পশ্যন্নাহ অমী হীতি। কিঞ্চ অমী হি যুধ্যমানা যোদ্ধারস্ত্বাং সুরসংঘা যেহত্র ভূভারাবতারায়াবতীর্ণা বস্বাদিদেবসংঘা মনুষ্য-সংস্থানাস্ত্বাং বিশন্তি প্রবিশন্তোদৃশ্যন্তে, তত্র কেচিদ্ভীতাঃ প্রাঞ্জলয়ঃ সন্তোগৃণন্তি স্তবন্তি ত্বামন্যো পলায়নেহপ্যশক্তাঃ সন্তো যুদ্ধে প্রত্যুপস্থিতে উৎপাতাদিনিমিত্তান্যুপলক্ষ্য স্বস্ত্যস্তু জগত ইত্যুক্ত্বা মহর্ষিসিদ্ধসংঘাঃ মহর্ষীণাঞ্চ সিদ্ধানাঞ্চ সংঘাঃ স্তবন্তি ত্বাং স্তুতিভিঃ সম্পূর্ণাভিঃ ॥ ২১ ॥

আনন্দগিরি।—অমীহীত্যাদি সমনন্তরগ্রন্থস্য তাৎপর্য্যমাহ অথেতি। তং ভগবন্তং পাণ্ডবজয়মৈকান্তিকং দর্শয়ন্তং পশ্যন্নর্জ্জুনোব্রবীতীত্যাহ তং পশ্যন্নিতি। বিশ্বরূপস্যৈব প্রপঞ্চনার্থম-নন্তরগ্রন্থজাতমিতি দর্শয়তি কিঞ্চেতি। অসুরসংঘাইতিপদং স্থিত্বা ভূভারভূতাদুর্য্যোধনাদয়স্ত্বাং বিশন্তীত্যপি চ বক্তব্যং। উভয়োরপি সেনয়োরবস্থিতেষু যোদ্ধুকামেষবান্তরবিশেষমাহ অত্রেতি। সমরভূমৌ সমাগতানাং দ্রষ্টুকামানাং নারদপ্রভৃতীনাং তং পরিজিহীর্ষতাং স্তুতিপদেষু ভগবদ্বিষয়েষু প্রবৃত্তিপ্রকারং দর্শয়তি যুদ্ধইতি ॥ ২১ ॥

রামানুজ।— অমীসুরসংঘাঃ উৎকৃষ্টাস্তাং বিশ্বাশ্রয়মবলোক্য হৃষ্টমনস স্ত্বৎসমীপেবিশন্তি তেষ্বেব কেচিদত্যুগ্রমত্যদ্ভূতং চ তবাকার মালোক্য ভীতাঃ প্রাঞ্জলয়ঃ স্বজ্ঞানানুগুণং স্তুতিরূপাণি ব্যাক্যানি গৃণন্তি উচ্চারয়ন্তি, অপরে মহর্ষিসংঘাঃ সিদ্ধসংঘাশ্চ পরাবরতত্ত্বযাথাত্মবিদঃ স্বস্তী-ত্যুক্ত্বা পুষ্কলাভির্ভগবদনুরূপাভিঃ স্তবন্তি ॥ ২১ ॥

হনুমান্।—কিঞ্চ অমীতি। গৃণন্তি স্তবন্তি, পুষ্কলাভি পূর্ণার্থাভিঃ ॥ ২১ ॥

শ্রীধর।—কিঞ্চ অমী হীতি। অমী সুরসঙ্ঘা ভীতাঃ সন্তস্ত্বাং বিশন্তি শরণং প্রবিশন্তি, তেষাং মধ্যে কেচিদতিভীতা দূরত এব স্থিত্বা কৃতসম্পুটকরযুগলাঃ সন্তোগৃণন্তি জয় রক্ষ রক্ষেতি প্রার্থয়ন্তে স্পষ্টমন্যৎ ॥ ২১ ॥

বলদেব।—অমী সুরসংঘাস্ত্বাং শরণং বিশন্তি তেষু কেচিদ্ভীতা দূরতঃ স্থিত্বা প্রাঞ্জলয় সন্তো গৃণন্তি পাহি পাহি প্রভোহস্মানিতি প্রার্থয়ন্তে। মহতীং ভীতিমালক্ষ্য মহর্ষিসংঘাঃ সিদ্ধ-সংঘাশ্চ বিশ্বস্য স্বস্ত্যস্ত্বিত্যুক্ত্বা স্তবন্তি ॥ ২১ ॥

মধুসূদন।—অধুনা ভূভারসংহারকারিত্বমাত্মনঃ প্রকটয়ন্তং ভগবন্তং পশ্যন্নাহ। অমী হি সুরসংঘা বস্বাদিদেবগণা ভূভারাবতারার্থং মনুষ্যরূপেণাবতীর্ণাঃ যুধ্যমানাঃ সন্তস্ত্বা ত্বাং বিশন্তি প্রবিশন্তোদৃশ্যন্তে এবমসুরসঙ্ঘা ইতি পদচ্ছেদেন ভূভারভূতাঃ দুর্য্যোধনাদয়স্ত্বাং বিশন্তীত্যপি বক্তব্যঃ, এবমুভয়োরপি সেনয়োঃ কেচিদ্ভীতাঃ পলায়নেহপ্যশক্তাঃ সন্তঃ প্রাঞ্জলয়োগৃণন্তি ত্বাং এবং প্রত্যুপস্থিতে যুদ্ধে উৎপাতাদিনিমিত্তান্যুপলক্ষ্য স্বস্ত্যস্তু সর্ব্বস্য জগত ইত্যুক্তা মহর্ষিসিদ্ধসঙ্ঘা

নারদ প্রভৃতয়োযুদ্ধদর্শনার্থমাগতা বিশ্ববিনাশপরিহারায় স্তুবন্তি ত্বাং স্তুতিভির্গুণোৎকর্ষপ্রতিপাদিকাভির্বাগ্‌ভিঃ পুষ্কলাভিঃ পরিপূর্ণার্থাভিঃ ॥ ২১ ॥

নীলকণ্ঠ।—ব্যথামেবাহ অমী হীতি। হি যতঃ অমী ত্বা ত্বাং অসুরসঙ্ঘাঃ অসুরাংশাঃ দুর্যোধনাদয়স্ত্বাং পতঙ্গাঃ অনলমিব অদৃষ্টপ্রেরিতাঃ বিশন্তি মরণায়েত্যর্থঃ, কেচিদ্ভীতাঃ প্রাঞ্জলয়ো বদ্ধাঞ্জলয়োগৃণন্তি স্তুবন্তি ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ।—ত্বা ত্বাং ॥ ২১ ॥

তাৎপর্য্য।—বিশ্বের ভীতিজনক বিশাল কলেবর বিরাড় রূপ দর্শনে অর্জ্জুনের হৃদয়ে সম্প্রতি যে যে ভাব উদ্ভূত হইয়াছে, এবং তাঁহাকে বিশ্ব সংহারক রূপে দর্শন করিয়া তাঁহার চিত্তে যেরূপ বিস্ময় সংবলিত ভক্তির আবির্ভাব হইয়াছে, তাহাই এই শ্লোকে পরিব্যক্ত করিতেছেন। অর্জ্জুন বলিতেছেন, এই পরিদৃশ্যমান যুদ্ধক্ষেত্রে বসু (ভীষ্ম) প্রভৃতি দেবগণ যুদ্ধার্থ সমাগত হইয়াছেন, ভূভার হরণ করিয়া জগতে শান্তি স্থাপন এবং পাপের দণ্ড সহকারে পুণ্যের উন্নতি সাধন তাঁহাদিগের লক্ষিত। আমি দেখিতেছি, সেই সকল পুণ্যশীল বীরপুঙ্গব হে জনার্দ্দন! তোমার মধ্যে প্রবেশ করিতেছে অর্থাৎ তোমার কবলগত হইতেছে। অপিচ দুর্য্যোধন দুঃশাসন প্রভৃতি হিংসাপ্রবণ ক্রূর হৃদয় অসুরগণও নিরন্তর তোমার মধ্যে প্রবেশ করিতেছে অর্থাৎ তোমাতেই আত্ম সমর্পণ করিতেছে। এই দেবপ্রকৃতিক এবং অসুরপ্রকৃতিক উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে কেহ কেহ ভয় বিহ্বল হইয়া পলায়নে উদ্যোগী হইতেছেন। কিন্তু তাহাতে অশক্ত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কাতর ভাবে "রক্ষা কর তোমার জয় হউক, ত্রাণ কর" ইত্যাদি বাক্যে তোমার স্তব করিতেছেন। আর এই আগত প্রায় বিষম সমরাঙ্গনে বসুন্ধরা ভস্মীভূত হইবে, এবং চতুর্দ্দিকে হাহাকার ও রোদন ধ্বনি সমুত্থিত হইবে, সতী কুলকামিনীগণ বৈধব্যের কঠিন পেষণে নিষ্পেষিত হইবে, শিশুগণ পিতৃহীন ও সহায়হীন হইয়া কুকার্য্যরত ও হীনবৃত্তি অবলম্বন করিবে, পৃথিবী বীরহীনা হইবে, ইত্যাকার বহুবিধ সম্ভাবিত দুর্দ্দশার কল্পনা করিয়া যুদ্ধ দর্শনার্থ সমাগত নারদাদি মহর্ষিগণ এবং সিদ্ধগণ "পৃথিবীর মঙ্গল হউক" "যুদ্ধার্থীগণের সুমতি হউক" ইত্যাদি বাক্যে কল্যাণ কামনা করিতেছেন; এবং এই সর্ব্বনাশ নিবারণের নিমিত্ত বিবিধ বিধানে সম্পূর্ণভাবে তোমার স্তব গান করিতেছেন।

"পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে" (১১শ অধ্যায় ১৫শ শ্লোক) ইত্যাদি বাক্যে যে ভাব অর্জ্জুন ব্যক্ত করিয়াছেন, বর্ত্তমান শ্লোকে "অমী হি ত্বাং সুরসংঘা বিশন্তি" এই বাক্যেও সেই ভাবেরই পুনরুল্লেখ হইতেছে। এই দোষ পরিহার করিবার অভিপ্রায়ে পূজ্যপাদ শ্রীমদ্রাঘবেন্দ্র যতি লিখিয়াছেন, যে প্রথমোক্ত স্থলে অনুক্ত দেবগণ লক্ষিত, এবং বর্ত্তমান স্থলে মুক্ত দেবগণ লক্ষিত হইয়াছেন। "প্রবেশো নির্গমশ্চৈব মুক্তানাং স্বেচ্ছয়া ভবেৎ।" অর্থাৎ মুক্তগণের স্বেচ্ছাক্রমে প্রবেশ ও নির্গম ঘটিয়া থাকে।

পূর্ব্বে "যদ্বা জয়েম যদি বা ন জয়েয়ুঃ" (২য় অধ্যায় ৬ষ্ঠ শ্লোক) ইত্যাদি বাক্যে অর্জ্জুন জয় পরাজয় সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু এক্ষণে তাঁহার হৃদয় হইতে সে সন্দেহান্ধকার নিঃশেষে অপগত হইয়াছে। কারণ তিনি সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পাইতেছেন যে, দেবাসুরগণ অবিরত যাঁহার মধ্যে প্রবেশ করিতেছে, কোনরূপেই যাঁহার হস্ত হইতে কেহই পরিত্রাণ লাভ করিতেছে না, সেই পূর্ণ পুরুষ নারায়ণ যখন তাঁহার সহায়, তখন জয় সম্বন্ধে আর কোনই সন্দেহ থাকিতে পারে না।

মূলে "সিদ্ধ" শব্দের উল্লেখ আছে। জ্ঞান প্রভাবে যাঁহারা ব্রহ্মাববোধ লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা সিদ্ধ পুরুষ। যোগ বলে যাঁহারা অনিমাদি সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারাও সিদ্ধ পুরুষ॥ ২১॥

——(:*:)——

রুদ্রাদিত্যা বসবো যে চ সাধ্যা
বিশ্বেঽশ্বিনৌ মরুতশ্চোষ্মপাশ্চ।
গন্ধর্ব্বযক্ষাসুরসিদ্ধসঙ্ঘা
বীক্ষন্তে ত্বাং বিস্মিতাশ্চৈব সর্ব্বে॥ ২২॥

অন্বয়।—রুদ্রাদিত্যাঃ বসবঃ যে চ সাধ্যাঃ (সাধ্যনামকাঃ দেবাঃ) বিশ্বে (বিশ্বসংজ্ঞকাঃ দেবাঃ) অশ্বিনৌ মরুতঃ (বায়বঃ) চ উষ্মপাঃ (পিতরঃ) চ গন্ধর্ব্বযক্ষাসুরসিদ্ধসঙ্ঘাঃ সর্ব্বে এব বিস্মিতাঃ [সন্তঃ] ত্বাং বীক্ষন্তে (নিরীক্ষন্তে) চ॥ ২২॥

প্রতিশব্দ।—রুদ্রগণ-আদিত্যগণ, অষ্টবসু, এবং যে-সকল সাধ্য নামক-দেবতা, বিশ্বদেবগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, মরুদ্গণ, এবং পিতৃগণ গন্ধর্ব্ব-যক্ষ-অসুর-এবং-সিদ্ধগণ সকলে-ই বিস্মিত [হইয়া] তোমাকে নিরীক্ষণ-করিতেছে ॥ ২২ ।

ব্যাখ্যা।—আরও দেখিতেছি, রুদ্রগণ, দ্বাদশ আদিত্য, অষ্টবসু, এবং সাধ্যগণ, বিশ্বদেবগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, মরুদ্গণ, এবং উষ্মপা প্রভৃতি পিতৃগণ, চিত্ররথপ্রমুখ গন্ধর্ব্বগণ, কুবেরপ্রমুখ যক্ষগণ, বিরোচনাদি দৈত্যগণ, কপিলাদি সিদ্ধগণ সকলেই বিস্মিত হইয়া আপনাকে সন্দর্শন করিতেছেন ॥ ২২ ॥

শঙ্করাচার্য্য। কিঞ্চান্যৎ রুদ্রেতি। রুদ্রাদিত্যা বসবোযে চ সাধ্যা রুদ্রাদয়োগণাঃ বিশ্বেঽশ্বিনৌ বিশ্বে দেবাঃ অশ্বিনৌ চ দেবৌ মরুতশ্চ বায়ব উষ্মপাশ্চ পিতরোগন্ধর্ব্বযক্ষাসুরসিদ্ধসংঘাঃগন্ধর্ব্বা হাহাহুহু প্রভৃতয়োযক্ষাঃ কুবেরপ্রভৃতয়ঃ অসুরা বিরোচনপ্রভৃতয়ঃ সিদ্ধাঃ কপিলাদয়স্তেষাং সংঘাঃ গন্ধর্ব্বযক্ষাসুরসিদ্ধসংঘাস্তে বীক্ষন্তে পশ্যন্তি ত্বা ত্বাং বিস্মিতাঃ বিস্ময়মাপন্নাঃ সন্তএব সর্ব্বে ॥ ২২ ॥

আনন্দগিরি।—দৃশ্যমানস্য ভগবদ্রূপস্য বিস্ময়করত্বে হেত্বন্তরমাহ কিঞ্চেতি। তএবোক্তা রুদ্রাদয়ঃ সর্ব্বে বিস্ময়মাপন্নাস্ত্বাং পশ্যন্তীতি সম্বন্ধঃ ॥ ২২ ॥

রামানুজ।—উষ্মপা পিতরঃ "উষ্মভাগাহিপিতরঃ" ইতি শ্রুতেঃ। এতেসর্ব্বে বিস্ময়মাপন্নাস্ত্বাং বীক্ষন্তে ॥ ২২ ॥

হনুমান্।—রুদ্রাদিত্যেতি বিশ্বেহি বিশ্বেদেবাঃ উষ্মপাঃ পিতরঃ ॥ ২২ । ২৩ ॥

শ্রীধর।—কিঞ্চ রুদ্রেতি। রুদ্রাশ্চ আদিত্যাশ্চ বসবশ্চ যে চ সাধ্যা নাম দেবাঃ বিশ্বে বিশ্বেদেবাঃ অশ্বিনৌ দেবৌ মরুতোমরুদ্গণাশ্চ উষ্মাণং পিবন্তীত্যুষ্মপাঃ পিতরঃ। "উষ্মভাগা হি পিতরঃ" ইতি শ্রুতেঃ, স্মৃতিশ্চ "যাবদুষ্ণং ভবেদন্নং তাবদশ্নন্তি বাগ্যতাঃ। তাবদশ্নন্তি পিতরোযাবন্নোক্তা হবির্গুণাঃ ॥" গন্ধর্ব্বাশ্চ যক্ষাশ্চ অসুরাশ্চ বিরোচনাদয়ঃ সিদ্ধসংজ্ঞাঃ সিদ্ধানাং সংঘাশ্চ সর্ব্ব এব বিস্মিতাঃ সন্তস্ত্বাং বীক্ষন্ত ইত্যন্বয়ঃ ॥ ২২ ॥

বলদেব।—রুদ্রেতি স্ফুটং। উষ্মপাঃ পিতরঃ উষ্মাণং পিবন্তীতি নিরুক্তেঃ। "উষ্মভাগা হি পিতর" ইতি শ্রুতেশ্চ ॥ ২২ ॥

মধুসূদন।—কিং চান্যৎ রুদ্রাশ্চাদিত্যাশ্চ বসবোযে চ সাধ্যা নাম দেবগণা বিশ্বে তুল্যবিভক্তিকবিশ্বেদেবশব্দাভ্যামুচ্যমানা দেবগণাঃ অশ্বিনৌ নাসত্যদস্রৌ মরুত একোনপঞ্চাশদ্দেবগণাঃ উষ্মপাশ্চ পিতরঃ গন্ধর্ব্বাণাং যক্ষাণামসুরাণাং সিদ্ধানাং চ জাতিভেদানাং সঙ্ঘাঃ

সমূহাবীক্ষন্তে পশ্যন্তি ত্বাং তাদৃশাদ্ভুতদর্শনাত্তে সর্ব্ব এব বিস্মিতাশ্চ বিস্ময়লৌকিকচমৎকারবিশেষমাপদ্যন্তে চ॥ ২২ ॥

নীলকণ্ঠ।—কিঞ্চ, যে ত্বদনুগৃহীতাঃ রুদ্রাদয়স্তেঽপি বিস্মিতাঃ সর্ব্বে ত্বাং বীক্ষন্ত ইত্যাহ রুদ্রাদিত্যা ইতি সাধ্যাঃ বিশ্বে চ দেবগণবিশেষৌ রুদ্রাদিত্যবৎ জ্ঞেয়ৌ, উষ্মপাঃ পিতরঃ গন্ধর্ব্বাণাং যক্ষাণাং অসুরাণাং সিদ্ধানাং জাতিভেদানাং সঙ্ঘাঃ সমূহাঃ এতে, শেষং স্পষ্টম্॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ।—উষ্মাণং পিবন্তীতি উষ্মপাঃ "উষ্মভাগাহি পিতর" ইতি শ্রুতেঃ॥ ২২।২৩॥

তাৎপর্য্য।—শ্রীভগবানের মহিমা দর্শনে কেবল যে অর্জ্জুনই বিস্ময় পরিপ্লুত হইয়াছেন এরূপ নহে, অপিচ অন্যান্য অনেক সুমহৎ ব্যক্তিরও তাদৃশ অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে, ইহাই এই শ্লোকে পরিব্যক্ত করিতেছেন। রুদ্র (১৮৫২ পৃষ্ঠার টীপ্পনী দ্রষ্টব্য) আদিত্য, (১৮৪৬ পৃষ্ঠা টীপ্পনী দ্রষ্টব্য) বসু, (৭৩ পৃষ্ঠা টীপ্পনী দ্রষ্টব্য) সাধ্য দেবগণ * বিশ্বদেবগণ, (৬৩৬ পৃষ্ঠা টীপ্পনী দ্রষ্টব্য) অশ্বিনীকুমারদ্বয়, মরুৎ নামাভিধেয় একোনপঞ্চাশৎ দেবগণ, (১৮৮৮ পৃষ্ঠা টীপ্পনী দ্রষ্টব্য) উষ্মপা অর্থাৎ পিতৃদেবগণ, হাহা হুহু প্রভৃতি গন্ধর্ব্বগণ (১৮৬৮ পৃষ্ঠা টীপ্পনী দ্রষ্টব্য) কুবের প্রভৃতি যক্ষগণ (১৭২৭।১৮৫৪ পৃষ্ঠা টীপ্পনী দ্রষ্টব্য বিরোচন † প্রভৃতি অসুরগণ কপিলাদি সিদ্ধ পুরুষগণ তত্তাবতেই অতীব চমৎকৃত ও বিস্মিত হইয়া তোমাকে অবলোকন করিতেছেন।

মূলে "উষ্মপা" শব্দের উল্লেখ আছে। শ্রুতি বলিয়াছেন, "উষ্মভাগা হি পিতরঃ" অর্থাৎ পিতৃগণ উষ্ম গ্রহণ করেন। স্মৃতি বলিতেছেন "যাবদুষ্ণং ভবেদন্নং তাবদশ্নন্তি বাগ্‌যতাঃ। তাবদশ্নন্তি পিতরো যাবন্নোক্তা হবির্গুণাঃ॥" (রঘুনন্দন কৃত শ্রাদ্ধতত্ত্ব) যে পর্য্যন্ত অন্ন উষ্ণ থাকে, সেই পর্য্যন্ত পিতৃগণ বাক্য সংযম করেন; এবং যে পর্য্যন্ত ঘৃতের গুণ না কথিত হয়, সেই পর্য্যন্তই আহার করেন। নিরুক্ত শাস্ত্রেও "উষ্মাণং পিবন্তি" অর্থাৎ উষ্ণ দ্রব্য পান করেন, এইরূপ উল্লেখ আছে॥ ২২ ॥

---

* সাধ্য।—"মনো মন্তা তথা প্রাণো নরো২পানশ্চ বীর্য্যবান্। বিনির্ভয়ো নয়শ্চৈব দংশো নারায়ণো বৃষঃ। প্রভুশ্চেতি সমাখ্যাতাঃ সাধ্যা দ্বাদশ পৌর্ব্বিকাঃ॥" (অগ্নিপুরাণ গণভেদ নামাধ্যায়) এই দ্বাদশ দেবতা সাধ্য দেব নামে বিখ্যাত।

† ধার্ম্মিকোত্তম হরিভক্ত প্রহ্লাদের পুত্র। যে বলি ভগবানের অবতার বামনদেবকে ত্রিপাদ ভূমি দান করিয়া, অক্ষয় কীর্ত্তি সংস্থাপন করিয়াছিলেন, সেই বলি বিরোচনের পুত্র।

রূপং মহত্তে বহুবক্ত্রনেত্রং
মহাবাহো! বহুবাহূরুপাদম্।
বহূদরং বহুদংষ্ট্রাকরালং
দৃষ্ট্বা লোকাঃ প্রব্যথিতাস্তথাহম্ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়।—হে মহাবাহো! বহুবক্ত্রনেত্রং (বহুবদননেত্রসংযুক্তং) বহুবাহূরুপাদং (অনেকভুজোরুচরণ বিশিষ্টং) বহূদরং (বহুনি উদরাণি যস্মিন্ তৎ তথাভূতং) বহুদংষ্ট্রাকরালং (বহুদশনৈর্ভয়ানকং) তে (তব) মহৎ রূপং (আকৃতিং) দৃষ্ট্বা লোকাঃ প্রব্যথিতাঃ (ভয়েন পীড়িতাঃ) তথা অহং [অপি] [প্রব্যথিতঃ] ॥ ২৩ ॥

প্রতিশব্দ।—হে মহাবাহো! বহুবদন-এবং-নেত্র-সংযুক্ত, অসংখ্য-বাহু-উরু-চরণ-বিশিষ্ট অসংখ্য-উদর-যুক্ত, বহু-দংষ্ট্রা-দ্বারা-ভয়ানক তোমার মহৎ আকৃতিকে দেখিয়া লোক-সকল ভীত-হইয়াছে, তদ্রূপ আমি [ও] [ভীত-হইয়াছি] ॥ ২৩ ॥

ব্যাখ্যা।—হে মহাবাহো! আপনার অসংখ্যবদন অসংখ্যনেত্র শোভিত, অসংখ্য বাহু অসংখ্য উরু অসংখ্যচরণ বিশিষ্ট, অসংখ্য উদর যুক্ত, অসংখ্য ভীম দংষ্ট্রা দ্বারা ভীষণ দর্শন এই ভয়াবহ মূর্ত্তি দেখিয়া লোকসকল অত্যন্ত ভীত হইয়াছে, এবং আমিও অত্যন্ত ত্রাসযুক্ত হইয়াছি ॥ ২৩ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—যস্মাৎ রূপমিতি। রূপং মহদতিপ্রমাণং তে তব বহুবক্ত্রনেত্রং বহুনি বক্ত্রাণি মুখানি নেত্রাণি চক্ষুংষি চ যস্মিংস্তদ্রূপং বহুবক্ত্রনেত্রং হে মহাবাহো! বহুবাহূরুপাদং বহবো বাহবঃ উরবঃ পাদাশ্চ যস্মিন্ রূপে তদ্বহুবাহূরুপাদং কিঞ্চ বহূদরং বহুনি উদরাণি যস্মিন্নিতি তৎ বহূদরং বহুদংষ্ট্রাকরালং বহ্বীভিঃ দংষ্ট্রাভিঃ করালং বিকৃতং তদ্বহুদংষ্ট্রাকরালং দৃষ্ট্বা রূপমীদৃশং লোকাঃ লৌকিকাঃ প্রাণিনঃ প্রব্যথিতাঃ প্রচলিতা ভয়েন, তথাহম্ ॥ ২৩ ॥

আনন্দগিরি।—লোকত্রয়ং প্রব্যথিতমিত্যুক্তমুপসংহরতি যস্মাদিতি। ঈদৃশং যস্মাত্তে রূপং তস্মাত্ত্বাং দৃষ্ট্বেতি যোজনা। ভয়েন লৌকিকবদহমপি ব্যথিতোব্যথাং পীড়াং দেহেন্দ্রিয়প্রচলনং প্রাপ্তোঽস্মীত্যাহ তথেতি ॥ ২৩ ॥

রামানুজ।—বহ্বীভির্দংষ্ট্রাভিরতিভীষণাকারং লোকা পূর্ব্বোক্তাঃ প্রতিকূলানুকূল-মধ্যস্থা স্ত্রিবিধাঃ সর্ব্ব এবাহং চ ভবেদ মীদৃশং রূপং দৃষ্ট্বাতীব ব্যথিতা ভবামঃ ॥ ২৩ ॥

শ্রীধর।—কিঞ্চ রূপমিতি হে মহাবাহো! মহদত্যুর্জ্জিতং তব রূপং দৃষ্ট্বা লোকাঃ সর্ব্বে প্রব্যথিতা অতিভীতাঃ, তথাহঞ্চ প্রব্যথিতোহস্মি, কীদৃশং রূপং দৃষ্ট্বা, বহূনি বক্ত্রাণি নেত্রাণি চ যস্মিংস্তৎ, বহবোবাহব উরবঃ পাদাশ্চ যস্মিংস্তৎ বহূন্যুদরাণি যস্মিংস্তৎ বহ্বীভির্দ্দংষ্ট্রাভিঃ করালং বিকৃতং রৌদ্রমিত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

বলদেব।—লোকত্রয়ং প্রব্যথিতমিত্যুক্তমুপসংহরতি রূপং মহদিতি। বহুভির্দংষ্ট্রাভিঃ করালং রৌদ্রম্। স্ফুটমন্যৎ তথাহমিত্যস্যোত্তরেণ সম্বন্ধঃ ॥ ২৩ ॥

মধুসূদন।—লোকত্রয়ং প্রব্যথিতমিত্যুক্তমুপসংহরতি। হে মহাবাহো! তে তব রূপং দৃষ্টা লোকাঃ সর্ব্বেঽপি প্রাণিনঃ প্রব্যথিতোভয়েন, কীদৃশম্ তে রূপং মহৎ অতিপ্রমাণং বহূনি বক্ত্রাণি নেত্রাণি চ যস্মিন্ তৎ বহবোবাহব উরবঃ পাদাশ্চ যস্মিন্ তৎ বহূন্যুদরাণি যস্মিন্ তৎ বহুভির্দ্দংষ্ট্রাভিঃ করালমতিভয়ানকং দৃষ্ট্বৈব মৎসহিতাঃ সর্ব্বে লোকা ভয়েন পীড়িতাইত্যর্থঃ ॥২৩॥

নীলকণ্ঠ।—পুনর্লোকানামাত্মনশ্চ ব্যথামাহ রূপমিতি। মহাবাহো! তে তব করালং মহারূপং দৃষ্ট্বা লোকাঃ ব্যথিতা স্তথাহহঞ্চ ব্যথিত ইতি যোজনা ॥ ২৩ ॥

তাৎপর্য্য।—অর্জ্জুন পূর্ব্ববৎ স্বকীয় ভীতিসংবলিত বিস্ময় ও ভক্তি-সহকৃত আবেগ বিজ্ঞাপিত করিতেছেন। তিনি বলিতেছেন, হে বিশ্ব-রূপ! তোমার এই কলেবর অপরিমেয়। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি ঈশ্বর আদি মধ্য ও অন্তনির্ণয়ে আমার শক্তি নাই। অতএব তোমার এই দিব্য দেহ প্রমাণাতীত সুমহৎ বলিয়া আমি অনুধাবন করিতেছি। তোমার এই বিরাট দেহের সহিত বহুবদন এবং নয়ন সংযুক্ত রহিয়াছে একথা পূর্ব্বেও আমার মুখ হইতে ব্যক্ত হইয়াছে; তথাপি এই অত্যাশ্চর্য্য, অলৌকিক ও বিস্ময় জনক ব্যাপার সন্দর্শনে আমি পুনরায় সেই কথার আবৃত্তি না করিয়া থাকিতে পারিতেছিনা। হে বিশ্বেশ্বর! তোমার এই সুমহৎ শরীরে বহু বাহু বহু উরু এবং বহু পাদ আমি দর্শন করিতেছি। অপিচ তোমার দেহে অনেক উদর সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে দেখিতেছি। তোমার বদনসমূহে ভীষণাকার অসংখ্য দন্ত পরিদৃষ্ট হইতেছে। হে অমিত পরাক্রমশালিন্! দেব দেব! তোমার এই ভীষণ কলেবর সন্দর্শনে লোকসমূহের অধিবাসীবর্গ ভয়ে অতিশয় ব্যথিত ও বিচলিত হইয়াছে। এবং আমিও তাহাদিগের ন্যায় একান্ত ভীতিবিহ্বল হইয়াছি।

মূলে "লোক" শব্দের উল্লেখ আছে। পূজ্যপাদ শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য বলেন, পূর্ব্বকথিত যুদ্ধ দর্শনার্থ সমাগত প্রতিকূল, অনুকূল এবং মধ্যস্থ এই তিন সম্প্রদায়ের লোক লক্ষিত হইয়াছে। শ্রীমদ্রাঘবেন্দ্র যতি লিখিয়াছেন যে, ভক্তবর্গই লোক শব্দে লক্ষিত। অপিচ ত্রিলোকবাসী ভক্তাভক্ত তাবৎকেই লক্ষ্য করিয়া এই শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, এরূপও মনে করা যাইতে পারে। মূলে "মহাবাহো" এই সম্বোধন পদ প্রযুক্ত হইয়াছে। শ্রীভগবানের অনন্তশক্তি ও অপরিসীম পরাক্রম ঘোষণা করিবার নিমিত্তই এই সম্বোধন পদের বিন্যাস হইয়াছে।

বিস্ময়ের অত্যধিক প্রাবল্যে অর্জ্জুনের উক্তিতে একভাব ব্যঞ্জক অনেক কথার পুনরাবৃত্তি হইতেছে ; ইহা দোষাবহ বলিয়া কেহই মনে করেন না।

বিশ্বরূপ প্রদর্শনের প্রারম্ভে শ্রীভগবান্ বলিয়াছিলেন; "পশ্যমে পার্থ রূপাণি শতশোঽথ সহস্রশঃ" (১১শ অধ্যায় ৫ম শ্লোক) ইত্যাদি। এক্ষণে সেই বিশ্বরূপে অনন্ত পাদ, উরু,উদর, বদন, নেত্র, ও দংষ্ট্রা অর্জ্জুনের নয়ন পথবর্ত্তী হইয়াছে। এবং তিনি অপরিছিন্ন, সর্ব্বগত, অপরিমেয়, বহু আকার বিশিষ্ট রূপদর্শনে বিমোহিত হইয়াছেন। সুতরাং পূর্ব্বোদ্ধৃত ভগবদুক্তি অর্জ্জুন বাক্যে নিঃসংশয়িত সমর্থিত হইতেছে ॥ ২৩ ॥

—(*)—

নভঃস্পৃশং দীপ্তমনেকবর্ণং
ব্যাত্তাননং দীপ্তবিশালনেত্রম্ ।
দৃষ্ট্বা হি ত্বাং প্রব্যথিতান্তরাত্মা
ধৃতিং ন বিন্দামি শমঞ্চ বিষ্ণো ! ॥ ২৪ ॥

অন্বয়।—হে বিষ্ণো ! নভস্পৃশং (আকাশব্যাপিনং) দীপ্তং (তেজোযুক্তং) অনেকবর্ণং (বিবিধবর্ণযুক্তং) ব্যাত্তাননং (বিবৃতমুখং) দীপ্তবিশালনেত্রং (প্রজ্বলিতবিস্তীর্ণচক্ষুষং) ত্বাং দৃষ্ট্বা হি প্রব্যথিতান্তরাত্মা (ব্যথিতমনাঃ) অহং ধৃতিং (ধৈর্য্যং) শমং (শান্তিং) চ ন বিন্দামি (লভে) ॥ ২৪ ॥

প্রতিশব্দ।—হে বিষ্ণো! আকাশব্যাপী, তেজোময়, বিবিধ-বর্ণযুক্ত, ব্যাদিতবদন, প্রজ্বলিত-বিশালনেত্র তোমাকে দেখিয়া পীড়িতহৃদয় আমি ধৈর্য্যকে এবং শান্তিকে লাভ-করিতেছি না ॥ ২৫ ॥

ব্যাখ্যা।—হে বিষ্ণো! আপনার গগনস্পর্শী তেজোময় বিরাট আকৃতি স্থলে স্থলে বিবিধ বর্ণের সমাবেশে ভয়ঙ্কর দেখাইতেছে; ইহার করাল মুখ সকল ব্যাদিত হইয়া রহিয়াছে, বিশাল চক্ষুসমূহ যেন জ্বলিতেছে; এই ভয়াবহ রূপ দেখিয়া আমার অন্তরাত্মা বিচলিত হইতেছে। আমি কিছুতেই ধৈর্য্য বা শান্তিলাভ করিতে পারিতেছি না ॥ ২৪ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—তত্রেদং কারণং নভঃস্পৃশমিতি। নভঃস্পৃশং দ্যুস্পর্শমিত্যর্থঃ দীপ্তং প্রজ্বলিতং অনেকবর্ণং অনেকে বর্ণা ভয়ঙ্করা নানাসংস্থানা যস্মিংস্ত্বয়ি তং ত্বামনেকবর্ণং ব্যাত্তাননং ব্যাত্তানি বিবৃতানি আননানি মুখানি যস্মিন্ ত্বয়ি তং ত্বাং ব্যাত্তাননং দীপ্তবিশালনেত্রং দীপ্তানি প্রজ্বলিতানি বিশালানি বিস্তীর্ণানি নেত্রাণি যস্মিংস্তয়ি তং ত্বাং দীপ্তবিশালনেত্রং দৃষ্ট্বা হি ত্বাং প্রব্যথিতান্তরাত্মা প্রব্যথিতঃ প্রভীতোঽন্তরাত্মা সন্ ধৃতিং ধৈর্য্যং ন বিন্দামি ন লভে শমঞ্চোপশমং মনস্তুষ্টিং হে বিষ্ণো! ॥ ২৪ ॥

আনন্দগিরি।—অর্জ্জুনস্য বিশ্বরূপদর্শনেন ব্যথিতত্বে হেতুমাহ তত্রেতি ॥ ২৪ ॥

রামানুজ।—নভঃশব্দঃ "তদক্ষরে পরমে ব্যোমন্, আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ, ক্ষয়ং তমস্য রজসঃ পরাকে যে অস্যাধ্যক্ষঃ পরমে বোমন্" ইত্যাদি শ্রুতিসিদ্ধ ত্রিগুণপ্রকৃত্যতীত পরম ব্যোমবাচী সবিকারস্য প্রকৃতিতত্ত্বস্য পুরুষস্য চ সর্ব্বাবস্থস্যাকৃৎস্নস্যাশ্রয়তয়া নভঃস্পৃশমিতি বচনাৎ। "দ্যাবাপৃথিব্যোরিদ মন্তরং হি ব্যাপ্তং" ইতি পূর্ব্বোক্তত্বাচ্চ দীপ্তমনেকবর্ণং ব্যাত্তাননং দীপ্ত বিশালনেত্রং ত্বাং দৃষ্ট্বা প্রব্যথিতান্তরাত্মা অত্যন্তভীতমনা ধৃতিংন বিন্দামি দেহস্য ধারণং ন লভে, মনসশ্চেন্দ্রিয়াণাং চ শমংনলভে। বিষ্ণো! ব্যাপিন্! সর্ব্বব্যাপিনমতিমাত্র মত্যদ্ভূত মতিঘোরং চ ত্বাং দৃষ্ট্বা প্রশিথিলসর্ব্বাবয়বো ব্যাকুলেন্দ্রিয়শ্চ ভবামীত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

হনুমান্।—নভইতি ব্যাত্তাননং ব্যাত্তানি বিস্তৃতান্যাননানি যস্য সোব্যাত্তাননঃ শমং সুখং ॥ ২৪ ॥

শ্রীধর।—ন কেবলং ভীতোঽহমেতাবদেব অপি তু নভ ইতি। নভঃ স্পৃশতীতি নভঃস্পৃক্ তং অন্তরীক্ষব্যাপিনমিত্যর্থঃ, দীপ্তং তেজোযুক্তং, অনেকে বর্ণা যস্য তং ব্যাত্তানি বিবৃতান্যাননানি যস্য তং, দীপ্তানি বিশালানি নেত্রাণি যস্য তং, এবম্ভূতং হি ত্বাং দৃষ্টা। প্রব্যথিতোঽন্তরাত্মা মনোযস্য সোঽহং ধৃতিং ধৈর্য্যমুপশমঞ্চ ন লভে ॥ ২৪ ॥

বলদেব।—তথৈতদ্রূপোপসংহারফলকং দৈন্যং প্রকাশয়ন্নাহ নভঃস্পৃশমিতি দ্বাভ্যাং অহঞ্চ ত্বাং দৃষ্ট্বা প্রব্যথিতান্তরাত্মা ভীতোদ্বিগ্নমনাঃ সন্ ধৃতিমুপশমং চ ন বিন্দামি ন লভে হে বিষ্ণো কীদৃশং নভঃস্পৃশমন্তরীক্ষব্যাপিনং ব্যাত্তাননং বিস্তৃতাস্যং ব্যক্তার্থমন্যৎ। অত্র কালরূপত্বদর্শনহেতুকো ভয়ানকরসঃ স্বস্থোক্তঃ ॥ ২৪ ॥

মধুসূদন।—ভয়ানকত্বমেব প্রপঞ্চয়তি। ন কেবলং প্রব্যথিত এবাহং ত্বাং দৃষ্ট্বা, কিন্তু প্রব্যথিতোহন্তরাত্মা মনোযস্য সোঽহং ধৃতিং ধৈর্য্যং দেহেন্দ্রিয়াদিধারণসামর্থ্যং শমং চ মনঃ প্রসাদং ন বিন্দামি ন লভে হে বিষ্ণো! ত্বাং কীদৃশং নভস্পৃশমন্তরীক্ষব্যাপিনং দীপ্তং প্রজ্জলিতং অনেকবর্ণং ভয়ঙ্করনানাসংস্থানযুক্তম্ ব্যাত্তাননং বিবৃতমুখং দীপ্তবিশালনেত্রং প্রজ্বলিতবিস্তীর্ণচক্ষুষং ত্বাং দৃষ্টা হি এব প্রব্যথিতান্তরাত্মাহং ধৃতিং শমং চ ন বিন্দামীত্যন্বয়ঃ ॥ ২৪ ॥

নীলকণ্ঠ।—করালত্বপ্রপঞ্চনেন স্বব্যথামেবাহ নভ ইতি। নভঃস্পৃশং ব্যোমব্যাপি, (ইগুপধলক্ষণঃ কঃ, তেন নভস্পৃশশব্দোঽকারান্তঃ,) দীপ্তং অগ্নিবজ্জ্বলমানং ব্যাত্তাননং বিস্তারিতমুখং দীপ্তবিশালনেত্রং রক্তনেত্রমিত্যর্থঃ, হি প্রত্যক্ষং ত্বা ত্বাম্ দৃষ্ট্বা প্রব্যথিতান্তরাত্মা প্রকর্ষেণ ব্যথিতচিত্তঃ ধৃতিং ধৈর্য্যং ন বিন্দামি ন লভে শমঞ্চ ন লভে, হে বিষ্ণো! ব্যাপক! ভয়ানকং ত্বদাক্রান্তং দেশং ত্যক্ত্বাঽন্যত্র গন্তুমশক্যং তব ব্যাপকত্বাদিতি ভাবঃ ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ।—শমং উপশমং ॥ ২৪ ॥

তাৎপর্য্য।—শ্রীভগবানের এতাদৃশ ভয়ঙ্কর বিশ্বরূপ দর্শনে অর্জ্জুন যে কেবল মাত্র ভয়বিচলিত হইয়াছেন এমন নহে। অধিকন্তু তিনি ধৈর্য্য বিহীন ও শান্তি শূন্য হইয়াছেন; এই জন্য বলিতেছেন, হে বিশ্বধৃৎ! নারায়ণ! তোমার এই কলেবর ঊর্দ্ধে সমুত্থিত হইয়া নভোমণ্ডল স্পর্শ করিয়াছে; তোমার শরীরে নানাবিধ বিচিত্র বর্ণের সমাবেশ দেখিতেছি। তোমার মুখ গহ্বর সমূহ বিবৃত, অর্থাৎ তোমার অসংখ্য বদন বিবর উন্মুক্ত রহিয়াছে; তোমার অসংখ্য বদনে অসংখ্য অত্যুজ্জ্বল অত্যুগ্র বহুবিস্তৃত নেত্রসমূহ সংস্থাপিত রহিয়াছে। এই সকল অলৌকিক ভয়ঙ্কর ব্যাপার দর্শনে আমার অন্তঃকরণ একান্ত বিচলিত হইয়াছে। একথা আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এখনও আবার তোমাকে তাহা জানাইতেছি। অধিকন্তু হে বিশ্বপালক! আমি কোন মতেই ধৈর্য্য ও উপশম লাভ করিতে পারিতেছি না। হে ভগবন্! আমার অন্তরাত্মা এতই বিচলিত হইয়াছে যে আমি কোন ক্রমেই তাহাকে শান্ত ও সুস্থির করিতে সমর্থ হইতেছি না।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য কয়েকটী শ্রুতি দ্বারা সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, "নভঃ" শব্দ দ্বারা ত্রিগুণাতীত পরম ব্যোম লক্ষিত হইয়াছে। সবি-

কার প্রকৃতিতত্ত্ব এবং পুরুষ সর্ব্বাবস্থাপন্ন তাবতের আশ্রয়ভূত। এজন্য তাঁহাকে নভঃস্পৃশ বলা যায়। বচনেও তাঁহাকে নভঃস্পৃশ শব্দে উল্লেখ আছে। পূর্ব্বেও অর্জ্জুন "দ্যাবাপৃথিব্যো রিদমন্তরংহি ব্যাপ্তং" (১১শ অধ্যায় ২০শ শ্লোক) এইরূপ বাক্যে ভগবানের উল্লেখ করিয়াছেন। এতাবতা ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, অতি মাত্র অতিঘোর অত্যদ্ভুত ভগবানকে দর্শন করিয়া অর্জ্জুনের সর্ব্বাবয়ব শিথিল হইয়াছে, এবং তাঁহার ইন্দ্রিয় গ্রাম ব্যাকুল হইয়াছে।

মূলে "বিষ্ণো" এই সম্বোধন বাক্য প্রযুক্ত হইয়াছে। পূর্ব্বে বহুস্থানে এই শব্দের আলোচনা হইয়াছে। সুতরাং এস্থলে পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক। (১২১৩।১৪৬১ পৃষ্ঠার টীপ্পনী দ্রষ্টব্য)

শ্রীভগবানের কালরূপত্ব দর্শন নিবন্ধন ভয়ানক রসের উদ্ভব হইয়াছে ॥ ২৪ ॥

* * *

দংষ্ট্রাকরালানি চ তে মুখানি
দৃষ্ট্বৈব কালানলসন্নিভানি।
দিশো ন জানে ন লভে চ শর্ম্ম
প্রসীদ দেবেশ! জগন্নিবাস! ॥ ২৫ ॥

অন্বয়।—দংষ্ট্রাকরালানি (ঘোরদশনৈঃ বিকৃতানি) কালানলসন্নিভানি (প্রলয়াগ্নি তুল্যানি) তে (তব) মুখানি দৃষ্ট্বা এব [অহং] দিশঃ ন জানে (জানামি) শর্ম্ম (সুখং) চ ন লভে (প্রাপ্নোমি) হে দেবেশ! (দেবানামপীশ্বর!) হে জগন্নিবাস! (জগদেকাশ্রয়!) প্রসীদ (প্রসন্নো ভব) ॥ ২৫ ॥

প্রতিশব্দ।—ভীমদশন-দ্বারা-বিকৃত প্রলয়-কালের-অগ্নিসদৃশ আপনার মুখ-সকল দেখিয়া-ই [আমি] দিক্‌-সমূহকে জানিতেছি না, এবং সুখকে প্রাপ্ত-হইতেছি না হে দেবেশ! হে জগতের-আশ্রয়! প্রসন্ন-হও ॥ ২৫ ॥

ব্যাখ্যা।—ভীমদশনসমূহ দ্বারা ভয়াবহ প্রলয় কালীন পাবক তুল্য আপনার ভয়ঙ্কর মুখ সকল দেখিয়া আমি দিগ্‌ভ্রান্ত হইয়াছি, এবং কিছুমাত্র সুখলাভ করিতে পারিতেছি না। অতএব হে দেবেশ! হে জগতের একমাত্র আশ্রয়! আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন ॥ ২৫ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—কস্মাৎ দংষ্ট্রাকরালানীতি। দংষ্ট্রাকরালানি দংষ্ট্রাভিঃ করালানি বিকৃতানি তে তব মুখানি দৃষ্ট্বৈবোপলভ্য কালানলসন্নিভানি প্রলয়কালে লোকানাং দাহকোঽগ্নিঃ কালানলস্তন্নিভানি কালানলসদৃশানি দৃষ্ট্বৈতোতদ্দিশঃ পূর্ব্বাপরবিবেকেন ন জানে দিঙ্মূঢ়োঽস্ম্যতোন লভে ন চোপলভে চ শর্ম্ম সুখমতঃ প্রসীদ প্রসন্নোভব দেবেশ! জগন্নিবাস! ॥ ২৫ ॥

আনন্দগিরি।—দৃশ্যমানেঽপি ভগবদ্দেহে পরিতোষাদ্যভাবে কারণান্তরং প্রশ্নপূর্ব্বকমাহ কস্মাদিতি। দৃষ্ট্বৈবেত্যেবকারেণ প্রাপ্তির্ব্যাবর্ত্ততে ॥ ২৫ ॥

রামানুজ।—যুগান্তকালানলবৎ সর্ব্বসংহারে প্রবৃত্তান্যতিঘোরাণি তব মুখানি দৃষ্ট্বা দিশো ন জানে সুখং চ ন লভে। জগতাং নিবাস দেবেশ! ব্রহ্মাদীনামীশ্বরাণামপি পরমেশ্বর! মাং প্রতি প্রসন্নোভব যথাহং প্রকৃতিং গতো ভবামি তথা কুর্ব্বিত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

হনুমান্‌।—দংষ্ট্রেতি ॥ ২৫ ॥

শ্রীধর।—কিঞ্চ দংষ্ট্রেতি। হে দেবেশ! তব মুখানি দৃষ্ট্বা ভয়াবেশেন দিশোন জানামি শর্ম্ম চ সুখং ন লভে, ভো জগন্নিবাস! প্রসন্নোভব। কীদৃশানি মুখানি দৃষ্ট্বা দংষ্ট্রাভিঃ করালানি কালানলঃ প্রলয়াগ্নিস্তৎসদৃশানি ॥ ২৫ ॥

বলদেব।—দংষ্ট্রেতি। কালানলঃ প্রলয়াগ্নিস্তৎসন্নিভানি তত্তুল্যানি, শর্ম্ম সুখং ॥২৫॥

মধুসূদন।—দংষ্ট্রাভিঃ করালানি বিকৃতত্বেন ভয়ঙ্করাণি প্রলয়কালানলসদৃশানি চ তে মুখানি দৃষ্ট্বৈব নতু তানি প্রাপ্য ভয়বশেন দিশঃ পূর্ব্বাপরাদিবিবেকেন ন জানে অতোন লভে চ শর্ম্ম সুখং তদ্রূপদর্শনেঽপি অতো হে দেবেশ! হে জগন্নিবাস! প্রসীদ প্রসন্নোভব মাং প্রতি যথা ভয়াভাবেন ত্বদ্দর্শনজং সুখং প্রাপ্নুয়ামিতি শেষঃ ॥ ২৫ ॥

নীলকণ্ঠ।—কালানলঃ প্রলয়াগ্নিঃ তত্তুল্যানি, প্রসীদ প্রসন্নঃ সুখদোভবেত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ—দংষ্ট্রাকরালানীতি ॥ ২৫ ॥

তাৎপর্য্য।—ভয়, বিস্ময়, অশান্তি ও অধৈর্য্য জনিত বিকলচিত্ত অর্জ্জুন শ্রীভগবানের প্রসন্নতা লাভের নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, তোমার ভয়ঙ্কর দংষ্ট্রাসমূহ দর্শন করিয়া এবং প্রলয় কালীন কালানল সদৃশ নিদারুণভীতিজনক তোমার মুখমণ্ডল সমূহ দর্শন করিয়া আমি নিরতিশয় চঞ্চলচিত্ত হইতেছি। তোমার এইরূপ করাল দংষ্ট্রারাজি-

পরিপূরিত প্রলয়াগ্নি সদৃশ মুখমণ্ডল দর্শনমাত্রেই যখন আমার এতাদৃশ মনশ্চাঞ্চল্য ঘটিয়াছে, তখন না জানি তন্মধ্যগত হইলে আমার হৃদয়ের কি ভয়ানক দুর্দ্দশা সমুপস্থিত হইবে। তোমার এই বিভীষিকাময় দংষ্ট্রাসংকৃত বদন সন্দর্শনে আমার বিবেক শক্তির বিলোপ হইয়াছে ; আমি পূর্ব্বাপর বৃত্তান্ত বিস্মৃত হইয়াছি ; চিত্ত ও ইন্দ্রিয় গ্রামের উপর প্রভুতা হারাইয়াছি। অতএব হে ভগবন্! আমি সুখশান্তি লাভ করিতেছি না। হে দেবেশ! হে বিধিরুদ্রাদির অধীশ্বর! হে জগন্নিবাস! হে বিশ্বাশ্রয়! তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও, আমার অন্তরে শান্তিসংস্থাপন কর ; আমার হৃদয় হইতে দুরন্ত ভয় দূর করিয়া দাও। আমাকে ধৈর্য্য ও সাহস প্রদানে বলীয়ান্ কর। যেন তোমার কৃপায় আমি ভীতিপরিশূন্য ভাবে তোমার এই অলৌকিক অত্যদ্ভুত মূর্ত্তি দর্শন করিতে করিতে পরমানন্দ উপভোগ করিতে পারি ॥ ২৫ ॥

——(ঃ০ঃ)——

অমী চ ত্বাং ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রাঃ
সর্ব্বে সহৈবাবনিপালসঙ্ঘৈঃ।
ভীষ্মো দ্রোণঃ সূতপুত্রস্তথাসৌ
সহাস্মদীয়ৈরপি যোধমুখ্যৈঃ ॥
বক্ত্রাণি তে ত্বরমাণা বিশন্তি
দংষ্ট্রাকরালানি ভয়ানকানি।
কেচিদ্বিলগ্না দশনান্তরেষু
সংদৃশ্যন্তে চূর্ণিতৈরুত্তমাঙ্গৈঃ ॥ ২৬ । ২৭ ॥

অন্বয়।—অবনীপালসঙ্ঘৈঃ (ভূপালসমূহৈঃ) সহ অমী চ ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রাঃ (দুর্য্যোধনাদয়ঃ) তথা ভীষ্মঃ দ্রোণঃ অসৌ সূতপুত্রঃ (কর্ণঃ) চ অস্মদীয়ৈঃ (অস্মৎপক্ষীয়ৈঃ) যোধমুখ্যৈঃ (রথিশ্রেষ্ঠৈঃ) সহ অপি ত্বরমাণাঃ (ধাবন্তঃ) তে (তব) দংষ্ট্রাকরালানি (দশনৈঃ

করালানি) ভয়ানকানি (ভীষণানি) বক্ত্রাণি (মুখানি) বিশন্তি (প্রবিশন্তি) কেচিৎ (চূর্ণিতৈঃ (চূর্ণীকৃতৈঃ) উত্তমাঙ্গৈঃ (মস্তকৈঃ) [বিশিষ্টাঃ] দশনান্তরেষু (দন্তসন্ধিষু) বিলগ্নাঃ (সংশ্লিষ্টাঃ) সংদৃশ্যন্তে (সম্যগীক্ষ্যন্তে) ॥ ২৬ । ২৭ ॥

প্রতিশব্দ।—ভূপালগণের সহিত এই-সকল ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ এবং ভীষ্ম দ্রোণ ও এই কর্ণ আমাদের পক্ষীয় রথিশ্রেষ্ঠ-গণের সহিতও দ্রুতগতিতে আপনার দশনদ্বারা-করাল ভীষণ মুখসকলে প্রবেশ-করিতেছে ; কেহ-কেহ চূর্ণিত মস্তক [বিশিষ্ট হইয়া] দন্তসন্ধির-মধ্যে সংলগ্ন-হইয়া সম্যক্-দৃষ্ট-হইতেছে ॥ ২৬ । ২৭ ॥

ব্যাখ্যা।—আমি দেখিতেছি, সমস্ত ভূপালগণের সহিত ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ এবং অজেয় ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ এবং অস্মৎ পক্ষীয় বীরগণ দ্রুত গতিতে আপনার দংষ্ট্রাকরাল ভয়াবহ মুখগহ্বরে প্রবেশ করিতেছে ; এবং কেহ কেহ বা আপনার ভীষণদন্ত মধ্যে সংলগ্ন হইয়া দন্তনিষ্পেষণ দ্বারা বিচূর্ণিত মস্তক হইতেছে ॥ ২৬ । ২৭ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—যেভ্যোমম পরাজয়শঙ্কা প্রাগেব আসীৎ সা চাপগতা যতঃ অমী চেতি। অমী চ ত্বাং ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রাঃ দুর্য্যোধনপ্রভৃতয়স্ত্বরমাণা বিশন্তীতি ব্যবহিতেন সম্বন্ধঃ। সর্ব্বে সহৈব সংহতাঃ অবনিপালসংঘৈঃ অবনিং পৃথীং পালয়ন্তীত্যবনিপালাস্তেষাং সঙ্ঘৈঃ, কিঞ্চ ভীষ্মো দ্রোণঃ সূতপুত্রঃ কর্ণস্তথাসৌ সহাস্মদীয়ৈরপি ধৃষ্টদ্যুম্নপ্রভৃতিভির্যোধমুখ্যৈঃ প্রধানৈঃ সহ। কিঞ্চ বক্ত্রাণি মুখানি তে তব ত্বরমাণাস্ত্বরাযুক্তাঃ সন্তোবিশন্তি কিংবিশিষ্টানি দংষ্ট্রাকরালানি মুখানি ভয়ানকানি ভয়ঙ্করাণি, কিঞ্চ কেচিন্মুখানি প্রবিষ্টানাং মধ্যে বিলগ্না দশনান্তরেষু দন্তান্তরেষু মাংসমিব ভক্ষিতং সংদৃশ্যন্তে উপলভ্যন্তে চূর্ণিতৈশ্চূর্ণীকৃতৈরুত্তমাঙ্গৈঃ শিরোভিঃ ॥ ২৬। ২৭ ॥

আনন্দগিরি।—অস্মাকং জয়ং পরেষাং পরাজয়ঞ্চ দিদৃক্ষন্তং পশ্যামীত্যাহ যেভ্য ইতি। তত্র হেতুত্বেন শ্লোকমবতারয়তি যত ইতি। ন কেবলং দুর্য্যোধনাদীনামেব পরাজয়ঃ কিন্তু ভীষ্মাদীনামপীত্যাহ কিঞ্চেতি। ভগবদ্রূপস্যোগ্রত্বে হেত্বন্তরমাহ কিঞ্চেতি। প্রবিষ্টানাম্ মধ্যে কেচিদিতি সম্বন্ধঃ ॥ ২৬ । ২৭ ॥

রামানুজ।—এবং সর্ব্বস্য জগতঃ স্বায়ত্তস্থিতিপ্রবৃত্তিত্বং দর্শয়ন্ পার্থসারথী রাজবেশচ্ছদ্মনাবস্থিতানাং ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং যৌধিষ্ঠিরেষ্বনু প্রবিষ্টানাং চাসুরাংশানাং সংহারেণ ভূভারাবতরণং স্বমনীষিতং স্বেনৈব করিষ্যমাণং পার্থায় দর্শয়ামাস। সচ পার্থো ভগবতঃ স্রষ্টৃত্বাদিকং সর্ব্বং-

সাক্ষাৎকৃত্য তস্মিন্নেব ভগবতি সর্ব্বাত্মনি ধার্ত্তরাষ্ট্রাদীনামুপসংহার মনাগতমপি তৎপ্রসাদলব্ধেন দিব্যেন চক্ষুষা পশ্যন্ ইদমুবাচ অমীতি। অমী ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রা দুর্য্যোধনাদয়ঃ সর্ব্বে ভীষ্মো দ্রোণঃ সূতপুত্রঃ কর্ণশ্চ তৎপক্ষীয়ৈরবনীপাল সমূহৈঃ সর্ব্বৈ রস্মদীয়ৈরপি কৈশ্চিদ্ যোধমুখ্যৈঃ সহ ত্বরমাণা দংষ্ট্রাকরালানি ভয়ানকানি তব বক্ত্রাণি বিনাশায় বিশন্তি, তত্রকেচিৎ চুর্ণিতৈরুত্তমাঙ্গৈ র্দশনান্তরেষু বিলগ্নাঃ সংদৃশ্যন্তে ॥ ২৬। ২৭ ॥

হনুমান্।—অমীচেতি সূতপুত্রঃ কর্ণঃ ॥ ২৬। ২৭ ॥

শ্রীধর।—যচ্চান্যদ্দ্রষ্টুমিচ্ছসীত্যনেনাস্মিন্ সংগ্রামে ভাবিজয়পরাজয়াদিকং মম দেহে পশ্যেতি যদ্ভগবতোক্তং তদিদানীং পশ্যন্নাহ অমী চেতি পঞ্চভিঃ। অমী ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রাঃ দুর্য্যোধনাদয়ঃ সর্ব্বেঽবনিপালানাং রাজ্ঞাং সঙ্ঘৈঃ সমূহৈঃ সহৈব তব বক্ত্রাণি বিশন্তীত্যুত্তরেণান্বয়ঃ তথা ভীষ্মশ্চ দ্রোণশ্চাসৌ সূতপুত্রশ্চ কর্ণঃ, ন কেবলং ত এব বিশন্তি অপি তু প্রতিযোদ্ধারোঽস্মদীয়া যে যোধমুখ্যাঃ শিখণ্ডিধৃষ্টদ্যুম্নাদয়স্তৈঃ সহ বক্ত্রাণীতি। এতে সর্ব্বে ত্বরমাণা ধাবন্তস্তব দংষ্ট্রাভিঃ বিকৃতানি করালাণি ভয়ঙ্করাণি বক্ত্রাণি বিশন্তি, তেষাং মধ্যে কেচিচ্চূর্ণিতৈরুত্তমাঙ্গৈঃ শিরোভিরুপলক্ষিতা দন্তসন্ধিষু সংশ্লিষ্টাঃ সংদৃশ্যন্তে ॥ ২৬। ২৭ ॥

বলদেব।—যচ্চান্যদ্দ্রষ্টুমিচ্ছসীত্যনেনাস্মিন্ যুদ্ধে ভবিষ্যজ্জয়পরাজয়াদিকঞ্চ মদ্দেহে পশ্যেতি যদ্ভগবতোক্তং তদধুনা পশ্যন্নাহ অমী চেতি পঞ্চভিঃ। অমী ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রা দুর্য্যোধনাদয়ঃ সর্ব্বে অবনিপালসংঘৈঃ শল্যজয়দ্রথাদিভূপবৃন্দৈঃ সহ ত্বরমাণাঃ সন্তস্তে বক্ত্রাণি বিশন্তীত্যুত্তরেণান্বয়ঃ। অজেয়ত্বেন খ্যাতা যে ভীষ্মাদয়স্তেঽপি. অসাবিতি সর্ব্বদৈব মদ্বিদ্বেষীত্যর্থঃ সূতপুত্রঃ কর্ণঃ ন কেবলং ত এব কিন্ত্বস্মদীয়া যে যোধমুখ্যা ধৃষ্টদ্যুম্নাদয়স্তৈঃ সহেতি তেঽপি প্রবিশন্তীতি সহোক্তিরলঙ্কারঃ। কেচিদিতি। তেষাং মধ্যে কেচিচ্চূর্ণিতৈরুত্তমাঙ্গৈর্মস্তকৈঃ সহিতা দশনান্তরেষু দন্তসন্ধিষু বিলগ্নাঃ সংদৃশ্যন্তেময়া ॥ ২৬। ২৭ ॥

মধুসূদন।—অস্মাকং জয়ং পরেষাম্ পরাজয়ঞ্চ সর্ব্বদা দ্রষ্টুমিষ্টং পশ্য মমদেহে গুড়াকেশ! যচ্চান্যদ্দ্রষ্টুমিচ্ছসীতি ভগবদাদিষ্টমধুনা যৎ পশ্যামীত্যাহ পঞ্চভিঃ। অমী চ ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রা দুর্য্যোধনপ্রভৃতয়ঃ শতং সোদরা যুযুৎসুং বিনা সর্ব্বে ত্বাং ত্বরমাণা বিশন্তীত্যগ্রতনেনান্বয়ঃ। অতিভয়সূচকত্বেন ক্রিয়াপদন্যূনত্বমত্র গুণ এব। সহৈবাবনিপালানাং শল্যাদীনাম্ রাজ্ঞাম্ সঙ্ঘৈস্ত্বাম্ বিশন্তি ন কেবলম্ দুর্য্যোধনাদয় এব বিশন্তি কিন্তু অজেয়ত্বেন সর্ব্বৈঃ সম্ভাবিতোঽপি ভীষ্মোদ্রোণঃ সূতপুত্রঃ কর্ণস্তথাসৌ সর্ব্বদা মম বিদ্বেষ্টা সহাস্মদীয়ৈরপি পরকীয়ৈরেব ধৃষ্টদ্যুম্নপ্রভৃতিভির্যোধমুখ্যৈস্ত্বাং বিশন্তীত্যন্বয়ঃ। অমী ধৃতরাষ্ট্রপুত্রপ্রভৃতয়ঃ সর্ব্বেঽপি তে তব দংষ্ট্রাকরালানি ভয়ানকানি বক্ত্রাণি ত্বরমাণা বিশন্তি, তত্র চ কেচিচ্চূর্ণিতৈরুত্তমাঙ্গৈঃ শিরোভির্ব্বিশিষ্টা দশনান্তরেষু বিলগ্নাঃ দৃশ্যন্তে ময়া সম্যগসন্দেহেন ॥ ২৬। ২৭ ॥

নীলকণ্ঠ।—অমী ত্বাং বিশন্তীত্যগ্রিমশ্লোকাদপকৃষ্যতে। তে ভীষ্মাদয়ঃ উত্তমাঙ্গৈঃ পাপাত্মশিরোভিঃ, অয়ং ভাবঃ, ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রাঃ পাপিষ্ঠাঃ ভগবন্তমেব ত্রৈলোক্যশরীরম্ বিশন্তি

রূপং তস্য পায়ুস্থানস্থিতান্নরকানেব গচ্ছতি তত্র ত্বাং বিশন্তীত্যেব উত্তমভীষ্মাদয়স্তু ভক্ত্যা যতোহমী ব্রাহ্মণা বেদাশ্চ প্রসূতা ত্বদ্ ভগবতো মুখং প্রবিশন্তীতি বৈষম্যগতিসূচনার্থম্ ত্বাং ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রা বিশন্তি ভীষ্মাদয়স্তে বক্ত্রাণি বিশন্তীতি বিভাগদর্শনম্ যুক্তমিতি ॥ ২৬ । ২৭ ॥

বিশ্বনাথ ।—অমীচেতি। অসৌ মদ্বিপক্ষঃ দশনান্তরেষু সংদৃশ্যন্তে ময়েতি শেষঃ ॥২৬।২৭॥

তাৎপর্য্য ।—চিত্তের নিদারুণ চঞ্চলতা নিবারণ করিবার অভিলাষে অর্জ্জুন কাতরভাবে শ্রীভগবানের সমীপে প্রসন্নতা ও শান্তির প্রার্থনা করিয়াছেন। অধুনা সেই শান্তি লাভের প্রথম সোপানস্বরূপ তাঁহার হৃদয়ের আশঙ্কা নিঃশেষরূপে অপগত হইয়াছে। যুদ্ধে জয় বা পরাজয় সম্বন্ধে তাঁহার হৃদয়ে যে আশঙ্কা ছিল, এক্ষণে তাহা উন্মূলিত হইয়াছে। তিনি বুঝিয়াছেন, জয় পরাজয় বিষয়ে মনুষ্যের কোনই কর্ত্তৃত্ব নাই। তাঁহার নয়ন পথবর্ত্তী বিশ্বরূপ ভগবানই তাদৃশ ফলাফলের একমাত্র ব্যবস্থাপক। অতঃপর পাঁচ শ্লোকে অর্জ্জুন হৃদয় ভাব পরিব্যক্ত করিতেছেন। তন্মধ্যে উপস্থিত শ্লোকদ্বয় একত্র সমালোচ্য। শ্রীভগবান্ পূর্ব্বে বলিয়াছেন, "মমদেহে গুড়াকেশ যচ্চান্যদ্ দ্রষ্টুমিচ্ছসি" (১১শ অধ্যায় ৭ম শ্লোক) অর্থাৎ হে অর্জ্জুন! অন্য যে কোন ব্যাপার দর্শনে তোমার অভিলাষ থাকে তাহাও আমার এই বিরাট্‌দেহে দর্শন কর। শ্রীভগবানের বিশ্বব্যাপী কলেবরের নানা স্থানে যে সকল পদার্থের অবস্থান রহিয়াছে, এবং নিয়ত তথায় যে সকল ক্রিয়া নির্ব্বাহিত হইতেছে, তাহা দর্শন ও পর্য্যালোচনা করিলে বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রেই ভূত ভবিষ্যতের যবনিকা উদ্‌ঘাটন করিয়া বিস্তর দুর্ব্বিজ্ঞেয় রহস্য বিনির্ণয় করিতে পারেন। অর্জ্জুন সহজেই এই বিশ্বরূপ দর্শনে কুরুক্ষেত্র সমরের পরিণাম উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

ধনঞ্জয় বলিতেছেন; আমি দেখিতেছি, এই পরিদৃশ্যমান সমরক্ষেত্র মধ্যস্থ দুর্য্যোধন দুঃশাসন প্রভৃতি ধৃতরাষ্ট্র নন্দনেরা ত্বরান্বিত হইয়া সবেগে তোমাতে প্রবেশ করিতেছেন। কেবল যে দুর্য্যোধনাদি বেগান্বিত হইয়া তোমার মধ্যে প্রবেশ করিতেছে এমন নহে; জয়দ্রথ শল্য প্রভৃতি রাজন্যবর্গ ও তদ্রূপে তোমার মধ্যগত হইতেছেন। অমিত প্রভাব অজেয় ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ প্রভৃতি বিপক্ষ পক্ষীয় বীরবর্গ, অপিচ ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি মৎপক্ষীয় যোদ্ধৃগণও উল্লিখিত ভাবে তোমাতে প্রবেশ করিতেছেন। সকলকেই

তোমার ভীষণ দংষ্ট্রা পরিপূরিত বদন বিবরে প্রবেশ করিতে হইতেছে। তন্মধ্যে কাহারও কাহারও মস্তক বিচূর্ণ হইতেছে, এবং তোমার দশন ব্যবধানে তদবস্থায় সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছেন। কেহ কেহ তোমার কবল গত হইয়াই অদৃশ্য হইতেছেন। কাহারও বা বিষম দংষ্ট্রাঘাতে মস্তিষ্ক চূর্ণ হইতেছে। কেহ বা মুখগহ্বরে প্রবেশ না করিয়া ভয়ঙ্কর দংষ্ট্রা মধ্যে সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছেন। হে বিশ্বরূপ! এই সকল লোমহর্ষণ ব্যাপার আমি দিব্যচক্ষে নিঃসন্দিগ্ধ ভাবে দর্শন করিতেছি। যিনি প্রতাপে অদ্বিতীয়, যিনি অহঙ্কারে অতি স্ফীত, যিনি যশে শীর্ষস্থানীয়, যিনি বহুরাজৈশ্বর্য্য পরিবৃত, তাবতকেই আমি ত্বরান্বিতভাবে তোমার ভয়ঙ্কর দশনপরিবৃত করাল কবলে প্রবেশ করিতে দেখিতেছি। কেহই শিথিল বেগ নহেন; পশ্চাৎ পদ হইতে বা পলায়ন করিতে কাহারও সাধ্য নাই। বর্ষাকালীন বেগবতী নদী যেরূপ প্রবল গতিতে সাগরাভিমুখে ধাবিতা হয়, তদ্রূপে হে নারায়ণ! সকলেই তোমার ভীষণ বদনাভিমুখে প্রধাবিত হইতেছেন।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্যের অভিপ্রায়; এইরূপে সমস্ত জগতের উপর স্বকীয় প্রভুত্ব ও আয়ত্ত প্রদর্শন করিতে করিতে পার্থসারথি বিশ্বরূপ ধারণ করিয়া অর্জ্জুনকে দেখাইতেছেন যে, তিনি রাজকীয় ছদ্মবেশধারী অসুরাংশ স্বরূপ ধৃতরাষ্ট্র পক্ষীয়গণ এবং যুধিষ্ঠির পক্ষে অনুপ্রবিষ্ট যোধগণের বিনাশ দ্বারা ভূভার হরণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ধনঞ্জয় পূর্ব্বেই বুঝিতে পারিয়াছেন যে, এই বিশ্বরূপই সৃষ্টি প্রভৃতি কার্য্যের নিয়ন্তা; এবং অলৌকিক ঐশ্বর্য্য পরিবেষ্টিত। শ্রীভগবানের অনুগ্রহে দিব্য চক্ষু লাভ করিয়া ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের পরাজয়াদি অনাগত ব্যাপারও নিশ্চিতরূপে তিনি দেখিতে সমর্থ হইয়াছেন।

পরশ্লোকের একমাত্র ক্রিয়ার সহিত বর্ত্তমান শ্লোকের এবং পরবর্ত্তী শ্লোকের সকল কর্ত্তৃপদ অন্বিত হইয়াছে। সুতরাং এস্থলে ক্রিয়াপদের ন্যূনতা ঘটিয়াছে। অতিভয়সূচকত্ব হেতু ক্রিয়াপদের এবম্বিধ ন্যূনতা দোষাবহ না হইয়া গুণে পরিণত হইয়াছে।

এই শ্লোকে সহোক্তি * অলঙ্কার ঘটিয়াছে ॥ ২৬ । ২৭ ॥

---

* "সহার্থস্য বলাদেকং যত্র স্যাদ্বাচকং দ্বয়োঃ। সা সহোক্তি র্মূলভূতাতিশয়োক্তির্যদা ভবেৎ ॥" ইহার ভাবার্থ, সহার্থ (সহ, সম, সার্দ্ধ প্রভৃতি) শব্দের যোগ থাকিয়া যদি উপমা এবং উপমেয় দুইয়ের মধ্যে একটী বাচক হয়,

যথা নদীনাং বহবোঽম্বুবেগাঃ
সমুদ্রমেবাভিমুখা দ্রবন্তি।
তথা তবামী নরলোকবীরা
বিশন্তি বক্ত্রাণ্যভিতোজ্বলন্তি ॥ ২৮ ॥

অন্বয়।—যথা নদীনাং বহবঃ অম্বুবেগাঃ (স্রোতাংসি) অভিমুখাঃ (প্রতিমুখাঃ) [সন্তঃ] সমুদ্রং (সাগরং) এব দ্রবন্তি (প্রবিশন্তি) তথা অমী (দৃশ্যমানাঃ) নরলোকবীরাঃ (মনুষ্যলোকপালাঃ) অভিতঃ (সর্ব্বতঃ) জ্বলন্তি (প্রদীপ্তানি) তব বক্ত্রাণি বিশন্তি (প্রবিশন্তি) ॥২৮॥

প্রতিশব্দ।—যেরূপ নদীসমূহের বহু-স্রোতঃ অভিমুখী [হইয়া] সমুদ্রকেই প্রবেশ-করে, সেইরূপ এই-সমস্ত ভূপালগণ সর্ব্ব-প্রকারে প্রদীপ্ত আপনার মুখমধ্যে প্রবেশ-করিতেছে ॥ ২৮ ॥

ব্যাখ্যা।—নদীগণের স্রোতোবেগ সমূহ যেমন অবশগতিতে সুখে ধাবিত হইয়া একমাত্র সমুদ্রেই প্রবেশ করে, সেই রূপ এই ভীষ্মাদি পৃথ্বীপালগণ সর্ব্বতোভাবে আপনার প্রদীপ্ত মুখমণ্ডলে প্রবিষ্ট হইতেছে ॥ ২৮ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—কথং প্রবিশন্তি মুখানীত্যাহ যথা নদীনামিতি। যথা নদীনাং স্রবন্তীনাং বহবোঽনেকে হম্বূনাং বেগাঽম্বুবেগাস্ত্বরাবিশেষাঃ প্রতিমুখাঃ দ্রবন্তি প্রবিশন্তি, তথা তদ্বত্তব অমী ভীষ্মাদয়োনরলোকবীরা মনুষ্যলোকপালা বিশন্তি বক্ত্রাণ্যভিতোজ্জ্বলন্তি প্রকাশমানানি ॥ ২৮ ॥

আনন্দগিরি।—উভয়োরপি সেনয়োরবস্থিতানাম্ রাজ্ঞাং ভগবন্মুখপ্রবেশনং নিদর্শনে বিশদয়তি কথমিত্যাদিনা ॥ ২৮ ॥

রামানুজ।—এতে রাজলোকা বহবো নদীনা মম্বুপ্রবাহাঃ সমুদ্রমিব প্রদীপ্তজ্বলনমিব চ শলভাস্তব বক্ত্রাণ্যভিবিজ্বলন্তি স্বয়মেব ত্বরমাণা আত্ম নাশায় বিশন্তি ॥ ২৮। ২৯ ॥

হনুমান্।—মুখপ্রবেশে দৃষ্টান্তমাহ যথেতি। দ্রবন্তি প্রবিশন্তি ॥ ২৮। ২৯ ॥

শ্রীধর।—প্রবেশনে দৃষ্টান্তমাহ যথেতি। নদীনামনেকমার্গপ্রবৃত্তানাং বহবোঽম্বু-

---

এবং তাহার মূলে যদি অতিশয়োক্তি অলঙ্কার থাকে তবে তাহা সহোক্তি অলঙ্কার। উদাহরণ। "সমমেব নরাধিপেন সা গুরুসম্মোহবিলুপ্ত চেতনা। অগমৎ সহ তৈলবিন্দুনা তনুদীপার্চ্চিরিব ক্ষিতেস্তলং ॥" (সাহিত্য-দর্পণ ১০ পরিচ্ছেদ)

পাঠান্তর। অভিবিজ্বলন্তি।

নাং বেগাঃ প্রবাহাঃ সমুদ্রাভিমুখাঃ সন্তোযথা সমুদ্রমেব দ্রবন্তি বিশন্তি, তথা অমী যে নরলোকবীরাস্তেঽভিতোজ্বলন্তি সর্ব্বতঃ প্রদীপ্যমানানি তব বক্ত্রাণি প্রবিশন্তি ॥ ২৮ ॥

বলদেব।—প্রবেশে দৃষ্টান্তাবাহ যথেতি দ্বাভ্যাং। তত্র প্রথমোঽধীপূর্ব্বকে প্রবেশে দ্বিতীয়স্তু ধীপূর্ব্বকে বোধ্যঃ ॥ ২৮ ॥

মধুসূদন।—রাজ্ঞাং ভগবন্মুখপ্রবেশনে নিদর্শনমাহ। যথা নদীনামনেকমার্গপ্রবৃত্তানাং বহবোঽম্বূনাং জলানাং বেগা বেগবন্তঃ প্রবাহাঃ সমুদ্রাভিমুখাঃ সন্তঃ সমুদ্রমেব দ্রবন্তি, তথা তবামী নরলোকবীরা বিশন্তি বক্ত্রাণ্যভিতঃ সর্ব্বতোজ্বলন্তি, [অভিবিজ্বলন্তীতি বা পাঠঃ] ॥ ২৮ ॥

নীলকণ্ঠ।—ইয়মেব সদৃষ্টান্তমাহ যথেতি। তববক্ত্রাণি বিশন্তীতি সম্বন্ধঃ, অভিবিজ্বলন্তি সর্ব্বতঃ জাজ্বল্যমানানি ॥ ২৮ ॥

বিশ্বনাথ।—প্রবেশে দৃষ্টান্তমাহ যথেতি ॥ ২৮ ॥

তাৎপর্য্য।—একটী সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ত দ্বারা অর্জ্জুন স্বকীয় মনের ভাব বিশদরূপে ব্যক্ত করিতেছেন। স্রোতস্বিনী সমূহ গিরিরাজের পৃষ্ঠদেশ বিদার পূর্ব্বক নিঃসৃত হইয়া প্রবলবেগে সমুদ্রাভিমুখে ধাবিত হইতে থাকে; এবং যতই সাগরের নিকটস্থ হয়, ততই অধিকতর বেগবতী হইয়া বহুমুখে জলধির কলেবরে মিশিয়া যায়। তদ্রূপ হে বিশ্বাধিপ! এই বীরপুঙ্গব নরনাথগণ এবং যোদ্ধৃবর্গ তোমার বদনাভিমুখে প্রধাবিত হইয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। তোমার বদনসমূহ সর্ব্বাভিমুখে দেদীপ্যমান। সুতরাং যে ভূপাল যে দিকেই কেন প্রধাবিত হউক না, সেই দিকেই তোমার উন্মুক্ত বদনে সহজেই পতিত হইতেছেন।

এই শ্লোকে অর্জ্জুন যে দৃষ্টান্তের অবতারণা করিয়াছেন, তাহা বুদ্ধিবিহীনভাবে ভগবন্মুখে প্রবেশের সূচক। পরবর্ত্তী শ্লোকে অন্যরূপ দৃষ্টান্তের উল্লেখ আছে ॥ ২৮ ॥

* * *

যথা প্রদীপ্তং জ্বলনং পতঙ্গা
বিশন্তি নাশায় সমৃদ্ধবেগাঃ।
তথৈব নাশায় বিশন্তি লোকা-
স্তবাপি বক্ত্রাণি সমৃদ্ধবেগাঃ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়।—যথা পতঙ্গাঃ (শলভাঃ) সমৃদ্ধবেগাঃ (বর্দ্ধিতগতয়ঃ) [সন্তঃ] নাশায় (মরণায়) প্রদীপ্তং (প্রজ্বলিতং) জ্বলনং (অগ্নিং)

বিশন্তি (প্রবিশন্তি) তথা (তদ্রূপেণ) [এতে] লোকাঃ অপি সমৃদ্ধবেগাঃ (দ্রুতগতয়ঃ) [সন্তঃ] নাশায় (মরণায়) এব তব বক্ত্রাণি (বদনানি) বিশন্তি (প্রবিশন্তি) ॥ ২৯ ॥

প্রতিশব্দ।—যেরূপ পতঙ্গসকল দ্রুতগতি [হইয়া] মরণের-নিমিত্ত প্রজ্বলিত অগ্নিতে প্রবেশ-করে, সেইরূপ [এই] লোক-সমূহ ও দ্রুতগতি [হইয়া] মরণের-নিমিত্তই আপনার বদনে প্রবেশ-করিতেছে ॥২৯॥

ব্যাখ্যা।—পতঙ্গদল যেরূপ দ্রুতগতিতে মরিবার জন্য ইচ্ছাপূর্ব্বক প্রজ্বলিত হুতাশনে প্রবেশ করে, সেইরূপ এই লোকসকলও কেবল মরিবার জন্যই সবেগে আপনার করাল মুখমণ্ডলে ইচ্ছাপূর্ব্বক প্রবেশ করিতেছে ॥ ২৯ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—তে কিমর্থং প্রবিশন্তি কথঞ্চেত্যাহ যথেতি যথা প্রদীপ্তং জ্বলনং অগ্নিং পতঙ্গাঃ পক্ষিণোবিশন্তি নাশায় বিনাশায় সমৃদ্ধবেগাঃ সমৃদ্ধঃ উদ্ভূতোবেগোগতির্যেষাং তে সমৃদ্ধবেগাঃ তথৈব নাশায় বিশন্তঃ লোকাঃ প্রাণিনস্তবাপি বক্ত্রাণি সমৃদ্ধবেগাঃ ॥ ২৯ ॥

আনন্দগিরি।—প্রবেশপ্রয়োজনং তৎপ্রকারবিশেষঞ্চোদাহরণান্তরেণ স্ফোরয়তি তে কিমর্থমিত্যাদিনা ॥ ২৯ ॥

শ্রীধর।—অবশত্বেন প্রবেশে নদীবেগদৃষ্টান্ত উক্তো বুদ্ধিপূর্ব্বকপ্রবেশে দৃষ্টান্তমাহ যথেতি প্রদীপ্তং জ্বলন্তমগ্নিং পতঙ্গাঃ শলভাঃ বুদ্ধিপূর্ব্বকং সমৃদ্ধোবেগোযেষাং তে যথা নাশায় মরণায়ৈব বিশন্তি, তথৈব লোকা এতে জনা অপি ভবন্মুখানি প্রবিশন্তি ॥ ২৯ ॥

বলদেব।—জ্বলনং বহ্নিং ॥ ২৯ ॥

মধুসূদন।—অবুদ্ধিপূর্ব্বকপ্রবেশে নদীবেগং দৃষ্টান্তমুক্ত্বা বুদ্ধিপূর্ব্বকপ্রবেশে দৃষ্টান্তমাহ যথা পতঙ্গাঃ শলভাঃ সমৃদ্ধবেগাঃ সন্তোবুদ্ধিপূর্ব্বং প্রদীপ্তং জ্বলনং বিশন্তি নাশায় মরণায়ৈব, তথৈব নাশায় বিশন্তি লোকা এতে দুর্য্যোধনপ্রভৃতয়ঃ সর্ব্বেঽপি তব বক্ত্রাণি সমৃদ্ধবেগাঃ বুদ্ধিপূর্ব্বমনায়ত্যা ॥ ২৯ ॥

নীলকণ্ঠ।—বুদ্ধিপূর্ব্বকমেব তে বক্ত্রাণি প্রবিশন্তীতি সদৃষ্টান্তমাহ যথা প্রদীপ্তমিতি ॥২৯ ॥

বিশ্বনাথ।—যথেতি ॥ ২৯॥

তাৎপর্য্য।—গত শ্লোকে অর্জ্জুন শ্রীভগবানের মুখপ্রবেশ বিষয়ে যে দৃষ্টান্ত প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা বুদ্ধিশক্তিবিহীন জড়সম্বন্ধীয়। কিন্তু,তাদৃশ দৃষ্টান্তে সম্পূর্ণ পরিতৃপ্তি না হওয়ায় অর্জ্জুন এস্থলে চেতন পদার্থ অবলম্বনে

বুদ্ধিপূর্ব্বক কালকবলে প্রবেশ বিষয়ক অন্য এক দৃষ্টান্তের অবতারণা করিয়াছেন। অর্জ্জুন বলিতেছেন, হে ভগবন্! যেমন শলভাদি সুদৃশ্য পতঙ্গ জ্বলন্ত অনল সন্দর্শনে উন্মাদপ্রায় হইয়া উঠে, এবং অনেক বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া অতিশয় বেগসহকারে সেই বহ্নিমধ্যে আত্মসমর্পণ করিয়া শমন সদনে গমন করে, তদ্রূপ দুর্য্যোধনাদি রাজবর্গ তোমার সর্ব্বসংহারক বদনবিবরে প্রবেশ করিলে নিশ্চয়ই অন্তদশায় উপনীত হইতে হইবে জানিয়াও অনায়ত্ত ভাবে অতি দ্রুতবেগে তন্মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। দ্বিতল সুরম্য হর্ম্ম্যে স্ফাটিকাধারে মনোহর অলোক জ্বলিতেছে। কোথা হইতে ঝিল্লী এক দুর্লক্ষ্যরন্ধ্র পথ অবলম্বন করিয়া সেই সুশোভন আলোক সমীপে উপস্থিত হইতেছে, এবং অক্লান্ত অধ্যবসায় সহকারে সেই আলোক মধ্যে প্রবেশ করিবার অবসর অন্বেষণ করিতেছে। যতক্ষণ আলোকের সহিত সম্মিলনের সুযোগ না পাইতেছে, ততক্ষণ তাহার শান্তি নাই, বিরাম নাই। অবশেষে কোন প্রকারে সেই জ্বলন্ত অনলে আত্ম সমর্পণ করিয়া এবং অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর হস্তে নিপতিত হইয়া সেই অভাগা জীব স্থির হয়। ইহাও যেরূপ দুশ্ছেদ্য অনায়ত্ত আকর্ষণ, এই সমরক্ষেত্রস্থ অবনিপাল পুঞ্জের ভগবন্মুখগহ্বরে প্রবেশোদ্যমও তদ্রূপ দুশ্ছেদ্য ও অনায়ত্ত আকর্ষণ ॥ ২৯ ॥

——(:*:)——

লেলিহ্যসে গ্রসমানঃ সমন্তা-
ল্লোকান্ সমগ্রান্ বদনৈর্জ্বলদ্ভিঃ।
তেজোভিরাপূর্য্য জগৎ সমগ্রং
ভাসস্তবোগ্রাঃ প্রতপন্তি বিষ্ণো! ॥ ৩০ ॥

অন্বয়।—জ্বলদ্ভিঃ (প্রদীপ্তৈঃ) বদনৈঃ (মুখৈঃ) সমগ্রান্ লোকান্ গ্রসমানঃ (গিলন্) সমন্তাৎ (অতিশয়ং) লেলিহ্যসে (আস্বাদয়সি), হে বিষ্ণো! (সর্ব্বব্যাপক!) তব উগ্রাঃ (প্রখরাঃ) ভাসঃ (দীপ্তয়ঃ) তেজোভিঃ (বিস্ফুরণৈঃ) সমগ্রং (কৃৎস্নং) জগৎ আপূর্য্য (ব্যাপ্য) প্রতপন্তি (সন্তাপয়ন্তি) ॥ ৩০ ॥

প্রতিশব্দ।—প্রজ্জ্বলিত বদনের-দ্বারা সমগ্র লোককে গ্রাস-করতঃ অতিশয় আস্বাদন-করিতেছ, হে সর্ব্বব্যাপিন্! আপনার তীব্র জ্যোতি সকল তেজের-দ্বারা সমগ্র জগৎকে ব্যাপ্ত-করিয়া সন্তাপিত-করিতেছে ॥ ৩০ ॥

ব্যাখ্যা।—হে ভগবন্! আপনি প্রদীপ্ত বদনের দ্বারা সমগ্র লোককে গ্রাস করিতে করিতে বারংবার শোনিতসিক্ত ওষ্ঠ লেহন করিতেছেন; হে সর্ব্বব্যাপিন্! আপনার প্রখর রূপজ্যোতি স্বীয় তেজ দ্বারা সমগ্র জগৎকে আচ্ছন্ন করিয়া লোক সকলকে অত্যন্ত সন্তপ্ত করিতেছে ॥ ৩০ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—ত্বং পুনঃ লেলিহ্যস ইতি। লেলিহ্যসে আস্বাদয়সি গ্রসমানোঽন্তঃ-প্রবেশয়ন্ সমন্তাৎ সমন্ততোলোকান্ সমগ্রান্ সমস্তান্ বদনৈবক্ত্রৈর্জ্বলদ্ভির্দীপ্যমানৈস্তেজোভিরাপূর্য্য সংব্যাপ্য জগৎ সমগ্রং সহাগ্রেণ সমস্তমিত্যেতৎ, কিঞ্চ ভাসোদীপ্তয়স্তবোগ্রাঃ ক্রূরাঃ প্রতপন্তি প্রতাপং কুর্ব্বন্তি হে বিষ্ণো! ব্যাপনশীল! ॥৩০॥

আনন্দগিরি।—যোদ্ধুকামানাং রাজ্ঞাং ভগবন্মুখপ্রবেশপ্রকারং প্রদর্শ্য তস্যাং দশায়াং ভগবতস্তদ্ভাসাঞ্চ প্রবৃত্তিপ্রকারং প্রত্যায়য়তি ত্বং পুনরিতি। ভগবৎ প্রবৃত্তিমেব প্রত্যায্য তদীয়ভাসাং প্রবৃত্তিং প্রকটয়তি কিঞ্চেতি ॥ ৩০ ॥

রামানুজ।—রাজলোকান্ সমগ্রান্ জ্বলদ্ভির্বদনৈ গ্রসমাণঃ কোপবেগেন তদ্রুধিরাবসিক্তমোষ্ঠ পুটাদিকং লেলিহ্যসে পুনঃ পুনর্লেহনং করোষি। তবাতিঘোরা ভাসো রশ্ময়ঃ তেজোভিঃ স্বকীয়ৈঃ প্রকাশৈ জগৎ সমগ্রং আপূর্য্য প্রতপন্তি ॥ ৩০ ॥

হনুমান্।—লেলিহ্যসে আস্বাদয়সি ইত্যর্থঃ ॥ ৩০। ৩১ ॥

শ্রীধর।—ততঃ কিমত আহ লেলিহ্যসে ইতি। গ্রসমানোঽপি সন্ সমগ্রান্ লোকান্ সর্ব্বানেতান্ বীরান্ সর্ব্বতোলেলিহ্যসে অতিশয়েন ভক্ষয়সি, কৈঃ জ্বলদ্ভির্ব্বদনৈঃ কিঞ্চ হে বিষ্ণো! তব ভাসোদীপ্তয়স্তেজোভির্ব্বিস্ফুরণৈঃ সমগ্রং জগদ্ব্যাপ্য তীব্রাঃ সত্যঃ প্রতপন্তি সন্তাপয়ন্তি ॥৩০॥

বলদেব।—যোদ্ধৃণাং তন্মুখপ্রবেশে প্রকারমুক্ত্বা তস্য তদ্ভাসাং চ তত্র প্রবৃত্তি প্রকারমাহ লেলিহ্যসি ইতি। বেগেন প্রবিশতঃ সমগ্রান্ লোকান্ দুর্য্যোধনাদীন্ জ্বলদ্ভির্বদনৈর্গ্রসমানো গিলন্ সমন্তাদ্রোষাবেশেন লেলিহ্যসে তদ্রুধিরোক্ষিতমোষ্ঠাদিকং মুহুর্মুহুর্লেক্ষি তবোগ্রাভাসো দীপ্তয়োঽসহ্যৈস্তেজোভিঃ সমগ্রং জগদাপূর্য্য প্রতপন্তি। হে বিষ্ণো বিশ্বব্যাপিন্ ত্বত্তঃ পলায়নং দুর্ঘটমিত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥

মধুসূদন।—যোদ্ধুকামানাং রাজ্ঞাং ভগন্মুখপ্রবেশপ্রকারমুক্ত্বা তদা ভগবতস্তদ্ভাসাং চ

প্রবৃত্তিপ্রকারমাহ। এবং বেগেন প্রবিশতোলোকান্দুর্য্যোধনাদীন্ সর্ব্বান্ গ্রসমানোহন্তঃপ্রবেশয়ন্ সমন্তাৎ সর্ব্বতস্ত্বং লেলিহ্যসে আস্বাদয়সি তেজোভিরাপূর্য্য জগৎসমগ্রং যস্মাত্ত্বং তাভির্জ্জগদাপূরয়সি, তস্মাত্তবোগ্রাস্তীব্রা ভাসোদীপ্তয়ঃ প্রজ্বলতোজ্বলনস্যেব প্রতপন্তি সন্তাপং জনয়ন্তি হে বিষ্ণো! ব্যাপনশীল! ॥ ৩০ ॥

নীলকণ্ঠ।—যে চ পতন্তস্তাং স্ত্বং করুণবানপি ন বারয়সি প্রত্যুত গ্রসিতুমিচ্ছস্যেবেত্যাহ, লেলিহ্যসে ভূয়ো ভূয়ো হ্যতিশয়েন বা স্বাদয়সি, কীদৃশ স্ত্বং সমন্তাৎ জ্বলদ্ভির্বদনৈ র্লোকান্ সমগ্রান্ গ্রসমানঃ, এবং নির্ঘৃণস্যাপি তব তেজো ন হীয়তে প্রত্যুত বর্দ্ধত এবেত্যাহ তেজোভিরিতি হে বিষ্ণো! ব্যাপনশীল! সমগ্রং জগৎ তেজোভিরাপূর্য্য তব উগ্রা মশক্যাঃ ভাসঃ দীপ্তয়ঃ প্রতপন্তীতি যোজনা, পদার্থঃ স্পষ্টঃ ॥ ৩০ ॥

বিশ্বনাথ।—লেলিহ্যসে আস্বাদয়সি ॥ ৩০ ॥

তাৎপর্য্য।—যুদ্ধাভিলাষী রাজন্যবর্গের ভগবন্মুখ প্রবেশের বর্ণনা করিয়া এক্ষণে অর্জ্জুন ভগবানের ভাব সম্বন্ধে বিবরণ করিতেছেন। অর্জ্জুন বলিতেছেন, হি বিষ্ণো! অর্থাৎ ব্যাপনশীল নারায়ণ! এইরূপে দুর্য্যোধনাদি ভূপালবর্গকে স্বকীয় কালানল পূর্ণ বিশ্বব্যাপী জ্বলন্ত বদনে গ্রাস করিয়া তুমি যেন আনন্দ সহকারে সেই রসাস্বাদন করিতেছ, ও তজ্জনিত তৃপ্তি অনুভব করিতেছ। হে বিশ্বরূপ! তুমি স্বকীয় তেজদ্বারা এই বিশ্ব পূর্ণ করিয়াছ, এবং তোমার সেই অসহনীয় অত্যুগ্র দীপ্তি ধরিত্রীকে প্রতপ্ত ও জ্বালাযুক্ত করিতেছে।

হে নারায়ণ! সম্বদ্ধবেগে ভূপগণ তোমার দংষ্ট্রা পূর্ণ বদনে প্রবেশ করিতেছে। এবং তদাঘাতে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন কলেবর ও চূর্ণীকৃত উত্তমাঙ্গ হইয়া তোমার উদর মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। তাহাদিগের দেহ বিগলিত রুধির বসা ও মাংসখণ্ড তোমার অতি ভয়াবহ বদনপুঞ্জের বিকট ওষ্ঠাধরে সংলিপ্ত হইতেছে; তুমি অতি ভয়ঙ্কর রসনা বিস্তার পূর্ব্বক সেই রুধিরাদি বারম্বার লেহন করিতেছ। তোমার তেজে সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। তোমার সেই অত্যুগ্র বিভা সকলকে তাপপ্রদান করিতেছে ॥৩০॥

* * *

আখ্যাহি মে কো ভবানুগ্ররূপো
নমোঽস্তু তে দেববর ! প্রসীদ ।
বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবন্তমাদ্যং
ন হি প্রজানামি তব প্রবৃত্তিং ॥ ৩১ ॥

অন্বয় ।—উগ্ররূপঃ (রৌদ্রাকারঃ) ভবান্ কঃ মে (মম) আখ্যাহি (কথয়), তে (তুভ্যং) নমঃ অস্তু, হে দেববর! প্রসীদ (প্রসন্নোভব), আদ্যং (সর্ব্বকারণং) ভবন্তং বিজ্ঞাতুং (বিশেষেণ বোদ্ধুং) ইচ্ছামি, হি (যস্মাৎ) তব প্রবৃত্তিং (চেষ্টাং) ন জানামি ॥ ৩১ ॥

প্রতিশব্দ ।—রুদ্রমূর্ত্তি আপনি কে আমাকে বলুন, আপনাকে প্রণাম-করি, হে দেববর ! প্রসন্ন-হউন ; আদি-কারণ আপনাকে বিশেষ-রূপে-জানিবার-নিমিত্ত ইচ্ছা-করিতেছি, যে-হেতু আপনার প্রবৃত্তিকে জানিতেছি না ॥ ৩১ ॥

ব্যাখ্যা ।—রুদ্রমূর্ত্তি আপনি কে,তাহা আমাকে বলুন ; হে দেব ! আপনাকে নমস্কার আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন, আমি বিশ্বের আদি কারণ আপনাকে বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা করি, কারণ আপনার প্রবৃত্তি কিছুতেই বুঝিতে পারিতেছি না ॥ ৩১ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—যত এবমুগ্রস্বভাবোঽতঃ আখ্যাহীতি । আখ্যাহি কথয় মে মহ্যং কোভবানেব মুগ্ররূপঃ অতিক্রূরাকারো নমোঽস্তু তে তুভ্যং হে দেববর ! দেবানাং প্রধান ! প্রসীদ প্রসাদং কুরু । বিজ্ঞাতুং বিশেষেণ জ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবন্তমাদ্যমাদৌ ভবমাদ্যং, ন হি যস্মাৎ প্রজানামি তব ত্বদীয়াং প্রবৃত্তিং চেষ্টাং ॥ ৩১ ॥

আনন্দগিরি ।—ভগবদ্রূপস্যার্জ্জুনেন দৃষ্টপূর্ব্বত্বাত্তস্য তস্মিন্নজিজ্ঞাসেত্যাশঙ্ক্যাহ যত-ইতি । উপদেশম্ শুশ্রূষমাণেনোপদেশকর্ত্তুঃ প্রহ্বীভবনং কর্ত্তব্যমিতি সূচয়তি নমোঽস্ত্বিতি । ক্রৌর্য্যত্যাগং সমর্থয়তে প্রসাদমিতি । ত্বমেব মাং জানীষে কিমর্থমিত্থমিদানীমর্থয়সে মদীয়াম্ চেষ্টাং দৃষ্ট্বা তত্রৈব প্রতিপদ্যস্বেত্যাশঙ্ক্যাহ ন হীতি ॥ ৩১ ॥

রামানুজ ।—দর্শয়াত্মানমব্যয়মিতি তবৈশ্বর্য্যং নিরঙ্কুশং সাক্ষাৎ কর্ত্তুং প্রার্থিতেন ভগবতা নিরঙ্কুশমৈশ্বর্য্যং দর্শয়তা অতিঘোররূপমিদমাবিষ্কৃতম্ । অতিঘোররূপঃ কো ভবান্ কিং কর্ত্তুং প্রবৃত্ত ইতি ভবন্তং জ্ঞাতুমিচ্ছামি তবাভিপ্রেতাং প্রবৃত্তিং ন জানামি । এতদাখ্যাহি

মে, নমোঽস্তুতে দেববর প্রসীদ নমস্তেঽস্তু সর্ব্বেশ্বর! এবং কর্ত্তুমনেনাভিপ্রায়েণেদং সংহর্ত্তৃরূপমাবিষ্কৃতমিত্যুক্ত্বা প্রসন্নরূপশ্চ ভব ॥ ৩১ ॥

শ্রীধর।—যত এবং তস্মাৎ আখ্যাহীতি। ভবানুগ্ররূপঃ ক ইত্যাখ্যাহি কথয়, তুভ্যং নমোঽস্তু দেববর! প্রসীদ প্রসন্নোভব। ভবন্তমাদ্যং পুরুষং বিশেষেণ জ্ঞাতুমিচ্ছামি, যতস্তব প্রবৃত্তিং চেষ্টাং কিমর্থমেবং প্রবৃত্তোঽসীতি ন জানামি, এবম্ভূতস্য তব প্রবৃত্তিং বার্ত্তামপি ন জানামীতি বা ॥ ৩১ ॥

বলদেব।—এবং বিশ্বরূপং ব্যঞ্জিতকালশক্তিং ভগবন্তমুপবর্ণ্য তত্তত্ত্ববিদপ্যর্জ্জুনঃ স্বজ্ঞানদার্ঢ্যায় পৃচ্ছতি আখ্যাহীতি। দর্শয়াত্মানমব্যয়মিতি সহস্রশীর্ষাদিলক্ষণমৈশ্বরং রূপং দর্শয়িতুমর্থিতেন ভগবতা তদ্রূপং প্রদর্শ্য তস্য পুনরতিঘোরা সংহর্ত্তৃতা প্রদর্শ্যতে। তত্রোগ্ররূপো ভবান্ ক ইত্যাখ্যাহি কথয় হে দেববর তে নমোঽস্তু প্রসীদ ত্যজোগ্ররূপতাং, আদ্যং ভবন্তমহং বিশেষেণ জ্ঞাতুমিচ্ছামি। তব প্রবৃত্তিং চেষ্টাঞ্চ ন হি প্রজানামি কিমর্থমেবং প্রবৃত্তোঽসীতি তৎপ্রয়োজনং চাখ্যাহীতি ॥ ৩১ ॥

মধুসূদন।—যস্মাদেবং তস্মাৎ এবমুগ্ররূপঃ ক্রূরাকারঃ কোভবানিত্যাখ্যাহি কথয় মে মহ্যমত্যন্তানুগ্রাহ্যায়, অতএব নমোঽস্তু তে তুভ্যং সর্ব্বগুরবে, হে দেববর! প্রসীদ প্রসাদং ক্রৌর্য্যত্যাগং কুরু। বিজ্ঞাতুং বিশেষেণ জ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবন্তমাদ্যং সর্ব্বকারণং, ন হি যস্মাত্তব সখাঽপি সন্ প্রজানামি তব প্রবৃত্তিং চেষ্টাং ॥ ৩১ ॥

নীলকণ্ঠ।—এবং দীপ্ত্যা আকুলীভূতোঽর্জ্জুনঃ ভগবানয়মিতি বিস্মৃত্যাহ আখ্যাহীতি। এবমুগ্ররূপঃ ক্রূরকর্ম্মা ভবান্ কোঽসীত্যাখ্যাহি অমুকোঽস্মীতি কথয়, প্রসীদ শান্তোভব, ত্বামহং বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি যতস্তব প্রবৃত্তিচেষ্টাং ন জানামি ॥ ৩১ ॥

বিশ্বনাথ। প্রবৃত্তিং চেষ্টাম্ ॥ ৩১ ॥

তাৎপর্য্য।—পূজ্যপাদ শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য শ্রীমদানন্দগিরি শ্রীমৎ শ্রীধর স্বামী ও শ্রীমদ্ধনুমানের অভিপ্রায়। পরিদৃষ্ট বিশ্বরূপের সমস্ত ভয়ানক অবস্থা বিশেষরূপে কীর্ত্তন করিয়া এক্ষণে অর্জ্জুন স্বকীয় জিজ্ঞাস্য অভিপ্রায় তাঁহার নিকট নিবেদন করিতেছেন। হে ভগবন্! তোমার এই অত্যুগ্র দুরন্তরূপ সন্দর্শন করিয়া আমি কেন, সমস্ত বিশ্ব প্রতপ্ত ও বিচলিত হইয়াছে। এক্ষণে আমি ভীত ভাবে আপনার নিকট পরিচয় জিজ্ঞাসু হইয়াছি। আপনি কৃপা সহকারে আমাকে বলিয়া দিউন, এই প্রকার ক্রূর ও দুরন্ত রূপধারী কে আপনি? আমি আপনাকে আন্তরিক ভক্তি, ভয় ও বিনয় সহকারে বারংবার নমস্কার করিতেছি। হে দেববর! সর্ব্বদেবদেব! আমার প্রতি আপনি প্রসন্ন হউন। আপনি প্রসন্নতা পূর্ণ করুণ নয়নে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করুন; হে মহান্! আমি ভবদীয় আদ্য

বৃত্তান্ত অর্থাৎ মূল বিবরণ বিশেষরূপে জানিবার নিমিত্ত অতিশয় অভিলাষী হইয়াছি। যে হেতু হে উগ্ররূপ! আমি আপনার চেষ্টা ও অনুষ্ঠান বিষয়ক কোন বৃত্তান্তই জ্ঞাত নহি।

পূজ্যপাদ শ্রীমন্মধুসূদন সরস্বতীর অভিপ্রায়। এবংবিধ অত্যুগ্র অতি ক্রূররূপধর আপনি কে তাহা আমাকে অনুগ্রহ পূর্ব্বক বলুন। আপনি সকলের গুরু; আপনাকে আমি নমস্কার করিতেছি। হে দেববর! ক্রূরতা পরিহার করিয়া প্রসন্ন হউন। আমি আপনার সর্ব্বকারণস্বরূপ আদ্য বৃত্তান্ত বিশেষরূপে জানিতে বাসনা করি। যে হেতু আপনার সহিত আমার সখ্য সম্বন্ধ থাকিলেও আমি আপনার প্রবৃত্তি অর্থাৎ চেষ্টার বিষয় জ্ঞাত নহি।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্যের অভিপ্রায়। আমি আপনার নিরঙ্কুশ ঐশ্বর্য্যসমূহ সন্দর্শন করিবার প্রার্থনা :করিয়াছিলাম। আমার সেই অভিলাষ পূরণ করিতে উদ্যত হইয়া অধুনা আপনি এই ভয়ানক উগ্ররূপের আবিষ্কার করিয়াছেন। এই ঘোররূপধারী আপনি কে ভগবন্! এবং আপনি কি কার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত, তাহা আমি জানিতে ইচ্ছা করি। আপনার প্রবৃত্তি অর্থাৎ অভিপ্রায় আমি জানি না। আমার নিকট এই সকল বিষয় :আপনি ব্যক্ত করুন। হে সর্ব্বেশ্বর! আপনাকে নমস্কার। আপনি প্রসন্ন হউন অর্থাৎ এই সর্ব্বসংহারক উগ্ররূপ পরিহার করিয়া প্রসন্ন রূপ ধারণ করুন।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্বলদেবের অভিপ্রায়। এবম্প্রকারে বিশ্বরূপের বর্ণনা শেষ করিয়া এক্ষণে অর্জ্জুন স্বকীয় জ্ঞানের দৃঢ়তা সাধনাভিলাষে জিজ্ঞাসা করিবার বাসনায় ভগবদ্বিষয়ক এক স্বতন্ত্র প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন। "দর্শয়াত্মানমব্যয়ং" (১১শ অধ্যায় ৪র্থ শ্লোক) এই বাক্যে সহস্রশীর্ষাদি লক্ষণ যুক্ত ভগবানের মূর্ত্তি সন্দর্শন প্রার্থী অর্জ্জুনের প্রার্থনা পূরণ করিয়া তদ্রূপ প্রদর্শন করিলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ সেই রূপের অতি ভয়ঙ্করত্ব ও সংহারকত্ব প্রদর্শন করিলেন। এইরূপ ভয়ঙ্কর রূপ দর্শনে অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিতেছেন, আপনি কে, তাহা আমাকে বলুন। হে দেববর! আপনাকে নমস্কার করিতেছি, আপনি প্রসন্ন হউন, উগ্রতা পরিত্যাগ করুন। কি অভিপ্রায়ে আপনি এতাদৃশ কার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এবং আপনার

মে, নমোঽস্তুতে দেববর প্রসীদ নমস্তেঽস্তু সর্ব্বেশ্বর! এবং কর্ত্তুমনেনাভিপ্রায়েণেদং সংহর্ত্তৃরূপমাবিষ্কৃতমিত্যুক্ত্বা প্রসন্নরূপশ্চ ভব॥ ৩১॥

শ্রীধর।—যত এবং তস্মাৎ আখ্যাহীতি। ভবানুগ্ররূপঃ ক ইত্যাখ্যাহি কথয়, তুভ্যং নমোঽস্তু দেববর! প্রসীদ প্রসন্নোভব। ভবন্তমাদ্যং পুরুষং বিশেষেণ জ্ঞাতুমিচ্ছামি, যতস্তব প্রবৃত্তিং চেষ্টাং কিমর্থমেবং প্রবৃত্তোঽসীতি ন জানামি, এবম্ভূতস্য তব প্রবৃত্তিং বার্ত্তামপি ন জানামীতি বা॥ ৩১॥

বলদেব।—এবং বিশ্বরূপং ব্যঞ্জিতকালশক্তিং ভগবন্তমুপবর্ণ্য তত্ত্ববিদপ্যর্জ্জুনঃ স্বজ্ঞানদার্ঢ্যায় পৃচ্ছতি আখ্যাহীতি। দর্শয়াত্মানমব্যয়মিতি সহস্রশীর্ষাদিলক্ষণমৈশ্বরং রূপং দর্শয়িতুমর্থিতেন ভগবতা তদ্রূপং প্রদর্শ্য তস্য পুনরতিঘোরা সংহর্ত্তৃতা প্রদর্শ্যতে। তত্রোগ্ররূপো ভবান্ ক ইত্যাখ্যাহি কথয় হে দেববর তে নমোঽস্তু প্রসীদ ত্যজোগ্ররূপতাং, আদ্যং ভবন্তমহং বিশেষেণ জ্ঞাতুমিচ্ছামি। তব প্রবৃত্তিং চেষ্টাঞ্চ ন হি প্রজানামি কিমর্থমেবং প্রবৃত্তোঽসীতি তৎপ্রয়োজনং চাখ্যাহীতি॥ ৩১॥

মধুসূদন।—যস্মাদেবং তস্মাৎ এবমুগ্ররূপঃ ক্রূরাকারঃ কোভবানিত্যাখ্যাহি কথয় মে মহ্যমত্যন্তানুগ্রাহ্যায়, অতএব নমোঽস্তু তে তুভ্যং সর্ব্বগুরবে, হে দেববর! প্রসীদ প্রসাদং ক্রৌর্য্যত্যাগং কুরু। বিজ্ঞাতুং বিশেষেণ জ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবন্তমাদ্যং সর্ব্বকারণং, ন হি যস্মাত্তব সখাঽপি সন্ প্রজানামি তব প্রবৃত্তিং চেষ্টাং॥ ৩১॥

নীলকণ্ঠ।—এবং দীপ্ত্যা আকুলীভূতোঽর্জ্জুনঃ ভগবানয়মিতি বিস্মৃত্যাহ আখ্যাহীতি। এবমুগ্ররূপঃ ক্রূরকর্ম্মা ভবান্ কোঽসীত্যাখ্যাহি অমুকোঽস্মীতি কথয়, প্রসীদ শান্তোভব, ত্বামহং বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি যতস্তব প্রবৃত্তিচেষ্টান্ন জানামি॥ ৩১॥

বিশ্বনাথ। প্রবৃত্তিং চেষ্টাম্॥ ৩১॥

তাৎপর্য্য।—পূজ্যপাদ শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য শ্রীমদানন্দগিরি শ্রীমৎ শ্রীধর স্বামী ও শ্রীমদ্ধনুমানের অভিপ্রায়। পরিদৃষ্ট বিশ্বরূপের সমস্ত ভয়ানক অবস্থা বিশেষরূপে কীর্ত্তন করিয়া এক্ষণে অর্জ্জুন স্বকীয় জিজ্ঞাস্য অভিপ্রায় তাঁহার নিকট নিবেদন করিতেছেন। হে ভগবন্! তোমার এই অত্যুগ্র দুরন্তরূপ সন্দর্শন করিয়া আমি কেন, সমস্ত বিশ্ব প্রতপ্ত ও বিচলিত হইয়াছে। এক্ষণে আমি ভীত ভাবে আপনার নিকট পরিচয় জিজ্ঞাসু হইয়াছি। আপনি কৃপা সহকারে আমাকে বলিয়া দিউন, এই প্রকার ক্রূর ও দুরন্ত রূপধারী কে আপনি? আমি আপনাকে আন্তরিক ভক্তি, ভয় ও বিনয় সহকারে বারংবার নমস্কার করিতেছি। হে দেববর! সর্ব্বদেবদেব! আমার প্রতি আপনি প্রসন্ন হউন। আপনি প্রসন্নতা পূর্ণ করুণ নয়নে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করুন; হে মহান্! আমি ভবদীয় আদ্য

বৃত্তান্ত অর্থাৎ মূল বিবরণ বিশেষরূপে জানিবার নিমিত্ত অতিশয় অভিলাষী হইয়াছি। যে হেতু হে উগ্ররূপ! আমি আপনার চেষ্টা ও অনুষ্ঠান বিষয়ক কোন বৃত্তান্তই জ্ঞাত নহি।

পূজ্যপাদ শ্রীমন্মধুসূদন সরস্বতীর অভিপ্রায়। এবংবিধ অত্যুগ্র অতি ক্রূররূপধর আপনি কে তাহা আমাকে অনুগ্রহ পূর্ব্বক বলুন। আপনি সকলের গুরু; আপনাকে আমি নমস্কার করিতেছি। হে দেববর! ক্রূরতা পরিহার করিয়া প্রসন্ন হউন। আমি আপনার সর্ব্বকারণস্বরূপ আদ্য বৃত্তান্ত বিশেষরূপে জানিতে বাসনা করি। যে হেতু আপনার সহিত আমার সখ্য সম্বন্ধ থাকিলেও আমি আপনার প্রবৃত্তি অর্থাৎ চেষ্টার বিষয় জ্ঞাত নহি।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্যের অভিপ্রায়। আমি আপনার নিরঙ্কুশ ঐশ্বর্য্যসমূহ সন্দর্শন করিবার প্রার্থনা করিয়াছিলাম। আমার সেই অভিলাষ পূরণ করিতে উদ্যত হইয়া অধুনা আপনি এই ভয়ানক উগ্ররূপের আবিষ্কার করিয়াছেন। এই ঘোররূপধারী আপনি কে ভগবন্! এবং আপনি কি কার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত, তাহা আমি জানিতে ইচ্ছা করি। আপনার প্রবৃত্তি অর্থাৎ অভিপ্রায় আমি জানি না। আমার নিকট এই সকল বিষয় আপনি ব্যক্ত করুন। হে সর্ব্বেশ্বর! আপনাকে নমস্কার। আপনি প্রসন্ন হউন অর্থাৎ এই সর্ব্বসংহারক উগ্ররূপ পরিহার করিয়া প্রসন্ন রূপ ধারণ করুন।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্বলদেবের অভিপ্রায়। এবম্প্রকারে বিশ্বরূপের বর্ণনা শেষ করিয়া এক্ষণে অর্জ্জুন স্বকীয় জ্ঞানের দৃঢ়তা সাধনাভিলাষে জিজ্ঞাসা করিবার বাসনায় ভগবদ্বিষয়ক এক স্বতন্ত্র প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন। "দর্শয়াত্মানমব্যয়ং" (১১শ অধ্যায় ৪র্থ শ্লোক) এই বাক্যে সহস্রশীর্ষাদি লক্ষণ যুক্ত ভগবানের মূর্ত্তি সন্দর্শন প্রার্থী অর্জ্জুনের প্রার্থনা পূরণ করিয়া তদ্রূপ প্রদর্শন করিলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ সেই রূপের অতি ভয়ঙ্করত্ব ও সংহারকত্ব প্রদর্শন করিলেন। এইরূপ ভয়ঙ্কর রূপ দর্শনে অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিতেছেন, আপনি কে, তাহা আমাকে বলুন। হে দেববর! আপনাকে নমস্কার করিতেছি, আপনি প্রসন্ন হউন, উগ্রতা পরিত্যাগ করুন। কি অভিপ্রায়ে আপনি এতাদৃশ কার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এবং আপনার

এতাদৃশ অনুষ্ঠানের প্রয়োজনই বা কি, তাহা আমি জানিতে ইচ্ছা করি ॥ ৩১ ॥

* * *

শ্রীভগবানুবাচ :-

কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো
লোকান্ সমাহর্ত্তুমিহ প্রবৃত্তঃ।
ঋতেঽপি ত্বাং ন ভবিষ্যন্তি সর্ব্বে
যেঽবস্থিতাঃ প্রত্যনীকেষু যোধাঃ ॥ ৩২ ॥

অন্বয়।—শ্রীভগবান্ উবাচ (কথয়ামাস)। লোকক্ষয়কৃৎ (লোক-সংহারকঃ) প্রবৃদ্ধঃ (অত্যুৎকটঃ) কালঃ [অহং] অস্মি, লোকান্ সমাহর্ত্তুং (সংহর্ত্তুং) ইহ (অস্মিন্ কালে) প্রবৃত্তঃ (উদ্যুক্তঃ), ত্বাং ঋতে (বিনা) অপি প্রত্যনীকেষু (প্রতিপক্ষভূতেষু) যে যোধাঃ (ভীষ্মাদয়ঃ) অবস্থিতাঃ সর্ব্বে অপি ন ভবিষ্যন্তি (জীবিষ্যন্তি) ॥ ৩২ ॥

প্রতিশব্দ।—শ্রীভগবান্ বলিলেন, লোকসংহারক অত্যুৎকট কাল [আমি] হই, লোক-সকলকে সংহার-করিবার-নিমিত্ত এই-সময়ে উদ্যুক্ত-হইয়াছি, তুমি ব্যতীতও প্রতিপক্ষগণের-মধ্যে যে ভীষ্মাদি-যোদ্ধাগণ অবস্থিত সকলেই জীবিত-থাকিবে না ॥ ৩২ ॥

ব্যাখ্যা।—শ্রীভগবান্ বলিলেন, আমি লোক সংহারক কাল, এই অত্যুগ্র রূপ দ্বারা লোক সমূহকে সংহার করিবার নিমিত্ত এক্ষণে প্রবৃত্ত হইয়াছি। তুমি যুদ্ধ না করিলেও কাল প্রাপ্ত এই ভীষ্মাদি যোদ্ধৃগণ কেহই জীবিত থাকিবে না ॥ ৩২ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—কালোঽস্মীতি। কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ লোকানাং ক্ষয়ং করোতীতি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধোবৃদ্ধিং গতো যদর্থং প্রবৃদ্ধস্তচ্ছৃণু লোকান্ সমাহর্ত্তুং ইহ অস্মিন্ কালে প্রবৃত্তঃ, ঋতেঽপি বিনাপি ত্বা ত্বাং ন ভবিষ্যন্তি ভীষ্মদ্রোণকর্ণপ্রভৃতয়ঃ সর্ব্বে যেভ্যস্তবাশঙ্কা যেঽবস্থিতাঃ প্রত্যনীকেষ্বনীকমনীকং প্রত্যনীকেষু প্রতিপক্ষভূতেষু অনীকেষু যোধা এব যোদ্ধারঃ ॥ ৩২ ॥

আনন্দগিরি।—যদর্থা চ স্বপ্রবৃত্তিঃ তৎ সর্ব্বং ভগবানুক্তবানিত্যাহ ভগবানিতি।

পাঠান্তর। ত্বা।

কালঃ ক্রিয়াশক্ত্যুপহিতঃ পরমেশ্বরঃ অস্মীন্নতি বর্ত্তমানযুদ্ধোপলক্ষিতত্বং কালস্য বিবক্ষিতং। লোকসংহারার্থং ত্বৎপ্রবৃত্তাবপি নাসাবর্থবতী প্রতপক্ষাণাং ভীষ্মাদীনাং মৎপ্রবৃত্তিং বিনাপি সংহর্ত্তুমশক্যত্বাদিত্যাশঙ্ক্যাহ ঋতেঽপীতি॥ ৩২॥

রামানুজ।—আশ্রিতবাৎসল্যাতিরেকেণ বিশ্বৈশ্বর্য্যং দর্শয়তো ভবতো ঘোররূপাবিষ্কারকোঽভিপ্রায় ইতি পৃষ্টো ভগবান্ পার্থসারথিঃ সাভিপ্রায় মাহ। পার্থোদ্যোগেন বিনাপি ধার্ত্তরাষ্ট্রপ্রমুখমশেষং রাজলোকং নিহন্তুমহমেব প্রবৃত্ত ইতি জ্ঞাপনায় মমঘোররূপাবিষ্কারঃ তজ্জ্ঞাপনঞ্চ পার্থমুদ্যোজয়িতুমিতি। কলয়তি ইতি কালঃ সর্ব্বেষাং ধার্ত্তরাষ্ট্র প্রমুখানাং রাজলোকানা মায়ুরবসানং গণয়ন্নহং তৎক্ষয়কৃৎ ঘোররূপেণ প্রবৃদ্ধো রাজলোকান্ সমাহর্ত্তু মাভিমুখ্যেন সংহর্ত্তুমিহ প্রবৃত্তোঽস্মি, অতো মৎসংকল্পাদেব ত্বামৃতেঽপি ত্বদুদ্যোগাদৃতেঽপি ধার্ত্তরাষ্ট্রপ্রমুখাস্তব প্রত্যনীকেষু যেঽবস্থিতা যোধা স্তে সর্ব্বে ন ভবিষ্যন্তি বিনঙ্ক্ষ্যন্তি॥ ৩২॥

হনুমান্।—অর্জ্জুনস্য বচনং শ্রুত্বা তস্যোত্তরং শ্রীভগবানুবাচ। কালোস্মীতি লোকানিহ সংশরীরে সমাহর্ত্তুং পিণ্ডীকর্ত্তুং প্রবৃত্তঃ ঋতেঽপি ত্বামন্তরেণাপি ন ভবিষ্যন্তি॥ ৩২। ৩৩॥

শ্রীধর।—এবং প্রার্থিতঃ সন্ শ্রীভগবানুবাচ কাল ইতি ত্রিভিঃ। লোকানাং ক্ষয়কর্ত্তা প্রবৃদ্ধোঽত্যুৎকটঃ কালোঽস্মি লোকান্ প্রাণিনঃ সংহর্ত্তুমিহ লোকে প্রবৃত্তোঽস্মি, অত ঋতে ত্বাং হন্তারং বিনা ন ভবিষ্যন্তি জীবিষ্যন্তি কে তে, প্রত্যনীকেষু অনীকানি প্রতি ভীষ্মদ্রোণাদীনাং সর্ব্বাসু সেনাসু যে যোদ্ধারোঽবস্থিতাস্তে সর্ব্বেঽপি॥ ৩২॥

বলদেব।—এবমর্থিতো ভগবানুবাচ কালোঽস্মীতি। প্রবৃদ্ধো ব্যাপী। "যস্য ব্রহ্ম চ ক্ষত্রঞ্চ উভে ভবত ওদনঃ। মৃত্যুর্যস্যোপসেচনং ক ইত্থা বেদ যত্র সঃ" ইতি শ্রুত্যা যঃ কীর্ত্ত্যতে স কালোঽহমিত্যর্থঃ। ইহ সময়ে লোকান্ দুর্য্যোধনাদীন্ সমাহর্ত্তুং গ্রসিতুং প্রবৃত্তঃ মাং মৎপ্রবৃত্তিফলঞ্চ জানীহি ত্বামপিনা যুধিষ্ঠিরাদীংশ্চ ঋতে সর্ব্বে ন ভবিষ্যন্তি। যদ্বা নমু রণান্নিবৃত্তে ময়ি তেষাং কথং ক্ষয়ঃ স্যাদিতি চেত্তত্রাহ ঋতেঽপীতি। ত্বাং যোদ্ধারমৃতে ত্বদ্যুদ্ধব্যাপারং বিনাপি সর্ব্বে ন ভবিষ্যন্তি মরিষ্যন্ত্যেব কালাত্মনা ময়া তেষাং আয়ুর্হরণাৎ। কে তে সর্ব্বে ইত্যাহ প্রত্যনীকেষু পরস্পরয়োঃ যে ভীষ্মাদয়োঽবস্থিতাঃ যুদ্ধান্নিবৃত্তস্য তব তু স্বধর্ম্মচ্যুতিরেব ভবেদিতি॥ ৩২॥

মধুসূদন।—এবমর্জ্জুনেন প্রার্থিতোযঃ স্বয়ং যদর্থা চ স্বপ্রবৃত্তিস্তৎসর্ব্বং ত্রিভিঃ শ্লোকৈঃ কথয়তি। কালঃ ক্রিয়াশক্ত্যুপহিতঃ সর্ব্বস্যসংহর্ত্তা পরমেশ্বরোঽস্মি ভবানিদানীং প্রবৃদ্ধোবৃদ্ধিং গতঃ যদর্থং প্রবৃত্তস্তচ্ছৃণু লোকান্ দুর্য্যোধনাদীন্ সমাহর্ত্তুং সম্যগাহর্ত্তুং ভক্ষয়িতুং প্রবৃত্তো ইহা স্মিন্ কালে মৎপ্রবৃত্তিং বিনা কথমেবং স্যাদিতি চেন্নেত্যাহ, ঋতেঽপি ত্বা ত্বামর্জ্জুনং যোদ্ধারং বিনাঽপি ত্বদ্ব্যাপারং বিনাঽপি মদ্ব্যাপারেণৈব ন ভবিষ্যন্তি বিনংক্ষ্যন্তি সর্ব্বে ভীষ্মদ্রোণকর্ণপ্রভৃতয়োযোদ্ধমনর্হত্বেন সংভাবিতা অন্যেঽপি যেঽবস্থিতাঃ প্রত্যনীকেষু প্রতিপক্ষসৈন্যেষু যোধা যোদ্ধারঃ সর্ব্বেঽপি ময়া হতত্বাদেব ন ভবিষ্যন্তি, তত্র তব ব্যাপারোঽকিঞ্চিৎকর ইত্যর্থঃ॥ ৩২॥

নীলকণ্ঠ।—এবমর্জ্জুনেন প্রার্থিতঃ শ্রীভগবানুবাচ কাল ইতি। ইহাস্মিন্ সংগ্রামে লোকান্ সমাহর্ত্তুং ভক্ষিতুং প্রবৃত্তঃ প্রবৃদ্ধোমহান্ লোকক্ষয়কৃৎ কালোনাম পরমেশ্বরোঽস্মি যস্মাদেবং তস্মাৎ ঋতেঽপি ত্বা ত্বাং বিনাপি সর্ব্বে ন ভবিষ্যন্তি মরিষ্যন্তি কে তে সর্ব্বে যে প্রত্যনীকেষু শত্রুসৈন্যেষু যোধাঃ শূরাশ্চ ভীষ্মাদয়োঽবস্থিতাস্তে ॥ ৩২ ॥

বিশ্বনাথ।—সমাহর্ত্তুম্ সংহর্ত্তুম্ ॥ ৩২ । ৩৩ ॥

তাৎপর্য্য।—অর্জ্জুন কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া শ্রীভগবান্ স্বকীয় চেষ্টাদি বিষয়ক পরিচয় অতঃপর তিন শ্লোকে কীর্ত্তন করিতেছেন। হে অর্জ্জুন! অন্যান্য কর্ম্ম সাধনের উপযোগী শক্তিসম্পন্ন সর্ব্বসংহারক কালই আমি। আমি সম্প্রতি সাতিশয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছি, অর্থাৎ বিরাটরূপ ধারণ করিয়াছি। কেন আমি এতাদৃশ বর্দ্ধিত কলেবর হইয়াছি, তাহার কারণ ব্যক্ত করিতেছি শ্রবণ কর। অধুনা আমি দুর্য্যোধনাদি লোক সমূহকে বিনাশ ও ভক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। আমার প্রবৃত্তি ব্যতীত লোকনাশ কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না। হে অর্জ্জুন! অশেষ আয়াস স্বীকার করিয়া বিবিধ বিধানে যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছ সত্য, কিন্তু তোমার অনুষ্ঠিত কার্য্য বিনাও কেবল মদীয় চেষ্টাতেই যাহা ঘটিবার তাহা ঘটিবেই ঘটিবে। সমবেত যোদ্ধৃগণ বাহ্বাস্ফোটন ও গৌরব সহকারে স্বস্ব বাহুবলের পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক অরাতি নাশের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইবেন সত্য, কিন্তু ফলাফল আমার চেষ্টাতেই সংসিদ্ধ হইবে। বীরগণের আড়ম্বর বা কৃতীত্ব তাহার হেতুভূত নহে। যাঁহার যাঁহার এই সমর স্থলে জীবলীলার অবসান হইবে, তাঁহারা আমারই ব্যবস্থায় মৎকর্ত্তৃক বিনষ্ট হইবেন ইহা তুমি স্থির জানিবে। বিপক্ষপক্ষে ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ প্রভৃতি যে সকল প্রথিতনামা যোধপুরুষ সমর বিজয়ে সম্পূর্ণ বিশ্বাস পোষণ করিয়া সগর্ব্বে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, তত্তাবৎকেই আমার চেষ্টায় কালগ্রাসে পতিত হইতে হইবে। এসম্বন্ধে তোমার উদ্যম ও অধ্যবসায় নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর জানিবে।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্যের অভিপ্রায়। বাৎসল্যের আতিশয্য হেতু অর্জ্জুনকে স্বকীয় অশেষ ঐশ্বর্য্য প্রদর্শনে শ্রীভগবান্ উদ্যত হইয়াছিলেন। তাদৃশ রূপ প্রদর্শনে প্রবৃত্ত হইয়া, সহসা কোন অভিপ্রায়ে তিনি ঘোররূপের আবিষ্কার করিলেন, ইহাই জানিতে অর্জ্জুন প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছিলেন। সেই প্রশ্নের উত্তর স্বরূপে পার্থসারথি শ্রীভগবান্ স্বকীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত

করিতেছেন। পার্থের উদ্যোগ ব্যতীত কেবল ভগবান্ স্বয়ংই ধৃতরাষ্ট্র নন্দন দুর্য্যোধন প্রমুখ রাজন্যবর্গকে বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, ইহাই প্রতিপন্ন করিবার অভিপ্রায়ে তিনি এই ঘোররূপের আবিষ্কার করিয়াছেন ; ধনঞ্জয়কে যুদ্ধ ব্যাপারে উত্তেজিত ও উদ্যুক্ত করিবার অভিপ্রায়ে এই রহস্য ব্যক্ত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। যিনি বিভাগ কর্ত্তা ও গণনা কর্ত্তা তিনি কাল। (৩৭। ১৫৩৬। ১৮৮৫ পৃষ্ঠার টীপ্পনী দ্রষ্টব্য) ধার্ত্তরাষ্ট্র প্রমুখ ভূপবর্গের আয়ুষ্কালের অবসান হইয়াছে গণনা করিয়া ভগবান তাহা ক্ষয় করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তিনি অধুনা ঘোররূপে প্রবৃদ্ধ, অতএব পার্থের উদ্যোগ ব্যতীত কেবল ভগবানের চেষ্টায় প্রতিপক্ষ মধ্যে যে বীরবৃন্দ অবস্থিত রহিয়াছেন, তাঁহাদের প্রত্যেককেই নাশ দশায় উপনীত হইতে হইবে।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্বলদেবের অভিপ্রায়। প্রবৃদ্ধ শব্দের অর্থ ব্যাপী। শ্রুতি যাঁহার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন, আমি সেই কাল। অধুনা আমি দুর্য্যোধনাদিকে গ্রাস করিয়া হনন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। আমার এই রূপ প্রবৃত্তির পরিণাম তুমি জানিয়া রাখ, তুমি এবং যুধিষ্ঠিরাদি ব্যতীত আর কেহই এই সমরাঙ্গণ হইতে সজীবাবস্থায় প্রত্যাবর্ত্তন করিবে না। অথবা এই "ঋতে" শব্দ অন্যভাবে গ্রহণ করিয়া ভিন্নরূপ অর্থও হইতে পারে। তদ্‌যথা, যোদ্ধৃগণের চেষ্টা বিনাও সকলকেই কাল গ্রাসে পতিত হইতে হইবে। কারণ কালরূপে আমি তাহাদিগের আয়ু হরণ করিতেছি। সেই সকল বীরেরা কে, তাহাই বিশদরূপে বুঝাইতেছি। উভয় পক্ষে ভীষ্মাদি যে বীরগণ অবস্থিত রহিয়াছেন, তাঁহাদিগের প্রত্যেকেই স্ব স্ব উদ্যম বিনাও মৃত্যু মুখে পতিত হইবেন। অতএব হে অর্জ্জুন! এ অবস্থায় যুদ্ধ পরিত্যাগ করিলে কাহারও জীবন রক্ষায় তুমি সফলকাম হইবে না, অথচ স্বধর্ম্ম চ্যুতি জনিত অপরাধভাগী হইবে মাত্র।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্রাঘবেন্দ্র যতি মহোদয় এই শ্লোকের যে টীকা রচনা করিয়াছেন তাহা অতিশয় মধুর, প্রাঞ্জল ও হৃদয়গ্রাহী। নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইতেছে। "এবমর্থিতো ভগবান্ স্বগুণাদীনাহ কালো ঽস্মীতি। কল বন্ধনে কল সংহরণে কল জ্ঞানে কলবিদ্রাবনে কল কামধেনু রিতি ধাতু পাঠাৎ পূর্ণসদ্‌গুণৈঃ কলিতত্বাৎ সংবদ্ধত্বাৎ কালঃ পূর্ণসদ্‌গুণোঽস্মীত্যর্থঃ। তথা জগদ্‌বন্ধন সংহরণ বোধন বিদ্রাবণাদি কর্ম্ম যুক্তত্বাচ্চ কালোঽস্মীত্যর্থঃ।

কলতে কর্ম্মণি কর্ত্তরি চ অন্ ঘঞ প্রত্যয়ো বা। কিমর্থ মুগ্ররূপ ইত্যস্যোত্তরং লোকক্ষয়কৃদিত্যাদি। প্রবৃদ্ধো দেশকালতঃ পরিপূর্ণঃ অনাদি নিত্য ইতি বা লোকস্যক্ষয়কৃদ্ ভবন্নিহযুদ্ধমণ্ডলগতান্ লোকান্ জনান্ প্রত্যক্ষত এব সংহর্ত্তুং প্রবৃত্তোঽস্মি। তর্হি পার্থানামপি সংহর্ত্তুং প্রবৃত্তঃ কিমিত্যত আহঋতেঽপীতি। অপি ধর্ম্মাদিসমুচ্চয়ে। ধর্ম্মাদি পঞ্চপাণ্ডবান্ অশ্বত্থামকৃতবর্ম্মকৃপাংশ্চ বিনেত্যর্থঃ। প্রত্যনীকেষু পরস্পরং প্রতিস্পর্ধিতয়া স্থিতে সেনাদ্বয়ে। অক্ষৌহিনী বহুত্বাভিপ্রায়েন বহুবচনং। যেঽবস্থিতা যোধা স্তে সর্ব্বে ন ভবিষ্যন্তীত্যর্থঃ"। ইহার ভাবার্থ এইরূপ, এইপ্রকার জিজ্ঞাসিত হইয়া ভগবান্ স্বকীয় গুণাদির বিবরণে প্রবৃত্ত হইতেছেন। ধাতুপাঠানুসারে কল ধাতু বন্ধন, সংহার, জ্ঞান, বিদ্রাবন, কামধেনু অর্থে প্রযুক্ত হয়। পূর্ণ সদ্‌গুণসমূহদ্বারা কলিতত্ব অর্থাৎ সংবদ্ধত্বহেতু শ্রীভগবান্ কাল অর্থাৎ পূর্ণ সদ্‌গুণস্বরূপ। অপিচ শ্রীভগবান্ জগতের বন্ধন, সংহরণ, জ্ঞানোদ্দীপন, বিদ্রাবন প্রভৃতি কর্ম্ম যুক্ত, এইজন্য তিনি কাল। কল ধাতুর উত্তর কর্ম্মণি বাচ্যে অথবা কর্ত্তরিবাচ্যে অল্ কিম্বা ঘঞ্ প্রত্যয় দ্বারা কালপদ সিদ্ধ হইয়াছে। কি অভিপ্রায়ে ভগবান্ উগ্ররূপ পরিগ্রহ করিয়াছেন তাহারই উত্তর স্বরূপে লোকক্ষয়কৃৎ ইত্যাদি বাক্যের অবতারণা হইয়াছে। প্রবৃদ্ধ শব্দের অর্থ দেশ কালে পরিপূর্ণ, অথবা অনাদি নিত্য। লোকসমূহের ক্ষয়সাধন অভিলাষী হইয়া যুদ্ধমণ্ডলমধ্যবর্ত্তি লোকসমূহকে প্রত্যক্ষরূপে সংহার করিতে শ্রীভগবান্ প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এস্থলে যদি প্রশ্নোত্থাপিত হয় যে, তবে কি তিনি পার্থ প্রভৃতিকেও সংহার করিবেন? তদুত্তরে "ঋতেঽপি" শব্দ দ্বারা সূচিত হইতেছে যে তাঁহাদিগকে বিনা অপর সকলকে বিনাশ করা হইবে। এস্থলে অপি শব্দের প্রয়োগ থাকায় ধর্ম্ম নন্দন যুধিষ্ঠিরাদিও লক্ষিত হইয়াছেন। যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চপাণ্ডব অশ্বত্থামা, কৃতবর্ম্মা ও কৃপাচার্য্য এই কয় ব্যক্তি ব্যতীত আর সকলেই শ্রীভগবান্ কর্ত্তৃক কাল কবলে প্রেরিত হইবেন। "প্রত্যনীক" শব্দে ইহাই বুঝাইতেছে যে, পরস্পর প্রতিপক্ষসেনাদ্বয়ের মধ্যমর্ত্তি অতিস্পর্দ্ধিত বীরবৃন্দ। অক্ষৌহিনী (৯ পৃষ্ঠা স্থচনা দ্রষ্টব্য) বহুসেনাদ্বারা রচিত হয়, এই জন্যই প্রত্যনীকেষু স্থলে বহুবচন প্রযুক্ত হইয়াছে। প্রতিপক্ষ পক্ষদ্বয়ের মধ্যে যাঁহারা অবস্থিত আছেন, তাঁহারা কেহই জীবিত থাকিবেন না ॥ ৩২ ॥

তস্মাত্ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব
জিত্বা শত্রূন ভুঙ্‌ক্ষ্ব রাজ্যং সমৃদ্ধম্।
ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্ব্বমেব
নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্!॥ ৩৩॥

অন্বয়।—তস্মাৎ ত্বং উত্তিষ্ঠ যশঃ (কীর্ত্তিং) লভস্ব (প্রাপ্নুহি) শত্রূন্ জিত্বা সমৃদ্ধং (অকণ্টকং) রাজ্যং ভুঙ্ক্ষ্ব, ময়া এব এতে পূর্ব্বং এব নিহতাঃ (সংহতপ্রায়াঃ) হে সব্যসাচিন্! (সব্যেন বামেন সাচিতুং শরান্ সন্ধাতুং শীলং যস্য) [ত্বং] নিমিত্তমাত্রং ভব॥ ৩৩॥

প্রতিশব্দ।—অতএব তুমি উঠ, যশকে লাভ-কর শত্রুদিগকে জয়-করিয়া নিষ্কণ্টক রাজ্যকে ভোগ-কর, আমার-কর্ত্তৃক ইহারা পূর্ব্বেই নিহত-হইয়াছে, হে সবসাচিন্! [তুমি] নিমিত্ত-মাত্র হও॥ ৩৩॥

ব্যাখ্যা।—অতএব তুমি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও, অতুল কীর্ত্তি লাভ কর এবং শত্রুগণকে জয় করিয়া নিষ্কণ্টকে সমৃদ্ধিসম্পন্ন রাজ্য উপভোগ কর; কারণ আমি পূর্ব্ব হইতেই ইহাদিগকে নিহতপ্রায় করিয়া রাখিয়াছি, হে সব্যসাচিন্! এক্ষণে তুমি কেবল এই কার্য্যে নিমিত্তমাত্র হও॥ ৩৩॥

শঙ্করাচার্য্য।—যস্মাদেবং তস্মাত্ত্বমিতি। তস্মাত্ত্বমুত্তিষ্ঠ ভীষ্মদ্রোণপ্রভৃতয়োঽতিরথা অজেয়া দেবৈরপ্যর্জ্জুনেন জিতা ইতি যশোলভস্ব, কেবলং পুণ্যৈর্হি তৎ প্রাপ্যতে জিত্বা শত্রূন্ দুর্য্যোধনপ্রভৃতীন্ ভুঙ্ক্ষ্ব রাজ্যং সমৃদ্ধং অসপত্নমকণ্টকং ময়া এবৈতে নিহতা নিশ্চয়েন হতাঃ প্রাণৈর্ব্বিয়োজিতাঃ পূর্ব্বমেব নিগিত্তমাত্রং ভব ত্বং হে সব্যসাচিন! সব্যেন বামেন হস্তেন শরাণাং ক্ষেপাৎ সব্যসাচীত্যুচ্যতেঽর্জ্জুনঃ॥ ৩৩॥

আনন্দগিরি।—তবৌদাসীন্যেঽপি প্রতিকূলানীকস্থামংপ্রাতিকূল্যাদেব ন ভবিষ্যন্তীত্যেবং যস্মান্নিশ্চিতং তস্মাত্ত্বদৌদাসীন্যমকিঞ্চিৎকরমিত্যাহ যস্মাদিতি। উত্তিষ্ঠ যুদ্ধায় উন্মুখীভবেত্যর্থঃ। যশোলাভমভিনয়তি ভীষ্মেতি। কিং তেনাপুমর্থেনেত্যাশঙ্ক্যাহ পুণ্যৈরিতি। রাজ্যভোগেঽপেক্ষিতে কিমনপেক্ষিতেনেত্যাশঙ্ক্যাহ জিত্বেতি। ভীষ্মাদিষ্বতিরথেষু কুতোজয়াশঙ্কা ইত্যাশঙ্ক্যাহ ময়ৈবৈতইতি। তর্হি মৃতমারণার্থং ন মে প্রবৃত্তিস্তত্রাহ নিমিত্তেতি। সব্যসাচিপদং বিভজতে বামেনেতি॥ ৩৩॥

রামানুজ।—তস্মাত্ত্বং তান্ প্রতি যুদ্ধায়োত্তিষ্ঠ তান্ শত্রূন্ জিত্বা যশোলভস্ব ধর্ম্ম্যং রাজ্যং চ সমৃদ্ধং ভুঙ্ক্ষ, ময়ৈবৈতে কৃতাপরাধা পূর্ব্বমেব নিহতাঃ হননে বিনিযুক্তাঃ ত্বং তু তেষাং হননে নিমিত্রমাত্রং ভব। ময়া হন্যমানানাং শস্ত্রাদি স্থানীয়ো ভব সব্যসাচিন্ "ষচ সমবায়ে" সব্যেন শরসচনশীলঃ সব্যসাচী সব্যেনাপি করেণ শরসমবায়করঃ হস্তদ্বয়েন যোদ্ধুং সমর্থ ইত্যর্থঃ॥ ৩৩॥

শ্রীধর।—যস্মাদেবং তস্মাত্ত্বং যুদ্ধায়োত্তিষ্ঠ দেবৈরপি দুর্জ্জয়া ভীষ্মাদয়োঽর্জ্জুনেন নির্জ্জিতা ইত্যেবম্ভূতং যশোলভস্ব প্রাপ্নুহি অযত্নতশ্চ শত্রূন্ জিত্বা সমৃদ্ধং রাজ্যং ভুঙ্ক্ষ, এতে চ শত্রবস্ত্বদীয়-যুদ্ধাৎ পুর্ব্বমেব ময়ৈব কালাত্মনা নিহতপ্রায়াস্তথাপি ত্বং নিমিত্তমাত্রং ভব, হে সব্যসাচিন্ সব্যেন বামেন হস্তেন সাচিতুং শরান্ সন্ধাতুং শীলং যস্যেতি ব্যুৎপত্ত্যা বামেনাপি বাণক্ষেপাৎ সব্যসাচীত্যুচ্যতে॥ ৩৩॥

বলদেব।—যস্মাদেবং তস্মাত্ত্বমুত্তিষ্ঠ স্বধর্ম্মায় যুদ্ধায় যশো লভস্ব সুরদুর্জ্জয়া ভীষ্মাদয়োঽর্জ্জুনেন হেলয়ৈব নির্জ্জিতা ইতি দুর্ল্লভাং কীর্ত্তিং প্রাপ্নুহি। পূর্ব্বং দ্রৌপদ্যপরাধসময় এব ময়ৈতে নিহতাস্ত্বদ্যশসে যন্ত্রপ্রতিমাবৎ প্রবর্ত্তন্তে তস্মাৎ ত্বং নিমিত্তমাত্রং ভব। হে সব্যসাচিন্ সব্যেনাপি হস্তেন বাণান্ সঞ্চিতুং সন্ধাতুং শীলমস্যেতি যুদ্ধনির্ভরে প্রাপ্তে হস্তাভ্যামিষুবর্ষিন্নিত্যর্থঃ॥ ৩৩॥

মধুসূদন।—যস্মাদেবং তস্মাত্ত্বদ্ব্যাপারমন্তরেণাপি যস্মাদেতে বিনঙ্ক্ষ্যন্ত্যেব, তস্মাত্ত্বমুত্তিষ্ঠ উদ্যুক্তোভব যুদ্ধায় দেবৈরপি দুর্জ্জয়া ভীষ্মদ্রোণাদয়োঽতিরথা ঝটিত্যর্জ্জুনেন নির্জ্জিতাইত্যেবম্ভূতং যশোলভস্ব মহদ্ভিঃ পুণ্যৈরেব হি যশোলভ্যতে. অযত্নতশ্চ জিত্বা শত্রূন্ দুর্য্যোধনাদীন্ ভুঙ্ক্ষ স্বোপার্জ্জনত্বেন ভোগ্যতাং প্রাপয় সমৃদ্ধং রাজ্যমকণ্টকং, এতে চ তব শত্রবোময়ৈব কালাত্মনা নিহতাঃ সংহৃতায়ুষঃ ত্বদীয়যুদ্ধাৎ পুর্ব্বমেব কেবলং তব যশোলাভায় রথান্ন পাতিতাঃ, অতস্ত্বং নিমিত্তমাত্রং অর্জ্জুনেনৈতে নির্জ্জিতা ইতি সার্ব্বলৌকিকব্যপদেশাস্পদং ভব হে সবসাচিন্! সব্যেন বামেন হস্তেনাপি শরান্ সাচিতুং সংধাতুং শীলং যস্য তাদৃশস্য তব ভীষ্ম দ্রোণাদিজয়ো নাসংভাবিত-স্তস্মাত্ত্বদ্ব্যাপারানন্তরং ময়া রথাৎ পাত্যমানেষ্বেতেষু তবৈব কর্ত্তৃত্বং লোকাঃ কল্পয়িষ্যন্তীত্যভিপ্রায়ঃ॥ ৩৩॥

নীলকণ্ঠ।—তস্মাদিতি। যস্মাত্ত্বাং বিনাঽপ্যেতে তস্মাত্ত্বং উত্তিষ্ঠ যুদ্ধায়, শেষং স্পষ্টম্॥৩৩॥

তাৎপর্য্য।—শ্রীভগবান্ পুনরায় বলিতেছেন, প্রকৃত তথ্য তোমার নিকট ব্যক্ত করিলাম। সৃষ্টি স্থিতি নাশ বিষয়ক সমস্ত রহস্য তুমি পরিজ্ঞাত হইয়াছ। এবং সমবেত বীরবৃন্দের আগতপ্রায় পরিণামও তুমি স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছ, অতএব হে ধনঞ্জয়! অতঃপর তোমার উৎসাহ বিহীনতা কার্য্যবিমুখতা এবং ঔদাসীন্য কোন মতেই শ্রেয়স্কর নহে। এক্ষণে হে বীরোত্তম! তুমি চিত্তের যাবতীয় অবসাদ কারুণ্য ও কোমলভাব বিসর্জ্জন

দিয়া প্রকৃত বীরের ন্যায় সগর্ব্বে তেজ সহকারে দণ্ডায়মান হও, এবং অরাতি পুঞ্জের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সমুচিত পরাক্রমে শত্রু নাশ করিতে করিতে বসুন্ধরা রুধির প্লাবিত কর। তোমার বীর বিক্রম সন্দর্শনে মানবগণ বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া সহস্র কণ্ঠে তোমার যশোগান করিতে থাকিবে, জয়োল্লাস ধ্বনিতে দিগ্বলয় পরিপূরিত হইবে, এবং তোমার নিষ্কলঙ্ক যশোপ্রভায় ধরণী আলোকিত হইবে। হে অর্জ্জুন! এইরূপ অসুলভ ও একান্ত প্রার্থনীয় যশোপার্জ্জনের প্রকৃষ্ট সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। অবহেলা করিয়া উদাসীন হইয়া এবং নিরুদ্যম হইয়া এই পরম সুযোগ তুমি নষ্ট করিও না। কেবল যে যুদ্ধ জয় জনিত যশঃশ্রীতে তুমি বিভূষিত হইবে এরূপ নহে, এই সাগরাম্বরা বিশাল কায়া মেদিনী তোমার চরণাশ্রিতা হইবে। তুমি এই সমৃদ্ধি সম্পন্ন অশেষ ধন রত্ন ও শস্যশালিনী ধরিত্রীর অধীশ্বর হইবে, এবং অশেষ রাজৈশ্বর্য্য ও সর্ব্ব প্রকার ভোগসুখ তোমার আয়ত্ত হইবে। হে ধনঞ্জয়! অকারণে অবসাদগ্রস্ত হইয়া তুমি এই রাজ্য ভোগের সুযোগ লাভ করিতে বিরত হইও না। হে ধনঞ্জয়! তুমি পূর্ব্বে ক্রমাগত গুরুহত্যারূপ মহাপাপের আশঙ্কা করিয়াছ; বন্ধু হননরূপ ঘোর দুষ্কৃতির নিমিত্ত ভীত হইয়াছ; জ্ঞাতি ও কুটুম্ববধরূপ অপরাধের নিমিত্ত নিতান্ত শঙ্কিত হইয়াছ। কিন্তু হে সখে! আমি তোমাকে স্পষ্টতঃ দেখাইয়া দিয়াছি যে, যাঁহাদিগের মরণভয়ে তুমি একান্ত ব্যাকুল হইয়াছিলে, তাঁহারা তোমার অস্ত্রাঘাতের পূর্ব্বেই আমার দ্বারা নিহত হইয়াছেন। তাঁহারা তাবতেই অনায়ত্ত অচ্ছেদ্য আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া প্রাবৃট্‌কালীন বারি ধারার ন্যায় অনিবার্য্য গতিতে আমার বিষম দংষ্ট্রাপেষণে চূর্ণীকৃত হইয়াছেন। অতএব বন্ধো! সেজন্য তোমার সকল আশঙ্কা অমূলক ও একান্ত ঘৃণার্হ। হে রণদুর্ম্মদ বীর! যাহা করিবার সকলই আমি শেষ করিয়া রাখিয়াছি; তুমি কেবল নিমিত্ত অর্থাৎ উপলক্ষ্য মাত্র। আমি কেবল তোমাকে নিমিত্তরূপে কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া যশস্বী হইতে এবং বিজয় মালিকা ধারণ করিয়া সমৃদ্ধ রাজ্য ভোগ করিতে আদেশ করিতেছি।

পূজ্যপাদ শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য শ্রীমদানন্দগিরি শ্রীমৎশ্রীধর ও শ্রীমন্মধুসূদনের অভিপ্রায়। যখন তুমি বুঝিতেছ, এই যোদ্ধ গণ আমার দ্বারা বিনষ্ট

প্রায় হইয়া রহিয়াছে, তখন আর তোমার ইতস্তত করিবার প্রয়োজন নাই, তুমি যুদ্ধার্থ উদ্যোগী হও। ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতি দেবতাগণেরও অজেয় অতিরথ বীরবৃন্দ অর্জ্জুন কর্ত্তৃক অনায়াসে অতি সত্বর পরাজিত হইয়াছেন, ইত্যাকার যশ লাভ কর। মহৎ পুণ্য সঞ্চিত না থাকিলে মনুষ্য এতাদৃশ যশস্বী হইতে পারে না। বিনা যত্নে বিনা আয়াসে দুর্যোধনাদি শত্রু নাশ করিয়া সুসমৃদ্ধ রাজ্য অসপত্নভাবে অর্থাৎ নিষ্কণ্টকে ভোগ করিতে থাক। তোমার এই শত্রুসমূহ পূর্ব্বেই কালরূপী আমার দ্বারা আয়ুহীন ও নিহত হইয়াছে, কেবল মাত্র তুমি অক্ষয় কীর্ত্তি ভাগী হইবে বলিয়া তাহারা এখনও রথভ্রষ্ট হয় নাই, অর্থাৎ তোমার যশোলাভের সুযোগ নষ্ট হইবে বিবেচনায় আমি এখনও তাহাদিগকে রথবিচ্যুত ও ভূপতিত করি নাই। অতএব তুমি নিমিত্ত মাত্র হও, অর্থাৎ অর্জ্জুন কর্ত্তৃক এই বীরবৃন্দ নিহত হইয়াছে, এবম্বিধা পৃথ্বীব্যাপী খ্যাতি লাভ কর। তুমি সব্যসাচী নামে ভুবন বিখ্যাত। বামহস্তেও ধনুকে জ্যা রোপণ করিয়া বাণ চালনায় তুমি সক্ষম, এই জন্যই তোমার সব্যসাচী নাম হইয়াছে। এরূপ বীরের পক্ষে ভীষ্ম দ্রোণাদির পরাজয় ও হনন কোন ক্রমেই অসম্ভাবিত ও বিস্ময়ান্বিত ব্যাপার নহে বলিয়া লোকে তোমার কর্ত্তৃত্ব ও জয় ঘোষণা করিবে। (অর্জ্জুনের নাম সমূহ ও তাহার অর্থ ৮৯ পৃষ্ঠার টীপ্পনীতে দ্রষ্টব্য)

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্বলদেবের অভিপ্রায়। এই বীরগণ যখন দ্রৌপদীর অপমান করিয়াছিলেন, তৎকালেই মৎকর্ত্তৃক নিহত হইয়া রহিয়াছে জানিবে। এক্ষণে কেবল তোমাকে যশোভাগী করিবার নিমিত্ত তাহা যন্ত্র প্রতিমাবৎ (কলের পুতুল) অবস্থান করিতেছে।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য বলিয়াছেন, হে অর্জ্জুন! নিমিত্ত মাত্র অর্থাৎ তুমি আমার অস্ত্র স্বরূপ হও।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্রাঘবেন্দ্র যতি মহোদয়ের অভিপ্রায়। পূর্ব্বে দ্বিতীয়াধ্যায়ে "নচৈতদ্বিদ্মঃ কতরন্নো গরীয়ো যদ্বা জয়েম যদিবা নো জয়েয়ুঃ" (৬ষ্ঠ শ্লোক) ইত্যাদিবাক্যে অর্জ্জুন যুদ্ধের সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়াছিলেন। শ্রীভগবান্‌ "হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীং" (২য় অধ্যায় ৩৭ শ্লোক) ইত্যাদি বাক্যে অর্জ্জুনকে যুদ্ধে প্রোৎসাহিত করিয়াছিলেন, অর্থাৎ জয় পরাজয় উভয়ই শুভ ফলপ্রদ বলিয়া অর্জ্জুনকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত

হইতে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। এক্ষণে শ্রীভগবান্ প্রদর্শন করিতেছেন যে, আরব্ধপ্রায় যুদ্ধে তোমার পরাজয়ের কোনই সম্ভাবনা নাই, এবং বিজয় লক্ষ্মী যে তোমাকেই আশ্রয় করিবে, তদ্বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, এই সমরাঙ্গনে সমবেত বীরবৃন্দকে আমি নাশ করিয়াছি। অতএব তুমি যে জয় লাভ করিবে তদ্বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। এক্ষণে হে অর্জ্জুন! তুমি যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হও। যুদ্ধে জয়ী হইয়া যশোলাভ কর, এবং সমৃদ্ধ রাজ্য ভোগ কর। সম্মুখস্থ এই যোদ্ধৃগণ মৎকর্ত্তৃক হৃতায়ু ও আসন্ন মৃত্যু হইয়াছেন। আমি অপ্রত্যক্ষভাবে সকলকে হতপ্রায় করিয়াছি, তুমি প্রত্যক্ষভাবে তাহাদিগের হনন কার্য্য শেষ করিয়া নিমিত্ত রূপে পরিচিত হও। প্রকৃত প্রস্তাবে হনন কার্য্য আমার দ্বারা সম্পন্ন হইবে, আমি তোমার পশ্চাতে থাকিয়া সকল কার্য্য শেষ করিব॥ ৩৩॥

——(ঃ০ঃ)——

দ্রোণঞ্চ ভীষ্মঞ্চ জয়দ্রথঞ্চ
কর্ণং তথান্যানপি যোধবীরান্।
ময়া হতাংস্ত্বং জহি মা ব্যথিষ্ঠা
যুধ্যস্ব জেতাসি রণে সপত্নান্॥ ৩৪॥

অন্বয়। দ্রোণং চ ভীষ্মং চ জয়দ্রথং চ কর্ণং তথা অন্যান্ যোধবীরান্ (যোদ্ধৃন্) অপি ময়া হতান্ (পূর্ব্ববিনাশিতান্) ত্বং জহি (ঘাতয়) মা ব্যথিষ্ঠাঃ (পীড়াং মা গাঃ) রণে (সমরে) সপত্নান্ (শত্রূন্) জেতা অসি (জেষ্যসি) [অতঃ] যুধ্যস্ব॥ ৩৪॥

প্রতিশব্দ।-দ্রোণকে ভীষ্মকে জয়দ্রথকে ও কর্ণকে এবং অন্য যোদ্ধৃগণকেও আমার-কর্ত্তৃক পূর্ব্ববিনাশিত [জানিয়া] তুমি বধ-কর, ব্যথিত-হইও না, যুদ্ধে শত্রুগণকে জয়-করিবে [অতএব] যুদ্ধ-কর॥ ৩৪॥

ব্যাখ্যা।—হে অর্জ্জুন! অজেয় হইলেও পূর্ব্বেই আমার কর্ত্তৃক নিহত দ্রোণ ভীষ্ম জয়দ্রথ কর্ণ এবং অন্যান্য বীরগণকে তুমি নিঃশঙ্কে

যুদ্ধ করিয়া পরাভূত কর ; এজন্য ব্যথিত হইও না, তুমি নিশ্চয়ই যুদ্ধে শত্রুগণকে জয় করিতে সমর্থ হইবে, অতএব বৃথা অনুতপ্ত না হইয়া যুদ্ধ কর ॥ ৩৪ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—দ্রোণঞ্চেতি। দ্রোণঞ্চ যেষু যেষু যোধেষু অর্জ্জুনস্যাশঙ্কাসীৎ তাংস্তান্ সর্ব্বান্ ব্যপদিশতি ভগবান্ ময়া হতানিতি, তত্র দ্রোণভীষ্ময়োস্তাবৎ প্রসিদ্ধমাশঙ্কাকারণং, দ্রোণো ধনুর্ব্বেদাচার্য্যোদিব্যাস্ত্রসম্পন্নঃ আত্মনশ্চ বিশেষতো গুরুর্গরিষ্ঠো ভীষ্মঃ স্বচ্ছন্দমৃত্যুর্দ্দিব্যাস্ত্রসম্পন্নশ্চ পরশুরামেণ দ্বন্দ্বযুদ্ধমগমন্ন চ পরাজিতঃ, তথা জয়দ্রথোহপি যস্য পিতা তপশ্চরতি মম পুত্রস্য শিরো ভূমৌ পাতয়িষ্যতি যস্তস্যাপি শিরঃ পতিষ্যতীতি. কর্ণোহপি বাসবদত্তয়া শক্ত্যা ত্বমোঘয়া সম্পন্নঃ সূর্য্যাপুত্রঃ কানীনোযতোহতস্তন্নাম্নৈব নির্দ্দেশঃ,ময়া হতাংস্ত্বং জহি নিমিত্তমাত্রেণ মা ব্যথিষ্ঠাস্তেভ্যো ভয়ং মা কার্ষীঃ যুধ্যস্ব জেতাসি দুর্য্যোধনপ্রভৃতীন্ রণে যুদ্ধে সপত্নান্ শত্রূন্ ॥ ৩৪ ॥

আনন্দগিরি।—ময়ৈবেত্যাদিনোক্তং প্রপঞ্চয়তি দ্রোণঞ্চেতি। কিমিতি কতিচিদেবাত্র দ্রোণাদয়ো গণ্যন্তে তত্রাহ যেম্বিতি। দ্রোণাদিযু কুতঃ শঙ্কেত্যাশঙ্ক্যদ্বয়োঃ শঙ্কানিমিত্তত্বমাহ তত্রেত্যাদিনা। জয়দ্রথেহপি শঙ্কা নমিত্তত্বমাহ তথেতি দিব্যাস্ত্রসম্পন্নইতি সম্বন্ধঃ। তত্র শঙ্কায়াং কারণান্তরমাহ যস্যেতি। কর্ণেহপি তৎকারণত্বং কথয়তি কর্ণোহপাতি। পূর্ব্ববদেব সম্বন্ধঃ। হেত্বন্তরমাহ বাসবেতি। সা খল্বমোঘা পুরুষমেকমত্যান্তসমথং ঘাতয়িত্বৈব নিবর্ত্ততে। জন্মনাপি তস্য শঙ্কনীয়ত্বমাহ সূর্য্যেতি। কুন্তী হি কন্যাবস্থায়াং মন্ত্রপ্রভাবং জ্ঞাতুমাদিত্যমাজুহাব। ততস্তস্যামেবাবস্থায়াময়মুদ্বভূব তদাহ কানীনইতি। এতদেবাভিপ্রেত্য কর্ণগ্রহণমিত্যাহ যতইতি। উক্তেম্বন্যেষু চ ন ত্বয়া শঙ্কিতব্যমিত্যাহ ময়েতি॥ ৩৪ ॥

রামানুজ।—দ্রোণভীষ্মকর্ণাদীন্ কৃতাপরাধতয়া ময়ৈব হননে বিনিযুক্তাং স্থং জহি ত্বং হন্যাঃ এতান্ গুরূন বন্ধুংশ্চান্যানপি ভোগসক্তান্ কথং হনিষ্যামীতি মা ব্যথিষ্ঠাঃ তানুদ্দিশ্য ধর্ম্মাধর্ম্মভয়েন বন্ধুস্নেহেন কারুণ্যেন চ মা ব্যথাং কৃথাঃ যতস্তে কৃতাপরাধাঃ ময়ৈব হননে বিনিযুক্তা অতো নির্ব্বিশঙ্কো যুধ্যস্ব, রণে সপত্নান্ জেতাসি জেষ্যসি নৈতেষাং বধে নৃশংসতাগন্ধঃ অপিতু জয়এব লভত ইত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥

হনুমান্।—দ্রোণঞ্চেতি জহিব্যাপাদয় মাব্যথিষ্ঠাঃ মাসম্বিকথা মপচন্দনে (?) মাকার্ষীরিত্যর্থঃ জেতাসি জেষ্যসি ॥ ৩৪ ॥

শ্রীধর।—"নচৈতদ্বিদ্মঃ কতরন্নোগরীয়োযদ্বা জয়েম যদি বা নোজয়েয়ুরি"তি যা আশঙ্কা সাপি ন কার্য্যেত্যাহ দ্রোণমিতি। যেভ্যস্ত্বং শঙ্কসে তান্ দ্রোণাদীন্ ময়ৈব হতাংস্ত্বং জহি ঘাতয়, মা ব্যথিষ্ঠা ভয়ং মা কার্ষীঃ, সপত্নান্ শত্রূন্ রণে যুদ্ধে নিশ্চিতং জেতাসি জেষ্যসি ॥ ৩৪ ॥

বলদেব।—যদ্বা জয়েম যদি বা নো জয়েয়ুরিতি স্ববিজয়ে সংশয়ং মাকার্ষীরিত্যাশয়েনাহ দ্রোণঞ্চেতি। ময়া হতান্ হতায়ুষো দ্রোণাদীংস্ত্বং জহি মারয়, মা ব্যথিষ্ঠাঃ কথমেতান্ দিব্যাস্ত্রসম্পন্নানেকঃ শক্রোম্যহং বিজেতুমিতি ভয়ং মাগাঃ। মৃতানাং মারণে কঃ শ্রম ইত্যর্থঃ। ভয়ং হিত্বা যুধ্যস্ব রণে সপত্নান্ রিপূন্ জেতাসি জেষ্যসি ॥ ৩৪ ॥

মধুসূদন।—ননু দ্রোণোব্রাহ্মণোত্তমোধনুর্ব্বেদাচার্য্যোমম গুরুর্ব্বিশেষেণ চ দিব্যাস্ত্রসম্পন্নস্তথা ভীষ্মঃ স্বচ্ছন্দমৃত্যুর্দ্দিব্যাস্ত্রসম্পন্নশ্চ পরশুরামেণ দ্বন্দ্বযুদ্ধমুপগম্যাপি ন পরাজিতস্তথা যস্য পিতা বৃদ্ধক্ষত্রস্তপশ্চরতি মম পুত্রস্য শিরোযোভূমৌ পাতয়িষ্যতি, তস্যাপি শিরস্তৎকালং ভূমৌ পতিষ্যতীতি স জয়দ্রথোহপি জেতুমশক্যঃ স্বয়মপি মহাদেবারাধনপরোদিব্যাস্ত্রসম্পন্নশ্চ তথা কর্ণোহপি স্বয়ং সূর্য্যসমস্তদারাধনেন দিব্যাস্ত্রসম্পন্নশ্চ বাসবদত্তয়া চৈকপুরুষঘাতিন্যাহমোঘীকর্ত্তুমশক্যয়া শক্ত্যা বিশিষ্টস্তথা কৃপাশ্বত্থামভূরিশ্রবঃপ্রভৃতয়োমহানুভাবাঃ সর্ব্বথা দুর্জ্জয়া এবৈতেষু সৎসু কথং জিত্বা শত্রূন্ রাজ্যং ভোক্ষ্যে কথং বা যশোলপ্স্য ইত্যাশঙ্কামর্জ্জুনস্যাপনেতুমাহ। তদাশঙ্কাবিষয়ান্নামভিঃ কথয়ন্ দ্রোণাদীংস্তদাশঙ্কাবিষয়ীভূতান্ সর্ব্বানেব যোধবীরান্ কালাত্মনা ময়া হতানেব ত্বং জহি হতানাং হননে কোবা পরিশ্রমঃ, অতোমা ব্যথিষ্ঠাঃ কথমেবং শক্ষ্যামীতি ব্যথাং ভয়নিমিত্তাং পীড়াং মা গাঃ ভয়ং ত্যক্ত্বা যুধ্যস্ব, জেতাসি জেষ্যস্যচিরেণৈব রণে সংগ্রামে সপত্নান্ সর্ব্বানপি শত্রূন্। অত্র দ্রোণংচ ভীষ্মং চ জয়দ্রথং চেতি চকারত্রয়েণ পূর্ব্বোক্তজেয়ত্বশঙ্কানূদ্যতে, তথাশব্দেন তস্মাৎ কুতোহপি স্বস্য পরাজয়ং বধনিমিত্তং পাপং চ মাশঙ্কিষ্ঠা ইত্যভিপ্রায়ঃ। "কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে দ্রোণং চ মধুসূদন!। ইষুভিঃ প্রতিযোৎস্যামি পূজার্হাবি" ত্যত্রৈবাত্রাপি সমুদায়ান্বয়ানন্তরং প্রত্যেকান্বয়োদ্রষ্টব্যঃ॥ ৩৪॥

নীলকণ্ঠ।—মা ব্যথিষ্ঠাঃ এতে মহান্তঃ কথং হন্তুং শক্যা ইত্যাকুলীভাবং মা গা ইত্যর্থঃ, জেতাসি জেষ্যসি সপত্নান্ শত্রূন্॥ ৩৪॥

বিশ্বনাথ।—নমস্কৃত্বা ইত্যার্ষং॥ ৩৪। ৩৫॥

তাৎপর্য্য।—অর্জ্জুন যদি মনে করেন, এই যুদ্ধে যে সকল বীর সমবেত হইয়াছেন তাহাদিগের মধ্যে অনেকে অজেয় ও বিখ্যাতনামা। সুতরাং তত্তাবৎকে পরাভূত করিয়া যশোলাভ বা রাজ্যভোগের সম্ভাবনা নাই। ইত্যাকার আশঙ্কা নিরস্ত করিবার অভিপ্রায়ে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, তুমি মনে করিতে পার, প্রতিপক্ষ মধ্যে দ্রোণাচার্য্য অবস্থিত রহিয়াছেন; তিনি ব্রাহ্মণ, এবং শস্ত্রবিদ্যার গুরু, ধনুর্ব্বেদ বিশারদ এবং দেবাবতার পরশুরামের শিষ্য ও তদনুগ্রহে দিব্যাস্ত্রসম্পন্ন। (৫৯ পৃষ্ঠার টীপ্পনী দ্রষ্টব্য) আরও তোমার মনে হইতেছে যে, সমর ক্ষেত্রে বিপক্ষ পক্ষে পিতামহ ভীষ্ম দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। তিনি সম্বন্ধে পরম গুরু, স্বেচ্ছামৃত্যু, অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী, নররূপধর দেবতা, ভগবান্ পরশুরামের প্রতিদ্বন্দ্বী। (৭৩ পৃষ্ঠা টীপ্পনী দ্রষ্টব্য) তোমার আরও মনে হইতে পারে এই যুদ্ধক্ষেত্রে সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ উপস্থিত রহিয়াছেন। তাঁহার বৃদ্ধপিতা কঠোর, তপশ্চর্য্যার দ্বারা বরলাভ করিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি আমার পুত্রের মস্তক

ভূপাতিত করিবে, তৎক্ষণাৎ তাহারও মস্তক ভূতলে পতিত হইবে; অপি চ তিনি সুবিখ্যাত বীর এবং কুটুম্ব। (৭৪ পৃষ্ঠা টীপ্পনী দ্রষ্টব্য) তোমার আরও মনে হইতে পারে যে, এই যুদ্ধক্ষেত্রে মহাবীর কর্ণ সমুপস্থিত রহিয়াছেন, তিনি সূর্য্যপ্রতিম সূর্য্যনন্দন; ইন্দ্র প্রদত্ত একপুরুষঘাতিনী অমোঘ অস্ত্র সম্পন্ন এবং সর্ব্বথা অজেয়। (৭৪ পৃষ্ঠা টীপ্পনী দ্রষ্টব্য) আরও তোমার মনে হইতে পারে, বিপক্ষ পক্ষ মধ্যে মহাবল কৃপাচার্য্য, (৭৪ পৃষ্ঠা টীপ্পনী দ্রষ্টব্য) অতি বলশালী অশ্বত্থামা, (৭৪ পৃষ্ঠা টীপ্পনী দ্রষ্টব্য) প্রখ্যাত নামা ভূরিশ্রবা (৭৪ পৃষ্ঠা টীপ্পনী) প্রভৃতি যোধ বীরগণ সগর্ব্বে মস্তকোত্তোলন পূর্ব্বক দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। এই সকল রণধুরন্ধরগণকে কিরূপে নাশ করিয়া বিজয়শ্রী বিভূষিত হইব, ইত্যাকার অমূলক আশঙ্কা তোমার চিত্ত ক্ষেত্রে সমুদিত হওয়া কখনই উচিত নহে। কারণ তুমি স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছ যে, এই বীরবৃন্দ কাল স্বরূপ আমার দ্বারা পূর্ব্বেই নিহত প্রায় হইয়াছেন। অতএব তুমি বিনা পরিশ্রমে অনায়াসে ইহাদিগকে পরাভূত করিতে সমর্থ হইবে। তদ্বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। এরূপ স্থলে তোমার কোনরূপ ভয়ের কারণ নাই। তুমি সকল প্রকার ভয় পরিহার পূর্ব্বক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। অনর্থক কাল ব্যাজ না করিয়া বৃথা আশঙ্কায় অভিভূত না হইয়া তুমি সমরাঙ্গণস্থ শত্রু পুঞ্জকে বিনাশ করিয়া অচিরে জয়লাভ কর। যদি তোমার মনে হয় যে এই আত্মীয় কুটুম্ব ও গুরুজনদিগকে বধ করিয়া ঘোরতর অধর্ম্ম হইবে, তাহা হইলে ইহাই তোমার মনে করা উচিত যে, তাহারা সকলেই তোমাদিগের নিকট কৃতাপরাধ সুতরাং বধ্য এবং আমিই তাহাদের হননে বিনিযুক্ত। তাহাদিগের বিনাশে তোমার নৃশংসতার লেশও ঘটিবে না, অধিকন্তু জয় লাভই হইবে।

পূর্ব্বে "কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে দ্রোণঞ্চ মধুসূদন। ইষুভিঃ প্রতিযোৎস্যামি পূজার্হাবরিসূদন" (২য় অধ্যায় ৪র্থ শ্লোক) "স্বজনং হি কথং হত্বা সুখিনঃ স্যাম মাধব" (১ অধ্যায় ৩৬ শ্লোক) ইত্যাদি বিবিধ বাক্যে ধনঞ্জয় গুরুবধে ও আত্মীয় হননে পাপের আশঙ্কা ও কাতরতা প্রকাশ করিয়াছিলেন। ভগবানের কার্য্য দর্শনে ও তাঁহার ইদানীন্তন বাক্যাবলী শ্রবণে অর্জ্জুনের হৃদয় হইতে পূর্ব্ব আশঙ্কা

ও কারুণ্য অপনীত হইতেছে। মূলে "দ্রোণঞ্চ ভীষ্মঞ্চ জয়দ্রথঞ্চ" এই তিন নামের সহিত তিনটী চকারের প্রয়োগ হইয়াছে। এতদ্বারা উল্লিখিত বীরবৃন্দের অজেয়ত্ব সম্বন্ধে অর্জ্জুনের মনে যে আশঙ্কা ছিল, তাহা অপনোদিত হইতেছে। অপিচ এই চকার বাহুল্যে অন্যান্য অগণ্যপ্রায় বিখ্যাত বীরগণও লক্ষিত হইতেছেন।

মূলে "তথা" শব্দের প্রয়োগ আছে। ইহাতে সূচিত হইতেছে যে, উক্ত বীরগণের নিকট পরাজয়ের আশঙ্কা বা তজ্জন্য অধর্ম্মের আশঙ্কা নিষ্প্রয়োজন ॥ ৩৪ ॥

---(:*:)---

সঞ্জয় উবাচ।

এতচ্ছ্রুত্বা বচনং কেশবস্য
কৃতাঞ্জলির্বেপমানঃ কিরীটী।
নমস্কৃত্য ভূয় এবাহ কৃষ্ণং
সগদ্গদং ভীতভীতঃ প্রণম্য ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়।—সঞ্জয়ঃ উবাচ (কথয়ামাস)। কেশবস্য এতৎ বচনং (বাক্যং) শ্রুত্বা বেপমানঃ (কম্পমানঃ) কিরীটী (অর্জ্জুনঃ) কৃতাঞ্জলিঃ (সম্পুটীকৃতহস্তঃ) [সন্] কৃষ্ণং (ভক্তানাং পাপকর্ষকং) নমস্কৃত্য ভীতভীতঃ (অতিভীতঃ) প্রণম্য (নমস্কৃত্য) ভূয়ঃ (পুনঃ) এব সগদগদং (রুদ্ধকণ্ঠং) আহ (উবাচ) ॥ ৩৫ ॥

প্রতিশব্দ।—সঞ্জয় বলিলেন, কেশবের এই বাক্যকে শ্রবণ-করিয়া কম্পমান অর্জ্জুন কৃতাঞ্জলি [হইয়া] কৃষ্ণকে নমস্কার-করিয়া অতি-ভীত-ভাবে প্রণাম-করিয়া পুনর্ব্বারও গদগদভাবে বলিয়াছিলেন ॥ ৩৫ ॥

ব্যাখ্যা।—সঞ্জয় বলিলেন, কেশবের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অর্জ্জুন কম্পিত দেহে কৃতাঞ্জলিপুটে ভক্তবৎসল কৃষ্ণকে সভয়ে প্রণাম করিয়া ভক্তি গদগদ কণ্ঠে পুনর্ব্বার বলিয়াছিলেন ॥ ৩৫ ॥

পাঠান্তর। নমস্কৃত্বা।

শঙ্করাচার্য্য।—এতচ্ছ্রুত্বেতি। এতৎ শ্রুত্বা বচনং কেশবস্য পূর্ব্বোক্তং কৃতাঞ্জলিঃ সন্ বেপমানঃ কম্পমানঃ কিরীটী নমস্কৃত্য ভূয়ঃ পুনরেবাহোক্তবান্ কৃষ্ণং সগদ্গদং সহ গদ্গদয়া বাচা মন্দশব্দেন ভয়াবিষ্টস্য দুঃখাভিঘাতাৎ স্নেহাবিষ্টস্য চ হর্ষোদ্ভবাৎ অশ্রুপূর্ণনেত্রত্বে সতি শ্লেষ্মণা কণ্ঠাবরোধঃ, ততশ্চ বাচোঽপাটবং মন্দশব্দত্বং যৎ সগদ্গদস্তেন সহ বর্ত্তত ইতি সগদ্গদং বচনমাহেতি বচনং ক্রিয়াবিশেষণমেতৎ ভীতভীতঃ পুনর্ভয়াবিষ্টচেতাঃ সন্ প্রণম্য প্রহ্বীভূত্বা চেতি ব্যবহিতেন সম্বন্ধঃ, অত্রাবসরে সঞ্জয়বচনং সাভিপ্রায়ং কথং দ্রোণাদিষর্জ্জুনেন নিহতেষ্বজেয়েষু চতুর্ষু নিরাশ্রয়োদুর্য্যোধনোনিহত এবেতি মত্বা ধৃতরাষ্ট্রোজয়ং প্রতি নিরাশঃ সন্ সন্ধিং করিষ্যতীতি ততঃ শান্তিরুভয়েষাং ভবিষ্যতীতি তদপি নাশ্রৌষীৎ ধৃতরাষ্ট্রো ভবিতব্যবশাৎ॥ ৩৫॥

আনন্দগিরি।—পরাজয়াভাবাৎ করিষ্যতি সন্ধিমিতি বুদ্ধা সঞ্জয়োরাজ্ঞে বৃত্তান্তমুক্তবানিত্যাহ সঞ্জয়ইতি। পূর্ব্বোক্তবচনং কালোঽস্মীত্যাদি বিশ্বরূপদর্শনদশায়ামর্জ্জুনস্য ভগবতা সম্বাদবচনং কিমিতি সঞ্জয়ো রাজ্ঞে ব্যজিজ্ঞাপয়দিত্যাশঙ্ক্য তদুক্তেস্তাৎপর্য্যমাহ অত্রেতি। তমেবাভিপ্রায়ং প্রশ্নদ্বারা বিশদয়তি কথমিত্যাদিনা। তর্হি সঞ্জয়বচনং শ্রুত্বা কিমিতি রাজা সন্ধিং ন কারয়ামাসেতি তত্রাহ তদপীতি॥ ৩৫॥

রামানুজ।—এতদাশ্রিতবাৎসল্যজলধেঃ কেশবস্য বচনং শ্রুত্বার্জ্জুনঃ তস্মৈ নমস্কৃত্য ভীতভীতো হর্ত্তিভীতঃ প্রণম্য কৃতাঞ্জলি বেপমানঃ কিরীটী সগদ্গদমাহ॥ ৩৫॥

হনুমান্।—সঞ্জয়উবাচ। বেপমানঃ কম্পমানঃ কিরীটী অর্জ্জুনঃ সগদ্গদভীতভীতপ্রকারম্ এবম্ প্রণামপূর্ব্বকং ভগবন্তং অর্জ্জুন উবাচ॥ ৩৫॥

শ্রীধর।—ততোযদ্বৃত্তং তদেব ধৃতরাষ্ট্রং প্রতি সঞ্জয় উবাচ এতদিতি। এতৎ পূর্ব্বোক্তশ্লোকত্রয়াত্মকং কেশবস্য বচনং শ্রুত্বা বেপমানঃ কম্পমানঃ কিরীটী অর্জ্জুনঃ কৃতাঞ্জলিঃ সম্পুটীকৃতহস্তঃ কৃষ্ণং নমস্কৃত্য পুনরপ্যাহ উক্তবান্ কথমাহ, ভয়হর্ষাদ্যাবেশবশাৎ গদ্গদেন কণ্ঠকম্পেন সহ বর্ত্তত ইতি সগদ্গদং যথা স্যাত্তথা, কিঞ্চ ভীতাদপি ভীতঃ সন্ প্রণম্য অবনতোভূত্বা আহ॥ ৩৬॥

বলদেব।—যদভূত্তৎ সঞ্জয় উবাচৈতদিতি। কেশবস্যৈতৎ পদ্যত্রয়াত্মকং বচনং শ্রুত্বা কিরীটী পার্থঃ বেপমানো অত্যদ্ভুতাত্যুগ্ররূপদর্শনজেন সংভ্রমেণ সকম্পঃ। নমস্কৃত্বেত্যার্ষং। কৃষ্ণং নমস্কৃত্য পুনঃ প্রণম্য ভীতভীতোঽতিভয়াকুলঃ সন্ ভূয়ঃ পুনরপ্যাহ সগদ্গদং গদ্গদেন কণ্ঠকম্পেন সহিতং যথা স্যাত্তথা॥ ৩৫॥

মধুসূদন।—দ্রোণভীষ্মজয়দ্রথকর্ণেষু জয়াশাবিষয়েষু হতেষু নিরাশ্রয়োদুর্য্যোধনোহত এবেত্যানুসন্ধায় জয়াশাং পরিত্যজ্য যদি ধৃতরাষ্ট্রঃ সন্ধিং কুর্য্যাত্তদা শান্তিরুভয়েষাং ভবেদিত্যভিপ্রায়বান্ ততঃ কিং বৃত্তমিত্যপেক্ষায়াং আহ। এতৎ পূর্ব্বোক্তং কেশবস্য বচনং শ্রুত্বা কৃতাঞ্জলিঃ কিরীটী ইন্দ্রদত্তকিরীটঃ পরমবীরত্বেন প্রসিদ্ধঃ. বেপমানঃ পরমাশ্চর্য্যদর্শনজনিতেন সম্ভ্রমেণ কম্পমানোঽর্জ্জুনঃ কৃষ্ণং ভক্তাঘকর্ষণং ভগবন্তং নমস্কৃত্য ভূয়ঃ পুনরপ্যাহ উক্তবান্ সগদ্গদং ভয়েন হর্ষেণ চাশ্রুপূর্ণনেত্রত্বে সতি কফরুদ্ধকণ্ঠতয়া বাচোমন্দত্বসকম্পত্বাদির্বিকারঃ সগদ্গদস্তদ্যুক্তং

যথা স্যাৎ ভীতভীতঃ অতিশয়েন ভীতঃ সন্ পূর্ব্বং নমস্কৃত্য পুনরপি প্রণম্যাত্যন্তনম্রোভূত্বা ইতি সম্বন্ধঃ ॥ ৩৫ ॥

নীলকণ্ঠ —ভগবতা এবমুক্তে সতি পশ্চাৎ কিং বৃত্তমিত্যপেক্ষায়াং সঞ্জয় উবাচ, অত্র কৃতাঞ্জলিরিত্যাদিনা চিহ্নেন ভগবদ্বাক্যোল্লনং কিরীটী ন করিষ্যতীতি সূচ্যতে, সগদগদং ভয়হর্ষাদ্যাবেশেন গদ্গদেন কণ্ঠকম্পনেন সহ বর্ত্তত ইতি সগদগদং যথা ভবতি তথা আহ উক্তবান্, ভীতভীতঃ অত্যন্তং ভীতঃ সন্নাহেতি সম্বন্ধঃ. (অত্র আহেতি পদচ্ছেদে পুনরর্জ্জুন উবাচেতি পুনরুক্তং স্যাৎ অতঃ প্রণম্য অর্জ্জুন উবাচেত্যেব সম্বন্ধঃ ন তু প্রণম্য আহেতি, কা তর্হি আহেতি লিখায়া গতিঃ ? নেয়ং ক্রিয়া কিন্তু আহেতি প্রসিদ্ধ্যর্থ মব্যয়মিত্যদোষঃ; ॥ ৩৫ ॥

তাৎপর্য্য ।—শ্রীভগবানের উক্তি শেষ করিয়া এক্ষণে সঞ্জয় স্বকীয় বাক্যে ঘটনা বুঝাইয়া দিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন ঘটিত পূর্ব্ব বাদানুবাদ শ্রবণে অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র অবশ্যই বুঝিতে পারিয়াছেন যে, ভীষ্মদ্রোণ প্রমুখ অমিত বিক্রম অজেয় বীরেরা এই যুদ্ধে নিশ্চয়ই কালকবলিত হইবেন। সুতরাং নিঃসহায় দুর্য্যোধনের পক্ষে জয়ের কোনই আশা নাই এরূপস্থলে নিশ্চয়ই প্রবীণ রাজা ধৃতরাষ্ট্র সন্ধির প্রস্তাব বা কোনরূপে যুদ্ধে শান্তি সংস্থাপনের ব্যবস্থা করিবেন, এবং ভাবী অমঙ্গল সমূহ দূরাপগত করিতে প্রযত্নবান হইবেন। এই জন্যই পরম্পরাগত ঘটনা পুঞ্জ ধারাবাহিক বর্ণনা করিতে করিতে সুবিজ্ঞ সঞ্জয় স্বকীয় বাক্যের অবতারণা করিয়া ধৃতরাষ্ট্রকে মনোগত ভাব প্রকাশ করিবার অবসর দিলেন ও সুযোগ উপস্থিত করিয়া দিলেন। কিন্তু কে এসংসারে বিধাতৃবিহিত ব্যবস্থাকে অতিক্রম করিতে পারে। হৃষিকেশ নির্দ্দিষ্ট পন্থা পরিভ্রষ্ট হইয়া পদচালনা করিতে কাহারও সাধ্য নাই। নিদারুণ ভবিতব্যতাই সর্ব্বত্র প্রবল। অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র শান্তি সংস্থাপন সূচক কোন কথাই বলিলেন না। সঞ্জয় বলিতে লাগিলেন, শ্রীকৃষ্ণের বাক্যাবলী শ্রবণ করিয়া কিরীটীর (৮৯।৭৫৬ পৃষ্ঠার টীপ্পনী দ্রষ্টব্য) শরীর প্রকম্পিত হইতে লাগিল। সম্ভ্রমে, বিস্ময়ে, ভয়ে ও ভক্তিতে মিলিত হইয়া তাঁহার হৃদয়ে এক অননুভূতভাবের উদয় করিয়া দিল, এবং যে বীর সশরীরে স্বর্গপুরে গমন করিতে পশ্চাৎ পদ হন নাই, কিরাতরূপধারী বিশ্বনাথের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইতে যাঁহার হৃদয় বিচলিত হয় নাই, যিনি খাণ্ডবদাহনাদি বিবিধ অসাধ্য সাধন হেতু জগতে অতুলনীয় বীর কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছেন, যিনি দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর স্থলে,

লক্ষ্য ভেদ করিয়া সহস্র ভূপালের বিরুদ্ধে একাকী যুদ্ধক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইতে কাতর হন নাই. যাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া ইন্দ্র, মহেশ্বর, হুতাশন প্রভৃতি দেবগণ দিব্য আয়ুধ ও ভূষণাদি প্রদান করিয়াছেন, আজ সেই দুর্দ্ধর্ষ বীরের অটলহৃদয় বিশ্বব্যাপী বিশ্বরূপ ভগবানকে দর্শন করিয়া কম্পিত হইতে লাগিল। তাঁহার শরীরের কেশাগ্র হইতে নখাগ্র পর্য্যন্ত স্রোতস্বিনীমধ্যগত লতিকার ন্যায়, প্রভঞ্জনপীড়িত বৃক্ষপত্রের ন্যায় কম্পিত হইতে লাগিল। যাঁহাকে চিরদিন অভিন্ন হৃদয় সখা বলিয়া জানিতেন, যাঁহার সহিত সমপদস্থ সমবয়স্ক বক্তির ন্যায় রহস্যালাপ করিতেন, যিনি প্রেয়সী পত্নী সুভদ্রার ভ্রাতা, যিনি সম্পর্ক বিশেষে স্বকীয় সহোদর তুল্য ; যিনি রণে, বনে, বিপদে, সম্পদে সকল আত্মীয়ের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, আর যিনি সম্প্রতি কশাহস্তে বল্গাধারণ করিয়া, তাঁহার রথের অশ্ব চালনায় নিযুক্ত, সেই প্রাণের সখা অভিন্ন হৃদয় শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া অর্জ্জুনের হৃদয় বিচলিত হইল। তখন তিনি শরণাগত শিষ্যের ন্যায়, একান্তানুগত ভক্তের ন্যায় এবং তদেকনিষ্ঠ সেবকের ন্যায় করদ্বয় অঞ্জলি বদ্ধ করিয়া এবং ভক্তিসহকারে সেই দুরবগম্য অচিন্তনীয় অতুলনীয় বিভীষিকাময় ভগবানকে প্রণাম করিলেন। এরূপ প্রণাম তিনি ইহার পূর্ব্বেও করিয়াছেন; কিন্তু তাহাও পর্য্যাপ্ত বলিয়া তাঁহার মনে হয় নাই। সুতরাং পুনরায় প্রণাম করিয়া ভক্তি জনিত রুদ্ধকণ্ঠে. ভয়হেতু সংক্ষুব্ধস্বরে সবিনয়ে হৃদয়গত ভাব ভগবচ্চরণে নিবেদন করিতে লাগিলেন।

মূলে "ভীতভীত" শব্দ আছে, ইহার ভাবার্থ এই যে ভীতঅপেক্ষা ভীত, অর্থাৎ অত্যন্ত ভীত।

মূলে "কৃষ্ণ" শব্দের প্রয়োগ আছে, শ্রীমধুসূদন ভক্তাঘকর্ষণ অর্থাৎ অর্থাৎ ভক্তের পাপবিমোচক এই অর্থ লিখিয়াছেন। (৮৯ ও ১০৯ পৃষ্ঠার টীপ্পনী দ্রষ্টব্য)

মূলে " সগদ্গদ শব্দের প্রয়োগ আছে। তদর্থ নির্দ্ধারণ স্থলে পূজ্যপাদ ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন ; দুঃখাভিঘাত হেতু ভয়াবিষ্ট জনের, এবং হর্ষোদ্ভব হেতু স্নেহাবিষ্ট ব্যক্তির নয়নে অশ্রুর আবির্ভাব জনিত শ্লেষ্মাদ্বারা কণ্ঠাবরোধের নিমিত্ত যে মৃদুমন্দ বাক্যস্ফূর্ত্তি। "সগদগদং" বাক্য "আহ" এই ক্রিয়ার বিশেষণ ॥ ৩১ ॥

অর্জ্জুন উবাচ ।

স্থানে হৃষীকেশ ! তব প্রকীর্ত্ত্যা
জগৎ প্রহৃষ্যত্যনুরজ্যতে চ ।
রক্ষাংসি ভীতানি দিশো দ্রবন্তি
সর্ব্বে নমস্যন্তি চ সিদ্ধসঙ্ঘাঃ ॥ ৩৬ ॥

অন্বয় ।—অর্জ্জুনঃ উবাচ (কথয়ামাস) । হে হৃষীকেশ ! তব প্রকীর্ত্ত্যা (মাহাত্ম্যকীর্ত্তনেন) জগৎ প্রহৃষ্যতি (প্রকৃষ্টং হর্ষং আপ্নোতি) অনুরজ্যতে (অনুরাগং উপৈতি) চ রক্ষাংসি চ ভীতানি (শঙ্কিতানি) দিশঃ দ্রবন্তি (পলায়ন্তে) সর্ব্বে সিদ্ধসংঘাঃ (কপিলাদয়ঃ) নমস্যন্তি (প্রণমন্তি) চ [যৎ] [এতৎ] স্থানে (যুক্তং) ॥ ৩৬ ॥

প্রতিশব্দ ।—অর্জ্জুন বলিলেন, হে হৃষীকেশ ! আপনার মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন-দ্বারা জগৎ অত্যন্ত-আনন্দ-প্রাপ্ত-হয়, এবং অনুরক্ত-হয়, রক্ষোগণ ভীত-হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন-করে এবং সমস্ত কপিলাদি-সিদ্ধগণ নমস্কার-করে [যে] ইহা উপযুক্ত ॥ ৩৬ ॥

ব্যাখ্যা ।—অর্জ্জুন বলিলেন, হে হৃষীকেশ ! আপনার মহিমা কীর্ত্তন করিয়া জগৎ যে অতুল আনন্দ লাভ করে এবং আপনার প্রতি অনুরক্ত হয়, রক্ষোগণ ভীত হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করে, এবং কপিলাদি সিদ্ধগণ যে ভক্তিভাবে আপনাকে নমস্কার করে, ইহা উপযুক্ত বটে ॥ ৩৬ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—স্থান ইতি । স্থানে যুক্তং কিং তব প্রকীর্ত্ত্যা ত্বন্মাহাত্ম্যকীর্ত্তনেন শ্রুতেন হৃষীকেশ ! যজ্জগৎ প্রহর্ষমুপৈতি তৎ স্থানে যুক্তমিত্যর্থঃ, অথবা বিষয়বিশেষণং স্থান ইতি, যুক্তোহর্ষাদিবিষয়োভগবান্ যত ঈশ্বরঃ সর্ব্বাত্মা সর্ব্বভূতসুহৃচ্চেতি তথা অনুরজ্যতে অনুরাগঞ্চোপৈতি তচ্চ বিষয় ইতি ব্যাখ্যেয়ং, কিঞ্চ রক্ষাংসি ভীতানি ভয়াবিষ্টানি দিশোদ্রবন্তি, গচ্ছন্তি তচ্চ স্থানে বিষয়ে সর্ব্বে নমস্যন্তি নমস্কুর্ব্বন্তি চ সিদ্ধসংঘা সিদ্ধানাং সমুদায়াঃ কপিলাদীনাং তচ্চ স্থানে ॥ ৩৬ ॥

আনন্দগিরি ।—কিং তদর্জ্জুনোভগবন্তম্ প্রতি সগদ্গদং বচনমুক্তবানিতি তদাহ অর্জ্জুন ইতি । বিষয়বিশেষণত্বমেব ব্যনক্তি যুক্ত ইতি । ভগবতোহর্ষাদিবিষয়ত্বম্ যুক্তমিত্যত্র

হেতুমাহ যত ইতি। তব প্রকীর্ত্ত্যা হর্ষবদনুরাগঞ্চ গচ্ছতি জগদিত্যাহ তথেতি। তচ্চেত্যনুরাগগমনম্। রক্ষঃসু জগদেকদেশভূতেষু প্রতিপক্ষেষু কুতোজগতোভগবতি হর্ষানুরাগাবিত্যাশঙ্ক্যাহ কিঞ্চেতি। ইতশ্চ জগতোভগবতিহর্ষাদিযুক্ত মিত্যাহ সর্ব্ব ইতি ॥ ৩৬ ॥

রামানুজ।—স্থানে যুক্তং যদেতদ্যুদ্ধদিদৃক্ষয়াগতমশেষং দেবগন্ধর্ব্বযক্ষসিদ্ধবিদ্যাধর কিংপুরুষাদিকম্ জগত্ত্বৎপ্রসাদাত্ত্বাং সর্ব্বেশ্বরমবলোক্য তব প্রকীর্ত্ত্যা সর্ব্বম্ প্রহৃষ্যতি অনুরজ্যতে চ যচ্চত্বামবলোক্য রক্ষাংসি ভীতানি সর্ব্বাদিশঃ প্রদ্রবন্তি সর্ব্বে সিদ্ধসংঘাঃ সিদ্ধাত্মনুকূলসংঘা নমস্যন্তি চ তদেতৎ সর্ব্বং যুক্তমিতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ ॥ ৩৬ ॥

হনুমান্।—স্থানে যুক্তম্ প্রকীর্ত্ত্যা প্রকর্ষ কীর্ত্ত্যাইত্যর্থঃ ॥ ৩৬ ॥

শ্রীধর।—স্থানে ইত্যেকাদশভিরর্জ্জুনোক্তিঃ। স্থানে ইত্যব্যয়ং যুক্তমিত্যস্মিন্নর্থে, হে হৃষীকেশ! যতএবং ত্বমদ্ভুতপ্রভাবো ভক্তবৎসলশ্চাতস্তব প্রকীর্ত্ত্যা মাহাত্ম্যসংকীর্ত্তনেন ন কেবলমহমেব প্রহৃষ্যামীতি কিন্তু জগৎ সর্ব্বং প্রহৃষ্যতি প্রকর্ষেণ হর্ষং প্রাপ্নোতি এতৎ স্থানে যুক্তমিত্যর্থঃ, তথা জগদনুরজ্যতে চ অনুরাগমুপৈতি ইতি যৎ, তথা রক্ষাংসি ভীতানি সন্তি দিশঃ প্রতি দ্রবন্তি পলায়ন্তে ইতি যৎ, সর্ব্বে যোগতপোমন্ত্রাদিসিদ্ধানাং সঙ্ঘা নমস্যন্তি প্রণমন্তীতি যৎ এতচ্চ স্থানে যুক্তমেব ন চিত্রমিত্যর্থঃ ॥ ৩৬ ॥

বলদেব।—পরেশস্য সখুঃ কৃষ্ণস্যাতিরস্যত্বমতুগ্রত্বঞ্চ তত্র রঙ্গবদ্যুগপদেব বীক্ষ্য তদুভয়ং স্বসংমুখস্ববিমুখবিষয়মিতি বিদ্বানর্জ্জুনস্তদনুরূপম্ স্তৌতি স্থানে ইত্যেকাদশভিঃ। যুক্তমিত্যর্থকম্ স্থানে ইত্যেদন্তমব্যয়ম্। হে হৃষীকেশেতি সংমুখবিমুখেন্দ্রিয়াণাং সাংমুখ্যে বৈমুখ্যে চ প্রবর্ত্তকেত্যর্থঃ। যুদ্ধদর্শনায়াগতম্ দেবগন্ধর্ব্বসিদ্ধবিদ্যাধরপ্রমুখম্ ত্বৎসংমুখম্ জগত্তব দুষ্টসংহর্তৃত্বরূপয়া প্রকীর্ত্ত্যা প্রহৃষ্যত্যনুরজ্যতে চেতি যুক্তমেতৎ। দুষ্টস্বভাবানি ত্বদ্বিমুখানি রক্ষাংসি রাক্ষসাসুরদানবাদীনি দেবাহ্যদ্গীতয়া তৎপ্রকীর্ত্ত্যা ভীতানি ভূত্বা দিশঃ প্রতি দ্রবন্তি পলায়ন্ত ইতি চ যুক্তম্। তব প্রাণিভাবানুসারিরূপপ্রকাশিত্বাদিতি ভাবঃ তদিত্থং শিষ্টাশিষ্টানুগ্রহনিগ্রহকারিতাম্ তব বীক্ষ্য ত্বদ্ভক্তাঃ সিদ্ধসঙ্ঘাঃ সর্ব্বে সনকাদয়ো নমস্যন্তি জয় জয় ভগবানিত্যুদীরয়ন্তঃ প্রণমন্তীতি চ যুক্তম্ তব ভক্তমনোহারিত্বাৎ ॥ ৩৬ ॥

মধুসূদন।—অর্জ্জুন উবাচ একাদশভিঃ স্থানে ইতি। স্থানে ইত্যব্যয়ং যুক্তমিত্যর্থে। হে হৃষীকেশ! সর্ব্বেন্দ্রিয়প্রবর্ত্তক! যতস্ত্বমেবমত্যন্তাদ্ভুতপ্রভাবোভক্তবৎসলশ্চ ততস্তব প্রকীর্ত্ত্যা প্রকৃষ্টয়া কীর্ত্ত্যা নিরতিশয়প্রাশস্ত্যস্য কীর্ত্তনেন শ্রবণেন চ ন কেবলমহমেব প্রহৃষ্যামি কিন্তু সর্ব্বমেব জগচ্চেতনামাত্রং রক্ষোবিরোধি প্রহৃষ্যতি প্রকৃষ্টং হর্ষমাপ্নোতি ইতি যত্তৎ স্থানে যুক্তমেবেত্যর্থঃ, তথা সর্ব্বং জগদনুরজ্যতে চ তদ্বিষয়মনুরাগমুপৈতীতি চ যত্তদপি যুক্তমেব, তথা রক্ষাংসি ভীতানি সন্তি দিশোদ্রবন্তি সর্ব্বাসু দিক্ষু পলায়ন্ত ইতি যত্তদপি যুক্তমেবতথা সর্ব্বে সিদ্ধানাং কপিলাদীনাং সঙ্ঘা নমস্যন্তি চেতি যত্তদপি যুক্তমেব, সর্ব্বত্র তব প্রকীর্ত্ত্যা স্থান্বয়ঃ স্থানে ইতাস্ত চ। অয়ং শ্লোকোরক্ষোঘ্নমন্ত্রত্বেন মন্ত্রশাস্ত্রে প্রসিদ্ধঃ ॥ ৩৬ ॥

নীলকণ্ঠ।—একাদশভিঃ শ্লোকৈরর্জ্জুন উবাচ স্থানে ইতি, হে হৃষীকেশ সর্ব্বেন্দ্রিয়

প্রবর্ত্তক অন্তর্যামিন্! তব প্রকীর্ত্ত্যা নামসঙ্কীর্ত্তনেন জগৎ প্রহৃষ্যতি যৎ তৎ স্থানে যুক্তং স্থানে ইত্যব্যয়ং যুক্তমিত্যর্থঃ, যৎ তব প্রকীর্ত্ত্যা জগৎ অনুরজ্যতে তদপি স্থানে যুক্তং যৎ তব প্রকীর্ত্ত্যা রক্ষাংসি ভীতানি সন্তি দিশোদ্রবন্তি পলায়ন্তে তদপি স্থানে যুক্তম্ যচ্চ ত্বাং সর্ব্বে সিদ্ধসঙ্ঘাঃ কপিলাদীনাং সংঘা নমস্যন্তি তদপি স্থানে, অয়ং শ্লোকোরক্ষোঘ্নমন্ত্রত্বেন মন্ত্রশাস্ত্রে প্রসিদ্ধঃ, স চ নারায়ণাষ্টাক্ষরসুদর্শনাস্ত্রমন্ত্রাভ্যাং সংপুটিতোজ্জেয় ইতি রহস্যম্॥ ৩৬॥

বিশ্বনাথ।—ভগবদ্বিগ্রহস্যাতিপ্রসন্নত্বমতিঘোরত্বঞ্চ ইদমুন্মুখ বিমুখবিষয়কমিতি সহসৈবজ্ঞাতত্বাত্তদেব তত্ত্বং ব্যাচক্ষাণঃ স্তৌতি। স্থানে ইত্যব্যয়ং যুক্তমিত্যর্থঃ হে হৃষীকেশ! স্বভক্তেন্দ্রিয়ানাং স্বাভক্তেন্দ্রিয়ানাঞ্চ স্বাভিমুখ্যে স্ববৈমুখ্যেচ প্রবর্ত্তক তব প্রকীর্ত্ত্যা ত্বন্মাহাত্ম্যকীর্ত্তনেন জগদিদং প্রহৃষ্যতি প্রহৃষ্যচ অনুরজ্যতে অনুরক্তং ভবতীতি যুক্তমেব জগতোঽস্যত্বদৌন্মুখ্যাদিতি ভাবঃ। তথা রক্ষাংসি রাক্ষসাসুরদানবপিশাচাদীনি ভীতানি ভূত্বা দিশো দ্রবন্তি দিশঃ প্রতি পলায়ন্তে ইত্যেতদপি স্থানে যুক্তমেব তেষাং ত্বদ্বৈমুখ্যাদিতি ভাবঃ। তথা ত্বদ্ভক্তা যে সিদ্ধাঃ তেষাং সংঘা সর্ব্বে নমস্যন্তিচ ইত্যপি যুক্তমেব তেষাং ত্বদ্ভক্তত্বাদিতি ভাবঃ। শ্লোকোঽয়ম্ রক্ষোঘ্নমন্ত্রত্বেন মন্ত্রশাস্ত্রে প্রসিদ্ধঃ॥ ৩৬॥

তাৎপর্য্য।—ভগবদুক্তির শেষভাগে তিনি অর্জ্জুনকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন, এবং তাঁহাকে যশোলাভ ও রাজ্য ভোগ করিবার নিমিত্ত উদ্বেজিত করিয়াছিলেন। কিন্তু ভক্তি বিস্ময় সম্ভ্রমে অর্জ্জুনের হৃদয় এতই উদ্বেলিত হইয়াছে, যে ভগবানের আদেশ ও অভিপ্রায় তাঁহার হৃদয়ে স্থান পায় নাই। তিনি ভক্তি সূচক স্তব পাঠে, বিনয় সূচক নম্রবাক্য প্রয়োগে, এবং বিস্ময় সূচক বাক্য প্রকাশে এতই অভিলাষী যে, অন্য কোন কর্ত্তব্য চিন্তার এক্ষণে তাঁহার অবসর নাই। অর্জ্জুন বলিতে লাগিলেন, হে সর্ব্বেন্দ্রিয়প্রবর্ত্তক হৃষীকেশ! (৮৯ পৃষ্ঠায় টীপ্পনী দ্রষ্টব্য) তুমি একান্ত অদ্ভুত প্রভাব অর্থাৎ তোমার এই বিশ্বরূপ হৃদয়ে ধারণ করা কাহারও পক্ষে সম্ভবপর নহে; তোমার বিচিত্র বর্ণাদি সমাবিষ্ট জ্যোতির্ম্ময় দেহের প্রতি নেত্রপাত করাও কাহারও সাধ্য নহে, এবং তোমার অত্যদ্ভুত বিস্ময়াবহ কর্ম্ম সমূহের মর্ম্মাববোধ করাও কাহারও পক্ষে সম্ভব নহে। অপিচ তুমি একান্ত ভক্তবৎসল; তোমার এতাদৃশ অত্যদ্ভুত কীর্ত্তিকলাপ যেরূপ বিস্ময়জনক ও অচিন্তনীয় সেইরূপ উদার ও সুমহৎ। তোমার এবম্ভূত অত্যাশ্চর্য্য অদ্ভুত লীলা পর্য্যালোচনা করিয়া কেবল যে আমিই আনন্দে উদ্বেল হৃদয় ও হর্ষে উৎফুল্ল হইয়াছি এমন নহে। কিন্তু চেতনাচেতন পূর্ণ এই সমস্ত বিশ্ব হর্ষাবিষ্ট হইয়াছে। বিশ্বের এই যে হর্ষ, তাহা যথোপযুক্তই

হইয়াছে। সমস্ত জগৎ অর্থাৎ স্থাবর জঙ্গমাত্মক এই পৃথিবী তোমার প্রতি অন্তর জাত অনুরাগ অভিব্যক্ত করিতেছে, জগতের এই অনুরাগ প্রকাশ সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত হইয়াছে। হিংসাদিক্রূরধর্ম্মপ্রবণ হৃদয় রাক্ষসাদি তোমার এই তেজো প্রদীপ্ত বিশ্বরূপের ভয়ে চতুর্দ্দিকে ভীতভাবে পলায়ন করিতেছে। তাহাদিগের এতাদৃশ পলায়ন চেষ্টাও যুক্তিযুক্ত হইয়াছে। কপিল (১৬৯০। ১৮৬৯ পৃঃ টীঃ দ্রষ্টব্য) আদি সিদ্ধ মহাত্মাগণ তোমাকে ভক্তি ভরে অকপটচিত্তে বারংবার নমস্কার করিতেছেন। তাঁহাদিগের তাদৃশ নমস্কারও যুক্তিযুক্ত।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্বলদেব ও শ্রীমদ্বিশ্বনাথের অভিপ্রায়। শ্রীভগবানের বিশ্বরূপে যুগপৎ ঘোর উগ্রতা এবং সাতিশয় প্রসন্নতা সন্দর্শন করিয়া ভক্ত বৃন্দের ভগবদুন্মুখ ভাব এবং ভগবদ্বিরোধি বৃন্দের তদ্বিমুখভাব অর্জ্জুন অনুভব করিতে লাগিলেন। এই শ্লোকে তিনি অতি সুন্দররূপে তদুভয় ভাব প্রদর্শন করিয়াছেন। এস্থলে শ্রীভগবানকে হৃষীকেশ শব্দে সম্বোধন করা হইয়াছে। এই সম্বোধন পদের অর্থ এই যে, যিনি ভক্তগণকে অভিমুখে এবং অভক্তগণকে বিরুদ্ধ মুখে চালিত করেন তিনি হৃষীকেশ। এই অদৃষ্ট পূর্ব্ব যুদ্ধ দর্শনাভিলাষে দেব গন্ধর্ব্ব সিদ্ধ বিদ্যাধর কিংপুরুষ প্রভৃতি সমাগত হইয়াছেন। তাঁহারা সকলেই ভগবদনুরাগী ও ভগবদভক্ত। সুতরাং এই ভগবদ্‌বিগ্রহ দর্শনে এবং তোমার দুষ্ট দলনকারী অসুরাদি সংহাররূপ দর্শনে তাঁহাদিগের হৃদয়ে হর্ষোদয় হইতেছে এবং অনুরাগোদয় হইতেছে ইহা যুক্ত অর্থাৎ সমুচিত। আর যে সকল হিংসা ধর্ম্মাত্মক রাক্ষস দানব দৈত্য পিশাচ প্রভৃতি ভগবদ্বিমুখ অধমগণ তোমার অলৌকিক রূপের কিঞ্চিন্মাত্রও দর্শন করিতে পাইতেছে না, কিন্তু ভবদ্দর্শনলব্ধ দেবাদি মহদ্‌গণের কর্ত্তৃক কীর্ত্তিত ভবদ্‌রূপ গুণ কর্ম্মাদির বর্ণনা শ্রবণে ভীত হইয়া দিগদিগন্তরে পলায়ন করিতেছে, ইহাও যুক্ত অর্থাৎ সমুচিত। কেন উভয় ধর্ম্মাক্রান্ত ব্যক্তিগণ এরূপে আকৃষ্ট ও বিকৃষ্ট হইতেছে, হৃষ্ট ও ভীত হইতেছে, শরণাগত ও পলায়নপর হইতেছে, ইহা আলোচনা করিলেই হৃদয়ঙ্গম হয় যে, তোমার এই বিশাল কলেবর প্রাণিবর্গের ভাবানুসারি অর্থাৎ যে তোমাকে যে ভাবে গ্রহণ করিতে অভিলাষী ও সক্ষম, তুমি তাহার নিকট সেই ভাবে বিরাজমান। তোমার

এইরূপ শিষ্টের প্রতি অনুগ্রহ ও অশিষ্টের প্রতি নিগ্রহ দর্শনে সনকাদি (১৫ পৃষ্ঠার টীপ্পনী দ্রষ্টব্য) তোমার একান্ত ভক্ত সিদ্ধ পুরুষগণ তোমাকে নমস্কার করিতেছেন। "জয় জয় বিশ্বেশ্বর হরি" এইরূপে তোমার স্তবগান করিতে করিতে তোমাকে প্রণাম করিতেছেন ইহাও যুক্ত অর্থাৎ সমুচিত। কারণ তুমি অজ্ঞানের পক্ষে ঘোর উগ্ররূপধারী হইলেও ভক্তগণের পক্ষে একান্ত মনোহর।

মূলে "স্থানে" এই অব্যয় পদের প্রয়োগ আছে। ইহার অর্থ যুক্ত, সমীচীন বা সমুচিত। স্থানে পদের সর্ব্বত্র অন্বয় হইবে। "প্রকীর্ত্ত্যা" এই পদও সর্ব্বত্র অন্বিত হইবে। এই শ্লোক মন্ত্রশাস্ত্রে রক্ষোঘ্ন মন্ত্ররূপে প্রসিদ্ধ ॥ ৩৬ ॥

কস্মাচ্চ তে ন নমেরন্মহাত্মন্!
গরীয়সে ব্রহ্মণোঽপ্যাদিকর্ত্রে।
অনন্ত! দেবেশ! জগন্নিবাস!
ত্বমক্ষরং সদসত্তৎ পরং যৎ ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়।—হে মহাত্মন্! হে অনন্ত! হে দেবেশ! হে জগন্নিবাস! ব্রহ্মণঃ (ধাতুঃ) অপি গরীয়সে (গুরুতরায়) আদিকর্ত্রে (আদি কারণায়) তে (তুভ্যং) কস্মাৎ চ (বা) ন নমেরন্ (নমস্কুর্য্যু) সৎ (ব্যক্তং) অসৎ (অব্যক্তং) পরং (তাভ্যাং শ্রেষ্ঠং) যৎ অক্ষরং (ব্রহ্ম) তৎ ত্বং [এব] ॥ ৩৭ ॥

প্রতিশব্দ।—হে মহাত্মন্! হে অনন্ত! হে দেবেশ! হে জগদাশ্রয়! ব্রহ্মারও পরম-গুরু আদিকারণ আপনাকে কি-নিমিত্ত বা নমস্কার-করিবে না? ব্যক্ত, অব্যক্ত, তাহা-হইতে-ও উৎকৃষ্ট যে ব্রহ্ম তাহা তুমি [ই] ॥ ৩৭ ॥

ব্যাখ্যা।—হে মহাত্মন্! হে অনন্ত! হে দেবেশ! হে বিশ্বাশ্রয়! আপনি জগৎস্রষ্টা ব্রহ্মারও পরম গুরু এবং তাঁহার জনক, অতএব

সকলেই আপনাকে কিজন্য নমস্কার না করিবে? যাহা ব্যক্ত যাহা অব্যক্ত এবং যাহা এতদুভয়ের অতীত অক্ষর ব্রহ্মস্বরূপ তাহা আপনিই ॥ ৩৭ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—ভগবতোহর্ষাদিবিষয়ত্বে হেতুংদর্শয়তি কস্মাচ্চেতি। কস্মাচ্চ হেতোস্তে তুভ্যং ন নমেরন্ ন নমস্কুর্য্যুঃ হে মহাত্মন্! গরীয়সে গুরুতরায় যতোব্রহ্মণোহিরণ্যগর্ভস্যাপ্যাদি-কর্ত্তা কারণমতস্তস্মৈ আদিকর্ত্রে কথমেব তে ন নমস্কুর্য্যুঃ, অতোহর্ষাদীনাং নমস্কারস্য চ স্থানং ত্বমর্হোবিষয়ইত্যর্থঃ। হে অনন্ত! দেবেশ! হে জগন্নিবাস! ত্বমক্ষরং তৎপরং যদ্বেদান্তেষু শ্রূয়তে কিংতৎ সদসৎ যৎ বিদ্যমানং তৎ সৎ, অসচ্চ যৎ নাস্তীতি বুদ্ধিস্তে উপাদানভূতে সদসতী যস্যা-ক্ষরস্য যদ্দ্বারেণ সদসদিত্যুপচর্য্যতে, পরমার্থতস্তু সদসতঃ পরং তৎ যদক্ষরং বেদবিদোবদন্তি তত্ত্ব মেব নান্যদিত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৩৭ ॥

আনন্দগিরি ।—উক্তেহর্থে হেত্বর্থত্বেনোত্তরশ্লোক মবতারয়তি ভগবত ইতি। মহাত্মত্ব-মক্ষুদ্রচেতস্ত্বং গুরুতরত্বান্নমস্কারাদিযোগ্যত্বমাহ গুরুতরায়েতি। তত্রৈব হেত্বন্তরমাহ যতইতি। মহাত্মত্বাদিহেতূনামুক্তানাং ফলমাহ অতইতি। তত্রৈব হেত্বন্তরাণি সূচয়তি হে অনন্তেতি। অনবচ্ছিন্নত্বং সর্ব্বদেবনিয়ন্তৃত্বং সর্ব্বজগদাশ্রয়ত্বঞ্চ তব নমস্কারাদিযোগ্যত্বে কারণমিত্যর্থঃ। তত্রৈব হেত্বন্তরমাহ ত্বমিতি। তত্র মানমাহ যদিতি। কথমেকস্যৈব সদসদ্রূপত্বং তত্রাহ তে ইতি। কথং সতোশ্চাক্ষরং প্রত্যুপাধিত্বং তদাহ যদ্দ্বারেণিতি। তৎপরং যদিত্যেতদ্ব্যাচষ্টে পরমার্থতস্ত্বিতি। অনন্তত্বাদিনা ভগবতোনমস্কারাদিযোগ্যত্বমুক্তং ॥ ৩৭ ॥

রামানুজ ।—যুক্ততামেবোপপাদয়তি। মহাত্মংস্তেতুভ্যং গরীয়সে ব্রহ্মণো হিরণ্য-গর্ভস্যাপি আদিভূতায় কর্ত্রে হিরণ্যগর্ভাদয়ঃ কস্মাদ্ধেতোর্ন নমস্কুর্য্যুঃ, অনন্ত দেবেশ জগন্নিবাস ত্বমেবাক্ষরং ন ক্ষরতীত্যক্ষরং জীবাত্মতত্ত্বং “নজায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ” ইত্যাদি শ্রুতিসিদ্ধো জীবাত্মাহি ন ক্ষরতি, সদসচ্চ ত্বমেব সদসচ্ছব্দ নির্দ্দিষ্টং কার্য্যকারণভাবেনাবস্থিতং প্রকৃতিতত্ত্বং নাম রূপ বিভাগবত্তয়া কার্য্যাবস্থং সচ্ছব্দনির্দ্দিষ্টং তদনর্হতয়া কারণাবস্থমসচ্ছব্দনির্দ্দিষ্টং চ ত্বমেব তৎপরং যত্তস্মাৎ প্রকৃতিসম্বন্ধিনশ্চ জীবাত্মনঃ পরমন্যৎ মুক্তাত্মতত্ত্বং যং তদপি ত্বমেব ॥ ৩৭ ॥

হনুমান্ ।—ননমেরন্ননমস্কুর্য্যুঃ অক্ষরং ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞ সদসৎ সদসদাত্মকমিত্যর্থঃ। ক্ষাভাং সদসদ্ভ্যাং পরন্তৎপরং যৎ॥ ৩৭ ॥

শ্রীধর ।—অত্র হেতুমাহ কস্মাদিতি। হে অনন্ত! হে দেবেশ! হে মহাত্মন্! হে জগ-ন্নিবাস! কস্মাদ্ধেতোস্তে তুভ্যং ন নমেরন্ ন নমস্কুর্য্যুঃ, কথংভূতায় ব্রহ্মণোহপি গরীয়সে গুরুতরায় আদিকর্ত্রে চ ব্রহ্মণোহপি জনকায়, কিঞ্চ সদ্ব্যক্তং, অসদব্যক্তঞ্চ তাভ্যাং পরং মূলকারণং যদক্ষরং ব্রহ্ম তচ্চ ত্বমেব, এতৈর্নবভির্হেতুভিস্ত্বাং সর্ব্বে নমস্যন্তীতি ন চিত্রমিত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥

বলদেব ।—অথ ভগবতঃ সর্ব্বনমস্যত্বমভিদধৎ সর্ব্বব্যাপিত্বাৎ সর্ব্বাত্মকতাং প্রতিপাদয়তি কস্মাচ্চেতি চতুর্ভিঃ। হে মহাত্মন্নুদারমতে হে অনন্ত সর্ব্বব্যাপিন্ হে দেবেশ সর্ব্বদেবনিয়ন্তঃ হে জগন্নিবাস সর্ব্বাশ্রয় তে সিদ্ধসঙ্ঘাস্তে তুভ্যং কস্মাদ্ধেতোর্ন নমেরন্ (আত্মনেপদং ছান্দসং) অপিতু

প্রণমেয়ুরেব তে। কীদৃশায়েত্যাহ ব্রহ্মণোঽপি গরীয়সে গুরুতরায় যস্মাদাদিকর্ত্রে তত্ত্বস্থষ্টিকরায়েতি নমস্যত্বেঽনেকে হেতবঃ সন্তীতি সমুচ্চয়ালঙ্কারঃ কিঞ্চ যদক্ষরং প্রকৃতি সংসর্গি জীবাত্মবস্তু যচ্চ সদসৎকার্য্যকারণাবস্থং স্থূলসূক্ষ্মভূতং প্রকৃতিতত্ত্বং তৎপরং যদিতি। তস্মাৎ প্রকৃতিসংসৃষ্টাজ্জীবাত্মতত্ত্বাৎ প্রকৃতিতত্ত্বাচ্চোক্তরূপাৎ পরমুৎকৃষ্টং ভিন্নং চ যন্মুক্তজীবাত্মতত্ত্বং তচ্চ ত্বমেব সর্ব্বরূপ ইত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥

মধুসূদন।—ভগবতোঽর্য্যাদিবিষয়ত্বে হেতুমাহ। কস্মাচ্চ হেতোস্তে তুভ্যং ন নমেরন্ন নমস্কুর্য্যুঃ সিদ্ধসঙ্ঘাঃ সর্ব্বেঽপি হে মহাত্মন্! হে অনন্ত! সর্ব্বপরিচ্ছেদশূন্য! হে দেবেশ! হিরণ্যগর্ভাদীনামপি দেবানাং নিয়ন্তঃ! হে জগন্নিবাস! সর্ব্বাশ্রয়! তুভ্যং কীদৃশায় ব্রহ্মণোঽপি গরীয়সে গুরুতরায় আদিকর্ত্রে ব্রহ্মণোঽপি জনকায় নিয়ন্তৃত্বমুপদেষ্টৃত্বং জনকত্বমিত্যাদিরেকৈকোঽপি হেতুর্নমস্কার্য্যতাপ্রযোজকঃ কিং পুনর্ম্মহাত্মত্বানন্তত্বজগন্নিবাসত্বাদিনানাকল্যাণগুণসমুচ্চিতইত্যনাশ্চর্য্যতাসূচনার্থং নমস্কারস্য। কস্মাচ্চেতি বাশব্দার্থশ্চকারঃ। কিঞ্চ সৎ বিধিমুখেন প্রতীয়মানমস্তীতি, অসন্নিষেধমুখেন প্রতীয়মানং নাস্তীতি, অথবা সৎ ব্যক্তং অসৎ অব্যক্তং ত্বমেব, তথা তৎপরং তাভ্যাং সদসদ্ভ্যাং পরং মূলকারণং যদক্ষরং ব্রহ্ম তদপি ত্বমেব ত্বদ্ভিন্নং কিমপি নাস্তীত্যর্থঃ। তৎপরং যদিত্যত্র যচ্ছব্দাৎ প্রাক্ চকারমপি কেচিৎ পঠন্তি। এতৈর্হেতুভিস্ত্বাং সর্ব্বেঃনমন্তীতি ন কিমপি চিত্রমিত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥

নীলকণ্ঠ।—কুতো মাং সিদ্ধসঙ্ঘা নমস্যন্তি যতস্তেঽপি অহমিব ব্রহ্মাণ্ডশতানি স্রষ্টুমর্হন্তীত্যত আহ কস্মাদিতি, হে মহাত্মন্ কস্মাদ্ধেতোস্তে ত্বাং ন নমেরন্ অপি তু নমেরন্নেব তত্র হেতুঃ গরীয়সে তেঽপি গুরবস্ত্বমপি গুরুস্তথাপি ত্বং অতিশয়িতো গুরুরসীত্যর্থঃ, কুতো মমৈবাতিশয়ঃ তেষাং মম চ সমানেঽপি সত্যসঙ্কল্পত্বাদৌ সতি অত আহ ব্রহ্মণোহিরণ্যগর্ভস্যাপি আদিকর্ত্রে পিতামহায় পঞ্চমহাভূতসৃষ্টিদ্বারা ব্রহ্মাণং সৃজতে ইত্যর্থঃ, জগদ্ব্যাপারবর্জ্জ্যং প্রকরণাদসন্নিহিতত্বাচ্চেতি ন্যায়েন নিত্যমিত্যেশ্বরস্য তবাজ্ঞয়া তে সর্ব্বেঽপি ঐশ্বর্য্যভাজোভবন্তি ন তু ত্বৎসমাস্তে অতএব ত্বং হে অনন্ত হে দেবানাং ঈশ জগন্নিবাস জগতামালয়ভূত ত্বং অক্ষরং শুদ্ধং ব্রহ্ম কীদৃশমক্ষরং যৎ সদসত্তৎপরং সচ্চ অসচ্চ সদসতী তাভ্যাং পরস্য সদসত্তৎপরম্ কার্য্যং কারণং তদুভয়াতীতঞ্চেতি ত্রিবিধ মিত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥

বিশ্বনাথ।—তে কস্মান্ননমেরন্ অপিতু নমেরন্নেব (আত্মনে পদমার্ষং) সৎকার্য্যমসৎকারণঞ্চ তাভ্যাং পরং যদক্ষরং ব্রহ্ম তৎ ত্বং ॥ ৩৭ ॥

তাৎপর্য্য।—অর্জ্জুন পূর্ব্বশ্লোকে বলিয়াছেন যে, সিদ্ধসংঘ অর্থাৎ কপিলাদি তাবতে তোমাকে ভক্তি সহকারে নমস্কার করিতেছেন। কেন তাঁহারা প্রাণের সহিত তোমার চরণ বন্দনা করিতেছেন তাহাই বর্ত্তমান শ্লোকে প্রদর্শিত হইতেছে। অর্জ্জুন বলিতেছেন, হে মহাত্মন্! অর্থাৎ হে পরমাত্মন্! সর্ব্বাত্মভূত ভগবন্! হে অনন্ত! অর্থাৎ সীমাশূন্য অশেষ

আদ্যন্তবিরহিত বিশ্বরূপ! হে দেবেশ! অর্থাৎ বিধিরুদ্রাদিরও আদি হিরণ্যগর্ভাদির জনক দেবদেব! হে জগন্নিবাস! অর্থাৎ বিশ্বাশ্রয় সর্ব্বাধার সর্ব্বব্যাপী নারায়ণ! তোমাকে দেবতা ঋষি গন্ধর্ব্ব কিংপুরুষ প্রভৃতি যে ভক্তি বিনম্রভাবে প্রণাম করিতেছেন, সিদ্ধ অর্থাৎ ব্রহ্মাববোধজনিত অপরিসীম জ্ঞান সম্পন্ন মহাপুরুষগণ যে আন্তরিক ভক্তি ও প্রেমভরে তোমার চরণার্চ্চনা করিয়া পরিতৃপ্ত হইতেছেন, ইহাতে বিচিত্রতা কিছুই নাই, বিস্ময়েরও কোন কারণ নাই। যেহেতু হে বিশ্বাত্মন্! তুমি ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে এক মাত্র অদ্বিতীয় অত্যদ্ভুত শক্তি সম্পন্ন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরম পুরুষ। তুমি অযোনিজ বিশ্বস্রষ্টা হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মারও আদি স্রষ্টা, এবং অন্যান্য দেব বর্গ ও চেতনাচেতন যাবতীয় পদার্থ পুঞ্জের কারণ স্বরূপ নিত্য সত্য পরমেশ্বর। তুমিই অক্ষর অর্থাৎ বিকার রহিত, ক্ষয় রহিত এবং বন্ধন রহিত পরম দেবতা। এসংসারে যত কিছু সদ্বস্তু যত কিছু অসদ্বস্তু অর্থাৎ যে যে বস্তু ব্যক্ত এবং যাহা যাহা অব্যক্ত, যে যে বস্তু আমাদিগের ইন্দ্রিয়গ্রাম ও মনের দ্বারা প্রত্যক্ষীভূত এবং যে যে বস্তু আমাদিগের ইন্দ্রিয়াতীত, তৎ সমস্তেরই তুমি মূল অর্থাৎ তোমারই বাসনায় তোমারই নিয়মাধীনতায় তত্তাবতের আবির্ভাব হইয়াছে। বিচার ও চিন্তা দ্বারা যাহার অস্তিত্ব প্রতিপন্ন হয় তাহাই সৎ এবং নিষেধ মুখে আলোচনা দ্বারা যাহা নাই বলিয়া মনে হয় তাহা অসৎ। শ্রীভগবান্ তদুভয়েরই মূল অর্থাৎ তিনিই সদ্বস্তু অসদ্বস্তু উভয়েরই প্রবর্ত্তক। তিনি ভিন্ন আর কোন বস্তুই নাই। তোমার গুণ ও মহিমা ব্যক্ত করিয়া সমাপ্ত করা অসম্ভব। তোমার অসংখ্য শক্তির যে কোনটীর আলোচনা করিলে হৃদয়ঙ্গম হইবে যে, তোমাকে নিরন্তর জ্ঞানীগণের নমস্কার করা কর্ত্তব্য। একটী গুণেই যখন তোমার প্রতি নমস্কারের বৈধতা উপলব্ধ হইতেছে, তখন অসংখ্যপ্রায় মহদ্‌গুণের একমাত্র স্বরূপ তোমাকে সকলে ভক্তি সহকারে নমস্কার করিতেছেন, ইহাতে বিচিত্রতা কি আছে?

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য ও শ্রীমদ্বলদেবের অভিপ্রায়। পূর্ব্ব শ্লোকে অর্জ্জুন হর্ষাদির যে যুক্তত্ব কীর্ত্তন করিয়াছেন, এস্থলে তাহারই প্রতিপাদন করিতেছেন। হে মহাত্মন্! হিরণ্যগর্ভাদির আদিভূত অর্থাৎ কর্ত্তৃ স্বরূপ এবং শ্রেষ্ঠ স্বরূপ তোমাকে কেননা বিধিরুদ্রাদি সকলে নমস্কার

না করিবেন। হে অনন্ত! দেবেশ! জগন্নিবাস! তুমিই অক্ষর অর্থাৎ ক্ষরণ রহিত জীবাত্মতত্ত্ব। "ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ" (২য় অধ্যায় ২০শ্লোকের তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য) ইত্যাদি কঠোপনিষদুক্ত শ্রুতিসিদ্ধ অক্ষর জীবাত্মা। তুমিই সৎ অসৎ অর্থাৎ কার্য্যকারণরূপে সর্ব্বত্রাবস্থিত প্রকৃতি তত্ত্ব। নামরূপাদি বিভাগানুসারে কার্য্যাবস্থ ভাবে সৎ শব্দে নির্দ্দিষ্ট প্রকৃতির এবং তাহার অনুপযোগিতা হেতু কারণরূপে অবস্থিত জীবাত্মা এতদুভয়ের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যে মুক্তাত্মা তাহাই তুমি। এই তত্ত্বের বিস্তারিত বিবরণ ১৩১৫ পৃষ্ঠার টীপ্পনীতে দ্রষ্টব্য।

মূলে যে চ কার আছে তাহার বা অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে। "নমেরন্" এই আত্মনেপদ প্রয়োগ আর্ষ।

একই নমস্কার কার্য্যের বহু হেতু নির্দ্দিষ্ট থাকায় এখানে সমুচ্চয়ালঙ্কার * হইয়াছে ॥ ৩৭ ॥

* * *

ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ-
স্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানং।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম
ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপঃ ॥ ৩৮ ॥

অন্বয়।—হে অনন্তরূপ! (অপরিচ্ছিন্নস্বরূপ!) ত্বং আদিদেবঃ (দেবানাং আদিঃ) পুরাণঃ (অনাদিঃ) পুরুষঃ, ত্বং অস্য বিশ্বস্য পরং নিধানং (আশ্রয়ং), বেত্তা (জ্ঞাতা) অসি (ভবসি) বেদ্যং (জ্ঞেয়ং) চ পরং (উৎকৃষ্টং) ধাম (বৈষ্ণবং পদং) চ [অতঃ] ত্বয়া বিশ্বং ততং (ব্যাপ্তং) ॥ ৩৮ ॥

---

* "সমুচ্চয়োঽয়মেকস্মিন্ সতি কার্য্যস্য সাধকে। খলে কপোতিকা ন্যায়াত্তৎকরঃ স্যাৎ পরোঽপিচেৎ ॥ গুণৌ ক্রিয়ে বা যুগপৎ স্যাতাং যদ্বা গুণক্রিয়ে ॥" একমাত্র কার্য্যসাধক হইলেও যদি "খলে কপোতিকা" ন্যায় হেতু অন্য সেই কার্য্যের সাধক হয়, কিম্বা গুণ ও ক্রিয়ার যদি যুগপৎ অথবা পৃথক প্রয়োগ হয়, তবে তাহা সমুচ্চয়ালঙ্কার। উদাহরণ; "শশীদিবসধূসরো গলিতযৌবনা কামিনী সরো বিগতবারিজং মুখমনক্ষরং স্বাকৃতেঃ। প্রভুর্ধনপরায়ণঃ সতত দুর্গতো সজ্জনো নৃপাঙ্গনগতঃ খলো মনসি সপ্তশল্যানি মে" ॥

প্রতিশব্দ।—হে অনন্তরূপধারিন্! আপনি দেবগণের-আদি অনাদি পুরুষ, আপনি এই বিশ্বের পরম আশ্রয়, [আপনি] জ্ঞানী হন এবং জ্ঞেয়, উৎকৃষ্ট বৈষ্ণব-পদ, [অতএব] আপনার-কর্ত্তৃক এই-বিশ্ব ব্যাপ্ত-হইয়াছে ॥ ৩৮ ॥

ব্যাখ্যা।—হে অনন্তরূপিন্ নারায়ণ! আপনি দেবগণের ও আদি স্বয়ং অনাদি পুরুষ; প্রলয়ে এই বিশ্ব জলবুদ্‌বুদের ন্যায় আপনাতেই লীন হয়, অতএব আপনিই ইহার একমাত্র আশ্রয়। আপনিই জ্ঞানী এবং জ্ঞেয় উভয়রূপে অবস্থিত, আপনিই মানবের চরমলক্ষ্য বৈষ্ণব পদ, এবং আপনার কর্ত্তৃকই এই বিশ্ব পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে ॥ ৩৮ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—পুনরপি স্তৌতি ত্বমিতি। ত্বমাদিদেবোজগতঃ স্রষ্টৃত্বাৎ পুরুষঃ পুরি শয়নাৎ পুরাণশ্চিরন্তনস্ত্বমেবাস্য বিশ্বস্য পরং প্রকৃষ্টং নিধানং নিধীয়তেঽস্মিন্ জগৎ সর্ব্বং মহাপ্রলয়াদাবিতি। কিঞ্চ বেত্তাসি বেদিতাসি সর্ব্বস্যৈব বেদ্যজাতস্য যচ্চ বেদ্যং বেদনার্হং তচ্চাসি পরঞ্চ ধাম পরমং পদং বৈষ্ণবং, ত্বয়া ততং ব্যাপ্তং বিশ্বং সমস্তং হে অনন্তরূপ! অন্তোন বিদ্যতে তব রূপাণাং ॥ ৩৮ ॥

আনন্দগিরি।—সম্প্রতি জগৎ স্রষ্টৃত্বাদিনাপি তদ্‌যোগ্যত্বমস্তীতি স্তুতিদ্বারা দর্শয়তি পুনরপাতি। জগতঃ স্রষ্টা পুরুষোহিরণ্যগর্ভইতি পক্ষং প্রত্যাহ পুরাণ ইতি। স্রষ্টৃত্বং নিমিত্তমেবেতি তটস্থেশ্বরবাদিনস্তান্ প্রত্যুক্তং ত্বমেবেতি। মহা প্রলয়াদাবিত্যাদি পদমবান্তরপ্রলয়ার্থং। ঈশ্বরস্যোভয়থা কারণত্বং সর্ব্বজ্ঞত্বেন সাধয়তি কিঞ্চেতি। বেদ্যবেদিতৃভাবেন অদ্বৈতানুপপত্তিমাশঙ্ক্যাহ যচ্চেতি। মুক্ত্যালম্বনস্য ব্রহ্মণোঽর্থান্তরত্বং আশঙ্কিত্বোক্তং পরঞ্চেতি। যৎ পরমং পদং তদপি চ ত্বমেবেতি সম্বন্ধঃ। তস্য পূর্ণত্বমাহ ত্বয়েতি। ব্যাপ্যব্যাপকত্বেন ভেদং শঙ্কিত্বা কল্পিতত্বাত্তস্য মৈবমিত্যাহ অনন্তেতি ॥ ৩৮ ॥

রামানুজ।—অতস্ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণঃ ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানং নিধীয়তে ত্বয়িবিশ্বমিতি ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানং বিশ্বস্য শরীরভূতস্যাত্মতয়া পরমাধারভূতস্ত্বমেবেত্যর্থঃ। জগতি সর্ব্বো বেদিতা বেদ্যংচ সর্ব্বংত্বমেব এবং সর্ব্বাত্মতয়াবস্থিতস্ত্বমেব পরং চ ধাম স্থানং প্রাপ্যস্থানমিত্যর্থঃ। ত্বয়া ততম্ বিশ্বমনন্তরূপ ত্বয়াত্মত্বেন বিশ্বং চিদচিন্মিশ্রং জগৎ ততম্ ব্যাপ্তম্ ॥ ৩৮ ॥

হনুমান্।—তদপি ত্বাং নিধীয়তেঽস্মিন্নিতি নিধানং বেত্তাসি বেদিতা ধামতেজ ততং ব্যাপ্তম্ ॥ ৩৮ ॥

শ্রীধর।—কিঞ্চ ত্বমাদিদেব ইতি। ত্বং আদিদেবোদেবানামাদিঃ যতঃ পুরাণোঽনাদিঃ

পুরুষস্ত্বং অতএব ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানং লয়স্থানং তথা বিশ্বস্য বেত্তা জ্ঞাতা ত্বং, যচ্চ বেদ্য বস্তুজাতং পরঞ্চ ধাম বৈষ্ণবং পদং তদপি ত্বমেবাসি, অতএব হে অনন্তরূপ! ত্বয়ৈবেদং বিশ্বং ততং ব্যাপ্তং এতৈশ্চ সপ্তভির্হেতুভিস্ত্বমেব নমস্কার্য্য ইত্যর্থঃ॥ ৩৮॥

বলদেব।—ত্বমিতি। পরং নিধানং পরমাশ্রয়ঃ নিধীয়তেঽস্মিন্নিতি নিরুক্তেঃ। জগতি যো বেত্তা যচ্চ বেদ্যং তদুভয়ং ত্বমেব। কুত এবমিতি চেত্তত্রাহ যত্ত্বয়া বিশ্বমিদং ততং ত্বদ্ব্যাপিত্বাদিত্যর্থঃ। যচ্চ পরং ধাম পরমব্যোমাখ্যং প্রাপ্যস্থানং তদপি ত্বমেব পরাখ্যত্বচ্ছক্তিবৈভবত্বাত্তস্য ধাম্নঃ॥ ৩৮॥

মধুসূদন।—ভক্ত্যুদ্রেকাৎ পুনরপিস্তৌতি ত্বমিতি। ত্বমাদিদেবোজগতঃ সর্গহেতুত্বাৎ পুরুষঃ পুরয়িতা পুরাণোঽনাদিঃ ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানং লয়স্থানত্বাৎ নিধীয়তে সর্ব্বমস্মিন্নিতি এবং সৃষ্টিপ্রলয়স্থানত্বেনোপাদানত্বমুক্ত্বা সর্ব্বজ্ঞত্বেন প্রধানং ব্যাবর্ত্তয়ন্নিমিত্ততামাহ বেদিতা সর্ব্বস্যাপি দ্বৈতাপত্তিং বারয়তি, যচ্চ বেদ্যং তদপি ত্বমেবাসি বেদনরূপে বেদিতরি পরমার্থসম্বন্ধাভাবেন সর্ব্বস্য বেদ্যস্য কল্পিতত্বাৎ অতএব পরঞ্চ ধাম যৎ সচ্চিদানন্দঘনমবিদ্যাতৎকার্য্যনির্ম্মুক্তং বিষ্ণোঃ পরমং পদং তদপি ত্বমেবাসি ত্বয়া সদ্রূপেণ স্ফুরণরূপেণ চ কারণেন ততং ব্যাপ্তমিদং স্বতঃ সত্তাস্ফূর্ত্তিশূন্যং বিশ্বং কার্য্যং মায়িকসম্বন্ধেনৈব স্থিতিকালে হে অনন্তরূপ! অপরিচ্ছিন্নস্বরূপ!॥ ৩৮॥

নীলকণ্ঠ।—পুনরপি স্তৌতি ত্বমিতি। আদিদেবোজগতঃ স্রষ্টৃত্বাৎ পুরুষঃ সর্ব্বশরীরশায়ী পুরাণঃ শরীরনাশাদিনাপ্যবিনশ্য বিশ্বস্যাস্য ত্বং পরং নিধানং নিধীয়তেঽস্মিন্নিতি নিধানং লয়স্থানং সাংখ্যানাং জড়াং প্রকৃতিং বারয়তি বেত্তা জ্ঞাতা বেদ্যং দৃশ্যঞ্চ ত্বমেব পরঞ্চ বেত্তৃবেদ্যাভ্যামন্যৎ ধাম চৈতন্যং ত্বয়া বিশ্বং ততং ব্যাপ্তং স্বসত্তাস্ফূর্ত্তিভ্যাং, হে অনন্তরূপ ত্রিবিধপরিচ্ছেদশূন্য স্বরূপ॥ ৩৮॥

বিশ্বনাথ।—নিধানং লয়স্থানং পরং ধাম গুণাতীতং স্বরূপং॥ ৩৮॥

তাৎপর্য্য।—ভক্তির আতিশয্যে অর্জ্জুন পুনরায় ভগবানের স্তবপাঠ করিতেছেন। অপিচ সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে সিদ্ধাদিগণ নমস্কার করিয়া যে বিহিত কার্য্যই করিয়াছেন, তাহাও প্রতিপাদন করিতেছেন। হে অনন্তরূপ! অর্থাৎ হে অপরিচ্ছিন্ন স্বরূপ! বিচিত্র বহু বর্ণাদি সমাবিষ্ট অশেষ কল্যাণগুণালঙ্কৃত-রূপধর! তুমিই জগতের আদিদেব, কারণ তোমা হইতেই দেব মানব তির্য্যগাদি চেতনাচেতন পদার্থ পুঞ্জের উদ্ভব হইয়াছে। অগ্রে কেবল তুমিই বিদ্যমান ছিলে। তুমি শেষ শয্যায় শয়ন করিয়া থাক, অপিচ তুমিই পুরয়িতা এজন্য তোমার নাম পুরুষ। (পুরুষ শব্দের বিস্তারিত বিবরণ দশম অধ্যায় ১২।১৩ শ্লোকের তাৎপর্য্য এবং ১৩১৫ পৃষ্ঠার টীপ্পনী দ্রষ্টব্য) তুমি অনাদি, কারণ ব্রহ্মাদি স্তম্ব

পর্য্যন্তের জন্ম বা প্রথম বিকাশের বিবরণ আছে, কিন্তু তুমি অজ সুতরাং তোমার আদি বৃত্তান্ত কিছুই নাই। তুমিই এই বিশ্বের চরম লয় স্থান, অর্থাৎ ক্ষুদ্র নৈত্যিক লয়, খণ্ডপ্রলয়, প্রলয়, ও মহাপ্রলয় সকলেরই পর্য্যবসান স্থান তুমি; সকলই তোমাতেই প্রবেশ করিবে, এবং তুমিই সকলকে ধারণ করিয়া থাকিবে। এতাবতা তোমার সৃষ্টিকর্ত্তৃত্ব ও সর্ব্বাশ্রয়ত্ব সুতরাং সর্ব্বোপাদানত্ব কথিত হইল। অতঃপর ইহাও বুঝিতেছি যে তুমিই পরম জ্ঞাতব্য। তুমি সকলই জ্ঞাত আছ. এই বিশ্বের যাবতীয় রহস্য তোমারই পরিজ্ঞাত। অতি ক্ষুদ্র কীটানু হইতে পরমার্চ্চনীয় ব্রহ্মা পর্য্যন্ত তাবতের তত্ত্ব সম্যক্‌রূপে জ্ঞাত আছ। যাহা মানবেরা অতিশয় গুপ্ত ও প্রচ্ছন্ন ব্যাপার বলিয়া বোধ করে, তাহাও তুমি সবিশেষ রূপে জান। মানব অতি প্রচ্ছন্ন স্থানে অন্ধকারে লুক্কায়িত থাকিয়া হৃদয়ের নিভৃত কন্দরে যে সকল চিন্তা বা কল্পনার প্রশ্রয় দেয়, তুমি তত্তাবতেরও বেত্তা। যে ব্যক্তি সুদীর্ঘ ত্রিপুণ্ডাদি পরিশোভিত হইয়া তারস্বরে সন্নিহিত জনগণকে জানাইয়া তোমার স্তব পাঠ করে, তাহার হৃদয়ভাব তুমি যেমন প্রণিধান কর, যে ব্যক্তি নির্জ্জনে একান্ত মনে অস্ফুট ভাষায় তোমার স্মরণ ও চিন্তা করে, তাহার অন্তরের মর্ম্মও তোমার সেইরূপ পরিজ্ঞাত। তুমিই পরম বেদ্য; তোমার অপেক্ষা জ্ঞাতব্য তত্ত্ব আর কিছুই নাই। যে অসার অর্থাহরণ প্রয়াসে মানব নিরুদ্ধনেত্র বলীবর্দ্দের ন্যায় দিবারাত্রি চিন্তা ও পরিশ্রম করিয়া থাকে, তাহা অতীব অসার ও হেয়। কোথায় সুখ সংসাধক অর্থাদিবস্তু প্রাপ্ত হওয়া যাইবে, কোন বিদ্যা বা জ্ঞানবলে ঐহিক সুখ সংসাধক বস্তুপুঞ্জ সংগ্রহ করা যাইবে, ইত্যাকার সকল জ্ঞাতব্য সাধনাই অনর্থক। তুমিই একমাত্র পরম বেদিতব্য। কারণ তোমার তত্ত্বাববোধ হইলে সকল অভাব ও আকাঙ্ক্ষা মিটিয়া যায়; অন্তে সুখের অধিকারী হওয়া যায়; এবং ইহকাল ও পরকালের পরম কল্যাণ সংসাধিত হয়। তুমিই পরমপদ অর্থাৎ অবিদ্যা প্রলেপ বিবর্জ্জিত সচ্চিদানন্দ স্বরূপ। তুমিই সৎ রূপে এবং কারণ রূপে এই বিশ্বের স্ফুরণ করিতেছ অর্থাৎ তুমিই এই বিশ্ববিকাশের একমাত্র কারণ স্বরূপ। তুমি সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত, সৎ স্বরূপে অতি ক্ষুদ্র হইতে অতিমহৎ পদার্থে তুমি অনুস্যূত ॥ ৩৮ ॥

বায়ুর্যমোঽগ্নির্বরুণঃ শশাঙ্কঃ
প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ।
নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ
পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে ॥ ৩৯ ॥

অন্বয়।—ত্বং বায়ুঃ (পবনঃ) যমঃ (অন্তকঃ) অগ্নিঃ বরুণঃ (জলাধিপঃ) শশাঙ্কঃ (চন্দ্রঃ) প্রজাপতিঃ (কশ্যপাদয়ঃ) প্রপিতামহঃ চ তে (তুভ্যং) সহস্রকৃত্বঃ (সহস্রবারান্) নমঃ অস্তু, পুনঃ চ নমঃ ভূয়ঃ (পুনঃ অপি) তে (তুভ্যং) নমঃ ॥ ৩৯ ॥

প্রতিশব্দ। আপনি বায়ু, যম, অগ্নি, বরুণ, চন্দ্র, কশ্যপাদি-প্রজাপতি এবং ব্রহ্মার-ও-পিতা আপনাকে সহস্র-বার নমস্কার, পুনর্ব্বার নমস্কার, পুনর্ব্বারও আপনাকে নমস্কার ॥ ৩৯ ॥

ব্যাখ্যা।—আপনি বায়ু, যম, অগ্নি, বরুণ, চন্দ্র, কশ্যপাদি প্রজাপতি, এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মারও জনক ; অতএব আপনাকে সহস্রবার নমস্কার, পুনর্ব্বার নমস্কার, আবার আপনাকে ভক্তিসহকারে নমস্কার করি ॥ ৩৯ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—কিঞ্চ বায়ুরিতি। বায়ুস্ত্বং যমশ্চাগ্নির্ব্বরুণোঽপাং পতিঃ শশাঙ্কশ্চন্দ্রমাঃ প্রজাপতিস্ত্বং কশ্যপাদিঃ প্রপিতামহশ্চ পিতামহস্যাপি পিতা প্রপিতামহো ব্রহ্মণোঽপি পিতা ইত্যর্থঃ, নমোনমস্তে। বহুশোনমস্কারক্রিয়াভ্যাসাবৃত্তিগণনং কৃত্বসুচোচ্যতে, পুনশ্চ ভূয়োঽপীতি শ্রদ্ধাভক্ত্যতিশয়াদপরিতোষমাত্মনোদর্শয়তি ॥ ৩৯ ॥

আনন্দগিরি।—তস্য সর্ব্বাত্মত্বে হেত্বন্তরমাহ কিঞ্চেতি। কশ্যপাদিরিত্যাদি. শব্দেন বিরাড়্দক্ষাদয়োগৃহ্যন্তে। পিতামহো ব্রহ্মা তস্য পিতা সূত্রাত্মান্তর্যামী চেত্যাহ ব্রহ্মণোঽপীতি। সর্ব্বদেবতাত্বমেবেত্যুক্তে ফলিতমাহ নমইতি সহস্রকৃত্বইতি কৃত্বসুচোবিবক্ষিতমর্থমাহ বহুশইতি। পুনরুক্তি তাৎপর্য্যমাহ পুনশ্চেতি। শ্রদ্ধাভক্ত্যোরাতিশয়াৎ কৃতেঽপি নমস্কারে পরিতোষাভাবো বুদ্ধেরাত্মনোঽলং প্রত্যয়রাহিত্যং তদ্দর্শনার্থং পুনরুক্তিরিত্যর্থঃ ॥ ৩৯ ॥

রামানুজ।—অতস্ত্বমেব বায়্বাদিশব্দবাচ্য ইত্যাহ। সর্ব্বেষাং প্রপিতামহস্ত্বমেব পিতামহাদয়শ্চ সর্ব্বাসাং প্রজানাং পিতরঃ প্রজাপতয়ঃ প্রজাপতীনাং পিতা হিরণ্যগর্ভঃ প্রজানাং পিতামহঃ হিরণ্যগর্ভস্যাপি পিতা ত্বং প্রজানাং প্রপিতামহঃ পিতামহাদীনামাত্মতয়া তত্তচ্ছব্দবাচ্যস্ত্বমেবেত্যর্থঃ ॥ ৩৯ ॥

হনুমান্ ।—প্রজাপতিঃ যজ্ঞঃ পিতামহো ব্রহ্মাতস্থ পিতা ॥ ৩৯ ॥

শ্রীধর ।—ইতশ্চ সর্ব্বৈস্ত্বমেব নমস্কার্য্যঃ সর্ব্বদেবাত্মকত্বাদিতি স্তুবন্ স্বয়মপি নমস্করোতি বায়ুরিতি। বায়্বাদিরূপস্ত্বমিতি সর্ব্বদেবাত্মকত্বোপলক্ষণার্থমুক্তং, প্রজাপতিঃ পিতামহস্তস্যাপি জনকত্বাৎ প্রপিতামহস্ত্বং, অতস্তে তুভ্যং সহস্রশোনমোহস্তু পুনঃ সহস্রকৃত্বোনমোহস্তু ভূয়োহপি পুনরপি সহস্রকৃত্বোনমোনম ইতি ॥ ৩৯ ॥

বলদেব ।—অতঃ সর্ব্বশব্দবাচ্যস্ত্বমিত্যাহ বায়ুরিতি। সর্ব্বদেবোপলক্ষণং বায়্বাদিসর্ব্বদেবরূপস্ত্বং প্রজাপতিশ্চতুরাস্যঃ পিতামহস্ত্বং তৎপিতৃত্বাৎ প্রপিতামহস্ত্বং ভবসি কঙ্কণাদিষু কনকস্যেব চিদচিচ্ছক্তিমতস্তব কারণস্য বায়্বাদিষু ব্যাপ্তেস্তত্তৎসর্ব্বরূপস্ত্বমতঃ সর্ব্বনমস্যোহসীতি ময়া ত্বং নমস্যসে ইত্যাহ নমো নম ইতি ॥ ৩৯ ॥

মধুসূদন ।—বায়ুর্যমোহগ্নির্ব্বরুণঃ শশাঙ্কঃসূর্য্যাদীনামপ্যুপলক্ষণমেতৎ। প্রজাপতির্ব্বিরাট্ হিরণ্যগর্ভস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ পিতামহস্য হিরণ্যগর্ভস্যাপি পিতা চ ত্বং যস্মাদেবং সর্ব্বদেবাত্মকত্বাত্ত্বমেব সর্ব্বৈর্নমস্কার্য্যোহসি, তস্মান্মমাহপি বরাকস্য নমোনমস্তে তুভ্যমস্তু সহস্রকৃত্বঃ পুনশ্চ ভূয়োহপি নমোনমস্তে ভক্তিশ্রদ্ধাতিশয়েন নমস্কারেষলং প্রত্যয়াভাবোহনয়া নমস্কারবৃত্ত্যা সূচ্যতে ॥ ৩৯ ॥

নীলকণ্ঠ ।—সর্ব্বদেবাত্ম:ত্বন স্তৌতি বায়ুরিতি। প্রজাপতি দর্ক্ষাদিঃ চতুর্ম্মুখো বা প্রপিতামহশ্চতুর্ম্মুখপিতা ॥ ৩৯ ॥

বিশ্বনাথ ।—সর্ব্বং স্বকার্য্যং জগৎ আপ্নোষি ব্যাপ্নোষি স্বর্ণমিব কটককুণ্ডলাদিকং অত স্ত্বমেব সর্ব্বঃ ॥ ৩৯ । ৪০ ॥

তাৎপর্য্য ।—পূর্ব্ববৎ ভগবানের মাহাত্ম্য কীর্ত্তনার্থ অর্জ্জুন বলিতেছেন, তুমিই বায়ু (১৮৮৮ পৃষ্ঠার টীপ্পনী দ্রষ্টব্য) জগতের জীবন স্বরূপ। প্রাণাদি পঞ্চ বায়ু তুমি, এবং নিদারুণ শক্তিশালী প্রবহমান উনপঞ্চাশৎ বায়ুও তুমি। তুমিই কালান্তক যম (১৮৮২ পৃষ্ঠার টীপ্পনী দ্রষ্টব্য) তোমারই ব্যবস্থায় ভূতসমূহের নিরন্তর নাশ হইয়া থাকে। তুমিই পরম পবিত্র হুতাশন। (১৩০৫ পৃষ্ঠার টীপ্পনী দ্রষ্টব্য) তুমি সর্ব্বভুক্, এবং সংস্পর্শমাত্র সর্ব্ব পাবনকারী। তুমিই জল দেবতা বরুণ। (১১০৫ পৃষ্ঠার টীপ্পনী দ্রষ্টব্য) তুমি জীবের জীবন রক্ষার, ধরিত্রীর অঙ্গে রসসঞ্চারের এবং শস্যোৎপাদনাদির হেতু। তুমি গগনবিহারী সুধাংশু ; স্নিগ্ধ ও রমণীয় কিরণ দ্বারা তুমিই জগতে আনন্দ সঞ্চার করিয়া থাক। তুমি কশ্যপাদি প্রজাপতি ; (১৫ । ৩৩০ । ১৪৬৩ । ১৫৪: পৃষ্ঠার টীপ্পনী দ্রষ্টব্য) অর্থাৎ প্রজাপতি রূপে তুমিই জীবপ্রবাহের স্থাপনা করিয়াছ, ও তাহা বহমান রাখিয়াছ। তুমিই

প্রপিতামহ, অর্থাৎ যিনি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জগতের পিতামহ, সেই ব্রহ্মারও তুমি জনক। পিতামহ স্বরূপ হিরণ্যগর্ভেরও তুমি পিতা। সুতরাং এবম্ভূত তুমি যে সকলেরই নমস্কার্য্য তদ্বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। অতএব আমি তোমাকে সহস্র অর্থাৎ অসংখ্যবার নমস্কার করিতেছি। পুনরায় তোমাকে সহস্র সহস্রবার নমস্কার করিতেছি। এবং আবারও তোমাকে সহস্রবার প্রণাম করিতেছি।

এস্থলে স্বকীয় শ্রদ্ধা ও ভক্তির আতিশয্য প্রদর্শনার্থ অর্জ্জুন বারংবার নমস্কারের উল্লেখ করিয়াছেন, ইহা দোষাবহ নহে।

মূলস্থিত প্রপিতামহ শব্দ সম্বন্ধে পূজ্যপাদ রামানুজাচার্য্য লিখিয়াছেন, প্রজাপতি পরিদৃশ্যমান জগতের পিতা। হিরণ্যগর্ভ প্রজাপতির পিতা; এবং ভগবান্ হিরণ্যগর্ভের পিতা। সুতরাং তিনি প্রপিতামহ।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্বলদেব শ্রীভগবানের বায়্বাদি রূপত্ব সম্বন্ধে লিখিয়াছেন; যেমন কঙ্কণাদি ভূষণ সম্বন্ধে স্বর্ণই কারণ, তদ্রূপ ভগবানও চিৎ অচিৎ শক্তিরূপে বায়ু প্রভৃতি সকল পদার্থেই ব্যাপ্ত রহিয়াছেন। সুতরাং তিনি সর্ব্বরূপ অতএব সকলেরই তিনি নমস্য।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্রাঘবেন্দ্র যতি বায়ু প্রভৃতির গুণ ধর্ম্মানুসারে তত্তাবৎ ভগবানেরই লক্ষণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বায়ু দ্বারা ভগবানের বলশালিত্বের জ্ঞান হইতেছে। যমের দ্বারা ভগবানের দোষ ক্ষমাশীলতার পরিচয় হইতেছে। অগ্নি দ্বারা স্বতঃ গতিহীনতা এবং জগন্নেতৃত্ব সূচিত হইতেছে। বরুণ দ্বারা ভক্তের প্রতি বরদানশীলতা লক্ষিত হইতেছে। শশাঙ্কদ্বারা অতি সুখাঙ্ক পরিলিপ্তত্বের বোধ হইতেছে। প্রজাপতিদ্বারা প্রজাপালন শীলতার বোধ জন্মিতেছে। ধাত্বর্থ আলোচনা করিয়া এই সকল ভাবার্থ উৎপন্ন হইয়াছে ॥ ৩৯ ॥

* * *

নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে
নমোঽস্তু তে সর্ব্বত এব সর্ব্ব!।
অনন্তবীর্য্যামিতবিক্রমস্ত্বং
সর্ব্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্ব্বঃ ॥ ৪০ ॥

অন্বয়।—হে সর্ব্ব! (সর্ব্বাত্মন্!) তে (তব) পুরস্তাৎ (সম্মুখে) অথ (অনন্তরং) পৃষ্ঠতঃ (পশ্চাৎ) নমঃ তে (তব) সর্ব্বতঃ (সর্ব্বাসুদিক্ষু) এব নমঃ (নমস্কারঃ) অস্তু (ভবতু) হে অনন্তবীর্য্য! (অনন্তশক্তিধর!) অমিতবিক্রমঃ (অসীমপরাক্রমশালী) ত্বং সর্ব্বং (বিশ্বং) সমাপ্নোষি (ব্যাপ্নোষি) ততঃ (তস্মাৎ) সর্ব্বঃ অসি (ভবসি) ॥ ৪০ ॥

প্রতিশব্দ।—হে সর্ব্বাত্মন্! আপনার সম্মুখে অনন্তর পশ্চাতে নমস্কার, আপনার সকল দিকেই নমস্কার হউক; হে অনন্ত শক্তিধর! অসীমপরাক্রমশালী আপনি বিশ্বকে ব্যাপ্ত-করিয়াছেন, অতএব [আপনিই] সমস্ত হইতেছেন ॥ ৪০ ॥

ব্যাখ্যা।—হে সর্ব্বাত্মন্! আপনার সম্মুখে এবং পশ্চাতে নমস্কার, হে প্রভো! আপনার সকলদিকেই নমস্কার। হে অনন্তশক্তিধর! আপনি অপরিমিতপরাক্রমশালী এবং অভিন্ন ভাবে সমগ্র বিশ্বে পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন, অতএব সৎ অসৎ যাহা কিছু আছে তৎ সমস্তই আপনি ॥ ৪০ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—তথা নমঃ পুরস্তাদিতি। নমঃ পুরস্তাৎ পূর্ব্বস্যাং দিশি তুভ্যমথ পৃষ্ঠতোঽপি চ নমোঽস্তু তে সর্ব্বতএব সর্ব্বাসু দিক্ষু সর্ব্বত্র স্থিতায় হে সর্ব্ব! অনন্তবীর্য্যামিতবিক্রমঃ অনন্তং বীর্য্যমস্য অমিতোবিক্রমোঽস্য। বীর্য্যং সামর্থ্যং। বিক্রমঃ পরাক্রমঃ বীর্য্যবানপি কশ্চিৎ শস্ত্রাদিবিষয়ে ন পরাক্রমতে মন্দপরাক্রমো বা, ত্বং তু অনন্তবীর্য্যোঽমিতবিক্রমশ্চেত্যনন্তবীর্য্যামিতবিক্রমঃ সর্ব্বং সমস্তং জগৎ প্রাপ্নোষি। সম্যগেকেনাত্মনা ব্যাপ্নোষি, অতস্তস্মাদসি ভবসি সর্ব্বস্ত্বয়া বিনাভূতং ন কিঞ্চিদস্তীত্যর্থঃ ॥ ৪০ ॥

আনন্দগিরি।—বিদ্যান্তরেণ ভগবন্তং স্তুত্বা নমস্কুর্ব্বন্নভিমুখীকরোতি তথেতি। যস্যাং দিশি সবিতোদেতি সা পূর্ব্বা দিগুচ্যতে তস্যাং ব্যবস্থিতঃ সর্ব্বঃ ত্বমেব তস্মৈ তে তুভ্যং নমোঽস্তি-

ত্যাহ নম ইতি। অথ শব্দঃ সমুচ্চয়ে। পশ্চাদপি স্থিতং সর্ব্বং ত্বমেব তস্মৈতে তুভ্যং নমোঽস্বিত্যাহ অথেতি। কিং বহুনা যাবন্ত্যো দিশস্তত্র সর্ব্বত্র যদ্বর্ত্ততে তদশেষং ত্বমেব তস্মৈ তুভ্যং প্রহ্বীভাবঃ স্যাদিত্যাহ নমোঽস্বিতি। ফলিতং সর্ব্বাত্মত্বং সূচয়তি হে সর্ব্বেতি। বীর্য্যবিক্রময়োর্নপৌনরুক্ত্যমিত্যাহ বীর্য্যমিত্যাদিনা বীর্য্যবতোবিক্রমাব্যভিচারাদর্থপৌনরুক্ত্যমাশঙ্ক্যাহ বীর্য্যবানিতি। ভগবতি লোকতোবিশেষমাহ ত্বং ত্বিতি। উক্তং সর্ব্বাত্মত্বং প্রপঞ্চয়তি সর্ব্বমিতি। সপ্রপঞ্চত্বং বারয়তি ত্বয়েতি॥ ৪০॥

রামানুজ।—অত্যদ্ভুতাকারং ভগবন্তংদৃষ্ট্বা হর্ষোৎফুল্লনয়নোঽত্যন্ত সাধ্বসাবনতঃ সর্ব্বতো নমস্করোতি। অনন্তবীর্য্যামিতবিক্রমস্ত্বং সর্ব্বমাত্মতয়া সমাপ্নোষি ততঃ সর্ব্বোঽসি যতস্ত্বং সর্ব্বং চিদচিদ্বস্তুজাত মাত্মতয়া সমাপ্নোষি অতঃসর্ব্বস্য চিদচিদ্বস্তুজাতস্য তচ্ছরীরতয়া তৎপ্রকারত্বাৎ সর্ব্বপ্রকারস্ত্বমেব সর্ব্বশব্দ বাচ্যোঽসীত্যর্থঃ। ত্বমক্ষরং সদসদ্বায়ুর্যমোঽগ্নিরিত্যাদি সর্ব্ব সামানাধিকরণ্যনির্দ্দেশস্যাত্মতয়া ব্যাপ্তিরেব হেতুরিতি সুব্যক্তমুক্তম্ “ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ, সর্ব্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্ব্বঃ” ইতি চ॥ ৪০॥

হনুমান্।—পুরস্তাৎ অগ্রত পৃষ্ঠতঃ পশ্চাৎ সর্ব্বতঃ পশ্চাচ্চ হে সর্ব্ব অনন্তবীর্য্যং যস্য সোঽনন্তবীর্য্য স্তস্য সম্বোধনং অমিতঃ অপরিমিতঃ অপরিচ্ছিন্নো বিক্রমঃ পরাক্রমো যস্য সোঽমিতবিক্রমঃ সর্ব্বং ব্যাপ্নোষি ততঃ সর্ব্বো ভবসি॥ ৪০॥

শ্রীধর।—ভক্তিশ্রদ্ধাদ্যাদরাতিশয়েন নমস্কারেষু তৃপ্তিমনধিগচ্ছন্ পুনরপি বহুশঃ প্রণমতি নম ইতি। হে সর্ব্ব! সর্ব্বাত্মন্! সর্ব্বাসু দিক্ষু তুভ্যং নমোঽস্তু, সর্ব্বাত্মত্বমুপপাদয়ন্নাহ অনন্তং বীর্য্যং সামর্থ্যং যস্য তথা অমিতোবিক্রমঃ পরাক্রমোযস্য স এবংভূতস্ত্বং সর্ব্বং বিশ্বং সম্যগন্তর্ব্বহিশ্চ সমাপ্নোষি ব্যাপ্নোষি সুবর্ণমিব কণককুণ্ডলাদি স্বকার্য্যং ব্যাপ্য বর্ত্তসে ততঃ সর্ব্বস্বরূপোঽসি॥৪০॥

বলদেব।—ভক্ত্যতিশয়েন নমস্কারেষ্বলং ভাবমবিদন্ বহুকৃত্বঃ প্রণমতি নমঃ পুরস্তাদিতি। হে সর্ব্ব পুরস্তাৎ পৃষ্ঠতঃ সর্ব্বতশ্চ স্থিতায় তে নমো নমোঽস্তু। (অনন্তেতি কর্ম্মধারয়ঃ) বীর্য্যং দেহবলং বিক্রমস্তু ধীবলং শস্ত্রপ্রয়োগাদিপ্রাবীণ্যরূপম্। “একং বীর্য্যাধিকং মন্যউতৈকং শিক্ষয়াধিক” মিতি ভীমদুর্য্যোধনাবুদ্দিশ্যোক্তেঃ। সর্ব্বরূপত্বে হেতুমাহ সর্ব্বং সমাপ্নোষীতি। এবমেবোক্তং শ্রীবৈষ্ণবে। “যোঽয়ং তবাগতো দেব সমীপং দেবতাগণঃ। স ত্বমেব জগৎস্রষ্টা যতঃ সর্ব্বগতো ভবানিতি”॥ ৪০॥

মধুসূদন।—তুভ্যং পুরস্তাৎ অগ্রভাগে নমোঽস্তু, পুরোনমস্তাদিতি বা। অথশব্দঃ সমুচ্চয়ে। পৃষ্ঠতোঽপি তুভ্যং নমস্তাৎ নমোঽস্তু তে তুভ্যং সর্ব্বএব সর্ব্বাসু দিক্ষু স্থিতায় হে সর্ব্ব! বীর্য্যং শারীরবলং বিক্রমঃ শিক্ষা শস্ত্রপ্রয়োগকৌশলং “একং বীর্য্যাধিকং মন্য উতৈকং শিক্ষয়াধিক” মিত্যুক্তের্ভীমদুর্য্যোধনয়োরন্যেষু চ একৈকং ব্যবস্থিতং, ত্বং তু অনন্তবীর্য্যশ্চামিতবিক্রমশ্চেতি সমস্তমেকং পদং অনন্তবীর্য্যেতি সম্বোধনং বা। সর্ব্বং সমস্তংজগৎ সমাপ্নোষি সম্যগেকেন সদ্রূপেণাপ্নোষি সর্ব্বাত্মনা ব্যাপ্নোষি, ততস্তস্মাৎ সর্ব্বোঽসি ত্বদতিরিক্তং কিমপি নাস্তীত্যর্থঃ॥ ৪০॥

নীলকণ্ঠ।—হে অনন্তবীর্য্য! যতঃ সর্ব্বং সমাপ্নোষি একীভাবেনাসমন্তাৎ ব্যাপ্নোষি ততো হেতো সর্ব্ব ইতি তব নাম পুরস্তাৎ কর্ম্মণামাদৌ পৃষ্ঠতস্তেষাং সমাপ্তৌ সর্ব্বতঃ মধ্যেঽপিতে নমো হস্ত ॥ ৪০ ॥

তাৎপর্য্য।—শ্রীভগবানকে সহস্র প্রকারে বারংবার প্রণাম করিয়াও অর্জ্জুনের উচ্ছ্বাসপূর্ণ হৃদয়ে পরিতৃপ্তি জন্মিল না। তিনি আবার বহু প্রকারে নমস্কার করিবার অভিপ্রায়ে এই শ্লোকের অবতারণা করিয়াছেন। অর্জ্জুন বলিতেছেন, হে বিশ্বরূপ! তোমাকে সম্মুখ হইতে অথবা অগ্রভাগ হইতে নমস্কার করি। তোমাকে পশ্চাৎদিক হইতেও নমস্কার করি। কিন্তু হে ভগবন্! কোনদিক তোমার সম্মুখ, এবং কোনদিক তোমার পশ্চাৎ তাহা স্থির করা অসম্ভব। তুমি সহস্র উদরবাহু বদন নেত্রাদিসম্পন্ন। অতএব যে দিক হইতেই নেত্র পাত করা যায়, সেই দিকেই তোমার অনন্ত প্রদীপ্ত মুখমণ্ডল, বিচিত্র বক্ষোদর, উদ্যত-আয়ুধসম্পন্ন করসমূহ পরিদৃষ্ট হয়। অতএব হে সনাতন পূর্ণপুরুষ! তোমাকে সকলদিক হইতে আমি বারংবার প্রণাম করিতেছি। অর্থাৎ স্থাবর জঙ্গমাত্মক বিশ্বের সর্ব্ববস্তুতে স্ফুরণশীল ভগবন্! তুমি অনন্তবীর্য্য, অর্থাৎ তোমার শারীরিক বলের সীমা নাই। এবং তুমি অনন্ত বিক্রম, অর্থাৎ তোমার অস্ত্র প্রয়োগাদির কৌশল জ্ঞান অপরিমেয়। একাধারে বীর্য্য ও বিক্রমের এরূপ অত্যদ্ভুত সমাবেশ কল্পনা করা যায় না। পাণ্ডবগণের মধ্যে অজেয় ও অতি বিক্রান্ত ভীম এবং কৌরবগণের মধ্যে দুর্দ্ধর্ষ ও সুদক্ষ দুর্য্যোধন এতদুভয়ের একজন অর্থাৎ ভীম বীর্য্যাধিক্য হেতু প্রথিত নামা। অপর অর্থাৎ দুর্য্যোধন বিক্রমাধিক্য হেতু যশস্বী। তাঁহাদিগের বিক্রম বা বীর্য্য তোমার তুলনায় অতি অকিঞ্চিৎকর। তথাপি সেই স্বল্পগুণদ্বয়ও একই ব্যক্তিকে আশ্রয় করে নাই। তুমি সদ্রূপে বিশ্বের সমস্ত বস্তুতে পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছ। যাহা কিছু আমরা দেখিতে পাই বা অনুভব করি, তত্তাবৎ তোমারই বিকাশমাত্র। অতএব হে বিশ্বাত্মন্! তুমিই সর্ব্ব; তোমাভিন্ন এজগতে আর কিছুই নাই। দেব মানব তির্য্যগাদি যে সকল বিভিন্ন পদার্থ আমরা পর্য্যবেক্ষণ করি, তৎ সমস্তই হে পূর্ণপুরুষ! তোমারই সৎরূপে স্ফূরিত অতএব সকলই তুমি।

পূর্ব্বশ্লোকে অর্জ্জুন বলিয়াছেন, যে বায়ু, যম, অগ্নি, বরুণ প্রভৃতি সমস্ত বস্তুই শ্রীভগবান্, এবং তিনি অক্ষর পুরুষ। এক্ষণে তিনি কীর্ত্তন করিতে-

ছেন যে, স্বতন্ত্র ভাবে ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ নির্দ্দেশ করিয়া ভগবত্তত্ত্ব বিবৃত করা অসম্ভব। সংক্ষেপতঃ ইহাই বলিলে সঙ্গত হইবে যে, শ্রীভগবানই সর্ব্ব। শ্রুতি বলিয়াছেন, “সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম” অর্থাৎ পরিদৃশ্যমান সমস্তই ব্রহ্মময়। সুতরাং তিনি সর্ব্বপদবাচ্য।

“অনন্তবীর্য্য”এই পদ সম্বোধনও হইতে পারে ॥ ৪০ ॥

—:o:—

সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং
হে কৃষ্ণ! হে যাদব! হে সখেতি।
অজানতা মহিমানং তবেদং
ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি ॥
যচ্চাবহাসার্থমসৎকৃতোঽসি
বিহারশয্যাসনভোজনেষু।
একোঽথবাপ্যচ্যুত! তৎসমক্ষং
তৎক্ষাময়ে ত্বামহমপ্রমেয়ং ॥ ৪১ । ৪২ ॥

অন্বয়।—তব ইদং মহিমানং (মাহাত্ম্যং) অজানতা (অজ্ঞাতেন) ময়া প্রমাদাৎ (চিত্তবিক্ষেপাৎ) প্রণয়েন (স্নেহেন) বা অপি সখা ইতি মত্বা (জ্ঞাত্বা) হে কৃষ্ণ! হে যাদব! হে সখে! ইতি (ইত্থং) প্রসভং (তিরস্কারাৎ) যৎউক্তং (কথিতং), হে অচ্যুত! (অনন্ত!) বিহারশয্যাসনভোজনেষু (ক্রীড়াশয়নোপবেশনভোজনকালেষু) একঃ (রহসি) অথবা তৎসমক্ষং (সখীনাং অগ্রং) অবহাসার্থং (পরিহাসায়) যৎ চ অসৎকৃতঃ (পরিভূতঃ) অসি অহং অপ্রমেয়ং ত্বাং তৎ ক্ষাময়ে (ক্ষমাং কারয়ে) ॥ ৪১ । ৪২ ॥

প্রতিশব্দ।—আপনার মহিমাকে অজ্ঞাত আমার-কর্ত্তৃক অনাবধানতা-প্রযুক্ত অথবা প্রণয়-হেতু সখা এইরূপ মনে-করিয়া হে কৃষ্ণ!

হে যাদব ! হে সখে ! এই প্রকারে প্রগল্‌ভ্য-বাক্যে যাহা কথিত-হইয়াছে, হে অনন্ত ! ক্রীড়াশয়ন-উপবেশন-ভোজনকালে গোপনে কিম্বা সখী-সমক্ষে পরিহাস-নিমিত্ত যে অসৎকার-করা-হইয়াছে, আমি অপ্রমেয় আপনাকে সেই-সমস্ত ক্ষমা-করাই ॥ ৪১ । ৪২ ॥

ব্যাখ্যা ।—হে ভগবন্‌ ! আমি আপনার প্রভাব না জানিয়া অনবধান প্রযুক্ত কিম্বা প্রণয়াতিশয্যে সখাজ্ঞানে হে কৃষ্ণ ! হে যাদব ! হে সখে ! প্রভৃতি প্রগল্‌ভভাবে আপনাকে যাহা বলিয়াছি, এবং হে অনন্ত ! ক্রীড়াকালে,শয়নকালে, উপবেশন কালে এবং ভোজনাদিকালে গোপনেই হউক অথবা সখীগণের সমক্ষেই হউক পরিহাস পূর্ব্বক যে সকল অসৎকার করিয়াছি, হে দয়াময় ! আপনি আমার সেই সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করুন ॥ ৪১ । ৫২ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—যতোঽহং ত্বন্মাহাত্ম্যাপরিজ্ঞানাদপরাধান্ধেতোঃ সখেতি সখা সমানবয়া ইতি মত্বা জ্ঞাত্বা বিপরীতবুদ্ধ্যা প্রসভমভিভূয় প্রসহ্য যদুক্তং হে কৃষ্ণ ! হে যাদব ! হে সখেতি চ অজানতা অজ্ঞানিনা মূঢ়েন কিমজানতেত্যাহ মহিমানং মাহাত্ম্যং তদেবমীশ্বরস্য বিশ্বরূপং তবেদং মহিমানমজানতেতি বৈয়ধিকরণ্যেন সম্বন্ধস্তবেমমিতি পাঠোযদ্যস্তি তদা সামানাধিকরণ্যমেব। ময়া প্রমাদাৎ বিক্ষিপ্তচিত্ততয়া প্রণয়েন বাপি প্রণয়ো নাম স্নেহস্তন্নিমিত্তোবিশ্রম্ভস্তেনাপি কারণেন যদুক্তবানস্মি। যচ্চেতি। যচ্চ অবহাসার্থং পরিহাসপ্রয়োজনায় অসৎকৃতঃ পরিভূতোঽসি ভবসি, ক্ব চ বিহারশয্যাসনভোজনেষু বিহরণং বিহারঃ পাদব্যায়ামঃ, শয়নং শয্যা, আসনং আস্থাপিকা ভোজনমদনমিত্যেতেষু বিহারশয্যাসনভোজনেষু একঃ পরোক্ষঃ সন্‌ অসৎকৃতোঽসি পরিভূতোঽসি, অথবা হে অচ্যুত ! তৎসমক্ষং (তচ্ছব্দঃ ক্রিয়াবিশেষণার্থঃ) প্রত্যক্ষং বা অসৎকৃতোঽসি তৎসর্ব্বমপরাধজাতং ক্ষাময়ে ক্ষমাং কারয়ে ত্বামহমপ্রমেয়ং প্রমাণাতীতঃ যতস্ত্বং ॥ ৪১ । ৪২ ॥

আনন্দগিরি ।—অজ্ঞাননিমিত্তাপরাধং ক্ষমাপয়তি যতহতি। ইদংশব্দার্থমাহ বিশ্বরূপমিতি ন হীদমিত্যস্ত মহিমানমিত্যস্ত চ সামানাধিকরণ্যং লিঙ্গব্যত্যয়াদিত্যাহ তবেতি। পাঠান্তরসম্ভাবনায়াং সামানাধিকরণ্যোপপত্তিমাহ তবেত্যাদিনা। যদুক্তবানস্মি তদহং ক্ষাময়ে ত্বামিতি সম্বন্ধঃ যদুক্তং তৎক্ষন্তব্যমিত্যেব ন কিন্তু যৎ পরিহাসার্থং ক্রীড়াদিষু ত্বয়ি তিরস্করণং কৃতং তদপি সোঢ়ব্যমিত্যাহ যচ্চেতি। বিহরণং ক্রীড়া ব্যায়ামো শয়নং তল্পাদিকং আসনং আস্থাপিকা সিংহাসনাদেরুপলক্ষণমেতেষু বিষয়ভূতেম্বিতি যাবৎ। একশব্দো রহসি স্থিতমেকাকিনং কথয়তী-

ত্যাহ পরোক্ষঃ সন্নিতি। প্রত্যক্ষং পরোক্ষং বা তদসৎকরণং পরিভবনং যথাস্থাত্তথা যন্ময়া ত্বমসৎকৃতোঽসি তৎ সর্ব্বমিতি যোজনামঙ্গীকৃত্যাহ তচ্ছব্দইতি। ক্ষমা কারয়িতব্যেত্যত্রাপরিমিতত্বং হেতুমাহ অপ্রমেয়মিতি। বাচনিকং মদীয়মপরাধজাতং ত্বয়া ক্ষন্তব্যমিত্যুক্তং ইদানীং মদীয়োঽপরাধো ন ত্বয়া গৃহীতব্যোগৃহীতোঽপি সোঢ়ব্য ইত্যাহ যতইতি ॥ ৪১। ৪২ ॥

রামানুজ।—তবানন্তবীর্য্যত্বামিতবিক্রমত্বসর্ব্বান্তরাত্মত্ব স্রষ্টৃত্বাদিকো যো মহিমা তমিমমজানতা ময়া প্রমাদান্মোহাৎ প্রণয়েন চির পরিচয়েন বাসখেতি মম বয়স্য ইতি মত্বা হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি ত্বয়ি প্রসভং বিনয়াপেতং যচ্চ পরিহাসার্থং সর্ব্বদৈব সৎকারার্হ স্ত্বমসৎকৃতোঽসি বিহারশয্যাসনভোজনেষু চ সহকৃতেষু একান্তে বাসমক্ষং বা যদসৎকৃতোঽসি তৎসর্ব্বং ত্বামপ্রমেয়মহং ক্ষাময়ে ॥ ৪১। ৪২ ॥

হনুমান্।—সখেতি প্রসভং তথা হে সখেত্যত্রপরলোকদ্রষ্টব্য তবেদংক্ষন্তব্যোঽহমিত্যর্থঃ বিহারঃ ক্রীড়াঃ একঃ রহসিতৎসমক্ষং বহুজন প্রত্যক্ষং জ্ঞাপয় প্রসাদয় ॥ ৪১। ৪২। ৪৩ ॥

শ্রীধর।—ইদানীং ভগবন্তং ক্ষমাপয়তি সখেতি দ্বাভ্যাং। ত্বাং প্রাকৃতঃ সখেত্যেবং মত্বা প্রসভং হঠাৎ তিরস্কারেণ যদুক্তং তৎ ক্ষাময়ে ত্বামিত্যুত্তরেণান্বয়ঃ, কিং তৎ হে কৃষ্ণ! হে যাদব! হে সখেতি চ (সন্ধিরার্ষঃ)। প্রসভোক্তৌ হেতুঃ তব মহিমানমিদঞ্চ বিশ্বরূপমজানতা ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন স্নেহেন বা যদুক্তমিতি। কিঞ্চ যচ্চেতি। হে অচ্যুত! যচ্চ পরিহাসার্থং ক্রীড়াদিষু তিরস্কৃতোঽসি একঃ কেবলঃ সখীন্ বিনা রহসি স্থিত ইত্যর্থঃ অথবা তৎসমক্ষং তেষাং পরিহসতাম্ সখীনাং সমক্ষং পুরতোঽপি তৎসর্ব্বাপরাধজাতং ত্বামপ্রমেয়ং অচিন্ত্যপ্রভাবং ক্ষাময়ে ক্ষমাং কারয়ামি ॥ ৪১। ৪২ ॥

বলদেব।—এবমর্জ্জুনঃ সহস্রশীর্ষাদিলক্ষণং স্বসখং কৃষ্ণং বিলোক্য সংস্তুত্য প্রণম্য চ স্বসখস্যৈশ্বর্য্যজ্ঞানসম্মিশ্রত্বাৎ তদনুরূপমনুনয়তি সখেতি দ্বাভ্যাং। কৃষ্ণো ভগবান্মে সখা মিত্রমিতি মত্বা নিশ্চিত্য তবেদং সহস্রশীর্ষত্বাদিলক্ষণং মহিমানমজানতাননুভবতা ময়া প্রমাদাদনবধানতঃ প্রণয়েন সখ্যপ্রেম্ণা বা যত্ত্বাং প্রতি প্রসভং হঠাদুক্তং তদিদানীং ক্ষাময়ে ক্ষময়ামি। কিং তদিতি চেৎ তত্রাহ হে কৃষ্ণেত্যাদি। (সখেতীত্যত্র সন্ধিশ্ছান্দসঃ)। এতানি ত্রীণি সম্বোধনান্যনাদরগর্ভাণি। হে কৃষ্ণেত্যত্র শ্রীপূর্ব্বকত্বাভাবাৎ হে যাদবেত্যত্র রাজ্যবংশ্যত্বাভাবাবেদনাৎ হে সখেত্যত্র সবয়স্ত্বমাত্র সূচনাৎ। কিঞ্চ যচ্চ বিহারাদিষ্ববহাসার্থং পরিহাসায়াসৎকৃতোঽসি সত্যবাক্ সরলো নিষ্কপটস্ত্বমিত্যেবংব্যঞ্জকশব্দৈরবজ্ঞাতোঽসি। একঃ সখীন্ বিনা বিজনে স্থিতস্তৎসমক্ষং বা তেষাং পরিহসতাং সখীনাং পুরতো বা স্থিত ইত্যর্থঃ। তৎসর্ব্ববচনরূপমসৎকাররূপং বাপরাধজাতং ক্ষাময়ে ক্ষমস্ব প্রভো ভগবন্নিত্যনুনয়ামি। হে অচ্যুতেতি সত্যপ্যপরাধেঽবিচ্যুতসখেত্যর্থঃ। অপ্রমেয়মতর্ক্যপ্রভাবম্ ॥ ৪১। ৪২ ॥

মধুসূদন।—যতোঽহং ত্বন্মাহাত্ম্যাপরিজ্ঞানাদপরাধানজস্রমকার্ষং ততঃ পরমকারুণিকং ত্বাং প্রণম্যাপরাধক্ষমাং কারয়ামীত্যাহ সখেতি, দ্বাভ্যাং। ত্বং মম সখা সমানবয়া ইতি মত্বা প্রসভং স্বোৎকর্ষখ্যাপনরূপেণাভিভবেন যদুক্তং ময়া, তদেবং বিশ্বরূপং তথা মহিমানমৈশ্বর্য্যাতি-

শয়মজানতা পুংলিঙ্গপাঠে ইমং বিশ্বরূপাত্মকং মহিমানজানতা প্রগাদাচ্চিত্তবিক্ষেপাৎ প্রণয়েন স্নেহেন বাপি কিমুক্তমিত্যাহ হে কৃষ্ণ! হে যাদব! হে সখেতি। অচ্যুতেতি। যচ্চাবহাসার্থং বিহারশয্যাসনভোজনেষু বিহারঃ ক্রীড়া ব্যায়ামোবা, শয্যা তূলিকাদ্যাস্তরণবিশেষঃ, আসনং সিংহাসনাদি, ভোজনং বহুনাং পঙ্‌ক্তাবশনং তেষু বিষয়ভুতেষু অসৎকৃতোঽসি ময়া পরিভূতোঽসি একঃ রহসি স্থিতোবা সখীন্বিহায় ত্বং, অথবা তদসমক্ষং তেষাং সখীনাং পরিহসতাং সমক্ষং বা হে অচ্যুত! সর্ব্বদা নির্ব্বিকার! তৎসর্ব্বং বচনরূপমসৎকরণরূপং চাপরাধজাতং ক্ষাময়ে ক্ষাময়ামি ত্বামপ্রমেয়ং অচিন্ত্যপ্রভাবং অচিন্ত্যপ্রভাবেন নির্ব্বিকারেণ চ পরমকারুণিকেন ভগবতা ত্বন্মাহাত্ম্যানভিজ্ঞস্য মমাপরাধাঃ ক্ষন্তব্যা ইত্যর্থঃ॥ ৪১ । ৪২ ॥

নীলকণ্ঠ।—এবং স্তুত্বা স্বাপরাধং ক্ষমাপয়তে সখেতীতি। অয়ং মম সখা ইতি মত্বা প্রসভং স্বোৎকর্ষাবিষ্করণপূর্ব্বকং যৎ ময়া উক্তং হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখে ইতি (ইতি শব্দেন সন্ধি রার্ষঃ) কুত উক্তং তব ইদং এবম্বিধং মহিমানং মাহাত্ম্যং কদাচিৎ প্রমাদাৎ চিত্তবিক্ষেপাৎ কদাচিৎ প্রণয়েন স্নেহেন চ তথা যচ্চ অবহাসার্থং বিহারাদিষু অসৎ কৃতোঽসি পরিভূতোঽসি একো বা সখীনাং বিয়োগকালে বা তৎসমক্ষং সখীজনসমক্ষং বা অসৎকৃতোঽসি তৎক্ষাময়ে ক্ষমাপয়ে যতস্ত্বমপ্রমেয়ো ঽচিন্ত্যস্বভাবঃ করুণাপরঃ যতঃ শত্রুভ্যোঽপি শিশুপালাদিভ্য উত্তমাংগতিং দত্তবানসি ইত্যর্থঃ॥ ৪১ । ৪২ ॥

বিশ্বনাথ।—হন্তহন্তে তাদৃশ মহামহৈশ্বর্য্যত্বয্যহংকৃত মহাপরাধ পুঞ্জোঽস্মীত্যনুতাপ মাবিষ্কুর্ব্বন্নাহ সখেতীতি হে কৃষ্ণেতি ত্বং বসুদেবনাম্নোনরস্যার্দ্ধরথত্বেনাপ্যপ্রসিদ্ধস্য পুত্র কৃষ্ণ ইতি প্রসিদ্ধঃ। অহস্তুনরপতেঃ পাণ্ডোঃ অতিরথস্য পুত্রো ঽর্জ্জুন ইতিপ্রসিদ্ধঃ। হে যাদবেতি যদুবংশস্য তব নাস্তি রাজত্বং মমতু পুরুবংশ্যস্যাস্ত্যেব রাজত্বং (হেসখেতি সন্ধিরার্ষঃ) তদপি ত্বয়া সহ মম যৎসখ্যং তত্র তব পৈত্রিকঃ প্রভাবো নহেতুঃ নাপি কৌলিকঃ কিন্তু তাবকঃএব ইত্যভি প্রায়তো যৎ প্রসভং সতিরস্কার মুক্তং ময়া তৎক্ষাময়ে ক্ষময়ামি ইত্যুত্তরেণান্বয়ঃ। তবেদং বিশ্বরূপাত্মকং ত্বংস্বরূপমেব মহিমানং প্রমাদাদ্বা প্রণয়েন স্নেহেন বা পরিহাসার্থং বিহারাদিষু অসৎকৃতোঽসি ত্বং সত্যবাদী নিষ্কপটঃ পরম সরল ইত্যাদি বক্রোক্ত্যা তিরস্কৃতোসি ত্বং একঃ সখীন্ বিনৈব রহসি অথবা তৎসমক্ষং তেষাং পরিহসতাং সখীনাং সমক্ষং পুরতোঽসি যদাস্থিতঃ তদা জাতং তৎসর্ব্বমপরাধং সহস্রং ক্ষাময়ে হে প্রভো ক্ষমস্বেত্যনুনয়ামীত্যর্থঃ॥ ৪১ । ৪২ ॥

তাৎপর্য্য।—ভক্তি শ্রদ্ধার আতিশয্য হইলে স্বতই হৃদয়ে একান্ত দীনতা উপস্থিত হইয়া থাকে। অর্জ্জুনের অন্তর প্রদেশে স্বকীয় রথপরিচালক নন্দনন্দনের মহৈশ্বর্য্যাদি পরিবৃত বিশ্বরূপ সন্দর্শনে যে প্রেম ও ভক্তির সমুদ্ভব হইয়াছে, তাহার তুলনা নাই। সেই অত্যধিক ভক্তির প্রাবল্যে তাঁহার হৃদ্বোধ হইয়াছে যে, অতীত জীবনে এই দেবদেবের সহিত কত

সময়েই কত রহস্যালাপ ও সমব্যবহার করিয়াছি। বুঝিয়াও তাঁহাকে বুঝি নাই, চিনিয়াও তাঁহাকে চিনি নাই। সেই সকল ঘোর দুষ্কৃতির নিমিত্ত এই পরম দেবতার ক্ষমালাভ করা আবশ্যক। সেই ক্ষমা প্রার্থনা করিবার অভিপ্রায়ে এই শ্লোকদ্বয়ের অবতারণা। শ্রীভগবান্ পরম কারুণিক, একান্ত ভক্তবৎসল, এবং সর্ব্ব হৃদয়ের ভাবজ্ঞ দীনবন্ধু। পুনঃ পুনঃ বিবিধ বিধানে প্রণামাদি করিয়া অর্জ্জুন স্বকীয় হৃদয়ের দীনতা, ভক্তির প্রবলতা এবং করুণালাভের যোগ্যতা প্রতিপাদন করিয়াছেন। অতঃপর প্রত্যক্ষভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করা অযৌক্তিক নহে বিবেচনায় তিনি শ্লোকদ্বয়ে অবনত মস্তকে কৃতাঞ্জলি পুটে ভক্তি গদগদকণ্ঠে আনন্দাশ্রু পরিপ্লুত নয়নে বিশ্বরূপ ভগবানের নিকট কৃতাপরাধ সমূহের নিমিত্ত ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছেন।

অর্জ্জুন বলিতেছেন, তোমার এই অনন্ত ঐশ্বর্য্যাদি পরিপূর্ণ এবম্ভূত অত্যদ্ভূত মাহাত্ম্যবিষয়ক জ্ঞান না থাকায় হে বিশ্বরূপধর শ্রীহরি! আমি তোমাকে সমবয়স্ক, সমানাকার সখাজ্ঞান করিয়া অতীত জীবনের কত সময়ে স্বকীয় উৎকর্ষ স্থাপন উদ্দেশে অথবা সহসা তিরস্কারচ্ছলে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় তোমার সহিত বিস্তর অযোগ্য ব্যবহার করিয়াছি। যাঁহার মাহাত্ম্য পরম পবিত্র শাস্ত্রাদি কীর্ত্তন করিয়া শেষ করিতে পারে না; যাঁহার গুণক্রিয়াদির বিবরণ চিরদিন বলিয়াও সমাপ্ত হয় না; এবং যাঁহার মাহাত্ম্যের পরিচয় বসুন্ধরার প্রত্যেক পদার্থেই দেদীপ্যমান, আমি সেই অমেয় পুরুষকে সমকক্ষ ব্যক্তি জ্ঞান করিয়া কখন বা কৃষ্ণ কখন বা যাদব, কখন বা হে সখে ইত্যাদি রূপে সম্বোধন করিয়াছি। যাঁহাকে যে নামে হউক আহ্বান করিলে ক্ষতি হয় না, যাঁহার নামের শেষ নাই ও পরিচয়ের অন্ত নাই, তাঁহাকে সমপদস্থ সমান ব্যক্তির ন্যায় সম্বোধন করা তাঁহার মাহাত্ম্যের বা গৌরবের অপকর্ষ সাধক না হইলেও আমার একান্ত মূর্খতা ও প্রগল্‌ভতা প্রকাশক হইয়াছে। কিন্তু হে অন্তর্যামিন্ ভগবন্! তুমি বুঝিতেছ, আমি জানিয়া, তোমার মর্ম্ম সম্যক্‌রূপে প্রণিধান করিয়া তোমার সহিত এরূপ সম ব্যবহার করি নাই। তোমার অপরিসীম মহিমা বিষয়ে নিরতিশয় অজ্ঞতা হেতু আমি বিগর্হিত ব্যবহার করিয়াছি। অতএব হে পরম করুণাময় নারায়ণ! আমাকে ক্ষমা করিতে হইবে। হে মহানুভব! আমি বিহার

অর্থাৎ পাদ চারণা পূর্ব্বক ভ্রমণ বা ক্রীড়া কৌতুকাদি সময়ে হয়তো কত বার তোমার শ্রী অঙ্গে হস্তক্ষেপ করিয়াছি, তোমার করাবমর্দ্দন করিয়াছি, বা তোমার বাহু ধরিয়া আকর্ষণ করিয়াছি। হয়তো কত সময় হে শ্রীনিবাস! আমি তোমার সহিত এক শয্যায় শয়ন করিয়াছি। হয়তো তজ্জন্য বারংবার তোমার কমলা সেবিত সুকোমল কলেবরে আমার দেহস্পর্শ ঘটিয়াছে ও কতই অবমাননা হইয়াছে। হয়তো হে জগন্নাথ! আমি তোমার সহিত এক সিংহাসনাদিতে উপবেশন করিয়াছি। হয়তো তোমাকে অপসারিত করিয়া বা অঙ্গে অঙ্গ সংলগ্ন করিয়া একাসনে উপবেশন করিয়াছি। আর হয়তো হে ভগবন্! ভোজনাদি ব্যাপারে কত সময়ে আমি তোমার অগ্রে বদনে ভোজ্য পদার্থ গ্রহণ করিয়াছি, অথবা এক পাত্র হইতে তোমার খাদ্যের ভাগ গ্রহণ করিয়াছি। ইত্যাদি বহু ব্যাপারে আমি যে সকল বিগর্হিত আচরণ করিয়াছি, তাহা ক্ষমার অযোগ্য। দেবতারাও যাঁহার অতি সান্নিধ্যে আগমন করিতে সাহস করেন না, আমি অধম পুরুষ হইয়াও তাঁহার সহিত এক শয্যা ও একাসনে স্থান গ্রহণ করিয়াছি। বিধি রুদ্রাদি দেবতা, সনক সনাতনাদি মহাপুরুষ, নারদাদি দেবর্ষি নিয়ত যাঁহার স্তবপাঠ করিয়া থাকেন, আমি অধম সেই শ্রীহরির সঙ্গে ক্রীড়া কৌতুক ও করস্পর্শনাদি কল্পনাতীত দুষ্কৃতি করিয়াছি। কোন ভোজ্য পদার্থ যে বিষ্ণুকে নিবেদন না করিয়া কোন বিপ্রোত্তমও ভোজন করেন না, যাঁহার উচ্ছিষ্ট ব্যতীত দেবতাদিগের অন্ন গ্রহণীয় নাই, আমি অধম কত সময় সেই দেবতার প্রসাদ গ্রহণ করি নাই। অথবা বলিতেও ভয়ে শরীর কণ্টকিত হয়, আমার উচ্ছিষ্ট সেই পরম দেবতাকে ভোজন করাইয়াছি। ধিক্ আমাকে! এবংবিধ ঘোর দুষ্কৃতি আমি ইচ্ছায় ও অনিচ্ছায় রহস্য চ্ছলে পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠান করিয়াছি। কখন বা একান্তে নির্জ্জনে সখবৃন্দের সঙ্গশূন্য ভাবে তোমাকে দেখিতে পাইয়া তোমার সহিত বিবিধ রহস্য সহকারে উল্লিখিত রূপ কোন না কোন বিগর্হিত আচরণ করিয়াছি। কখন বা তোমাকে বয়স্য সমূহ পরিবৃত অবস্থাতেও পূর্ব্বোক্তরূপ ব্যবহারে উত্যক্ত করিয়াছি। হে ভগবন্! তুমি অচ্যুত, বিকারাদি বিরহিত, এবং অন্তর্যামী পরম কারুণিক। আমার অনুষ্ঠিত পূর্ব্বকথিতরূপ নিন্দিত আচরণ সমূহ হেতু আমি তোমার নিকট ক্ষমা

প্রার্থনা করিতেছি। আমাকে ক্ষমা করিতেই হইবে। তোমার ক্ষমা প্রাপ্তি ব্যতীত আমার হৃদয় কোন প্রকারে শান্ত হইবে না।

অর্জ্জুন তিনটীমাত্র সম্বোধন পদের উল্লেখ করিয়াছেন। তন্মধ্যে কৃষ্ণ শব্দের প্রারম্ভে শ্রীপদের যোগ না থাকায় অপরাধ হইয়াছে। যাদব শব্দের দ্বারা কেবল বংশ ও রাজত্বের পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে; ইহাতেও অপরাধ ঘটিয়াছে। আর সখাশব্দের দ্বারা কেবলমাত্র সমবয়স্কতা সূচিত হইতেছে, ইহাতেও অপরাধ হইয়াছে। এই তিন সম্বোধন পদ নিরতিশয় আদর ও প্রণয় সূচক। এই সম্বোধন পদ ত্রয় অবজ্ঞাসূচকরূপেও গ্রহণ করা যাইতে পারে। বসুদেব অর্দ্ধরথরূপে প্রসিদ্ধ; শ্রীকৃষ্ণ তাঁহারই সন্তান। অর্জ্জুন অতিরথ নরপতি পাণ্ডুর নন্দন। সুতরাং তাঁহার মুখে কৃষ্ণ সম্বোধনে অবজ্ঞার ভাব আসিতে পারে। অপিচ যদুবংশ রাজ্য হীন, কিন্তু পৌরব বংশ প্রবল প্রতাপান্বিত রাজবংশ। সুতরাং যাদব বলিয়া কৃষ্ণকে সম্বোধন করিলে অবজ্ঞা সূচিত হইতে পারে। আর সখা শব্দ দ্বারা ইহা সূচিত হইতে পারে যে, শ্রীকৃষ্ণের সহিত অর্জ্জুনের সম্বন্ধ কৌলিক বা পৈত্রিক নহে কেবল ব্যক্তিগত সম্বন্ধমাত্র। যে তিন সম্বোধন এক সময়ে আদর ও প্রণয় জ্ঞাপনার্থ অর্জ্জুন প্রয়োগ করিতেন, হৃদয়ের নিতান্ত দীনতা ও ভক্তির অতি প্রাচুর্য্য হেতু তাহাই এক্ষণে প্রমাদ প্রণোদিত অহঙ্কার বিজৃম্ভিত অবজ্ঞা ও অনাদরদ্যোতক বলিয়া তাঁহার মনে হইতেছে।

"সখেতি" এই বাক্যের সন্ধি আর্ষ বা ছান্দস বুঝিতে হইবে।

মূলে "ইদং" পদের প্রয়োগ আছে। ইমং পাঠ হইলে ইহা "মহিমানং" এই বিশেষ্যের সহিত সামানাধিকরণ হইত। কিন্তু ইদং পাঠে ব্যধিকরণ সম্বন্ধ জানিতে হইবে ॥ ৪১।৪২ ॥

—(:*:)—

পিতাসি লোকস্য চরাচরস্য
ত্বমস্য পূজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান্।
ন ত্বৎসমোঽস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোঽন্যো
লোকত্রয়েঽপ্যপ্রতিমপ্রভাব ! ॥ ৪৩ ॥

অন্বয়।—হে অপ্রতিমপ্রভাব! (অনুপমেয়শক্তিশালিন্!) ত্বং

অস্য চরাচরস্য (স্থাবর জঙ্গমাত্মকস্য) লোকস্য পিতা (জনকঃ) অসি, পূজ্যঃ (পূজনীয়ঃ) গুরুঃ (উপদেষ্টা) গরীয়ান্ (গুরুতরঃ) চ অসি লোকত্রয়ে (ব্রহ্মাণ্ডে) অপি ত্বৎসমঃ (ভবৎসদৃশঃ) ন অস্তি (বিদ্যতে) অভ্যধিকঃ (ত্বত্তঃ অধিকঃ) অন্যঃ কুতঃ ॥ ৪৩ ॥

প্রতিশব্দ।—হে অনুপমেয়শক্তিশালিন্! আপনি এই চরাচরলোকের জনক হও, পূজনীয়, শাস্ত্রোপদেষ্টা এবং গুরু-শ্রেষ্ঠ হও, ত্রিভুবনে ও আপনার সমান নাই, আপনা-হইতে-অধিক অন্য কোথায় ? ॥ ৪৩ ॥

ব্যাখ্যা।—হে অচিন্তনীয়প্রভাব ! আপনি এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগতের জনক, আপনি ইহার পূজ্য, উপদেষ্টা এবং গুরু হইতেও অধিক ; এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডে আপনার তুল্য অনন্ত মহিমাশালী কেহই নাই, সুতরাং আপনা হইতে অধিক প্রভাবান্বিত অন্য থাকিবে ইহাতো একবারেই অসম্ভব ॥ ৪৩ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—পিতাসীতি। পিতাসি জনয়িতাসি লোকস্য প্রাণিজাতস্য চরাচরস্য স্থাবরজঙ্গমস্য ন কেবলং ত্বমস্য জগতঃ পিতা পূজ্যশ্চ পূজার্হোযতোগুরুর্গরীয়ান্ গুরুতরঃ, কস্মাদ্গুরুতরস্ত্বমিত্যাহ ন চ ত্বৎসমস্তুল্যোঽন্যোঽস্তি ন হীশ্বরাদ্বয়ং সম্ভবত্যনেকেশ্বরত্বব্যবহারানুপপত্তেঃ ত্বৎসম এব তাবদন্যো ন সম্ভবতি কুত এবান্যোঽভ্যধিকঃ স্যাৎ কস্মাল্লোকত্রয়েঽপি সর্ব্বস্মিন্নপ্রতিমপ্রভাবঃ প্রতিমীয়তে যয়া সা প্রতিমা ন বিদ্যতে প্রতিমা যস্য তব প্রভাবস্য স ত্বমপ্রতিমপ্রভাবঃ হে অপ্রতিমপ্রভাব ! নিরতিশয়প্রভাব ! ইত্যর্থঃ ॥ ৪৩ ॥

আনন্দগিরি।—গুণাধিক্যাৎ পূজার্হং ধর্ম্মাত্মজ্ঞানসংপ্রদায়াপ্রবর্ত্তকত্বেন শিক্ষয়িতৃত্বাৎ গুরুত্বং গুরুণামপি সূত্রাদীনাং গুরুত্বাদ্গরীয়স্ত্বং তদেব প্রশ্নদ্বারা সাধয়তি কস্মাদিতি। ঈশ্বরান্তরং তুল্যং ভবিষ্যতীত্যাশঙ্ক্যাহ ন হীতি। ঈশ্বরভেদে প্রত্যেকং স্বাতন্ত্র্যাত্তদৈকমত্যে হেত্বভাবান্নানামতিত্বে চৈকস্য সিসৃক্ষায়ামন্যস্য সংজিহীর্ষাসম্ভবাদ্ব্যবহারলোপাদযুক্তমীশ্বরনানাত্বমিত্যর্থঃ। অভ্যধিকাসত্ত্বং কৈমুতিকন্যায়েন দর্শয়তি ত্বৎসমইতি। তত্র হেতুমবতার্য্য ব্যাকরোতি অপ্রতিমেত্যাদিনা ॥ ৪৩ ॥

রামানুজ।—অপ্রতিমপ্রভাব ত্বম্ অস্য চরাচরস্য লোকস্য পিতাসি অস্য লোকস্য গুরুশ্চাসি অতস্ত্বমস্য চরাচরস্য লোকস্য গরীয়ান্ পূজ্যতমঃ ন ত্বৎসমোঽস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোঽন্যঃ লোকত্রয়েঽপি তদন্যঃ কারুণ্যাদিনা গুণেন কেনাপি ন ত্বৎসমোঽস্তি কুতোঽধিকঃ ॥ ৪৩ ॥

শ্রীধর।—অচিন্তপ্রভাবত্বমেবাহ পিতেতি। ন বিদ্যতে প্রতিমা উপমা যস্য সোঽপ্রতিমস্তথাবিধঃ প্রভাবোযস্য তব হে অপ্রতিমপ্রভাব! ত্বমস্য চরাচরস্য লোকস্য পিতা জনকোঽসি অতএব পূজ্যশ্চ গুরুশ্চ গুরোরপি গরীয়াংশ্চ গুরুতরঃ অতোলোকত্রয়েঽপি ত্বৎসম এব তাবদন্যো-নাস্তি পরমেশ্বরাদন্যস্যাভাবাৎ ত্বত্তোঽধিকঃ পুনঃ কুতঃ স্যাৎ॥ ৪৩॥

বলদেব।—অপ্রমেয়তামাহ পিতাসীতি। অস্য লোকস্য পিতা পূজ্যো গুরুঃ শাস্ত্রোপ-দেষ্টা চ ত্বমসি অতঃ সর্ব্বৈঃ প্রকারৈর্গরীয়ান্ গুরুতরস্ত্বং। হে অপ্রতিমপ্রভাব অতোঽস্মিন্ জগতি ত্বৎসম এব নাস্তি দ্বিতীয়স্য পরেশ্যসাভাবাদেব ত্বদধিকোঽন্যঃ কুতঃ স্যাৎ শ্রুতিশ্চৈবমাহ"ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যত" ইতি।। ৪৩॥

মধুসূদন।—অচিন্ত্যপ্রভাবতামেব প্রপঞ্চয়তি। অস্য চরাচরস্য লোকস্য পিতা জন-কস্ত্বমসি পূজ্যশ্চাসি সর্ব্বেশ্বরত্বাৎ গুরুশ্চাসি শাস্ত্রোপদেষ্টা অতঃ সর্ব্বৈঃ প্রকারৈর্গরীয়ান্ গুরু-তরোঽসি অতএব ন ত্বৎসমোঽস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোঽন্যোলোকত্রয়েঽপি হে অমিতপ্রভাব! যস্য সমোঽপি নাস্তি দ্বিতীয়স্য পরমেশ্বরস্যাভাবাৎ তস্যাধিকোঽন্যঃ কুতঃ স্যাৎ সর্ব্বথা ন সম্ভাব্যত এবেত্যর্থঃ॥ ৪৩।

নীলকণ্ঠ।—অপ্রমেয়ত্বমাহ পিতাসীতি। যতস্ত্বমস্মাকং পিতাসি অতোঽস্মাভিঃ কৃতা অপরাধাস্ত্বয়াক্ষন্তব্যা এবেতি ভাবঃ॥ ৪৩॥

বিশ্বনাথ।—কায়ং প্রণিধায় ভূমৌ দণ্ডবন্নিপাত্য (প্রিয়ায়ার্হসীতি সন্ধিরার্ষঃ)॥৪৩। ৪৪॥

তাৎপর্য্য।—শ্রীভগবানের মাহাত্ম্য পরিকীর্ত্তন করিতে করিতে ভক্তি-পরিপ্লুতহৃদয় অর্জ্জুন পুনরায় বলিতেছেন, হে ভগবন্! তুমি এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক চরাচরের পিতা অর্থাৎ স্রষ্টা। তোমা হইতেই এই বিশ্বের যাবতীয় পদার্থ সঞ্জাত হইয়াছে; অতএব তুমি পরম পূজনীয়। পিতা প্রত্যক্ষ পূজনীয় দেবতা। সুতরাং পিতৃত্ব হেতু তুমি যে পরম পূজাস্পদ একথা বলাই বাহুল্য। অপি চ তুমি গুরুর অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ গুরু। যে আচার্য্য মহাত্মার নিকট মানবেরা শাস্ত্রোপদেশ, ধর্ম্মনীতি ও জ্ঞানসাধন শিক্ষা করে, তিনি পূজার্হ। কিন্তু হে নারায়ণ! তুমি তাদৃশ আচার্য্য অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। কেন না, তোমার প্রদত্ত উপদেশের তুলনা নাই, তোমার প্রদত্ত শিক্ষা প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ এবং তুমি ইহত্র ও পরত্র অশেষ কল্যাণফল-বিধাতা। অতএব তোমার ন্যায় গুরু আর কেহই হইতে পারেন না। এজন্যও তুমি পরম পূজাস্পদ। এই লোকত্রয়ে তোমার ন্যায় মহিমান্বিত পুরুষ আর কেহই নাই। পরমেশ্বরের সমকক্ষ হওয়া দূরে থাকুক, তাঁহার আংশিক গুণাদি সম্পন্ন হইতেও কাহাকে দেখা যায় না। যিনি যত

প্রতাপশালী বা ঐশ্বর্য্যবান হউন না কেন, কেহই পরমেশ্বরের অনুরূপ হইতে পারেন না। সকলের সকল মাহাত্ম্য ও ঐশ্বর্য্য তুমিই কৃপাসহকারে প্রদান করিয়া থাক। তোমারই বিধান ক্রমে কেহ বা নিন্দিত কেহ বা ধার্ম্মিক, কেহ বা পাপসক্ত কেহ বা প্রতাপশালী, কেহ বা হীনবীর্য্য হইয়া থাকে। কিন্তু দেবতা বা মানব, গন্ধর্ব্ব বা কিন্নর, কেহই গুণ কর্ম্মাদি বিষয়ে তোমাকে অতিক্রম করিতে পারে না; তোমার সমকক্ষ হইতে পারে না; তোমার নিকটস্থ হইতেও সক্ষম হয় না। এই ত্রিলোকে তুমি অদ্বিতীয় অতুলনীয় পরমেশ্বর। কারণ তুমি অপ্রতিমপ্রভাব; তোমার প্রভাব অর্থাৎ বলবীর্য্য ক্ষমতা ঐশ্বর্য্য গুণ কর্ম্মাদির তুলনা দ্বিতীয় নাই। তোমার অনুরূপ প্রতিমা অর্থাৎ আকার প্রকারাদি বিশিষ্ট পদার্থান্তরের বিদ্যমানতা নাই। তুমি নিরতিশয় প্রভাবশালী সর্ব্বেশ্বর।

শ্রুতিও উল্লিখিত অভিপ্রায়ের সমর্থন করিয়াছেন। যথা "ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে"। ইহার ভাবার্থ এই যে, তোমার সমান নাই, অধিকও দেখা যায় না। পরমেশ্বর একভিন্ন দুই নাই। সুতরাং তদপেক্ষা অধিক গুণাদিবিশিষ্ট পরমেশ্বরের কল্পনা করাও বাতুলতা। তাঁহার সমান আর এক পরমেশ্বর থাকিলে হইতে পারিতেন। তাহা যখন নাই, তখন কুত্রাপি পরমেশ্বরের দ্বিতীয় সন্দর্শনের আশাও নাই।

"অপ্রমিতপ্রভাব" এই বাক্য কোন কোন টীকাকারের মতে সম্বোধন রূপে প্রযুক্ত হইয়াছে। এবং কাহারও কাহারও মতে ইহা বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে॥ ৪৩॥

—(ঃ০ঃ)—

তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং
প্রসাদয়ে ত্বামহমীশমীড্যং ।
পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ
প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব ! সোঢ়ুং ॥ ৪৪ ॥

অন্বয় ।—হে দেব ! তস্মাৎ অহং কায়ং (শরীরং) প্রণিধায় (প্রকর্ষেণ নীচৈঃ ধৃত্বা) প্রণম্য (নত্বা) ঈশং (নিয়ন্তারং) ইড্যং (স্তত্যং) ত্বাং প্রসাদয়ে (প্রসাদং কারয়ে) পুত্রস্য পিতা ইব সখ্যুঃ সখা ইব প্রিয়ায়াঃ প্রিয়ঃ ইব [অপরাধং] সোঢুং (প্রসহিতুং) অর্হসি ॥ ৪৪ ॥

প্রতিশব্দ ।—হে দেব ! অতএব আমি শরীরকে সম্যক্-নিম্ন-করিয়া, প্রণাম-করিয়া নিয়ন্তারূপ স্তবযোগ্য আপনাকে প্রসন্ন-করাইতেছি ; পুত্রের [অপরাধ] পিতার ন্যায়, সখার বন্ধুর ন্যায়, প্রিয়ার প্রিয়ের ন্যায় [অপরাধকে] সহ্য-নিমিত্ত যোগ্য-হউন ॥ ৪৪ ॥

ব্যাখ্যা ।—হে দেব ! অতএব সর্ব্বনিয়ন্তা সর্ব্বস্তুত আপনাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া প্রার্থনা করি,আপনি প্রসন্ন হউন ; হে প্রভো! পিতা যেরূপ পুত্রের অপরাধ গ্রহণ করেন না, সখা যেরূপ সখার অপরাধ ক্ষমা করে, পতি যেমন পতিব্রতা রমণীর অপরাধ সহ্য করেন, তদ্রূপ আপনিও আমার অপরাধ গ্রহণ না করিয়া আমাকে ক্ষমা করুন ॥ ৪৪ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—যতএবং তস্মাদিতি। তস্মাৎ প্রণম্য নমস্কৃত্য প্রণিধায় প্রকর্ষেণ নীচৈর্ধৃত্বা কায়ং শরীরং প্রসাদয়ে প্রসাদং কারয়ে ত্বামহমীশমীশিতারমীড্যং স্তুত্যং ত্বং পুনঃ পুত্রস্যাপরাধং পিতা যথা ক্ষমতে সর্ব্বং সখা ইব সখ্যুরপরাধং যথা বা প্রিয়ঃ প্রিয়ায়া অপরাধং ক্ষমতে এবমর্হসি হে দেব ! সোঢ়ুং প্রসহিতুং ক্ষন্তুমিত্যর্থঃ ॥ ৪৪ ॥

আনন্দগিরি ।—নিরতিশয়প্রভাবত্বং হেতুং কৃত্বা প্রতিমেত্যাদিনা প্রসাদয়ে প্রণামপূর্ব্বকং ত্বমিত্যাহ যতইতি। প্রসাদনানন্তরং ভগবতা কর্ত্তব্যং প্রার্থয়তে ত্বং পুনরিতি। প্রিয় ইব প্রিয়ায়া ইতীবকারোঽনুষজ্যতে (প্রিয়ায়ার্হসীতিচ্ছান্দসঃ সন্ধিঃ) ক্ষন্তুং মদপরাধজাতমিতি শেষঃ ॥ ৪৪ ॥

রামানুজ।—যস্মাত্ত্বং সর্ব্বস্য পিতা পূজ্যতমো গুরুশ্চ কারুণ্যাদিগুণৈশ্চ সর্ব্বাধিকো ঽসি তস্মাত্ত্বাম্ ঈশং ইড্যং প্রণম্য প্রণিধায় চ কায়ং প্রসাদয়ে যথা কৃতাপরাধস্যাপি পুত্রস্য যথা চ সখ্যুঃ প্রণামপূর্ব্বকং প্রার্থিতঃ পিতা সখা বা প্রসীদতি তথা ত্বং পরমকারুণিকঃ প্রিয়ঃ প্রিয়ায় মে সর্ব্বং সোঢ়ুমর্হসি ॥ ৪৪ ॥

হনুমান্।—তস্মাদিতি প্রণিধায় প্রকর্ষেণ নীচৈর্দণ্ডবৎ ভূমৌ কায়ং নিপাত্য সোঢ়ুমুপচারঃ ॥ ৪৪ ॥

শ্রীধর।—যস্মাদেবং তস্মাদিতি। তস্মাত্ত্বামীশং জগত ঈড্যং স্তুত্যং প্রসাদয়ামি কথং কায়ং প্রণিধায় দণ্ডবন্নিপত্য প্রণম্য নত্বা, অতস্ত্বং মমাপরাধং সোঢ়ুং ক্ষন্তুমর্হসি, কস্য ক ইব পুত্রস্যাপরাধং কৃপয়া পিতা যথা সহতে, সখ্যুর্মিত্রস্যাপরাধং সখা নিরুপাধিবন্ধুর্যথা সহতে, প্রিয়শ্চ প্রিয়ায় যস্যাপরাধং তৎপ্রিয়ার্থং যথা তদ্বৎ ॥ ৪৪ ॥

বলদেব।—যস্মাদেবং তস্মাদিতি। কায়ং ভূমৌ প্রণিধায়। প্রণম্যেতি সাষ্টাঙ্গং প্রণতিং কৃত্বা হে দেব মমাপরাধং সোঢ়ুমর্হসি। কঃ কস্যেবেত্যাহ পিতেবেতি। সখেব সখ্যুরিতি তু তদা মদৈশ্বর্য্যং বীক্ষ্য স্বস্মিন্ দাসত্বমননাৎ। (প্রিয়ায়ার্হসীত্যেবশব্দলোপঃ সন্ধিশ্চার্ষঃ) ॥ ৪৪ ॥

মধুসূদন।—দেবেতি। যস্মাদেবং তস্মাৎ প্রণম্য নমস্কৃত্য ত্বাং প্রণিধায় প্রকর্ষেণ নীচৈর্ধৃত্বা কায়ং দণ্ডবদ্ভূমৌ পতিত্বেতি যাবৎ প্রসাদয়ে ত্বামীশমীড্যং সর্ব্বস্তুত্যমহমপরাধী অতোহে দেব! পিতেব পুত্রস্যাপরাধং সখেব সখ্যুরপরাধং প্রিয়ঃ পতিরিব প্রিয়ায়াঃ পতিব্রতায়াঃ অপরাধং মমাপরাধং ত্বং সোঢ়ুং ক্ষন্তুমর্হসি অনন্যশরণত্বান্মম। (প্রিয়ায়ার্হসীত্যত্রেবশব্দলোপঃ সন্ধিশ্চ ছান্দসঃ) ॥ ৪৪ ॥

নীলকণ্ঠ।—এতদেবাহ তস্মাদিতি। যস্মাত্ত্বং পিতা গুরুশ্চ তস্মাৎ কায়ং শরীরং প্রণিধায় ভূমৌ ধৃত্বা দণ্ডবৎ প্রণম্য প্রসাদয়ে ইড্যং স্তুত্যং স্পষ্টমন্যৎ ॥ ৪৪ ॥

তাৎপর্য্য।—এবং প্রকারে ভগবানের স্তব করিয়া অধিকন্তু স্বকীয় অপূর্ণতা ও অতীত জীবনের অপরাধ সমূহের বিষয় স্মরণ করিয়া অর্জ্জুন এই শ্লোকের অবতারণা করিতেছেন। অর্জ্জুন বলিতেছেন, হে ভগবন! যখন আমি প্রত্যক্ষতঃ উপলব্ধি করিতেছি যে তোমার মহিমার ইয়ত্তা নাই, এবং তোমার নিকট আমি জ্ঞানতঃ ও অজ্ঞানতঃ বিবিধ অপরাধে অপরাধী, তখন তোমার কৃপা ও প্রসন্নতা ব্যতীত আমার নিষ্কৃতির আর কি উপায় আছে। আমি তোমার চরণসরসিজ সমীপে দণ্ডবৎ পতিত হইতেছি, এবং সাষ্টাঙ্গে বিবিধ বিধানে অন্তরোত্থিত ভক্তি সহকারে বারংবার তোমাকে প্রণাম করিতেছি। হে ভবেশ! সর্ব্বে-

শ্বরস্বরূপ! বিবিধ বিধানে তোমার স্তুতি করিয়া আমি তোমাকে প্রসন্ন করিবার প্রয়াস করিতেছি। তুমি প্রসন্ন না হইলে, তোমার কৃপা ও করুণা লাভ না করিলে আমার সকল উদ্যম ও আয়াস বৃথা বলিয়া মনে হইবে; এবং হৃদয়ের আশা ও আকাঙ্ক্ষা সমূহ শুষ্ক ও নির্ব্বাণ হইবে। কেবল স্তব বা প্রণাম দ্বারা যে তোমার প্রসন্নতা অর্জ্জন করা যায় না, তাহা আমি জানি। তুমি অন্তর্যামী, হৃদয়ের ভাব অনুভব করিয়া তুমি লোকের হিতাহিত ব্যবস্থা করিয়া থাক। অপিচ তুমি পরম কারুণিক ও একান্ত ভক্তবৎসল। এই সকল কারণেই আমি তোমার কৃপা লাভের ভরসা করিতেছি। অতএব হে দীনবন্ধো! হে কৃপাসিন্ধো! আমার অতীত অপরাধ সমূহ তোমাকে ক্ষমা করিতে হইবে। পিতা যেমন অশেষ দুষ্কৃতিশালী পুত্রের অপরাধ বারংবার ক্ষমা করিয়া থাকেন, সখা যেমন সখার হৃদয়হীন আচরণ পুনঃপুনঃ ক্ষমা করেন, এবং পতি যেমন প্রেয়সী সহধর্ম্মিণীর সহসা সংঘটিত অপরাধ উপেক্ষা করিয়া থাকেন; সেইরূপে হে মহাত্মন্! হে অচ্যুত! হে দেবেশ! এই অধমজনের অনুষ্ঠিত যাবতীয় অপরাধের কথা তোমাকে বিস্মৃত হইতে হইবে; তৎসমস্ত হৃদয় হইতে দূর করিয়া দিতে হইবে, এবং আমাকে ক্ষমা করিতে হইবে। হে শ্রীনিবাস! মদীয় অতীত জীবনের দুষ্কৃতিপুঞ্জ তুমি নিশ্চয়ই সহ্য করিবে।

"প্রিয়ায়ার্হসি" পদের উপমাসূচক ইবশব্দের লোপ এবং বিসর্গ লোপ হইলেও উভয় পদে সন্ধি আর্ষপ্রয়োগ বুঝিতে হইবে॥ ৪৪॥

—:০:—

অদৃষ্টপূর্ব্বং হৃষিতোঽস্মি দৃষ্ট্বা
ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে।
তদেব মে দর্শয় দেব! রূপং
প্রসীদ দেবেশ! জগন্নিবাস!॥ ৪৫॥

অন্বয়।—হে দেব! অদৃষ্টপূর্ব্বং (পূর্ব্বং ন দৃষ্টং) [তব রূপং] দৃষ্ট্বা হৃষিতঃ (হৃষ্টঃ) অস্মি ভয়েন (আশঙ্কয়া) চ মে (মম) মনঃ

প্রব্যথিতং (প্রপীড়িতং), তৎ (মনোহরং) রূপং এব মে (মহ্যং) দর্শয় হে দেবেশ ! (দেবানামধীশ্বর !) হে জগন্নিবাস ! (জগদেকাশ্রয় !) প্রসীদ (প্রসন্নোভব) ॥ ৪৫ ॥

প্রতিশব্দ।—হে দেব ! অদৃষ্টপূর্ব্ব [আপনার রূপকে] দেখিয়া আনন্দিত হইতেছি এবং ভয়ের-দ্বারা আমার মন প্রপীড়িত-হইতেছে ; [অতএব] সেই-মনোহর রূপকেই আমাকে দেখান, হে দেবেশ ! হে জগদাশ্রয় ! প্রসন্ন-হউন ॥ ৪৫ ॥

ব্যাখ্যা।—হে দেব ! আপনার এই অদৃষ্টপূর্ব্ব বিরাটরূপ দেখিয়া আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি, কিন্তু ভয়ে আমার হৃদয় অস্থির হইয়াছে। অতএব আপনার সেই মধুরদর্শন শান্তরূপ আমাকে প্রদর্শন করুন, হে দেবেশ ! হে বিশ্বাশ্রয় ! আমার প্রতি প্রসন্ন হউন ॥ ৪৫ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—অদৃষ্টপূর্ব্বমিতি। অদৃষ্টপূর্ব্বং ন কদাচিদপি দৃষ্টপূর্ব্বমিদং বিশ্বরূপং তব ময়ান্যৈর্ব্বা তদহং দৃষ্ট্বা হৃষিতোঽস্মি ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনোমেঽতস্তদেব মে মম দর্শয় হে দেব ! রূপং যন্মৎসুখং প্রসীদ দেবেশ ! জগন্নিবাস ! জগতোনিবাসোজগন্নিবাসঃ হে জগন্নিবাস ! ॥ ৪৫ ॥

আনন্দগিরি।—হেতূক্তি পূর্ব্বকং বিশ্বরূপোপসংহারং প্রার্থয়তে অদৃষ্টেতি। হৃষিতো হৃষ্টস্তুষ্ট ইতি যাবৎ, ভয়েন তদ্ধেতুবিকৃতদর্শনেনেত্যর্থঃ ॥ ৪৫ ॥

রামানুজ।—অদৃষ্টপূর্ব্বমত্যদ্ভূত মত্যুগ্রং চ ভবরূপং দৃষ্ট্বা হৃষিতোঽস্মি প্রীতোঽস্মি ভয়েন প্রব্যথিতং চ মে মনঃ অত স্তদেব তব সুপ্রসন্নং রূপংমে দর্শয় প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ময়ি প্রসাদং কুরু দেবানাং ব্রহ্মাদীনামপীশ নিখিল জগদাশ্রয়ভূত ॥ ৪৫ ॥

হনুমান্।—হৃষিতো হৃষ্টরোমাঃ ॥ ৪৫ ॥

শ্রীধর।—এবং ক্ষাময়িত্বা প্রার্থয়তে অদৃষ্টেতি দ্বাভ্যাং। হে দেব ! পূর্ব্বমদৃষ্টং তব রূপং দৃষ্ট্বা হৃষিতোহৃষ্টোঽস্মি তথা ভয়েন চ মে মনঃ প্রব্যথিতং প্রচলিতং তস্মান্মম ব্যথানিবৃত্তয়ে তদেব রূপং দর্শয় হে দেবেশ ! হে জগন্নিবাস ! প্রসন্নোভব ॥ ৪৫ ॥

বলদেব।—অথ কিং বক্ষি কিং চেচ্ছসীতি চেত্তত্রাহ অদৃষ্টেতি। ত্বয়ি কৃষ্ণে সখ্যেন জ্ঞাতমপীদমৈশ্বরং রূপং দৃষ্ট্বাহং হর্ষিতোঽস্মি মৎসখস্যেদমসাধারণং রূপমিতি মুদিতোঽস্মি মনশ্চ মম তদ্‌ঘোরত্বদর্শনজেন ভয়েন প্রব্যথিতং ভবতি। অত ইদং প্রার্থয়ে তদেবেত্যাদি সর্ব্বদেব-নিয়ন্তা তৎসর্ব্বাধারঃ পরেশস্ত্বমসীতি ময়া প্রত্যক্ষীকৃতমতঃ পরং তদন্তর্ভাব্য তদেব মদভীষ্টং কৃষ্ণরূপং দর্শয় প্রাদুর্ভাবয় ইত্যর্থঃ ॥ ৪৫ ॥

মধুসূদন।—এবমপরাধক্ষমাং প্রার্থ্য পুনঃ প্রাগ্‌রূপদর্শনং বিশ্বরূপোপসংহারেণ প্রার্থয়তে দ্বাভ্যাং। কদাপ্যদৃষ্টপূর্ব্বং পূর্ব্বমদৃষ্টং বিশ্বরূপং দৃষ্ট্বা হৃষিতোঽহৃষ্টোঽস্মি তদ্বিকৃতরূপদর্শনজেন ভয়েন চ প্রব্যথিতং ব্যাকুলীকৃতং মনোমে অতস্তদেব প্রাচীনমেব মম প্রাণাপেক্ষয়াঽপি প্রিয়ং রূপং মে দর্শয় হে জগন্নিবাস! প্রসীদ প্রাগ্‌রূপদর্শনরূপং প্রসাদং মে কুরু॥ ৪৫॥

নীলকণ্ঠ।—এবং স্তুত্বা প্রার্থয়তে অদৃষ্টপূর্ব্বমিতি। হে দেব! কদাচিদপি পূর্ব্বংন দৃষ্টং তাদৃশং অদৃষ্ট পূর্ব্বং তব রূপং দৃষ্ট্বা হৃষিত উৎফুল্লোঽস্মি তথাতিকরালরূপদর্শনজেন ভয়েন চ মে মম মনঃ প্রব্যথিতং, অতস্তদেব ধারণাবিষয়ীভূতং রূপং মে মহ্যং দর্শয়॥ ৪৫॥

বিশ্বনাথ।—যদ্যপ্যদৃষ্টপূর্ব্বমিদং তে বিশ্বরূপাত্মকং বপুর্দৃষ্ট্বা হৃষিতোঽস্মি তদপ্যস্য ঘোরত্বাৎ ভয়েন মনঃ প্রব্যথিতমভূৎ তস্মাৎ তদেবমানুষং রূপং মৎপ্রাণকোট্যধিকপ্রিয়ং মাধুর্য্যপারাবারং বসুদেব নন্দনাকারং মে দর্শয় প্রসীদেতি অলং তবৈতাদৃশৈশ্বর্য্যস্য দর্শনায় ইতি ভাবঃ। দেবেশেতি ত্বং সর্ব্বদেবানামীশ্বরঃ সর্ব্বজগন্নিবাসো ভবস্ত্বেবেতি ময়া প্রতীতমিতি ভাবঃ। অত্র বিশ্বরূপদর্শনকালে সর্ব্বস্বরূপমূলভূতং নরাকারং কৃষ্ণবপুস্তত্রৈব স্থিতমপি যোগমায়াচ্ছাদিতত্বাৎ অর্জ্জুনেন ন দৃষ্টমিতি গম্যতে॥ ৪৫॥

তাৎপর্য্য।—পূর্ব্বোক্ত রূপে স্বকীয় অপরাধ জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া এক্ষণে অর্জ্জুন শ্লোকদ্বয়ে অন্যপ্রকার প্রার্থনা করিতেছেন। অর্জ্জুন বলিতেছেন, হে বিশ্বরূপ! তোমার এই অত্যুগ্র ঘোর করাল অদৃষ্টপূর্ব্বরূপ দর্শনে আমার অন্তরে যুগপৎ দুই বিরোধি ভাবের আবির্ভাব হইয়াছে। আমি কখন বা তোমার এইরূপে কল্পনাতীত সৌন্দর্য্য সন্দর্শনে নিরতিশয় আনন্দলাভ করিতেছি, কখন বা ইহার অত্যুগ্রতা পর্য্যালোচনা করিয়া ভয়ে অবসন্ন হইতেছি। কখন বা তোমার অলক্ষিত মহিমা ও কল্পনাতীত বিস্তার দর্শনে বিমোহিত হইতেছি, কখন বা তোমার ঘোর দংষ্ট্রারাজি পরিবৃত বদন মণ্ডল ও কালানল সদৃশ কলেবর দর্শনে শঙ্কায় বেপমান হইতেছি। হর্ষ ও ভয় উভয়ই এক সঙ্গে আমার অন্তর প্রদেশকে আচ্ছন্ন করিয়াছে। হে জগন্নিবাস! হে বিশ্বাশ্রয়! সর্ব্বশরণ্য! আমার প্রতি প্রসন্ন হও, এই ঘোর রূপের উপসংহার কর। তোমার যে রূপ আমি চিরদিন দেখিয়া আসিতেছি, যে রূপ আমার অন্তরে সজীব ভাবে বিরাজ করিতেছে, যে রূপ শান্তি, সুশীলতা, কোমলতায় চিরদিন আমার নয়ন মনের প্রীতি সঞ্চার করিয়া আসিতেছে, হে দয়াময়! তুমি প্রসন্ন হইয়া আবার সেই বসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণরূপ পরিগ্রহ কর। তোমার এই অদৃষ্টপূর্ব্ব অচিন্তিতপূর্ব্ব রূপ তোমার অশেষ ঐশ্বর্য্যের, অপরিসীম মাহাত্ম্যের পরিচায়ক হইলেও

হে হৃদয়নাথ ! ইহা আমার বা অপর কোন দর্শকের হৃদয়ানন্দ বিধায়ক বা সন্তোষ সাধক নহে। অতএব কৃপানিধান ! অচিরে এই বিষম রূপ তুমি আমাদিগের নয়ন পথ হইতে অন্তর্হিত কর।

রথোপান্তে অশ্ববল্‌গাধারী বেত্রপাণি শ্রীকৃষ্ণ নিজরূপে অর্জ্জুনের সমক্ষে বিরাজমান ছিলেন। তথাপি ধনঞ্জয় তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া কাতর হইতেছিলেন। ইহাতে অনুমান করিতে হইবে যে, ভগবান্ যোগমায়ায় আচ্ছাদিত ছিলেন, সুতরাং তাঁহাকে কেহই দেখিতে পান নাই ॥ ৪৫ ॥

* * *

কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্ত-
মিচ্ছামি ত্বাং দ্রষ্টুমহং তথৈব।
তেনৈব রূপেণ চতুর্ভুজেন
সহস্রবাহো ! ভব বিশ্বমূর্ত্তে ! ॥ ৪৬ ॥

অন্বয়।—অহং কিরীটিনং (কিরীটবন্তং) গদিনং (গদাধরং) ত্বাং তথা (পূর্ব্ববৎ) এব দ্রষ্টুং (বীক্ষিতুং) ইচ্ছামি হে সহস্রবাহো ! (সহস্রভুজশালিন্ !) হে বিশ্বমূর্ত্তে ! (বিশ্বরূপ !) তেন (পূর্ব্বদৃষ্টেন) এব চতুর্ভুজেন রূপেণ ভব ॥ ৪৬ ॥

প্রতিশব্দ।—আমি কিরীটধারী গদাধারী আপনাকে পূর্ব্বের-ন্যায়ই দেখিবার-নিমিত্ত ইচ্ছা-করি, হে সহস্রভুজশালিন্ ! হে বিশ্বরূপ ! সেই-পূর্ব্ব-দৃষ্ট চতুর্ভুজ রূপ-বিশিষ্টই হউন ॥ ৪৬ ॥

ব্যাখ্যা।—আমি আপনাকে পূর্ব্বের ন্যায় কিরীটী গদাধর রূপেই দর্শন করিতে ইচ্ছা করি, অতএব হে সহস্রভুজধর ! হে বিশ্বরূপ ! আপনি এই বিরাটরূপ সম্বরণ করিয়া সেই নবঘনশ্যাম বিশ্ববিমোহন শঙ্খচক্র গদাপদ্মধারী রূপ ধারণ করুন। তাহা দেখিয়া আমি স্বস্থ হই ॥ ৪৬ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—কিঞ্চ কিরীটিনমিতি। কিরীটিনং কিরীটবন্তং তথা গদিনং গদাবন্তং চক্রহস্তমিচ্ছামি ত্বাং প্রার্থয়ে ত্বাং দ্রষ্টুমহং তথৈব পূর্ব্ববদিত্যর্থঃ, যতএবং তস্মাৎ তেনৈব রূপেণ বসুদেবপুত্ররূপেণ চতুর্ভুজেন সহস্রবাহো! বার্ত্তমানিকেন বিশ্বরূপেণ ভব বিশ্বমূর্ত্তে! উপসংহৃত বিশ্বরূপং তেনৈব রূপেণ বসুদেপুত্ররূপেণ ভবেত্যর্থঃ ॥ ৪৬ ॥

আনন্দগিরি।—তদেব দর্শয়েত্যুক্তং কিং তদিত্যপেক্ষায়ামাহ কিরীটিনমিতীতি। চক্রং হস্তে যস্য তমিতি ব্যুৎপত্তিং গৃহীত্বাহ চক্রেতি। মদীয়েচ্ছাফলপর্য্যন্তা কর্ত্তব্যেত্যাহ যত ইতি। চতুর্ভুজত্বে কথং সহস্রবাহুত্বং তত্রাহ বার্ত্তমানিকেনেতি। সতি বিশ্বরূপে কথং পূর্ব্বরূপভাক্ত্বং তত্রাহ উপসংহৃত্যেতি ॥ ৪৬ ॥

রামানুজ।—তথৈব পূর্ব্ববৎ কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্তং ত্বাং দ্রষ্টুমিচ্ছামি অতস্তেনৈব পূর্ব্বসিদ্ধেন চতুর্ভুজেন রূপেণ যুক্তো ভব সহস্রবাহো বিশ্বমূর্ত্তে ইদানীং সহস্রবাহুত্বেন বিশ্বশরীরত্বেন দৃশ্যমান রূপস্ত্বং তেনৈব রূপেণ যুক্তো ভব ॥ ৪৬ ॥

হনুমান্।—যথা পুর্ব্বদৃষ্টবানহং তথৈব সংযুক্তোভব ॥ ৪৬ ॥

শ্রীধর।—তদেব রূপং বিশেষয়ন্নাহ কিরীটিনমিতি। কিরীটবন্তং গদাবন্তং চক্রহস্তঞ্চ ত্বাং দ্রষ্টুমিচ্ছামি যথা পূর্ব্বং দৃষ্টোঽসি তথৈব অতঃ হে সহস্রবাহো! বিশ্বমূর্ত্তে! ইদং বিশ্বরূপং উপসংহৃত্য তেনৈব কিরীটাদিযুক্তেন চতুর্ভুজেন রূপেণ ভব আবির্ভব, তদনেন শ্রীকৃষ্ণমর্জ্জুনঃ পূর্ব্বমপি কিরীটাদিযুক্তমেব পশ্যতীতি গম্যতে, যত্তু পূর্ব্বমুক্তং বিশ্বরূপদর্শনে কিরীটিনং গদিনং চক্রিণঞ্চ পশ্যামীতি তদ্বহুকিরীটাদ্যভিপ্রায়েণ, যদ্বা এতাবন্তং কালং যং ত্বাং কিরীটিনং গদিনং চক্রিণঞ্চ সুপ্রসন্নমপশ্যং তমেবেদানীং তেজোরাশিং দুর্নিরীক্ষ্যং পশ্যামীত্যেবমত্র বচনস্য ব্যক্তিরিত্যবিরোধঃ ॥ ৪৬ ॥

বলদেব।—তৎ কীদৃগিত্যাহ কিরীটিনমিতি। হে সম্প্রতি সহস্রবাহো হে বিশ্বমূর্ত্তে ইদং রূপমন্তর্ভাব্য দিব্যাভিনেতৃনটবত্তেনৈব চতুর্ভুজেন রূপেণ বিশিষ্টঃ সন্ প্রাদুর্ভব ॥ ৪৬ ॥

মধুসূদন।—তদেব রূপং বিবৃণোতি কিরীটেতি। কিরীটবন্তং গদাবন্তং চক্রহস্তং চ ত্বা ত্বাং দ্রষ্টুমিচ্ছাম্যহং তথৈব পূর্ব্ববদেব অতস্তেনৈবরূপেণ চতুর্ভুজেন বসুদেবাত্মজত্বেন ভব হে সহস্রবাহো! হে বিশ্বমূর্ত্তে! উপসংহৃত্য বিশ্বরূপং পূর্ব্বরূপেণৈব প্রকটোভবেত্যর্থঃ এতেন সর্ব্বদা চতুর্ভুজাদিরূপমর্জ্জুনেন ভগবতোদৃশ্যত ইত্যুক্তম্ ॥ ৪৬ ॥

নীলকণ্ঠ।—তদেব রূপমাহ এতেন অর্জ্জুনস্য চক্রগদাকিরীটোপেতং চতুর্ভুজং ভগবতো রূপং ধারণাবিষয় ইতি দর্শিতং হে সহস্রবাহো কিরীটিনমিতি বিশ্বমূর্ত্তে! সহস্রবাহুত্বাদিকং উপসংহৃত্য তেনৈব রূপেণ ভব প্রকটীভব ॥ ৪৬ ॥

বিশ্বনাথ।—কিঞ্চ যদৈশ্বর্য্যং দর্শয়িষ্যসি তদা তব নরলীলত্বেন বসুদেব নন্দনাকারেণৈব যদস্মদাদিভি দৃষ্টং পূর্ব্বং তদেবৈশ্বর্য্যং পরম রসময়ংমাদৃশ লোক মনোনয়নাহ্লাদকং দর্শয়ন্ পুনরদৃষ্ট পূর্ব্বমিদং দেবলীল বিশ্বরূপাদি পুরুষরূপেণান্য প্রত্যক্ষীকৃতমৈশ্বর্য্য মন্মনোনয়ন রোচকং

ইত্যভিপ্রায়েনাহ কিরীটিনং দিব্য মহার্ঘ্য রত্ন কিরীটি যুক্তং তথৈবেতি যথা অস্মাভিঃ কদাচিদ্দৃষ্টং ত্বং জন্মসময়েচ ত্বৎপিতৃভ্যাং যথাদৃষ্টঃ হে বিশ্বমূর্ত্তে হে সহস্রবাহো ইদং রূপমুপসংহৃত্য তেনৈব চতুর্ভুজরূপেণ ভব আবির্ভব ॥ ৪৬ ॥

তাৎপর্য্য ।—অর্জ্জুন ভক্তি ও আগ্রহ সহকারে ভগবানকে দৃষ্টপূর্ব্ব রূপ পরিগ্রহ করিবার নিমিত্ত সানুনয় অনুরোধের উপসংহার করিতেছেন। হে সহস্রবাহু বিশিষ্ট বিশ্বরূপ ! অর্থাৎ হে অনন্তবাহু বদন নেত্রাদি সম্পন্ন বিরাট্ ! তুমি এই রূপ প্রচ্ছন্ন করিয়া আমার চিরপ্রার্থিত চিরদৃষ্ট রূপে পুনরায় দর্শন দাও। হে দয়াময় ! তোমার সেই কিরীট কুণ্ডল কেয়ূর-হারাদি পরিশোভিত মনোহর মূর্ত্তি দর্শন করিবার নিমিত্ত আমার অন্তর ব্যাকুল হইতেছে। তোমার শঙ্খচক্রগদাপদ্ম সম্পন্ন দিব্য চতুর্ভুজকান্তি দেখিবার নিমিত্ত আমার প্রাণ ব্যগ্র হইয়াছে। অতএব হে ভগবন্ ! এই জ্বলন্তানল সদৃশ মূর্ত্তি অপসারিত করিয়া তুমি আমাদিগের দৃষ্টপূর্ব্ব নিজমূর্ত্তি ধারণ কর।

এ স্থলে আশঙ্কা হইতে পারে যে, বিশ্বরূপ ভগবানকেও অর্জ্জুন কিরীট ও গদাযুক্তরূপে দর্শন করিয়াছিলেন। তবে পুনরায় কিরীটী ও গদাধারী রূপে তাঁহাকে দর্শন করিতে ইচ্ছা করিতেছেন কেন ? এই আশঙ্কার উত্তর স্বরূপে পূজ্যপাদ শ্রীমৎ শ্রীধরস্বামী লিখিয়াছেন যে, পূর্ব্বে বিশ্বরূপের যে কিরীটাদির বিবরণ অর্জ্জুন উল্লেখ করিয়াছেন, তদ্বারা বহুসংখ্যক মস্তক স্থিত বহুসংখ্যক কিরীট, এবং বহুসংখ্যক হস্তস্থিত বহুসংখ্যক গদা সূচিত হইয়াছে। সে রূপ অতিশয় দুর্নিরীক্ষ্য ও ভয়াবহ। এই জন্য এস্থলে তিনি ভগবানকে একমাত্র কিরীট সুতরাং একশীর্ষ ও একমাত্র গদাধারণ করিয়া প্রকটিত হইতে অনুনয় করিতেছেন।

শ্রীকৃষ্ণ কংসালয়ে জন্মকালে শঙ্খচক্রাদি পরিশোভিত চতুর্ভুজধারী রূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার এই দিব্য কলেবর (৭৭৩ পৃষ্ঠার টীপ্পনী দ্রষ্টব্য) দর্শনে পিতা বসুদেব ব্যাকুল হইয়া পুত্রকে সে রূপ অপসরণ করিতে অনুরোধ করিয়া ছিলেন। বসুদেব শ্রীকৃষ্ণকে চতুর্ভুজ দিব্য দেহ সম্পন্ন দেখিয়াছিলেন। প্রাণোপম সখা ভক্তোত্তম অর্জ্জুনও কখনও কখনও ভগবানকে সেইরূপে দেখিতে পাইতেন। এজন্যই তিনি সেই মনোহর দৃষ্টপূর্ব্ব রূপে ভগবানকে দর্শন করিবার কামনা প্রকাশ করিয়া

ছিলেন। কেহ কেহ অনুমান করেন, অর্জ্জুন সততই শ্রীকৃষ্ণকে চতুর্ভুজাকারে দর্শন করিতে পাইতেন ॥ ৪৬ ॥

—(॰:॰:)—

শ্রীভগবানুবাচ।

ময়া প্রসন্নেন তবার্জ্জুনেদং
রূপং পরং দর্শিতমাত্মযোগাৎ।
তেজোময়ং বিশ্বমনন্তমাদ্যং
যন্মে ত্বদন্যেন ন দৃষ্টপূর্ব্বং ॥ ৪৭ ॥

অন্বয়।—শ্রীভগবান্ উবাচ (কথয়ামাস) হে অর্জ্জুন! প্রসন্নেন (কৃপাবিষ্টেন) ময়া আত্মযোগাৎ (স্বীয়াসাধারণসামর্থ্যাৎ) তব (তুভ্যং) ইদং তেজোময়ং (তেজঃপ্রচুরং) অনন্তং (অন্তরহিতং) আদ্যং (আদিভবং) মে (মম) পরং (শ্রেষ্ঠং) বিশ্বং রূপং দর্শিতং, যৎ (রূপং) ত্বদন্যেন (ত্বদ্ভিন্নেন) [কেন] ন দৃষ্টপূর্ব্বং (পূর্ব্বং-দৃষ্টং) ॥ ৪৭ ॥

প্রতিশব্দ।—শ্রীভগবান্ বলিলেন, হে অর্জ্জুন! প্রসন্ন আমার-কর্ত্তৃক স্বীয়-অলৌকিক-শক্তি-প্রভাবে তোমাকে এই তেজোময় অন্তরহিত আদ্য আমার শ্রেষ্ঠ বিশ্বরূপকে প্রদর্শন-করিয়াছি, যে-রূপ তোমাভিন্ন [কাহারও-কর্ত্তৃক] পূর্ব্বে-দৃষ্ট-হয় নাই ॥ ৪৭ ॥

ব্যাখ্যা।—শ্রীভগবান্ কহিলেন, হে অর্জ্জুন! আমি প্রসন্ন হইয়া আমার অলৌকিক যোগ-শক্তি প্রভাবে এই তেজঃপুঞ্জ আদি অন্তরহিত মদীয় পরম বিশ্বরূপ তোমাকে প্রদর্শন করাইলাম। এই রূপ তুমি ভিন্ন পূর্ব্বে আর কোন ভক্ত কোন যোগীই দেখিতে সমর্থ হয় নাই ॥ ৪৭ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—অর্জ্জুনং ভীতমুপলভ্য উপসংহৃত্য বিশ্বরূপং প্রিয়বচনেনাশ্বাসয়ন্ শ্রীভগবান্ উবাচ ময়েতি। ময়া প্রসন্নেন প্রসাদোনাম ত্বয়্যনুগ্রহবুদ্ধিস্তদ্বতা প্রসন্নেন ময়া তব হে অর্জ্জুন! ইদং পরং রূপম্ দর্শিতমাত্মযোগাৎ আত্মন ঐশ্বর্য্যস্য সামর্থ্যাত্তেজোময়ং তেজঃপ্রায়ং বিশ্বং সমস্তমনন্তং অন্তরহিতং আদৌ ভবমাদ্যং যদ্রূপং মে মম ত্বদন্যেন কেনচিন্ন দৃষ্টপূর্ব্বম্ ॥ ৪৭ ॥

আনন্দগিরি ।—অর্জ্জুনেন স্থানে হৃষীকেশেত্যাদিনোক্তস্য ভগবতো বচনমবতারয়তি । অর্জ্জুনমিতি । ভগবৎ প্রসাদৈকোপায়লভ্যং তদ্দর্শনমিত্যাশয়েনাহ ময়েতি ॥ ৪৭ ॥

রামানুজ ।—যন্মে তেজোময়ং তেজোরাশিং বিশ্বং সর্ব্বাত্মভূতমনন্ত মন্তরহিতং প্রদর্শনার্থমিদং আদিমধ্যান্তরহিতমাদ্যং মদ্ব্যতিরিক্তস্য কৃৎস্নস্যাদিভূতং ত্বদন্যেন কেনাপি ন দৃষ্টপূর্ব্বং রূপং তদিদং প্রসন্নেন ময়া মদ্ভক্তায় তে দর্শিতং আত্মযোগাৎ আত্মনঃ সত্যসঙ্কল্পত্বযোগযুক্তত্বাৎ ॥ ৪৭ ॥

হনুমান্ ।—এবমর্জ্জুনস্য বচনং শ্রুত্বা ভগবানুবাচ: আত্মযোগঃ আত্মস্বরূপেণ যোগঃ ॥ ৪৭ ॥

শ্রীধর ।—এবং প্রার্থিতঃ সংস্তমাশ্বাসয়ন্ শ্রীভগবানুবাচ ময়েতি ত্রিভিঃ । হে অর্জ্জুন ! কিমিতি ত্বং বিভেষি যতোময়া প্রসন্নেন কৃপয়া তবেদং পরমুত্তমং রূপং দর্শিতম্ আত্মনোমম যোগাৎ যোগমায়াসামর্থ্যাৎ, পরত্বমেবাহ তেজোময়ং বিশ্বাত্মকমনন্তমাদ্যঞ্চ যন্মম রূপং ত্বদন্যেন ত্বাদৃশাদ্ভক্তাদন্যেন পূর্ব্বং ন দৃষ্টম্ ॥ ৪৭ ॥

বলদেব ।—এবং প্রার্থিতো ভগবানুবাচ ময়েতি । হে অর্জ্জুন ! দ্রষ্টুমিচ্ছামি তে রূপমিত্যাদি ত্বৎপ্রার্থিতং প্রসন্নেন ময়েদং তেজোময়ং পরমৈশ্বরম্ রূপম্ বৈদূর্য্যবদভিনেতৃনটবচ্চ ত্বদভীষ্টে কৃষ্ণে ময়ি স্থিতমেব তব দর্শিতম্ । আত্মযোগান্নিজাচিন্ত্যশক্ত্যা মে মম যদ্রূপম্ ত্বদন্যেন জনেন পূর্ব্বং ন দৃষ্টম্ । তৎপ্রসঙ্গাদিদানীং ত্বন্যৈরপি দেবাদিভির্দৃষ্টং ভক্তিদৃশ্যম্ মম তৎস্বরূপম্ ভক্তম্ ত্বাং প্রতি প্রদর্শয়তা ময়া ত্বদ্দৃষ্টস্য বহুসাক্ষিকত্বায় দেবাদিভ্যোঽপি ভক্তিমদ্ভ্যঃ প্রদর্শিতম্ । যত্তু গজসাহ্বয়ে দুর্য্যোধনাদিভিরপি বিশ্বরূপম্ দৃষ্টং তন্নেদৃগ্বিধমিতি ত্বদন্যেন ন দৃষ্টপূর্ব্বমিত্যুক্তং ॥ ৪৭ ॥

মধুসূদন ।—এবমর্জ্জুনেন প্রসাদিতোভয়বাধিতমর্জ্জুনমুপলভ্যোপসংহৃত্য বিশ্বরূপমুচিতেন বচনেন তমাশ্বাসয়ন্ ত্রিভিঃ শ্রীভগবানুবাচ । হে অর্জ্জুন ! মা ভৈষীঃ যতো ময়া প্রসন্নেন ত্বদ্বিষয়কৃপাতিশয়বতা ইদং বিশ্বরূপাত্মকং পরম্ শ্রেষ্ঠং রূপং তব দর্শিতমাত্মযোগাৎ অসাধারণান্নিজসামর্থ্যাৎ । পরত্বং বিবৃণোতি তেজোময়ং তেজঃপ্রচুরং বিশ্বং সমস্তমনন্তমাদ্যঞ্চ যন্মম রূপম্ ত্বদন্যেন কেনাপি ন দৃষ্টপূর্ব্বং পূর্ব্বং ন দৃষ্টম্ ॥ ৪৭ ॥

নীলকণ্ঠ ।—এবমর্জ্জুনেন প্রার্থিতস্তং স্তুবন্ শ্রীভগবানুবাচ ময়েতি ত্রিভিঃ । হে অর্জ্জুন ! প্রসন্নেন ময়া তব তুভ্যং ইদং পরং দর্শিতং, আত্মযোগাৎ অসামর্থ্যাৎ করুণয়া; নতু তব দর্শনে হ্যধিকারোঽস্তি তথাচ প্রাগুক্তং "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্ত" ইতি, তেজোময়ং চিদ্রূপং দিব্যং বিশ্বং বিশ্বাত্মকং, আদ্যং অনাদি অনন্তঞ্চ যৎরূপং ত্বদন্যেন কদাচিদপি ন পূর্ব্বং দৃষ্টং ন দৃষ্টপূর্ব্বং ॥ ৪৭ ॥

বিশ্বনাথ ।—ভো অর্জ্জুন "দ্রষ্টুমিচ্ছামি তে রূপং ঐশ্বরং পুরুষোত্তমেতি" ত্বৎ প্রার্থনৈরেবেদং ময়া মদংশস্য বিশ্বরূপপুরুষস্য রূপং দর্শিতং কথমত্র তে মনঃ প্রব্যথিত মভূৎ যতঃ প্রসীদ প্রসীদেত্যুক্তা। তন্মানুষমেব রূপং দিদৃক্ষসে তস্মাৎ কিমিদমাশ্চর্য্যং ব্রূষে ইত্যাহ ময়েতি

প্রসন্নেনৈব ময়া তব তুভ্যমেব ইদং রূপং দর্শিতং নান্যস্মৈ যত ত্বত্তোঽন্যেন কেনাপি এতন্ন পূর্ব্বং দৃষ্টং তদপি ত্বং এতন্ন স্পৃহয়সি কিমিতি ভাবঃ ॥ ৪৭ ॥

তাৎপর্য্য —অর্জ্জুন পুনঃপুনঃ বিশ্বরূপ দর্শন হেতু স্বকীয় ভয় ও বিস্ময়ের কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। কখন কখন বা বিস্ময়সংবলিত হর্ষের কথাও বিজ্ঞাপিত করিয়াছেন; এবং শ্রীভগবানকে এবংবিধ বিভীষিকা জনক রূপ উপসংহার করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিয়া তাঁহার প্রসন্নতা ভিক্ষা করিয়াছেন। এক্ষণে অর্জ্জুনের হৃদয়কে সুস্থির ও শান্ত করিবার অভিপ্রায়ে স্বকীয় প্রসন্নতা ও অনুকম্পা, ভক্তকে বুঝাইবার কামনায় শ্রীভগবান্ অতঃপর তিন শ্লোকের অবতারণা করিতেছেন। অর্জ্জুনের হৃদয়স্থিত ভয় যাহাতে নিঃশেষে অপগত হয়, এই অভিলাষে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, হে অর্জ্জুন! আমি অধুনা তোমার উপর নিরতিশয় প্রসন্নতা হেতু তোমাকে মদীয় এই বিশ্বরূপ প্রদর্শন করিলাম। তোমার হৃদয়ে ভীতি সঞ্চার করা আমার অভিপ্রায় নহে; বিস্ময়াবিষ্ট করিয়া আকুল করা ও আমার উদ্দেশ্য নহে। তোমার প্রতি আমার অপরিসীম অনুগ্রহ। তোমার সহিত আমার দুশ্ছেদ্য প্রণয়বন্ধন। অধিকন্তু তুমি ভক্তির প্রগাঢ়তা হেতু, বিশ্বাসের পরিপক্বতা হেতু, এবং জ্ঞানের দৃঢ়তা হেতু, আমার একান্ত প্রিয়পাত্র হইয়াছ। এই সকল কারণে আমি সতত তোমার প্রতি সর্ব্বপ্রকার অনুগ্রহ প্রদর্শনে প্রস্তুত এবং তোমার প্রতি নিয়ত প্রসন্ন। আমি স্বকীয় যোগমায়া প্রভাবে অথবা ঐশীশক্তি দ্বারা তোমাকে বিনোদিত করিবার অভিলাষে, মদীয় প্রকৃত তত্ত্ব তোমার হৃদগত করিবার বাসনায় এই বিশ্বরূপ পরিগ্রহ করিয়াছিলাম। তুমি বুঝিয়া থাকিবে, যাঁহার ইচ্ছায় বিশ্বের বিকাশ, সুরূপ বা কুরূপ সকলেরই স্ফূর্ত্তি; সকল মূর্ত্ত পদার্থই যাঁহার স্ফুরণমাত্র; সৃষ্টি স্থিতিলয় যাঁহার বাসনাধীন; তাঁহার পক্ষে (সেই সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বতোমুখ বিশ্বেশ্বরের পক্ষে) কোন প্রকার রূপ ধারণই বিচিত্র নহে। আমার এই তেজঃপ্রদীপ্ত জ্বলন্ত হুতাশনবৎ বিশ্বব্যাপক অর্থাৎ সর্ব্বত্র গত আদি মধ্য অন্তবিরহিত পরিচ্ছেদ শূন্য রূপ পূর্ব্বে অন্য কাহারও নয়ন গোচর হয় নাই। বহু সাধনার ফলে বহু তপশ্চর্য্যার দ্বারা সাতিশয় ভক্তি নিষ্ঠার প্রভাবে এবং বিমল জ্ঞানের পরিপাকে আমার এই রূপ দর্শন ঘটিলেও ঘটিতে পারে। কিন্তু সহসা

অনায়াসে কেহই ইহা দেখিতে পায় না। তুমি অদ্য যাহা দেখিতে পাইলে, মনে করিও না মানবগণ প্রত্যহ তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। এদর্শন নিতান্ত অসুলভ, এবং একান্ত সৌভাগ্যসূচক।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্বলদেবের অভিপ্রায়। হে অর্জ্জুন! তুমি প্রথমতঃ আমার বিভূতি, তদনন্তর আমার বিশ্বরূপ দর্শনের অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছিলে। তদনুসারে বৈদূর্য্য মণি[*] যেমন এক হইয়াও নানা বর্ণের ছটায় দর্শককে পরিতৃপ্ত করে, এবং অভিনেতা নট এক হইলেও যেমন বহু আকার ধারণ করিয়া লোকরঞ্জন করে, তদ্রূপ ভাবে আমি শ্রীকৃষ্ণরূপে মধ্যগত থাকিয়া এই বিশ্বরূপ প্রদর্শন করিয়াছি। এ রূপ আমার অচিন্ত্য শক্তি প্রভাবে আমি ধারণ করিয়াছি। অন্যে ইহার পূর্ব্বে আর কখনও এ রূপের দর্শন পায় নাই। অধুনা তোমার দর্শন উপলক্ষে দেবতাদি ইহা দেখিতে পাইয়াছেন। তুমি আমার পরম ভক্ত। ভক্তের দর্শনোপযোগী আমার এই মূর্ত্তি তোমাকে দেখাইতে গিয়া অন্যান্য অনেক পরম ভক্তও আমাকে দেখিয়াছেন। তোমার দৃষ্ট এই রূপের অনেক সাক্ষী স্বরূপে ভক্ত দেবতাদিগকেও প্রদর্শন করিয়াছি। কুম্ভীর কর্ত্তৃক আক্রান্ত গজেন্দ্র[†]

---

[*] বৈদূর্য্যমণি।—কৃষ্ণপীতবর্ণমণি বিশেষ। নীলকান্তমণি। তাহার উৎপত্তি যথা। "কল্পান্তকাল ক্ষুভিতাম্বু রাশিনির্হ্রাদকল্পাদ্ দিতিজস্য নাদাৎ। বৈদূর্য্য মুৎপন্ন মনেকবর্ণং শোভাভিরামং দ্যুতিবর্ণ বীজং॥" (গরুড় পুরাণ বৈদূর্য্য পরীক্ষা নামক ৭৩ অধ্যায়) ইহার ভাবার্থ, প্রলয়কালে সংক্ষুব্ধ সমুদ্রের ন্যায় গভীর গর্জ্জনকারী সেই দৈত্যের ধ্বনি হইতে নানা বর্ণবিশিষ্ট শোভাময় মনোহর দ্যুতি সম্পন্ন বৈদূর্য্যমণি উৎপন্ন হইয়াছিল। ইহার ছায়ার লক্ষণ যথা। "একং বেণু পলাশ কোমলরুচা মায়ূরকণ্ঠত্বিষা মার্জ্জারেক্ষণ পিঙ্গলচ্ছবিজুষা জ্ঞেয়ং ত্রিধাচ্ছায়য়া।" (রাজনির্ঘণ্ট) ইহার ভাবার্থ, এই মণির ছায়া ত্রিবিধ; বংশ পত্রের ন্যায়, ময়ূর কণ্ঠের ন্যায়, এবং মার্জ্জার নয়নের ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট॥

[†] গজেন্দ্র।—একদা গন্ধর্ব্বরাজসভায় নৃত্যগীতাদির অনুষ্ঠান হইতেছিল। উর্ব্বশী মেনকা প্রভৃতি স্বর্গনর্ত্তকীরা সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন, এবং আপনাদিগের নৃত্যবিদ্যায় পারদর্শিতার পরিচয় দিতেছিলেন। হাহা হুহু প্রভৃতি সঙ্গীতালাপপারদর্শী গন্ধর্ব্বগণও তথায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারাও আপনাদিগের বিদ্যার সম্যক্ পরিচয় প্রদান করিতেছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র এবং অন্যান্য অনেকে দর্শক ও শ্রোতারূপে সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। হাহা হুহু গন্ধর্ব্বদ্বয় নৃত্যগীতাদি শেষ করিয়া পরস্পরের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ ইহাই জানিবার নিমিত্ত দেবরাজের সমীপে উপস্থিত হইলে শচীপতি কহিলেন, আমি তোমাদিগের নিপুণতা দেখিয়া বিমুগ্ধ হইয়াছি। উভয়কেই সমান গুণী বলিয়া আমার বোধ হইয়াছে। তোমাদিগের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ, কে নিকৃষ্ট তাহা নির্ণয় করিতে আমি অশক্ত। মহর্ষি দেবল সর্ব্বশাস্ত্র পারদর্শী। তোমাদিগের মধ্যে যদি সঙ্গীতবিদ্যা সম্বন্ধে কাহারও সামান্য উৎকর্ষ বা সামান্য অপকর্ষ থাকে, মহর্ষি দেবল অসাধারণ শক্তিপ্রভাবে তাহা

সাদরে আহ্বান করিয়া আমার স্বরূপ দর্শন করিয়াছিলেন। দুর্য্যোধন আমাকে আবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়া আমার যোগৈশ্বর্য্য পরিবৃত মূর্ত্তি* দেখিয়াছিলেন। কিন্তু তদুভয় স্থলেই এরূপ অসদৃশ রূপ দর্শন ঘটে নাই। অতএব বুঝিতে হইবে যে, আমার এ রূপ পূর্ব্বে অন্য কেহই দেখিতে পায় নাই।

এক্ষণে বুঝিয়া দেখ, হে অর্জ্জুন! নিরতিশয় প্রসন্নতা হেতু আমি তোমাকে এই রূপ প্রদর্শন করিয়াছি। অতএব কেন তুমি অন্যের অদৃষ্ট এই রূপ দর্শনে ভীত বা ব্যাকুলিত হইতেছ। ভয় বিস্ময় পরিহার কর॥ ৪৭॥

নির্দ্ধারণ করিয়া তোমাদিগের একজনকে জয়ী করিবেন। ইন্দ্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া গন্ধর্ব্বদ্বয় প্রণামান্তে তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। এবং মহর্ষি দেবলের আশ্রম প্রদেশে গমন করিলেন। গন্ধর্ব্বদ্বয় মহর্ষিকে প্রণাম করিয়া আপনাদিগের আগমনের কারণ নিবেদন করিলেন, এবং উভয়ের বিদ্যার পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া কে শ্রেষ্ঠ তাহা নির্ণয় করিয়া দিতে অনুরোধ করিলেন। মহর্ষি তখন মৌন ছিলেন। তাঁহাকে নির্ব্বাক দেখিয়া অহঙ্কৃত গন্ধর্ব্বদ্বয় অবজ্ঞা সূচক হাস্যসহকারে বলিলেন, "এ ব্যক্তি তৌর্য্যত্রিকী বিদ্যার কিছুই অবগত নহে। ইহার নিকট আমরা অনর্থক আসিয়াছি।" এই বাক্য শ্রবণ করিয়া মহর্ষি দেবল সাতিশয় কোপসহকারে আসন হইতে উত্থিত হইলেন এবং ক্রোধবিকম্পিতকণ্ঠে কহিলেন, "রে গর্ব্বিতগণ! আমার অভিসম্পাতে এখনই তোমাদিগের ঘৃণিত জীবরূপে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে। একজন মাতঙ্গরূপে গিরিগুহায় জন্মলাভ করিবে, অপর কুম্ভীররূপে মেরুপৃষ্ঠে সরোবরে আবির্ভূত হইবে।" তখন অভিশপ্ত গন্ধর্ব্বেরা অতিশয় কাতর হইলেন; এবং সত্বরে শাপবিমোচনান্তে স্ব স্ব পদবী লাভ করিবার নিমিত্ত সানুনয়ে প্রার্থনা করিলেন। তাহাদিগের কাতরতায় মহর্ষির করুণা উদ্রিক্ত হইল। তখন তিনি বলিলেন, "একদা তৃষ্ণাতুর হইয়া গজেন্দ্র গ্রাহাধিষ্ঠিত সরোবরে জলপানার্থ উপস্থিত হইলে কুম্ভীর তাহাকে আক্রমণ করিবে। এবং উভয়ের মধ্যে, ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইবে। প্রাণ ভয়ে ব্যাকুল হইয়া গজেন্দ্র আর্ত্তস্বরে বিপন্নবান্ধব দীনবন্ধুকে স্তব সহকারে আহ্বান করিবে। তখন ভবভয়হারী শ্রীহরি সেই সংগ্রাম স্থলে উপস্থিত হইবেন এবং গজেন্দ্র ও কুম্ভীর উভয়েরই মোক্ষবিধান করিবেন। মহর্ষির অমোঘ বাক্য সফল হইল। গন্ধর্ব্বদ্বয় মাতঙ্গ ও কুম্ভীররূপে জন্মগ্রহণ করিলেন। পিপাসাতুর করীরাজ জলপানাশয়ে কুম্ভীরাধিষ্ঠিত সরোবরে উপস্থিত হইলে কুম্ভীর তাহাকে গ্রাস করিলেন। তখন গজেন্দ্র কাতরভাবে মধুসূদনকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। গজেন্দ্রের তৎকালীন স্তব অতিশয় প্রসিদ্ধ এবং ভক্তি যুক্ত। তখন শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী নারায়ণ গরুড়ারোহণে সেই স্থলে উপস্থিত হইলেন। গরুড়ের প্রযত্নে গ্রাহগজেন্দ্রের সংগ্রাম নিরস্ত হইল; এবং শ্রীভগবানের ব্যবস্থায় তাহারা পুনরায় পূর্ব্ববৎ গন্ধর্ব্ব দেহ প্রাপ্ত হইলেন। এই ব্যাপার গজেন্দ্রমোক্ষ নামে পরিচিত। এবং আস্তিক সমাজে সতিশয় সমাদৃত। মহাভারতের অন্তর্গত শান্তিপর্ব্বে ভীষ্ম যুধিষ্ঠির সংবাদে গজেন্দ্র মোক্ষ ব্যাপার বিন্যস্ত হইয়াছে। কিন্তু মহাভারতের সকল সংস্করণে এই আখ্যান দৃষ্ট হয় না।

* ভগবানের যোগৈশ্বর্য্য পরিবৃতমূর্ত্তি।—বিরাট পুরে এক বৎসরকাল পাণ্ডবগণ অজ্ঞাতবাসে অতিবাহিত করার পর তাঁহাদিগের পরিচয় ব্যক্ত হইয়া পড়িল; তখন শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি বহুতর আত্মীয় তাঁহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ

ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈর্ন দানৈ-
র্নচ ক্রিয়াভির্ন তপোভিরুগ্রৈঃ।
এবং রূপঃ শক্য অহং নৃলোকে
দ্রষ্টুং ত্বদন্যেন কুরুপ্রবীর! ॥ ৪৮ ॥

অন্বয়।—হে কুরুপ্রবীর! (কুরুকুলধুরন্ধর!) বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈঃ (বেদযজ্ঞপঠনৈঃ) ন, দানৈঃ (তুলাপুরুষাদিপ্রদানৈঃ) ন, ক্রিয়াভিঃ (অগ্নিহোত্রাদিভিঃ) ন, উগ্রৈঃ (কঠোরৈঃ) তপোভিঃ (চান্দ্রায়ণাদিভিঃ) চ ন এবং রূপঃ (ঈদৃশবিশ্বরূপঃ) অহং ত্বদন্যেন (ত্বদ্ভিন্নেন) নৃলোকে (পৃথিব্যাং) দ্রষ্টুং (নিরীক্ষিতুং) শক্যঃ যোগ্যঃ ॥ ৪৮ ॥

প্রতিশব্দ।—হে কুরুকুলশ্রেষ্ঠ! বেদ-যজ্ঞঅধ্যয়ন-দ্বারা নয়,

কারাদি করিলেন। দুর্য্যোধনের নিকট হইতে হৃতরাজ্য পুনঃ প্রাপ্তির নিমিত্ত নানাপ্রকার পরামর্শ হইতে লাগিল। অবশেষে শ্রীকৃষ্ণ সদ্ভাবের সহিত কার্য্যোদ্ধার করিবার বাসনায় দৌত্যভার গ্রহণ করিয়া দুর্য্যোধনের সভায় উপস্থিত হইলেন। তিনি নানাপ্রকার সারগর্ভ যুক্তিদ্বারা দুর্য্যোধনকে বুঝাইয়া দিলেন যে, পাণ্ডবদিগকে রাজ্যাংশ প্রদান করা নিতান্ত বিধেয়। দুষ্টবুদ্ধি দুর্য্যোধন শ্রীকৃষ্ণের যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতায় কর্ণপাত করিলেন না। অধিকন্তু তাঁহাকে পরাজিত ও আবদ্ধ করিবার গুপ্ত আয়োজন করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাহা জানিতে পারিলেন, এবং বলিলেন, "এই স্থানে কুরু প্রবীর রাজা ধৃতরাষ্ট্র, এবং নানাদিগদেশীয় ভূপাল ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ সমবেত হইয়াছেন। রাজা দুর্য্যোধন আমার হিতকর বাক্যাবলী পালন করা দূরে থাকুক, আমাকে অপমানিত ও অবরুদ্ধ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। কিন্তু আপনারা সকলেই দেখুন, এ কার্য্য সাধনে দুর্য্যোধনের কথনই সাধ্য হইবে না।" এইরূপ বলিতে বলিতে সর্ব্বসমক্ষেই নন্দনন্দনের কলেবর স্ফীত হইতে লাগিল; এবং তাঁহার দেহ হইতে অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ দেবগণ নিঃসৃত হইতে লাগিলেন। তাঁহার ললাটে ব্রহ্মার আবির্ভাব হইল; এবং তাঁহার বক্ষ হইতে রুদ্র, হস্ত হইতে দিকপালগণ আবির্ভূত হইলেন। বদন হইতে অনল নিঃসৃত হইতে থাকিল; এবং সেই মুখমণ্ডল হইতে আদিত্য ইন্দ্রাদি বহুতর দেবতার উদ্ভব হইল। তাঁহার দক্ষিণবাহু হইতে অর্জ্জুন এবং বামবাহু হইতে বলদেব সমুদ্ভূত হইলেন। এবং দেহের অন্যান্য স্থান হইতে অসংখ্য উদ্যতায়ুধ বীরবৃন্দের আবির্ভাব হইল। তাঁহার নেত্র নাসিকা ও কর্ণ হইতে ধূমশিখাসহ কালানল নির্গত হইতে লাগিল। লোমকূপসমূহ হইতে তেজঃনিঃসৃত হইতে লাগিল। তাহার সেই ভয়ানক মূর্ত্তি দর্শনে ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর, সঞ্জয় ও ঋষিগণ সভাস্থ অন্যান্য তাবতেই সভয়ে নয়ন মুদ্রিত করিলেন। অতঃপর রাজা ধৃতরাষ্ট্র, শ্রীভগবানের এই দিব্য মূর্ত্তি দর্শনার্থ ব্যাকুলতা প্রকাশ করিলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রার্থনা ক্রমে তাঁহাকে কিয়ৎকালের নিমিত্ত দিব্য চক্ষু প্রদান করিলেন। তদনন্তর স্বকীয় অদ্ভুত মূর্ত্তির উপসংহার করিয়া এবং কোন দিকে দৃক্পাত না করিয়া শ্রীভগবান সাত্যকী ও হার্দ্দীকের বাহু ধারণ পূর্ব্বক সভা স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। (মহাভারত উদ্যোগপর্ব্ব ১২৯শ অধ্যায়)

তুলাপুরুষাদি-প্রদানের-দ্বারা নয়, অগ্নিহোত্রাদি-ক্রিয়া-দ্বারা নয়, কঠোর তপস্যা-দ্বারাও নয়, এতাদৃশ বিশ্বরূপ আমি ত্বদ্ভিন্ন-অন্য-কর্ত্তৃক নরলোকে দেখিবার-নিমিত্ত শক্য ॥ ৪৮ ॥

ব্যাখ্যা।—হে কুরুকুলধুরন্ধর! বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞ, তুলাপুরুষাদি মহাদান, অগ্নিহোত্রাদি ক্রিয়া এবং কঠোর তপস্যা প্রভৃতির অনুষ্ঠান দ্বারাও এই নরলোকে তোমা ভিন্ন অন্য কেহ আমার এই বিশ্বরূপ দর্শন করিতে সমর্থ হয় না ॥ ৪৮ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—আত্মনোমম রূপদর্শনেন কৃতার্থ এবং ত্বং সংবৃত্ত ইতি ততঃ স্তৌতি ন বেদেতি। ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈর্ন দানৈশ্চতুর্ণামপি বেদানামধ্যয়নৈর্যথাবদ্‌যজ্ঞাধ্যয়নৈশ্চ বেদাধ্যয়নৈরেব যজ্ঞাধ্যয়নস্য সিদ্ধত্বাৎ পৃথক্ গ্রহণং যজ্ঞবিজ্ঞানস্যোপলক্ষণার্থং তথা ন দানৈস্তুলাপুরুষাদিভিঃ, ন চ ক্রিয়াভিরগ্নিহোত্রাদিভিঃ শ্রৌতাদিভির্নাপি তপোভিরুগ্রৈশ্চান্দ্রায়ণাদিভিরুগ্রৈর্ঘোরৈঃ এবং রূপো যথা দর্শিতং বিশ্বরূপং যস্য সোঽহমেবংরূপঃ শক্যো ন শক্যঃ অহং নৃলোকে মনুষ্যলোকে দ্রষ্টুং ত্বদন্যেন কুরুপ্রবীর! ॥ ৪৮ ॥

আনন্দগিরি।—তচ্ছব্দেন প্রকৃতম্ দর্শনম্ পরামৃশ্যতে বেদাধ্যয়নাৎ পৃথক্ যজ্ঞাধ্যয়নগ্রহণম্ পুনরুক্তেরযুক্তমিত্যাশঙ্ক্যাহ ন বেদেতি। ন চ বেদাধ্যয়নগ্রহণাদেব যজ্ঞবিজ্ঞানমপি গৃহীতমধ্যয়নস্যার্থাববোধান্তত্বাদিতি বাচ্যং তস্যাক্ষরগ্রহণান্ততয়া বৃদ্ধৈঃ সাধিতত্বাৎ ইতি ভাবঃ। (শ্লোকপূরণার্থমসংহিতকরণম্) ত্বত্তোন্যেনমদনুগ্রহবিহীনেনেতি শেষঃ ॥ ৪৮ ॥

রামানুজ।—অনন্যভক্তিব্যতিরিক্তৈঃ সর্ব্বৈরপ্যুপায়ৈ র্যথাবদবস্থিতোঽহং দ্রষ্টুং ন শক্য ইত্যাহ এবং রূপো যথাবস্থিতোঽহং ময়ি ভক্তিমত স্ত্বত্তোঽন্যেন ঐকান্তিকাত্যন্তিক ভক্তিরহিতেন কেনাপি পুরুষেণ কেবলৈ র্বেদযজ্ঞাদিভি দ্রষ্টুং ন শক্যঃ ॥ ৪৮ ॥

হনুমান্।—অধ্যয়নৈ র্যজ্ঞাধ্যয়নৈর্ন চ ক্রিয়াভিঃ গুরুপরিচর্য্যাভিঃ ॥ ৪৮ । ৪৯ ॥

শ্রীধর।—এতদ্দর্শনমতিদুর্লভং লব্ধ্বা ত্বং কৃতার্থোঽসীত্যাহ ন বেদেতি। বেদাধ্যয়নব্যতিরেকেণ যজ্ঞাধ্যয়নস্যাভাবাৎ যজ্ঞশব্দেন যজ্ঞবিদ্যাঃ কল্পসূত্রাদ্যা লক্ষ্যন্তে। বেদানাং যজ্ঞবিদ্যানাঞ্চাধ্যয়নৈরিত্যর্থঃ, নচ দানৈঃ নচ ক্রিয়াভিরগ্নিহোত্রাদিভির্ন চোগ্রৈস্তপোভিরেবংরূপোঽহং ত্বত্তোঽন্যেন মনুষ্যলোকে দ্রষ্টুং শক্যঃ অপি তু ত্বমেব কেবলং মৎপ্রসাদেন দৃষ্ট্বা কৃতার্থোঽসি ॥৪৮॥

বলদেব।—অথ সহস্রশীর্ষাদিলক্ষণস্যৈশ্বররূপস্য পুমর্থতামাহ ন বেদেতি। বেদানামধ্যয়নৈরক্ষরগ্রহণৈঃ, যজ্ঞানামধ্যয়নৈর্মীমাংসাকল্পসূত্রাদিদ্বারা তদর্থবিমর্শরূপৈঃ, দানৈঃ সংভোগ্যানাং সৎপাত্রেভ্যোঽর্পণৈঃ, ক্রিয়াভিরগ্নিহোত্রাদিকর্ম্মভিঃ, তপোভিঃ কৃচ্ছ্রাদিভিঃ উগ্রৈর্দেহশোষকত্বেন দুষ্করৈঃ, এভিঃ কেবলৈর্ব্বেদাধ্যয়নাদিভির্ভক্তিযুক্তাত্ত্বত্তোঽন্যেন ভক্তিরিক্তেন

কেনাপি পুংসা এবংরূপোঽহং দ্রষ্টুং ন শক্যঃ। ভক্তিং বিনা ভূতানি বেদাধ্যয়নাদীনি মদ্দর্শন-সাধনানি ন ভবন্তীতি। যদুক্তম্। "ধর্ম্মঃ সত্যদয়োপেতো বিদ্যা বা তপসান্বিতা। মদ্ভক্ত্যা-পেতমাত্মানম্ ন সম্যক্ প্রপুনাতি হীতি"। ত্বয়া তু ভক্তিমতা দৃষ্ট এবাহমন্যৈশ্চ ভক্তিমদ্ভির্দেবা-দিভিঃ (শক্যোঽহমিতি বক্তব্যে বিসর্গলোপশ্ছান্দসঃ। নকারাভ্যাসো নিষেধদার্ঢ্যার্থঃ) নৃলোক ইত্যুক্তেস্তল্লোকে তদ্ভক্তা দেবা বহবস্তদ্দ্রষ্টুং শক্নুবন্তীত্যুক্তং ॥ ৪৮ ॥

মধুসূদন।—এতদ্রূপদর্শনাত্মকমতিদুর্লভং মৎপ্রসাদং লব্ধ্বা কৃতার্থ এবাসি ত্বমিত্যাহ। বেদানাম্ চতুর্ণামপি অধ্যয়নৈরক্ষরগ্রহণরূপৈঃ তথা মীমাংসাকল্পসূত্রাদিদ্বারা যজ্ঞানাম্ বেদবোধিতকর্ম্মণামধ্যয়নৈরর্থবিচাররূপৈর্বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈঃ দানৈস্তুলাপুরুষাদিভিঃ ক্রিয়াভিরগ্নিহোত্রাদিশ্রৌত-কর্ম্মভিঃ তপোভিঃ কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদিভিরুগ্রৈঃ কায়েন্দ্রিয়শোষকত্বেন দুষ্করৈঃ এবং রূপোঽহং ন শক্যঃ নৃলোকে মনুষ্যলোকে দ্রষ্টুং ত্বদন্যেন মদনুগ্রহহীনেন হে কুরুপ্রবীর। (শক্যোঽহমিতি বক্তব্যে বিসর্গলোপশ্ছান্দসঃ। প্রত্যেকং নকারাভ্যাসোনিষেধদার্ঢ্যায়, ন চ ক্রিয়াভিরিত্যত্র চকারাদনুক্তসাধনান্তরসমুচ্চয়ঃ) ॥ ৪৮ ॥

নীলকণ্ঠ।—যৌগৈকগম্যং এতৎ কর্ম্মিণাং দুষ্প্রাপমিত্যাহ ন বেদেতি। বেদানাং যজ্ঞানাঞ্চ অধ্যয়নৈরধিগমৈঃ ন চ দানৈঃ ন চ ক্রিয়াভিঃ স্মৃত্যুক্তাভিরাপূর্ত্তাদিভি বাপীকূপারামা-দিভিঃ তপোভিঃ কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়নাদ্যৈঃউগ্রৈঃ মাসোপবাসাদ্যৈঃ নৃলোকে এবংরূপোঽহং দ্রষ্টুং ন শক্যঃ (রোরুত্বাভাবঃ আর্ষঃ) ত্বদন্যেন হে কুরুপ্রবীর! ॥ ৪৮ ॥

বিশ্বনাথ।—তুভ্যং দর্শিত মিদংরূপন্তু বেদাদিসাধনৈরপি দুর্লভমিত্যাহ নবেদেতি ত্বত্তোঽন্যেন ন কেনাপ্যহমেবং রূপো দ্রষ্টুংশক্যঃ। (শক্য অহমিতি যদ্বয়লোপাবার্ষৌ) তস্মাদলভ্য লাভমাত্মনো মত্বা ত্বমস্মিন্নৈবৈশ্বরে সর্ব্ব দুর্লভেরূপে মনোনিষ্ঠাং কুরু। এতদ্রূপং দৃষ্ট্বাপ্যলং তে পুনর্মে মানুষরূপেণ দিদৃক্ষিতেনেতি ভাবঃ ॥ ৪৮ ॥

তাৎপর্য্য।—ভগবানের প্রদর্শিত এই বিশ্বরূপের দর্শন যে কাহারও ভাগ্যে সংঘটিত হয় না, ইহাই এই শ্লোকে কথিত হইতেছে। শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, হে কুরু প্রবীর! অর্থাৎ জগদ্বিখ্যাত ধর্ম্মশীলগণের বংশাবতংস অর্জ্জুন! আমার এই যে রূপ তুমি দর্শন করিলে, ইহা বহু বহু সাধন ফলেও কেহ দর্শন করিতে পায় না। যথা বিহিত প্রণালীক্রমে ব্রহ্মচর্য্যাদি অনুষ্ঠান সহকারে বহুকাল যথোপযুক্ত গুরুর নিকট সাঙ্গ বেদাধ্যয়ন করিলে ধর্ম্ম প্রবৃত্তির অতিশয় বৃদ্ধি হয়, জ্ঞানের উন্মেষ হয়, এবং বিবিধ তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। কিন্তু তাহাতেও ভগবানের এবম্বিধ মূর্ত্তি-দর্শনরূপ অসুলভ সৌভাগ্য ঘটে না। বেদাধ্যয়ন জনিত জ্ঞানের সাহায্যে যজ্ঞানুষ্ঠানের

প্রবৃত্তি উপজাত হয়, এবং কল্পসূত্র* মীমাংসা (৪৪ পৃষ্ঠার টীপ্পনী দ্রষ্টব্য) প্রভৃতি শাস্ত্রাধ্যয়ন ফলে সেই যজ্ঞ সমূহ বিধিক্রমে অনুষ্ঠান করিবার শক্তি ও জ্ঞান জন্মিয়া থাকে। তথোপদিষ্ট রাজসূয়াদি † যজ্ঞের ফলে পারলৌকিক অনেক সুখ সৌভাগ্য লাভের উপায় হইতে পারে। কিন্তু আমার এতাদৃশ রূপ দর্শন তাহাতে ও ঘটে না। মানবেরা পুণ্য সাধনার্থ বিবিধ প্রকার দানানুষ্ঠান করিয়া থাকে; তুলাদানাদির ‡ ফলে পরলোকে বিবিধ সদ্‌গতির ব্যবস্থা নির্দ্দিষ্ট আছে। কিন্তু আমার এবম্বিধ রূপ দর্শন

---

* কল্পসূত্র।—কল্প, নিরুক্ত, জ্যোতিষ প্রভৃতি ছয়টিশাস্ত্র বেদের অঙ্গরূপে প্রসিদ্ধ। যে শাস্ত্রে অগ্নিষ্টোম বিবাহ ইত্যাদি ক্রিয়া ও সংস্কারের ব্যবস্থা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাই কল্পশাস্ত্র। সেই সকল ব্যবস্থা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে শ্রুতির অভিমত না হইলেও তদনুসারে কল্পিত, এবং বেদজ্ঞ আশ্বলায়নাদি মহাত্মাগণ কর্ত্তৃক পরিগৃহীত। উল্লিখিত ব্যবস্থাসমূহ শ্রুতি অনুসারে কল্পনা করা হইয়া থাকে এইজন্য তাহার নাম কল্পশাস্ত্র। কল্পগ্রন্থের ব্যবস্থা সমূহ সূত্রাকারে নিবদ্ধ, এইজন্য তত্তাবৎ কল্পসূত্র নামে পরিচিত হইয়াছে। কল্পসূত্র সমূহ শ্রৌত ও গৃহ্য ভেদে দ্বিবিধ। যাহাতে সাক্ষাৎসম্বন্ধে শ্রুতি সঙ্গত ক্রিয়াকলাপের ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ আছে, তাহাই শ্রৌত সূত্র। এবং যাহাতে গৃহীর করণীয় সংস্কারাদির ব্যবস্থা নিবদ্ধ হইয়াছে, তাহাই গৃহ্যসূত্র। সামবেদের শ্রৌত সূত্র সমূহের রচয়িতার নাম লাট্যায়ন; এবং গৃহ্যসূত্র সমূহের রচয়িতার নাম গোভিল। এই গোভিল কৃত গৃহ্যসূত্র অনুসারে সামবেদীয় কৌথুমী শাখাবলম্বিগণ বিবাহাদি ক্রিয়া সমূহের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। বাঙ্গালা দেশে বিবাহাদির যে পদ্ধতি এক্ষণে প্রচলিত রহিয়াছে, তাহা আচার্য্য গোভিলীয় গৃহ্যসূত্রাবলম্বনে মহাত্মা ভবদেব ভট্ট কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। (শ্রীযুক্ত আচার্য্য সত্যব্রত সামশ্রমী মহোদয়ের সম্পাদিত গোভিলীয় গৃহ্যসূত্রের ভূমিকা দ্রষ্টব্য)॥

† রাজসূয়।—ক্ষত্রিয় রাজাদিগের অনুষ্ঠিত যজ্ঞ বিশেষের নাম রাজসূয়। ইহা ফাল্গুণ মাসে সম্পাদ্য। সন্নিহিত জনপদসমুহের রাজন্যবর্গ এতদুপলক্ষে যজ্ঞ কর্ত্তার ভবনে আমন্ত্রিত ও বিবিধ বিধানে সৎকৃত হইয়া থাকেন। সর্ব্বসম্মতি ক্রমে যজ্ঞ কর্ত্তা সেই যজ্ঞের পর হইতে প্রকৃতি পুঞ্জের পালন কর্ত্তা ভূপতিরূপে পরিগৃহীত হন, এবং তাঁহার অপত্যাদির কল্যাণ কামনায় যজ্ঞীয় অগ্নিতে আহুতি প্রদান করা হয়। অর্জ্জুনাগ্রজ ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন সেই যজ্ঞের কর্ত্তৃত্ব ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। এবং স্বয়ং ব্রহ্মার পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। সুসামা, যাজ্ঞবল্ক্য, পৌল, ধৌম্য প্রভৃতি ঋষিগণ ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। মহর্ষি নারদ রাজসূয় যজ্ঞ সম্বন্ধে বিবিধ শুভফলের বর্ণনা করিয়াছেন। (রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান সম্বন্ধে যজুর্ব্বেদ দ্রষ্টব্য)

‡ তুলাপুরুষদান।—ষোড়শ মহাদানের অন্তর্গত দান বিশেষ। "আদ্যন্তু সর্ব্ব দানানাং তুলাপুরুষসংজ্ঞিতং।" অর্থাৎ তুলাপুরুষ নামক মহাদান সকল দানের আদি। আপনার তুল্য পরিমাণে স্বর্ণাদি দান করিতে হয় বলিয়া ইহা তুলা নামে অভিহিত। স্বর্ণাদি ধাতু এবং অন্যান্য দ্রব্য দানেও বিশেষ বিশেষ ফললাভ হয়। যথা "অষ্টানামপি ধাতুনাং যস্তুলাং কুরুতে নরঃ। সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যেত মনোবাক্ কায় সম্ভবৈঃ। যাবৎ ধাতু স্থিতং তত্র তাবৎ কোটি শতানি চ। মোদতে তত্র বর্ষাণাং স্বর্গ লোকে ন সংশয়ঃ। অথ মানুষ্য মাত্রস্য কদাচিৎ

তাহাতেও ঘটে না। বেদাদি অধ্যয়ন হেতু বিবিধ ক্রিয়া সাধনে মানবের আসক্তি জন্মিয়া থাকে। শাস্ত্র বিহিত অগ্নিহোত্র (১৩০ । ৬৪০ পৃষ্ঠার টীপ্পনী দ্রষ্টব্য) দর্শপৌর্ণমাস (১৯২ পৃষ্ঠার টীপ্পনী দ্রষ্টব্য) প্রভৃতি ক্রিয়ার ফলে পরলোকে অশেষ সদ্‌গতি হয় ; শত অশ্বমেধ (১২৩৬ পৃষ্ঠার টীপ্পনী দ্রষ্টব্য) যজ্ঞদ্বারা ইন্দ্রত্ব পর্য্যন্ত লব্ধ হইয়া থাকে ; কিন্তু রাজগণের তাদৃশ মহৎ যজ্ঞকাণ্ডে বা ইতর জনানুষ্ঠিত সামান্য কর্ম্মদ্বারাও এবম্বিধ বিশ্বরূপ দর্শন ঘটে না। সুদীর্ঘ কাল ঘনারণ্যে বা গিরি গুহায় বসিয়া তপশ্চর্য্যাদি করিলে,এবং অতি ক্লেশসাধ্য কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদি (৯১৬ পৃষ্ঠার টীপ্পনী দ্রষ্টব্য) কঠোর ব্রতাদি দ্বারা শরীর ও ইন্দ্রিয়ের নিগ্রহ ও শোষণ করিলে পরিণামে অনেক শুভফল হইয়া থাকে। কিন্তু মদীয় এতাদৃশ রূপ দর্শন তাহাতেও হয় না। মদীয় এতাদৃশ রূপ নরলোকে কেহই কখন দেখিতে সমর্থ হয় নাই। কোনরূপ সাধন বলেই কেহই আমাকে এরূপে দেখিতে পায়

কালপর্য্যয়ে। ধনধান্যসমৃদ্ধো বৈ জায়তে মহতাং কুলে। আত্মনস্তু তুলাং কৃত্বা সুবর্ণং যো প্রযচ্ছতি। স তারয়েৎ পিতৃগণান্ দশপূর্ব্বান্ দশাপরান্। আত্মনস্তু তথাতদ্বৎ ফলভাগ্ জায়তে নরঃ। জন্ম প্রভৃতি যৎপাপং পৈতৃকং মাতৃকং তথা। সুবর্ণদানাৎ দারিদ্র্যং ন পশ্যতি কদাচন। রজতস্য তুলাং কৃত্বা সুকৃতী যঃ প্রযচ্ছতি। তাবদ্বর্ষ প্রমাণেন নির্ম্মলঃ স্বর্গভাগ্ ভবেৎ। অনন্তরং ভবেদ্রাজা পৃথিব্যাং নাত্র সংশয়ঃ। সুবর্ণহারী কুষ্ঠী বা সর্ব্বব্যাধিযুক্তোঽপি বা। তাম্রস্য তু তুলাং কৃত্বা মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ। স তু বর্ষ সহস্রংবৈ স্বর্গ লোকে মহীয়তে। কাংস্যস্য তু তুলাং কৃত্বা বিপ্রেভ্যো যঃ প্রযচ্ছতি। সতু ইন্দ্রপদং প্রাপ্য উর্ব্বশ্যা সহ মোদতে। আয়সস্য তুলাং কৃত্বা দাতা রত্নাধিপো ভবেৎ। লভতে হ্যুত্তমং স্থানং বলবান জায়তে সদা।……ঘৃতস্য তু তুলাং কৃত্বা যে প্রযচ্ছন্তি মানবাঃ। তেজস্বিনো হ্যভিজায়ন্তে গোভিশ্চ চিরজীবিনঃ। তৈলস্য তু তুলাং কৃত্বা যো বৈ দদ্যাদ্দ্বিজাতয়ে। অরোগীত্বং সুখিত্বং বৈ আয়ুষ্মানপি জায়তে। অন্নদঃ সর্ব্বসৌভাগ্যং সর্ব্বান্ কামান্ মধুপ্রদঃ॥" (দানসাগর) ইহার ভাবার্থ যথা। যে ব্যক্তি অষ্টধাতুর তুলা প্রদান করে, সে কায় মনো বাক কৃত সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া সেই ধাতু পরিমিত কোটী বৎসর স্বর্গ ভোগ করে। তৎপরে মহৈশ্বর্য্যশালী ধনীর গৃহে জন্ম গ্রহণ করে। যে সুবর্ণ তুলা প্রদান করে, সে উর্দ্ধতন দশপুরুষ, অধস্তন দশপুরুষকে উদ্ধার করে। এবং আপনিও জন্ম জন্মান্তর কৃত ও পিতৃকৃত মাতৃকৃত পাপ হইতে মুক্ত হয়। তাহাকে কখনও দারিদ্র্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। যে ব্যক্তি রজত তুলাদান করে, সে সেই রজত পরিমিত বর্ষ নির্ম্মল স্বর্গ ভোগ করে। অনন্তর পৃথিবীতে রাজা হইয়া জন্ম গ্রহণ করে। তাম্রের তুলা দানে স্বর্ণ হরণ পাপ হইতে, কুষ্ঠ রোগ হইতে এবং অন্যান্য উৎকট রোগ হইতে মুক্ত হইয়া সহস্র বৎসর স্বর্গবাসে অধিকারী হয়। কাংস্য তুলা প্রদানে স্বর্গপুরে ইন্দ্রতুল্য সুখভোগ করে। লৌহময় তুলাদান করিলে বহু রত্নের অধীশ্বর হয়, এবং বলবান হইয়া উত্তমস্থানবাসী হয়।…যে ব্যক্তি ঘৃততুলা প্রদান করে, সে তেজস্বী এবং দীর্ঘ জীবী হয়। তৈল তুলা প্রদান করিলে অরোগী সুখী এবং আয়ুষ্মান হয়। অন্নতুলা প্রদানে বিবিধ সৌভাগ্যলাভ এবং মধুর তুলা প্রদানে সর্ব্বপ্রকার কামনা সিদ্ধ হয়।

না। হে অর্জ্জুন ! মদীয় একান্ত কৃপাতিশয্য হেতু তুমি এই বিশ্বরূপ দর্শন করিতে সক্ষম হইয়াছ।

এতাবতা ইহাই সূচিত হইতেছে যে, ভক্তবৎসল ভগবান্ ভক্তিরই বাধ্য ; ভক্তের প্রতিই সদয় হইয়া কৃপাপ্রদর্শনে প্রস্তুত। বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞানুষ্ঠান, দান, কর্ম্মানুষ্ঠান, তপস্যা ব্রতাদি কিছুতেই তিনি লভ্য নহেন। কেবল মাত্র ভক্তি বলেই তাঁহাকে দর্শন ও লাভ করিতে পারা যায়। পূজ্যপাদ শ্রীমদ্বলদেব এই স্থলে নিম্ন লিখিত বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। যথা "ধর্ম্মঃ সত্যদয়োপেতো বিদ্যা বা তপসান্বিতা। মদ্ভক্ত্যাপেতমাত্মানং ন সম্যক্ প্রপুনাতি হি॥" ইহার ভাবার্থ এই যে, মদ্ভক্তি বিহীন হইয়া ধর্ম্ম সত্য দয়া যুক্ত হইলে এবং বিদ্যা বা তপস্যা সম্পন্ন হইলেও আমাকে সম্যক্ রূপ লাভ করিতে পারে না।

মূলে বহুস্থানে "নকারের" প্রয়োগ আছে। কোন উপায়েই ভগবদ্দর্শন মনুষ্যের সাধ্য নহে, ইহাই দৃঢ় রূপে বুঝাইবার জন্য বারম্বার নকার প্রযুক্ত হইয়াছে।

"শক্যঃ" এই পদের বিসর্গ লোপ আর্ষ বলিয়া স্থির করিতে হইবে ॥ ৪৮ ॥

* * *

মা তে ব্যথা মা চ বিমূঢ়ভাবো
দৃষ্ট্বা রূপং ঘোরমীদৃঙ্ মমেদং।
ব্যপেতভীঃ প্রীতমনাঃ পুনস্ত্বং
তদেব মে রূপমিদং প্রপশ্য ॥ ৪৯ ॥

অন্বয়।—ঈদৃক্ (এতাদৃশং) ঘোরং (ভয়ঙ্করং) মম ইদং রূপং (বিশ্বরূপং) দৃষ্ট্বা তে (তব) ব্যথা (পীড়া) মা [অস্তু] বিমূঢ়ভাবঃ (ব্যাকুলচিত্তত্বং) চ মা [অস্তু] ত্বং পুনঃ ব্যপেতভীঃ (ভয়রহিতঃ) প্রীতমনাঃ (স্বচ্ছন্দচিত্তঃ) [সন্] মে (মম) ইদং তৎ (চতুর্ভুজং) রূপং প্রপশ্য (বিলোকয়) ॥ ৪৯ ॥

প্রতিশব্দ।—এতাদৃশ ভয়ঙ্কর আমার এই রূপকে দর্শন-করিয়া তোমার পীড়া না [হউক] ব্যাকুলচিত্তত্বও না [হউক] তুমি পুনর্ব্বার ভয়শূন্য স্বচ্ছন্দচিত্ত [হইয়া] আমার এই সেই চতুর্ভুজ রূপকে দর্শন-কর ॥ ৪৯ ॥

ব্যাখ্যা। হে পার্থ! আমার এই অত্যুগ্র বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া আর তোমার ব্যথিত কিম্বা বিমুগ্ধ হইবার প্রয়োজন নাই। এক্ষণে তুমি নির্ভয়ে প্রসন্ন হৃদয়ে আমার এই সৌম্য শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী বাসুদেব রূপ দর্শন কর ॥ ৪৯ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—মা তে ব্যথেতি। মা তে ব্যথা মাভূত্তে ভয়ং মা চ বিমূঢ়ভাবোবিমূঢ়চিত্ততা দৃষ্ট্বোপলভ্য রূপং ঘোরমীদৃক্ যথাবদ্দর্শিতং মমেদং ব্যপেতভীর্বিগতভয়ঃ প্রীতমনাশ্চ সন্ পুনর্ভূয়স্ত্বং তদেব চতুর্ভুজম্ রূপম্ শঙ্খচক্রগদাধরম্ তবেষ্টম্ রূপমিদম্ প্রপশ্য ॥ ৪৯ ॥

আনন্দগিরি।—বিশ্বরূপদর্শনমেবং স্তুত্বা যদ্ যস্মাদ্দৃশ্যমানাদ্বিভেষি তর্হি তদুপসংহরামীত্যাহ মাতে বথেতি। বহুতিথমনুভূতত্বমভিপ্রেত্য তদেবেত্যুক্তং ইদমিতি ॥ ৪৯ ॥

রামানুজ।—ঈদৃশ ঘোররূপদর্শনেন তে যা ব্যথা যশ্চ বিমূঢ় ভাবো বর্ত্ততে তদুভয়ং মা ভূৎ ত্বয়াভ্যস্তপূর্ব্বমেব সৌম্যরূপং দর্শয়ামি তদেবেদং মম রূপং প্রপশ্য ॥ ৪৯ ॥

শ্রীধর।—এবমপি চেত্তবেদং ঘোরম্ দৃষ্ট্বা ব্যথা ভবতি তর্হি তদেব রূপং দর্শয়ামীত্যাহ মা তে ইতি। ঈদৃক্ ঈদৃশং ঘোরম্ মদীয়ম্ রূপম্ দৃষ্ট্বা তে ব্যথা মাস্তু বিমূঢ়ভাবোবিমূঢ়ত্বঞ্চ মাস্তু, বিগতভয়ঃ প্রীতমনাশ্চ সন্ পুনস্ত্বম্ তদেবেদম্ মম রূপম্ প্রকর্ষেণ পশ্য ॥ ৪৯ ॥

বলদেব।—যচ্চ তস্মিন্নেব মদ্রূপে সংহর্ত্তৃত্বম্ ময়া প্রদর্শিতং তৎ খলু দ্রৌপদীপ্রধর্ষণং বীক্ষ্যাপি তূষ্ণীং স্থিতা ভীষ্মাদয়ঃ সর্ব্বে তৎপ্রধর্ষণকুপিতেন ময়ৈব নিহন্তব্যা ন তু তন্নিহননভারস্তবেতি বোধয়িতুমতস্তেন ত্বং ব্যথিতো মাভূরিত্যাহ মা তে ব্যথেতি। তদেব চতুর্ভুজং প্রার্থিতরূপং ॥ ৪৯ ॥

মধুসূদন।—এবংত্বদনুগ্রহার্থমাবির্ভূতেন ভয়ঙ্করম্ মম রূপং দৃষ্ট্বা স্থিতস্য তে তব যা ব্যথা ভয়নিমিত্তা পীড়া সা তথা মদ্রূপদর্শনেঽপি যোবিমূঢ়ভাবোব্যাকুলচিত্তত্বমপরিতোষঃ, সোঽপি মাভূৎ কিন্তু ব্যপেতভীরপগতভয়ঃ প্রীতমনাশ্চ সন্ পুনস্ত্বম্ তদেব চতুর্ভুজম্ বাসুদেবত্বাদিবিশিষ্টং ত্বয়া সদা পূর্ব্বদৃষ্টরূপমিদম্ বিশ্বরূপোপসংহারেণ প্রকটীক্রিয়মাণং প্রপশ্য প্রকর্ষেণ ভয়রাহিত্যেন সন্তোষেণ চ পশ্য ॥ ৪৯ ॥

নীলকণ্ঠ।—ইদমতিদুর্লভদর্শনং রূপং দৃষ্ট্বাপি চেদ্ব্যথসে তর্হি উপসংহরামীদমিত্যাশয়েনাহ মাতে ইতি। মম ইদং ঈদৃক্ ঘোরং রূপং দৃষ্ট্বা তে তব ব্যথা মা ভূদিতি শেষঃ বিমূঢ়

ভাবো মোহশ্চ তে মা ভুৎ ব্যপেতভীঃ নির্ভয়ঃ প্রীত মনাশ্চ পুনস্ত্বং ভূত্বা তদেব যৎত্বয়া দ্রষ্টুং প্রার্থিতং মে মমেদং রূপং ॥ ৪৯ ॥

বিশ্বনাথ।—ভোঃ পরমেশ্বর মাং ত্বং কিং নগৃহ্ণাসি যদনিচ্ছন্তেঽপি মহ্যং পুনরিদমেব বলাদ্দিৎসসি দৃষ্টেদং তবৈশ্বর্য্যং মম গাত্রাণিব্যথন্তে মনো মে ব্যাকুলীভবতি মুহুরহং মূর্চ্ছামি তবাস্মৈ পরমৈশ্বর্য্যায় দূরত এব মম নমোর্নমোহস্ত নকদাপ্যহমেবং দ্রষ্টুম্ প্রার্থয়িষ্যে ক্ষমস্ব ক্ষমস্ব তদেব মানুষাকারম্ বপুরপূর্ব্বমাধুর্য্যধুর্য্যস্মিতহসিত সুধাসারবর্ষি মুখচন্দ্রং মে দর্শয় দর্শয়েতি ব্যাকুল মর্জ্জুনম্ প্রতি সাশ্বাস মাহ মা তে ইতি ॥ ৪৯ ॥

তাৎপর্য্য।—অর্জ্জুন পূর্ব্বে বারম্বার স্বকীয় ভয়, ব্যকুলতা ও চঞ্চলতার কথা পরিব্যক্ত করিয়াছেন। এবং এই ভীতিপ্রদ বিশ্বরূপের উপসংহার করিয়া শ্রীভগবানকে পুনরায় শঙ্খ চক্রগদাপদ্মধারী চতুর্ভুজ নীলকান্ত মণির ন্যায় অত্যুজ্জ্বল মনোহর রূপ ধারণ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। পরম প্রেমাস্পদ শিষ্য এবং অভিন্নহৃদয় বান্ধব সব্যসাচীর অনুরোধ পালনার্থ শ্রীভগবান্ প্রথমতঃ সুমধুর অভয় বাণীর দ্বারা তাঁহার ভয়াপনোদন করিতেছেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার প্রার্থিত রূপ পরিগ্রহ করিয়া তদ্দর্শনার্থ তাঁহাকে সাদরে আহ্বান করিতেছেন। শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, হে ধনঞ্জয়! তুমি অন্তরে আর কোনই বেদনা অনুভব করিও না। মদীয় ভয়াবহ বিশ্বরূপ দর্শনে তোমার হৃদয়ে যে সমস্ত যন্ত্রণার উদ্ভব হইয়াছিল, তাহা অতঃপর হৃদয় হইতে অপসারিত কর। এবং তুমি সেই অলৌকিক রূপ দর্শনে যেরূপ বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছিলে, অপিচ তোমার চিত্ত যেরূপ মোহাচ্ছন্ন হইয়াছিল, তত্তাবৎ বিস্মৃত হও। সংজ্ঞাহীনতা বা মোহের আর কোনই কারণ থাকিতেছে না। আমার অত্যদ্ভুত রূপ দর্শনে তোমার যে চিত্তবিকার উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা পরিহার করিয়া তুমি প্রশান্তচিত্ত হও; এবং সর্ব্বপ্রকার ভয় ব্যাকুলতা শূন্য হইয়া অধুনা আমার দিব্য মূর্ত্তি সন্দর্শন কর। তোমারই প্রার্থনা ক্রমে; তোমারই প্রসাদনের নিমিত্ত আমি অতঃপর চতুর্ভুর্জ রমণীয় মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতেছি। অতঃপর তুমি পূর্ণানন্দে নিমজ্জিত হইয়া প্রসন্ন মনে আমার এই মনোহর রূপ দর্শন করিতে থাক।

দুর্ব্বৃত্ত দুর্য্যোধনের সভায় যখন পুণ্যশীলা দ্রৌপদীর অবমাননা হয়, তখন ভীষ্ম প্রভৃতি বীর পুঙ্গবেরা নির্ব্বাক্ ভাবে সভামধ্যে অবস্থিত

ছিলেন।* সেই সময় হইতেই আমি কুপিত হইয়া তাঁহাদিগের নিধন সাধনার্থ সঙ্কল্প বদ্ধ হইয়া আছি। সে সংহার কার্য্য আমার দ্বারাই সম্পন্ন হইবে, ইহাই প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত আমি ঘোর উগ্র করালরূপ ধারণ করিয়াছিলাম। তোমাকে ভয় প্রদর্শন বা ব্যাকুলিত করা আমার উদ্দেশ্য নহে। অতএব হে অর্জ্জুন! অতঃপর তুমি ভয়শূন্য হইয়া আমার দিব্যরূপ দর্শন কর। পূজ্যপাদ শ্রীমদ্বলদেবের মত এই যে, উল্লিখিত রূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবার নিমিত্ত শ্রীভগবান্ এই শ্লোকের অবতারণা করিয়াছেন॥ ৪৯॥

—(০)—

সঞ্জয় উবাচ।

ইত্যর্জ্জুনং বাসুদেবস্তথোক্ত্বা
স্বকং রূপং দর্শয়ামাস ভূয়ঃ।
আশ্বাসয়ামাস চ ভীতমেনং
ভূত্বা পুনঃ সৌম্যবপুর্ম্মহাত্মা॥ ৫০॥

---

* বস্ত্রহরণ।—ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠির শকুনির কপট অক্ষক্রীড়ায় পরাজিত হইলে, মহারাজ দুর্য্যোধনের আদেশ ক্রমে দুঃশাসন একবস্ত্রা দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক সভামধ্যে আনয়ন করিল। তখন মহাবল ভীমার্জ্জুন প্রভৃতি অক্ষবিজিত ভ্রাতৃগণ রোষে অধীর হইয়া উঠিল, কিন্তু ধর্ম্মপ্রাণ যুধিষ্ঠির তাহাদিগকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। অসহায়া দ্রৌপদী স্বামীগণকে নিরুত্তর দর্শন করিয়া সভাস্থ ব্যক্তিবর্গকে সম্বোধন পূর্ব্বক বিবিধ করুণবাক্যে এই অন্যায় কার্য্যের প্রতিরোধ করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিলে ভীষ্ম দ্রোণাদি সভ্যগণ আপনাদের অক্ষমতা জানাইয়া কেবল অধোমুখে রহিলেন। কর্ণ প্রভৃতি অসাধুগণ তখন নানাবিধ উপহাস সূচক বাক্য প্রয়োগ দ্বারা দ্রৌপদীকে মর্ম্মাহত করিতে লাগিল। পাপাত্মা দুর্য্যোধন আপনার উরুস্থলের বস্ত্র উত্তোলন করিয়া দ্রৌপদীকে নানাবিধ পরিহাস সূচক সম্বোধন করিতে লাগিল। তাহার অন্যান্য ভ্রাতৃগণও বিবিধ কটূক্তি দ্বারা আপনাদের হৃদয় হীনতার পরিচয় প্রদান করিল। দ্রৌপদী দুর্বৃত্তগণের বাক্যে নিতান্ত অপমানিতা হইয়া এবং স্বামীগণকে সাহায্য প্রদানে পরাঙ্মুখ দেখিয়া করুণ বিলাপে সভ্যগণের হৃদয় আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিলেন। চারিদিকে হাহাকার উত্থিত হইল। পাপিষ্ঠ দুঃশাসন অসহায়া পাঞ্চালীর বস্ত্র আকর্ষণ করিতে লাগিল। তখন ধর্ম্মপ্রাণা সতী দ্রৌপদী আপনার সমূহ বিপদ উপস্থিত দেখিয়া অসহায়ের সহায় অনাথবান্ধব ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণকে আর্ত্তস্বরে ডাকিতে লাগিলেন। তাঁহারকাতর আহ্বানে বিপদ ভঞ্জন ভক্তবৎসল শ্রীহরি আসিয়া সতীকে সেই বিপদ হইতে উদ্ধার করিলেন। সতীর মাহাত্ম্য চতুর্দ্দিকে ঘোষিত হইতে লাগিল ; ধর্ম্মের জয় হইল। (মহাভারত সভাপর্ব্ব দ্রষ্টব্য।

অন্বয়।—সঞ্জয়ঃ উবাচ (কথয়ামাস) বাসুদেবঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) অর্জ্জুনং ইতি উক্ত্বা (কথয়িত্বা) ভূয়ঃ (পুনঃ) তথা (পূর্ব্বোক্তং) স্বকং (আত্মীয়ং) রূপং দর্শয়ামাস, মহাত্মা (পরমকারুণিকঃ) সৌম্যবপুঃ (শান্তমূর্ত্তিঃ) ভূত্বা ভীতং (সভয়ং) এনং (অর্জ্জুনং) পুনঃ আশ্বাসয়ামাস (আশ্বাসিতবান্) চ ॥ ৫০ ॥

প্রতিশব্দ।—সঞ্জয় বলিলেন, শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে ইহা বলিয়া পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ স্বীয় চতুর্ভুজরূপ প্রদর্শন-করিয়াছিলেন, এবং পরম-কারুণিক [ভগবান্] শান্তমূর্ত্তি হইয়া ভীতিযুক্ত অর্জ্জুনকে পুনর্ব্বার আশ্বাস-প্রদান-করিয়াছিলেন ॥ ৫০ ॥

ব্যাখ্যা।—সঞ্জয় বলিলেন, বাসুদেব এইরূপ বলিয়া অর্জ্জুনকে আপনার চতুর্ভূজ শ্যামসুন্দর মূর্ত্তি প্রদর্শন করিলেন। এবং ভক্ত বৎসল শ্রীহরি শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিয়া ভীত অর্জ্জুনকে মিষ্টবাক্যে আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন ॥ ৫০ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—ইত্যর্জুনমিতি। ইত্যেবমর্জুনং প্রতি বাসুদেবস্তথাভূতং বচনং উক্ত্বা স্বকং বসুদেবগৃহে জাতং রূপং দর্শয়ামাস দর্শিতবান্ ভূয়ঃ পুনরাশ্বাসয়ামাস চাশ্বাসিতবান্ ভীতমেনং ভূত্বা পুনঃ সৌম্যবপুঃ প্রসন্নদেহো মহাত্মা ॥ ৫০ ॥

আনন্দগিরি।—প্রত্যক্ষযোগ্যত্বং তদিদং বৃত্তম্ রাজ্ঞে সূতো নিবেদিতবানিত্যাহ সঞ্জয় ইতি। তথাভূতং বচনম্ ময়া প্রসন্নেনেত্যাদি চতুর্ভুজং রূপম্ কিং তস্য রূপস্য পরিচিত পূর্ব্বস্য প্রদর্শনেন প্রসন্নদেহত্বেন চার্জ্জুনং প্রত্যাশ্বাসনম্ ভগবতো যুক্তমিত্যত্র হেতুমাহ মহাত্মেতি ॥ ৫০ ॥

রামানুজ।—এবং পাণ্ডুতনয়ং বসুদেবসূনুরুক্ত্বা ভূয়ঃ স্বকীয়মেব চতুর্ভুজরূপং দর্শয়ামাস অপরিচিত স্বরূপদর্শনেন ভীতমেনং পুনরপি পরিচিতসৌম্যবপুর্ভূত্বাশ্বাসয়ামাস সচ মহাত্মা সত্যসঙ্কল্পঃ অস্য সর্ব্বেশ্বরস্য পরমপুরুষস্য পরস্য ব্রহ্মণো জগদুপকৃতিমর্ত্ত্যস্য বসুদেব সূনো শ্চতুর্ভুজমেব স্বকীয়ং রূপং কংসাদ্ভীত বসুদেব প্রার্থনেন আকংসবধাৎ পূর্ব্বং ভুজদ্বয়মুপসংহৃতং পশ্চাদাবিষ্কৃতং চ "জাতোঽসি দেব দেবেশ শঙ্খচক্রগদাধর। দিব্যং রূপমিদং দেব প্রসাদেনোপসংহর" ইতি হি প্রার্থিতং শিশুপালস্যাপি দ্বিষতোঽনবরত ভাবনাবিষয়ং চতুর্ভুজমেব বসুদেবসূনোঃ রূপং উদারপীবরচতুর্ব্বাহুং শঙ্খচক্রগদাধরমিতি অতঃ পার্থেনাত্র তেনৈব রূপেণ চতুর্ভুজেনেত্যুচ্যতে ॥ ৫০ ॥

হনুমান্।—সঞ্জয়উবাচ ॥ ৫০ ॥

শ্রীধর।—এবমুক্ত্বা প্রাক্তনমেব রূপং দর্শিতবানিতি সঞ্জয় উবাচ ইতীতি। বাসুদেবো-

হর্জ্জুনমিত্যুক্ত্বা যথা পূর্ব্বমাসীত্তথৈব কিরীটগদাদিযুক্তং চতুর্ভুজং স্বীয়ং রূপং পুনর্দ্দর্শয়ামাস, এনমর্জ্জুনং ভীতমেবং প্রসন্নবপুর্ভূত্বা পুনরপ্যাশ্বাসিতবান্ মহাত্মা বিশ্বরূপঃ কৃপালুরিতি বা ॥ ৫০ ॥

বলদেব।—ততো যদভূত্তৎ সঞ্জয় উবাচ ইত্যর্জ্জুনমিতি। বাসুদেবোঽর্জ্জুনং প্রতি পূর্ব্বোক্তমুক্ত্বা যথা সংকল্পেনৈব সহস্রশিরস্কং রূপং দর্শিতবান্ তথৈব স্বকং নীলোৎপলশ্যামলত্বাদিগুণকং দেবকীপুত্রলক্ষণং চতুর্ভুজং রূপং দর্শয়ামাস। এবং সৌম্যবপুঃ সুন্দরবিগ্রহো ভূত্বা ভীতমেনমর্জ্জুনং পুনরাশ্বাসয়ামাস। মহাত্মা উদারমনাঃ ॥ ৫০ ॥

মধুসূদন।—বাসুদেবোঽর্জ্জুনমিতি প্রাগুক্তমুক্ত্বা যথাপূর্ব্বদাসীত্তদা স্বকং রূপং কিরীটমকরকুণ্ডলগদাচক্রাদিযুক্তং চতুর্ভুজং শ্রীবৎসকৌস্তভবনমালপীতাম্বরাদিশোভিতং দর্শয়ামাস, ভূয়ঃ পুনঃ আশ্বাসয়ামাস চ ভীতমেনমর্জ্জুনং ভূত্বা পূর্ব্ববৎ সৌম্যবপুরনুগ্রশরীরঃ মহাত্মা পরমকারুণিকঃ সর্ব্বেশ্বরঃ সর্ব্বজ্ঞ ইত্যাদি কল্যাণগুণাকরঃ ॥ ৫০ ॥

নীলকণ্ঠ।—সঞ্জয় উবাচ ইতীতি। বাসুদেবং অর্জ্জুনং প্রতি পূর্ব্বোক্তরীত্যা উক্ত্বা যথা পূর্ব্বমাসী ত্তথা স্বকং মানুষং রূপং ভূয়ঃ পুনঃ দর্শয়ামাস যদর্জ্জুনেন প্রার্থিতং চতুর্ভুজং ধারণাবিষয়ং রূপং তদপি তিরোদধে ইত্যর্থঃ তথা মহাত্মা ব্যাপকোঽপি সন্ সৌম্যবপুরনুগ্রদেহীভূত্বা ভীতং এনং আশ্বাসয়ামাস চ ॥ ৫০ ॥

বিশ্বনাথ।—যথাস্বাংশস্য মহোগ্ররূপং দর্শয়ামাস তথামহামধুরং স্বকং রূপং চতুর্ভুজং কিরীটগদাচক্রাদিযুক্তং তৎ প্রার্থিতং মধুরৈশ্বর্য্যময়ং ভূয়ো দর্শয়ামাস। ততঃ পুনঃ স মহাত্মা সৌম্যবপুঃ কটককুণ্ডলোষ্ণীষপাতাম্বরধরো দ্বিভুজো ভূত্বা ভীতমেনমাশ্বাসয়ামাস ॥ ৫০ ॥

তাৎপর্য্য।—অতঃপর কি ঘটিল, ধার্ম্মিকোত্তম সঞ্জয় তাহারই বর্ণনা করিতেছেন। শ্রীভগবান্ পূর্ব্বকথিত রূপে অর্জ্জুনের ভয়াপনোদন করিয়া ও তাঁহাকে প্রসন্ন আশ্বস্ত ও বিনোদিত করিয়া নিজরূপ পরিগ্রহ:করিলেন। তিনি শঙ্খচক্রগদাপদ্ম পরিশোভিত চতুর্ভুজ ধারণ করিলেন, কিরীট কুণ্ডলাদিতে বিভূষিত হইলেন; পবিত্র মাল্যানুলেপনাদিতে তাঁহার কলেবর সুশোভিত হইল, শ্রীবৎসাদি (১৪১৫ পৃষ্ঠার টীপ্পনী দ্রষ্টব্য) দিব্যচিহ্ন সমূহ তাঁহার দেহে প্রকটিত হইল; এবং তিনি যে রূপে কংস কারাগারে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, যে রূপ দর্শনে ভীত বসুদেব তাঁহাকে মানবরূপ ধারণ করিবার নিমিত্ত প্রার্থনা করিয়া ছিলেন, এবং যে রূপ অর্জ্জুন সময়ে সময়ে দেখিয়া থাকেন, সেই প্রার্থিত দিব্যকলেবর তিনি পরিগ্রহ করিলেন। এই মনোহর শ্যামসুন্দর কলেবর ধারণ করিয়া সেই বিশ্বেশ্বর সর্ব্বভূতাত্মা মহাপুরুষ পুনরায় অর্জ্জুনকে ভীতি পরিহার পূর্ব্বক প্রসন্ন হইবার নিমিত্ত আশ্বাস প্রদান করিলেন।

শ্রীভগবানের যে রূপ অর্জ্জুন এতক্ষণ দর্শন করিতেছিলেন, তাহা একে ঘোরতর ভয়াবহ; তাহাতে আবার চিরাপরিচিত অপূর্ব্বদৃষ্ট। পরিচিত প্রেমোদ্দীপক সুরম্য রূপ দর্শনের জন্য ভগবান্ প্রার্থিত হইয়া ছিলেন। তাঁহার প্রার্থনানুসারে শ্রীভগবান্ মোহনরূপ ধারণ করিলেন, এবং তাঁহাকে ভয়বিহীন হইবার নিমিত্ত আশ্বাসিত করিলেন ॥ ৫০ ॥

—(:০:)—

অর্জ্জুন উবাচ।

দৃষ্ট্বেদং মানুষং রূপং তব সৌম্যং জনার্দ্দন ! ।
ইদানীমস্মি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ ॥ ৫১ ॥

অন্বয়।—অর্জ্জুনঃ উবাচ (কথয়ামাস) হে জনার্দ্দন ! তব ইদং সৌম্যং (সুন্দরং) মানুষং রূপং দৃষ্ট্বা ইদানীং (অধুনা) অহং সচেতাঃ (স্থিরচিত্তঃ) সংবৃত্তঃ (সংপ্রাপ্তঃ) অস্মি (ভবামি) প্রকৃতিং (স্বাস্থ্যং) গতঃ (প্রাপ্তঃ) ॥ ৫১ ॥

প্রতিশব্দ।—অর্জ্জুন বলিলেন, হে জনার্দ্দন ! আপনার এই সুন্দর মানব রূপকে দর্শন করিয়া এক্ষণে স্থিরচিত্ত সম্প্রাপ্ত হইলাম, স্বাস্থ্যকে লাভ-করিলাম ৫১ ॥

ব্যাখ্যা।—অর্জ্জুন বলিলেন, হে জনার্দ্দন ! আপনার এই সৌম্য মানবরূপ দর্শন করিয়া এক্ষণে আমার চিত্ত স্থির হইল, এবং আমি প্রকৃতিস্থ হইলাম ॥ ৫১ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—দৃষ্ট্বেদমিতি। দৃষ্টেদং মানুষং রূপং মৎসখং প্রসন্নং তব সৌম্যং জনার্দ্দনেত্যর্দ্দতের্গতিকর্ম্মণোঽসুরাণাং দেবপ্রতিপক্ষজনানাং প্রাণবিয়োগজনরকাদ্যর্থপ্রয়োজনং গময়িতৃত্বাৎ সর্ব্বৈর্জনৈর্যাচ্যত ইতি অভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সপুরুষার্থায় বা জনার্দ্দনঃ। ইদানীমধুনাস্মি সংবৃত্তঃ সংজাতঃ কিং সচেতাঃ প্রসন্নচিত্তঃ প্রকৃতিং স্বভাবং গতশ্চাস্মি ॥ ৫১ ॥

আনন্দগিরি।—এবং ভগবদাশ্বাসিতঃ সন্নর্জ্জুনস্তং প্রত্যুক্তবানিত্যাহ অর্জ্জুন ইতি ॥৫১॥

রামানুজ।—অনবধিকাতিশয়সৌন্দর্য্য সৌকুমার্য্যলাবণ্যাদিযুতং তবৈবাসাধারণং মনুষ্যত্বসংস্থানসংস্থিতমিতি সৌম্যমিদং তব রূপং দৃষ্ট্বা সচেতাঃ সংবৃত্তোঽস্মি প্রকৃতিং গতশ্চ ॥৫১॥

হনুমান্।—অর্জ্জুন উবাচ। ইদং পরমং পর প্রাপ্তিকারণং ॥ ৫১ ॥

শ্রীধর ।—ততোনির্ভয়ঃ সন্নর্জ্জুন উবাচ দৃষ্ট্বেদমিতি। সচেতাঃ প্রসন্নচিত্ত ইদানীং সংবৃত্তোজাতোঽস্মি প্রকৃতিঃ স্বাস্থ্যঞ্চ প্রাপ্তোঽস্মি শেষং স্পষ্টং ॥ ৫১ ॥

বলদেব ।—ততো নির্ব্যথঃ প্রসন্নমনাঃ সন্নর্জ্জুন উবাচ দৃষ্ট্বেদমিতি। হে জনার্দ্দন তবেদং সৌম্যং মনোজ্ঞং চতুর্ভুজং রূপং দৃষ্ট্বাহমিদানীং সচেতাঃ প্রসন্নচিত্তঃ প্রকৃতিং ব্যথাত্যভাবেন স্বাস্থ্যঞ্চ গতঃ সংবৃত্তো জাতোঽস্মি। কীদৃশং রূপমিত্যাহ মানুষমিতি। চৈতন্যানন্দবিগ্রহঃ কৃষ্ণো বক্ষ্যমাণশ্রুতিস্মৃতিভ্যঃস হি যদুষু পাণ্ডবেষু চ দ্বিভুজঃ কদাচিচ্চতুর্ভুজশ্চ ক্রীড়তি। তদুভয়রূপস্যাস্য মানুষবৎ সংস্থানাচ্চেষ্টিতাচ্চ মানুষভাবেনৈব ব্যপদেশ ইতি প্রাগভাষি ॥ ৫১ ॥

মধুসূদন ।—ততোনির্ভয়ঃ সন্ ইদানীং সচেতাঃ ভয়কৃতব্যামোহাভাবেনাব্যাকুলচিত্তঃ সংবৃত্তোঽস্মি তথা প্রকৃতিং ভয়কৃতব্যথারাহিত্যেন স্বাস্থ্যং গতোঽস্মি স্পষ্টমন্যৎ ॥ ৫১ ॥

নীলকণ্ঠ ।—ততো নির্ভয়ঃ সন্নর্জ্জুন উবাচ দৃষ্ট্বেতি। সচেতাঃ অব্যাকুলঃ প্রকৃতিং গতঃ স্বাস্থ্যং প্রাপ্তঃ সংবৃত্তো জাতোঽস্মি ॥ ৫১ ॥

বিশ্বনাথ ।—ততশ্চ মহামধুরমূর্ত্তি কৃষ্ণমালক্যানন্দসিন্ধুস্নাতঃসন্নাহ। ইদানীমেবাহং সচেতাঃ সংবৃত্তঃ সচেতা অভূবং প্রকৃতিং গতঃ স্বাস্থ্যং প্রাপ্তোঽস্মি ॥ ৫১ ॥

তাৎপর্য্য ।—অতঃপর অর্জ্জুন সর্ব্বপ্রকার ভয় ব্যাকুলতা ও চিত্তবিকার পরিশূন্য হইয়া সানন্দে চিরপরিচিত ভগবদ্রূপ দর্শন করিতে করিতে বলিলেন; হে জনার্দ্দন! (১৮৩০ পৃষ্ঠার তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য) তোমার পরিগৃহীত এই ভুবনমোহন পরম রমণীয় প্রসন্ন মদভিলষিত রূপ সন্দর্শনে আমি অধুনা পরম পরিতোষ অনুভব করিতেছি। আমার চিত্তের যাবতীয় বিকলতা অপগত হইয়াছে; এবং পূর্ব্বে তোমার অত্যুগ্র মূর্ত্তি দর্শনে যে হৃৎকম্প অঙ্গ বৈকল্যাদি জন্মিয়াছিল তৎসমস্ত তিরোহিত হইয়াছে। আমি এক্ষণে স্বাস্থ্য সুখ অনুভব করিয়া সম্পূর্ণ রূপ প্রকৃতিস্থ হইয়াছি।

চৈতন্যানন্দ বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ কখন বা দ্বিভুজ কখন বা চতুর্ভুজরূপে যাদব ও পাণ্ডবগণের সহিত প্রেমানন্দে ক্রীড়া কৌতুকে প্রবৃত্ত থাকিতেন। তদুভয় রূপেই তিনি মনুষ্যবৎ ক্রিয়া কর্ম্ম সম্পাদন করিতেন, এবং মানুষের ন্যায় ভাবাপন্ন হইয়া আনন্দোৎসবে প্রবৃত্ত থাকিতেন। এজন্যই এস্থলে তাঁহার চতুর্ভুজ মূর্ত্তিকেও মানুষরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে ॥ ৫১ ॥

——(০)——

শ্রীভগবানুবাচ।

সুদুর্দর্শমিদং রূপং দৃষ্টবানসি যন্মম।
দেবা অপ্যস্য রূপস্য নিত্যং দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ ॥ ৫২ ॥

অন্বয়।—শ্রীভগবান্ উবাচ (কথয়ামাস) মম ইদং সুদুর্দ্দর্শং (অতিদুর্লক্ষ্যং) যৎ রূপং অসি (ত্বং) দৃষ্টবান্ দেবা অপি অস্য রূপস্য (বিশ্বরূপস্য) নিত্যং (সর্ব্বদা) দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ (দর্শনপ্রয়াসিনঃ) [ভবন্তি] ॥ ৫২ ॥

প্রতিশব্দ।—শ্রীভগবান্ বলিলেন, আমার এই দুর্দ্দর্শনীয় যে রূপকে তুমি দর্শন-করিলে দেবগণও এই বিশ্বরূপের সর্ব্বদা দর্শন-প্রয়াসী [হয়] ॥ ৫২ ॥

ব্যাখ্যা।—ভগবান্ বলিলেন, হে অর্জ্জুন! তুমি আমার এই অতি দুর্দ্দর্শ যে রূপ সন্দর্শন করিলে, দেবগণও সর্ব্বদা এই রূপ দেখিবার অভিলাষ করে ॥ ৫২ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—সুদুর্দর্শমিতি। সুদুর্দর্শং সুষ্ঠু দুঃখেন দর্শনমস্যেতি সুদুর্দর্শমিদং রূপং দৃষ্টবানসি যন্মম দেবাদয়োঽপ্যস্য মম রূপস্য নিত্যং সর্ব্বদা দর্শনকাঙ্ক্ষিণোদর্শনেপ্সবোঽপি ন ত্বমিব দৃষ্টবন্তো ন দ্রক্ষ্যন্তি চেত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৫২ ॥

আনন্দগিরি।—উপাস্যত্বায় বিশ্বরূপং স্তোতুং ভগবদুক্তিং উত্থাপয়তি ভগবানিতি। ত্বদ্ব্যতিরিক্তানামিদং রূপং দ্রষ্টুমশক্য মিত্যেতদ্বিশদয়তি দেবাদয় ইতি ॥ ৫২ ॥

রামানুজ।—মমেদং সর্ব্বস্য প্রশাসনেঽবস্থিতং সর্ব্বাশ্রয়ং সর্ব্বকারণভূতং রূপং যৎ দৃষ্টবানসি তৎ সুদুর্দর্শনং নকেনাপি দ্রষ্টুং শক্যম্ অস্য রূপস্য দেবা অপি নিত্যং দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ ন তুদৃষ্টবন্তঃ ॥ ৫২ ॥

হনুমান্।—শ্রীভগবানুবাচ ॥ ৫২ । ৫৩ । ৫৪ ॥

শ্রীধর।—স্বকৃতস্যানুগ্রহস্যাতিদুর্লভত্বং দর্শয়ন্ শ্রীভগবানুবাচ সুদুর্দর্শমিতি। যন্মম বিশ্বরূপং দৃষ্টবানসি ইদং সুদুর্দর্শমত্যন্তং দ্রষ্টুমশক্যং অতোদেবা অপ্যস্য রূপস্য নিত্যং সর্ব্বদা দর্শনমিচ্ছন্তি কেবলং ন পুনরিদং পশ্যন্তি ॥ ৫২ ॥

বলদেব।—ময়া প্রদর্শিতং ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈরিত্যাদিনা শ্লাঘিতঞ্চ সহস্রশিরস্কং মদ্রূপং শ্রদ্দধানো মৎপ্রিয়সখোঽর্জ্জুনো মনুষ্যভাবভাবিতে শ্রীকৃষ্ণে ময়ি কদাচিদ্বিশ্লথভাবো মাভূদিতি ভাবেন স্বকরূপস্য পরমপুরুষার্থতামুপদিশতি সুদুর্দ্দর্শমিতি। সহস্রশিরস্কং মদ্রূপং দুর্দ্দর্শমেব।

ইদঞ্চ মম কৃষ্ণরূপং সুদুর্দ্দর্শং নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্যেত্যুক্তেঃ যত্ত্বং সুচিরাদ্দৃষ্টবানসি কথমেবং প্রত্যেমীতি চেত্তত্রাহ দেবা অপ্যস্যেতি। এতচ্চ দশমাদৌ গর্ভস্তুত্যাদিনা প্রসিদ্ধমেব ॥ ৫২ ॥

মধুসূদন ।—স্বকৃতস্যানুগ্রহস্যাতিদুর্লভত্বং দর্শয়ন্ চতুর্ভিঃ শ্রীভগবানুবাচ। মম যদ্রূপমিদানীং ত্বং দৃষ্টবানসি ইদং বিশ্বরূপং সুদুর্দর্শং অত্যন্তং দ্রষ্টুমশক্যং, যতোদেবা অপ্যস্য রূপস্য নিত্যং সর্ব্বদা দর্শনকাঙ্ক্ষিণোন তু ত্বমিব পূর্ব্বং দৃষ্টবন্তোন বাহগ্রে দ্রক্ষ্যন্তীত্যভিপ্রায়ঃ দর্শনাকাঙ্ক্ষায়া নিত্যত্বোক্তেঃ ॥ ৫২ ॥

নীলকণ্ঠ ।—অস্য বিশ্বরূপদর্শনস্য দৌর্লভ্যং দর্শয়ন্ শ্রীভগবানুবাচ সুদুর্দর্শমিতি। দর্শনাকাঙ্ক্ষিণঃ দর্শনং কাঙ্ক্ষন্তে এব নতু লভন্তে ॥ ৫২ ॥

বিশ্বনাথ ।—দর্শিতস্য স্বরূপস্য মাহাত্ম্যমাহ সুদুর্দ্দর্শ মিতি ত্রিভিঃ। দেবতা অপ্যস্য দর্শনাকাঙ্ক্ষিণঃ এব নতু দর্শনং লভন্তে। ত্বন্তু নৈবেদমপি স্পৃহয়সি মন্মূলস্বরূপনরাকার মহামাধুর্য্যনিত্যাস্বাদিনে ত্বচ্চক্ষুষে কথমেতদ্রোচতাং অতএব ময়াদিব্যং দদামি তে চক্ষুরিতি দিব্যং চক্ষুর্দত্তং কিন্তু দিব্যচক্ষুরিব দিব্যং মনো ন দত্তং অতএব দিব্যচক্ষুষাপি ত্বয়া ন সম্যক্‌তয়ারোচিতং মন্মানুষরূপমহামাধুর্য্যৈকগ্রাহিমনস্কত্বাৎ যদি দিব্যং মনোহপি তুভ্যমদাস্যং তদাদেবলোকইব ভবানপ্যেতদ্বিশ্বরূপপুরুষস্বরূপমরোচয়িষ্যদেবেতি ভাবঃ ॥ ৫২ ॥

তাৎপর্য্য ।—অর্জ্জুনকে পুনরায় ভীতিশূন্য প্রসন্ন চিত্ত এবং প্রকৃতিস্থ দর্শন করিয়া শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনের অসুলভ সৌভাগ্যের কথা কীর্ত্তন করিবার অভিপ্রায়ে প্রেমগদগদস্বরে কহিতেছেন, হে ধনঞ্জয়! তুমি অচির কাল পূর্ব্বে আমার যে ভীষণ রূপ সন্দর্শন করিয়াছ, তাহা অতিক্লেশে বহু আয়াসে এবং বিপুলসাধনা বলেও দর্শনীয় নহে। আমি তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, দান, যজ্ঞ, ধর্ম্ম, ব্রত, তপস্যা প্রভৃতির অনুষ্ঠান ফলেও আমার সে রূপ কেহই দর্শন করিতে সক্ষম হন না। আমি পুনরায় তোমাকে বলিতেছি যে, দেবতারাও আমার সেই রূপ দর্শনের নিমিত্ত নিত্য আকাঙ্ক্ষিত। তোমার প্রেমে বদ্ধ হইয়া, তোমার ভক্তিতে বিগলিত হইয়া এবং তোমার প্রার্থনায় অনুরুদ্ধ হইয়া আমি তোমাকে যে রূপ দেখাইয়াছি, তাহা পরম পুণ্যশীল স্বর্গলোকবাসী অশেষ শক্তি সম্পন্ন দেবতাগণের ভাগ্যেও কদাচিৎ দর্শন ঘটে। তুমি যে ইহা দেখিতে পাইলে, তাহা তোমার অপরিসীম সুকৃতি ও সৌভাগ্যের পরিচায়ক।

দেবতারা শ্রীভগবানের সহস্রশীর্ষ সহস্রপাদাদি সংযুক্ত বিশ্বরূপ দর্শনে অর্জ্জুনের ন্যায় ভয়ব্যাকুল হন না। তাঁহারা তাদৃশ রূপ দর্শনে প্রসন্ন মনে শ্রীভগবানের স্তুতিপাঠ করিয়া পূর্ণানন্দ উপভোগ করেন। কিন্তু

অর্জ্জুন তদ্দর্শনে ভয়াকুল ও নিরতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছিলেন। এরূপ ঘটিবার কারণ এই যে, তিনি ভগবদনুগ্রহে দিব্য চক্ষু লাভ করিয়াছিলেন মাত্র, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দেবতা গণের ন্যায় দিব্য মন প্রাপ্ত হন নাই। দিব্য চক্ষুদ্বারা তিনি বিশ্বরূপ দর্শনে অধিকারী হইয়া ছিলেন সত্য, কিন্তু দিব্যমন না থাকায় তাঁহার চিত্ত দেবতাগণের ন্যায় প্রসন্ন হয় নাই। সুতরাং যে রূপ দর্শনের নিমিত্ত দেবতাগণ নিত্য আকাঙ্ক্ষিত অর্থাৎ সর্ব্বদা অভিলাষী, সে রূপ দর্শনে অর্জ্জুন ভীত হইয়া ভগবানকে তাহা উপসংহার করিবার নিমিত্ত সাগ্রহে অনুরোধ করিয়াছিলেন। "দেবতারা নিত্য এইরূপ দর্শন করিবার আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকেন" এই উক্তি দ্বারা এরূপ প্রমাণ হইতেছে না যে, তাহারা নিত্যই এইরূপ দর্শন লাভ করিতে সক্ষম হন। অতএব ইহা এতই সুদুর্দ্দর্শ যে, দেবতারা নিত্য আকাঙ্ক্ষা সত্বেও কদাচিৎ ইহার দর্শন পান কিনা সন্দেহ ॥ ৫২ ॥

* * *

নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া।
শক্য এবম্বিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি যন্মম ॥ ৫৩ ॥

অন্বয়।—অসি (ত্বং) যথা মাং দৃষ্টবান্ এবম্বিধঃ (এতাদৃশরূপঃ) অহং বেদৈঃ (বেদাধ্যয়নৈঃ) ন, তপসা (চান্দ্রায়ণাদিনা) ন, দানেন (গোভূমিস্বর্ণাদিপ্রদানেন) ন, ইজ্যয়া (যজ্ঞেন) চ ন দ্রষ্টুং শক্যঃ ॥ ৫৩ ॥

প্রতিশব্দ।—তুমি যেরূপ আমাকে দেখিয়াছ, এইপ্রকার আমি বেদাধ্যয়ন-দ্বারা নয়, তপস্যা-দ্বারা নয়, দানের-দ্বারা নয়, এবং যজ্ঞের-দ্বারা দর্শন-নিমিত্ত শক্য নয় ॥ ৫৩ ॥

ব্যাখ্যা।—তুমি আমার যে অপূর্ব্বরূপ দর্শন করিলে, আমার এই রূপ কেবল বেদাধ্যয়ন, উগ্রতপস্যা, দান অথবা যজ্ঞানুষ্ঠান প্রভৃতি কর্ম্মসমূহ দ্বারা কেহ দর্শন করিতে সমর্থ হয় না ॥ ৫৩ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—কস্মাৎ নাহমিতি। নাহং বেদৈঃ ঋগ্‌যজুঃসামাথর্ব্ববেদৈশ্চতুর্ভিরপি ন তপসোগ্রেণ চান্দ্রায়ণাদিনা ন দানেন গোভূহিরণ্যাদিনা ন চেজ্যয়া যজ্ঞেন পূজয়া বা শক্যঃ এবম্বিধোযথাদর্শিত প্রকারোদ্রষ্টুমন্যৈরশক্যোদৃষ্টবানসি মাং যথা ত্বং ॥ ৫৩ ॥

আনন্দগিরি।—দর্শনোপায়াভাবাৎ দুর্দর্শত্বমিতি শঙ্কতে কস্মাদিতি। বেদাদিষূপায়েষু সৎস্বপি ভগবানুক্তরূপো ন শক্যো দ্রষ্টুমিত্যাহ নাহমিতি। তর্হি দর্শনাযোগ্যত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ দৃষ্টবানিতি ॥ ৫৩ ॥

রামানুজ।—কুতঃ বেদৈরধ্যাপনপ্রবচনাধ্যয়ন শ্রবণজপবিষয়ৈর্যাগ দানহোমতপোভিশ্চ মদ্ভক্তিরহিতৈঃ কেবলৈ র্যথাবদবস্থিতোহহং দ্রষ্টুং নশক্যঃ অনন্যয়া তু ভক্ত্যা তত্ত্বতঃ শাস্ত্রৈর্জ্ঞাতুং তত্ত্বতঃ সাক্ষাৎকর্ত্তুং তত্ত্বতঃ প্রবেষ্টুং চ শক্যঃ। তথা চ শ্রুতিঃ “নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো নমেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য স্তস্যৈব আত্মা বিবৃণুতে তনূংস্বাম্” ইতি ॥ ৫৩। ৫৪ ॥

শ্রীধর।—তত্র হেতুমাহ নাহমিতি। স্পষ্টার্থঃ ॥ ৫৩ ॥

বলদেব।—সুদুর্ল্লভতামাহ নাহমিতি। এবম্বিধো দেবকীসূনুশ্চতুর্ভুজস্ত্বৎসখোহহং বেদাদিভিরপি সাধনৈঃ কেনাপি পুংসা ভক্তিশূন্যেন দ্রষ্টুং ন শক্যঃ যথা ত্বং মাং দৃষ্টবানসি ॥ ৫৩ ॥

মধুসূদন।—কস্মাদ্দেবা এতদ্রূপং ন বা দ্রক্ষ্যন্তি মদ্ভক্তিশূন্যত্বাদিত্যাহ। ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈরিত্যাদিনা গতার্থঃ শ্লোকঃ পরমদুর্লভত্বখ্যাপনায় পুনরভ্যস্তঃ ॥ ৫৩ ॥

নীলকণ্ঠ।—নাহমিতি।—নবেদযজ্ঞাধ্যয়নৈরিত্যনেনোক্ত এবার্থ পুনরুচ্যতে বিশ্বরূপ দর্শনস্যাতিদৌর্লভ্যসূচনায় স্পষ্টার্থশ্চ শ্লোকঃ ॥ ৫৩ ॥

বিশ্বনাথ।—কিঞ্চযুষ্মদ্‌স্পৃহণীয়মপ্যেতৎ স্বরূপ মন্যে পুরুষার্থসারত্বেন যে স্পৃহয়ন্তি তৈর্বেদাধ্যয়নাদিভিরপি সাধনৈরেতজ্‌জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চশক্যমেবেতি প্রতীহীত্যাহ নাহমিতি ॥ ৫৩ ॥

তাৎপর্য্য।—শ্রীভগবান্ পূর্ব্ব শ্লোকে স্বকীয় বিশ্বরূপ সুদুর্দর্শন এবং দেবতারাও তদ্দর্শনার্থ নিত্য আকাঙ্ক্ষিত, এই রূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন। এক্ষণে সেই ভাব অধিকতর সমর্থিত করিবার মানসে এই শ্লোকের অবতারণা করিয়াছেন। তিনি বলিলেন, ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব্ব, এই বেদ চতুষ্টয়ের আলোচনায় মানবের জ্ঞান নয়ন উন্মীলিত হইয়া থাকে, এবং সার ও অসার উভয়ের পার্থক্য প্রণিধান করিবার শক্তি উপজাত হয়। কিন্তু তৎপ্রভাবেও মদীয় বিশ্বরূপদর্শনের শক্তি সঞ্জাত হয় না। অত্যুগ্র তপস্যা, কঠোর শরীরেন্দ্রিয় শোষণ দ্বারা চিত্ত বৃত্তির যথেষ্ট সংযম হয়, এবং দেবগণের কৃপা লাভ করিতেও পারা যায়। কিন্তু

তদুপায়েও বিশ্বরূপ দর্শনে অধিকার জন্মে না। গো রত্নাদি দানে অশেষ পুণ্য সঞ্চিত হয়; এবং তিথি বিশেষ বা ঘটনা বিশেষ উপলক্ষে বিশেষ বিশেষ দান দ্বারা পারলৌকিক সাতিশয় শুভফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু তাহাতেও মদীয় বিশ্বরূপ দর্শনের অধিকার জন্মে না। বিহিত বিধানে যজ্ঞানুষ্ঠান বা পূজা অর্চ্চনাদি দ্বারা অনেক পুণ্য লাভ ও সদ্গতি ঘটিয়া থাকে। কিন্তু তাহাতেও আমার বিশ্বরূপ দর্শন লাভের উপায় হয় না। হে অর্জ্জুন! তুমি আমার যে রূপ দর্শন করিয়াছ, তাহা কোনরূপ অনুষ্ঠান বা ক্রিয়ামার্গের অনুসরণ ক্রমে কেহই দেখিতে সমর্থ হন না। কেবল ভক্তি রূপ পরম ধনের দ্বারা যাঁহার হৃদয় ভাণ্ডার পরিপূর্ণ হইয়াছে, সম্পূর্ণ বিশ্বাসের অত্যুজ্জ্বল আলোকে যাঁহার অন্তরের অন্ধকার নিঃশেষে অপগত হইয়াছে, সেই সাধু শিরোমণি আমার উল্লিখিত রূপ দর্শন করিতে অধিকারী হইয়া থাকেন। হে অর্জ্জুন! পরম সুকৃতিবলেই তুমি তাহা দেখিতে পাইয়াছ, আর কাহারও তাহা দেখিতে শক্তি নাই।

শ্রীভগবান্ এই অধ্যায়ের অষ্টচত্বারিংশৎ শ্লোকেও এই ভাব পরিব্যক্ত করিয়াছেন। কিন্তু স্বকীয় বিশ্বরূপ দর্শনের সুদুর্লভত্ব প্রতিপাদনার্থ পুনরপি পূর্ব্ব কথিত বাক্যের অবতারণা করিয়াছেন। বিবিধ সৎকর্ম্মের ফলে, যজ্ঞানুষ্ঠান, তপশ্চর্য্যা ও জ্ঞানালোচনার পরিণাম স্বরূপে দেবত্ব পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু দেবত্ব প্রাপ্ত হইলেই যে বিশ্বরূপ দর্শনে অধিকার জন্মে এরূপ নহে। দেবতারাও নিত্য সেই রূপ দর্শনের নিমিত্ত আকাঙ্ক্ষিত।এই ভগবদুক্তি সমালোচ্য শ্লোক দ্বারা সমর্থিত হইল॥ ৫৩॥

——:(০):——

ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবম্বিধোঽর্জ্জুন!।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ!॥ ৫৪ ॥

অন্বয়।—হে পরন্তপ! (শত্রুতাপন!) হে অর্জ্জুন! অনন্যয়া (ঐকান্তিক্যা) ভক্ত্যা তু এবম্বিধঃ (এতাদৃশরূপধারী) অহং তত্ত্বেন (স্বরূপেণ) জ্ঞাতুং (বোদ্ধুং) দ্রষ্টুং (সাক্ষাৎকর্ত্তুং) প্রবেষ্টুং চ শক্যঃ ॥ ৫৪ ॥

প্রতিশব্দ ।—হে শত্রুতাপন ! অর্জ্জুন ! ঐকান্তিকী ভক্তি-দ্বারাই এতাদৃশরূপধারী আমি স্বরূপের-দ্বারা জ্ঞাত-হইতে, সাক্ষাৎ-করিতে, এবং আমাতে-প্রবেশ করিতে শক্য হই ॥ ৫৪ ॥

ব্যাখ্যা ।—হে পরন্তপ অর্জ্জুন ! জীব কেবল ঐকান্তিকী ভক্তি দ্বারাই বিশ্বরূপী আমাকে যথার্থ রূপে জানিতে সক্ষম হয়, প্রত্যক্ষ করিতে সক্ষম হয়, এবং আমার এই অনন্তরূপে প্রবেশ পূর্ব্বক বিলীন হইতে সমর্থ হয় ॥ ৫৪ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—কথং পুনঃ শক্য ইত্যুচ্যতে ভক্ত্যেতি। ভক্ত্যা তু কিংবিশিষ্টয়েত্যাহ অনন্যয়া অপৃথগ্‌ভূতয়া ভগবতোঽন্যত্র পৃথক ন কদাচিদপি ভবতি সা ত্বনন্যা ভক্তিঃ সর্ব্বৈরপি করণৈর্ব্বাসুদেবাদন্যন্ন লভ্যতে যয়া সানন্যা ভক্তিস্তয়া শক্যোঽহমেবংবিধোবিশ্বরূপপ্রকারো হে অর্জ্জুন ! জ্ঞাতুং শাস্ত্রতোন কেবলং জ্ঞাতুং শাস্ত্রতো দ্রষ্টুঞ্চ সাক্ষাৎ কর্ত্তুং তত্ত্বেন তত্ত্বতঃ প্রবেষ্টুঞ্চ মোক্ষঞ্চ গন্তুং পরন্তপ ! ॥ ৫৪ ॥

আনন্দগিরি ।—কেনোপায়েন তর্হি দ্রষ্টুং শক্যোভগবানিতি পৃচ্ছতি কথমিতি। শাস্ত্রীয়জ্ঞানদ্বারা তদ্দর্শনং সফলং সিধ্যতীত্যাহ উচ্যতে ইতি। ন ভক্তিমাত্রং তত্র হেতুরিতি তুশব্দার্থং স্ফুটয়তি কিমিত্যাদিনা। অনন্যভক্তিমেব ব্যনক্তি সর্ব্বৈরিতি ॥ ৫৪ ॥

শ্রীধর ।—তর্হি কেনোপায়েন দ্রষ্টুং শক্যসে তত্রাহ ভক্ত্যা ত্বিতি। অনন্যয়া মদেকনিষ্ঠয়া ভক্ত্যা তু এবং ভূতোবিশ্বরূপোঽহং তত্ত্বেন পরমার্থতোজ্ঞাতুং শক্যঃ শাস্ত্রতোদ্রষ্টুং প্রত্যক্ষতঃ প্রবেষ্টুঞ্চ তাদাত্ম্যেন শক্যো নান্যৈরুপায়ৈঃ ॥ ৫৪ ॥

বলদেব ।—অভিমতাং পরভক্তৈকদৃশ্যতাং স্ফুটয়ন্নাহ ভক্ত্যেতি। এবম্বিধো দেবকীসূনুশ্চতুর্ভুজোঽহমনন্যয়া মদেকান্তয়া ভক্ত্যা তু বেদাদিভিস্তত্ত্বতো জ্ঞাতুং শক্যঃ। দ্রষ্টুং প্রত্যক্ষং কর্ত্তুং তত্ত্বতঃ প্রবেষ্টুং সংযোক্তুং চ শক্যঃ। পুরং প্রবিশতীত্যত্র পুরসংযোগ এব প্রতীয়তে তত্র বেদো গোপালোপনিষৎ। তপো মজ্জন্মাষ্টম্যেকাদশ্যাদ্যুপোষণং। দানং মদ্ভক্তসম্প্রদানকং স্বভোগ্যানামর্পণং। ইজ্যা মন্মূর্ত্তিপূজা। শ্রুতিশ্চৈবমাহ। "যস্য দেবে পরা ভক্তি" রিত্যাদ্যা। তুশব্দোঽত্র ভিন্নোপক্রমার্থঃ। ন চ সুদুর্দ্দর্শমিত্যাদিত্রয়ং সহস্রশীর্ষরূপপরমিতি বাচ্যং। ইত্যর্জ্জুনমিত্যাদিদ্বয়স্য নরাকৃতিচতুর্ভুজস্বকরূপপরস্যাব্যবহিতপূর্ব্বত্বাৎ তদ্‌দ্বয়েন সহস্রশীর্ষরূপস্য ব্যবধানাচ্চ তত্র যস্য তদেকবাক্যতায়াং নাহং বেদৈরিত্যাদেঃ পৌনরুক্ত্যাপত্তেশ্চ। যুক্তদিব্যদৃষ্টিদানেন লিঙ্গেন নরাকারাচ্চতুর্ভুজাৎ সহস্রশীর্ষ্ণো দেবাকারস্যোৎকর্ষমাহ তদবিচারিতাভিধানমেব। দেবাকারস্য তস্য চতুর্ভুজনরাকারাধীনত্বাৎ তত্ত্বঞ্চ তস্য যুক্তমেব "যঃ কারণার্ণবজলে ভজতি স্ম যোগনিদ্রা"

তাদি স্মরণাৎ। ইদং নরাকৃতিকৃষ্ণরূপং সচ্চিদানন্দং সর্ব্ববেদান্তবেদ্যং বিভু সর্ব্বাবতারীতি প্রত্যেতব্যং। "সচ্চিদানন্দরূপায় কৃষ্ণায়াক্লিষ্টকারিণে। নমো বেদান্তবেদ্যায় গুরবে বুদ্ধিসাক্ষিণে॥" "কৃষ্ণো বৈ পরমং দৈবতং। একো বশী সর্ব্বগঃ কৃষ্ণ ইড্য একোঽপি সন্ বহুধা যোঽবভাতি" ইত্যাদি শ্রবণাৎ "ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ। অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণং। যত্রাবতীর্ণং কৃষ্ণাখ্যং পরং ব্রহ্ম নরাকৃতি। এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং" ইত্যাদি স্মরণাচ্চ। অত্রাপি স্বয়মেবোক্তং মত্তঃ পরতরং নান্যদিতি। অহমাদির্হি দেবানামিত্যাদি চ। অর্জ্জুনেন চ পরং ব্রহ্ম পরং ধামেত্যাদি তস্মাদতিপ্রভাবেণ সংক্রান্তে সহস্রশীর্ষ্ণি রূপে তেন সংক্রান্তৈব দৃষ্টিগ্রাহিণী যুক্তা ন ত্বতিসৌন্দর্য্যমাধুর্য্যলাবণ্যনিধিনরাকৃতিকৃষ্ণরূপানুভাবিনী দৃষ্টিস্তত্র গ্রাহিণীতি ভাবেন কৃষ্ণরূপে সহস্রশীর্ষত্ববদর্জ্জুনচক্ষুষি তাদৃগ্‌রূপগ্রাহি তেজস্ত্বমেব সংক্রমিতমিতি মন্তব্যং। ন তু যুক্ত্যাভাসলাভেন হৈতুকত্বং স্বীকার্য্যং ন চার্জ্জুনোঽপ্যন্যমনুষ্যবচ্চর্ম্মচক্ষুষ্কঃ, তস্য ভারতাদিষু নরভগবদবতারত্বেনাসকৃদুক্তেঃ। কর্ম্মোদ্ভূতয়া বিদ্যয়া সনিষ্ঠৈঃ সহস্রশিরস্কং রূপং লভ্যমিতি দুর্দ্দর্শং তৎ নরাকৃতি কৃষ্ণরূপং ত্বনন্যয়া ভক্ত্যৈবেতি সুদুর্দ্দর্শং তদুক্তং॥ ৫৪॥

মধুসূদন।—যদি বেদতপোদানেজ্যাভির্দ্রষ্টুমশক্যস্ত্বং তর্হি কেনোপায়েন দ্রষ্টুং শক্যোঽসীত্যত আহ। সাধনান্তরব্যাবৃত্ত্যর্থস্তুশব্দঃ। ভক্ত্যৈবানন্যয়া মদেকনিষ্ঠয়া নিরতিশয়প্রীত্যা এবংবিধো দিব্যরূপধরোঽহং জ্ঞাতুং শক্যঃ শাস্ত্রতো হে অর্জ্জুন! (শক্যঃ অহমিতি ছান্দসো বিসর্গলোপঃ পূর্ব্ববৎ) ন কেবলং শাস্ত্রতো জ্ঞাতুং শক্যোঽনন্যয়া ভক্ত্যা কিন্তু তত্ত্বেন দ্রষ্টুং চ স্বরূপেণ সাক্ষাৎ কর্ত্তুং চ শক্যো বেদান্তবাক্যশ্রবণমনননিদিধ্যাসনপরিপাকেণ ততশ্চ স্বরূপসাক্ষাৎকারাদবিদ্যাতৎকার্য্যনিবৃত্তৌ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ মদ্রূপতয়ৈবাপ্তুং চাহং শক্যো হে পরন্তপ! অজ্ঞানশত্রুদমনেঽতি প্রবেশযোগ্যতাং সূচয়তি॥ ৫৪॥

নীলকণ্ঠ।—কথং তর্হি দ্রষ্টুং শক্যমত আহ ভক্ত্যেতি। ভক্ত্যা আরাধনেন অনন্যয়া অব্যভিচরিতয়া অখণ্ডয়েত্যর্থঃ অহং এবংবিধো জ্ঞাতুং শক্যঃ ত্বম্পদার্থশোধক শাস্ত্রতঃ দ্রষ্টুং শক্যঃ ধ্যানতঃ তত্ত্বেন যথাত্ম্যেন প্রবেষ্টুং শক্যঃ, তত্ত্বমসীতি বাক্যার্থজজ্ঞানতঃ, হে পরং অজ্ঞানশত্রুং তাপয়তীতি পরন্তপ॥ ৫৪॥

বিশ্বনাথ।—তর্হি কেন সাধনেনৈতৎ প্রাপ্যতে ইত্যত আহ ভক্ত্যাত্বিতি! (শক্য অহমিতি যদ্বয়লোপাবার্ষৌ) যদি নির্ব্বাণ মোক্ষেচ্ছা ভবেৎ তদা তত্ত্বেন ব্রহ্ম স্বরূপত্বেন প্রবেষ্টুমপি অনন্যয়া ভক্ত্যৈব শক্যো নান্যথা। জ্ঞানিনাং গুণীভূতাপি ভক্তিরন্তিম সময়ে জ্ঞানসংন্যাসানন্তরমুর্ব্বরিতা অস্তীয়স্ত নাস্ত্যেব ভবেত্তয়ৈব তেষাং সাযুজ্যং ভবেদিতি "ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তর" মিত্যত্র প্রতিপাদয়িষ্যামঃ॥ ৫৪॥

তাৎপর্য্য।—শ্রীভগবান্ বিশেষরূপে পরিকীর্ত্তন করিলেন যে, তাঁহার বিশ্বরূপ বেদাধ্যয়ন, দান, তপস্যা, ব্রত নিয়মাদি দ্বারা দর্শন করিতে কেহই সক্ষম হন না। স্বতঃই এস্থলে প্রশ্ন উপস্থিত হইতে পারে যে, তাহা হইলে

প্রতিশব্দ।—হে শত্রুতাপন! অর্জ্জুন! ঐকান্তিকী ভক্তি-দ্বারাই এতাদৃশরূপধারী আমি স্বরূপের-দ্বারা জ্ঞাত-হইতে, সাক্ষাৎ-করিতে, এবং আমাতে-প্রবেশ করিতে শক্য হই ॥ ৫৪ ॥

ব্যাখ্যা।—হে পরন্তপ অর্জ্জুন! জীব কেবল ঐকান্তিকী ভক্তি দ্বারাই বিশ্বরূপী আমাকে যথার্থ রূপে জানিতে সক্ষম হয়, প্রত্যক্ষ করিতে সক্ষম হয়, এবং আমার এই অনন্তরূপে প্রবেশ পূর্ব্বক বিলীন হইতে সমর্থ হয় ॥ ৫৪ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—কথং পুনঃ শক্য ইত্যুচ্যতে ভক্ত্যেতি। ভক্ত্যা তু কিংবিশিষ্টয়েত্যাহ অনন্যয়া অপৃথগ্‌ভূতয়া ভগবতোঽন্যত্র পৃথক ন কদাচিদপি ভবতি সা ত্বনন্যা ভক্তিঃ সর্ব্বৈরপি করণৈর্ব্বাসুদেবাদন্যন্ন লভ্যতে যয়া সানন্যা ভক্তিস্তয়া শক্যোঽহমেবংবিধোবিশ্বরূপপ্রকারো হে অর্জ্জুন! জ্ঞাতুং শাস্ত্রতোন কেবলং জ্ঞাতুং শাস্ত্রতো দ্রষ্টুঞ্চ সাক্ষাৎ কর্ত্তুং তত্ত্বেন তত্ত্বতঃ প্রবেষ্টুঞ্চ মোক্ষঞ্চ গন্তুং পরন্তপ! ॥ ৫৪ ॥

আনন্দগিরি।—কেনোপায়েন তর্হি দ্রষ্টুং শক্যোভগবানিতি পৃচ্ছতি কথমিতি। শাস্ত্রীয়জ্ঞানদ্বারা তদ্দর্শনং সফলং সিধ্যতীত্যাহ উচ্যতে ইতি। ন ভক্তিমাত্রং তত্র হেতুরিতি তুশব্দার্থং স্ফুটয়তি কিমিত্যাদিনা। অনন্যভক্তিমেব ব্যনক্তি সর্ব্বৈরিতি ॥ ৫৪ ॥

শ্রীধর।—তর্হি কেনোপায়েন দ্রষ্টুং শক্যসে তত্রাহ ভক্ত্যা ত্বিতি। অনন্যয়া মদেকনিষ্ঠয়া ভক্ত্যা তু এবং ভূতোবিশ্বরূপোঽহং তত্ত্বেন পরমার্থতোজ্ঞাতুং শক্যঃ শাস্ত্রতোদ্রষ্টুং প্রত্যক্ষতঃ প্রবেষ্টুঞ্চ তাদাত্ম্যেন শক্যো নান্যৈরুপায়ৈঃ ॥ ৫৪ ॥

বলদেব।—অভিমতাং পরভক্তৈকদৃশ্যতাং স্ফুটয়ন্নাহ ভক্ত্যেতি। এবম্বিধো দেবকী-সূনুশ্চতুর্ভুজোঽহমনন্যয়া মদেকান্তয়া ভক্ত্যা তু বেদাদিভিস্তত্ত্বতো জ্ঞাতুং শক্যঃ। দ্রষ্টুং প্রত্যক্ষং কর্ত্তুং তত্ত্বতঃ প্রবেষ্টুং সংযোক্তুং চ শক্যঃ। পুরং প্রবিশতীত্যত্র পুরসংযোগ এব প্রতীয়তে তত্র বেদো গোপালোপনিষৎ। তপো মজ্জন্মাষ্টম্যেকাদশ্যাদ্যুপোষণং। দানং মদ্ভক্তসম্প্রদানকং স্বভোগ্যানামর্পণং। ইজ্যা মন্মূর্ত্তিপূজা। শ্রুতিশ্চৈবমাহ। "যস্য দেবে পরা ভক্তি" রিত্যাদ্যা। তুশব্দোঽত্র ভিন্নোপক্রমার্থঃ। ন চ সুদুর্দ্দর্শমিত্যাদিত্রয়ং সহস্রশীর্ষরূপপরমিতি বাচ্যং। ইত্যর্জ্জুন-মিত্যাদিদ্বয়স্য নরাকৃতিচতুর্ভুজস্বরূপপরস্যাব্যবহিতপূর্ব্বত্বাৎ তদ্দ্বয়েন সহস্রশীর্ষরূপস্য ব্যবধানাচ্চ তত্র যস্য তদেকবাক্যতায়াং নাহং বেদৈরিত্যাদেঃ পৌনরুক্ত্যাপত্তেশ্চ। যুক্তদিব্যদৃষ্টিদানেন লিঙ্গেন নরাকারাচ্চতুর্ভুজাৎ সহস্রশীর্ষ্ণো দেবাকারস্যোৎকর্ষমাহ তদবিচারিতাভিধানমেব। দেবাকারস্য তস্য চতুর্ভুজনরাকারাধীনত্বাৎ তত্ত্বঞ্চ তস্য যুক্তমেব "যঃ কারণার্ণবজলে ভজতি স্ম যোগনিদ্রা"

তাদি স্মরণাৎ। ইদং নরাকৃতিকৃষ্ণরূপং সচ্চিদানন্দং সর্ব্ববেদান্তবেদ্যং বিভু সর্ব্বাবতারীতি প্রত্যেতব্যং। “সচ্চিদানন্দরূপায় কৃষ্ণায়াক্লিষ্টকারিণে। নমো বেদান্তবেদ্যায় গুরবে বুদ্ধিসাক্ষিণে॥” “কৃষ্ণো বৈ পরমং দৈবতং। একো বশী সর্ব্বগঃ কৃষ্ণ ইড্য একোঽপি সন্ বহুধা যোঽবভাতি” ইত্যাদি শ্রবণাৎ “ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ। অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণং। যত্রাবতীর্ণং কৃষ্ণাখ্যং পরং ব্রহ্ম নরাকৃতি। এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং” ইত্যাদি স্মরণাচ্চ। অত্রাপি স্বয়মেবোক্তং মত্তঃ পরতরং নান্যদিতি। অহমাদির্হি দেবানামিত্যাদি চ। অর্জ্জুনেন চ পরং ব্রহ্ম পরং ধামেত্যাদি তস্মাদতিপ্রভাবেণ সংক্রান্তে সহস্রশীর্ষ্ণি রূপে তেন সংক্রান্তৈব দৃষ্টিগ্রাহিণী যুক্তা ন ত্বতিসৌন্দর্য্যমাধুর্য্যলাবণ্যনিধিনরাকৃতিকৃষ্ণরূপানুভাবিনী দৃষ্টিস্তত্র গ্রাহিণীতি ভাবেন কৃষ্ণরূপে সহস্রশীর্ষত্ববদর্জ্জুনচক্ষুষি তাদৃগ্‌রূপগ্রাহি তেজস্তমেব সংক্রমিতমিতি মন্তব্যং। ন তু যুক্ত্যাভাসলাভেন হৈতুকত্বং স্বীকার্য্যং ন চার্জ্জুনোঽপ্যন্যমনুষ্যবচ্চর্ম্মচক্ষুষ্কঃ, তস্য ভারতাদিষু নরভগবদবতারত্বেনাসকৃদুক্তেঃ। কর্ম্মোদ্ভূতয়া বিদ্যয়া সনিষ্ঠৈঃ সহস্রশিরস্কং রূপং লভ্যমিতি দুর্দ্দর্শং তৎ নরাকৃতি কৃষ্ণরূপং ত্বনন্যয়া ভক্ত্যৈবেতি সুদুর্দ্দর্শং তদুক্তং॥ ৫৪॥

মধুসূদন।—যদি বেদতপোদানেজ্যাভির্দ্রষ্টুমশক্যস্ত্বং তর্হি কেনোপায়েন দ্রষ্টুং শক্যোঽসীত্যত আহ। সাধনান্তরব্যাবৃত্ত্যর্থস্তুশব্দঃ। ভক্ত্যৈবানন্যয়া মদেকনিষ্ঠয়া নিরতিশয়প্রীত্যা এবংবিধোদিব্যরূপধরোঽহং জ্ঞাতুং শক্যঃ শাস্ত্রতো হে অর্জ্জুন! (শক্যঃ অহমিতি ছান্দসোবিসর্গলোপঃ পূর্ব্ববৎ) ন কেবলং শাস্ত্রতোজ্ঞাতুং শক্যোঽনন্যয়া ভক্ত্যা কিন্তু তত্ত্বেন দ্রষ্টুং চ স্বরূপেণ সাক্ষাৎ কর্ত্তুং চ শক্যো বেদান্তবাক্যশ্রবণমনননিদিধ্যাসনপরিপাকেণ ততশ্চ স্বরূপসাক্ষাৎকারাদবিদ্যাতৎকার্য্যনিবৃত্তৌ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ মদ্রূপতয়ৈবাপ্তুং চাহং শক্যো হে পরন্তপ! অজ্ঞানশত্রুদমনেঽতি প্রবেশযোগ্যতাং সূচয়তি॥ ৫৪॥

নীলকণ্ঠ।—কথং তর্হি দ্রষ্টুং শক্যমত আহ ভক্ত্যেতি। ভক্ত্যা আরাধনেন অনন্যয়া অব্যভিচরিতয়া অখণ্ডয়েত্যর্থঃ অহং এবংবিধো জ্ঞাতুং শক্যঃ ত্বম্পদার্থশোধক শাস্ত্রতঃ দ্রষ্টুং শক্যঃ ধ্যানতঃ তত্ত্বেন যথাত্মোন প্রবেষ্টুং শক্যঃ, তত্ত্বমসীতি বাক্যার্থজজ্ঞানতঃ, হে পরং অজ্ঞানশত্রুং তাপয়তীতি পরন্তপ॥ ৫৪॥

বিশ্বনাথ।—তর্হি কেন সাধনেনৈতৎ প্রাপ্যতে ইত্যত আহ ভক্ত্যাত্বিতি! (শক্য অহমিতি যদ্বয়লোপাবার্ষৌ) যদি নির্ব্বাণ মোক্ষেচ্ছা ভবেৎ তদা তত্ত্বেন ব্রহ্ম স্বরূপত্বেন প্রবেষ্টুমপি অনন্যয়া ভক্ত্যৈব শক্যো নান্যথা। জ্ঞানিনাং গুণীভূতাপি ভক্তিরন্তিম সময়ে জ্ঞানসংন্যাসানন্তরমুর্ব্বরিতা অন্নীয়স্য নান্যৈব ভবেত্তয়ৈব তেষাং সাযুজ্যং ভবেদিতি “ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তর” মিত্যত্র প্রতিপাদয়িষ্যামঃ॥ ৫৪॥

তাৎপর্য্য।—শ্রীভগবান্ বিশেষরূপে পরিকীর্ত্তন করিলেন যে, তাঁহার বিশ্বরূপ বেদাধ্যয়ন, দান, তপস্যা, ব্রত নিয়মাদি দ্বারা দর্শন করিতে কেহই সক্ষম হন না। স্বতঃই এস্থলে প্রশ্ন উপস্থিত হইতে পারে যে, তাহা হইলে

কোন উপায়ে কোন ব্যক্তি সেই দেবতাগণের নিত্য আকাঙ্ক্ষিত মূর্ত্তি দেখিয়া ধন্য হইতে পারেন। এবংবিধ আশঙ্কিত প্রশ্নের উত্তরে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন যে, আমার সেই রূপ কেবল মাত্র ভক্তির (৫৮৭ পৃষ্ঠার টীপ্পনী দ্রষ্টব্য) দ্বারাই দর্শন যোগ্য। যাঁহার হৃদয়ে বিমলা ভক্তির উৎস প্রবাহিত হইতেছে, ভক্তির প্রাবল্যে যাঁহার হৃদয়ে সন্দেহকলুষ ও অবিশ্বাসপাপ নিঃশেষে নির্ম্মূল হইয়াছে, ভক্তি পাদপের সুশীতল ছায়ায় সমপ্রবিষ্ট হইয়া যিনি পরমাশান্তি ও অতুলনীয় সন্তোষ অনুভব করিতেছেন, আমার এই রূপদর্শনে তিনিই অধিকারী। শতমুখী জাহ্নবীর ন্যায় যাঁহার ভক্তির অনন্ত ধারা কেবল আমাতেই সম্মিলিত হইয়াছে, যাঁহার ভক্তি হৃদয়কে দারা ও পুত্র,ধন ও সম্পদ,সম্মান ও গৌরব প্রভৃতি যাবতীয় আসক্তি হইতে বিচ্যুত করিয়া, পার্থিব সমস্ত ক্ষণিক আকর্ষণ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া কেবলমাত্র আমাতেই লীন করিয়াছে, যিনি স্বপ্নে ও জাগরণে, কার্য্যে ও বিশ্রামে, সততই আমার চিন্তা ব্যতীত অন্য চিন্তা করিতে অশক্ত, আমিই যাহার জ্ঞানের ও ধ্যানের একমাত্র বিষয়ীভূত; যিনি বিশ্বের যাবতীয় পদার্থে কেবল আমাকেই দেখিতে পান, যিনি লাবণ্যময়ী প্রেয়সী কামিনীর প্রেমপূর্ণ বদন কমলে কেবল আমাকেই দেখেন, স্নেহাস্পদ প্রেমময় নবনীত পুত্তলিসন্নিভ নয়ন বিনোদন নন্দনকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া আমারই সহিত প্রেম সম্মিলন হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান করেন; যিনি শারদ পূর্ণিমার শোভাময়ী রজনীতে বিশ্বভূমি আমারই প্রেম প্রবাহে প্লাবিত হইয়াছে বলিয়া মনে করেন; যিনি বসন্তের নবসমাগমে নবোদ্গত চূতমুকুলের সৌরভে অচিরোদ্ভিন্ন কিসলয় দামের শোভায় সুস্নিগ্ধ দক্ষিণানিলের সুমধুর স্পর্শে এবং পুংস্কোকিলের পঞ্চম তানে আমারই মধুরতা এবং আমারই বিকাশ অনুভব করেন, সেই ভক্তচূড়ামণি আমার পরম সমাদরের পাত্র এবং দেবতাগণেরও বরণীয় ব্যক্তি। সেই ভক্তবর্য্য মহাত্মা বিশ্বরূপ দর্শনের অধিকারী। তাঁহার বেদাধ্যয়নের প্রয়োজন হয় না, জ্ঞান লাভের নিমিত্ত গুরুসমীপে অবনত মস্তকে দণ্ডায়মান থাকিতে হয় না; শুভক্ষণ শুভসুযোগ বা ঘটনা বিশেষে সর্ব্বস্ব দান করিতে হয় না; কঠোর ব্রহ্মচর্য্য বা বহু ক্লেশ সাধ্য তপশ্চর্য্যা করিতে হয় না; নানা সামগ্রী আহরণ পূর্ব্বক বহ্বায়াস সাধ্য যজ্ঞানুষ্ঠানাদি করিতে হয় না, এবং অতীব পীড়াদায়ক কৃচ্ছ্র, চান্দ্রা-

য়ণাদিব্রতে প্রবৃত্ত হইতে হয় না। ভক্তিরূপ যে অলৌকিক আলোকে তাঁহার দিব্য নয়ন প্রস্ফুটিত হইয়াছে, আর কোন সহায়তা ব্যতীত সেই পবিত্র জ্যোতি দ্বারা উজ্জ্বলীকৃত দিব্যনয়নে তিনি মদ্রূপদর্শন করিয়া ধন্য হইয়া থাকেন। এইরূপ পরমভক্ত কেবল যে আমাকে দর্শন করিয়াই ক্ষান্ত হন এরূপ নহে। তিনি অনায়াসে আমার সম্যকৃতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইয়া আমার মধ্যে প্রবেশ করেন, অর্থাৎ সর্ব্বত্র মদ্দর্শন জনিত, নিরন্তর মচ্চিন্তন হেতু, অবিরত মৎকীর্ত্তন মৎপূজনদ্বারা তিনি আমার রহস্য ও ভাব সম্যকৃরূপে প্রণিধান করিতে সক্ষম হইয়া থাকেন। এবং সেইরূপ ভগবৎজ্ঞান হেতু তিনি মন্ময়তা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, অথবা আমাতেই লীন হইয়া যান।

পূজ্যপাদ শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য, শ্রীমদানন্দগিরি ও শ্রীমৎ শ্রীধরস্বামীর অভিপ্রায়। যে ভক্তি প্রভাবে অপৃথক্‌ভাবে ভগবানকে উপলব্ধি হয়, অর্থাৎ “বাসুদেব ব্যতীত বিশ্বের আর কোথাও কিছু নাই” এইরূপ যে বিশ্বাস, অথবা সকল ইন্দ্রিয় দ্বারা কেবল বাসুদেব ব্যতীত আর কাহারও যদি অববোধ না হয়, তাহা হইলে অনন্যা ভক্তি বলা যায়। তাদৃশ ভক্ত শাস্ত্র সম্মত পদ্ধতি ক্রমে ভগবানকে সম্যক্‌ প্রকারে জানিতে সক্ষম। এবং কেবল জানিয়াই তাঁহার শেষ হয় না; তিনি ভগবানকে দর্শন করিতেও সক্ষম। অপিচ তত্ত্বজ্ঞান প্রভাবে তিনি ভগবানে প্রবেশ করিয়া থাকেন, অর্থাৎ মোক্ষ প্রাপ্ত হন।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্যের অভিপ্রায়। অনন্যা ভক্তি প্রভাবে ভগবানকে স্বরূপতঃ জানিতে, দর্শন করিতে এবং তাঁহাতে প্রবেশ করিতে সক্ষম হওয়া যায়। শ্রুতিও বলিয়াছেন; “নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য স্তস্যৈব আত্মা বিবৃণুতে তনূংস্বাং।” (মুণ্ডকোপনিষৎ ৩য় মুণ্ডক ২য় খণ্ড ৩প্রশ্ন) অর্থাৎ বেদাধ্যাপন দ্বারা, ধারণাশক্তি দ্বারা অথবা বহু শাস্ত্রজ্ঞান দ্বারা এই আত্মাকে লাভ করা যায় না; যাঁহাকে ইনি আত্ম দর্শন প্রদান করেন, সেই জ্ঞানী দ্বারাই ইনি লভ্য, এবং তাঁহার নিকটেই ইনি স্বীয়রূপ প্রকাশ করেন। (২য় অধ্যায় ২৯ শ্লোকের তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য)।

পূজ্যপাদ শ্রীমন্মধুসূদন সরস্বতী ও নীলকণ্ঠ সূরির অভিপ্রায়। নিরতিশয় মদেকনিষ্ঠা ও প্রীতিরূপ অনন্যা ভক্তির দ্বারা শাস্ত্রতঃ এবংরূপ বিশিষ্ট আমাকে জানিতে পারা যায়। অনন্যাভক্তি দ্বারা কেবল যে আমাকে জানিতে পারা যায় এরূপ নহে, অধিকন্তু স্বরূপতঃ আমাকে দর্শন করিতেও পাওয়া যায়। "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি বেদান্ত জ্ঞানের প্রভাবে শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনাদির পরিপাকান্তে যথাবৎ মৎসাক্ষাৎকার হেতু অবিদ্যা ও তাহার কার্য্য সমূহ নিবৃত্ত হইয়া থাকে। তদনন্তর ভক্ত যথাবৎ মদ্রূপে প্রবিষ্ট অর্থাৎ আমার স্বরূপ প্রাপ্তির যোগ্য হয়।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণের অভিপ্রায়। অনন্যা ভক্তি প্রভাবে দেবকীসুত চতুর্ভুজ এবংবিধ আমাকে জানিতে পারা যায়; প্রত্যক্ষ করিতে স্বরূপতঃ প্রবেশ করিতে অর্থাৎ সংযুক্ত হইতে পারা যায়। প্রবেশ শব্দে সংযোগার্থ ব্যক্ত হইতেছে। গোপালোপনিষদেও এইরূপ উক্তি পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। পূর্ব্বশ্লোকে তপঃ প্রভৃতির উল্লেখ আছে। তপঃ শব্দের অর্থ ভগবানের জন্মাষ্টমী (১৬৬৯ পৃষ্ঠার টীপ্পনী দ্রষ্টব্য) প্রভৃতি পর্ব্বোপলক্ষে উপবাস। মদীয় ভক্ত সম্প্রদায়কে স্বকীয় ভোগ্য বস্তুর অর্পণকে দান বলে। মদীয় বিগ্রহাদির বিহিত পূজার নামই ইজ্যা। শ্রুতিও বলিয়াছেন, "যস্য দেবে পরা ভক্তি" ইত্যাদি। অর্থাৎ যাঁহার ভগবানে সর্ব্বতোমুখী ভক্তি, তিনিই তাঁহাকে প্রাপ্ত হন। পূর্ব্বে "সুদুর্দ্দর্শং" হইতে আরম্ভ করিয়া "ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া" পর্য্যন্ত যে তিন শ্লোকে ভগদ্রূপ দর্শনের অসৌলভ্য কথিত হইয়াছে, তাহা সহস্র শীর্ষাদিযুক্ত বিশ্বরূপের পক্ষে প্রযোজ্য নহে। "ইত্যর্জ্জুনং" (১১শ ৫০ শ্লোক) এবং তদনন্তর "দৃষ্টেদং মানুষং রূপং" পর্য্যন্ত এই দুই শ্লোকে অর্জ্জুনোক্তি বিশ্বরূপদর্শনের অব্যবহিত পরেই ব্যবধান স্বরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে। এবং তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বদা অর্জ্জুন কর্ত্তৃক পরিদৃশ্যমান রূপেরই উল্লেখ হইয়াছে। অতএব বিশ্বরূপ এস্থলে লক্ষিত বলিয়া অনুমান করিবার কোনই কারণ নাই। পূর্ব্বে বর্ত্তমান অধ্যায়ের ৪৮শ শ্লোকে "ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈঃ" ইত্যাদি, এবং পরে ৫৩ শ্লোকে তথাবদ্ ভাব ব্যক্ত করা হইয়াছে। যদি বিশ্বরূপ সম্বন্ধেই এই উভয়োক্তি প্রযুক্ত হইয়াছে মনে করা যায়, তবে পুনরুক্তি দোষ অপরিহার্য্য। সুতরাং সহজেই মীমাংসা করা যাইতে পারে, এই দুই

উক্তিই দুই স্থলে দুইরূপ সম্বন্ধে অবতারিত হইয়াছে। দিব্যচক্ষু প্রভাবে অর্জ্জুন ভগবানের যে দেবাকার দর্শন করিয়াছিলেন, তাহা চতুর্ভুজ নরাকার রূপ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া জ্ঞান করা অযৌক্তিক। কারণ তাঁহার দেবাকারও চতুর্ভুজ নরাকারের অধীন। ইহার তত্ত্বও যুক্তিযুক্ত। যে হেতু যখন ভগবান্ কারণার্ণবে যোগ নিদ্রায় শয়ান থাকেন, অর্থাৎ যখন প্রলয়ে সমস্তের ধ্বংস হওয়ার পর কেবল একমাত্র ভগবান্ বর্ত্তমান থাকেন, তখনও তিনি চতুর্ভুজ নরাকার ধারী। এই নরাকারধারী শ্রীকৃষ্ণ বেদান্তবেদ্য অর্থাৎ তাঁহাকে পরিজ্ঞান শাস্ত্রাদির একমাত্র লক্ষ্য; তিনিই সচ্চিদানন্দ অর্থাৎ সদ্রূপে নিত্য চৈতন্য স্বরূপ, আনন্দময় (২৪৫।৩১৩ পৃষ্ঠার টীপ্পনী দ্রষ্টব্য) বিভু, এবং সর্ব্বাবতারী। "সচ্চিদানন্দরূপায় কৃষ্ণায়াক্লিষ্টকারিণে। নমো বেদান্তবেদ্যায় গুরবে বুদ্ধিসাক্ষিণে।" "কৃষ্ণো বৈ পরমং দৈবতং" "একো বশী সর্ব্বগ কৃষ্ণ ঈড্যঃ একো২পিসন্ বহুধা যো২বভাতি" ইত্যাদি। "সচ্চিদানন্দ রূপ, ক্লেশনাশক, বেদান্তবেদ্য, গুরু, বুদ্ধি সাক্ষী শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার" "কৃষ্ণই পরম দেবতা" "এক কৃষ্ণ সর্ব্বত্রগামী ও শ্রেষ্ঠ, যিনি এক হইয়াও বহুরূপে প্রতিভাত হন" ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণরূপেরই প্রাধান্য সমর্থিত হইতেছে। "এতে চাংশ কলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং" শাস্ত্রান্তরেও কথিত আছে; কৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্, অন্যান্য সকলে তাঁহার অংশমাত্র। ভগবান স্বয়ংও বলিয়াছেন, "মত্তঃপরতরং নান্যৎ" (৭ম অধ্যায় ৭ম শ্লোক) "অহমাদির্হি দেবানাং" (১০ অধ্যায় ২ শ্লোক) অর্জ্জুনও বলিয়াছেন, "পরংব্রহ্ম পরং ধাম" (১০ অধ্যায় ১২ শ্লোক) অতিপ্রভাব সংক্রান্ত অত্যুগ্র দেবাকারে শ্রীকৃষ্ণের নরাকৃতি সংক্রান্ত হইয়াছিল, বুঝিতে হইবে। তাহাতে ভগবানের সুমধুর রমণীয় কল্যাণগুণ পরিবৃত রূপ দৃষ্টি গোচর হয় নাই। সেই রূপ মধুরতায় কেবল তাঁহার নরাকারেই দর্শনীয়। শ্রীকৃষ্ণ রূপের উপরেই সহস্রশীর্ষরূপ আবির্ভূত হইয়াছিল, এবং শ্রীকৃষ্ণ প্রদত্ত নেত্র তেজঃ প্রভাবে অর্জ্জুন সেই সহস্রশীর্ষ রূপ নিরীক্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। অর্জ্জুন সাধারণ মনুষ্যের ন্যায় চর্ম্ম চক্ষুষ্মান ছিলেন না; এবং নিত্য সহস্রশীর্ষাকার দর্শনে তাঁহার অভ্যাসও ছিল না। অর্জ্জুন ও শ্রীভগবান্ নরনারায়ণরূপে লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন, একথা মহাভারতে কীর্ত্তিত হইয়াছে। তত্তৎ কালে ভগবানের চতুর্ভুজ নরাকারই

তিনি দর্শন করিয়াছেন; এবং তদ্দর্শনেই তিনি অভ্যস্ত। দেবাকার দর্শনে তাঁহার অভ্যাস ছিল না। ভগবান্ কর্ত্তৃক সংক্রমিত দিব্য নয়ন প্রভাবে তিনি বিশ্বরূপ দর্শন করিয়াছিলেন। সে বিশ্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তিতেই আবিষ্কৃত হইয়াছিল।

কর্ম্মানুষ্ঠান জনিত বিদ্যাপ্রভাবে বহু আয়াসে ভগবানের দেব দেহ পরিদৃষ্ট হইতে পারে, সুতরাং তাহা দুর্দ্দর্শ। কিন্তু অনন্যা ভক্তি প্রভাবে ভগবানের চতুর্ভুর্জ মূর্ত্তি পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে, অতএব তাহা সুদুর্দর্শন। এতাবতা শ্রীভগবানের দেব দেহের শ্রেষ্ঠতা অস্বীকার করিয়া তাঁহার শঙ্খ-চক্রগদাপদ্মধারী চতুর্ভুর্জ নরাকার মূর্ত্তিরই প্রাধান্য স্বীকৃত হইল।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্বিশ্বনাথের অভিপ্রায়। যদি নির্ব্বাণমুক্তি (১২৯৭ পৃষ্ঠার টীপ্পনী দ্রষ্টব্য) প্রাপ্তির কামনা থাকে, তাহা হইলে অনন্যা ভক্তি সহকারে পরব্রহ্মে প্রবেশ করিয়া তাহা প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। জ্ঞানীগণের চিত্তক্ষেত্রে অন্তিম সময়ে ভক্তির উন্মেষ হয়। সেই ভক্তি অতি অল্প হইলেও জ্ঞানের শাসনকে অতিক্রম করিয়া শ্রীভগবানে একনিষ্ঠ হইয়া থাকে। তাহার ফল স্বরূপে সেই ভক্ত শ্রীভগবানের সাযুজ্য মুক্তি (১২৯৭ পৃষ্ঠার টীপ্পনী দ্রষ্টব্য) লাভ করেন। "তদনন্তর আমাকে স্বরূপতঃ জানিয়া আমাতেই প্রবেশ করিয়া থাকেন।" এই রহস্য আমি পরে প্রতিপাদন করিব।

মূলে যে "তু" শব্দ আছে, তাহা বিশেষত্ব সূচক। অর্থাৎ পূর্ব্ব কথিত কোন উপায়েই ভগদ্রূপ দৃষ্টি গোচর হয় না। "তু" শব্দ দ্বারা ইহাই সূচিত হইতেছে যে, কেবল মাত্র অনন্যা ভক্তি দ্বারাই তিনি লভ্য।

মূলে "শক্য অহং" আছে। এখানে বিসর্গ লোপ আর্ষ প্রয়োগ।

মূলে "পরন্তপ" নামে অর্জ্জুন সম্বোধিত হইয়াছেন। পরন্তপ অর্থাৎ শত্রুতাপন। ইহার ভাবার্থ এই যে, হে অর্জ্জুন! তুমি রিপু দলনে সর্ব্বদা সমর্থ। এক্ষণে অজ্ঞানরূপ শত্রু সংহার করিয়া জ্ঞান প্রভাবে আমার সম্যক্ তত্ত্ব স্বরূপতঃ প্রণিধান কর ॥ ৫৪ ॥

——:০):——

মৎকর্ম্মকৃন্মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ।
নির্ব্বৈরঃ সর্ব্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব!॥ ৫৫॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়া-
সিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু
ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন
সংবাদে বিশ্বরূপ দর্শনোনা-
মৈকাদশোঽধ্যায়ঃ।

* * *

অন্বয় —হে পাণ্ডব! যঃ মৎকর্ম্মকৃৎ (মদর্থং এব কর্ম্মানুষ্ঠাতা) মৎপরমঃ (অহংএব পরমোযস্য) মদ্ভক্তঃ (মদ্ভজনপরঃ) সঙ্গবর্জ্জিতঃ (বিষয়স্পৃহাশূন্যঃ) সর্ব্বভূতেষু (সর্ব্বপ্রাণিষু) নির্ব্বৈরঃ (দ্বেষরহিতঃ) চ সঃ মাং এতি (প্রাপ্নোতি) ॥ ৫৫ ॥

প্রতিশব্দ।—হে পাণ্ডব! যিনি আমার-জন্যই-কর্ম্ম-করেন, মদ্গতি, আমার-ভক্ত, আসক্তি-শূন্য, এবং সর্ব্বপ্রাণিতে দ্বেষশূন্য, তিনি আমাকে প্রাপ্ত-হন ॥ ৫৫ ॥

ব্যাখ্যা।—হে পাণ্ডব! যে সাধক কেবল আমার প্রীতি উদ্দেশেই কর্ম্মানুষ্ঠান করেন, যিনি আমাকেই কেবল একমাত্র প্রাপ্তব্য জ্ঞান করেন, যিনি সর্ব্ববিধ কর্ম্ম দ্বারা কেবল আমাকেই ভজনা করেন, যাঁহার বিষয়ে আসক্তি নাই, এবং যিনি উপকারী অপকারী ভেদ না করিয়া সর্ব্বভূতেই দ্বেষশূন্য, সেই শ্রেষ্ঠ সাধকই আমাকে প্রাপ্ত হন ॥ ৫৫ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—অধুনা সর্ব্বস্য গীতাশাস্ত্রস্য সারভূতোঽর্থোনিঃশ্রেয়সার্থমনুষ্ঠেয়ত্বেন সমুচ্চিত্যোচ্যতে মৎকর্ম্মকৃদিতি। মৎকর্ম্মকৃন্মদর্থং কর্ম্ম মৎকর্ম্ম তৎ করোতীতি মৎকর্ম্মকৃৎ মৎপরমঃ করোতি ভৃত্যঃ স্বামিকর্ম্ম ন ত্বাত্মনঃ পরমা প্রেত্য গন্তব্যা গতিরিতি স্বামিনং প্রতিপদ্যতে, অয়ন্তু মৎকর্ম্মকৃন্মামেব পরমাং গতিং প্রতিপদ্যতে ইতি মৎপরমোঽহং পরমা গতির্যস্য সোঽয়ং মৎপরমঃ

তথা মদ্ভক্তঃ মামেব সর্ব্বপ্রকারৈঃ সর্ব্বাত্মনা সর্ব্বোৎসাহেন ভজত ইতি মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জিতঃ ধনবিত্তপুত্রকলত্রবন্ধুবর্গেষু সঙ্গবর্জিতঃ সঙ্গঃ প্রীতিঃ স্নেহবর্জিতোনির্ব্বৈরোনির্গতবৈরঃ অতঃ সর্ব্বভূতেষু শত্রুভাবরহিতঃ আত্মনোঽত্যন্তাপকারপ্রবৃত্তেষ্বপি য ঈদৃশোমদ্ভক্তঃ স মামেত্যহমেব তস্য পরা গতির্নান্যা কদাচিদ্ভবতীতি ॥ ৫৫ ॥

ইতি শ্রীগোবিন্দভগবদ্পূজ্যপাদশিষ্য-পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য-শ্রীমচ্ছঙ্করভাগবত
কৃতৌ গীতাভাষ্যে একাদশোঽধ্যায়ঃ।

আনন্দগিরি।—ভক্ত্যা ত্বিতি। বিশেষণাদন্যেষামহেতুত্বমাশঙ্ক্যাহ অধুনেতি। সমুচ্চিত্য সংক্ষিপ্য পুঞ্জীকৃত্যেতি যাবৎ। মৎকর্ম্মকৃদিত্যুক্তে মৎপরমত্বং আর্থিকং ইতি পুনরুক্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ করোতীতি। ভগবানেব পরমা গতিরিতি নিশ্চয়বতস্তত্রৈব নিষ্ঠা সিধ্যতীত্যাহ তথেতি। ন তত্রৈব সর্ব্বপ্রকারৈর্ভজনং ধনাদিস্নেহাকৃষ্টত্বাদিত্যাশঙ্ক্যাহ সঙ্গেতি। দ্বেষপূর্ব্বকানিষ্টাচরণং বৈরং অনপকারিষু তদ্ভাবেঽপি ভবত্যেবাপকারিষ্বিতি শঙ্কিত্বাহ আত্মনইতি। এতচ্চ সর্ব্বং সংক্ষিপ্যানুষ্ঠানার্থমুক্তমেবমনুতিষ্ঠতোভগবৎপ্রাপ্তিরবশ্যম্ভাবিনীত্যুপসংহরতি অয়মিতি। তদেবং ভগবতোবিশ্বরূপস্য সর্ব্বাত্মনঃ সর্ব্বজ্ঞস্য সর্ব্বেশ্বরস্য মৎকর্ম্মকৃদিত্যাদিন্যায়েন ক্রমমুক্তিফলমভিধ্যানমভিবদতা তৎপদবাচ্যোঽর্থো ব্যবস্থাপিতঃ ॥ ৫৫ ॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য-শুদ্ধানন্দপূজ্যপাদশিষ্য-ভগবদানন্দগিরি
বিরচিতে শ্রীগীতাভাষ্যবিবেচনে একাদশোঽধ্যায়ঃ।

রামানুজ।—বেদাধ্যয়নাদীনি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি মদারাধনরূপাণীতি যঃ করোতি স মৎকর্ম্মকৃৎ মৎপরমঃ সর্ব্বেষা মারম্ভাণাং অহমেব পরমোদ্দেশ্যো যস্য স মৎপরমঃ মদ্ভক্তঃ অত্যর্থমৎপ্রিয়ত্বেন মৎকীর্ত্তনস্তুতিধ্যানার্চ্চনপ্রণামাদিভি র্ব্বিনাত্মধারণ মলভমানো মদেকপ্রয়োজনতয়া যঃ সততং তানি করোতি স মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ মদেকপ্রিয়ত্বেনেতরসঙ্গমসহমানো। নির্ব্বৈরঃসর্ব্বভূতেষু মৎসংশ্লেষবিয়োগৈকসুখদুঃখস্বভাবত্বাৎ স্বদুঃখস্য স্বাপরাধনিমিত্তত্বানুসন্ধানাচ্চ সর্ব্বভূতেষু বৈরনিমিত্তাভাবাত্তেষু নির্ব্বৈরঃ য এবম্ভূতঃ স মামেতি মাং যথাবদবস্থিতং প্রাপ্নোতি নিরস্তাবিদ্যাদ্যশেষদোষগন্ধো মদেকানুভবো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৫৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্যবিরচিতে-গীতাভাষ্যে একাদশোঽধ্যায়ঃ।

হনুমান্।—বাসুদেবঃ পরমং প্রধানং যস্য স মৎপরমঃ ॥ ৫৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ধনুমদীয়ে পৈশাচভাষ্যে একাদশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীধর।—অতঃ সর্ব্বশাস্ত্রার্থসারং পরমরহস্যং শৃণ্বিত্যাহ মৎকর্ম্মকৃদিতি। মদর্থং কর্ম্ম করোতীতি মৎকর্ম্মকৃৎ অহমেব পরমঃ পুরুষার্থোযস্য সঃ মমৈব ভক্ত আশ্রিতঃ পুত্রাদিষু সঙ্গবর্জ্জিতঃ

নির্ব্বৈরশ্চ সর্ব্বভূতেষু এবম্ভূতো যঃ স মাং প্রাপ্নোতি নান্যঃ ইতি। দেবৈরপি সুদুর্দর্শং তপোযজ্ঞাদি-কোটিভিঃ। ভক্ত্যায় ভগবানেবং বিশ্বরূপমদর্শয়ৎ ॥ ৫৫ ॥

ইতি শ্রীভগবদ্গীতায়াং স্বামীকৃতটীকায়াং একাদশোঽধ্যায়ঃ।

বলদেব।—অথ স্বপ্রাপ্তিকরীমনন্যাং ভক্তিমুপদিশন্নুপসংহরতি মদিতি। মৎসম্বন্ধিনি মন্মন্দিরনির্ম্মাণতদ্বিমার্জ্জনমৎপুষ্পবাটীতুলসীকাননসংস্কারতৎসেচনাদীনি কর্ম্মাদীনি করোতীতি মৎকর্ম্মকৃৎ, মৎপরমো মামেব ন তু স্বর্গাদিকং স্বপুমর্থং জানন্, মদ্ভক্তো মচ্ছ্রবণাদিনববিধ ভক্তিরসনিরতঃ, সঙ্গবর্জ্জিতঃ মদ্বিমুখসংসর্গমসহমানঃ, সর্ব্বভূতেষু নির্ব্বৈরঃ, তেষ্বপি মদ্বিমুখেষু প্রতিকূলেষু সৎস্বু বৈরশূন্যঃ, স্বক্লেশস্য স্বপূর্ব্বকর্ম্মানিমিত্তকত্ববিমর্শেন তেষু বৈরনিমিত্তাভাবাৎ। এবম্ভূতো যঃ স মাং নরাকারং কৃষ্ণমেতি লভতে নান্যঃ। পূর্ণঃ কৃষ্ণোঽবতারিত্বাত্তদ্ভক্তানাং জয়ো রণে। ভারতে পাণ্ডুপুত্রাণামিত্যেকাদশনির্ণয়ঃ ॥ ৫৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতোপনিষদ্ভাষ্যে একাদশোঽধ্যায়ঃ।

মধুসূদন।—অধুনা সর্ব্বস্য গীতাশাস্ত্রস্য সারভূতোঽর্থো নিঃশ্রেয়সার্থিনামনুষ্ঠানায় পুঞ্জীকৃত্যোচ্যতে। মদর্থং কর্ম্ম বেদবিহিতং করোতীতি মৎকর্ম্মকৃৎ স্বর্গাদিকামনায়াং সত্যাং কথমেবমিতি নেত্যাহ। মৎপরমঃ অহমেব পরমঃ প্রাপ্তব্যত্বেন নিশ্চিতো নতু স্বর্গাদির্যস্য সঃ অতএব মৎপ্রাপ্ত্যাশয়া মদ্ভক্তঃ সর্ব্বৈঃ প্রকারৈর্ম্মম ভজনপরঃ পুত্রাদিষু স্নেহে সতি কথমেবং স্যাদিতি নেত্যাহ সঙ্গবর্জিতঃ বাহ্যবস্তুস্পৃহাশূন্যঃ শত্রুষু দ্বেষে সতি কথমেবং স্যাদিতি নেত্যাহ নির্ব্বৈরঃ সর্ব্বভূতেষু অপকারিষ্বপি দ্বেষশূন্যোঽতঃ স মামেত্যভেদেন হে পাণ্ডব! অয়মর্থস্ত্বয়া জ্ঞাতুমিষ্টো-ময়োপদিষ্টো নাতঃপরং কিঞ্চিৎ কর্ত্তব্যমস্তীত্যর্থঃ ॥ ৫৫ ॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য-শ্রীবিশ্বেশ্বর সরস্বতী শ্রীপাদশিষ্য-শ্রীমধুসূদন
সরস্বতী বিরচিতায়াং শ্রীভগবদ্গীতা গূঢ়ার্থ দীপিকায়াং
বিশ্বরূপসন্দর্শনং নাম একাদশোঽধ্যায়ঃ।

নীলকণ্ঠ।—শাস্ত্রসর্ব্বস্বং সংগৃহ্নাতি মৎকর্ম্মকৃদিতি। মদর্থমেব কর্ম্মাণি করোতীতি মৎকর্ম্মকৃৎ অহমেব পরমো নিষ্কামঃ প্রার্থ্যো যস্যেতি স মৎপরমঃ এতেন কৃৎস্ন কর্ম্মযোগো

ধ্যানযোগশ্চ ত্বম্পদার্থশোধক উক্তঃ, মম ভক্ত আরাধনকৃদিতি উপাসনা কাণ্ডার্থ সংগ্রহঃ সঙ্গবর্জিত ইত্যনেন একান্তে ভগবদ্ ধ্যাননিষ্ঠ ইত্যুক্তম্, নির্ব্বৈর ইতি বিশ্বং ভগবদাত্মনা পশ্যেদিত্যুক্তং অন্যথা ভেদবুদ্ধিমতো নির্ব্বৈরত্বাসম্ভবাৎ, এবম্ভূতো যঃ স মাং তৎপদলক্ষার্থভূতমখণ্ডানন্দৈকঘনং এতি প্রাপ্নোতি প্রত্যগভেদেন হে পাণ্ডব! বিশুদ্ধবংশজ! ত্বমেবৈতৎ জ্ঞাতুং ন শক্নোষীতি ভাবঃ॥ ৫৫॥

ইতি শ্রীমৎপদবাক্যপ্রমাণমর্য্যাদাধুরন্ধর-চতুর্ধরবংশাবতংস শ্রীগোবিন্দসূরিসূনোঃ
শ্রীনীলকণ্ঠস্য কৃতৌ ভারতভাবদীপে ভীষ্মপর্ব্বণি ভগবদ্গী-
তার্থপ্রকাশো নাম একাদশোঽধ্যায়ঃ॥

বিশ্বনাথ।—অথ ভক্তি প্রকরণোপসংহারার্থং সপ্তমাধ্যায়াদিষু যে যে ভক্তা উক্তা স্তে সামান্য লক্ষণ মাহ মৎকর্ম্মকৃদিতি সঙ্গবর্জ্জিতঃ সঙ্গরহিতঃ॥ ৫৫॥

কৃষ্ণস্যৈব মহৈশ্বর্য্যং মমৈবাস্মিন্ রণে জয়ঃ। ইত্যর্জ্জুনো নিশ্চিকায়েত্যধ্যায়ার্থো নিরূপিতঃ।
ইতি সারার্থবর্ষিণ্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্ত চেতসাং। গাতাস্বেকাদশোধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাং॥
ইতি একাদশোঽধ্যায়ঃ॥

তাৎপর্য্য।—কি প্রকার অনন্যা ভক্তির প্রভাবে শ্রীভগবানকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, কোন কোন অনুষ্ঠান দ্বারা তাঁহার সহিত সম্মিলিত হওয়া যায়, তাহাই অতঃপর শ্রীভগবান্ প্রদর্শন করিতেছেন। আমার কর্ম্ম সম্পাদনেই যাঁহার জীবনের সমস্ত অধ্যবসায় পর্য্যবসিত হয়, আমার শ্রীমন্দিরাঙ্গন সম্মার্জ্জন, দেবমন্দির পরিস্করণ; আমার পূজার জন্য পুষ্পচয়ন, বন্দন অঙ্গলেপনাদির আয়োজন, ভোগাদির ব্যবস্থা, আরত্রিক প্রভৃতি কর্ম্মের বিহিত বিধান, মদ্বিষয়ক প্রসঙ্গালাপ, জ্ঞানবর্দ্ধক শাস্ত্রাদির আলোচনা প্রভৃতি কর্ম্মেই যাহার আসক্তি, মৎসেবা কর্ম্মবিষয় ব্যতীত অন্য যাবতীয় কর্ম্ম অসার ও নিষ্ফল বোধে পরিত্যাগ করিতে যাঁহার প্রবৃত্তি, যাঁহার প্রাতঃকাল হইতে নিশাকাল পর্য্যন্ত সমস্ত অনুষ্ঠানই কেবল আমার উদ্দেশ্যে আচরিত হইয়া থাকে, সেই মহাত্মাই মৎকর্ম্ম পরায়ণ। মনুষ্যেরা কোন না কোন ফল প্রাপ্তির অভিসন্ধিতে কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া

থাকেন। স্বর্গ কামনায় অথবা ঐহিক কোন সুখ ফল প্রাপ্তির বাসনায় ভগবদর্চ্চনাদি কার্য্যে মনুষ্যেরা প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু যিনি ভগবানের পরম ভক্ত, তাঁহার কর্ম্মানুষ্ঠানের অভিসন্ধি কেবল ভগবান্। এবং কাম্য ফলও কেবল ভগবান্। এইরূপ মদেকনিষ্ঠা প্রভাবে সেই সাধুর হৃদয় মদ্ভক্তিপরায়ণ হইয়া থাকে। তিনি মন্নাম স্মরণ পূর্ব্বক নিদ্রোত্থিত হন, আমার স্তবপাঠ করিতে করিতে স্নানাদি কর্ম্ম সমাপন করেন, আমার সুপরিচিত ভক্তরূপে পরিগণিত হইবার অভিপ্রায়ে অঙ্গের বিবিধ স্থানে মচ্চরণ অঙ্কিত করেন; বিবিধ বিধানে আমার পূজার্চ্চনাদি সমাপন করিয়া থাকেন, একান্ত নিষ্ঠা ও প্রেমপূর্ণ অন্তরে আমার চরণামৃত পান করেন, সংগৃহীত অন্নাদি আমাকে নিবেদন করিয়া প্রসাদ মাত্র ভোজন করিয়া থাকেন। যিনি প্রতি জৃম্ভনে, প্রতি কার্য্যে, প্রতি ব্যাপারে আমারই নাম স্মরণ ও আমারই মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন, তিনিই আমার ভক্ত। এই ভক্তির দৃঢ়তা ও পরিপাক হইলে মত্তত্ত্ব জ্ঞান ব্যতীত অন্য কোন জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষা তিরোহিত হইয়া যায়। আমার কথা, আমার লীলা কাহিনী স্মরণ করিতে করিতে প্রেমে তাঁহার শরীর কণ্টকিত হয়, নয়ন অশ্রুজলে পরিপ্লুত হয়, কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া যায়। পার্থিব সকল পদার্থেই সেই ভক্তোত্তম তখন কেবল শ্রীভগবানকে দর্শন করিতে থাকেন এবং সর্ব্বত্র ভগবল্লীলা ও মাহাত্ম্য উপলব্ধি করেন। তখন ভগবদ্ভক্তি তাঁহার জীবন ধারণের একমাত্র প্রয়োজন হইয়া পড়ে; ভগবানের সেবা ভিন্ন অন্য কোন কর্ম্মই তাঁহার করণীয় বলিয়া বোধ থাকে না; শ্রীভগবানের নাম চিন্তন ব্যতীত অন্য মন্ত্রাদি তাঁহার আর মনে হয় না; এবং সর্ব্বতো ভাবে আপনাকে ভগবদ্দাস্যে ও ভগবদ্বিনোদনে নিয়োজিত করিয়া তিনি ধন্য হইয়া থাকেন। এইরূপ ভক্তির প্রবলতা হইলে আর কাহারও সঙ্গে প্রবৃত্তি থাকে না। যে প্রাণাধিক অপত্য একসময়ে হৃদয়ের সকল স্নেহ মমতা ও আসক্তি আকর্ষণ করিয়া মুগ্ধ করিয়াছিল; যাহার অর্দ্ধোচ্চারিত সুমধুরধ্বনি অন্তরে অমৃতধারা সেচন করিত; অথবা যে লীলা ও লালসাময়ী প্রণয়িণীর বদন কমলে জগতের যাবতীয় সৌন্দর্য্যের সমাবেশ সন্দর্শনে বিমোহিত হইতে হইত, ক্ষণকালের নিমিত্তও যাহার বিরহ অসহনীয় বলিয়া বোধ হইত; যাহার বাক্যে ও ব্যবহারে, কার্য্যে ও অনুষ্ঠানে

নিরন্তর আনন্দ লহরী ক্রীড়া করিত; অথবা যে অভিন্নহৃদয় সুহৃদের সহিত সমসূত্রে বদ্ধপ্রাণ হইয়া অন্তর একতন্ত্রী যন্ত্রের ন্যায় নিয়ত ধ্বনিত হইত, যাহার বাক্য ও বুদ্ধি অতুলনীয় বলিয়া জ্ঞান হইত, যাহার সহিত ভোজনে ও শয়নে বিশ্রামে ও পর্য্যটনে প্রতিনিয়ত মিলিত না থাকিলে সংসার বিষময় বলিয়া বোধ হইত, হৃদয়ে প্রবলা ভক্তি জন্মিলে সে সমস্তই অলীক ও অসার, হেয় ও অকর্ম্মণ্য বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। তখন মনে হইবে, এই সংসাররূপ নাট্যশালায় মানবগণ অতি সামান্য সময়ের জন্য আগমন করে, এভঙ্গুর বাস ভবন তাহাদিগের চিরনিবাস ভূমি নহে; এস্থানের বন্ধন ও সখ্য প্রণয় ও মৈত্রী চির সঙ্গী নহে এবং ভবসিন্ধু অতিক্রম করিবার সামান্য সহায়ও নহে। এই ভবরূপ নাট্যশালায় নট নটী বেশে সকলকেই প্রবেশ করিতে হইয়াছে, স্বস্ব অভিনয় সমাপনান্তে এই ঘৃণিত ও আরোপিত বেশ ভূষা পরিত্যাগ পূর্ব্বক অচিরে যে যাহা ছিল তাহাকে তাহাই হইতে হইবে, এবং যে কার্য্য যাহার কর্ত্তব্য তাহাই তাহাকে গ্রহণ করিতে হইবে। তখন মনে হইবে এই কৃমি ক্লেদ অশান্তি ও ক্লেশ পূর্ণ সংসারে সকলই অসার, সকলই অলীক, সকলই ক্ষণভঙ্গুর এবং সকলই অতিমাত্র ঘৃণিত। কেবল সেই সচ্চিদানন্দ বিশ্বেশ্বর পরম পুরুষই একমাত্র সার ও পরম সৎ। সেই সার ও সদ্বস্তু সঙ্গ ব্যতীত অন্য যাবতীয় সঙ্গ বিবর্জ্জিত হইয়া সেই ভক্ত চূড়ামণি কেবল আমার চরণেই আত্ম নিবেদন করিয়া অতুলনীয় আনন্দ উপভোগ করেন। এইরূপ সাধুর কেবল যে কোন জীবে আসক্তি থাকে না এমন নহে, কাহারও সহিত তাঁহার শত্রুতা ভাবও থাকিতে পারে না। সর্ব্বত্র যিনি আমাকে দর্শন করেন, কাহাকেও শত্রু বলিয়া তিনি কখনই মনে করিতে পারেন না। অধিকন্তু কাহারও ঘৃণায় বা দুর্ব্যবহারে কটুবাক্যে বা প্রতারণায় তাঁহার হৃদয়ে কোনই ভাবান্তর জন্মে না। ভগবচ্চরণে একান্তনিষ্ঠ মহাত্মার কেহ অর্থাপহরণ করিলে কেহ বিশেষ অনিষ্ট সাধন করিলে কোনই ক্ষতি হয় না। কারণ সংসারের সকল পদার্থই তিনি অলীক বোধে পূর্ব্বেই উপেক্ষা করিতে অভ্যাস করিয়াছেন। তাঁহার দেহ ও মন ভগবচ্চরণ চিন্তন, ভগবানের সেবা ও ভগবদ্ভক্তিতে পরিপূর্ণ। সে পরম ধন কোন তস্কর বা প্রবঞ্চক অপহরণ করিতে পারে না। তাহার কণিকা মাত্র অপচয় করিতে কাহারও

সাধ্য নাই। কাহারও দুর্ব্বাক্যে বা দুর্ব্ব্যবহারে সে হৃদয়ের অণুমাত্রও ভাবান্তর উৎপাদন করিতে পারে না। কেন না ভগবচ্চিন্তায় যাহা পরিপূর্ণ, ভগবৎ প্রেমে যাহা উদ্বেলিত, এবং ভগবদ্ভক্তিতে যাহা সমাচ্ছন্ন তাঁহাতে আর কোনও ক্ষুদ্র অবাস্তব ঘৃণিত প্রসঙ্গের স্থান হইতে পারে না। সুতরাং এরূপ ব্যক্তির কাহারও সম্বন্ধে বৈরভাব থাকা অসম্ভব। এরূপ ব্যক্তি আপনার হৃদয়ের ভাবানুসারে সকলকেই পরমভক্ত মহাপুরুষ বলিয়া জ্ঞান করেন, স্বভাবজাত বিনয় ও নম্রতা হেতু সকলেয় নিকটই নিতান্ত দীনতা প্রকাশ করেন, এবং সকলকেই আপনার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও পূজনীয় বলিয়া মনে করেন। বসুন্ধরার তাবৎ লোক তাঁহার কুটুম্ব, দারুণ দুর্ব্বৃত্তও তাঁহার আলিঙ্গন বদ্ধ, এবং চণ্ডালও তাহার প্রেমাস্পদ। সর্ব্বজীবে তাঁহার সমদৃষ্টি। হে পাণ্ডব! অর্থাৎ হে ধর্ম্মশীল পাণ্ডুবংশাবতংস অর্জ্জুন! হে ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠিরানুজ! এইরূপ যিনি ভক্ত, তিনিই আমাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যাঁহার বাহ্যকার্য্য, মনঃসংকল্প, আকাঙ্ক্ষা, চেষ্টা, অধ্যবসায় সকলই আমি, সেই পরম ভাগ্যবান্ ব্যক্তি চরমে আমাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি মহাত্মাগণ এই শ্লোককে সমস্ত গীতা শাস্ত্রের সার স্বরূপ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সাধনার পরিপাকে বিমলা ভক্তির প্রভাবে মনুষ্য হৃদয়ের যে শান্তিপূর্ণ আনন্দপূর্ণ সুপবিত্র অবস্থা উপস্থিত হয়, তাহাই এই শ্লোকে প্রদর্শিত হইয়াছে। এইরূপ পূর্ণানন্দময় অবস্থা উপস্থিত হইলে ভাগ্যবান্ ভক্ত ব্রহ্মময়তা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এবং সাযুজ্যাদি মুক্তি তাঁহার করতলগত হয় ॥ ৫৫ ॥

শ্রীমৎ শ্রীধরস্বামীর উপসংহার বাক্য। কোটি কোটি তপোযজ্ঞাদির দ্বারা যাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায় না, দেবতাদিগের পক্ষেও যিনি সুদুর্দ্দর্শন, ভগবান্ ভক্তকে সেই রূপ প্রদর্শন করিলেন।

শ্রীমদ্বলদেবের উপসংহার বাক্য। পূর্ণ পুরুষস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণাবতারের প্রভাবে ভারত সমরে ভক্ত পাণ্ডবগণের বিজয় হইবে, ইহাই একাদশ অধ্যায়ে কীর্ত্তিত হইল।

শ্রীমদ্বিশ্বনাথের উপসংহার বাক্য। অর্জ্জুন কৃষ্ণের মহৈশ্বর্য্য এবং আপনার রণজয় নিশ্চয় করিতে পারিলেন, ইহাই একাদশ অধ্যায়ার্থ নিরূপিত

হইল। এইরূপ সারার্থ বর্ষিণী, ভক্তগণের আনন্দায়িনী গীতায় সাধুগণের উপাদেয় একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত হইল ।

একাদশ অধ্যায়ের তাৎপর্য্য সমাপ্ত ॥

যামুন মুনি ।—“একাদশেহস্য যাথাত্ম্য সাক্ষাৎকারাবলোকনম্। দত্তমুক্তা বিদিপ্রাপ্ত্যোর্ভক্ত্যেকোপায়তা তথা ॥”

তাৎপর্য্য ।—একাদশ অধ্যায়ে ভগবানের যথার্থ স্বরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে। মুক্তিলাভের পক্ষে ভক্তিই একমাত্র উপায়, ইহাই কীর্ত্তিত হইয়াছে ॥

—(০)—

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ।

অর্জ্জুন উবাচ ।

এবং সততযুক্তা যে ভক্তাস্ত্বাং পর্য্যুপাসতে ।
যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তং তেষাং কে যোগবিত্তমাঃ ॥ ১ ॥

অন্বয় ।—অর্জ্জুনঃ উবাচ (কথয়ামাস), এবং (ত্বৎকথনানুরূপং) সততযুক্তাঃ (নিরন্তরত্বন্নিষ্ঠাঃ) যে ভক্তাঃ ত্বাং পর্য্যুপাসতে (ধ্যায়ন্তি) যে চ অপি অব্যক্তং (ইন্দ্রিয়ানামগোচরং) অক্ষরং (ব্রহ্ম) [পর্য্যুপাসতে] তেষাং [মধ্যে] কে যোগবিত্তমাঃ (শ্রেষ্ঠযোগজ্ঞাঃ) ॥ ১ ॥

প্রতিশব্দ ।—অর্জ্জুন বলিলেন, আপনার উপদেশানুরূপ নিরন্তর-ত্বন্নিষ্ঠ যে ভক্তগণ আপনাকে ধ্যান-করেন, এবং যাঁহারা ইন্দ্রিয়ের-অগোচর ব্রহ্মকে [ধ্যান-করেন] তাঁহাদের [মধ্যে] কাহারা শ্রেষ্ঠযোগী ? ॥ ১ ॥

ব্যাখ্যা ।—অর্জ্জুন বলিলেন, আপনি পূর্ব্বে যে অনন্যা ভক্তির উল্লেখ করিলেন, তদনুসারে যে ভক্তগণ নিরন্তর আপনাতেই চিত্ত নিবেশিত করিয়া আপনার এই বিশ্বরূপের উপাসনা করেন, এবং যে সাধকগণ ইন্দ্রিয়াদির অগোচর নিরাকার ব্রহ্মরূপে আপনাকে উপাসনা করেন, সেই উভয় পথাবলম্বী সাধকগণের মধ্যে কাহারা শ্রেষ্ঠ সাধক ? ॥ ১ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—দ্বিতীয়প্রভৃতিষ্বধ্যায়েষু বিভূত্যন্তেষু পরমাত্মনোব্রহ্মণোঽক্ষরস্য বিধ্বস্তসর্ব্ববিশেষণস্যোপাসনমুক্তং সর্ব্বযোগৈশ্বর্য্যসর্ব্বজ্ঞানশক্তিমৎসত্ত্বোপাধেরীশ্বরস্য তব চোপাসনং তত্র তত্রোক্তং, বিশ্বরূপাধ্যায়ে তু ঐশ্বরমাদ্যং সমস্তজগদাত্মকং বিশ্বরূপং ত্বদীয়ং দর্শিতমুপাসনার্থমেব ত্বয়া, তচ্চ দর্শয়িত্বোক্তবানসি মৎকর্ম্মকৃদিত্যাদ্যতোঽনয়োরুভয়োঃ পক্ষয়োর্ব্বিশিষ্টতরবুভুৎসয়া

ত্বাং পৃচ্ছামীতি অর্জ্জুন উবাচ এবমিতি। এবং সততযুক্তা নৈরন্তর্য্যেণ ভগবৎকর্ম্মাদৌ যথোক্তেঽর্থে সমাহিতাঃ সন্তঃ প্রবৃত্তা ইত্যর্থঃ যে ভক্তাঃ অনন্যশরণাঃ সন্তস্ত্বাং যথাদর্শিতবিশ্বরূপম্পর্য্যুপাসতে ধ্যায়ন্তি, যে চাপ্যক্ষরমিতি যে চান্যেঽপি ত্যক্তসর্ব্বৈষণাঃ সন্ন্যস্তসর্ব্বকর্ম্মাণোযথাবিশেষিতং ব্রহ্মাক্ষরং নিরস্তসর্ব্বোপাধিত্বাদব্যক্তমকরণগোচরং যদ্ধি লোকে করণগোচরন্তদ্ব্যক্তমুচ্যতে (অঞ্জের্ধাতোস্তৎকর্ম্মকত্বাৎ) ইদং ত্বক্ষরং তদ্বিপরীতং শিষ্টৈশ্চোচ্যমানৈর্ব্বিশেষণৈর্ব্বিশিষ্টং তদ্ যে চাপি পর্য্যুপাসতে তেষামুভয়েষাং মধ্যে কে যোগবিত্তমাঃ কে অতিশয়েন যোগবিদ ইত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

আনন্দগিরি।—অশোচ্যানিত্যাদিষু বিভূত্যধ্যায়াবসানেষু অধ্যায়েষু নিরুপাধিকস্য ব্রহ্মণো জ্ঞেয়ত্বেনানুসন্ধানমুক্তমিতি বৃত্তং কীর্ত্তয়তি দ্বিতীয়েতি। অতিক্রান্তেষু তত্তদধ্যায়েষু সোপাধিকস্য ব্রহ্মণো ধ্যেয়ত্বেন প্রতিপাদনং কৃতমিত্যাহ সর্ব্বেতি। সর্ব্বস্যাপি প্রপঞ্চস্য যোগো ঘটনা জন্মস্থিতিভঙ্গপ্রবেশনিয়মনাখ্যা তত্রৈশ্বর্য্যং সামর্থ্যং তেন সর্ব্বত্র জ্ঞেয়ে প্রতিবন্ধবিধুরয়া জ্ঞানশক্ত্যা বিশিষ্টস্য সত্ত্বাদ্যুপহিতস্য ভগবতোধ্যানং তত্রতত্র প্রসঙ্গমাপদ্য মন্দমধ্যমযোরনুগ্রহার্থমুক্তমিত্যর্থঃ একাদশে বৃত্তমনুদ্রবতি বিশ্বরূপেতি। অধ্যায়ান্তে ভগবদুপদেশমনুবদতি তচ্চেতি। অতীতানন্তরশ্লোকেনোক্তমর্থম্পরামৃশতি মৎকর্ম্মকৃদিতি। যথাধিকারং তারতম্যোপেতানি সাধনানি নিয়ন্তু মধ্যায়ান্তরমবতারয়ন্নাদৌ প্রশ্নমুত্থাপয়তি অতইতি। সোপাধিকধ্যানস্য নিরুপাধিকজ্ঞানস্য চোক্তত্বাদিত্যর্থঃ। এবং শব্দার্থমুক্ত্বা তমনূদ্য সততযুক্তা ইতি ভাগং বিভজতে এবমিতি। যে ভক্তা ইত্যনূদ্য ব্যাচষ্টে অনন্যেতি। মন্দ মধ্যমাধিকারিণঃ সগুণশরণানুক্ত্বা নির্গুণনিষ্ঠানুত্তমাধিকারিণো নির্দ্দিশতি যেচেতি। যথাবিশেষিতমনির্দ্দেশ্যং সর্ব্বত্রগমচিন্ত্যং কূটস্থমিত্যাদিবক্ষ্যমাণবিশেষণবিশিষ্টমিত্যর্থঃ ন ক্ষরত্যশ্নুতেবেত্যক্ষরং। অব্যক্তমিত্যেতদ্ব্যাচষ্টে নিরস্তেতি। করণাগোচরত্বং ব্যতিরেকদ্বারা স্ফোরয়তি যদ্ধীতি। যথাবিশেষিতমিত্যুক্তং স্পষ্টয়তি শিষ্টৈশ্চেতি। পূর্ব্বার্দ্ধগতক্রিয়াপদস্যানুষঙ্গং সূচয়তি তদিতি। সর্ব্বে তাবদেতে যোগং সমাধিং বিন্দন্তীতি যোগবিদঃ। কে পুনরতিশয়েনৈষাং মধ্যে যোগবিদো যোগিনইতি পৃচ্ছতি কে অতিশয়েনেতি ॥ ১ ॥

রামানুজ।—ভক্তিযোগনিষ্ঠানাং প্রাপ্যভূতস্য পরস্য ব্রহ্মণো ভগবতো নারায়ণস্য নিরঙ্কুশৈশ্বর্য্যং সাক্ষাৎ কর্ত্তু কামায়ার্জ্জুনায়ানবধিকাতিশয়কারুণ্য ঔদার্য্যসৌশীল্যাদিগুণসাগরেণ সত্যসঙ্কল্পেন ভগবতা স্বৈশ্বর্য্যং যথাবদবস্থিতং দর্শিতং। উক্তং চ তত্ত্বতো ভগবজ্জ্ঞানদর্শনপ্রাপ্তানাম্ ঐকান্তিকাত্যন্তিকভগবদ্ভক্ত্যেকলভ্যত্বং অনন্তরমাত্মপ্রাপ্তিসাধনভূতাদাত্মোপাসনাদ্ভক্তিরূপস্য ভগবদুপাসনস্য স্বসাধ্যনিষ্পাদনে শৈঘ্র্যাৎ সুখোপাদানত্বাচ্চ শ্রৈষ্ঠম্ ভগবদুপাসনোপায়শ্চ তদশক্তস্যাক্ষরনিষ্ঠতাতদপেক্ষিতাশ্চোচ্যন্তে। ভগবদুপাসনস্য প্রাপ্যভূতোপাস্যশ্রৈষ্ঠ্যাৎ শ্রৈষ্ঠ্যম্ তু "যোগিনামপি সর্ব্বেষাম্ মদগতেনান্তরাত্মনা। শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥" ইত্যত্রোক্তম্। এবং মৎকর্ম্মকৃদিত্যাদিনোক্তেন প্রকারেণ সততযুক্তাঃ ভগবন্তংত্বামেব পরম্ প্রাপ্যম্ মন্বানা যে ভক্তাস্ত্বাং সকলবিভূতিযুক্ত মনবধিকাতিশয়সৌন্দর্য্যসৌশীল্যসার্ব্বজ্ঞ সত্যসঙ্কল্পত্বাদ্যনন্তগুণসাগরম্ পরিপূর্ণমুপাসতে যে চাপ্যক্ষরং প্রত্যগাত্মস্বরূপম্ তদেব চাব্যক্তম্

চক্ষুরাদিকরণেনানভিব্যক্তম্ স্বরূপমুপাসতে তেষামুভয়েষাম্ কে যোগবিত্তমাঃ কে স্বসাধ্যং প্রতি শীঘ্রগামিন ইত্যর্থঃ। "ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিত চেতসাং" ইত্যুত্তরত্র যোগবিত্তমত্বং শৈঘ্র্যবিষয়মিতি হি ব্যঞ্জয়িষ্যতে ॥ ১ ॥

হনুমান্।—এবং সুদুর্দ্দর্শনং ভগবদ্রূপং প্রত্যক্ষেণোপলভ্য তস্যোপাস্যত্বং চ ভগবদ্বচনাদেব শ্রুত্বা কিমেব সাকারভগবদ্রূপমুপাস্যমাহোস্বিদব্যক্তং ব্রহ্মরূপ মুপাস্যমিতি সন্দিহন্ তন্নির্ণয়ার্থং অর্জ্জুন উবাচ এবং সততযুক্তা সাকার ধ্যান নিবদ্ধা যোগবিত্তমাঃ পরমাত্মবিত্তমা ॥ ১ ॥

শ্রীধর।—নির্গুণোপাসনস্যৈবং সগুণোপাসনস্য চ। শ্রেয়ঃ কতরদিত্যেতন্নির্ণেতুং দ্বাদশোদ্যমঃ ॥ পূর্ব্বাধ্যায়ান্তে মৎকর্ম্মকৃন্মৎপরমো মদ্ভক্ত ইত্যেবং ভক্তিনিষ্ঠস্য শ্রেষ্ঠত্বমুক্তং, কৌন্তেয়! প্রতিজানীহীত্যাদিনা চ তত্র তস্যৈব শ্রেষ্ঠত্বং নির্ণীতং, তথা, "তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যত" ইত্যাদিনা, "সর্ব্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সংতরিষ্যসী"ত্যাদিনা চ জ্ঞাননিষ্ঠস্য শ্রেষ্ঠত্বমুক্তং। এবমুভয়োঃ শ্রৈষ্ঠ্যবিশেষজিজ্ঞাসয়া ভগবন্তমর্জ্জুন উবাচ এবমিতি। এবং সর্ব্বকর্ম্মার্পণাদিনা সততযুক্তাস্ত্বন্নিষ্ঠাঃ সন্তো যে যে ভক্তাস্ত্বাং বিশ্বরূপং সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বশক্তিং পর্য্যুপাসতে তেষামুভয়েষাং মধ্যে কেঽতিশয়েন যোগবিদোঽতিশ্রেষ্ঠ ইত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

বলদেব।—উপায়েষু সমস্তেষু শুদ্ধা ভক্তির্মহাবলা। প্রাপয়েত্ত্বরয়া যন্মামিত্যাহ দ্বাদশে হরিঃ ॥ জীবাত্মানং যথাবজ্জ্ঞাত্বা বিজ্ঞায় চ তদংশী হরির্ধ্যেয় ইত্যবিনাশিতু তদ্বিদ্ধীত্যাদিভির্দ্বিতীয়াদিষ্বেকঃ পন্থা বর্ণিতঃ। জীবাত্মানং হরেররংশং জ্ঞাত্বৈব তদংশী হরিঃ তচ্ছ্রবণাদিভক্তিভির্ধ্যেয় ইতি ময্যাসক্তমনাঃ পার্থেত্যাদিভিঃ সপ্তমাদিষু দ্বিতীয়ঃ পন্থাঃ প্রদর্শিতঃ। তেষ্বেব প্রয়াণকালে ইত্যাদিনা যোগাপসৃষ্টা জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যন্যে ইত্যনেন জ্ঞানোপসৃষ্টা চ ভক্তিরুক্তা। ভক্তিষট্কাৎ প্রাক্ ষষ্ঠান্তে কেবলাং ভক্তিমুপদেক্ষ্যতা যোগিনামপি সর্ব্বেষামিত্যাদিপদ্যেন স্বৈকান্তিনাং যুক্ততমতা চাভিহিতা। তত্রার্জ্জুনঃ পৃচ্ছত্যেবমিতি। এবং ময্যাসক্তমনাঃ পার্থেত্যাদি ত্বদুক্তবিষয়া সততযুক্তা যে ত্বাং শ্যামসুন্দরং কৃষ্ণং পরিতঃ কায়াদিব্যাপারৈরুপাসতে যে চাক্ষরং জীবস্বরূপং চক্ষুরাদিভিরব্যক্তং পর্য্যুপাসতে ধারণাধ্যানসমাধিভিঃ সাক্ষাৎকর্ত্তুমীহন্তে পরমাত্মকামাঃ তেষামুভয়েষাং মধ্যে যোগবিত্তমাঃ শীঘ্রোপায়িনঃ কে ভবন্তি। অয়ং ভাবঃ। স্বানুভবপূর্ব্বকস্য হরিধ্যানস্য বদ্ধমূলত্বাত্তেন নির্ব্বিঘ্না তৎপ্রাপ্তিরিত্যেকে। নীরূপস্যাতিসূক্ষ্মস্য জীবাত্মনো দুর্ধ্যানত্বাৎ কিং তদ্ধ্যানেন কিন্তু হরিভক্তিরেব সর্ব্ববিঘ্নবিমর্দ্দিনী হরিপ্রাপণীত্যেকে। তস্যামেব নিরতাস্তেষামুভয়েষামুপায়েষু কঃ শ্রেয়ানুপায় ইতি তং ভণেতি ॥ ১ ॥

মধুসূদন।—পূর্ব্বাধ্যায়ান্তে "মৎকর্ম্মকৃন্মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ। নির্ব্বৈরঃ সর্ব্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব!" ইত্যুক্তং। তত্র মচ্ছব্দার্থে সন্দেহঃ কিং নিরাকারমেব সর্ব্বস্বরূপং বস্তু মচ্ছব্দেনোক্তং ভগবতা কিং বা সাকারমিতি উভয়ত্রাপি প্রয়োগদর্শনাৎ "বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্মাং প্রপদ্যতে। বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ"॥ ইত্যাদৌ নিরাকারং বস্তু ব্যপদিষ্টং। বিশ্বরূপদর্শনানন্তরঞ্চ "নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া। শক্য এবংবিধোদ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি মাং যথা" ॥ ইতি সাকারং বস্তু উভয়োশ্চ ভগবদুপদেশয়োরধিকারিভেদেনৈব ব্যবস্থা

ভবিতব্যং, অন্যথা বিরোধাৎ। তত্রৈবং সতি ময়া মুমুক্ষুণা কিং নিরাকারমেব বস্তু চিন্তনীয়ং কিম্বা সাকারমিতি স্বাধিকারনিশ্চয়ায় সগুণনির্গুণবিদ্যয়োর্ব্বিশেষবুভুৎসয়া অর্জ্জুন উবাচ। এবং মৎকর্ম্মকৃদিত্যাদ্যনন্তরোক্তপ্রকারেণ সততযুক্তনৈরন্তর্য্যেণ ভগবৎকর্ম্মাদৌ সাবধানতয়া প্রবৃত্তা ভক্তাঃ সাকারবস্ত্বেকশরণাঃ সন্তস্ত্বামেবম্বিধং সাকারং যে পর্য্যুপাসতে সততং চিন্তয়ন্তি, যে চাপি সর্ব্বতোবিরক্তাস্ত্যক্তসর্ব্বকর্ম্মাণোঽক্ষরং ন ক্ষরত্যশ্নুতে বেত্যক্ষরং "এতদ্বৈ তদক্ষরং গার্গি! ব্রাহ্মণা অভিবদন্ত্যস্থূলমনণ্বহ্রস্বমদীর্ঘমি"ত্যাদি শ্রুতিপ্রতিষিদ্ধসর্ব্বোপাধিরহিতং নির্গুণং ব্রহ্ম অতএবাব্যক্তং সর্ব্বকরণাগোচরং নিরাকারং ত্বাং পর্য্যুপাসতে তেষামুভয়েষাং মধ্যে কে যোগবিত্তমাঃ অতিশয়েন যোগবিদঃ যোগং সমাধিং বিদন্তীতি বা যোগবিদঃ উভয়েঽপি তেষাং মধ্যে কে শ্রেষ্ঠা যোগিনঃ, কেষাং জ্ঞানং ময়ানুসরণীয়মিত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

নীলকণ্ঠ।—সপ্তমমারভ্যৈতাবতা গ্রন্থেন তৎপদবাচ্যার্থো নিরূপিতঃ। ইদানীং তৎপদার্থশোধনমুপাসনাকাণ্ডঞ্চ সমাপয়িষ্যন্নিহার্থতঃ প্রাধান্যেন তৎপদলক্ষ্যমর্থম্ তদ্বিদাম্ লক্ষণানি চ প্রদর্শ্যন্তে। শব্দতস্তু লৌকিকবুদ্ধ্যনুসারেণ তৎপদবাচ্যস্যৈবোপাসনাদিকম্ প্রপঞ্চ্যতে তত্র পূর্ব্বাধ্যায়ান্তে "মৎকর্ম্মকৃন্মৎপরম" ইত্যাদিনা স্বভজনমুক্তং, তত্র মচ্ছব্দার্থঃ কিম্ সগুণমুতনির্গুণং ব্রহ্ম উভয়ত্রাপ্যস্মচ্ছব্দস্য পূর্ব্বপ্রয়োগদর্শনাৎ সন্দিহানঃ পৃচ্ছতি এবমিতি। এবমিত্যব্যবহিতং মৎকর্ম্মকৃদিত্যাদিনোক্তং প্রকারং পরামৃশতি, অনেন প্রকারেণ যে সততযুক্তা নিত্যসমাহিতচিত্তা ভক্তাঃ সগুণবেদিনস্ত্বাং পর্য্যুপাসতে যে চাপ্যক্ষরমস্থূলাদি লক্ষণমব্যক্তম্ বুদ্ধ্যাদ্যগোচরমুপাসতে তেষাং মধ্যে যোগবিত্তমাঃ কে কতর ইত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ।—দ্বাদশে সর্ব্বভক্তানাং জ্ঞানিভ্যঃ শ্রৈষ্ঠ্যমুচ্যতে। ভক্তেষ্বপি প্রশস্যন্তে যেঽদ্বেষাদিগুণান্বিতাঃ। ভক্তি প্রকরণস্যোপক্রমে "যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা। শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ" ইতি ভক্তেঃ সর্ব্বোৎকর্ষো যথাশ্রুতঃ তৈথবোপসংহারেঽপি তস্যা এবং সর্ব্বোৎকর্ষং শ্রোতু কামঃ পৃচ্ছতি। এবং সতত যুক্তা মৎকর্ম্ম কৃন্মৎপরম ইতি ত্বদুক্ত লক্ষণা ভক্তাস্ত্বাং শ্যাম সুন্দরাকারং যে পর্য্যুপাসতে যে চাব্যক্তং নির্ব্বিশেষং অক্ষরং "এতদ্বৈতদক্ষরং গার্গি ব্রাহ্মণা অভিবদন্ত্য স্থূলমনণ্বহ্রস্বং" ইত্যাদি শ্রুত্যুক্তং ব্রহ্ম উপাসতে তেষামুভয়েষাং যোগ বিদাং মধ্যে কেঽতিশয়েন যোগবিদশ্চ ত্বৎ প্রাপ্তৌ শ্রেষ্ঠমুপায়ং জানন্তি ন লভন্তে বা তে যোগবিত্তরা ইতি বক্তব্যে যোগবিত্তমা ইত্যুক্তিঃ যোগবিত্তরাণামপি বহূনাং মধ্যে কে যোগবিত্তমা ইত্যর্থং বোধয়তি ॥ ১ ॥

তাৎপর্য্য।—যাহা মানবের অদৃষ্টে কখনই সংঘটিত হয় না; দেবতারাও যাহা দর্শন করিবার নিমিত্ত নিত্য আকাঙ্ক্ষিত, শ্রীভগবানের কৃপা ভাজন প্রণয়াস্পদ অর্জ্জুন সুকৃতি বলে সেই বিশ্বরূপ তদনন্তর নীলকান্তমণি সদৃশ চতুর্ভুজ ভগবদ্রূপ দর্শন করিয়া চরিতার্থ হইয়াছেন। তাঁহার জ্ঞান পিপাসা প্রবল হইয়াছিল, এবং নানাস্থানে নানারূপ প্রশ্নের

দ্বারা তিনি স্বকীয় অজ্ঞতা-নাশের প্রয়াস করিতেছিলেন। স্বয়ং ভগবান্ উপদেষ্টা; যে বীজ হইতে সংসাররূপ পাদপের উদ্ভব হইয়াছে, যে উৎস হইতে অনন্ত জ্ঞানামৃত ক্ষরিত হইতেছে; যে কারণ হইতে যাবতীয় কার্য্যের বিকাশ হইয়াছে, সেই সর্ব্বেশ্বর অনুকম্পাপূর্ণ ভগবান্ গুরু। সুতরাং জ্ঞান পিপাসা নিবৃত্তির এরূপ অসুলভ উপায় আর কখনই হইতে পারে না। শ্রীভগবানের দেবাকার বা নরাকার মূর্ত্তি দর্শন করিয়া জ্ঞানার্থী অর্জ্জুনের পিপাসা প্রবলতর হইল। তখন স্থূল তত্ত্ব পরিহার করিয়া সূক্ষ্ম তত্ত্ব নির্ণয়ে তাঁহার আকাঙ্ক্ষা জন্মিল এবং ব্রহ্মোপাসনার বিভিন্ন ভাব পরিজ্ঞানের নিমিত্ত তিনি ব্যাকুল হইলেন। সাকার ও নিরাকার ভগবানের এই দুই ভাব। তন্মধ্যে কোন ভাবের উপাসনা শ্রেষ্ঠ, ইহাই জানিবার নিমিত্ত তিনি অধ্যায়ারম্ভে প্রশ্ন উত্থাপন করিলেন। এই অধ্যায়ে এই উভয়বিধ উপাসনার বিশেষত্ব প্রতিপাদিত হইবে।

পূজ্যপাদ শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য ও শ্রীমদানন্দগিরির অভিপ্রায়। "অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং" (২য় অধ্যায় ১১ শ্লোক) হইতে আরম্ভ করিয়া বিভূতি বর্ণনার উপাসংহার পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র নিরুপাধিক ব্রহ্মের জ্ঞেয়ত্ব সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা হইয়াছে। অর্থাৎ নির্গুণ ভগবত্তত্ত্বাববোধ জ্ঞানের বিষয়ীভূত ইহাই কথিত হইয়াছে। অতীত অধ্যায় নিচয়ে ইহাও প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, সোপাধিক ব্রহ্ম অর্থাৎ ব্রহ্মের সগুণ ভাব ধ্যানের বিষয়ীভুত। বিশ্বরূপাধ্যায়ে অর্থাৎ একাদশে শ্রীভগবানের বিশ্বাদ্যত্ব সর্ব্বাত্মকত্ব সর্ব্বেশ্বরত্ব সর্ব্বকর্ত্তৃত্ব কীর্ত্তিত হইয়াছে। সগুণ ব্রহ্মের উপাসনার বৈধতা নিঃসংশয়িত রূপে সমর্থিত হইয়াছে। সেই রূপ প্রদর্শনের পর ভগবান্ বলিয়া দিয়াছেন যে, "মৎকর্ম্মকৃৎ" ইত্যাদি। (১১শ অধ্যায় ৫৫ শ্লোক) এই উভয় পক্ষের অর্থাৎ সোপাধিক ও নিরুপাধিক এতদুভয়ের কাহার উপাসনা বিশেষত্ব যুক্ত তাহা জানিবার নিমিত্ত প্রবলাকাঙ্ক্ষা হেতু অর্জ্জুন ভগবানকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন। তুমি পূর্ব্বাধ্যায়ের উপসংহার কালে যে সাধনার কথা ব্যক্ত করিয়াছ, তদনুরূপে সততযুক্ত অর্থাৎ নিরন্তর অবিচ্ছিন্নভাবে যাঁহারা ভগবৎ কর্ম্মে সমাহিত হইয়া থাকেন, অর্থাৎ অনন্য শরণাগত হইয়া কায়মনোবাক্যে তোমার কথিতরূপ ভাবে তোমার প্রদর্শিত বিশ্বরূপের উপাসনা করিয়া থাকেন এবং তোমারই

ধ্যাননিষ্ঠ হইয়া থাকেন, তাঁহারা সকলেই তোমার সোপাধিক ভাবের উপাসক। আর যাঁহারা সকল বাসনা পরিহার পূর্ব্বক সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, যিনি সর্ব্বত্রগামী অচিন্ত্য কূটস্থ ইত্যাদি বিশেষণ দ্বারা বিশেষিত হইয়া থাকেন, এবং যিনি সর্ব্বোপাধি পরিশূন্যতা হেতু অব্যক্ত, সেই ইন্দ্রিয় সমূহের অগোচর নিরুপাধিক ব্রহ্মকে উপাসনা করেন, তাঁহারা নির্গুণোপাসক। এই উভয় সম্প্রদায় মধ্যে কাহারা অধিকতর যোগনিষ্ঠ ?

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্যের অভিপ্রায়। ভক্তি যোগনিষ্ঠ ব্যক্তিগণের লক্ষ্য পরব্রহ্ম স্বরূপ ভগবান্ শ্রীমন্নারায়ণের অবাধ সর্ব্বরূপী ঐশ্বর্য্য সন্দর্শনে অভিলাষী অর্জ্জুনকে নিরতিশয় কারুণ্য বাৎসল্য সৌশীল্য প্রভৃতি অশেষ গুণালয় ভগবান্ কৃপা সহকারে তদৈশ্বর্য্যসমূহ প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহাও ব্যক্ত করিয়াছেন যে, কেবল ঐকান্তিকী ভক্তি প্রভাবে ভগবানের সেই রূপ পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। অনন্তর আত্মপ্রাপ্তির সাধন স্বরূপ আত্মোপাসনার অপেক্ষা ভক্তিযোগ সহকারে ভগবদুপাসনা সুকর ও আশু ফলপ্রদ ; সুতরাং তদুপায়ে শীঘ্র মনোভীষ্ট সংসিদ্ধ হয় বলিয়া এবং সুখসাধন হেতু এই উপায়ের শ্রেষ্ঠত্ব। পূর্ব্বোল্লিখিত উপায়াবলম্বনে অশক্তগণ অক্ষর রূপ ভগবদারাধনায় প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। এই শেষোক্ত উপায়ের বিষয় এক্ষণে কথিত হইতেছে। এতদুপায়ে যে উপাস্য ভগবানকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার শ্রেষ্ঠতা অবিসংবাদিত। তজ্জন্যই এই শেষোক্ত উপায়ের শ্রেষ্ঠতা অঙ্গীকৃত হইয়া থাকে। "যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা" ইত্যাদি (৬ষ্ঠ অধ্যায় ৪৭ শ্লোক) ভগবদুক্তির দ্বারা এতদুপায়ের শ্রেষ্ঠতা সমর্থিত হইয়াছে। অর্জ্জুন জিজ্ঞাসিতেছেন, হে ভগবন্! এতদুভয় প্রণালীই প্রশস্য। আমি স্থির করিতে পারিতেছি না, এতদুভয়ের মধ্যে কোন উপায় অবলম্বন করিলে শীঘ্র তোমাকে লাভ করিতে পারা যায় ? মূল স্থিত "যোগবিত্তম" যে শীঘ্রত্বের উপর লক্ষ্য করিয়া প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা পরবর্ত্তী "ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাং" ইত্যাদি (১২শ অধ্যায় ৭ শ্লোক) ভগবদুক্তি দ্বারা সপ্রমাণ হইবে।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ধনুমানের অভিপ্রায়। পূর্ব্ববর্ণিত রূপ ভগবন্মূর্ত্তি স্বচক্ষে দর্শন করিয়া এবং তদুপাসনার বৈধতা সম্বন্ধে তদীয় উপদেশ শ্রবণ করিয়া অর্জ্জুনের মনে সংশয় উপস্থিত হইল যে, প্রত্যক্ষগোচর সাকার মূর্ত্তি

উপাস্য, অথবা ব্রহ্মভাবই উপাস্য? ইহাই নির্ণয় করিবার জন্য অর্জ্জুন এই শ্লোক অবতারিত করিয়াছেন।

শ্রীমদ্বলদেবের অভিপ্রায়। মানবমণ্ডলের হৃদয়ে যে জীবাত্মা বিরাজমান আছেন, তিনি শ্রীহরির অংশ, এই জ্ঞান সহকারে শ্রীহরিকে ধ্যান করা আবশ্যক। "অবিনাশি তু তদ্‌বিদ্ধি" (২য় অধ্যায় ১৭ শ্লোক) ইত্যাদি বাক্যে ধ্যান নিষ্ঠার একরূপ পন্থা প্রদর্শিত হইয়াছে। জীবাত্মাকে হরির অংশ জানিয়া তাঁহার বিষয় শ্রবণ মনন কীর্ত্তনাদি ভক্তি সহকারে ধ্যান করা আবশ্যক। "ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ" (৭ম অধ্যায় ১ শ্লোক) ইত্যাদি বাক্যে দ্বিতীয় রূপ পন্থা প্রদর্শিত হইয়াছে। সেই ভক্তির দুই ভাব পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। "প্রয়াণ কালে মনসাচলেন" (৮ম অধ্যায় ১০ শ্লোক) ইত্যাদি বাক্য দ্বারা যোগনিষ্ঠা ভক্তি এবং "জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যন্যে" (৯ম অধ্যায় ১৫শ শ্লোক) ইত্যাদি বাক্য দ্বারা জ্ঞাননিষ্ঠা ভক্তির প্রসঙ্গ আলোচিত হইয়াছে। ভক্তিযোগ পরিপূর্ণ মধ্য ষট্‌কের পূর্ব্বে অর্থাৎ ষষ্ঠ অধ্যায়ের শেষভাগে "যোগিনামপি সর্ব্বেষাং" (৬ষ্ঠ অধ্যায় ৪৭ শ্লোক) ইত্যাদি বাক্য দ্বারা কেবল ভক্তি বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিবার অভিলাষী হইয়া শ্রীভগবান্ একান্ত ভক্তগণকেই যুক্ততম বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। এই সকল বিবিধ তত্ত্ব পূর্ব্বে শ্রবণ করিয়া এক্ষণে অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, "ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ" (৭ম অধ্যায় ১ম শ্লোক) ইত্যাদি বাক্যে তুমি যে ভক্তি তত্ত্বের বিধান করিয়াছ, তদনুসারে যাঁহারা তোমার শ্যামসুন্দর শ্রীকৃষ্ণ রূপের বিবিধ বিধানে উপাসনা করেন, এবং যাঁহারা তোমাকে অক্ষর এবং চক্ষুরাদির অগোচর অব্যক্ত পুরুষ জানিয়া ধ্যান ধারণা ও সমাধি সহকারে তোমার সাক্ষাৎকার কামনা করেন, এই উভয় শ্রেণীর মধ্যে কাহারা যোগবিত্তম অর্থাৎ কাহারা শীঘ্র তোমাকে প্রাপ্ত হয়? ইহার ভাবার্থ এই রূপ। স্বকীয় হৃদয়ে শ্রীহরির অনুভাব সহকারে তাঁহার ধ্যান অতিশয় নির্ব্বিঘ্ন অর্থাৎ সহজসাধ্য। ইহাই এক উপায়। নিরাকার জীবাত্মার ধ্যান অসম্ভব, কারণ তাহা অতি সূক্ষ্ম। সুতরাং সেরূপ ধ্যানে ফল প্রাপ্তির কোনই সম্ভাবনা নাই। কিন্তু হরি ভক্তিই বাধা বিঘ্ন বিহীন পরম সদুপায়। ইহাই দ্বিতীয় উপায়। এই উভয় উপায়ের মধ্যে কোনটি শ্রেয়ঃ, ইহাই অর্জ্জুনের জিজ্ঞাস্য।

পূজ্যপাদ শ্রীমন্মধুসূদন সরস্বতীর অভিপ্রায়। পূর্ব্বাধ্যায়ের উপসংহার কালে "মৎকর্ম্মকৃৎ" ইত্যাদি বাক্য উক্ত হইয়াছে। তত্রত্য মৎশব্দ শ্রবণে সাকার শ্রীভগবান্ অথবা নিরাকার শ্রীভগবান্‌কে লক্ষ্য করিয়া তাহা প্রযুক্ত হইয়াছে, এতৎ সম্বন্ধে অর্জ্জুনের সন্দেহ জন্মিয়াছে। পূর্ব্বে নানা স্থানে ভগবদুক্তি আকর্ণন করিয়া অর্জ্জুন উভয় ভাবেরই উল্লেখ শ্রবণ করিয়াছেন। "বহুনাং জন্মনামন্তে" (৭ম অধ্যায় ১৯ শ্লোক) ইত্যাদি বাক্য নিরাকার সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইয়াছে। এবং বিশ্বরূপ দর্শনান্তে "নাহং বেদৈর্ন তপসা" (১১শ অধ্যায় ৫৩ শ্লোক) ইত্যাদি বাক্যে সাকার রূপের প্রসঙ্গ কীর্ত্তিত হইয়াছে। সাকার ও নিরাকার উভয় প্রকার উপাসনাই শ্রেয়স্কর। অধিকারী ভেদে কাহারও পক্ষে সাকার উপাসনা আবশ্যক, কাহারও পক্ষে নিরাকার উপাসনা আবশ্যক। শ্রীভগবান্ যখন নিজমুখে দুই প্রকার উপাসনার মাহাত্ম্য ব্যক্ত করিয়াছেন, তখন তন্মধ্যে বিরোধের কোন অবসর নাই। অতঃপর সহজেই মনে হইতে পারে, মোক্ষাভিলাষীগণের পক্ষে সাকার ও নিরাকার এতদুভয়ের কি উপাস্য? এই জন্য অর্জ্জুন স্বয়ং সগুণ বা নির্গুণ ভগবানের কোন ভাবের উপাসনা করিবেন, তদ্বিষয়ে স্বকীয় অধিকারিত্ব নির্ণয় করিবার অভিপ্রায়ে এই শ্লোক উত্থাপিত করিয়াছেন। "মৎকর্ম্মকৃৎ" ইত্যাদি বাক্যে যে যে ভাবে তুমি ভক্তগণকে তন্নিষ্ঠ হইতে উপদেশ প্রদান করিয়াছ, তদনুসারে যাঁহারা তোমার সাকার ভাব হৃদয়ঙ্গম করিয়া উপাসনা করেন, এবং যাঁহারা সকল বিষয় ব্যাপারে নিরস্ত হইয়া সর্ব্ব কর্ম্ম পরিহার পূর্ব্বক অক্ষর রূপ সর্ব্বোপাধি শূন্য নির্গুণ অতএব অব্যক্ত অর্থাৎ সর্ব্বেন্দ্রিয়ের অগোচর নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা করেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কাহারা যোগবিত্তম অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ যোগী? যোগ অর্থাৎ সমাধি, তদ্বিষয়ে যিনি অভিজ্ঞ তিনিই যোগবিৎ। অক্ষর সম্বন্ধে এই শ্রৌত বচন উদ্ধৃত হইয়াছে। "এতদ্বৈ তদক্ষরং গার্গি! ব্রাহ্মণা অভিবদন্ত্যস্থূল মনন্বহ্রস্বমদীর্ঘং" (বৃহদারণ্যকোপনিষৎ ৮ম ব্রাহ্মণ) হে গার্গি! তিনিই অক্ষর; ব্রহ্মবিদ্গণ বলিয়া থাকেন যে, তিনি স্থূল নহেন, হ্রস্ব নহেন, দীর্ঘ নহেন।

পূজ্যপাদ শ্রীমন্নীলকণ্ঠের অভিপ্রায়। সপ্তম অধ্যায় হইতে আরম্ভ করিয়া এ পর্য্যন্ত যাহা কিছু কথিত হইয়াছে, তদ্বারা "তৎ" পদার্থ নিরূ-

পিত হইল। তৎপদ প্রতিপাদ্য শ্রীভগবানের উপাসনা কাণ্ড সমাপ্ত করিয়া এক্ষণে তাহার লক্ষ্য এবং যাঁহারা তাহার তত্ত্বজ্ঞ, তাঁহাদিগের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছেন। সাধারণ লোক বুদ্ধির অনুরূপভাবে তৎপদ বাচ্যের উপাসনা কাণ্ড পরিব্যক্ত করিতেছেন। পূর্ব্বাধ্যায়ে "মৎ কর্ম্মকৃৎ" ইত্যাদি বাক্যে স্বকীয় ভজনোপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তত্রত্য মৎশব্দে সগুণ বা নির্গুণ কোন ব্রহ্ম লক্ষিত হইয়াছে ইহাই জিজ্ঞাস্য। পূর্ব্বে সগুণ এবং নির্গুণ উভয় ভাবই লক্ষ্য করিয়া "অস্মদ্" অর্থাৎ "আমি" শব্দের প্রয়োগ আছে। সুতরাং কোন ভাব বিশেষরূপে ভজনীয় তদ্বিষয়ে সন্দিহান হইয়া অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিতেছেন। (শ্লোকার্থ পূর্ব্ববৎ)।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্বিশ্বনাথের অভিপ্রায়। "যোগিনামপি সর্ব্বেষাং" (৬ষ্ঠ অধ্যায় ৪৭ শ্লোক) ইত্যাদি বাক্যে ভক্তের সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা অর্জ্জুন পূর্ব্বে শ্রবণ করিয়াছেন। অপি চ একাদশাধ্যায়ের উপসংহার কালে "মৎ কর্ম্মকৃৎ" ইত্যাদি বাক্যেও সেই কথার সবিশেষ সমর্থন শ্রবণ করিয়াছেন। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, তাদৃশ ভক্তগণের মধ্যে যাঁহারা তোমার শ্যামসুন্দর মূর্ত্তির উপাসনা করেন, এবং যাঁহারা তোমার অব্যক্ত নির্ব্বিশেষ অক্ষর ভাবের উপাসনা করেন, সেই উভয় প্রকার যোগজ্ঞগণের মধ্যে কাহারা অধিকতর যোগজ্ঞ। "যোগবিত্তর" এইরূপ প্রয়োগই উচিত ছিল। কিন্তু অসংখ্য যোগবিত্তরের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ, ইহাই বুঝাইবার নিমিত্ত যোগবিত্তম শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে ॥ ১ ॥

শ্রীমৎ শ্রীধরস্বামীর প্রারম্ভ বাক্য। নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনা এবং সগুণ ব্রহ্মোপাসনা এই উভয়বিধ উপাসনার মধ্যে কোনটী শ্রেষ্ঠ, ইহাই নির্ণয়ের নিমিত্ত দ্বাদশ অধ্যায় আরম্ভ হইল।

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণের প্রারম্ভ বাক্য। সমস্ত উপায়ের মধ্যে একমাত্র বলীয়সী বিশুদ্ধা ভক্তিই মৎপ্রাপ্তির উপায় করিয়া দেয়, ইহা শ্রীভগবান্ দ্বাদশাধ্যায়ে বিবৃত করিয়াছেন।

শ্রীমদ্বিশ্বনাথের প্রারম্ভ বাক্য। দ্বাদশ অধ্যায়ে জ্ঞানীর অপেক্ষা ভক্তেরই শ্রেষ্ঠত্ব উক্ত হইতেছে। এবং ভক্তগণের মধ্যেও যাঁহারা অদ্বেষাদি গুণযুক্ত, তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ ইহাও প্রতিপন্ন হইতেছে।

——(:o:)——

শ্রীভগবানুবাচ।

ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ॥ ২॥

অন্বয়।—শ্রীভগবান্ উবাচ (কথয়ামাস), যে ময়ি (বিশ্বরূপে) মনঃ আবেশ্য (সমাধায়) নিত্যযুক্তাঃ (সততমন্নিষ্ঠাঃ) পরয়া (উৎকৃষ্টয়া) শ্রদ্ধয়া উপেতাঃ (যুক্তাঃ) [সন্তঃ] মাং (যোগেশ্বরং) উপাসতে (ধ্যায়ন্তি) তে যুক্ততমাঃ (শ্রেষ্ঠযোগিনঃ) মে (মম) মতাঃ (অভিপ্রেতাঃ)॥ ২॥

প্রতিশব্দ।—শ্রীভগবান্ বলিলেন, যাঁহারা আমাতে মনকে সমাহিত-করিয়া সতত-মন্নিষ্ঠ শ্রেষ্ঠ ভক্তির-দ্বারা যুক্ত [হইয়া] আমাকে উপাসনা-করেন তাঁহারা শ্রেষ্ঠযোগী, [ইহা] আমার অভিপ্রায়॥২॥

ব্যাখ্যা।—শ্রীভগবান্ বলিলেন, যে সাধকগণ আমার বিশ্বরূপে চিত্ত নিবিষ্ট করিয়া নিরন্তর মৎপরায়ণ এবং পরমা ভক্তিযুক্ত হইয়া সর্ব্বযোগেশ্বর চতুর্ভুজরূপে আমাকে ভজনা করেন, আমার মতে তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ সাধক॥ ২॥

শঙ্করাচার্য্য।—শ্রীভগবানুবাচ। যে অক্ষরোপাসকাঃ সম্যগ্দর্শিনোনিবৃত্তৈষণাস্তে তাবত্তিষ্ঠন্তু তান্ প্রতি যদ্বক্তব্যং তদুপরিষ্টাদ্বক্ষ্যামঃ যে ত্বিতরে ময়ীতি। ময়ি বিশ্বরূপে পরমেশ্বরে আবেশ্য সমাধায় মনঃ যে ভক্তাঃ সন্তো মাং সর্ব্বযোগেশ্বরাণামধীশ্বরং সর্ব্বজ্ঞং বিমুক্তরাগাদিক্লেশতিমিরদৃষ্টিং নিত্যযুক্তা অতীতানন্তরাধ্যায়ান্তোক্তশ্লোকার্থন্যায়েন সততযুক্তাঃ সন্ত উপাসতে শ্রদ্ধয়া পরয়া প্রকৃষ্টয়া উপেতাঃ মে মম মতা অভিপ্রেতা যুক্ততমা ইতি বক্তুং॥ ২॥

আনন্দগিরি।—কিমনয়োর্যোগয়োর্মধ্যে সুশক্যো যোগো বা পৃচ্ছ্যতে কিম্বা সাক্ষান্মোক্ষহেতুরিতি বিকল্প্য ক্রমেণোত্তরং ভগবানুক্তবানিত্যাহ শ্রীভগবানিতি যদি দ্বিতীয়স্তথাবিধযোগস্য বক্ষ্যমাণত্বাৎ প্রষ্টব্যতেত্যাহ যেত্বক্ষরেতি। যদ্যাদ্যস্তত্রাহ যেত্বিতি সর্ব্বযোগেশ্বরাণাং সর্ব্বেষাং যোগমধিতিষ্ঠতাং যোগিনামিত্যর্থঃ। বিমুক্তা ত্যক্তা রাগাদ্যাখ্যা ক্লেশনিমিত্তভূতা তিমিরশব্দিতানাদ্যজ্ঞানকৃতা দৃষ্টিরবিদ্যা মিথ্যা ধীর্যস্য তমিতি বিশিনষ্টি বিমুক্তেতি। নিত্যযুক্তত্বং সাধয়তি অতীতেতি। তত্রোক্তো যোঽর্থো মৎকর্ম্মকৃদিত্যাদি তস্মিন্নিশ্চয়েনায়ো গমনন্তস্য নিয়মেনানুষ্ঠানং তেনেত্যর্থঃ। উপাসতে ময়ি স্মৃতিং সদা কুর্ব্বন্তীত্যর্থঃ। উক্তোপাসকানাং যুক্ততমত্বং ব্যনক্তি নৈরন্তর্য্যেণেতি। তদেব স্ফুটয়তি অহোরাত্রমিতি। অহ্নি চ রাত্রৌ চাতিমাত্রমতিশয়েন মামেব বিষয়ান্তরবিমুখাশ্চিন্তয়ন্তীত্যর্থঃ॥ ২॥

রামানুজ।—অত্যর্থ মৎপ্রিয়ত্বেন মনো ময্যাবেশ্য শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতা নিত্যযুক্তা নিত্যযোগং কাঙ্ক্ষমাণা যে মামুপাসতে প্রাপ্যবিষয়ং মনো ময্যাবেশ্য যে মামুপাসত ইত্যর্থঃ, তে যুক্ততমা মে মতাঃ। মাং সুখেন চিরাৎ প্রাপ্নুবন্তীত্যর্থঃ॥ ২॥

হনুমান্।—শ্রীভগবানুবাচ। ভগবতি সাকার বিশ্বরূপে॥ ২॥

শ্রীধর।—তত্র প্রথমাঃ শ্রেষ্ঠা ইত্যুত্তরং শ্রীভগবানুবাচ ময়ীতি। ময়ি পরমেশ্বরে সর্ব্বজ্ঞত্বাদিগুণবিশিষ্টে মন আবেশ্য একাগ্রং কৃত্বা নিত্যযুক্তা মদর্থকর্ম্মানুষ্ঠানাদিনা মন্নিষ্ঠাঃ সন্তঃ শ্রেষ্ঠয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তা যে মামারাধয়ন্তি তে যুক্ততমা মমাভিমতাঃ॥ ২॥

বলদেব।—এবং পৃষ্টো ভগবানুবাচ ময়ীতি। যে ভক্তা ময়ি নীলোৎপলশ্যামলত্বাদিধর্ম্মিণি স্বয়ং ভগবতি দেবকীসূনৌ মন আবেশ্য নিরতং কৃত্বা পরয়া দৃঢ়য়া শ্রদ্ধয়োপেতাঃ সন্তো মামুক্তলক্ষণমুপাসতে। শ্রবণাদিলক্ষণামুপাসনাং মম কুর্ব্বন্তি, নিত্যযুক্তা নিত্যং মদ্যোগমিচ্ছন্তঃ তে মম মতেন যুক্ততমা মতাঃ। শীঘ্রমৎপ্রাপকোপাসিনস্তে॥ ২॥

মধুসূদন।—তত্র সর্ব্বজ্ঞোভগবানর্জ্জুনস্য সগুণবিদ্যায়ামেবাধিকারং পশ্যংস্তং প্রতি তাং বিধাস্যতি যথাধিকারং তারতম্যোপেতানি চ সাধনানি, অতঃ প্রথমং সাকারব্রহ্মবিদ্যাং প্রবোধয়িতুং স্তুবন্ প্রথমাঃ শ্রেষ্ঠা ইত্যুত্তরং ময়ি ভগবতি বাসুদেবে পরমেশ্বরে সগুণে ব্রহ্মণি মন আবেশ্যানন্যশরণতয়া নিরতিশয়প্রিয়তয়া চ প্রবেশ্য হিঙ্গুলরঙ্গ ইব জতু তন্ময়ং কৃত্বা যে মাং সর্ব্বযোগেশ্বরাণামীশ্বরং সর্ব্বজ্ঞং সমস্তকল্যাণগুণনিলয়ং সাকারং নিত্যযুক্তাঃ সততোদ্যুক্তাঃ শ্রদ্ধয়া পরয়া প্রকৃষ্টয়া সাত্ত্বিক্যোপেতাঃ সন্ত উপাসতে সদা চিন্তয়ন্তি তে যুক্ততমাঃ মে মম মতা অভিপ্রেতাঃ তে হি সদা মদাসক্তচিত্ততয়া মামেব বিষয়ান্তরবিমুখাশ্চিন্তয়ন্তোঽহোরাত্রাণ্যতিবাহয়ন্তি, অতস্ত এব যুক্ততমা মতা অভিমতাঃ॥ ২॥

নীলকণ্ঠ।—নির্গুণস্য দুষ্প্রাপত্বোক্ত্যৈব শ্রেষ্ঠত্বম্ সূচয়ন্ সগুণ প্রাশস্ত্যঞ্চ শব্দতো দর্শয়ন্ শ্রীভগবানুবাচ ময়ীতি। ময়ি সগুণে ব্রহ্মণি মন আবেশ্য যে মাং নিত্যযুক্তাঃ সদোদ্যুক্তাঃ মাং পরমেশ্বর মুপাসতে চিন্তয়ন্তি শ্রদ্ধয়া আস্তিক্যবুদ্ধ্যা পরয়া সাত্ত্বিক্যা অবশ্যম্ পরমাত্মায়মারাধিতোঽস্মাংস্তারয়িষ্যতীত্যেবং নিশ্চয়রূপয়া শ্রদ্ধয়া উপেতা তে মে মম "জ্ঞানি ত্বাত্মৈব মে মত" মিতি জ্ঞানিনং মাত্মত্বেনৈব পশ্যতো মূর্খেষপি কারুণ্যাৎ পক্ষপাতবতঃ সর্ব্বজ্ঞস্য যুক্ততমা মতাঃ॥ ২॥

বিশ্বনাথ।—তত্রমদ্ভক্তাঃ শ্রেষ্ঠা ইত্যাহ ময়ি শ্যামসুন্দরাকারে মন আবেশ্য আবিষ্টং কৃত্ব নিত্যযুক্তা মন্নিত্য যোগকাঙ্ক্ষিণঃ পরয়া গুণাতীতয়া শ্রদ্ধয়া। যদুক্তং "সাত্ত্বিক্যাধ্যাত্মিকী শ্রদ্ধা কর্ম্ম শ্রদ্ধাতু রাজসী। তামস্য ধর্ম্মে যা শ্রদ্ধা মৎসেবায়াস্তু নির্গুণা" ইতি। তে মে মদীয়া অনন্য ভক্তা যুক্ততমা যোগবিত্তমা ইত্যর্থঃ। তেনানন্যভক্তেভ্যো ন্যূনা অন্যে জ্ঞানকর্ম্মাদিমিশ্র ভক্তিমন্তো যোগবিত্তরা ইত্যর্থোঽভিব্যঞ্জিতো ভবতি। ততশ্চ জ্ঞানাদ্ভক্তিঃ শ্রেষ্ঠা ভক্তাবপ্যনন্য ভক্তিঃ শ্রেষ্ঠা ইত্যুপপাদিতং॥ ২॥

তাৎপর্য্য।—অর্জ্জুনের প্রার্থনানুসারে শ্রীভগবান্ উপাসনা মার্গের অধিকারিত্বের বিষয় আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এবং প্রথমে

সাকারোপাসনার শ্রেষ্ঠত্ব কীর্ত্তন করিতেছেন। যে সাধক আমাতে অর্থাৎ বিশ্বব্যাপক সর্ব্বতোমুখ বিশ্বরূপ ভগবানে আসক্তচিত্ত, অথবা যে ব্যক্তি আমার শঙ্খচক্রগদাপদ্মসংযুক্ত চতুর্ভুজ নীলোৎপলসন্নিভ রূপের প্রতি একান্ত অনুরক্ত তিনিই ভগবন্নিষ্ঠগণের শিরোমণিস্বরূপ। কিন্তু তাঁহার মদ্বিষয়িণী আসক্তি কৃত্রিম মৌখিক বা লৌকিক হইলে তাঁহাকে কোন রূপেই মদেকনিষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত করা যাইতে পারে না। তাঁহার বাহ্য চেষ্টা ও আন্তরিক ভাব সর্ব্বপ্রকারে নিরবচ্ছিন্ন আমারই অভিমুখীন হওয়া আবশ্যক। এবং জীবনের সুখ ও দুঃখ হর্ষ ও বিষাদ সকলই সর্ব্বতোভাবে আমার চরণে উৎসর্গীকৃত হওয়া বিধেয়। অধিকন্তু তাঁহাকে হৃদয়ের ঐকান্তিকী শ্রদ্ধা সহকারে প্রাণের অবাধ আকর্ষণ ও অনুরাগের সহিত সংযুক্ত হইয়া আমাতে আসক্ত হইতে হইবে। এইরূপ ভাবে যে ভক্তোত্তম সাধক আমার উপাসনা করিয়া থাকেন, তিনিই ভগবন্নিষ্ঠগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। জতুর (গালার) সহিত হিঙ্গুল মিশ্রিত হইলে জতু হিঙ্গুলের বর্ণ ও শোভা সম্পন্ন হইয়া থাকে ; এবং উভয় পদার্থের পার্থক্য অনুভূত হয় না। সেই ভাবে আমার প্রতি ভক্তি, শ্রদ্ধা, প্রীতি প্রভৃতি যাঁহার হৃদয়ের সহিত অভিন্নভাবে মিশ্রিত হইয়া হৃদয়কে সুমধুর প্রেমময় ও আনন্দময় করিয়াছে, এবং তদ্রূপ অত্যুন্নত হৃদয়ে যিনি আমার উপাসনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তিনিই যুক্ততম।

উল্লিখিত প্রকারে মনোনিবেশ সহকারে যাঁহারা ভগবদারাধনা করিয়া থাকেন, তাঁহারা অচিরে অর্থাৎ শীঘ্রই ভগবল্লাভরূপ সাফল্য প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ববাদী মহাত্মাগণ এই শ্লোকোপলক্ষে ইহাই প্রদর্শন করিয়াছেন যে, জ্ঞান কর্ম্ম ইত্যাদি সর্ব্বরূপ সাধনার অপেক্ষা ভক্তিই শ্রেষ্ঠ ও প্রশস্ত ॥ ২ ॥

যে ত্বক্ষরমনির্দ্দেশ্যমব্যক্তং পর্য্যুপাসতে।
সর্ব্বত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থমচলংধ্রুবং॥
সংনিযম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্ব্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ।
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ॥৩।৪॥

অন্বয়।—যে তু সর্ব্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ (সমানজ্ঞানাঃ) [সন্তঃ] ইন্দ্রিয়গ্রামং (ইন্দ্রিয়সমূহং) সংনিযম্য (সংহৃত্য) অনির্দ্দেশ্যং (নির্দ্দেষ্টুমশক্যং) অব্যক্তং (রূপাদিবিহীনং) সর্ব্বত্রগং (সর্ব্বব্যাপিনং) অচিন্ত্যং চিন্তাতীতং) কূটস্থং (মায়াপ্রপঞ্চাধিষ্ঠানং) অচলং (বিকাররহিতং) ধ্রুবং (নিত্যং) অক্ষরং (ব্রহ্ম) পর্য্যুপাসতে (ধ্যায়ন্তি) সর্ব্বভূতহিতে (সর্ব্বজীব-কল্যাণে) রতাঃ (নিরতাঃ) তে মাং (পরমাত্মানং) এব প্রাপ্নুবন্তি (লভন্তে)॥ ৩।৪॥

প্রতিশব্দ।—যাঁহারা সর্ব্বত্র সমবুদ্ধি [হইয়া] ইন্দ্রিয়সমূহকে সংযত-করিয়া অনির্দ্দেশ্য রূপাদিরহিত সর্ব্বব্যাপী চিন্তাতীত কূটস্থ অচল নিত্য ব্রহ্মকে ধ্যান-করেন, সকল-প্রাণীর-মঙ্গলে-নিরত তাঁহারা আমাকেই প্রাপ্ত-হন॥ ৩।৪॥

ব্যাখ্যা।—যাঁহারা শত্রুমিত্র সর্ব্বত্র সমদর্শী হইয়া এবং প্রবল ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া, শব্দ যাঁহাকে নির্দ্দেশ করিতে অসমর্থ, যিনি রূপাদি বিহীন, সর্ব্বব্যাপী, বুদ্ধির অগোচর, যিনি কূটস্থ অর্থাৎ মায়া প্রপঞ্চের অধিষ্ঠান চৈতন্য, চলনাদি ক্রিয়ারহিত এবং নিত্য, সেই সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্মকে ধ্যান করেন, এবং অখিল বিশ্বে তিনিই অবস্থিত জানিয়া সর্ব্বজীবের কল্যাণসাধনে তৎপর হন, সেই সাধকগণও পরমাত্মারূপী আমাকেই প্রাপ্ত হন॥ ৩। ৪॥

শঙ্করাচার্য্য।—কিমিতরে যুক্ততমা ন ভবন্তি ন কিন্তু তান্ প্রতি যদ্বক্তব্যন্তৎ শৃণু। যে তু অক্ষরমনির্দ্দেশ্যমব্যক্তমব্যক্তত্বাদশব্দগোচরমিতি ন নির্দ্দিষ্টুং শক্যতে অতোঽনির্দ্দেশ্যমব্যক্তং ন কেনাপি প্রমাণেন ব্যজ্যত ইত্যব্যক্তং পর্য্যুপাসতে পরি সমন্তাদুপাসতে উপাসনং নাম যথাশাস্ত্রমুপাস্যার্থস্য বিষয়ীকরণেন সামীপ্যমুপগম্য তৈলধারাবৎ সমানপ্রত্যয়প্রবাহেন দীর্ঘকালং যদাসনন্ত-

দুপাসনমাচক্ষতে। অক্ষরস্য বিশেষণমাহ সর্ব্বত্রগং ব্যোমবদ্ব্যাপ্যচিন্ত্যং চাব্যক্তত্বাদচিন্ত্যং যদ্ধি করণগোচরং তন্মনসাপি চিন্ত্যং তদ্বিপরীতত্বাদচিন্ত্যমক্ষরং কূটস্থং দৃশ্যমানগুণমন্তর্দ্দোষং বস্তু কূটরূপং কূটসাক্ষ্যমিত্যাদৌ কূটশব্দঃ প্রসিদ্ধো লোকে তথা চাবিদ্যাদ্যনেকসংসারবীজমন্তর্দ্দোষবৎ মায়াপ্রকৃত্যাদিশব্দবাচ্যতয়া "মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরং, মম মায়া দুরত্যয়েত্যাদৌ প্রসিদ্ধং যত্তৎ কূটং তস্মিন্ কূটে স্থিতং তদধ্যক্ষতয়া অথবা রাশিরিব স্থিতং কূটস্থমত এবাচলং যস্মাদচলং তস্মাদ্ধ্রুবং নিত্যমিত্যর্থঃ। সংনিয়ম্যেতি। সংনিয়ম্য সম্যক্ নিয়ম্য সংহৃত্য ইন্দ্রিয়গ্রামং ইন্দ্রিয়সমুদায়ং সর্ব্বত্র সর্ব্বস্মিন্ কালে সমবুদ্ধয়ঃ সমা তুল্যা বুদ্ধির্যেষামিষ্টানিষ্টপ্রাপ্তৌ তে সমবুদ্ধয়ঃ তে যে এবম্বিধাঃ তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ ন তেষাং বক্তব্যং কিঞ্চিৎ মাং তে প্রাপ্নুবন্তি ইতি জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতমিত্যুক্তত্বাৎ নহি ভগবৎস্বরূপাণাং সতাং যুক্ততমত্বমযুক্ততমত্বং বা বাচ্যং ॥ ৩ । ৪ ॥

আনন্দগিরি।—বক্ষ্যমাণমুপরিষ্টাদিত্যুক্তং প্রশ্নপূর্ব্বকম্ প্রকটয়তি কিমিত্যাদিনা। পূর্ব্বেভ্যঃ ফলতো বিশেষার্থস্তুশব্দঃ। অব্যক্তত্বমনির্দ্দেশ্যত্বে হেতুরিত্যাহ অব্যক্তমিতি। যতোহব্যক্তমতোহনির্দ্দেশ্যমিতি যোজনা। নিরুপাধিকেহক্ষরে কথমুপাসনেতি পৃচ্ছতি উপাসনমিতি। শাস্ত্রতোহক্ষরম্ জ্ঞাত্বা তমুপেত্যাত্মত্বেনোপগম্যোপাসতে তথা তিষ্ঠন্তি পূর্ণঞ্চিদেকতানমক্ষরমাত্মানমেব সদা ভাবয়ন্তীত্যেতদিহ বিবক্ষিতমিত্যাহ যথেতি। অব্যক্তত্বমেবাচিন্ত্যত্বেহপি হেতুরিত্যাহ যদ্ধীতি। কূটস্থশব্দস্যোক্তার্থত্বম্ বৃদ্ধপ্রয়োগতঃ সাধয়তি কূটরূপমিতি। আদিপদমনৃতার্থম্। প্রকৃতে কিন্তদনৃতম্ কূটশব্দিতমিত্যাহ তথাচেতি। উক্তনীত্যা কূটশব্দস্যানৃতার্থত্বে যদনেকস্য সংসারস্য বীজন্নিরূপ্যমানং নানাবিধদোষোপেতং তদ্বীদম্ তর্হ্যব্যাকৃতং মায়াস্তু প্রকৃতিং, মম মায়েত্যাদৌ মায়াশব্দিততয়া প্রসিদ্ধমবিদ্যাদি তদিহ কূটশব্দিতমিত্যর্থঃ। তত্রাবস্থানং কেন রূপেণেত্যাশঙ্কায়ামাহ তদধ্যক্ষতয়েতি। কূটস্থশব্দস্য নিষ্ক্রিয়ত্বমর্থান্তরমাহ অথবেতি। পূর্ব্বমুপজীব্যানন্তরবিশেষণদ্বয়প্রবৃত্তিমাহ অতএবেতি কথমক্ষরমুপাসতে তদুপাসনে বা কিম্ স্যাদিতি তদাহ সন্নিয়ম্যেতি। তুল্যা হর্ষবিষাদরাগদ্বেষাদিরহিতা সম্যক্জ্ঞানেনাজ্ঞানস্যাপনীতত্বাৎ পরস্পরাপেক্ষয়োরসম্ভবম্বিবক্ষিত্বাহ তে য ইতি। সর্ব্বেভ্যো ভূতেভ্যো হিতে রতাঃ সর্ব্বেভ্যো হিতমেব চিন্তয়ন্তস্তদেবাচরন্তি জ্ঞানবতাম্ যথাজ্ঞানম্ভগবৎপ্রাপ্তেরর্থসিদ্ধত্বাদনুবাদমাত্রমিত্যাহ নহীতি। জ্ঞানিনো ভগবৎপ্রাপ্তিঃ সিদ্ধৈবেত্যত্র প্রমাণমাহ জ্ঞানীতি। জ্ঞানবতাম্ভগবৎপ্রাপ্তৌ তএব যুক্ততমা বক্তব্যাঃ। কথং সগুণব্রহ্মোপাসকান্ যুক্ততমানুক্তবানসীত্যাশঙ্ক্যাহ নহীতি ॥ ৩ । ৪ ॥

রামানুজ।—যে ত্বক্ষরং প্রত্যগাত্মস্বরূপমনির্দ্দেশ্যং দেহাদন্যতয়া দেবাদিশব্দানির্দ্দেশ্যং অতএব চক্ষুরাদিকরণানভিব্যক্তং সর্ব্বত্রগমচিন্ত্যং চ সর্ব্বত্র দেবাদিদেহেষু বর্ত্তমানমপি তদ্বিসজাতীয়তয়া তেন রূপেণ চিন্তয়িতুমনর্হং অতএব কূটস্থং সর্ব্বসাধারণং তত্তদ্দেবাদ্যসাধারণাকারাসংবদ্ধমিত্যর্থঃ। অপরিণামিত্বেন স্বাসাধারণাকারান্ন চলতি ন চ্যবতে ইত্যচলং তত এব ধ্রুবং নিত্যং সন্নিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামম্ চক্ষুরাদিকমিন্দ্রিয়গ্রামম্ সর্ব্বস্বব্যাপারেভ্যঃ সম্যক্ নিয়ম্য সর্ব্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ সর্ব্বত্র দেবাদিবিষমাকারেষু দেহেষ্ববস্থিতেষ্বাত্মসু জ্ঞানৈকাকারতয়া সমবুদ্ধয়ঃ ততএব

সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ সর্ব্বভূতাহিতরতিস্থানিবৃত্তাঃ সর্ব্বভূতাহিতরতিত্বং হ্যাত্মনো দেবাদি বিষমাকারাভিমাননিমিত্তং য এবমক্ষরমুপাসতে তেঽপি মাং প্রাপ্নুবন্ত্যেবেত্যর্থঃ। "মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ" ইতি বক্ষ্যতে শ্রূয়তে চ "নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি" ইতি তথাক্ষর শব্দনির্দ্দিষ্টাৎ কূটস্থাদন্যত্বং পরস্য ব্রহ্মণো বক্ষ্যতে "কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে। উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ" ইতি অথ "পরায় বা তদক্ষর মধিগম্যতে" ইতি অক্ষরবিদ্যায়াম্ তু "অক্ষরশব্দনির্দ্দিষ্টম্ পরমেব ব্রহ্ম ভূতযোনিত্বাদেঃ" তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাং ক্লেশোঽধিকতরঃ অব্যক্তা হি গতিঃ অব্যক্তবিষয়া মনোবৃত্তিঃ দেহবদ্ভি র্দেহাত্মাভিমানযুক্তৈঃ দুঃখেনাবাপ্যতে দেহবন্তো হি দেহমেবাত্মানং মন্যন্তে ॥ ৩। ৪। ৫ ॥

হনুমান্।—অনির্দ্দেশ্য মীদৃশং তদিতি নির্দ্দেষ্টুমযোগ্য মব্যক্তং প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণেনাপ্রতীয়মানম্ কূটস্থং কূটস্তদন্তর্বর্ত্তীতি কূটস্থঃ। অব্যক্তা গতিঃ অব্যক্তজ্ঞানং ॥ ৩—১২ ॥

শ্রীধর।—তর্হীতরে কিং ন শ্রেষ্ঠা ইত্যত আহ যে ত্বিতি দ্বাভ্যাং। যে ত্বক্ষরং পর্য্যুপাসতে ধ্যায়ন্তি তেঽপি মামেব প্রাপ্নুবন্তীতি দ্বয়োরন্বয়ঃ। অক্ষরস্য লক্ষণমনির্দ্দেশ্যমিত্যাদি। অনির্দ্দেশ্যশব্দেন নির্দ্দেষ্টুমশক্যং যতোঽব্যক্তং রূপাদিহীনং সর্ব্বত্রগং সর্ব্বব্যাপি অব্যক্তত্বাদেবাচিন্ত্যং কূটস্থং কূটে মায়াপ্রপঞ্চেঽধিষ্ঠানত্বেনাবস্থিতং অচলং স্পন্দনরহিতং অতএব ধ্রুবং নিত্যং বৃদ্ধ্যাদিরহিতং স্পষ্টমন্যৎ ॥ ৩।৪ ॥

বলদেব।—স্বাসাক্ষাৎকৃতিপূর্ব্বিকাং মদুপাসনাং কুর্ব্বন্তি তেষামপি মৎপ্রাপ্তিঃ স্যাদেব কিন্ত্বতিক্লেশেনাতিচিরেণৈবাতস্তেভ্যোঽপকৃষ্টাস্তে ইত্যাহ যে ত্বিতি ত্রিভিঃ। যে ত্বক্ষরমাত্মচৈতন্যমেব পূর্ব্বমুপাসতে তেষামধিকতরঃ ক্লেশ ইতি সম্বন্ধঃ। অক্ষরং বিশিনষ্টি। অনির্দ্দেশ্যং দেহাদ্ভিন্নত্বেন দেহাভিধায়িভির্দেবমানবাদিশব্দৈর্নির্দ্দেষ্টুমশক্যং। অব্যক্তঞ্চক্ষুরাদ্যগোচরং। প্রত্যক্ সর্ব্বত্রগং দেহেন্দ্রিয় প্রাণব্যাপি। অচিন্ত্যং তর্কাগম্যং শ্রুতিমাত্রবেদ্যং। জ্ঞানস্বরূপমেব জ্ঞাতৃস্বরূপমিতি শ্রুত্যৈব প্রত্যেতব্যং। কূটস্থং সর্ব্বদাণুস্বরূপত্বৈকরসং। অচলম্ জ্ঞানত্বাদিব জ্ঞাতৃত্বাদপি চলনরহিতম্। ধ্রুবম্ পরমাত্মৈকশেষতায়াম্ সর্ব্বদা স্থিরম্। অক্ষরোপাসনে বিধিমাহ সংনিয়ম্যেতি। করণগ্রামং শ্রোত্রাদীন্দ্রিয়বৃন্দং সংনিয়ম্য শব্দাদিসঞ্চারেভ্যস্তদ্ব্যাপারেভ্যঃ প্রত্যাহৃত্য। সর্ব্বত্র সুহৃন্মিত্রার্য্যুদাসীনাদিষু সমবুদ্ধয়স্তুল্যদৃষ্টয়ঃ। যদ্বা সর্ব্বেষু চেতনাচেতনেষু বস্তুষু স্থিতে সমে ব্রহ্মণি বুদ্ধির্যেষাম্ তে ব্রহ্মাধিষ্ঠানতয়া তেষু দ্বেষশূন্যাঃ অতএব সর্ব্বেষাম্ ভূতানাম্ হিতে উপকারে রতাঃ সর্ব্বেষাম্ শং ভূয়াদিতি যথাযথম্ যতমানাঃ এবং স্বাত্মসাক্ষাৎকৃতিপূর্ব্বিকায়াম্ মদ্ভক্তৌ মদর্পিতকর্ম্মলক্ষণায়াম্ যে প্রবর্ত্তন্তে তেঽপি মামেব পারমৈশ্বর্য্যপ্রধানম্ প্রাপ্নুবন্তীতি নাস্তি সংশয়ঃ ॥ ৩। ৪ ॥

মধুসূদন।—নির্গুণব্রহ্মবিদপেক্ষয়া সগুণব্রহ্মবিদাং কোঽতিশয়ো যেন ত এব যুক্ততমাস্ত্বয়াভিমতা ইত্যপেক্ষায়াং তমতিশয়ং বক্তুং তন্নিরূপকান্নির্গুণব্রহ্মবিদঃ প্রস্তৌতি দ্বাভ্যাং, যেঽক্ষরং মামুপাসতে তেঽপি মামেব প্রাপ্নুবন্তীতি দ্বিতীয়গতেনান্বয়ঃ পূর্ব্বেভ্যো বৈলক্ষণ্যদ্যোতনায় তুশব্দঃ। অক্ষরং নির্ব্বিশেষং ব্রহ্ম বাচক্নবীব্রাহ্মণে প্রসিদ্ধং তস্য সমর্পণায় সপ্তবিশেষণানি, অনির্দ্দেশ্যং শব্দেন

ব্যপদেষ্টুমশক্যং যতোঽব্যক্তং শব্দপ্রবৃত্তিনিমিত্তৈঃ জাতিগুণক্রিয়াসম্বন্ধৈরহিতং জাতিং গুণং ক্রিয়াং সম্বন্ধং বা দূরীকৃত্য শব্দপ্রবৃত্তের্নির্ব্বিশেষে প্রবৃত্ত্যযোগাৎ কুতোজাত্যাদিরাহিত্যমত আহ সর্ব্বত্রগং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বকারণং অতোজাত্যাদিশূন্যং পরিচ্ছিন্নস্য কার্য্যস্যৈব জাত্যাদিযোগদর্শনাৎ আকাশাদীনামপি কার্য্যত্বাভ্যুপগমাচ্চ অতএবাচিন্ত্যং শব্দবৃত্তেরিব মনোবৃত্তেরপি ন বিষয়ঃ, তস্যা অপি পরিচ্ছিন্নবিষয়ত্বাৎ "যতোবাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহেতি" শ্রুতেঃ। তর্হি কথং "তং ত্বৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামীতি, দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যেতি" চ শ্রুতিঃ "শাস্ত্রযোনিত্বাদিতি" সূত্রং চ, উচ্যতে অবিদ্যাকল্পিতসম্বন্ধেন শব্দজন্যায়াং বুদ্ধিবৃত্তৌ চরমায়াং পরমানন্দবোধরূপে শুদ্ধে বস্তুনি প্রতিবিম্বিতেঽবিদ্যাতৎকার্য্যয়োঃ কল্পিতয়োর্নিবৃত্ত্যুপপত্তেরুপচারেণ বিষয়ত্বাভিধানাৎ অতস্তত্র কল্পিতমবিদ্যাসম্বন্ধং প্রতিপাদয়িতুমাহ কূটস্থং যন্মিথ্যাভূতং সত্যতয়া প্রতীয়তে তৎকূটমিতি লোকৈরুচ্যতে যথা কূটকার্ষাপণঃ কূটসাক্ষিত্বমিত্যাদৌ অজ্ঞানমপি মায়াখ্যং সহকার্য্যপ্রপঞ্চেন মিথ্যাভূতমপি লৌকিকৈঃ সত্যতয়া প্রতীয়মানং কূটং তস্মিন্নাধ্যাসিকেন সম্বন্ধেনাধিষ্ঠানতয়া তিষ্ঠতীতি কূটস্থমজ্ঞানতৎকার্য্যাধিষ্ঠানমিত্যর্থঃ এতেন সর্ব্বানুপপত্তিপরিহারঃ কৃতঃ, অতএব সর্ব্ববিকারাণামবিদ্যাকল্পিতত্বাত্তদধিষ্ঠানং সাক্ষিচৈতন্যং নির্ব্বিকারমিত্যাহ অচলং চলনং বিকারঃ অচলত্বাদেব ধ্রুবং অপরিণামি নিত্যং এতাদৃশং শুদ্ধং ব্রহ্ম মাং পর্য্যুপাসতে শ্রবণেন প্রমাণগতামসম্ভাবনামপোহ্য মননেন চ প্রমেয়গতামনন্তরং বিপরীতভাবনানিবৃত্তয়ে ধ্যায়ন্তি বিজাতীয়প্রত্যয়তিরস্কারেণ তৈলধারাবদবিচ্ছিন্নসমানপ্রত্যয়প্রবাহেণ নিদিধ্যাসনসংজ্ঞকেন ধ্যানেন বিষয়ীকুর্ব্বন্তীত্যর্থঃ কথং পুনর্ব্বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগে সতি বিজাতীয়প্রত্যয়তিরস্কারঃ অত আহ সন্নিয়ম্য স্ববিষয়েভ্য উপসংহৃত্যেন্দ্রিয়গ্রামং করণসমুদায়ং এতেন শমদমাদিসম্পত্তিরুক্তা। বিষয়ভোগবাসনায়াং সত্যাং কুত ইন্দ্রিয়াণাং ততোনিবৃত্তিস্তত্রাহ সর্ব্বত্র বিষয়ে সমা তুল্যা হর্ষবিষাদাভ্যাং রাগদ্বেষাভ্যাং চ রহিতা মতির্যেষাং সম্যগ্‌জ্ঞানেন তৎকারণস্যাজ্ঞানস্যাঽপনীতত্বাদ্বিষয়েষু দোষদর্শনাভ্যাসেন স্পৃহায়া নিরসনাচ্চ তে সর্ব্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ এতেন বশীকারসংজ্ঞা বৈরাগ্যমুক্তং, অতএব সর্ব্বত্রাত্মদৃষ্ট্যা হিংসাকারণদ্বেষরহিতত্বাৎ সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ অভয়ং সর্ব্বভূতেভ্যো মত্তঃ স্বাহেতি মন্ত্রেণ দত্তসর্ব্বভূতাভয়দক্ষিণাঃ কৃতসংন্যাসা ইতি যাবৎ "অভয়ং সর্ব্বভূতেভ্যো দত্ত্বা সংন্যাসমাচরেদিতি"স্মৃতেঃ, এবম্বিধাঃ সর্ব্বসাধনসম্পন্নাঃ সন্তঃ স্বয়ং ব্রহ্মভূতানির্ব্বিচিকিৎসেন সাক্ষাৎকারেণ সর্ব্বসাধনফলভূতেন মামক্ষরং ব্রহ্মৈব তে প্রাপ্নুবন্তি পূর্ব্বমপি মদ্রূপা এব সন্তোঽবিদ্যানিবৃত্ত্যা মদ্রূপা এব তিষ্ঠন্তীত্যর্থঃ, "ব্রহ্মৈব ভবতীত্যাদি" শ্রুতিভ্যঃ, ইহাপি চ "জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতমি" ত্যুক্তং ॥ ৩।৪ ॥

নীলকণ্ঠ।—এবমুপাসকান্ স্তুত্বা অব্যক্তবিদাং জ্ঞানিনাম্ দৌর্লভ্যম্ শ্লোকত্রয়েণাহ যে ত্বিতি। তু শব্দঃ সগুণাদ্বৈলক্ষণ্যার্থঃ অক্ষরং "এতদ্বৈ তদক্ষরং গার্গি! ব্রাহ্মণা অভিবদন্ত্যস্থূলমনণ্বহ্রস্বমদীর্ঘ" মিত্যাদি শ্রুত্যা সর্ব্বধর্ম্মশূন্যং নিরূপিতং অতএব অনির্দ্দেশ্যম্ নির্দ্দেষ্টুমশক্যং বাচা অব্যক্তঞ্চ বাচা মগোচরত্বাদ্ বুদ্ধেরপ্য বিষয় ইত্যর্থঃ, তথাচ শ্রুতিঃ, "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ" ইতি ব্রহ্মণো বাঙ্‌মনসাতীতত্বং দর্শয়তি, পর্য্যুপাসতে সর্ব্বপ্রকারেণোপাসতে উপাসন মিহ অনাত্মনদর্শনমেব যথোক্তং "অনাত্মাদর্শনেনৈব পরাত্মান মুপাস্মহে"

ইতি নন্বু তর্হ্যেবংবিধস্য শূন্যস্য শূন্যকল্পস্য সত্ত্বে কিং মান মত আহ সর্ব্বত্রগমিতি সত্তারূপেণ স্ফূরণরূপেণ চ সর্ব্বত্রগতং যৎ সত্তয়া সর্ব্বং সত্তাবৎভবতি কথং তস্যাসত্বং বাচ্যমিতি ভাবঃ নন্বেবং তার্কিকাভিমতং সত্তাসামান্যমুক্তং স্যাৎ তর্হি ঘটঃসন্ পটঃসন্নিতি সর্ব্বত্রানুগতং দৃশ্যতে ইত্যাশঙ্ক্যাহ অচিন্ত্যমিতি সত্তা সামান্যং হি প্রত্যক্ষঃ তদপি ব্রহ্মসত্তানুবেধেনৈবাত্মানং লভতে ন স্বতঃসিদ্ধং সামান্যং সৎজাতিঃ সতী ঘটত্বং সদিতি প্রত্যয়াৎ সামান্যস্য সদিতি প্রত্যয়গোচরত্বে তু তস্যা অসত্তাপত্ত্যা পদার্থত্বমেব ন স্যাৎ তস্মাৎ সর্ব্বাধিষ্ঠানভূতং ব্রহ্ম রূপাদিহীনত্বাচ্চিন্তয়িতুমশক্যং দূরে তস্য সর্ব্বগতত্বেন প্রতক্ষগোচরত্বমিত্যর্থঃ নন্বু ন তৎসদিতি প্রত্যয়স্যান্যথা ব্যুপপত্তৌ সত্তাসামান্যবাদিনং প্রতি তেনাধিষ্ঠানভূতং ব্রহ্ম ন সাধয়িতুং শক্য মত আহ কূটস্থমিতি, বস্তুতোহসদপি সদিবাবভাসমানং কূটং কূটকার্ষাপণং কূটতুলেতি তদ্বৎ কূটঃ অহঙ্কারঃ প্রতীচ্যভেদেন ভাসমানত্বে সতি কাদাচিৎকত্বাৎ যে যদভাবেন কদাচিদ্ভবতি স তত্র মিথ্যাকল্পিতঃ যথা রজ্জূরগস্তথাত্রায়মহঙ্কারো মিথ্যাত্বাৎ কূটসংজ্ঞঃ তত্র তিষ্ঠতি তদ্ভাসকত্বেনেতি কূটস্থং চৈতন্য মহমনুভবে হি অহঙ্কারো দৃশ্যতয়া ভাতি তদ্ভাসক চৈতন্যং ততোহন্যৎ যথা ঘটাভাসকোহর্কো ঘটাদন্যস্তদ্বৎ এতেন নিত্যাপরোক্ষত্বং ব্রহ্মণঃ সাধিতং নন্বহমনুভব এবাত্মবিষয়োহতোহহমর্থ এবাত্মা ন ততোহন্য আত্মাস্তীত্যাশঙ্ক্যাহ অচলমিতি, অহমর্থোহি সুখী দুঃখী পরিণামী আবির্ভাবতিরোভাবশালশ্চাতশ্চঞ্চলঃ আত্মা তু ন তথা তস্য তথাত্বেহনির্ম্মোক্ষাপত্তেঃ বন্ধোক্ষ্যবদ্দুঃখাদিধর্ম্মিণ আত্যন্তিকদুঃখনাশস্য মোক্ষস্য ধর্ম্মিনাশমন্তরেণাসম্ভবাৎ ঘটে যাবদ্রূপনাশাদর্শনাৎ আত্মনস্তিরোভাবে চ জগদান্ধ্যং প্রসজ্যেত সুষুপ্তাবপি তত্রত্য সুখাজ্ঞান সাক্ষিত্বেনাবির্ভূত স্বরূপ এবাত্মাস্তি অন্যথা সুপ্তোত্থিতস্য সুখমহমস্বাপ্সমিতি পরামর্শাযোগাৎ, নন্বু সুষুপ্তৌ সন্নপি ন প্রকাশতে তৎপ্রকাশকস্য মনঃসংযোগাভাবাৎ কর্ত্রা ব্যাপ্রিয়মানং হি কারণং ক্রিয়াং সাধয়তি ন চ সুপ্তৌ কারণব্যাপারোহস্তি তস্মাৎ ন্যস্তবাস্যতক্ষেবাত্মা সুপ্তৌ জ্ঞানাদি গুণহীনো প্রকাশমানো হস্ত্যেবেত্যাশঙ্ক্যাহ ধ্রুবমিতি, নন্বু আত্মা কিম্ সত্তামাত্রেনায়স্কান্তবৎ করণানি প্রবর্ত্তয়তি উত ব্যাপারাবিষ্টঃ সন্ নাদ্যঃ ইষ্টাপত্তেঃ ত্বন্মতে চ আত্মনঃ কর্ত্তৃত্বাসিদ্ধিঃ নান্ত্যঃ অনিত্যত্বাপত্তেঃ ব্যাপারো হি স্পন্দঃ সচ পরিচ্ছিন্নস্যৈব যুজ্যতে ন বিভোঃ বিভুত্বহানেঃ চাণুত্বানভ্যুপগমাৎ মধ্যমপরিণামত্বে ঘটাদিবদনিত্যত্বাপত্তিঃ তস্মাৎ ধ্রুবং অপ্রচ্যুতস্বভাবমক্ষরমিত্যর্থঃ। এবম্বিধমক্ষরং কথমুপাসনীয়মিত্যত আহ সংনিয়ম্যেতি। সর্ব্বত্রকালে সর্ব্বদা এতেন ধ্যানস্য নৈরন্তর্য্যমুক্তং ইন্দ্রিয়গ্রামং সমনস্কানি ইন্দ্রিয়াণি সংনিযম্য একীভাবেনাত্মনি বশে কৃত্বা স্বকারণে প্রবিলাপ্যেত্যর্থঃ সমা চাঞ্চল্যহীনা বুদ্ধির্যেষাং তে সমবুদ্ধয়ো ভবন্তি তেহপি মামেব নির্ব্বিকল্পং পরং ব্রহ্ম পরাং কাষ্ঠাং প্রাপ্নুবন্তি শ্রুতিশ্চ "যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ। বুদ্ধিশ্চ ন বিবেষ্টতি তামাহুঃ পরমাং গতি" মিতি সর্ব্বভূতহিতে রতা ইত্যনেন সর্ব্বভূতাভয়দানেন সন্ন্যাসোহপি ধ্যানাঙ্গমিতি বিধীয়তে॥ ৩। ৪॥

বিশ্বনাথ।—মদীয় নির্ব্বিশেষব্রহ্মস্বরূপোপাসকাস্তু দুঃখিত্বাত্ততো ন্যূনা ইত্যাহ যেত্বিতি দ্বাভ্যাং অক্ষরংব্রহ্ম অনির্দ্দেশ্যং শব্দেন ব্যপদেষ্টুমশক্যং ততোহব্যক্তং রূপাদিহীনং সর্ব্বত্রগং

সর্ব্বদেশব্যাপি অচিন্ত্যং তর্কাগম্যং কূটস্থং সর্ব্বকালব্যাপি। "একরূপতয়াতু যঃ কালব্যাপী কূটস্থ" ইত্যমরঃ। অচলং বৃদ্ধ্যাদিরহিতং ধ্রুবং নিত্যং। মামেবেতি অক্ষরস্য তস্য মত্তো ভেদাভাবাৎ॥ ৩। ৪॥

তাৎপর্য্য।—অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, সগুণ ও নির্গুণ ভগবদুপাসকের মধ্যে কাহাকে শ্রেষ্ঠতর যোগবিৎ বলিয়া গ্রহণ করা উচিত। এই প্রশ্নের উত্তর স্বরূপে শ্রীভগবান্ গতশ্লোকে সগুণোপাসনার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন। অধুনা সমালোচ্য শ্লোকদ্বয়ে নির্গুণোপাসনার বিশেষত্ব প্রতিপাদনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, যাঁহারা অর্থাৎ যে সকল সাধকশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ আমাকে নিরুপাধিক ভাবে উপলব্ধি করিয়া উপাসনা করিয়া থাকেন; তাঁহারাই আমাকে চরমে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এই ভাব পরিব্যক্ত করিবার অভিপ্রায়ে শ্রীভগবান্ এস্থলে ভগবত্তত্ত্ব জ্ঞানার্থ সপ্ত বিশেষণের প্রয়োগ করিয়াছেন। তন্মধ্যে প্রথমে "অক্ষর" শব্দ কথিত হইয়াছে। যাহা ক্ষরণ রহিত; চ্যুতি, বিকৃতি, পরিণাম প্রভৃতি বিপর্য্যয় রহিত, তাহাই অক্ষর। এই শব্দ নির্ব্বিশেষ অর্থাৎ নির্গুণ ও নিরুপাধিক ব্রহ্ম জ্ঞাপনার্থ শাস্ত্রাদিতে সর্ব্বদা প্রযুক্ত হইয়া থাকে। এই অক্ষর অর্থাৎ নিরুপাধিক ব্রহ্মকে পরবর্ত্তী "অনির্দ্দেশ্য" শব্দ দ্বারা পরিস্ফুট করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। অনির্দ্দেশ্য অর্থাৎ যাঁহার নির্দ্দেশক অর্থাৎ নিরূপক কোন লক্ষণ বা সংজ্ঞা নির্দ্ধারিত হওয়া অসম্ভব; যাঁহার দেশকাল পাত্র প্রভৃতির দ্বারা বিচ্ছিন্নতা নাই, যাঁহার আকার ও প্রকারের কোন বিবরণ নাই, যাঁহার গুণ ও কর্ম্মের কোন সীমা বা নির্দ্দেশ নাই, সেই পরমাত্মাই অনির্দ্দেশ্য। অপিচ তিনি "অব্যক্ত"। কারণ মূর্ত্তরূপে কুত্রাপি তিনি ব্যক্ত নহেন, এবং ভাষার সাহায্যে, কবিত্বের প্রভাবে এবং জ্ঞানের প্রাবল্যেও কেহই তাঁহার স্বরূপ বর্ণনা করিতে সমর্থ নহে। কোনরূপ প্রমাণ দ্বারা তাঁহাকে ব্যক্ত বা বিবৃত করিবার কোনই সম্ভাবনা নাই। "তিনি সর্ব্বত্রগ"। অর্থাৎ আকাশ যেমন সর্ব্বস্থানে পরিব্যাপ্ত; প্রতিরুদ্ধ হইলেও ঘটে ও সর্ব্বপাত্রে আকাশ যেমন স্বতঃ প্রবিষ্ট হইয়া থাকে, তদ্রূপ সেই পরমাত্মা সর্ব্বব্যাপী। তিনি জাতি গুণ ক্রিয়া প্রভৃতি দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নহেন। যাঁহারা তদ্রূপ গুণ কর্ম্ম দ্বারা পরিচ্ছিন্ন, তাঁহারাই সীমা বদ্ধ। কিন্তু অপরিচ্ছিন্ন পরমাত্মা আকাশের ন্যায় সর্ব্বত্রগ অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী। সুতরাং

বলিতে হইবে তিনি "অচিন্ত্য"। মানবেরা বাক্য দ্বারা অর্থাৎ ভাষার সাহায্যে তাঁহার বিবরণ করিতে অশক্ত একথা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। এক্ষণে ইহাই কথিত হইতেছে যে, মনের দ্বারাও মনুষ্য তাঁহাকে চিন্তা করিতে অশক্ত। মানবের বুদ্ধি বৃত্তি সসীম এবং অতি সামান্য বিষয় মাত্র ধারণে গ্রহণে ও প্রণিধানে সক্ষম। তাদৃশ চিন্তাশক্তি সহকারে সর্ব্বব্যাপী বর্ণনাতীত কল্পনাতীত নিত্য সত্য পরম পুরুষের বিষয় চিন্তা করা কখনই মনুষ্যের পক্ষে সম্ভবপর নহে। যে সকল পদার্থ গোচরীভূত হইয়া থাকে, তত্তাবতের বিষয় মনের দ্বারা চিন্তা করা যাইতে পারে। কিন্তু সেই পরমাত্মা সর্ব্বেন্দ্রিয়ের অগোচর; সুতরাং তিনি অচিন্ত্য। শ্রুতিও বলিয়াছেন, "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ" (তৈত্তিরিয়োপনিষৎ ২য় বল্লী) অর্থাৎ যাঁহাকে প্রাপ্ত না হইয়া মনের সহিত বাক্য প্রতিনিবৃত্ত হইয়া থাকে। ইহার ভাবার্থ এই যে, সেই ব্রহ্মবিষয়ক চিন্তা ও স্তুতি করিতে প্রবৃত্ত হইয়া সাধক যখন উপলব্ধি করেন যে, বাক্য দ্বারা সেই মহেশ্বরের কোন গুণেরই কীর্ত্তন হইতেছে না, এবং মনও তাঁহার সমীপগত হইয়া তাঁহাকে চিন্তার বিষয়ীভূত করিতে পারিতেছে না, তখন তিনি হৃদয়ের আবেগে স্তব্ধ নিরস্ত ও বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া পড়েন।

অপিচ তিনি "কূটস্থ"। যাহা দৃশ্যতঃ গুণাদি পরিবৃত, কিন্তু প্রত্যুত অভ্যন্তরে দোষ সংযুক্ত, তাহাই সাধারণতঃ লোক সমাজে কূটনামে কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। যে সাক্ষী ধর্ম্মাধিকরণে বা মধ্যস্থগণ সমীপে অতি ধার্ম্মিক পক্ষপাত শূন্য ব্যক্তির ন্যায় বাক্যাবলী প্রয়োগ করিয়া লোকের মনোরঞ্জন করে, কিন্তু তাহার সাক্ষ্যের অভ্যন্তরে বিশেষ বিরুদ্ধ ও পক্ষপাতপূর্ণ ভাব প্রচ্ছন্ন থাকে, তাহা হইলে সেইরূপ সাক্ষীকে লোকে কূটসাক্ষী বলে। এই রূপে কূটশব্দের বহুবিধ প্রয়োগ দৃষ্ট হইয়া থাকে। অজ্ঞান মূলা মায়া দ্বারা আক্রান্তচিত্ত মানব জগতের বহুবিধ অলীক ব্যাপারকে সত্য স্বরূপ জ্ঞান করিয়া নিরন্তর মুগ্ধ ও আবদ্ধ হইয়া থাকে। এই মিথ্যাভূত ব্যাপারকে পরম সত্যস্বরূপে জ্ঞানই কূট। এইরূপ অজ্ঞান মূলা কার্য্যে আধ্যাসিকভাবে যিনি অধিষ্ঠিত তিনি কূটস্থ। "মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ মায়িনন্তু মহেশ্বরং" ইহার ভাবার্থ এই যে, মায়া অর্থাৎ যাহার প্রভাবে আমরা অসত্যকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করি; যাহা অচিরে অবশ্য পরিত্যাজ্য,

তাহাও চিরসঙ্গী অবিচ্ছেদ্য বস্তুজ্ঞানে বক্ষে ধারণ করি, সেই অজ্ঞান মূলা মায়াকেই প্রকৃতি বলিয়া জানিবে। এবং যিনি সেই মায়ার মায়ী অর্থাৎ তাহার সাক্ষীরূপে চৈতন্যরূপে অবস্থিত তিনিই মহেশ্বর। এই গীতা শাস্ত্রেও কথিত হইয়াছে যে "দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া" (৭ম অধ্যায় ১৪শ শ্লোক) এই মায়াই কূট। এই কূটে যিনি অধ্যক্ষ রূপে বা রাশিরূপে অবস্থিত, তিনিই কূটস্থ। (২০৭ পৃষ্ঠার টীপ্পনী দ্রষ্টব্য) তিনি "অচল"। সংসারে যত বিকার, সমস্তই মায়ার কার্য্য। কিন্তু যিনি মায়ার অতীত, এবং সেই মায়ার উপর সাক্ষী চৈতন্যরূপে অধিষ্ঠিত, তিনি নিশ্চয়ই সর্ব্ব প্রকার বিকার রহিত; সুতরাং তিনি অচল। চল শব্দই পরিণাম অর্থাৎ বিকার বোধক। তিনি চলন রহিত, অর্থাৎ সমভাবে চিরবিরাজমান। সুতরাং তিনি "ধ্রুব"। অর্থাৎ স্থির, সত্য, নিত্য ও সম। যিনি আমাকে এইরূপে পরিজ্ঞাত হইয়া অর্থাৎ বক্ষমাণ রূপে নিরুপাধিক ব্রহ্মাববোধ সহকারে ভগবদ্ধ্যানে নিবিষ্টচিত্ত হন, তিনিই চরমে আমাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। উল্লিখিত রূপে ব্রহ্মাববোধ সহকারে যাঁহার চিত্ত অবিচ্ছিন্ন তৈলধারাবৎ ব্রহ্মনিষ্ঠ হইয়া থাকে, যিনি যাবতীয় বিরোধি বাক্য অবহেলা করিয়া প্রতিপক্ষদিগের সর্ব্বপ্রকার উক্তি ভ্রমাত্মক বোধে ঘৃণা সহকারে পরিহার পূর্ব্বক একান্তচিত্তে শ্রীভগবানে আত্ম সমর্পণ করেন, তাঁহারই পরিণামে ব্রহ্ম প্রাপ্তিরূপ পরম ফল লাভ হয়। কিন্তু তাদৃশ ব্রহ্মপরায়ণতা চক্ষু কর্ণ নাসা চর্ম্ম প্রভৃতি ইন্দ্রিয় গ্রামের সংযম সাপেক্ষ। অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সমূহকে প্রত্যেকের স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম হইতে প্রত্যাহৃত করিয়া সকলের নিরোধ পূর্ব্বক চিত্তকে ব্রহ্মোপলব্ধি রূপ পরমানন্দসাগরে নিমগ্ন করিয়া রাখা আবশ্যক। ব্রহ্ম চিন্তনরূপ পরম শ্রেয়স্কর কার্য্যে যখন চিত্ত ব্যাপৃত, তৎকালে যদি দূরাগত সংগীতধ্বনি কর্ণ বিবরে প্রবেশ করিয়া মনকে ব্যাকুল করে, অথবা রমণীয় দৃশ্যবিশেষ নয়ন সমক্ষে উপস্থিত হইয়া মনকে চঞ্চল করে, অথবা শীত বাতাতপ চর্ম্মকে ব্যথিত করিয়া মনকে উৎপীড়িত করে, তাহা হইলে সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মধ্যান রূপ নিষ্ঠার পদে পদে ব্যাঘাত উপস্থিত হয়; এবং যে পরম ফল প্রাপ্তির নিমিত্ত সাধক আগ্রহসহকারে সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহা ব্যর্থ ও অসম্পূর্ণ হইয়া যায়। অতএব ইন্দ্রিয়গ্রামের নিরোধ সাধনাপথচারী

ব্যক্তিবৃন্দের পক্ষে প্রধান প্রয়োজনীয়। এই জন্যই ভগবান্ পতঞ্জলি যোগশাস্ত্রের সাধনপাদে শম দমাদি সাধনার উপদেশ সর্ব্বাগ্রেই কীর্ত্তন করিয়াছেন। অধিকন্তু উল্লিখিতরূপ ব্রহ্মনিষ্ঠ সাধকের সকল বিষয়ে সমবুদ্ধি সম্পন্ন হওয়া আবশ্যক। বিষয়ভোগ তৃষ্ণা যদি অন্তরকে ব্যাকুল করিতে থাকে, বিষয় বিশেষে আসক্তি অথবা বিষয়ান্তরের প্রতি বিরাগ যদি অন্তরকে চঞ্চল করিতে থাকে, তাহা হইলে সম্পূর্ণ একাগ্রতার সহিত ব্রহ্মচিন্তন সম্ভবে না। অতএব লাভ বা ক্ষতি, সুখ বা দুঃখ, আনন্দ বা নিরানন্দ ইত্যাকার সকল ব্যাপারেই সমবুদ্ধি অর্থাৎ অচঞ্চল ও অব্যাকুল ভাব হওয়া আবশ্যক। যাঁহার চিত্ত এইরূপে আয়ত্ত ও স্থির হইয়াছে, তিনিই প্রকৃষ্ট রূপে ব্রহ্মসাধনার অধিকারী। যে সাধক ইন্দ্রিয় গ্রামকে সর্ব্বতোভাবে নিরোধ করিয়া এবং সর্ব্বত্র সমবুদ্ধি সম্পন্ন হইয়া সাধন পথে অগ্রসর হইয়া থাকেন; তিনি ভ্রমেও বিশ্বের কোন জীবের অনিষ্ট কল্পনা মনেও স্থান দিতে পারেন না। নিরন্তর যাবতীয় ভূতের কল্যাণ কামনা ব্যতীত কাহারওকিঞ্চিন্মাত্র অনিষ্ট সাধনে প্রবৃত্তি তাঁহার অন্তরে থাকিতে পারে না। যাঁহার চক্ষুতে কোন জীবই ঘৃণার্হ নহে, যাঁহার বুদ্ধিতে কাহাকেও শত্রু বলিয়া উপলব্ধ হয় না, যাঁহার বিশ্বাসে সকলকেই সমজ্ঞান ভিন্ন আর কোন ভাবই উদিত হয় না, তিনি কায়মনোবাক্যে প্রতিনিয়ত নিশ্চয়ই সর্ব্ব জীবের হিতকামনাই করিয়া থাকেন; এবং সাধ্যানুসারে সকলেরই শুভসাধনায় রত থাকেন। স্মৃতিশাস্ত্রেও কথিত হইয়াছে যে, “অভয়ং সর্ব্বভুতেভ্যো দত্বা সন্ন্যাস মাচরেৎ” অর্থাৎ সকল ভূতকে অভয় দান পূর্ব্বক সন্ন্যাস আচরণ করিবে। ইহার ভাবার্থ এই যে, অতি ক্ষুদ্র হইতে অতি বৃহৎ জীব পর্য্যন্ত তাবতের সম্বন্ধে হিংসা দ্বেষ প্রভৃতি দুষ্টবুদ্ধি পরিহার পূর্ব্বক সন্ন্যাস ধর্ম্ম পরিগ্রহ করিতে হইবে। এইরূপ ভাবাপন্ন হইলে, এইরূপ ইন্দ্রিয় নিরোধ ঘটিলে, এইরূপ একাগ্রতা জন্মিলে সাধক নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মাববোধরূপ ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অর্থাৎ তিনি ব্রহ্মরূপতা প্রাপ্ত হইয়া মদ্ভাবেই অবস্থিত হইয়া থাকেন। শ্রুতিও বলিয়াছেন, “ব্রহ্মৈব ভবতি” অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানী ব্রহ্মই হইয়া থাকেন। তত্ত্বতঃ ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার ও ব্রহ্মাববোধ হেতু তিনি চরমে ব্রহ্মত্ব লাভ করিয়া থাকেন।

মূলে পর্য্যুপাসতে” পদের প্রয়োগ আছে। পূজ্যপাদ শ্রীমচ্ছঙ্করা-

চার্য্য ইহার নিম্নলিখিত রূপ অর্থাবধারণ করিয়াছেন। পরি অর্থাৎ প্রকৃষ্টরূপে অথবা সর্ব্বপ্রকারে উপাসনা। প্রাপ্তব্য অর্থাৎ উপাস্য বস্তুকে শাস্ত্রবিধি ক্রমে জ্ঞান গোচর করিয়া ও তদ্বস্তুর সমীপগত হইয়া সুদীর্ঘ কাল তৈলধারাবৎ অবিচ্ছিন্নপ্রবাহে চিত্তের সমভাবে অবস্থানের নাম উপাসনা।

মূলে "তু" শব্দ আছে। সগুণ ব্রহ্মোপাসনার সহিত নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনার বৈলক্ষণ্য প্রদর্শনার্থ এই শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, ইহাই পূজ্যপাদ মধুসূদনের অভিপ্রায়।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য বিহিত প্রণালী ক্রমে উপাসকগণের ব্রহ্মপ্রাপ্তি সম্বন্ধে নিম্নলিখিত শ্রৌত বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। "নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি" অর্থাৎ ব্রহ্মের সহিত সমতা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। মূলস্থিত "অক্ষর" এবং "কূটস্থ" এই দুই শব্দ অবলম্বন করিয়া আচার্য্য মহোদয় বলিয়াছেন যে, পরব্রহ্ম এস্থলে লক্ষিত নহেন। তিনি অক্ষর এবং কূটস্থ হইতে ভিন্ন। এই গীতা শাস্ত্রের পঞ্চদশ অধ্যায়স্থিত ১৬শ এবং ১৭শ শ্লোকে এই অভিপ্রায় স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। যথা, "কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে" এবং "উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ"।

এইস্থলে পূজ্যপাদ শ্রীমদ্বলদেব ব্রহ্ম স্বরূপ সন্দর্শনানন্দ উপভোগের পর ব্রহ্মোপাসকের পরমা সদ্গতির বিষয় পূর্ব্বে কীর্ত্তন করিয়া অধুনা নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্মোপাসনাকে নিন্দিত ও তাহার হেয়ত্ব কীর্ত্তন করিতেছেন। তাঁহার মতানুসারে সাকার উপাসনা জনিত ফল অতিশীঘ্র ও অনায়াসলভ্য। কিন্তু অনির্দ্দেশ্য নিরাকার উপাসনার ফল অতি ক্লেশে ও বহু বিলম্বে প্রাপ্য। এইজন্য তিনি প্রথমোক্ত প্রণালীর শ্রেষ্ঠত্ব কীর্ত্তন করিয়াছেন, এবং শেষোক্ত প্রণালীর অপকৃষ্টতা উল্লেখ করিয়াছেন। পূজ্যপাদ শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ও এইরূপ অভিপ্রায় পরিব্যক্ত করিয়াছেন। অর্থাৎ তিনিও ভক্তি পথগামী সাকারোপাসকগণের অপেক্ষা বর্ত্তমান শ্লোকোক্ত নিরাকারোপাসকগণকে ন্যূন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

পূজ্যপাদ শ্রীমন্নীলকণ্ঠের অভিপ্রায়। পূর্ব্বোক্ত শ্লোকে ভগবদুপাসকগণের প্রশংসা নির্দ্ধারণ করিয়া এক্ষণে শ্রীভগবান্ অন্যরূপ সাধকগণের

প্রসঙ্গ কীর্ত্তন করিতেছেন। যাঁহারা ব্রহ্মের অব্যক্ত ভাব পরিজ্ঞাত হইয়াছেন, তাদৃশ ব্রহ্মবিদ্ জ্ঞানী এসংসারে অতিশয় দুর্লভ। সেইরূপ জ্ঞানীগণের দৌর্লভ্য বর্ত্তমান শ্লোকত্রয়ে কীর্ত্তিত হইয়াছে। এ স্থলে সগুণের সহিত বৈলক্ষণ্য স্থাপনার্থ "তু" শব্দের ব্যবহার হইয়াছে। অক্ষর শব্দ সর্ব্ব ধর্ম্ম পরিশূন্য ব্রহ্মাববোধক। শ্রুতি দ্বারা ইহার এইরূপ অর্থ নিরূপিত হইয়াছে। তদ্ যথা; "এতদ্বৈ তদক্ষরং গার্গি! ব্রাহ্মণা অভিবদন্ত্যস্থূলমনণ্বহ্রস্বমদীর্ঘং" অর্থাৎ হে গার্গি! তোমার জিজ্ঞাসিত পদার্থই অক্ষর। ব্রহ্মজ্ঞগণ বলেন যে, তিনি স্থূল বা অণু নহেন; হ্রস্ব বা দীর্ঘ নহেন। (বৃহদারণ্যকোপনিষৎ ৮ম ব্রাহ্মণ)। যিনি এইরূপ সর্ব্ব ধর্ম্ম শূন্য, তিনি সুতরাং অনির্দ্দেশ্য অর্থাৎ বাক্যদ্বারা তাঁহার সম্বন্ধে কোনরূপ নির্দ্দেশ করা অসম্ভব। যিনি এইরূপ বাক্যের অগোচর, তিনি বুদ্ধিরও বিষয়ীভূত নহেন। শ্রুতিও বলিয়াছেন, "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ" (তৈত্তিরিয়োপনিষৎ ২৮ খণ্ড ২য় বল্লী) এই শ্লোকেই স্থানান্তরে ইহার অর্থ লিখিত হইয়াছে। এতাবতা ব্রহ্ম যে বাক্য ও মনের অতীত তাহা প্রতিপন্ন হইতেছে। পর্য্যুপাসতে অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকারে উপাসনা করেন। অনাত্ম বস্তুর অদর্শনই ব্রহ্মোপাসনা। এ জগতে একমাত্র ব্রহ্মই সদ্বস্তু, তিনিই আত্মাস্বরূপ; তদ্ব্যতীত সকলই অসৎ ও অনাত্মা। জ্ঞানের পরিপাকে আত্মানাত্ম বিবেক সহকারে অসৎ ও অনাত্ম বস্তুর অদর্শন অর্থাৎ তত্তৎ অসত্য ব্যাপার হইতে দর্শনাদি ইন্দ্রিয়াদির নিরোধ হইলেই ব্রহ্মোপাসনা হয়। এসম্বন্ধে নিম্নলিখিত শাস্ত্রোক্তি পরিদৃষ্ট হয়। "অনাত্মাদর্শনেনৈব পরাত্মান মুপাস্মহে।" অর্থাৎ অনাত্মের অদর্শন দ্বারা আমরা পরমাত্মার উপাসনা করি। পূর্ব্বে ব্রহ্মের সম্বন্ধে অক্ষর, অনির্দ্দেশ্য ও অব্যক্ত এই তিন শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। এক্ষণে আশঙ্কা হইতে পারে যে, এরূপ শূন্য বা শূন্য কল্প বস্তুর বিদ্যমানতা সম্বন্ধে প্রমাণ কি? যিনি সর্ব্ব ধর্ম্ম শূন্য, যাঁহার হ্রাস নাই, বৃদ্ধি নাই, যোগ নাই, বিয়োগ নাই; যিনি ভাষা দ্বারা ব্যক্ত হন না; মনও যাঁহাকে উপলব্ধি করিতে অশক্ত, তাদৃশ নির্দ্দেশ শূন্য বস্তু যে বিদ্যমান আছেন ইহা সহজে বোধগম্য হয় না। এইরূপ আশঙ্কার উত্তর স্বরূপে কথিত হইতেছে যে, তিনি সর্ব্বত্রগ। অর্থাৎ সত্ত্বারূপে

এবং স্ফুরণরূপে সেই ব্রহ্ম সর্ব্বগত। যাঁহার সত্তা আছে বলিয়া ব্রহ্মাণ্ডে সকলেই সত্ত্ববান্, যাঁহার স্ফুরণে জগতের সকল পদার্থ স্ফুরিত, সেই সত্য স্বরূপ সারস্বরূপ পরম পদার্থের সত্তা সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ কদাপি মনেও আসিতে পারে না। সামান্যতঃ সর্ব্বত্র ব্রহ্মের সত্তা নিরূপিত হইল। সুতরাং আশঙ্কা হইতে পারে, তিনি যখন ঘট পটাদি সকল পদার্থেই বিরাজমান, তখন যে কোন পদার্থরূপেই তাঁহাকে গ্রহণ করিয়া চিন্তা করা যাইতে পারে। তদুত্তরে ইহাই কথিত হইতেছে যে, তিনি অচিন্ত্য। কারণ তাঁহার কোন উপাধি নাই। ঘট পট ইত্যাদিতে তিনি সমাবিষ্ট থাকিলেও তত্তাবৎ তিনি নহেন। এবং সর্ব্বত্র তিনি অনুস্যুত থাকিলেও কোন পদার্থই তাঁহার উপাধিরূপে পরিগণিত হইতে পারে না। সুতরাং তাঁহাকে চিন্তার বিষয়ীভূত করা অসম্ভব। অতএব ব্রহ্ম সর্ব্বগত হইলেও যখন তাঁহাকে চিন্তা করারই কোন সম্ভাবনা নাই, তখন তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করার আশা সুদূর পরাহত। এতাবতা ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, :তিনি চক্ষুরাদি কোন ইন্দ্রিয়ের গোচরীভূত নহেন। অপিচ চিন্তারও বিষয়ীভূত নহেন। অতঃপর ব্রহ্মের সর্ব্বত্র সত্তা প্রতিপাদনার্থ কথিত হইতেছে যে, তিনি কূটস্থ। এ সংসারে যে যে বস্তু সদ্রূপে অবভাসিত হইলেও বস্তুতঃ অসৎ, তৎসমস্ত কূট নামে অভিহিত হইয়া থাকে। যে তুলা দণ্ড দ্বারা পণ্যজীবিগণ বিক্রেয় দ্রব্যের পরিমাণ করিয়া থাকে, তাহা ন্যায়ের সাক্ষীস্বরূপ। কিন্তু ধূর্ত্ত ও প্রবঞ্চক ব্যবসায়িরা সেই যন্ত্রে কৃত্রিম উপায় বিশেষ দ্বারা প্রতারণার কৌশল করিয়া রাখে। তাদৃশ তুলা যন্ত্র কূটতুলা নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এবংবিধ বহু অসত্য :পদার্থ মনুষ্য লোকে কূট নামে অভিহিত হইয়া থাকে। মানবের “আমি কর্ত্তা” “আমি ভোক্তা” ইত্যাকার অহঙ্কার বস্তুতঃ অসৎ। কারণ ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কিছুই কর্ত্তা বা ভোক্তা হইবার অধিকারী নহে, এবং তদ্ব্যতীত সমস্ত পদার্থই অলীক ও অসত্য। অলীকও অসত্য বস্তুও অনেক সময়ে মিথ্যাজ্ঞান প্রভাবে সত্যরূপে অবভাসিত হইয়া থাকে। এইরূপ মিথ্যাজ্ঞান প্রভাবেই রজ্জুতে সর্পের ভ্রম জন্মে এবং শুক্তিতে রজত বোধ হয়। মানবের অহঙ্কারও অসত্য অর্থাৎ কূট। এই অহঙ্কারেও ব্রহ্ম অধিষ্ঠিত আছেন,এবং তিনি আছেন বলিয়াই সেই অহঙ্কার

বা তাহার আধার স্বরূপ মানবাদির বিদ্যমানতা আছে। এই জন্যই ব্রহ্ম কূটস্থ চৈতন্যরূপে অভিহিত। মানবের অহঙ্কারে ব্রহ্মের অধিষ্ঠান থাকিলেও এবং ব্রহ্ম দ্বারা অহঙ্কারে অহংজ্ঞান:স্ফুরিত হইলেও তিনি অহঙ্কার হইতে স্বতন্ত্র। যেমন ঘট পটাদি পদার্থ সূর্য্যের দ্বারাই পরিদৃষ্ট এবং তাঁহারই আলোকে অবভাসিত হয় বলিয়া সূর্য্য ঘট পটাদিরূপে পরিগণিত হইতে পারেন না, এবং তিনি যে ঘটপটাদি হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পদার্থ তদ্বিষয়ে কোনই সন্দেহ থাকিতে পারে না; তদ্রূপ কূটস্থ ব্রহ্ম অহঙ্কারের অবভাসক হইলেও এবং চৈতন্য রূপে অহঙ্কারে অধিষ্ঠিত হইলেও তিনি তাহা হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ; তিনি কদাপি অসত্যস্বরূপ অহঙ্কার রূপে পরিগৃহীত হইতে পারেন না। এতদ্দ্বারা ব্রহ্মের নিত্য অপরোক্ষত্ব প্রতিপাদিত হইতেছে। এ স্থলে আশঙ্কা হইতে পারে যে, "আমি কর্ত্তা" "আমি ভোক্তা" ইত্যাকার বোধে "আমি" স্বরূপ স্বতন্ত্র আত্মার বিদ্যমানতা স্বীকার্য্য। তদুত্তরে ইহাই কথিত হইতেছে যে, ব্রহ্ম খণ্ডিত বা স্বতন্ত্র ভাবে সর্ব্বত্র বিরাজমান নহেন; কারণ তিনি "অচল"। আমিত্ব জ্ঞান নিরবচ্ছিন্ন ভ্রমাত্মক। কেন না "আমি" কখনও বা সুখ দুঃখের অধীন হই, পরিণাম ধর্ম্মে বদ্ধ হইয়া থাকি, এবং নিয়ত সমভাবে অবস্থিত না হইয়া চঞ্চলভাবে কালপাত করি। যে "আমি" সম্প্রতি প্রিয় পদার্থাদি সংবৃত হইয়া পরমানন্দে দিনযাপন করিতেছি, সেই "আমি" হয়তো অনতিকাল পরে আনন্দপ্রদ সামগ্রীসমূহ পরিশূন্য হইয়া নিরতিশয় বিষাদভারে প্রপীড়িত হইতেছি। যে "আমি" অদ্য ভ্রমরকৃষ্ণ সুচিক্কণ কেশকলাপ সম্পন্ন, সুপটু সতেজ ইন্দ্রিয়সমূহ সংযুক্ত হইয়া স্ফীতবক্ষে হাস্যবদনে পর্য্যটন করিতেছি, সেই "আমি" হয়তো কয়েক বর্ষ পরে পলিতকেশ লোলচর্ম্ম দৃষ্টিশক্তিবিহীন কদাকার হইয়া যষ্টি অবলম্বনে ধীর ও কম্পিতপদে ধরিত্রীর বক্ষে অগ্রসর হইতেছি। সুতরাং দেখা যাইতেছে, "আমি" সকল অবস্থায় সমান নহি, অতএব ইহা চঞ্চল। কিন্তু ব্রহ্ম অচল। ব্রহ্ম সুখদুঃখের অধীন নহেন এবং পরিণাম ধর্ম্মশীলও নহেন। "আমি" যতক্ষণ ব্রহ্মজ্ঞান সহকারে আমিত্ব বোধ পরিহার পূর্ব্বক ব্রহ্মের সহিত একীভাব ধারণ করিতে না পারি, ততক্ষণ পর্য্যন্ত কোন মতেই আত্যন্তিক দুঃখ নাশরূপ মোক্ষলাভ করিতে সক্ষম হইব না। সুতরাং আমি পদার্থ সুখদুঃখের অধীন ও

পরিণামী ; এবং ব্রহ্মপদার্থ সুখদুঃখের অতীত ও অপরিণামী। যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমিত্বরূপ মিথ্যাজ্ঞান দূর না হইবে, ততক্ষণ মোক্ষ লাভ হইবে না এবং পরিণাম ধর্ম্ম দূর হইবে না। ঘট ভগ্ন করিলেও ঘটত্ব রূপ ধ্বংস হয় বটে, কিন্তু খর্পরাদি রূপে তাহার পরিণাম বিদ্যমান থাকে। সেইরূপ বারংবার আবির্ভাব ও তিরোভাব হইলেও আমিত্ব বোধক পদার্থের আত্যন্তিক সুখদুঃখ নিবৃত্তি কদাপি সাধিত হয় না। আপনাকে অচঞ্চল সুখদুঃখরহিত অপরিণামী ব্রহ্মরূপে অববোধ না হইলে ঘটাদির ন্যায় পরিণাম, বিকার, আবির্ভাব ও তিরোভাব অবশ্যভাবী। যদি ঘটনাশের ন্যায় আত্মনাশও সম্ভব বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে এই জগৎ অন্ধকাররূপে পরিণত হইয়া পড়ে। কারণ দ্রষ্টা, ভোক্তা, পালক, নিয়ামক ও সর্ব্বত্র অনুস্যূত আত্মার তিরোভাব হইলে সকলই অন্ধকারাচ্ছন্ন হইবে সন্দেহ নাই। নিদ্রাকালেও যখন মানবের সকল চেষ্টা উদ্যম বিলীন হইয়া থাকে, তখনও আত্মার সহিত বিচ্ছেদ হয় না। কারণ সুষুপ্ত ব্যক্তি নিদ্রোত্থিত হইয়া ব্যক্ত করে যে, আমি প্রায় প্রহরাধিক কাল সুখে নিদ্রিত ছিলাম। তাঁহার এই যে নিদ্রাকালীন সুখজ্ঞান বা সময়জ্ঞান ইহাও আত্মার সহিত সম্বন্ধসূচক। আত্মার সম্পর্ক না থাকিলে সেই নিদ্রোত্থিত ব্যক্তির এরূপ জ্ঞান কখনই ঘটিতে পারিত না। আত্মা যাহার সহিত সম্বন্ধ পরিত্যাগ করে, সে মৃত, জড়, অকর্ম্মণ্য ও সংজ্ঞাশূন্য হইয়া থাকে। সুষুপ্তাবস্থাতেও আত্মা সমভাবেই বিরাজমান থাকেন ; দেহের অবস্থা বিশেষ হেতু তৎকালে দৈহিক চেষ্টা কিয়ৎ পরিমাণে নিরুদ্ধ থাকে মাত্র। শ্বাস প্রশ্বাস ও স্পন্দনাদির রাহিত্য ঘটে না। আত্মা এইরূপ সর্ব্বকালে সমভাবে বিদ্যমানতা থাকে বলিয়াই তিনি ধ্রুব অর্থাৎ অপ্রচ্যুতস্বভাব। একবার অবলম্বন বা বারান্তরে পরিহার, এখনই বিদ্যমানতা বা এখনই অবিদ্যমানতা আত্মার ধর্ম্ম নহে। আত্মার মৃত্যু নাই, ক্ষয় নাই, ও বিকার নাই। নিদ্রা বা জাগরণে, দেহের নাশে বা দেহের চেষ্টাকালে আত্মা অজর ও অমর রূপে সমভাবেই বিরাজমান থাকেন। অতএব আমিরূপ অহঙ্কারকে আত্মা বলিয়া জ্ঞান করা কদাপি সঙ্গত নহে। এইরূপ জ্ঞান সহকারে ব্রহ্মকে উপাসনা করিতে হইবে। এই উপাসনা কার্য্যে সর্ব্বেন্দ্রিয়ের নিরোধ

একান্ত আবশ্যক। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রামকে স্ব স্ব কার্য্য হইতে বিরত করিয়া একমুখী করিতে হইবে। এইরূপে যাঁহার বুদ্ধি সর্ব্বতোভাবে চাঞ্চল্য বিহীন হইবে, তিনিই আমাকে অর্থাৎ নির্ব্বিকল্প পরব্রহ্মরূপ পরম পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। শ্রুতিও বলিয়াছেন,"যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ। বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতে তামাহুঃ পরমাংগতিং ॥" (কঠোপনিষৎ ৬ষ্ঠ বল্লী) ইহার ভাবার্থ এই যে, যখন মানবের পঞ্চ ভূতাত্মক দেহ অথবা পঞ্চেন্দ্রিয় তৎসহজ্ঞান ও মন অবিচলিত বুদ্ধি সহকারে অবস্থিত হয়, তাহাকেই পরমাগতি বলা যায়। অর্থাৎ যখন সর্ব্বেন্দ্রিয় সহকৃত দেহ এবং জ্ঞান মন ও বুদ্ধি স্থিরভাবে ব্রহ্ম পদার্থাববোধে বিনিযুক্ত হয় তখনই পরম ফল উপস্থিত হয়। সর্ব্বজীবের হিত সাধনে প্রবৃত্তিরূপ সন্ন্যাসও ধ্যানাঙ্গরূপে কথিত হইয়াছে।

অদ্বৈতবাদ ও দ্বৈতবাদের গতশ্লোক হইতে বিষম মতান্তর উপস্থিত হইয়াছে। অদ্বৈতবাদীগণ নির্গুণ নিরাকার নির্বিশেষ ব্রহ্মোপাসনার পক্ষপাতী; এবং সাকার সগুণ ও সবিশেষ ব্রহ্মোপাসনার বিরোধী না হইলেও তাহার পরিণাম ফলের সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দিহান এবং তাহা হীন ও অপকৃষ্টাধিকারীর পক্ষে অবলম্বনীয় বোধে উপেক্ষাপরায়ণ। দ্বৈত বাদীগণ এই ব্যাপারের *প্রতিকূল। তাঁহারা নিরাকার* ব্রহ্মোপাসনা অতি ক্লেশসাধ্য ও বহুকাল সাধ্য বোধে হেয় জ্ঞান করিয়া থাকেন। সাকার উপাসনাই তাঁহাদিগের মতে প্রশস্ত ও পরম অবলম্বনীয়। এই দুই একান্ত বিরোধি মতের কোনরূপ সামঞ্জস্য কোন টীকাকার মহাত্মাই উত্থাপন করেন নাই। বোধ হয় সম্প্রদায়গত অন্য যাবতীয় মতবিরোধের সামঞ্জস্য হইতে পারে, কিন্তু ব্রহ্মোপাসনা ঘটিত এই পরস্পর একান্ত প্রতিকূল মতের কোনই সামঞ্জস্য সম্ভব নহে। প্রাণের ভক্তি অন্তরের ঐকান্তিকী আসক্তি এক সম্প্রদায়কে প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে বাষ্পনিরুদ্ধলোচনে কণ্টকিত কলেবরে দ্বিভুজমুরলীধর শ্যাম সুন্দরের ভুবনমোহন রূপ দর্শনের নিমিত্ত উন্মত্ত করিতেছে। হৃদয়ের পবিত্র মন্দিরে সেই নররূপ নারায়ণের প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া অহর্নিশ প্রেমগদ্গদ কণ্ঠে স্তুতিপাঠ করিবার নিমিত্ত এবং চন্দনচর্চ্চিত তুলসীদাম সেই ভগবানের শ্রীচরণসরসিজে সমর্পণ করিবার নিমিত্ত, দাস

ভাবে বা সখ্য ভাবে; বৎসল ভাবে বা শান্ত ভাবে অথবা সকল ভাবের সার স্বরূপ সুমধুর মাধুর্য্য ভাবে সেই ভগবানের প্রিয় কার্য্য সাধনের নিমিত্ত তাঁহার হৃদয় ব্যাকুল, উন্মাদ ও বিষয়জ্ঞান ভোগতৃষ্ণা বিরহিত। এরূপ প্রোমোন্মত্ত ভক্ত শুষ্ক নীরস জ্ঞানের কথায় কর্ণপাত করিতে চাহেন না। জ্ঞান যাহা বুঝাইতেছেন, সুদীর্ঘ সাধনা যে তত্ত্বোপদেশ প্রদান করিতেছে, ভক্ত অবজ্ঞার সহিত সে কথা অশ্রাব্য বোধে পরিত্যাগ করিতেছেন, এবং সেস্থান হইতে দূরে পলায়ন করিতেছেন। জ্ঞানের উপদেশ সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে ভক্ত পরাঙ্মুখ নহেন; নিরাকার ব্রহ্মোপাসনার ফল প্রাপ্তি সম্বন্ধে তিনি সন্দিহান নহেন; কিন্তু সে প্রণালীর শ্রেষ্ঠত্ব অঙ্গীকার করিতে তিনি কদাপি প্রস্তুত নহেন। কারণ তাহাতে তাঁহার হৃদয়ের সন্তোষ নাই, মনের পরিতৃপ্তি নাই, তৃষ্ণার নিবৃত্তি নাই, আকাঙ্ক্ষার সমাপ্তি নাই। অদ্বৈতবাদীগণ সাকারোপাসনার সুকরতা স্বীকার করিয়াছেন, এবং তাহা মুখ্য ভাবে ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ চরম ফল প্রদানে অক্ষম বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। পক্ষান্তরে দ্বৈতবাদীগণ নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনা অনর্থক ও অনাবশ্যক বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। পরবর্ত্তী শ্লোকদ্বয়ে উভয় পক্ষের মত বিশদ রূপে আলোচিত হইতেছে॥ ৩। ৪॥

——:(০):——

ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাং।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে ॥ ৫ ॥

অন্বয়।—অব্যক্তাসক্তচেতসাং (নির্গুণব্রহ্মণি সমাহিতচিত্তানাং) তেষাং (সাধকানাং) ক্লেশঃ (আয়াসঃ) অধিকতরঃ (অতিশয়েন অধিকঃ) হি (যস্মাৎ) দেহবদ্ভিঃ (দেহাভিমানিভিঃ) অব্যক্তা (নির্গুণব্রহ্মবিষয়া) গতিঃ (নিষ্ঠা) দুঃখং [যথা স্যাৎতথা] অবাপ্যতে (প্রাপ্যতে) ॥ ৫ ॥

প্রতিশব্দ।—নির্গুণ-ব্রহ্মে-আসক্তচিত্ত তাহাদের ক্লেশ অতিশয়-

অধিক ; কারণ, দেহাভিমানিগণ-কর্ত্তৃক নির্গুণ-বিষয়ক নিষ্ঠা দুঃখে প্রাপ্ত-হয় ॥ ৫ ॥

ব্যাখ্যা।—যাঁহারা নির্গুণ ব্রহ্মে চিত্ত সমাহিত করেন, সেই সকল সাধকের অধিকতর কষ্ট হয় ; কারণ দেহাভিমানী জীব নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্মবিষয়িণী নিষ্ঠা অতিকষ্টে প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৫ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—কিন্তু ক্লেশোঽধিকতরো যদ্যপি মৎকর্ম্মাদিপরাণাং ক্লেশোঽধিকতরস্ত্বক্ষরাত্মনাং পরমার্থদর্শিনাং দেহাভিমানাপরিত্যাগনিমিত্তঃ অব্যক্তাসক্তচেতসামব্যক্তে আসক্তং চিত্তং যেষাং তে অব্যক্তাসক্তচেতসস্তেষাং অব্যক্তাসক্তচেতসাং অব্যক্তা হি যস্মাদ্‌ষা গতিরক্ষরাত্মিকা দুঃখম্ দেহবদ্ভির্দেহাভিমানবদ্ভিরবাপ্যতে অতঃ ক্লেশোঽধিকতরঃ ॥ ৫ ॥

আনন্দগিরি।—সগুণোপাসকেষ্বপি কথমিত্যাহ কিন্ত্বিতি। অক্ষরোপাসনস্য দুষ্করত্বাদুপাসনান্তরস্য সুকরত্বাদিত্যভিপ্রেত্যাহ ক্লেশইতি। অধিকএবেতরেভ্যোদ্বৈতদর্শিভ্যঃ কামিভ্যইতি শেষঃ। তেষাং ক্লেশস্যাধিকত্বে হেতুং মত্বা বিশিনষ্টি দেহেতি। অব্যক্তমত্যন্তসূক্ষ্মং নির্ব্বিশেষমক্ষরন্তস্মিন্নাসক্তমভিনিবিষ্টঞ্চেতো যেষান্তেষামিতি যাবৎ। অক্ষরোপাসকানাং ক্লেশস্যাধিকতরত্বে ভগবানেব হেতুমাহ অব্যক্তেতি। দুঃখঃ দুঃখেন কৃচ্ছ্রেণেতি যাবৎ, অতো দেহাভিমানত্যাগাদিত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

শ্রীধর।—ননু তেঽপি ত্বামেব প্রাপ্নুবন্তি তর্হীতরেষাম্ যুক্তমত্বম্ কুত ইত্যপেক্ষায়াম্ ক্লেশাক্লেশকৃতম্ বিশেষমাহ ক্লেশ ইতি ত্রিভিঃ। অব্যক্তে নির্ব্বিশেষেঽক্ষরে আসক্তম্ চেতোযেষাম্ তেষাং ক্লেশোঽধিকতরঃ হি যস্মাদব্যক্তবিষয়া গতির্নিষ্ঠা দেহাভিমানিভির্দুঃখম্ যথা ভবতি এবমবাপ্যতে দেহাভিমানিনাম্ নিত্যং প্রত্যক্প্রবণত্বস্য দুর্ঘটত্বাদিতি ভাবঃ ॥ ৫ ॥

বলদেব।—ননু তেঽপি চেত্ত্বামেব প্রাপ্নুয়ুস্তর্হি পূর্ব্বেষাং যুক্তমত্বং কিং নিবন্ধনং তত্রাহ ক্লেশোঽধিকেতি। অব্যক্তাসক্তচেতসামতিসূক্ষ্মনীরূপজীবাত্মসমাধিনিরতমনসাং তেষামধিকতরঃ ক্লেশঃ। যদ্যপি পূর্ব্বেষামপি তত্তন্মদ্ভক্ত্যঙ্গসমাচারো মদন্যবিষয়েভ্যঃ করণানাং প্রত্যাহারশ্চ ক্লেশোঽস্ত্যেব তথাপি তত্রানন্দমূর্ত্তের্মম স্ফূরণান্ন ক্লেশতয়া বিভাতি। কুতোঽধিকতরত্বং সুদূরাপাস্তং। হি যস্মাদব্যক্তা গতিরব্যক্তাক্ষরবিষয়া মনোবৃত্তির্দেহাভিমানিভির্জনৈর্দুঃখং যথা স্যাত্তথাবাপ্যতে। দেহবন্তঃ খলু স্থূলদেহমেব সুচিরাদাত্মত্বেনানুশীলিতবন্তঃ কথমণুচৈতন্যং সুচিরোজ্ঝিতবিমর্শমাত্মত্বেনানুশীলিতুং প্রভবেয়ুরিতি ভাবঃ। যত্তত্র ব্যাচক্ষতে সগুণং নির্গুণঞ্চেতি দ্বিরূপম্ ব্রহ্ম তত্র সগুণোপাসনমাকারবদ্বিষয়ত্বাৎ সুকরমপ্রমাদঞ্চ। নির্গুণোপাসনং তু তত্ত্বাভাবাদ্দুঃখকরঃ সপ্রমাদঞ্চ তচ্চ নির্গুণম্ ব্রহ্মাক্ষরশব্দেনোচ্যতে। নৈর্গুণ্যপ্রতিপত্তয়ে সপ্তবিশেষণানি। অনির্দ্দেশ্যম্ বেদাগোচরং, যতোঽব্যক্তম্ জাত্যাদিশূন্যম্, সর্ব্বত্রগম্ ব্যাপি, অচিন্ত্যম্ মনসাপ্যগম্যম্, শ্রুতিশ্চ। "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহে"ত্যাদ্যা। কূটস্থম্

মিথ্যাভূতমপি সত্যবৎ প্রতীতং জগৎ কূটমুচ্যতে, যথা কূটকার্ষাপণাদি। তস্মিন্নাধ্যাসিকসম্বন্ধেনাধিষ্ঠানতয়া স্থিতম্ অচলমবিকারমতো ধ্রুবং নিত্যমিতি। তদ্বিদাং খলু গুরূপসত্তিপূর্ব্বকোপনিষদ্বিচারতদর্থমননতন্নিদিধ্যাসনৈর্ম্মহান্ ক্লেশঃ। পূর্ব্বেষাম্ তু তৈর্ব্বিনৈব গুরূক্তভগবৎপ্রসাদাবির্ভূতেনাজ্ঞানতৎকার্য্যবিমর্দ্দিনা বিজ্ঞানেন ভগবৎস্বরূপভূতনির্গুণাক্ষরাঐক্যলক্ষণা মুক্তিরিতি ফলৈক্যেঽপি ক্লেশাক্লেশাভ্যামপকর্ষোৎকর্ষাবিতি। তদিদম্ মন্দম্। গতিসামান্যাদিতি সূত্রে ব্রহ্মণো দ্বৈরূপ্যনিরাসাৎ। যয়া "তদক্ষরমধিগম্যতে" ইতি তস্য বেদবেদ্যত্বশ্রবণাৎ। যতো বাচ ইত্যাদেঃ কাৎর্স্ন্যাগোচরত্বার্থত্বাৎ। প্রবৃত্তিনিমিত্তাভাবেন নির্গুণস্যাপ্রমাণত্বাত্তৌচ্ছ্যাচ্চ লক্ষ্যত্বং তু ন সর্ব্বশব্দবাচ্যত্বস্বীকারাৎ সদৈকাবস্থস্য বস্তুনঃ কূটস্থত্বেনাভিধানাৎ ন চ জগৎ কূটং "কবির্ম্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূর্যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ" ইত্যাদৌ তস্য সত্যত্বশ্রবণাৎ। যশোদাস্তনন্ধয়বিভুচিদ্বিগ্রহস্য পরব্রহ্মত্বশ্রবণেন তদন্তস্থনির্গুণাক্ষরকল্পনস্য শ্রদ্ধাজাড্যকৃতত্বাৎ॥ ৫ ॥

মধুসূদন।—ইদানীমেতেভ্যঃ পূর্ব্বেষামতিশয়ং দর্শয়ন্নাহ। পূর্ব্বেষামপি বিষয়েভ্য আহৃত্য সগুণে ব্রহ্মণি মন আবেশ্য সততম্ তৎকর্ম্মপরায়ণত্বে চ পরমশ্রদ্ধোপেতত্বে চ ক্লেশোঽধিকো ভবত্যেব কিন্তু অব্যক্তাসক্তচেতসাম্ নির্গুণব্রহ্মচিন্তনপরাণাম্ তেষাম্ পূর্ব্বোক্তসাধনবতাম্ ক্লেশ আয়াসোঽধিকতরঃ অতিশয়েনাধিকঃ, অত্র স্বয়মেব হেতুমাহ ভগবান্ অব্যক্তা হি গতিঃ হি যস্মাদক্ষরাত্মকং গন্তব্যং ফলভূতং ব্রহ্ম দুঃখং যথা স্যাত্তথা কৃচ্ছ্রেণ দেহবদ্ভির্দ্দেহমানিভিরবাপ্যতে সর্ব্বকর্ম্মসংন্যাসং কৃত্বা গুরুমুপসৃত্য বেদান্তবাক্যানাং তেন তেন বিচারেণ তত্তদভ্রমনিরাকরণে মহান্ প্রয়াসঃ প্রত্যক্ষসিদ্ধস্ততঃ ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামিত্যুক্তং, যদ্যপ্যেকমেব ফলং তথাপি যে দুষ্করেণোপায়েন প্রাপ্নুবন্তি তদপেক্ষয়া সুকরেণোপায়েন প্রাপ্নুবন্তো ভবন্তি শ্রেষ্ঠা ইত্যভিপ্রায়ঃ॥ ৫ ॥

নীলকণ্ঠ।—অস্যা গতের্দুঃখপ্রাপত্ব মাহ ক্লেশ ইতি। যদ্যপি সগুণবিদামধিক ক্লেশোঽস্ত্যেব তথাপি তে সাবলম্বনাঃ ধ্যায়ন্তি সোপানারোহণক্রমেণ পরাং কাষ্ঠাং প্রবিশন্তি, যেষাং তু নিরালম্বং ধ্যানং আকাশযুদ্ধসমং তেষাং নির্ব্বিষয়ে চেতঃ স্থিরীকরণেঽধিকতরঃ ক্লেশোঽস্তি, তত্র ক্রমিক ধ্যানপ্রয়োগঃ, শুদ্ধে চিন্মাত্রে বিশ্বরূপং মায়য়াঽধ্যস্তম্, তত্র চ কেবলমাতিবাহিকং কৃৎস্নং জড় মাধিভৌতিকমধ্যস্তম্, যথোক্তং বশিষ্ঠেন "আতিবাহিক এবায়ম্ তাদৃশৈশ্চিত্তদেহকঃ। আধিভৌতিকয়া বুদ্ধ্যা গৃহীতশ্চিরভাবনাৎ" ইতি, অতিক্রম্য পাষাণাদীন্ বহতি ইষ্টদেশম্ নয়ত্যভিমানিনমিত্যতিবাহি সর্ব্বত্রাপ্রতিহতগতিকম্ ভূতসূক্ষ্মম্ তেন নির্বৃত্ত আতিবাহিকোঽয়ং কৃৎস্নঃ প্রপঞ্চঃ যতঃ চিত্তদেহকঃ চিত্তমেব দেহঃ স্বরূপমস্যেতি স্বপ্নতুল্যঃ সন্ চিরভাবনাৎ বজ্রপঞ্জরবৎ কাঠিন্যোপেতআধিভৌতিকয়া স্থূলভূতপ্রভবয়া বুদ্ধ্যা গৃহীতঃ ইতি শ্লোকার্থঃ। এবঞ্চ যথা তীব্রাভিনিবেশেন নিরীক্ষ্যমানো রজ্জুরগঃ স্বয়ং শাম্যতি তদধিষ্ঠানভূতা রজ্জুশ্চাবির্ভবতি তথা বস্তুতশ্চিদ্রূপায়ামপি মঘবাদিমূর্ত্তৌ জাড্যমধ্যস্তং তমেবাভিনিবেশেন চিরকালং চর্ম্মচক্ষুষৈব পশ্যত স্তস্যা মূর্ত্তের্জাড্যং তিরোধীয়তে চৈতন্যমাবির্ভবতি, অতএব বাণাদয়ঃ স্বারাধ্যৈঃ সার্দ্ধং স্বামিভৃত্যন্যায়েন

ব্যবহরন্তীতি সর্ব্বত্রোপাখ্যায়তে, এবং চেতনায়া মূর্ত্তেরপি তত্ত্বং বিশ্বরূপমবগচ্ছতি যদপশ্যদর্জ্জুনো বাসুদেবদেহে এতদেব বিতর্কজং প্রত্যক্ষং প্রকৃত্যোক্তং ভগবতা যোগভাষ্যকারেণ বাদরায়ণেন "তৎপরং প্রত্যক্ষং তচ্চ শ্রুতানুমানয়োর্বীজঃ" ইতি, স্থূলালম্বনঃ সমাধির্ব্বিতর্কঃ বিশ্বরূপস্থাপি অস্মিতামাত্রেঽধ্যাসাৎ তস্যাবলোকনে অস্মিতামাত্রমবশিষ্যতে অস্মিতায়া অপি শুদ্ধায়াং চিতাবধ্যস্তত্বাত্তস্যামপি সমাহিতে মনসি সহৈব মনসাঽস্মিতা তিরোধীয়তে শুদ্ধাচিতিরেবাবশিষ্যতে ইতি, এবং ব্যক্তাঽসক্তাঃ সোপানারোহণক্রমেণ পরাং কাষ্ঠাং প্রতিপদ্যন্তে যে তু অব্যক্তাসক্তাঃ পক্ষিবদকস্মাদূর্দ্ধং পদমারুরুক্ষন্তি লয়েন বিক্ষেপেণ বা ভৃশং বাধ্যন্তে লয়মেব চ কদাচিৎ সমাধিত্বেনাভ্যুপগচ্ছন্তি ইতি তেষাং পরাভবসম্ভাবনাপ্যস্তীত্যত উক্তম্ ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসামিতি, হি যস্মাৎ অব্যক্তা নিরাবলম্বনা গতিঃ পদপ্রাপ্তিঃ দেহবদ্ভিঃ দেহাভিমানিভিঃ দুঃখং যথা স্যাৎ তথা অবাপ্যতে নতু সা সুখপ্রাপ্যেতি ভাবঃ ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ।—তর্হি কেনাংশে তেষামপকর্ষ স্তত্রাহক্লেশইতি। ন কেনাপি ব্যজ্যতে ইত্যব্যক্তম্ ব্রহ্ম তত্রৈবাসক্তচেতসাংতদেবানুবুভূষূণাঃ তেষাং তৎপ্রাপ্তৌ ক্লেশোঽধিকতরং। হি যস্মাৎ অব্যক্তা গতিঃ কেনাপি প্রকারেণ ব্যক্তি ভবতি সা গতি দেঁহবদ্ভি জীবৈর্দুঃখং যথাভবত্যেবং অবাপ্যতে। তথাহি ইন্দ্রিয়াণাম্ শব্দাদিজ্ঞানবিশেষ এবশক্তিঃ নতু বিশেষেতরজ্ঞানে ইতি অত ইন্দ্রিয়নিরোধঃ তেষাম্ নির্ব্বিশেষজ্ঞানমিচ্ছতাম্ অবশ্যকর্ত্তব্য এব। ইন্দ্রিয়াণাম্ নিরোধস্তু স্রোতস্বতীনামিব নিরোধো দুষ্করএব! যদুক্তং সনৎকুমারেণ। "যৎপাদপঙ্কজপলাশবিলাসভক্ত্যা কর্ম্মাশয়ম্ গ্রথিত মুদগ্রথয়ন্তি সন্তঃ। তদ্বন্নরিক্তমতয়ো যতয়োনিরুদ্ধ স্রোতোগণাস্তমরণং ভজ বাসুদেবম্ ॥ ক্লেশো মহানিহ ভবার্ণবমপ্রবেশং ষড়্বর্গনক্র সমুখেন তিতীর্ষয়ন্তি। তৎত্বং হরের্ভগবতো ভজনীয়মঙ্ঘ্রিম্ কৃত্বোড়ুপং ব্যসনমুত্তর দুস্তরার্ণম্ ॥" ইতিতাবতা ক্লেশেনাপি সা গতি র্যদ্যবাপ্যতে তদপি ভক্তিমিশ্রেণৈব। ভগবতি ভক্তিম্ বিনা কেবলব্রহ্মোপাসকানান্তু কেবল ক্লেশ এব লাভো ননু ব্রহ্মপ্রাপ্তিঃ। যদুক্তম্ ব্রহ্মণা "তেষা মসৌ ক্লেশন এব শিষ্যতে নান্যৎযথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্" ইতি ॥ ৫ ॥

তাৎপর্য্য।—এই:অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে, হে ভগবন্! সাধকগণের মধ্যে যাঁহারা ভক্তি সহকারে আপনার সগুণ ভাবের উপাসনা করিয়া থাকেন, এবং যাঁহারা ভবদীয় নির্গুণ ভাবের উপাসক, তদুভয়ের মধ্যে কাহারা যোগবিত্তম রূপে পরিগণিত? এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে শ্রীভগবান্ ক্রমশঃ উভয় প্রকার ভজনা পদ্ধতির বিবরণ নির্দ্দেশ করিতেছেন। তারতম্য কোন পদ্ধতিরই নাই। চরমে উভয় প্রণালীই ব্রহ্ম প্রাপক। কিন্তু সাধন কালে এই প্রণালীদ্বয়ের মধ্যে যথেষ্ট বিভিন্নতা আছে। সগুণোপাসনার অপেক্ষা

নির্গুণোপাসনা অতিশয় দুষ্কর ও আয়াসসাধ্য। সাকার ব্রহ্মের অববোধ নির্গুণ ব্রহ্মজ্ঞানের অপেক্ষা সহজ ও অনায়াসসাধ্য। এই সুকঠিন ও জটিল তত্ত্ব সমালোচ্য শ্লোক ও পরবর্ত্তী কয়েক শ্লোকে নিঃসংশয়িত রূপে মীমাংসিত হইতেছে।

পূজ্যপাদ শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য ও শ্রীমদানন্দগিরির অভিপ্রায়। পূর্ব্ব শ্লোকে নির্গুণ ব্রহ্মোপাসকগণের চরমে ব্রহ্মপ্রাপ্তির বিষয় কীর্ত্তিত হইয়াছে। তাহাতে সহজেই প্রশ্ন হইতে পারে যে, সগুণাপেক্ষা নির্গুণ উপাসনার পার্থক্য কি? অক্ষর ভাবে অর্থাৎ নিরাকার নির্ব্বিকার প্রভৃতি রূপে ভগবদ্ ভজনা অতিশয় দুষ্কর। সাকার সগুণ ভাবে ব্রহ্মোপাসনা তদপেক্ষা সুকর। দেহাভিমান পরিত্যাগ পূর্ব্বক হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে কামনা মাত্র নিঃশেষে পরিবর্জ্জন পূর্ব্বক অক্ষর রূপ পরব্রহ্মের সাধন অতিশয় ক্লেশসাধ্য। কামনাপরায়ণ দেহাভিমানী দ্বৈতদর্শী মানবগণের পক্ষে তাহা সর্ব্বথা দুষ্কর। অব্যক্ত ভগবদুপাসনা প্রত্যুত অতিশয় দুঃখসাধ্য অর্থাৎ কৃচ্ছ কর্ম্ম। কারণ তাহাতে দেহাভিমান পরিবর্জ্জন প্রধান প্রয়োজন।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্যের অভিপ্রায়। যাহারা দেহাভিমানী, তাহারা দেহকেই আত্মা বলিয়া জ্ঞান করে। সুতরাং অব্যক্তরূপ পর ব্রহ্মাববোধ তাহাদিগের পক্ষে দুঃখময় অর্থাৎ দুষ্কর।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্বলদেবের অভিপ্রায়। এই অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন যে, যাঁহারা আমাকে নীলোৎপলসদৃশ কান্তিশালী বসুদেবাত্মজরূপে ভজনা করিয়া থাকেন তাঁহারাই যুক্ততম। তদনন্তর পরবর্ত্তী শ্লোকদ্বয়ে তিনি ব্যক্ত করিয়াছেন যে, যাঁহারা অক্ষর অর্থাৎ নির্গুণ ভাবের উপাসক, তাঁহারাও আমাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সুতরাং জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে যে, উভয়ভাবেই যদি সমফল প্রাপ্তি সংঘটিত হয়, তাহা হইলে এতদ্প্রণালীদ্বয়ের কি কোনই তারতম্য নাই? এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে কথিত হইতেছে যে, "অব্যক্তাসক্তচেতসাং" অর্থাৎ যাঁহাদিগের চিত্ত সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম নিরুপাধিক ব্রহ্মসাধনায় নিযুক্ত, তাঁহাদিগের আয়াস অধিকতর দুঃখসাধ্য। যদিও প্রথমোক্ত প্রণালীর অনুগত সাধকগণের অর্থাৎ সগুণোপাসকগণের পক্ষে একান্তভাবে মদ্ভক্তি,

মৎসেবন, মৎকীর্ত্তন ইত্যাদি রূপ বিবিধ ক্লেশকর অনুষ্ঠানের অধীন হইতে হয়, এবং যদিও তাঁহাদিগকে মদ্ব্যতীত যাবতীয় বিষয় গ্রাম হইতে ইন্দ্রিয় সমূহকে প্রত্যাহার করিতে হয়, অর্থাৎ যদিও তাঁহাদিগের চক্ষু মদ্রূপ ব্যতীত আর কিছুই দর্শন করে না, কর্ণ মদীয় বাক্য ব্যতীত আর কিছুই শ্রবণ করে না, এবং অন্যান্য ইন্দ্রিয়ও মৎসেবা ও মৎকার্য্য ব্যতীত আর কিছুই সাধন করে না; অর্থাৎ যদিও তাঁহাদিগের ইত্যাকার অনুষ্ঠান সমূহ ক্লেশসাধ্য বলিয়া মনে হয়, তথাপি তাদৃশ ভক্তগণের হৃদয়ে আমার আনন্দময় মূর্ত্তি নিয়ত বিরাজিত থাকায় তাঁহাদিগের কোনই ক্লেশের উদ্ভব হয় না। এতাদৃশ ভক্তগণের হৃদয়ে যে ক্লেশের উদ্ভব হয় তাহা গণনার অযোগ্য। অপর প্রকার সাধকগণের ক্লেশের অপেক্ষা এ ক্লেশ কখনই অধিকতর রূপে পরিগণিত হইতে পারে না। কারণ অব্যক্ত অর্থাৎ অক্ষররূপ ব্রহ্মের যে সকল দেহাভিমানী পুরুষেরা উপাসনা করিয়া থাকেন, তাঁহারা দুঃখই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। স্থূল দেহধারী দেহাভিমানী মানবগণ আজন্ম দেহকেই আত্মা জ্ঞান করিয়া অনুশীলন করিয়া আসিতেতেছে। এতাদৃশ পুরুষগণের পক্ষে সহসা অণুচৈতন্য স্বরূপ সূক্ষ্ম পরব্রহ্মের অববোধ কিরূপে উপাজাত হইতে পারে। এই স্থলে মতান্তর উদ্ধৃত হইতেছে। "ব্রহ্মের সগুণ ও নির্গুণ এই দুই প্রকার ভেদ শাস্ত্রাদি সঙ্গত। তন্মধ্যে সগুণ ভাবের উপাসনা সাকার ব্রহ্মকে গ্রহণ করিয়া অনুষ্ঠিত হয়, অর্থাৎ সাকারই সগুণোপাসনার বিষয়ীভূত, এই জন্য এই প্রণালী সুকর ও প্রমাদসম্ভাবনা বিরহিত। কিন্তু নির্গুণ উপাসনার অবলম্বনীয় বিষয় কিছুই নাই, অর্থাৎ আকার বা গুণকর্ম্মাদি কিছুই এই উপাসনা প্রণালীর লক্ষ্য নহে। সুতরাং ইহা দুষ্কর, প্রমাদসম্ভাবনা পরিপূর্ণ। অক্ষর শব্দ দ্বারা নির্গুণ ব্রহ্মই কীর্ত্তিত হইয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত তৃতীয় শ্লোকে অনির্দ্দেশ্য, অব্যক্ত, সর্ব্বত্রগামী, অচিন্ত্য, কূটস্থ, অচল ও ধ্রুব এই যে সপ্তবিশেষণ উল্লিখিত হইয়াছে, ইহা নির্গুণ ব্রহ্মেরই প্রতিপাদক। এই বিশেষণ সমূহের অর্থ সংক্ষেপে নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। অনির্দ্দেশ্য অর্থাৎ যাহা বেদেরও অগোচর; যে হেতু তিনি অব্যক্ত অর্থাৎ জাত্যাদি শূন্য। সর্ব্বত্রগ অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপি; অচিন্ত্য অর্থাৎ মনেরও অগম্য; শ্রুতি বলিয়াছেন, "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।" (তৈত্তিরিয়োপনিষৎ ২য়

বল্লী) অর্থাৎ যাঁহাকে প্রাপ্ত না হইয়া মনের সহিত বাক্য নিবৃত্ত হয়। কূটস্থ শব্দের কূট এই অংশের অর্থ এই, যে মিথ্যাভূত বস্তুও সত্যরূপে অবভাসিত হয় তাহাই কূট। যথা কূটকার্ষাপণাদি। এই মিথ্যাভূত জগতে আধ্যাসিক সম্বন্ধে যিনি অধিষ্ঠান চৈতন্যরূপে স্থিত তিনিই কূটস্থ। অচল অর্থাৎ বিকার শূন্য, অতএব ধ্রুব অর্থাৎ নিত্য। এই রূপ ব্রহ্মের তত্ত্ব পরিজ্ঞানের নিমিত্ত সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ গুরুসমীপে যথারীতি শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া উপনিষৎ (৩১১ পৃষ্ঠার টীপ্পনী দ্রষ্টব্য) প্রভৃতি শাস্ত্রীয় বিচার সহকারে ব্রহ্মতত্ত্ব মনন ও নিদিধ্যাসনাদি অতিশয় ক্লেশকর। কিন্তু প্রথমোক্ত প্রণালীর সাধকগণের অর্থাৎ সগুণোপাসকগণের পক্ষে তাদৃশ আয়াস স্বীকারের কোনই প্রয়োজন হয় না। তাঁহারা গুরূপদিষ্ট প্রণালীক্রমে লব্ধ ভগবদনুগ্রহে জ্ঞান ও বিজ্ঞান প্রভাবে অনায়াসেই নির্গুণ মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন। নির্গুণ ভাবই ভগবানের স্বরূপ এবং উভয় সাধন প্রণালীর দ্বারাই তাহা লভ্য। এতাবতা চরম ফলের সম্পূর্ণ একতা থাকিলেও ক্লেশ ও অক্লেশ অর্থাৎ দুষ্করত্ব ও সুকরত্ব হেতু উভয়প্রণালীর অপকর্ষ ও উৎকর্ষ লক্ষিত হইয়া থাকে।" এই বিচার প্রণালী মন্দ অর্থাৎ সুসঙ্গত নহে। বেদান্তশাস্ত্রে "গতিসামান্যাৎ" (বেদান্তদর্শন ১ম অধ্যায় ১ম পাদ ১০ম সূত্র) এই সূত্র দ্বারা ব্রহ্মের দ্বৈরূপ্য নিরস্ত হইয়াছে। শ্রুতি বলিয়াছেন "যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে" অর্থাৎ যাহা দ্বারা সেই অক্ষর অর্থাৎ ব্রহ্মের অববোধ হয়। ইত্যাদি শ্রৌতবাক্য দ্বারা ব্রহ্মের বেদবেদ্যত্ব অর্থাৎ বেদের দ্বারা পরিজ্ঞানের বিষয় প্রতিপাদিত হইয়াছে। "যতো বাচঃ" ইত্যাদি যে উপনিষৎ বাক্য পূর্ব্বে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা ব্রহ্মের সম্পূর্ণ অগোচরত্ব প্রতিপাদক নহে, অর্থাৎ তিনি যে জ্ঞান বা ভক্তির দ্বারা গোচরীভূত হন না, এরূপ অভিপ্রায় উক্ত শ্রুতি কীর্ত্তন করিতেছেন না। এ জগৎ মিথ্যা নহে। কারণ শ্রুতি প্রভৃতি শাস্ত্র ইহার সত্যত্ব অঙ্গীকার করিয়াছেন। শাস্ত্রসমূহ যে যশোদানন্দনকে বিভু চিদ্বিগ্রহরূপে স্বীকার করিয়াছেন, তাহার অন্যথা করিয়া নির্গুণ অক্ষর ব্রহ্মের কল্পনা কেবলমাত্র শ্রদ্ধাহীনতার পরিচায়ক।

পূজ্যপাদ শ্রীমন্মধুসূদন সরস্বতীর অভিপ্রায়। অধুনা নির্গুণ উপাসকগণের অপেক্ষা সগুণ উপাসকগণের আতিশয্য অর্থাৎ শ্রেষ্ঠত্ব কীর্ত্তিত

হইতেছে। সগুণোপাসকগণের বিষয় সমূহ হইতে চিত্তকে আকর্ষণ করিয়া সগুণ ভগবানে মনঃ সন্নিবেশপূর্ব্বক নিরন্তর তাঁহার কর্ম্মসাধন এবং ঐকান্তিকী ভক্তি শ্রদ্ধা প্রভৃতি নিষ্ঠায় অধিক ক্লেশ হয় সন্দেহ নাই। কিন্তু যাঁহারা নির্গুণ ব্রহ্ম চিন্তাপরায়ণ, তাঁহাদিগের পূর্ব্বোক্ত সাধকগণের অপেক্ষা ক্লেশ অর্থাৎ আয়াস অধিকতর হইয়া থাকে তাহার কোন সন্দেহ নাই। এ স্থলে ভগবান স্বয়ংই হেতু নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, অক্ষররূপ ব্রহ্ম দেহাভিমানী সাধকগণ কৃচ্ছ্রসাধ্য আয়াস সহকারে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সর্ব্বকর্ম্ম পরিহার পূর্ব্বক গুরুর সমীপে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তন্ন তন্ন পূর্ব্বক বেদান্ত বাক্যের (৪৩ পৃষ্ঠার টীপ্পনী দ্রষ্টব্য) বিচার করিয়া এবং হৃদয়স্থিত সর্ব্ববিধ ভ্রম দূরীভূত করিয়া ব্রহ্মাববোধ সুমহৎ প্রয়াসসাধ্য ইহা সহজেই অনুমিত হইতেছে। যদিও চরমফল একই হয়, তথাপি উভয়োপায়ের মধ্যে যাহা সুকর তাহাই অপরের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্বিশ্বনাথের অভিপ্রায়। অব্যক্ত অর্থাৎ কাহারও দ্বারা যিনি প্রকাশমান হন না, তাদৃশ ব্রহ্মে আসক্তচিত্ত ব্যক্তিগণের ব্রহ্ম প্রাপ্তি বিষয়ে, অধিকতর ক্লেশ ঘটিয়া থাকে। যে গতি অব্যক্ত অর্থাৎ কোন উপায়েই যাহা পরিস্ফুট হয় না, অতি দুঃখ দ্বারাই তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়। শব্দাদির জ্ঞান ইন্দ্রিয় সমূহের বিশেষ শক্তি। কিন্তু নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞানের নিমিত্ত ইন্দ্রিয় সমূহের নিগ্রহ একান্ত আবশ্যক। যেমন স্রোতস্বিনীর গতি রোধ করা অতিশয় দুষ্কর, তদ্রূপ ইন্দ্রিয়গ্রামের ক্রিয়া নিরোধ অতিশয় ক্লেশসাধ্য। ভক্তোত্তম সনৎকুমারও (১৫ পৃষ্ঠার টীপ্পনী দ্রষ্টব্য) এইরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন। ব্রহ্ম প্রাপ্তিরূপ উৎকৃষ্টা গতি ক্লেশ সাধ্য হইলেও ভক্তি সম্মিলিত হইলে তাহা অক্লেশে লব্ধ হইয়া থাকে। ভক্তি বিরহিত ভাবে ভগবানের উপাসনা কেবল বিড়ম্বনা মাত্র, তাহাতে ব্রহ্মপ্রাপ্তির কোনই সম্ভাবনা নাই। ব্রহ্মাও বলিয়াছেন, তাদৃশ ভক্তিবিরহিত সাধকগণের কেবল ক্লেশই হইয়া থাকে. তদ্ভিন্ন তাঁহারা আর কিছুই লাভ করিতে পারেন না। নিষ্ক্রান্ততণ্ডুল তুষে আঘাত করিলে যেরূপ কোনই ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না, ভক্তি বিহীন সাধকগণের আয়াসও তদ্রূপ অনর্থক পর্য্যবসিত হয় মাত্র।

পূজ্যপাদ শ্রীমন্নীলকণ্ঠের অভিপ্রায়। নির্গুণ উপাসনার দ্বারা যে

গতি প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা অতিশয় ক্লেশকর, ইহাই এই শ্লোকে পরিব্যক্ত হইতেছে। যদিও সগুণোপাসনা অতিশয় ক্লেশসাধ্য, তথাপি তাহা সালম্বন অর্থাৎ বস্তুবিশেষকে অবলম্বন করিয়া তাহা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। এবং তদুপাসকগণ সোপান পরম্পরায় আরোহণ করিতে করিতে চরমে পরমাগতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। কিন্তু যাঁহাদিগের নিরালম্বন ধ্যান অর্থাৎ যাঁহারা নির্গুণোপাসক, তাঁহাদিগের আয়াস আকাশের সহিত যুদ্ধের ন্যায় অনর্থক হইয়া থাকে; এবং তাঁহারা অধিকতর ক্লেশ ভোগ করিয়া থাকেন। ধ্যানের ক্রম এইরূপ। চিন্মাত্রের উপর মায়া দ্বারা বিশ্বরূপ অধ্যস্ত রহিয়াছেন। তাহাতে অতিবাহিক রূপে যাবতীয় জড় অধ্যসিত। ভগবান্ বশিষ্ঠও বলিয়াছেন, যে, অতিবাহিক অবলম্বনে ক্রমশঃ উর্দ্ধে আরোহণ করা যায়। যাহা দুর্গম ও কঠিন প্রদেশ অতিক্রম করিয়া ইষ্টদেশে লোককে লইয়া যায়, তাহাই অতিবাহী। মায়া দ্বারা অধ্যস্ত জড়ে ভগবৎ চিন্তা করিতে করিতে ক্রমশঃ চিন্মাত্রে উপনীত হইতে পারা যায়। সহসা কোন স্থানে নিপতিত রজ্জুদর্শনে সর্পভ্রম জন্মিতে পারে। কিন্তু তীব্র অভিনিবেশ সহকারে তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিলে ও তাহার গতিক্রিয়ার পর্য্যালোচনা করিলে স্বতঃই সে ভ্রম অপনীত হইয়া থাকে; এবং রজ্জুতে রজ্জুই উপলব্ধ হয়। জড় প্রতিমা সমূহ চৈতন্য স্বরূপের অনুকল্প মাত্র। তৎপ্রতি দীর্ঘ কাল অভিনিবিষ্টচিত্ত থাকিলে ক্রমশঃ তাহার জড়তা অপগত হইয়া চিত্তে তাহার স্বরূপ অর্থাৎ চিন্ময়তার বিকাশ হইয়া থাকে। এইরূপ কারণেই ভক্তবর্য্য মহাত্মাগণ স্বকীয় আরাধ্য দেবতাকে প্রভু জ্ঞান করিয়া ভৃত্যবৎ ব্যবহার করেন। এইরূপ আরাধ্য দেবের মূর্ত্তি সাদরে পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে তত্রত্য বিশ্বরূপের প্রকৃতভাব হৃদয়ঙ্গম বা পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। অর্জ্জুনও সাদরে নিরন্তর বাসুদেবকে দেখিতে দেখিতে ক্রমশঃ তদ্দেহে বিশ্বরূপের আবির্ভাব দর্শন করিয়াছিলেন। এতাবতা ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, যাঁহারা ব্যক্তাসক্ত অর্থাৎ সগুণোপাসক, তাঁহারা সোপান পরম্পরা অবলম্বনে ক্রমে মুক্তি মার্গাভিমুখী হইয়া থাকেন। যাঁহারা অব্যক্তাসক্ত অর্থাৎ নির্গুণোপাসক, তাঁহারা অকস্মাৎ বিহঙ্গমের ন্যায় উর্দ্ধগতি প্রাপ্তির চেষ্টা করেন বটে, কিন্তু পরিণামে বিক্ষেপ ও লয়াদি হেতু বিড়ম্বিত হইয়া থাকেন। এতাবতা তাঁহাদিগের পদে পদে পরাভব সম্ভা-

বনাই অধিক। এই জন্যই এই প্রণালী অধিকতর ক্লেশসাধ্য বলিয়া কথিত হইয়াছে ॥ ৫ ॥

* * *

যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে ॥
তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ! ময্যাবেশিতচেতসাং ॥৬।৭॥

অন্বয়।—যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য (সমর্প্য) মৎপরাঃ (মন্নিষ্ঠাঃ) [সন্তঃ] অনন্যেন (একান্তেন) এব যোগেন (ভক্তিযোগেন) মাং (বিশ্বরূপিণং) ধ্যায়ন্তঃ (চিন্তয়ন্তঃ) উপাসতে (ভজন্তে) হে পার্থ! ময়ি আবেশিতচেতসাং (সমাহিতচিত্তানাং) তেষাং (সাধকানাং) অহং মৃত্যুসংসারসাগরাৎ (মৃত্যুযুক্তভবসমুদ্রাৎ) ন চিরাৎ (ক্ষিপ্রং এব) সমুদ্ধর্ত্তা (উদ্ধারকর্ত্তা) ভবামি ॥ ৬। ৭ ॥

প্রতিশব্দ।—কিন্তু যাঁহারা সমস্ত কর্ম্ম আমাতে সমর্পণ-করিয়া মন্নিষ্ঠ [হইয়া] কেবল একান্ত ভক্তি-যোগের-দ্বারা আমাকে ধ্যান-করতঃ ভজনা-করেন, হে পার্থ! আমাতে আসক্তচিত্ত সেই-সকল-সাধকের আমি মৃত্যু-যুক্ত-সংসার-সমুদ্র-হইতে অচিরে উদ্ধার-কর্ত্তা হই ॥ ৬। ৭ ॥

ব্যাখ্যা।—কিন্তু যে সকল সাধক সমস্ত কর্ম্ম আমাতে সমর্পণ পূর্ব্বক মৎপরায়ণ হইয়া ঐকান্তিক ভক্তিযোগের দ্বারা বিশ্বরূপী আমাকে চিন্তা করতঃ উপাসনা করেন, হে পার্থ! আমাতে নিবিষ্টচিত্ত সেই সকল সাধককে আমি মৃত্যুভীতিযুক্ত ভীষণ সংসার সমুদ্র হইতে উদ্ধার করিয়া থাকি ॥ ৬। ৭॥

শঙ্করাচার্য্য।—অক্ষরোপাসকানাং যদ্বর্ত্তনং তদুপরিষ্টাদ্বক্ষ্যামঃ যে ত্বিতি। যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ীশ্বরে সংন্যস্য মৎপরা অহং পরোযেষাং তে মৎপরাঃ সন্তঃ অনন্যেনৈব অবিদ্যমান-

মন্যদালম্বনং বিশ্বরূপং দেবমাত্মানং মুক্ত্বা যস্ত সোহনন্যস্তেনানন্যেনৈব কেবলেন যোগেন সমাধিনা মাং ধ্যায়ন্তশ্চিন্তয়ন্ত উপাসতে। তেষাং কিং তেষামিতি। তেষাং মদুপাসনৈকপরাণাং অহমীশ্বরঃ সমুদ্ধর্ত্তা কুত ইত্যাহ মৃত্যুসংসারসাগরাৎ মৃত্যুযুক্তঃ সংসারো মৃত্যুসংসারঃ স এব সাগরবৎ সাগরোদুরুত্তরত্বাৎ তস্মান্মৃত্যুসংসারসাগরাদহং তেষাং সমুদ্ধর্ত্তা ভবামি ন চিরাৎ কিং তর্হি ক্ষিপ্রমেব হে পার্থ! ময্যাবেশিতচেতসাং ময়ি বিশ্বরূপে আবেশিতম্ সমাহিতম্ চেতো যেষাম্ তে ময্যাবেশিতচেতসস্তেষাং ॥ ৬।৭ ॥

আনন্দগিরি।—তে কথম্ বর্ত্ততে তত্রাহ অক্ষরেতি। যত্ত্বক্ষরোপাসকা মামেবাপ্নুবন্তীতি বিশিষ্যন্তে তৎ কিম্ সগুণোপাসকাস্ত্বাং নাপ্নুবন্তি ন তেষামপি ক্রমেণ মৎপ্রাপ্তেরিত্যাহ যেত্বিতি। তুশব্দঃ শঙ্কানিবৃত্ত্যর্থঃ, তেষাম্ভগবদ্ধ্যায়িনাং কিম্ ফলতীতি শঙ্কামনুভাষ্য ফলমাহ তেষামিত্যাদিনা। সমুদ্ধর্ত্তা সম্যগূর্দ্ধং নেতা জ্ঞানাবষ্টম্ভদানেনেত্যর্থঃ মৃত্যুরজ্ঞানম্ মরণাত্মনর্থহেতুত্বাত্তেন কার্য্যতয়া যুক্তঃ সংসারঃ ॥ ৬। ৭ ॥

রামানুজ।—ভগবন্তমুপাসীনানাম্ যুক্ততমত্বম্ সুব্যক্তমাহ। যে তু লৌকিকানি দেহযাত্রাশেষভূতানি দেহধারণার্থানি চাশনাদীনি কর্ম্মাণি বৈদিকানি চ যাগদানহোমতপঃপ্রভৃতীনি সর্ব্বাণি সকারণানি সোদ্দেশ্যানি অধ্যাত্মচেতসা ময়ি সংন্যস্য মৎপরা মদেকপ্রাপ্যাঃ অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে ধ্যানার্চ্চনপ্রণামস্তুতিকীর্ত্তনাদীনি স্বয়মেবাত্যন্তপ্রিয়াণি প্রাপ্য সমানি কুর্ব্বন্তো মামুপাসত ইত্যর্থঃ। তেষাং মৎপ্রাপ্তিবিরোধিতয়া মৃত্যুভূতাৎ সংসারাখ্যাৎ সাগরাদহমচিরেনৈব কালেন সমুদ্ধর্ত্তা ভবামি ॥ ৬। ৭ ॥

শ্রীধর।—মদ্ভক্তানান্তু মৎ প্রসাদাদনায়াসেনৈব সিদ্ধির্ভবতীত্যাহ যে ত্বিতি দ্বাভ্যাম্। যে ময়ি পরমেশ্বরে সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্য সমর্প্য মৎপরা ভূত্বা মাং ধ্যায়ন্তোহনন্যেন ন বিদ্যতেহন্যোভজনীয়ো যস্মিংস্তেনৈবৈকান্তভক্তিযোগেনোপাসত ইত্যর্থঃ। এবং ময্যাবেশিতম্ চেতো যৈস্তেষাম্ মৃত্যুযুক্তাৎ সংসারসাগরাদহং সম্যগুদ্ধর্ত্তা অচিরেণ ভবামি ॥৬।৭॥

বলদেব।—তথাত্মযাথাত্ম্যং শ্রুত্বৈবাত্মাংশিনো মম কেবলাং ভক্তিং যে কুর্ব্বন্তি ন ত্বাত্মসাক্ষাৎকৃতয়ে প্রযতন্তে তেষাম্ তু কেবলয়া মদ্ভক্ত্যৈব মৎপ্রাপ্তিরচিরেণৈব স্যাদিত্যাহ যে ত্বিতি দ্বাভ্যাম্। যে মদেকান্তিনো ময়ি মৎপ্রাপ্ত্যর্থম্ সর্ব্বাণি স্ববিহিতান্যপি কর্ম্মাণি সংন্যস্য ভক্তিবিক্ষেপকত্ববুদ্ধ্যা পরিত্যজ্য মৎপরা মদেকপুরুষার্থাঃ সন্তোহনন্যেন কেবলেন মচ্ছ্রবণাদিলক্ষণেন যোগেনোপায়েন মাং কৃষ্ণং উপাসতে তল্লক্ষণাং মদুপাসনাং কুর্ব্বন্তি ধ্যায়ন্তঃ শ্রবণাদিকালেহপি মন্নিবিষ্টমনসঃ তেষাং ময্যাবেশিতচেতসাং মদেকানুরক্তমনসাং ভক্তানামহমেব মৃত্যুযুক্তাৎ সংসারাৎ সাগরবদ্দুস্তরাৎ সমুদ্ধর্ত্তা ভবামি নচিরাৎ ত্বরয়া তৎপ্রাপ্তিবিলম্বাসহমানস্তানহং গরুড়স্কন্ধমারোপ্য স্বধাম প্রাপয়ামীত্যর্চ্চিরাদিনিরপেক্ষা তেষাং মদ্ধাম প্রাপ্তিঃ। "নয়ামি পরমং স্থানমর্চ্চিরাদিগতিং বিনা। গরুড়স্কন্ধমারোপ্য যথেচ্ছমনিবারিত" ইতি বারাহবচনাৎ। "কর্ম্মাদিনিরপেক্ষাপি ভক্তিরভীষ্টসাধিকা। যা বৈ সাধনসম্পত্তিঃ পুরুষার্থচতুষ্টয়ে। তয়া বিনা তদাপ্নোতি নরো নারায়ণাশ্রয়"

ইতি নারায়ণীয়াৎ। "সর্ব্বধর্ম্মোজ্ঝিতা বিষ্ণোর্নামমাত্রৈকজল্পকাঃ। সুখেন যাং গতিং যান্তি ন তাং সর্ব্বোপধার্ম্মিকা" ইতি পাদ্মাচ্চ ॥ ৬। ৭ ॥

মধুসূদন।—নন্বু ফলৈক্যে ক্লেশাল্পত্বাধিক্যাভ্যামুৎকর্ষনিকর্ষৌ স্যাতাং তদেব তু নাস্তি নির্গুণব্রহ্মবিদাম্ হি ফলমবিদ্যাতৎকার্য্যনিবৃত্ত্যা নির্ব্বিশেষপরমানন্দবোধব্রহ্মরূপতা সগুণব্রহ্মবিদাম্ স্বাধিষ্ঠানপ্রমায়া অভাবেনাবিদ্যানিবৃত্ত্যভাবাদৈশ্বর্য্যবিশেষঃ কার্য্যব্রহ্মলোকগতানাম্ ফলম্ অতঃ ফলাধিক্যার্থমায়াসাধিক্যম্ ন ন্যূনতামাপাদয়তীতি চেৎ ন সগুণোপাসনয়া নিরস্তসর্ব্বপ্রতিবন্ধানাং বিনা গুরূপদেশম্ বিনা চ শ্রবণমননিদিধ্যাসনাদ্যাবৃত্তিক্লেশং স্বয়মাবির্ভূতেন বেদান্তবাক্যেনেশ্বর প্রসাদসহকৃতেন তত্ত্বজ্ঞানোদয়াদবিদ্যাতৎকার্য্যনিবৃত্ত্যা ব্রহ্মলোকঐশ্বর্য্যভোগান্তে নির্গুণবিদ্যাফলপরমকৈবল্যোপপত্তেঃ "স এতস্মাৎ জীবঘনাৎ পরাৎ পরঃ পুরিশয়ম্ পুরুষমীক্ষত" ইতি শ্রুতেঃ সম্প্রাপ্তহিরণ্যগর্ভৈশ্বর্য্যঃ ভোগান্তে এতস্মাজ্জীবঘনাৎ সমষ্টিরূপাৎ পরাচ্ছ্রেষ্ঠাৎ হিরণ্যগর্ভাৎ পরঃ বিলক্ষণং শ্রেষ্ঠঞ্চ পুরিশয়ং স্বহৃদয়গুহানিবিষ্টং পুরুষং পূর্ণং প্রত্যগভিন্নমদ্বিতীয়ং পরমাত্মানমীক্ষতে স্বয়মাবির্ভূতেন বেদান্তপ্রমাণেন সাক্ষাৎকরোতি তাবতা চ মুক্তো ভবতীত্যর্থঃ। তথা চ বিনাপি প্রাগুক্তক্লেশেন সগুণব্রহ্মবিদামীশ্বরপ্রসাদেন নির্গুণব্রহ্মবিদ্যাফলপ্রাপ্তিরিতীমমর্থমাহ দ্বাভ্যাং। তুশব্দ উক্তাশঙ্কানিবৃত্ত্যর্থঃ। যে সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য সগুণে বাসুদেবে সমর্প্য মৎপরাঃ অহং ভগবান্ বাসুদেব এব পরঃ প্রকৃষ্টপ্রীতিবিষয়ো যেষাম্ তে তথা সন্তোঽনন্যেনৈব যোগেন ন বিদ্যতে মাং ভগবন্তম্ মুক্ত্বাঽন্যদালম্বনং যস্য তাদৃশেনৈব যোগেন সমাধিনা একান্তভক্তিযোগাপরনাম্না মাং ভগবন্তম্ বাসুদেবং সকলসৌন্দর্য্যসারনিধানমানন্দঘনবিগ্রহং দ্বিভুজম্ চতুর্ভুজং বা সমস্তজনমনোমোহিনীং মুরলীমতিমনোহরৈঃ সপ্তভিঃ স্বরৈরাপূরয়ন্তং বা দরকমলকৌমোদকীরথাঙ্গসঙ্গিপাণিপল্লবং বা নরসিংহরাঘবাদিরূপং বা যথা দর্শিতরূপং ধ্যায়ন্তশ্চিন্তয়ন্ত উপাসতে সমানাকারমবিচ্ছিন্নং চিত্তবৃত্তিপ্রবাহং সংতন্বতে সমীপবর্ত্তিতয়া আসতে তিষ্ঠন্তি বা তেষাং ময্যাবেশিতচেতসাং ময়ি যথোক্ত আবেশিতমেকাগ্রতয়া প্রবেশিতং চেতোযৈস্তেষামহং সততোপাসিতোভগবান্ মৃত্যুসংসারসাগরাৎ মৃত্যুযুক্তোযঃ সংসারঃ মিথ্যাজ্ঞানতৎকার্য্যপ্রপঞ্চঃ স এব সাগর ইব দুরুত্তরস্তস্মাৎ সমুদ্ধর্ত্তা সম্যগনায়াসেন তদূর্দ্ধে সর্ব্ববাধাবধিভূতে শুদ্ধে ব্রহ্মণি ধর্ত্তা ধারয়িতা জ্ঞানাবষ্টম্ভদানেন ভবামি ন চিরাৎ ক্ষিপ্রমেব তস্মিন্নেব জন্মনি হে পার্থেতি সম্বোধনমাশ্বাসার্থম্ ॥ ৬।৭ ॥

নীলকণ্ঠ।——নন্বব্যক্তাসক্তচেতসাং ক্লেশাধিক্যেঽপি ক্লেশান্তে সদ্যঃ কৈবল্যসিদ্ধিরস্তীতি কিং বিলম্বসাধ্যেন ব্যক্তভাবনেনেত্যাশঙ্ক্যাহ যে ত্বিতি দ্বাভ্যাং। সর্ব্বাণি নিত্যনৈমিত্তিক স্বাভাবিকাদীনি সন্ন্যস্য সমর্প্য মৎপরা বা অনন্যেন ভেদশূন্যেন অহমেব ভগবান্ বাসুদেব ইতি পরমেশ্বরেঽহংগ্রহলক্ষণেন যোগেন চেতঃসমাধানেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে তত্রৈব ধ্যানে স্থৈর্য্যং লভন্তে, তেষাং ধ্যায়িনাং ন চিরাৎ শীঘ্রমেবাহং সমুদ্ধর্ত্তা সমুদ্ধরণকর্ত্তা যতস্তে ময়ি সগুণে বিশ্বরূপে আবেশিতচেতসো ভবন্তি অতঃ ব্যক্তাসক্তা অপি শীঘ্রমেব পরং পদমারোঢ়ুমর্হা ইতি নাব্যক্তেঽত্যন্তাভিনিবেষ্টব্যমিতি ভাবঃ ॥ ৬। ৭ ॥

বিশ্বনাথ ।—ভক্তানান্তু জ্ঞানং বিনৈব কেবলয়া ভক্ত্যেব সুখেন সংসারান্মুক্তিঃ ইত্যাহ যেত্বিতি । ময়ি মৎ প্রাপ্ত্যর্থং সংন্যস্য ত্যক্ত্বা সন্ন্যাসশব্দস্য ত্যাগার্থত্বাৎ অনন্যেনৈব জ্ঞান কর্ম্মতপাদি-রহিতেনৈব যোগেন ভক্তিযোগেন । যদুক্তং ।"যৎকর্ম্ম ভি র্যত্তপসা জ্ঞানবৈরাগ্যতশ্চযৎ ।"ইত্যনন্তরং। "সর্ব্বংমদ্ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তো লভতেহঞ্জসা । স্বর্গাপবর্গমদ্ধাম কথঞ্চিদ্‌যদি বাঞ্ছতীতি ।" মোক্ষধর্ম্মে-নারায়ণীয়েচ । "যাবৈ সাধনসম্পত্তিঃ পুরুষার্থচতুষ্টয়ে । তয়া বিনা তদাপ্নোতি নরো নারায়ণাশ্রয়ঃ ।" ইতি । ননু তদপি তেষাম্ সংসারতরণে কঃ প্রকার ইত্তি চেৎ সত্যম্ তেষাম্ সংসারতরণপ্রকারে জিজ্ঞাসা নৈব জায়তে যত স্তৎপ্রকারম্ বিনৈব অহমেব তাংস্তারয়ামীত্যাহ তেষামিতি তেন ভগবতো ভক্তেষ্বেব বাৎসল্যম্ নতু জ্ঞানিষ্বিতি ধ্বনিঃ ॥ ৬ । ৭ ॥

তাৎপর্য্য ।—শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য, শ্রীমদানন্দগিরি ও শ্রীমৎ শ্রীধরের অভিপ্রায় । শ্রীভগবান্ পূর্ব্বশ্লোকে ভক্তিযোগ সহকৃত সগুণোপাসনার আয়াসহীনতা ও উপযোগিতার উল্লেখ করিয়াছেন । যদি কেহ আশঙ্কা করেন যে, যদিও এই প্রণালীর উপাসনা সুকর অর্থাৎ অনায়াস সাধ্য হয়, তাহা হইলেও হয় তো পরিণাম ফল প্রাপ্তি সম্বন্ধে বিলম্ব ঘটিতে পারে, অথবা পরম মোক্ষ প্রাপ্ত না হওয়া যাইতে পারে । এইরূপ আশঙ্কার উত্তর স্বরূপে সমালোচ্য শ্লোকদ্বয় অবতারিত হইতেছে । শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, যে ব্যক্তি আমাতে অর্থাৎ পরমেশ্বরে সকল কর্ম্ম সমর্পণ করেন, অর্থাৎ যিনি যাবতীয় ফল কামনা পরিশূন্য হইয়া কেবল মৎপ্রীতি নিমিত্ত কর্ম্ম সাধন করিয়া থাকেন, এবং অনুষ্ঠিত কর্ম্মের ফলাফল আমাকে সমর্পণ করিয়া তৎসম্বন্ধে নিশ্চিন্ত ও উদাসীন থাকেন, তিনিই চরমে যে পরম ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন তাহা নিম্নে বিবৃত হইতেছে । কেবল যে কর্ম্ম সংন্যাসই অর্থাৎ শ্রীভগবানে কর্ম্মসমর্পণরূপ সাধনাই পরমফলের প্রাপক তাহা নহে । তজ্জন্য আনুষঙ্গিক অন্যান্য অনুষ্ঠানেরও প্রয়োজন আছে। ক্রমশঃ তাহা বিবৃত হইতেছে । অধিকন্তু তাঁহাকে মৎপর হইতে হইবে, অর্থাৎ আমাকেই শ্রেষ্ঠ পদার্থ জ্ঞানে অথবা আমাকে পরম বস্তু ও পরম প্রাপণীয় পদার্থ বোধে আমার ধ্যান করিতে করিতে চিত্তকে বিষয়ান্তরের চিন্তাপরিশূন্য করিয়া নিরন্তর আমারই চিন্তায় নিমগ্ন করিতে হইবে । এইরূপ অনন্যাসক্ত চিত্তে অর্থাৎ সর্ব্বাসক্তিপরিশূন্য ভাবে একান্ত মদ্ভক্তিযোগ সহকারে আমার উপাসনা করিতে হইবে । এবংবিধ ময্যাসক্ত চিত্তদিগের অর্থাৎ আমাতে নিরবচ্ছিন্নভাবে সন্নিবিষ্টচিত্ত উপাসকগণের শমনশাসনাধীন দুস্তর সংসার সাগর হইতে উদ্ধার করিয়া

থাকি। এতাদৃশ সৌভাগ্যবান্ সাধকগণের অশেষ যন্ত্রণার নিকেতন স্বরূপ সংসার হইতে উদ্ধার করিতে কোনই বিলম্ব হয় না। অনায়াসে, অবিলম্বে তাঁহারা শমনকবলিত ব্যাধিবৈকল্যপরিবৃত জননমরণ ধর্ম্মশীল সংসার রূপ দুরতিক্রম্য সমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্যের অভিপ্রায়। শ্রীভগবানের উপাসকগণই যে যুক্ততম তাহাই অতঃপর বিবৃত হইতেছে। কর্ম্ম লৌকিকাদি ভেদে বহুবিধ। দেহযাত্রা সম্পাদনের নিমিত্ত নানাপ্রকার লৌকিক ক্রিয়ার আবশ্যক হইয়া থাকে। শরীর রক্ষার নিমিত্ত অশনাদি বিবিধ কর্ম্মের প্রয়োজন হইয়া থাকে। পারলৌকিক নিঃশ্রেয়সলাভের নিমিত্ত যাগদান হোম প্রভৃতি বিবিধ কর্ম্মের ব্যবস্থা পরিদৃষ্ট হয়। যাঁহারা ইত্যাকার যাবতীয় কর্ম্ম, তত্তাবতের উদ্দেশ্য লক্ষ্য ও প্রয়োজনীয়তা সমস্তই আমাতে সমর্পণ পূর্ব্বক কেবলমাত্র আমাকেই পরম প্রাপ্য বোধে অনন্য যোগে আমারই ধ্যান করতঃ ধ্যান, অর্চ্চন, প্রণাম, স্তুতি, কীর্ত্তনাদি সহকারে আমার উপাসনা করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে মৎপ্রাপ্তির প্রতিকূল মৃত্যুভূত সংসারাভিধেয় সাগর হইতে অচিরকাল মধ্যে আমি উদ্ধার করিয়া থাকি।

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণের অভিপ্রায়। যাঁহারা আত্মসাক্ষাৎকারের প্রয়াসী না হইয়া কেবল মাত্র আমার ভজনাই পরমধর্ম্ম ও সারকর্ম্ম বোধে অবলম্বন করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের কেবল মদ্ভক্তি প্রভাবে অচিরকাল মধ্যে মৎপ্রাপ্তিরূপ পরম সৌভাগ্যোদয় হইয়া থাকে, এই তত্ত্ব অধুনা শ্লোকদ্বয়ে বিবৃত হইতেছে। যে মদেকনিষ্ঠ উপাসকগণ মৎপ্রাপ্তির অভিপ্রায়ে সকল কর্ম্ম আমাকে সমর্পণ করিয়া, এবং ভক্তিবিক্ষেপিকা বুদ্ধি অর্থাৎ যে সকল জটিল ও কুটতর্ক দ্বারা বুদ্ধি সন্দেহে দোলায়মান হয়, তাদৃশ দুর্ব্বুদ্ধি পরিহার পূর্ব্বক মৎপর অর্থাৎ আমাকেই সকল পুরুষার্থের সারভূতজ্ঞানে কেবল মাত্র মদ্বিষয়ক প্রসঙ্গাদি শ্রবণলক্ষণ যোগদ্বারা শ্রীকৃষ্ণরূপী আমার উপাসনা করিয়া থাকেন, এবং একনিষ্ঠচিত্তে আমার ধ্যান করিতে থাকেন, অর্থাৎ যাঁহাদিগের চিত্ত শ্রবণাদি কোন ব্যাপারেও আমার চিত্ত হইতে বিচ্যুত হয় না, তাদৃশ ময্যাবেশিত চিত্ত অর্থাৎ মন্নিষ্ঠমনা ভক্তগণকে আমি মৃত্যুযুক্ত সাগরবৎ দুস্তর সংসার হইতে উদ্ধার করিয়া থাকি। এই উদ্ধার সম্বন্ধে কাল বিলম্ব ঘটে না। তাদৃশ ভক্তগণের উদ্ধার

বিষয়ে বিলম্ব সহ্য করিতে অশক্ত হইয়া আমি অতি ত্বরায় স্বকীয় বাহন গরুড় (১৪১৬ পৃষ্ঠার টীপ্পনী দ্রষ্টব্য) স্কন্ধে আরোহণ করাইয়া তাঁহাকে নিজধামে আনয়ন করিয়া থাকি। তাঁহাদিগের মদ্ধাম প্রাপ্তি সম্বন্ধে অর্চ্চিরাদি (১২৪৯ পৃষ্ঠার তাৎপর্য্য ও টীপ্পনী দ্রষ্টব্য) গতির অপেক্ষা করিতে হয় না। বরাহপুরাণে কথিত আছে যে, "নয়ামি পরমং স্থানং অর্চ্চিরাদি গতিং বিনা। গরুড়স্কন্ধমারোপ্য যথেচ্ছ মনিবারিতঃ ॥" ভাবার্থ, গরুড়স্কন্ধে স্থাপন করিয়া অর্চ্চিরাদির অপেক্ষা না রাখিয়া অবিরোধে যথেচ্ছভাবে পরম স্থানে তাহাদিগকে লইয়া যাই। তথাচ পদ্ম পুরাণে, "সর্ব্বধর্ম্মোজ্‌ঝিতা বিষ্ণো র্নাম মাত্রৈকজল্পকাঃ। সুখেন যাং গতিং যান্তি ন তাং সর্ব্বোপধার্ম্মিকাঃ ॥" ভাবার্থ, সর্ব্ব ধর্ম্ম পরিশূন্য অথচ কেবল মাত্র বিষ্ণুর নামমাত্র জল্পনাশীলগণ অনায়াসে যে গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, সর্ব্ব ধর্ম্ম পরায়ণগণও তাহা প্রাপ্ত হন না।

শ্রীমন্মধুসূদনসরস্বতীর অভিপ্রায়। যদি কেহ আশঙ্কা করেন যে, চরমে ফলপ্রাপ্তি সম্বন্ধে সমতা থাকিলেও ক্লেশের অধিক ও অল্পতানুসারে সগুণ ও নির্গুণোপাসনার উৎকর্ষ বা অপকর্ষ বিচার করা যাইতে পারে। তাহারাই মীমাংসা স্বরূপে কথিত হইতেছে যে, উভয় প্রণালীর উপাসনার তাহাও নাই। অর্থাৎ সেরূপ তারতম্য অবধারণের কোনই অবসর নাই। অবিদ্যা ও তৎকার্য্য নিবৃত্তি জনিত নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মাববোধই নির্গুণ উপাসনার চরম লক্ষ্য। অবিদ্যার নিঃশেষ নিবৃত্তি না হওয়ায় ঐশ্বর্য্যবিশেষ প্রাপ্তি অর্থাৎ চরমে ব্রহ্মলোকাদি গমনই সগুণোপাসনার পরিণাম ফল। এ স্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে, প্রথম প্রণালীতে স্পষ্টতঃ ফলাধিক্য পরিদৃষ্ট হইতেছে। অতএব অপর প্রণালীর ন্যূনতা স্বীকার্য্য। এরূপ প্রশ্ন অমূলক। কারণ সগুণোপাসনার দ্বারা ক্রমশঃ সমস্ত প্রতিবন্ধ নিরস্ত হইয়া যায়। তাহাতে গুরূপদেশ শ্রবণ এবং শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন প্রভৃতি ক্লেশ স্বীকার করিতে হয় না। ভগবৎ প্রসাদে বেদান্তবাক্যের (৪৩ পৃষ্ঠার টীপ্পনী দ্রষ্টব্য) পরিজ্ঞান আপনি আসিয়া হৃদয়ে উপজাত হয়; 'এবং তজ্জনিত তত্ত্বজ্ঞান প্রভাবে অবিদ্যা ও তৎকার্য্য নিবৃত্তির পর ব্রহ্মলোকে যথোচিত ভোগাবসানে নির্গুণ বিদ্যারূপ পরম ফলপ্রদ কৈবল্য উপজাত হইয়া থাকে। শ্রুতি বলিয়াছেন, "স এতস্মাৎ জীবঘনাৎ পরাৎ

পরং পুরিশয়ং পুরুষমীক্ষতে" ইহার ভাবার্থ এই যে, হিরণ্যগর্ভ অর্থাৎ ব্রহ্মার ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়া তদ্‌ভোগাবসানে তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ স্বহৃদয় সন্নিবিষ্ট পরম পুরুষকে দর্শন করেন, অর্থাৎ স্বয়ং আবির্ভূত বেদান্তবাক্যরূপ জ্ঞান দ্বারা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া থাকেন। এতাবতা ইহাই সিদ্ধ হইতেছে যে, প্রাগুক্ত কোন প্রকার ক্লেশ স্বীকার না করিয়া ঈশ্বরানুগ্রহে সগুণোপাসকগণ নির্গুণ ব্রহ্মবিদ্যাজনিত ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যাঁহারা সগুণ বাসুদেবরূপ আমাতে সমস্ত কর্ম্ম সমর্পণ করিয়া থাকেন; বাসুদেব রূপ আমিই যাঁহাদিগের পরমপ্রীতির বিষয়ীভূত; আমি ভিন্ন যাঁহাদিগের অন্য কোন অবলম্বন নাই; একান্ত ভক্তিরূপ পরমযোগ সহকারে যাঁহারা মন্নিবিষ্টচিত্ত; যাঁহারা আমাকে সকল সৌন্দর্য্যের সার নিধানরূপে, আনন্দঘন বিগ্রহরূপে, দ্বিভুজ অথবা চতুর্ভুজরূপে, সপ্তস্বরনিনাদী ত্রিভুবনরঞ্জন সুমধুর মুরলীবাদন নিপুণরূপে, শঙ্খচক্রগদাপদ্ম পরিশোভিতপাণিপল্লবশালীরূপে অথবা নরসিংহ (১৩৫৯ পৃঃ টীঃ দ্রঃ) বামন (১৪৪৬ পৃষ্ঠার টীপ্পনী দ্রষ্টব্য) রাঘবাদি বা বিরাট রূপে আমাকে ধ্যান করতঃ উপাসনা করিয়া থাকেন; যাঁহাদিগের চিত্তপ্রবাহ অবিচ্ছিন্ন ভাবে মচ্চরণোদ্দেশে নিরন্তর প্রবহমান থাকে; এতাদৃশ একাগ্রতা হেতু মৎপ্রবিষ্টচিত্ত সেই সাধকগণকে আমি উদ্ধার করিয়া থাকি। যে সংসার মৃত্যুযুক্ত, যে সংসার মিথ্যাজ্ঞান পরিবৃত, যাহা সাগরের ন্যায় দুরতিক্রম্য, সেই নিদারুণ সংসার হইতে আমি উল্লিখিত রূপ সাধকগণকে অনায়াসে অত্যল্প কাল মধ্যে তদূর্দ্ধে সকল বাধাবিঘ্ন বিরহিত শুদ্ধ ব্রহ্মে ধারণ করিয়া থাকি। এই সৌভাগ্যলাভের নিমিত্ত জন্মান্তরব্যাপী সাধনার প্রয়োজন হয় না। উল্লিখিত রূপ নিষ্কলা ভক্তির উন্মেষ হইলে পূর্ব্বকথিত সদ্‌গতি এই জন্মেই লব্ধ হইয়া থাকে। মূলে যে "পার্থ" এই সম্বোধন বাক্য প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা অর্জ্জুনকে আশ্বাস প্রদানাভিপ্রায়ে প্রযুক্ত ॥ ৬ । ৭ ॥

---:(০):---

ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্দ্ধং ন সংশয়ঃ ॥ ৮ ॥

অন্বয়।—ময়ি এব মনঃ আধৎস্ব (স্থিরীকুরু) ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়

(স্থাপয়) অতঃ (শরীরপাতাৎ) ঊর্দ্ধং (পরং) ময়ি এব নিবসিষ্যসি (নিবাসং করিষ্যসি) ন সংশয়ঃ (সন্দেহঃ) ॥ ৮ ॥

প্রতিশব্দ।—আমাতেই মনকে স্থির—কর, আমাতে বুদ্ধিকে স্থাপন-কর, এই-শরীর নাশের—পর আমাতেই বাস-করিবে সংশয় নাই। ৮ ॥

ব্যাখ্যা।—অতএব তুমি আমাতেই চিত্ত স্থির কর, আমারই বাসুদেব রূপে বুদ্ধিবৃত্তি স্থাপনা কর। এইরূপ করিলে তুমি দেহান্তে নিশ্চয় আমাতেই অভিন্নভাবে অবস্থান করিতে পারিবে এ বিষয়ে সংশয় নাই ॥ ৮ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—যত এবং তস্মাৎ ময্যেবেতি। ময্যেব বিশ্বরূপঈশ্বরে মনঃ সঙ্কল্পবিকল্পাত্মকমাধৎস্ব স্থাপয় ময্যেব ব্যবসায়ং কুর্ব্বতীং বুদ্ধিম্ আধৎস্ব নিবেশয়, ততস্তেন কিম্ স্যাদিতি শৃণু নিবসিষ্যসি নিবৎস্যসি নিশ্চয়েন মদাত্মনা ময়ি নিবাসং করিষ্যস্যেব অতঃ শরীরপাতাদূর্দ্ধম্ ন সংশয়ঃ সংশয়োঽত্র ন কর্ত্তব্যঃ ॥ ৮ ॥

আনন্দগিরি।—ভগবদুপাসনা বিশিষ্টফলেত্যেবং যতঃ সিদ্ধমতোভগবন্নিষ্ঠায়াম্ প্রযতিতব্যমিত্যাহ যতইতি। (অসংহিতাকরণম্ শ্লোকপূরণার্থম্)। মনোবুদ্ধ্যোর্ভগবত্যবস্থাপনে প্রশ্নপূর্ব্বকম্ তৎ ফলমাহ ততইতি। ভগবন্নিষ্ঠস্য তৎপ্রাপ্তৌ প্রতিবন্ধাভাবং সূচয়তি সংশয়োঽত্রেতি ॥৮॥

রামানুজ।—অতোঽতিশয়িতপুরুষার্থত্বাৎ সুলভত্বাদচিরলভ্যত্বাচ্চ ময্যেব মনঃ আধৎস্ব ময়ি মনঃ সমাধানং কুরু ময়ি বুদ্ধিম্ নিবেশয় অহমেব পরমপ্রাপ্য ইত্যধ্যবসায়ং কুরু অত ঊর্দ্ধং ময্যেব নিবসিষ্যসি। অহমেব পরমপ্রাপ্য ইত্যধ্যবসায়পূর্ব্বক মনোনিবেশনানন্তরমেব ময়ি নিবসিষ্যসীত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

শ্রীধর।—যস্মাদেবম্ তস্মান্ময্যেবেতি। ময্যেব সঙ্কল্পবিকল্পাত্মকম্ মন আধৎস্ব স্থিরীকুরু, বুদ্ধিমপি ব্যবসায়াত্মিকাম্ ময্যেব নিবেশয়, এবং কুর্ব্বন্ মৎপ্রসাদেন লব্ধজ্ঞানঃ সন্নত ঊর্দ্ধম্ দেহান্তে ময্যেব নিবসিষ্যসি নিবৎস্যসি মদাত্মনা বাসং করিষ্যসি নাত্র সংশয়ঃ। তথা চ শ্রুতিঃ "দেহান্তে দেবঃ পরং ব্রহ্ম তারকম্ ব্যাচষ্টে" ইতি ॥ ৮ ॥

বলদেব।—যস্মাদেবং তস্মাত্ত্বং ময্যেব ন তু স্বাত্মনি মন আধৎস্ব সমাহিতং কুরু। বুদ্ধিং ময়ি নিবেশয়ার্পয় এবং কুর্ব্বাণস্ত্বং ময্যেব মম কৃষ্ণস্য সন্নিধাবেব নিবৎস্যসি ন তু সন্নিষ্ঠবৎ স্বর্গাদিকমনুভবন্নৈশ্বর্য্যপ্রধানং মাং প্রাপ্স্যসীত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

মধুসূদন।—তদেবমিয়ত্তা প্রবন্ধেন সগুণোপাসনাং স্তুত্বেদানীম্ সাধনাতিরেকম্ বিধত্তে। ময্যেব সগুণে ব্রহ্মণি মনঃ সঙ্কল্পবিকল্পাত্মকমাধৎস্ব স্থাপয় সর্ব্বা মনোবৃত্তীর্মদ্বিষয়া এব কুরু এবকারানুষঙ্গেন ময্যেব বুদ্ধিম অধ্যবসায়লক্ষণাং নিবেশয় সর্ব্বা বুদ্ধিবৃত্তীর্মদ্বিষয়া এব কুরু বিষয়া

স্বরপরিত্যাগেন সর্ব্বদা মাং চিন্তয়েত্যর্থঃ, ততঃ কিম্ ইত্যত আহ নিবসিষ্যসি নিবৎস্যসি লব্ধজ্ঞানঃ সন্মদাত্মনা ময্যেব শুদ্ধে ব্রহ্মণোব অত ঊর্দ্ধং এতদ্দেহান্তে ন সংশয়ঃ নাত্র প্রতিবন্ধশঙ্কা কর্ত্তব্যেত্যর্থঃ। (এব অত ঊর্দ্ধমিত্যত্র সন্ধ্যভাবঃ শ্লোকপূরণার্থঃ) ॥ ৮ ॥

নীলকণ্ঠ।—যস্মাদেবং তস্মাৎ ময্যেব বিশ্বরূপে ঈশ্বরে মনঃ সঙ্কল্পবিকল্পাত্মকং আধৎস্ব স্থাপয় ময্যেবাধ্যবসায়ং কুর্ব্বিতি বুদ্ধিং নিবেশয় তৎফলঞ্চ নিবসিষ্যসি নিবৎস্যসি নিশ্চয়েন মদাত্মনা ময়ি বাসং করিষ্যসি অতঃ শরীরপাতাদূর্দ্ধং ন সংশয়ঃ কর্ত্তব্যঃ ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ।—যস্মান্মদ্ভক্তিরেব শ্রেষ্ঠা তস্মাত্ত্বং ভক্তিমেব কুর্ব্বিতি তামুপদিশতি ময্যেবেতি ত্রিভিঃ। এবকারেণ নির্ব্বিশেষ ব্যাবৃত্তিঃ ময়ি শ্যামসুন্দরে পীতাম্বরে বনমালিনি মন আধৎস্ব সংস্মরণং কুর্ব্বিত্যর্থঃ। তথা ময়ি বুদ্ধিং বিবেকবতীং নিবেশয় মন্মননং কুর্ব্বিত্যর্থঃ। তচ্চ মননং ধ্যানপ্রতিপাদক শাস্ত্রবাক্যানুশীলনং ততশ্চ ময্যেব নিবসিষ্যসীতিচ্ছান্দসং মৎসমীপ এব নিবাসং প্রাপ্স্যসীত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

তাৎপর্য্য।—পূর্ব্বে কতিপয় শ্লোকে শ্রীভগবান্ নির্গুণোপাসকগণের অপেক্ষা সাকারোপাসকগণের শ্রেষ্ঠত্ব ও ক্লেশাল্পত্ব কীর্ত্তন করিয়াছেন, এবং যে ভক্তোত্তম যাবতীয় অনুষ্ঠিত কর্ম্ম শ্রীভগবানে সমর্পণ পূর্ব্বক ঐকান্তিকী ভক্তি সহকারে অনন্যচিত্তে তাঁহার উপাসনা করেন, তাঁহাকে অচিরেই জন্মমৃত্যুব্যাধি বিজড়িত বিবিধদুঃখালয় এই সংসার সমুদ্র হইতে উদ্ধার করিয়া আনন্দময় পরমধামে আনয়ন করেন, ইহাও প্রদর্শন করিয়াছেন। এক্ষণে তিনি সেই সকল সগুণাবলম্বী সাধকগণের উপাসনা প্রণালী ও উপযোগিতা ক্রমশঃ বিবৃত করিতেছেন। ভগবান্ বলিতেছেন, হে অর্জ্জুন! যদি তোমার সাধকগণের চির আকাঙ্ক্ষিত সেই পরম পদ লাভ করিবার বাসনা থাকে, যদি তুমি অনায়াসে এই দুস্তর সংসারসমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে ইচ্ছা কর, তবে আমাতেই চিত্ত নিবেশিত কর। অর্থাৎ তোমার হৃদয়পট হইতে যাবতীয় বিষয় বাসনা দূর করিয়া তথায় কেবল আমারই মনোহর মূর্ত্তি স্থাপন পূর্ব্বক সর্ব্বসৌন্দর্য্যের সার অনন্তরূপের আধার আমার সেই রূপসমুদ্রে চিত্তকে নিমগ্ন করিয়া রাখ। পুত্র কলত্রাদি রূপ মায়াময় বন্ধন হইতে আকর্ষণ করিয়া, শব্দস্পর্শাদি বিষয় ভোগ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া চিত্তকে নিরন্তর আমারই ধ্যানে নিয়োজিত কর। সঙ্কল্প বিকল্প মনের কার্য্য। কিন্তু সেই কার্য্য হইতে বিরত করিয়া মনোবৃত্তিকে সর্ব্বতোভাবে মদ্বিষয়িণী কর। আমাতেই বুদ্ধিকে নিবেশিত কর। অর্থাৎ অধ্যবসায় লক্ষণা বুদ্ধি দ্বারা কেবল আমাকেই লাভ করিতে চেষ্টা

কর, আমার স্বরূপ জানিতে যত্নবান্ হও; বিষয়ান্তর পরিত্যাগ পূর্ব্বক, সমস্ত প্রপঞ্চ মায়াময় অসার জ্ঞান করিয়া কেবল আমাকেই নিত্য সুন্দর, নিত্য সুখময়, নিত্যানন্দময় জানিয়া আমার সহিত মিলিত হইতে উদ্যোগী হও। কেবল মৎকীর্ত্তন, মৎসেবন, মদ্ভজন প্রভৃতি কর্ম্মের দ্বারা বুদ্ধি বৃত্তিকে নিরন্তর মম্মুখী করিতে চেষ্টা কর। এইরূপ সাধনে সমর্থ হইলে, চিত্তবৃত্তিকে মদ্বিষয়িণী করিতে পারিলে, বুদ্ধিবৃত্তিকে সর্ব্বতোভাবে মম্মুখী করিয়া কেবল আমারই ধ্যানে নিযুক্ত করিতে সক্ষম হইলে দেহান্তে তুমি আমাতেই বাস করিবে। অর্থাৎ যৎকালে তোমার এই স্থূল দেহের অবসান হইবে; যখন তোমাকে দুরতিক্রম্য নিয়তির বশবর্ত্তী হইয়া পুত্রকলত্রাদি পরিবৃত এই মায়াময় প্রপঞ্চ ত্যাগ করিতে হইবে, এই সংসার নাট্যশালার ক্ষণিক অভিনয় সমাপ্ত করিয়া পুনর্ব্বার অন্য অভিনয়ের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে, তৎকালে তুমি পূর্ব্বোক্ত সাধনা বলে, অনন্যা মন্নিষ্ঠার ফলস্বরূপে আমাকে লাভ করিতে সমর্থ হইবে। তখন আর তোমাকে জন্মমৃত্যুরূপ যন্ত্রণার বশবর্ত্তী হইতে হইবে না; সংসাররূপ বৃক্ষের বিষময় ফল ভোগের নিমিত্ত প্রস্তুত হইতে হইবে না; বিবিধ ব্যাধি যন্ত্রণা বিজড়িত শমনশাসিত নিয়তির অধীন হইয়া দুঃখ ভোগ করিতে হইবে না। তৎকালে তোমার সমস্ত দুঃখ দূর হইবে, সকল যন্ত্রণার অবসান হইবে, জন্ম মৃত্যুরূপ ক্লেশের কবল হইতে অনায়াসে মুক্ত হইবে। তখন তুমি কেবল নিত্যানন্দস্বরূপ আমাকে লাভ করিতে সক্ষম হইবে, এবং আমার স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া পরমানন্দ ভোগ করিতে পারিবে। হে পার্থ এ বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় করিও না।

পূজ্যপাদ শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য, শ্রীমৎশ্রীধরস্বামী ও শ্রীমন্মধুসূদন সরস্বতীর অভিপ্রায়। আমাতে অর্থাৎ বিশ্বরূপী ঈশ্বরে সঙ্কল্পবিকল্পাত্মক মন স্থাপন কর; এবং আমাতেই ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি (২১৪। ৭৩৩। ১৩১১ পৃষ্ঠার টীপ্পনী ও ২য় অধ্যায় ৪৪ শ্লোকের তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য) নিবেশিত কর। ইহার ফলে আমার প্রসাদে জ্ঞানলাভ করিয়া দেহান্তে নিশ্চয়ই আমাতেই বাস করিবে, অর্থাৎ মৎস্বরূপে অবস্থান করিবে। শ্রুতিও বলিয়াছেন, "দেহান্তে দেবঃ পরংব্রহ্ম তারকং ব্যাচষ্টে" ইহার ভাবার্থ; দেহাবসানে তারক স্বরূপ পরম ব্রহ্ম লব্ধ হয়।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্যের অভিপ্রায়। অতিশয়িত পুরুষার্থহেতু সুলভহেতু এবং অচিরলভ্যহেতু আমাতেই চিত্তকে সমাহিত কর। আমাকেই পরমপ্রাপ্য জ্ঞানে মল্লাভে অধ্যবসায় কর। "আমিই পরম প্রাপ্য" এই অধ্যবসায় পূর্ব্বক আমাতে মনোনিবেশের অনন্তর আমাতেই বাস করিবে।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণের অভিপ্রায়। অতএব তুমি আমাতেই মনঃ সমাহিত কর, এবং আমাতেই বুদ্ধিকে অর্পণ কর। এইরূপ করিলে তুমি কৃষ্ণরূপী আমার সন্নিধানেই বাস করিবে। কিন্তু তোমাকে স্বর্গাদিলোকে বাস করতঃ তদনন্তর ঐশ্বর্য্যপ্রধান আমাকে লাভ করিবার ক্লেশ সহ্য করিতে হইবে না।

"এব অত উর্দ্ধং" এই স্থলে সন্ধির অভাব শ্লোক পূরণের নিমিত্ত, ইহাই শ্রীমন্মধুসূদন সরস্বতীর অভিপ্রায় ॥ ৮ ॥

—(-০-)—

অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্নোষি ময়ি স্থিরং।
অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয়! ॥৯॥

অন্বয়।—হে ধনঞ্জয়! অথ (যদি) ময়ি চিত্তং স্থিরং (অচলং) [যথাস্যাৎ তথা] সমাধাতুং (স্থাপয়িতুং) ন শক্নোষি (সমর্থো ভবসি) ততঃ (তদা) অভ্যাসযোগেন মাং আপ্তুং (প্রাপ্তুং) ইচ্ছ (প্রযতস্ব) ॥ ৯ ॥

প্রতিশব্দ।—হে ধনঞ্জয়! যদি আমাতে চিত্তকে স্থির-ভাবে স্থাপন-নিমিত্ত না সমর্থ-হও, তাহা—হইলে অভ্যাসযোগের—দ্বারা আমাকে প্রাপ্তি-নিমিত্ত ইচ্ছা—কর ॥ ৯ ॥

ব্যাখ্যা।—হে ধনঞ্জয়! যদি আমাতে চিত্ত স্থিরভাবে নিবেশিত করিতে অসমর্থ হও, তবে অভ্যাসরূপ যোগের দ্বারা আমাকে লাভ করিতে যত্ন কর ॥ ৯ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—অথেতি। অথ এবং যথাবোচাম তথা ময়ি চিত্তং সমাধাতুং স্থাপয়িতুং স্থিরমচলং কর্ত্তুং ন শক্নোষি চেত্ততঃ পশ্চাদভ্যাসযোগেন চিত্তস্যৈকস্মিন্নালম্বনে সর্ব্বতঃ সমাহৃত্য

পুনঃ পুনঃ স্থাপনমভ্যাসস্তৎপূর্ব্বকো যোগঃ সমাধানলক্ষণস্তেনাভ্যাসযোগেন মাং বিশ্বরূপমিচ্ছ প্রার্থয়স্ব আপ্তুং প্রাপ্তুং হে ধনঞ্জয় ! ॥ ৯ ॥

আনন্দগিরি ।—তৎপ্রদর্শনপূর্ব্বকং ভগবৎপ্রাপ্তাবুপায়ান্তর মাহ অথেত্যাদিনা ॥ ৯ ॥

রামানুজ ।—অথ সহসৈব ময়ি স্থিরং চিত্তং সমাধাতুং ন শক্নোষি ততোঽভ্যাসযোগেন মাং প্রাপ্তুমিচ্ছন্ স্বাভাবিকানবধিকাতিশয়সৌন্দর্য্যসৌশীল্যসৌহার্দ্দবাৎসল্যকারুণ্যমাধুর্য্যগাম্ভীর্য্যৌদার্য্যশৌর্য্যবীর্য্যপরাক্রমসর্ব্বজ্ঞত্বসত্যকামত্ব সত্যসঙ্কল্পত্বসকলকারণত্বাদ্যসংখ্যেয়কল্যাণগুণসাগরে নিখিলহেয়প্রত্যনীকে ময়ি নিরতিশয়প্রেমগর্ভস্মৃত্যভ্যাসযোগেন স্থিরং চিত্তসমাধানং লব্ধ্বা মাং প্রাপ্তুমিচ্ছ ॥ ৯ ॥

শ্রীধর ।—অত্রাশক্তম্ প্রতি সুগমোপায়মাহ অথেতি। স্থিরং যথা ভবত্যেবং ময়ি চিত্তম্ ধারয়িতুম্ যদি শক্তো ন ভবসি তর্হি বিক্ষিপ্তম্ চিত্তম্ পুনঃ পুনঃ প্রত্যাহৃত্য মদনুস্মরণলক্ষণো যোঽভ্যাসযোগস্তেন মাং প্রাপ্তুমিচ্ছ প্রযত্নম্ কুরু ॥ ৯ ॥

বলদেব ।—ননু গঙ্গেব যেষাং মনোবৃত্তিরোঘবতী তেষাং ত্বৎপ্রাপ্তিস্ত্বরয়া স্যান্মম তু তাদৃশী ন তদ্বৃত্তিঃ ততঃ কথং সেতি চেত্তত্রাহাথেতি। স্থিরং যথা স্যাত্তথা ময়ি চিত্তং সম্যগনায়াসেনাধাতুমর্পয়িতুং ন শক্নোষি চেত্ততোঽভ্যাসযোগেন মামাপ্তুমিচ্ছ যতস্ব মত্তোঽন্যত্র গতস্য মনসঃ প্রত্যাহৃত্য শনৈঃ শনৈর্ময়ি স্থাপনমভ্যাসস্তেন মনসি মৎপ্রবণে সতি মৎপ্রাপ্তিঃ সুলভা স্যাদিতি ভাবঃ ॥ ৯ ॥

মধুসূদন ।—ইদানীং সগুণব্রহ্মধ্যানাশক্তানামশক্তিতারতম্যেন প্রথমম্ প্রতিমাদৌ বাহ্যে ভগবদ্ধ্যানাভ্যাসস্তদশক্তৌ ভাগবতধর্ম্মানুষ্ঠানম্ তদশক্তৌ সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগ ইতি ত্রীণি সাধনানি ত্রিভিঃ শ্লোকৈর্ব্বিধত্তে। অথ পক্ষান্তরে স্থিরম্ যথাস্যা তথা চিত্তম্ সমাধাতুং স্থাপয়িতুং ময়ি ন শক্নোষি চেত্তত একস্মিন্ প্রতিমাদাবালম্বনে সর্ব্বতঃ সমাহৃত্য চেতসঃ পুনঃ পুনঃ স্থাপনমভ্যাসস্তৎপূর্ব্বকো যোগঃ সমাধিস্তেনাভ্যাসযোগেন মামাপ্তুমিচ্ছ যতস্ব হে ধনঞ্জয়! বহূন্ শত্রূন্ জিত্বা ধনমাহৃতবানসি রাজসূয়ান্তর্থমেকং মনঃ শত্রুং জিত্বা তত্ত্বজ্ঞানধনমাহরিষ্যসীতি ন তবাশ্চর্য্যমিতি সম্বোধনার্থঃ ॥ ৯ ॥

নীলকণ্ঠ ।—বিশ্বরূপ ধারণায়ামশক্তং প্রতি প্রাহ অথেতি। ময়ি বিশ্বেশ্বরে বিশ্বরূপে অথ যদি চিত্তং সমাধাতুং নিবেশয়িতুমচলং ধারয়িতুং ন শক্নোষি ততস্তর্হি অভ্যাসযোগেন চিত্তস্যৈকস্মিন্নাভ্যন্তরে বাহ্যে বা প্রতিমাদাবালম্বনে সর্ব্বতঃ সমাহৃত্য পুনঃ পুনঃ স্থাপনম্ অভ্যাস স্তৎপূর্ব্বকো যোগঃ সমাধানলক্ষণঃ তেনাভ্যাসযোগেন মাং বিশ্বরূপং প্রাপ্তুং ইচ্ছ প্রার্থয়স্ব হে ধনঞ্জয় ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ ।—সাক্ষাৎস্মরণাসমর্থং প্রতি তৎপ্রাপ্ত্যুপায় মাহ অথেতি। অভ্যাসযোগেন অন্যত্রান্যত্র গতমপি মনঃ পুনঃ পুনঃ প্রত্যাহৃত্য মদ্রূপ এবস্থাপনমভ্যাসঃ স এবযোগস্তেন প্রাকৃতত্বাদিতি কুৎসিতরূপরসাদিষু চলন্ত্যা মনোনস্থাস্তেষু চলনং নিরুধ্য অতি সুভদ্রেষু মদীয়রূপরসাদিষু তচ্চলনং শনৈঃ শনৈঃ সম্পাদয় ইত্যর্থঃ। হে ধনঞ্জয়েতি বহূন্ শত্রূন্ জিত্বা ধনমাহৃতবতা ত্বয়া মনোবিজিত্বা ধ্যানধনং গ্রহীতুং শক্যমেব ইতি ভাবঃ ॥ ৯ ॥

তাৎপর্য্য।—যাঁহারা একান্তচিত্তে ভগবদ্ধ্যানপরায়ণ, যাঁহাদের মন বুদ্ধি কর্ম্ম সমস্তই ভগবানে অর্পিত, তাঁহারাই ভগবৎ প্রাপ্তিরূপ পরম পদ লাভ করিতে সক্ষম শ্রীভগবান্ পূর্ব্বশ্লোকে ইহাই পরিব্যক্ত করিয়াছেন। কিন্তু যে সকল সাধকের এখনও সে সৌভাগ্যোদয়ের বিলম্ব আছে, যাঁহাদের চিত্তচাঞ্চল্য এখনও দূরীভূত হয় নাই, এখনও যাঁহারা একনিষ্ঠা সহকারে ভগবদ্ধ্যানে সমর্থ হয় নাই, যাঁহাদের সমগ্র অন্তর প্রদেশ এখনও ভক্তিরসে প্লাবিত হয় নাই, সেই সকল অপরিপক্বজ্ঞান সাধকগণের সাধনোপায় অতঃপর তিন শ্লোকে শ্রীভগবান্ ক্রমশঃ বিবৃত করিতেছেন। শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, হে ধনঞ্জয়! হে বহুশত্রুবিজয়িন্! যদি তুমি আমাতে সম্যক্-রূপে চিত্ত স্থির করিতে সমর্থ না হও, অর্থাৎ যাবতীয় বিষয়ান্তর পরিত্যাগ পূর্ব্বক চিত্তকে মন্মুখী করিতে না পার; সুমধুর সঙ্গীতাদি শ্রবণাকাঙ্ক্ষা, পুত্রকলত্রাদির প্রতি প্রবল স্নেহ, নশ্বর অর্থাগমাদির চিন্তা প্রভৃতি বিবিধ বাসনাজালে বিজড়িত হইয়া যদি অনন্যভাবে মদ্ধ্যানে অক্ষম হও, যদি হৃদয়কে সর্ব্ববিধ মোহপাশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া কেবল আমাতেই স্থিরভাবে সমাহিত করিতে না পার, তবে অভ্যাসযোগের আশ্রয় গ্রহণ কর। অর্থাৎ আমার প্রতিমাদি নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতেই চিত্তকে নিবিষ্ট করিয়া রাখ। তাহারই পূজন, তাহারই সেবন, প্রভৃতি কর্ম্মের দ্বারা চঞ্চল চিত্তকে তদভিমুখী করিতে যত্নবান্ হও। যখনই চিত্ত সংসারের বিবিধ প্রলোভনে প্রলুব্ধ হইয়া বিক্ষিপ্ত হইবে, তখনই তাহাকে আমার সেই নির্ম্মিত মূর্ত্তিতে আবদ্ধ করিতে যত্ন করিবে। যাবতীয় স্নেহ মমতা সৌন্দর্য্য প্রভৃতি তাহাতেই উপভোগ করিতে চেষ্টিত হইবে। সমস্ত বাসনা, সমস্ত আকাঙ্ক্ষা তাহাতেই অর্পণ করিয়া, তাহাকেই সমস্ত আশার সার কামনার চরমসীমা জ্ঞান করিয়া ক্রমশঃ চিত্তকে তাহাতে নিবিষ্ট করিতে যত্নবান্ হইবে। এইরূপে বিষয়ান্তর হইতে আকর্ষণ করিয়া চিত্তকে ক্রমে ক্রমে মন্মুখী করিবার চেষ্টাই অভ্যাসযোগ। এই অভ্যাস যোগের দ্বারা তুমি আমাকে লাভ করিতে ইচ্ছা কর। অর্থাৎ এইরূপ অভ্যাসের দ্বারা, এইরূপে চিত্তকে ক্রমশঃ মন্নিবিষ্ট করিবার চেষ্টার ফলে, তোমার চঞ্চল চিত্ত ক্রমশঃ আমাতে স্থিরভাবে সমাহিত হইবে। প্রতিমাদিতে আমার শ্যামসুন্দর মনোহর মূর্ত্তি দেখিতে দেখিতে সেই ভুবনমোহন রূপ

ধ্যান করিতে করিতে, মৎপূজা মৎসেবনাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে করিতে চিত্ত ক্রমেই আমাতে আসক্ত হইবে। আমাকেই সকল সৌন্দর্য্যের নিদান, সকল কামনার সার, সর্ব্ব আকাঙ্ক্ষার চরম ফল জানিয়া আমারই ভক্তিতে বিগলিত হইবে। এইরূপ মদেকনিষ্ঠা সহকারে, মদ্ভক্তি পরিপূর্ণ চিত্তে আমার ধ্যান করিতে করিতে শেষে আমাকেই প্রাপ্ত হইবে।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্যের অভিপ্রায়। যদি সহসা আমাতে স্থির ভাবে চিত্ত সমাহিত করিতে সমর্থ না হও, তাহা হইলে অভ্যাস যোগের দ্বারা আমাকে প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা কর। অর্থাৎ আমাকে সাতিশয় সৌন্দর্য্য, সৌশীল্য, সৌহার্দ্দ, বাৎসল্য, কারুণ্য, মাধুর্য্য, গাম্ভীর্য্য, ঔদার্য্য, শৌর্য্য, বীর্য্য, পরাক্রম, সর্ব্বজ্ঞত্ব, সত্যকামত্ব, সত্যসংকল্পত্ব, সর্ব্বকারণ প্রভৃতি অসংখ্য গুণের আধার জানিয়া আমাতে নিরতিশয় প্রেম পূর্ণ স্মৃতিরূপ অভ্যাসের দ্বারা স্থির চিত্ত সমাধান লাভ করিয়া মৎস্বরূপ প্রাপ্ত হইতে যত্নবান্ হও।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণের অভিপ্রায় পূর্ব্বশ্লোকে শ্রীভগবান্ তদেকনিষ্ঠ চিত্তে অনন্যভাবে তাঁহাকে ধ্যান করিতে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু এইস্থলে অর্জ্জুনের মনে আশঙ্কা হইতে পারে যে, সাগরাভিমুখী গঙ্গার ন্যায় যাঁহাদের মনোবৃত্তি তোমার দিকেই বেগে প্রধাবিত হইতেছে, তাঁহারাই ত্বরায় তোমাকে প্রাপ্ত হইয়া কৃতার্থ হইতে পারেন। কিন্তু যাঁহাদের চিত্তবৃত্তি সেরূপ বেগবতী নহে, যাঁহাদের হৃদয়ে এখনও ভক্তির প্রবল তরঙ্গ উত্থিত হয় নাই, তাঁহারা কি উপায়ে তোমাকে প্রাপ্ত হইবেন? এই প্রশ্নের উত্তর স্বরূপে ভগবান্ বর্ত্তমান শ্লোকের অবতারণা করিয়াছেন। যদি পূর্ব্বোক্ত উপায়ে আমাতে স্থিরভাবে চিত্ত সমাহিত করিতে সমর্থ না হও, তাহা হইলে অভ্যাস যোগের দ্বারা আমাকে লাভ করিতে যত্ন কর। অর্থাৎ মদ্ব্যতীত বিষয়ান্তরে আকৃষ্ট চিত্তকে তত্তৎ বিষয় হইতে ধীরে ধীরে প্রত্যাহরণ করিয়া আমাতে স্থাপন রূপ অভ্যাসযোগের অনুষ্ঠান কর। সেই অনুষ্ঠানের ফলে চিত্ত মৎপ্রবণ অর্থাৎ মদাসক্ত হইলেই মৎপ্রাপ্তি সুলভ হইবে।

মূলে "ধনঞ্জয়" এই সম্বোধন পদ প্রযুক্ত হইয়াছে। অর্জ্জুন রাজসূয় যজ্ঞকালে বাহুবলে উত্তর কুরুদেশে বহুশত্রু জয় করিয়া প্রভূত ধন আহরণ

করিয়াছিলেন। এরূপ:শক্তিশালী পুরুষের পক্ষে মনঃ শত্রুকে জয় করিয়া তত্বজ্ঞান রূপ ধন আহরণ আশ্চর্য্যের বিষয় নহে, এই অভিপ্রায়ে শ্রীভগবান্ এ স্থলে অর্জ্জুনকে শক্তিসূচক ধনঞ্জয় শব্দে সম্বোধন করিয়াছেন ॥ ৯ ॥

—(০)—

অভ্যাসেঽপ্যসমর্থোঽসি মৎকর্ম্মপরমো ভব।
মদর্থমপি কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি ॥ ১০ ॥

অন্বয়।—[যদি] অভ্যাসে অপি অসমর্থঃ (অশক্তঃ) অসি (ভবসি) [তদা] মৎকর্ম্মপরঃ (মৎপ্রীত্যর্থকর্ম্মনিষ্ঠঃ) ভব, মদর্থং (মৎপ্রীতি-নিমিত্তকং) কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ (অনুতিষ্ঠন্) অপি সিদ্ধিং (মোক্ষং) অবাপ্স্যসি (প্রাপ্স্যসি) ॥ ১০ ॥

প্রতিশব্দ।—[যদি] অভ্যাস-যোগেও অশক্ত হও [তাহা-হইলে] আমার-প্রীতি-নিমিত্ত কর্ম্ম-পরায়ণ হও, মৎপ্রীতিজনক কর্ম্ম-সমূহকে করিয়াও মোক্ষকে প্রাপ্ত-হইবে ॥ ১০ ॥

ব্যাখ্যা।—যদি তুমি এইরূপ অভ্যাসযোগ করিতে অসমর্থ হও, তাহা হইলে আমার প্রীতি উদ্দেশে বিবিধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর। আমার উদ্দেশে অনুষ্ঠিত কর্ম্ম করিয়াও তুমি মোক্ষ লাভ করিতে পারিবে ॥ ১০ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—অভ্যাসেঽপীতি। অভ্যাসেঽপ্যসমর্থোঽসি অশক্তোঽসি তর্হি মৎকর্ম্মপরমো ভব মদর্থং কর্ম্ম মৎকর্ম্ম তৎপরমোভব মৎকর্ম্মপ্রধান ইত্যর্থঃ অভ্যাসেন বিনা মদর্থমপি কর্ম্মাণি কেবলং কুর্ব্বন্ সিদ্ধিং যোগং জ্ঞানপ্রাপ্তিদ্বারেণাবাপ্স্যসি ॥ ১০ ॥

আনন্দগিরি।—একমালম্বনং স্থূলং প্রতিমাদিসমাধানং ততোঽভ্যন্তরে বিশ্বরূপে চিত্তৈকাগ্র্যং দ্বৈতাভিনিবেশাদভ্যাসাধীনে যোগেঽপি সামর্থ্যাভাবে পুনরুপায়ান্তরমাহ অভ্যাসেঽপীতি। অভ্যাসযোগেন বিনা ভগবদর্থং কর্ম্মাণি কুর্ব্বাণস্ত কিম্ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ অভ্যাসেনেতি। সিদ্ধিঃ ব্রহ্মভাবঃ অপিরিহ অবধিসূচনার্থঃ ॥ ১০ ॥

রামানুজ।—অথৈবংবিধস্মৃত্যভ্যাসেঽপ্যসমর্থোঽসি মৎকর্ম্মপরমো ভব মদীয়ানি কর্ম্মাণ্যালয়নির্ম্মাণোত্থানকরণপ্রদীপারোপণমার্জ্জনাভ্যুক্ষণোপলেপন পুষ্পাহরণপূজনোদ্বর্ত্তনকীর্ত্তন-

প্রদক্ষিণনমস্কারস্তুত্যাদীনি তান্যত্যর্থপ্রিয়ত্বেনাচর অত্যর্থপ্রিয়ত্বেন মদর্থং কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্নপ্যচিরাদভ্যাসযোগপূর্ব্বিকাং ময়ি স্থিরাং চিত্তস্থিতিং লব্ধ্বা মৎপ্রাপ্তিরূপাং সিদ্ধিমবাপ্স্যসি ॥ ১০ ॥

শ্রীধর।—যদি পুনর্নৈবং তত্রাহ অভ্যাস ইতি। যদি পুনরভ্যাসেঽপ্যশক্তোঽসি তর্হি মৎপ্রীত্যর্থানি যানি কর্ম্মাণি একাদশ্যুপবাসব্রতপূজাপরিচর্য্যানামসংকীর্ত্তনাদীনি তদনুষ্ঠানমেব পরমং যস্য তাদৃশোভব, এবংভূতানি কর্ম্মাণ্যপি মদর্থং কুর্ব্বন্ মোক্ষং প্রাপ্স্যসি ॥ ১০ ॥

বলদেব।—নন্বু বায়োরিব মনসোঽতিচাপল্যাত্তস্য প্রত্যাহারে মমন শক্তিরিতিঃ চেত্তত্রাহ অভ্যাসেঽপাতি। উক্তলক্ষণেঽভ্যাসেঽপি চেত্ত্বমসমর্থস্তর্হি মৎকর্ম্মাণি পরমাণি পুমর্থভূতানি যস্য তাদৃশো ভব তানি চ মন্নিকেতনির্ম্মাণমৎপুষ্পবাটীসেচনাদীনি পূর্ব্বমুক্তানি। এবং সুকরাণি মদর্থানি কর্ম্মাণি কুর্ব্বাণস্ত্বং তত্র তত্রাতিমনোজ্ঞমন্মূর্ত্ত্যুদ্দেশমহিম্না তাদৃশে ময়ি নিরতমনাঃ সংসিদ্ধিং মৎসামীপ্যলক্ষণামবাপ্স্যসীত্যতিসুগমোঽয়মুপায়ঃ ॥ ১০ ॥

মধুসূদন।—মৎপ্রীণনার্থং কর্ম্ম মৎকর্ম্ম শ্রবণকীর্ত্তনাদিভাগবতধর্ম্মস্তৎপরমস্তদেকনিষ্ঠো ভব অভ্যাসাসামর্থ্যে মদর্থং ভাগবতধর্ম্মসংজ্ঞকানি কর্ম্মাণ্যপি কুর্ব্বন্ সিদ্ধিং ব্রহ্মভাবলক্ষণাং সত্ত্বশুদ্ধিজ্ঞানোৎপত্তিদ্বারেণাবাপ্স্যসি ॥ ১০ ॥

নীলকণ্ঠ।—অভ্যাসেঽপীতি। অভ্যাসে পূর্ব্বশ্লোকোক্তে মৎকর্ম্ম "শ্রবণং কীর্ত্তন বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনং। অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনং।" ইতি নববিধ ভজনাত্মকং ভগবৎপ্রীত্যর্থং কর্ম্ম মৎকর্ম্ম শব্দিতং তদেব পরমং অবশ্যং যস্য তাদৃশো ভব কর্ম্মাণি শ্রবণাদীনি সিদ্ধিং সত্ত্বশুদ্ধিং ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ।—অভ্যাসেঽপীতি যথা পিত্তদূষিতা রসনা মৎস্যণ্ডিকাং নেচ্ছতি তথৈবাবিদ্যাদূষিতং মনঃ ত্বদ্রূপাদিকং মধুরমপি ন গৃহ্নাতীত্যতস্তেন দুর্গ্রহেণ মহাপ্রবলেনঃমনসা সহ যোদ্ধুং ময়া নৈব শক্যতে ইতি মন্যসে চেদিতিভাবঃ। মৎকর্ম্মাণি পরমাণি যস্য সঃ। কর্ম্মাণি মদীয়শ্রবণকীর্ত্তনবন্দনার্চ্চনমন্মন্দিরমার্জনাভ্যুক্ষণপুষ্পাহরণাদিপরিচারণানি কুর্ব্বন্ বিনাপি মৎস্মরণং সিদ্ধিং প্রেমবৎ পার্শ্বদত্বলক্ষণাং প্রাপ্স্যসীতি ॥ ১০ ॥

তাৎপর্য্য।—পূর্ব্বশ্লোকে শ্রীভগবান্ অভ্যাসের বৈধতা বিবৃত করিয়াছেন। শ্রীভগবানের মূর্ত্তি বিশেষ অবলম্বন করিয়া পুনঃ পুনঃ ধ্যানযোগে তাহাতেই সমাহিতচিত্ত হওয়া অনেকের পক্ষেই সুকঠিন বলিয়া অনুমিত হইতে পারে। বহুবিষয়াসক্ত মানব বহু চিন্তাধিকৃতচিত্ত ভক্ত সহজে সেরূপ একাসক্তি লাভ করিতে সমর্থ হইতে পারে না। এ জন্য অধুনা শ্রীভগবান্ তাদৃশ অভ্যাসামর্থ ব্যক্তিগণের পক্ষে উপায়ান্তরের ব্যবস্থা করিতেছেন। তিনি বলিতেছেন, যাঁহারা পূর্ব্বোক্ত রূপ অভ্যাসে অসমর্থ, তাঁহাদিগেরও হতাশ হইবার প্রয়োজন নাই। তাঁহাদিগের জন্য অপেক্ষাকৃত সহজতর উপায় নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। অভ্যাসে অশক্ত হইলে শ্রীভগ-

বানের কর্ম্মসমূহ সম্পাদন করিতে পারিলেও ক্রমশঃ পরমফল লব্ধ হইয়া থাকে। শ্রীহরির বিহিত সেবাদি সম্পাদনার্থ বিবিধ কর্ম্মানুষ্ঠানের আবশ্যক হইয়া থাকে। একাদশী * প্রভৃতি পবিত্র তিথিতে উপাবাসাদি, ভগবানের শ্রীমন্দির মার্জ্জন, মন্দিরাঙ্গণ পরিষ্করণ তদুদ্দেশ্যে দীপদান † তদীয়

---

* একাদশী।—শুক্ল ও কৃষ্ণ পক্ষের একাদশ কলাযুক্ত চন্দ্রমণ্ডল যে দিন সূর্য্য মণ্ডলে প্রবেশ ও নির্গম করেন, সেই তিথির নাম একাদশী। হরিবাসর ও হরিদিন একাদশীর নামান্তর। এই তিথিতে হরিভক্তগণের পক্ষে বিধিবিহিত উপবাস একান্ত আবশ্যক। এ সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় বিধি অবিসংবাদিত। যথা; "একাদশ্যামুপবসেন্ন কদাচিদতিক্রমেৎ।" (পদ্মপুরাণ) "রটন্তীহপুরাণানি ভূয়ো ভূয়ো বরাননে। ন ভোক্তব্যম্ ন ভোক্তব্যম্ সম্প্রাপ্তে হরিবাসরে।" (রঘুনন্দন কৃত একাদশী তত্ত্ব ও হরিভক্তিবিলাস দ্রষ্টব্য)

† দীপদান।—নিত্য শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে বা তদুদ্দেশ্যে দীপদানের অশেষ মাহাত্ম্য শাস্ত্রাদিতে পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। তিথি বিশেষে, পর্ব্ব বিশেষে এবং মাস বিশেষে শ্রীহরির উদ্দেশে দীপদানের অশেষ ফল স্মৃতিশাস্ত্রে লিখিত আছে। কার্ত্তিক মাসে দীপদানের ফল যথা। "শৃণু দীপস্য মাহাত্ম্যম্ কার্ত্তিকেচ হরিপ্রিয়। যস্য শ্রবণমাত্রেণ দীপদানে মতির্ভবেৎ। সূর্য্যগ্রহে কুরুক্ষেত্রে নর্ম্মদায়াং শশিগ্রহে। তুলাদানস্য যৎপুণ্যম্ তদূর্জ্জে দীপদানতঃ। ঘৃতেন দীপকস্ যস্তু তিলতৈলেন বা পুনঃ। জ্বালয়েন্মুনি শার্দ্দূল! অশ্বমেধেন তস্য কিং। তেনেষ্টং ক্রতুভিঃ সর্ব্বং কৃতং তীর্থাবগাহনং। দীপদানং কৃতং যেন কার্ত্তিকে কেশবাগ্রতঃ। তাবদ্গর্জ্জন্তি পাপানি দেহেঽস্মিন্ মুনিসত্তম!। যাবৎ কার্ত্তিকমাসেন দীপদানং কৃতং ভবেৎ। তাবদ্গর্জ্জন্তি পুণ্যানি স্বর্গে মর্ত্তে রসাতলে। যাবত্তু জ্বলতে দীপঃ কার্ত্তিকে কেশবাগ্রতঃ। শ্রূয়তেঽত্রাপি পিতৃভির্গাথা গীতা মহামুনে!। ভবিষ্যন্তি কুলে হস্মাকং কদাচিত্তে সুতা ভুবি। কার্ত্তিকে দীপদানৈ র্যে তোষয়িষ্যন্তি কেশবং। অপি নস্তে ভবিষ্যন্তি কুলে সুচরিতা গুণৈঃ। দীপদানং কার্ত্তিকে যে দাস্যন্তি হরিতুষ্টিদং। গয়ায়াং পিণ্ডদানেন কৃতং ন প্রীণনং সুতৈঃ। যৈশ্চাপি কার্ত্তিকে দত্তো দীপস্তুষ্টিকরো হরেঃ। দীপং দাস্যন্তি যে পুত্রাস্তুষ্ট্যর্থং চক্রপাণিনঃ। কার্ত্তিকে তৈ র্মুনিশ্রেষ্ঠ! নরকাদুদ্ধৃতা বয়ং।" (পদ্ম পুরাণে উত্তরখণ্ড) অপিচ। "দাস্যতে দেবদেবায় দীপপুষ্পানুলেপনং। অপি নঃ স কুলে ভূয়াদেক্যাদশ্যাং তিথৌ নরঃ। করিষ্যত্যুপবাসন্তু সর্ব্বপাতকহানিদং। ইত্থং পিতৄনাং বচনং শ্রুত্বা নৃপতিসত্তমঃ। দদৌ চ দীপান্ বিধিবৎ বিষ্ণোরায়তনে বলিঃ। সুগন্ধতৈলসম্পূর্ণান্. দীপান্ সঘৃততৈলকান্। সর্ষপস্য সুতৈলেন মধুকাতসি সম্ভবৈঃ। দীপপ্রদানান্নরকানুদ্ধৃতামিশ্রসংজ্ঞকান্। তীত্ব সভার্য্যয়া ব্রহ্মণ! বিষ্ণুলোক মগাত্ততঃ।" (বামন পুরাণ) ইহার ভাবার্থ যথা; হে মুনিশার্দ্দূল! তুমি কার্ত্তিক মাসে দীপদানের মাহাত্ম্য শ্রবণ কর। ইহা শ্রবণ করিলে সকলেই দীপদানের জন্য ব্যগ্রচিত্ত হইবে। সূর্য্য গ্রহণে, চন্দ্র গ্রহণে, কুরুক্ষেত্রে অথবা নর্ম্মদা তীর্থে তুলাদান করিলে যে পুণ্য হয়, কেবল কার্ত্তিকমাসে দীপদানে সেই পুণ্য লাভ হয়। যে ব্যক্তি ঘৃত বা তিলতৈলের দ্বারা কার্ত্তিক মাসে শ্রীহরির সমীপে দীপদান করে, তাহার অশ্বমেধে প্রয়োজন কি? কারণ সে ব্যক্তি সমস্ত যজ্ঞের ফল, সমস্ত তীর্থস্নানের ফল প্রাপ্ত হইয়াছে। কার্ত্তিকে দীপদানের দ্বারা সমস্ত পাপ ভয়ে তথা হইতে পলায়ন করে, এবং যাবতীয় পুণ্য তাহাকে আশ্রয় করে। যে সময় কার্ত্তিক মাসে দীপ প্রদত্ত হয়, সেই সময় পিতৃগণ কথোপকথন করেন। তাঁহারা বলেন যে, আমাদের কুলে এরূপ সুচরিত্র পুত্র জন্ম গ্রহণ করিবে, যে কার্ত্তিক মাসে কেশব সমীপে দীপ দান করিয়া আমাদের প্রীতিভাজন হইবে। অপিচ সে গয়াক্ষেত্রে পিণ্ডদান না করিলেও আমরা নরক যন্ত্রণা হইতে উদ্ধৃত হইব।

বামন পুরাণেও কথিত আছে যে, পিতৃগণ বলিরাজাকে বলিলেন, "আমাদের কুলে এরূপ পুত্র জন্ম গ্রহণ

পূজার দ্রব্যাদির আহরণ ও আয়োজন, পুষ্প বাটীকার সংরক্ষণ, তুলসী * মঞ্চে জল সেচনাদি, ভগবানের নাম সংকীর্ত্তন ও ভক্তিভরে তাঁহার পূজা ভোগ ও আরত্রিকাদি কালে বাদ্যাদি বাদন, মন্দির প্রদক্ষিণ, প্রেমভরে নর্ত্তন ইত্যাদি বহুবিধ কর্ম্মের দ্বারা তাঁহার প্রীতি সাধন ও প্রসন্নতা অর্জ্জন করা যাইতে পারে। এ সকল কার্য্যই অতিশয় সুকর ও আনন্দপ্রদ। অনায়াসেই ভক্ত এই ক্রিয়া পরম্পরা সংসাধন করিতে পারেন। এবংবিধ ক্রিয়া কলাপ নির্ব্বাহ করিতে করিতে ক্রমশঃ সাধকের চিত্তশুদ্ধি জন্মিবে। এবং সেই চিত্তশুদ্ধির ফলে পরম জ্ঞান উপজাত হইবে। তখন ভগবানের সম্যক্ তত্ত্ব প্রণিধান করিয়া তিনি ভগবানকে প্রাপ্ত হইবেন।

করুক, যে একাদশী দিবসে উপবাস করতঃ দেবদেব শ্রীহরিকে সর্ব্বপাতকহর দীপদান করিবে।" বলি পিতৃগণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীবিষ্ণুর আয়তনে সুগন্ধ তৈলপূর্ণ, ঘৃতপূর্ণ প্রভৃতি দীপ প্রদান করিলেন। এবং তৎকালে অন্ধতামিস্র নামক নরক হইতে উত্তীর্ণ হইয়া ভার্য্যার সহিত বিষ্ণুলোকে গমন করিয়াছিলেন।

* তুলসী।—যে ব্রহ্মরূপা দেবী ভক্তগণের গৃহে গৃহে বিরাজ করিয়া থাকেন, যিনি প্রত্যক্ষতঃ স্থাবর বস্তু হইলেও ভক্তগণ কর্ত্তৃক সর্ব্ব শুভফলদাত্রী সকল কল্যাণের নিদান রূপে সম্পূজিত হইয়া থাকেন, যাঁহার পল্লব চন্দন চর্চ্চিত হইয়া শ্রীমন্নারায়ণের মস্তকোপরি শোভা পাইয়া থাকে, তিনিই তুলসী দেবী। তাঁহার বৃত্তান্ত অলৌকিক ও সুবিস্তৃত। এ স্থলে সংক্ষেপে সেই ভক্তিপ্রদ পরম কথা সংগৃহীত হইতেছে।

গোলোকধামে তুলসী কৃষ্ণপ্রিয়া গোপিকা ছিলেন। একদা তিনি শ্রীকৃষ্ণের সহিত রাস মণ্ডলে ক্রীড়া করিতে ছিলেন, এমন সময়ে রাসেশ্বরী রাধিকা সেই স্থানে সমাগতা হইলেন। তিনি সেই গোপিকাকে শ্রীকৃষ্ণের সহিত একত্র সমাসীন দর্শন করিয়া অত্যন্ত রুষ্টা হইলেন, এবং তাঁহাকে শাপ প্রদান করিলেন যে, "তুমি অচিরে মানব যোনি লাভ কর।" তাঁহার অব্যর্থ শাপে সেই গোপিকা ধর্ম্মধ্বজ রাজার কন্যারূপে তৎপত্নী মাধবীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিলেন। তাঁহার রূপের তুলনা প্রদানে অক্ষম হইয়া সকলে তাঁহাকে তুলসী নাম প্রদান করিলেন। তিনি জাতিস্মর হইয়াছিলেন। ক্রমে বয়ঃ প্রাপ্ত হইলে তুলসী নারায়ণকে পতিরূপে লাভ করিবার কামনায় বদরীতপোবনে গমন করিয়া কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। এইরূপে বহুকাল অতীত হইলে ভগবান্ ব্রহ্মা তাঁহার তপস্যায় তুষ্ট হইয়া বর প্রদানার্থ তথায় সমাগত হইলে তুলসী নারায়ণকে পতিরূপে প্রার্থনা করিলেন। পিতামহ তাঁহাকে অধুনা শঙ্খচূড়কে পতিত্বে বরণ করিতে উপদেশ দিলেন,এবং তৎপরে তিনি নারায়ণকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইবেন এইরূপ আশ্বাস প্রদান করিলেন। সেই শঙ্খচূড় পূর্ব্বে গোলোকে সুদামা গোপনামে শ্রীকৃষ্ণের সহচর ছিলেন। কিন্তু রাধিকার শাপে তাঁহাকে দৈত্যবংশে জন্ম গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। তিনি তপস্যা দ্বারা পদ্মযোনিকে সন্তুষ্ট করিয়া এই বর লাভ করিয়াছিলেন যে, যতদিন তাঁহার পত্নীর সতীত্ব নষ্ট না হইবে, ততদিন কেহই তাঁহাকে জয় করিতে সমর্থ হইবে না। কিন্তু তাঁহার পত্নীর সতীত্ব নষ্ট হইলেই তাঁহার মৃত্যুকাল উপস্থিত হইবে। ব্রহ্মার নিদেশ ক্রমে শঙ্খচূড় তুলসীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়া পরমসুখে কালক্ষেপণ করিতে লাগিলেন। তিনি বলদর্পে এবং ঐশ্বর্য্য গর্ব্বে মত্ত হইয়া দেবগণকে পীড়ন করিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রবল প্রতাপে দেবগণ স্ব স্ব অধিকারচ্যুত হইয়া দুঃখিত চিত্তে ব্রহ্মা ও শঙ্করের সহিত বৈকুণ্ঠ ধামে গমন

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্যের অভিপ্রায়। উল্লিখিত রূপ অভ্যাস যোগে অসমর্থ হইলে মৎকর্ম্মাবলম্বী হও। মদীয় আলয় নির্ম্মান, উদ্যান করণ, প্রদীপারোপণ, মার্জ্জন, অভ্যুক্ষণ, উপলেপন, মদুদ্দেশ্যে পুষ্পাদি আহরণ, পূজন, উদ্বর্ত্তন, নাম কীর্ত্তন, প্রদক্ষিণ, নমস্কার, স্তুতি প্রভৃতি কর্ম্ম সমূহ মৎপ্রীতির নিমিত্ত অনুষ্ঠান করিতে থাক। তাহা হইলে অচির কাল মধ্যে আমাতে তোমার স্থিরবুদ্ধি সন্নিবিষ্ট হইবে। ইত্যাকার স্থির বুদ্ধি লাভ করিয়া মৎপ্রাপ্তি রূপ সিদ্ধি লাভ করিবে।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণের অভিপ্রায়। অর্জ্জুন যদি বলেন যে, মন বায়ুর ন্যায় সতত চঞ্চল। তাহাকে পূর্ব্বোক্ত রূপ অভ্যাসনিষ্ঠ করা আমার সাধ্যায়ত্ত নহে। তাহা হইলে কি করিতে হইবে, বর্ত্তমান শ্লোকে তাহাই কথিত হইতেছে। উক্তরূপ অভ্যাসযোগে অসমর্থ হইলে মদীয় কর্ম্ম সাধনে তুমি বিনিযুক্ত হও। অর্থাৎ আমার মন্দির নির্ম্মাণ, আমার পুষ্পবাটিকা সেচনাদি পূর্ব্বকথিত রূপ কর্ম্ম সাধন করিতে থাক। এতাদৃশ সহজসাধ্য কর্ম্ম সাধন করিতে করিতে ক্রমশঃ আমার মাহাত্ম্য তোমার হৃদ্গত হইবে, এবং তুমি মদীয় পরম আনন্দময় রূপ চিন্তনে সক্ষম হইবে। তদনন্তর তোমার মৎপ্রাপ্তিরূপ পরম সৌভাগ্য সংঘটিত হইবে ॥ ১০ ॥

—(০)—

অথৈতদপ্যশক্তোঽসি কর্ত্তুং মদ্‌যোগমাশ্রিতঃ।
সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্ ॥ ১১ ॥

অন্বয়।—অথ (যদি) এতৎ (মৎকর্ম্মপরমত্বং) কর্ত্তুং অপি অশক্তঃ (অক্ষমঃ) অসি (ভবসি) ততঃ (তদা) মদ্যোগং (মদেক-শরণত্বং) আশ্রিতঃ যতাত্মবান্ (সংযতেন্দ্রিয়ঃ) [সন্] সর্ব্বকর্ম্মফল-ত্যাগং (সর্ব্বকর্ম্মণাং ফলসংন্যাসং) কুরু ॥ ১১ ॥

করতঃ নারায়ণের সমীপে সমস্ত নিবেদন করিলেন। ভক্তবৎসল ভগবান্ দেবগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া শঙ্খচূড়ের সংহারের নিমিত্ত শঙ্করকে আদেশ করিলেন। এবং স্বয়ং তথায় গমন করিয়া শঙ্খচূড়ের কবচহরণ পূর্ব্বক তুলসীর সতীত্ব হরণ করিতে স্বীকৃত হইলেন। তখন দেবগণ মহাদেবকে সেনাপতিত্বে বরণ করিয়া শঙ্খচূড়ের সহিত যুদ্ধার্থ গমন করিলেন। শঙ্খচূড়ও প্রবল পরাক্রমে তাঁহাদিগকে সংগ্রামে আক্রমণ করিলেন।

প্রতিশব্দ।—যদি ইহাকে করিতেও অশক্ত হও তাহা-হইলে আমার-শরণত্বকে আশ্রয়-করিয়া সংযত-চিত্ত [হইয়া] সমস্ত-কর্ম্মের-ফলত্যাগ কর ॥ ১১ ॥

ব্যাখ্যা।—যদ্যপি তুমি এইরূপ মৎকর্ম্মপরায়ণ হইতেও অশক্ত হও, তাহা হইলে আমাতেই কর্ম্মসমর্পণরূপ যোগকে আশ্রয় করিয়া ইন্দ্রিয় সংযমনপূর্ব্বক যাবতীয় অনুষ্ঠিত কর্ম্মের ফল পরিত্যাগ কর ॥ ১১ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—অথৈতদিতি। অথ পুনরেতদপি যদুক্তং মৎকর্ম্মপরমত্বং তৎ কর্ত্তুমশক্তোঽসি মদ্‌যোগমাস্থিতো ময়ি ক্রিয়মাণানি কর্ম্মাণি সন্ন্যস্য যৎকরণং তেষামনুষ্ঠানং মদ্যোগস্তমাশ্রিতঃ সন্ সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং সর্ব্বেষাং কর্ম্মণাং ফলসংন্যাসং সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং ততোঽনন্তরং কুরু যতাত্মবান্ সন্নিত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

আনন্দগিরি।—ভগবৎকর্ম্মপরত্বমপ্যশক্যমিতি শঙ্কতে অথেতি। বহির্বিষয়াকৃষ্টচেতস্ত্বাদিত্যর্থঃ। তর্হি ভগবৎপ্রাপ্ত্যুপায়ত্বেন সংযতচিত্তো ভূত্বা কর্ম্মফলসংন্যাসং কুর্ব্বিত্যাহ মদ্যোগমিতি ॥ ১১ ॥

রামানুজ।—অথ মদ্যোগমাশ্রিতৈত্যেতদপি কর্ত্তুং ন শক্নোষি মদ্‌গুণানুসন্ধানকৃতং মদেকপ্রিয়ত্বাকারং ভক্তিযোগমাশ্রিত্য ভক্তিযোগাঙ্কুররূপমেতন্মৎকর্ম্মাণি কর্ত্তুং ন শক্নোষি ততোঽক্ষর যোগমাত্মস্বভাবানুসন্ধানরূপং পরভক্তিজননং পূর্ব্বষট্‌কোদিতমাশ্রিত্য তদুপায়তয়া সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং কুরু মৎপ্রিয়ত্বেন মদেকপ্রাপ্যতা বুদ্ধি হিং ক্ষীণাশেষপাপস্যৈব জায়তে যতাত্মবান্ যতমনস্কঃ ততোঽনভিসংহিতফলেন মদারাধনরূপেনানুষ্ঠিতেন কর্ম্মণা সিদ্ধেনাত্মধ্যানেন নিবৃত্তাবিদ্যাদিসর্ব্বতিরোধানে মচ্ছেষৈতকস্বরূপে প্রত্যগাত্মনি সাক্ষাৎকৃতে সতি ময়ি পরা ভক্তিঃ স্বয়মেবোপপদ্যতে। তথাচ বক্ষ্যতে "স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ" ইত্যারভ্য "বিমুচ্য নির্ম্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে। ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি। সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাং" ইতি ॥ ১১ ॥

শ্রীধর।—অত্যন্তং ভগবদ্ধর্ম্মপরিনিষ্ঠায়ামপ্যশক্তস্য পক্ষান্তরমাহ অথেতি। যদ্যেতদপি কর্ত্তুং ন শক্নোষি তর্হি মদ্‌যোগং মদেকশরণত্বমাশ্রিতঃ সন্ সর্ব্বেষাং দৃষ্টাদৃষ্টার্থানামাবশ্যকানাঞ্চাগ্নিহোত্রাদিকর্ম্মণাং ফলানি যতচিত্তোভূত্বা পরিত্যজ। এতদুক্তং ভবতি, ময়া তাবদীশ্বরাজ্ঞয়া

উভয় পক্ষে তুমূল যুদ্ধ উপস্থিত হইল। এই সময় নারায়ণ বৃদ্ধ বিপ্রবেশে শঙ্খচূড়ের নিকট গমন করিয়া তাঁহার কবচ ভিক্ষা করিলে দৈত্যবর তৎক্ষণাৎ স্বীয় দিব্য কবচ তাঁহাকে প্রদান করিলেন। তখন ভগবান্ শঙ্খচূড়ের বেশ ধারণ পূর্ব্বক কবচ ধারণ করতঃ তুলসীর সমীপে উপস্থিত হইলেন। এবং বিবিধ মায়া বাক্যে তুলসীকে প্রতারিত করিয়া তাঁহার সতীত্ব নষ্ট করিলেন। তখন তুলসী তাঁহাকে অন্য পুরুষ বিবেচনা করিয়া ক্রোধভরে তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। নারায়ণ নিজমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া তাঁহাকে আত্মপরিচয় প্রদান করিলে তুলস

যথাশক্তি কর্ম্মাণি কর্ত্তব্যানি, ফলং তাবদ্দৃষ্টমদৃষ্টন্বা পরমেশ্বরাধীনমিত্যেবং ময়ি ভাবমারোপ্য ফলাসক্তিং পরিত্যজ্য বর্ত্তমানো মৎপ্রসাদেন কৃতার্থোভবিষ্যসীতি তাৎপর্য্যং ॥ ১১ ॥

বলদেব।—অথ মহাকুলীনত্বলোকমুখ্যত্বাদিনা প্রতিবন্ধেন বাধিতত্বমন্যো বৈ তন্মন্নিকেতবিমার্জ্জনাদিমৎপ্রীতিকরমতিসুকরমপি কর্ম্ম চেৎ কর্ত্তুমশক্তোঽসি ততো মদ্‌যোগং মচ্ছরণতামাশ্রিতঃ সন্ সর্ব্বেষামনুষ্ঠীয়মানানাং কর্ম্মণাং ফলত্যাগং কুরু। যতাত্মবান্ বিজিতমনা ভূত্বা তথা চ ফলাভিসন্ধিশূন্যৈরগ্নিহোত্রদর্শপৌর্ণমাস্যাদিভির্মদারাধনরূপৈঃ কর্ম্মভির্বিমতত্ত্ববদন্তরভ্যুদিতেন জ্ঞানেন স্বপরাত্মনোঃ শেষশেষিভাবেঽভ্যুদিতে স্বশেষিণি সর্ব্বোত্তমত্বেন বিদিতে শনৈঃ শনৈঃ পরাপি ভক্তিঃ স্যাদিতি। এবমেব বক্ষ্যতি। যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানামিত্যাদিনা মদ্ভক্তিং লভতে পরামিত্যন্তেন ॥ ১১ ॥

মধুসূদন।—অথ বহির্ব্বিষয়াকৃষ্টচেতস্ত্বাদেতন্মৎকর্ম্মপরত্বমপি কর্ত্তুং ন শক্নোষি ততো মদ্যোগং মদেকশরণত্বমাশ্রিতঃ ময়ি সর্ব্বকর্ম্মসমর্পণং মদ্যোগস্তং বাশ্রিতঃ সন্ যতাত্মবান্ যতঃ সংযতঃ সংযতসর্ব্বেন্দ্রিয়ঃ আত্মবান্ বিবেকী চ সন্ সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং কুরু ফলাভিসন্ধিং ত্যজ ইত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

নীলকণ্ঠ।—মদ্যোগং শ্রবণাদৌ নিষ্ঠাং তর্হি পূর্ব্বোক্তং শ্রৌতস্মার্ত্ত সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং কুরু ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ।—এতদপি কর্ত্তুমশক্তশ্চেত্তর্হি মদ্যোগ মাশ্রিত ময়ি সর্ব্বকর্ম্মসমর্পণং মদ্যোগস্তমাশ্রিতঃ সন্ সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং প্রথমষট্‌কোক্তং কুরু। অয়মর্থঃ প্রথমষট্‌কে ভগবদর্পিত নিষ্কর্ম্ম যোগ এব মোক্ষোপায় উক্তঃ। দ্বিতীয়ষট্‌কেঽস্মিন্ ভক্তিযোগে এব ভগবৎ প্রাপ্ত্যুপায় উক্তঃ। সচ ভক্তিযোগো দ্বিবিধঃ ভগবন্নিষ্ঠোঽন্তকরণ ব্যাপারোবহিষ্করণ ব্যাপারশ্চ। তত্র প্রথম স্ত্রিবিধঃ স্মরণাত্মকো মননাত্মকশ্চ অথ তৎস্মরণাসামর্থ্যে তদনুরাগিনাং তদভ্যাসরূপশ্চ ইতি ত্রিক এবায়ং মন্দধিয়াং দুর্গমঃ সুধিয়াং নিরপরাধানান্তু সুগম এব। দ্বিতীয়ঃ শ্রবণকীর্ত্তনাত্মকস্তু সর্ব্বেষাং এব সুগম এবোপায়ঃ। এবমুভয়োপায়বন্তোঽধিকারিণঃ সর্ব্বতঃ প্রকৃষ্টা দ্বিতীয় ষট্‌কেঽস্মিন্নুক্তাঃ। এতৎকৃত্যঽসমর্থাঃ ইন্দ্রিয়াণাং ভগবন্নিষ্ঠীকৃতাব শ্রদ্ধালবশ্চ ভগবদর্পিত নিষ্কামকর্ম্মিণঃ প্রথমষট্‌কোক্তাধিকারিণোঽস্মান্নিকৃষ্টা এবেতি ॥ ১১ ॥

ক্রোধ সহকারে তাঁহাকে বিবিধ প্রকারে ভৎ'সনা করিয়া অবশেষে শাপ প্রদান করিলেন, "তুমি যেমন আমার প্রতি পাষাণবৎ ব্যবহার করিয়াছ, তোমাকে সেইমত পাষাণরূপে পৃথিবীতে অবস্থান করিতে হইবে।" এইরূপ শাপ প্রদান করিয়া তুলসী রোদন করিতে লাগিলেন। তখন করুণাময় শ্রীহরি তুলসীকে সান্ত্বনা করতঃ কহিলেন, "সাধ্বি! তুমি আমাকে লাভ করিবার জন্য বহুকাল তপস্যা করিয়াছিলে। এক্ষণে আমি তোমাকে সেই তপস্যার ফল প্রদানের জন্য আগমন করিয়াছি। অধুনা তুমি এই দেহ পরিত্যাগ করিয়া রাসমণ্ডলে নিরন্তর আমার সহিত অবস্থান করিবে। তোমার এই দেহ পবিত্র গণ্ডকী নদীতে পরিণত হইবে, এবং উহার পবিত্র সলিলে জীবের সর্ব্বপাপ বিধৌত হইবে। তোমার এই কেশজাল ধরাধামে বৃক্ষরূপে উৎপন্ন হইবে, এবং তোমার কেশসম্ভূত বলিয়া উহা তুলসী নামে অভিহিত হইবে।" এই বলিয়া ভগবান্ তুলসীর মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

প্রতিশব্দ।—যদি ইহাকে করিতেও অশক্ত হও তাহা-হইলে আমার-শরণত্বকে আশ্রয়-করিয়া সংযত-চিত্ত [হইয়া] সমস্ত-কর্ম্মের-ফলত্যাগ কর ॥ ১১ ॥

ব্যাখ্যা।—যদ্যপি তুমি এইরূপ মৎকর্ম্মপরায়ণ হইতেও অশক্ত হও, তাহা হইলে আমাতেই কর্ম্মসমর্পণরূপ যোগকে আশ্রয় করিয়া ইন্দ্রিয় সংযমনপূর্ব্বক যাবতীয় অনুষ্ঠিত কর্ম্মের ফল পরিত্যাগ কর ॥ ১১ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—অথৈতদিতি। অথ পুনরেতদপি যদুক্তং মৎকর্ম্মপরমত্বং তৎ কর্ত্তুমশক্তোঽসি মদ্‌যোগমাস্থিতো ময়ি ক্রিয়মাণানি কর্ম্মাণি সন্ন্যস্য যৎকরণং তেষামনুষ্ঠানং মদ্যোগস্তমাশ্রিতঃ সন্ সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং সর্ব্বেষাং কর্ম্মণাং ফলসংন্যাসং সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং ততোঽনন্তরং কুরু যতাত্মবান্ সন্নিত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

আনন্দগিরি।—ভগবৎকর্ম্মপরত্বমপ্যশক্যমিতি শঙ্কতে অথেতি। বহির্বিষয়াকৃষ্টচেতস্ত্বাদিত্যর্থঃ। তর্হি ভগবৎপ্রাপ্ত্যুপায়ত্বেন সংযতচিত্তো ভূত্বা কর্ম্মফলসংন্যাসং কুর্ব্বিত্যাহ মদ্যোগমিতি ॥ ১১ ॥

রামানুজ।—অথ মদ্যোগমাশ্রিতৈত্যেতদপি কর্ত্তুং ন শক্নোষি মদ্‌গুণানুসন্ধানকৃতং মদেকপ্রিয়ত্বাকারং ভক্তিযোগমাশ্রিত্য ভক্তিযোগাঙ্কুররূপমেতন্মৎকর্ম্মাণি কর্ত্তুং ন শক্নোষি ততোঽক্ষর যোগমাত্মস্বভাবানুসন্ধানরূপং পরভক্তিজননং পূর্ব্বষট্‌কোদিতমাশ্রিত্য তদুপায়তয়া সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং কুরু মৎপ্রিয়ত্বেন মদেকপ্রাপ্যতা বুদ্ধি হিঁ ক্ষীণাশেষপাপস্যৈব জায়তে যতাত্মবান্ যতমনস্কঃ ততোঽনভিসংহিতফলেন মদারাধনরূপেনানুষ্ঠিতেন কর্ম্মণা সিদ্ধেনাত্মধ্যানেন নিবৃত্তাবিদ্যাদিসর্ব্বতিরোধানে মচ্ছেষৈতকস্বরূপে প্রত্যগাত্মনি সাক্ষাৎকৃতে সতি ময়ি পরা ভক্তিঃ স্বয়মেবোপপদ্যতে। তথাচ বক্ষ্যতে “স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ” ইত্যারভ্য “বিমুচ্য নির্ম্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে। ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি। সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাং” ইতি ॥ ১১ ॥

শ্রীধর।—অত্যন্তং ভগবদ্ধর্ম্মপরিনিষ্ঠায়ামপ্যশক্তস্য পক্ষান্তরমাহ অথেতি। যদ্যেতদপি কর্ত্তুং ন শক্নোষি তর্হি মদ্‌যোগং মদেকশরণত্বমাশ্রিতঃ সন্ সর্ব্বেষাং দৃষ্টাদৃষ্টার্থানামাবশ্যকানাঞ্চাগ্নিহোত্রাদিকর্ম্মণাং ফলানি যতচিত্তোভূত্বা পরিত্যজ। এতদুক্তং ভবতি, ময়া তাবদীশ্বরাজ্ঞয়া

উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইল। এই সময় নারায়ণ বৃদ্ধ বিপ্রবেশে শঙ্খচূড়ের নিকট গমন করিয়া তাঁহার কবচ ভিক্ষা করিলে দৈত্যবর তৎক্ষণাৎ স্বীয় দিব্য কবচ তাঁহাকে প্রদান করিলেন। তখন ভগবান্ শঙ্খচূড়ের বেশ ধারণ পূর্ব্বক কবচ ধারণ করতঃ তুলসীর সমীপে উপস্থিত হইলেন। এবং বিবিধ মায়া বাক্যে তুলসীকে প্রতারিত করিয়া তাঁহার সতীত্ব নষ্ট করিলেন। তখন তুলসী তাঁহাকে অন্য পুরুষ বিবেচনা করিয়া ক্রোধভরে তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। নারায়ণ নিজমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া তাঁহাকে আত্মপরিচয় প্রদান করিলে তুলসী

যথাশক্তি কর্ম্মাণি কর্ত্তব্যানি, ফলং তাবদ্দৃষ্টমদৃষ্টম্বা পরমেশ্বরাধীনমিত্যেবং ময়ি ভাবমারোপ্য ফলাসক্তিং পরিত্যজ্য বর্ত্তমানো মৎপ্রসাদেন কৃতার্থো ভবিষ্যসীতি তাৎপর্য্যং ॥ ১১ ॥

বলদেব।—অথ মহাকুলীনত্বলোকমুখ্যত্বাদিনা প্রতিবন্ধেন বাধিতত্বমন্যো বৈ তন্মন্নিকেতবিমার্জ্জনাদিমৎপ্রীতিকরমতিসুকরমপি কর্ম্ম চেৎ কর্ত্তুমশক্তোঽসি ততো মদ্‌যোগং মচ্ছরণতামাশ্রিতঃ সন্ সর্ব্বেষামনুষ্ঠীয়মানানাং কর্ম্মণাং ফলত্যাগং কুরু। যতাত্মবান্ বিজিতমনা ভূত্বা তথা চ ফলাভিসন্ধিশূন্যৈরগ্নিহোত্রদর্শপৌর্ণমাস্যাদিভির্মদারাধনরূপৈঃ কর্ম্মভির্বিবতন্তবদন্তরভূদিতেন জ্ঞানেন স্বপরাত্মনোঃ শেষশেষিভাবেঽভ্যুদিতে স্বশেষিণি সর্ব্বোত্তমত্বেন বিদিতে শনৈঃ শনৈঃ পরাপি ভক্তিঃ স্যাদিতি। এবমেব বক্ষ্যতি। যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানামিত্যাদিনা মদ্ভক্তিং লভতে পরামিত্যন্তেন ॥ ১১ ॥

মধুসূদন।—অথ বহির্ব্বিষয়াকৃষ্টচেতস্ত্বাদেতন্মৎকর্ম্মপরত্বমপি কর্ত্তুং ন শক্নোষি ততো মদ্‌যোগং মদেকশরণত্বমাশ্রিতঃ ময়ি সর্ব্বকর্ম্মসমর্পণং মদ্‌যোগস্তং বাশ্রিতঃ সন্ যতাত্মবান্ যতঃ সংযতঃ সংযতসর্ব্বেন্দ্রিয়ঃ আত্মবান্ বিবেকী চ সন্ সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং কুরু ফলাভিসন্ধিং ত্যজ ইত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

নীলকণ্ঠ।—মদ্‌যোগং শ্রবণাদৌ নিষ্ঠাং তর্হি পূর্ব্বোক্তং শ্রৌতস্মার্ত্ত সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং কুরু ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ।—এতদপি কর্ত্তুমশক্তশ্চেত্তর্হি মদ্‌যোগ মাশ্রিত ময়ি সর্ব্বকর্ম্মসমর্পণং মদ্‌যোগস্তমাশ্রিতঃ সন্ সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং প্রথমষট্‌কোক্তং কুরু। অয়মর্থঃ প্রথমষট্‌কে ভগবদর্পিত নিষ্কর্ম্ম যোগ এব মোক্ষোপায় উক্তঃ। দ্বিতীয়ষট্‌কেঽস্মিন্ ভক্তিযোগে এব ভগবৎ প্রাপ্ত্যুপায় উক্তঃ। সচ ভক্তিযোগো দ্বিবিধঃ ভগবন্নিষ্ঠোঽন্তঃকরণ ব্যাপারো বহিষ্করণ ব্যাপারশ্চ। তত্র প্রথমস্ত্রিবিধঃ স্মরণাত্মকো মননাত্মকশ্চ অথ গুস্মরণাসামর্থ্যে তদনুরাগিনাং তদভ্যাসরূপশ্চ ইতি ত্রিক এবায়ং মন্দধিয়াং দুর্গমঃ সুধিয়াং নিরপরাধানাস্তু সুগম এব। দ্বিতীয়ঃ শ্রবণকীর্ত্তনাত্মকস্তু সর্ব্বেষাং এব সুগম এবোপায়ঃ। এবমুভয়োপায়বন্তোঽধিকারিণঃ সর্ব্বতঃ প্রকৃষ্টা দ্বিতীয়ষট্‌কেঽস্মিন্নুক্তাঃ। এতৎকৃত্যাঽসমর্থাঃ ইন্দ্রিয়াণাং ভগবন্নিষ্ঠীকৃতাব শ্রদ্ধালবশ্চ ভগবদর্পিত নিষ্কামকর্ম্মিণঃ প্রথমষট্‌কোক্তাধিকারিণোঽস্মান্নিকৃষ্টা এবেতি ॥ ১১ ॥

ক্রোধ সহকারে তাঁহাকে বিবিধ প্রকারে ভর্ৎসনা করিয়া অবশেষে শাপ প্রদান করিলেন, "তুমি যেমন আমার প্রতি পাষাণবৎ ব্যবহার করিয়াছ, তোমাকে সেইমত পাষাণরূপে পৃথিবীতে অবস্থান করিতে হইবে।" এইরূপ শাপ প্রদান করিয়া তুলসী রোদন করিতে লাগিলেন। তখন করুণাময় শ্রীহরি তুলসীকে সান্ত্বনা করতঃ কহিলেন, "সাধ্বি! তুমি আমাকে লাভ করিবার জন্য বহুকাল তপস্যা করিয়াছিলে। এক্ষণে আমি তোমাকে সেই তপস্যার ফল প্রদানের জন্য আগমন করিয়াছি। অধুনা তুমি এই দেহ পরিত্যাগ করিয়া গোলোকমণ্ডলে নিরন্তর আমার সহিত অবস্থান করিবে। তোমার এই দেহ পবিত্র গণ্ডকী নদীতে পরিণত হইবে, এবং উহার পবিত্র সলিলে জীবের সর্ব্বপাপ বিধৌত হইবে। তোমার এই কেশজাল ধরাধামে বৃক্ষরূপে উৎপন্ন হইবে, এবং তোমার কেশসম্ভূত বলিয়া উহা তুলসী নামে অভিহিত হইবে।" এই বলিয়া ভগবান্ তুলসীর মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

তাৎপর্য্য।—ভক্তবৎসল ভগবানের অনুকম্পার সীমা নাই। দুর্লভ ভগবত্তত্ত্ব পরিজ্ঞানের নিমিত্ত কৃপাসহকারে তিনি বিবিধ উপায়ের নির্দ্দেশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এই মরলোকের মানবগণ নানা প্রকার আকর্ষণে আকৃষ্ট, বিবিধ মোহপাশে বদ্ধ, নিরুদ্ধনেত্র বলীবর্দ্দের ন্যায় তাহারা বারংবার একই পথে যাতায়াত করিতেছে। সুখের আকাঙ্ক্ষায়, শান্তির লালসায়, তৃপ্তির কামনায় তাহারা অসার! অলীক ভোগসুখকে পরম পদার্থ জ্ঞানে নিরন্তর আলিঙ্গন করিতেছে। কিন্তু যে পরম তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইলে পূর্ণানন্দের অধিকার লাভ করা যায়, যে ভগবৎ প্রসন্নতা অর্জ্জন করিতে পারিলে নিত্যসুখের অধিকারী হওয়া যায়, মায়ামোহাচ্ছন্ন মানব সে পথে পর্য্যটন করিতে প্রবৃত্ত হইতেছে না। সদ্‌গুরুর অভাবে, সংসর্গের দোষে, কুশিক্ষার তাড়নায়, অসদ্দৃষ্টান্তের অনুকরণে ভ্রমান্ধ মানবগণ অসত্যের ঘনারণ্যে দিগ্‌ভ্রান্ত হইয়া আর্ত্তনাদ করিতেছে। শীতলতার আকাঙ্ক্ষায় তুহিনভ্রমে বহ্নিকে চর্ব্বণ করিতেছে; সুবর্ণের প্রত্যাশায় তাহারা ভস্মকে সযত্নে পরিরক্ষণ করিতেছে; এবং সুধাভ্রমে তাহারা পূতিগন্ধপরিপ্লুত অপেয় পান করিতেছে। বসুন্ধরার অপরিসীম সৌভাগ্য বলে শ্রীভগবান্ স্বয়ং নিজরূপে দ্বাপরযুগাবসানকালে বসুদেবসুতরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কেবল তাঁহার আবির্ভাবমাত্রই ধরাধামের পক্ষে অতুলনীয় সৌভাগ্য বলিতে হইবে। কিন্তু সেই কৃপাসিন্ধু দীনবন্ধু কেবল নিজরূপে প্রকটিত হইয়াই ক্ষান্ত হন নাই; কেবল আলৌকিক অতুলনীয় লীলা প্রকাশ দ্বারা মহদ্দৃষ্টান্তাবলীর পরিস্থাপন করিয়াই তিনি বিরত হন নাই। অধিকন্তু সেই বিশ্বেশ্বর জগন্নাথ স্বয়ং ভক্তোত্তম ভাগ্যবানুত্তম শিষ্য অর্জ্জুনকে অবলম্বন করিয়া গুরুপদবী গ্রহণ করিয়াছেন, এবং তদুপলক্ষে যে যে উপদেশাবলী প্রদান করিয়াছেন, ভ্রমাচ্ছন্ন মানব একবারও তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিলে চিরদিনই সদ্‌গতি দেখিতে পাইবে। সার ও অসার

যথা ;—"স্বর্গে মর্ত্তে চ পাতালে বৈকুণ্ঠে মম সন্নিধৌ। ভবন্তু তুলসীবৃক্ষা বরাঃ পুষ্পেষু সুন্দরি!। গোলোকে বিরজা তীরে রাসে বৃন্দাবনে ভুবি। ভাণ্ডীরে চম্পকবনে রম্যে চন্দনকাননে। মাধবী কেতকী কুন্দমল্লিকা মালতীবনে। ভবন্ত তরবস্তত্র পুণ্যস্থানেষু পুণ্যদা। তুলসী তরুমূলে চ পুণ্যদেশে সুপুণ্যদে। অধিষ্ঠানস্ত তীর্থানাং সর্ব্বেষাঞ্চ ভবিষ্যতি। তত্রৈব সর্ব্বদেবানাং সমাধিষ্ঠানমেব চ। তুলসী পত্রপতন প্রাপ্তো যশ্চ বরাননে। স স্নাতঃ সর্ব্বতীর্থেষু সর্ব্ব যজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ। তুলসীপত্রতোয়েন যোঽভিষেকং সমাচরেৎ।

বিনির্ণয়ে সক্ষম হইবে ; এবং সত্যের সুনির্ম্মল মূর্ত্তি তাহার নয়ন সমক্ষে দেদীপ্যমান হইবে। শ্রীভগবানের মুখনিঃসৃত অমৃতরস পরিপূরিত পরম পবিত্র, গীতাশাস্ত্র আমূল শ্রীভগবানের অতুলনীয় উপদেশমালায় পরিপূরিত। যে ব্যক্তি যেরূপ অধিকারী, যাহার জীবনের কর্ম্ম ও সুযোগ যেরূপ সাধনার অনুকূল ; যাহার জ্ঞান ও নিষ্ঠা যতদূর অগ্রসর, তৎসমস্ত বিচার করিয়া সর্ব্ববিচারকের বিচারক জগদ্‌গুরু এই পরম গ্রন্থে যথোপযুক্ত তত্ত্বপথ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অর্জ্জুন কেবল লক্ষ্য মাত্র। যদি কেবল অর্জ্জুনকে সৎপথ প্রদর্শন করাই একমাত্র উদ্দেশ্য হইত, তাহা হইলে পুনঃপুনঃ বিবিধ উপায়ের নির্দ্দেশ করিবার প্রয়োজন হইত না। যে ভাগ্যবান্ ব্যক্তি ভগবানের নিত্য সহচর ও পার্শ্বদ, যে সুকৃতিশালী বীর নারায়ণের অভিন্নহৃদয় বন্ধুরূপে পরিগণিত, যে মহাত্মা নিরন্তর কৃপাসিন্ধু শ্রীনিবাসের সহিত ক্রীড়া কৌতুকাদিতে প্রমত্ত, তাঁহার সদ্গতিও মুক্তি সঙ্গে সঙ্গেই নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। সাধনার পরম লক্ষ্য যাহার সহিত অচ্ছেদ্য প্রেমসূত্রে নিবদ্ধ, সে অর্জ্জুনের আর সাধনার প্রয়োজন হয় না। তাঁহার আর শিক্ষার আবশ্যক নাই ; তাঁহার আর জ্ঞানের প্রয়োজনও নাই। সুতরাং স্পষ্টতঃ পরিদৃষ্ট হইতেছে যে, অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া বসুন্ধরার পাপতাপক্লিষ্ট অধঃপতিত মানবকুলের উদ্ধার কামনায় শ্রীভগবান্ এই সকল তত্ত্বকথার সারস্বরূপ, সকল জ্ঞানের ভাণ্ডার স্বরূপ, সকল জ্ঞাতব্যের পেটিকা স্বরূপ গীতারূপ পরম শাস্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

ভগবদ্‌প্রাপ্তির বিবিধ উপায় তিনি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু অনেকেই হয়তো তত্তাবৎ অবলম্বনে অশক্ত। এইরূপ বিবেচনার বশবর্ত্তী হইয়া সেই করুণাময় নারায়ণ আবারও উপায়ান্তরের নির্দ্দেশ করিতে উদ্যত হইতেছেন। পূর্ব্বশ্লোকে যেরূপ ভগবদুদ্দেশ্যে কর্ম্ম সাধনের উপায় বিহিত হইয়াছে, যে ব্যক্তির তাহাতেও সাধ্য না হইবে, তাঁহার পক্ষে উপায় কি ? ইত্যাকার আশঙ্কিত প্রশ্নের উত্তরস্বরূপে এই শ্লোক অবতারিত হইয়াছে।

সুধাঘট সহস্রেণ সা তুষ্টি র্ন ভবেদ্ধরেঃ। সা চ তুষ্টির্ভবেন্নৃণাং তুলসীপত্রদানতঃ। গবাময়ুতদানেন যৎফলং লভতে নরঃ। তুলসীপত্রদানেন তৎফলং লভতে সতি !। তুলসীপত্রতোয়ঞ্চ মৃত্যুকালে চ যো লভেৎ। স মুচ্যতে সর্ব্বপাপাৎ বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি। নিত্যং যস্তুলসী তোয়ং ভুঙ্‌ক্তে ভক্ত্যা চ যো নরঃ। স এব জীবন্মুক্তশ্চ গঙ্গাস্নানফলং লভেৎ! নিত্যং যস্তুলসীং দত্বা পূজয়েন্মাঞ্চমানবঃ। লক্ষাশ্বমেধজং পুণ্যং লভতে নাত্র সংশয়ঃ।

শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, যদি পূর্ব্বকথিত রূপ কর্ম্মানুষ্ঠানে সমর্থ না হও, তাহা হইলে সর্ব্বতোভাবে মদাশ্রিত হইয়া সর্ব্ব কর্ম্মের ফলকামনা পরিত্যাগ কর। কর্ম্মের ফল মুখ্য ও গৌণ, দৃষ্ট ও অদৃষ্ট ভেদে বিবিধ। কোন কর্ম্মের ফল কর্ম্ম সম্পাদনের সঙ্গে সঙ্গেই ঘটিয়া থাকে। কোন কর্ম্মের ফল হয়তো বহু কালান্তরে উপস্থিত হয়। ক্ষুন্নিবৃত্তি রূপ ফল আহারের সঙ্গে সঙ্গেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। ব্যাধি শান্তিরূপ ফল ঔষধ সেবনের সঙ্গে সঙ্গে অথবা বিলম্বে উপস্থিত হয়। সকল সময়ে সকল কর্ম্মের ফলাফল দেখিতে বা বুঝিতে পারি না। কিন্তু কর্ম্মমাত্রই ফলপ্রসূ। দানাদি সৎকর্ম্ম, ভগবদর্চ্চনাদি কর্ত্তব্য কর্ম্ম সকলই যথাসময়ে যথোপযুক্ত ফল প্রদান করিয়া থাকে। কর্ম্মের কোন কোন ফল প্রত্যক্ষ; কোন কোন ফল বা অপ্রত্যক্ষ, অননুমেয় বা দুর্জ্ঞেয়। যেরূপই হউক ফলাভিসন্ধি পরিত্যাগ করিয়া মানবগণ প্রায়ই কর্ম্মানুষ্ঠান করে না, বা করিতে পারে না। ইত্যাকার ফলাভিসন্ধি সহকৃত কর্ম্ম প্রায়ই হৃদয়ের দুর্ব্বলতার পরিচায়ক। আমরা দান করি, গৌরব ও যশের প্রত্যাশায়; পরোপকারে প্রবৃত্ত হই, সুখ্যাতির লোভে; মহা আড়ম্বরে পূজা ও উৎসবাদি সম্পাদন করিয়া আত্মাভিমান ও অহঙ্কারের পরিচয় প্রদান করি। ইত্যাকার সর্ব্ব কর্ম্মই ফলাভিসন্ধি পরিপূরিত ও সঙ্কীর্ণতার পরিচায়ক। এইরূপ ফলাভিসন্ধি উন্নতি ও সদ্গতির একান্ত প্রতিকূল। এই জন্যই শ্রীভগবান্ এ স্থলে নির্দ্দেশ করিতেছেন যে, সংযতেন্দ্রিয় এবং বিবেকবান্ হইয়া সর্ব্বকর্ম্মের ফল কামনা পরিহার কর। অনুষ্ঠীয়মান অগ্নিহোত্রাদি (৪৩০। ৬৪০ পৃষ্ঠার টীপ্পনী দ্রষ্টব্য) বেদবিহিত কর্ম্ম অথবা লৌকিক যাবতীয় কর্ম্ম ফলাভিসন্ধি পরিত্যাগপূর্ব্বক সম্পাদন করিতে প্রবৃত্ত হও। শ্রীভগবান্ পূর্ব্বে বলিয়াছেন, "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে ম ফলেষু কদাচন" (২য় অধ্যায় ৪৭ শ্লোকের তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য) দ্বিতীয়াদি কতিপয় অধ্যায়ে কর্ম্মফলের বিস্তারিত আলোচনা হইয়াছে। বস্তুতঃ কর্ম্মফলাভিসন্ধি পরিহার করাই নিঃশ্রেয়স লাভের প্রধান ও

। তুলসীং স্বকরে ধৃত্বা দেহে ধৃত্বা চ মানবঃ। প্রাণাংস্ত্যজতি তীর্থেষু বিষ্ণুলোকংস গচ্ছতি। তুলসীকাষ্ঠ নির্ম্মাণ মালাং গৃহ্লাতি যো নরঃ। পদে পদেঽশ্বমেধস্য লভতে নিশ্চিতং ফলং। তুলসীং স্বকরে ধৃত্বা স্বীকারম্ যো ন রক্ষতি। স যাতি কালসূত্রঞ্চ যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ। করোতি মিথ্যাশপথং তুলস্যা যো হি মানবঃ। স যাতি কুম্ভীপাকঞ্চ যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ। তুলসীতোয়কণিকাং মৃত্যুকালে চ যো লভেৎ। রত্নযানং সমারুহ্য বৈকুণ্ঠং

প্রথম সোপান। এই জন্যই এস্থলে ভগবান্ মানবকুলের প্রতি ইন্দ্রিয়গ্রামকে বিষয় ভোগ হইতে প্রত্যাহৃত করিয়া এবং ভ্রমবুদ্ধি পরিবর্জ্জন পূর্ব্বক চিত্তকে বিবেক বলে বলীয়ান করিয়া অনুষ্ঠীয়মান কর্ম্মের ফলকামনা পরিত্যাগ করিতে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। রসনা যদি নিরন্তর সুখস্বাদু পদার্থ ভোগের কামনা করে, শ্রুতি যুগল যদি অবিরত কোকিলকণ্ঠ গায়কের সঙ্গীতালাপ শ্রবণ করিতে অভিলাষী থাকে, দেহ যদি নিয়ত সুকোমল সুখস্পর্শ দ্রব্যের সহিত সংস্পৃষ্ট হইতে কামনা করে, এবং মানব যদি স্রক্ চন্দন বনিতাদি উপভোগের নিমিত্ত লালায়িত থাকে, তাহা হইলে তাহার সকল অধ্যবসায় এই সকল হীন বিনাশী আশু ফলপ্রদ ইতর সুখোপভোগেই পর্য্যবসিত হইবে। সুতরাং ইন্দ্রিয়গ্রামকে বিষয় রূপ কূপ হইতে উদ্ধার করিয়া তাহাদিগের উচ্ছৃঙ্খল ও উদ্দামগতি নিবারণ করিয়া আয়ত্তাধীন করা উন্নতিকামী মানবের পক্ষে প্রধান ও প্রথম প্রয়োজন। তজ্জন্য বিবেক বলের সাহায্য একান্ত আবশ্যক। বিবেকরূপ পবিত্রানল সংস্পর্শে অসার পদার্থ ভস্মীভূত হইয়া যাইবে, এবং সারবস্তুর স্বর্ণকান্তি ভাস্বররূপে প্রতিভাত হইবে। বিবেক বুঝাইয়া দিবে, ভ্রান্ত মানব! তুমি কাঞ্চন ভ্রমে কাচের যত্ন পরিত্যাগ কর, অবস্তুর সন্ধান পরিহার করিয়া সদ্বস্তুর পরিগ্রহ কর। এইরূপ বিবেক সহকারে জ্ঞান করিতে হইবে যে, জগতে যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেছি, তৎসমস্তই শ্রীভগবানের ইচ্ছায় ও আদেশে সম্পাদিত হইতেছে। তত্তাবতের ফলাফলে আমাদের কোন অধিকার নাই, এবং তাহাতে কোন প্রয়োজনও নাই। এইরূপ ভাবে কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া তাহার ফলাফল ভগবানে অর্পণ করিতে পারিলে শ্রীভগবানের প্রসাদে মানবকুল কৃতার্থতা লাভ করিবেন।

মনুষ্য মাত্রেরই হৃদয়ে অল্পাধিক পরিমাণে বিবেকের অস্তিত্ব আছে। কুপ্রবৃত্তি, কুসংসর্গ প্রভৃতির প্রাবল্যে সেই বিবেকের তেজ ক্রমশঃ মন্দীভূত ও নির্ব্বাপিত হইয়া যায়। এক কালে নির্ব্বাপিত হইলেও বিবেকের পুন-

---

স প্রযাতি চ। পূর্ণিমায়াং অমাবাস্যাং দ্বাদশ্যাং রবি সংক্রমে। তৈলাভ্যঙ্গে চ স্নাতে চ মধ্যাহ্নে নিশিসন্ধ্যয়োঃ। অশৌচে শুচিকালে বা রাত্রিবাসান্বিতা নরাঃ। তুলসীং যে চ ছিন্দন্তি তে ছিন্দন্তি হরেঃশিরঃ। ত্রিরাত্রং তুলসীপত্রং শুদ্ধং পর্য্যুষিতং সতি। শ্রাদ্ধে ব্রতে বা দানে বা প্রতিষ্ঠায়াং সুরার্চ্চনে। ভূগতং তোয়পতিতং যদ্দত্তং বিষ্ণবে সতি। শুদ্ধন্তু তুলসীপত্রং ক্ষালনাদন্যকর্ম্মণি।.. বৃন্দাং বৃন্দাবনীং বিশ্বপাবনীং বিশ্বপূজিতাং। পুষ্পসারাং

রভ্যুদয় অসম্ভব নহে। সৎসঙ্গ ও সদ্দৃষ্টান্ত দ্বারা কদাচিৎ সেই নির্ব্বাপিত বিবেকও পুনরায় উদ্দীপ্ত হইয়া মানবের হৃদয়কে আলোকিত করে। সেই সমুচিত সুযোগে যদি হতভাগ্য মানব বিবেকের তাড়না অগ্রাহ্য না করিয়া, অসদনুষ্ঠানে পুনঃ প্রমত্ত না হইয়া সৎপথের অন্বেষণ করিতে ব্যাকুল হয়; তাহা হইলে ক্রমশঃ ক্ষীণ বিবেকের জ্যোতি উত্তরোত্তর অধিকতর উত্তেজিত হইতে থাকে, এবং তাহার পাপান্ধকারাচ্ছন্ন জীবন সমুজ্জ্বল করিয়া দেয়। সেই সুমধুর ক্ষণিকাগত বিবেক বাণীতে কর্ণপাত না করিয়া মানব স্ব স্ব অধোগতির পথ প্রশস্ত করিয়া লয়, এবং আপনার বিবেককে এক কালে অকর্ম্মণ্য ও নিস্তেজ করে। এই রূপ ক্ষণাগত বিবেকের উপদেশে যদি সে তৎক্ষণাৎ আপন কর্ত্তব্য স্থির করিতে আয়াসবান্ হয়, তাহা হইলেই ক্রমশঃ তাহার পরম কল্যাণ উপস্থিত হইতে থাকে। তাহা হইলে সে প্রথমতঃ কর্ম্মাকর্ম্মের বিচার নির্দ্ধারণে প্রবৃত্ত হয়। তদনন্তর সৎকর্ম্ম ও সদনুষ্ঠানেই তাহার প্রবৃত্তি হয়। অনন্তর কর্ম্মফলে তাহার অনাসক্তি জন্মে; এবং তৎপরে জ্ঞান ও পরমভক্তি লাভ করিয়া সে ধন্য হয়। শাস্ত্রেও কথিত হইয়াছে, "স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ। বিমুচ্য নির্ম্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে। ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।" "সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাং॥" ইত্যাদি। ইহার ভাবার্থ এই যে, অনুষ্ঠিত কর্ম্মের দ্বারা ভগবানের অর্চ্চনা করিতে করিতে মানব সিদ্ধি লাভ করে। মমতা শূন্য ও শান্ত প্রকৃতিক হইয়া ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হয়। তাদৃশ ব্রহ্মত্বপ্রাপ্ত প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তির আর কোন শোক বা কামনা থাকে না। অপিচ তিনি সর্ব্বত্র সমদর্শী হইয়া আমার পরাভক্তি লাভ করিয়া থাকেন ॥ ১১ ॥

নন্দিনীং চ তুলসীং কৃষ্ণজীবনীং। এতন্নামাষ্টকঞ্চৈতৎ স্তোত্রং নামার্থসংযুতং। যঃ পঠেত্তাঞ্চ সংপূজ্য সোঽশ্বমেধফলং লভেৎ। কার্ত্তিকা পূর্ণিমায়াঞ্চ তুলস্যা জন্ম মঙ্গলং। তত্র তস্যাশ্চ পূজা চ বিহিতা হরিণা পুরা। তস্যাং যঃ পূজয়েত্তাঞ্চ ভক্ত্যা চ বিশ্বপাবনীং। সর্ব্বপাপাদ্বিনির্ম্মুক্তো বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি। কার্ত্তিকে তুলসীপত্রং বিষ্ণবে যো দদাতি চ। গবাময়ুতদানস্য ফল মাপ্নোতি নিশ্চিতং। অপুত্রো লভতে পুত্রং প্রিয়াহীনো লভেৎ প্রিয়াং। বন্ধু হীনো লভেৎ বন্ধুং স্তোত্রস্মরণমাত্রতঃ। রোগী প্রমুচ্যতে রোগাৎ বদ্ধো মুচ্যেত বন্ধনাৎ। ভয়ান্মুচ্যেত ভীতস্তু পাপান্মুচ্যেত পাতকী। ইত্যেবং কথিতং স্তোত্রং ধ্যানং পূজাবিধিং শৃণু। ত্বমেব বেদ জানাসি কাণ্ব শাখোক্তমেব চ। যদ্বক্ষ্যে পূজয়েত্তাঞ্চ ভক্ত্যা চাবাহনং বিনা। ধ্যাত্বা ষোড়শোপচারৈ ধ্যানং পাতকনাশনং।

শ্রেয়ো হি জ্ঞানমভ্যাসাজ জ্ঞানাদ্ধ্যানং বিশিষ্যতে।
ধ্যানাৎ কর্ম্মফলত্যাগস্ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্ ॥ ১২ ॥

অন্বয়।—অভ্যাসাৎ জ্ঞানং শ্রেয়ঃ (শ্রেষ্ঠং) হি, জ্ঞানাৎ ধ্যানং (নিদিধ্যাসনরূপং) বিশিষ্যতে (অতিশয়িতং ভবতি), ধ্যানাৎ কর্ম্মফলত্যাগং, ত্যাগাৎ অনন্তরং (পরং) শান্তিঃ (সংসারোপশমঃ) [ভবতি] ॥ ১২ ॥

প্রতিশব্দ।—অভ্যাস-হইতে জ্ঞান শ্রেষ্ঠ, জ্ঞান-হইতে ধ্যান বিশিষ্ট, ধ্যান-হইতে কর্ম্মফল-ত্যাগ [শ্রেষ্ঠ] ত্যাগের পর শান্তি [হয়] ॥১২॥

ব্যাখ্যা।—অভ্যাসযোগ হইতে জ্ঞান শ্রেষ্ঠ; জ্ঞান হইতে ধ্যান শ্রেষ্ঠ এবং ধ্যান হইতে কর্ম্মফল ত্যাগ আরও শ্রেষ্ঠ। কারণ এই ত্যাগের পরই সংসারের শান্তি হইয়া থাকে ॥ ১২ ॥ ??

শঙ্করাচার্য্য।—ইদানীং সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং স্তৌতি। শ্রেয়োহি প্রশস্ততরং কস্মাদ-বিবেকপূর্ব্বকাদভ্যাসাত্তস্মাদপি জ্ঞানাৎ জ্ঞানপূর্ব্বকং ধ্যানং বিশিষ্যতে জ্ঞানবতোধ্যানাদপি কর্ম্মফলত্যাগো বিশিষ্যত ইতি অনুষজ্যতে এবং কর্ম্মফলত্যাগাৎ পূর্ব্বং বিশেষণবতঃ শান্তিরুপশমঃ সহেতুকস্য সংসারস্যানন্তরমেব স্যান্নতু কালান্তরমপেক্ষতে অজ্ঞস্য কর্ম্মণি প্রবৃত্তস্য পূর্ব্বোপদিষ্টোপায়ানুষ্ঠানাশক্তৌ সর্ব্বকর্ম্মণাং ফলত্যাগঃ শ্রেয়ঃসাধনমুপদিষ্টং ন প্রথমমেবাতশ্চ শ্রেয়োহি জ্ঞানমভ্যাসাদুত্তরোত্তরোবিশিষ্টত্বোপদেশেন সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগঃ স্তূয়তে সম্পন্নসাধনানুষ্ঠানাশক্তাবনুষ্ঠেয়ত্বেন শ্রুতত্বাৎ কেন সাধর্ম্মোণ স্তুতিঃ যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্ত ইতি সর্ব্বকামপ্রহাণাদমৃতত্বমুক্তং তৎপ্রসিদ্ধং, কামাশ্চ সর্ব্বে শ্রৌতস্মার্ত্তসর্ব্বকর্ম্মণাং ফলানি তত্ত্যাগে চ বিদুষো ধ্যাননিষ্ঠস্যানন্তরৈব শান্তিরিতি সর্ব্বকামত্যাগসামান্যমজ্ঞস্য সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগস্যাস্তীতি

তুলসী পুষ্পসারাঞ্চ সতীং পূজ্যাং মনোহরাং। কৃৎস্নপাপেন্ধদাহায় জ্বলদগ্নিশিখোপমাং। পুষ্পেষু তুলনাপ্যস্যা নাসীদ্দেবীষু সা মুনে।। পবিত্ররূপা সর্ব্বাসু তুলসী সা চ কীর্ত্তিতা। শিরোধার্য্যাঞ্চ সর্ব্বেষামীপ্সিতাং বিশ্বপাবনীং। জীবন্মুক্তাং মুক্তিদাঞ্চ ভজে তাং হরিভক্তিদাং। ইতি ধ্যাত্বা চ সংপূজ্য স্তুত্বা চ প্রণমেদ্বুধঃ ॥" ইহার ভাবার্থ যথা; হে সুন্দরি! স্বর্গে, মর্ত্তে, পাতালে, বৈকুণ্ঠে, আমার নিকটে এবং গোলোক, বিরজা তীর, বৃন্দাবন প্রভৃতি পুণ্যতীর্থধামে, ভাণ্ডীর চম্পক চন্দনাদি পবিত্র কাননে ও অন্যান্য যাবতীয় পুণ্যভূমিতে তুলসী পুণ্যদায়িনী এবং সকল পুষ্পের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্ত্তিত হইবে। পৃথিবীতে যত তীর্থ আছে, সমস্তই তুলসী তরুমূলে অধিষ্ঠিত হইবে। অধিক কি, যে স্থানে তুলসীপত্র পতিত থাকিলে, সেই স্থানে সমস্ত দেবতা অধিষ্ঠিত বলিয়া জানিবে। যে ব্যক্তি তুলসী পত্রমিশ্রিত জলে অভিষিক্ত হইবে, সে অনায়াসে সর্ব্বতীর্থ স্নানের পুণ্য ও

তৎসামান্যাৎ সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগস্তুতিরিয়ং প্ররোচনার্থং যথাগস্ত্যেন ব্রাহ্মণেন সমুদ্রঃ পীত ইদানীন্তনাঃ অপি ব্রাহ্মণা ব্রাহ্মণত্বসামান্যাৎ স্তূয়ন্তে এবং কর্ম্মফলত্যাগাৎ কর্ম্মযোগস্য শ্রেয়ঃসাধনত্বমভিহিতং, অত্র চাত্মেশ্বরভেদমাশ্রিত্য বিশ্বরূপঈশ্বরে চেতঃসমাধানলক্ষণো যোগ উক্ত ঈশ্বরার্থং কর্ম্মানুষ্ঠানাদি চাথৈতদপ্যশক্তোঽসীত্যজ্ঞানকার্য্যসূচনান্নাভেদদর্শিনোঽক্ষরোপাসকস্য কর্ম্মযোগ উপপদ্যতে ইতি দর্শয়তি, তথা কর্ম্মযোগিনোঽক্ষরোপাসনানুপপত্তিং দর্শয়তি ভগবান্, তে প্রাপ্নুবন্তি মামেবেত্যক্ষরোপাসকানাং কৈবল্যপ্রাপ্তৌ স্বাতন্ত্র্যমুক্ত্বেতরেষাং পারতন্ত্র্যমীশ্বরাধীনতাং দর্শিতবাংস্তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তেতি, যদি হীশ্বরস্যাত্মভূতাস্তে মতা অভেদদর্শিত্বাদক্ষররূপা এব তে ইতি সমুদ্ধরণকর্ম্মবচনন্তান প্রত্যপেশলং স্যাদ্যস্মাচ্চার্জ্জুনস্যাত্যন্তমেব হিতৈষী ভগবাংস্তস্য সম্যগ্দর্শনান্বিতং কর্ম্মযোগং ভেদদৃষ্টিমন্তমেবোপদিশতি ন চাত্মানমীশ্বরং প্রমাণতোবুদ্ধ্বা কস্যচিদ্গুণভাবং জিগমিষতি কশ্চিৎ বিরোধাৎ, তস্মাদক্ষরোপাসকানাং সম্যগ্দর্শননিষ্ঠানাং সন্ন্যাসিনাং ত্যক্তসর্ব্বৈষণানাং অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানামিত্যাদি ধর্ম্মপূগং সাক্ষাদমৃতত্বকারণং বক্ষ্যামীতি প্রবর্ত্ততে ॥ ১২ ॥

আনন্দগিরি।—উত্তরশ্লোকতাৎপর্য্যমাহ ইদানীমিতি। জ্ঞানম্ শব্দযুক্তিভ্যামাত্মনিশ্চয়ঃ অভ্যাসো জ্ঞানার্থশ্রবণাভ্যাসো নিশ্চয়পূর্ব্বকো ধ্যানাভ্যাসো বা তস্য বিশিষ্যমাণত্বে সাক্ষাৎকারো হেতুস্ত্যাগস্য বিশিষ্টত্বে হেতুমাহ এবমিতি। প্রীণাতু ভগবানিতি তস্মিন্ কর্ম্মসংন্যাসপূর্ব্বকমিত্যর্থঃ। পূর্ব্ববিশেষণবতো নিয়তচিত্তস্য পুংসো যথোক্তত্যাগাদিত্যর্থঃ। অনন্তরমেবেত্যুক্তম্ ব্যনক্তি নত্বিতি। ন তু কর্ম্মফলত্যাগস্য সদ্যঃ শান্তিকরত্বে সম্যগ্ধীরেব তথেতি শ্রুতিস্মৃতি প্রসিদ্ধির্ব্বিরুধ্যেত তত্রাহ অজ্ঞস্যেতি। দীর্ঘেণ কালেনাদরনৈরন্তর্য্যানুষ্ঠিতাদ্ধ্যানদ্বস্তুসাক্ষাৎকারদ্বারা সংসারদুঃখোপশান্তেস্তথাবিধাদ্ধ্যানাত্ত্যাগস্য বিশিষ্টত্বোক্তেস্তদীয়স্তুতিরত্রেষ্টেত্যাহ অতশ্চেতি। তত্র হেতুমাহ সম্পন্নেতি। সম্পন্নানি প্রাপ্তানি সাধনান্যক্ষরোপাসনাদীনি তেষাং মধ্যে পূর্ব্বপূর্ব্বস্যানুষ্ঠানাশক্তাবুত্তরোত্তরস্য অনুষ্ঠেয়ত্বেনোপদেশাত্ত্যাগে চোপদেশপর্য্যবসানাদিত্যর্থঃ। ত্যাগে বিশিষ্টত্ববচনস্য কেন সাধর্ম্ম্যেণ তং প্রতি স্তুতিত্বমিতি পৃচ্ছতি কেনেতি। উত্তরমাহ যদেতি। অমৃতত্বমুক্তং অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতোভবতীতি শেষাদিতিশেষঃ। কামপ্রহাণস্যামৃতত্বার্থত্বমথাকাময়মান ইত্যাদাবপি সিদ্ধমিত্যাহ তদিতি। কামত্যাগস্যামৃতত্বহেতুত্বেপি কথম্ কর্ম্মফলত্যাগস্য তদ্ধেতুত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ

সর্ব্বযজ্ঞদীক্ষার ফল প্রাপ্ত হইতে পারিবে। তুলসীপত্র দান করিয়া মানব শ্রীহরির যেরূপ প্রীতিলাভ করিবে, সুধাপূর্ণ সহস্র ঘট দানেও সেরূপ ভগবৎ প্রসাদ লাভ করিতে সক্ষম হইবে না। হে সতি! অযুত গোদানে যে ফল, একমাত্র তুলসীপত্র দানের ফলের অপেক্ষা তাহা কথনই অধিক নহে। মৃত্যুকালে যে ব্যক্তি তুলসীপত্র যুক্ত জল পান করে, সে অনায়াসে শমনভীতি হইতে মুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করে। ভক্তিযুক্ত হইয়া তুলসীপত্র মিশ্রিত জলপান করিলে মানব গঙ্গাস্নানের ফল লাভ করে, এবং জীবন্মুক্ত হয়। যে ব্যক্তি ভক্তি সহকারে তুলসীপত্র দ্বারা আমার অর্চ্চনা করিবে, সে লক্ষ লক্ষ অশ্বমেধের ফললাভ করিতে পারিবে। মানব স্বীয়দেহে তুলসীপত্র ধারণ করিয়া তীর্থক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিলে বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। যে ভক্ত তুলসী কাষ্ঠ নির্ম্মিত মালা পরিধান করে সে পদে পদে অশ্বমেধের ফললাভে সমর্থ হয়। কিন্তু যে মানব

কামাশ্চেতি। কর্ম্মফলত্যাগাদেব শান্তিশ্চেৎ জ্ঞাননিষ্ঠোপেক্ষিতেত্যাশঙ্ক্যাহ তত্ত্যাগে চেতি। তথাপি কথমস্য কর্ম্মফলত্যাগস্তুতিরিত্যাশঙ্ক্যাহ ইতিসর্ব্বেতি। বিদ্বাবত্ত্যাগবদবিদ্বত্ত্যাগস্যাপি ত্যাগত্ববিশেষাদ্বিশিষ্টত্বোক্তির্যুক্তেতি স্তুতিমুপসংহরতি ইতি তৎসামান্যাদিতি। কিমর্থাস্তুতিরিত্যাশঙ্ক্য ত্যাগে রুচিমুৎপাদ্য প্রবর্ত্তয়িতুমিত্যাহ প্ররোচনার্থেতি। ত্যাগস্তুতিম্ দৃষ্টান্তেন স্পষ্টয়তি যথেতি ফলত্যাগঃ শ্রেয়োহেতুশ্চেৎ কর্ম্মত্যাগাদপি ফলত্যাগসিদ্ধেরলম্ কর্ম্মানুষ্ঠানেনেত্যাশঙ্ক্যাহ এবং কর্ম্মেতি। ফলাভিলাষম্ ত্যক্ত্বা কর্ম্মানুষ্ঠানস্যার্পিতস্যেশ্বরে শ্রেয়োহেতুতয়া বিবক্ষিতত্বান্নানুষ্ঠানানর্থক্যমিত্যর্থঃ। সম্প্রত্যষ্টৈত্যাত্মবতারয়িতুম্ বৃত্তম্ কীর্ত্তয়তি অত্র চেতি। তয়োশ্চেদাত্যান্তিকোহভেদো ন তর্হি ঈশ্বরে মনঃসমাধানরূপো যোগোহত্যন্তাভেদে ধ্যাতৃধ্যেয়ত্বাভাবাৎ ন চাত্যন্তাভেদে কর্ম্মানুষ্ঠানম্ তৎফলত্যাগোবা অপরস্য তদ্যোগাদিত্যর্থঃ। ভগবদুক্তিসামর্থ্যাদপি কর্ম্মযোগাদিনা ভেদদৃষ্টিমতো ভবতীত্যাহ অথেতি। অক্ষরোপাসকস্য কর্ম্মযোগাযোগবৎকর্ম্মযোগিনোঽক্ষরোপাসনানুপপত্তিরপি দর্শিতেত্যাহ তথেতি। অক্ষরোপাসকাঃ সম্যগ্ধীনিষ্ঠা যথাজ্ঞানম্ ভগবন্তমেবাপ্নুবন্তি ন তথা কর্ম্মিণঃ তথা চ কর্ম্মিণোনাক্ষরোপাসনসিদ্ধিরিত্যর্থঃ। ইতশ্চাক্ষরোপাসনম্ কর্ম্মানুষ্ঠানম্ ন চৈকত্র যুক্তমিত্যাহ অক্ষরেতি। নন্বক্ষরোপাসকবদন্যেষামপি ঈশ্বরাত্মতাবিশেষাৎ কুতস্তদধীনত্বম্ তত্রাহ যদীতি। কঃ যোগস্যাক্ষরোপাস্তেশ্চ যুগপদেকত্রাযোগে হেত্বন্তরমাহ যস্মাচ্চেতি। কুরু কর্ম্মৈবেত্যাদাবিতি শেষঃ। কিঞ্চাক্ষরোপাসকো বাক্যাদীশ্বরমাত্মানঞ্চেতি নাসৌ ক্রিয়ায়াং গুণত্বেন কর্ত্তৃত্বমনুভবতি গুণত্বেশ্বরত্বয়ো রেকত্র ব্যাঘাতাদতোঽপি নাক্ষরোপাসনম্ কর্ম্মানুষ্ঠানঞ্চৈকত্র যুক্তমিত্যাহ ন চেতি। অক্ষরোপাস্তিকর্ম্মযোগয়োরেকত্রাযোগে ফলিতমাহ তস্মাদিতি। অজ্ঞানাম্ কর্ম্মিণাম্ বক্ষ্যমাণধর্ম্মজাতস্য সাকল্যেনাযোগাদক্ষর নিষ্ঠানামেবেদমুচ্যতে অবিরুদ্ধাংশস্য তু সর্ব্বার্থত্বমিষ্টমেবেত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

রামানুজ।—অত্যর্থপ্রীতিবিরহিতাৎ কর্কশরূপাৎ স্মৃত্যভ্যাসাৎ অক্ষর যাথাত্ম্যানুসন্ধান পূর্ব্বকম্ তদাপরোক্ষ জ্ঞানমেবাত্মহিতত্বে বিশিষ্যতে আত্মা পরোক্ষজ্ঞানাদপ্যনিষ্পন্নরূপাত্তদুপায়ভূতাত্মধ্যানমেবাত্মহিতত্বে বিশিষ্যতে ধ্যানাদপ্যনিষ্পন্নরূপাত্তদুপায়ভূতম্ ফলত্যাগেনানুষ্ঠিতম্ কর্ম্মৈব বিশিষ্যতে অনভিসংহিতফলাদনুষ্ঠিতাৎ কর্ম্মণোঽনন্তরমেব নিরস্তপাপতয়া মনসঃ শান্তির্ভবিষ্যতি শান্তেন মনসাত্মনো ধ্যানম্ সংপৎস্যতে ধ্যানাচ্চ তদাপরোক্ষম্ তদাপরোক্ষ্যাৎ পরা ভক্তিরিতি ভক্তিযোগাভ্যাসাশক্তস্য আত্মনিষ্ঠৈব শ্রেয়সী আত্মনিষ্ঠস্যাপ্যশান্তমনসো নিষ্ঠা প্রাপ্তান্তর্গতাত্মজ্ঞানানভিসংহিতফল কর্ম্মনিষ্ঠৈব শ্রেয়সীত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

তুলসীপত্র ধারণ পূর্ব্বক প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহা পালন না করে, সে যাবৎ চন্দ্র সূর্য্য থাকিবে, তাবৎকাল, কালসূত্র নরকে বাস করিবে; এবং যে নরাধম তুলসী স্পর্শ করিয়া মিথ্যা শপথ করিবে সে চতুর্দ্দশ ইন্দ্রের স্থিতি কাল পর্য্যন্ত ঘোর কুম্ভীপাক নরকে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতে থাকিবে। যে মানব নিত্য কণিকা পরিমাণে তুলসী পত্রযুক্ত জল পান করিবে, সে অন্তে রত্ন যানে আরোহণ করিয়া বৈকুণ্ঠলোকে গমন করিতে সমর্থ হইবে। যে পূর্ণিমা, অমাবস্যা, দ্বাদশী ও সংক্রান্তি দিবসে তুলসীপত্র চয়ন করে, তৈল ম্রক্ষণ করিয়া বা স্নান করিয়া কিম্বা মধ্যাহ্নকালে, রাত্রিকালে বা সন্ধ্যা সময়ে অথবা অশুচিকালেই হউক বা শুচিকালেই হউক রাত্রিবাস

শ্রীধর।—তমিমং ফলত্যাগং স্তৌতি শ্রেয় ইতি। সম্যগ্‌জ্ঞানসহিতাদভ্যাসাদ্‌যুক্তিসহিতোপদেশপূর্ব্বকং জ্ঞানং শ্রেষ্ঠং, তস্মাদপি তৎপূর্ব্বকং ধ্যানং বিশিষ্টং "ততস্তু তংপশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মান" ইতি শ্রুতেঃ, তস্মাদপ্যুক্তলক্ষণঃ কর্ম্মফলত্যাগঃ শ্রেষ্ঠঃ, তস্মাদেবংভূতত্যাগাৎ কর্ম্মসু কৃতফলেষু চাসক্তিনিবৃত্ত্যা মৎপ্রসাদেন সমনন্তরমেব সংসারশান্তির্ভবতি ॥ ১২ ॥

বলদেব।—দুষ্করত্বাদপ্রমাদত্বাজ্‌জ্ঞানগর্ভত্বাচ্চানভিসংহিতং ফলম্‌ কর্ম্মযোগম্‌ স্তৌতি শ্রেয়ো হীতি। অভ্যাসাত্মসংস্মৃতিসাতত্যরূপাদনিষ্পন্নাজ্‌জ্ঞানম্‌ স্বাত্মসাক্ষাৎকৃতিরূপম্‌ শ্রেয়ঃ প্রশস্ততরম্‌। পরমাত্মোপলব্ধিদ্বারত্বাৎ জ্ঞানাচ্চ অস্মাদনিষ্পন্নাৎ সাধনভূতম্‌ ধ্যানম্‌ স্বাত্মচিন্তনলক্ষণম্‌ বিশিষ্যতে সহিতত্বে শ্রেয়ো ভবতি। ধ্যানাচ্চ তস্মাদনিষ্পন্নাৎ কর্ম্মফলত্যাগস্তস্মিন্‌ শ্রেয়ান্‌, ত্যক্তফলম্‌ কর্ম্মৈব প্রশস্ততরম্‌। ত্যাগাদনন্তরম্‌ শান্তিস্ত্যক্তফলাদনুষ্ঠিতাৎ কর্ম্মণোঽনন্তরং মনঃশুদ্ধিরিত্যর্থঃ। তথা চ শুদ্ধে মনসি ধ্যানম্‌ নিষ্পদ্যতে, নিষ্পন্নে ধ্যানে স্বসাক্ষাৎকৃতিরূপম্‌ জ্ঞানম্‌, জ্ঞানে নিষ্পন্নে তৎফলভূতম্‌ পরমাত্মজ্ঞানম্‌. তেন পরা ভক্তিঃ তদৈশ্বর্য্যপ্রধানস্য মম প্রাপ্তিরিতি দুর্গমোঽয়মুপায় ইতি ভাবঃ। ন চায়মর্জ্জুনম্‌ প্রত্যুপদেশস্তস্যৈকান্তিত্বাৎ। সনিষ্ঠা নিষ্কামকর্ম্মরতা হরিধ্যায়িনশ্চ স্বাত্মানমনুভূয় ততোঽভ্যুদিতয়া হরিবিষয়কয়া পারমৈশ্বর্য্যগুণয়া পরয়া ভক্ত্যা হরিম্‌ প্রেমাস্পদমনুভবন্তো বিমুচ্যন্তে ইতি গীতাশাস্ত্রার্থপদ্ধতিঃ কিন্ত্বেকান্তিত্বাসক্তম প্রতীতিবোধ্যং ॥ ১২ ॥

মধুসূদন।—ইদানীমত্রৈব সাধনবিধানপর্য্যবসানাদিমং সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং স্তৌতি। শ্রেয়ঃ প্রশস্ততরং হি এব জ্ঞানং শব্দযুক্তিভ্যামাত্মনিশ্চয়ঃ অভ্যাসাৎ জ্ঞানার্থশ্রবণাভ্যাসাৎ জ্ঞানাচ্ছ্রবণমননপরিনিষ্পন্নাদপি ধ্যানং নিদিধ্যাসনসংজ্ঞং বিশিষ্যতে অতিশয়িতং ভবতি সাক্ষাৎকারাব্যবহিতহেতুত্বাৎ তদেবং সর্ব্বসাধনশ্রেষ্ঠং ধ্যানং, ততোঽপ্যতিশয়িতত্বেনাজ্ঞকৃতঃ কর্ম্মফলত্যাগঃ স্তূয়তে ধ্যানাৎ কর্ম্মফলত্যাগোবিশিষ্যত ইত্যনুষজ্যতে, ত্যাগাৎ নিয়তচিত্তেন পুংসা কৃতাৎ সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগাৎ শান্তিরুপশমঃ সহেতুকস্য সংসারস্যানন্তরং অব্যবধানেন, নতু কালান্তরমপেক্ষতে। অত্র "যদাসর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদি স্থিতাঃ। অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতোভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুত ॥" ইত্যাদি শ্রুতিষু "প্রজহাতি যদা কামান্‌ সর্ব্বানি" ত্যাদি স্থিতপ্রজ্ঞলক্ষণেষু চ সর্ব্বকামত্যাগস্যামৃতত্বসাধনত্বমন্তর্গতং কর্ম্মফলানি চ কামাস্তত্ত্যাগোঽপি কামত্যাগত্বসামান্যাৎ সর্ব্বকামত্যাগফলেন স্তূয়তে। যথাগস্ত্যেন ব্রাহ্মণেন সমুদ্রঃ পীত ইতি যথা বা জামদগ্ন্যেন ব্রাহ্মণেন নিঃক্ষত্রা পৃথিবী কৃতেতি ব্রাহ্মণত্বসামান্যাদিদানীন্তনা অপি ব্রাহ্মণা অপরিমেয়পরাক্রমত্বেন স্তূয়ন্তে তদ্বৎ ॥ ১২ ॥

পরিধান করিয়া তুলসী আহরণ করে, সে ব্যক্তি শ্রীহরিরই মস্তকচ্ছেদন করে। শ্রাদ্ধ, ব্রত, দান, প্রতিষ্ঠা বা দেবার্চ্চন বিষয়ে ত্রিরাত্র পর্য্যুষিত (বাসি) তুলসী পত্রও শুদ্ধ; এবং নারায়ণের উদ্দেশে প্রদত্ত তুলসী ভূমিতে বা জলে পতিত হইলেও প্রক্ষালন মাত্রেই তাহা অন্যান্য কার্য্যে শুদ্ধ বলিয়া ব্যবহৃত হইবে।.........বৃন্দা, বৃন্দাবনী, বিশ্বপাবনী, বিশ্বপূজিতা, পুষ্পসারা, নন্দিনী, তুলসী, কৃষ্ণজীবনী এই অষ্টনামে যিনি তুলসীদেবীর স্তব

নীলকণ্ঠ।—হে কৃষ্ণ! হে যাদব! কর্ম্ম ফলত্যাগমেব শ্রেয়হেতুত্বাৎ স্তৌতি শ্রেয়োহীতি। অভ্যাসান্নিদিধ্যাসনাৎ জ্ঞানং শ্রবণমননজং পরোক্ষং শ্রেয়ঃ জ্ঞানাদপি ধ্যানং শ্রবণকীর্ত্তনাদি বিশিষ্যতে ততোহপি কর্ম্মফলত্যাগঃ শ্রেয়ান্ যস্মাদনন্তরং অব্যবধানেন শান্তির্মোক্ষোঽস্তি চিত্তশুদ্ধ্যাদ্যুপাদানদ্বারেণ অত্র বাহ্যং সাধনং সুকরত্বাৎ পূর্ব্বপূর্ব্বাপেক্ষয়া প্রশস্তমিত্যুচ্যতে তত্রৈব প্রবৃত্ত্যতিশয়ায়, যদ্বা শ্রবণাদ্যভ্যাসাত্তজ্জং জ্ঞানং তত্ত্বনিশ্চয়াত্মকং শ্রেয়ঃ ততোহপি জ্ঞাতস্যার্থস্য সাক্ষাৎকারার্থং ধ্যানং শ্রেয়ঃ ততোহপি কর্ম্মফলত্যাগঃ যোগী হি সর্ব্বকামতাং প্রজহাতি, “প্রজহাতি যদা কামান্” ইতি প্রোক্তঃ অয়মপি কর্ম্মফলত্যাগেন কামান্ জহাত্যেবেতি তেন সম ইতি স্তূয়তে ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ।—অথোক্তানাংস্মরণমননাভ্যাসানাম্ যথা শ্রৈষ্ঠ্যং স্পষ্টীকৃত্যাহ শ্রেয়োহীতি। অভ্যাসাৎ জ্ঞানম্ ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়েত্যুক্তং শ্রেয়ঃ শ্রেষ্ঠং। অভ্যাসে সতি আয়াসতএবধ্যানংস্যাৎ মননে সতি তু অনায়াসত এব ধ্যানং ইতি বিশেষাৎ, তস্মাৎজ্ঞানাদপি ধ্যানং বিশিষ্যতে শ্রেষ্ঠমিত্যর্থঃ। কুতইত্যত আহ ধ্যানাৎ কর্ম্মফলানাং স্বর্গাদিসুখানাং নিষ্কামকর্ম্মফলস্য মোক্ষস্য চ ত্যাগাৎ স্পৃহারাহিত্যংস্যাৎ স্বতঃ প্রাপ্তস্যাপি তস্যোপেক্ষা। নিশ্চলধ্যানাৎ পূর্ব্বস্ত ভক্তানামজাতরতীনাং মোক্ষত্যাগেচ্ছৈব ভবেৎ। নিশ্চলধ্যানবতাং তু মোক্ষোপেক্ষা সৈব মোক্ষলঘুতাকারিণী যদুক্তং ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ “ক্লেশঘ্নীশুভদা ইত্যত্র ষড়্ভিঃ পদৈরেতন্মাহাত্ম্যং কীর্ত্তিতং” ইতি। যদুক্তং, “ন পারমেষ্ঠ্যং ন মহেন্দ্রধিষ্ণ্যং, ন সার্ব্বভৌমং ন রসাধিপত্যং। ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবং বা, ময্যর্পিতাত্মেচ্ছতি মদ্বিনান্যৎ।” ইতি ময্যর্পিতাত্মা মদ্ধ্যাননিষ্ঠঃ। ত্যাগাৎ বৈতৃষ্ণ্যাদনন্তরমেব শান্তিঃ মদ্রূপগুণাদিকম্ বিনা সর্ব্ববিষয়েষ্বেব ইন্দ্রিয়াণামুপরতি। অত্র পূর্ব্বার্দ্ধে শ্রেয় ইতি বিশিষ্যতে ইতি পদদ্বয়েনান্বয়াৎ। উত্তরার্দ্ধেতু অনন্তরমিত্যনেনৈবান্বয়াৎ এষৈব ব্যাখ্যা সম্যগুপপদ্যতে নান্যাইত্যবধেয়ং ॥ ১২ ॥

তাৎপর্য্য।—পূর্ব্বশ্লোকে বিবেক সহকৃত কর্ম্মফলাভিসন্ধি পরিত্যাগের পরম ফলের বিষয় কীর্ত্তিত হইয়াছে। অধুনা তাদৃশ কর্ম্মফল ত্যাগের বিশেষত্ব ও প্রশংসা বিবৃত হইতেছে। সর্ব্বপ্রকার সাধনার অপেক্ষা অনাসক্ত ফলাভিসন্ধি বিরহিত কর্ম্মমার্গই যে শ্রেষ্ঠতম, তাহাই শ্রীভগবান্ নিজ বাক্যে বিশেষরূপে সমর্থন করিতেছেন। ভগবানে একাগ্রতার নাম অভ্যাস। তাদৃশ অভ্যাসের বিষয় পূর্ব্বে বিশেষরূপে পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে।

করেন তিনি অশ্বমেধের ফললাভ করেন। কর্ত্তিকী পূর্ণিমা তুলসীর জন্ম দিন, এই জন্য ভগবান সেই দিন তাঁহার পূজার বিধান করিয়াছেন। যে ব্যক্তি সেই পুণ্যদিনে তুলসীর অর্চ্চনা করে, সে সর্ব্ববিধ পাপ হইতে মুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হয়। কার্ত্তিকমাসে বিষ্ণুকে তুলসীপত্র প্রদান করিয়া মানব নিশ্চয়ই দশসহস্র গোদানের ফল লাভ করে। তুলসীদেবীর স্তোত্রপাঠ করিয়া অপুত্র পুত্রলাভ করে, প্রিয়াহীনের প্রিয়া লাভ হয়, বন্ধুহীন বন্ধুপ্রাপ্ত হইয়া থাকে; রোগী রোগ হইতে, বদ্ধব্যক্তি বন্ধন হইতে, ভীত ভয় হইতে এবং পাপী

এই অভ্যাসে জ্ঞানের কোন সাপেক্ষতা না থাকিতেও পারে। শুকসারিকাদি বিহঙ্গমেরা অর্থবোধ না করিয়াই নিরন্তর শ্রীভগবানের নামোচ্চারণ করে। তদ্রূপ ভগবত্তত্ত্ব সম্যক্‌রূপে পরিজ্ঞাত না হইয়াও অভ্যাসযোগ সাহায্যে ভগবন্নিষ্ঠ হওয়া অসম্ভব নহে। এতাদৃশ অভ্যাস যোগের অপেক্ষা ভগবত্তত্ত্ব সম্বন্ধে সম্যক্ পরিজ্ঞানই শ্রেষ্ঠতর। প্রকৃতরূপে হৃদয় মধ্যে ভগবানের পরমতত্ত্ব প্রণিধান করিয়া এবং তৎসম্বন্ধে সুনিশ্চয় প্রতীতি উৎপাদন করিয়া তদাসক্ত হওয়ার নামই জ্ঞান। এবংবিধ জ্ঞান উল্লিখিত রূপ অভ্যাস যোগের অপেক্ষা প্রশস্ততর। এই জ্ঞানের অপেক্ষা ধ্যান আরও শ্রেষ্ঠতর সাধন। শ্রবণ মননাদির দ্বারা ধ্যান নিষ্পন্ন হয়। অর্থাৎ হৃদয়ে ধ্যেয় বস্তুর সম্যক্ প্রতীতি উপজাত না হইলে ধ্যান সম্ভবে না। বিহিত শাস্ত্রাচার্য্য প্রদত্ত উপদেশ শ্রবণ আলোচনা ও পৌনঃপুনিক চিন্তা দ্বারা হৃদয়ে তদ্বিষয়ক ধারণা উদ্ভব হয়। তাহারই পরিপাকান্তে ধ্যানের আবির্ভাব হইয়া থাকে। এই ধ্যানে ধ্যেয় বস্তু স্বস্বরূপে সজীব ভাবে নিরন্তর ধ্যানকর্ত্তার হৃদয় মন্দিরে বিরাজমান থাকেন। অপিচ ধ্যানের পথে অগ্রসর হওয়ার পরই ধ্যেয় বস্তুর সহিত সাক্ষাৎ বা মিলন অবশ্যম্ভাবী। অতএব ধ্যান ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারের অব্যবহিত পূর্ব্বানুষ্ঠান। এবংবিধ ধ্যান জ্ঞানের অপেক্ষা যে শ্রেষ্ঠতর এ কথা বলাই বাহুল্য। ধ্যানের অপেক্ষাও শ্রীভগবান্ কর্ম্মফলত্যাগের শ্রেষ্ঠত্ব কীর্ত্তন করিয়াছেন। ফলাভিসন্ধি বিরহিত কর্ম্মীগণের কার্য্য কারণ জানিবার আবশ্যকতা থাকে না, পরিণাম চিন্তার প্রয়োজন হয় না, এবং কোন রূপ সাধনার পথ অবলম্বন করিতে হয় না। স্বতঃই ভোগাসক্তি বিরহিত ফলাভিসন্ধি শূন্য কর্ম্মত্যাগ দ্বারাই সর্ব্বপ্রকার জ্ঞান ও সাধনার ফল তাঁহারা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। শাস্ত্রাচার্য্য প্রদর্শিত পথাবলম্বনে হৃদয়কে প্রস্তুত করিয়া অভ্যাস যোগরূপ একনিষ্ঠা বা ভগবত্তত্ত্বাববোধ রূপ জ্ঞান বা তৎফলস্বরূপ ধ্যান প্রভৃতি কোন সাধনাই না করিলেও অনায়াসে তাঁহারা পরম ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

পাপ হইতে, মুক্তিলাভ করে। তোমার নিকট তুলসীর স্তোত্র কীর্ত্তন করিলাম এক্ষণে তাঁহার পূজা বিধি শ্রবণ কর। কান্যশাখোক্ত সেই বিধি তোমার জ্ঞাত থাকিলেও তথাপি তোমার নিকট তদ্বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি। আবাহন ব্যতীতও ভক্তি সহকারে তাঁহাকে ধ্যান করিয়া পূজা করিবে। পুষ্পপ্রধানা সাধ্বী তুলসী মনোরমা ওসর্ব্বজন পূজ্যা এবং প্রজ্বলিত অগ্নি শিখারূপে মানবগণের পাপরূপ কাষ্ঠের দহনকারিণী। পুষ্পসমূহের।

এবংবিধ কর্ম্মনিষ্ঠগণ অচির কাল মধ্যে পরমা শান্তিলাভ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের সংসার বন্ধন বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। জনন মরণ রূপ যাতনা হইতে তাঁহারা অব্যহতি লাভ করেন। কর্ম্ম বন্ধনই মনুষ্যকে সংসারে বদ্ধ করে। কর্ম্মফল বিচ্ছিন্ন করিতে না পারায় মানবকে বারংবার ভবসংসারে যাতায়াত করিতে হয়। যাঁহারা কর্ম্মফল বিসর্জ্জন দিতে সক্ষম হইয়াছেন, যাঁহারা বর্ত্তমান জন্মে বিবেক সহকৃত ফলাভিসন্ধিশূন্য অনুষ্ঠীয়মান কর্ম্ম দ্বারা অতীত ও অনাগত কর্ম্মফলের দায়িত্ব হইতে অব্যহতি লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের সংসার বন্ধন বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। তাদৃশ মহাত্মাগণ কখনই কর্ম্মফলের অধীন হন না, এবং কৃতকর্ম্মের ফলাফল ভোগ করিবার নিমিত্ত তাঁহাদিগকে আর বদ্ধ হইতে হয় না।

এই স্থলে শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য তথা শ্রীমন্মধুসূদন সরস্বতী প্রভৃতি মহাত্মাগণ আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন যে, যাহারা অজ্ঞ অর্থাৎ ভগবত্তত্ত্ব সম্বন্ধে যাঁহাদিগেব জ্ঞান জন্মে নাই, তাদৃশ ব্যক্তিগণ কেবল মাত্র কর্ম্মফলত্যাগদ্বারা কখনই শান্তি লাভ করিতে পারেন না। এস্থলে শ্রীভগবান্ যে কর্ম্মফলত্যাগের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা কেবল সর্ব্ব সাধারণের চিত্তকে তদভিমুখী করিবার অভিপ্রায়ে সাধারণতঃ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে মাত্র। প্রকৃত প্রস্তাবে ভগদুক্তির এরূপ তাৎপর্য্য নহে যে, অজ্ঞ ব্যক্তির আচরিত কর্ম্ম সন্ন্যাস দ্বারা পরম ফল লব্ধ হইবে। অগস্ত্য * সমুদ্র পান করিয়াছিলেন। জামদগ্ন্য (১৬৫৩ পৃষ্ঠার টীঃ দ্রষ্টব্য) ধরণীকে নিক্ষত্রিয়া করিয়াছিলেন। ইদানীন্তন কালের কোন ব্রাহ্মণই এতাদৃশ দুষ্কর কর্ম্ম সম্পাদনে সমর্থ না হইলেও লোকে ঐ সকল ব্রাহ্মণ মহাপুরুষের অনুষ্ঠিত সৎকর্ম্মের উল্লেখ করিয়া সাধারণতঃ ব্রাহ্মণ মাত্রেরই স্তুতি করিয়া থাকেন। তদ্রূপ কর্ম্মফলত্যাগ পরম ফলপ্রদ, এই কথা স্মরণ করিয়া সাধারণতঃ এস্থলে কর্ম্মফলত্যাগের প্রশংসা কীর্ত্তিত হইয়াছে।

মধ্যে তুলসী অতুলনীয়া, এবং দেবীগণের মধ্যে তিনি সর্ব্বপ্রধানা। তুলসী সকলেরই শিরোধার্য্যা, সাধকগণের অভীষ্টপ্রদায়িনী, বিশ্বপাবনী, জীবন্মুক্তা, ভক্তজনের মুক্তিদায়িনী এবং হরিভক্তি প্রদায়িনী। ঈদৃশী তুলসী পরমারাধ্যা। তুলসীদেবীকে সাধক ধ্যান, স্তুতি, এবং প্রণাম সহকারে সর্ব্বদা ভজনা করিবেন। (ব্রহ্ম বৈবর্ত্তপুরাণ প্রকৃতি খণ্ড তুলসী উপাখ্যান দ্রষ্টব্য)

* অগস্ত্য। — অগস্ত্য প্রবল প্রতাক্রান্ত মহাতেজা তপস্বী ছিলেন। তিনি অনেক অলৌকিক ও বিস্ময়াবহ কর্ম্ম

শ্রুতি বলিয়াছেন, “যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদি স্থিতাঃ। অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে।” (কঠোপনিষৎ ষষ্ঠবল্লী) অর্থাৎ যৎকালে হৃদয়স্থিত সর্ব্ব কামনা মনুষ্য পরিহার করিতে পারে, তৎকালেই সে অমৃত অর্থাৎ মোক্ষ লাভ করে, এবং ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হয়। শ্রীভগবানও এই গ্রন্থে বলিয়াছেন; “প্রজহাতি যদা কামান্” ইত্যাদি। (২য় অধ্যায় ৫৫ শ্লোকের তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য)।

পূজ্যপাদ আচার্য্য মহোদয় অতঃপর এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন যে, এ স্থলে আত্মা এবং ঈশ্বরের ভেদভাব অবলম্বন করিয়া বিশ্বরূপে চিত্ত সমাধানরূপ যোগের বিষয় কথিত হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরোদ্দেশ্যে কর্ম্মানুষ্ঠানাদির বৈধতা কীর্ত্তিত হইয়াছে। “অথৈতদপ্যশক্তোঽসি”ইত্যাদি বাক্য দ্বারা অজ্ঞান সূচিত হইয়াছে। অর্থাৎ ঈশ্বর তত্ত্ব সম্বন্ধে যাঁহাদিগের প্রকৃষ্টজ্ঞান জন্মে নাই, তাঁহাদিগের সম্বন্ধেই উক্ত ভগবদ্বাক্য প্রযুজ্য; কিন্তু যাঁহারা অভেদদর্শী অর্থাৎ আত্মা ও ঈশ্বরের অভিন্নতা সম্বন্ধীয় জ্ঞানসম্পন্ন এবং অক্ষরোপাসক, তাঁহাদিগের উল্লিখিতরূপে কর্ম্ম যোগের আবশ্যকতা আছে বলিয়া মনে করা যায় না। কর্ম্মযোগিদিগেরও অক্ষরোপাসনার বৈধতা ভগবান্ প্রদর্শন করিয়াছেন। “তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব” ইত্যাদি বাক্যেই তাহা সপ্রমাণ হইতেছে। অগ্রে অক্ষরোপাসকদিগের কৈবল্য প্রাপ্ত সম্বন্ধে স্বাতন্ত্রের বিষয় ভগবান্ কীর্ত্তন করিয়াছেন। অর্থাৎ অক্ষরোপাসক স্ব স্ব চেষ্টায় স্বাধীনভাবে কৈবল্যলাভ করিতে সক্ষম, ইহাই ব্যক্ত করিয়াছেন। তৎপরে “তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা”ইত্যাদি বাক্যে অন্যরূপ সাধকগণের কৈবল্য লাভ বিষয়ে পারতন্ত্রের কথা ব্যক্ত হইতেছে; অর্থাৎ ইহাই সূচিত হইতেছে যে, অক্ষরোপাসনা ব্যতীত অন্যরূপ উপাসকগণকে ঈশ্বরানুগ্রহে উদ্ধার লাভ করিতে হয়। ইত্যাদি রূপ কারণে ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, যাঁহারা অক্ষরোপাসক, সন্ন্যাসী, বাসনা বিবর্জ্জিত অভেদ

সম্পাদন করিয়া পুরাণাদিতে চির স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। একদা অগস্ত্য পর্য্যটন করিতে করিতে স্থান বিশেষে দেখিতে পান যে, কতকগুলি বিপ্র উর্দ্ধপাদ এবং অধঃশিরঃ হইয়া লম্বমান রহিয়াছেন। তদ্দর্শনে তিনি তাঁহাদিগকে এরূপ ভাবে অবস্থিতির কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। বিপ্রগণ কহিলেন, “হে অগস্ত্য! আমরা তোমারই পূর্ব্ব পুরুষ। তুমি দার পরিগ্রহ বা সন্তান উৎপাদন না করায় আমাদের বংশলোপ হইতেছে। আমরা বংশরক্ষার কামনায় এই দুষ্কর তপস্যা কার্য্যে নিরত রহিয়াছি”অগস্ত্য সন্তান উৎপাদনে সম্মত হইয়া তাঁহাদিগকে

দর্শী তাঁহাদের মুক্তি যে অব্যবহিতভাবে ঘটিয়া থাকে, তাহা পরে প্রদর্শিত হইতেছে।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্বলদেবের অভিপ্রায়। এ স্থলে ফলাভিসন্ধি শূন্য কর্ম্ম যোগের স্তুতি কীর্ত্তিত হইতেছে। কেন না তাহা অনায়াসসাধ্য, ভ্রান্তি সম্ভাবনা শূন্য এবং জ্ঞানগর্ভ। অভ্যাস অর্থাৎ অবিরত মদ্বিষয় স্মৃতিরূপ সাধনা যদি তোমার নিষ্পন্ন না হয়, অর্থাৎ তাহাতে তুমি সিদ্ধ হইতে না পার, তাহা হইলে তোমার পক্ষে স্বকীয় আত্মসাক্ষাৎকার রূপ জ্ঞানই শ্রেয়ঃ অর্থাৎ অবলম্বনীয়। পরমাত্মার উপলব্ধির দ্বারস্বরূপ জ্ঞানলাভেও যদি তুমি সিদ্ধ না হও, তাহা হইলে আত্মচিন্তন লক্ষণ ধ্যানই তোমার পক্ষে অবলম্বনীয়। যদি ধ্যানও তোমার অনিষ্পন্ন হয়, তাহা হইলে কর্ম্মফল ত্যাগই তোমার পক্ষে শ্রেয়ঃ। অর্থাৎ ফলকামনা বিবর্জ্জিত কর্ম্মই প্রশস্ততর। ত্যাগের পরে শান্তি লব্ধ হইয়া থাকে। কারণ ফলাভিসন্ধি বর্জ্জিত কর্ম্মানুষ্ঠান প্রভাবে মনঃশুদ্ধি জন্মিয়া থাকে। চিত্তশুদ্ধ হইলে ধ্যানে সিদ্ধি লাভ করা যায়। ধ্যান নিষ্পন্ন হইলে আত্ম সাক্ষাৎকাররূপ জ্ঞান হইয়া থাকে। জ্ঞান উপজাত হইলেই তাহার ফল স্বরূপ পরমাত্ম জ্ঞান জন্মিয়া থাকে, এবং তদ্দ্বারা পরাভক্তি উদিত হইয়া থাকে। তদ্দ্বারা ঐশ্বর্য্য সংবেষ্টিত আমাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এ উপায় দুর্গম। এই সমস্ত উপদেশ অর্জ্জুনের প্রতি প্রযুক্ত হইয়াছে, এরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই। কেন না তিনি শ্রীভগবানের সহিত একান্তভাবে যুক্ত। নিষ্ঠাসহকৃত নিষ্কাম কর্ম্ম দ্বারা শ্রীহরির ধ্যানপরায়ণগণের হৃদয়ে আত্মানুভবরূপ জ্ঞানের উদয় হয়। সেই অনুভূতির দ্বারা অভ্যুদিত শ্রীহরি সম্বন্ধীয় পরমা ভক্তিতে চরমে মুক্তিলাভ হয়। ইহাই গীতা শাস্ত্রোপদেশের প্রণালী ॥ ১২ ॥

আশ্বস্ত করিলেন। এবং যথা সময়ে বিদর্ভরাজনন্দিনী লোপামুদ্রার পাণিগ্রহণ করিলেন। তদনন্তর তিনি ধনের আবশ্যকতা অনুভব করিয়া নানা রাজগণ সমীপে ভিক্ষার্থী হইলেন। তৎকালে ইল্বল নামে এক দুর্ব্বৃত্ত দানবরাজ বিদ্যমান ছিলেন। ইল্বলের বাতাপি নামে এক ভ্রাতা ছিল। অতিথি সমাগত হইলে ইল্বল মহাসমাদরে তাঁহার অভ্যর্থনা করিতেন, এবং ছাগরূপধারী অনুজ বাতাপিকে সংহার করিয়া তদীয় মাংসে অতিথি সৎকার করিতেন। বাতাপির এক অদ্ভুতশক্তি ছিল। ছাগ মাংস রূপে পরকীয় জঠরগত হইলেও অগ্রজের আহ্বান শ্রবণ মাত্র উদর বিদারণ পূর্ব্বক সে নির্গত হইত। এইরূপে বহু অতিথির সংগৃহীত অর্থাদি লাভে ইল্বল প্রভূত ধনশালী হইয়াছিলেন। অগস্ত্য দানব রাজের সম্মুখগত হইলে অতি যত্নে ইল্বল তাঁহাকে ছাগরূপী বাতাপীর মাংস ভোজন

অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী ॥
সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥১৩। ১৪॥

অন্বয়।—সর্ব্বভূতানাং অদ্বেষ্টা (দ্বেষরহিতঃ) মৈত্রঃ (সুহৃদ্‌ভাবাপন্নঃ) করুণঃ (কৃপাপরায়ণঃ) এব চ নির্ম্মমঃ (মমতা রহিতঃ) নিরহঙ্কারঃ (গর্ব্বশূন্যঃ) সমদুঃখসুখঃ (সমে তুল্যে দুঃখসুখে যস্য সঃ) ক্ষমী (ক্ষমাশীলঃ), সততং (নিরন্তরং) সন্তুষ্টঃ (প্রসন্নচিত্তঃ) যোগী (সমাহিতচিত্তঃ) যতাত্মা (সংযতস্বভাবঃ) দৃঢ়নিশ্চয়ঃ (দৃঢ়ঃ স্থিরঃ, নিশ্চয়ঃ অধ্যবসায়ঃ যস্য সঃ), ময়ি (ভগবতি) অর্পিতমনোবুদ্ধিঃ (অর্পিতে স্থাপিতে মনোবুদ্ধী যস্য সঃ) মদ্ভক্তঃ স মে (মম) প্রিয়ঃ ॥ ১৩। ১৪ ॥

প্রতিশব্দ।—সর্ব্বভূতে দ্বেষরহিত, মৈত্র, করুণা—বিশিষ্ট, মমতারহিত, নিরহঙ্কার, সমসুখদুঃখ, ক্ষমাশীল, সতত সন্তুষ্ট, সমাহিতচিত্ত, সংযত-স্বভাব, দৃঢ়-অধ্যবসায়-বিশিষ্ট, আমাতে যাহার-মনবুদ্ধি-অর্পিত, আমার-ভক্ত, সেই আমার প্রিয় ॥ ১৩। ১৪ ॥

ব্যাখ্যা।—যে ভক্ত সর্ব্বজীবে বিদ্বেষবুদ্ধিরহিত, যে সকলের মিত্র, এবং সর্ব্বভুতের অভয় দাতা, যে সংসারে মমতাশূন্য, অহঙ্কারবিহীন, সুখ দুঃখে যাহার সমানস্তান, আপনার অনিষ্টকারীর প্রতিও যে ক্ষমাপরায়ণ, যাহার চিত্ত সর্ব্বদা প্রসন্ন, যে অপ্রমত্ত, জিতেন্দ্রিয়, দৃঢ় অধ্যবসায়বিশিষ্ট, এবং একমাত্র আমাতেই মনবুদ্ধি অর্পণ করিয়াছে, সেই ভক্ত আমার অতিশয় প্রিয় ॥ ১৩। ১৪ ॥

করাইলেন। যথাকালে অগ্রজ আহ্বান করিলেও বাতাপি অতিথির উদর ছেদ করিয়া নিষ্ক্রান্ত হইতে সক্ষম হইলেন না। তখন অগস্ত্য হাস্য সহকারে কহিলেন "বাতাপি আর নাই, আমি তাহাকে জীর্ণ করিয়াছি।" ইল্বল সভয়ে মহর্ষির প্রসন্নতা লাভের প্রয়াসী হইলেন, এবং তাঁহাকে প্রার্থনানুরূপ ধনপ্রদান করিলেন লোপামুদ্রার গর্ভে অগস্ত্যের এক প্রবল পরাক্রান্ত পুত্র জন্মগ্রহণ করিলেন, তাঁহার নাম দৃঢ়স্যু।

শঙ্করাচার্য্য।—অদ্বেষ্টেতি। অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং ন দ্বেষ্টাত্মনোদুঃখহেতুমপি ন কিঞ্চিদ্দ্বেষ্টি সর্ব্বাণি ভূতান্যাত্মত্বেন হি যস্মাৎ পশ্যতি মিত্রভাবোমৈত্রো মিত্রতয়া বা বর্ত্ততে ইতি মৈত্রঃ করুণ এব চ করুণা কৃপা দুঃখিতেষু দয়া তদ্বান্ করুণঃ সর্ব্বভূতাভয়প্রদঃ সন্ন্যাসীত্যর্থঃ। নির্ম্মমো মমেতি প্রত্যয়বর্জ্জিতো নিরহঙ্কারোনির্গতাহংপ্রত্যয়ঃ সমদুঃখেতি সমদুঃখসুখঃ সমে দুঃখসুখে দ্বেষরাগয়োরপ্রবর্ত্তকে যস্য সঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী ক্ষমাবানাক্রুষ্টোঽভিহতোবাঽবিক্রিয় এবাস্তে। সন্তুষ্ট ইতি সন্তুষ্টঃ সততং নিত্যং দেহস্থিতিকারণস্য লাভে চ উৎপন্নালংপ্রত্যয়ঃ তথা গুণবল্লাভে বিপর্য্যয়ে চ সন্তুষ্টঃ। সততং যোগী সমাহিতচিত্তঃ। যতাত্মা সংযতস্বভাবো দৃঢ়নিশ্চয়ো দৃঢ়ঃ স্থিরো নিশ্চয়োঽধ্যবসায়োযস্যাত্মতত্ত্ববিষয়ে স দৃঢ়নিশ্চয়ো ময্যর্পিতমনোবুদ্ধিঃ সঙ্কল্পাত্মকং মনোঽধ্যবসায়লক্ষণা বুদ্ধিস্তে ময্যেবার্পিতে স্থাপিতে মনোবুদ্ধী যস্য সন্ন্যাসিনঃ স ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্য ঈদৃশোমদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৩। ১৪ ॥

আনন্দগিরি।—সর্ব্বেষাম্ ভূতানাম্ মধ্যে যোদুঃখহেতুঃ তম্ বিদ্বানপি দ্বেষ্টোবেত্যাশঙ্ক্যাহ আত্মনইতি। তত্র হেতুঃ সর্ব্বাণীতি। সর্ব্বভূতানামিত্যুভয়তঃ সম্বধ্যতে মমপ্রত্যয়বর্জ্জিতো দেহেঽপাতি শেষঃ, ব্রতস্বাধ্যায়কৃতাহঙ্কারঃ নিক্রান্তত্বমাহ নির্গতেতি। অক্ষরোপাসকস্য জ্ঞানতোবিশেষণান্তরাণ্যাহ সন্তুষ্টইতি। সততমিতি সর্ব্বত্র সম্বধ্যতে, কার্য্যকারণসংঘাতঃ স্বভাবশব্দার্থঃ, স্থিরত্বম্ কুতর্কাদিনানভিভবনীয়ত্বম্, মদ্ভক্তো মদ্ভজনপরো জ্ঞানবানিতি যাবৎ ॥ ১৩। ১৪ ॥

রামানুজ।—অনভিসংহিতফলকর্ম্মনিষ্ঠস্যোপাদেয়ান্ গুণান্ আহ। অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং দ্বিষতাং দ্বেষম্ কুর্ব্বতামপি সর্ব্বেষাম্ ভূতানামদ্বেষ্টা মদপরাধানুগুণমীশ্বরপ্রেরিতানি ভূতানি দ্বিষন্তি উপকুর্ব্বন্তি চেত্যনুসন্ধানস্তেষু দ্বিষৎস্বপকুর্ব্বৎসু চ সর্ব্বভূতেষু মৈত্রীং মতিং কুর্ব্বন্ মৈত্রঃ তেষ্বেব দুঃখিতেষু করুণাম্ কুর্ব্বন করুণঃ নির্ম্মমদেহেন্দ্রিয়েষু তৎসম্বন্ধিষু চ নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ দেহাত্মাভিমানরহিতঃ তত এব সমদুঃখসুখঃ সুখদুঃখাগময়োঃ সাংকল্পিকয়োঃ হর্ষোদ্বেগরহিতঃ ক্ষমী স্পর্শপ্রভবয়োরবর্জ্জনীয়য়োরপি তয়োর্ব্বিকার রহিতঃ সন্তুষ্টঃ যদৃচ্ছোপনতেন যেন কেনাপি দেহধারণদ্রব্যেন সন্তুষ্টঃ সততম্ যোগী সততম্ প্রকৃতিবিযুক্তাত্মানুসন্ধানপরঃ যতাত্মা নিয়মিতমনোবৃত্তিঃ দৃঢ়নিশ্চয়ঃ অধ্যাত্মশাস্ত্রোদিতেষ্বর্থেষু দৃঢ়নিশ্চয়ঃ ময্যর্পিত মনোবুদ্ধিঃ ভগবান্ বাসুদেব এবানভিসংহিতফলেনানুষ্ঠিতেন কর্ম্মণারাধ্যতে আরাধিতশ্চ মমাত্মাপরোক্ষম্ সাধয়িষ্যতীতি ময্যর্পিতমনোবুদ্ধিঃ এবংভূতো মদ্ভক্ত এবংভূতেন কর্ম্মযোগেন মাং ভজমানো যঃ স মে প্রিয়ঃ ॥১৩।১৪॥

হনুমান্।—করুণা যস্যাস্তি স করুণঃ (অর্শাদিভ্যোঽচ) ॥ ১৩। ১৪ ॥

সূর্য্যদেব প্রতিদিন সুমেরুকে আবর্ত্তন করিয়া থাকেন। এতদ্দর্শনে অসূয়া পরবশ হইয়া অত্যুন্নত বিন্ধ্যাচল আপনাকে প্রদক্ষিণ করিবার নিমিত্ত সূর্য্যকে অনুরোধ করেন। দিনকর তাহাতে অসম্মত হইলে অহঙ্কারস্ফীতবিন্ধ্য অত্যুন্নত হইয়া সূর্য্য চন্দ্রাদির গতি রোধ করিতে সঙ্কল্প করেন। ইহাতে সৃষ্টির ব্যতিক্রম সম্ভাবনা বুঝিয়া দেবগণ মহর্ষি অগস্ত্যকে প্রতিকার করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিলেন। অগস্ত্য অনুরোধ-

শ্রীধর।—এবং ভূতস্য ভক্তস্য ক্ষিপ্রমেব পরমেশ্বরপ্রসাদহেতূন্ ধর্ম্মানাহ অদ্বেষ্টেত্যষ্টভিঃ। সর্ব্বভূতানাং যথাযথমদ্বেষ্টা মৈত্রঃ করুণশ্চ উত্তমেষু দ্বেষশূন্যঃ সমেষু মিত্রতয়া বর্ত্ততে ইতি মৈত্রঃ হীনেষু কৃপালুরিত্যর্থঃ, নির্ম্মমোনিরহঙ্কারশ্চ কৃপালুত্বাদেবান্যৈঃ সমে সুখদুঃখে যস্য সঃ ক্ষমী ক্ষমাশীলঃ সন্তুষ্ট ইতি, সততং লাভেঽলাভে চ সন্তুষ্টঃ সুপ্রসন্নচিত্তঃ যোগী অপ্রমত্তঃ যতাত্মা সংযতস্বভাবঃ দৃঢ়োমদ্বিষয়ে নিশ্চয়োযস্য মধ্যর্পিতে মনোবুদ্ধী যেন এবম্ভূতোযোমদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥ ১৩। ১৪॥

বলদেব।—এবমেকান্তিভক্তান্ পরিনিষ্ঠিতাদীননেকান্তিভক্তান্ সনিষ্ঠাংশ্চ তত্তৎ সাধনভেদৈরুপবর্ণ্য তেষাং সর্ব্বোপরঞ্জকান্ গুণান্ বিদধাতাদ্বেষ্টেতি সপ্তভিঃ। সর্ব্বভূতানামদ্বেষ্টা দ্বেষন্ কুর্ব্বৎস্বপি তেষু মৎপ্রারব্ধানুগুণপরেশপ্রেরিতান্যমূনি মহ্যম্ দ্বিষন্তীতি দ্বেষশূন্যঃ, পরেশাধিষ্ঠানান্যমূনীতি তেষু মৈত্রঃ কেনচিন্নিমিত্তেন খিন্নেষু মাভূদেষাম্ খেদ ইতি করুণঃ দেহাদিষু নির্ম্মমঃ, প্রকৃতেরমী বিকারা ন মমেতি তেষু মমতাশূন্যঃ, নিরহঙ্কারস্তেষ্বাত্মাভিমানরহিতঃ, সমদুঃখসুখঃ সুখে সতি হর্ষেণ দুঃখে সতি উদ্বেগেন চাব্যাকুলঃ যতঃ ক্ষমী তত্তৎসহিষ্ণুঃ সততং সন্তুষ্টঃ লাভেঽলাভে চ প্রসন্নচিত্তঃ যতো যোগী গুরূপদিষ্টোপায়নিষ্ঠঃ, যতাত্মা বিজিতেন্দ্রিয়বর্গঃ, দৃঢ়নিশ্চয়ঃ দৃঢ়ঃ কুতর্কৈরভিভবিতুমশক্যতয়া স্থিরো নিশ্চয়ঃ, হরেঃকিঙ্করোঽস্মীতি অধ্যবসায়ো যস্য সঃ। অতো মধ্যর্পিতমনোবুদ্ধিঃ এবম্ভূতো যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ প্রীতিকর্ত্তা॥ ১৩। ১৪॥

মধুসূদন।—তদেবং মন্দমধিকারিণং প্রত্যতিদুষ্করত্বেনাক্ষরোপাসননিন্দয়া সুকরং সগুণোপাসনং বিধায়াশক্তিতারতম্যানুবাদেনান্যান্যপি সাধনানি বিদধৌ ভগবান্ বাসুদেবঃ, কথংনু নাম সর্ব্বপ্রতিবন্ধরহিতঃ সন্নুত্তমাধিকারিতয়া ফলভূতায়ামক্ষরবিদ্যায়ামবতরেদিত্যভিপ্রায়েণ সাধনবিধানস্য ফলার্থত্বাৎ। তদুক্তং,—"নির্ব্বিশেষং পরং ব্রহ্ম সাক্ষাৎকর্ত্তুমনীশ্বরাঃ। যে মন্দাস্তেঽনুকম্প্যন্তে সবিশেষনিরূপণৈঃ॥ বশীকৃতে মনস্তেষাং সগুণব্রহ্মশীলনাৎ। তদেবাবির্ভবেৎ সাক্ষাদপেতোপাধিকল্পনং॥" ইতি ভগবতা পতঞ্জলিনা চোক্তং;—"সমাধিসিদ্ধিরীশ্বর প্রণিধানাদিতি, ততঃ প্রত্যক্চেতনাধিগমোঽপ্যন্তরায়াভাবশ্চেতি চ"। তত ইতীশ্বরপ্রণিধানাদিত্যর্থঃ। তদেবমক্ষরোপাসননিন্দা সগুণোপাসনস্তুতয়ে ন তু হেয়তয়া উদিতহোমবিধাবনুদিতহোমনিন্দাবৎ। "ন হি নিন্দা নিন্দ্যং নিন্দিতুং প্রবর্ত্ততেঽপি তু বিধেয়ং স্তোতু" মিতি ন্যায়াৎ তস্মাদক্ষরোপাসকা এব পরমার্থতোযোগবিত্তমাঃ "প্রিয়োহি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ। উদারাঃ সর্ব্বএবৈতে জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মত" মিত্যাদিনা পুনঃ পুনঃ প্রশস্ততমতয়োক্তাস্তেষামেব জ্ঞানং ধর্ম্মজাতং চানুসরণীয়মুধিকারমাসাদ্য ত্বয়েত্যর্জ্জুনং বুবোধয়িষুঃ পরমহিতৈষী ভগবানভেদদর্শিনঃ কৃতকৃত্যানক্ষ-

---

পরতন্ত্র হইয়া বিন্ধ্যাচল সমীপে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "আমি দাক্ষিণদিকে গমন করিব, তুমি আমাকে পথপ্রদান কর। আমি অচিরকাল মধ্যে প্রত্যাগমন করিব। অতএব যতক্ষণ আমি প্রত্যাবর্ত্তন না করি ততক্ষণ পথাবরোধ করিও না। গিরিরাজ অবনত মস্তক হইয়া পথ প্রদান করিলে অগস্ত্য প্রস্থান করিলেন, কিন্তু আর প্রত্যাগমন করিলেন না। সূর্য্য চন্দ্রাদির গতি অব্যাহত হইল।

রোপাসকান্ প্রস্তৌতি সপ্তভিঃ। সর্ব্বাণি ভূতান্যাত্মত্বেন পশ্যন্নাত্মনোদুঃখহেতাবপি প্রতিকূলবুদ্ধ্যভাবান্ন দ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং কিন্তু মৈত্রঃ মৈত্রী স্নিগ্ধতা তদ্বান্ বতঃ করুণঃ করুণা দুঃখিতেষু দয়া তদ্বান্ সর্ব্বভূতাভয়দাতা পরমহংসপরিব্রাজক ইত্যর্থঃ নির্ম্মমঃ দেহেঽপি মমেতি প্রত্যয়রহিতঃ, নিরহঙ্কারঃ বৃত্তস্বাধ্যায়াদিকৃতাহঙ্কারান্নিষ্ক্রান্তঃ দ্বেষরাগয়োরপ্রবর্ত্তকত্বেন সমে দুঃখসুখে যস্য সঃ অতএব ক্ষমী আক্রোশনতাড়নাদিনাঽপি ন বিক্রিয়ামাপদ্যতে তস্যৈব বিশেষণান্তরাণি সততং শরীরস্থিতিকারণস্য লাভেঽলাভে চ সন্তুষ্টঃ উৎপন্নালংপ্রত্যয়ঃ তথা গুণবল্লাভে বিপর্য্যয়ে চ সততমিতি সর্ব্বত্র সম্বধ্যতে যোগী সমাহিতচিত্তঃ যতাত্মা সংযতশরীরেন্দ্রিয়াদিসঙ্ঘাতঃ, দৃঢ়ঃ কুতার্কিকৈরভিভবিতুমশক্যতয়া স্থিরোনিশ্চয়োঽহমস্ম্যকর্ত্রভোক্তৃ সচ্চিদানন্দাদ্বিতীয়ং ব্রহ্মেত্যধ্যবসায়োযস্য স দৃঢ়নিশ্চয়ঃ স্থিতপ্রজ্ঞ ইত্যর্থঃ। ময়ি ভগবতি বাসুদেবে শুদ্ধে ব্রহ্মণি অর্পিতমনোবুদ্ধিঃ সমর্পিতান্তঃকরণঃ ঈদৃশো মদ্ভক্তঃ শুদ্ধাক্ষরব্রহ্মবিৎ স মে প্রিয়ঃ সদাত্মত্বাৎ ॥ ১৩। ১৪ ॥

নীলকণ্ঠ।——পরমপ্রকৃতস্যাক্ষরস্যোপাসকং স্তৌতি তদ্গুণ কথনে হি সাধকানাং তেষু গুণেষ্বাদরো ভবিষ্যতীতি বুদ্ধ্যাহ অদ্বেষ্টেতি। অদ্বেষ্টা চেদুদাসীনঃ স্যান্নেত্যাহ মৈত্রঃ মিত্রমেব মৈত্রঃ নতূদাসীনঃ কদাচিদপি, নন্বস্মিন্ শত্রৌসতি কথং মৈত্রত্বং স্যাত্তত্রাহ করুণ ইতি দুঃখদাতারমপি করুণয়া ন বাধিতুমীষ্টে অপিতু ত্রাতুমেবেচ্ছতি, এতেন সর্ব্বভূতাভয়প্রদঃ সন্ন্যাসী উক্তঃ অতএব তস্য নির্ম্মম ইতি বিশেষণং যুজ্যতে, মুখ্যমক্ষরবিদো লক্ষণং নিরহঙ্কার ইতি অহঙ্কারো হি সর্ব্বানর্থনিদানং স এব নির্গতো যস্মাৎ স নিরহঙ্কারঃ অতএব সমে দুঃখসুখে যস্য, "তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ।" ইতি শ্রুতেঃ ক্ষমী ক্ষমাবান্ পরিভব প্রাপ্তাবপি স্বস্থচিত্তঃ অন্যোঽপি মুমুক্ষুরেতান্ ধর্ম্মান্ অনুতিষ্ঠেদিত্যর্থঃ, সন্তুষ্টঃ যদৃচ্ছালাভেনৈব সংজাতালংপ্রত্যয়ঃ সততং সর্ব্বদা যোগী শ্রবণাদৌ সমাহিতচিত্তঃ যতাত্মা সংযতশরীরেন্দ্রিয়াদিসংঘাতঃ দৃঢ় স্থিরঃ আত্মতত্ত্ববিষয়ে নিশ্চয়ো যস্য স দৃঢ়নিশ্চয় অসংভাবনাশূন্যঃ দৃঢ়ং শ্রদ্ধাবান্ ময়ি

ইন্দ্র কর্ত্তৃক বৃত্রাসুর সংহারের পর তদাশ্রিত কালেয় নামক দানবগণ সমুদ্র মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিল, এবং প্রতিদিন নিশাভাগে সেই দুর্গম আবাস হইতে নির্গত হইয়া বহুসংখ্যক বিপ্র ও ঋষির জীবন সংহার করিতে লাগিল। দেবগণ ত্রস্ত হইয়া এই বিষম ব্যাপার বিষ্ণুসমীপে নিবেদন করিলে তিনি পরামর্শ প্রদান করিলেন যে, মহর্ষি অগস্ত্য দুষ্কর কর্ম্ম সাধনে তৎপর। তিনি ইচ্ছা করিলে সমুদ্রপান করিতে পারিবেন। তাহা হইলেই দুরন্ত কালেয়গণ আশ্রয় হীন ও হত হইবে। দেবানুরোধে মহর্ষি অগস্ত্য মহাব্ধির সমস্ত বারিরাশি পান করিয়া জগৎকে চমকিত করিলেন। কালেয়গণ নির্জ্জিত হত ও পলায়মান হইল। দেবগণ সৃষ্টি বিলোপ আশঙ্কায় অগস্ত্যকে পীত সমুদ্রবারি পুনঃ প্রক্ষেপ করিতে অনুরোধ করিলেন। অগস্ত্য কহিলেন, "আমি তাহা জীর্ণ করিয়াছি, পুনঃ প্রদানের সম্ভাবনা নাই।" বহুকাল পরে সগরবংশের উদ্ধারোদ্দেশে ভগীরথ কর্ত্তৃক আনীতা গঙ্গাদেবীর (১৬৮২ পৃষ্ঠার টীপ্পনী দ্রষ্টব্য) আবির্ভাব হইলে সাগরে পুনরায় জলসঞ্চিত হইল। (মহাভারত বনপর্ব্ব দ্রষ্টব্য)

তৎপর্য্যায়।—কুম্ভসম্ভবঃ, মৈত্রাবরুণিঃ, অগস্তিঃ, পীতাব্ধিঃ, বাতাপিদ্বিট্, আগ্নেয়ঃ, ঔর্ব্বশীয়ঃ, আগ্নিমারুতঃ, ঘটোদ্ভবঃ।

নির্গুণে ব্রহ্মণি অর্পিতে নিহিতে প্রবিলাপিতে বা মনঃ সংকল্পাদি রূপং বুদ্ধিরধ্যবসায়ন্তে উভে যেন স ময্যর্পিতমনোবুদ্ধিঃ এতাদৃশো যো মে মম ভক্তঃ সমে মম প্রিয়ঃ আত্মত্বাদেব স পরম প্রেমাস্পদং "জ্ঞানীত্বাত্মৈব মে মত" মিত্যুক্তম্, এতেন পূর্ব্বশ্লোকোক্তায়াঃ নিরহঙ্কারতায়াঃ সাধনান্যুক্তানি ॥ ১৩ । ১৪ ॥

বিশ্বনাথ ।—এতাদৃশ্যাঃ শান্ত্যাঃ ভক্তঃকীদৃশোভবতি ইত্যপেক্ষায়াং বহুবিধভক্তানাম্ স্বভাবভেদানাহ অদ্বেষ্টা ইত্যষ্টভিঃ। অদ্বেষ্টা দ্বিষৎস্বপি দ্বেষম্ ন করোতি প্রত্যুত মৈত্রঃ মিত্রতয়া বর্ত্ততে। করুণঃ এষামসদগতির্ম্মাভবতু ইতিবুদ্ধ্যা তেষ্বপিকৃপালুঃ। নন্থ কীদৃশেন বিবেকেন দ্বিষৎস্বপি মৈত্রীকারুণ্যে স্যাতাং তত্রবিবেক বিনৈবেত্যাহ। নির্ম্মমো নিরহঙ্কার ইতি পুত্রকলত্রাদিষু মমত্বাভাবাৎ দেহেচাহঙ্কারাভাবাৎ তস্য মদ্ভক্তস্য ক্বাপিদ্বেষ এবনৈব ফলতি কুতঃ পুনর্দ্বেষজনিত দুঃখশান্ত্যর্থম্ তেন বিবেকঃ স্বীকর্ত্তব্যঃ ইতি ভাবঃ। নন্থতদপি অন্যকৃতপাদুকামুষ্টিপ্রহারাদিভির্দেহব্যথাধীনম্ দুঃখং কিঞ্চিদ্ভবত্যেব তত্রাহ সমদুঃখসুখঃ যদুক্তম্ ভগবতা চন্দ্রার্দ্ধশেখরেণ "নারায়ণপরাঃ সর্ব্বে নকুতশ্চ ন বিভ্যতি। স্বর্গাপবর্গনরকেষ্বপি তুল্যার্থদর্শিন" ইতি। সুখদুঃখয়োঃ সাম্যং সমদর্শিত্বম্ তচ্চ মমপ্রারব্ধফলম্ ইদমবশ্য ভোগ্যমিতি ভাবনাময়ং সমোঽপি সহিষ্ণুনৈব দুঃখম্ সহতে ইতি আহ ক্ষমী ক্ষমাবান্ (ক্ষমুসহনে ধাতুঃ)। নন্থ এতাদৃশস্য ভক্তস্য জীবিকা কথং সিধ্যেৎ তত্রাহ সন্তুষ্টঃ যদৃচ্ছোপস্থিতে কিঞ্চিৎ যত্নোপস্থিতে বা ভক্ষ্যবস্তুনি সন্তুষ্টঃ। নন্থ সমদুঃখসুখ ইত্যুক্তম্ তৎকথম্ স্বভক্ষ্যমালক্ষ্য সন্তুষ্টঃ ইতি তত্রাহ সততম্ যোগী ভক্তিযোগযুক্তঃ ভক্তিসিদ্ধ্যর্থ মিতি ভাবঃ। যদুক্তম্। "আহারার্থম্ যতেতৈব যুক্তম্ তৎপ্রাণধারণং। তত্ত্বম্ বিমৃশ্যতে তেন তদ্বিজ্ঞায় পরং ব্রজেৎ।" ইতি। কিঞ্চদৈবাদ প্রাপ্তভোক্ষ্যোঽপি যতাত্মা সংযতচিত্তঃ ক্ষোভরহিত ইত্যর্থঃ। দৈবাচ্চিত্তক্ষোভে সত্যপি তদুপশমার্থ নষ্টাঙ্গযোগাভ্যাসাদিকম্ নৈবকরোতীত্যাহ দৃঢ়নিশ্চয়ঃ অনন্যভক্তিরেব মে কর্ত্তব্যেতি নিশ্চয়ঃ তস্য ন শিথিলী ভবতীত্যর্থঃ। সর্ব্বত্রহেতুঃ ময্যর্পিতমনোবুদ্ধিঃ মৎস্মরণমননপরায়ণ ইত্যর্থঃ। ঈদৃশো ভক্তস্ত মে প্রিয়ঃ মামতি প্রীণয়তীত্যর্থঃ ॥ ১৩।১৪ ॥

তাৎপর্য্য ।—সগুণ ও নির্গুণ এই উভয় প্রকার উপাসনার তারতম্য এই অধ্যায়ের সূচনা হইতে বিচারিত হইতেছে। গত শ্লোকে ফলাভিসন্ধি বিরহিত অনাসক্ত কর্ম্মশীলগণের প্রশংসা কীর্ত্তিত হইয়াছে। অধুনা কতিপয় শ্লোকে অক্ষরোপাসকগণের শ্রেষ্ঠতা বিবৃত হইতেছে।

পূজ্যপাদ শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য শ্রীমদানন্দগিরি ও শ্রীমন্মধুসূদনের অভিপ্রায়। অধিকারী ভেদে কাহারও পক্ষে সগুণ কাহারও পক্ষে নির্গুণ উপাসনা অবলম্বনীয়। যাঁহারা উচ্চাধিকারী তাঁহাদিগের পক্ষে নির্গুণ উপাসনা বিধেয় এবং মন্দাধিকারিদিগের পক্ষে সগুণোপাসনা করণীয়। এই রূপ ভাবে

উপায়দ্বয়ের বিধান করিয়া সাধকের শক্তির তারতম্যানুসারে শ্রীভগবান্ বিবিধ সাধনোপায়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন। নির্গুণ অক্ষরোপাসনা প্রতিবন্ধরহিত প্রত্যক্ষ ভাবে পরম ফলপ্রদ। কিন্তু তাহা দুষ্কর ও উচ্চাধিকারীর অবলম্বনীয়। সাধারণতঃ অল্পাধিকারী প্রথমেই তাহার অনুসরণ করিতে সক্ষম হন না। এই জন্যই সেইরূপ অবস্থায় উপনীত হইবার নিমিত্ত তাঁহাদিগকে শক্তির পরিমাণানুসারে বিবিধ প্রকারে সাধনান্তর অবলম্বন করিতে হয়। শাস্ত্রেও কথিত হইয়াছে যে; "নির্বিশেষং পরংব্রহ্ম সাক্ষাৎ কর্ত্তুমনীশ্বরাঃ। যে মন্দাস্তেঽনুকম্প্যন্তে সবিশেষনিরূপণৈঃ। বশীকৃতে মনস্তেষাং সগুণব্রহ্মশীলনাৎ। তদেবাবির্ভবেৎ সাক্ষাদপেতোপাধিকল্পনং॥" ইহার ভাবার্থ এই যে, নির্গুণ ব্রহ্ম তত্ত্ব প্রণিধানে অক্ষম মন্দাধিকারিগণ সবিশেষ নিরূপণ দ্বারা ক্রমশঃ ভগবদনুগ্রহ লাভ করিয়া থাকেন। সগুণ ব্রহ্মের অনুশীলন দ্বারা তাঁহাদিগের চিত্তবৃত্তি সমূহ বশীভুত হইলে উপাধি কল্পনা তিরোহিত হইয়া যায়; এবং ব্রহ্মের সহিত প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎকার হয়। ভগবান্ পতঞ্জলিও বলিয়াছেন, "সমাধিসিদ্ধিরীশ্বরপ্রণিধানাৎ" (পাতঞ্জল, সাধনপাদ ৪৫ সূত্র) ইহার ভাবার্থ এই যে, ঈশ্বরের প্রণিধান হইলে অর্থাৎ যথোপদিষ্ট সাধনা দ্বারা হৃদয়ে সম্যক্ রূপে ব্রহ্ম বিষয়ক জ্ঞান উপজাত হইলে সমাধিতে (৪৪ পৃষ্ঠার টীপ্পনী দ্রষ্টব্য) সিদ্ধি লাভ করা যায়। সমাধির অবস্থাই ঈশ্বরের বিষয় অপরোক্ষ অববোধজনিত পূর্ণানন্দের অবস্থা। অপিচ, "ততঃ প্রত্যক্চেতনাধিগমোঽপ্যন্তরায়াভাবশ্চেতি চ।" (পাতঞ্জল, সমাধিপাদ, ২৯ সূত্র) ইহার ভাবার্থ এই যে; জপাদির অনুষ্ঠান দ্বারা আত্মবিষয়ক জ্ঞান জন্মিলে প্রতিকূল বিষয় সমূহ তিরোহিত হইয়া যায়। (১১৯৯ পৃষ্ঠা ৬ষ্ঠ অধ্যায় তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য) এস্থলে সগুণোপাসনার যে স্তুতিবাদ কীর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা অক্ষরোপাসনার নিন্দা, অপকর্ষতা বা হেয়তা সূচক নহে। শাস্ত্রে হোম বিধির সম্বন্ধে উদিত কালে হোম বিষয়ক বিধান আছে। কিন্তু যে স্থলে উদিত কালে হোমের বিধান হইয়াছে, সেই স্থলে অনুদিত কালে হোমের নিষেধ বিহিত হইয়াছে। তাহার দ্বারা এরূপ সূচিত হয় নাই যে; অনুদিত কালে হোম বস্তুতঃ দোষজনক ও পর্য্যুদস্ত। প্রত্যুত সেই নিষেধ দ্বারা উদিত কালে হোমের প্রশংসা মাত্র কীর্ত্তিত হইয়াছে। ন্যায় শাস্ত্রেও উক্ত আছে যে, "নহি

নিন্দা নিন্দ্যং নিন্দিতুং প্রবর্ত্ততে, অপি তু বিধেয়ং স্তোতুং।” ইহার ভাবার্থ এই যে; নিন্দা দ্বারা নিন্দিতের নিন্দা সূচিত হয় না, কিন্তু বিধেয় বিষয়ের স্তুতিই প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। এস্থলে অক্ষরোপাসনার নিন্দা দ্বারা কেবল সগুণোপাসনার স্তুতিবাদ কীর্ত্তিত হইয়াছে মাত্র। বস্তুতঃ তাহা নির্গুণোপাসনার নিন্দার জনক নহে। অতএব অক্ষরোপাসকগণই যোগবিত্তম রূপে পরিগণিত। শ্রীভগবানও পুনঃ পুনঃ বিবিধ প্রকারে এই বাক্যের সমর্থন করিয়াছেন। “প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহংসচ মম প্রিয়ঃ। উদারাঃ সর্ব্ব এবৈতে জ্ঞানীত্বাত্মৈব মে মতং।” (৭ম অধ্যায় ১৭। ১৮ শ্লোক) এই সকল বাক্য দ্বারা জ্ঞানেরই প্রশংসা করা হইয়াছে। এই পরম জ্ঞানই মোক্ষাভিলাষী মাত্রেরই অনুসরণীয়। অর্জ্জুনের পরম হিতৈষী শ্রীভগবান্ তাঁহার বোধোৎপাদনের নিমিত্ত অভেদদর্শী মোক্ষপ্রাপ্ত অক্ষরোপাসকগণের প্রশংসা পরিব্যক্ত করিতেছেন। যাঁহার কিছুতেই দ্বেষ নাই, অর্থাৎ যিনি সর্ব্বত্র সমদর্শী ও সর্ব্বভূতে আত্মবৎ জ্ঞান করেন, যিনি অসুখ বিধায়ক বা ক্লেশকর জানিয়াও কোন ভূতে বিদ্বেষ বুদ্ধির বশবর্ত্তী হন না; যিনি সর্ব্বত্র মিত্র ভাবাপন্ন, অর্থাৎ সকল জীবকেই যিনি স্নেহ সহকারে কৃপার চক্ষুতে দর্শন করেন; যিনি সর্ব্বভূতে দয়াবান্ অর্থাৎ যিনি সর্ব্বভূতে অভয় প্রদান করিতে করিতে পরমহংস পরিব্রাজক রূপ সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করিয়াছেন; কোন বস্তুতেই আমার বলিয়া যাঁহার বোধ নাই; অহঙ্কার যাঁহার হৃদয়ক্ষেত্র হইতে সমূলে উৎপাটিত হইয়াছে; দুঃখ বা সুখে যাঁহার সমান বোধ অর্থাৎ দুঃখের কারণেও যাঁহার বিরাগ নাই, এবং সুখের কারণেও যাঁহার অনুরাগ নাই; যিনি ক্ষমাশীল অর্থাৎ কাহারও অত্যাচারে প্রপীড়িত হইলেও যাঁহার হৃদয় বিচলিত হয় না; যিনি সতত সন্তুষ্ট, অর্থাৎ লাভে ও অলাভে যিনি অবিরত সমানপ্রসন্ন; যিনি সমাহিতচিত্ত, অর্থাৎ যাঁহার শরীরেন্দ্রিয়াদি সমস্তই সংযত হইয়াছে, অর্থাৎ দেহ ও ইন্দ্রিয় সমূহ ভোগাভিলাষ পরিশূন্য হইয়া সম্পূর্ণ অধীন হইয়াছে; আত্মতত্ত্ববিষয়ে যাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে, অর্থাৎ যিনি বিকল্পবুদ্ধি পরিহার পূর্ব্বক নিশ্চিতরূপে আত্মতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইয়াছেন; যাঁহার এইরূপ বোধ জন্মিয়াছে যে; আমি অকর্ত্তা, অভোক্তা সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মস্বরূপ; যাঁহার চিত্ত ও বুদ্ধিবৃত্তি সর্ব্বতোভাবে আমাতেই অর্পিত

হইয়াছে, অর্থাৎ ভগবান্ বাসুদেবে যাঁহার সঙ্কল্প দৃঢ়রূপে বদ্ধ হইয়াছে; যিনি এতাদৃশ শুদ্ধ অক্ষরনিষ্ঠ মদ্ভক্ত, তিনিই আমার একান্ত প্রিয়।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্বলদেবের অভিপ্রায়। একান্তও অনেকান্তভেদে বহু প্রকার সাধকের বহুবিধ গুণধর্ম্মাদির বিবরণ করিয়া এক্ষণে তত্ত্বাবতের সর্ব্বোপরঞ্জক গুণাবলীর কীর্ত্তন করিতেছেন। তাঁহারা সর্ব্বভূতে অদ্বেষ্টা, অর্থাৎ ভূতসমূহ দ্বেষযুক্ত হইলেও সাধক জ্ঞান করেন যে, তাবতেই আমার প্রারব্ধ বশে পরমেশ্বরপ্রেরিত; এই জ্ঞানে তিনি কাহারও প্রতি বিদ্বেষ বুদ্ধি পোষণ করেন না। তাবৎ ভূতকেই পরেশাধিষ্ঠিত জ্ঞান করিয়া তিনি সকলের প্রতিই মিত্রভাবাপন্ন। কোন নৈমিত্তিক কারণে কোন ভূতকে খেদযুক্ত দেখিলে যে সাধক তাহার ক্ষোভ নিবারণে প্রযত্নপর তিনিই করুণ। দেহাদি বিষয়কে প্রকৃতির বিকার মাত্র জ্ঞান করিয়া তিনি তত্তাবতের প্রতি মমতা বোধশূন্য। দেহাদি বিষয় ব্যাপারে আত্মাভিমান বিরহিত। সুখপ্রদ বিষয় সমাগমে হর্ষে অথবা দুঃখজনক ব্যাপারে বিষাদে তিনি অব্যাকুল। যেহেতু তিনি ক্ষমী অর্থাৎ সহিষ্ণু। তিনি সততসন্তুষ্ট, অর্থাৎ লাভে বা অলাভে সর্ব্বদাই প্রসন্নচিত্ত। যে হেতু তিনি যোগী অর্থাৎ গুরূপদিষ্ট উপায়ের অনুসরণকারী। তাঁহার ইন্দ্রিয় গ্রাম বিজিত অর্থাৎ আয়ত্তাধীন। তিনি দৃঢ়নিশ্চয় অর্থাৎ কুতর্ক দ্বারা তাঁহার সংকল্প বিচলিত বা অভিভূত হয় না। শ্রীহরির কিঙ্কর বলিয়া আপনাকে যাঁহার সুদৃঢ় বিশ্বাস, অতএব তাঁহার মনবুদ্ধি সমস্তই শ্রীভগবানে সমর্পিত; এতাদৃশ মদ্ভক্ত আমার প্রিয় অর্থাৎ আমার প্রীতিকারী।

পূজ্যপাদ শ্রীমন্নীলকণ্ঠের অভিপ্রায়। পরম প্রকৃত অর্থাৎ নিত্য সত্য স্বরূপ অক্ষরের যাঁহারা উপাসনা করেন, তাঁহাদের প্রশংসা কীর্ত্তিত হইতেছে। এই গুণকীর্ত্তন দ্বারা সাধকগণের তত্তদ্গুণে অধিকতর আদর জন্মিবে বলিয়াই এই শ্লোকদ্বয় অবতারিত হইতেছে। যিনি "অদ্বেষ্টা" কিন্তু আশঙ্কা হইতে পারে, যিনি অদ্বেষ্টা তিনি হয়তো উদাসীন অর্থাৎ নির্লিপ্ত। এই আশঙ্কা নিবারণের নিমিত্ত কথিত হইতেছে, "মৈত্র" অর্থাৎ সর্ব্বত্র মিত্র ভাবাপন্ন, কুত্রাপি উদাসীন নহেন। আশঙ্কা হইতে পারে যে, অন্য কেহ তাঁহার শত্রু থাকিতে পারে, তাহা হইলে সর্ব্বত্র তাঁহার মিত্রত্ব কিরূপে সিদ্ধ হইবে? তদুত্তরে কথিত হইতেছে যে, তিনি দুঃখদাতা শত্রুর প্রতিও করুণা

পরায়ণ, অর্থাৎ সেরূপ উৎপীড়কের ইষ্ট সাধনেই বিনিযুক্ত এবং তাহাকেও ত্রাণ করিতে ইচ্ছুক। এতদ্দ্বারা সর্ব্বভূতের অভয়প্রদ সন্ন্যাসীর লক্ষণ সূচিত হইল। সুতরাং অব্যবহিত পরেই যে "নির্ম্মম" বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা যথোপযুক্ত। নিরহঙ্কার ভাবই অক্ষরবিদের অর্থাৎ নির্গুণ ভগবত্তত্ত্বজ্ঞের মুখ্যলক্ষণ। অহঙ্কারই সকল অনর্থের নিদান স্বরূপ। সেই অহঙ্কার যাঁহার হৃদয় হইতে নির্গত হইয়াছে, তিনিই "নিরহঙ্কার" অতএব সুখ দুঃখ সকল ব্যাপারেই তাঁহার সমজ্ঞান। শ্রুতি বলিয়াছেন, "তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ।" ইহার ভাবার্থ এই যে, যিনি সমস্ত একভাবে দর্শন করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহার শোকই বা কি, মোহই বা কি। "ক্ষমী" অর্থাৎ পরিভব প্রাপ্ত হইলেও প্রকৃতিস্থ চিত্ত। মোক্ষাভিলাষী মাত্রেই এই সৎধর্ম্মের অনুশীলনশীল হউক ইহাই যাঁহার কামনা। "সন্তুষ্ট" অর্থাৎ যদৃচ্ছা লব্ধ দ্রব্যেই পূর্ণ পরিতোষপ্রাপ্ত। সর্ব্বদা যোগরত, অর্থাৎ শ্রবণাদি সিদ্ধ সমাহিতচিত্ত। "যতাত্মা" অর্থাৎ শরীরেন্দ্রিয় সমূহ সংযত। আত্মতত্ত্ববিষয়ে অসংভাবনাদি সন্দেহ শূন্য অবিচলিত শ্রদ্ধাবান্। যাঁহার মন ও বুদ্ধি নির্গুণ ব্রহ্মরূপ আমাতে সম্পূর্ণভাবে সমর্পিত বা লীন হইয়াছে; এতাদৃশ ভক্ত আমার প্রিয়, অর্থাৎ পরম প্রেমাস্পদ। "জ্ঞানীত্বাত্মৈব মে মতং।"(৭মঅধ্যায় ১৮ শ্লোকদ্রষ্টব্য) এতাবতা বর্ত্তমান শ্লোকদ্বয়ে নিরহঙ্কার সাধনতত্ত্বই পরিব্যক্ত হইল।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্বিশ্বনাথের অভিপ্রায়। পূর্ব্বশ্লোক নির্দ্দিষ্ট শান্তভক্ত কিরূপ প্রকৃতি সম্পন্ন হইয়া থাকেন, তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে। যে দ্বেষ করে, তাহার প্রতিও যিনি দ্বেষ পরায়ণ না হন তিনিই অদ্বেষ্টা। অধিকন্তু তিনি তত্তাবতের প্রতি মিত্র ভাবাপন্ন। তাদৃশ দ্বেষপরায়ণ ব্যক্তিগণেরও অধোগতি না হয়, এই কামনায় তত্তাবতের প্রতি কৃপালু। যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে, কি কারণে—কোন বিবেক বলে দ্বেষপরায়ণগণের প্রতি কৃপা যুক্ত হয়েন? তদুত্তরে বিবেক ব্যতীতই এরূপ ঘটিতে পারে ইহাই প্রদর্শন করিবার অভিপ্রায়ে কথিত হইতেছে যে, তিনি নিরহঙ্কার অর্থাৎ পুত্রকলত্রাদি কোন বিষয়েই মমত্ব বুদ্ধি না থাকায় এবং দেহাদি সম্বন্ধে কোনই অহঙ্কার না থাকায়, সংসারে কোন দ্বেষপরায়ণ শত্রুর প্রতিও দ্বেষশূন্য। সুতরাং তাদৃশ ব্যক্তির সর্ব্বত্র অদ্বেষভাবের নিমিত্ত বিবেকের সহায়তার

আবশ্যক হয় না। যদি বলা যায় যে, অন্যে যদি তাঁহাকে পাদুকা দ্বারা বা মুষ্টি প্রভৃতি দ্বারা আঘাত করে, তাহা হইলে তাঁহার দৈহিক বেদনা জনিত কিঞ্চিৎ দুঃখ হইতে পারে? তদুত্তরে কথিত হইতেছে যে, তাহাও হয় না। কারণ দুঃখ ও সুখে তিনি সমজ্ঞান সম্পন্ন। ভগবান্ চন্দ্রার্দ্ধশেখর বলিয়াছেন, "নারায়ণপরাঃ সর্ব্বে ন কুতশ্চ ন বিভ্যতি। স্বর্গাপবর্গনরকেস্বপি তুল্যার্থদর্শিনঃ।" ইহার ভাবার্থ এই যে, নারায়ণপরায়ণ সাধকগণ কোন প্রকারেই ভীত হন না, কারণ তাঁহারা স্বর্গ, মুক্তি এবং নরক সকলেই তুল্যদর্শী। সুখ দুঃখে সমবোধ অর্থাৎ তত্তাবৎ স্বকীয় প্রারব্ধলব্ধ সুতরাং অবশ্যভোগ্য এইরূপ ভাবনাযুক্ত। সর্ব্বত্র সমদর্শী হইয়া সহিষ্ণুদিগের ন্যায় দুঃখ সহ্য করিয়া থাকেন, এই অভিপ্রায়ে কথিত হইতেছে যে, ক্ষমী। যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে, এরূপ ভক্তের জীবিকা কিরূপে নির্ব্বাহ হয়? তদুত্তরে কথিত হইতেছে যে, সন্তুষ্ট অর্থাৎ যদৃচ্ছালব্ধ দ্রব্যে অথবা অতি সামান্য মাত্র আয়াসে প্রাপ্ত বস্তুতেই পরিতুষ্ট। পূর্ব্বে "সমদুঃখ সুখ" এই গুণের কথা কীর্ত্তিত হইয়াছে। যদৃচ্ছালব্ধ স্বভক্ষ্য প্রাপ্তিতে তাঁহার সন্তোষ জন্মিলে পূর্ব্ব কথিত গুণের ব্যাঘাত হয়। এই আশঙ্কা নিবারণের নিমিত্ত কথিত হইতেছে যে, সতত যোগী, অর্থাৎ ভক্তি যোগযুক্ত, এবং ভক্তি বিষয়ে সিদ্ধি লাভের জন্যই প্রাণধারণার্থ যদৃচ্ছালব্ধ ভক্ষ্যে সন্তুষ্ট। শাস্ত্রেও উক্ত হইয়াছে যে, "আহারার্থং যতেতৈব যুক্তং তৎপ্রাণধারণং। তত্ত্বং বিমৃশ্যতে তেন তদ্বিজ্ঞায় পরং ব্রজেৎ।" ইহার ভাবার্থ এই যে, প্রাণ ধারণার্থ আহারের নিমিত্ত প্রযত্ন পরায়ণ হইবে। এইরূপে প্রাণ ধারণ করিয়া তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলে ব্রহ্মলাভ হয়। এবংবিধ প্রকারে প্রাণ ধারণার্থ ভোজ্য লাভ করিতে হইবে সত্য, কিন্তু যদি দৈবাৎ তাহা না প্রাপ্ত হওয়া যায়? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে কথিত হইতেছে যে, যতাত্মা অর্থাৎ সংযতচিত্ত বা ক্ষোভরহিত। যদি দৈবাৎ চিত্তক্ষোভাদি উপস্থিত হইলে অষ্টাঙ্গ যোগ * সাধনে অক্ষমতা ঘটে? এইরূপ আশঙ্কার উত্তর স্বরূপে

---

* অষ্টাঙ্গযোগ।—পাতঞ্জলের যোগশাস্ত্রে সূত্র নিবদ্ধ আছে যে, "যমনিয়মাসনপ্রাণায়ামপ্রত্যাহারধারণাধ্যানসমাধয়োঽষ্টাঙ্গানি।" (পাতঞ্জল সাধনপাদ ২৯ সূত্র) অর্থাৎ যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, সমাধি যোগের এই অষ্টাঙ্গ। এই অষ্টাঙ্গের ব্যাখ্যা নানা স্থানে নানা ভাবে বিশদীকৃত হইয়াছে। এস্থলে তাহাদের পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। (৪৪।১১৩৭।৯২৩। পৃষ্ঠার টীপ্পনী ও তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য)

কথিত হইতেছে যে, দৃঢ়নিশ্চয়, অর্থাৎ "আমার অনন্যা ভক্তিই কর্ত্তব্য," এইরূপ স্থিরনিশ্চয়। সুতরাং সে বিশ্বাস কোন কারণেই শিথিল হয় না। উপরে যতকিছু সদ্গুণের উল্লেখ করা হইল, তত্তাবতের একমাত্র হেতু "ময্যর্পিতমনোবুদ্ধি" অর্থাৎ মচ্চিন্তনস্মরণপরায়ণ। এতাদৃশ ভক্ত আমার অতিশয় প্রিয়, অর্থাৎ আমাকে প্রীতি প্রদানক্ষম।

এই গীতা শাস্ত্রের সমালোচ্য শ্লোকদ্বয়ে যে ভাব স্পষ্টীকৃত হইতেছে, পূর্ব্বে বিভিন্ন স্থানে নানারূপ ভঙ্গীতে শ্রীভগবান্ তাহা পরিব্যক্ত করিয়াছেন। "সমদুঃখসুখং ধীরং সোঽমৃতত্বায় কল্পতে" (২য় অধ্যায় ১৫ শ্লোক) "দুখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ" (২য় অধ্যায় ৫৬ শ্লোক) ইত্যাদি বহুস্থানে বর্ত্তমান শ্লোকের ভাবের সূচনা আছে। এস্থলে যত প্রকার সদ্গুণের উল্লেখ করা হইয়াছে, তত্তাবতই কামনাহীনতার পরিণাম স্বরূপ। এই কামনাহীনতার ভূয়সী প্রশংসা পূর্ব্বে ভগবান্ বারংবার পরিকীর্ত্তন করিয়াছেন। দ্বিতীয়াদি অধ্যায় নিচয়ে যে কর্ম্মযোগের প্রাধান্য বিশদীকৃত হইয়াছে, তাহারই পরিপাকান্তে ভক্তিযোগের সমুদ্ভব হইয়া থাকে, এই তত্ত্ব এই মধ্য ষট্কের উপসংহার কালে সম্যক্‌রূপে সমর্থিত হইতেছে। এই স্থান হইতে অধ্যায় সমাপ্তি পর্য্যন্ত শ্লোকাষ্টকে কর্ম্মযোগের সহিত ভক্তিযোগের অবিসংবাদিত সম্বন্ধের কথা স্পষ্টরূপে কীর্ত্তিত হইতেছে, এবং প্রথমের পরিপুষ্টিতে যে দ্বিতীয়ের আবির্ভাব হয়, অর্থাৎ কর্ম্মসাধনার ফলে যে ভক্তির উল্লেখ হয়, এই পরম তত্ত্ব স্পষ্টতঃ উপলব্ধ হইতেছে॥ ১৩। ১৪॥

যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্ম্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ॥ ১৫॥

অন্বয়।—যস্মাৎ (সাধকাৎ) লোকঃ ন উদ্বিজতে (উদ্বেগং প্রাপ্নোতি) যঃ চ লোকাৎ ন উদ্বিজতে (উদ্বেগং গচ্ছতি) যঃ হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈঃ (আনন্দদ্বেষত্রাসচিত্তক্ষোভৈঃ) মুক্তঃ (বর্জিতঃ) স চ মে (মম) প্রিয়ঃ॥ ১৫॥

প্রতিশব্দ।—যাহা-হইতে লোক উদ্বেগ-প্রাপ্ত-হয় না, এবং যে লোক-হইতে উদ্বিগ্ন-হয় না, যে আনন্দ-দ্বেষ-ভয়-ও-উদ্বেগ-দ্বারা মুক্ত সেই আমার প্রিয় ॥ ১৫ ॥

ব্যাখ্যা।—যাঁহার নিকট হইতে জনসাধারণ কোনও কারণে উদ্বেগ প্রাপ্ত হয় না, অথবা লোকের দ্বারাও যিনি কোনও রূপ উদ্‌বিগ্ন হন না, এবং যাঁহার সুখে আনন্দ নাই, তাড়নায় ক্রোধ নাই, বিপৎপাতে ভীতি নাই, ভয়াদিতে চিত্তের উদ্বেগ নাই, সেই ভক্তই আমার প্রিয় ॥১৫॥

শঙ্করাচার্য্য।—প্রিয়োহি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয় ইতি সপ্তমেঽধ্যায়ে সূচিতং তদিহ প্রপঞ্চ্যতে যস্মাদিতি। যস্মাৎ সন্ন্যাসিনো নোদ্বিজতে নোদ্বেগং গচ্ছতি ন সন্তপ্যতে ন সংক্ষুভ্যতে লোকো লোকাৎ নোদ্বিজতে চ যঃ হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈঃ হর্ষশ্চামর্ষশ্চ ভয়ঞ্চোদ্বেগশ্চ তৈঃ হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্মুক্তো হর্ষঃ প্রিয়লাভে অন্তঃকরণস্যোৎকর্ষো রোমাঞ্চনাশ্রুপাতাদিলিঙ্গঃ তথা অমর্ষোঽভিলষিতপ্রতিঘাতে অসহিষ্ণুতা ভয়ন্ত্রাসঃ উদ্বেগ উদ্বিগ্নতা তৈর্মুক্তোযঃ স চ মে প্রিয়ঃ ॥ ১৫ ॥

আনন্দগিরি।—জ্ঞানবতো ভগবৎপ্রিয়ত্বে প্রমাণমাহ প্রিয়োহীতি। কিমর্থম্ তর্হি পুনরুচ্যতে তত্রাহ তদিতি। উদ্বেগাদিরাহিত্যমপি জ্ঞানবতোবিশেষণমিত্যাহ যস্মাদিতি। ন কেবলমুদ্বেগম্ প্রত্যপাদানত্বমেব সংন্যাসিনোনানুপপন্নম্ কিন্তু তৎকর্ত্তৃত্বমপীত্যাহ তথেতি। অসহিষ্ণুতা পরকীয়প্রকর্ষস্যেতিশেষঃ। ত্রাসস্তস্করাদিদর্শনাধীনঃ উদ্বিগ্নত্বমচেতনাচ্চেতনাধীনস্তু লোকাদিতি যাবৎ ॥ ১৫ ॥

রামানুজ।—যস্মাৎ কর্ম্মনিষ্ঠাৎ পুরুষান্নিমিত্তভূতাল্লোকো নোদ্বিজতে যো লোকোদ্বেগকরং কর্ম্ম কিঞ্চিদপি ন করোতীত্যর্থঃ। লোকাচ্চ নিমিত্তভূতাৎ যো নোদ্বিজতে যমুদ্দিশ্য সর্ব্বো লোকো নোদ্বেগকরং কর্ম্ম করোতি সর্ব্বাবিরোধিত্বনিশ্চয়াৎ অতএব কঞ্চন প্রতি হর্ষেণ কঞ্চন প্রত্যমর্ষেণ কঞ্চন প্রতি ভয়েন কঞ্চন প্রতি উদ্বেগেন মুক্ত এবংভূতোঽপি যঃ সোঽপি মে প্রিয়ঃ ॥ ১৫ ॥

হনুমান্।—উদ্বেগ শ্চলচ্চিত্ততা অমর্ষো ক্রোধঃ ॥ ১৫—১৮ ॥

শ্রীধর।—কিঞ্চ যস্মাদিতি। যস্মাৎ সকাশাৎ লোকোজনোনোদ্বিজতে ভয়শঙ্কয়া ক্ষোভং ন প্রাপ্নোতি, যশ্চ লোকান্নোদ্বিজতে যশ্চ স্বাভাবিকৈর্হর্ষাদিভির্মুক্তঃ তত্র হর্ষঃ স্বসোষ্টলাভে উৎসাহঃ অমর্ষঃ পরস্য লাভেঽসহনং ভয়ং ত্রাসঃ উদ্বেগোভয়াদিনিমিত্তশ্চিত্তক্ষোভঃ এতৈর্বিমুক্তোযোমদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৫ ॥

বলদেব।—যস্মাল্লোকঃ কোঽপি জনো নোদ্বিজতে ভয়শঙ্কয়া ক্ষোভং ন লভতে যঃ কারুণিকত্বাজ্জনোদ্বেজকং কর্ম্ম ন করোতি লোকাচ্চ যো নোদ্বিজতে সর্ব্বাবিরোধিত্ববিনিশ্চয়াদ্-

যদুদ্বেজনকং কর্ম্ম লোকো ন করোতি যশ্চ হর্ষাদিভিঃ কর্ত্তৃভির্মুক্তো ন তু তেষাং মোচনে স্বয়ং ব্যাপারী অতিগম্ভীরাত্মরতিনিমগ্নত্বাৎ তৎস্পর্শেনাপি রহিত ইত্যর্থঃ। তত্র স্বভোগ্যাগমোৎসাহো হর্ষঃ, পরভোগ্যাগমাসহনমমর্ষঃ, দুষ্টসত্ত্বদর্শনাধীনো বিত্রাসঃ ভয়ং, কথং নিরুপদ্রবস্থ মম জীবনমিতি বিক্ষোভস্তূদ্বেগঃ। এতাশ্চতস্রঃ চিত্তবৃত্তয়ঃ ॥ ১৫ ॥

মধুসূদন।—পুনস্তস্যৈব বিশেষণানি যস্মাৎ সর্ব্বভূতাভয়দায়িনঃ সংন্যাসিনোহেতোর্নোদ্বিজতে ন সংতপ্যতে লোকো য কশ্চিদপি জনঃ তথা লোকান্নিরপরাধোদ্বেজনৈকব্রতাৎ খলজনান্নোদ্বিজতে চ যঃ অদ্বৈতদর্শিত্বাৎ পরমকারুণিকত্বেন ক্ষমাশীলত্বাচ্চ, কিঞ্চ হর্ষঃ স্বস্য প্রিয়লাভে রোমাঞ্চাশ্রুপাতাদিহেতুরানন্দাভিব্যঞ্জকশ্চিত্তবৃত্তিবিশেষঃ অমর্ষঃ পরোৎকর্ষাসহনরূপশ্চিত্তবৃত্তিবিশেষঃ ভয়ং ব্যাঘ্রাদিদর্শনাধীনশ্চিত্তবৃত্তিবিশেষস্ত্রাসঃ উদ্বেগঃ একাকী কথং বিজনে সর্ব্বপরিগ্রহশূন্যো জীবিষ্যামীত্যেবংবিধো ব্যাকুলতারূপশ্চিত্তবৃত্তিস্তৈর্হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্মুক্তো যঃ অদ্বৈতদর্শিতয়া তদযোগ্যত্বেন তৈরেব স্বয়ং পরিত্যক্তো ন তু তেষাং ত্যাগায় স্বয়ং ব্যাপৃত ইতি যাবৎ তেন মদ্ভক্ত ইত্যনুকৃষ্যতে ঈদৃশোমদ্ভক্তো যঃ স মে প্রিয় ইতি পূর্ব্ববৎ ॥ ১৫ ॥

নীলকণ্ঠ।—সচ নিরহঙ্কারো দ্বিবিধঃ সমাধিস্থো ব্যুত্থিতশ্চ, তয়োর্লক্ষণং ক্রমেণাহ দ্বাভ্যাং। যস্মাৎ সমাধিস্থত্বেন কাষ্ঠসমাৎ লোকো নোদ্বিজতে ন ত্রস্যতি লোকাদপি যো নির্ম্মনস্কত্বান্নোদ্বিজতে অতএব হর্ষ ইষ্টলাভেসতি মনস উৎফুল্লতা অমর্ষঃ অসহিষ্ণুতা ভয়ং আত্মচ্ছেদশঙ্কা উদ্বেগ স্তৎকৃতৈব ব্যাকুলতা এতৈর্নির্মনস্কত্বাদেব স্বয়মেব মুক্তস্ত্যক্তঃ নত্বেতান্ স্বয়ং ত্যক্তুং যততে সাধকবৎ ঈদৃশো যো ভক্তঃ স চ মে প্রিয়ঃ ॥১৫॥

বিশ্বনাথ।—কিঞ্চ "যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা সর্ব্বৈর্গুণৈ স্তত্র সমাসতে সুরাঃ" ইত্যাদ্যুক্তে মৎপ্রীতিজনকা অন্যেঽপিগুণাঃ মদ্ভক্ত্যামুহুরভ্যস্তয়া স্বত এবোৎপদ্যন্তে তানপি শৃণ্বিত্যাহ যস্মাদিতি পঞ্চভিঃ হর্ষাদিভিঃ প্রাকৃতৈঃ হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্মুক্ত ইত্যাদি নোক্তানপি কাংশ্চিৎ গুণান্ দুর্লাভত্বজ্ঞাপনার্থম্ পুনরাহ যোনহৃষ্যতীতি ॥ ১৫ ॥

তাৎপর্য্য।—পূর্ব্ব শ্লোকে যেরূপ ভক্তগণ ভগবানের প্রিয়পাত্র তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। বর্ত্তমান শ্লোকে আরও কোন্ শ্রেণীর ভক্ত তাঁহার প্রিয়রূপে পরিগণিত, তাহাই কথিত হইতেছে।

পূজ্যপাদ শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য শ্রীমদানন্দ গিরি, শ্রীমৎ শ্রীধর ও শ্রীমন্মধুসূদনের অভিপ্রায়। সপ্তমাধ্যায়ে "প্রিয়োহি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহংসচ মমপ্রিয়ঃ" (৭ম অধ্যায় ৭ শ্লোক) এই শ্লোকে জ্ঞানীগণই যে ভগবানের প্রিয়পাত্র,ইহাই সূচিত হইয়াছে। অধুনা বর্ত্তমান শ্লোকে সেই তত্ত্ব পরিস্ফুট করা হইতেছে। পূর্ব্বশ্লোকে যেরূপ উপাসকগণের বিবরণ ক। হইয়াছে, বর্ত্তমান শ্লোকে তাহাদিগেরই অবস্থা বিশেষরূপে পরিস্ফুট হইতেছে।

পূর্ব্বোল্লিখিত উপাসক সন্ন্যাসিগণ সর্ব্ব ভূতের অভয়দাতা, তজ্জন্য লোকে অর্থাৎ মানব সমাজ তাঁহাদিগের নিমিত্ত কোনরূপই সন্তাপ প্রাপ্ত হয় না। যাঁহার কাহারও প্রতি দ্বেষ নাই, যিনি মিত্রভাবে সকলকেই দর্শন করেন, যিনি বিপন্নের পরিত্রাণের নিমিত্ত অভিলাষী, যিনি তাবতের হিতে রত, তাদৃশ মহাত্মার ব্যবহারে মনুষ্য সমাজের কেহই ভীত, ত্রস্ত, বিচলিত বা সন্তাপিত হওয়া সম্ভবপর নহে। অপিচ তিনিও মনুষ্য সমাজের কোন ব্যক্তির দ্বারা উত্যক্ত বা সন্তপ্ত হন না। মন্দ প্রকৃতিসম্পন্ন খলজনেরা অথবা কাণ্ডজ্ঞানহীন দুষ্কর্ম্মান্বিতেরাও তাদৃশ মহাত্মাকে সন্তপ্ত বা প্রব্যথিত করিতে পারে না। যেহেতু সেই সাধক মহাত্মা অদ্বৈতদর্শী, অর্থাৎ সর্ব্ব ভূতেই একমাত্র ব্রহ্মেরই সত্তাদর্শনশীল। এবং তিনি পরম কারুণিক অর্থাৎ শত্রুমিত্র নির্ব্বিশেষে সাধু অসাধুর বিচার না করিয়া সর্ব্বভূতে করুণাশীল, এবং হিতাহিত ইষ্টানিষ্ট বিচার বিরহিতভাবে সর্ব্বত্র ক্ষমা পরায়ণ। অধিকন্তু তিনি হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগ বিরহিত; ইষ্ট বস্তু বা প্রিয় পদার্থ লাভজনিত রোমাঞ্চ আনন্দাশ্রুপাত প্রভৃতি প্রকাশক লক্ষণের নাম হর্ষ; পরকীয় উন্নতি বা সুখ সৌভাগ্যোদয়দর্শনে যে অসহিষ্ণুতা রূপ চিত্তবৃত্তির উদয় হয়, তাহার নাম অমর্ষ; ব্যাঘ্রাদি হিংসাত্মক প্রাণীদর্শনে অথবা তথাবিধ বিপৎপাতে যে চিত্তবৃত্তি বিশেষের আবির্ভাব হয়, তাহারই নাম ভয়; একাকী বিবিধ বিপদ্সঙ্কুল ঘনারণ্য মধ্যে কিরূপে আত্মরক্ষা করিয়া জীবন ধারণ করিব, চিত্তের এবংবিধ ব্যাকুলতার নাম উদ্বেগ। অদ্বৈতজ্ঞানের প্রভাবে যাঁহার চিত্ত হইতে এই সকল বৃত্তি প্রস্থান করিয়াছে, যাঁহাকে স্বয়ং এই সকল চিত্তবৃত্তির উচ্ছেদসাধনার্থ ব্যাকুল হইতে হয় নাই, তিনিই মদ্ভক্ত। এতাদৃশ সাধকই আমার প্রিয়।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্যের অভিপ্রায়। সেই কর্ম্মনিষ্ঠাপরায়ণ পুরুষের দ্বারা লোক উদ্বেজিত হয় না। কারণ তিনি কাহারও উদ্বেগকর কোন কর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করেন না। লোকেও তাঁহার পক্ষে কোনই উদ্বেগকর কর্ম্ম করে না। যে হেতু তাঁহার হৃদয়ে নিশ্চয় প্রতীতি এই যে সকলেই তাঁহার অবিরোধী। অতএব এতাদৃশ পুরুষ কাহারও প্রতি হর্ষ, কাহারও প্রতি অমর্ষ, কাহারও প্রতি ভয়, কাহারও প্রতি উদ্বেগ হইতে মুক্ত। এরূপ সাধকও আমার প্রিয়।

যিনি প্রকৃত ভগবদ্ভক্ত, ভগবানের প্রিয় কার্য্য সাধনে যাঁহার অন্তর ব্যাপৃত, তাদৃশ মহাত্মা দ্বারা সংসারের কোন অনিষ্ট হইতে পারে না। তাঁহার ব্যবহারে কাহাকেও ত্রস্ত ব্যথিত বা ব্যাকুলিত হইতে হয় না। তাঁহার পাদক্ষেপে ধরণী ব্যথিত হন না ; তাঁহার জন্য কাহারও কোন ভার বোধ হয় না। এতাদৃশ মহাত্মা অন্যদীয় দুর্ব্ব্যবহারে কাতর বা পীড়িত হন না। যে নিরপরাধ শান্ত সুধীর ব্যক্তি ভগবৎ প্রেমানন্দে বিভোর হইয়া পরম সুখে নিমগ্ন, যিনি সংসারের শোকতাপ পরিপূর্ণ,ইষ্টানিষ্টাকাঙ্ক্ষা বিজড়িত, অসূয়া দ্বেষাদিবিড়ম্বিত মায়াপাশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ভোগসুখাসক্তি প্রভৃতি উপেক্ষা করিয়া সমাজের অন্তরালে ভূমানন্দে কালক্ষেপ করিতেছেন, তাঁহাকে উদ্বেজিত করিতে কাহারও সাধ্য নাই। যিনি কাহারও শত্রু নহেন, অপরকে যিনি ভ্রমেও শত্রুরূপে জ্ঞান করেন না, এজগতে কে তাদৃশ মহাত্মাকে উদ্বেজিত করিবে ? প্রিয় সমাগমে বা অপ্রিয় ব্যাপারের আবির্ভাবে যিনি সমবোধ সম্পন্ন, যাঁহার দেহ ও জীবন কিছুই নিজস্ব বলিয়া মনে হয় না, যাঁহার আত্মরক্ষার নিমিত্ত ব্যাকুলতা বা সাবধানতার কোনই আবশ্যকতা নাই, তাদৃশ মহাত্মা নিশ্চয়ই ভগবৎপ্রিয়। হৃদয়ে পূর্ণজ্ঞানের উদ্ভব না হইলে, অন্তর প্রদেশ ভক্তিপ্রেমে পরিপ্লুত না হইলে এরূপ মহোচ্চ ভাব উপস্থিত হইতে পারে না। সদ্যো নিপাতকারী হলাহলধারী ফণী সম্মুখে উন্নত মস্তকে দণ্ডায়মান দেখিয়াও যিনি অব্যাকুল থাকিতে পারেন, ঝঞ্ঝাবাত ও অশনিসম্পাতকালেও যিনি অবিচলিত ভাবে উলঙ্গশিরে প্রান্তর মধ্যে দণ্ডায়মান থাকিতে পারেন, তাঁহার জ্ঞান সাধনা ও উন্নতি যে অত্যুচ্চ স্থান লাভ করিয়াছে তাহার সন্দেহ নাই। শ্রীভগবান্ এই গ্রন্থের স্থানান্তরে স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ নির্দ্দেশকালে বলিয়াছেন, "বীতরাগভয়ক্রোধঃস্থিতধী মুর্নিরুচ্যতে।" (২য় অধ্যায় ৫৬ শ্লোকের তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য) ॥ ১৫ ॥

——(০)——

অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়।—অনপেক্ষঃ (নিস্পৃহঃ) শুচিঃ (বাহ্যাভ্যন্তরশৌচসম্পন্নঃ) দক্ষঃ (অনলসঃ) উদাসীনঃ (পক্ষপাতরহিতঃ) গতব্যথঃ (আধিশূন্যঃ) সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী (সর্ব্বান্ আরম্ভান্ কর্ম্মফলানি পরিত্যক্তুং শীলং যস্য সঃ) যঃ মদ্ভক্তঃ স মে (মম) প্রিয়ঃ ॥ ১৬ ॥

প্রতিশব্দ।—নিস্পৃহ, শুচি, অনলস, পক্ষপাত-হীন, ব্যথা-শূন্য, সমস্ত-কর্ম্মের-ফলত্যাগী যে আমার-ভক্ত, সেই আমার প্রিয় ॥ ১৬ ॥

ব্যাখ্যা।—যে ভক্ত ভোগে নিস্পৃহ, সর্ব্বদা বাহ্য এবং অভ্যন্তর শৌচ সম্পন্ন, কার্য্যে অনলস, যাহার শত্রু মিত্রে পক্ষপাত নাই, যে ভীতিশূন্য, ও অনুষ্ঠিত কর্ম্ম সমূহের ফল পরিত্যাগ করিয়া থাকে, সেই ভক্তই আমার প্রিয় ॥ ১৬ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—অনপেক্ষ ইতি। দেহেন্দ্রিয়বিষয়সম্বন্ধাদিষ্বপেক্ষা যস্য নাস্তি স বিষয়েষ্বনপেক্ষোনিস্পৃহঃ শুচির্ব্বাহ্যাভ্যন্তরেণ চ শৌচেন সম্পন্নোদক্ষঃ প্রত্যুৎপন্নেষু কার্য্যেষু সদ্যোযথাবৎ প্রতিপত্তুং সমর্থঃ উদাসীন ইতি উদাসীনোন কস্যচিন্মিত্রাদেঃ পক্ষং ভজতে যঃ স উদাসীনো যতির্গতব্যথো গতভয়ঃ সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী আরভ্যান্ত ইতি আরম্ভা ইহামুত্রফলভোগার্থানি কামহেতূনি কর্ম্মাণি সর্ব্বারম্ভাস্তান্ পরিত্যক্তুং শীলমস্যেতি সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী যোমদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৬ ॥

আনন্দগিরি।—নিরপেক্ষত্বাদিকমপি জ্ঞানিনো বিশেষণমিত্যাহ অনপেক্ষইতি। আদিপদমপেক্ষণীয়সর্ব্বসংগ্রহার্থং, প্রতিপত্তব্যেষু প্রতিপত্তিং কর্ত্তব্যেষু কর্ত্তৃত্বঞ্চেত্যর্থঃ। পরৈস্তাড়িতস্যাপি গতা ব্যথা ভয়মস্যেতি ব্যুৎপত্তিমাশ্রিত্যাহ গতেতি ॥ ১৬ ॥

রামানুজ।—অনপেক্ষ আত্মব্যতিরিক্তে কৃৎস্নে বস্তুন্যনপেক্ষঃ শুচিঃ শাস্ত্রবিহিতদ্রব্যবর্দ্ধিতকায়ঃ দক্ষঃ শাস্ত্রীয়ক্রিয়োপাদানসমর্থঃ অন্যত্রোদাসীনঃ গতব্যথঃ শাস্ত্রীয় ক্রিয়ানিবৃত্তাববর্জ্জনীয়শীতোষ্ণবর্ষস্পর্শাদিদুঃখেষু ব্যথারহিতঃ সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী শাস্ত্রীয়ব্যতিরিক্ত সর্ব্বকর্ম্মারম্ভপরিত্যাগী য এবম্ভুতো মদ্ভক্তঃ সমে প্রিয়ঃ ॥ ১৬ ॥

শ্রীধর।—কিঞ্চ অনপেক্ষ ইতি। অনপেক্ষো যদৃচ্ছয়োপস্থিতেঽপ্যর্থে নিস্পৃহঃ শুচির্ব্বাহ্যাভ্যন্তরশৌচসম্পন্নঃ দক্ষোঽনলসঃ উদাসীনঃ পক্ষপাতরহিতঃ গতব্যথ আধিশূন্যঃ সর্ব্বান্ দৃষ্টাদৃষ্টার্থানারম্ভানুদ্যমান্ পরিত্যক্তুং শীলং যস্য সঃ, এবংভূতঃ সন্ যোমদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৬ ॥

বলদেব।—অনপেক্ষঃ স্বয়মাগতেঽপি ভোগ্যে নিস্পৃহঃ। শুচির্ব্বাহ্যাভ্যন্তরপাবিত্রবান্

দক্ষঃ স্বশাস্ত্রার্থবিমর্শসমর্থঃ। উদাসীনঃ পরপক্ষগ্রাহী। গতব্যথোঽপকৃতোঽপ্যাধিশূন্যঃ। সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী স্বভক্তিপ্রতীপাখিলোদ্যমরহিতঃ ॥ ১৬ ॥

মধুসূদন।—কিঞ্চ নিরপেক্ষঃ সর্ব্বেষু ভোগোপকরণেষু যদৃচ্ছোপনীতেষ্বপি নিস্পৃহঃ শুচির্ব্বাহ্যাভ্যন্তরশৌচসম্পন্নঃ দক্ষঃ উপস্থিতেষু জ্ঞাতব্যেষু চ সদ্য এব জ্ঞাতুং কর্ত্তুং চ সমর্থঃ উদাসীনঃ ন কস্যচিন্মিত্রাদেঃ পক্ষং ভজতে যঃ গতব্যথঃ পরৈস্তাড্যমানস্যাপি গতা নোৎপন্না ব্যথা পীড়া যস্য সঃ উৎপন্নায়ামপি ব্যথায়ামপকর্ত্তৃত্বম্ ক্ষমিত্বম্ ব্যথাকারণেষু সৎস্বপ্যনুৎপন্নব্যথত্বম্ গতব্যথত্বমিতি ভেদঃ ঐহিকামুষ্মিকফলানি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সর্ব্বারম্ভাস্তান্ পরিত্যক্তুং শীলম্ যস্য স সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী সন্ন্যাসী যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৬ ॥

নীলকণ্ঠ।—অস্যৈব ব্যুত্থানবস্থামাহ অনপেক্ষ ইতি। সুখ প্রাপ্তৌ দুঃখহানে বা তৎসাধনে বা লিপ্সাশূন্যো হ্যনপেক্ষঃ শুচির্ব্বাহ্যাভ্যন্তরশৌচবান্ পুণ্যাপুণ্যাভ্যামলিপ্তো বা দক্ষো ভগবদ্ভজনাদৌ অনলসঃ উদাসীনঃ মানাপমানাদৌ সমবৃত্তিঃ অতএব গতা ব্যথা চেতঃপীড়া যস্য স গতব্যথঃ সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী সন্ন্যাসিত্বাদেব যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৬ ॥

বিশ্বনাথ।—অনপেক্ষো ব্যবহারিককার্য্যাপেক্ষারহিতঃ। উদাসীনঃ ব্যবহারিক লোকেষ্বনাসক্তঃ সর্ব্বান্ ব্যবহারিকান্ দৃষ্টাদৃষ্টার্থাংস্তথা পারমার্থিকানপি কাংশ্চিৎ শাস্ত্রাধ্যাপনাদীন্ আরম্ভান্ উদ্যমান্ পরিহর্ত্তুং শীলম্ যস্য সঃ ॥ ১৬।১৭।১৮ ॥

তাৎপর্য্য।—পূজ্যপাদ শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য শ্রীমদানন্দগিরি শ্রীমৎশ্রীধর ও শ্রীমন্মধুসূদনের অভিপ্রায়। আরও কিরূপ উপাসক ভগবানের প্রিয়, তাহাও প্রদর্শিত হইতেছে। যাঁহার দেহেন্দ্রিয়াদি এবং বিষয়াদি কিছুরই কোন অপেক্ষা নাই, যিনি যদৃচ্ছাগত ভোগোপকরণেও স্পৃহা হীন; যাঁহার বাহ্য ও অন্তর শৌচ সম্পন্ন, অর্থাৎ সাধনার দ্বারা যাঁহার চিত্তের যাবতীয় মলিনতা তিরোহিত হইয়াছে, ধৌত প্রভৃতি ক্রিয়া দ্বারা যাঁহার দেহাভ্যন্তরস্থ সমল পদার্থ সমূহ অপগত হইয়াছে; শৌচাচার হেতু যাঁহার বাহ্যদেহ সুনির্ম্মল হইয়াছে, এবং বিবেকের শাসনে যাঁহার হৃদয়ের কলুষরাশি অপগত হইয়াছে; যিনি অনলস অর্থাৎ সদ্যোপস্থিত কার্য্যের তৎক্ষণাৎ যথাবৎ মীমাংসা ও সমাধানে সমর্থ; যিনি পক্ষ বিশেষকে অবলম্বন করিয়া কোন কার্য্য করেন না, অর্থাৎ যিনি মিত্র বা অমিত্র ইত্যাকার বোধ বিরহিত; অপর কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইলেও যাঁহার ব্যথা বা বেদনা উৎপন্ন হয় না, বেদনার কারণ বর্ত্তমান থাকিলেও যিনি বেদনা উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া ব্যথা, অনুভব করেন না; ইহকালের বা পরকালের ফলপ্রদ যাবতীয় কর্ম্মই সর্ব্বারম্ভ; যিনি তাদৃশ সর্ব্বারম্ভত্যাগপরায়ণ, তিনিই সর্ব্বারম্ভত্যাগী; এতাদৃশ মদ্ভক্ত সন্ন্যাসীও আমার প্রিয়।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্যের অভিপ্রায়। আত্ম ব্যতিরিক্ত সংসারের যাবতীয় বস্তুতে যাঁহার কোন অপেক্ষা নাই তিনিই অনপেক্ষ। শাস্ত্রবিহিত দ্রব্যের দ্বারা যিনি বর্দ্ধিতকায় তিনিই শুচি। শাস্ত্রোক্ত ক্রিয়া সাধনে যিনি সমর্থ তিনিই দক্ষ। শাস্ত্রবিহিত ক্রিয়ার অনুসরণ ব্যতীত অন্য বিষয়ে যিনি উদাসীন। শাস্ত্রবিহিত ক্রিয়ার সম্পাদনের নিমিত্ত অপরিহার্য্য শীতোষ্ণ বর্ষাদিতে যিনি ব্যথা রহিত তিনিই গতব্যথ। শাস্ত্রোপদিষ্ট ক্রিয়া ব্যতীত অন্য যাবতীয় ক্রিয়া যিনি পরিত্যাগ করিয়াছেন তিনিই সর্ব্বারম্ভ পরিত্যাগী। এবম্ভূত মদ্ভক্ত আমার প্রিয়।

যিনি সকল ভোগাকাঙ্ক্ষা বিবর্জ্জিত, তাঁহার হস্তপদাদি যদি ব্যাধিবিকল হইয়া কার্য্য সাধনে অক্ষম হয়, দেহ যদি আগত সুখদুঃখাদির অনুভবে অসমর্থ হয়, এবং চিত্ত যদি কল্পনাতেও বিষয়ব্যাপারজনিত আনন্দ উপভোগে নিরস্ত হয়, তাহা হইলেও সাধুপুরুষের কোনই ক্ষতি নাই। কারণ যাঁহার কোনই কামনা নাই, বিষয়েন্দ্রিয় সঞ্জাত সুখভোগে যাঁহার অভিলাষ নাই, তাঁহার সে সকলের অভাবে কোনই ক্লেশের সম্ভাবনা হইতে পারে না, তিনি সুচিক্কণ পরিচ্ছদে কলেবর সমাবৃত করিবার প্রয়াসী নহেন, বাহ্য বাতাতপ হইতে দেহরক্ষার নিমিত্ত উপযুক্ত বস্ত্রাবরণের আকাঙ্ক্ষী নহেন, এবং বিলাসিগণের ন্যায় নিরন্তর দৈহিক মলনির্ম্মোচনে বা উজ্জ্বলতা সাধনে প্রযত্নপর নহেন। নরসুন্দরের সহায়তায় তাঁহার কেশরাজি কর্ত্তিত করিতে হয় না, গন্ধোপকরণাদির দ্বারা তাঁহার বেশ বিন্যাস করিতে হয় না, এবং শোভা সংসাধক সামগ্রীর সাহায্যে শারীরিক সুষমা সংবর্দ্ধিত করিতে হয় না। কিছুই না থাকিলেও আন্তরিক পবিত্রতা প্রভাবে তিনি পবিত্র কলেবর, কান্তি সম্পন্ন ও দেবোপম জ্যোতির্ম্ময়। তিনি অনলস অতন্দ্রিত ও ক্ষিপ্রকারী। যে কার্য্য যখন সম্পাদনের প্রয়োজন, তৎক্ষণাৎ তিনি তাহা নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ। অভ্যাগত কোন কর্ম্মেই তাঁহার কালাত্যয় ঘটে না। আচার্য্যোপদিষ্ট ক্রিয়ানুশীলনে যখন যাহা করিবার প্রয়োজন, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পাদনে প্রস্তুত। তিনি শত্রু মিত্র ভাব বিবর্জ্জিত। কাহারও প্রতি তাঁহার আকর্ষণ, কুত্রাপি বা বিকর্ষণ নাই। রাষ্ট্রবিপ্লব বা নরপতির পরিবর্ত্তন, মহামারী বা তথাবিধ দৈবোৎপাৎ কিছুতেই সেই নির্লিপ্ত মহাপুরুষকে বিচলিত করিতে পারে না। পক্ষবিশেষকে অবলম্বন

করিয়া পক্ষান্তরকে নির্জ্জিত করিতে তিনি অশক্ত। মন্দলোক কৃত অকারণ অত্যাচারে, আকস্মিক বিপৎপাতে, স্বার্থপরের আক্রমণে কিছুতেই তিনি ব্যথিত হন না। বেদনার অনুভব হৃদয়ে হয়। দৈহিক বেদনা বেদনা নহে, হৃদয়ের বেদনাই বেদনা। যাঁহার হৃদয় ভগবৎ রতি প্রভাবে পূর্ণানন্দে নিমগ্ন, জ্ঞানবলে যাঁহার অন্তর বলশালিগণের অগ্রগণ্য, এবং ভক্তিভরে যাঁহার চিত্তে বাহ্য বিষয়ক অনুভূতির অবসর নাই, ক্ষুদ্র তুচ্ছ দৈহিক বেদনা তাঁহাকে অবসন্ন করিতে কখনই সক্ষম হয় না। পূর্ণ পরিতৃপ্তিতে বাহ্যানুভূতির স্থান থাকিতে পারে না। কর্ম্মমাত্রেই ফলপ্রসূ। কোন কর্ম্ম ইহকালেই ফল প্রদান করিয়া থাকে, কোন কর্ম্ম পারলৌকিক ফল লাভের প্রত্যাশায় অনুষ্ঠিত হয়। তাদৃশ কোন ফলেই যাঁহার কামনা নাই, তিনি অকারণ কর্ম্মানুষ্ঠানে কখনই প্রবৃত্ত হন না। শাস্ত্রাচার্য্যোপদিষ্ট ক্রিয়া মাত্র তাঁহার অবলম্বনীয়, পরব্রহ্মের পরিজ্ঞানের উপায় মাত্র তাঁহার অনুসরণীয় এবং ব্রহ্মানন্দ উপভোগসংসাধক কার্য্য মাত্র তাঁহার করণীয়। এবংবিধ মহাপুরুষ কর্ম্মান্তরে আসক্ত নহেন, এবং মহৎ ফল প্রাপ্তির সুযোগ দেখিলেও তিনি তদ্বিষয়ক কর্ম্ম সাধনে অনুরক্ত নহেন। উল্লিখিত সর্ব্বারম্ভত্যাগী মহাপুরুষ যে ভগবানের প্রিয়পাত্র তদ্বিষয়ে কোনই সংশয় নাই ॥ ১৬ ॥

——:(০):——

যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৭।

অন্বয়।—যঃ ন হৃষ্যতি (আনন্দতি) ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি (কাময়তে) শুভাশুভপরিত্যাগী (শুভাশুভে পুণ্যপাপে পরিত্যক্তুং শীলং যস্য সঃ), যঃ ভক্তিমান্ (মদ্ভক্তিযুক্তঃ) স মে (মম) প্রিয়ঃ ॥ ১৭ ॥

প্রতিশব্দ।—যিনি হৃষ্ট-হন না, দ্বেষ-করেন না, শোক-করেন না, আকাঙ্ক্ষা-করেন না, শুভাশুভ-কর্ম্মত্যাগী, যিনি ভক্তিযুক্ত, তিনিই আমার প্রিয় ॥ ১৭ ॥

ব্যাখ্যা।—যিনি ইষ্টপ্রাপ্তিতে হৃষ্ট হন না, এবং অনিষ্ট প্রাপ্তিকেও দ্বেষ করেন না, যিনি প্রিয় বিচ্ছেদে শোকাতুর হন না, কামনা যাঁহার হৃদয়ে স্থান পায় না, এবং যিনি সুখদুঃখসাধন পুণ্য বা পাপ কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছেন, যিনি আমার প্রতি ভক্তিমান্ সেই ভক্তই আমার প্রিয় ॥ ১৭ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—কিঞ্চ যোন হৃষ্যতীষ্টপ্রাপ্তৌন দ্বেষ্ট্যনিষ্টপ্রাপ্তৌ ন শোচতি প্রিয়বিয়োগে নচাপ্রাপ্তং কাঙ্ক্ষতি শুভাশুভে পুণ্যপাপে কর্ম্মণী পরিত্যক্তুং শীলমস্যেতি শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৭ ॥

আনন্দগিরি।—ন চ ক্ষমীত্যনেন পৌনরুক্ত্যম্ প্রত্যুৎপন্নায়ামপি ব্যথায়ামপকর্ত্তৃষ্বনপকর্ত্তৃত্বং ক্ষমিত্বমিত্যভ্যুপগমাদ্দ্বেষহর্ষাদিরাহিত্যমপি জ্ঞানিনো লক্ষণমিত্যাহ কিঞ্চেতি। সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগীত্যনেন বিহিতকাম্যত্যাগস্যোক্তত্বাদ্বিহিতাদন্যত্র মাসঙ্কোচীতি বিশিনষ্টি শুভাশুভইতি। বৈষম্যবুদ্ধ্যভাবাদপি জ্ঞানিনো বিশেষণমিত্যাহ সমইতি ॥ ১৭ ॥

রামানুজ।—যোন হৃষ্যতি যন্মনুষ্যানাং হর্ষনিমিত্তং প্রিয়জাতং তৎপ্রাপ্য যঃ কর্ম্মযোগী ন হৃষ্যতি যচ্চাপ্রিয়ং তৎপ্রাপ্য যোন দ্বেষ্টি যচ্চ মনুষ্যানাং শোকনিমিত্তং ভার্য্যাপুত্রবিত্তক্ষয়াদিকং তৎপ্রাপ্য ন শোচতি তথাবিধমপ্রাপ্তংচ ন কাঙ্ক্ষতি যচ্চ মনুষ্যানাং হর্ষনিমিত্তংভার্য্যাবিত্তাদি তৎ অপ্রাপ্তং চ নকাঙ্ক্ষতি ইত্যর্থঃ। শুভাশুভ পরিত্যাগী পাপবৎ পুণ্যস্যাপি বন্ধহেতুত্বাবিশেষাদুভয়পরিত্যাগী য এবংভূতো ভক্তিমান্ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৭ ॥

শ্রীধর।—কিঞ্চ য ইতি। প্রিয়ম্ প্রাপ্য যোন হৃষ্যতি অপ্রিয়ং প্রাপ্য যোন দ্বেষ্টি ইষ্টার্থনাশে সতি যোন শোচতি অপ্রাপ্তমর্থং যোন কাঙ্ক্ষতি শুভাশুভে পুণ্যপাপে পরিত্যক্তুং শীলং যস্য সঃ, এবংভুতোভূত্বা যোমদ্ভক্তিমান্ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৭ ॥

বলদেব।—যঃ প্রিয়ং পুত্রশিষ্যাদি প্রাপ্য ন হৃষ্যতি অপ্রিয়ং তৎ প্রাপ্য তত্র ন দ্বেষ্টি প্রিয়ে তস্মিন্ বিনষ্টে ন শোচতি অপ্রাপ্তং তন্নাকাঙ্ক্ষতি। শুভং পুণ্যমশুভং পাপং .তদুভয়ং প্রতিবন্ধকত্বসাম্যাৎ পরিত্যক্তুং শীলং যস্য সঃ ॥ ১৭ ॥

মধুসূদন।—কিঞ্চ সমদুঃখসুখ ইত্যেতদ্বিবৃণোতি। যোন হৃষ্যতি ইষ্টপ্রাপ্তৌ ন দ্বেষ্টি অনিষ্টপ্রাপ্তৌ ন শোচতি প্রাপ্তেষ্টবিয়োগে ন কাঙ্ক্ষতি অপ্রাপ্তেষ্টসংযোগে সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগীত্যেতদ্বিবৃণোতি শুভাশুভে সুখসাধনদুঃখসাধনে কর্ম্মণা পরিত্যক্তুং শীলমস্যেতি শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৭ ॥

নীলকণ্ঠ।—এতমেব শ্লোকং ব্যাচষ্টে ত্রিভিঃ শ্লোকৈঃ যো নেতি। ইষ্টলাভে সতি ন হৃষ্যতি অনিষ্ট প্রাপ্তৌ ন দ্বেষ্টি ইষ্ট বিয়োগে সতি ন শোচতি ইষ্টসংযোগং অনিষ্ট পরিহারং বা ন কাঙ্ক্ষতি অনপেক্ষত্বাৎ শুভং কল্যাণং পুণ্যঞ্চ অশুভমমঙ্গলং পাপঞ্চ তে উভে পরিত্যক্তুং শীলং

যস্য স শুভাশুভপরিত্যাগী এতেন শুচিত্বং ব্যাখ্যাতং ভক্তিমান্ ভক্তো সততোদ্যুক্ত ইতি দক্ষ ইত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

তাৎপর্য্য।—আরও কি প্রকার ভক্ত শ্রীভগবানের প্রিয় তাহাই এই শ্লোকে কথিত হইতেছে। পূর্ব্বে বর্ত্তমান অধ্যায়ের ত্রয়োদশ শ্লোকে যে সমদুঃখসুখত্বের উল্লেখ হইয়াছে, বর্ত্তমান শ্লোকে তাহারও তাৎপর্য্য বিশদীকৃত হইতেছে। ইষ্ট প্রাপ্ত হেতু যিনি হৃষ্ট হন না, অনিষ্টাগমেও যিনি দ্বেষযুক্ত হন না; করায়ত্ত ইষ্টনাশে বা প্রিয়বিয়োগে যিনি শোক করেন না; অপ্রাপ্য প্রিয় পদার্থ প্রাপ্তির নিমিত্তও যাঁহার আকাঙ্ক্ষা নাই; শুভ সংসাধক অথবা অসুখ বিধায়ক সর্ব্বপ্রকার কর্ম্ম যিনি পরিত্যাগ করিয়াছেন; এতাদৃশ ভক্তিমান্ উপাসক আমার প্রিয়।

পূর্ব্বশ্লোকে সর্ব্বারম্ভত্যাগীর উল্লেখ আছে। বর্ত্তমান শ্লোকে যে শুভাশুভপরিত্যাগীর কথা উত্থাপিত হইয়াছে, তাহা উল্লিখিত সর্ব্বারম্ভত্যাগীরই ব্যাখ্যাস্বরূপ। মূলস্থিত শুভ ও অশুভ পাপ পুণ্যার্থক বলিয়া কোন কোন পূজ্যপাদ টীকাকার উল্লেখ করিয়াছেন।

অতি সামান্য মাত্র অনুকূল বিষয় লাভে মানবগণ হৃষ্ট হইয়া থাকে। সামান্য অর্থোপার্জ্জন করিতে পারিলে জীবনের সার্থকতা হইল জ্ঞান করিয়া তাহারা হর্ষে স্ফীত হইয়া থাকে। পুত্রের জন্ম হইলে আনন্দে উন্মাদপ্রায় হইয়া তাহারা বিবিধ উৎসবে প্রবৃত্ত হয়। স্বর্ণালঙ্কার, ইষ্টক অট্টালিকা, শোভনোদ্যান এসকলই বিনাশী অকিঞ্চিৎকর পদার্থ; তথাপি এতাদৃশ হীন ও ঘৃণিত পদার্থের লাভে মনুষ্যের হর্ষ উদ্বেল হইয়া উঠে। অপিচ ইত্যাকার সামান্য বস্তু যদি মানবের হস্তভ্রষ্ট হয়, যদি তাহার লোচনানন্দদায়ক নন্দন শমন সদনে গমন করে অথবা প্রেমময়ী প্রণয়িনীর জীবলীলার অবসান হয়, তাহা হইলে বিষাদের সীমা থাকে না; শোকে মনুষ্য হৃদয় অবসন্ন হইয়া যায়, এবং সে আপনার জীবনকে ক্লেশময় জ্ঞান করিয়া নিরতিশয় কাতর হয়। এবংবিধ হর্ষ ও শোক উভয়েই একান্ত দুর্ব্বলচিত্ততার পরিচায়ক, উভয়েই অজ্ঞতার পরিণাম, এবং উভয়েই অনুন্নতির উদাহরণ। যিনি ভগবৎ প্রেমাব্ধিতে অবগাহন করিয়াছেন, যাঁহার চিত্ত নশ্বর সংসারের ক্ষুদ্র ভোগোপকরণকে ঘৃণার চক্ষুতে দর্শন করিতে করিতে অবিনাশী পরম সুখের পথ দেখিতে পাইয়াছেন; যিনি

আত্মজ্ঞানের বর্ত্তিকালোকে মোহান্ধকার বিদূরিত করিয়া সার ও অসার বিনির্ণয়ে সক্ষম হইয়াছেন, তিনি কখনই সামান্য ভোগোপকরণ প্রাপ্তিতে হৃষ্ট বা তন্নাশে ক্ষুব্ধ হন না। এতাদৃশ মহাত্মার ব্যক্তি বা পদার্থ বিশেষ সম্বন্ধে হৃদয়ে কোনই দ্বেষ থাকিতে পারে না। সংসারের পদার্থ বিশেষ পরম প্রিয় বা পদার্থান্তর একান্ত ঘৃণার্হ, এরূপ সঙ্কীর্ণ বুদ্ধি তাঁহার থাকে না। তিনি সর্ব্বত্র সমদর্শী হইয়া পুরীষ ও চন্দন সমভাবে দর্শন করেন। তাঁহার প্রিয়াপ্রিয় নাই। বসুন্ধরার তাবতেই তাঁহার পরমপ্রিয়, এবং তাবতেই তাঁহার অপ্রিয়। এইরূপ মহাত্মা কখনই কোন বস্তু লাভের নিমিত্ত আকাঙ্ক্ষা করেন না। লাভে ও অলাভে যাঁহার সমজ্ঞান, তিনি কেন আকাঙ্ক্ষার অধীন হইবেন? যাহার যে বস্তুর অভাব থাকে, সে তৎপ্রাপ্তির নিমিত্ত আকাঙ্ক্ষা করে। যে ব্যক্তি যে বস্তুকে পরম প্রিয় জ্ঞান করে, সে তদ্বস্তু লাভের নিমিত্ত ব্যাকুল হয়। কিন্তু যাঁহার প্রাপ্তিতে হর্ষ বা অপ্রাপ্তিতে বিষাদ নাই, যাঁহার কোন বস্তুর অভাব হয় না, যাঁহার হৃদয় সতত পূর্ণ তৃপ্তিময়, তিনি এসংসারের কোন ক্ষুদ্র সামগ্রী প্রাপ্তির নিমিত্ত কখনই আকাঙ্ক্ষা করিতে পারেন না। তাঁহার আকাঙ্ক্ষা ব্রহ্মজ্ঞান, কার্য্য ও সাধনা তল্লাভের যথোপদিষ্ট মার্গানুসরণ, তিনি কখনই কোন অসদ্বস্তুর আকাঙ্ক্ষায় প্রমত্ত হইতে পারেন না। এইরূপ উন্নতচেতা মহাপুরুষের নিকট কিছুই শুভ বা অশুভ রূপে পরিগণিত হইতে পারে না। সংসারের বহুবিধ ঘটনা মানবেরা স্ব স্ব শিক্ষা সংসর্গ রীতি নীতির অনুসারে শুভাশুভ রূপে গ্রহণ করে। কলত্র লাভ, পুত্র প্রাপ্তি, বিত্তার্জ্জন প্রভৃতি ঘটনা তাহারা পরম শুভ বলিয়া বোধ করিয়া থাকে; আবার তৎ সমস্তের অভাব একান্ত অশুভ বলিয়া তাহারা বোধ করে। মানব সমাজে যাহা এক জনের পক্ষে শুভ, তাহা হয়তো অপরের পক্ষে অশুভরূপে প্রতীত হয়। কেহ যদি পরস্বাপহরণ করে, তাহা হইলে অপহৃত বিত্তসমূহ অপহরণকারীর শুভসংসাধক রূপে উপলব্ধ হয়, কিন্তু যাহার বিত্ত অপহৃত হইল, তাহার পক্ষে সে কার্য্য ভয়ানক অশুভ। একের নারী অন্যে উপভোগ করিবার সুযোগ পাইলে জীবনের বড় শুভ ঘটনা বলিয়া মনে করে; কিন্তু সেই কুলটা কামিনী যাহার সহধর্ম্মিণী, তাহার পক্ষে সেই ধর্ম্মচ্যুতি একান্ত অশুভ। ক্ষুদ্র হেয় নশ্বর বিষয়ে শুভাশুভ

এইরূপই হইয়া থাকে। যিনি এই সকল ব্যাপারের অতীত, যিনি সাংসারিক লোভ লালসা বিরহিত, এবং যিনি সত্যস্বরূপ পরব্রহ্মনিষ্ঠ, তাঁহার নিকট বহুবিধ শুভাশুভের ঘৃণিত কল্পনা কখন অগ্রসর হইতেও সাহস করে না। স্বল্পজ্ঞানী মানবগণ হয়তো পুণ্যানুষ্ঠানকে শুভ এবং পাপাচরণকে অশুভ বলিয়া মনে করিতে পারে। লৌকিক বিচারে, মানবীয় দণ্ডবিধিতে এবং শাসন তন্ত্রের বিধি ব্যবস্থায় কতকগুলি কার্য্য পাপরূপে পরিগণিত। কিন্তু এসকলই সামাজিক বিধি মাত্র। যিনি জ্ঞান বলে এই সকল শাসন অতিক্রম করিয়াছেন, পাপ বা পুণ্য উভয়ের প্রলেপ যাঁহার চিত্তক্ষেত্রে লগ্ন হয় না, সমদৃষ্টি সম্পন্ন হইয়া যিনি পুণ্যাতীত ও অপাপবিদ্ধ হইয়াছেন, কার্য্য ও অকার্য্য, সকলই যিনি সমভাবে দর্শন করিতে অভ্যাস করিয়াছেন, তাঁহার নিকট উল্লিখিতরূপ সঙ্কীর্ণ বিচারের কোন আবশ্যকতা নাই, পাপও তাঁহার পক্ষে অনাকাঙ্ক্ষিত সামগ্রী, পুণ্যও তদ্রূপ অনাদৃত পদার্থ। যে মহাত্মা ভগবদ্ভক্তির প্রাবল্যে হৃদয়কে এইরূপে গঠিত করিতে সক্ষম হইয়াছেন, তিনিই যে ভগবানের প্রিয়, এবং তৎকৃত কার্য্য সমূহ যে ভগবৎপ্রীতি বিধায়ক, তদ্বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই ॥ ১৭ ॥

* * *

সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ ॥
তুল্যনিন্দাস্তুতিমৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ ।
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ ॥১৮।১৯॥

অন্বয় ।—শত্রৌ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ (পূজাপরিভবয়োঃ) সমঃ (তুল্যবোধঃ) শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ (হর্ষবিষাদশূন্যঃ), সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ (আসক্তিরহিতঃ) তুল্যনিন্দাস্তুতিঃ (তুল্যে সমানে নিন্দস্তুতী যস্য সঃ) মৌনী সংযতবাক্) যেন কেনচিৎ (যথাতথালব্ধেন) সন্তুষ্টঃ অনিকেতঃ (নিয়তবাসশূন্যঃ) স্থিরমতিঃ (আত্মতত্ত্বে নিশ্চলমতিঃ) ভক্তিমান্ নরঃ মে (মম) প্রিয়ঃ ॥ ১৮ । ১৯ ॥

প্রতিশব্দ।—শত্রুতে ও মিত্রে এবং মান-অপমানে তুল্য-বোধ, শীত উষ্ণ-সুখ-দুঃখে সমভাবাপন্ন, সঙ্গত্যাগী, নিন্দাস্তুতিতে-সমভাব, মৌনী, যে কোন-প্রকারে সন্তুষ্ট, নিয়ত-বসতি-শূন্য, নিশ্চলমতি, ভক্তিযুক্ত মানব আমার প্রিয় ॥ ১৮ । ১৯ ॥

ব্যাখ্যা।—যিনি শত্রু ও মিত্র উভয়েই সমদর্শী, মান অপমানে হর্ষ বিষাদ শূন্য, শীত গ্রীষ্ম সুখ দুঃখ সকলেই সমভাব, যাঁহার পক্ষে নিন্দা অথবা স্তুতি সমান, সর্ব্ব বিষয়ে যিনি আসক্তিহীন, সর্ব্বদা সংযতভাষী, নিজচেষ্টা ব্যতিরেকেও দৈবাৎ লব্ধ যে কোন প্রকারে শরীর যাত্রা নির্ব্বাহে সন্তুষ্ট, একস্থানে নিয়ত নিবাস শূন্য, পরমতত্ত্বে যাঁহার মতি স্থির, সেই ভক্তিযুক্ত মানব আমার প্রিয় ॥ ১৮ । ১৯ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—সম ইতি সমঃ শত্রৌ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ পূজাপরিভবয়োঃ শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সর্ব্বত্র চ সঙ্গবর্জ্জিতঃ। কিঞ্চতুল্যনিন্দেতি। তুল্যনিন্দাস্তুতিঃ নিন্দা চ স্তুতিশ্চনিন্দাস্তুতী তুল্যনিন্দাস্তুতিঃ মৌনী মৌনবান্ সংযতবাক্ সন্তুষ্টোযেন কেনচিৎ শরীরস্থিতিমাত্রেণ। তথাচোক্তং,—"যেন কেনচিদাচ্ছন্নোযেন কেনচিদাশিতঃ। যত্র কচন শায়ী স্যাত্তন্দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ"॥ ইতি কিঞ্চ অনিকেতো নিকেত আশ্রয়োনিবাসো নিয়তোন বিদ্যতে যস্য সোঽয়মনিকেতঃ ব্রাহ্মণঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ঃ ॥ ১৮ । ১৯ ॥

আনন্দগিরি।—সমইতি অদ্বেষ্টেত্যাদিনা দ্বেষাদিবিশেষাভাব উক্তঃ সম্প্রতি সর্ব্বত্রৈবাবিকৃতচিত্তত্বমুচ্যতে সর্ব্বত্র চেতনে স্ত্র্যাদাবচেতনে চ চন্দনাদাবিত্যর্থঃ! বাগ্‌বতত্বাদিবিশেষণমপি জ্ঞাননিষ্ঠস্যাস্তীত্যাহ কিঞ্চেতি নিন্দা দোষসঙ্কীর্ত্তনং স্তুতির্গুণগণনং দেহস্থিতিমাত্রফলেনান্নাদিনা জ্ঞানিনঃ সন্তুষ্টত্বে স্মৃতিং প্রমাণয়তি তথাচেতি। নিয়তনিবাসরাহিত্যমপি জ্ঞানবতো বিশেষণমিত্যাহ কিঞ্চেতি। "ন কুড্যাং নোদকে সঙ্গো নচৈলে ন ত্রিপুষ্করে। চাসনে বসনে নান্নে যস্য বৈ মোক্ষবিত্তু স" ইতি স্মৃতিমুক্তেঽর্থে প্রমাণয়তি নেত্যাদিনা ॥ ১৮ । ১৯ ॥

রামানুজ।—অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানামিত্যাদিনা শত্রুমিত্রাদিষু দ্বেষাদিরহিতত্বমপ্যুক্তং। অত্র তেষু সন্নিহিতেষ্বপি সমচিত্তত্বং ততো ব্যতিরিক্তো বিশেষ উচ্যতে। আত্মনি স্থিরমতিত্বেন নিকেতনাদিষ্বসক্ত ইত্যনিকেতঃ তথা এবং মানাপমানাদিষ্বপি সমঃ য এবংভূতো ভক্তিমান স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৮ । ১৯ ॥

হনুমান্।—অনিকেতঃ অগ্রহঃ ॥ ১৯ ॥

শ্রীধর।—কিঞ্চ সম ইতি। শত্রৌ মিত্রে চ সম একরূপঃ মানাপমানয়োরপি তথা সম এব হর্ষবিষাদশূন্য ইত্যর্থঃ, শীতোষ্ণয়োঃ সুখদুঃখয়োশ্চ সমঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ ক্বচিদপ্যনাসক্তঃ। কিঞ্চ

তুল্যা নিন্দা স্তুতিশ্চ যস্য সঃ মৌনী সংযতবাক্ যেন কেনচিৎ যথালব্ধেন সন্তুষ্টঃ অনিকেতো নিয়তবাসশূন্যঃ স্থিরমতিঃ ব্যবস্থিতচিত্তঃ এবংভূতোমদ্ভক্তিমান্ যঃ স নরো মম প্রিয়ঃ ॥ ১৮ । ১৯ ॥

বলদেব ।—সমঃ শত্রৌ চেতি স্ফুটার্থম্। সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ কুসঙ্গশূন্যঃ। তুল্যেতি। নিন্দয়া দুঃখম্ স্তুত্যা সুখঞ্চ যো ন বিন্দতি, মৌনী যতবাক্ স্বেষ্টমননশালো বা যেন কেনচিদদৃষ্টাকৃষ্টেন রূক্ষেণ স্নিগ্ধেন বান্নাদিনা সন্তুষ্টঃ, অনিকেতো নিয়তনিবাসরহিতো নিকেতমোহশূন্যো বা স্থিরমতির্নিশ্চিতজ্ঞানঃ, এম্বদ্বেষ্টেত্যাদিষু সপ্তসু যেষু গুণানাং পুনরপ্যভিধানং তত্তেরামতিদৌর্লভ্যজ্ঞাপনার্থমিত্যদোষঃ। সনিষ্ঠাদীনাং ত্রিবিধানাং ভক্তানাং সম্ভূয় স্থিতা এতেঽদ্বেষ্টৃত্বাদয়ো ধর্ম্মা যথাসম্ভবতারতম্যেনৈব সুধীভিঃ সঙ্গমনীয়াঃ ॥ ১৮ । ১৯ ॥

মধুসূদন ।—কিংচ পূর্ব্বৈসৈব প্রপঞ্চঃ। সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ চেতনাচেতনসর্ব্ববিষয়শোভনাধ্যাসরহিতঃ সর্ব্বথা হর্ষবিষাদশূন্য ইত্যর্থঃ স্পষ্টমন্যৎ। কিংচ নিন্দা দোষকথনং, স্তুতির্গুণকথনং তে দুঃখসুখজনকতয়া তুল্যে যস্য স তথা মৌনী সংযতবাক্ নতু শরীরযাত্রানির্ব্বাহায় বাগ্ব্যাপারোপেক্ষিত এব নেত্যাহ সন্তুষ্টোযেন কেনচিৎ স্বপ্রযত্নমন্তরেণৈব বলবৎপ্রারব্ধকর্ম্মোপনীতেন শরীরস্থিতিহেতুমাত্রেণাশনাদিনা সন্তুষ্টঃ নিবৃত্তস্পৃহঃ কিংচ অনিকেতোনিয়তনিবাসরহিতঃ স্থিরা পরমার্থবস্তু বিষয়া মতির্যস্য সঃ স্থিরমতিঃ ঈদৃশোযোভক্তিমান্ স মে প্রিয়োনরঃ। অত্র পুনঃ পুনর্ভক্তেরুপাদানং ভক্তিরেবাপবর্গস্য পুষ্কলং কারণমিতি দ্রঢ়য়িতুম্ ॥ ১৮ । ১৯ ॥

নীলকণ্ঠ ।—উদাসীনত্বং ব্যাচষ্টে সম ইতি। গতব্যথত্বমুপপাদয়তি সঙ্গবিবর্জ্জিত ইতি সঙ্গী হি ব্যথতে নতু তদ্বর্জ্জিতঃ ইত্যর্থঃ। সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগীত্যেতদ্ব্যাচষ্টে তুল্যেতি। শিষ্টেষু বিগীতো নস্যামিতি বা লোকেষু প্রখ্যাতঃ স্যামিতি বা ইদং মে ভূয়াদিতি বা কাময়মানঃ কিঞ্চিদারভতে ন তু তুল্যনিন্দাস্তুতিঃ তুল্যনিন্দাস্তুতিত্বাৎ সন্তুষ্টত্বাচ্চ মৌনী সন্ন্যাসী অতএবানিকেতঃ গৃহশূন্যঃ কুটীমপি চাত্মার্থং নারভতে যতঃ স্থিরমতিঃ স্থিরপ্রজ্ঞো ভক্তিমান্ যোগী মে মম প্রিয়ো নরঃ পুরুষঃ ॥ ১৮ । ১৯ ॥

বিশ্বনাথ ।—অনিকেতঃ প্রাকৃতস্বাস্পদাসক্তি শূন্যঃ ॥ ১৯ ॥

তাৎপর্য্য ।—ভক্তের হৃদয় যেরূপ ভাবময় হইয়া থাকে, এবং যেরূপ ভাবযুক্ত হইলে ভক্ত ভগবানের প্রিয় হইয়া থাকেন, তাহা এস্থলে কতিপয় শ্লোকে প্রদর্শিত হইল। অধুনা শ্লোকদ্বয়ে সেই প্রস্তাবের উপসংহার হইতেছে। শত্রু এবং মিত্রে যাঁহার সমজ্ঞান, মানাপমানে অর্থাৎ স্থান বিশেষে বিহিতসৎকার ও সমাদরে এবং স্থানান্তরে অনাদরে ও ঘৃণায় যাঁহার তুল্য বোধ; শীত এবং উষ্ণ এতদুভয়েই যিনি সমান অকাতর, সুখ এবং দুঃখ উভয়েই যাঁহার তুল্যবোধ; কোন বিষয়েই যিনি আসক্ত নহেন, চেতন বা অচেতন সকল বস্তুতেই যিনি সঙ্গশূন্য; দোষ কীর্ত্তনরূপ নিন্দা এবং গুণানুবাদরূপ স্তুতি উভয়েই যিনি তুল্যবোধ সম্পন্ন; আর যিনি বাক্সংযমী

অর্থাৎ শরীর যাত্রা নির্ব্বাহ করিবার নিমিত্তও যাঁহার বাক্যকথনের প্রয়োজন হয় না; যিনি সকল বিষয়েই সন্তুষ্ট অর্থাৎ পর্য্যাপ্ত বুদ্ধিসম্পন্ন, এবং প্রবল প্রারব্ধের প্রভাবে দেহযাত্রা নির্ব্বাহের নিমিত্ত যে কিছু অশনাদি উপস্থিত হয় তাহাতেই পরিতৃপ্ত। শ্রুতিও বলিয়াছেন, "যেন কেনচিদাচ্ছন্নো যেন কেনচিদাশিতঃ। যত্র ক্বচন শায়ী স্যাত্তন্দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ।" ইহার ভাবার্থ এই যে, যে কিছু পদার্থের দ্বারা শরীর আচ্ছন্ন করিয়া, যে কোন দ্রব্য ভোজন করিয়া, যে কোন স্থানে শয়ন করিয়া যিনি ব্রহ্ম সাধনা করেন; তাঁহাকেই ব্রহ্মজ্ঞ বলিয়া জানিবে। যাঁহার বাসস্থানের কোনই নির্দ্ধারণ নাই; পরমার্থ বস্তুসম্বন্ধে যাঁহার বুদ্ধি নিঃসন্দিগ্ধ ও স্থির; যে মানব আমাতে এবংবিধ ভক্তিমান্ তিনিই আমার প্রিয়।

সুপবিত্র গীতাশাস্ত্রের মধ্যে এই দ্বাদশ অধ্যায়টী অতিশয় ক্ষুদ্র। কিন্তু পরিমাণে ক্ষুদ্র হইলেও ইহার মধ্যে যে সকল তত্ত্ব কথা নিহিত আছে, তদ্বিচারে ইহাকেই সর্ব্বাপেক্ষা গুরু বলিয়া অনুমিত হইবে। এই অধ্যায়ের প্রথম হইতেই শ্রীভগবান্ সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনার ফলাফলের বিচার করিয়াছেন, এবং উপসংহারের পূর্ব্বে শ্লোক সপ্তকে যেরূপ উদারচিত্ত উন্নত উপাসককে স্বকীয় প্রিয়রূপে নির্ব্বাচন করিয়াছেন, তাহার মর্ম্মোপলব্ধি করিলে সকল সাধনার উপায়, সকল কামনার পরম কাম্য, সকল আয়াসের শেষ পদার্থ লাভের পথ দেখিতে পাওয়া যায়; এবং অংশতঃ তদনুরূপ হইবার প্রয়াস হইলেও মনুষ্যের নরত্ব অপগত হইয়া দেবত্ব আবির্ভূত হয়; এবং ভঙ্গুর দেহাশ্রয়ের মধ্যে থাকিয়াই মানবাত্মা চিরসত্য অবিনাশী পরম সুখের মধুরালোক দর্শন করিতে পায়।

শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন; অদ্বেষ্টা, মৈত্র, করুণ, নির্ম্মম, নিরহঙ্কার, সমদুঃখসুখ, ক্ষমী, সততসন্তুষ্ট, যোগী, যতাত্মা, দৃঢ়নিশ্চয়, ময্যর্পিতমনোবুদ্ধিঃ, লোকানুদ্বেজক, লোকানুদ্বেজিত, হর্ষামর্ষভয়-উদ্বেগ মুক্ত, অনপেক্ষ, শুচি, দক্ষ, উদাসীন, গতব্যথ, সর্ব্বকর্ম্ম ফলত্যাগী, শত্রু মিত্রে সমবুদ্ধি, মানাপমানে সমজ্ঞান, শীত-উষ্ণ সুখদুঃখে সমভাব, সঙ্গবর্জিত, নিন্দাস্তুতিতে সমবোধ, মৌনী, যে কোনরূপেই সন্তুষ্ট, নিয়ত নিবাস রহিত, স্থিরবুদ্ধি, ভক্তিমান্ এই সকল গুণ সম্পন্ন ব্যক্তিই আমার প্রিয়। প্রত্যুত এই সকল ভাব হৃদয় মধ্যে অপরিমেয় ভগবৎ প্রেম না জন্মিলে কখনই আসিতে পারে না।

সকল গুলির কথা দূরে থাকুক, ইহার কোন একটি সদ্‌গুণও ক্ষুদ্রচেতা মনুষ্য সহজে আয়ত্ত করিতে পারে না। দেহেন্দ্রিয়ের সেবায় যাহারা প্রতি নিয়ত ব্যস্ত, ভোগসুখের কামনায় যাহারা নিরন্তর উন্মত্ত, অহঙ্কার ও আত্ম গরিমায় যাহারা স্ফীতবক্ষ, এবং স্বার্থ সাধনোদ্দেশে যাহারা অবিরত বিনিযুক্ত, সেই সঙ্কীর্ণহৃদয় মানবের অন্তরে মহৎ স্বর্গীয় ভাবের আবির্ভাব হইবার স্থান নাই। ভগবানের প্রেমে যাঁহাদের হৃদয় মোহ পাশ বিচ্ছিন্ন করিতে শিখিয়াছে, উচ্চ আকাঙ্ক্ষার বশবর্ত্তী হইয়া সঙ্কীর্ণ চিন্তা যাঁহারা বিসর্জ্জন করিয়াছেন, এবং আত্মাকে অনন্তের অভিমুখী করিয়া যাঁহারা সান্ত পদার্থ সমূহকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তাঁহারাই এই মহত্ত্ব লাভের অধিকারী হইয়াছেন। এরূপ মহামনা মহাপুরুষ কদাচিৎ নয়ন গোচর হয়। যাঁহার হৃদয়ে এই সকল ভাবের উন্মেষ হইয়াছে, তিনি মানবাকারে দেবতা। তিনি নিষ্কাম কর্ম্মীগণের অগ্রগণ্য, প্রেমময় এবং পরমারাধ্য। ধরিত্রী এতাদৃশ মহাপুরুষকে বক্ষে ধারণ করিয়া গৌরবান্বিতা হন, মানব সমাজ এবংবিধ মহাত্মার আবির্ভাবে ধন্য হয়, এবং লোক সমূহ তাঁহার মহচ্চরিত্রকে আদর্শ করিয়া চরিত্র গঠনে প্রযত্নবান্ হয়। এতাদৃশ মহাত্মার দ্বারা পরানিষ্ট সম্ভবে না, কুকার্য্য সংঘটিত হয় না, কাহারও হৃদয়ে বেদনা জন্মে না, কাহারও স্বার্থ সিদ্ধির হানি হয় না। সেই প্রেমময় মহাপুরুষ প্রেমামৃত বিতরণ করিয়া মনুষ্য সমাজের কল্যাণ সাধন করিয়া থাকেন। সৎপথ প্রদর্শন করিয়া উন্মার্গগামী মানবকে প্রকৃতিস্থ ও শান্ত করেন; এবং অমিত হিতৈষণা দ্বারা সর্ব্বত্র অজস্রধারে মঙ্গল সিঞ্চন করেন। এরূপ মহাপুরুষ যে ভগবানের পরম প্রেমাস্পদ একথা বলাই বাহুল্য।

শ্রীভগবান্ যে যে বাক্যে এবংবিধ মহাত্মার বিশেষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তৎসমূহের অনেকগুলি স্থূলতঃ একার্থবাচী। কিন্তু সূক্ষ্মরূপে বিচার করিলে তন্মধ্যেও স্বতন্ত্র ভাবের সমাবেশ পরিদৃষ্ট না হইয়া থাকে এরূপ নহে। স্থূলতঃ একার্থবাচী হইলেও তৎসমূহের প্রয়োগ অসঙ্গত হয় নাই। কারণ এই সকল ভাবের প্রসঙ্গ পাঠকের হৃদয়ে বদ্ধমূল হওয়া আবশ্যক। তত্তাবতের সংস্কার দৃঢ় রূপে হৃদয়পটে অঙ্কিত করিবার নিমিত্ত বিভিন্ন ভাষায় তাহার পুনরুল্লেখ অসঙ্গত নহে।

দেশ কাল পাত্রানুসারে বিচার করিলে উপলব্ধি হয় যে, ইদানীন্তন কালের মানবগণের পক্ষে উল্লিখিত ভাব নিচয়কে আয়ত্ত করাই সহজ সুব্যবস্থা। হৃদয়কে দ্বেষ অসূয়াশূন্য সমদর্শী অহঙ্কার বিবর্জ্জিত করিবার, নিমিত্ত যত্ন পরায়ণ হইলে মানব অনায়াসে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে। যোগশাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট সাধনা, আগমাদি বিহিত উপাসনা প্রভৃতি মনুষ্যের পক্ষে অশেষ কল্যাণকর সন্দেহ নাই। কিন্তু বর্ত্তমান কালে অধিকাংশ মানবের পক্ষে তাদৃশ অনুষ্ঠানের অনুসরণ করিবার সুযোগ হয় না। কোন অনুষ্ঠান না করিয়াও কোনরূপ সাধনা পদ্ধতির অনুগামী না হইয়াও মনুষ্য যদি নিরন্তর প্রাণের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে আত্মসংযম অভ্যাস করেন, তাহা হইলে চরমে তিনি কৃতকৃত্য হইতে পারেন। এজন্য কোন আয়োজনের প্রয়োজন হয় না, লোক সমাজের লক্ষীভূত হইয়া কোন কার্য্যানুষ্ঠান করিতে হয় না, এবং সমাজ বন্ধন বিশৃঙ্খল করিয়া কোন অনুষ্ঠান করিতে হয় না। বিরলে অন্যের অগোচরে সাবধানে আপনার মনকে আপনিই শাসনে আনিবার চেষ্টা করিতে হয়। একদিনে না হইতে পারে, দশ দিনে না হইতে পারে; বহুবৎসরেও না হইতে পারে; কিন্তু কালে যে মনস্কামনা সিদ্ধ হইবে, তাহাতে কোন সংশয় নাই। অল্পে অল্পে, ধীরে ধীরে, অজ্ঞাতসারে চিত্ত বশীভূত হইবে। তখন পাপতাপ দূরে চলিয়া যাইবে, কথিত সদগুণ সমূহ সাধককে আশ্রয় করিবে, বিশ্বনাথের প্রেমে হৃদয় পরিপূর্ণ হইবে, এবং আনন্দোন্মাদে হৃদয় আচ্ছন্ন হইয়া যাইবে।

শ্রীভগবান্ পূর্ব্বে বলিয়াছেন, "নেহাভিক্রমনাশো ঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে। স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ।" আত্মসংযমরূপ পরম জ্ঞানের পক্ষে অগ্রসর হইয়া কাহাকেও ভীত বা হতাশ হইতে হয় না। চিত্ত সংযমরূপ অধ্যবসায়কে আশ্রয় করিয়া সকল জ্ঞানের আবির্ভাব হইয়া থাকে। চিত্ত সংযমরূপ সুদৃঢ় সোপান অবলম্বন করিলে প্রেম, জ্ঞান, ভক্তি প্রভৃতির শিখর দেশে প্রবল পরাক্রমে অনায়াসে আরোহণ করা যায়। যিনি এই সাধনায় যতটুকু অগ্রসর হইবেন, ততটুকুই তাঁহার গচ্ছিত অর্জ্জিত সম্পত্তিরূপে ন্যস্ত রহিবে। তাহার ক্ষয় হইবে না, অপচয় হইবে না। বহু কর্ম্মাসক্ত বহু বিষয়ভোগে প্রলিপ্ত

থাকিয়াও মানব এইরূপে স্বকীয় চেষ্টায় পরম সাধনার পথে চলিতে পারেন; এবং চরমে মুক্তিরূপ পরমধনের অধিকারী হইয়া ধন্য হইতে পারেন।

ভোগাসক্ত ক্ষুদ্রচেতা মানবগণ প্রায়ই বলিয়া থাকেন, বৈষয়িক ব্যস্ততায়, সাংসারিক কর্ত্তব্য সাধনের উদ্বেগে দিনান্তে একবারও শ্রীভগবানের নামোচ্চারণ করিবার সময় হয় না। ইহার ন্যায় অসার আপত্তি আর কিছুই নাই। সকল ব্যাপারের মধ্যে থাকিয়া, পুত্র কলত্রাদির প্রতি কর্ত্তব্য সাধনে নিরত থাকিয়া, বিষয় কূপে আকণ্ঠ মজ্জমান থাকিয়াও ভগবানের নামোচ্চারণ অনায়াসেই করা যাইতে পারে। বাহ্যশৌচের অভাব হইতে পারে, আসন গঙ্গোদকাদি যথা সময়ে প্রাপ্তির অসম্ভাবনা হইতে পারে, এবং স্থান কালের সুযোগ না ঘটিতে পারে। কিন্তু তাহাতেও কিয়ৎকালের নিমিত্ত চিত্তকে সংসার হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া বাসনাশূন্য হৃদয় মন্দিরে ভক্তি উপকরণ দ্বারা ঈশ্বর ধ্যানের অসংভাবনা কিছুই নাই। যাহা প্রাণের কার্য্য, তাহা প্রাণেই হইবে; আড়ম্বর ও লৌকিক অনুষ্ঠান না হইলেও তাহার কোন ক্ষতি নাই। লোক সমক্ষে অধমর্ণের নিকট প্রাপ্য কুসীদ গণনা করিতে করিতে অষ্টোত্তর শত তুলসী মালা ঘুর্ণন করিলে কোনই ফল হয় না। পূততোয়া জাহ্নবীগর্ভে যজ্ঞসূত্র হস্তে গায়ত্রী জপকালে অদূরবর্ত্তিনী স্নাননিরতা অর্দ্ধবিবসনা যুবতীর পেশল স্ফীতবক্ষের সুষমা দর্শন করিতে থাকিলে কোনই পুণ্যলাভ হয় না। এ সকলই অতি ঘৃণার্হ, ব্যভিচারপূর্ণ ও বিড়ম্বনা। উল্লিখিত রূপ ধর্ম্মপরায়ণগণের অপেক্ষা যে সাধু আপনার মনোমধ্যে হৃদয়ের বৃত্তি নিচয়কে কিয়ৎকালের জন্য স্থির ও সংযত করিয়া প্রাণের সহিত একবারও ভগবানকে ডাকিতে পারেন তিনিই মহাত্মা। কিয়ৎকালের নিমিত্ত এইরূপ চিত্তসংযমের অভ্যাস করিলে ক্রমশঃ কাল সহকারে সংযমকাল দীর্ঘ হইতেথাকিবে, এবং পরিণামে নিয়ত সংযমরূপ পরম সাধনা অভ্যস্ত হইবে॥ ১৮। ১৯॥

—(০)—

যে তু ধর্ম্ম্যামৃতমিদং যথোক্তং পর্য্যুপাসতে।
শ্রদ্দধানা মৎপরমা ভক্তাস্তেঽতীব মে প্রিয়াঃ ॥ ২০ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং
যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে ভক্তি-
যোগো নাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

—:(০):—

অন্বয়।—যে তু যথোক্তং (উক্তপ্রকারং) ইদং ধর্ম্ম্যামৃতং (ধর্ম্মরূপ-পীযূষং) পর্য্যুপাসতে (অনুতিষ্ঠন্তি), শ্রদ্দধানাঃ (শ্রদ্ধাবন্তঃ) মৎপরমাঃ (অহংএব পরমঃ নিরতিশয়গতিঃ, যেষাং তে) তে ভক্তা মে (মম) অতীব প্রিয়াঃ ॥ ২০ ॥

প্রতিশব্দ।—যাহারা উক্ত-প্রকার এই ধর্ম্মরূপ-অমৃতকে অনুষ্ঠান-করেন, শ্রদ্ধাযুক্ত মদ্গতি সেই ভক্তগণ আমার অত্যন্ত প্রিয় ॥ ২০ ॥

ব্যাখ্যা।—যে সকল ভক্ত পূর্ব্বোক্ত প্রকারে এই অমৃতসদৃশ ধর্ম্মের প্রযত্নসহকারে অনুষ্ঠান করে, এবং যাহারা সতত শ্রদ্ধাবান্, আমিই যাহাদের একমাত্র গতি, সেই সকল ভক্ত আমার অতিশয় প্রিয় ॥ ২০ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানামিত্যাদিনাক্ষরস্যোপাসকানাং নিবৃত্তসর্ব্বৈষণানাং সন্ন্যাসিনাং পরমার্থজ্ঞাননিষ্ঠানাংধর্ম্মজাতং প্রক্রান্তমুপসংহ্রিয়ত ইতি যে স্থিতি। যে তু সন্ন্যাসিনো ধর্ম্মামৃতন্ধর্ম্মাদনপেতং ধর্ম্ম্যঞ্চ তদমৃতঞ্চ তদমৃতত্বহেতুত্বাদিদং যথোক্তমদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানামিত্যাদিনা পর্য্যুপাসতে অনুতিষ্ঠন্তি শ্রদ্দধানাঃ সন্তোমৎপরমা যথোক্তোঽহমক্ষরাত্মা পরমোনিরতিশয়ো গতির্যেষাস্তে মৎপরমা মদ্ভক্তাশ্চ উত্তমাম্পরমার্থজ্ঞানলক্ষণাং ভক্তিমাশ্রিতাস্তেঽতীব মে প্রিয়াঃ প্রিয়োহি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমিতি যৎ সূচিতং তদ্ব্যাখ্যায়েহোপসংহৃতং ভক্তাস্তেঽতীব মে প্রিয়া ইতি। যস্মাদ্ধর্ম্মামৃতমিদং যথোক্তমনুতিষ্ঠন্ ভগবতো বিষ্ণোঃ পরমেশ্বরস্যাতীব মে প্রিয়োভবতি তস্মাদিদং ধর্ম্মামৃতং মুমুক্ষুণা যত্নতোঽনুষ্ঠেয়ং বিষ্ণোঃ প্রিয়ং পরন্ধাম জিগমিষুণেতি বাক্যার্থঃ ॥ ২০ ॥

ইতি শ্রীগোবিন্দভগবৎ পূজ্যপাদশিষ্য-পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমচ্ছঙ্করভাগবত-
কৃতৌ গীতাভাষ্যে দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

আনন্দগিরি।—পুনঃ পুনর্ভক্তের্গ্রহণমপবর্গমার্গস্থ পরমার্থজ্ঞানস্যোপায়ার্থং। অদ্বেষ্টেত্যাদি ধর্ম্মজাতং জ্ঞানবতোলক্ষণমুক্তং তদুপপাদিতমনূদ্যোপসংহারশ্লোকমবতারয়তি অদ্বেষ্টেত্যাদিনা। চতুর্থপাদস্থ তাৎপর্য্যমাহ প্রিয়োহীতি। যদ্যপি যথোক্তং ধর্ম্মজাতং জ্ঞানবতোলক্ষণং তথাপি জিজ্ঞাসূনাং জ্ঞানোপায়ত্বেন যত্নাদনুষ্ঠেয়মিতি বাক্যার্থমুপসংহরতি যস্মাদিতি। তদেবং সোপানিকাভিধ্যানপরিপাকান্নিরুপাধিকমনুসন্দধানস্যাদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানামিত্যাদি ধর্ম্মবিশিষ্টস্য মুখ্যস্যাধিকারিণঃ শ্রবণাদ্যাবর্ত্তয়তস্তত্ত্বসাক্ষাৎকার সম্ভবাত্ততো মুক্ত্যুপপত্তেস্তদ্ধেতুবাক্যার্থধীবিষয়োঽনুযোগ্যস্তৎপদার্থোঽনুসন্ধেয়ইতি সিদ্ধঃ ॥ ২০ ॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য-শুদ্ধানন্দপূজ্যপাদশিষ্য ভগবদানন্দগিরিবিরচিতে
শ্রীভগবদ্গীতাভাষ্যবিবেচনে দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

রামানুজ।—তস্মাদাত্মনিষ্ঠাৎ মদ্ভক্তিযোগনিষ্ঠস্য শ্রেষ্ঠত্বং প্রতিপাদয়ন্ যথোপক্রমমুপসংহরতি। ধর্ম্ম্যং চামৃতং চেতি ধর্ম্ম্যামৃতে যে তু প্রাপ্য সমং প্রাপকং ভক্তিযোগং যথোক্তং ময্যাবেশ্য মনো যে মামিত্যাদিনোক্তেন প্রকারেণোপাসতে তে ভক্তা অতিতরাং মে প্রিয়াঃ ॥২০॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্রামানুজাচার্য্য বিরচিতে গীতাভাষ্যে দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

হনুমান্।—ধর্ম্মাদনপেতং ধর্ম্ম্যমমৃতমিব উক্তমিদং (ব্যাখ্যাদিত্বান্ন সমাসঃ) ॥ ২০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ধনুমদীয়ে পৈশাচভাষ্যে দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীধর।—উক্তধর্ম্মজাতম্ সফলমুপসংহরতি যে ত্বিতি। যথোক্তমুক্তপ্রকারম্ ধর্ম্মমেবামৃতং অমৃতত্বসাধনত্বাৎ, ধর্ম্ম্যামৃতমিতি কেচিৎ পঠন্তি। যে তদুপাসতে অনুতিষ্ঠন্তি শ্রদ্ধাম্ কুর্ব্বন্তো মৎপরমাশ্চ সন্তো মদ্ভক্তাস্তেঽতীব মে প্রিয়া ইতি। দুঃখমব্যক্তবর্ত্মে তদ্বহুবিঘ্নমতোবুধঃ। সুখং কৃষ্ণপদাম্ভোজং ভক্তিসৎপথবান্ ভজেৎ ॥ ২০ ॥

ইতি শ্রীভগবদ্গীতায়াং স্বামীকৃতটীকায়াং দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

বলদেব।—উক্তভক্তিযোগপমুসংহরন্ তস্মিন্নিষ্ঠাফলমাহ যে ত্বিতি। যে ভক্তা যথোক্তং ময্যাবেশ্য মনো যে মামিত্যাদিভির্যথাগতমিদং ধর্ম্ম্যামৃতম্ পর্য্যুপাসতে প্রাপ্যং মামিব প্রাপকং তং সমাশ্রয়ন্তি, শ্রদ্দধানা ভক্তিশ্রদ্ধালবঃ মৎপরমা মন্নিরতাস্তে মমাতীব প্রিয়া ভবন্তি। বশঃ স্বৈকজুষাং কৃষ্ণঃ স্বভক্ত্যেকজুষাং তু সঃ। প্রীত্যৈবাতিবশঃ শ্রীমানিতি দ্বাদশনির্ণয়ঃ ॥ ২০ ॥

ইতি শ্রীবলদেবকৃতে শ্রীভগবদ্গীতোপনিষদ্ভাষ্যে দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

মধুসূদন।—অদ্বেষ্টেত্যাদিনাঽক্ষরোপাসকাদীনাং সন্ন্যাসিনাং লক্ষণভূতং স্বভাবসিদ্ধং ধর্ম্মজাতমুক্তং। যথোক্তম্ বার্ত্তিকে, "উৎপন্নাত্মাববোধস্য হ্যদ্বেষ্টৃত্বাদয়োগুণাঃ। অযত্নতোভবন্ত্যস্য

ন তু সাধনরূপিণঃ"। ইতি। এতদেব চ পুরা স্থিতপ্রজ্ঞলক্ষণরূপেণাভিহিতম্, তদিদং ধর্ম্মজাতং প্রযত্নেন সম্পাদ্যমানং মুমুক্ষোর্ম্মোক্ষসাধনং ভবতীতি প্রতিপাদয়ন্নুপসংহরতি। যে তু সংন্যাসিনোমুমুক্ষবঃ ধর্ম্ম্যামৃতং ধর্ম্মরূপমমৃতং অমৃতসাধনত্বাৎ অমৃতবদাস্বাদ্যত্বাদ্বা ইদং যথোক্তং অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানামিত্যাদিনা প্রতিপাদিতং পর্য্যুপাসতেঽনুতিষ্ঠন্তি প্রযত্নেন, শ্রদ্দধানাঃ সন্তোমৎপরমাঃ অহং ভগবানক্ষরাত্মা বাসুদেব এব পরমঃ প্রাপ্তব্যোনিরতিশয়া গতির্যেষাং তে মৎপরমাঃ ভক্তাঃ মাং নিরুপাধিকং ব্রহ্ম ভজমানাস্তেঽতীব মে প্রিয়াঃ 'প্রিয়োহি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়' ইতি পূর্ব্বসূচিতস্যায়মুপসংহারঃ,যস্মাদ্ধর্ম্মামৃতমিদং শ্রদ্ধয়ানুতিষ্ঠন্ ভগবতোবিষ্ণোঃ পরমেশ্বরস্যাতীব প্রিয়োভবতি, তস্মাদিদং জ্ঞানবতঃ স্বভাবসিদ্ধতয়া লক্ষণমপি মুমুক্ষুণাত্মতত্ত্বজিজ্ঞাসুনাত্মজ্ঞানোপায়ত্বেন যত্নাদনুষ্ঠেয়ং বিষ্ণোঃ পরমং পদং জিগমিষুণেতি বাক্যার্থঃ, তদেবং সোপাধিব্রহ্মাভিধ্যানপরিপাকান্নিরুপাধিকং ব্রহ্মানুসংদধানস্যাদ্বেষ্টৃত্বাদিধর্ম্মবিশিষ্টস্য মুখ্যস্যাধিকারিণঃ শ্রবণমননিদিধ্যাসনাখ্যাবর্ত্তয়তোবেদান্তবাক্যার্থতত্ত্বসাক্ষাৎকারসংভবাত্ততোমুক্ত্যুপপত্তের্মুক্তিহেতুবেদান্তমহাবাক্যার্থান্বয়োগ্যস্তৎপদার্থোঽনুসন্ধেয় ইতি মধ্যমেন ষট্কেন সিদ্ধম্॥ ২০॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীবিশ্বেশ্বরসরস্বতী শ্রীপাদশিষ্য-শ্রীমন্মধুসূদন
সরস্বতীবিরচিতে শ্রীভগবদ্গীতাগূঢ়ার্থদীপিকায়াং দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

নীলকণ্ঠ।—মুক্তলক্ষণান্যেব মুমুক্ষোঃ সাধনত্বেন বিধত্তে যে ত্বিতি। যে মুমুক্ষবঃ তু পূর্ব্বোক্তাপেক্ষয়া বিলক্ষণা ইদম্ অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানামিত্যাদিনা গ্রন্থেন প্রতিপাদিতং ধর্ম্মজাতং তদেবামৃতস্য মোক্ষস্য সাধনত্বাদমৃতং ধর্ম্ম্যামৃতং যথোক্তং উক্তাদতিক্রমেণ পর্য্যুপাসতে সাকল্যেনানুতিষ্ঠন্তি শ্রদ্দধানা শ্রদ্ধাযুক্তা মৎপরমা অহমেব ভগবান্ বাসুদেবোঽক্ষরাখ্যঃ সর্ব্ববিশেষরহিতঃ পরমানন্দরূপং পরমঃ পার্য্যন্তিকঃ প্রাপ্যো যেষাং তে মৎপরমা ভক্তাঃ শান্তিদান্ত্যাদিমন্তো মদ্ভজনশীলাস্তেঽতীব মে মম প্রিয়াঃ জ্ঞানীতু ভগবত আত্মৈব পরিশেষাদতীব প্রিয়ত্বং ভক্তেষ্বেব পর্য্যবসন্নং যো মুক্তানাং স্বাভাবিকো ধর্ম্মঃ স মুমুক্ষুণা যত্নতোঽনুষ্ঠেয় ইত্যর্থঃ, যথোক্তং বার্ত্তিকে, "উৎপন্নাত্মপ্রবোধস্য হ্যদ্বেষ্টৃত্বাদয়ো গুণাঃ। অযত্নতো ভবন্ত্যেব নতু সাধনরূপিণঃ।" ইতি সমাপ্ত উপাসনস্তৎপদার্থবিবেকঃ অতঃপরং বাক্যার্থবিচারো জীবব্রহ্মাভেদপ্রতিপাদকো ভবিষ্যতি॥ ২০॥

ইতি শ্রীমৎপদবাক্যপ্রমাণমর্য্যাদাধুরন্ধর চতুর্দ্ধরবংশাবতংস শ্রীগোবিন্দসূরিসূনোঃ শ্রীনীলকণ্ঠস্য
কৃতৌ ভারতভাবদীপে ভীষ্মপর্ব্বণি ভগবদ্গীতার্থপ্রকাশে দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

বিশ্বনাথ।—উক্তান্ বহুবিধ স্বভক্তনিষ্ঠান্ ধর্ম্মানুপসংহরন্কাৎস্নের্ন নৈতল্লিপ্সুনাঃ তচ্ছ্রবণপঠনবিচারণাদি ফলমাহ যে ত্বিতি। এতে "ভক্ত্যথশান্ত্যথ ধর্ম্মান প্রকৃতাগুণাঃ। ভক্ত্যা তুষ্যতি কৃষ্ণো ন গুণৈরিত্যুক্তিকোর্টিতঃ।" তু ভিন্নোপক্রমে উক্তলক্ষণাভক্তা একৈক সুস্বভাবনিষ্ঠাঃ এতেতু তত্তৎসর্ব্বসল্লক্ষণেপসবঃ সাধকা অপি তেভ্যঃ সিদ্ধিভ্যোঽপিশ্রেষ্ঠা অত এব অতীবেতি পদম্।

সর্ব্বশ্রেষ্ঠা সুখময়ী সর্ব্বসাধ্য সুসাধিকা। ভক্তিরেবাদ্ভুতগুণেত্যধ্যায়ার্থো নিরূপিতঃ। নিম্বদ্রাক্ষে
ইব জ্ঞানভক্তী যদ্যপি দর্শিতে। আদীয়েতে তদপ্যেতে তত্তদাস্বাদলোভিভিঃ ॥ ২০ ॥

ইতি সারার্থবর্ষিণ্যাং হর্ষিণ্যাম্ ভক্তচেতসাং। গীতাসু দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাং ॥

———

তাৎপর্য্য।—পূর্ব্বে "অদ্বেষ্টা" ইত্যাদি বাক্যে অক্ষরোপাসক সন্ন্যাসিদিগের প্রকৃতি ও লক্ষণ সমূহের বিষয় কীর্ত্তিত হইয়াছে। পূজ্যপাদ বার্ত্তিককার বলিয়াছেন, "উৎপন্নাত্মাববোধস্য হ্যদ্বেষ্টৃত্বাদয়োগুণাঃ। অযত্নতো ভবন্ত্যেব নতু সাধনরূপিণঃ।" ইহার ভাবার্থ যথা, যাঁহার আত্মাববোধরূপ জ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে, তাঁহার অদ্বেষ্টৃত্বাদি গুণ সমূহ বিনা যত্নে স্বতঃই উপজাত হইয়া থাকে; কেবল সাধনা দ্বারা তাহা লভ্য নহে। যে স্থানে ভগবান্ পূর্ব্বে স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সে স্থলেও এই সকল ধর্ম্মের কথাই পরিব্যক্ত হইয়াছে। এই সকল ধর্ম্ম প্রযত্নসহকারে সম্পাদন করিলে মোক্ষাভিলাষিগণ যে পরমফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তাহাই প্রতিপাদন পূর্ব্বক এক্ষণে উপসংহার করা হইতেছে। মোক্ষকামী যে সকল সন্ন্যাসী সর্ব্বভূতে অদ্বেষ্টৃত্বাদি ধর্ম্ম সমূহের অবলম্বন করিয়া থাকেন, অর্থাৎ প্রযত্ন সহকারে এই অমৃতস্বরূপ অমৃতের ন্যায় পরম ফলপ্রদ অথবা অমৃতবৎ সুখাস্বাদ্য এই সকল ধর্ম্মের পরিপালন করিয়া থাকেন; আন্তরিক শ্রদ্ধাসহকারে আমাকেই অর্থাৎ অক্ষরাত্মা ভগবান্ বাসুদেবকেই পরমোপাস্য ও পরম প্রাপ্তব্য বোধে একান্ত ভক্তি সহকারে ভজনা করিয়া থাকেন, তাঁহারাই আমার অতীব প্রিয়। পূর্ব্বে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন, "প্রিয়ো হি জ্ঞানিনো হত্যর্থমহং সচ মম প্রিয়ঃ" (৭ম অধ্যায় ১৭ শ্লোক) ইত্যাদি বাক্যে ভগবান্ যে জ্ঞানিগণের ভগবৎপ্রিয়তার সূচনা করিয়াছেন, এ স্থলে তাহারই উপসংহার হইল। যে হেতু এই ধর্ম্মামৃত স্বরূপ উপাসনার শ্রদ্ধাসহকারে অনুসরণ করিলে শ্রীভগবানের অতীব প্রিয় হইতে পারা যায়, অতএব আত্মতত্ত্ব জিজ্ঞাসু মোক্ষাভিলাষিগণের পক্ষে স্বভাবতঃ জ্ঞান প্রভাবে সযত্নে এই সকল ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করা বিধেয়। যাঁহারা বিষ্ণুর পরম পদলাভার্থী তাঁহাদিগের পক্ষে ইহাই প্রশস্ত পথ। সোপাধিক অর্থাৎ সগুণ ব্রহ্মের ধ্যান পরিপাকান্তে নিরুপাধিক ব্রহ্মজ্ঞান লাভার্থী অদ্বেষ্টৃত্বাদি ধর্ম্মপরায়ণ মুমুক্ষুগণের সাধন মার্গের অনুশীলন ক্রমে বেদান্ত বাক্য পরিজ্ঞান ও তজ্জনিত তত্ত্বসাক্ষাৎকার

ঘটিলে মুক্তির উপপত্তি হয়। অতএব মুক্তিলাভের নিমিত্ত বেদান্ত মহাবাক্যের (৪৩পৃষ্ঠার টীপ্পনী দ্রষ্টব্য) অন্তর্গত তৎপদার্থের অনুসন্ধানই কর্ত্তব্য, ইহাই এই গীতা শাস্ত্রের মধ্যমষট্‌কে প্রতিপাদিত হইল।

*মূলে পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট ধর্ম্ম সমূহকে ধর্ম্মামৃত পদদ্বারা বিশেষিত করা হইয়াছে। বস্তুতঃ সর্ব্বভূতে সমজ্ঞান হিংসাদ্বেষাদি বর্জ্জিত মহৎভাব, একান্ত লোকহিতৈষণা প্রভৃতি মহোচ্চ উদারতা যে ধর্ম্মামৃত স্বরূপ তদ্বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। আসক্তি বিবর্জ্জিত হইয়া ভগবন্নিষ্ঠা সহকারে এই ধর্ম্মের অনুসরণ করিলে যে ভগবানের প্রিয়পাত্র হওয়া যায়, এবং চরমে পরম ফল লব্ধ হইয়া থাকে এ কথা বলাই বাহুল্য। মানব আগ্রহ সহকারে অন্তরকে যদি ধীরে ধীরে আবর্ত্তিত ও গঠিত করিতে অভ্যাস করে, বিষয়রূপ আবিলতার মধ্যবর্ত্তী থাকিয়াও যদি অন্তরকে নির্ম্মল রাখিবার জন্য যত্ন পরায়ণ হয়, তাহা হইলে ক্রমশঃ এইরূপ উন্নতির পথে অগ্রসর হইবার বিঘ্নবাধা অতিক্রম করিয়া পরম উন্নতি লাভ করিতে পারে। শুকদেব গোস্বামীর ন্যায় আজন্ম সন্ন্যাসব্রতাবলম্বন বিশেষ সাধনা ও শক্তির পরিচায়ক নহে। কারণ সন্ন্যাসই তাঁহার প্রারব্ধ, এবং সন্ন্যাসীরূপেই তাঁহার আবির্ভাব। কিন্তু যে ব্যক্তি প্রারব্ধ প্রভাবে সন্ন্যাসী না হইয়া প্রাকৃত মনুষ্যের ন্যায় পার্থিব ভোগোপকরণাদিতে পরিবেষ্টিত হইয়া এবং নশ্বর জগতের ক্ষণবিধ্বংসী সুখসম্পদের ভোগে অভ্যস্ত হইয়াও হৃদয়কে নির্লিপ্ত করিতে পারেন, চিত্তকে নির্ম্মল করিতে পারেন, অন্তরকে বিষয়পঙ্ক প্রলেপ হইতে নির্ম্মুক্ত করিতে পারেন, এবং মনকে দিগ্‌দর্শন যন্ত্রমধ্যস্থ উত্তরাভিমুখী শলাকার ন্যায় ব্রহ্মাভিমুখী করিয়া রাখিতে পারেন, তিনিই ধন্য বরণীয় পূজার পাত্র। রাজর্ষি জনক এতাদৃশ সাধনার জ্বলন্ত উদাহরণ। তিনি বিশাল রাজ্যের সম্রাট, অসংখ্য প্রকৃতি পুঞ্জের শুভাশুভের নিমিত্ত দায়িত্বযুক্ত, এবং স্বকীয় পুত্র কলত্র অমাত্য ঐশ্বর্য্য প্রভৃতির সম্বন্ধে অতিশয় কর্ত্তব্য বাধ্য। এই সকল কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব সম্বন্ধে তিনি কদাপি বিন্দুমাত্র উদাসীন ছিলেন না। কাহারও কোন দুঃখ দূরীকরণে তাঁহার অমনোযোগ ছিল না। এবং কাহারও কোন নিবেদন শ্রবণে তিনি অমনোযোগী ছিলেন না। তথাপি তিনি নির্লিপ্ত, সন্ন্যাসী এবং ভগবদ্ভক্তগণের অগ্রণী ছিলেন। তাঁহার চিত্ত ব্রহ্মানুধ্যানে প্রতিনিয়ত মগ্ন ছিল, এবং বিষয়ের কোন

চিন্তাই সেই অনাসক্ত সাধু নরপতিকে ক্ষণেকের নিমিত্তও ব্যাকুল করিতে পারিত না।

যে সচ্চিদানন্দ শ্রীগোবিন্দের বদনারবিন্দ হইতে গীতারূপ মকরন্দ স্যন্দিত হইয়াছে, তিনি স্বয়ংই এইরূপ নির্লিপ্ততার দেদীপ্যমান দৃষ্টান্ত। যিনি বাক্যে গীতারূপ মহদুপদেশ স্থাপন করিয়া জগৎকে ধন্য করিয়াছেন, স্বকীয় অনুষ্ঠানাবলীর দ্বারাও তিনি কার্য্যতঃ মানব মণ্ডলীকে তৎসাধনের পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। ভোগ মধ্যে অলৌকিক সন্ন্যাসের দৃষ্টান্ত শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রেই জ্বলন্তভাবে পরিদৃশ্যমান। জন্মকাল হইতে দেহত্যাগ পর্য্যন্ত সর্ব্বাবস্থায় ভগবান্ নন্দনন্দন অত্যদ্ভুত নির্লিপ্ততার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। শ্রীবৃন্দাবন ধামে গোপিকাগণের প্রেমে ভগবান্ আত্ম সমর্পণ করিয়া সম্পূর্ণরূপে প্রেমাধীন হইয়াছিলেন। মানময়ী শ্রীরাধিকা * যদি বা

---

* শ্রীরাধিকা।—রাধিকা দেবী শ্রীকৃষ্ণের অর্দ্ধাঙ্গস্বরূপা। গোলোকধামে রাসমণ্ডলে রমণেচ্ছায় শ্রীকৃষ্ণ স্বকীয় কলেবর দুইভাগে বিভক্ত করেন। বামভাগ শ্রীমতি রাধিকা রূপে অতুলনীয়া কান্তিশালিনী হন, এবং দক্ষিণভাগে শ্রীকৃষ্ণ নিজরূপই ধারণ করেন। অতএব যিনি রাধা তিনিই কৃষ্ণ। উভয়েই এক কলেবর ও অভিন্নভাব। কালক্রমে সুদামার অভিসম্পাতে রাধিকা মর্ত্তলোকে মানবীরূপে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। বৃষভানু তাঁহার জনক এবং কলাবতী তাঁহার জননী। অযোনিজা শ্রীমতী স্বেচ্ছায় কলাবতীর গর্ভে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। যথাকালে কলাবতী বায়ু মাত্র প্রসব করিয়াছিলেন। সেই বায়ুই রাধিকা রূপে পরিণত হন; এবং আপনার ছায়া মূর্ত্তি মাত্র ভূতলে রক্ষা করিয়া স্বয়ং অন্তর্হিতা হন। সেই ছায়া রূপিণীর সহিত রায়াণ ঘোষের বিবাহ হয়। ভূভার হরণার্থ শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে জন্ম পরিগ্রহ করিলে প্রকৃত রাধিকার সহিত বনমধ্যে সঙ্গোপনে তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। রায়াণ সম্পর্কে কৃষ্ণমাতা যশোদা দেবীর ভ্রাতা ছিলেন। যাবতীয় গোপ শ্রীকৃষ্ণের লোমকূপ সম্ভব এবং যাবতীয় গোপীগণ শ্রীরাধার লোমকূপসম্ভূতা। শ্রীরাধিকা নিয়ত শ্রীকৃষ্ণের হৃদয় বাসিনী এবং পরমা প্রকৃতি। মহাদেব তাঁহার সম্বন্ধে পার্ব্বতীকে যে যে কথা বলিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে।

"পুরা বৃন্দাবনে রম্যে গোলোকে রাসমণ্ডলে। শতশৃঙ্গৈকদেশে চ মালতী মল্লিকাবনে। রত্নসিংহাসনে রম্যে তস্থৌ তত্র জগৎপতিঃ। স্বেচ্ছাময়শ্চ ভগবান বভূব রমণোৎসুকঃ। রমণং কর্ত্তুমিচ্ছংশ্চ তদ্বভূব সুরেশ্বরঃ। ইচ্ছয়া চ ভবেৎ সর্ব্বং তস্য স্বেচ্ছাময়স্য চ। এতস্মিন্নন্তরে দুর্গে! দ্বিধা রূপো বভূব সঃ। দক্ষিণাঙ্গশ্চ শ্রীকৃষ্ণঃ বামাঙ্গে সা চ রাধিকা। বভূব রমণী রম্যা রাসেশী রমণোৎসুকা। অমূল্য রত্নাভরণা রত্নসিংহাসন স্থিতা। বহ্নিশুদ্ধাংশুকাধানা কোটিপূর্ণশশিপ্রভা। তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভা রাজিতা চ স্বতেজসা। সস্মিতা সুদতী শুদ্ধা শরৎপদ্মনিভাননা। বিভ্রতী কবরীং রম্যাং মালতী মাল্যমণ্ডিতাং। রত্নমালাঞ্চ দধতী গ্রীষ্মসূর্য্যসম প্রভাং। মুক্তাহারেণ শুভ্রেণ গঙ্গাধারানিভেন চ। সংযুক্তং বর্ত্তুলোত্তুঙ্গং সুমেরুগিরিসন্নিভং। কঠিনং সুন্দরং দৃশ্যং কস্তূরী পত্রচিত্রিতং। মাঙ্গল্যং মঙ্গলার্হঞ্চ স্তনযুগ্মঞ্চ বিভ্রতীং। নিতম্ব শ্রোণিভারার্ত্তাং নব যৌবনসংযুতাং। কামাতুরাং সস্মিতাঞ্চ দদর্শ রসিকেশ্বরঃ। দৃষ্ট্বা কান্তাং জগৎকান্তো বভূব রমণোৎসুকঃ।

কখন মধুর মুরলী বাদননিপুণ নটবর নায়ককে বিলাসলীলাস্থলরূপ কুঞ্জকানন হইতে প্রত্যাখান করিয়াছেন। তখন সেই বিশ্বেশ্বর সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কর্ত্তা শ্রীহরি বিরহ বেদনায় অধীর ও উন্মাদপ্রায় হইয়া কখন বা সখীগণের শরণাগত, কখন বা দেহনাশে কৃতসংকল্প, কখন বা শ্রীমতীর দর্শন কামনায় বিবিধ ছদ্মবেশ ধারণনিরত, কখন বা কাণ্ডজ্ঞানহীন বাতুলবৎ যমুনা পুলিনে ভ্রমণশীল হইয়াছেন। তাঁহাদিগের এই কল্পনাতীত পরম মধুর প্রেমলীলা সন্দর্শন করিবার নিমিত্ত পাদপলতিকাদি অধোমুখ হইয়াছে, ঋতু রাজ বসন্ত অনুচরগণ সহ সেই ক্ষেত্রে চির-বিরাজমান হইয়াছেন, এবং পুণ্যতোয়া যমুনা সেই রমণীয় ক্ষেত্র পরিত্যাগ করিবার অনিচ্ছায় বিপরীত বাহিনী হইয়াছেন। আমাদিগের ক্ষুদ্রলেখনী সে প্রেমলীলার আংশিক বর্ণনা করিতেও সক্ষম নহে। আমাদিগের ক্ষুদ্র ধারণাশক্তি সেই সুমহৎ প্রেম ব্যাপারের অংশমাত্রেরও মর্ম্মগ্রহণ করিতে সমর্থ নহে। এইরূপ অতুলনীয় সুমধুর প্রেমের বন্ধন গুরুতর কর্ত্তব্যের আহ্বানমাত্রেই ভগবান্ অনায়াসে ছিন্ন করিয়াছিলেন। কংস (৩২।১৬৫১ পৃষ্ঠার টীপ্পনী দ্রষ্টব্য) প্রেরিত অক্রূর ধনুর্যজ্ঞে ভগবানকে আমন্ত্রণ করিবামাত্র লোক হিতকর দুষ্টদমনরূপ প্রবল কর্ত্তব্য পালনের বলবতী ইচ্ছা পরতন্ত্র হইয়া অনায়াসে অকাতরে প্রেমসঙ্গিনীগণকে পরিত্যাগ করিলেন, এবং মথুরাধামে মাতুল

দৃষ্টা। রিরংসুং কান্তঞ্চ সা দধার হরেঃ পুরঃ। তেন রাধা সমাখ্যাতা পুরাবিদ্ভি র্মহেশ্বরি!। রাধা ভজতি শ্রীকৃষ্ণং সচ তাঞ্চ পরস্পরং। উভয়োঃ সর্ব্বসাম্যঞ্চ সদা সর্ব্বে বদন্তি চ। ভবনং ধাবনং রাসে স্মরত্যালিঙ্গনং জপেৎ। তেন জল্পতি সঙ্কেতাৎ বংখ্যা রাধা যদীশ্বরঃ। রা শব্দোচ্চারণাদ্ভক্তো যাতি মুক্তিং সুদুর্লভাং। ধা শব্দোচ্চারণাদ্দুর্গে! ধাবত্যেব হরেঃ পদং। কৃষ্ণ বামাংশসম্ভূতা রাধা রাসেশ্বরী পুরা। তস্যাশ্চাংশাংশকলয়া বভুবুর্দ্দেবযোষিতঃ। রা ইত্যাদানবচনো ধাচ নির্ব্বাণবাচকঃ। যতোঽবাপ্নোতি মুক্তিঞ্চ সা চ রাধা প্রকীর্ত্তিতা। বভূব গোপীসংঘশ্চ রাধায়া লোমকূপতঃ। শ্রীকৃষ্ণলোমকূপেশ্চ বভুবুঃ সর্ব্ববল্লবাঃ। রাধা বামাংশভাগেন মহালক্ষ্মীর্বভূব সা। চতুর্ভুজস্য সা পত্নী দেবী বৈকুণ্ঠবাসিনী। তদংশা রাজলক্ষ্মীশ্চ রাজসম্পৎপ্রদায়িনী। তদংশা মর্ত্ত্যলক্ষ্মীশ্চ গৃহিণাঞ্চ গৃহে গৃহে। শস্যাধিষ্ঠাতৃ দেবী চ সা এব গৃহদেবতা। স্বয়ং রাধা কৃষ্ণপত্নী কৃষ্ণবক্ষঃস্থলস্থিতা। প্রাণাধিষ্ঠাতৃ দেবী চ তস্যৈব পরমাত্মনঃ! ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তং সর্ব্বং মিথ্যৈব পার্ব্বতি!। ভজসত্যম্ পরম্ ব্রহ্ম রাধেশং ত্রিগুণাৎ পরম্। পরম্ প্রধানম্ পরমং পরমাত্মানমীশ্বরম্। সর্ব্বাদ্যম্ সর্ব্বপূজ্যঞ্চ নিরীহম্ প্রকৃতেঃ পরম্। স্বেচ্ছাময়ম্ নিত্যরূপম্ ভক্তানুগ্রহবিগ্রহম্। তদ্ভিন্নানাঞ্চ দেবানাম্ প্রাকৃতম্ রূপমেব চ। তস্য প্রাণাধিকা রাধা বহুসৌভাগ্য সংযুতা। মহাবিষ্ণোঃ প্রসূঃ সাচ মূল প্রকৃতিরীশ্বরী। মানিনীং রাধিকাম্ সন্তঃ সদা সেবন্তি নিত্যশঃ। সুলভো যৎপদাম্ভোজং ব্রহ্মাদীনাম্ সুদুর্লভম্। স্বপ্নে রাধা পদাম্ভোজম্ নহি পশ্যন্তি বল্লবাঃ। স্বয়ং দেবী হরেঃ ক্রোড়ে ছায়ারূপেণ কামিনী। সচ দ্বাদশ

কংসের নিধন সাধন করিয়া বসুন্ধরার পরমহিত সাধন করিলেন। স্বার্থের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি একার্য্য করেন নাই; ভাগিনের রূপে মাতুলের রাজ্য অধিকার করিবার ইচ্ছায় একার্য্য করেন নাই; এবং পদৈশ্বর্য্য প্রাপ্তির অভিপ্রায়েও তিনি একার্য্যে প্রবৃত্ত হন নাই। সেরূপ সঙ্কল্প হইলে উগ্রসেনকে রাজ্য প্রদান না করিয়া তিনি স্বয়ং তাহা অধিকার করিতে পারিতেন। পৃথিবীর কাহারও স্বার্থে হস্তার্পণ না করিয়া ছলে বলে কৌশলে কাহারও রাজ্য গ্রহণ না করিয়া তিনি সমুদ্রের নিকট ভূপালগণের অনধিকৃত একখণ্ড ভূমি প্রার্থনা করিয়াছিলেন। সেই দ্বীপ মধ্যে ভূতলে অতুল দ্বারকা পুরী নির্ম্মাণ করিয়া আপনার রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। প্রবল প্রতাপ ক্রূরকর্ম্মা জরাসন্ধ * নানাদিগ্ দেশীয় ভূপালগণকে অবরোধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। শ্রীহরি সেই অবরুদ্ধ ভূপতিগণকে উদ্ধার করিবার নিমিত্তই জরাসন্ধকে সংহার করিয়াছিলেন। জরাসন্ধের রাজ্য গ্রহণ করিতে

গোপানাং রায়াণঃ প্রবরঃ প্রিয়ে!। শ্রীকৃষ্ণাংশশ্চভগবান্ বিষ্ণুতুল্য পরাক্রমঃ। সুদামশাপাৎ সা দেবী গোলোকাদাগতা মহীং। বৃষভানুগৃহে জাতা তন্মাতা চ কলাবতী।" (ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ প্রকৃতিখণ্ড ৪৮শ অধ্যায়)

রাধিকার ষোড়শ নাম যথা। "নারদ উবাচ। কানি ষোড়শ নামানি রাধিকায়া জগদ্গুরোঃ। তানিমে বদ শিষ্যায় শ্রোতুম্ কৌতুহলম্ মম। শ্রুতম্ নাম্নাং সহস্রঞ্চ সামবেদনিরূপিতং। তথাপি শ্রোতুমিচ্ছামি ত্বত্তো নামানি ষোড়শ। অভ্যন্তরাণি তেষাম্ বা তদন্যান্যেব বা বিভো। অহো পুণ্য স্বরূপাণি ভক্তানাং বাঞ্ছিতানি চ। নামানি তেষাম্ ব্যুৎপত্তিম্ সর্ব্বেষাম্ দুর্লভানি চ। পাবনানি জগন্মাতু র্জগতাম্ গূঢ়রূপিনী। নারায়ণ উবাচ। রাধা রাসেশ্বরী রাসবাসিনী রসিকেশ্বরী। কৃষ্ণপ্রাণধিকা কৃষ্ণপ্রিয়া কৃষ্ণস্বরূপিণী। কৃষ্ণা বৃন্দাবনী বৃন্দা বৃন্দাবনবিনোদিনী। চন্দ্রাবতী চন্দ্রকান্তা শতচন্দ্রনিভাননা। নামান্যেতানি সারাণি তেষামভ্যন্তরাণি চ।" (ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ড ১৭ অধ্যায়) অগ্রে রাধা নামোচ্চারণ করিয়া পশ্চাৎ কৃষ্ণ নামোচ্চারণ বিধি যথা। "জগন্মাতাচ প্রকৃতিঃ পুরুষশ্চ জগৎপিতা। গরীয়সীতি জগতাম্ মাতা শতগুণৈঃ পিতুঃ। রাধা কৃষ্ণেভি গৌরীশেত্যেবং শব্দঃ শ্রতৌ যতঃ।" প্রকৃতি জগন্মাতা এবং পুরুষ জগৎ-পিতা। মাতা পিতা অপেক্ষা শতগুণে গরীয়সী। অতএব অগ্রে রাধা পরে কৃষ্ণ, অগ্রে গৌরী পরে ঈশ এইরূপ শ্রুত হয়। (ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ড ৫২ অধ্যায়)

* জরাসন্ধ।—মগধাধিপতি বৃহদ্রথের দুই পত্নী অর্দ্ধদেহ পুত্রপ্রসব করিয়াছিলেন, এবং তাদৃশ বিকলাঙ্গ শিশু অমঙ্গলের নিদানভূত জ্ঞান করিয়া পুরীর বহির্ভাগে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। জরা নাম্নী রাক্ষসী অর্দ্ধদেহ দ্বয় একত্র করিলে তাহা সংযুক্ত হইয়া বীর্য্যবান সতেজ সজীব শিশুর উদ্ভব হইল। জরা কর্ত্তৃক সন্ধিত অর্থাৎ সংযোজিত হইয়াছিল বলিয়া সেই শিশু জরাসন্ধ নামে কথিত হয়। কালক্রমে জরাসন্ধ পিতৃরাজ্যের অধিকার লাভ করেন। তাঁহার প্রবল প্রতাপে ভারতের তদানীন্তন রাজন্যগণ তাঁহার বশীভূত হইয়াছিলেন। যাঁহারা স্বেচ্ছায় তাঁহার বশ্যতাস্বীকার করেন নাই, জরাসন্ধ তাঁহাদিগকে পরাজিত ও আবদ্ধ করিয়াছিলেন। যিষ্টিরের

তাঁহার প্রবৃত্তি ছিল না। অবরুদ্ধ নৃপতিগণের কৃতজ্ঞতা লাভেও তাঁহার আকাঙ্ক্ষা ছিল না। কেবল কর্ত্তব্য বোধে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞোপলক্ষে ভীমের সহায়তায় জরাসন্ধকে সংহার করিয়াছিলেন। আপনার অগণ্য প্রায় বংশাবলী যখন ঘোর দুষ্ক্রিয়ান্বিত হইয়া উঠিল, মানীর অপমানাদি গর্হিত অনুষ্ঠান দ্বারা আপনাদিগের দুর্ব্বৃত্ততার পরিচয় দিতে লাগিল, তখন ভগবান্ শ্রীহরি যদুবংশের ধ্বংস সাধনের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। প্রবল কর্ত্তব্য সাধনার এবং লোক হিতৈষিতার এরূপ সমুজ্জ্বল উদাহরণ কল্পনাতেও আইসে না। নারদপ্রদত্ত পারিজাত কুসুম ভগবান্ স্বহস্তে লক্ষ্মীরূপা রুক্মিণীর কবরীতে স্থাপন করিয়া পরম পরিতৃপ্তি উপভোগ করিয়াছিলেন, এই সংবাদে অমর্ষপ্রদীপ্তা সত্যভামার ক্রোধ শান্তির নিমিত্ত ইন্দ্রের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইয়া নারায়ণকে ভূতলে পারিজাত বৃক্ষ আনয়ন করিতে হইয়াছিল। তদনন্তর গর্ব্বিতা সত্যভামা পতিদানরূপ মহদ্ব্যাপারের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। সেই ঘটনায় ভগবান্ ইহাই প্রদর্শন করিয়াছিলেন যে, তিনি ভক্তবৎসল এবং ভক্তাধীন। তিনি সকলেরই অথচ কাহারও নহেন। যিনি ক্ষমতায় অতুল, বিক্রমে অমেয় এবং বুদ্ধিতে অজেয়, সেই নারায়ণ দেহত্যাগ করার পর তাঁহার প্রাণোপমা প্রণয়িণীগণ দুর্ব্বৃত্তগণ কর্ত্তৃক নিপীড়িত এবং নানারূপে লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন। ইচ্ছাময় ইচ্ছা করিলেই তাহাদিগের যথাবিহিত সংরক্ষণের সুব্যবস্থা করিতে পারিতেন। কিন্তু তাহা না করিয়া এমন কি

রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠানের পরামর্শ কালে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন যে, জরাসন্ধ জীবিত থাকিলে কখনই ধর্ম্মনন্দনকে সম্রাট্ বলিয়া স্বীকার করিবে না। অতএব তাহাকে বধ করা আবশ্যক। কেবল মাত্র ভীমার্জ্জুনকে পাইলে শ্রীকৃষ্ণ অনায়াসে জরাসন্ধের নিধন সাধন করিতে পারিবেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পাণ্ডব সমভিব্যাহারে শ্রীকৃষ্ণ মগধে আগমন করিলেন, এবং অকারণ বহু নিরীহ ব্যক্তির শোণিতে ধরণী রঞ্জিত করিবার অভিলাষ না থাকায় আপনারাই স্নাতক ব্রাহ্মণবেশে জরাসন্ধের পুর প্রবেশ করিলেন। বিহিতবিধানে জরাসন্ধ তাঁহাদিগকে সৎকৃত করিয়া তাঁহাদিগের আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে স্পষ্টভাবে বলিলেন যে, তুমি বহুসংখ্যক নরপতিকে ভগবান্ মহাদেবের নিকট বলি প্রদানের কামনায় আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছ। এরূপ আচরণ নিতান্ত অবৈধ। এজন্য তুমি আমাদিগের বধ্য। আমাদের তিনজনের মধ্যে যে কাহারও সহিত যুদ্ধে তুমি প্রবৃত্ত হও। তখন জয়াসন্ধ ভীমসেনের সহিত মল্লযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া পরাভূত ও হত হইলেন। তদনন্তর শ্রীকৃষ্ণ আবদ্ধ ভূপালগণকে কারামুক্ত করিলেন। নরপতিগণ ভীতিশূন্য হইয়া শ্রীকৃষ্ণের বন্দনা করিতে লাগিলেন। (মহাভারত সভাপর্ব্ব দ্রষ্টব্য)

অর্জ্জুনাদি সুহৃদ্গণের হস্তে সে ভার সংন্যস্ত না করিয়া তিনি নির্লিপ্ততা ও অনাশক্তির অত্যাশ্চর্য্য দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। ভোগে সন্ন্যাস অর্থাৎ বিবিধভোগোপকরণ পরিবেষ্টিত হইয়াও তত্তাবতে অনাসক্তির এরূপ উদাহরণ আর দেখা যায় না। যিনি গীতারূপ পরম ধর্ম্ম পরিব্যক্ত করিয়াছেন, তিনি কার্য্য দ্বারাও পদে পদে তাহার অনুষ্ঠান ও অনুশীলন করিয়াছিলেন। আমাদিগের ক্ষুদ্র স্থানে এই লীলাময় দেব চরিত্রের সর্ব্বাঙ্গীন উপন্যাস সম্ভবে না। গীতার পরম তত্ত্ব যেরূপ পঠিতব্য, আলোচ্য ও পালনীয়, তদ্রূপ সঙ্গে সঙ্গে গীতোপদেষ্টা পরমেশ্বরের লীলাময় চরিত্রকাহিনী একান্ত মনে আলোচ্য ও অনুকরণীয়। সেই বিশাল ঈশ্বরলীলার অনুকরণ মনুষ্যসাধ্যাতীত হইলেও সেইভাবে চরিত্রগঠনের প্রয়াসী হওয়া সকলেরই কর্ত্তব্য।

আর এক পরম দেবতার মহচ্চরিত্র দেবতাদেরও আদর্শ। শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রে যেরূপ ভোগে সন্ন্যাসের দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়, ভগবান্ ভূতভাবন মহাদেবের চরিত্রে সেইরূপ সন্ন্যাসে ভোগ, নির্লিপ্ততায় লিপ্ততা এবং অনাসক্তিতে আসক্তি পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। উভয় দৃষ্টান্তই অনুরূপ। ভোগের পথ দিয়া অনাসক্তি এবং অনাসক্তির পথ দিয়া ভোগ ফলতঃ একই কথা। ভগবান্ মহেশ্বর চির সন্ন্যাসী, কামনা বর্জ্জিত, স্পৃহা রহিত, নির্লিপ্ত যোগী। সতী শিরোমণি জগন্মাতা আদ্যাশক্তি ভগবতী তাঁহার ভার্য্যা। পিতা দক্ষরাজের যজ্ঞে পতি নিন্দা শ্রবণ করিয়া জগন্মাতা দেহ ত্যাগ করিলে বিশ্বনাথের শান্তিপূর্ণ প্রেমপূর্ণ হৃদয় আলোড়িত হইয়া উঠিল। তখন তিনি ভৈরবগণসহ ত্রিশূল হস্তে ক্রোধোন্মত্ত হইয়া দক্ষযজ্ঞ * নাশ করিলেন; পরে সেই জ্ঞানিগণের অগ্রগণ্য শশাঙ্কশেখর

---

* দক্ষযজ্ঞ।—প্রজাপতি দক্ষ ব্রহ্মার মানস পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। ভগবতী প্রসূতি দেবী তাঁহার সহধর্ম্মিণী। প্রসূতির গর্ভে দক্ষের ঔরসে বহুকন্যার জন্ম হয়। আদ্যাশক্তি সর্ব্বমঙ্গলা সতীদেবী দক্ষ কন্যার অন্যতম। দক্ষরাজা অতি সমারোহে একবিশেষ যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছিলেন। সেই যজ্ঞে শিব ব্যতীত আর সকলে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। শিবপত্নী সতীদেবী বিনা নিমন্ত্রণেও পিতৃযজ্ঞে উপস্থিত হইয়াছিলেন। যজ্ঞ স্থলে সর্ব্বসমক্ষে দক্ষরাজা নানা প্রকারে শিবনিন্দা করিয়াছিলেন। পতিনিন্দা শ্রবণে জগন্মাতা তৎক্ষণাৎ দেহত্যাগ করেন। এই সংবাদ শ্রবণে পশুপতি স্বসৃষ্ট বীরভদ্র নামক মহাপুরুষের সাহায্যে দক্ষযজ্ঞ নাশ করিয়াছিলেন। তথাহি ব্রহ্ম বৈবর্ত্তে। "দৈত্যার্দ্দিতানাং দেবানাং তেজোরাশিসমুদ্ভবা। দেবী সংহৃত্য দৈত্যৌঘান্ দক্ষকন্যা বভূব হ। সা চ নাম্না সতীদেবী স্বামিনো নিন্দয়া পুরা। দেহং সংত্যজ্য যোগেন জাতা শৈলপ্রিয়োদরে। শঙ্করায়

গতজীবিতা সুন্দরীর দেহ স্কন্ধে আরোপ করিয়া উন্মাদপ্রায় ভূতলে পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। সন্ন্যাসীর—শ্মশানবাসীর অত্যদ্ভুত প্রেমময়তা! অলৌকিক আসক্তি! কালাত্যয়ে সেই দেবী গিরিরাজদুহিতা রূপে মেনকার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিলেন। অনাসক্ত সন্ন্যাসী যথাকালে তাঁহার পাণিগ্রহণ করিয়া চরিতার্থ হইলেন। ধনেশ্বর কুবের তাহার ভাণ্ডারী, বারাণসীপুরী তাঁহার নিকেতন, সর্ব্ব সৌভাগ্যদাত্রী লক্ষ্মী এবং সকল বিদ্যা-রূপা সরস্বতী তাঁহার পার্শ্বে সর্ব্বদা অবস্থিত। বলবিক্রমে অজেয় কার্ত্তিকের এবং সর্ব্বাভীষ্টসিদ্ধি দাতা গণপতি তাঁহার নন্দন। এরূপ ঐশ্বর্য্যশালী—এরূপ সৌভাগ্যবান্ দেবগণের মধ্যে আর কে আছেন? তথাপি মহাদেব ভিক্ষোপজীবী, ভস্মপ্রলিপ্ত কলেবর, বিল্বতলবাসী, ব্যাঘ্রাম্বরধারী, এবং বৃষভারূঢ়। সেই সন্ন্যাসী সর্ব্বৈশ্বর্য্যের অধীশ্বর হইলেও সর্ব্বত্র উদাসীন ও নির্লিপ্ত। আরও নির্লিপ্ততার অদ্ভুত পরিচয় তাঁহার যোগচর্য্যায়। সেই বিভূতিবিলেপিতকায় মহাপুরুষের বাম অঙ্গে সর্ব্বালঙ্কার বিভূষিতকায়া সর্ব্বশোভাময়ী স্থিরযৌবনা জগন্মাতা আসীনা। বিশ্বেশ্বরের বামহস্ত সেই প্রেমময়ীর কণ্ঠে বেষ্টিত। এইরূপ অবস্থায় সেই অনাদিপুরুষ বাহ্যজ্ঞান-বিরহিত যোগমগ্ন—সমাধিস্থ। সন্ন্যাসে ভোগের অতুলনীয় দৃষ্টান্ত মহাদেব স্বীয় লীলার দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন। শিবের এইরূপ চরিত্রের বিষয় বিরলে বসিয়া চিন্তনীয়। ইত্যাকার দেবচরিত্র একান্ত মনে আলোচনা করিলেও মনুষ্য হৃদয়ের প্রভূত উন্নতি হইয়া থাকে; এবং গীতার এই ভক্তিযোগ ষট্‌কের উপসংহারকালে শ্রীভগবান্ যেরূপে চরিত্রগঠনের উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তদনুশীলনের যথেষ্ট সহায়তা হয়। এইরূপ সহায়তা হইবে বলিয়াই আমরা এই স্থলে এই দুই মহজ্জীবনের কিঞ্চিন্মাত্র বিবরণ সংক্ষেপে নিবদ্ধ করিলাম। যাঁহারা ভক্ত জ্ঞানাভিলাষী এবং উন্নতিকামী তাঁহারা এই দৃষ্টান্তদ্বয়ের সূচনামাত্র অবলম্বন করিয়া ক্রমশঃ চিন্তা করিতে করিতে এতদ্ব্যাপারের গূঢ় রহস্যের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিবেন।

গীতার এই ষট্‌কের নাম ভক্তিযোগ। প্রথম ষট্‌ক কর্ম্মযোগ এবং

দদৌতাঞ্চ পার্ব্বতীং পর্ব্বতো মুদা। তাংগৃহীত্বা মহাদেবো জগাম নির্জ্জনং বনং।" (ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ গণপতি খণ্ড ১ম অধ্যায়)

শেষ ষট্‌ক জ্ঞানযোগ ; এতদুভয়ের মধ্যে এই ষটক বিন্যস্ত হওয়ায় ভক্তগণের চক্ষুতে ইহা কৌটা মধ্যস্থ রত্নের ন্যায় আদরণীয় হইয়াছে।

মূলে "যে তু" মধ্যস্থিত তু পদ ভিন্ন উপক্রমে প্রযুক্ত হইয়াছে, ইহাই পূজ্যপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর অভিপ্রায়। মূলে যে "ধর্ম্ম্যামৃত" পদ আছে, তাহা কোন কোন মহাত্মা ধর্ম্মামৃত রূপে পাঠ করিয়াছেন ॥ ২০ ॥

পূজ্যপাদ শ্রীমৎশ্রীধর স্বামীর উপসংহার বাক্য। সমস্ত পথই দুঃখপ্রদ, অপরিস্ফুট এবং বহু বিঘ্নজনক। অতএব ভক্তিসৎপথাশ্রিত বিদ্বানগণ শ্রীকৃষ্ণের চরণসরসিজোপাসনা পরম সুখপ্রদ জানিয়া তাঁহারই ভজনা করিয়া থাকেন।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্বলদেবের উপসংহার বাক্য। সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ একনিষ্ঠ সেবকগণের বশতাপন্ন ; অপিচ তিনি স্বীয় ভক্তিমান্ সেবকগণের বশতাপন্ন এবং সেই শ্রীনিবাস প্রীতিযুক্ত সেবকগণের অতি বশতাপন্ন, এই তত্ত্ব দ্বাদশাধ্যায়ে পরিব্যক্ত হইল।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্বিশ্বনাথের উপসংহার বাক্য। সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ সুখময়ী সর্ব্বসাধ্য প্রদানক্ষমা ভক্তির এবংবিধ অদ্ভুত গুণসমূহ এই দ্বাদশ অধ্যায়ে নিরূপিত হইয়াছে। যদিও নিম্ব ও দ্রাক্ষার ন্যায় জ্ঞান ও ভক্তি তত্ত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে, তথাপি তত্তৎ আস্বাদলোভী সাধকগণ স্ব স্ব আকাঙ্ক্ষানুসারে এককে গ্রহণ করিয়া থাকেন।

তাৎপর্য্য সমাপ্ত।

যামুন মুনি।—ভক্তিশৈঘ্র্য মুপায়োক্তিরশক্তস্যাত্ম নিষ্ঠতা। তৎপ্রকারাস্ত্বতিপ্রীতির্ভক্তে দ্বাদশ উচ্যতে।

ইহার ভাবার্থ যথা ; ভক্তি অতি শীঘ্রই মুক্তি রূপ ফল প্রদান করিয়া থাকে। যাঁহারা ভক্তিরূপ অনুষ্ঠানে অশক্ত, তাঁহাদিগের পক্ষে আত্মনিষ্ঠা অবলম্বনীয়। সেই ভক্তি অতি প্রীতি লক্ষণা ইহাই দ্বাদশ অধ্যায়ে কথিত হইল।

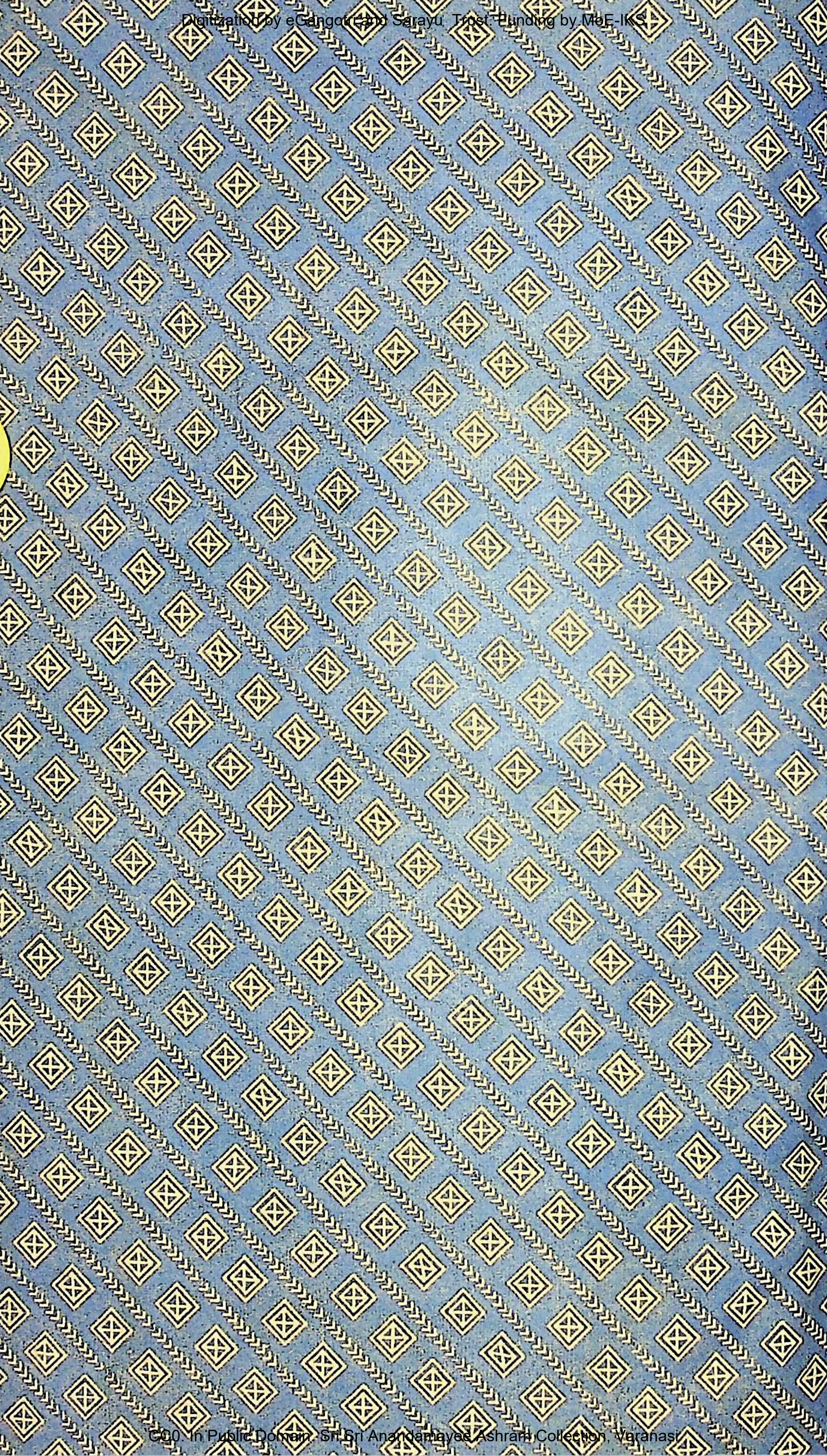ইতি শ্রীমদ্ভরদ্বাজর্ষি-গোত্র-সম্ভূত, কোবিদকুল-দিবাকর-মুনিসত্তম-শ্রীমৎ-শ্রীহর্ষদেব-বংশোদ্ভব,
জ্ঞান-পাণ্ডিত্য-বিভূষিত-অবধূত-গণ-পরিবৃত, ব্রহ্মাত্মৈক্য-দর্শন-নিষ্ঠ-সাধকশ্রেষ্ঠ-
বিদ্যাবিজ্ঞানোজ্জ্বল-কলেবর-মহাপুরুষ-শিষ্য, ভগবদ্ভক্ত-চরণ-রেণু-লোলুপ
শ্রীমদ্দামোদরদেবশর্ম্মকৃত "গীতাবোধ-বিবর্দ্ধিনী" সংস্কৃতব্যাখ্যা,
ভাষাশব্দান্তর, ভাষাব্যাখ্যা, গীতার্থসারদীপিকা" ভাষা
তাৎপর্য্য ও বহুবিধ টিপ্পনী-সংনেত তৎসম্পাদিত বহুল
ভাষ্য-টীকা সমন্বিত শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতার
দ্বিতীয় ষট্‌ক সমাপ্ত।